য়মভ্যসনীয় ইত্যুত্তরগ্রন্থোপপত্তিরিতি ভাবঃ। তথাচ সূত্রম্ "আবৃত্তিরস | সর্গঃ
পদেশা"দিতি। অথবা যথা অব্রহ্মবিজ্ঞাগ্রস্তয়াদিচিরবাসনাবাসিতঃ | কৃচ্ছ্-
অবিদ্যয়া কুৎসনভৎর্সনভীষণাদিবাগ্‌ভির্ভয়কম্পপলায়নগর্ত্তপতনাদিপ্র প্রে
ভাভিশ্চোপলক্ষিতোদুঃখী ভাতি যথাবা উপাসকোজাগ্রদ্দেব ভাববাসনাবাসিত-
স্বপ্নে দেব ইব রাজেব স্তুতিপ্রশংসনাদিবাগ্‌ভির্জ্জক্ষণক্রীড়নবিমানারোহ-
নভোবিহারাদিপ্রতিভাভিশ্চোপলক্ষিতোভাতি তথা ব্রহ্মবিদপি চিরাভ্যস্তশ্রব-
ণাদিবাসিতঃ স্বপ্নে ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বং অহমেবেদং সর্ব্বোস্মীতি
পরমার্থপ্রতিপাদকবাগ্‌ভির্বাস্তবব্রহ্মভাবপ্রতিভাভিশ্চ ভাতি। তথা ফলাব-
স্থায়ামপি স্বপ্নবৎ পরলোকফলস্যাপি দৃঢ়াভ্যস্তবাসনানুসারিত্বস্য লীলোপাখ্যা-
নাদৌ ব্যুৎপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। নম্বত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ যদিতি। যদিদং
স্বপ্নবৎ পরলোকস্যাপি বাসনানুসারিত্বং তৎ স্বয়মেব শব্দয়ন্তি বোধয়ন্তি ন
তু মূলসাপেক্ষতয়েতি স্বশব্দাঃ শ্রুতয়স্তদুথৈঃ প্রত্যয়ৈঃ স্বতঃপ্রমাণভূতৈরধ্যব-
সীয়তে। "অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছাদয়তি গর্ত্তমিব পততি
যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতে অথো যত্র দেব ইব রাজেবাহ-
মেবেদং সর্ব্বোস্মীতি মন্যতে সোস্য পরমো লোকঃ। তৎ য ইহ ব্যাঘ্রোবা
সিংহোবা যৎ যৎ ভবন্তি তত্তদা ভবন্তি। যচ্চিত্তস্তন্ময়োভবতি গুহ্যমেতৎ সনা-
তনং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিন শরীরে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। "যং যং বাপি স্মরন্
ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মরে"ত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চেত্যর্থঃ। তথাচাভ্যাস-
দশায়াং যো যদ্বেত্তি সংসার্য্যাত্মানং ব্রহ্মাত্মভাবং বা স ফলাবস্থায়ামপি তদ্বেত্ত্য-
নুভবতীতি নিরন্তরং ব্রহ্মানুভববাসনৈব দৃঢ়ীকার্য্যেত্যুৎপত্তিপ্রকরণতাৎপর্য্যার্থ
ইতি ভাবঃ। অথবা বাগ্‌ভিঃ শ্রুতিস্মৃত্যাদিশব্দপ্রমাণৈর্ভাভির্ব্বিদ্বদনুভব-
প্রকাশৈশ্চ "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি"ইত্যাদিভিঃ যদিদমস্যাজ্ঞানদশাপ্রসিদ্ধম-
ব্রহ্মত্বমবস্থাত্রয়ঞ্চ তদাত্মনি স্বপ্ন ইব ভাতি। "তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না"
ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সম্ভাবনামাত্রঃ সংসারঃ প্রত্যগাত্মনি। "উক্তের্থে সংশয়শ্চেৎ
স্যাৎ প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্যতা"মিতি বার্ত্তিকাদিপ্রসিদ্ধবিদ্বদনুভবাচ্চ। তদু-
ক্তার্থদ্বয়ং যোঽধিকারী স্বঃ স্বীয়ঃ করতলামলকবদপরোক্ষীকৃতাত্মতত্ত্ব উপদেশ-
কুশল আচার্য্যস্তস্যোপদেশশব্দোথৈরনুভবানুকূলৈরূহাপোহাদ্যুপায়ৈর্যৎ যাদৃশং
বেত্তি স এব স্বানুভবতোঽপি তদ্বেত্তি। "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ। আচা-
র্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ। আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ট"

ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অথবা ব্রহ্মবিদামনুভবসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্যবহারে বাগ্‌-ভাভিস্তল্যং ভাতি যথা বাক্ ঘটাদিশব্দঃ সঙ্কেতাৎ স্বানুরঞ্জিতমর্থং প্রকাশয়ন্তী তদ্ভাবাপন্নেব স্বয়ং প্রথতে যথা ভা আলোকোঽপি তথা প্রথতে এবং ব্রহ্মাপি ভাস্বানুরঞ্জিতং তদবিবিক্তস্বপ্রকাশং প্রথত ইত্যর্থঃ। নম্বসঙ্গাদ্বিতীয়স্য কথং পরানুরঞ্জনেন প্রথনং তত্রাহ যদিতি। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ আত্মন্যধ্যাসেন স্বপ্ন ইব ইদং তনোতীতীদং তৎ সর্ব্বপ্রপ্রঞ্চবিবর্ত্তোপাদানমিত্যর্থঃ। তথাচ কারণস্য কার্য্যানুরঞ্জনং যুক্তমেব কার্য্যমিথ্যাত্বাচ্চ নাসঙ্গাদ্বিতীয়তাবিরোধ ইতি ভাবঃ। তৎ তথা ভূতং ব্রহ্ম স্বশব্দোঽথৈরনুগতস্বয়ংরূপমাত্রপরামর্শ্যাত্মাদি-শব্দনিষ্কৃষ্টবোধৈর্যো বেত্তি স তদসঙ্গোদাসীনস্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্বভাবং বেত্তি ন বিশেষনামরূপসম্বলিতদর্শীত্যর্থঃ। অথবা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশত্বাৎ ব্রহ্মবিৎ স্বপ্রথায়া-মন্যনিরপেক্ষমপি বাগ্‌ভাভিঃ“বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি আদিত্য এবাস্য জ্যোতির্ভবতী”তি শ্রুত্যুক্তৈর্জ্যোতিরন্তরৈর্ব্ব্যামোহাৎ স্বপ্ন ইবাত্মনি জ্যোতি-রন্তরাসঙ্কীর্ণদশায়ামেব সমাধ্যাদৌ নিষ্কৃষ্টং ভাতি ন সংসারজাগরে। শ্রুত্যা তত্রৈব “আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা স্তেপত্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে” ইতি স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বস্ফুটীভাবপ্রদর্শনাৎ। ইত্থং স্বপ্নে ব্যুৎপাদিতস্য স্বয়ংজ্যোতিরাত্মনোজাগরেপ্যনুভবে উপায়মাহ যদিতি। ইদমিতি তদিতি স্বমিতি চ শব্দৈরুথৈরাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকবিষয়প্রত্যয়ৈর্ভোক্তারং প্রতি এতি আগচ্ছতীতি যৎ তথাবিধং যৎ বিষয়জাতং তৎ যো বেত্তি স তদ্‌ব্রহ্মৈব সন্ বেত্তি ন তু কল্পিতোপাধ্যাত্মা সন্ বেত্তি। জড়াত্মনোবেদনশক্ত্য-ভাবাৎ “নান্যোতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোতোঽস্তি শ্রোতে”তি দ্রষ্টৃশ্রোত্রন্তরপ্রতিষেধা-চ্চেতি ভাবঃ। তথাচ বহিরর্থপ্রকাশে জ্যোতিরন্তরসঙ্কীর্ণত্বেঽপি নান্তরূপনী-তার্থপ্রথায়াং তৎসঙ্কর ইতি জাগরেপি স্বয়ঞ্জ্যোতিরাত্মা বিবেকিভিঃ সুবোধ-ইতি সদৈব তদ্বিমর্শপরেণ ভাব্যমিত্যাশয়ঃ। অথবা যদিদমিহ লোকরূপং কর্ম্মস্থানং তৎ স্বর্গাদিরূপং তৎ ফলস্থানং স্বং স্বয়ং তৎফলভোক্তা চেতি ত্রিতয়-প্রতিপাদককর্ম্মকাণ্ডশব্দোথৈঃ প্রত্যয়ৈর্যৎ ভাতি যচ্চোপনিষদ্বাগ্‌ভির্ম্মননাদি-প্রকাশৈশ্চাহং ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মেতি বা ভাতি তৎ সর্ব্বং স্বপ্ন ইবাপ্রবুদ্ধ এবাত্মনি ভাতি ন ভূমাত্মনি। “যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতি” শ্রুতেঃ। “সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিনিষেধমোক্ষপরাণ্যবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্তন্তে” ইতি ভাষ্যাচ্চ। তদিদং রহস্যং যোগস্তদ্বেদ তদ্বেদেতি শ্রুতিং বিড়ম্বয়ন্নাহ যো যদ্বেত্তীতি। বিদ্বদনুভবৈকসিদ্ধমিদমিত্যর্থঃ। দুরূহস্যাস্য পদ্যস্য

ন্যায়েনানেন লোকেঽস্মিন্ সর্গে ব্রহ্মাম্বরে সতি ।
কিমিদং কস্য কুত্রেতি চোদ্যমূচে নিরাকৃতম্ ॥ ২ ॥
অহং তাবৎ যথাজ্ঞানং যথাবস্তু যথাক্রমম্ ।
যথাস্বভাবং তৎ সর্ব্বং বচ্মীদং শ্রূয়তাং বুধ ॥ ৩ ॥
স্বপ্নবৎ পশ্যতি জগচ্চিন্নভোদেহবিৎ স্বয়ম্ ।

সুধীভিরপি দুর্গমাঃ। ইমে গুরুপ্রসাদেন দশার্থাঃ সম্প্রকাশিতাঃ ॥ ১ ॥

ইত্থং প্রকরণার্থসংক্ষেপোপদর্শনমুখেনাবান্তরবিষয়ে প্রদর্শিতে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানলক্ষণাবান্তরপ্রয়োজনানুবন্ধী প্রাক্তনচোদ্যপরিহারোপ্যর্থাৎ সিদ্ধ ইত্যাহ ন্যায়েনেতি। অনেন সংক্ষেপতোদর্শিতেন বিস্তরতোবক্ষ্যমাণেনাধস্তস্তাধিষ্ঠানাৎ পৃথগসত্ত্বন্যায়েনাধ্যারোপাপবাদন্যায়েন বা ব্রহ্মাম্বরেঽধ্যাসক্রমেণাস্মিন্ পরিদৃশ্যমানে সর্গে প্রপঞ্চরূপে সতি সর্গে বাঽপবাদক্রমেণ লোকেঽবলোক্যমানে ব্রহ্মাম্বরে ব্রহ্মাকাশমাত্রে সতি "তদেতদ্ভগবন্ ব্রূহি কিমিদং পরিণশ্যতি। কিমিদং জায়তে ভূয়ঃ কিমিদং পরিবর্দ্ধতে" ইত্যাদিনা ভবান্ প্রাগ্যৎ সতোনাশাদ্যসম্ভবচোদ্যমূচে তৎস্বতোনিরাকৃতমেবোচে। সতোনাশাদ্যনভ্যুপগমান্নশ্বরস্য সত্বানভ্যুপগমাচ্চোদ্যবিষয়াভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইত্থমবান্তরবিষয়ফলে প্রদর্শ্য বিস্তরোক্তিং প্রতিজানীতে অহমিতি। ইদং সংক্ষিপ্য দর্শিতমর্থজাতং বচ্মি বিস্তরেণেত্যর্থঃ। প্রমাণতোঽনুভবতশ্চ যথাজ্ঞানং পরিক্ষণতো যথাবস্তু সাধনোপপত্তিনিরূপণতো যথাক্রমং শ্রোতৃবুদ্ধিপরিপাকানুসারতশ্চ যথাস্বভাবম্। সর্ব্বত্র পদার্থানতিবৃত্তাবব্যয়ীভাবঃ। অথবা যথাবস্থিতি সর্গপূর্ব্বাবস্থোক্তিস্তদা সর্ব্বজগতঃ সন্মাত্ররূপত্বাৎ। যথাজ্ঞানমিতি সর্গারম্ভকলনোন্মুখত্বোক্তিঃ। যথাক্রমমিতি স্থূলীভাবেন সৃষ্টিক্রমোক্তিঃ। যথাস্বভাবমিতি জগদারোপদশায়ামপ্যবিকৃতস্বভাবোক্তিঃ। সর্ব্বমিতি জ্ঞানপ্রাপ্যপূর্ণভাবোক্তিঃ। "তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভব"দিতি শ্রুতৌ পূর্ণভাবে সর্ব্বশব্দদর্শনাৎ। বুধেত্যুত্তমাধিকারস্মারণং শ্রবণাদরোৎপাদনার্থম্ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নবদাত্মনীতি যদুক্তং তস্য তাৎপর্য্যং বিশদয়তি স্বপ্নবদিতি। চিন্নভোদেহবিজ্জীবভাবাপন্নং সৎ যজ্জগৎ পশ্যতি তৎ স্বপ্নবৎ পশ্যতি। যথা স্বপ্নদর্শনং বিষয়বাধেঽপি ন বাধ্যতে তদ্বজ্জগদ্দর্শনমপীতি। দৃশেঃ সত্যত্বে তাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। এবমহমিতি প্রত্যগাত্মতাদাত্ম্যেন ত্বমিতি পরাগ্ভাবেন চ

স্বপ্নসংসারদৃষ্টান্ত এবাহং ত্বং সমন্বিতম্ ॥ ৪ ॥
মুমুক্ষুব্যবহারোক্তিময়াৎ প্রকরণাৎ পরম্।
অথোৎপত্তিপ্রকরণং ময়েদং পরিকথ্যতে ॥ ৫ ॥
বন্ধোয়ং দৃশ্যসদ্ভাবাদ্দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনম্।
ন সম্ভবতি দৃশ্যন্তু যথেদং তচ্ছৃণু ক্রমাৎ ॥ ৬ ॥
উৎপদ্যতে যো জগতি স এব কিল বৰ্দ্ধতে।
স এব মোক্ষমাপ্নোতি স্বর্গং বা নরকঞ্চ বা ॥ ৭ ॥

ভাসমানং প্রপঞ্চরূপমপি স্বপ্নসংসারদৃষ্টান্তে দাষ্টান্তিকত্বেন সমন্বিতং সম্যক্ সম্বদ্ধম্। তস্য মিথ্যাত্বে তাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। অথবা ননু প্রমাণজস্য কথম-প্রমাণজং স্বপ্নদর্শনং দৃষ্টান্তস্তত্রাহ দেহবিদিতি। যদ্যপি বাহ্যং জগৎ প্রমাণৈঃ পশ্যতি তথাপি কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মকব্যষ্টিসমষ্টিদেহভাসকঃ স্বয়মেব ন বাহ্য-প্রমাণসাপেক্ষ ইত্যর্থঃ। ননু রূপাদিমত্ত্বাৎ দেহোঽপি চক্ষুরাদিনৈব ভাসতাং তত্রাহ অহং ত্বমিতি। যদি চক্ষুরাদিনা ভাসেত তর্হীদমিত্যেব ভাসেত। তদ্বিষয়ে সর্ব্বত্রেদন্ত্বদর্শনাৎ। অহং ত্বং তু তত্র ভাসমানং স্বপ্নসংসারদৃষ্টান্ত এব সমন্বিতং যুক্তমিত্যর্থঃ। অথবা অস্তু দেহস্য স্বপ্নসাম্যং তথাপি কথং বাহ্যনামরূপাত্মকজগন্মাত্রস্য তথাত্বং তত্রাহ অহং ত্বং সমন্বিতমিতি। ন বাহ্য-রূপাদি তাবন্মাত্রং নিষ্কৃষ্টং ভাসতে কিন্তু রূপমহং পশ্যামীতি ত্রিপুটীভূতমহমর্থ-সম্বলিতত্বমর্থরূপং তত্তু সাক্ষিমাত্রগম্যত্বাৎ স্বপ্নসংসারদৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকং ভব-ত্যেবেতি শেষঃ। ন হ্যধ্যস্তগোচরজ্ঞানে সত্যার্থোবিষয়োভবতি। "অধ্যস্ত-মেব হি পরিস্ফুরতি ভ্রমেষু নান্যৎ কথঞ্চন পরিস্ফুরতি ভ্রমেষ্বিতি" সিদ্ধান্তাৎ বাহ্যপ্রমাণানাং ব্যবহারেঽর্থাবিসম্বাদমাত্রেণাপি ব্যাবহারিকপ্রামাণ্যাবিঘাতা-দিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অথেত্যানন্তর্য্যেণ হেতুতা সঙ্গতির্দর্শিতা ॥ ৫ ॥

ননু বন্ধনিরাসোপায়ার্থিনোমম কিমনেন দৃশ্যমিথ্যাত্বপরোৎপত্তিপ্রকরণ-শ্রবণেনেত্যত্রাহ বন্ধ ইতি ॥ ৬ ॥

ননু ন দৃশ্যাসম্ভবমাত্রেণ বন্ধনিবৃত্তিঃ। উৎপত্তিবৃদ্ধিনাশস্বর্গনরকাদের্ব্ব-ন্ধস্য দ্রষ্টৃধর্ম্মতাপ্রত্যয়েনাত্মকোট্যন্তঃপাতেন দৃশ্যনিবৃত্তাবপি তদনিবৃত্তেরিত্যা-শঙ্ক্যাহ উৎপদ্যত ইতি দ্বাভ্যাম্। সত্যমুৎপদ্যতে যঃ স এব বৃদ্ধ্যপক্ষয়স্বর্গনর-

অতস্তে স্বাববোধার্থং তত্তাবৎ কথয়াম্যহম্।
উৎপত্তিঃ সংস্থতাবেতি পূর্ব্বমেব হি যোযথা ॥ ৮ ॥
ইদং প্রকরণার্থং ত্বং সঙ্ক্ষেপাচ্ছৃণু রাঘব।
ততঃ সঙ্কথয়িষ্যামি বিস্তরং তে যথেপ্সিতম্ ॥ ৯ ॥
যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি ॥ ১০ ॥
ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজোন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ১১ ॥
ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।

কাদীন্ বন্ধমোক্ষৌ চানুভবেৎ ন ত্বাত্মা উৎপত্ত্যাদিস্বভাবঃ। স্বস্বরূপানববোধেনৈব তস্যোৎপত্ত্যাদিভ্রমবিভাবনাদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যতঃ স্বানববোধাদেব বন্ধোঽতঃ স্বাববোধার্থং তদ্দৃশ্যাসম্ভবং তাবৎ বক্ষ্যমাণপ্রকারং কথয়ামি যথা উৎপত্ত্যাদিসম্বন্ধঃ সংস্থতৌ দৃশ্যসংসারকোটৌ যেতি নাত্মকোটৌ। আত্মা তু দৃশ্যোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং যথা তথৈব নাণুমাত্রমপি বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তিরিত্যেষা পরমার্থতা"ইতি ॥ ৮ ॥

অয়মেবাস্য প্রকরণস্যার্থ ইতি বক্ষ্যমাণবিস্তরোপোদ্ঘাততয়া অস্মিন্ সর্গে সংক্ষেপতঃ প্রপঞ্চ্যত ইত্যাহ ইদমিতি। অয়ঞ্চাসৌ প্রকরণার্থশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। প্রকরণার্থমুৎপত্তিপ্রকরণোপোদ্ঘাতায় ইদমেতৎ সর্গপ্রতিপাদ্যমিতি বা ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বমেব হি যোযথেত্যুক্তার্থস্যোপপাদনায় প্রলয়াবস্থাপরিশিষ্টাত্মস্বরূপং বক্তুং পূর্ব্বসর্গস্য কারণে লয়প্রকারং দৃষ্টান্তেনাহ যদিদমিতি। সাংখ্যনৈয়ায়িকাদ্যভিমতপ্রধানপরমাণ্বাদিপরিশেষাত্মকপ্রলয়বৈধর্ম্ম্যার্থং দৃষ্টান্তোক্তিঃ ॥ ১০ ॥

স্তিমিতমক্রিয়মমূর্ত্তত্বাৎ। গম্ভীরমপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ অরূপত্বাৎ ন তেজঃ। ভারূপত্বান্ন তমঃ। নির্দ্ধর্ম্মকত্বাদনাখ্যম্। অজ্ঞানাবৃতত্বাদনভিব্যক্তং প্রপঞ্চসংস্কারাধারত্বাদ্বা অনভিব্যক্তম্ ॥ ১১ ॥

উৎকৃষ্টপ্রমাণশ্রুতিগম্যত্বাদৃতম্। "যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।

কল্পিতা ব্যবহারার্থং তস্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবিনাম্না কদর্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥
ততঃ স জীবশব্দার্থ-কলনাকুলতাং গতঃ।
মনোভবতি ভূতাত্মা মননান্মন্থরীভবন্ ॥ ১৪ ॥
মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থিরাদস্থিরাকারস্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ ॥ ১৫ ॥
তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেয়ং বিতন্যতে ॥ ১৬ ॥

যচ্চাস্য সন্ততোভাবস্তস্মাদাত্মেতি শব্দ্যত" ইতি ব্যাসোক্তরীত্যা আত্মা। সত্যতোৎকর্ষাবধিত্বাৎ পরম্। বৃহত্ত্বাজ্জগদাকারবৃংহকত্বাদ্বা ব্রহ্ম। যথাশাস্ত্রং বিদ্বদ্ভিরনুভূয়মানং সত্যম্। ব্যবহার উপদেশ্যোপদেশস্তদর্থম্ ॥ ১২ ॥

সর্গাদৌ তস্যানৃতং সমষ্টিজীবভাবমাহ স ইতি। তথাভূতশ্চিৎস্বভাবেন স্থিত এব মোহাদন্যোজড় আকাশাদিক্রমোদ্ভূতলিঙ্গসমষ্ট্যাত্মা তদনুপ্রবেশাৎ তদভিমানেন স ইবোল্লসংস্তদন্তর্গতপ্রাণধারণোপাধিনা দেহনিষ্পত্ত্যুত্তরভাবি বাগভিব্যক্ত্যধীনত্বাৎ ভাবিনা জীবনাম্না কদর্থিতাং কুৎসিতার্থত্বেন সম্পাদিতাং জীবতাং এতীব ভ্রান্ত্যা। বস্তুতস্তু নৈত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্থং জ্ঞানশক্তিমাত্রসাধ্যং সর্গমুক্ত্বা ক্রিয়াশক্তিসহকৃততৎসাধ্যং তমাহ তত ইতি। জীবশব্দার্থঃ ক্রিয়াশক্তিপ্রধানপ্রাণধৃতিস্তৎকলনেন আকুলতাং চঞ্চলতাম্। ভূতাত্মা ভৌতিকলিঙ্গাত্মা। সঙ্কল্পবিকল্পমননাৎ মন্থরীভবন্ জাড্যেন মন্দীভবন্ ॥ ১৪ ॥

তেন মনোভাবেন। মহতঃ পরমাত্মন ইতি ল্যব্লোপে পঞ্চম্যৌ। আত্মনঃ পরমাত্মভাবং বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ। মনঃ সম্পদ্যতে মনোধর্ম্মসঙ্কল্পাদীনাত্মন ইতি মন্যতে ॥ ১৫ ॥

তদেবং সমষ্টিমনোভাবমাপন্নং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম স্বয়মন্যেনাবোধিতমপিপূর্ব্ববাসনানুরোধাৎ বিরাড্ভাবং ভুবনাদিভাবং তত্র চতুর্ব্বিধভূতগ্রামভাবমিতি নিত্যং স্বৈরমেব সঙ্কল্পয়তীত্যর্থঃ। তেন সত্যসঙ্কল্পেন ॥ ১৬ ॥

যথা কটকশব্দার্থঃ পৃথক্ত্বার্হো ন কাঞ্চনাৎ।
ন হেমকটকাত্তদ্বজ্জগচ্ছব্দার্থতা পরে ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মণ্যেবাস্ত্যনন্তাত্ম যথাস্থিতমিদং জগৎ।
ন জগচ্ছব্দকার্থেঽস্তি হেম্নীব কটকাত্মতা ॥ ১৮ ॥
সতীবাপ্যসতী তাপ-নদ্যেব লহরী চলা।
মনসেহেন্দ্রজালশ্রীর্জ্জাগতী প্রবিতন্যতে ॥ ১৯ ॥
অবিদ্যাসংস্থতির্ব্বন্ধো মায়ামোহমহত্তমঃ।
কল্পিতানীতি নামানি যস্যাঃ সকলবেদিভিঃ ॥ ২০ ॥
বন্ধস্য তাবদ্রূপং ত্বং কথ্যমানমিদং শৃণু।
ততঃ স্বরূপং মোক্ষস্য জ্ঞাস্যসীন্দুনিভানন ॥ ২১ ॥

ইত্থমধ্যারোপসহস্রেণাপি নাধিষ্ঠানস্য পারমার্থিকস্থিতিভঙ্গ ইতি দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। হেমকটকরূপাৎ কাঞ্চনাৎ কটকশব্দার্থো যথা পৃথক্ত্বার্হো নেত্যন্বয়ঃ। পরে ব্রহ্মণি প্রতিভাতা জগচ্ছব্দার্থতাপি ততঃ পৃথক্ত্বার্হা নেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বয়োঃ পৃথক্ত্বানর্হত্বেনৈকসত্তাকতা সিদ্ধা সা চানাগন্তুকব্রহ্মভাবে স্বতো জগদ্ভাবে তু তদধীনা ন স্বত ইত্যাহ ব্রহ্মণ্যেবেতি। ইদং জগৎ অনন্তাত্মপরিত্যক্তপরিচ্ছেদস্বভাবং ব্রহ্মস্বভাব এবাস্তি জগচ্ছব্দকার্থে অন্তবদাত্মস্বভাবে তু নাস্তি কটকাত্মতা যথা হেমস্বভাবেঽস্তি ন কটকস্বভাবে তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

যদি স্বতোনাস্তি কথং সতীব ভাতি তত্রাহ সতীতি। তাপোমরুমরীচিস্তৎকল্পিতনদ্যা লহরীব জাগতী ইন্দ্রজালশ্রীরসত্যপি সতীব প্রবিতন্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তস্যা অসত্বস্তু আবিদ্যকত্বেনাবিদ্যাত্মকত্বাদিত্যভিপ্রেত্য তদনুরূপনামভিরবিদ্যাং দর্শয়তি অবিদ্যেতি। বিদ্যাপোদ্যত্বাদবিদ্যা। ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যক্ সংসরণহেতুত্বাৎ সংস্থতিঃ। আত্মস্বাতন্ত্র্যপ্রয়োজকত্বাদ্বন্ধঃ। মিথ্যাত্বাৎ মায়া। ভ্রমহেতুত্বাৎ মোহঃ। দুস্তরত্বাৎ মহৎ। স্বরূপাবরকত্বাৎ তম ইত্যাদীনি নামানি ॥ ২০ ২১ ॥

দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য সত্তাঙ্গ বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে ॥ ২২ ॥
জগত্ত্বমহমিত্যাদির্মিথ্যাত্মা দৃশ্যমুচ্যতে।
যাবদেতৎ সম্ভবতি তাবন্মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥
নেদং নেদমিতি ব্যর্থ-প্রলাপৈর্নোপশাম্যতি।
সঙ্কল্পজনকৈর্দৃশ্য-ব্যাধিঃ প্রত্যুত বর্দ্ধতে ॥ ২৪ ॥
ন চ তর্কভরক্ষোদৈর্ন তীর্থনিয়মাদিভিঃ।
সতোদৃশ্যস্য জগতোযস্মাদেতি বিচারকাঃ ॥ ২৫ ॥
জগদ্দৃশ্যন্তু যদ্যস্তি ন শাম্যত্যেব কস্যচিৎ।
নাসতোবিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ ॥ ২৬ ॥
অচেত্যচিৎস্বরূপাত্মা যত্র যত্রৈব তিষ্ঠতি।

জ্ঞানেন বাধিতুং প্রাপ্তুঞ্চ যোগ্যং বন্ধমোক্ষয়োঃ স্বরূপমাহ দ্রষ্টুরিতি। অঙ্গেতি প্রিয়সম্বোধনে ॥ ২২-২৩ ॥

নন্বু যদি দৃশ্যাসম্ভব এব মোক্ষস্তর্হি তদা তদোপস্থিতস্য দৃশ্যস্য নেদং নেদমিতি নিরাসেনৈব রোগনিরাসেনারোগ্যমিব স সেৎস্যতীতি কিং তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসেনেত্যত আহ নেদমিতি। নেদমিতি প্রলাপোহি সতি দৃশ্যে বাধিতার্থত্বাৎ তদ্বিরোধিদৃশ্যান্তরোৎপাদনসঙ্কল্পেন তদুৎপাদনেন পূর্ব্বদৃশ্যনিরাসকোবাচ্য স্তথা সত্যেকদৃশ্যনিরাসায় দৃশ্যদ্বয়জননাদ্বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হে বিচারকাঃ দৃশ্যস্য সতঃ দৃশ্যে সতি তর্কাতিশয়াদিনা দৃশ্যব্যাধির্ন শাম্যতীত্যেতাবদেব ন কিন্তুন্মোপৈ্যতি আগচ্ছতীত্যর্থঃ। ষষ্ঠী চানাদর ইতি ভাবলক্ষণে ষষ্ঠী। দৃশ্যসত্তা নানাদরাদুপেক্ষ্যা কিন্তু বিচারেণ বাধ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ দৃশ্যস্য স্বতঃ সত্তাভ্যুপগমে সতোবাধাযোগাদনির্ম্মোক্ষঃ স্যাদিত্যাহ জগদিতি ॥ ২৬ ॥

নন্বয়ং দ্রষ্টা তপোধ্যানাদিবলাদ্দৃশ্যনির্ম্মুক্তে দৃশ্যসমাবেশাযোগ্যপরমাণূদরাদৌ বা গত্বা তিষ্ঠন্ দৃশ্যনির্ম্মুক্তোভবিষ্যতীতি কথমনির্ম্মোক্ষস্তত্রাহ অচেত্যেতি। তপ আদিনা অচেত্যো বোদ্ধুমশক্যঃ অজ্ঞাত আত্মা যস্য স দ্রষ্টা তাদৃশাত্মন এব দৃশ্যবীজত্বাদণূদরেপি ভ্রান্ত্যা বৈপুল্যপ্রতিভাসাবিরোধাৎ

দ্রষ্টা তত্রাস্য দৃশ্যশ্রীঃ সমুদেত্যপ্যণূদরে ॥ ২৭ ॥
তস্মাদস্তি জগদ্দৃশ্যং তৎপ্রমৃষ্টমিদং ময়া।
ত্যক্তং তপোধ্যানজপৈ-রিতি কাঞ্জিকতৃপ্তিবৎ ॥ ২৮ ॥
যদি রাম জগদ্দৃশ্য-মস্তি তৎ প্রতিবিম্বতি।
পরমাণূদরেপ্যস্মিংশ্চিদাদর্শে তথৈব হি ॥ ২৯ ॥
যত্র তত্র স্থিতে যদ্বদ্দর্পণে প্রতিবিম্বতি।
অদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বী নদী বারি চিদাদর্শে তথৈব হি ॥ ৩০ ॥
ততস্তত্র পুনর্দ্দুঃখং জরামরণজন্মনী।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গঃ স্থূলসূক্ষ্মচলাচলঃ ॥ ৩১ ॥
ইদং প্রমার্জ্জিতং দৃশ্যং ময়া চাত্রাহমাস্থিতঃ।
এতদেবাক্ষয়ং বীজং সমাধৌ সংস্থিতিস্মৃতেঃ ॥ ৩২ ॥
সতি ত্বস্মিন্ কুতোদৃশ্যে নির্ব্বিকল্পসমাধিতা।
সমাধৌ চেতনত্বস্তু তুর্য্যঞ্চাপ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তত্রাপি দৃশ্যবন্ধোদুর্ব্বার ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

উক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। স্বস্থানে প্রমৃষ্টং দেশান্তরপ্রাপ্ত্যা ত্যক্তঞ্চেত্যর্থঃ। কাঞ্জিকং পর্য্যুষিতৌদনোদকং সুরাবিশেষোবা ॥ ২৮ ॥

পরমাণূদরেপ্যাত্মনি ব্রহ্মাণ্ডসমাবেশসম্ভাবনার্থমাদর্শে ইতি। যথা বিপুলপ্রদেশে তথৈব ন সঙ্কোচেনেত্যর্থঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

স্থূলোজাগরে সূক্ষ্মঃ স্বপ্নে ভাবাভাবগ্রহঃ সুষুপ্তৌ তূৎসর্গ ইতি। চলাচলোঽস্থিরঃ ॥ ৩১ ॥

জ্ঞাননিরপেক্ষসবিকল্পকসমাধিনা দৃশ্যমার্জ্জনমাশঙ্ক্যাহ ইদমিতি। অস্মৃতস্য প্রমার্জ্জনাযোগাৎ তৎস্মৃতৌ তু সমাধিভঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

অতএব ন নির্ব্বিকল্পকসমাধিনাপি তন্মার্জ্জনমিত্যাহ সতীতি। সতি তু নির্ব্বিকল্পকসমাধৌ চিত্তসত্ত্বে চেতনত্বং তদ্বাধে তুর্য্যত্বঞ্চোপপদ্যতে। দৃশ্যে সতি তু নির্ব্বিকল্পসমাধিতৈব কুত ইত্যন্বয়ঃ। ন চাক্ষয়সুপ্তত্বং তুর্য্যঞ্চাপীতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলম্।
জগদ্দুঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রাপ্তং ভবতি হে রাম তৎ কিন্নাম সমাধিভিঃ।
ভূয়োনর্থনিপাতে হি ক্ষণসাম্যে হি কিং সুখম্ ॥ ৩৫ ॥
যদি বাপি সমাধানে নির্ব্বিকল্পে স্থিতিং ব্রজেৎ।
তদক্ষয়সুষুপ্তাভং তন্মন্যেতামলম্পদম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রাপ্যতে সতি দৃশ্যেঽস্মিন্ ন চ কিং নাম কেনচিৎ।
যত্র যত্র কিলায়াতি চিত্ততাস্য জগদ্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
দ্রষ্টাথ যদি পাষাণরূপতাং ভাবয়ন্ বলাৎ।
কিলাস্তে তত্তদস্তেপি ভূয়োস্যোদেতি দৃশ্যতা ॥ ৩৮ ॥
ন চ পাষাণতাতুল্যা নির্ব্বিকল্পসমাধয়ঃ।
কেষাঞ্চিৎ স্থিতিমায়ান্তি সর্ব্বৈরিত্যনুভূয়তে ॥ ৩৯ ॥

অস্তু বা সমাধিস্তথাপি সংসারোদুর্ব্বার ইত্যাহ ব্যুত্থান ইতি। ভাতি ভাসমানে প্রতীচি প্রাপ্তং ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ভূয়োপ্যনর্থনিপাতে সম্ভাবিতে সতি ক্ষণমাত্রসমাধানেন কিং সুখমিত্যাক্ষেপে সুখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদি নির্ব্বিকল্পে স্থিতিং কদাপ্যব্যুত্থানং ব্রজেৎ তৎ তর্হ্যক্ষয়সুখং বিনাপি জ্ঞানং প্রাপ্তমিতি যদি মন্যেতেতি পরাভিপ্রায়ানুবাদঃ। অক্ষয়সুষুপ্তাভমিতি মৌঢ্যানুচ্ছেদাদপুরুষার্থতা সূচিতা ॥ ৩৬ ॥

উত্তরমাহ প্রাপ্যত ইতি। অস্মিন্ মনোলক্ষণে দৃশ্যে সতি কেনচিৎ সমাধিযত্নবতাপি কিং নাম দৃশ্যং ন প্রাপ্যতে যতোস্য চিত্ততা যত্র যত্র বিষয়ে আয়াতি তত্র তত্র তদনুবন্ধী জগদ্ভ্রমোদুর্নিবার ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চায়মজ্ঞত্বাদনাজ্ঞানমেব পাষাণাদি সমাধৌ ভাবয়েৎ তদস্য তদন্তে ফলকালেঽপি দৃশ্যতামেতি ন দৃঙ্মাত্রপরিশেষসমাধিসিদ্ধিরিত্যাহ দ্রষ্টেতি ॥৩৮॥

সমাধিবললব্ধনির্দ্দুঃখপাষাণভাবেঽপি ন স্থৈর্য্যপ্রত্যাশেত্যাহ ন চেতি। ইত্যয়মর্থঃ সর্ব্বৈঃ সমাধিনিষ্ঠৈরনুভূয়তে ॥ ৩৯ ॥

ন চ পাষাণতাতুল্যা রূঢ়িং যাতাঃ সমাধয়ঃ।
ভবন্ত্যগ্রপদং শান্তং চিদ্রূপমজমক্ষয়ম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাৎ যদীদং সদ্দৃশ্যং তন্ন শাম্যেৎ কদাচন।
শাম্যেৎ তপোজপধ্যানৈর্দ্দৃশ্যমিত্যজ্ঞকল্পনা ॥ ৪১ ॥
আলীনবল্লরীরূপং যথা পদ্মাক্ষকোটরে।
আস্তে কমলিনীবীজং তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ ॥ ৪২ ॥
যথা রসঃ পদার্থেষু যথা তৈলং তিলাদিষু।
কুসুমেষু যথামোদস্তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ ॥ ৪৩ ॥
যত্র তত্র স্থিতস্যাপি কর্পূরাদেঃ সুগন্ধিতা।
যথোদেতি তথা দৃশ্যশ্চিদ্ধাতোরুদরে জগৎ ॥ ৪৪ ॥
যথা চাত্র তব স্বপ্নঃ সঙ্কল্পশ্চিত্তরাজ্যধীঃ।
স্বানুভূত্যৈব দৃষ্টান্তস্তথা হৃদ্যস্তি দৃশ্যভূঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্মাচ্চিত্তবিকল্পস্থ-পিশাচোবালকং যথা।
বিনিহন্ত্যেবমপ্যেতং দ্রষ্টারং দৃশ্যরূপিকা ॥ ৪৬ ॥

মাভূদনিরূঢ়ানাং স্থৈর্য্যং তত্ত্বাবাপত্তিপর্য্যন্তনিরূঢ়সমাধীনাং তু স্থৈর্য্যং স্যাৎ তত্রাহ ন চেতি। রূঢ়িং যাতা অপ্যচেতনা নিত্যপাষাণতাদিতুল্যাঃ সমাধয়ঃ সর্ব্বসংসারশান্ত্যুপলক্ষিতমগ্রপদং মোক্ষরূপং ন ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

অতঃ প্রাগুক্তমেব সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪১ ॥

সাবিদ্যে দ্রষ্টরি দৃশ্যসদ্ভাবং দৃষ্টান্তৈঃ সাধয়তি আলীনেত্যাদিচতুর্ভিঃ। পদ্মাক্ষকোটরে ভাবিকমলিনীবল্ল্যা বীজমুপাদানভূতমালীনং সূক্ষ্মীভূতং পদ্ম-বল্লরীরূপং যথা আস্তে অসত উৎপত্ত্যযোগাৎ তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যসহিতা ধীরস্ত্যে বেত্যর্থঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

সতশ্চোদ্ভবোঽপি তুল্যার ইত্যত্রাপি দৃষ্টান্তমাহ যত্রেতি ॥ ৪৪ ॥

যদুক্তং পরমাণূদরেপীতি তত্রাপি তমাহ যথেতি। যথা তব হৃদি অন্ত-র্ম্মনোরাজ্যধীঃ স্বানুভূত্যৈব দৃষ্টা। স্বপ্নঃ সঙ্কল্পশ্চ দৃষ্ট ইতি বিপরিণামঃ ॥ ৪৫ ॥

এবমুক্তদৃষ্টান্তবৎ এতং দ্রষ্টারমপি দৃশ্যলক্ষণা রূপিকা নিহন্তি। স্ত্রীবে-ষেণ মোহয়িত্বা পুরুষান্নিঘ্নন্ত্যঃ পিশাচ্যো রূপিকা ইত্যুচ্যন্তে ॥ ৪৬ ॥

যথাঙ্কুরোন্তর্ব্বীজস্থ সংস্থিতোদেশকালতঃ।
করোতি ভাস্বরং দেহং তনোত্যেবং হি দৃশ্যধীঃ ॥ ৪৭ ॥
দ্রব্যস্থ হৃদ্যেব চমৎকৃতির্যথা
সদোদিতাস্ত্যস্তমিতোজ্ঝিতোদরে।
দ্রব্যস্থ চিন্মাত্রশরীরিণস্তথা
স্বভাবভূতাস্ত্যুদরে জগৎ স্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে বন্ধহেতুবর্ণনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

যদি সর্ব্বং দৃশ্যং হৃদ্যস্তি তর্হ্যধুনৈব সর্ব্বৈঃ কুতো নানুভূয়তে তত্রাহ।
যথেতি। দেশকালকর্ম্মপরিপাকা অপি তদাবির্ভাবসহকারিণ ইতি ভাবঃ ॥৪৭॥
অতর্ক্যা কার্য্যবৈচিত্র্যশক্তিশ্চমৎকৃতিঃ সা যথা বীজাদিদ্রব্যস্যোদরে
কোটরে হৃদি সারভাগে এবাস্তি তথা চিন্মাত্রস্বভাবস্থ বিদ্যাশরীরিণোপ্যাস্ম-
দ্রব্যস্থাপ্যুদরেহতশ্চিদচিৎসম্বলনস্বভাবভূতা জগৎস্থিতিরতীতানাগতজগৎসত্তা
স্তীত্যুক্তার্থনিগমনম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠউবাচ।

ইদমাকাশজাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্।
উৎপত্ত্যাখ্যং প্রকরণং যেন রাঘব বুধ্যতে ॥ ১ ॥
অস্তি হ্যাকাশজোনাম দ্বিজঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ সততং প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥ ২ ॥
স চিরং জীবতি যদা তদা মৃত্যুরচিন্তয়ৎ।
সর্ব্বাণ্যেব ক্রমেণাহং ভূতান্যদ্মি কিলাক্ষয়ঃ ॥ ৩ ॥
এনমাকাশজং বিপ্রং ন কস্মাদ্ভক্ষয়াম্যহম্।
অত্র মে কুণ্ঠিতা শক্তিঃ খড়্গধারা ইবোপলে ॥ ৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তং হন্তুমগচ্ছৎ তৎপুরং তদা।

অজ্ঞোভৌতিকদেহাত্মা মৃত্যুভক্ষোন তত্ত্ববিৎ।
আকাশজোদ্বিজ ইব চিন্মাত্রাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

কামকর্ম্মবাসনাসম্ভৃতাবিদ্যোপহিত আত্মৈব জগদ্বীজং মৃত্যুবীজঞ্চ বিদ্যয়া তদ্বীজশক্তিদাহে তু ন মৃত্যুবশোভবতীতি প্রাগুক্তার্থে বিশেষং দর্শয়িতুং জগদাদ্যপ্রবৃত্তত্ত্বশোধনেন বক্ষ্যমাণার্থোপোদ্ঘাতসঙ্গতামাখ্যায়িকাং বর্ণয়িষ্যন্ বশিষ্ঠউবাচ ইদমিতি। আকাশাদধ্যস্তাবিদ্যানৈল্যাধারত্বেনাকাশসদৃশাদবিদ্যাবৃতত্বাদীষৎপ্রকাশাৎ বা ব্রহ্মণোজাত আকাশজো লিঙ্গসমষ্ট্যাত্মা হিরণ্যগর্ভস্তস্যাখ্যানম্ ॥ ১ ॥

"তদ্ যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তী"ত্যাদিশ্রুত্যা হৈরণ্যগর্ভপদপ্রাপকসম্বর্গবিদ্যাদিধর্ম্মে সর্ব্বপ্রজাকৃতধর্ম্মাণামন্তর্ভাববর্ণনাৎ পরমধার্ম্মিকঃ। ধ্যানমাত্মচিন্তনং তদেকনিষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

চিরং জীবতি মৃত্যুবশোন ভবতি যদা তদেত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

তৎ পুরং মেরুমধ্যে প্রসিদ্ধম্। সত্যলোকে মৃত্যোরপ্রবেশাৎ। উদ্যুক্তা

ত্যজন্ত্যুদ্যমমুদ্যুক্তা ন স্বকর্ম্মাণি কেচন ॥ ৫ ॥
ততস্তৎসদনং যাবন্মৃত্যুঃ প্রবিশতি স্বয়ম্।
তাবদেনং দহত্যগ্নিঃ কল্পান্তজ্বলনোপমঃ ॥ ৬ ॥
অগ্নিজ্বালামহামালাং বিদার্য্যান্তর্গতো হ্যসৌ।
দ্বিজং দৃষ্ট্বা সমাদাতুং হস্তেনৈচ্ছৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৭ ॥
ন চাশকৎ পুরোদৃষ্টমপি হস্তশতৈর্দ্বিজং।
বলবানপ্যবষ্টব্ধুং সঙ্কল্পপুরুষং যথা ॥ ৮ ॥
অথাগত্য যমং মৃত্যুরপৃচ্ছৎ সংশয়চ্ছিদম্।
কিমিত্যহং ন শক্নোমি ভোক্তুমাকাশজং বিভো ॥ ৯ ॥

যমউবাচ।

মৃত্যো ন কিঞ্চিচ্ছক্তস্ত্ব-মেকোমারয়িতুং বলাৎ।
মারণীয়স্য কর্ম্মাণি তৎকর্ত্তৃণীতি নেতরৎ ॥ ১০ ॥
তস্মাদেতস্য বিপ্রস্য মারণীয়স্য যত্নতঃ।
কর্ম্মাণ্যন্বিষ্য তেষাং ত্বং সাহায্যেনৈনমৎস্যসি ॥ ১১ ॥
ততঃ স মৃত্যুর্ব্বভ্রাম তৎকর্ম্মান্বেষণাদৃতঃ।

উদ্যোগযুক্তাঃ সমর্থাঃ ॥ ৫ ॥

সমাধিবিঘাতকপ্রতিরোধায় পূর্ব্বমেব ব্রহ্মণা প্রাকারতয়া সঙ্কল্পিতোগ্নিঃ। এনং মৃত্যুম্ ॥ ৬ ॥

অগ্নিজ্বালানাং মহতীং মালাং বলয়ং বিদার্য্য ॥ ৭ ॥

অবষ্টব্ধুং স্প্রষ্টুম্ ॥ ৮-৯ ॥

একঃ অসহায়ঃ। তৎকর্ত্তৃণি মারণকর্ত্তৃণি। ইতি এতস্মান্নেতরত্ত্বদশক্তৌ কারণমিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

অন্বিষ্য গবেষণং কুরু। ইষ গতৌ শ্নন্ লোট্হিঃ। সাহায্যেন আনু-কূল্যেন। ১১ ॥

কস্মিন্ দেশে অয়ং প্রাক্ কিং কর্ম্ম কৃতবানিতি সপ্রণিধানং পর্য্যালোচন-মেব চিরযত্ননিষ্পাদ্যত্বাদ্বভ্রামেত্যুচ্যতে ন দেশসঞ্চরণম্। কর্ত্তৃলিঙ্গসমবায়ি-

মণ্ডলানি দিগন্তাংশ্চ সরাংসি সরিতোদিশঃ ॥ ১২ ॥
বনজঙ্গলজালানি শৈলানব্ধিতটানি চ।
দ্বীপান্তরাণ্যরণ্যানি নগরাণি পুরাণি চ ॥ ১৩ ॥
গ্রামাণ্যখিলরাষ্ট্রাণি দেশান্তর্গহনানি চ।
এবং ভূমণ্ডলং ভ্রান্ত্বা ন কুতশ্চিৎ স কানিচিৎ ॥ ১৪ ॥
তান্যাকাশজকর্ম্মাণি লব্ধবান্ মৃত্যুরুদ্যতঃ।
বন্ধ্যাপুত্রমিব প্রাজ্ঞঃ সঙ্কল্পাদ্রিগিবাপরঃ ॥ ১৫ ॥
সমপৃচ্ছদথাগত্য যমং সর্ব্বার্থকোবিদম্।
পরায়ণং হি প্রভবঃ সন্দেহেষ্বনুজীবিনাম্ ॥ ১৬ ॥

মৃত্যুরুবাচ।

আকাশজস্য কর্ম্মাণি ক্ব স্থিতানি বদ প্রভো।
ধর্ম্মরাজোথ সঞ্চিন্ত্য সুচিরং প্রোক্তবানিদম্ ॥ ১৭ ॥
আকাশজস্য কর্ম্মাণি মৃত্যো সন্তি ন কানিচিৎ।
এষ আকাশজোবিপ্রো জাতঃ খাদেব কেবলাৎ ॥ ১৮ ॥
আকাশাদেব যোজাতঃ স ব্যোমৈবামলং ভবেৎ।
সহকারীণি নো সন্তি ন কর্ম্মাণ্যস্য কানিচিৎ ॥ ১৯ ॥
সম্বন্ধঃ প্রাক্তনেনাস্য ন মনাগপি কর্ম্মণা।

নামদৃষ্টানাং বহিরন্বেষণাপ্রসক্তেঃ ॥ ১২ ॥

পুরাণি মহানগরোপকণ্ঠে শাখানগরাণি ॥ ১৩-১৪ ॥

লব্ধবানুপলব্ধবান্ অপরঃ সঙ্কল্পয়িতুরন্যঃ পুরুষঃ ॥ ১৫ ॥

অনুজীবিনাং ভৃত্যানাম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

প্রারব্ধাধিকারফলানাং ফলারম্ভেনৈব বিনাশাৎ সঞ্চিতানাং জ্ঞানেন বাধাদাগামিনাং বীজাভাবান্ন সন্ত্যেবেত্যুক্তিঃ ॥ ১৮ ॥

সহকারীণ্যভিমানরাগাদীনি মৃত্যোস্মারণে বা সহকারীণি কর্ম্মাণ্যদ্যতনানীতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ ইতি। তথাচ সূত্রম্। "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশা"

অস্তি বন্ধ্যাসুতস্যেব তথাঽজাতাকৃতেরিব ॥ ২০ ॥
কারণানামভাবেন তস্মাদাকাশমেব সঃ।
নৈতস্য পূর্ব্বকর্ম্মাস্তি নভসীব মহাদ্রুমঃ ॥ ২১ ॥
নৈতদস্যাবশং চিত্তমভাবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মণাম্।
অদ্য তাবদনেনাদ্যং ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম সঞ্চিতম্ ॥ ২২ ॥
এবমাকাশকোশাত্মা বিশদাকাশরূপিণি।
স্বকারণে স্থিতোনিত্যঃ কারণানি ন কানিচিৎ ॥ ২৩ ॥
প্রাক্তনানি ন সন্ত্যস্য কর্ম্মাণ্যদ্য করোতি নো।
কিঞ্চিদপ্যেবমেষোত্র বিজ্ঞানাকাশমাত্রকঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাণস্পন্দোস্য যৎ কর্ম্ম লক্ষ্যতে চাস্মদাদিভিঃ।
দৃশ্যতেঽস্মাভিরেবং তন্ন ত্বস্যাস্ত্যত্র কর্ম্মধীঃ ॥ ২৫ ॥
সংস্থিতা ভাবয়ন্তীব চিদ্রূপৈব পরাৎ পদাৎ।
ভিন্নমাকারমাত্মীয়ং চিৎস্তম্ভে শালভঞ্জিকা ॥ ২৬ ॥

বিতি। অজাতাকৃতেরনুৎপন্নাকারস্যেব ॥ ২০ ॥

কারণানামবিদ্যাদীনাং নির্ব্বিকারস্য বিকারহেতূনাং বা। তস্মাৎ বিকারা যোগাৎ ॥ ২১ ॥

মাস্তু শারীরং মানসন্তু স্যাৎ তত্রাহ নৈতদিতি। পূর্ব্বদেহস্পন্দবাসনাবশোহি চিত্তস্পন্দস্তদভাবাদেবাদ্যতনং শারীরমপি আদ্যমদনার্হং মৃত্যোঃ কর্ম্ম ন সঞ্চিতম্ ॥ ২২ ॥

এবঞ্চ সত্যয়ং পরব্রহ্ম প্রভাব এব স্থিতো ন দৃশ্যপ্রভাব ইত্যাহ এবমিতি ॥ ২৩ ॥

তস্তাবে তু প্রাক্তনকর্ম্মাদিপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ প্রাক্তনানীতি ॥ ২৪ ॥

নম্নু তর্হি কথময়মস্মাভিঃ প্রাণদেহাদিক্রিয়াবান্ দৃশ্যতে তত্রাহ প্রাণেতি। তদস্মাভিঃ স্বাবিদ্যয়া ভ্রান্ত্যা দৃশ্যতে ন ত্বস্য তত্র সত্যতাধীরস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কথং তর্হি তস্য দেহাদিধীস্তামাহ সংস্থিতেতি। চিৎস্তম্ভে চিদ্রূপৈব শালভঞ্জিকা প্রতিমা আত্মীয়ং ভিন্নং চিদ্বিলক্ষণমাকারং ভাবয়ন্তীব স্থিতা। তথাচ ভাবনামাত্ররূপং তন্ন বাস্তবমিত্যস্য ধীরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তথৈব পরমার্থাৎ স থাত্মভূতঃ স্থিতোদ্বিজঃ।
যথা দ্রবত্বং পয়সি শূন্যত্বঞ্চ যথাম্বরে ॥ ২৭ ॥
স্পন্দত্বঞ্চ যথাবায়োস্তথৈব পরমে পদে।
কর্ম্মাণ্যদ্যতনান্যস্য সঞ্চিতানি ন সন্তি হি ॥ ২৮ ॥
ন পূর্ব্বাণ্যেষ তেনেহ ন সংসারবশং গতঃ।
সহকারিকারণানামভাবে যঃ প্রজায়তে ॥ ২৯ ॥
নাসৌ স্বকারণাদ্ভিন্নোভবতীত্যনুভূয়তে।
কারণানামভাবেন তস্মাদেষ স্বয়ম্ভবঃ ॥ ৩০ ॥
কর্ত্তা ন পূর্ব্বং নাপ্যদ্য কথমাক্রম্যতে বদ।
যদৈষকল্পনাং বুদ্ধ্যা মৃতিনাম্নীং করিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
পৃথ্ব্যাদিমানয়মহমিতি যস্য চ নিশ্চয়ঃ।
স পার্থিবোভবত্যাশু গ্রহীতুং স চ শক্যতে ॥ ৩২ ॥
পৃথ্ব্যাদিকলনাভাবাদেষ বিপ্রোন রূপবান্।
দৃঢ়রজ্জ্বেব গগনং গ্রহীতুং নৈব যুজ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ক্বচিত্বস্ত দৃষ্টান্তার্থমনুৎকীর্ণা যথা স্তম্ভে সংস্থিতা শালভঞ্জিকেত্যর্দ্ধমধিকং পঠ্যতে ॥ ২৭-২৮ ॥

উপপাদিতপ্রকারেণ কর্ম্মাসম্ভবানুবাদস্ত ফলকীর্ত্তনং ন সংসারবশঙ্গত ইতি। প্রসিদ্ধরজতকারণাজন্যশুক্তিরজতস্যেব তদীয়দেহাদের্মিথ্যাত্বনির্ণয়ে তৎপ্রযুক্তকর্তৃত্বাদিবাধাৎ ন মৃত্যাক্রমণপ্রসক্তিরিত্যাহ সহকারীত্যাদিনা বদেত্যন্তেন ॥ ২৯-৩০ ॥

নমু জীবান্তরাণামপ্যেতদ্ব্যষ্টিত্বাৎ কথং তে বা মৃত্যুনা গৃহ্যন্তে তত্রাহ যদৈষ ইতি। যস্ত জীবস্ত পৃথ্ব্যাদিমান্ দেহ এবাহমিতি নিশ্চয়োস্তি স মূঢ়ঃ পার্থিবদেহ এব ভবতি তস্ত এব ব্রহ্মা যদা সত্যসঙ্কল্পবুদ্ধ্যা মৃতিনাম্নীং কল্পনাং করিষ্যতি তদা স ত্বয়া গ্রহীতুং শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

পৃথ্ব্যাদিময়দেহকলনায়া অভাবাৎ ন রূপবান্ নাকারবান্ ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুরুবাচ।

ভগবন্ জায়তে শূন্যাৎ কথং নাম বদেতি মে।
পৃথ্ব্যাদয়ঃ কথং সন্তি ন সন্তি বদ বা কথম্ ॥ ৩৪ ॥

যমউবাচ।

ন কদাচন জাতোসৌ ন চ নাস্তি কদাচন।
দ্বিজঃ কেবলবিজ্ঞান-ভামাত্রং তত্তথা স্থিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
ব্রহ্মাস্তে শান্তমজরমনন্তাত্মৈব কেবলম্ ॥ ৩৬ ॥
শূন্যং নিত্যোদিতং সূক্ষ্মং নিরুপাধিপরং স্থিতম্।
তদা তদনু যেনাস্য নিকটেঽদ্রিনিভং মহঃ ॥ ৩৭ ॥
সম্বিন্মাত্রস্বভাবত্বাদ্দেহোহহমিতি চেততি।
কাকতালীয়বদ্ভ্রান্ত-মাকারং তেন পশ্যতি ॥ ৩৮ ॥

নির্ব্বিকারস্য শূন্যস্য বিকারমজস্য জন্ম সতাং পৃথ্ব্যাদীনামসত্ত্বঞ্চোক্তম-সম্ভাবয়ন্ মৃত্যুরুবাচ ভগবন্নিতি ॥ ৩৪ ॥

পরস্যাকাশত্বোক্তিঃ পৃথ্ব্যাদিনামসত্ত্বোক্তিশ্চ ন শূন্যত্বাভিপ্রায়েণ কিন্তু-কার্য্যস্য কারণপৃথক্‌সত্তাশূন্যত্বাভিপ্রায়েণ এবমজস্য জন্মোক্তির্ব্বিবর্ত্তাভিপ্রায়েণ ন পরিণামাভিপ্রায়েণেত্যাশয়ং সূচয়ন্ যম উবাচ ন কদাচনেতি। যতোয়ং দ্বিজঃ পরমার্থতঃ কেবলবিজ্ঞানভামাত্রং তৎ ততোহেতোস্তথৈব সদা স্থিতো ন বিকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

আদ্যং তয়োস্তন্মাত্রপরিশেষাৎ তদেবাস্য স্বাভাবিকং সত্যং রূপমিত্যাশয়েনাহ মহাপ্রলয়েতি সার্দ্ধেন ॥ ৩৬ ॥

তদা প্রলয়ে স্থিতমিত্যন্বয়ঃ। যদুক্তং দৃশ্যতেঽস্মাভিরেবং তদিতি তদুপ-পাদয়তি তদন্বিত্যাদিনা। তদনু সর্গারম্ভকালে যেন বাসনাদৃষ্টসম্ভৃতজীবাবিদ্যা-হেতুনা অস্য সম্বিন্মাত্রস্বভাবত্বাৎ নিকটে পুরোবিষয়ভাবেন অদ্রিনিভং পর্ব্বত-বদনিবার্য্যং বিরাড্রূপং চতুর্ম্মুখং বা দেহোহহমিত্যভিলাপার্হং মহঃ স্থূলং রূপং চেততি ঈষৎ স্ফুরতি তদা তেনৈব তাদৃশবিদ্যাহেতুনা কাকতালীয়বদকস্মাৎ স্বপ্ন ইব ভ্রান্তং মিথ্যাভূতং তমাকারং পশ্যতি অস্মদাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

স এষ ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ সর্গাদাবম্বরোদরে।
নির্ব্বিকল্পশ্চিদাকাশরূপমাস্থায় সংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
নাস্য দেহো ন কর্ম্মাণি ন কর্ত্তৃত্বং ন বাসনা।
এষ শুদ্ধচিদাকাশো বিজ্ঞানঘন আততঃ ॥ ৪০ ॥
প্রাক্তনং বাসনাজালং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
কেবলং ব্যোমরূপস্য ভারূপস্যেব তেজসঃ ॥ ৪১ ॥
বেদনামাত্রসংশান্তাবীদৃশোপি ন দৃশ্যতে।
তস্মাৎ যথা চিদাকাশস্তথা তৎপ্রতিপত্তয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কুতঃ কিলাত্র পৃথ্ব্যাদেঃ কীদৃশঃ সম্ভবঃ কথম্।
এতদাক্রমণে মৃত্যো তস্মাত্মা যত্নবান্ ভব ॥ ৪৩ ॥
গ্রহীতুং যুজ্যতে ব্যোম ন কদাচন কেনচিৎ।
শ্রুত্বৈতদ্বিস্মিতোমৃত্যুর্জ্জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥

রামউবাচ।

ব্রহ্মৈষ কথিতোদেবস্ত্বয়া মে প্রপিতামহঃ।
স্বয়ম্ভূরজ একাত্মা বিজ্ঞানাত্মেতি মে মতিঃ ॥ ৪৫ ॥

তথাচ পরদৃষ্ট্যধ্যস্তদেহাদিনা নাস্য নির্ব্বিকল্পতাদিক্ষতিরিতি প্রাগুক্তমব্যাহতমিত্যাশয়েনাহ স এষ ইত্যাদি ॥ ৩৯ ৪১ ॥

বেদনা বহির্ম্মুখচিৎপ্রবৃত্তি স্তন্মাত্রসংশান্তৌ ঈদৃশঃ প্রাতিভাসিকরূপোপি। বেদনাশান্তিস্তর্হি কথং তত্রাহ তস্মাদিতি। অধিষ্ঠানতত্ত্বপরিচয়েন বিষয়বাধে তৎপ্রতিপত্তয়ো বেদনা অপি যথা চিদাকাশস্তথৈব তদ্ভাবাদবতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

যত্র চিৎস্বভাবানাং বেদনানামপ্যসহনং তত্র দূরে পৃথ্ব্যাদিসহনসম্ভাবনেতি তব নাক্রমণং প্রত্যাশেত্যাশয়েনাহ কুত ইতি ॥ ৪৩-৪৪ ॥

আকাশজ দ্বিজ ইতি নামান্তরপ্রতিপাদিতোব্রহ্মৈব ময়া আধ্যাত্মিকা তাৎপর্য্যার্থোজগন্মিথ্যাত্বমপি পরিজ্ঞাতমিতি সূচনেন গুরুং প্রহর্ষয়ন্ রামউবাচ ব্রহ্মেতি। বিজ্ঞানাত্মা জীবসমষ্টিরূপঃ ॥ ৪৫ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

এবমেতন্ময়া রাম ব্রহ্মৈষ কথিতস্তব।
বিবাদমকরোম্মৃত্যুর্যমেনৈতৎ কৃতে পুরা॥ ৪৬॥
মন্বন্তরে সর্ব্বভক্ষো যদা মৃত্যুর্হরন্ প্রজাঃ।
বলমেত্যজজাক্রান্তাবারম্ভমকরোৎ স্বয়ম্॥ ৪৭॥
তদৈব ধর্ম্মরাজেন যমেনাশ্বনুশাসিতঃ।
যদেব ক্রিয়তে নিত্যং রতিস্তত্রৈব জায়তে॥ ৪৮॥
ব্রহ্মা কিল পরাকাশ-বপুরাক্রম্যতে কথম্।
মনোমাত্রঞ্চ সঙ্কল্পঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিঃ॥ ৪৯॥
যশ্চিদ্ব্যোমচমৎকারঃ কিলাকারানুভূতিমান্।
স চিদ্ব্যোমৈব নো তস্য কারণত্বং ন কার্য্যতা॥ ৫০॥
আকাশস্ফুরদাকারঃ সঙ্কল্পপুরুষোযথা।
পৃথ্ব্যাদিরহিতোভাতি স্বয়ম্ভূর্ভাসতে তথা॥ ৫১॥
নির্ম্মলে ব্যোম্নি মুক্তালী সঙ্কল্পস্বপ্নয়োঃ পুরম্।
অপৃথ্ব্যাদি যথা ভাতি স্বয়ম্ভূর্ভাসতে তথা॥ ৫২॥
ন দৃশ্যমস্তি ন দ্রষ্টা পরমাত্মনি কেবলে।
স্বয়ং চিত্তা তথাপ্যেষ স্বয়ম্ভূরিতি ভাসতে॥ ৫৩॥

বিবাদং সম্বাদম্॥ ৪৬॥

মন্বোঃ অন্তরে সন্ধিকালে। অজজস্থাক্রান্তৌ মারণে আরম্ভমুদ্যোগম্॥৪৭॥

কথমশক্যেঽপি মৃত্যোঃ পুনঃপুনরুদ্যোগ ইতি চেৎ ব্যাসনিভরেত্যাহ যদেবেতি॥ ৪৮॥

আধ্যাত্মিকামুখোক্তার্থং কণ্ঠতোঽপি বদংস্তচ্ছরীরাদের্ম্মনোমাত্রত্বমাহ ব্রহ্মেতি॥ ৪৯-৫০॥

আকাশে যথা অবাঙ্মুখেন্দ্রনীলমহাকটাহাকারঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতোভাতি তথেত্যর্থঃ॥ ৫১-৫২॥

স্বয়ঞ্চিত্তা চিন্মাত্রস্বভাবতৈব অস্তি॥ ৫৩॥

সঙ্কল্পমাত্রমেবৈতন্মনোব্রহ্মেতি কথ্যতে।
সঙ্কল্পাকাশপুরুষো নাস্য পৃথ্ব্যাদি বিদ্যতে ॥ ৫৪ ॥
যথা চিত্রকৃদন্তঃস্থা নির্দ্দেহা ভাতি পুত্রিকা।
তথৈব ভাসতে ব্রহ্মা চিদাকাশাচ্ছরঞ্জনম্ ॥ ৫৫ ॥
চিদ্ব্যোমকেবলমনন্তমনাদিমধ্যং
ব্রহ্মেতি ভাতি নিজচিত্তবশাৎ স্বয়ম্ভূঃ।
আকারবানিব পুমানিব বস্তুতস্তু
বন্ধ্যাতনূজ ইব তস্য তু নাস্তি দেহঃ ॥ ৫৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে আদ্যসৃষ্টিকর্ত্তৃবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

সঙ্কল্পমাত্রমেব মনোরূপং ন পৃথ্ব্যাদিঘটিতং স এব ব্রহ্মা পদ্মজ ইত্যর্থঃ ॥৫৪॥
নিরাকারস্য সঙ্কল্পস্য কথং পুরুষাকারতা তত্রাহ যথেতি। চিত্রকৃতোহি লেখ্যপ্রতিমাকারমন্তঃ সঙ্কল্পেন বিধায় তথৈব বহির্লিখতোঽন্তঃস্থা পুত্রিকা চিত্রপ্রতিমা যথা নির্দ্দেহাপি তদাকারা ভাতি তথৈব চিদাকাশস্যাচ্ছং স্বচ্ছং যদ্রঞ্জনং প্রতিবিম্বগ্রাহকং মনস্তদ্ব্রহ্মা প্রজাপতিশরীরাকারং ভাতি ॥ ৫৫ ॥
তত্র মনসস্তদাকারকল্পনাপরিণামো ন বাস্তবঃ কিন্তু শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাজ্ঞানাৎ তথা বিবর্ত্তত ইত্যাহ চিদ্ব্যোমেতি। ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিত্যাকারবানিবেত্যন্বয়ঃ ॥৫৬॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণ তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

রামউবাচ।

এবমেব মনঃ শুদ্ধং পৃথ্ব্যাদিরহিতং ত্বয়া।
মনোব্রহ্মেতি কথিতং সত্যং পৃথ্ব্যাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ১ ॥
তদত্র প্রাক্তনী ব্রহ্মন্ স্মৃতিঃ কস্মান্ন কারণম্।
যথা মম তবান্যস্য ভূতানাঞ্চেতি মে বদ ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

পূর্ব্বদেহোস্তি যস্যাদ্য পূর্ব্বকর্ম্মসমন্বিতঃ।

মনোরূপোযতোব্রহ্মা তৎসঙ্কল্পময়ং জগৎ।
মনোরাজ্যবদেবেদমসদিত্যত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

মনোমাত্রঞ্চ সঙ্কল্পঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিরিতি প্রাগুক্তরীত্যা ব্রহ্মণোমনো-রূপত্বাভ্যুপগমে মনসোবাসনাজালরূপত্বাৎ প্রাক্তনং বাসনাজালং কিঞ্চিদস্ত ন বিদ্যত ইত্যুক্তিরযুক্তেতি মন্যমানঃ রামউবাচ এবমেবেতি দ্বাভ্যাম্। মনঃ শুদ্ধং পৃথ্ব্যাদিরহিতম্। এবমেব প্রসিদ্ধম্। উত্তরত্র তর্হীত্যর্থে তদিতি প্রয়োগাৎ তদাকাঙ্ক্ষিতমত্র যদীত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ১ ॥

অত্রাস্মিন্ ব্রহ্মণঃ শরীরে প্রাক্তনী পূর্ব্বশরীরত্যাগকালোদ্ভূতা স্মৃতিস্তব মম অন্যস্য বা পুরুষস্য ভূতানাং পশ্বাদীনাং চ শরীরে প্রাক্তনী স্মৃতির্যথা কারণং তথা কস্মাৎ কারণং ন "যং যং বাপি স্মরন্ ভাব"মিত্যাদিস্মৃতেঃ। যদি প্রাক্তনী স্মৃতিরস্তি তর্হি তদনুভবাধারসংস্কারদেহাদিকমপি প্রাক্তনং দুর্ব্বারমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

সত্যং পূর্ব্বদেহাদিসিদ্ধৌ তদনুভূতগোচরা স্মৃতিঃ কারণং স্যাৎ তদেবাসিদ্ধমিতি বশিষ্ঠ উবাচ পূর্ব্বমিতি দ্বাভ্যাম্। নন্বু তদ্বৈতল্লোকজিদেবেত্যাদিশ্রুতি-ভিস্তৎক্রতুন্যায়েন চ হৈরণ্যগর্ভপদস্য কর্ম্মোপাসনসমুচ্চয়ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ কথং প্রাগ্দেহবাসনাদ্যসত্ত্বোক্তিঃ কথং বা মনোময়স্য তদ্দেহস্যাপৃথ্ব্যাদি ময়ত্বোক্তি-

তস্য স্মৃতিঃ সম্ভবতি কারণং সংসৃতিস্থিতেঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মণঃ প্রাক্তনং কর্ম্ম যদা কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
প্রাকৃতনী সংস্মৃতিস্তস্য তদোদেতি কুতঃ কথম্ ॥ ৪ ॥
তস্মাদকারণং ভাতি বা স্বচিত্তৈককারণম্।
স্বকারণাদনন্যাত্মা স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মাত্মবান্ ॥ ৫ ॥
আতিবাহিক এবাসৌ দেহোস্ত্যস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
ন ত্বাধিভৌতিকোরাম দেহোঽজস্যোপপদ্যতে ॥ ৬ ॥

রামউবাচ।

আতিবাহিক একোস্তি দেহোন্যস্ত্বাধিভৌতিকঃ।
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণোস্ত্যেক এব কিম্ ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

সর্ব্বেষামেব দেহৌ দ্বৌ ভূতানাং কারণাত্মনাম্।

র্মনস“অন্নময়ং হি সোম্য মন” ইত্যন্নবিকারত্বপরশ্রুতিবিরোধাদপঞ্চীকৃতভূত-কার্য্যত্বসিদ্ধান্তবিরোধাচ্চেতি চেৎ। সত্যমজ্ঞদৃশৈবং যৎ মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি সহসিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধতদীয়তত্ত্বদৃশা তু ত্রৈকালিক-প্রপঞ্চস্যাপি নাসীদস্তি ভবিষ্যতীতি ত্রৈকালিকবাধান্ন পূর্ব্বদেহবাসনাদিসত্ত্ব-মিতি তথোক্তিঃ। বাধিতানুবৃত্তৌ তু মনসি তদ্দেহে চ দগ্ধপটে তান্তবত্ব-মিব ন পৃথ্ব্যাদিময়ত্বং যথা পূর্ব্বমস্তীতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। যত্রাবাধিতাজ্ঞ-মনঃ সঙ্কল্পনগরাদেরপি ন সত্যত্বং ভৌতিকত্বং বা তত্র কিং বাচ্যং তত্ত্বজ্ঞান-বাধিতানুবৃত্তবৈরিঞ্চ্যমনঃসঙ্কল্পজস্য বিশ্বস্য তথাত্বমিত্যভিপ্রেত্য বক্ষ্যমাণজগন্মি-থ্যাত্বৌপয়িকত্বাৎ তত্ত্বদৃষ্টিমেবাবষ্টভ্য পূর্ব্বদেহবাসনাদ্যপলাপোনাজ্ঞদৃষ্ট্যানুবা-দ্যুপাস্তিফলশ্রুতিপুরস্কারেণেতি ॥ ৩-৪ ॥

স্বচিত্তং দেহদ্রষ্টৃচিত্তং তদেকং কারণমিতি তস্য স্বতশ্চিত্তাভাবোক্তিঃ ॥ ৫ ॥

অতিবহনমর্চ্চির্ধূমাদিমার্গেণ লোকান্তরপ্রাপণং তত্র সাধুরস্মদাদিলিঙ্গদেহ ইবাতিবাহিকঃ সূক্ষ্ম ইতি যাবৎ। আধিভৌতিকঃ স্থূলভূতজঃ ॥ ৬-৭ ॥

কারণাত্মনাং চক্ষুরাদিব্যাবহারিকপ্রমাণবেদ্যপঞ্চিকৃতভূতরূপকারণাত্মনাম্। কারণাভাবাৎ অবিদ্যাঽপঞ্চীকৃতভূতানামনস্যপরশ্রুতিচক্ষুরাদ্যবেদ্যত্বেন সাক্ষি-

অজস্য কারণাভাবাদেক এবাতিবাহিকঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনামেকোজঃ কারণং পরম্।
অজস্য কারণং নাস্তি তেনাসাবেকদেহবান্ ॥ ৯ ॥
নাস্ত্যেব ভৌতিকোদেহঃ প্রথমস্য প্রজাপতেঃ।
আকাশাত্মা চ ভাত্যেষ আতিবাহিকদেহবান্ ॥ ১০ ॥
চিত্তমাত্রশরীরোসৌ ন পৃথ্ব্যাদিক্রমাত্মকঃ।
আদ্যঃ প্রজাপতির্ব্ব্যোম-বপুঃ প্রতনুতে প্রজাঃ ॥ ১১ ॥
তাশ্চ চিদ্ব্যোমরূপিণ্যো বিনান্যৈঃ কারণান্তরৈঃ।
যদ্যতস্তত্তদেবেতি সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে ॥ ১২ ॥
নির্ব্বাণমাত্রং পুরুষঃ পরোবোধঃ স এব চ।
চিত্তমাত্রং তদেবাস্তে নায়াতি বসুধাদিতাম্ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং সংসারব্যবহারিণাম্।
প্রথমোসৌ প্রতিস্পন্দশ্চিত্তদেহঃ স্বতোদয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বেদ্যত্বেন চ প্রাতিভাসিকত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাভাবাৎ প্রাগুক্তরীত্যা বা কারণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

প্রকারান্তরেণাপ্যাহ সর্ব্বাসামিতি ॥ ৯ ॥

আকাশাত্মা চিদাকাশমাত্ররূপঃ। আরোপিতস্যাধিষ্ঠানাতিরিক্তস্বরূপাভাবাৎ ॥ ১০ ॥

ইত্থঞ্চ তৎসঙ্কল্পকল্পিতজগতোপি তদধিষ্ঠানচিন্মাত্রতা ফলিতেতি বিবক্ষ- চিত্তেতি ॥ ১১ ॥

অন্যৈস্তৎসঙ্কল্পব্যতিরিক্তৈঃ কারণান্তরৈঃ কারণভেদৈঃ।
দানাজ্জাতমিতি শেষঃ। অনুভূয়তে কনককুণ্ডলাদৈ
মাত্রতা সিদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

তেন জীবস্যাপি তন্মাত্রতা সিদ্ধেতা
পাধিশ্চিত্তভ্রান্ত্যা চিত্তমাত্রভূতো
কপুরুষাদিভাবমায়াতীতা

স্বতা অহন্তাব

অস্মাৎ পূর্ব্বাৎ প্রতিস্পন্দাদনন্যৈতৎস্বরূপিণী।
ইয়ং প্রবিসৃতা সৃষ্টিঃ স্পন্দসৃষ্টিরিবানিলাৎ ॥ ১৫ ॥
প্রতিভানাকৃতেরস্মাৎ প্রতিভামাত্ররূপধৃক্।
বিভাত্যেবময়ং সর্গঃ সত্যানুভববান্ স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
দৃষ্টান্তোত্র ভবৎস্বপ্ন-স্বপ্নস্ত্রীসুরতং যথা।
অসদপ্যর্থসম্পত্ত্যা সত্যানুভবভাস্বরম্ ॥ ১৭ ॥
অপৃথ্ব্যাদিময়োভাতি ব্যোমাকৃতিরদেহকঃ।
সদেহ ইব ভূতেশঃ স্বাত্মভূঃ পুরুষাকৃতিঃ ॥ ১৮ ॥
সম্বিৎসঙ্কল্পরূপত্বান্নোদেতি সমুদেতি চ।
স্বায়ম্ভত্বাৎ স্বভাবস্থ নোদেতি ন চ শাম্যতি ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মা সঙ্কল্পপুরুষঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিঃ।
কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎস্থিতেঃ ॥ ২০ ॥
সঙ্কল্প এষ কচতি যথানাম স্বয়ম্ভুবঃ।
ব্যোমাত্মৈব তথা ভাতি ভবৎসঙ্কল্পশৈলবৎ ॥ ২১ ॥

এতদুপাদানকস্থূলস্থৈতন্মাত্রত্বাদনন্যৈতৎস্বরূপিণী ॥ ১৫ ॥

অধ্যস্তমনোবিকারস্থ জগতোপ্যধ্যস্তত্বৈব ফলিতেত্যাহ প্রতিভানেতি। প্রতিভানং প্রতিভাসস্তন্মাত্রসিদ্ধাকৃতেঃ প্রাতিভাসিকাকারাদিত্যর্থঃ। অথবা -বমার্থচিন্মাত্রাকারাচ্চিন্মাত্ররূপধৃগপি সর্গ এবং পরিদৃশ্যমানাহচিদাকারেণ- -নার্থঃ ॥ ১৬ ॥

-ং স্বপ্নস্তত্রত্যস্ত্রীসুরতমিতি সূক্ষ্মকল্পনান্তর্গতস্থূলকল্পনা দৃষ্টান্ত-

-পত্ত্যা ব্যবহারপ্রয়োজননিষ্পত্ত্যা ॥ ১৭ ॥

-কমিত্যাহ অপৃথ্ব্যাদীতি ॥ ১৮ ॥

-ত্মা তত্রাদ্যামুপপাদয়তি স্বায়ম্ভত্বাদিতি।

স্বভাবস্থ স্বরূপস্থিতেঃ ॥ ১৯-২০ ॥

-কারেণ কচতি বিকসতি।

আতিবাহিকমেবান্তর্ব্বিস্মৃত্যা দৃঢ়রূপয়া।
আধিভৌতিকবোধেন মুধা ভাতি পিশাচবৎ ॥ ২২ ॥
ইদং প্রথমতোদ্যোগসম্প্রবুদ্ধং মহাচিতেঃ।
নোদেতি শুদ্ধসম্বিত্ত্বাদাতিবাহিকবিস্মৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
আধিভৌতিকজাতেন নাস্যোদেতি পিশাচিকা।
অসত্যা মৃগতৃষ্ণেব মিথ্যাজাড্যভ্রমপ্রদা ॥ ২৪ ॥
মনোমাত্রং যদা ব্রহ্মা ন পৃথ্ব্যাদিময়াত্মকঃ।
মনোমাত্রমতোবিশ্বং যদ্যজ্জাতং তদেব হি ॥ ২৫ ॥
অজস্য সহকারীণি কারণানি ন সন্তি যৎ।
তজ্জস্যাপি ন সন্ত্যেব তানি তস্মাত্তু কানিচিৎ ॥ ২৬ ॥
কারণাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যং তেন নাত্রাস্তি কিঞ্চন।
যাদৃশং কারণং শুদ্ধং কার্য্যং তাদৃগিতি স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥
কার্য্যকারণতাৎ হ্যত্র ন কিঞ্চিদুপপদ্যতে।
যাদৃগেব পরং ব্রহ্ম তাদৃগেব জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥

তর্হি কথং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পশৈলবিলক্ষণাধিভৌতিকত্বার্থক্রিয়াসামর্থ্যাদ্যনুভবস্তত্রাহ আতিবাহিকমিতি। স্বরূপবিস্মৃত্যা আতিবাহিকভাববিস্মৃত্যা চ ॥ ২২ ॥

তর্হি বিরিঞ্চেরপ্যস্মদাদিবদাতিবাহিকভাববিস্মৃতিঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ ইদমিতি। ইদং বৈরিঞ্চং রূপং মহাচিতের্ম্মায়াশবলব্রহ্মণঃ প্রথমতা সর্ব্বস্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া কারণীভূতসূক্ষ্মভূতাত্মকতেতি যাবৎ। তত্র উদ্যোগেন সঙ্কল্পেন সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ তথৈব সম্প্রবুদ্ধং প্রত্যক্ষমাবির্ভূতমতস্তমোনাচ্ছাদিতত্বেন বিরিঞ্চেঃ শুদ্ধসম্বিত্ত্বাৎ নাতিবাহিকবিস্মৃতিরুদেতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ২৪ ॥

যদা যস্মিন্ কল্পে যত ইতি বার্থঃ। যস্মাজ্জাতং যজ্জাতম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থঞ্চ "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ" ইতি শ্রুতিদর্শিতন্যায়েন জগতোমনোমাত্রত্বং মনসশ্চ ব্রহ্মমাত্রতেতি ব্রহ্মাদ্বৈতং ফলিতমিত্যাহ অজস্যেত্যাদিত্রিভিঃ ॥ ২৬ ২৭

ইত্থঞ্চ ভেদকাভাবাৎ কার্য্যকারণভাবাযোগাজ্জগদ্ব্রহ্মৈব সম্পন্নমিত্যাহ

মনস্তামিব যা তেন ব্রহ্মণা তন্যতে জগৎ।
অনন্যদাত্মনঃ শুদ্ধাদ্দ্রবত্বমিব বারিণঃ ॥ ২৯ ॥
মনসা তন্যতে সর্ব্বমসদেবেদমাততম্।
যথা সঙ্কল্পনগরং যথা গন্ধর্ব্বপত্তনম্ ॥ ৩০ ॥
আধিভৌতিকতা নাস্তি রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গতা।
ব্রহ্মাদয়ঃ প্রবুদ্ধাস্তু কথং তিষ্ঠন্তি তত্র তে ॥ ৩১ ॥
আতিবাহিক এবাস্তি ন প্রবুদ্ধমতেঃ কিল।
আধিভৌতিকদেহস্য বাচোবাত্র কুতঃ কথম্ ॥ ৩২ ॥
মনোনাম্নোমনুষ্যস্য বিরিঞ্চ্যাকারধারিণঃ।
মনোরাজ্যং জগদিতি সত্যরূপমিব স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
মন এব বিরিঞ্চিত্বং তদ্ধি সঙ্কল্পনাত্মকম্।
স্ববপুঃস্ফারতাং নীত্বা মনসেদং বিতন্যতে ॥ ৩৪ ॥
বিরিঞ্চোমনসোরূপং বিরিঞ্চস্য মনোবপুঃ।
পৃথ্ব্যাদি বিদ্যতে নাত্র তেন পৃথ্ব্যাদিকল্পিতম্ ॥ ৩৫ ॥
পদ্মাক্ষে পদ্মিনীবান্তর্ম্মনো হৃদ্যস্তি দৃশ্যতা।

কার্য্যেতি ॥ ২৮-৩০ ॥

ইত্থঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানাং জগত এব বাধে দেহাদৌ নাধিভৌতিকতাপ্রত্যয়সম্ভব ইত্যাহ আধিভৌতিকতেতি ॥ ৩১ ॥

কৈমুতিকন্যায়েনাপ্যুক্তমর্থং দ্রঢ়য়তি আতিবাহিকেতি। আতিবাহিকঃ প্রাতিভাসিকঃ সোঽপি নাস্ত্যেব তত্রাধিভৌতিকস্য বাচঃ কুতো হেতোঃ কথং কেন প্রকারেণ ॥ ৩২ ॥

মনুষ্যস্যেতি প্রাক্তনোপাসকাবস্থাং স্মৃত্বোক্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

বিরিঞ্চিত্বং সর্ব্বস্রষ্টৃত্বম্। হি যস্মাৎ তৎ বিরিঞ্চিত্বং বিরিঞ্চেঃ সঙ্কল্পনাত্মকং ন বাহ্যোপকরণাধীনম্। স্ফারতাং বিপুলতাম্। ইদং বিশ্বম্ ॥ ৩৪ ॥

অত্র মনসি। তেন হেতুনা মনসা বা কল্পিতমধ্যস্তমাত্মনীতি শেষঃ ॥৩৫॥

মনোহৃদি মনোন্তঃ। দৃশ্যতালক্ষণয়া দৃশ্যবর্গঃ। ননু কথং বিরুদ্ধসিদ্-

মনোদৃশ্যদৃশৌ ভিন্নে ন কদাচন কেনচিৎ ॥
যথা চাত্র তব স্বপ্নঃ সঙ্কল্পশ্চিত্তরাজ্যধীঃ।
স্বানুভূত্যৈব দৃষ্টান্তস্তস্মাদ্বদ্যস্তি দৃশ্যভূঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাচ্চিত্তবিকল্পস্থ-পিশাচোবালকং যথা।
বিনিহন্ত্যেবমেষান্তর্দ্রষ্টারং দৃশ্যরূপিকা ॥ ৩৮
যথাঙ্কুরোন্তর্ব্বীজস্থ সংস্থিতোদেশকালতঃ।
করোতি ভাস্বরং দেহং তনোত্যেবং হি দৃশ্যধীঃ ॥ ৩৯ ॥
স চেন্ন শাম্যতি কদাচন দৃশ্যদুঃখং
দৃশ্যে ত্বশাম্যতি ন বোদ্ধরি কেবলত্বম্।
দৃশ্যে ত্বসম্ভবতি বোদ্ধরি বোদ্ধৃভাবঃ
শাম্যেৎ স্থিতোপি হি তদস্য বিমোক্ষমাহুঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষো[illegible]য়ে উৎপত্তিপ্রকরণে বন্ধহেতুবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মুচ্যতে পৃথ্ব্যাদি বিদ্যতে নাত্র মনোহৃদ্যস্তি দৃশ্যতেতি চেৎ তত্রাহ মনো-দৃশ্যেতি। যতো মনশ্চ দৃশ্যঞ্চ তয়োঃ সমাহারোমনোদৃশ্যং তদুভয়দৃক্ সাক্ষ্যাত্মা চ তে উভে কেনচিৎ কদাচন ন ভিন্নে ন বিবেচিতে। যাবৎ তেন বিবেচিতে তাবদজ্ঞানানুচ্ছেদাদস্ত্যেবেত্যুক্তমিতি ভাবঃ। অথবা মনশ্চ দৃশ্যদৃক্ দৃশ্যদর্শনঞ্চ তেন ভিন্নে। তথাচ মনস উচ্ছেদ এব দৃশ্যদর্শনোচ্ছেদ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধদৃষ্টান্তান্ বদন্ নিগময়তি যথেতি ॥ ৩৭ ৩৮ ॥

দৃশ্যধীর্ম্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

নন্বু কিমর্থং মহতা যত্নেন দৃশ্যমিথ্যাত্বং সাধ্যতে তস্য সত্যত্বে কা ক্ষতিস্তত্রাহ সচ্চেদিতি। স্থিতোপি শাম্যেৎ কিং পুনর্ম্মিথ্যাভূত ইত্যর্থঃ। তৎ-কেবলত্বমেব বিমোক্ষমাহুঃ ॥ ৪০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণ তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

বাল্মীকিরুবাচ ।

কথয়ত্যেবমুদ্দাম-বচনে মুনিনায়কে ।
শ্রোতুমেকরসে জাতে জনে মৌনমুপস্থিতে ॥ ১ ॥
শান্তেষু কিঙ্কিণীজাল-রবেষু স্পন্দনং বিনা ।
পঞ্জরান্তরহারীতশুকেষ্বপ্যস্তকেলিষু ॥ ২ ॥
সুবিস্মৃতবিলাসাসু স্থিতাসু ললনাস্বপি ।
চিত্রভিত্তাবিব ন্যস্তে সমস্তে রাজসদ্মনি ॥ ৩ ॥
মুহূর্ত্তশেষমভবদ্দিবসং মধুরাতপম্ ।
ব্যবহারা রবিকরৈঃ সহ তানবমাযযুঃ ॥ ৪ ॥
ববুরুৎফুল্লকমল-প্রকরামোদমাংসলাঃ ।
বায়বোমধুরস্পন্দাঃ শ্রবণার্থমিবাগতাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বোপদেশং প্রথমমুত্থানাদিনিশাক্রমঃ ।
প্রাতরাগমনং চিত্রস্বভাবশ্চাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

একরসে একাগ্রে ॥ ১ ॥

একরসতামেব লিঙ্গৈর্দর্শয়িতি শান্তেষ্বিত্যাদিনা । হারীতাঃ পক্ষি-বিশেষাঃ ॥ ২ ॥

রাজসদ্মনি লক্ষণয়া রাজসদ্মস্থপ্রাণিনিকায়ে চিত্রভিত্তৌ ন্যস্তে চিত্র ইব স্থিতে ইতি বিপরিণামেনানুষঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

তানবমল্পতাম্ ॥ ৪ ॥

আমোদেন মাংসলাঃ পুষ্টাঃ । মধুরোমন্দত্বাৎ সুখকরঃ স্পন্দো যেষাম্ । সর্ব্বত্র বিশেষণানি সাধারণানি । উপমানমুৎপ্রেক্ষা বা ॥ ৫ ॥

শ্রুতং চিন্তয়িতুং ভানুরিবাহোরচনাভ্রমম্।
ততাস্তৈকান্তমগমচ্ছূন্যমস্তগিরেস্তটম্॥ ৬॥
উত্তস্থুর্মিহিকারম্ভসমতা বনভূমিষু।
বিজ্ঞানশ্রবণাদন্তঃশীতলাঃ শান্ততা ইব॥ ৭॥
বভূবুরল্পসঞ্চারা জনা দশসু দিক্ষ্বপি।
সাবধানতয়া শ্রোতুমিব সংত্যক্তচেষ্টিতাঃ॥ ৮॥
ছায়াদীর্ঘত্বমাজগ্মুর্ব্বাশিষ্ঠং বচনক্রমম্।
ইব শ্রোতুমশেষাণাং বস্তূনাং দীর্ঘকন্ধরাঃ॥ ৯॥
প্রতীহারঃ পুরঃ প্রহ্বোভূত্বাহ বসুধাধিপম্।
দেব স্নানদ্বিজার্চ্চাসু কালোব্যতিগতোভৃশম্॥ ১০॥
ততোবশিষ্ঠোভগবান্ সংহৃত্য মধুরাং গিরম্।
অদ্য তাবৎ মহারাজ শ্রুতমেতাবদস্তু বঃ॥ ১১॥
প্রাতরন্যদ্বদিষ্যামি ইত্যুক্ত্বা মৌনবানভূৎ।
ইত্যাকর্ণ্যৈবমস্ত্বুক্ত্বা ভূপতির্ভূতিবৃদ্ধয়ে॥ ১২॥
পুষ্পপাদ্যার্ঘসম্মান-দক্ষিণাদানপূজয়া।
সদেবর্ষিমুনীন্ বিপ্রান্ পূজয়ামাস সাদরম্॥ ১৩॥

ভানুঃ শ্রুতং শ্রবণাবধৃতমর্থং চিন্তয়িতুং মননেন দৃঢ়ীকর্ত্তুমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। শূন্যং জনশূন্যম্॥ ৬॥

মিহিকানাং তুষারাণামারম্ভেণ সমতা অবিষমতাঃ। অতঃ শীতলা ইতি সাধারণং বিশেষণম্॥ ৭॥

সন্ত্যক্তানি চেষ্টিতানি ব্যাপারান্তরাণি যৈঃ॥ ৮॥

অশেষাণাং বস্তূনাং ছায়া অশেষাণাং শ্রোতৃণাং দীর্ঘাঃ কন্ধরাঃ কণ্ঠা বচনক্রমং শ্রোতুমিব দীর্ঘত্বমাজগ্মুঃ। অসমাসশ্ছান্দসঃ॥ ৯॥

প্রতীহারোদ্বারপালঃ। প্রহ্বোনম্রোভূত্বা॥ ১০॥

সংহৃত্য উপসংহৃত্য॥ ১১॥

এবমস্তু ইত্যুক্ত্বা॥ ১২-১৩॥

স্থৌ সভা সর্ব্বা সরাজমুনিমণ্ডলা ।
কীর্ণরত্নৌঘপরিবেষাবৃতাননা ॥ ১৪ ॥
স্পরাঙ্গসঙ্ঘট্টরণৎকেয়ুরকঙ্কণা ।
হারভারাহৃতস্বর্ণপট্টাভোরুস্তনান্তরা ॥ ১৫ ॥
শেখরোৎসঙ্গবিশ্রান্তপ্রবুদ্ধমধুপস্বনৈঃ ।
সঘুঙ্ঘুমশিরোভারা বদদ্ভিরিব মূর্দ্ধজৈঃ ॥ ১৬ ॥
কাঞ্চনাভরণোদ্যোতকনকীকৃতদিঙ্মুখাঃ ।
বুদ্ধিস্থমুনিবাগর্থ সংশান্তেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ১৭ ॥
জগ্মূর্নভশ্চরা ব্যোম ভূচরা ভূমিমণ্ডলম্ ।
চক্রুর্দ্দিনসমাচারং সর্ব্বে তে স্বেষু সদ্মসু ॥ ১৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শ্যামা যামিনী সমদৃশ্যত ।
জনসঙ্ঘাদ্বিনির্ম্মুক্তা গৃহে বালাঙ্গনা যথা ॥ ১৯ ॥
দেশান্তরং ভাসয়িতুং যযৌ দিবসনায়কঃ ।
সর্ব্বত্রালোককর্ত্তৃত্ব-মেবং সৎপুরুষব্রতম্ ॥ ২০ ॥
উদভূদভিতঃ সন্ধ্যা তারানিকরধারিণী ।
উৎফুল্লকিংশুকবনা বসন্তশ্রীরিবোদিতা ॥ ২১ ॥
চূতনীপকদম্বাগ্র-গ্রামচৈত্যগৃহোদরে ।

সভাশব্দোজনবচনঃ । নিঃস্পৃহৈর্ম্মুনিভীরাজদত্তরত্নানামুপেক্ষণাৎ মণ্ডলাকারেণ কীর্ণানাং রত্নৌঘানাং প্রভাপরিবেষেণ আবৃতজনাননা ॥ ১৪ ॥

হৃতা অপহৃতা স্বর্ণজটিতপট্টবস্ত্রাণাং আভা কান্তির্যৈস্তথাবিধানি উরুস্তনান্তরাণি যস্যাং ॥ ১৫ ॥

শেখরস্য শিরোহগ্রস্য উৎসঙ্গবদ্বিস্তৃতভাগে । ঘুঙ্ঘুমেত্যব্যক্তধ্বন্যনুকরণম্ ॥ ১৬ ১৮ ॥

শ্যামা কৃষ্ণা। বালাঙ্গনাপক্ষে যৌবনমধ্যস্থা। সম্ভবাদুপমানদর্শনস্যাপি তৎকালতা গম্যতে ॥ ১৯ ॥

সৎ ব্রহ্ম তদাত্মা পুরুষোব্রহ্ম তন্নিষ্ঠশ্চ তয়োর্ব্রতম্ ॥ ২০ ২১ ॥

নিলিলিপ্যিরে খগাশ্চিত্তেঽবদাতা বৃত্তয়োযথা ॥ ২২ ॥
ভানোর্ভাসাভূষিতৈর্মেঘলেশৈঃ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুঙ্কুমচ্ছায়য়েব।
পাশ্চাত্যোদ্রিঃ পীতবাসাঃ সমেঘৈ-
স্তারাহারঃ শ্রীযুতঃ খং সমেতঃ ॥ ২৩ ॥
পূজামাদায় সন্ধ্যায়াং প্রগতায়াং যথাগতম্।
অন্ধকারাঃ সমুত্তস্থুর্বেতালা বপুষা যথা ॥ ২৪ ॥
অবশ্যায়কণাস্পন্দীহেলাবিদ্ধ্যতপল্লবঃ।
কোমলঃ কুমুদাশংসী ববাবাশীতলোনিলঃ ॥ ২৫ ॥
পরমান্ধ্যমুপাজগ্মুর্দ্দিশোবিস্ফুটতারকাঃ।
লম্বদীর্ঘতমঃকেশ্যোবিধবা ইব যোষিতঃ ॥ ২৬ ॥
আযযৌ ভুবনং তেজঃ ক্ষীরপূরেণ পূরয়ন্।
রসায়নময়াকারঃ শশিক্ষীরার্ণবোনভঃ ॥ ২৭ ॥

অবদাতা নির্ম্মলাঃ। চিত্তে অর্থান্নিদ্রাবৃতে ইতি গম্যতে ॥ ২২ ॥

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুঙ্কুমচ্ছায়য়েব বিচিত্রয়া ভানোর্ভাসা ভূষিতৈর্মেঘৈঃ পীতবাসাঃ। তারালক্ষণহারেণ শ্রিয়া চ যুক্তঃ। স প্রাগুক্তঃ পাশ্চাত্যোঽস্তাদ্রির্ভানোর্ভাসাভূষিতৈর্মেঘলেশৈরুপলক্ষিতমর্থাত্তারাহারং শ্রীযুতঞ্চেতি সমানধর্ম্মকং খং আকাশঞ্চ সমেতঃ প্রবিষ্টঃ। যথা পীতবাসা বিষ্ণুরুক্তধর্ম্মা শ্রীযুতোনিরাবরণং স্বানুরূপং ধ্যায়িনাং হৃদয়াকাশং প্রবিশতি তদ্বৎ। সন্ধ্যাসু হি ভগবদ্ধ্যানং প্রশস্তমিতি সমাসোক্ত্যা গম্যতে ॥ ২৩ ॥

সন্ধ্যায়াং দেব্যাং পূজামাদায় গতায়াং তদ্গণা বেতালা বপুষা যথা সমুত্তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

কলিকাবিকাসাৎ কুমুদানি আ সমন্তাচ্ছংসত্যনুমাপয়তি তচ্ছীলঃ। বিশেষণত্রয়ানুসারাদাশীতলগ্রহণং মান্দ্যসৌরভ্যয়োরপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

নীহারপটাবৃতত্বাদবিস্ফুটাস্তারকা নক্ষত্রাণি কনীনিকাশ্চ যাসাং তাঃ। ধবস্তু ভানোরস্তময়াদ্বিধবা ইব ॥ ২৬ ॥

তেজোল্লক্ষণেন দুগ্ধপ্রবাহেণ পূরয়ন্। রসায়নমমৃতং তন্ময়াকারঃ ॥ ২৭ ॥

ামরসঞ্জাতাঃ পলায্য ক্বাপ্যদৃশ্যতাম্ ।
ানগিরশ্চিত্তান্মহীপানামিবাজ্ঞতাঃ ॥ ২৮ ॥
য়োভূমিপালাশ্চ মুনয়োব্রাহ্মণাস্তথা ।
চেতসীব বিচিত্রার্থাঃ স্বাস্পদেষু বিশশ্রমুঃ ॥ ২৯ ॥
যমকায়োপমাশ্যামা যযৌ তিমিরমাংসলা ।
আযযৌ মিহিকা স্ফারা তত্র তেষামুষঃ শনৈঃ ॥ ৩০ ॥
অন্তর্ধানমুপাজগ্মুস্তারা নভসি ভাস্বরাঃ ।
প্রভাতপবনেনেব হৃতাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩১ ॥
দৃশ্যতামাজগামার্কঃ প্রভোন্মীলিতলোচনঃ ।
বিবেকবৃত্তির্ম্মহতাং মনসীব নবোদিতা ॥ ৩২ ॥
ভানোর্ভাসাভূষিতৈর্ম্মেঘলেশৈঃ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুঙ্কুমচ্ছায়য়েব ।
পূর্ব্বক্ষ্মাভৃৎ পীতবাসাঃ সমেঘৈ-
স্তারাহারঃ শ্রীযুতঃ খং সমেতঃ ॥ ৩৩ ॥
সভাং পুনরুপাজগ্মুর্নভশ্চরমহীচরাঃ ।
হ্যস্তনেন ক্রমেণৈব কৃতপ্রাতস্তনক্রমাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতা জ্ঞানগিরোযেন তথাবিধানাং মহীপানাং চিত্তাৎ ॥ ২৮ ॥

বিচিত্রাঃ বশিষ্ঠোপদিষ্টা অর্থাঃ স্বচেতসীব স্বেষামাস্পদেষু প্রতিষ্ঠাসু বিশশ্রমুর্ব্বিশ্রান্তাঃ ॥ ২৯ ॥

শ্যামা রাত্রিঃ । উষঃ প্রত্যুষঃ ॥ ৩০ ॥

হৃতা অপনীতাঃ । কুসুমবৃষ্টয়োবৃষ্টিনিপতিতকুসুমানীবেত্যত্র তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

প্রভাভিরুন্মীলিতানি জনলোচনানি যেন ॥ ৩২ ॥

তমোঘৈরিতি পাঠে তমোবিনাশকৈঃ কাঞ্চনভৃঙ্গারিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

হ্যস্তনেন পূর্ব্বেদ্যুস্তনেন ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্ববৎ সন্নিবেশেন বিবেশ সকলা সভা।
ববাবাস্পন্দিতাকারা বাতমুক্তেব পদ্মিনী ॥ ৩৫
অথ প্রসঙ্গমাসাদ্য রামো মধুরয়া গিরা।
উবাচ মুনিশার্দ্দূলং বশিষ্ঠং বদতাম্বরম্ ॥ ৩৬ ॥

রামউবাচ।

ভগবন্ মনসোরূপং কীদৃশং বদ মে স্ফুটম্।
যস্মাৎ তেনেয়মখিলা তন্যতে লোকমঞ্জরী ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

রামাহস্য মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্যজড়াকৃতেঃ ॥ ৩৮ ॥
ন বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ।
সর্ব্বত্রৈব স্থিতঞ্চৈতদ্বিদ্ধি রাম যথা নভঃ ॥ ৩৯
ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বুসন্নিভম্।
রূপন্তু ক্ষণসঙ্কল্পাদ্দ্বিতীয়েন্দুভ্রমোপমম্ ॥ ৪০ ॥
মধ্যে যদেতদর্থস্য প্রতিভানং প্রথাং গতম্।

বাতমুক্তা নির্ব্বাতা পদ্মিনী পদ্মবতী সরসীব ॥ ৩৫ ॥

প্রসঙ্গং প্রস্তাবম্ ॥ ৩৬ ॥

রূপং তাত্ত্বিকস্বরূপম্। যদ্রূপং মনোবক্ষ্যতি জগতোপি তদেব রূপমিতি ন নিস্তত্ত্বতালক্ষণং মিথ্যাত্বং সেৎস্যতীতি রামাশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

নামমাত্রাদিতি। অতএব তৎকার্য্যেষু বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়মিতি শ্রুতমিথ্যাত্বোপপত্তিরিতি ভাবঃ। শূন্যজড়াকৃতেরিতি ভূতব্যোম্নোমনসশ্চ সাধারণম্ ॥ ৩৮ ॥

নভঃসাম্যমেবোপপাদয়তি নেতি ॥ ৩৯ ॥

ইদং জগদস্মাৎ মনসঃ। ভ্রমস্তদ্বিষয়োধ্যস্ত ইতি যাবৎ। তদুপমম্ ॥ ৪০ ॥

যদ্যপি মনোনামপরমার্থতোনাস্ত্যেব তথাপি শাস্ত্রীয়ব্যবহারোপযুক্তং কল্পিতং তদ্রূপমাহ মধ্যে ইতি। প্রত্যক্ষে পুরঃ সতঃ স্বত্যাদি পরোক্ষে ত্বসতো-

.প্যসতোবাপি তন্মনোবিদ্ধি নেতরৎ ॥ ৪১ ॥
এতিভানং তন্মন ইত্যভিধীয়তে ।
ন্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি মনোনাম কদাচন ॥ ৪২ ॥
ঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্তন্ন ভিদ্যতে ।
যথা দ্রবত্বাৎ সলিলং তথা স্পন্দোযথানিলাৎ ॥ ৪৩ ॥
যত্র সঙ্কল্পনং তত্র তন্মনোঙ্গ তথা স্থিতম্ ।
সঙ্কল্পমনসী ভিন্নে ন কদাচন কেচন ॥ ৪৪ ॥
সত্যমস্ত্বথবাসত্যং পদার্থপ্রতিভাসনম্ ।
তাবন্মাত্রং মনোবিদ্ধি তদ্‌ব্রহ্মৈব পিতামহঃ ॥ ৪৫ ॥
আতিবাহিকদেহাত্মা মন ইত্যভিধীয়তে ।
আধিভৌতিকবুদ্ধিস্তু স আধত্তে চিরস্থিতেঃ ॥ ৪৬ ॥
আ ন্যাসংস্থিতিশ্চিত্তং মনোবন্ধো মলস্তমঃ ।

বাহ্যর্থস্ত মধ্যে যদেতৎ তদাকারপ্রতিভানং প্রথাং গতং সর্ব্বজনানাং তন্মন ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেব সংক্ষিপ্যাহ যদিতি। নিরাকারচিতোযোর্থাকারাধ্যাসস্তন্মন ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

এবং বৃত্তিসামান্যৈস্তল্লক্ষণমুক্ত্বা অসাধারণবৃত্ত্যাপ্যাহ সঙ্কল্পনমিতি ॥ ৪৩ ॥

তদেব বিষয়ভেদব্যবস্থিতিপ্রদর্শনেন দ্রঢ়য়তি যত্রেতি ॥ ৪৪ ॥

নন্থ চিৎসম্বলিতৈব বৃত্তিঃ পদার্থপ্রতিভাসনমিত্যুচ্যতে তত্র চিতঃ সত্যত্বে কথং তদ্ঘটিতমনসোমিথ্যাত্বং তত্রাহ সত্যমিতি। মিথ্যাবিষয়াকারান্মিথ্যা বা সত্যচিৎসম্বলনাৎ সত্যং বা যথাবিবক্ষমস্তু ন তত্রাগ্রহঃ যাদৃশং মনস্তৎসমষ্টিরপি তন্মাত্রস্বভাবা সৈব বিরিঞ্চিরিত্যেতত্তু ন ব্যাহতমিত্যাহ অসত্যমিতি ॥ ৪৫ ॥

যদি সর্ব্বাকারমনোদেহোসৌ তর্হি তস্য কিমন্যৎ স্থূলং তত্রাহ আতিবাহিকেতি। সূক্ষ্মাণামেব চিরং মিলিতাবস্থিতৈর্মিশ্রণাৎ পঞ্চীকরণে স্থূলপৃথ্ব্যাদিবুদ্ধিং স এব ধত্তে তদেবাস্য স্রষ্টৃত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মনআদিপ্রপঞ্চঃ সর্ব্বোপ্যবিদ্যাবিলাসত্বাদবিদ্যৈব তস্যা এবোত্তরোত্তরং

ইতি পর্য্যায়নামানি ;
ন হি দৃশ্যাদৃতে কিং
দৃশ্যঞ্চোৎপন্নমেবৈতৎ ॥
যথা কমলবীজান্তঃস্থিত
মহাচিৎপরমাণ্বন্তস্তথা দৃশ্যং জগৎ স্থিতম্ ॥ ৪৯
প্রকাশস্য যথা লোকো যথা বা তস্য চাপলং ।
যথা দ্রবত্বং পয়সি দৃশ্যত্বং দ্রষ্টরীদৃশম্ ॥ ৫০ ॥
অঙ্গদত্বং যথা হেম্নি মৃগনদ্যাং যথা জলম্ ।
ভিত্তির্যথা স্বপ্নপুরে তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ ॥ ৫১ ॥
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমনন্যদিব যৎ স্থিতম্ ।
তদপ্যুন্মার্জ্জয়াম্যাশু ত্বচ্চিত্তাদর্শতোমলম্ ॥ ৫২ ॥
যদ্দ্রষ্টুরস্যাদ্রষ্টৃত্বং দৃশ্যাভাবে ভবেৎ বলাৎ ।
তদ্বিদ্ধি কেবলীভাবং তত এবাসতঃ সতঃ ॥ ৫৩ ॥
তত্তামুপগতে ভাবে রাগদ্বেষাদিবাসনাঃ ।

নামানীত্যাহ অবিদ্যেতি ॥ ৪৭ ॥

যদ্যুৎপন্নস্য দৃশ্যস্যাবিদ্যাত্বং মনস্ত্বং বা তর্হি কথং তয়োরনাদিত্বপ্রসিদ্ধিস্তত্রাহ দৃশ্যঞ্চেতি ॥ ৪৮ ॥

তথাচ চিত্যবিদ্যাস্থিতিরেব জগৎস্থিতিরিতি ফলিতমিত্যাশয়েনাহ যথেতি ॥ ৪৯ ॥

সাবিদ্যচিতোদৃশ্যাব্যভিচারাৎ দৃশ্যস্য তৎস্বভাবতা ফলিতেত্যাহ প্রকাশস্যেতি । ঈদৃশমেবম্প্রকারং স্বভাব ইতি যাবৎ ॥ ৫০ ॥

তৎস্বভাবত্বে তদপৃথক্‌সত্তা ফলিতেত্যাহ অঙ্গদত্বমিতি ॥ ৫১-৫২ ॥

যদিতি । দৃশ্যস্য দ্রষ্টৃপৃথক্‌সত্তাপগমে অন্যসত্তয়ান্যস্য সত্ত্বাযোগাৎ দৃশ্যাভাবে তদ্বলাদস্য দ্রষ্টুশ্চিন্মাত্রস্য যদদ্রষ্টৃত্বং ভবেৎ তত এবাসতোবাধিতাৎ দৃশ্যাৎ সতঃ সন্মাত্রচিদ্রূপেণ পরিশিষ্টস্যাত্মনস্তৎকেবলীভাবং বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

বং তথাপি কথং প্রতিজ্ঞাতং মচ্চিত্তাদর্শে দৃশ্যমলমার্জ্জনং সিধ্যতি

ক্ষুব্ধতা যথা ॥ ৫৪ ॥
াশরূপিণি ।
।। ৷ গ্যামলং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
:গত্ত্বমহৎে মূপাগতে ।
: স্যাৎ কেবলীভ৷বস্তাদৃশোবিমলাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥
নাপ্তাখিলশৈলাদিপ্রতিবিম্বে হি যাদৃশী ।
গ্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী ॥ ৫৭ ॥
অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে ।
স্যাত্তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্য্যবীক্ষণে ॥ ৫৮ ॥

রামউবাচ ।

সচ্চেন্ন শাম্যত্যেবেদং নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
অসম্ভাঞ্চ ন বিদ্মোস্মিন্ দৃশ্যে দোষপ্রদায়িনি ॥ ৫৯ ॥
তস্মাৎ কথমিয়ং শাম্যেৎ ব্রহ্মন্ দৃশ্যবিষূচিকা ।
মনোভবভ্রমকরী দুঃখসন্ততিদায়িনী ॥ ৬০ ॥

তত্রাহ তত্তামিতি। ভাবে চিত্তে তত্তাং কৈবল্যবোধেন তদ্ভাবম্। বাতস্পন্দনপ্রযুক্তবনজলাশয়াদিক্ষুব্ধতাঃ ॥ ৫৪ ॥

নির্ব্বিষয়জ্ঞানস্থিতিমসম্ভাবয়ন্তং দৃষ্টান্তেনানুভাবয়তি অসম্ভবতীত্যাদিভিঃ ॥ ৫৫ ॥

অসত্তামিতি চ্ছেদঃ ॥ ৫৬ ॥

কেবলদর্পণাত্মস্বরূপিণী ॥ ৫৭ ॥

চিতোদৃশ্যোন্মুখত্বং বীক্ষণন্তচ্ছূন্যে ॥ ৫৮ ॥

দৃশ্যস্যাসত্ত্বে ত্বদুক্তঃ কেবলীভাবঃ স্যাৎ তদেবানুভববিরুদ্ধং সৎ সদিত্যেব দৃশ্যানুভবাদিতি পরিণামবাদমভিপ্রেত্য শ্রীরামঃ শঙ্কতে সচ্চেদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৯ ॥

মনসা ভবোজন্মাদিস্তদ্ভ্রমকরী ॥ ৬০ ॥

ব 'ষ্ঠউবা

অস্য দৃশ্যপিশাচস্য শ
রাগাত্যন্তময়ং যেন ঃ
যদস্তি তস্য নাশোঽস্তি
তস্মাত্তন্নষ্টমপ্যন্তর্ব্বীজভূ৺. ৺৺ধ্বা দ ॥ ৬২ ॥
স্মৃতিবীজাচ্চিদাকাশে পুনরুদ্ভূয় দৃশ্যধীঃ।
লোকশৈলাম্বরাকারং দোষং বিতনুতেঽতনুম্ ॥ ৬৩
ইত্যনির্ম্মোক্ষদোষঃ স্যান্ন চ তস্যেহ সম্ভবঃ।
যস্মাদ্দেবর্ষিমুনয়োদৃশ্যন্তে মুক্তিভাজনম্ ॥ ৬৪ ॥
যদি স্যাজ্জগদাদীদং তস্মান্মোক্ষো ন কস্যচিৎ।
বাহ্যস্থমস্তু হৃৎস্থং বা দৃশ্যং নাশায় কেবলম্ ॥ ৬৫ ॥

অসতোপ্যবিদ্যয়া সদনুবেধাদ্দৃশ্যস্য সত্তাভ্রমঃ। কেবলীভাবসাক্ষাৎকারেণাবিদ্যানাশে তু নায়ং ভ্রমঃ সমুদেতীতি গূঢ়াভিসন্ধিঃ প্রথমং জীবন্মুক্তদর্শনলিঙ্গেনানির্ম্মোক্ষপ্রসঞ্জনেন চ দৃশ্যে সত্যতাবিশ্বাসং বারয়ন্ বিবর্ত্তবাদমাশ্রিত্যবশিষ্ঠ উবাচ অস্যেত্যাদিনা। চেতনত্বেনাভিমতং দেহাদি মৃতিমেষ্যতি অচেতনন্তু নজ্ক্ষ্যতীতি বাধ এব দ্বেধোক্তঃ ॥ ৬১ ॥

পরিণামবাদে দোষমাহ যদিতি। অয়ম্ভাবঃ পরিণামবাদে হ্যুত্তরোত্তরাবস্থাভিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাতিরোভাবমাত্রং নোচ্ছেদঃ সতোঽসত্ত্বাযোগাৎ তথাচ নাশলক্ষণষষ্ঠবিকারেণাপি তিরোহিতস্য দ্বৈতস্য চিত্তে প্রকৃতৌ বা স্থিতস্য কামকর্ম্মবাসনাবীজাৎ পুনরুদ্ভবোদুর্ব্বার ইত্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ৬২ ॥

স্মৃতিগ্রহণং ভোগোপযুক্তান্তঃকরণবৃত্তিপ্রমুখজগন্মাত্রোপলক্ষণম্ ॥ ৬৩ ॥

মুক্তিভাজনং জীবন্মুক্তাঃ ॥ ৬৪ ॥

নন্বু চিদাত্মা হ্যয়ং স্ববাহ্যপ্রধানস্থমেব দৃশ্যং বুদ্ধ্যবিবেকাৎ স্বহৃৎস্থতয়া পশ্যতি সোঽয়ং সংসারঃ বিবেকজ্ঞানোদয়াৎ তদবিবেকাভিমাননিবৃত্তৌ সত্যপি বহিস্তস্মিং স্তস্যমোক্ষঃ স্যাদিতি সাঙ্খ্যরীতিমাশঙ্ক্যাহ যদীতি ॥ ৬৫

বং শ ামাতিভীষণাম্ ।
সে ॥ ৬৬ ॥
লক্ষিতঃ ।
চ্ছন্দস্য ব কশ্চন ॥ ৬৭ ॥
দং দৃশ্যতে কাঙ্ক্ষদৃশ্যজাতং পুরোগতম্ ।
রব্রহ্মৈব তৎসর্ব্বমজরামরমব্যয়ম্ ॥ ৬৮ ॥
পূর্ণে পূর্ণং প্রসরতি শান্তে শান্তং ব্যবস্থিতম্ ।
ব্যোমন্যেবোদিতং ব্যোম ব্রহ্মণি ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ॥ ৬৯ ॥
ন দৃশ্যমস্তি সদ্রূপং ন দ্রষ্টা ন চ দর্শনম্ ।
ন শূন্যং ন জড়ং নো চিৎ শান্তমেবেদমাততম্ ॥ ৭০ ॥

রামউবাচ ।

বন্ধ্যাপুত্রেণ পিষ্টোদ্রিঃ শশশৃঙ্গং প্রগায়তি ।
প্রসার্য্য ভুজসম্পাতং শিলা নৃত্যতি তাণ্ডবম্ ॥ ৭১ ॥
স্রবন্তি সিকতাস্তৈলং পঠন্ত্যুপলপুত্রিকাঃ ।

তস্মাদ্বিবর্ত্তবাদ এব পরিশিষ্যত ইত্যাশয়েনাহ তস্মাদিত্যাদিনা। বিষয়-রাগিণামারম্ভাদিবাদিনাঞ্চ ভীষণাম্। যথাহুর্গৌড়পাদাঃ “অস্পর্শযোগোনা-মৈষ দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিনাম্। যোগিনোবিভ্যতি যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিন” ইতি ॥ ৬৬-৬৮ ॥

প্রতীচো যৎ ব্রহ্মৈক্যং তৎ পূর্ণে পূর্ণং প্রসরতি যতস্তচ্ছান্তাবস্থাত্রয়ে শান্তং বিরুদ্ধাদিদ্বৈতং ব্যবস্থিতম্। যতশ্চ ব্যোমন্যেব ঘটাদ্যুপাধিত্যাগাদ্ব্যোমেবোদি-তম্। অতোব্রহ্মণ্যেব ব্রহ্ম তিষ্ঠতি নাণুমাত্রমপি তদ্বিকৃতমিত্যর্থঃ। যত্র হি যদধ্যাসস্তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বা অণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যত ইতি ॥ ৬৯ ॥

চিৎ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বচৈতন্যম্ ॥ ৭০ ॥

উক্তে বিবর্ত্তবাদে পামরাণামসম্ভাবনামুদ্ঘাটয়ন্ রাম উবাচ বন্ধ্যাপুত্রে-ণেত্যাদিনা। অত্র প্রায়ঃ পদার্থবাক্যার্থোভয়াসম্ভবপ্রদর্শনায় তথা দৃষ্টান্তাঃ ॥ ৭১ ॥

গর্জ্জন্তি চিত্রজলদা ইতীবেদং বচঃ প্রভো ॥ ৭২ ॥
জরামরণদুঃখাদি-শৈলাকাশময়ং জগৎ।
নাস্তীতি কিমিদং নাম ভবতাপি মমোচ্যতে ॥ ৭৩ ॥
যথেদং ন স্থিতং বিশ্বং নোৎপন্নং ন চ বিদ্যতে।
তথা কথয় মে ব্রহ্মন্ যেনৈতন্নিশ্চিতং ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

নাসমন্বিতবাগস্মি শৃণু রাঘব কথ্যতে।
যথেদমসদাভাতি বন্ধ্যাপুত্র ইবারবী ॥ ৭৫ ॥
ইদমাদাবনুৎপন্নং সর্গাদৌ তেন নাস্ত্যলম্।
ইদং হি মনসোভাতি স্বপ্নাদৌ পত্তনং যথা ॥ ৭৬ ॥
মন এব চ সর্গাদাবনুৎপন্নমসদ্বপুঃ।
তদেব শৃণু বক্ষ্যামি যথৈবমনুভূয়তে ॥ ৭৭ ॥
মনোদৃশ্যময়ং দোষং তনোতীমং ক্ষয়াত্মকম্।
অসদেব সদাকারং স্বপ্নঃ স্বপ্নান্তরং যথা ॥ ৭৮ ॥
তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি দেহকম্।
তেনেয়মিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেন বিতন্যতে ॥ ৭৯ ॥

ইত্যেতানি বচাংসীব প্রতিভান্তীতি শেষঃ ॥ ৭২ ॥

ভবতা প্রামাণিকমূর্দ্ধন্যেনাপি মম বিবেকশালিনোঽপ্রতার্য্যস্যাপীতি পাম-রাশয়সর্ব্বস্বোক্তিঃ ॥ ৭৩ ॥

ইদানীং স্বাশয়ানুরূপমাহ যথেতি ॥ ৭৪ ॥

উক্তদোষং পরিহৃত্যাঽসতোপি সত্যবদ্ভানং স্বপ্নদৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়িষ্যন্ বশিষ্ঠ উবাচ—নেত্যাদিনা। আরবী ধ্বনিমান্ ॥ ৭৫-৭৮ ॥

বিততেন চিরং ভাবনাবিপুলেন ॥ ৭৯ ॥

স্ফুরতি বল্গতি গচ্ছতি যাচতে
ভ্রমতি মজ্জতি সংহরতি স্বয়ম্।
অপরতামুপয়াত্যপি কেবলং
চলতি চঞ্চলশক্তিতয়া মনঃ ॥ ৮০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণেঽর্থকল্পনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

কেবলং মন এব চঞ্চলশক্তিতয়া যৎ চলতি তত্রৈব স্ফুরতীত্যাদিভ্রমবিভাবনমিতি ভাবঃ। অপরতাং সাংসারিকদশাপ্রযুক্তমপকর্ষং কেবলং কৈবল্যলক্ষণোৎকর্ষং চোপযাতি ॥ ৮০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

রামউবাচ ।

ভগবন্ মুনিশার্দ্দূল কিমিবেহ মনোভ্রমে ।
বিদ্যতে কথমুৎপন্নং মনোমায়াময়ং কুতঃ ॥ ১ ॥
উৎপত্তিমাদাবিতি মে সমাসেন বদ প্রভো ।
প্রবক্ষ্যসি ততঃ শিষ্টং বক্তব্যং বদতাম্বর ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তাবসত্তাং সমুপাগতে ।
অশেষদৃশ্যসর্গাদৌ শান্তমেবাবশিষ্যতে ॥ ৩ ॥
আস্তেনস্তমিতো ভাস্বানজোদেবোনিরাময়ঃ ।
সর্ব্বদা সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে যোমুক্তৈরবগম্যতে ।

বিশ্বস্য মূলং হি মনস্তস্য মূলমিহোচ্যতে ।
তদেব মনসস্তত্ত্বং বিশ্বস্যেতি চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

এবং মনোমিথ্যাত্ববর্ণনেন প্রকরণার্থে কৢপ্তে তদধিষ্ঠানতত্ত্বং তদারোপপ্রকারং তস্য মিথ্যাত্বে কারণঞ্চ বিস্তরেণ জিজ্ঞাসমানঃ শ্রীরাম উবাচ ভগবন্নিতি । কিং বিদ্যতে মনোভ্রমে পরমার্থভূতং মূলং কিমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বজগদুৎপত্তিমূলমপহায় মনোমূলমাত্রপ্রশ্নে বীজমাহ আদাবিতি। আদ্যস্য মূলপরিজ্ঞানেনৈব সংক্ষেপতঃ সর্ব্বমূলপরিজ্ঞানোপপত্তেরিত্যাশয়ঃ ॥২॥

তত্রাদ্যপ্রশ্নোত্তরং মুখ্যত্বাৎ বিস্তরেণাসর্গসমাপ্তের্ব্বশিষ্ঠ উবাচ মহাপ্রলয়েতি। অর্থাৎ জগতি। অসত্তাং সূক্ষ্মীভাবাদর্থক্রিয়াঽসমর্থতাম্। ভাবিনোঽশেষদৃশ্যসর্গস্য আদৌ। শান্তং নির্ব্বিক্ষেপম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বক্রিয়াশক্তিসম্পন্নঃ ॥ ৪ ॥

মুক্তৈর্জ্জীবন্মুক্তৈরবগম্যতে প্রত্যক্ষমনুভূয়তে। স্বোভাবঃ অনারোপিত-

যস্য চাত্মাদিকাঃ সংজ্ঞাঃ কল্পিতা ন স্বভাবজাঃ ॥ ৫ ॥
যঃ পুমান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্ ।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞান-বিদামেকান্তনির্ম্মলম্ ॥ ৬ ॥
যঃ শূন্যবাদিনাং শূন্যোভাসকো যোর্কতেজসাম্ ।
বক্তা মন্তা ঋতং ভোক্তা দ্রষ্টা কর্ত্তা সদৈব সঃ ॥ ৭ ॥
সন্নপ্যসদযো জগতি যোদেহস্থোপি দূরগঃ ।
চিৎপ্রকাশোহ্যয়ং যস্মাদালোক ইব ভাস্বতঃ ॥ ৮ ॥
যস্মাদ্বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ ।
যস্মাজ্জগন্ত্যনন্তানি বুদ্বুদা জলধেরিব ॥ ৯ ॥
যং যান্তি দৃশ্যবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্ ।
য আত্মানং পদার্থঞ্চ প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ১০ ॥
য আকাশে শরীরে চ দৃষৎস্বপ্সু লতাসু চ ।
পাংসুম্বদ্রিষু বাতেষু পাতালেষু চ সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
যঃ প্লাবয়তি সংরব্ধং পুর্য্যষ্টকমিতস্ততঃ ।

রূপং তজ্জা ন কিন্ত্বারোপিতধর্ম্মজাঃ ॥ ৫ ॥

সর্ব্ববাদিনামপি স এব তত্তদ্বুদ্ধিকল্পিতবিশেষৈঃ সিদ্ধান্তবিষয় ইত্যবিবাদঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানে তস্মিন্নিত্যাহ য ইতি। বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্রম্ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মাপি স এবেত্যাহ বক্তেতি। ঋতং সত্যং ॥ ৭ ॥

অসত্ত্বাপাদকাবিদ্যাবৃতত্বাৎ পামরদৃশা অসৎ। অতএব দূরগঃ ॥ ৮ ॥

দেবাঃ প্রকাশপ্রাধান্যাৎ মরীচয় ইব। অচেতনজগন্তি তু বুদ্বুদানীব। জায়ন্ত ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

যান্তি প্রলয়েনাপিযন্তি। তস্যৈব স্বপ্রকাশত্বাৎ স্বপরপ্রথানির্ব্বাহকত্বমাহ য ইতি। আত্মানং প্রকাশয়তীত্যভেদেপি রাহোঃ শির ইতিবদুপচারঃ ॥ ১০ ॥

তস্যৈব সর্ব্বান্তরত্বেন সর্ব্বগতত্বমাহ যদতি ॥ ১১ ॥

সংরব্ধং স্বস্বব্যাপারেষূদ্যুক্তং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মাণি প্রাণা অবিদ্যাকামকর্ম্মান্তঃকরণমিতি পুর্য্যষ্টকমিতস্ততোহন্তর্ব্বহিশ্চ স্বচিদ্ব্যাপ্ত্যা প্লাব-

যেন মূকীকৃতা মূঢ়াঃ শিলাধ্যানমিবাস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥
ব্যোম যেন কৃতং শূন্যং শৈলা যেন ঘনীকৃতাঃ।
আপো দ্রুতাঃ কৃতা যেন দীপোযস্য বশোরবিঃ ॥ ১৩ ॥
প্রসরন্তি যতশ্চিত্রাঃ সংসারাসারবৃষ্টয়ঃ।
অক্ষয়ামৃতসম্পূর্ণাদম্ভোদাদিব বৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবময়াস্ত্রিভুবনোর্ম্ময়ঃ।
স্ফুরন্ত্যতিততে যস্মিন্ মরাবিব মরীচয়ঃ ॥ ১৫ ॥
নাশরূপোবিনাশাত্মা যোন্তঃস্থঃ সর্ব্বজন্তুষু।
গুপ্তোযোপ্যতিরিক্তোপি সর্ব্বভাবেষু সংস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
প্রকৃতিব্রততির্ব্ব্যোম্নি জাতাব্রহ্মাণ্ডসৎফলা।
চিত্তমূলেন্দ্রিয়দলা যেন নৃত্যতি বায়ুনা ॥ ১৭ ॥
যশ্চিন্মণিঃ প্রকচতি প্রতিদেহসমুদ্গকে।
যস্মিন্নিন্দৌ স্ফুরন্ত্যেতা জগজ্জালমরীচয়ঃ ॥ ১৮ ॥
প্রশান্তে চিদ্ঘনে যস্মিন্ স্ফুরন্ত্যমৃতবর্ষিণি।

য়তি। চেতনানাঞ্চেতনতা যৎপ্রযুক্তেত্যর্থঃ। এবমচেতনানামপি বৈচিত্র্যে স এব হেতুরিত্যাহ যেনেত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

যস্য বশঃ সন্ রবির্দ্দীপোদীপ্তিস্বভাবঃ প্রকাশক ইতি যাবৎ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ" ইতিশ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

সংসারলক্ষণা অসারদৃষ্টয় এব আসারবৃষ্টয়ঃ। অক্ষয়েণ নিত্যেন বহলেন চামৃতেন সুখেন জলেন চ সম্পূর্ণাদিতি যথাযোগমুভয়বিশেষণম্ ॥ ১৪ ॥

প্রাচুর্য্যে ময়ট্। অতিততেঽত্যন্তবিস্তীর্ণে। মরীচয়স্তদুদকানি ॥ ১৫ ॥

প্রপঞ্চাত্মনা নাশরূপঃ। স্বরূপেণ ত্ববিনাশাত্মা। সূক্ষ্মতমত্বাদন্তর্গুপ্তঃ। মহত্তমত্বাৎ সর্ব্বতোপ্যতিরিক্তঃ। নিস্প্রপঞ্চতয়াবশিষ্টঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "পাদোস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী"তি ॥ ১৬ ॥

প্রকৃতির্ম্মায়া সৈব ব্রততির্লতা। ব্যোম্নি শুদ্ধচিতি। যেনেশ্বরেণ ॥ ১৭ ॥

সমুদ্গকে সম্পুটকে ॥ ১৮ ॥

ধারাজলানি ভূতানি সৃষ্টয়স্তড়িতঃ স্ফুটাঃ ॥ ১৯ ॥
চমৎকুর্ব্বন্তি বস্তূনি যদালোকতয়া মিথঃ।
অসজ্জাতমসদেযন যেন সৎ সত্ত্বমাগতম্ ॥ ২০ ॥
চলতীদমনিচ্ছস্য কায়ো যোযস্য সন্নিধৌ।
জড়স্পরমরক্তস্য শান্তমাত্মনি তিষ্ঠতঃ ॥ ২১ ॥
নিয়তির্দ্দেশকালৌ চ চলনং স্পন্দনং ক্রিয়া।
ইতি যেন গতাঃ সত্তাং সর্ব্বসত্তাতিগামিনা ॥ ২২ ॥
শুদ্ধসম্বিন্ময়ত্বাদ্যঃ খস্তবেদ্ব্যোমচিন্তয়া।
পদার্থচিন্তয়ার্থত্ব-মিব তিষ্ঠত্যধিষ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥

ভূতানি জাড্যপ্রাধান্যাৎ ধারাজলানি। স্ফুটাশ্চিৎপ্রকাশপ্রধানাঃ সৃষ্টয়স্তড়িতঃ ॥ ১৯ ॥

চমৎকুর্ব্বন্তি বিচিত্রকার্য্যাণি কুর্ব্বতে ॥ ২০ ॥

যঃ প্রসিদ্ধো দেবনরতির্য্যগাদিকায়ঃ অরক্তস্যাসঙ্গস্যানিচ্ছতশ্চ যস্য সন্নিধৌ ইদং দৃশ্যভূতমতএব পরমত্যন্তং জড়মপি চলতি। পদসংস্কারপক্ষাশ্রয়ণাৎ সামান্যেন নপুংসকম্ ॥ ২১ ॥

সর্গকালেঽবশ্যং সৃষ্ট্যা ভাব্যং প্রলয়কালে চ প্রলয়েনেত্যাদিনিয়মোনিয়তিস্তদবচ্ছেদকৌ দেশকালৌ। তৎপ্রাপ্তৌ বীজাদ্যন্তর্গতকার্য্যস্য বীজোচ্ছূনতয়া চলনম্। বীজপুটং ভিত্ত্বাঙ্কুরাদিনির্গমনেন স্পন্দনম্। ততঃ কাণ্ডপত্রশাখাদিক্রমেণ ফলাবসানোব্যাপারঃ ক্রিয়া। ইত্যেবংক্রমেণ সর্ব্বভাবা যেন সত্তাং ব্যবহারার্থক্রিয়াসমর্থতাং গতাঃ। সর্ব্বসত্তাতিগামিনেতি তস্য জগদ্বিলক্ষণপারমার্থিকসত্তোক্তা ॥ ২২ ॥

অথবা স এব মায়িকব্যোমাদিভাবচিন্তয়া ব্যোমাদিভাবেন সম্পন্নো ন ততোঽন্যদ্ব্যোমাদিশব্দভাগস্তীত্যাহ শুদ্ধেতি। তথাচ শ্রুতিঃ "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে"ইতি। চমৎকুর্ব্বন্তীত্যাদ্যেতদন্তেন শ্লোকচতুষ্টয়েন জগদারোপপ্রকারপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরমুক্তম্ ॥ ২৩ ॥

কুর্ব্বন্নপীহ জগতাং মহতামনন্ত-
বৃন্দং ন কিঞ্চনকরোতি ন কাশ্চনাপি।
স্বাত্মন্যনন্তময়সম্বিদি নির্ব্বিকারে-
ত্যক্তোদয়স্থিতিমতি স্থিত একএব ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মূলকারণদেবস্বরূপবর্ণনং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি তস্য মিথ্যাত্বে কারণমাহ কুর্ব্বন্নপীতি। নির্ব্বিকারে অতএব ত্যক্ত স্বজাতীয়াদ্যুদয়াদিমতি যতোযং স্থিতস্ততোহয়ং মহতাং জগতাং ব্রহ্মাণ্ডানাং বৃন্দং তত্র বিচিত্রলীলাশ্চ কুর্ব্বন্নপি ন কিঞ্চন কার্য্যং ন কাশ্চন ক্রিয়াঃ করোতীতি নির্ব্বিকারোপাদানকত্বমেব কার্য্যমিথ্যাত্বে হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।
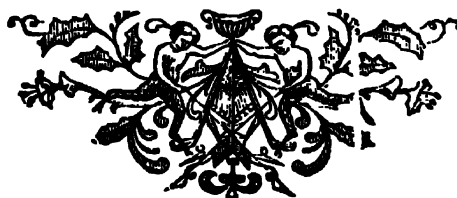
অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরা সিদ্ধির্নত্বনুষ্ঠানদুঃখতঃ ॥ ১ ॥
অত্র জ্ঞানমনুষ্ঠানং ন ত্বন্যদুপযুজ্যতে।
মৃগতৃষ্ণাজলভ্রান্তি-শান্তৌ চেদং নিরূপিতম্ ॥ ২ ॥
ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাশে নালভ্যো বিষমেন চ।
স্বানন্দাভাসরূপোসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥ ৩ ॥
কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপোদানব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্ ॥ ৪ ॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র-পরতৈবাত্র কারণম্।

জ্ঞানাদেব ভবেৎ প্রাপ্তিরাত্মনো ন তু কর্ম্মভিঃ।
জ্ঞানোপায়েষতোহত্রঃ ক্রমশ্চাত্রোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

ইত্থং জগন্মূলকারণং দেবস্বরূপমুপবর্ণ্য তৎপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানসাধনান্যুপদি-দিক্ষুঃ শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ অস্যেত্যাদি। দেবস্য হিরণ্যগর্ভস্যাদিকারণত্বাৎ তদধি-দেবস্য দ্যোতকত্বাৎ দেবানামিন্দ্রিয়মনসামপি সাক্ষিতয়া প্রকাশকত্বাৎ তেষা-মধিদেবস্যেতি বা ॥ ১ ॥

অনুষ্ঠানমিব বক্ষ্যমাণপ্রযত্নসম্পাদ্যত্বাৎ জ্ঞানমপি গৌণ্যানুষ্ঠানমুচ্যতে। কর্ম্মকোটিভিরপি দুর্ভেদ্যস্য জ্ঞানমাত্রেণ নিবৃত্তাবনুরূপং দৃষ্টান্তমাহ মৃগ-তৃষ্ণেতি। নিরূপিতং দৃষ্টম্ ॥ ২ ॥

নাতিদূরে নাতিসন্নিহিতে ক্রিয়ামন্তরেণালভ্যে বিষমাদিস্থে চ ফলে ক্রিয়া সফলা স্যাদাত্মা তু ন তথেতি তস্য ন ক্রিয়ালভ্যতেত্যাহ ন হীতি। বিস্মৃতকণ্ঠ-চামীকরবৎ জ্ঞানলভ্যতা তস্য সুলভেত্যাহ স্বানন্দেতি ॥ ৩ ॥

অত্র অস্যাং প্রাগুক্তদেবপ্রাপ্তৌ ॥ ৪ ॥

সাধনং বাধনং মোহ-জালস্য যদকৃত্রিমম্ ॥ ৫ ॥
অয়ং স দেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞানমাত্রতঃ ।
জন্তোর্ন্ন জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্বমেতি চ ॥ ৬ ॥

রামউবাচ ।

সম্পরিজ্ঞাতমাত্রেণ কিলানেনাত্মনাত্মনা ।
পুনর্দ্দোষা ন বাধন্তে মরণাদ্যাঃ কদাচন ॥ ৭ ॥
দেবদেবোমহানেষ কুতোদূরাদবাপ্যতে ।
তপসা কেন তীব্রেণ ক্লেশেন কিয়তাথ বা ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

স্বপৌরুষপ্রযত্নেন বিবেকেন বিকাসিনা ।
স দেবোজ্ঞায়তে রাম ন তপঃস্নানকর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥
রাগদ্বেষতমঃক্রোধ-মদমাৎসর্য্যবর্জ্জনম্ ।
বিনা রাম তপোদানং ক্লেশএব ন বাস্তবম্ ॥ ১০ ॥

অত্র তৎপ্রাপ্তিসাধনে জ্ঞানেঽপি কুতঃ সর্ব্বথা কর্ম্মনিরপেক্ষতা তত্রাহ সাধনমিতি। যৎ যত্তো মোহজালস্য সাধনমকৃত্রিমং নিত্যসিদ্ধং ব্রহ্মৈব চরম-সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যারূঢ়ং সৎ বাধনং বাধে কারণং নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দুঃখনিবৃত্তৌ জীবন্মুক্তৌ বা তর্হি সাধনান্তরং স্যাৎ তত্রাহ অয়মিতি ॥ ৬ ॥

"তমেতং বেদানুবচনেন"ইতি প্রত্যক্ষং যজ্ঞদানতপসাং জ্ঞানসাধনত্বশ্রবণাৎ কিঞ্চিন্নোপকরোতীত্যাদ্যুক্তিঃ সাধারণতপ আদিবিষয়া তীব্রতরতপ আদি-বিধিৎসয়েতি মন্যমানঃ শ্রীরাম উবাচ সম্পরীতি ॥ ৭ ॥

অদূরাৎ শীঘ্রমবাপ্যতে জ্ঞানেন প্রাপ্যতে। শীঘ্রং তজ্জ্ঞানং কেনোপায়েন সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিবিদিষার্থং বিহিতানাং নিষ্কামকর্ম্মণাং জন্মান্তরানুষ্ঠিতসাধারণানাং বিবি-দিষোৎপত্তাবেবোপক্ষয়াৎ সত্যামুৎকটবিবিদিষায়াং শ্রবণাদিপ্রযত্ন এবোপ-যুজ্যতে ন তপ আদীতি মন্যমানঃ শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ স্বপৌরুষেত্যাদিনা ॥ ৯ ॥

ন বাস্তবং সাধনমিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

রাগাদ্যুপগতে চিত্তে বঞ্চয়িত্বা পরং ধনম্ ।
যদর্জ্জ্যতে তস্য দানাদযস্যার্থাস্তস্য তৎফলম্ ॥ ১১ ॥
রাগাদ্যুপহতে চিত্তে ব্রতাদি ক্রিয়তে চ যৎ ।
তদ্দম্ভঃ প্রোচ্যতে তস্য ফলমস্তি মনাক্ ন চ ॥ ১২ ॥
তস্মাৎ পুরুষযত্নেন মুখ্যমৌষধমাহরেৎ ।
সচ্ছাস্ত্রসজ্জনাসঙ্গৌ সংসৃতিব্যাধিনাশিনৌ ॥ ১৩ ॥
অত্রৈকম্পৌরুষং যত্নং বর্জ্জয়িত্বেতরা গতিঃ ।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়প্রাপ্তৌ ন কাচিদুপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
শৃণু তৎ পৌরুষং কীদৃগাত্মজ্ঞানস্য লব্ধয়ে ।
যেন শাম্যত্যশেষেণ রাগদ্বেষবিষূচিকা ॥ ১৫ ॥
যথাসম্ভবয়া বৃত্ত্যা লোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া ।
সন্তোষসন্তুষ্টমনা ভোগগন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥
যথাসম্ভবমুদ্যোগাদনুদ্বিগ্নতয়া স্বয়া ।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রপরতাং প্রথমং শ্রয়েৎ ॥ ১৭ ॥
যথাপ্রাপ্তার্থসন্তুষ্টো যো গর্হিতমুপেক্ষতে ।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রপরঃ শীঘ্রং স মুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ রাগাদীতি । সতি রাগাদৌ ধনার্জ্জনে পরবঞ্চনাদ্যবশ্যম্ভাবাৎ চিত্তশুদ্ধেরেব দৌর্লভ্যাৎ দানাদেঃ কাম্যং ফলমপি দুর্লভং দূরে ততো-জ্ঞানমোক্ষপ্রত্যাশেত্যাশয়েনাহ রাগাদীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১১-১২ ॥

মুখ্যমৌষধমেবাদৌ দ্বিধা দর্শয়তি সচ্ছাস্ত্রেতি ॥ ১৩ ॥

ইতরা গতিরুপায়ান্তরম্ ॥ ১৪-১৫ ॥

বৃত্ত্যা জীবনসাধনসম্পত্ত্যা । ভোগগন্ধং ভোগবাসনাং তদভিনিবেশমিতি যাবৎ ॥ ১৬ ॥

অনুদ্বিগ্নতয়া অশক্যমিদমিতি নির্ব্বেদ উদ্বিগ্নতা তদ্বর্জ্জনেন । স্বয়া আত্মীয়য়া হিতয়েতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

গর্হিতং শাস্ত্রশিষ্টৈর্নিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্য মহামতেঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্ত্যেতে ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রশঙ্করাঃ ॥ ১৯ ॥
দেশে যং সুজনপ্রায়া লোকাঃ সাধুং প্রচক্ষতে।
স বিশিষ্টঃ স সাধুঃ স্যাৎ তং প্রযত্নেন সংশ্রয়েৎ ॥ ২০ ॥
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং প্রধানং তৎকথাশ্রয়ম্।
শাস্ত্রং সচ্ছাস্ত্রমিত্যাহুর্ম্মুচ্যতে তদ্বিচারণাৎ ॥ ২১ ॥

সচ্ছাস্ত্রসৎসঙ্গমজৈর্ব্বিবেকৈ-
স্তথা বিনশ্যন্তি বলাদবিদ্যাঃ।
যথা জলানাং কতকানুষঙ্গাৎ
তথা জনানাং মতয়োপি যোগাৎ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মুমুক্ষুপ্রযত্নোপদেশো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

পরিজ্ঞাতঃ স্বভাব আত্মতত্ত্বং যেন তস্য ॥ ১৯ ॥

সাধুং লক্ষয়তি দেশ ইতি। সুজনাঃ শ্রুতিস্মৃত্যাচারনিষ্ঠাঃ তৎপ্রায়াস্তৎ-প্রচুরা লোকা জনা যং প্রচক্ষতে স চেৎ বিশিষ্টৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণৈঃ সহিতঃ স্যাৎ তর্হি স সাধুঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তা বিদ্যা জ্ঞানমধ্যাত্মবিদ্যা তদুৎপত্ত্যনুকূলবিচারাত্মককথায়া আশ্রয়ং শাস্ত্রমুপনিষৎসূত্রভাষ্যোতদ্গ্রন্থাদি ॥ ২১ ॥

নন্থ সৎস্বনেকেষূপায়েষু কুতঃ সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রে এব প্রশস্যেতে তত্রাহ সচ্ছাস্ত্রেতি। অবিদ্যা মোহা বিদ্যাবিরোধিনোরাগাদয়শ্চ। জলানাং পঙ্কা ইতি শেষঃ। মতয়োবাহ্যমনোবৃত্তয়োযোগাভ্যাসাৎ বিনশ্যন্তি ॥ ২২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

রামউবাচ।

য এষ দেবঃ কথিতো যস্মিন্ জ্ঞাতে বিমুচ্যতে।
বদ ক্বাসৌ স্থিতোব্রহ্মন্ কথমেনমহং লভে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

য এষ দেবঃ কথিতো নৈষ দূরেবতিষ্ঠতে।
শরীরে সংস্থিতোনিত্যং চিন্মাত্রমিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২ ॥
এষ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ন বিশ্বং চৈষ সর্ব্বগঃ।
বিদ্যতে হ্যেষ এবৈকো ন তু বিশ্বাভিধাস্তি দৃক্ ॥ ৩ ॥
চিন্মাত্রমেষ শশিভৃচ্চিন্মাত্রং গরুড়েশ্বরঃ।

বিরিঞ্চ্যাদিজগন্মূলং যো দেবঃ প্রাঙ্নিরূপিতঃ।
নিরস্তনিখিলোপাধেস্তস্য তত্ত্বমিহোচ্যতে ॥ ১ ॥

প্রসঙ্গজিজ্ঞাসিতে সাধনে পরিজ্ঞাতে প্রস্তুতজগৎকারণস্য বাস্তবং রূপং জিজ্ঞাসুঃ শ্রীরাম উবাচ য ইতি। যো বিরিঞ্চ্যাদিকারণভূত এষ প্রত্যগাত্মভূতো দেবঃ প্রাক্ কথিতঃ অসৌ ক কস্মিন্নুপাধাবনাবরণেনাভিব্যক্তঃ কীদৃশে বা তত্ত্বে স্থিতঃ। কথং লভে ইত্যৌৎসুক্যোক্তিঃ সাধনানাং পূর্ব্বমুক্তত্বাদন্তরঙ্গোপায়ান্তরপ্রশ্নো বা ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাহ য ইতি। নৈষ দূরেবতিষ্ঠত ইত্যৌৎসুক্যপরিহারার্থমুক্তিঃ। শরীরে সামান্যাভিব্যক্ত্যা তদন্তর্হৃদয়পুণ্ডরীকে তু বিশেষতঃ সম্যগভিব্যক্তঃ স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কিং দেহপরিচ্ছিন্ন এব স নেত্যাহ এষ ইতি। তর্হি কিং দৃশ্যবিশ্বাকার এব নেত্যাহ নেতি। সর্ব্বাধিষ্ঠানভাবেন সর্ব্বগতত্বপ্রতিপাদনায় বিশ্বাত্মত্বোক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ন কেবলং কার্য্যাত্মকং বিশ্বমেব তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি কিন্তু তৎকারণ-

চিন্মাত্রমেব তপনশ্চিন্মাত্রং কমলোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

রামউবাচ।

বালা অপি বদন্ত্যেতৎ যদি চেতনমাত্রকম্।
জগদিত্যেব কৈবাত্র নাম স্যাদুপদেশতা ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

চিন্মাত্রং চেতনং বিশ্বমিতি যজ্জ্ঞাতবানসি।
ন কিঞ্চিদেব বিজ্ঞাতং ভবতা ভবনাশনম্ ॥ ৬ ॥
চেতনং রাম সংসারোজীব এব পশুঃ স্মৃতঃ।
এতস্মাদেব নির্যান্তি জরামরণভীতয়ঃ ॥ ৭ ॥
পশুরজ্ঞোহপ্যমূর্ত্তোপি দুঃখস্যৈবৈব ভাজনম্।

মায়াপি সহ তদ্গুণাভিমানিদেবৈরিত্যাশয়েনাহ চিন্মাত্রমেব ইতি। গরুড়ধ্বজেশ্বরোনিয়ন্তা বিষ্ণুঃ। তপনস্য ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মত্বপ্রসিদ্ধেস্তৎপংক্ত্যাবুক্তিঃ ॥ ৪ ॥

চিন্মাত্রমিত্যত্র কর্ত্তরি ক্বিবন্তান্মাত্রচি চেতনমাত্রং বিশ্বমিত্যর্থোলভ্যতে তচ্চ লোকে আবালগোপালং প্রসিদ্ধং পুরুষার্থাপর্য্যবসিতঞ্চেতি নোপদেশার্হমিতি মন্যমানানামাশয়মুদ্ঘাটয়ন্ রামঃ শঙ্কতে বালা অপীতি ॥ ৫ ॥

নাসৌ কর্ত্তরি ক্বিপ্ অপিতু ভাবে। তথাচ নোক্তদোষ ইতি মন্যমানো বশিষ্ঠঃ প্রাগুক্তকল্পং নিন্দতি চিন্মাত্রমিতি। কিঞ্চিদল্পমপি ন বিজ্ঞাতম্। ভ্রান্তেরজ্ঞানলেশস্যাপ্যনিবৃত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

কুতোন বিজ্ঞাতং তত্রাহ চেতনমিতি। কর্ত্তরি ক্বিবন্তত্বে চিচ্চেতনশব্দৌ তুল্যার্থৌ স্যাতাম্। নন্দ্যাদিল্যুপ্রত্যয়স্যাপি কর্ত্তর্য্যেব বিধানাচ্চিতি কর্ত্তৃতদর্থঃ স্যাৎ। ন চ নিত্যচিতেঃ কর্ত্তৃত্বসম্ভব ইত্যনিত্যমনোবৃত্তিপ্রতিফলনচিৎপরিগ্রহে তদাশ্রয়ভূতমন্তঃকরণমেবাত্মতয়া গৃহ্নংস্তদাত্মা জীব উক্তঃ স্যাৎ। স চ বহির্ম্মুখতয়া বিষয়ানেব সারতয়া পশ্যন্ পশুঃ। এতস্মাদেব দেহেন্দ্রিয়বিষয়বাসনানুসারাৎ তত্তদ্দেহপরিগ্রহে জরামরণাদয়োঽবস্থা নির্যান্তীবাবির্ভবন্তীবেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নমু মূর্ত্তস্থূলশরীরাতিরিক্ততয়া তজ্জ্ঞানাদেব জরামরণাদিপ্রত্যয়ঃ সিদ্ধঃ "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত" ইতি শ্রুতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ পশু-

চেতনত্বাচ্চেতনীয়ং মনোঽনর্থঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৮ ॥
চেত্যনির্ম্মুক্ততা যা স্যাদচেত্যোন্মুখতাথ বা ।
অস্য সা ভরিতাবস্থা তাং জ্ঞাত্বা নানুশোচতি ॥ ৯ ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১০ ॥
তস্য চেত্যোন্মুখত্বস্তু চেত্যাসম্ভবনং বিনা ।
রোদ্ধুং ন শক্যতে দৃশ্যং চেত্যং শাম্যতি বৈ কথম্ ॥১১॥
অচেত্যচিৎস্বরূপং যৎ তচ্চাসম্ভবনং বিনা ।
ক স্বরূপোন্মুখত্বং হি কেবলং চেত্যরোধতঃ ॥ ১২ ॥

রিতি। অমূর্ত্তস্থূলদেহশূন্যোপ্যসৌ ন কৃতার্থো যতোঽজ্ঞঃ অজ্ঞানবান্ চেতনীয়ং যন্মনস্তদ্রূপোঽনর্থশ্চ স্বয়ং ভূত্বা স্থিতোঽতোঽচঃখস্যৈব ভাজনম্। অশরীর-মিত্যাদিশ্রুতেস্তু স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্যদেহত্রয়রহিতং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইত্যর্থো ন স্থূলদেহমাত্ররহিতমিতি। তথাত্বেপি স্বপ্নে প্রিয়াপ্রিয়দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

কীদৃশস্ত তর্হি তস্য জ্ঞানাৎ কৃতকৃত্যতা তত্রাহ চেত্যেতি। চেত্যনির্ম্মুক্ততা মুক্তৌ অচেত্যোন্মুখতা তু সমাধৌ প্রসিদ্ধা ॥ ৯ ॥

তত্র শ্রুতিং প্রমাণয়তি ভিদ্যত ইতি। মূলাজ্ঞাননাশাৎ তৎকার্য্যান্তঃ-করণতাদাত্ম্যাধ্যাসলক্ষণো হৃদয়গ্রন্থির্ভিদ্যতে নশ্যতি তন্নাশাদেব তন্মূলক-সংশয়াদয়োপীত্যর্থঃ। পরং কারণমপ্যবরং যস্মাৎ তথাবিধে ॥ ১০ ॥

নহু তর্হি চিত্তনিরোধলক্ষণযোগেনৈব চেত্যোন্মুখত্বস্য রোদ্ধুং শক্যত্বাৎ কিং জ্ঞানপ্রয়াসেন তত্রাহ তস্যেতি। চেত্যস্য দৃশ্যস্যাসম্ভবনং জ্ঞানেন মূল-তোবাধং। শাম্যতি বৈ কথং বিনা জ্ঞানমিতি শেষঃ। তথাচ বিনা জ্ঞানং তাদৃশস্বরূপসমাধিরেব ন সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

এবং মোক্ষোপি জ্ঞানমন্তরেণ দুর্লভ ইত্যাহ অচেত্যেতি। যৎ মোক্ষাখ্যম-চেত্যচিৎস্বরূপং তচ্চ অসম্ভবনং প্রাগুক্তচেত্যাসম্ভবনং বিনা ক। হি যস্মাৎ সমাধৌ কেবলং স্বরূপোন্মুখত্বমপি চেত্যরোধতো দৃশ্যবাধাদেব ভবতি তত্র কিং বাচ্যং মোক্ষে তদাবশ্যকত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

রামউবাচ।

যস্মিন্ জীবে হি বিজ্ঞাতে ন বিনশ্যতি সংস্থতিঃ।
ব্যোমরূপী পশুস্তজ্ঞঃ স ব্রহ্মন্ কুত্র কীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রৈঃ সংসারার্ণবতারকঃ।
দৃশ্যতে পরমাত্মা যঃ স ব্রহ্মন্ বদ কীদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

যদেতচ্চেতনং জীবো বিশীর্ণোজন্মজঙ্গলে।
এতমাত্মানমিচ্ছন্তি যে তেঽজ্ঞাঃ পণ্ডিতা অপি ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্নিতি। নমু রামস্তেদং প্রশ্নশ্লোকদ্বয়মপ্যসঙ্গতং "চেতনং রাম সংসারো জীব এব পশুঃ স্মৃত" ইতি জীবস্বরূপস্ত তদাধারস্ত মনোমূলকারণস্ত চ প্রাগুক্তত্বেনাদ্যশ্লোকানুত্থানাৎ। ব্রহ্মস্বরূপস্ত চ সর্গাদ্যশ্লোকে পৃষ্টত্বেন পুনঃপ্রশ্নানর্হত্বাদিতি চেৎ এবং তর্হি ন যথাশ্রুতপ্রশ্নো রামাভিপ্রেতঃ কিং ত্বাক্ষেপঃ। তথাহি। নমু জীব এব সংসার ইতি ব্যাহতং তস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ ব্রহ্মণোঽপি সংসারিত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদপ্রাপ্তৌ তু তৎসাধনজ্ঞানশাস্ত্রাদিবৈয়র্থ্যম্। তস্মাদন্যদেব জৈবং রূপং বাচ্যং। তথা তদাধারোঽপি কিং ব্রহ্মৈব উতান্যৎ। আদ্যে জ্ঞানেন ব্রহ্মাধ্যস্তসর্ব্বদ্বৈতেন সহ বাধাপত্তৌ বরঘাতন্যায়াপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মাদ্বৈতব্যাঘাত ইতি মন্যমানঃ শ্রীরামঃ পৃচ্ছতি। যস্মিন্নিতি। ব্যোমেব রূপী কল্পিতরূপবান্। কুত্র কস্মিন্নাধারে তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ কিং সংসারকোটাবুতান্যকোটাবিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ যদি জীবঃ সংসারকোটাবেব তর্হি তস্ত সংসারার্ণবতারকো যঃ শাস্ত্রেষুপদিশ্যতে স কীদৃশঃ। ন হি জলধিমেব জলধেঃ কশ্চিৎ তারয়তি। তস্মাদ্ব্যাহতং জীবস্ত সংসারিত্ববচনমিতি ॥ ১৪ ॥

স্যাদেতদেবং যদি জীব এব সংসরেজ্জীব এব স্বজ্ঞানান্মুচ্যেত জীব এব বা তাত্ত্বিক আত্মা স্যাৎ। ন ত্বেবম্। "ব্রহ্মবা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভব"দিতি শ্রুতৌ ব্রহ্মণ এব স্বাজ্ঞানাৎ সংসারঃ স্বজ্ঞানান্মুক্তিরিতি প্রতিপাদনবিরোধাৎ। "নান্যোঽতোস্তি দ্রষ্টে"ত্যাদিচেতনধাত্বন্তরপ্রতিষেধবিরোধাচ্চ। যদা তু ব্রহ্মৈব "অনেন জীবেনাত্মনে"তি শ্রুতে-

জীব এব হি সংসারশ্চেতনা দুঃখসন্ততিঃ।
অস্মিন্ জ্ঞাতে ন বিজ্ঞাতং কিঞ্চিদ্ভবতি কুত্র চিৎ ॥১৬॥
জ্ঞায়তে পরমাত্মা চেৎ রাম দুঃখস্য সন্ততিঃ।
ক্ষয়মেতি বিষাবেশশান্তাবিব বিষূচিকা ॥ ১৭ ॥

রামউবাচ।

রূপং কথয় মে ব্রহ্মন্ যথাবৎ পরমাত্মনঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে মনোমোহান্ সমগ্রান্ সন্তরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

দেশাদ্দেশান্তরং দূরং প্রাপ্তায়াং সম্বিদোবপুঃ।
নিমিষেণৈব যন্মধ্যে তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
অত্যন্তাভাব এবাস্তি সংসারস্য যথাস্থিতেঃ।

রিদঙ্কারাস্পদত্বাৎ কল্পিতত্বাচ্চানাত্মভূতেন সংসারকোট্যন্তর্ভূতেনৈব জীবেনাত্মতয়া ভ্রান্ত্যা গৃহীতেন তদ্ধর্মৈর্জীবোহমিতি মন্যমানং সংসরতি তদা জীবস্যৈব সংসারত্বং পর্য্যবসন্নমিতি তদ্বাধেহপি ন বরঘাতন্যায়াপাতাদিদোষ ইত্যভিপ্রেত্য স্বোক্তমেব দ্রঢ়য়ন্ বশিষ্ঠ উবাচ যদেতদিত্যাদিনা। জন্মগ্রহণং শরীরসম্বন্ধোপলক্ষণম্ ॥ ১৫-১৭।

এবং সমাহিতোরামঃ সর্গোপক্রমপৃষ্টার্থমেব প্রাসঙ্গিকোক্তিব্যবহিতমিতি পুনঃ স্পষ্টং পৃচ্ছতি রূপমিতি। কার্য্যবাহুল্যাৎ মোহানিতি বহুবচনম্ ॥ ১৮ ॥

তত্র লোকে নির্ব্বিষয়জ্ঞানাপ্রসিদ্ধের্নির্ব্বিষয়ানাবৃতাপরোক্ষচিদ্রূপং তদিত্যুক্তেপ্যনুভবপথানারোহাৎ যথা তৎ তমারোহতি তথাহ দেশাদিতি। শাখাগ্রচন্দ্রদর্শনে চক্ষুর্দ্বারা নিঃসৃতান্তঃকরণাভিব্যক্তাপরোক্ষসম্বিদঃ শাখাদেশাৎ দূরং চন্দ্রদেশং নিমিষান্তরমাত্রেণ প্রাপ্তায়াঃ শাখাচন্দ্রয়োর্যুগপৎগ্রহণান্যথানুপপত্ত্যা শাখাপ্রদেশমারভ্য চন্দ্রপর্য্যন্তমনুস্যূততা অবশ্যং বাচ্যা। অন্তরালে বিচ্ছেদেকারণানুভবয়োরভাবাৎ। তত্র তস্যাঃ শাখাচন্দ্রপ্রদেশয়োঃ সবিষয়ত্বেহপি মধ্যে যদ্বপুঃ স্বরূপং তদেব নির্ব্বিষয়াপরোক্ষচিদ্রূপং প্রসিদ্ধমিতি পরমাত্মনোহপি তদ্রূপং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যথাস্থিতেঃ নাশাদিবিকারমন্তরেণৈব স্বস্থানে মিথ্যাত্বমাপন্নস্যেতি যাবৎ।

যস্মিন্ বোধমহাম্ভোধৌ তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
দ্রষ্টৃদৃশ্যক্রমোযত্র স্থিতোপ্যস্তময়ং গতঃ।
যদনাকাশমাকাশং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
অশূন্যমিব যচ্ছূন্যং যস্মিন্ শূন্যং জগৎ স্থিতম্।
সর্গৌঘে সতি যচ্ছূন্যং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
যন্মহাচিন্ময়মপি বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিতম্।
জড়ং বাজড়মেবান্তস্তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং যেন সর্ব্বং সম্প্রাপ্য সঙ্গমম্।
স্বরূপসত্তামাপ্নোতি তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
প্রকাশস্য যথালোকঃ শূন্যত্বং নভসোযথা।
তথেদং সংস্থিতং যত্র তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

জগৎস্থিতেরিতি পাঠেপি গচ্ছতি বাধমিতি জগদিতি ব্যুৎপত্ত্যা অয়-মেবার্থঃ ॥ ২০ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ দ্রষ্ট্রিতি। আকাশবাধেঽপ্যপরিচ্ছিন্নত্বেন বিপুলত্বাদাকা-শম্ ॥ ২১ ॥

জগৎ স্বভাবশূন্যমপি যৎ সর্ব্ববস্তুযাথাত্ম্যভূতস্বরূপেণ পূর্ণত্বাদণুমাত্রেণাপ্য-শূন্যমিব শূন্যমসদপি জগৎ যস্মিন্ স্থিতং সত্তাবমাপন্নমিত্যর্থঃ। সর্গলক্ষণা ওঘা যস্য তথাবিধে অজ্ঞানে সতি যৎ সদাপ্যনুপযোগাচ্ছূন্যমিব শূন্যম্ ॥ ২২ ॥

মহাচিৎপ্রচুরত্বাদস্থূলাদিধর্ম্মকমপ্যজ্ঞদৃশা পাষাণবদ্বৃহৎ স্থূলমন্তরজড়মেব জড়ং বা। ইবার্থে বাশব্দঃ। জড়মিব স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বাহ্যমধিভূতাধিদৈবমাভ্যন্তরমধ্যাত্মঞ্চ যৎ প্রসিদ্ধং তৎসহিতং সর্ব্বং জগৎ যেন সঙ্গমমাধ্যাসিকতাদাত্ম্যং সম্প্রাপ্য সৎ সদিতি ব্যবহারযোগ্যতালক্ষণাং স্বরূপসত্তামাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকাশাদেরালোকাদি যথা আত্মতয়া সংস্থিতং তথেতি লোকদৃষ্ট্যা দৃষ্টা-ন্তোক্তিঃ। বস্তুতত্ত্বান্ত্যাৎ কার্য্যাদনুগতং ব্রহ্মৈব সর্ব্বভাবানামাত্মা ন ত্বান্তরা-লিকাঃ প্রকাশাদয় ইতি ॥ ২৫ ॥

রামউবাচ।

সদ্রূপং পরমাত্মেতি কথং নাম হি বুধ্যতে।
ইয়তোস্য জগন্নাম্নো দৃশ্যস্যাসম্ভবঃ কথম্॥ ২৬॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অত্যন্তাভাবসম্বোধে যদি রূঢ়িরলন্তবেৎ॥ ২৭॥
তজ্জ্ঞাতং ব্রহ্মণো রূপং ভবেন্নান্যেন কর্ম্মণা।
দৃশ্যাত্যন্তাভাবতস্তু ঋতে নান্যা শুভা গতিঃ॥ ২৮॥
অত্যান্তাভাবসম্পত্তৌ দৃশ্যস্যাস্য যথাস্থিতেঃ।
শিষ্যতে পরমার্থোসৌ বুধ্যতে জায়তে ততঃ॥ ২৯॥
ন বিদঃ প্রতিবিম্বোস্তি দৃশ্যাভাবাদৃতে ক্বচিৎ।
ক্বচিন্নাপ্রতিবিম্বেন কিলাদর্শোবতিষ্ঠতে॥ ৩০॥

যৎ খলু প্রমাণৈর্যথাঽবগম্যতে তত্তথৈব সৎ ন রূপান্তরেণ। ব্রহ্ম চ নাবগম্যতে তৎ কথং সদ্রূপং নিশ্চেতুং শক্যং জগচ্চ তথাবগম্যমানং কথমসদিতি রামঃ শঙ্কতে সদ্রূপমিতি। ইয়ত ইদং প্রমাণস্য বিপুলস্য বহুপ্রমাণসিদ্ধস্য চেত্যর্থঃ॥ ২৬॥

ব্রহ্ম প্রমাণৈর্নাবগম্যত ইত্যসিদ্ধম্। অসতি প্রতিবন্ধকে মহাবাক্যৈস্তদবগমাৎ। প্রতিবন্ধনিরাসস্তু তদধ্যস্তদ্বৈতমিথ্যাত্ববোধেনৈব। ন হি সর্পাদিকমপ্রত্যাখ্যায় রজ্জুতত্ত্বং বোধয়িতুং শক্যমিত্যভিপ্রেত্য বশিষ্ঠ উবাচ। ভ্রমস্যেত্যাদিনা॥ ২৭-২৮॥

যঃ শিষ্যতে স বুধ্যতে যোবুধ্যতে স ততোবোধাৎ বোদ্ধূরাত্মৈব জায়ত ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

উক্তেৰ্থে উপপত্তিমাহ নেতি। বিদোব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বোনাস্তি বুদ্ধাবিতি শেষঃ। বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতং হি ব্রহ্ম স্বাবরকমজ্ঞানং দহৎ তত্ত্বতঃ প্রতীয়েত। ন চাধ্যস্তসত্যতা বুদ্ধৌ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বতি। বিরোধিদ্বৈতাক্রান্তবুদ্ধাবদ্বৈতপ্রতিবিম্বানুদয়াদিত্যর্থঃ। নন্বু দ্বৈতপ্রতিবিম্বশূন্যতাদশায়াং ব্রহ্ম প্রতিবিম্বতাং তত্রাহ ক্বচিদিতি। যথা আদর্শঃ ক্বচিদপি কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বগ্রহণং বিনা

জগন্নাম্নোঽস্য দৃশ্যস্য স্বসত্তাসম্ভবং বিনা।
বুধ্যতে পরমং তত্ত্বং ন কদাচন কেনচিৎ ॥ ৩১ ॥

রামউবাচ।

ইয়তোদৃশ্যজাতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য জগৎস্থিতেঃ।
মুনে কথমসত্তাস্তি ক মেরুঃ সর্ষপোদরে ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

দিনানি কতিচিদ্রাম যদি তিষ্ঠস্যখিন্নধীঃ।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র-পরমস্তদহং ক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥
প্রমার্জ্জয়ামি তে দৃশ্যং বোধে মৃগজলং যথা।
দৃশ্যাভাবে দ্রষ্টৃতা চ শাম্যেদ্বোধোবশিষ্যতে ॥ ৩৪ ॥
দ্রষ্টৃত্বং সতি দৃশ্যেঽস্মিন্ দৃশ্যত্বং সত্যথেক্ষকে।
একত্বং সতি হি দ্বিত্বে দ্বিত্বৈঞ্চৈকত্বযোজনে ॥ ৩৫ ॥

নাবতিষ্ঠতে তদ্বদ্বুদ্ধিরপি দ্বৈতপ্রতিবিম্বগ্রহণং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অনয়োপপত্ত্যাপি প্রাগুক্তং সিদ্ধমিত্যাহ জগদিতি। স্বসত্তাঽসম্ভবং মিথ্যাত্বং তন্নিশ্চয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

রামঃ কিঞ্চিদধিকং বিশেষমভিপ্রেত্য দ্বিতীয়ং প্রশ্নমুত্থাপয়তি ইয়ত ইতি। ভবেদেবং যদি ব্রহ্মণি জগদধ্যস্তং স্যাৎ তদেব ত্বসম্ভবি চিন্মাত্ররূপত্বাৎ পরমসূক্ষ্মে ব্রহ্মণি ইয়তোব্রহ্মাণ্ডবিস্তৃতস্থূলপ্রপঞ্চস্যাধ্যাসাঘটনাৎ তদেতদাহ ক মেরুরিতি ॥ ৩২ ॥

ভবেদেবং যদি জগতি স্থূলতা বিমর্শসহা স্যাৎ ন তু সা তথা স্থূলতাপ্রত্যয় এব যদা তবাস্মাভিঃ কালেনোপপত্তিভিঃ শিথিলীকরিষ্যতে তদা ত্বমস্মদুক্তমবধারয়িষ্যসীত্যভিপ্রেত্য বশিষ্ঠ উবাচ। দিনানীত্যাদিনা। অখিন্নধীরনুদ্বিগ্নচিত্তঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

দৃশ্যদ্বৈতাভাবে ন কেবলং দ্রষ্টুরেবাভাবঃ কিন্তু দ্বিত্বৈকত্বয়োরপীত্যুপপাদয়তি দ্রষ্টৃত্বমিতি। সতি ঈক্ষকে দ্রষ্টরীত্যর্থঃ। একত্বং হি দ্বিত্বাদাবন্যত্র প্রসিদ্ধে সতি তদ্ব্যাবৃত্তয়ে কল্প্যতে ন ব্যাবর্ত্ত্যাপ্রসিদ্ধাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

একাভাবে দ্বয়োরেব সিদ্ধির্ভবতি নাত্র হি।
দ্বিত্বৈক্যদ্রষ্টৃদৃশ্যত্ব-ক্ষয়ে সদবশিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥
অহন্তাদিজগদ্দৃশ্যং সর্ব্বং তে মার্জ্জয়াম্যহম্।
অত্যন্তাভাবসম্বিত্ত্যা মনোমুকুরতোমলম্ ॥ ৩৭ ॥
নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
যত্তু নাস্তি স্বভাবেন কঃ ক্লেশস্তস্য মার্জ্জনে ॥ ৩৮ ॥
জগদাদাবনুৎপন্নং যচ্চেদং দৃশ্যতে ততম্।
তৎ স্বাত্মন্যেব বিমলে ব্রহ্ম চিত্ত্বাৎ স্ববৃংহিতং ॥ ৩৯ ॥
জগন্নাম্না ন চোৎপন্নং ন চাস্তি ন চ দৃশ্যতে।
হেম্নীব কটকাদিত্বং কিমেতন্মার্জ্জনে শ্রমঃ ॥ ৪০ ॥
তথৈতদ্বিস্তরেণাহং বক্ষ্যামি বহুযুক্তিভিঃ।
অবাধিতং যথা তত্ত্বং স্বয়মেবানুভূয়তে ॥ ৪১ ॥
আদাবেব হি নোৎপন্নং যত্তস্যেহাস্তিতা কুতঃ।
কুতো মরৌ জলসরিদ্দ্বিতীয়েন্দৌ কুতোগ্রহঃ ॥ ৪২ ॥
যথা বন্ধ্যাসুতোনাস্তি যথা নাস্তি মরৌ জলম্।
যথা নাস্তি নভোবৃক্ষস্তথা নাস্তি জগদ্ভ্রমঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং দ্বৈতৈক্যবর্জ্জিতং সন্মাত্রং পরিশিষ্যত ইত্যাহ দ্বিত্বৈক্যেতি ॥ ৩৬ ॥

প্রকারান্তরেণাপি দৃশ্যমার্জ্জনং প্রতিজানীতে অহন্তাদীতি ॥ ৩৭ ॥

অসতোহি সত্তা বিকারো বিবর্ত্তঃ স্বরূপং বোচ্যেত ন ত্রয়মপি খপুষ্পাদৌ ত্রয়স্যাপ্যদর্শনাৎ এবং সতোপ্যসত্বং স্বরূপব্যাঘাতাদেবাসম্ভবীত্যনির্ব্বচনীয়তা-সিদ্ধৌ ন তস্য মার্জ্জনে ক্লেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমুৎপত্তিরপি সতো ব্যর্থা অসতস্ত্বসম্ভবিনীতি হেম্নি কল্পিতং কটকত্বং হেমদৃষ্ট্যৈব সুবাধমিত্যাহ জগদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

বক্ষ্যমাণপ্রকারান্তরোক্তীরপি প্রসঙ্গাৎ প্রতিজানীতে তথেতি ॥ ৪১ ॥

অনুৎপন্নস্য সত্তেব গ্রহণমপ্যসদেবেত্যাহ। আদাবিতি ॥ ৪২ ॥

এবঞ্চ ভ্রান্তিতদ্বিষয়য়োরুভয়োরপ্যসত্তা সিদ্ধেতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি ॥ ৪৩ ॥

যদিদং দৃশ্যতে রাম তদ্ব্রহ্মৈব নিরাময়ম্।
এতৎ পুরস্তাদ্বক্ষ্যামি যুক্তিতোন গিরৈব চ ॥ ৪৪ ॥
যন্নাম যুক্তিভিরিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা-
স্তত্রাবহেলনমযুক্তমুদারবুদ্ধে।
যোযুক্তিযুক্তমবমত্য বিমূঢ়বুদ্ধিঃ
কষ্টাগ্রহোভবতি তং বিদুরজ্ঞমেব ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে জগদাদিদৃশ্যাসত্তাপ্রতিজ্ঞা নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

কিং তর্হি দর্শনাভাসেষু পরমার্থতোঽস্তি তদাহ যদিদমিতি। যুক্তিত আখ্যানাদ্যুপপত্তিতঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুভবপথানারোহে কিং যুক্তিসহস্রেণাপি লক্ষ্যাপরাদ্ধেষোর্ধানুষ্কস্যেবেত্য-বহেলনামাশঙ্ক্যাহ যদিতি। তজ্জ্ঞাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ। অবমত্য অনাদৃত্য। কষ্টে নির্যুক্তিকে আগ্রহোঽভিনিবেশো যস্য তথাবিধো যোভবতি তমজ্ঞমেব বিদুঃ প্রাজ্ঞা ইতি শেষঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥
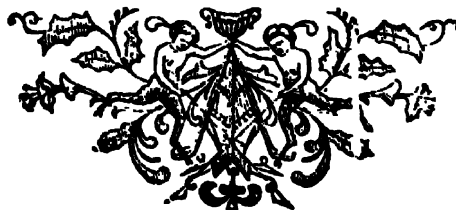
অষ্টমঃ সর্গঃ।

রামউবাচ।

কয়ৈতজ্জ্ঞায়তে যুক্ত্যা কথমেতৎ প্রসিধ্যতি।
ন্যায়ানুভূত এতস্মিন্নজ্ঞেয়মবশিষ্যতে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বহুকালমিয়ং রূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানবিষূচিকা।
জগন্নাম্ন্যবিচারাখ্যা বিনা জ্ঞানং ন শাম্যতি ॥ ২ ॥
বদাম্যাখ্যায়িকা রাম যা ইমা বোধসিদ্ধয়ে।
তাশ্চেচ্ছৃণোষি তৎ সাধো মুক্ত এবাসি বুদ্ধিমান্ ॥ ৩ ॥
নো চেদুদ্বেগশীলত্বাদৰ্দ্ধাদুত্থায় গচ্ছসি।
তত্তির্য্যগধর্ম্মিণস্তেদ্য ন কিঞ্চিদপি সেৎস্যতি ॥ ৪ ॥
যো যমর্থং প্রার্থয়তে তদর্থং যততে তথা।
সোবশ্যং তদবাপ্নোতি ন চেচ্ছ্রান্তোনিবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র-পরোভবসি রাম চেৎ।

প্রাগুক্ততত্ত্ববিজ্ঞানং সচ্ছাস্ত্রেভ্যোন চান্যতঃ।
সচ্ছাস্ত্রেম্বপ্যয়ং গ্রন্থঃ সদ্যঃ ফল ইতীর্য্যতে ॥ ১ ॥

বক্ষ্যামি যুক্তিত ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুরুণা তৎ শ্রীরামঃ পৃচ্ছতি কয়ৈত-দিতি। যদিদং দৃশ্যতে রাম তদ্ব্রহ্মৈব নিরাময়মিতি যদুক্তমেতৎ। এতস্মি-ন্নিত্যনেনাপ্যস্যৈব পরামর্শঃ ॥ ১-২ ॥

বদামি বক্ষ্যামি। ইমাস্ত্বৎপৃষ্টযুক্তিপ্রধানাঃ সন্নিহিতাঃ ॥ ৩ ॥

নোচেৎ ন শৃণোষি চেৎ। অশ্রবণে হেতুমাহ উদ্বেগেতি। তত্তর্হি তিরশ্চাং পশ্বাদীনাং ধর্ম্মঃ সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাযোগ্যতা তদ্বতঃ ॥ ৪ ॥

নন্থ মহাত্মামপি দুর্লভমিদং কথং মাদৃশেন লভ্যেতেতি মন্দমতেরনাশ্বাস-

তদ্দিনৈরেব নো মাসৈঃ প্রাপ্নোষি পরমং পদম্ ॥ ৬ ॥

রামউবাচ।

আত্মজ্ঞানপ্রবোধায়
শাস্ত্রং শাস্ত্রবিদাম্বর।
কিং নাম তৎ প্রধানং স্যাৎ
যস্মিন্ জ্ঞাতে ন শোচ্যতে ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

আত্মজ্ঞানপ্রধানানামিদমেব মহামতে।
শাস্ত্রাণাং পরমং শাস্ত্রং মহারামায়ণং শুভম্ ॥ ৮ ॥
ইতিহাসোত্তমাদস্মাৎ শ্রুতাদ্বোধঃ প্রবর্ত্ততে।
সর্ব্বেষামিতিহাসানাময়ং সার উদাহৃতঃ ॥ ৯ ॥
শ্রুতেস্মিন্ বাঙ্ময়ে যস্মাজ্জীবন্মুক্তত্বমক্ষয়ম্।
উদেতি স্বয়মেবাত ইদমেবাতিপাবনম্ ॥ ১০ ॥
স্থিতমেবাস্তমায়াতি জগদ্দৃশ্যং বিচারণাৎ।
যথা স্বপ্নে পরিজ্ঞাতে স্বপ্নাদাবেব ভাবনা ॥ ১১ ॥
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।
ইমং সমস্তবিজ্ঞান-শাস্ত্রকোশং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ১২ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং তস্যোদারচমৎকৃতেঃ।

মাশঙ্ক্যাহ য ইতি। নিবর্ত্ততে অর্দ্ধপ্রযত্নাদিতি শেষঃ ॥ ৫-৮ ॥

কুতোঽস্যোত্তমত্বং তত্রাহ সর্ব্বেষামিতি ॥ ৯ ॥

বাঙ্ময়ে বাক্যসন্দর্ভাত্মকে গ্রন্থে ॥ ১০ ॥

যথা স্বপ্নাদৌ স্থিতে এব স্বপ্নোয়মিতি পরিজ্ঞাতে স্বপ্নসত্যত্বভাবনা অস্তমভ্যেতি তদ্বৎ ॥ ১১ ॥

অন্যত্র গ্রন্থান্তরে। যদ্বোধোপযুক্তযুক্তিজাতম্। বিজ্ঞানশাস্ত্রধনানাং কোশগৃহম্ ॥ ১২ ॥

বোধস্যাপি পরং বোধং বুদ্ধিরেতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
যস্মৈ নেদং ত্বরুচয়ে রোচতে দুষ্কৃতোদয়াৎ ।
বিচারয়তু যৎকিঞ্চিৎ সচ্ছাস্ত্রং জ্ঞানবাঙ্ময়ম্ ॥ ১৪ ॥
জীবন্মুক্তত্বমস্মিংস্তু শ্রুতে সমনুভূয়তে ।
স্বয়মেব যথা পীতে নীরোগত্বং বরৌষধে ॥ ১৫ ॥
শ্রূয়মাণে হি শাস্ত্রেঽস্মিন্ শ্রোতা বেত্ত্যেতদাত্মনা ।
যথাবদিদমস্মাভির্ম্মনূক্তং বরশাপবৎ ॥ ১৬ ॥

নশ্যতি সংস্থতিদুঃখমিদং তে
স্বাত্মবিচারণয়া কথয়ৈব ।
নো ধনদানতপঃশ্রুতবেদৈ-
স্তৎকথনোদিতযত্নশতেন ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে সচ্ছাস্ত্রনিরূপণং নাম

অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

বোধস্যেতরগ্রন্থজন্যবোধস্যাপি পরমুৎকৃষ্টং বোধম্ । পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী ॥ ১৩ ॥

যস্মৈ এতৎ ন রোচতে সোঽন্যৎ সচ্ছাস্ত্রং বিচারয়তু নাস্মাকং তত্র প্রদ্বেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কস্তর্হ্যস্যাতিশয়ে হেতুস্তমাহ জীবন্মুক্তত্বমিতি ॥ ১৫ ॥

এতজ্জীবন্মুক্তত্বমাত্মনা স্বয়মেব বেত্ত্যনুভবতি । ইদমস্মাভিরুক্তং বরবৎ শাপবদ্বা যথাবৎ যথার্থমেব ভবতি নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

স্বাত্মবিচারণাত্মিকয়া প্রকৃতগ্রন্থকথয়ৈব নশ্যতি । ধনৈর্দ্দানৈস্তপোভিঃ শ্রুতৈর্দ্বৈতশাস্ত্রশ্রবণৈঃ কর্ম্মকাণ্ডরূপৈর্ব্বেদৈশ্চ দ্বৈতবেদশাস্ত্রলক্ষণেন কথনেন বাক্যপ্রবন্ধেন উদিত যাগহোমাদিযত্নশতেন চ তে সংস্থতিদুঃখং নোনশ্যতী-ত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে

অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

তচ্চিন্তাস্তদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১ ॥
তেষাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা ॥ ২ ॥

রামউবাচ।

ব্রহ্মন্ বিদেহমুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।
ব্রূহি যেন তথৈবাহং যতে শাস্ত্রদৃশা ধিয়া ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারবতোপি চ।

জীবন্মুক্তস্য লক্ষ্মাণি তস্য সর্ব্বাত্মতা তথা।
জগৎপ্রলয়শিষ্টাত্ম-স্বরূপঞ্চেহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

আত্মবিচারোপি যাবদবধারণং তদেকপ্রবণতালক্ষণ এবাপেক্ষতে ন কাদাচিৎকো ব্যাপারান্তরব্যবহিতবৃত্তোবা। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ। ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতী"ত্যাদিশ্রুতেরিত্যভিপ্রেত্য বশিষ্ঠ উবাচ তচ্চিত্তা ইতি। তস্মিন্নাত্মন্যেব চিত্তং যেষাম্। তদ্গতান্তৎপ্রাপ্তাবেবোদ্যুক্তাঃ প্রাণা জীবনব্যাপারা যেষাম্ ॥ ১ ॥

জ্ঞানে জ্ঞানসাধনশ্রবণাদৌ একা নিষ্ঠা অনন্যব্যাপারতালক্ষণা স্থিতির্যেষাম্। বিদেহাৎ দেহবিগমাৎ যা শুদ্ধা মুক্ততৈব নান্যেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রবণাদিফলোক্তিপ্রসঙ্গিতে জীবন্মুক্তবিদেহমুক্তলক্ষণে জিজ্ঞাসুঃ শ্রীরাম উবাচ ব্রহ্মন্নিতি। শাস্ত্রলক্ষণয়া দৃশা চক্ষুষোৎপাদিতয়া ধিয়া ॥ ৩ ॥

বিদেহমুক্তের্জীবন্মুক্তিপূর্ব্বকত্বাৎ পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলীয়ানিতি ন্যায়েন প্রশ্নক্রমমুল্লঙ্ঘ্য প্রথমং জীবন্মুক্তলক্ষণং বশিষ্ঠ উবাচ যথেতি। শাস্ত্রানিষিদ্ধ-

অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৪ ॥
বোধৈকনিষ্ঠতাং যাতো জাগ্রত্যেব সুষুপ্তবৎ।
য আস্তে ব্যবহর্ত্তৈব জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫ ॥
নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে মুখপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তস্থিতের্যস্য জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যোজাগর্ত্তি সুষুপ্তস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনোবোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭ ॥
রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোন্তর্ব্ব্যোমবদচ্ছস্থঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতোভাবো যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতোবাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯ ॥
যস্যোন্মেষনিমেষার্দ্ধাদ্বিদঃ প্রলয়সম্ভবৌ।
পশ্যেৎত্রিলোক্যাঃ স্বসমঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০ ॥

ব্যবহারবতোপি যস্য বিশ্বং পরমার্থদৃশা বাধাদস্তং গতং সদ্ ব্যোম আকাশমিব শূন্যং স্থিতং দর্পণনগরমিব প্রতীয়মানমপি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যোব্যবহর্ত্তা সন্নপি নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিতি ভগবদ্ভক্তদিশা জাগ্রত্যপি সুপ্তবন্নির্ব্বিকার আস্তে ॥ ৫-৬ ॥

নির্ব্বিকারে স্বাত্মনি সুষুপ্ত ইব তিষ্ঠতীতি সুষুপ্তস্তথাভূতোপি যোঽবিদ্যানিদ্রাক্ষয়াৎ স্বাত্মনি জাগর্ত্তি দেহেন্দ্রিয়াদিবাধাৎ ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধিলক্ষণা জাগ্রৎ যস্য ন বিদ্যতে। যস্য বোধোনির্ব্বাসন ইতি জাগ্রদ্বাসনোদ্ভবনিমিত্তঃ স্বপ্নোপি যস্য ন বিদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অনুরূপং যথোচিতং নট ইবানুকারাভিনয়মিতি বা। অচ্ছে নিরাবরণাত্মনি তিষ্ঠতীত্যচ্ছস্থঃ। সুপি স্থ ইতি কঃ ॥ ৮ ॥

ন লিপ্যতে কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বাভিমানাভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যস্য বিদশ্চিদাত্মন উন্মেষাদাবরণবিঘটনাৎ ত্রিলোক্যাঃ প্রলয়ং নিমেষাদাবরণাচ্চ প্রাক্সম্ভবং যঃ পশ্যেদিত্যর্থঃ। বিদেহমুক্তাবেব নিঃশেষোন্মেষাৎ

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১ ॥
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২ ॥
যঃ সমস্তার্থজাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পদার্থেষ্বপি পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১৩ ॥
জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা দেহে কালবশীকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনো স্পন্দতামিব ॥ ১৪ ॥
বিদেহমুক্তোনোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্নদূরস্থো ন চাহং ন চ নেতরঃ ॥ ১৫ ॥
সূর্য্যোভূত্বা প্রতপতি বিষ্ণুঃ পাতি জগত্রয়ম্।
রুদ্রঃ সর্ব্বান্ সংহরতি সর্গান্ সৃজতি পদ্মজঃ ॥ ১৬ ॥

সাক্ষিণীশ্বরে চাবরণাভাবাচ্চোভয়ত্রাপ্যর্দ্ধাদিত্যুক্তিঃ ॥ ১০ ॥

নোদ্বিজতে ন বিভেতি। লোকো জনঃ। যতোসৌ হর্ষামর্ষভয়হেত্বজ্ঞানাভিমানোন্মুক্তঃ ॥ ১১ ॥

যতোসৌ সচিত্তঃ সচেতনোপি নিশ্চিত্তোনির্ম্মনস্কঃ। শান্তা সংসারস্ত কলনা সত্যতামতির্যস্ত সঃ। পরদৃষ্ট্যা কলাবান্ দেহাবয়ববানপি নিষ্কলোনিরবয়বঃ ॥ ১২ ॥

শীতলোরাগাদ্যতাপিতঃ। যতোয়ং রাগাদিবিষয়েষ্বপি পদার্থেষু পূর্ণস্তেষামপ্যাত্মা। ন হ্যহেয়োপাদেয়ে স্বাত্মনি তদধ্যস্তে মিথ্যাত্বেন নিশ্চিতে বার্থে রাগাদিসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

ইদানীং প্রথমপৃষ্টং বিদেহমুক্তলক্ষণং বক্তুমুপক্রমতে জীবন্মুক্তেতি। কালেন বশীকৃতে গ্রস্তে প্রারব্ধক্ষয়ে সতীতি যাবৎ ॥ ১৪ ॥

তস্যাদৌ বিদ্বদনুভবসিদ্ধং স্বরূপলক্ষণমাহ বিদেহমুক্তইতি। উদয়াস্তময়ৌ বৃদ্ধ্যপক্ষয়ৌ। সন্ ব্যক্তঃ। অসন্নব্যক্তঃ। ন চ অহং অহং নেতি চ ন। ন চ ইতরঃ ॥ ১৫ ॥

তস্য লোকদৃষ্ট্যা সার্ব্বাত্ম্যলক্ষণং তটস্থলক্ষণমাহ—সূর্য্য ইত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥

খং ভূত্বা পবনস্কন্ধং ধত্তে সর্ব্বিসুরাসুরম্ ।
কুলাচলগতোভূত্বা লোকপালপুরাস্পদঃ ॥ ১৭ ॥
ভূমির্ভূত্বা বিভর্ত্তীমাং লোকস্থিতিমখণ্ডিতাম্ ।
তৃণগুল্মলতা ভূত্বা দদাতি ফলসন্ততিম্ ॥ ১৮ ॥
বিভ্রজ্জলানলাকারং জ্বলতি দ্রবতি দ্রুতম্ ।
চন্দ্রোমৃতং প্রসবতি মৃতং হালাহলং বিষম্ ॥ ১৯ ॥
তেজঃ প্রকটয়ত্যাশাস্তনোত্যান্ধ্যন্তমোভবৎ ।
শূন্যং সদ্ ব্যোমতামেতি গিরিঃ সন্ রোধয়ত্যলম্ ॥ ২০ ॥
করোতি জঙ্গমং চিত্তঃ স্থাবরং স্থাবরাকৃতিঃ ।
ভূত্বার্ণবোবলয়তি ভূস্ত্রিয়ং বলয়োযথা ॥ ২১ ॥
পরমার্কবপুর্ভূত্বা প্রকাশান্তং বিসারয়ন্ ।
ত্রিজগত্রসরেণ্বোঘং শান্তমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২২ ॥
যৎকিঞ্চিদিদমাভাতি ভাতং ভানমুপৈষ্যতি ।
কালত্রয়গতং দৃশ্যং তদসৌ সর্ব্বমেব চ ॥ ২৩ ॥

কুলাচলোমেরুর্ম্মানসোত্তরশ্চ । তয়োরেব লোকপালপুরপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ১৭ ॥

লোকস্থিতিং জনমর্য্যাদাম্ ॥ ১৮ ॥

হালাহলসংজ্ঞং বিষং ভূত্বা মৃতং মরণং প্রসবতীতি চ্ছান্দসোবিকরণব্যত্যয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তেজোভবৎ প্রকটয়তি আশা দিশঃ ॥ ২০ ॥

চিত্তঃ স্ফুটান্তঃকরণাভিব্যক্তচৈতন্যতঃ । স্থাবরাকৃতিঃ অস্ফুটচিত্তত্বাজ্জড়প্রায়াকৃতিঃ। ভূরেব স্ত্রীতাম্ ॥ ২১ ॥

পরমার্কবপুরনাবরণচিদাত্মা প্রকাশান্তং তৎপ্রকাশব্যাপ্তং ত্রিজগদাদিত্রসরেণ্বন্তং পদার্থৌঘং বিসারয়ন্ বিস্তারয়ন্নপি স্বয়ং শান্তং নির্ব্বিকারমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২২-২৩ ॥

রামউবাচ।

কথমেবং বদ ব্রহ্মন্ ভূয়তে বিষমা হি মে।
দৃষ্টিরেষাথ দুষ্প্রাপ্যা দুরাক্রম্যেতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৪॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মুক্তিরেষোচ্যতে রাম ব্রহ্মৈতৎ সমুদাহৃতম্।
নির্ব্বাণমেতৎ কথিতং শৃণু তৎ প্রাপ্যতে কথম্॥ ২৫॥
যদিদং দৃশ্যতে দৃশ্যমহন্ত্বন্তাদিসংযুতম্।
সতোপ্যস্যাত্যনুৎপত্ত্যা বুদ্ধয়ৈতদবাপ্যতে॥ ২৬॥

রামউবাচ।

বিদেহমুক্তাস্ত্রৈলোক্যং সম্পদ্যন্তে যদা তদা।
মন্যে তে সর্গতামেব গতা বেদ্যবিদাম্বর॥ ২৭॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বিদ্যতে চেৎ ত্রিভুবনং তত্ত্বাং সম্প্রয়ান্তু তে।

প্রতিবন্ধবাহুল্যেন সমদৃষ্টিদৌর্লভ্যান্মুক্তেদৌর্লভ্যং মন্যমানস্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়সোৎকণ্ঠঃ শ্রীরাম উবাচ কথমিতি। হি যস্মাৎ বিষমা দৃষ্টিঃ। এষা মুক্তির্দুষ্প্রাপ্যা। অথ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তাপি তত্র চিত্তস্থৈর্য্যস্য দুষ্করত্বাদ্দুরারোহেতি মে নিশ্চয় ইত্যন্বয়ঃ॥ ২৪॥

এবং সোৎকণ্ঠং রামং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়োপদেশেনাশ্বাসয়ন্ বশিষ্ঠ উবাচ মুক্তিরিত্যাদিনা॥ ২৫॥

অনাত্মন্যারোপিতপ্রত্যক্ত্বমহং ত্বম্। পরাকৃচেতনত্বং ত্বং ত্বম্ সতঃ সদিতি ভাসমানস্যাপ্যস্য বন্ধ্যাপুত্রস্যেবাত্যন্তমনুৎপত্ত্যা॥ ২৬॥

ব্রহ্মণঃ সার্ব্বাত্ম্যশ্রবণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ তদ্ভাবে ন সংসারপ্রাপ্তিরেব কিং ন স্যাদিতি রামঃ শঙ্কতে বিদেহেতি। তে বিদেহমুক্তাঃ সর্গতাং সংসারভাবমেব গতা ইতি মন্যে॥ ২৭॥

প্রাগুক্তাত্যন্তানুৎপত্তিমেবাবলম্ব্য বশিষ্ঠঃ পরিহরতি বিদ্যতে চেদিতি। তৎ তর্হি তত্ত্বাং তত্তৎসর্গরূপতাম্। তে মুক্তাঃ। যত্র ন সম্ভবতি তত্র

যত্র ত্রৈলোক্যশব্দার্থোন সম্ভবতি কশ্চন ॥ ২৮ ॥
এতত্ত্রিলোকতাং যাতং ব্রহ্মেত্যুক্তার্থধীঃ কুতঃ।
তস্মান্নোসম্ভবত্যেষা জগচ্ছব্দার্থকল্পনা ॥ ২৯ ॥
অনন্যচ্ছান্তমাভাস-মাত্রমাকাশনির্ম্মলম্।
ব্রহ্মৈব জগদিত্যেতৎ সর্ব্বং সত্বাববোধতঃ ॥ ৩০ ॥
অহং হি হেমকটকে বিচার্য্যাপি ন দৃষ্টবান্।
কটকত্বং ক্বচিন্নাম ঋতে নির্ম্মলহাটকাৎ ॥ ৩১ ॥
জলাদৃতে পয়োবীচৌ নাহং পশ্যামি কিঞ্চন।
বীচিত্বং তাদৃশং দৃষ্টং যত্র নাস্ত্যেব তত্র হি ॥ ৩২ ॥
স্পন্দত্বং পবনাদন্যন্ন কদাচন কুত্রচিৎ।
স্পন্দ এব সদা বায়ুর্জ্জগত্তস্মান্ন ভিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥
যথাশূন্যত্বমাকাশে তাপ এব মরৌ জলং।
তেজ এব সদালোকে ব্রহ্মৈব ত্রিজগত্তথা ॥ ৩৪ ॥

রামউবাচ।

অত্যন্তাভাবসম্পত্ত্যা জগদ্দৃশ্যস্য মুক্ততা।
যয়োদেতি মুনে যুক্ত্যা তাং মমোপদিশোত্তমাম্ ॥ ৩৫ ॥

উক্তার্থধীঃ কুত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

উক্তার্থধীস্বচ্ছক্কিতার্থবুদ্ধিঃ। তস্মাদিত্যুপসংহারঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্যদদ্বয়ম্। আভাসমাত্রং চিন্মাত্রম্। সত্বং সন্মাত্রভাবস্তদববোধতঃ ॥ ৩০ ॥

প্রত্যক্দৃষ্ট্যা পর্য্যালোচনে তদধ্যস্তস্যাসত্বং দৃষ্টান্তৈরনুভাবয়তি অহং হীত্যাদিনা ॥ ৩১-৩৪ ॥

এবং দর্শিতদৃষ্টান্তান্ পর্য্যালোচ্য গুরূক্তার্থং শ্লোকদ্বয়েন সম্ভাবয়ংস্তত্র বিপরীতভাবনাবিক্ষেপাৎ পুনরসম্ভাবনাবিকল্পোদয়ৈরপ্রতিষ্ঠিতেন মনসা অবধারয়িতুমশক্নুবন্নিব তদবধারণোপায়ং পৃচ্ছতি অত্যন্তেত্যাদিনা। জগদ্দৃশ্যস্যাত্যন্তাভাবসম্পত্তির্ব্বাধস্তয়া ॥ ৩৫ ॥

মিথঃ সম্পন্নয়োর্দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োরেকসংখ্যয়োঃ।
দ্বয়াভাবে স্থিতিং যাতে নির্ব্বাণমবশিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥
দৃশ্যস্য জগতস্তস্মাদত্যন্তাসম্ভবোযথা।
ব্রহ্মোবেত্থং স্বভাবস্থং বুধ্যতে বদ মে তথা ॥ ৩৭ ॥
কয়ৈতজ্জ্ঞায়তে যুক্ত্যা কথমেতৎ প্রসিধ্যতি।
এতস্মিংস্তু মুনে সিদ্ধে ন সাধ্যমবশিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বহুকালমিয়ং রূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানবিষূচিকা।
নূনং বিচারমন্ত্রেণ নির্ম্মূলমুপশাম্যতি ॥ ৩৯ ॥
ন শক্যতে ঝটিত্যেষা সমুৎসাদয়িতুং ক্ষণাৎ।
সমপ্রপতনে হ্যদ্রৌ সমরোহাবরোহণে ॥ ৪০ ॥
তস্মাদভ্যাসযোগেন যুক্ত্যা ন্যায়োপপত্তিভিঃ।
জগদ্ভ্রান্তির্যথা শাম্যেৎ তবেদং কথ্যতে শৃণু ॥ ৪১ ॥
বক্ষ্যাম্যাখ্যায়িকাং রাম যামিমাং বোধসিদ্ধয়ে।
তাং চেচ্ছৃণোষি তৎ সাধো মুক্ত এবাসি বোধবান্ ॥৪২॥
অথোৎপত্তিপ্রকরণং ময়েদং তব কথ্যতে।
যৎ কিলোৎপদ্যতে রাম তেন মুক্তেন ভূয়তে ॥ ৪৩ ॥

মিথঃ একসংখ্যয়োঃ সম্পন্নয়োর্ব্বাধপরিশিষ্টস্বপ্রকাশাত্মভাবাপন্নয়োরিতি যাবৎ ॥ ৩৬-৩৮ ॥

শ্রুতার্থস্য সকৃৎ সম্ভাবনোদয়ে পুনঃ পুনশ্চিরমননাভ্যাস এব তৎপ্রতিষ্ঠাব-ধারণোপায় ইতি বশিষ্ঠ উবাচ—বহুকালমিত্যাদিনা ॥ ৩৯ ॥

শিখরারূঢ়স্য পুংসঃ সর্ব্বতঃ সমমধঃ প্রপতনং যস্মাৎ তথাবিধেঽদ্রৌ সমে তুল্যকালে আরোহাবরোহণে যথা ঝটিত্যেব কর্ত্তুং ন শক্যতে তদ্বৎ ॥ ৪০-৪১ ॥

বক্ষ্যমাণজগৎপ্রলয়াখ্যায়িকাম্ ॥ ৪২ ॥

অথ প্রলয়াখ্যায়িকানন্তরম্। উৎপত্তিপ্রকরণং জগদুৎপত্তিক্রমঃ। স চ নির্ব্বিকারোপাদানকোবিবর্ত্ত এব পর্য্যবস্যতীতি বন্ধমিথ্যাত্বে স্বতঃ সিদ্ধঃ এব

ইয়মিত্থং জগদ্ভ্রান্তির্ভাত্যজাতৈব খাত্মিকা।
ইত্যুৎপত্তিপ্রকরণে কথ্যতেস্মিন্ ময়াধুনা ॥ ৪৪ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং সসুরাসুরকিন্নরম্ ॥ ৪৫ ॥
তন্মহাপ্রলয়ে প্রাপ্তে রুদ্রাদিপরিণামিনি।
ভবত্যসদদৃশ্যাত্ম ক্বাপি যাতি বিনশ্যতি ॥ ৪৬ ॥
ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥
ন শূন্যং নাপি চাকারং ন দৃশ্যং ন চ দর্শনম্।
ন চ ভূতপদার্থৌঘো যদনন্ততয়া স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥
কিমপ্যব্যপদেশাত্ম-পূর্ণাৎ পূর্ণতরাকৃতি।
ন সন্নাসন্নসদসন্ন ভাবোভবনং ন চ ॥ ৪৯ ॥

মোক্ষ ইতি তদ্বর্ণনাশয় ইত্যাহ—যদিত্যাদিনা। যদযদুৎপদ্যত ইতি প্রতিপাদ্যতে তেন তেন মুক্তেন তত্তদ্বন্ধশূন্যেন স্বেন ভূয়তে স্থীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অজাতৈব খাত্মিকা ভাতীত্যুক্তমর্থং প্রলয়াখ্যায়িকয়া সমর্থয়িতুমুপক্রমতে যদিদমিতি। যদিদং জগৎ দৃশ্যতে তৎ প্রলয়ে অসম্ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

মহাপ্রলয়ে প্রাকৃতে। রুদ্রাদীনাং পরিণামিনি তিরোভাবয়িতরি। বিনশ্যতীত্যস্য ব্যাখ্যা অসদদৃশ্যাত্মেতি ॥ ৪৬ ॥

কিং শূন্যান্তং নশ্যতি নেত্যাহ তত ইতি। অনাখ্যমনভিব্যক্তমিতি নামরূপপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৭ ॥

তৎপ্রতিষেধে নামরূপশূন্যবস্তুনোজগত্যত্যন্তাপ্রসিদ্ধেঃ শূন্যতামাশঙ্ক্যাহ নেতি। তর্হি তস্যাশূন্যস্যাকারদৃশ্যদর্শনাদিভাবঃ পরিশেষাৎ স্যাৎ তত্রাহ নাপীত্যাদিনা। আকারমিতি চ্ছান্দসং মত্বর্থীয়াজন্তং বা ॥ ৪৮ ॥

অনাখ্যত্বাদেবাব্যপদেশাত্ম। অব্যপদেশ্যতামেব প্রপঞ্চয়তি—ন সদিত্যাদিনা। ভবনং কালসম্বন্ধ উৎপত্তির্ব্বা তদ্বান্ ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনন্তমজরং শিবম্।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং যদনাদিনিরাময়ম্ ॥ ৫০ ॥
যস্মিন্ জগৎ প্রস্ফুরতি দৃষ্টমৌক্তিকহংসবৎ।
যশ্চেদং যশ্চ নৈবেদং দেবঃ সদসদাত্মকঃ ॥ ৫১ ॥
অকর্ণজিহ্বনাসাত্বগ্‌নেত্রঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শৃণোত্যাস্বাদয়তি যো জিঘ্রেৎ স্পৃশতি পশ্যতি ॥ ৫২ ॥
স এব সদসদ্রূপং যেনালোকেন লক্ষ্যতে।
সর্গচিত্রমনাদ্যন্তং স্বরূপঞ্চাপ্যরঞ্জনম্ ॥ ৫৩ ॥
অর্দ্ধোন্মীলিতদৃশ্যভ্রূ-মধ্যে তারকবজ্জগৎ।
ব্যোমাত্মৈব সদাভাসং স্বরূপং যোভিপশ্যতি ॥ ৫৪ ॥
যস্মান্যদস্তি ন বিভোঃ কারণং শশশৃঙ্গবৎ।

ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তদনাদি ॥ ৫০ ॥

মুক্তাভুজাং হংসানাং তৎপরিণামত্বাৎ পূর্ব্বং মুক্তাত্মনা পশ্চাদ্ধংসাত্মনা চ দৃষ্টতদ্ভয়ানুগতদ্রব্যবচ্চিত্রভ্রান্ত্যাদিদৃষ্টমুক্তাময়হংসবদ্বা। যশ্চেদমধ্যারোপ-দৃশা। নৈবেদমপবাদদৃশা। সদসদাত্মকোব্যক্তাব্যক্তাবস্থাদ্বয়ানুগতঃ ॥ ৫১ ॥

কর্ণনাসাদ্যভাবেপি শ্রবণাদিকমস্য স্বপ্নে প্রত্যক্ষম্। তথাচ শ্রুতিঃ "অপা-ণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ" ইতি ॥ ৫২ ॥

যেনালোকেন প্রাগুক্তসদসদ্রূপং লক্ষ্যতে স চিদালোকোঽপি স এব। তথা অজ্ঞানসত্বে সর্গচিত্রমজ্ঞাননিবৃত্তৌ ত্বনাদ্যন্তং স্বরূপঞ্চাপ্যপ্রাপ্য রঞ্জনং প্রথনং স এবেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

এবং জীবন্মুক্তদশায়াং বাধিতজগদাভাসদর্শনমপি স এবেত্যাহ অর্দ্ধেতি। যথা যোগিনঃ খেচরমুদ্রায়াং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিনিবেশে অর্দ্ধোন্মীলিতচক্ষুর্দৃশ্যভ্রূমধ্যে নিবিষ্টং কৃষ্ণতারকমস্ফুটত্বাৎ সদাভাসং জগৎ পশ্যন্তী তদ্বৎ যো ব্যোমাত্মৈব সদাভাসং স্বরূপং পশ্যতি সোপি স এবেত্যর্থঃ। খেচরীমুদ্রায়াস্তু লক্ষণমুক্তং যোগশাস্ত্রে "কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা। ভ্রুবোরন্তর্গতাদৃষ্টি-র্ম্মুদ্রা ভবতি খেচরী। ন পীড্যতে স রোগেণ ন চ লিপ্যেত কর্ম্মণা। বাধ্যতে

যস্যেদঞ্চ জগৎ কার্য্যং তরঙ্গৌঘ ইবাম্ভসঃ ॥ ৫৫ ॥
জ্বলতঃ সর্ব্বতোজস্রং চিত্তস্থানেষু তিষ্ঠতঃ ।
যস্য চিন্মাত্রদীপস্য ভাসা ভাতি জগত্রয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
যং বিনাঽর্কাদয়োপ্যেতে প্রকাশাস্তিমিরোপগাঃ ।
সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে ত্রিজগন্মৃগতৃষ্ণিকাঃ ॥ ৫৭ ॥
সস্পন্দে সমুদেতীব নিঃস্পন্দান্তর্গতেন চ ।
ইয়ং যস্মিন্ জগল্লক্ষ্মীরলাত ইব চক্রতা ॥ ৫৮ ॥
জগন্নির্ম্মাণবিলয়-বিলাসোব্যাপকোমহান্ ।
স্পন্দাস্পন্দাত্মকোযস্য স্বভাবোনির্ম্মলোঽক্ষয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
স্পন্দাস্পন্দময়ী যস্য পবনস্যেব সর্ব্বগা ।
সত্তা নাম্নৈব ভিন্নেব ব্যবহারান্ন বস্তুতঃ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বদৈব প্রবুদ্ধোযঃ সুপ্তোযঃ সর্ব্বদৈব চ ।
ন সুপ্তোন প্রবুদ্ধশ্চ যঃ সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বদা ॥ ৬১ ॥

ন স কালেন যোমুদ্রাং বেত্তি খেচরী”মিতি ॥ ৫৪ ৫৫ ॥

এবং সর্ব্বলয়াধারতৎপদার্থরূপং প্রদর্শ্য ত্বম্পদার্থরূপেণাপি তং দর্শয়িতুমুপক্রমতে । জ্বলত ইত্যাদিনা । সর্ব্বতঃ সামান্যতোজ্বলতোদীপ্যমানস্য চিত্রস্থানেষু ত্বনাবৃতত্বাদজস্রং বিশেষাভিব্যক্ত্যা জ্বলতস্তিষ্ঠতঃ ॥ ৫৬ ॥

যথান্ধস্য দিনং জাতমপ্যপ্রকাশরূপং তথা দৃগ্রূপং যং বিনা তিমিরোপগাঃ ॥ ৫৭ ॥

যস্মিন্ মনোভাবেন সস্পন্দে জগল্লক্ষ্মীঃ সমুদেতীব । নিঃস্পন্দে অন্তঃপ্রত্যক্ত্বং গতে প্রাপ্তে তু ন চ সমুদেতি । চোবধারণে । অলাতে জ্বলদুল্মুকে নিশি ভ্রাম্যমাণে চক্রাকারতা প্রসিদ্ধা ॥ ৫৮ ॥

উক্তমেব স্পষ্টমাহ জগদিতি । যস্য স্বভাবঃ পারমার্থিকরূপস্তু নির্ম্মলোঽক্ষয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

উক্তস্পন্দাস্পন্দয়োঃ সদ্রূপপূর্ণতয়োরনন্যথাভাবাৎ তদ্ব্যতিরিক্তান্যথাভাবস্য বিবর্ত্ততাপর্য্যবসানা নাম্নৈব ভিন্না ন বস্তুত ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

তস্য প্রবুদ্ধাজ্ঞমুক্তদৃক্ প্রসিদ্ধং ত্রৈবিধ্যমাহ সর্ব্বদৈবেতি ॥ ৬১ ॥

যদস্পন্দং শিবং শান্তং যৎ স্পন্দং ত্রিজগৎস্থিতিঃ।
স্পন্দাস্পন্দবিলাসাত্মা য একোভরিতাকৃতিঃ ॥ ৬২ ॥
আমোদ ইব পুষ্পেষু ন নশ্যতি বিনাশিষু।
প্রত্যক্ষস্থোপ্যথাগ্রাহ্যঃ শৌক্ল্যং শুক্লপটে যথা ॥ ৬৩ ॥
মূকোপমোপি যোঽমূকো মন্তা যোপ্যুপলোপমঃ।
যোভোক্তা নিত্যভৃপ্তোপি কর্ত্তা যশ্চাপ্যকিঞ্চনঃ ॥ ৬৪ ॥
যোঽনঙ্গোপি সমস্তাঙ্গঃ সহস্রকরলোচনঃ।
ন কিঞ্চিৎ সংস্থিতেনাপি যেন ব্যাপ্তমিদং জগৎ ॥ ৬৫ ॥
নিরিন্দ্রিয়বলস্যাপি যস্যাশেষেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যস্য নির্ম্মননস্যৈতা মনোনির্ম্মাণরীতয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
যদনালোকনাদ্ভ্রান্তি-সংসারোরগভীতয়ঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে পলায়ন্তে সর্ব্বাশাঃ সর্ব্বভীতয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
সাক্ষিণি স্ফার আভাসে ধ্রুবে দীপ ইব ক্রিয়াঃ।

মুমুক্ষুহেয়োপাদেয়তাপ্রযোজকমপি তস্যোক্তরূপদ্বয়মেবেত্যাশয়েনাহ যদিতি ॥ ৬২ ॥

আমোদ ইব সার ইতি শেষঃ। সর্ব্ববস্তুপ্রত্যক্ষবৃত্তিষু প্রথারূপেণ স্থিতোপি বৃত্তিবিষয়নিষ্কর্ষেণাগ্রাহ্যোগ্রহীতুমশক্যঃ ॥ ৬৩ ॥

বাগিন্দ্রিয়াভাবাৎ মূকোপমোপি সর্ব্ববাক্প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বাদমূকঃ। এবং মননবিকারহীনত্বাদুপলোপমোপি মন্তেত্যাদি বোধ্যম্। নাস্তি কিঞ্চন ক্রিয়াদি-নিমিত্তং যস্য সোঽকিঞ্চনঃ ॥ ৬৪ ॥

সমস্তানামঙ্গান্যেবাঙ্গানি যস্য অতএব সহস্রাণ্যনন্তানি করলোচনাদীনি যস্য ॥ ৬৫ ॥

এতাঃ প্রসিদ্ধজগদ্রূপাঃ ॥ ৬৬ ॥

আশাঃ কামা দিশঃ প্রতীতি বা ॥ ৬৭ ॥

দীপে সতি নাট্যাদিক্রিয়া ইব স্ফারে অপরিচ্ছিন্নে আভাসে প্রকাশরূপে

সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে চিত্তেহাঃ স্পন্দপূর্ব্বিকাঃ ॥ ৬৮ ॥
যস্মাৎ ঘটপটাকারপদার্থশতপঙ্‌ক্তয়ঃ।
তরঙ্গগণকল্লোল-বীচয়োবারিধেরিব ॥ ৬৯ ॥
স এবান্যতয়োদেতি যৎ পদার্থশতভ্রমৈঃ।
কটকাঙ্গদকেয়ূর-নূপুরৈরিব কাঞ্চনম্ ॥ ৭০ ॥
যস্ত্বমেকোবভাসাত্মা যোঽহমেতে জনাশ্চ যে।
যশ্চ ন ত্বমবুদ্ধাত্মা নাহং নৈতে জনাশ্চ যঃ ॥ ৭১ ॥
অন্যে বাপ্যতিরিক্তেব সৈবাসেব চ ভঙ্গুরা।
পয়সীব তরঙ্গালী যস্মাৎ স্ফুরতি দৃশ্যভূঃ ॥ ৭২ ॥
যতঃ কালস্য কলনা যতো দৃশ্যস্য দৃশ্যতা।
মানসী কলনা যেন যস্য ভাসা বিভাসনম্ ॥ ৭৩ ॥
ক্রিয়াং রূপং রসং গন্ধং শব্দং স্পর্শঞ্চ চেতনং।

অতএব সাক্ষিণি যস্মিন্ সতি চিত্তস্থেহাশ্চেষ্টাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৬৮ ॥

বারিধেরিব প্রবর্ত্তন্তে ইত্যনুষজ্যতে ॥ ৬৯ ॥

স চিদাত্মৈবান্যতয়া জড়প্রপঞ্চাত্মনা। যে প্রসিদ্ধাশ্চ তে পদার্থশতভ্রমাশ্চেতি কর্ম্মধারয়াদিখস্তাবে তৃতীয়া ॥ ৭০ ॥

যঃ অবভাসত ইত্যবভাসস্ত্বয়া সাক্ষাৎকৃত আত্মা সন্ ত্বমেবৈকঃ। এবং ময়া জনৈর্ব্বা সাক্ষাৎকৃতস্তত্তদাত্মৈবৈকঃ। অবুদ্ধাত্মা তু তদ্বিপরীত ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

অসা অনন্যাপ্যন্যেব অনতিরিক্তাপ্যতিরিক্তেব। অতিরেকোত্র পৃথক্ত্বমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। সা প্রাক্ সিদ্ধৈবাসেবোৎপত্তিসিদ্ধেব ॥ ৭২ ॥

কালস্য কলনাঃ ষড়্ভাববিকারাঃ দৃশ্যস্য দৃশ্যতাদর্শনফলব্যাপ্তিঃ। মানসীকলনা ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারবিষয়া মনোরথবিকল্পা যেন নিমিত্তেন। ক্রমাৎ যদীয়সচ্চিদানন্দরূপতানির্ব্বাহ্যা ইতি যাবৎ। তচ্চ ত্রয়ং যস্য ভাসা জগদ্বিভাসনমেব নান্যৎ। অজ্ঞাতসাধারণী সর্ব্বব্যাপ্তিঃ সত্তা অনাবৃতমাত্রব্যাপ্তির্দর্শনং তত্রানুকূলবেদনীয়মাত্রব্যাপ্তিরানন্দতেত্যবান্তরৌপাধিকবৈলক্ষণ্যেপি ভারূপব্যাপ্তেরেকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

যদ্বেৎসি তদসৌ দেবো যেন বেৎসি তদপ্যসৌ ॥ ৭৪ ॥
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং মধ্যে যৎ দর্শনং স্থিতম্।
সাধো তদবধানেন স্বাত্মানমববুধ্যসে ॥ ৭৫ ॥
অজমজরমনাদ্যং শাশ্বতং ব্রহ্ম নিত্যং
শিবমমলমমোঘং বন্দ্যমুচ্চৈরনিন্দ্যম্।
সকলকলনশূন্যং কারণং কারণানা-
মনুভবনমবেদ্যং বেদনং বিশ্বমন্তঃ ॥ ৭৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে পরমকারণবর্ণনং নাম
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দেহকর্ম্মেন্দ্রিয়োপাধৌ ক্রিয়াং জ্ঞানেন্দ্রিয়োপাধৌ রূপাদি অন্তঃকরণোপাধৌ চেতনং প্রমাতারঞ্চ যৎ স্বরূপঃ সন্ বেৎসি তৎ প্রমাতৃনিষ্কৃষ্টচিদ্রূপমসৌ। যেন বিষয়ব্যাপ্তবৃত্তিনিষ্কৃষ্টচিদ্রূপেণ বেৎসি তদপ্যসৌ দেব ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তথাচ ত্রিপুটীসাক্ষী স ইতি ফলিতমিত্যাহ দ্রষ্ট্রিতি। অবধানমেকাগ্রেণ মনসা উপাধিভ্যোনিষ্কৃষ্য দর্শনম্ ॥ ৭৫ ॥

ইত্থং তত্ত্বংপদার্থৌ নির্দ্দিশ্য বাক্যার্থমন্তে দর্শয়তি—অজমিতি। কারণং কারণানামিতি তৎপদবাচ্যার্থস্য নির্দ্দেশঃ। শূন্যমিত্যন্তস্তৎপদলক্ষ্যার্থস্য। বিশ্বং কৃৎস্নং বেদনমিত্যবস্থাত্রয়দ্রষ্টৃ-ত্বম্পদবাচ্যস্য। অবেদ্যং বেদনমিতি বেদ্যাবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্ত-ত্বম্পদলক্ষ্যস্য। সমভিব্যাহারাচ্চাখণ্ডবাক্যার্থোপদেশ-ইতি ॥ ৭৬ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

রামউবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ যদেতদবশিষ্যতে।
ভবত্যেতদনাকারং নাম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ১॥
ন শূন্যং কথমেতৎ স্যাৎ ন প্রকাশঃ কথং ভবেৎ।
কথং বা ন তমোরূপং কথং বা নৈব ভাস্বরম্॥ ২॥
কথং বা নৈব চিদ্রূপং জীবোবা ন কথং ভবেৎ।
কথং ন বুদ্ধিতত্ত্বং স্যাৎ কথং বা ন মনোভবৎ॥ ৩॥
কথং বা নৈব কিঞ্চিৎ স্যাৎ কথং বা সর্ব্বমিত্যপি।

বিরোধমিব সম্ভাব্য প্রাগুক্তে ব্রহ্মলক্ষণে।
ক্রমাৎ তৎপরিহারেণ তাৎপর্য্যমিহ বর্ণ্যতে॥ ১॥

মহাপ্রলয়ে যৎ সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে তন্ন তেজো ন তম ইত্যাদিবিরুদ্ধ-রূপমসম্ভাবিতং মন্যমানস্তথোক্তেস্তাৎপর্য্যং জিজ্ঞাসুঃ শ্রীরাম একতরার্থসম্ভাবনোপন্যাসেন প্রশ্নভূমিকাং রচয়তি মহাপ্রলয়েতি। আকারবিলয়ে অনাকারতাপ্রসিদ্ধেঃ সম্ভাবিতমিদমিতি দ্যোতনায় নামেতি নিপাতঃ॥ ১॥

ইদানীং প্রষ্টব্যার্থং দর্শয়তি নেত্যাদিনা। নষ্টস্যাশূন্যতা দুর্লভা তেজস্তমসোরন্যতরনাশেঽন্যতরাপরিশেষোপ্যপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। প্রকাশ্যবিলয়াৎ তদানীং পরপ্রকাশরূপত্বাভাবেপি খদ্যোতবৎ স্বমাত্রপ্রকাশেন ভাস্বরং কথং ন ভবেদিত্যর্থঃ॥ ২॥

দৃশ্যাতিরিক্তস্য দর্শনত্বপ্রসিদ্ধের্ন দৃশ্যং ন চ দর্শনমিত্যুক্তিব্যাঘাতমভিপ্রেত্যাহ কথমিতি। যদি তু দৃশ্যদর্শনাতিরিক্তো দ্রষ্টৈব প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যেত তর্হি জীবো বুদ্ধিতত্ত্বং মনোবা কথং ন ভবেৎ তেষামেব মতভেদেন দ্রষ্টৃত্বপ্রসিদ্ধেস্তথাচ তেষামেব লোকে প্রাণিবাচকভূতশব্দাভিলপ্যত্বাৎ ন চ ভূতপদার্থো ঘ ইত্যুক্তিব্যাঘাত ইতি ভাবঃ॥ ৩॥

অনয়ৈব বচোভঙ্গ্যা মম মোহ ইবোদিতঃ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বিষমোয়মতিপ্রশ্নো ভবতা সমুদাহৃতঃ।
ভেত্তাস্ম্যহং ত্বযত্নেন নৈশং তম ইবাংশুমান ॥ ৫ ॥
মহাকল্পান্তসম্পত্তৌ যত্তৎসদবশিষ্যতে।
তদ্ৰাম ন যথা শূন্যং তদিদং শৃণু কথ্যতে ॥ ৬ ॥
অনুৎকীর্ণা যথা স্তম্ভে সংস্থিতা শালভঞ্জিকা।
তথা বিশ্বং স্থিতং তত্র তেন শূন্যং ন তৎ পদম্ ॥ ৭ ॥
অয়মিত্থং মহাভোগো জগদাখ্যোবভাসতে।
সত্যোভবত্বসত্যোবা যত্র তত্র ত্বশূন্যতা ॥ ৮ ॥
যথা ন পুত্রিকাশূন্যঃ স্তম্ভোনুৎকীর্ণপুত্রিকঃ।
তথা ভাতং জগৎ ব্রহ্ম তেন শূন্যং ন তৎ পদম্ ॥ ৯ ॥
সৌম্যাম্ভসি যথা বীচির্ন্ন চাস্তি ন চ নাস্তি চ।

যচ্চোক্তং যত্ত্বমেকোবভাসাত্মা যোহমেতে জনাশ্চ যঃ। যশ্চ ন ত্বমবুদ্ধাত্মা নাহং নৈতে জনাশ্চ য ইতি তদপি স্বোক্তিব্যাহতমিত্যভিপ্রেত্যাহ কথমেতি। কিঞ্চিৎ ত্বমহমাদি ॥ ৪ ॥

মদাশয়মতিক্রম্য প্রশ্নোঽতিপ্রশ্নঃ। ভেত্তা ছেত্তা ত্বৎপ্রশ্নবীজং সংশয়ং স্বাশয়োদ্ঘাটনেনেতি শেষঃ। অংশুমান্ সূর্য্যঃ ॥ ৫-৬ ॥

স্তম্ভোৎকীর্ণপ্রতিমায়াঃ স্তম্ভসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবাৎ তৎসত্তয়া স্থিতেরনুৎকীর্ণদশায়ামপ্যনপায়াদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অয়ং প্রপঞ্চোব্যবহারতঃ। সত্যোবা পরমার্থতোঽসত্যোবা ভবতু যত্র যস্মিন্নধিষ্ঠানে অবভাসতে তত্রাস্ত ন শূন্যতা। শূন্যস্যারোপাধিষ্ঠানত্বাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়মুখসমর্থিতমর্থং ব্যতিরেকমুখেনাপি সমর্থয়তে যথেতি। তথা তৎ পদং জগচ্ছূন্যং নেতি সম্বন্ধঃ। যতোব্রহ্মৈব প্রাগ্ জগদ্ভাতং তেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তথা জগৎ ব্রহ্মণীদং শূন্যাশূন্যং পদং গতম্ ॥ ১০ ॥
দেশকালাদিশান্তত্বাৎ পুত্রিকারচনং ক্রমে।
সম্ভবত্যযথাঽতোবৈ তেনানন্তে বিমুহ্যতে ॥ ১১ ॥
তৎস্তম্ভপুত্রিকাদ্যে তৎ পরমার্থে জগৎ স্থিতেঃ।
একদেশেন সদৃশমুপমানং ন সর্ব্বথা ॥ ১২ ॥
ন কদাচিদুদেতীদং পরস্মান্ন চ শাম্যতি।
ইত্থং স্থিতং কেবলং সৎ ব্রহ্ম স্বাত্মনি সংস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
অশূন্যাপেক্ষয়া শূন্যশব্দার্থপরিকল্পনা।

নমু তথা যদি জগদস্তি তর্হি প্রলয়ানুপপত্তির্যদি নাস্তি তর্হি প্রাগেব তচ্ছূন্যতেতি সত্ত্বাসত্ত্বব্যাঘাতং দৃষ্টান্তেন বারয়তি সৌম্যেতি। বীচির্লীনেতি শেষঃ। শূন্যাশূন্যপদং অনির্ব্বচনীয়তাং শূন্যাশূন্যোভয়কল্পনাধিষ্ঠানং পরমার্থবস্তু প্রাপ্তমিতি বা ॥ ১০ ॥

যদি স্তম্ভপুত্রিকাবদেব প্রলয়ে জগদস্তি তর্হি কথং বাদিভিস্তত্র বিমুহ্যতে ন স্তম্ভপুত্রিকায়াং তত্রাহ দেশেতি। পুত্রিকারচনযোগ্যকর্ত্তৃকর্ম্মাধারদেশস্য অহরাদিকালস্য আদিপদাৎ কর্ত্তৃকরণোপকরণাদেশ্চ বিষয়ে শান্তত্বাৎ নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ সর্ব্বসামগ্রীসম্পত্তেরিত্যর্থঃ। ক্রমে ক্রমবিকারস্তম্ভে পুত্রিকারচনং সম্ভবতি তেন তত্র তৎসত্তা সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। অনন্তে ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যে ব্রহ্মণি তু অযথা যথোক্তসামগ্র্যদর্শনমিত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে অতস্তেন প্রসিদ্ধেন বাদিজনেন বিমুহ্যতে মোহঃ প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যদ্যুক্তরীত্যা বৈষম্যং কথং তর্হি স্তম্ভপুত্রিকাদৃষ্টান্তস্তত্রাহ তদিতি। তদেতৎ প্রাগুক্তং স্তম্ভপুত্রিকাদি পরমার্থে ব্রহ্মণি একদেশেন তৎসত্তানুচ্ছেদাংশেন ॥ ১২ ॥

নন্বস্তূক্তরীত্যা জগৎসত্তা তদুদয়াস্তময়য়োর্ব্বিরুদ্ধয়োস্তু তত্র যুগপৎ কথং সত্ত্বেত্যাশঙ্ক্য তয়োঃ স্বধর্ম্মিব্যতিরিক্তসত্তানভ্যুপগমাদ্ধর্ম্মিপৃথক্সত্তানিরাসে সম্ভাবনৈব নাস্তীত্যাশয়েনাহ ন কদাচিদিতি ॥ ১৩ ॥

নন্বশূন্যত্বে নোদেতি ন শাম্যতীতি শূন্যার্থকনঞা কথমুল্লেখস্তত্রাহ অশূন্যেতি। প্রতিযোগিন্যশূন্যত্বং সিদ্ধবৎ কৃত্য তদপেক্ষয়া বস্ত্বন্তরে তচ্ছূন্যতা

অশূন্যত্বাৎ সম্ভবতঃ শূন্যতাশূন্যতে কুতঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণ্যয়ং প্রকাশোহি ন সম্ভবতি ভূতজঃ।
সূর্য্যানলেন্দুতারাদিঃ কুতস্তত্র কিলাব্যয়ে ॥ ১৫ ॥
মহাভূর্তপ্রকাশানামভাবস্তম উচ্যতে।
মহাভূতাভাবজস্তু তেনাত্র ন তমঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬ ॥
স্বানুভূতিঃ প্রকাশোস্য কেবলং ব্যোমরূপিণঃ।
যোন্তরস্তি স তেনৈব ন ত্বন্যেনানুভূয়তে ॥ ১৭ ॥
মুক্তং তমঃ প্রকাশাভ্যামিত্যেতদজরং পদম্।
আকাশকোশমেবেদং বিদ্ধি কোশং জগৎস্থিতেঃ ॥ ১৮ ॥
বিল্বস্য বিল্বমধ্যস্য যথাভেদোন কশ্চন।

কল্প্যতে কল্পিতাঞ্চ শূন্যতামপেক্ষ্য প্রতিযোগিন্যশূন্যত্বমিতি পরস্পরসাপেক্ষকল্পনে শূন্যতাশূন্যতে কুতঃ সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইত্থং প্রথমপ্রশ্নে পদং ব্যবস্থাপ্য দ্বিতীয়মপি সমাধত্তে ব্রহ্মণীত্যাদিনা। অবিন্ধনস্য পার্থিবেন্ধনস্য বা ব্যয়েন হি সূর্য্যানলাদেঃ সম্ভবঃ। অব্যয়ে তু ব্রহ্মণি স কুত ইতি ন প্রকাশ ইত্যুক্তিরিতি ভাবঃ। এতেন কথং বা নৈব ভাস্বরমিত্যস্যাপ্যুত্তরমুক্তমেব ॥ ১৫ ॥

কথং বা ন তমোরূপমিত্যেতৎ সমাধত্তে মহাভূতেতি। সূর্য্যাদিমহাভূতাভাবজন্তু তমঃ পৃথ্ব্যাদিমহাভূতপ্রকাশানাং অভাবো বিরোধী সন্ পরপ্রকাশ্যেষু পৃথ্ব্যাদিম্বেব তম ইত্যুচ্যতে ন স্বপ্রকাশে তেনাত্র ন তম ইত্যর্থঃ। তুশব্দোমায়াতমোব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

স্বপ্রকাশতামনুভবেন সাধয়তি স্বানুভূতিরিতি। যদ্যপি বুদ্ধ্যাদয়োনোনানুভূয়ন্তে তথাপি তেষামন্তর্যোস্তি স তেনৈবানুভূয়তে স্বাতিরিক্তানুভবং নাপেক্ষতে। অন্যথা অনবস্থাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

দ্বিতীয়তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমুপপাদিতমুপসংহরতি মুক্তমিতি ইতি উক্তবিধয়া বোধ্যমিতি শেষঃ। জগৎস্থিতের্ধনস্থানীয়ায়াঃ কোশগৃহস্থানীয়ং ব্রহ্ম আকাশোদরস্বচ্ছং বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তথাস্তি ব্রহ্মজগতোর্ন্ন মনাগপি ভিন্নতা ॥ ১৯ ॥
সলিলান্তর্যথা বীচির্ম্মৃদোন্তর্ঘটকো যথা ।
তথা যত্র জগৎসত্তা তৎ কথং খাত্মকং ভবেৎ ॥ ২০ ॥
ভূজলাদ্যুপমানশ্রীঃ সাকারান্তা সমা ন সা ।
ব্রহ্ম ত্বাকাশবিশদং তস্যান্তঃস্থং তথৈব তৎ ॥ ২১ ॥
তস্মাৎ যাদৃক্ চিদাকাশমাকাশাদপি নির্ম্মলম্ ।
তদন্তঃস্থং তাদৃগেব জগচ্ছব্দার্থভাগপি ॥ ২২ ॥
মরীচেন্তর্যথা তৈক্ষ্ম্যমৃতে ভোক্তুর্ন্ন লক্ষ্যতে ।
চিন্মাত্রত্বং চিদাকাশে তথা চেত্যকলাং বিনা ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্চিদপ্যচিদ্রূপং চেত্যরিক্তং তদাত্মনি ।
জগত্তা তাদৃগেবেয়ং তাবন্মাত্রাত্মতাবশাৎ ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যোপান্ত্যপ্রশ্নোত্তরমাহ বিলুপ্তেতি। মধ্যস্থোদরস্থ ॥ ১৯ ॥

অন্তোঘটোঘটকঃ। সিংহাবলোকনন্যায়েনাহ তৎকথমিতি। খাত্মকং শূন্যম্ ॥ ২০ ॥

নন্বু জলান্তঃস্থিতায়া ভুবোঘটাদ্যন্তর্গতজলাদের্ব্বা আধারস্বভাবত্বাদর্শনাৎ কথং ব্রহ্মান্তর্গতজগতস্তদা ব্রহ্মস্বভাবতা তত্রাহ ভূজলাদীতি। ত্বদুক্তা ভূজলাদ্যুপমানশ্রীর্ন সমা যতঃ সাকারমন্তোবসানং দর্শনাবধির্গস্যাস্তথাবিধা। তস্য নিরাকারস্য ব্রহ্মণোন্তঃস্থং তৎ জগত্তু বিলীনত্বান্নিরাকারমেবেতি তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

উক্তমেবার্থং স্ফুটমাহ তস্মাদিতি ॥ ২২ ॥

অতএব চতুর্থপ্রশ্নোপি নিরাকৃত ইত্যাহ মরীচ ইতি। সত্যং দৃশ্যাতিরিক্তমেব দর্শনত্বেন প্রসিদ্ধং তত্তু দৃশ্যাভাবে ন দর্শনত্বব্যবহারার্হমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাদিতি। অতএব চিদাদিশব্দাঃ প্রতীচি লক্ষণয়ৈব প্রবর্ত্তন্তে ন মুখ্যাবৃত্ত্যেতি ভাবঃ। যথা জগল্লয়ে চিতস্তদ্বিষয়তা লক্ষণা চিত্তা নিবর্ত্ততে এবং চিদ্বিষয়ত্বলক্ষণা জগতো জগত্তাপীত্যাহ জগত্তেতি। তাবন্মাত্রাত্মতাবশাৎ বহীরূপালোকা অন্তর্ম্মনস্কারাশ্চ তন্ময়া ইত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ২৪ ॥

রূপালোকমনস্কারাস্তন্ময়া এব নেতরৎ।
যথাস্থিতমতোবিশ্বং সুষুপ্তং তুর্য্যমেব বা ॥ ২৫ ॥
তেন যোগী সুষুপ্তাত্মা ব্যবহার্য্যপি শান্তধীঃ।
আস্তে ব্রহ্ম নিরাভাসং সর্ব্বাভাসসমুদ্গকঃ ॥ ২৬ ॥
আকারিণি যথা সৌম্যে স্থিতাস্তোয়ে মহোর্ম্ময়ঃ।
অনাকৃতৌ তথা বিশ্বং স্থিতং তৎসদৃশং পরে ॥ ২৭ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি যত্তৎপূর্ণং নিরাকৃতি।
ব্রহ্মণোবিশ্বমাভাতং তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতম্ ॥ ২৮ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি সংস্থিতং পূর্ণমেব তৎ।
অতোবিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ ॥ ২৯ ॥
চেত্যাসম্ভবতস্তস্মিন্ যদেকা জগদর্থতা।

বক্ষ্যমাণাসু সপ্তসু পঞ্চম্যন্তভূমিকাগতানাং সুষুপ্তমুত্তরয়োস্তুর্য্যম্ ॥ ২৫ ॥

উক্তার্থমেব পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধাভ্যাং স্পষ্টমাহ তেনেতি সর্ব্বাভাসানাং সংস্কারাণাং সমুদ্গকঃ সম্পুটকঃ ॥ ২৬ ॥

অনাকারব্রহ্মাত্মনা কথং সাকারজগৎসত্ত্বেত্যাশঙ্ক্য যথা নানাকারাণামূর্ম্মীণামেকাকারজলাত্মনেত্যবিরোধ ইত্যভিপ্রেত্যাহ আকারিণীতি। সৌম্যে নিশ্চলত্বাৎ প্রসন্নে ॥ ২৭ ॥

এবমুপাধিভূতস্য জগতঃ কারণাব্যতিরেকমুক্ত্বা তদুপাধিকজীবস্যাপি তমাহ পূর্ণাদিতি। যৎ পূর্ণাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাদৌপাধিকভেদেন জীবভাবেন প্রসরতি তৎ পরমার্থতঃ পূর্ণমেব। তত্র সাকারস্য পূর্ণত্বাযোগাৎ যৎ পূর্ণং তন্নিরাকৃতি। যদি পূর্ণং তর্হি কিমর্থং বিশ্বাত্মনা জীবভাবেন চাভাতং তত্রাহ বদিতি। যৎ বিশ্বাত্মনা ভাতং তদ্ধি স্বার্থং স্বস্বরূপলাভপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে বিচক্ষিতম্ দিদৃক্ষিতম্। ক্রমাদধিকারিশরীরপ্রাপ্ত্যা স্বতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণাজ্ঞানতিরোহিতস্বাত্মলাভার্থং জগজ্জীবভাবেন প্রসরতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়ে"তি ॥ ২৮ ॥

কথং তদ্দিদৃক্ষিতং তদাহ পূর্ণাদিতি। উক্তার্থম্ ॥ ২৯ ॥

যৎ যস্মাৎ কারণাৎ জগচ্ছব্দার্থতা একা একরসা সম্পন্নেত্যর্থঃ। পদে

আস্বাদকাসম্ভবতো মরীচেঃ কৈব তীক্ষ্ণতা ॥ ৩০ ॥
সত্যেবেয়মসত্যৈব চিত্তচেত্যাদিতা পরে।
তদ্ভাবাৎ প্রতিবিম্বস্য প্রতিবিম্বার্হতা কুতঃ ॥ ৩১ ॥
পরমাণোরপি পরং তদণীয়োহ্যণীয়সঃ।
শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরং শান্তং তদাকাশোদরাদপি ॥ ৩২ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্ন-রূপত্বাদতিবিস্তৃতম্।
তদনাদ্যং তমাভাসং ভাসনীয়বিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥
চিদ্রূপমেব নো যত্র লভ্যতে তত্র জীবতা।
কথং স্যাৎ চিত্ততাকারা বাসনা নিত্যরূপিণী ॥ ৩৪ ॥
চিদ্রূপানুদয়াদেব তত্র নাস্ত্যেব জীবতা।
ন বুদ্ধিতা চিত্ততা বা নেন্দ্রিয়ত্বং ন বাসনা ॥ ৩৫ ॥
এবমিত্থং মহারম্ভপূর্ণমপ্যজরং পদম্।
অস্মদ্দৃষ্ট্যা স্থিতং শান্তং শূন্যমাকাশতোঽধিকম্ ॥ ৩৬ ॥

রামউবাচ।

পরমার্থস্য কিং রূপং তস্যানন্তচিদাকৃতেঃ।

ইতি পাঠে কা ইত্যপহ্নবে ॥ ৩০ ॥

একরসত্বাদেব চিত্তচেত্যাদিনানারসতাঽসত্যৈব সত্যেব প্রতিভাসত ইত্যর্থঃ। এবঞ্চোপাধ্যভাবে প্রতিবিম্বজীবভাবার্হতা কুতোনাস্ত্যেবেতি জীবোবা ন কথং ভবেদিতি শঙ্কাপি নিরস্তেতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

জীবোহি অণুর্ম্মধ্যমপরিমাণোবা পুণ্যপাপাদিদূষিতত্বাদশুদ্ধঃ স্বভাসনীয়বিষয়ভোক্তা প্রসিদ্ধস্তত্তু তদ্বিপরীতমিত্যাহ পরমাণোরপীতিদ্বাভ্যাম্ ॥৩২-৩৩॥

নন্বিদম্প্রপাস্বলক্ষণচিদ্রূপত্বমেব ন সহতে তদনুকূলপ্রতিকূলবিষয়ভোক্তৃতালক্ষণং জীবত্বং সুতরামিত্যাহ চিদ্রূপমিতি। এতেন কথং ন বুদ্ধিতত্ত্বং স্যাৎ কথং বা ন মনোভবেদিতি শঙ্কাপি প্রত্যুক্তেত্যাহ কথমিতি ॥ ৩৪ ॥

উক্তমেব স্পষ্টয়তি চিদ্রূপেতি ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানে ফলিতমুপসংহরতি এবমিতি ॥ ৩৬ ॥

এবং সমাহিতোরামঃ সমাহিতে চেতসি যেন রূপেণ তদপরোক্ষমনুভবিতুং

পুনরেতন্মমাচক্ষ্ব নিপুণং বোধবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ সর্ব্বকারণকারণম্।
শিষ্যতে পরমং ব্রহ্ম তদিদং বর্ণ্যতে শৃণু ॥ ৩৮ ॥
নাশয়িত্বা স্বমাত্মানং মনসোবৃত্তিসংক্ষয়ে।
সদ্রূপং যদনাখ্যেয়ং তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ ॥ ৩৯ ॥
নাস্তি দৃশ্যং জগদ্দ্রষ্টা দৃশ্যাভাবাদ্বিলীনবৎ।
ভাতীতি ভাসনং যৎ স্যাৎ তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ ॥ ৪০ ॥
চিতের্জ্জীবস্বভাবায়া যদচেত্যোন্মুখং বপুঃ।
চিন্মাত্রং বিমলং শান্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
অঙ্গলগ্নেপি বাতাদৌ স্পর্শাদ্যনুভবং বিনা।
জীবতশ্চেতসোরূপং যত্তদ্বৈ পরমাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥

শক্যং তদসাধারণং রূপং পরিচেতুকামঃ পুনঃ পৃচ্ছতি পরমার্থস্যেতি ॥ ৩৭ ॥

তদিদমপরোক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

যথা সমাধৌ নিরোধেন বৃত্তিসংক্ষয়ে সতি নিরিন্ধনাগ্নিবৎ মনসঃ স্বমাত্মানং মনঃস্বরূপমপি নাশয়িত্বা যদনাখ্যেয়ং স্বপ্রকাশসদ্রূপমবশিষ্যতে তদিত্যর্থঃ॥৩৯॥

এবং নির্ব্বিকল্পসমাধ্যারম্ভে দৃশ্যাভাবাৎ দ্রষ্টা প্রমাতাপি বিলীনবদ্ভাতীতি-ত্রিপুটীলয়ভাসনং সাক্ষিরূপং তদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

এবং সমাধিব্যুত্থানপ্রাক্কালে ভাবিজীবস্বভাবায়া শ্চিতেরচেত্যোন্মুখং যৎ বপুঃ স্বরূপং তদিত্যর্থঃ। যদ্যপি সমাধিমধ্যকালেপি স্ফুরৎপরমাত্মরূপমেব তথাপি তদপি সূক্ষ্মত্বাৎ ন আরুরুক্ষুণাভ্যাসদশায়াং লক্ষয়িতুং শক্যমিত্যাদ্যন্ত-প্রদর্শনম্ ॥ ৪১ ॥

ইদানীমারূঢ়ানুভবসিদ্ধতন্মধ্যস্ফুরদ্রূপেণাপি তদ্দর্শয়তি অঙ্গেতি। ব্রহ্মাকারা বিচ্ছিন্না পরোক্ষবৃত্তিমত্ত্বাচ্চেতসোজীবত এব চিত্তে জীবত্যেব সতি ক্ষীরোদকবৎ ব্রহ্মণ্যৈকরস্যেন তিরোভূতত্বাচ্চিত্তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ। ষষ্ঠী চানাদর ইতি ভাবলক্ষণে ষষ্ঠী। বাতাদৌ অঙ্গলগ্নেপি তৎস্পর্শাদ্যনুভবং বিনা স্ফুরৎ

অস্বপ্নায়া অনন্তায়া অজড়ায়া মনঃস্থিতেঃ।
যদ্রূপং চিরনিদ্রায়াস্তত্তদানঘ শিষ্যতে ॥ ৪৩ ॥
যদ্ব্যোম্নোহৃদয়ং যদ্বা শিলায়াঃ পবনস্য চ।
তস্যাচেত্যস্য চিদ্ব্যোম্নস্তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
অচেত্যস্যামনস্কস্য জীবতোযা স্বভাবতঃ।
স্যাৎ স্থিতিঃ সা পরা শান্তা সত্তা তস্যাদ্যবস্তুনঃ ॥ ৪৫ ॥
চিৎপ্রকাশস্য যন্মধ্যং প্রকাশস্যাপি খস্য বা।
দর্শনস্য চ যন্মধ্যং তদ্রূপং ব্রহ্মণোবিদুঃ ॥ ৪৬ ॥

যদ্রূপং তদেব তদ্রূপমিত্যর্থঃ। কচিত্তু পুস্তকে এতৎপূর্ব্বার্দ্ধস্থানে অঙ্গুষ্ঠস্থাথ-বাঙ্গুল্যা বাতাদ্যস্পর্শনে সতীতি পঠাতে তত্রাঙ্গুষ্ঠস্য তথাঙ্গুল্যাশ্চ যে বাতাদয়ো নোদনাদিব্যাপারাস্তেষামস্পর্শনে স্পর্শাপ্রতিসন্ধানে সতীত্যর্থঃ। বা গতি-গন্ধনয়োঃ ভাবে ক্তঃ ॥ ৪২ ॥

ইদানীং যোগাভ্যাসবিধুরাণামপ্যনুভবপথং যথারোহতি তথাহ অস্বপ্নায়া ইতি। স্বপ্নদর্শনশূন্যা মশকমৎকুণাদ্যবিচ্ছিন্না মনোবিশ্রান্তিহেতুর্যা সুষুপ্তিঃ সৈব চেতসোজাড্যহীনা চিরং সম্ভাব্যেত তদ্রূপং প্রলয়ে অবশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্যোম্নোহৃদয়ং রহস্যং শূন্যত্বং পবনস্য হৃদয়মন্তর্ব্বহিঃপূর্ণত্বং শিলায়াস্তু ঘনত্বং তস্যৈবাচেত্যস্য চেত্যভিন্নস্য চেত্যরহিতস্য চ চিদ্ব্যোম্নঃ সতোযদ্রূপং ভবেৎ তত্তদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিং বহুনা সর্ব্বস্যাপি জীবতশ্চেত্যচিত্তপরিত্যাগে যা স্থিতিঃ পরিশিষ্যতে সা তদ্রূপমিত্যাহ অচেত্যস্যেতি ॥ ৪৫ ॥

যৎ দ্রষ্টৃকোটৌ অন্নময়াস্তে আত্মতয়া প্রসৃতস্য চিৎপ্রকাশস্যৈকৈককোশ-বিবেকেন পর্য্যালোচ্যমানস্যানন্দময়কোশস্যাপ্যান্তরত্বাৎ মধ্যং দৃশ্যকোটৌ চ মূর্ত্তপ্রপঞ্চসারভূতাদিত্যাত্মকপ্রকাশস্যামূর্ত্তপ্রপঞ্চসারভূতস্য খস্যাকাশস্য লিঙ্গ-সমষ্ট্যাত্মনোহব্যাকৃতাকাশস্য বা আন্তরত্বাৎ যন্মধ্যং দর্শনস্য চাক্ষুষাদিবৃত্তি-রূপস্য চান্তঃস্ফুরণরূপত্বাৎ যন্মধ্যং ক্রমাদানন্দসচ্চিদ্রূপং প্রসিদ্ধং তদিত্যর্থঃ। তথাচ তৈত্তিরীয়াণামুপনিষদি অন্নময়াদীনাং কোশানামান্তরমানন্দময়কোশং

বেদনস্থ প্রকাশস্য দৃশ্যস্য তমসস্তথা।
বেদনং যদনাদ্যন্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪৭ ॥
যতোজগদুদেতীব নিত্যানুদিতরূপ্যপি।
বিভিন্নবদিবাভিন্নং তদ্রূপং পরমার্থকম্ ॥ ৪৮ ॥
ব্যবহারপরস্যাপি যৎ পাষাণবদাসনম্।
অব্যোম্ন এব ব্যোমত্বং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥ ৪৯ ॥
বেদ্যবেদনবেত্তৃত্বরূপত্রয়মিদং পুরঃ।
যত্রোদেত্যস্তমায়াতি তত্তৎ পরমদুর্লভম্ ॥ ৫০ ॥
বেদ্যবেদনবেত্তৃত্বং যত্রেদং প্রতিবিম্বতি।
অবুদ্ধ্যাদৌ মহাদর্শে তদ্রূপং পরমং স্মৃতম্ ॥ ৫১ ॥
মনঃ স্বপ্নেন্দ্রিয়ৈর্ম্মুক্তং যদ্রূপং স্যাৎ মহাচিতেঃ।
জঙ্গমে স্থাবরে বাপি তৎ সর্ব্বান্তেঽবশিষ্যতে ॥ ৫২ ॥

প্রদর্শ্য "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ মোদোদক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠে"তি তস্যাপ্যান্তরং ব্রহ্ম দর্শিতম্। বৃহদারণ্যকে চ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চে"তি প্রস্তুত্য "তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈষ রসো য এষ তপতি তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষ" ইতি তদুভয়সারং প্রদর্শ্য"অথাত আদেশো নেতি নেতী"তি মূর্ত্তামূর্ত্তারোপাধিষ্ঠানং তদান্তরং ব্রহ্ম তন্নিষেধেন দর্শিতম্। "প্রতিবোধবিদিতং মত"মিতি তলবকারিণামুপনিষদি ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্ত্যান্তরত্বমুক্তমিতি ॥ ৪৬ ॥

বুদ্ধিবৃত্তেরর্থস্ফুরণস্য বিষয়স্যাজ্ঞানস্য চ যৎ সাক্ষিভূতং বেদনং তেষামাদ্যন্ত প্রথাত্বাদনাদ্যন্তং তদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ৪৮ ॥

মায়িকব্যবহারপরস্যাপি জ্ঞস্যেশ্বরস্য বা যৎ পাষাণবদচলমাসনম্। অচ্ছিদ্রস্যৈব সর্ব্বজগদবকাশদাতৃত্বাদ্ব্যোমত্বং যস্যেতি শেষস্তদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বেদ্যাদিত্রিপুটীজন্মাদিনিমিত্তং যৎ সচ্চিদাত্মরূপং তদেব তদিত্যাহ বেদ্যেতি ॥ ৫০ ॥

নিমিত্ততাপি ন পরিণামেন কিন্তু বিবর্ত্তভাবেনেত্যাহ বেদ্যেতি ॥ ৫১ ॥

স্বপ্নৈরিন্দ্রিয়োপলক্ষিতজাগরৈশ্চ মুক্তং মনো যৎ সুষুপ্তাত্মরূপং স্যাৎ

স্থাবরাণাং হি যদ্রূপং তচ্চেদ্বোধময়ং ভবেৎ।
মনোবুদ্ধ্যাদিনির্ম্মুক্তং তৎ পরেণোপমীয়তে ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মার্কবিষ্ণুহরশক্রসদাশিবাদি-
শান্তৌ শিবং পরমেতদিহৈকমাস্তে।
সর্ব্বোপধিব্যয়বশাদবিকল্পরূপং
চৈতন্যমাত্রময়মুজ্ঝিতবিশ্বসঙ্গম্ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মহাকল্পান্তাবশিষ্টপরমভাববর্ণনং নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

তদেব স্থাবরে জঙ্গমে চ দৃশ্যপ্রলয়কালে অবশিষ্যতে ॥ ৫২ ॥

স্থাবরাণাং রূপমচলস্বভাবঃ। পরেণ পরমাত্মনা ॥ ৫৩ ॥

উক্তং প্রলয়াত্মতত্ত্বাবস্থানমুপসংহরতি ব্রহ্মেতি। এতৎ সর্ব্বানুভবসিদ্ধ-প্রত্যগাত্মভূতম্। ইহ অস্মিন্ জগতি। সর্ব্বোপধিব্যয়ঃ সর্ব্বোপাধিলয়ঃ। মায়াসম্বলনাৎ প্রাচুর্য্যে ময়ট্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥
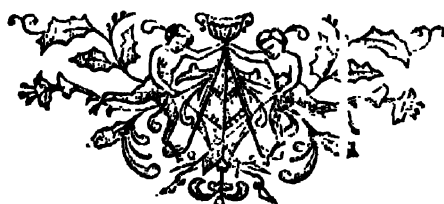
একাদশঃ সর্গঃ।

রামউবাচ।

ইদং রূপমিদং দৃশ্যং জগন্নাস্তীতি ভাস্বরম্।
মহাপ্রলয়সম্প্রাপ্তৌ ভো ব্রহ্মন্ কেব তিষ্ঠতি॥ ১॥

বশিষ্ঠউবাচ।

কুত আয়াতি কীদৃগ্ বা বন্ধ্যাপুত্রঃ ক্ব গচ্ছতি।
ক্ব যাতি কুত আয়াতি বদ বা ব্যোমকাননম্॥ ২॥

রামউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রোব্যোমবনং নৈবাস্তি ন ভবিষ্যতি।

সদধিষ্ঠানতঃ সত্তা প্রলয়েঽপি ন বার্য্যতে।
স্বতন্ত্র সত্তা জগতঃ সর্গেপ্যত্র নিবার্য্যতে॥ ১॥

নম্বস্ত প্রলয়ে জগৎ সত্তাসামান্যাত্মকব্রহ্মমাত্রপরিশেষাৎ প্রাতিস্বিকসত্তয়া জগতোনিবৃত্তাবপি তাদ্রূপ্যেণ সত্তা সর্গে তু প্রলয়বৈলক্ষণ্যস্ত সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ স্বতন্ত্রসত্তাপ্যপরা বাচ্যা। তথাচ তয়োপেতং জগৎ ব্রহ্মণি নিবর্ত্তমানমন্তত্র তিষ্ঠতীত্যেব সম্ভাব্যতে। নাভাবোবিদ্যতে সত ইতি সতোঽসত্বস্ত স্বয়ৈব বারিতত্বাৎ। তথাচ যত্র তিষ্ঠতি তদেব জগতঃ পরায়ণমুপদিশ্যতামিতি মন্তমানঃ শ্রীরাম উবাচ ইদমিতি। ইদমেবং বিধং চতুর্দ্দশভুবনদেবনরাসুরতির্য্যগাদ্যনন্তবিস্তাররূপং যস্ত ইদমিত্থং ভাস্বরং স্ফুটতরং দৃশ্যং প্রত্যক্ষাদিদৃঢ়ীকৃতং জগৎ মহাপ্রলয়সম্প্রাপ্তৌ ক ইব তিষ্ঠতি তদ্বদেতি শেষঃ। গচ্ছতীতি পাঠেঽপি প্রাপ্ত্যর্থস্ত গমেরুক্ত এবার্থঃ॥ ১॥

সর্ব্বপদার্থানামুৎপত্তিকালে যদি পৃথক্সত্তয়া কুতশ্চিদাগমনং স্যাৎ তর্হি তস্য প্রলয়েঽন্যত্র গমনং তত্র স্থিতিশ্চ স্যাৎ তদেব তাবৎ বন্ধ্যাপুত্রবদস্য নাস্তীত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উবাচ কুতইতি॥ ২॥

রামোদৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যং শঙ্কতে বন্ধ্যেতি। তাৎকালিকস্বসত্তা

কীদৃশী দৃশ্যতা তস্য কীদৃশী তস্য নাস্তিতা ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রব্যোমবনে যথা নস্তঃ কদাচন।
জগদাদ্যখিলং দৃশ্যং তথা নাস্তি কদাচন ॥ ৪ ॥
ন চোৎপন্নং ন চ ধ্বংসি যৎ কিলাদৌ ন বিদ্যতে।
উৎপত্তিঃ কীদৃশী তস্য নাশশব্দস্য কা কথা ॥ ৫ ॥

রামউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রনভোবৃক্ষকল্পনা তাবদস্তি হি।
সা যথা নাশজন্মাঢ্যা তথৈবেদং ন কিং ভবেৎ ॥ ৬

বশিষ্ঠউবাচ।

তুল্যস্যাতুলদুঃস্থস্য ভাবকৈঃ কিল তোলনম্।

ভবিষ্যৎকালিকসত্তা প্রত্যক্ষবেদ্যতা চ তয়োর্নাস্তীতি বৈষম্যমিতি প্রতিযোগ্যস্তিত্বাপ্রসিদ্ধৌ নাস্তিতাপি তয়োর্দুর্বচেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যদ্যেবং তর্হি জগদপি স্বসত্তয়া নাস্তি ন ভবিষ্যতি ন দৃশ্যমপীতি তস্য তৎ সাম্যমেবেতি বশিষ্ঠ আহ বন্ধ্যেতি ॥ ৪ ॥

সত্তাভাবে উৎপত্ত্যাদ্যপি জগতো ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ ন চেতি ॥ ৫ ॥

নন্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধোৎপত্ত্যাদিমতোজগতো ন বন্ধ্যাপুত্রাদিরুপমানম্। অত্যন্তাসত উপমানত্বাদর্শনাচ্চ অতঃ পরিশেষাদ্বিকল্পরূপস্তৎপ্রত্যয় এবোপমানং জন্মনাশাদিমত্ত্বেন তস্য জগৎসাধর্ম্ম্যসম্ভবাদিতি রামঃ শঙ্কতে বন্ধ্যেতি ॥ ৬ ॥

স্যাৎ তস্যোপমানতা যদ্যুপমেয়জগদন্তঃপাতো ন স্যাৎ। তদন্তঃপাতে তু তস্য নোপমানতাসম্ভব ইত্যপরমার্থসতোজগতোমদুক্ত এব দৃষ্টান্তঃ পরিশিষ্যত ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠউবাচ তুল্যস্যেতি। তুল্যস্যোপমাতুমিষ্টস্য দৃশ্যস্যোপমেয়বহির্ভূততুলাহলাভেন দুঃস্থস্যোপমাতুমশক্যস্যোপমেয়কোটিপ্রবিষ্টৈর্ভাবকৈর্যস্তোলনমুপমাবচনং তৎ নিরন্বয়া অনন্বয়ালঙ্কারোদাহরণভূতা যথা উক্তিস্তথৈব। যথা গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপম ইত্যুক্তিরনুপমত্বে পর্য্যবস্যতি তথৈব স্যাদিতি ন বিকল্পকল্পনাদৃষ্টান্তঃ। অতোজগতঃ পৃথক্‌সত্তা যথা মদুক্তবন্ধ্যাপুত্রাদিসত্তা তথৈবেত্যর্থঃ। অসতঃ সদ্দৃষ্টান্তত্বাদর্শনেপ্যসদ্দৃষ্টান্ততা ন বিরুধ্যতে

নিরন্বয়া যথৈবোক্তির্জ্জগৎসত্তা তথৈব হি ॥ ৭ ॥
যথা সৌবর্ণকটকে দৃশ্যমানমিদং স্ফুটম্।
কটকত্বস্তু নৈবাস্তি জগত্ত্বং ন তথা পরে ॥ ৮ ॥
আকাশে চ যথা নাস্তি শূন্যত্বং ব্যতিরেকবৎ।
জগত্ত্বং ব্রহ্মণি তথা নাস্ত্যেবাপ্যুপলব্ধিমৎ ॥ ৯ ॥
কজ্জলাম্ন যথা কার্ষ্ণ্যং শৈত্যঞ্চ ন যথা হিমাৎ।
পৃথগেবং ভবেদ্বুদ্ধং জগন্নাস্তি পরে পদে ॥ ১০ ॥
যথা শৈত্যং ন শশিনো ন হিমাদ্ব্যতিরিচ্যতে।
ব্রহ্মণো ন তথা সর্গো বিদ্যতে ব্যতিরেকবান্ ॥ ১১ ॥
মরুনদ্যাং যথা তোয়ং দ্বিতীয়েন্দৌ যথেন্দুতা।
নাস্ত্যেবেহ জগন্নাম দৃষ্টমপ্যমলাত্মনি ॥ ১২ ॥
আদাবেব হি যন্নাস্তি কারণাসম্ভবাৎ স্বয়ম্।
বর্ত্তমানেপি তন্নাস্তি নাশঃ স্যাৎ তত্র কীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥
ক্বাসম্ভবদ্ভূতজাড্যং পৃথ্ব্যাদের্জ্জড়বস্তুনঃ।
কারণং ভবিতুং শক্তং ছায়ায়াশ্চাতপোযথা ॥ ১৪ ॥
কারণাভাবতঃ কার্য্যং নেদং তৎ কিঞ্চনোদিতম্।

বন্ধ্যাপুত্র ইব খপুষ্পমসদিত্যুক্তিদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

নন্থ প্রত্যক্ষমুপলভ্যমানস্য কথমসত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সম্যগ্দর্শনে বাধদৃষ্টেরসত্ত্বং বহুতরদৃষ্টান্তেষু প্রসিদ্ধমিত্যাহ কটকত্বমিত্যাদিপঞ্চভিঃ ॥ ৮ ॥

ব্যতিরেকোভেদস্তদ্বৎ। উপলব্ধিমদুপলভ্যমানমপি ॥ ৯-১১ ॥

দৃষ্টং অনুভূয়মানমপি ॥ ১২-১৩ ॥

কথং কারণাসম্ভবস্তমাহ কেতি। পৃথ্ব্যাদের্জ্জড়বস্তুনোহি জড়মেব কারণং ভবিতুং শক্তং তদ্বসম্ভবৎভূতজাড্যং ব্রহ্ম। কচিদপি স্ববিরুদ্ধপরিণামাদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

পরিণামদৃষ্ট্যা নেদং কিঞ্চিদুদিতং বিবর্ত্তদৃষ্ট্যা তু যদ্যপি বিরুদ্ধারোপোপি সম্ভবতি তথাপি তৎকারণমেবেত্থং জগদ্ভাবেনাবস্থিতং ন পৃথক্কার্য্যসত্তাস্তী-

যত্তৎ কারণমেবাস্তি তদেবেত্থমবস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
অজ্ঞানমেব যদ্ভাতি সম্বিদাভাসমেব তৎ।
যজ্জগদ্দৃশ্যতে স্বপ্নে সম্বিৎকচনমেব তৎ ॥ ১৬ ॥
সম্বিৎকচনমেবান্তর্যথা স্বপ্নে জগদ্ভ্রমঃ।
সর্গাদৌ ব্রহ্মণি তথা জগৎকচনমাততম্ ॥ ১৭ ॥
যদিদং দৃশ্যতেকিঞ্চিৎ সদেবাত্মনি সংশ্রিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ১৮ ॥
যথা দ্রবত্বং সলিলং স্পন্দনং পবনোযথা।
যথা প্রকাশ আভাসো ব্রহ্মৈব ত্রিজগৎ তথা ॥ ১৯ ॥
যথাপুরমিবাস্তেন্তর্ব্বিদেব স্বপ্নসম্বিদঃ।
তথা জগদিবাভাতি স্বাত্মৈব পরমাত্মনি ॥ ২০ ॥

রামউবাচ।

এবং চেৎ তৎ কথং ব্রহ্মন্ সুঘনপ্রত্যয়ং বদ।

ত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নম্বজ্ঞানমেব তর্হি পরিণামিকারণমস্তীতি কথং কারণাভাবস্তত্রাহ অজ্ঞানমেবেতি। যদজ্ঞানমেব জগদাকারপরিণতং ভাতীত্যুচ্যতে তৎ সম্বিদং জগদাত্মনা আভাসয়তীতি সম্বিদাভাসম্। সম্বিদমেব জগদাত্মনা বিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। অজ্ঞানপরিণামস্য সম্বিদ্বিবর্ত্তত্বমেব স্বপ্নে প্রসিদ্ধমিত্যাহ যদিতি ॥ ১৬ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ সম্বিদিতি ॥ ১৭ ॥

তথাচ জগতোব্রহ্মমাত্রত্বং যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ সিদ্ধমিত্যাহ যদিদমিতি আত্মনি পরমার্থস্বভাবে ॥ ১৮-১৯ ॥

স্বপ্নসম্বিদঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরন্তর্গতা বিৎ চৈতন্যমেব পুরমিব যথা আস্তে ॥ ২০ ॥

জগৎপ্রত্যয়স্য সুঘনত্বেন স্বপ্নস্য চ কাৎস্নেনানভিব্যক্ততয়া পেলবত্বেন বৈষম্যং দ্রষ্টৃদৃশ্যসম্বন্ধস্য চ স্বাভাবিকত্বেনানিবার্য্যত্বাৎ মুক্ত্যসম্ভবঞ্চ রামঃ শঙ্কতে এবঞ্চেদিত্যাদিনা। ইদং দৃশ্যবিষং এবমুক্তরীত্যা স্বপ্নানুভূতিবদসচ্চেদাকল্পান্তং ব্যবহারাবিসম্বাদার্হং সুঘনং দৃঢ়মিতি প্রত্যয়োযস্মিন্ তথাবিধং কথং জাতমিত্যর্থঃ। স্বপ্নানুভূতিমদিতি পাঠেপি স্বদৃষ্টান্ততয়া স্বপ্নানুভূতিবৎ

ইদং দৃশ্যবিষং জাতমসৎস্বপ্নানুভূতিবৎ ॥ ২১ ॥
সতি দৃশ্যে কিল দ্রষ্টা সতি দ্রষ্টরি দৃশ্যতা।
একসত্ত্বে দ্বয়োর্ব্বন্ধোমুক্তিরেকক্ষয়ে দ্বয়োঃ ॥ ২২ ॥
অত্যন্তাসম্ভবোযাবৎ বুদ্ধোদৃশ্যস্য ন ক্ষয়ঃ।
তাবদ্রষ্টরি দৃশ্যত্বং ন সম্ভবতি মোক্ষধীঃ ॥ ২৩ ॥
দৃশ্যং চেৎ সম্ভবত্যাদৌ পশ্চাৎ ক্ষয়মুপালভেৎ।
তদ্দৃশ্যস্মরণানর্থরূপোবন্ধো ন শাম্যতি ॥ ২৪ ॥
যত্র ক্বচন সংস্থস্য স্বাদর্শস্যেব চিদ্গতেঃ।
প্রতিবিম্বোলগত্যেব সর্ব্বস্মৃতিময়ো হ্যলম্ ॥ ২৫ ॥
আদাবেব হি নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব চেৎ স্বয়ম্।
দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্বভাবত্বাৎ তৎ সম্ভবতি মুক্ততা ॥ ২৬ ॥
তস্মাদসম্ভবন্মুক্তের্ম্মম প্রোৎসার্য্য যুক্তিভিঃ।
অত্যন্তাসম্ভবোযাবৎ কথয়াত্মবিদাম্বর ॥ ২৭ ॥

তৎসদৃশমিত্যেবাৰ্থঃ ॥ ২১ ॥

দ্রষ্টা দুর্ব্বার ইতি শেষঃ। এবমুত্তরবাক্যয়োরপি। দ্বয়োর্ম্মধ্যে একস্য ক্ষয়ে হি মুক্তিঃ স্যাৎ স এব দুর্ঘট ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

কুতোদুর্ঘটস্তত্রাহ অত্যন্তেতি। অত্যন্তং মূলাপরিশেষেণাসম্ভবোযস্য। মূলাবিদ্যাবাধেনাত্যন্তিক ইত্যর্থঃ। দৃশ্যত্বমপরিহার্য্যমিতি শেষঃ। অতোমোক্ষধীর্ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মাস্বত্যন্তাসম্ভবোধঃ সম্ভূতস্যৈব বিদ্যয়া ক্ষয়োস্ত তত্রাহ দৃশ্যমিতি। তৎ তর্হি স্মরণমিব স্মরণং সংস্কারাত্মনা স্থিতস্য পুনরুদ্ভবঃ স এবানর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দৃশ্যপ্রদেশপরিহাণেনৈব দৃশ্যাসম্ভবোপপত্তিশঙ্কায়াস্তু পরিহারস্তস্যৈব প্রাগুক্ত ইত্যাহ যত্রেতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যনুৎপন্নং স্যাৎ তদা দ্রষ্টুশ্চৈতন্যস্য দৃশ্যস্বভাবত্বাৎ মুক্ততা সম্ভবেৎ। নত্বনুৎপন্নমনুভূয়তে অতোন দ্রষ্টুঃ স্বভাবনির্ম্মুক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ মম অসম্ভবন্মুক্তের্ম্মুক্ত্যসম্ভবস্য শঙ্কামিতি শেষঃ। যাবন্নিরূঢ়ঃ স্যাৎ তাবৎ কথয় ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অসদেব সদা ভাতি জগৎ সর্ব্বাত্মকং যথা।
শৃণ্বহং কথয়া রাম দীর্ঘয়া কথয়ামি তে ॥ ২৮ ॥
ব্যবসায়ঃ কথাবাক্যৈর্যাবৎ তত্রানুবর্ণিতম্।
ন বিশ্রাম্যতি তে তাবৎ হৃদি পাংসুর্যথা হ্রদে ॥ ২৯ ॥
অত্যন্তাভাবমস্যাস্ত্বং জগৎসর্গভ্রমস্থিতেঃ।
বুদ্ধ্যৈকধ্যাননিষ্ঠাত্মা ব্যবহারং করিষ্যসি ॥ ৩০ ॥
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গস্থূলসূক্ষ্মচলাচলাঃ।
দৃশস্ত্বাং বেধয়িষ্যন্তি ন মহাদ্রিমিবেষবঃ ॥ ৩১ ॥
স এষোস্ত্যেক এবাত্মা ন দ্বিতীয়াস্তি কল্পনা।
জগদত্র যথোৎপন্নং তত্তে বক্ষ্যামি রাঘব ॥ ৩২ ॥
তস্মাদিমানি সকলানি বিজৃম্ভিতানি
সোপীদমঙ্গ সকলাসকলং মহাত্মা।

যচ্ছঙ্কিতং স্বপ্নবৈষম্যং তস্য বক্ষ্যমাণস্বষ্ট্যাখ্যায়িকয়া সমাধানং বশিষ্ঠঃ প্রতিজানীতে অসদিতি। দীর্ঘয়া মণ্ডপোপাখ্যানাদিবিস্তারিতয়া। যদ্যপি সুঘনপ্রত্যয়ং তথাপ্যসদেব সদাত্মনাবভাতীত্যংশে স্বপ্নসাম্যমস্ত্যেব সুঘনপ্রত্যয়তা তু চিরানুবৃত্ত্যেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যবসায়ঃ পূর্ব্বেষাং ব্যবহারস্তৎকথাবাক্যৈঃ ॥ ২৯ ॥

তেনৈব তে দ্বিতীয়শঙ্কানিরাসতত্বে বিশ্রান্তির্লোকব্যবহারশ্চ সেৎস্যতীত্যাহ অত্যন্তেতি ॥ ৩০ ॥

প্রয়োজনাদিভাবে গৃহ্যন্ত ইতি গ্রহাঃ প্রয়োজনাভাবে তূৎসৃজ্যন্ত ইত্যুৎসর্গাঃ স্থূলসূক্ষ্মাদিবিষয়েষু চলাচলাস্তদনুরূপা দৃশোব্যবহারদৃষ্টয়ো ন বেধয়িষ্যন্তি রাগাদ্যুদ্ভবেন ন পীড়য়িষ্যন্তীত্যর্থঃ। প্রাগ্ব্যাখ্যাতোবার্থোগ্রাহ্যঃ ॥৩১॥

অত্র দ্বিতীয়কল্পনারহিতেপ্যাত্মনি ॥ ৩২ ॥

হে অঙ্গ ইমানি জগন্তি তস্মাদাত্মনঃ সকাশাৎ বিজৃম্ভিতানি আবির্ভূতানি। কিং তটস্থেশ্বরাদিব ভেদেন নেত্যাহ স ইতি। স মহাত্মাপি সকলাসকলং সমষ্টিব্যষ্টিরূপং ইদং বহিরিন্দ্রিয়ৈর্দৃশ্যমানং রূপাবলোকনপ্রকারা-

রূপাবলোকনমনোমননপ্রকারা-
কারাস্পদং স্বয়মুদেতি বিলীয়তে চ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে পরমার্থবর্ণনং নাম
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

স্পন্দমস্তস্ত মনোমননপ্রকারাকারাস্পদং ভূত্বা স্বয়মেবোদেতি বিলীয়তে চ। উদয়বিলয়ভাবেন ভ্রান্ত্যা বিভাব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

এতস্মাৎ পরমাচ্ছান্তাৎ পদাৎ পরমপাবনাৎ ।
যথেদমুত্থিতং বিশ্বং তচ্ছৃণূত্তমযা ধিয়া ॥ ১ ॥
সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ ।
সর্ব্বাত্মকঞ্চ তৎ স্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু ॥ ২ ॥
তস্যানন্তপ্রকাশাত্ম-রূপস্যানন্তচিন্মণেঃ ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ ॥ ৩ ॥
তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি ।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং-মর্শনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪ ॥
ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিতরূপকম্ ।

অত্যন্তাসম্ভবং বক্তুমপবাদেন কৃৎস্নশঃ ।
সর্গস্তদনুরূপোস্মিন্নধ্যারোপঃ প্রপঞ্চ্যতে ॥ ১ ॥

প্রতিজ্ঞাতার্থং বক্তুমুপক্রমমাণঃ শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ এতস্মাদিতি ॥ ১ ॥

যথা প্রতিপুরুষং সুষুপ্তাত্মরূপমেব স্বপ্নবৎ বিবর্ত্ততে তথা ব্রহ্মাপীতি দৃষ্টান্তানুসারিণীয়ং কল্পনেত্যর্থঃ। তত্রৈকপুরুষবাসনামাত্রকার্য্যত্বাৎ স্বপ্নো ন সুঘনপ্রত্যয়ঃ সর্ব্ববাসনাকার্য্যত্বাচ্চ প্রপঞ্চঃ সুঘনপ্রত্যয় ইতি পূর্ব্বশঙ্কাপরিহারমভিপ্রেত্যাহ সর্ব্বাত্মকঞ্চেতি। সর্ব্বাত্মকত্বঞ্চ "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রঃআসীৎ"-ইতি শ্রুতৌ সর্ব্ববাচীদম্পদসামানাধিকরণ্যাৎ। তৎ স্থানং সর্ব্বসুষুপ্তসমষ্টিপ্রলয়াবস্থং ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যৎ যস্মাৎ কারণাৎ বিশ্বং চিন্মণেঃ সত্তামাত্রমাত্মা পরমার্থরূপং যস্য তথাবিধং তৎ তস্মাচ্চেত্যতামিব গচ্ছতীত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

তস্য প্রথমং "স ঐক্ষত লোকানুসৃজা" ইতি শ্রুতিসিদ্ধমীক্ষণভাবং দর্শয়তি তদিত্যাদিত্রিভিঃ। সম্বিদা অহংমর্শনপূর্ব্বকমগৃহীতাত্মকমহঙ্কারাধ্যাসং

আকাশাদণু শুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্ ॥ ৫ ॥
ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতশ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথা ॥ ৬ ॥
ঘনসম্বেদনা পশ্চাৎ ভাবিজীবাদিনামিকা।
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্ ॥ ৭ ॥
সত্ত্বেব ভাবনামাত্রসারা সংসরণোন্মুখী।
তদা বস্তুস্বভাবেন ত্বন্বুতিষ্ঠতি তামিমাম্ ॥ ৮ ॥
সমনন্তরমেবাস্যাঃ খসত্তোদেতি শূন্যতা।
শব্দাদিগুণবীজং সা ভবিষ্যদভিধার্থদা ॥ ৯ ॥

বিনেতি যাবৎ। আকাশাৎ অণু শুদ্ধঞ্চ যৎ বোধনং তৎ সর্ব্বস্মিন্ সৃজ্যবিষয়ে ভাবিনামরূপানুসন্ধানৈঃ কিঞ্চিদুহিতানি রূপকাণি যস্মিংস্তথাবিধং সৎ চেত্যতামিব গচ্ছতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪-৫ ॥

তস্যেক্ষণবৃত্তিতদ্বিষয়োপাধিভ্যামীশ্বরজীবভাবৌ দর্শয়তি তত ইতি। চেত ঈক্ষণাত্মিকা বৃত্তিস্তৎসহিতা চেতনা তদভিব্যক্তচৈতন্যং তদুন্মুখী তৎপ্রধানা সতী চেতয়তীতি চিৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরস্তন্নামযোগ্যেত্যর্থঃ। বাক্‌প্রবৃত্তিবিষয়ধর্ম্মবত্বেন বাগ্ব্যবহারলভ্যতয়া ॥ ৬ ॥

চিরানুবৃত্ত্যা ঘনা দৃঢ়ীভূতা ঈক্ষণসম্বেদনা যস্যাস্তথাবিধা সতী আত্তা গৃহীতা কলনা তদ্বিষয়সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মভাবলক্ষণপরিচ্ছেদকলনা যয়া অতএব পরং পদমপরিচ্ছিন্নভূমাত্মভাবং বিস্মরণেনোজ্ঝতি তদা ভাবিপ্রাণধারণোপাধিকজীবহিরণ্যগর্ভাদিনামিকা সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তথাভাবেঽপি ন ব্রহ্মসত্তায়াঃ স্বরূপক্ষতিরিত্যাহ সত্তেতি। তদা ব্রহ্মসত্তেব ভাবনামাত্রসারা সংসরণোন্মুখী ভবতি ন বিকারাদিক্রিয়াসারেত্যর্থঃ। তৎ কুতস্তত্রাহ বস্তুস্বভাবেনেতি। কথং তর্হি জীবভাবস্তত্রাহ অন্বিতি। তামিমাং সত্তামেবানুসৃত্য রজ্জৌ সর্প ইব জীবভাব উত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইদানীং মহাভূতসর্গং বিবক্ষুঃ প্রথমমাকাশসর্গমাহ সমনন্তরমিতি। অস্যাঃ জীবসত্তায়াঃ সমনন্তরমেব খসত্তা ইতরভূতাবকাশদত্বাৎ শূন্যতাপ্রায়া উদেতি। সূর্য্যাদিসর্গোত্তরং ভবিষ্যন্তীনামাকাশাদ্যভিধানামাসমন্তাৎ কাশতে প্রকাশত ইত্যাদ্যর্থদা ॥ ৯ ॥

অহন্তোদেতি তদনু সহ বৈ কালসত্তয়া ।
ভবিষ্যদভিধার্থেন বীজং মুখ্যজগৎস্থিতেঃ ॥ ১০ ॥
তস্যাঃ শক্তেঃ পরায়াস্তু স্বসম্বেদনমাত্রকম্ ।
এতজ্জালমসদ্রূপং সদিবোদেতি বিস্ফুরৎ ॥ ১১ ॥
এবম্প্রায়াত্মিকা সম্বিদ্বীজং সঙ্কল্পশাখিনঃ ।
ভবত্যহঙ্কারকণস্ততঃ স্পন্দতয়া মরুৎ ॥ ১২ ॥
চিদহন্তাবতী ব্যোমশব্দতন্মাত্রভাবনাৎ ।
খতোঘনীভূয় শনৈঃ খতন্মাত্রং ভবত্যলম্ ॥ ১৩ ॥
ভাবিনামার্থরূপং তদ্বীজং শব্দৌঘশাখিনঃ ।
পদবাক্যপ্রমাণাখ্যং বেদবৃন্দং বিকাসিতম্ ॥ ১৪ ॥

তত্র প্রাগুক্তজীবস্যাহন্তাভিমানং তদা প্রভৃতি দ্বিপরার্দ্ধপরিমিততদায়ুঃ কালকৃপ্তিঞ্চাহ অহন্তেতি । ভবিষ্যদিত্যাদিপূর্ব্ববৎ ॥ ১০ ॥

ইয়মাকাশাহঙ্কারকালসৃষ্টির্ন হিরণ্যগর্ভাদেব কিন্তু তদ্বেষোপহিতপরমাত্মসত্তায়া এব তস্যা এব সর্ব্বকারণত্বাদিত্যাহ—তস্যা ইতি । শক্তিশব্দেনাত্র পরসত্তৈবোচ্যতে । তস্যা অবিকৃতত্বদ্যোতনায় স্বসম্বেদনমাত্রকমিতি ॥ ১১ ॥

এবম্প্রায়াত্মিকা বিয়দহঙ্কারেণ বিয়ৎপ্রায় আত্মা স্বরূপং যস্যাস্তথাবিধা সম্বিৎ বিয়ৎকার্য্যগোচরসঙ্কল্পবৃক্ষস্য বীজমিত্যর্থঃ । অতএব তস্যাহঙ্কারস্য কণ একদেশ ইব পরিচ্ছিন্নস্পন্দশক্তিপ্রধানতয়া মরুৎ বায়ুর্ভবত্যাবির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্যা এব বিয়দহন্তোপহিতপরসত্তায়াঃ সর্ব্বশব্দবীজভূতশব্দতন্মাত্রাত্মতাভাবনাত্তদুৎপত্তিরিত্যাহ চিদিতি । খত আকাশভাবাদতিসূক্ষ্মাদীষদ্ঘনীভূয় খতন্মাত্রং শব্দতন্মাত্রং ভবতীত্যর্থঃ । যদ্যপি সাংখ্যদর্শনপুরাণাদিষু তন্মাত্রতোভূতোৎপত্তিঃ প্রসিদ্ধা তথাপি"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতস্তত্তেজোঽসৃজত"ত্যাদিশ্রুতিষু বিয়দাদীনাং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মোপাদানকত্বশ্রবণাৎ "তদ্যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য" ইত্যাদৌ শব্দসামান্যস্য তদ্বিশেষোপাদানত্বশ্রবণাচ্চাকাশাদেব শব্দসামান্যাত্মকতন্মাত্রোৎপত্তিরুক্তেতি ন দোষঃ ॥ ১৩ ॥

শব্দতন্মাত্রস্য বেদাদিসর্ব্বশব্দবিশেষোপাদানত্বমাহ ভাবীতি ॥ ১৪ ॥

তস্মাদুদেষ্যত্যখিলা জগচ্ছ্রীঃ পরমাত্মনঃ।
শব্দৌঘনির্ম্মিতার্থৌঘপরিণামবিসারিণঃ॥ ১৫॥
চিদেবম্পরিবারা সা জীবশব্দেন কথ্যতে।
ভাবিশব্দার্থজালেন বীজং রূপৌঘশাখিনঃ॥ ১৬॥
চতুর্দ্দশবিধং ভূত-জালমাবলিতান্তরং।
জগজ্জঠরগর্ত্তৌঘং প্রসরিষ্যতি বৈ ততঃ॥ ১৭॥
অনম্প্রাপ্তাভিধাচারা চিৎ জবাৎ প্রস্ফুরদ্বপুঃ।
সা চৈব স্পর্শতন্মাত্রং ভাবনাদ্ভবতি ক্ষণাৎ॥ ১৮॥
পবনস্কন্ধবিস্তারং বীজং স্পর্শৌঘশাখিনঃ।
সর্ব্বভূতক্রিয়াস্পন্দস্তস্মাৎ সম্প্রসরিষ্যতি॥ ১৯॥
তত্রৈব চিদ্বিলাসেন প্রকাশোনুভবাদ্ভবেৎ।

তস্মাৎ বেদভাবাপন্নাৎ পরমাত্মনোজগচ্ছ্রীরুদেষ্যত্যুৎপৎস্যতে। "স ভূরিতি ব্যাহরৎ স ভুবমসৃজৎ এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজত অসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄন"ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

যদুক্তং ভাবিজীবাদিনামিকেতি তদ্বায়ুৎপত্তৌ তস্যৈব প্রাণত্বাৎ তদ্ধারণনিমিত্তেন সিদ্ধমিত্যাহ চিদিতি। এবমুক্তপ্রকারোবায়ুস্তঃসন্ততিপরিবারো যস্যাঃ সা। তস্যাঃ সর্ব্বমূর্ত্ত্যাকারহেতুতামাহ বীজমিতি। রূপমত্র মূর্ত্ত্যাকারঃ॥ ১৬॥

তস্য ব্যষ্টিপ্রাণভাবেনাধ্যাত্মিকসর্ব্বক্রিয়াহেতুত্বমাহ চতুর্দ্দশেতি। চতুর্দ্দশভুবনভেদাচ্চতুর্দ্দশবিধং প্রাণিজালং তত উক্তাৎ প্রাণবায়োর্ন্নির্মিত্তাৎ স্বেন ব্যাপ্তান্তরালং জগজ্জঠরাণি ব্রহ্মাণ্ডোদরাণি তদ্রূপং গর্ত্তৌঘং প্রসরিষ্যতি সঞ্চরিষ্যতি॥ ১৭॥

তস্যৈব বায়ুত্বাভিমানোপহিতচৈতন্যস্য সর্ব্বস্পর্শবিশেষোপাদানস্পর্শতন্মাত্রভাবমাবহপ্রবহাদ্যেকোনপঞ্চাশৎপবনস্কন্ধবিভাগেন সর্ব্বপদার্থক্রিয়াস্পন্দনিমিত্তত্বঞ্চাহ অসম্প্রাপ্তেতি দ্বাভ্যাম্। প্রাগসম্প্রাপ্তাভিধাচারাপি বায়ুভাবাভিমানজবাৎ প্রস্ফুরদ্বপুঃ॥ ১৮-১৯॥

ততস্তৈজস উৎপত্তিমাহ তত্রেতি। চিদ্বিলাসঃ প্রকাশাত্মকত্বভাবনা।

তেজস্তন্মাত্রকং তত্তু ভবিষ্যদভিধার্থকম্ ॥ ২০ ॥
তৎ সূর্য্যাগ্নিবিজৃম্ভাদিবীজমালোকশাখিনঃ।
তস্মাদ্রূপবিভেদেন সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ভাবয়ংস্তনুতামেব রসস্কন্ধ ইবাম্ভসঃ।
স্বদনং তস্য সজ্বস্য রসতন্মাত্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥
ভাবিবারিবিলাসাত্মা তদ্বীজং রসশাখিনঃ।
অন্যোন্যস্বদনে তস্মাৎ সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
ভবিষ্যদ্রূপসঙ্কল্পনামাসৌ কল্পনাত্মকঃ।
সঙ্কল্পাত্মগুণৈর্গন্ধতন্মাত্রত্বং প্রপশ্যতি ॥ ২৪ ॥
ভাবিভূগোলকত্বেন বীজমাকৃতিশাখিনঃ।
সর্ব্বাধারাত্মনস্তস্মাৎ সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
চিতা বিভাব্যমানানি তন্মাত্রাণি পরস্পরম্।

শেষঃ পূর্ব্ববৎ। তেজস্তন্মাত্রকং রূপতন্মাত্রকম্ ॥ ২০ ॥

তৎ তেজঃ। বিজৃম্ভেব ক্ষণব্যাদানা বিদ্যুৎ। আদিপদাচ্চন্দ্রনক্ষত্রাদি ॥২১॥

ততোজলোৎপত্তিমাহ ভাবয়ন্নিতি। স তেজোভূত আত্মা অম্ভসোরসস্কন্ধ ইবাহমস্মীতি তনুতাং তচ্ছরীরতাং পরিচ্ছিন্নতাং বা ভাবয়ন্ সন্তদ্ভাবমাপদ্যত ইতি শেষঃ। তস্য জলাত্মকস্য সজ্বস্য মূর্ত্তদ্রব্যস্য জিহ্বয়া আস্বাদনে মধুরমিদমিতি যৎ স্বদনং তদ্রসবিশেষোপাদানসামান্যরূপত্বাৎ রসতন্মাত্রমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তস্যৈব রসস্যেন্দ্রিয়বিষয়ভাবেনান্যোন্যস্বদনে তদ্বিষয়রাগাভ্যাসবেন পুনঃপুনর্ব্বিষয়ার্জ্জনপ্রবৃত্ত্যাত্মা সংসারঃ প্রসরিষ্যতীত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বত্রাপি ॥ ২৩ ॥

ততঃ পৃথিবীসর্গমাহ ভবিষ্যদিতি। অসৌ জলভাবাপন্নঃ পরমাত্মা পৃথিব্যেবাহমিতি সঙ্কল্পনাত্মকঃ সন্ ভবিষ্যত্তদ্রূপসঙ্কল্পনামা ভূত্বা গন্ধসঙ্কল্পাত্মগুণৈঃ স্বস্য গন্ধতন্মাত্রত্বং প্রপশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তস্যোপযোগমাহ ভাবীতি। ভূগোলকত্বেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকত্বেন জ্যোতিষপ্রসিদ্ধভূগোলকত্বেন বা। আকৃতির্ম্মনুষ্যাদ্যাকারঃ ॥ ২৫ ॥

এবমুৎপন্নানাং ভূতানাং মিশ্রণেন ব্রহ্মাণ্ডাকারপরিণতিমাহ চিতেতি।

স্বয়ং পরিণতান্যন্তরম্বূনীব নিরন্তরম্ ॥ ২৬ ॥
তথৈতানি বিমিশ্রাণি বিবিক্তানি পুনর্যথা।
ন শুদ্ধান্যুপলভ্যন্তে সর্ব্বনাশান্তমেব হি ॥ ২৭ ॥
সম্বিত্তিমাত্ররূপাণি স্থিতানি গগনোদরে।
ভবন্তি বটজালানি যথা বীজকণান্তরে ॥ ২৮ ॥
প্রসবং পরিপশ্যন্তি শতশাখং স্ফুরন্তি চ।
পরমাণ্বন্তরে ভান্তি ক্ষণাৎ কল্পীভবন্তি চ ॥ ২৯ ॥
বিবর্ত্তমেব ধাবন্তি নির্ব্বিবর্ত্তানি সন্তি চ।
চিদ্বেধিতানি সর্ব্বাণি ক্ষণাৎ পিণ্ডীভবন্তি চ ॥ ৩০ ॥
তন্মাত্রগণমেতৎ স্যাৎ সা সঙ্কল্পাত্মিকা চিতিঃ।
বেদনা ত্রসরেণ্বাভমনাকারৈব পশ্যতি ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্তভূতাহংভাবাপন্নয়া চিতা ব্রহ্মাণ্ডাকারেণ বিভাব্যমানানি অন্তর্দ্দশ-গুণোত্তরস্বাবরাণ্যন্তরম্বূনি বুদ্বুদানীব ব্রহ্মাণ্ডাত্মনা পরিণতানীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

কিয়ৎ কালং তেষাং বিমিশ্রভাবেনাবস্থানং তদাহ তথেতি। এতানি ভূতানি তথা বিমিশ্রাণি যথা পুনঃ সর্ব্বনাশপর্য্যন্তং ন বিবিক্তানি শুদ্ধান্যুপ-লভ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মসত্তয়া প্রাক্ সতামেব স্থূলাত্মনাবির্ভাব ইতি সদৃষ্টান্তমাহ সম্বিত্তীতি। গগনমত্রাব্যাকৃতাকাশঃ ॥ ২৮ ॥

নন্থ সূক্ষ্মতমত্বাদনবকাশেষু তন্মাত্রেষু স্থূলাবস্থিতির্ব্বিরুদ্ধা তত্রাহ প্রসব-মিতি। ন বাস্তবং তত্রাবস্থানং কিন্তু মায়িকপ্রসবাদিদর্শনমাত্রং তচ্চ পর-মাণ্বাদ্যন্তরেপি সম্ভবতি। স্বপ্নে সূক্ষ্মতমনাড়ীচ্ছিদ্রেষ্বপি বিশালতমজগদ্দর্শ-নাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

তেষাং স্থূলভাবেপি ন স্বরূপসৌক্ষ্ম্যাপায়োবিবর্ত্তস্যাবিকারকত্বাদিত্যাহ বিবর্ত্তমিতি। তত্র হেতুঃ চিদ্বেধিতানীতি। অবিকারচিদনুবিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। অতএব ন বিলম্ব ইত্যাহ ক্ষণাদিতি। পরিণামপক্ষে হি কুষ্মাণ্ডোপচয় ইব বিলম্বঃ স্যাৎ ॥ ৩০ ॥

উক্তার্থস্মারণেনোপসংহরতি তন্মাত্রেতি। এতৎ উক্তপ্রকারম্। ছান্দসী

বীজং জগৎস্তু ননু পঞ্চকমাত্রমেব
বীজং পরা ব্যবহিতস্থিতিশক্তিরাদ্যা।
বীজং তদেব ভবতীতি সদানুভূতং
চিন্মাত্রমেবমজমাদ্যমতোজগচ্ছ্রীঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে জগদুৎপত্তিবর্ণনং নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ক্লীবতা ॥ ৩১ ॥

ইত্থঞ্চ যদুক্তং ব্রহ্মৈব জগদাকারং ভবতীতি তৎ সিদ্ধমিত্যাহ বীজমিতি। জগতন্তন্মাত্রপঞ্চকং বীজং কারণং তস্য চ বীজং পরেণ পরমাত্মনা অব্যবহিতা সাক্ষাৎ সম্বদ্ধা জগৎস্থিতিহেতুর্ম্মায়াশক্তিরেব। ইত্থঞ্চ তৎপরমাত্মতত্ত্বমেব মায়াশক্ত্যা বীজং ভবৎ মায়াপগমে তদেব ভবতীতি প্রতিজ্ঞাতার্থসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে.উৎপত্তিপ্রকরণে
দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

পরমে ব্রহ্মণি স্ফারে সমে রাম সমস্থিতে।
অনুৎপন্ননভস্তেজস্তমঃসত্তাচিদাত্মনি ॥ ১ ॥
পূর্ব্বং চেত্যত্বকলনং সতশ্চেত্যাংশচেতনাৎ।
উদেতি চিত্তকলনং চিতিশক্তিত্বচেতনাৎ ॥ ২ ॥
ততোজীবত্বকলনং চেত্যসংযোগচেতনাৎ।
ততোঽস্য মায়াকলনং চৈত্যৈকপরতাবশাৎ ॥ ৩ ॥
ততোবুদ্ধিত্বকলন-মহন্তাপরিণামতঃ।
এতদেব মনস্তাদিশব্দতন্মাত্রকাদিমৎ ॥ ৪ ॥

সর্গোক্ত্যা প্রাক্ জগদ্ভাবো বর্ণিতোব্রহ্মণোনৃতঃ।
জীবভাবোধুনা তস্য দেহাদ্যাপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

প্রলয়ে সুষুপ্তাবিব বিলয়েন মায়াশবলব্রহ্মভাবং প্রাপ্তানাং জীবোপাধীনাং পুনরাবির্ভাবক্রমং সহেতুকং বশিষ্ঠ উবাচ পরম ইত্যাদিপঞ্চভিঃ। বিকারকৃতবৈষম্যশূন্যমায়াশবলত্বাৎ সমে সমে চাধিষ্ঠানে স্থিতে অনুৎপন্নানাং নভস্তেজস্তমআদীনাং যা কারণাত্মনা সত্তা তদ্রূপে চিদাত্মনি ॥ ১ ॥

চিতশ্চেতয়িতৃভাবলক্ষণজীবত্বস্য · বিষয়করণসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ তদধ্যাসং প্রথমং দর্শয়তি পূর্ব্বমিতি। কলনং কল্পনম্। তত্র হেতুঃ সদ্বস্তুনস্তৎপ্রথাস্বভাবতৈব। এবমুত্তরত্রাপি। যদেবাধ্যস্যতে তৎপ্রথাস্বভাবতায়াশ্চিতেঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ সর্ব্বত্র নিমিত্ততা ॥ ২ ॥

মায়াত্রাহন্তাবঃ। অহন্তাবকলনমিতি পাঠে তু স্পষ্টম্। সা হি জীবভাবস্য নিরূঢ়াবস্থা। একপরতা তাবন্মাত্রোঽহমিত্যভিমানঃ ॥ ৩ ॥

পরিণামত উপচয়তঃ। ইত্থং ধর্ম্মসিদ্ধৌ শব্দাদিবিষয়মাত্রাণাং বাসনাত্মনা স্বান্তর্গতানাং স্বপ্ন ইব মননাৎ তদ্ঘটিতং মনোরূপমেতদেব সম্পদ্যত

উচ্ছূনাদন্যতন্মাত্রভাবনাদ্ভূতরূপিণঃ।
অয়মিত্থং মহাগুল্মো জগদাদির্ব্বিলোক্যতে ॥ ৫ ॥
ঝটিত্যেবংক্রমেণেতি স্বপ্নে পুরমিবাকৃতম্।
মহাকাশমহাটব্যামুদ্ভূয়োদ্ভূয় নশ্যতি ॥ ৬ ॥
জগৎকরঞ্জকুঞ্জানাং বীজমেতদবাপজম্।
নাপেক্ষতে কিঞ্চিদপি ক্ষিতিবার্য্যনলাদিকম্ ॥ ৭ ॥
এতচ্চিদাত্মকং পশ্চাৎ কিলোর্ব্ব্যাদি করিষ্যতি।
স্বং স্বপ্নবিৎ পুরমিব চিন্মাত্রাত্মকমেব যৎ ॥ ৮ ॥
জগদাদ্যঙ্কুরং যত্র তত্রস্থমপি মুঞ্চতি।
জগতঃ পঞ্চকং বীজং পঞ্চকস্য চিদব্যয়া ॥ ৯ ॥
যৎ বীজং তৎ ফলং বিদ্ধি তস্মাৎ ব্রহ্মময়ং জগৎ।
এ?মেষ মহাকাশে সর্গাদৌ পঞ্চকোগণঃ ॥ ১০ ॥
চিচ্ছক্ত্যা স্বাঙ্গভূতাত্মা কল্পিতোস্তি ন বাস্তবঃ।
অনেনোচ্ছূনতামেত্য যদপীদং বিতন্যতে ॥ ১১ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তস্য স্থূলদেহভাবাপত্তিমাহ উচ্ছূনাদিতি। বাসনাত্মনাং শব্দতন্মাত্রাণামন্যৈঃ স্পর্শাদিতন্মাত্রৈর্ভাবনাৎ মেলনাৎ পঞ্চীকৃতভাবেনোচ্ছূনাদাধ্যাত্মিকমহাভূতরূপিণঃ স্থূলদেহভাবাপন্নাৎ মনস ইতি যাবৎ ॥ ৫ ॥

উক্তমুপসংহরতি ঝটিতীত্যাদিনা। অকৃতমনিচ্ছাসম্পন্নম্ ॥ ৬-৭ ॥

পশ্চাৎ উত্তরকালে। স্বপ্নবিৎ স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বং স্বানুভূয়মানম্। বস্তুতস্তু তদসঙ্গমেবেত্যাহ চিন্মাত্রাত্মকমেবেতি। যচ্চিন্মাত্রাত্মকং তৎ যত্রতত্রস্থমপি জগদাদ্যঙ্কুরং মুঞ্চত্যেবেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

পঞ্চকং তন্মাত্রাণাম্ ॥ ৯ ॥

এবমিত্যাদেঃ সর্ব্বস্যোত্তরান্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

চিচ্ছক্ত্যা চেত্যপ্রথনশক্ত্যা। স্বাঙ্গভূতাত্মা স্বশরীরমিব সম্পন্নস্বরূপঃ। অনেন পঞ্চকগণেন। ইদং স্থূলম্ ॥ ১১ ॥

তদপ্যাকাশরূপাত্ম-কল্পনাত্মনি সন্ময়ম্ ।
কচিন্ন নাম তৎ সিদ্ধং যদসিদ্ধেন সাধ্যতে ॥ ১২ ॥
স্বরূপং যদ্বিকল্পাত্ম কথং তৎ সত্যতামিয়াৎ ।
অথ চেৎ পঞ্চকং ব্রহ্ম ব্রহ্মাত্মকতয়া ধিয়া ॥ ১৩ ॥
তৎপঞ্চকং বিদ্ধি প্রৌঢ়ো ব্রহ্মৈব ত্রিজগৎক্রমঃ ।
যথা স্ফুরতি সর্গাদা-বেষ পঞ্চকসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
তথৈবাদ্যেহ ভূতত্বে যাতি কারণতাং স্বয়ম্ ।
এবং ন জায়তে কিঞ্চিজ্জগজ্জাতং ন লক্ষ্যতে ॥ ১৫ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পপুরবদসৎ সদনুভূয়তে ।
ব্রহ্মাকাশপরাকাশে জীবাকাশত্বমাত্মনি ॥ ১৬ ॥
ইতি চিত্যবদাতাত্মা পৃথ্ব্যাদীনামসম্ভবাৎ ।
ইত্যেষ জীবঃ কথিতো ব্যোম্নি খাত্মা ইবোদিতঃ ॥ ১৭ ॥

আকাশরূপমিব স্বকল্পনাধিষ্ঠানাত্মনি স্থিতত্বাৎ সন্ময়ং ন স্বত ইত্যর্থঃ । তদেবোপপাদয়তি কচিদিতি ॥ ১২ ॥

নন্ু পঞ্চকগণস্য ব্রহ্মণ্যধ্যস্তস্যাস্তু ব্রহ্মমাত্রতা তৎকার্য্যস্য তু সা কথং তত্রাহ অথেতি ॥ ১৩ ॥

তৎপঞ্চকং তৎকার্য্যস্থূলভূতপঞ্চকমপি চিৎ ব্রহ্মৈব । হীতি কারণকার্য্যয়োরেকত্বপ্রসিদ্ধের্হেতোরিত্যর্থঃ । তথাচ প্রৌঢ়োরূঢ়স্ত্রিজগৎক্রমো ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ । কথং তর্হ্যভিন্নে কারণত্বব্যবহারস্তত্রাহ যথেতি ॥ ১৪ ॥

ভূতত্বে পৌর্ব্বকালিকত্বে । স্বয়ং ঔত্তরকালিকং স্বং প্রত্যেবেতি শেষঃ । উপসংহরতি—এবমিতি ॥ ১৫ ॥

তদুপাধিকজীবভাবোপ্যসন্নেবেতি দর্শয়ন্নসতঃ সত্বানুভবাসম্ভাবনাং দৃষ্টান্তেনাপনুদতি স্বপ্নেতি । ব্রহ্মাকাশরূপে পরাকাশে পরমপ্রকাশে আত্মনি জীবাকাশত্বং অসৎ সদিবানুভূয়তে ॥ ১৬ ॥

অবদাতাত্মা প্রপশ্যতীত্যধ্যাহৃত্যান্বয়ঃ । বস্তুতঃ পৃথ্ব্যাদীনাং পরিচ্ছেদোপাধীনামসম্ভবাৎ ব্যোম্নি গন্ধর্ব্বনগরগৃহঘটাদিপরিচ্ছিন্নঃ খাদেব কল্পনয়া উদিতঃ । খাত্মৈবৈষ জীবঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

জীবাকাশস্ত্বিমং দেহং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।
জীবাকাশঃ স্বমেবাসৌ তস্মিংস্তু পরমেশ্বরে ॥ ১৮ ॥
অণুতেজঃ কণোস্মীতি স্বয়ং চেততি চিন্তয়া।
যত্তদেবোচ্ছূনমিব ভাবয়ত্যাত্মনাম্বরে ॥ ১৯ ॥
অসদেব সদাকারং সঙ্কল্পেন্দুর্যথা ন সন্।
তমেব ভাবয়ন্ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপতয়া স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
এক এব দ্বিতাম্যেতি স্বপ্নে স্বমৃতিবোধবৎ।
কিঞ্চিৎ স্থৌল্যমিবাদত্তে ততস্তারকতাং বিদন্ ॥ ২১ ॥
যথা ভাবিতমাত্রার্থভাবিতাৎ বিশ্বরূপতঃ।
স এব স্বাত্মা সততোপ্যয়ং সোহমিতি স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥

এবং সামান্যাভিমানেন ব্রহ্মণঃ সমষ্টিজীবভাবমুক্ত্বা বিশেষাভিমানেন ব্যষ্টি-তদ্ভাবেন স্থূলদেহান্ততাদাত্ম্যারোপক্রমং প্রপঞ্চয়িতুমারভতে জীবাকাশ ইত্যাদিনা। তত্রাদৌ ভাবনয়ৈব সমষ্ট্যুপাধের্ব্যষ্ট্যন্তঃকরণাঙ্কুরারম্ভং দর্শয়তি জীবাকাশ ইত্যাদিনা। তস্মিন্ পরমেশ্বরে কল্পিতঃ সমষ্টিজীবাকাশো বিস্তৃতমপি স্বং অণুরল্পতরঃ স্ফুলিঙ্গবৎ তেজঃকণোস্মীতি চিন্তয়া তথৈবাত্মানং চেতত্যনুভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। এতদেবাভিপ্রেত্যাহ শ্রুতিঃ "যথাহগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্ব এত আত্মানোব্যুচ্চরন্তী"তি ॥ ১৮ ॥

তস্যা ভাবনোপচয়াদুপচয়মাহ যদিত্যাদিনা। যচ্চেততি তদেবোচ্ছূনমিব ভাবয়তি ॥ ১৯ ॥

যৎ ভাবয়তি তৎ সঙ্কল্পেন্দুর্যথা ন সন্ তথা অসদেবেত্যর্থঃ। তদ্ভাবনফলমাহ তমেবেতি ॥ ২০ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবসম্বলনে তস্যোপচয়ং দর্শয়তি কিঞ্চিদিতি। অণুতেজঃ কণভাবমপহায় তারকাসাদৃশ্যং বিদন্ কিঞ্চিৎ স্থৌল্যমাদত্ত ইব। অয়মেবাস্য ভূতমাত্রাসম্বলিতলিঙ্গাত্মভাবঃ ॥ ২১ ॥

অয়ং জীবস্তত্তাদৃশবেদনাৎ স তারকাকার এব স্বাত্মা আস বভূব তত্র হেতুদ্বয়মাহ যথাভাবিতেতি। সোহমিতি তদ্ভাবাভিনয়ঃ ॥ ২২ ॥

চিত্তাৎ প্রত্যয়মাধত্তে স্বপ্নে স্বামিব পান্থতাম্।
তারকাকারমাকারং ভাবিদেহাভিধং তথা ॥ ২৩ ॥
ভাবয়ত্যতি তদ্ভাবং চিত্তং চেত্যার্থতামিব।
পরিত্যজ্যৈব তদ্বাহ্যং ততস্তারককোটরে ॥ ২৪ ॥
অন্তর্ভাতি বহিষ্ঠোপি পর্ব্বতোমুকুরে যথা।
কূপসংস্থোযথা দেহঃ সমুদ্গকগতং বচঃ ॥ ২৫ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পয়োঃ সম্বিৎ বেত্ত্যেতজ্জীবকোণুকে।
স্বরূপতারকান্তস্থো জীবোয়ং চেততি স্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥
তদেতদ্বুদ্ধিচিত্তাদি-জ্ঞানসত্তাদিরূপকম্।
জীবাকাশঃ স্বতস্তত্র তারকাকাশকোশগম্ ॥ ২৭ ॥

অয়ং লিঙ্গদেহপ্রত্যয়োভাবিস্থূলদেহপ্রত্যয়শ্চ চিত্তকল্পনাবশাদেবেত্যাহ চিত্তাদিতি। তারকাকারং প্রাগুক্তলিঙ্গাকারম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র দৃষ্টান্তশ্চিত্তং চেত্যার্থতাং বিষয়াকারতামিবেতি। বস্তুনঃ সর্ব্বোপাধিবাহ্যস্যাপি মোহাৎ তদ্ভাবপরিত্যাগেনোপাধ্যন্তর্ভানং সদৃষ্টান্তমুপপাদয়ংস্তস্য স্বপ্নাদিবাসনাময়সংসারমাহ পরিত্যজ্যৈবেত্যাদিনা। তারককোটরে উপাধ্যন্তঃকল্পিতাকাশে ॥ ২৪ ॥

যথা সর্ব্বত্র ব্যবহারসমর্থোদেহঃ কূপসংস্থস্তাবন্মাত্রব্যবহারী ভাতি। যথা বা দূরাচ্ছ্রবণযোগ্যমপ্যাক্রোশাদিবচঃ সমুদ্গকগতং সম্পুটকাবরুদ্ধমবহিঃপ্রসারি তথা ॥ ২৫ ॥

যথা বা স্বপ্নসঙ্কল্পয়োঃ সম্বিৎ দেহান্তরেব স্বপ্নাদি পশ্যতি তথা অণুকে প্রাগুক্তস্ফুলিঙ্গসদৃশোপাধৌ স্বরূপতয়া কল্পিততারকান্তঃস্থোবাসনাময়দেহাদিব্যবহারং চেততীত্যর্থঃ। চিত্তং চেত্যার্থতামিবেতি দৃষ্টান্তপক্ষেপি পরিত্যজ্যেত্যাদিসার্দ্ধশ্লোকদ্বয়মেবং যোজ্যম্। স্বপ্নসঙ্কল্পয়োর্ব্বহিষ্ঠোপি বিষয়স্তদ্বাহ্যরূপং পরিত্যজ্যৈব অন্তর্ভাতি যথা কূপজলপ্রতিবিম্বিতোদেহো যথা বা গুহাদিসম্পুটগতং প্রতিধ্বনিবচস্তথা জীবক এতৎ বাসনাময়ং বেদ্যং বেত্তি। শিষ্টং প্রাগ্বৎ ॥ ২৬ ॥

তদেতদ্বাসনাময়দেহাদিব্যবহারদৃশা নিষ্কর্ষে বুদ্ধিচিত্তাদিপরিণামত্বাৎ তত্ত্ব-

প্রেক্ষেহমিতি ভাবেন দ্রষ্টুং প্রসরতীব খে।
ততোরন্ধ্রদ্বয়েনৈব ভাবিবাহ্যাভিধং পুনঃ ॥ ২৮ ॥
যেন পশ্যতি তন্নেত্র-যুগং নাম্না ভবিষ্যতি।
যেন স্পৃশতি সা বৈ ত্বগ্ যচ্ছৃণোতি শ্রুতিস্তু সা ॥ ২৯ ॥
যেন জিঘ্রতি তৎ ঘ্রাণং স স্বমাত্মনি পশ্যতি।
তত্তস্য স্বদনং পশ্চাৎ রসনা চোল্লসিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
স্পন্দতে যৎ স তদ্বায়ুশ্চেষ্টাকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্রজম্।
রূপালোকমনস্কারজাতমিত্যপি ভাবয়ৎ ॥ ৩১ ॥
আতিবাহিকদেহাত্মা তিষ্ঠত্যম্বরমম্বরে।
এবমুচ্ছূনতাং তস্মিন্ ভাবয়ন্তেজসঃ কণে ॥ ৩২ ॥
অসত্যাং সত্যসঙ্কাশাং ব্রহ্মাস্তে জীবশব্দবৎ।
ইত্থং স জীবশব্দার্থঃ কলনাকুলতাং গতঃ ॥ ৩৩ ॥
আতিবাহিকদেহাত্মা চিত্তদেহাম্বরাকৃতিঃ।
স্বকল্পনান্ত আকার-মণ্ডসংস্থং প্রপশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
কশ্চিজ্জলগতং বেত্তি কশ্চিৎ সম্রাট্স্বরূপিণম্।
ভাবিব্রহ্মাণ্ডকলনাং পশ্যত্যনুভবত্যপি ॥ ৩৫ ॥

রূপকঃ পরমার্থদৃশা বিমর্শে তু জ্ঞানসন্তানরূপকমেব। তত্তৎস্থূলদেহভাবনয়া তদ্ভাবাপন্নস্য চক্ষুরাদিকল্পনয়া জাগ্রদ্ব্যবহারসংসারং প্রপঞ্চয়তি জীবাকাশ ইত্যাদিনা ॥ ২৭-২৯ ॥

স্বদনং রসনেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥

যৎ স্পন্দতে তৎ বায়ুঃ প্রাণাদিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

ভাবয়ৎ অধ্যস্যাৎ আস্তে ব্রহ্ম ॥ ৩২-৩৩ ॥

চিত্তদেহাম্বরমেব স্থৌল্যেন স্থূলদেহাকৃতির্যস্য। স্ফুলিঙ্গাকারাদিবাহ্যবিম্বাত্তস্বকল্পনাকারং ব্রহ্ম তৎ অণ্ডসংস্থং আবরণাদিসংস্থানুক্রমণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং প্রপশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্যৈব জলান্তর্গতব্রহ্মাণ্ডশরীরাহন্তাবেদনং তদন্তশ্চতুর্ম্মুখশরীরাহন্তাব-

আত্মগর্ভগৃহং চিত্তাৎ যথা সঙ্কল্পমাত্মনঃ।
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকল্পনাবেদনং স তৎ॥ ৩৬॥
ভাবয়ঞ্ছব্দনির্ম্মাতা শব্দৈর্ব্বধ্নাতি কল্পিতৈঃ।
আতিবাহিকদেহোসাবিত্যসত্যজগদ্ভ্রমে॥ ৩৭॥
অসত্য এব কচতি স্বপ্নে খোড্ডয়নং যথা।
ইত্যনুৎপন্ন এবাসৌ স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মুত্থিতঃ॥ ৩৮॥
আতিবাহিকদেহাত্মা প্রভুরাদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
এতস্মিন্নপি সম্পন্নে ব্রহ্মাণ্ডাকারিণি ভ্রমে॥ ৩৯॥
ন কিঞ্চিদপি সম্পন্নং ন চ জাতং ন দৃশ্যতে।
তৎব্রহ্মাকাশমাকাশমেব স্থিতমনন্তকম্॥ ৪০॥
সঙ্কল্পনগরাকারমেতৎ সদপি নৈব সৎ।
অনির্ম্মিতমরাগঞ্চ এতদ্বৈচিত্র্যমুত্থিতম্॥ ৪১॥
অকৃতঞ্চানুভূতঞ্চ ন সত্যং সত্যবৎ স্থিতম্।
মহাকল্পে বিমুক্তত্বাৎ ব্রহ্মাদীনামসংশয়ম্॥ ৪২॥

বেদনঞ্চেতি দ্বৈবিধ্যমাহ কশ্চিদিতি॥ ৩৫॥

আত্মন আত্মত্বেনাভিমতাৎ চিত্তাদেব নিমিত্তাৎ যথা সঙ্কল্পমাত্মনোগর্ভগৃহ-বাসনিমিত্তত্বাৎ গর্ভগৃহং দেশাদিকল্পনাবেদনং ভাবয়ন্নামাদিনির্ম্মাতেশ্বর এব তত্তচ্ছব্দৈস্তাংস্তানর্থানাত্মানঞ্চ বধ্নাতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ৩৬-৩৭॥

উপপাদিতায়া উৎপত্ত্যাখ্যায়িকায়াঃ প্রস্তুতোপযোগমাহ ইত্যনুৎপন্ন ইতি॥ ৩৮-৪০॥

অরাগং রঙ্গদ্রব্যশূন্যম্॥ ৪১॥

বাহ্যসামগ্র্যা অনির্ম্মিতমান্তরপ্রযত্নেন ত্বকৃতমিতি ভেদঃ। ননু তর্হ্যদৃষ্ট-সংস্কারাদিসামগ্রীজন্যমেব জগৎ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ মহাকল্পে ইতি। অয়ং ভাবঃ "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং" "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণা"মিত্যাদিস্মৃতি-সূত্রোপদর্শিতন্যায়েন মহাকল্পান্তে প্রাক্তনানাং ব্রহ্মাদীনাং মুক্তত্বাবধারণাৎ ন

স্মৃতির্ম্ম প্রাক্তনী কাচিৎ কারণং বা স্বয়ম্ভুবঃ।
তেন যাদৃক্ স্বয়ম্ভূঃ স্যাৎ তাদৃক্ তজ্জমিদং স্মৃতম্ ॥৪৩॥
অনাদ্যনুভবস্ত্বিত্থং যোত্রাস্ত্যবনিকাদিকে।
স্বপ্নানুভূতং পৃথ্ব্যাদিপ্রবোধে যাদৃশং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
স্মৃতঃ স ব্যোমমাত্রাত্মা সর্ব্বদৈব স্মৃতং জগৎ।
যত্র যত্র যথা তোয়ে দ্রবত্বং নাম ভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥
তত্র তত্র তথা নান্যঃ সর্গোঽস্তি পরমাত্মনি।
সৃষ্টিরেবমিয়ং প্রোঢ়া সম এব ত্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥
ভাত্যেবং নাম ব্রহ্মাণ্ডং ব্যোমাত্মৈবাতিনির্ম্মলম্।
দৃশ্যমেবমিদং শান্তং স্বাত্মনির্ম্মিতবিভ্রমম্ ॥ ৪৭ ॥
নিরাধারং নিরাধেয়-মদ্বৈতৈক্যবর্জ্জিতম্।
জগৎসম্বিদি জাতায়ামপি জাতং ন কিঞ্চন ॥ ৪৮ ॥

তদীয়াদৃষ্টসংস্কারেণাগ্রিমজগন্নির্ম্মাণম্। যস্তূপাসকঃ কল্পাদৌ হিরণ্যগর্ভাদিপদং লভতে ন তেন কদাপি প্রাক্ বিচিত্রং জগৎ সৃষ্টমিত্যনুভবাভাবে তৎসংস্কারাসম্ভবাৎ জগতো ন সংস্কারজত্বমিতি স্বপ্নেন্দ্রজালবদকস্মাদেবাবিদ্যয়ৈবোদ্ভূতত্বাৎ মিথ্যাত্বমেবেতি ॥ ৪২-৪৩ ॥

ননু তর্হ্যনাদিসাক্ষ্যনুভবাদেব তৎসংস্কারোঽস্তু তজ্জশ্চ প্রপঞ্চোঽস্তু তত্রাহ অনাদীতি। অবনিকাদিকে পৃথ্ব্যাদিসর্গবিষয়ে। যাদৃশং তাদৃশং ভবেদিতি শেষঃ। সাক্ষিবেদ্যস্বপ্নাদের্মিথ্যাত্বদৃষ্টেস্তজ্জনিতসংস্কারজস্যাপি মিথ্যাত্বমেব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

যাদৃক্ স্বয়ম্ভূস্তাদৃক্তজ্জমিতি যদুক্তং তৎ বিবৃণোতি স্মৃত ইতি। স স্বয়ম্ভূঃ স্মৃত ইব স্মৃতঃ সর্ব্বপ্রমাণাতীতপদার্থবদ্ব্যোমমাত্রাত্মা শূন্যমাত্রস্বভাবস্তথা জগদপীত্যর্থঃ। যত্র যত্র দেশে কালে চ যথা তোয়ে দ্রবত্বং ন ভিদ্যত ইত্যগ্রিমনঞোঽত্রাপি সম্বন্ধঃ। নামেতি প্রসিদ্ধৌ ॥ ৪৫ ॥

প্রোঢ়া ভাতি। পরমার্থতত্ত্ব সমো জগদ্বৈষম্যশূন্য এব স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

উক্তমেব বিবৃণোতি ভাতীত্যাদিনা ॥ ৪৭ ॥

দ্বৈতব্যবহারাভাবে ব্যাবর্ত্ত্যাভাবাদেকত্বসংখ্যয়াপি বর্জ্জিতম্। সম্বিদি

পরমাকাশমাশূন্যমচ্ছমেব ব্যবস্থিতম্।
সর্ব্বসংসারতা নাস্তি যদেব তদবস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥
নাধেয়ং তত্র নাধারো ন দৃশ্যং ন চ দ্রষ্টৃতা।
ব্রহ্মাণ্ডং নাস্তি ন ব্রহ্মা ন চ বৈতণ্ডিকা ক্বচিৎ ॥ ৫০ ॥
ন জগন্নাপি জগতী শান্তমেবাখিলং স্থিতম্।
ব্রহ্মৈব কচতি স্বচ্ছমিত্থমাত্মাত্মনাত্মনি ॥ ৫১ ॥
চিত্ত্বাদ্দ্রবত্বাৎ সলিলমিবাবর্ত্ততয়াত্মনি।
অসদেবেদমাভাতি সদিবেহানুভূয়তে ॥ ৫২ ॥

বিনশ্যত্যসদেবান্তে
স্বপ্নে স্বমরণং যথা।
অথবা স্বস্বরূপত্বাৎ
সদেবেদমনাময়ম্।
অখণ্ডিতমনাদ্যং তং
জ্ঞানমাত্রাম্বরোদরম্ ॥ ৫৩ ॥
আকাশ এব পরমে প্রথমঃ প্রজেশো
নিত্যং স্বয়ং কচতি শূন্যতয়া সমো যঃ।

ভ্রান্তৌ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বঃ সংসারোযস্মিংস্তদ্ভাবো নাস্তি ॥ ৪৯ ॥

বৈতণ্ডিকা মোহমদান্ধজনবৈতণ্ডঘটা। জগদ্বিমর্শে স্থাপ্যপক্ষাভাবাৎ প্রসক্তা বাদিনোবৈতণ্ডিকতা বা ॥ ৫০-৫২ ॥

ইত্থমপবাদদৃষ্ট্যা স্বতোজগতঃ শূন্যত্বমুক্ত্বা অধিষ্ঠানদৃষ্ট্যা ত্বাহ—অথবেতি ॥ ৫৩ ॥

সিংহাবলোকনন্যায়েন প্রাগুক্তং সর্ব্বমনুসন্ধায়োপসংহরতি আকাশ এবেতি। পরমে ব্রহ্মণি প্রজেশঃ স্বয়ম্ভূরাকাশঃ শূন্যমেব। যঃ সমঃ পরমাত্মা স এব শূন্যপ্রজেশাদ্যাত্মনা কচতি প্রথতে। হি যস্মাৎ স প্রজেশ আতিবাহিকবপুর্ম্মনোময়শরীরো ন পাঞ্চভৌতিকঃ। তেন তৎসঙ্কল্পমাত্ররূপ-

স হ্যাতিবাহিকবপুর্ন্ন তু ভূতরূপী
পৃথ্ব্যাদি তেন ন সদস্তি যথা ন জাতম্ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে স্বয়ম্ভূৎপত্তিবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

তেন পৃথ্ব্যাদি ন সৎ সত্যম্। যথা ন জাতমনুৎপন্নং শশশৃঙ্গাদি নাস্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যথা ন জাতং নাস্তি চ তথোপবর্ণিতমিতি শেষোবা ॥ ৫৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইত্থং জগদহন্তাদিদৃশ্যজাতং ন কিঞ্চন ।
অজাতত্বাচ্চ নাস্ত্যেব যচ্চাস্তি পরমেব তৎ ॥ ১ ॥
পরমাকাশমেবাদৌ জীবতাং চেততি স্বয়ম্ ।
নিঃস্পন্দাম্ভোধিকুহরে সলিলং স্পন্দতামিব ॥ ২ ॥
আকাশরূপমজহদেবং বেত্তীব হৃদ্যতাম্ ।
স্বপ্নসঙ্কল্পশৈলাদাবিব চিদ্বৃত্তিরান্তরী ॥ ৩ ॥
পৃথ্ব্যাদিরহিতোদেহো যোবিরাডাত্মকোমহান্ ।
আতিবাহিক এবাসৌ চিন্মাত্রাচ্ছনভোময়ঃ ॥ ৪ ॥
অক্ষয়ঃ স্বপ্নশৈলাভঃ স্থিরস্বপ্নপুরোপমঃ ।
চিত্রকৃৎস্থিরচিত্তস্থ-চিত্রসৈন্যসমাকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

প্রাগ্বর্ণিতে জীবভাবে পরিচ্ছেদাদিসংশয়ান্ ।
যুক্ত্যা নিরস্য ব্রহ্মৈক্যং শিষ্টশাস্ত্রানুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ সমষ্টিবিরাড্জীবপরিচ্ছেদনিরাসায় বৃত্তানুবাদেন ভূমিকাং রচয়তি—ইত্থমিত্যাদিনা ॥ ১ ॥

তদনুগুণাং বিরাড্দেহকল্পনাং বিবক্ষুস্তদর্থং সমষ্টিজীবভাবসিদ্ধিমাহ পরমেতি ॥ ২ ॥

আকাশরূপমজহদিত্যেতৎ পূর্ব্বানুয়ি । আন্তরী সঙ্কল্পাত্মিকা চিদ্বৃত্তিরেবং বক্ষ্যমাণবিরাড়ুপাধিবিষয়াং হৃদ্যতাং আত্মতাভ্রান্ত্যা প্রেমাস্পদতাং বেত্তীব ॥ ৩ ॥

সঙ্কল্পজত্বোক্তেঃ ফলং দর্শয়তি পৃথ্ব্যাদীতি ॥ ৪ ॥

ক্ষয়োনিবাসস্তদ্রহিতঃ । স্থিরং চিরস্থায়ি স্বপ্নপুরং যদি স্যাৎ তদা তদুপমঃ । চিত্রকৃতঃ স্থিরং নিশ্চলং যদি চিত্রং স্যাৎ তদা তৎবাসনাত্মকচিত্রসৈন্য-

অনিখাতমহাস্তম্ভ-পুত্রিকৌঘসমোপমঃ ।
ব্রহ্মাকাশেঽনিখাতাত্মা সুস্তম্ভে শালভঞ্জিকা ॥ ৬ ॥
আদ্যঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ ।
প্রাক্তনানাং স্বকার্য্যাণা-মভাবাদপ্যকারণঃ ॥ ৭ ॥
মহাপ্রলয়পর্য্যন্তেষ্বাদ্যকালপিতামহাঃ ।
মুচ্যন্তে সর্ব্ব এবাতঃ প্রাক্তনঃ কর্ম্ম তেষু কিম্ ॥ ৮ ॥
সোকুড্য এব কুড্যাত্মা দৃশ্যাদৃশ্যঃ স্বয়ং স্থিতঃ ।
ন চ দৃশ্যং ন চ দ্রষ্টা ন স্রষ্টা সর্ব্বমেব চ ॥ ৯ ॥
প্রতিশব্দপদার্থানাং সর্ব্বেষামেষ এব সঃ ।
তস্মাদুদেতি জীবালী দীপালী দীপকাদিব ॥ ১০ ॥
সঙ্কল্প এব সঙ্কল্পাৎ কিলৈতি ক্ষমাদিবর্জ্জিতঃ ।
আদিমাদিব নিঃশূন্যঃ স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং যথা ॥ ১১ ॥

সমাকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

অনিখাতা অনুৎকীর্ণা যে মহাস্তম্ভপুত্রিকৌঘাস্তৎসমাশ্চ যে হন্যে তে সর্ব্বে প্যুপমা যস্য । ব্রহ্মাকাশলক্ষণে সুস্তম্ভে অনিখাতাত্মা অনুৎকীর্ণস্বরূপা শাল-ভঞ্জিকেতি রূপকম্ ॥ ৬ ॥

আধিভৌতিকং রূপং মিথ্যৈত্যুক্ত্বা তস্যাধিদৈবিকমপি তত্তথৈবেত্যাহ আদ্য ইত্যাদিনা । তত্র হেতূন্ প্রাগ্বর্ণিতানেব স্মারয়তি । প্রাক্তনানা-মিত্যাদিসার্দ্ধেন । স্বকার্য্যাণাং স্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৭-৮ ॥

অকুড্যে দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বকুড্যাত্মেব দৃশ্যোপ্যসত্ত্বান্ন দর্শনার্হঃ । অসত্ত্ব-মুপপাদয়িতুমসঙ্গনির্ব্বিকারচিতি দ্রষ্টা দৃশ্যং দর্শনং স্রষ্টা সৃষ্টিঃ সর্জ্জনং ভোক্তা ভোগ্যং ভোগ ইতি ত্রিপুটীত্রয়াসম্ভবমাহ ন চেতি । সর্ব্বমিত্যনুক্তষট্কপরি-গ্রহঃ ॥ ৯ ॥

এবং সর্ব্বনিষেধেপি ন প্রতিশব্দার্থানাং শূন্যতা । যস্মাদেষ প্রত্যগাত্মৈব প্রতিশব্দপদার্থানাং স আত্মা স্থিতঃ ॥ ১০ ॥

ঘনসঙ্কল্পাত্মকবিরাট্কার্য্যত্বাদ্ব্যষ্টিদেহিনামপি সঙ্কল্পমাত্রময়ত্বং ন সত্য-পৃথ্ব্যাদিঘটিতত্বমিত্যাহ সঙ্কল্প ইতি । যথা আদিমাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ মিথ্যাত্বাৎ

অস্মাদেকপ্রতিস্পন্দাজ্জীবাঃ সম্প্রসরন্তি যে।
সহকারিকারণানা-মভাবার্চ্চ স এব তে ॥ ১২ ॥
সহকারিকারণানামভাবে কার্য্যকারণম্।
একমেতদতোনান্যঃ পরস্মাৎ সর্গবিভ্রমঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবাদ্যোবিরাড়াত্মা বিরাড়াত্মৈব সর্গতা।
জীবাকাশঃ স এবেত্থং স্থিতঃ পৃথ্ব্যাদ্যসদ্দ্যতঃ ॥ ১৪ ॥

রামউবাচ।

কিং স্যাৎ পরিমিতোজীবো রাশিরাহো অনন্তকঃ।
আহোস্বিদস্ত্যনন্তাত্মা জীবপিণ্ডোঽচলোপমঃ ॥ ১৫ ॥
ধারাঃ পয়োমুচ ইব শীকরা ইব বারিধেঃ।
কণাস্তপ্তায়স ইব কস্মান্নির্যান্তি জীবকাঃ ॥ ১৬ ॥

নিতরাং শূন্যোবিরাডুৎপন্নস্তদ্বদ্বিরাজোব্যষ্ট্যাত্মাপীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

একস্বভাবত্বেনৈব ব্যষ্টিসমষ্ট্যোরেকত্বং প্রসাধ্য তেন ব্রহ্মৈক্যপরিশেষঃ সিদ্ধ ইত্যাহ—অস্মাদিত্যাদিনা। যে ব্যষ্টিজীবাঃ সহকারিকারণানামভাবাদেকোঽসহায় এব পরিস্পন্দতে তথাবিধাৎ [illegible]ৎ বিরাজঃ প্রসরন্তি তে স এব নান্যে। তথাবিধাৎ বৃক্ষাৎ প্রসৃতানাং [illegible]াদীনাং ততোভেদাদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১২-১৪ ॥

ব্যষ্টিসমষ্টিতন্মূলানামেকত্বে ব্যষ্টিসমষ্ট্যোরবাস্তবত্বং তন্মূলস্যৈব বস্তুতেতি কুতো মূলসমষ্ট্যোরবাস্তবত্বং ব্যষ্টিবিভাগস্যৈব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধস্য বাস্তবত্বং কিং ন স্যাৎ সেনাসমাজাদৌ সমষ্ট্যপগমেপি ব্যষ্টিপরিশেষেণ তস্যাঃ সত্যত্বক্লৃপ্তেরিতি মন্যমানঃ শ্রীরাম উবাচ—কিং স্যাদিতি। ব্যষ্টিমাত্রসত্যত্বে ব্যষ্টিজীব এবৈকবুদ্ধিপরিমিতত্বাদেকদেশাবস্থিতের্ব্বা পরস্পরসংশ্লেষেণৈকপিণ্ডাত্মতাপত্তের্ব্বা কল্পিতসমষ্ট্যাত্মা সম্ভাব্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

অবশ্যঞ্চৈবমভ্যুপেয়মন্যথা বৃষ্টিবারিধিজলকণবৎ বিস্ফুলিঙ্গবদ্বা সমষ্টৈক্যোদ্ভবে অনিত্যত্বাপত্ত্যা কৃতহানাকৃতাভ্যাগমঃ স্যাদিত্যাশয়েনাহ—ধারা ইতি। কস্মাদিতি। যস্মান্নির্যান্তি তন্ন সম্ভাবয়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি মে ভগবন্ ব্রূহি জীবজালবিনির্ণয়ম্।
জ্ঞাতমেতন্ময়া প্রায়স্তদেব প্রকটীকুরু ॥ ১৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

এক এব ন জীবোস্তি রাশীনাং সম্ভবঃ কুতঃ।
শশশৃঙ্গং সমুড্ডীয় প্রয়াতীব হি তে বচঃ ॥ ১৮ ॥
ন জীবোস্তি ন জীবানাং রাশয়ঃ সন্তি রাঘব।
ন চৈকঃ পর্ব্বতপ্রখ্যো জীবপিণ্ডোস্তি কশ্চন ॥ ১৯ ॥
জীবশব্দার্থকলনাঃ সমস্তকলনান্বিতাঃ।
নেহ কাশ্চন সন্তীতি নিশ্চয়োস্তু তবাচলঃ ॥ ২০ ॥
শুদ্ধচিন্মাত্রমমলং ব্রহ্মাস্তীহ হি সর্ব্বগম্।
তদ্যথা সর্ব্বশক্তিত্বাদ্বিন্দতে যাঃ স্বয়ং কলাঃ ॥ ২১ ॥
চিন্মাত্রানুক্রমেণৈব সম্প্রফুল্ললতামিব।
ননু মূর্ত্তামমূর্ত্তাং বা তামেবাশু প্রপশ্যতি ॥ ২২ ॥
জীবোবুদ্ধিঃ ক্রিয়াস্পন্দো মনোদ্বিত্বৈক্যমিত্যপি।

বিশেষজিজ্ঞাসয়া বৈপরী[illegible]াদনং ন দুর্ম্মেধস্তয়া ত্বদাশয়ানববোধাদিত্যাহ জ্ঞাতমিতি ॥ ১৭ ॥

প্রয়োজনবদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বসিদ্ধয়ে একাধিষ্ঠানা অনেককল্পনা লঘীয়সীতি সমষ্টিজীবং পরিকল্প্য তদুপহিতব্যষ্টিকল্পনা ময়োক্তা ন ব্যষ্টিসমষ্ট্যোরন্যতরসত্যত্বায় জীবোৎপত্ত্যাদিপ্রতিপাদনায় বা তত্র চ ন ত্বদাশঙ্কাপ্রসর ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠ—উবাচ এক ইতি। অপ্যর্থে এবকারঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

কলনাঃ প্রতিভাসাঃ ॥ ২০ ॥

কলাঃ কল্পনাকৌশলানি বিন্দতে লভতে অনুসন্ধত্ত ইতিযাবৎ ॥ ২১ ॥

তত্তৎসঙ্কল্পবৃত্তিক্রমানুসারিণাং চিতোমাত্রাণামাভাসানামনুপ্রবেশেনৈব নিমিত্তেন তামেব কলাং মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপেণাবির্ভূতাং প্রপশ্যতি যথা লতা ক্রমেণ স্বাং কোরকিতামথ সম্প্রফুল্লতাঞ্চ পশ্যতি তদ্বৎ ॥ ২২ ॥

দর্শনপ্রকারমেব বিষয়প্রপঞ্চনেন বিশদয়তি জীব ইতি। তৎ ব্রহ্মৈব

স্বসত্তাং প্রকচন্তীং তাং নিয়োজয়তি বেদনে ॥ ২৩ ॥
সাঽবুদ্ধৈব ভবত্যেবং ভবেৎ ব্রহ্মৈব বোধতঃ।
অবোধঃ প্রেক্ষয়া যাতি নাশং ন তু প্রবুধ্যতে ॥ ২৪ ॥
যথান্ধকারোদীপেন প্রেক্ষ্যমাণঃ প্রণশ্যতি।
ন চাস্য জ্ঞায়তে তত্ত্বমবোধস্যৈবমেব হি ॥ ২৫ ॥
এবং ব্রহ্মৈব জীবাত্মা নির্ব্বিভাগোনিরন্তরঃ।
সর্ব্বশক্তিরনাদ্যন্তো মহাচিৎসাররূপবান্ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বানণুতয়া ত্বস্য ন ক্বচিদ্ভেদকল্পনা।
বিদ্যতে যা হি কলনা সা তদেবানুভূতিতঃ ॥ ২৭ ॥

রামউবাচ।

এবমেতৎ কথং ব্রহ্মণ্যেকজীবেচ্ছয়াখিলাঃ।
জগজ্জীবা ন যুজ্যন্তে মহাজীবৈকতাবশাৎ ॥ ২৮ ॥

বেদনে নিয়োজয়তি বিষয়ীকরোতীতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

তথা প্রকচনশ্চাস্যাবিদ্যয়ৈব তদপগমে তু নির্ব্বিক্ষেপস্বরূপমাত্রাবস্থিতিরিত্যাহ সেতি। অবুদ্ধা অজ্ঞানাবৃতৈবৈবমুক্তরূপা ভবতি। প্রেক্ষয়াত্ম প্রবোধেন। প্রবোধ এব দুর্লভ ইত্যাহ ন ত্বিতি ॥ ২৪ ॥

নিবর্ত্তিতস্যাবোধস্য তর্হি কিমাত্মনা পরিশেষঃ। ন তাবদ্বোধাত্মনা তস্য তদকারণত্বাদ্বিরোধাচ্চ নাপ্যন্যাত্মনা অস্যপরিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি ॥২৫॥

উপপাদিতমুপসংহরতি এবমিতি। চিদেব সারোঽবাধ্যাংশস্তেনৈব পরমার্থরূপেণ রূপবান্ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বতোপ্যনণুতয়া অপরিচ্ছিন্নতয়া বিষয়ভেদাপগমে তৎকলনভেদো বনোচ্ছেদে বনাতপভেদ ইবাপগত ইতি ব্রহ্মমাত্রপরিশেষ ইত্যাহ বিদ্যত ইতি ॥ ২৭ ॥

উক্তমভ্যুপগম্য শ্রীরামঃ প্রাগুক্তে ব্যষ্টিসমষ্টিজীবয়োরভেদে ব্যষ্টিজীবেচ্ছাদেরপি সমষ্টিধর্ম্মত্বেনামোঘত্বাপত্ত্যা ভোগমোক্ষাব্যবস্থাং শঙ্কতে এবমিতি। এতৎ প্রাগ্বর্ণিতমেবমেবেত্যভ্যুপগমঃ। জগজ্জীবা অন্যে সর্ব্বে জীবাঃ ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মহাজীবাত্ম তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিময়াত্মকম্।
স্থিতং তথেচ্ছমেবেহ নির্ব্বিভাগং নিরন্তরম্॥ ২৯॥
যদেবেচ্ছতি তত্তস্য ভবত্যাশু মহাত্মনঃ।
পূর্ব্বং তেনেষ্টমিচ্ছাদি ততোদ্বিত্বমুদেতি যৎ॥ ৩০॥
পশ্চাৎ দ্বিত্ববিভক্তানাং স্বশক্তীনাং প্রকল্পিতঃ।
অনেনেত্থং হি ভবতীত্যেবং তেন ক্রিয়াক্রমঃ॥ ৩১॥
তং বিনানুদয়ে ত্বাসাং প্রধানেচ্ছেব রোহতি।
শক্ত্যা হ্যজাতয়া ব্রাহ্ম্যা নিয়মোঽয়ং প্রকল্পিতঃ॥ ৩২॥
যস্যা জীবাভিধানায়াঃ শক্ত্যপেক্ষা ফলত্যসৌ।
প্রধানশক্তিনিয়মানুষ্ঠানেন বিনা ন তু॥ ৩৩॥

ব্রহ্ম প্রথমং সত্যসঙ্কল্পসমষ্টিজীবভাবাপন্নং সৎ স্বসঙ্কল্পাধীনবৃত্তিব্যষ্টিজীবভাবমাপদ্যতে। তত্র পূর্ব্বসঙ্কল্পবিরুদ্ধেঽর্থে ন ব্যষ্টীনাং সত্যসঙ্কল্পতাসিদ্ধিরিতি পরিহরন্ বশিষ্ঠ উবাচ মহাজীবেতি। যথা জগদ্ব্যবস্থা সিধ্যতি তথেচ্ছং অহমেব সর্ব্বদা সর্ব্বেষু সত্যসঙ্কল্পঃ স্যামিতীচ্ছাবদিতি যাবৎ। নির্ব্বিভাগং ব্যষ্টিবিভাগাৎ পূর্ব্বং তচ্ছূন্যম্। নিরন্তরমিত্যুত্তরান্বয়ি॥ ২৯॥

ইচ্ছা সত্যসঙ্কল্পঃ। আদিপদাৎ তেনেতরেচ্ছাপ্রতিরোধঃ। দ্বিত্বং ব্যষ্টিবিভাগঃ॥ ৩০॥

স্বশক্তীনাং স্বাংশজীবানাং। অনেন দণ্ডচক্রাদিবাহ্যোপকরণেনেত্থং ভ্রমণাদিনা ঘটাদি ভবতীতি ক্রিয়াক্রমো ন সঙ্কল্পমাত্রাদিত্যর্থঃ॥ ৩১॥

নন্থ তর্হি কথমন্যেষামপি মহর্ষীণাং ক্রিয়াক্রমং বিনাপি সঙ্কল্পাদেব কার্য্যদর্শনং তত্রাহ তমিতি। এবং তং ক্রিয়াক্রমং বিনা কার্য্যানুদয়ে নিয়তে সতি যৎ কচিদাসাং মহর্ষ্যাদিব্যষ্টিশক্তীনাং ক্রিয়াক্রমং বিনা ইচ্ছা রোহতি তৎ প্রধানস্ত সমষ্টেরিচ্ছেব রোহতি। অস্যায়ং সঙ্কল্পঃ সিধ্যত্বিতি প্রধানস্যৈব তত্রেচ্ছা কল্প্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

উক্তার্থমেব স্পষ্টয়তি যস্যা ইতি। অসৌ ফলতি॥ ৩৩॥

প্রধানশক্তিনিয়মঃ স্বপ্রতিষ্ঠোভবেদ্ভবেৎ।
তৎফলং শক্ত্যধীনত্বাদেহিতানাং কচিদ্ভবেৎ॥ ৩৪॥
এবং ব্রহ্ম মহাজীবোবিদ্যতেহস্তাদিবর্জ্জিতঃ।
জীবকোটিমহাকোটী ভবত্যথ ন কিঞ্চন॥ ৩৫॥
চেত্যসম্বেদনাজ্জীবো ভবত্যায়াতি সংস্মৃতিম্।
তদসম্বেদনাদ্রূপং সমায়াতি সমং পুনঃ॥ ৩৬॥
এবং কনিষ্ঠজীবানাং জ্যেষ্ঠজীবক্রমাক্রমৈঃ।
সমুদেত্যাত্মজীবত্বং তাম্রাণামিব হেমতা॥ ৩৭॥
অত্রান্তরে মহাকাশ ইত্থমেষ গনোপ্যসন্।
স্বাত্মৈব সদিবোদেতি চিচ্চমৎকরণাত্মকঃ॥ ৩৮॥
স্বয়মেব চমৎকারো যঃ সমাপদ্যতে চিতঃ।
ভবিষ্যন্নামদেহাদি তদহং ভাবনং বিদুঃ॥ ৩৯॥
চিতোযস্মাচ্চিদালেহস্তন্ময়ত্বাদনন্তকঃ।

ক্রিয়াক্রমস্যাপি ফলসিদ্ধিঃ প্রধানসঙ্কল্পাধীনৈবেত্যাহ প্রধানেতি। স্বপ্রতিষ্ঠঃ সম্যক্ ফলসিদ্ধ্যনুগুণোযদি ভবেৎ তদা ঈহিতানাং কার্য্যাদিচেষ্টানামপি ফলং ভবেদিতি সম্বন্ধঃ॥ ৩৪॥

এবঞ্চ নিষ্কর্ষে ব্রহ্মৈব মহাজীবঃ স এব ব্যষ্টিসমষ্টিকোটিদ্বয়ং ভবতীতি ফলিতমিত্যুপসংহরতি এবমিতি॥ ৩৫॥

বিস্তরোক্তং বোধসৌকর্য্যায় সঙ্ক্ষিপ্য দর্শয়তি চেত্যেতি। সমমবিষমং ব্রহ্মস্বরূপম্॥ ৩৬॥

ব্রহ্মভাবোজীবানামুপাসনেন সমষ্টিভাবপ্রাপ্তিক্রমেণ বা অত্রৈব জ্ঞানেন সাক্ষাৎ বা সমুদেতীত্যাহ এবমিতি। আত্মজীবত্বং প্রাগুক্তব্রহ্মভাবমহাজীবত্বম্। যথা তাম্রাণাং হেমতা রসৌষধৈঃ পাকক্রমেণ বা স্পর্শসংযোগে অক্রমেণ বা ভবতি তদ্বৎ॥ ৩৭॥

জীবজগদ্ভাবৌ বিমর্শে চিচ্চমৎকারমাত্রং ন বস্ত্বন্তরমিত্যাহ অত্রেতি। আন্তরে প্রত্যগ্রূপে মহাকাশে॥ ৩৮-৩৯॥

কোসৌ চিচ্চমৎকারস্তমাহ চিত ইতি। জগৎসংস্কারসংস্কৃতমায়াপ্রতিফল-

স এষ ভুবনাভোগ ইতি তস্যাঃ প্রবিম্বতি ॥ ৪০ ॥
পরিণামবিকারাদিশব্দৈঃ সৈব চিদব্যয়া ।
তাদৃগ্রূপাদভেদ্যাপি স্বশক্ত্যেব বিবুধ্যতে ॥ ৪১ ॥
অবিচ্ছিন্নবিলাসাত্মস্বতোযৎ স্বদনং চিতঃ ।
চেত্যস্য চ প্রকাশস্য জগদিত্যেব তৎ স্থিতম্ ॥ ৪২ ॥
আকাশাদপি সূক্ষ্মৈষা যা শক্তির্ব্বিততা চিতঃ ।
সা স্বভাবত এবৈতামহন্তাং পরিপশ্যতি ॥ ৪৩ ॥
আত্মন্যাত্মাত্মনৈবাস্যা যৎ প্রস্ফুরতি বারিবৎ ।
জগদন্তমহন্তাণুং তদৈষা সম্প্রপশ্যতি ॥ ৪৪ ॥
চমৎকারকরী চারু যচ্চমৎকুরুতে চিতিঃ ।
স্বয়ং স্বাত্মনি তস্যৈব জগন্নামকৃতং ততঃ ॥ ৪৫ ॥
চিতশ্চেত্যমহঙ্কারঃ সৈব রাঘব কল্পনা ।
তন্মাত্রাদিচিদেবাতো দ্বিত্বৈকত্বে ক সংস্থিতে ॥ ৪৬ ॥

নেন তদৈকরস্যেন স্বাত্মাস্বাদ চিদালেহঃ তস্যামাত্মচিতি প্রবিম্বতি স্ফুরতি ॥ ৪০ ॥

সা চিদালীঢ়া চিৎ বাস্তবচিদ্রূপাদ্ভেত্তুমশক্যাপি পরিণামাদিশব্দৈর্ভিন্নেব বিবুধ্যতে ॥ ৪১ ॥

চিতস্তদধীনপ্রকাশস্য চেত্যস্য চ স্বতঃ স্বাভাবিকং যদবিচ্ছিন্নবিলাসাত্ম অবিবিক্তস্বভাবাপন্নং স্বদনং তদেব জগদিতি ভ্রান্ত্যা স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্রাপ্যহন্তাদর্শনং পূর্ব্বং তৎকৃতঞ্চ পরিচ্ছিন্নজগদ্রূপদর্শনমিত্যাহ আকাশাদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৩ ॥

বহির্ব্বহিঃস্থৌল্যোৎকর্ষণপরম্পরায়াং জগৎ ব্রহ্মাণ্ডোন্তে যস্য তথাবিধমহন্তাণুম্ ॥ ৪৪ ॥

তথাচ চিচ্চমৎকৃতেরেব জগদিতি নামকরণং ন জগৎ পৃথগস্তীতি ফলিতমিত্যাহ চমৎকারেতি ॥ ৪৫ ॥

চিদধীনমহঙ্কারকল্পনং তদধীনং তন্মাত্রাদিজগৎকল্পনমিতি স্থিতে যদধীনমস্তকল্পনং তদেব পরিশিষ্টমিত্যাহ চিত ইতি ॥ ৪৬ ॥

জীবহেত্বাদিসন্ত্যাগে ত্বঞ্চাহঞ্চেতি সন্ত্যজ।
শেষঃ সদসতোর্ম্মধ্যে ভবত্যর্থাত্মকোভবেৎ॥ ৪৭॥
চিতা যথাদৌ কলিতা স্বসত্তা সা তথোদিতা।
অভিন্না দৃশ্যতে ব্যোম্নঃ সত্তাসত্তে ন বিদ্মহে॥ ৪৮॥
বিশ্বং খং জগদীহাখ্যং খমস্তি বিবুধালয়ঃ।
সাকারশ্চিচ্চমৎকার-রূপত্বান্নান্যদস্তি হি॥ ৪৯॥
যোযদ্বিলাসস্তস্মাৎ স ন কদাচন ভিদ্যতে।
অপি সাবয়বং তস্মাৎ কৈবানবয়বে কথা॥ ৫০॥
চিতের্ন্নিত্যমচেত্যায়া নির্ন্নাম্ন্যা বিততাকৃতেঃ।
যদ্রূপং জগতোরূপং তত্তৎস্ফুরণরূপিণঃ॥ ৫১॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি গিরয়োদিশঃ।

সদসতোঃ সত্যানৃতয়োঃ কল্পনয়োর্ম্মধ্যে ত্বঞ্চাহঞ্চেতি চেতনপরিচ্ছেদকল্পনৈব ত্বস্ত্যজা তত্ত্যাগে কৃতে শেষঃ স্বত এব বিকল্পকাভাবাৎ সন্মাত্ররূপঃ সম্পদ্যত ইত্যাহ জীবেতি। ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ। জীবভাবং প্রতি হেতুর্ন্নিমিত্তং বাসনাকর্ম্মাদি। আদিপদাদুপাদানপরিগ্রহঃ। ভবত্যর্থঃ সত্তা তদাত্মকঃ॥ ৪৭॥

জ্ঞানেন দৃশ্যতৎসম্বলিতসত্তাপায়ে পূর্ব্বসিদ্ধা অধিষ্ঠানসত্তা যথাস্থিতৈবোদিতা মেঘাপায়ে নির্ম্মলব্যোমসত্তাবদিত্যাহ চিতেতি॥ ৪৮॥

অনুভাবিতং নিষ্প্রপঞ্চত্বমনুমানেনাপি দ্রঢ়য়তি বিশ্বমিতি। ঈহাখ্যং মনশ্চেষ্টারূপং সূক্ষ্মং জগৎ খং শূন্যমেব। তথা বিবুধানামিন্দ্রিয়তদধিষ্ঠাতৃদেবানামালয়ঃ সাকারঃ স্থূলশ্চ বিশ্ববিরাড়্রূপ ইতি দ্বিবিধমপি বিশ্বং খং শূন্যমেবাস্তি চিচ্চমৎকাররূপত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

তত্র ব্যাপ্ত্যাদিসিদ্ধয়ে উদাহরণাদি দর্শয়তি যোযদিতি। সাবয়বজলাদিকার্য্যে তরঙ্গাদাবপি তথা দৃষ্টং নিরবয়বচিৎকার্য্যে কৈব কথেত্যর্থঃ॥ ৫০॥

ইত্থঞ্চ নামরূপনিকৃষ্টাপরিচ্ছিন্নচিদ্রূপমেব জগতস্তাত্ত্বিকং রূপং ফলিতমিত্যাহ চিতেরিতি॥ ৫১॥

ইতি যা যাস্তু রচনাশ্চিতস্তত্বাজ্জগৎস্থিতেঃ ॥ ৫২ ॥
চিতেশ্চিত্বং জগদ্বিদ্ধি নাজগচ্চিত্বমস্তি হি।
অজগত্বাদচিচ্চিৎ স্যাদ্ভানাদ্ভেদোজগৎ কুতঃ ॥ ৫৩ ॥
চিতের্ম্মরীচিবীজস্য নিজায়াস্তশ্চমৎকৃতিঃ।
সা চৈষা জীবতন্মাত্রমাত্রং জগদিতি স্থিতা ॥ ৫৪ ॥
চিত্তাৎ স্বশক্তিকচনং যদহং ভাবনং চিতঃ।
জীবঃ স্পন্দনকর্ম্মাত্মা ভবিষ্যদভিধোহ্যসৌ ॥ ৫৫ ॥
যচ্চিচ্চিত্বেন কচনং স্বসম্পাদ্যাভিধাত্মকম্।
স্ববিকারৈর্ব্ব্যবচ্ছেদ্যং ভিদ্যতে নো ন বিদ্যতে ॥ ৫৬ ॥
চিৎস্পন্দরূপিণোরস্তি ন ভেদঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ।
স্পন্দমাত্রং ভবেৎ কর্ম্ম স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥

বৈপরীত্যদর্শনেপি জগদ্রচনা চিদ্রচনৈবেতি ফলিতমিত্যাহ মন ইতি ॥৫২॥

এবং জগতশ্চিন্ময়ত্বে সতি চিদ্ধর্ম্মতৈব ফলিতেত্যাহ চিত ইতি। চিচ্চিত্বয়োশ্চ কল্পনরূপভানাদ্ভেদো ন বস্তুত ইতি জগৎ কুতঃ ॥ ৫৩ ॥

বর্ণিতাং জগতশ্চিন্মাত্রতামুক্তিবৈচিত্র্যৈর্দৃঢ়ব্যুৎপাদয়িতুমুপক্রমতে চিতেরিত্যাদিনা। চিতেরর্থপ্রথনশক্তিরেব জীবতদুপাধিভূততন্মাত্রমাত্রং সৎ জগদিতি বেষেণ স্থিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ততশ্চিত্তাদহঙ্কারশক্তিস্ফুরণমেব স্পন্দনকর্ম্মপ্রাণসম্বলনে জীবশব্দবাচ্যং ভবিষ্যতীত্যাহ চিত্তাদিতি ॥ ৫৫ ॥

তথাভাবেপি ন চিৎস্বভাবে ভেদ ইত্যাহ যদিতি। যৎ যদ্যপি চিতশ্চিত্বেন কচনং স্ববিকারৈরহন্তাদিভির্ব্যবচ্ছেদ্যং সৎ স্বসম্পাদ্যজীবাদ্যভিধাত্মকং সম্পন্নং তথাপি তদ্ব্যবচ্ছিন্নরূপমুপাধিমিথ্যাত্বান্ন বিদ্যত ইতি নোভিদ্যতে নৈব ভেদপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

চিৎস্পন্দশক্তিভেদাদহঙ্কারপ্রাণোপহিতজীবভেদমাশঙ্ক্যাহ চিদিতি। চিৎপ্রধানোহঙ্কারঃ কর্ত্তা স্পন্দপ্রধানঃ প্রাণঃ ক্রিয়া ন হি স্বক্রিয়য়া কর্ত্তা ভিদ্যতে অতঃ স চিৎস্পন্দসম্বলিত এব পুরুষোজীব ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

জীবশ্চিত্তপরিস্পন্দঃ পুংসাং চিত্তং স এব চ।
মনস্ত্বিন্দ্রিয়রূপং সৎ সত্তাং নানেব গচ্ছতি ॥ ৫৮ ॥
শান্তাশেষবিশেষং হি চিৎপ্রকাশচ্ছটা জগৎ।
কার্য্যকারণকাদিত্বং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৫৯ ॥
অচ্ছেদ্যোহমদাহ্যোহমক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহহমিতি স্থিতম্ ॥ ৬০ ॥
বিবদন্তে তথা হ্যত্র বিবদন্তোযথাভ্রমৈঃ।
ভ্রময়ন্তো বয়ং ত্বেতে জাতা বিগতবিভ্রমাঃ ॥ ৬১ ॥
দৃশ্যে মূর্ত্তেজ্ঞসংরূঢ়ে বিকারাদি পৃথগ্‌ভবেৎ।
নামূর্ত্তে তজ্‌জ্ঞকচিতে চিৎ খে সদসদাত্মনি ॥ ৬২ ॥
চিত্তরৌ চেত্যরসতঃ শক্তিঃ কালাদিনামিকাং।
তনোত্যাকাশবিশদাং চিন্মধুশ্রীঃ স্বমঞ্জরীম্ ॥ ৬৩ ॥

এবং চিত্তমনইন্দ্রিয়াদিভাবেপি ন জীবভেদঃ। জীবোপাধিমনস এব গোলকভেদেনেন্দ্রিয়ভাবেনাবস্থানাদিত্যাহ জীব ইতি ॥ ৫৮ ॥

এবং জগজ্জীবভেদনিরাসে ফলিতমুপসংহরতি শান্তেতি। হি যস্মাৎ তুচ্ছতরকার্য্যকারণাদিভাবস্বভাবং জগৎ প্রাগুক্তরীত্যা চিৎপ্রকাশস্য ছটা প্রান্ত ইব তদভিন্নসত্তাস্ফূর্ত্তিকং তস্মাদ্ধেতোরন্যৎ ন বিদ্যতে ইতি শান্তাশেষবিশেষং প্রত্যগাত্মরূপমেব সম্পন্নমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্র সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিং দর্শয়তি অচ্ছেদ্য ইতি ॥ ৬০ ॥

এতদপরিজ্ঞানাদেব দ্বৈতবাদিনাং বিবাদভেদো নাস্মাকমিত্যাহ বিবদন্ত ইতি। স্বস্বভ্রমৈরন্যান্ ভ্রময়ন্তো যথা তদ্বৎ ॥ ৬১ ॥

অজ্ঞতজ্জ্ঞয়োর্দৃশ্যে মূর্ত্তামূর্ত্তভাবনাকৃত এব সত্যমিথ্যাত্বপ্রযুক্তদ্বৈতাদ্বৈতবিভাগ ইত্যাহ দৃশ্য ইতি ॥ ৬২ ॥

চেত্যে রস আসক্তিস্তদ্রূপজলসেকাৎ চিদ্বসন্তশ্রীরূপা শক্তির্মায়াকালাদিনামিকাং স্বমঞ্জরীং তনোতি। আকাশে প্রথমভূতে উর্দ্ধদেশে চ বিশদাম্ ॥ ৬৩ ॥

স্বয়ং বিচিত্রং স্ফুরতি চিদণ্ডকমনাহতম্ ।
স্বয়ং বিলক্ষণস্পন্দং চিদ্বায়ুরণ্ডজাত্মকঃ ॥ ৬৪ ॥
স্বয়ং বিচিত্রং কচনং চিদ্বারি ন নিখাতগম্ ।
স্বয়ং বিচিত্রধাতুত্বং শ্রেষ্ঠাঙ্গমপি নির্ম্মিতম্ ॥ ৬৫ ॥
স্ববিচিত্ররসোল্লাসা চিজ্জ্যোৎস্না সততোদিতা ।
স্বয়ং চিদেব প্রকটশ্চিদালোকোমহাত্মকঃ ॥ ৬৬ ॥
স্বয়মস্তঙ্গতে বাহ্যে স্বজ্ঞানাদুদিতা চিতিঃ ।
স্বয়ং জড়েষু জাড্যেন পদং সৌষুপ্তমাগতা ॥ ৬৭ ॥
স্বয়ং স্পন্দিতয়া স্পন্দি চিত্ত্বাচ্চিতি মহানভঃ ।
চিৎপ্রকাশপ্রকাশোহি জগদস্তি চ নাস্তি চ ॥ ৬৮ ॥

যথা ব্রহ্ম স্বাধীনকল্পনাক্রমৈর্জ্জগজ্জীবভাবং প্রাপ্তং তথা স্বাধীনৈরেব বোধক্রমৈঃ স্বরূপেঽবতিষ্ঠত ইত্যাহ স্বয়মিত্যাদিসার্দ্ধচতুর্ভিঃ। চিৎ স্বয়মেবানাহতমচ্ছিন্নগর্ভমেব সৎ প্রথমমাকাশকল্পনে সচ্ছিদ্রত্বাদণ্ডকমণ্ডসদৃশং ব্রহ্মাণ্ডরূপং বা স্ফুরতি। ততোঽণ্ডজাত্মকোবায়ুঃ সূত্রাত্মা বাতস্কন্ধরূপোবা স্ফুরতীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ ॥ ৬৪ ॥

ততোবক্ষ্যমাণতেজোজন্মানন্তরং বারি অপ্ত্বং ভূত্বা স্ফুরতি। তচ্চ ন তড়াগাদিনিখাতগং ভূসর্গাৎ প্রাক্ তদযোগাৎ। সা চিৎ স্বয়ং বিচিত্রাঃ স্বর্ণরজতাদিধাতবোযস্যাং পৃথিব্যাং তদ্ভাবং শ্রেষ্ঠানাং দেবাসুরমনুষ্যাণামঙ্গং দেহাদিভাবমপি নির্ম্মাণেন প্রাপিতম্ ॥ ৬৫ ॥

জগদাপ্যায়কচন্দ্রাত্মনাপি স্বয়মেবাভূদিত্যাহ স্বয়মিতি। ভৌমৌষধিরসভেদানামপি চন্দ্রাধীনত্বাৎ স্ববিচিত্রেত্যুক্তম্। অত্র তেজঃ সর্গঃ পাঠক্রমাদার্থক্রমোবলীয়ানিতি প্রাগুক্তবায়ুসর্গানন্তরং বোধ্যঃ। চিদণ্ডকমিত্যাদিসমস্তং সর্ব্বত্র রূপকং বা বোধ্যম্ ॥ ৬৬ ॥

স্বজ্ঞানাদেব বাহ্যে দৃশ্যেঽস্তং গতে সতি উদিতা আবির্ভূতপূর্ণভাবা অবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ। জড়েষু স্থাবরাদিষু ॥ ৬৭ ॥

উক্তমেবার্থং সঙ্ক্ষিপ্যাহার্দ্ধেন। অবিচারে স্পন্দস্বভাবপ্রাণাদ্যাত্মভাবকল্পনে স্পন্দি সংসার্য্যেব ভবতি। স্ববিচারাবির্ভূতচিত্ত্বাত্তু চিত্যেব স্বস্বভাবে

চিদাকাশৈকশূন্যত্বং জগদস্তি চ নাস্তি চ।
চিদালোকমহারূপং জগদস্তি চ নাস্তি চ ॥ ৬৯ ॥
চিন্মারুতপরিস্পন্দো জগদস্তি চ নাস্তি চ।
চিদ্ঘনধ্বান্তকৃষ্ণত্বং জগদস্তি চ নাস্তি চ ॥ ৭০ ॥
চিদর্কালোকদিবসো জগদস্তি চ নাস্তি চ।
চিৎকজ্জলরজস্তৈলপরমাণুর্জ্জগৎ ক্রমঃ ॥ ৭১ ॥
চিদগ্ন্যৌষ্ণ্যং জগল্লেখা জগচ্চিচ্ছঙ্খশুক্লতা।
জগচ্চিচ্ছৈলজঠরং চিজ্জলদ্রবতা জগৎ ॥ ৭২ ॥
জগচ্চিদিক্ষুমাধুর্য্যং চিৎক্ষীরস্নিগ্ধতা জগৎ।
জগচ্চিদ্ধিমশীতত্বং চিজ্জ্বালাজ্বলনং জগৎ ॥ ৭৩ ॥
জগচ্চিৎসর্ষপস্নেহো বীচিশ্চিৎসরিতোজগৎ।
জগচ্চিৎক্ষৌদ্রমাধুর্য্যং জগর্চ্চিৎকনকাঙ্গদম্ ॥ ৭৪ ॥
জগর্চ্চিৎপুষ্পসৌগন্ধ্যং চিল্লতাগ্রফলং জগৎ।
চিৎসত্ত্বৈব জগৎসত্তা জগৎসত্ত্বৈব চিদ্বপুঃ ॥ ৭৫ ॥
অত্র ভেদবিকারাদি ন খে মলমিব স্থিতম্।
ইতীদং সন্ময়ত্বেন সদসদ্ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৭৬ ॥

হ্বতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তদবস্থস্য কিং জগদস্তি উত নাস্তি। সত্ত্বে সংসারাপত্তি-রসত্ত্বে ত্বসদ্ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বদা জগতোব্রহ্মসত্তয়া সত্বমেব স্বসত্তয়া ত্বসত্বমেবেত্যাহ চিৎপ্রকাশ ইত্যাদ্যর্দ্ধষট্কেন। সর্ব্বত্র চিৎসত্তোপজীবিত্ব-প্রদর্শনায় প্রকাশাদিভাবরূপিতত্তদ্ধর্ম্মতোক্তিঃ। প্রকাশস্য তেজসঃ প্রকাশো-ভাস্বররূপম্ ॥ ৬৮-৭০ ॥

তৈলদাহে কজ্জলস্যেব জগদ্বাধে চিদবশেষাৎ কজ্জলত্বোক্তির্ম্ম কার্য্যত্বাভি-প্রায়েণ ॥ ৭১-৭৪ ॥

সর্ব্বত্র চিদপৃথক্সত্বাদেব জগতশ্চিদ্ধর্ম্মত্বমভিপ্রেতমিতি স্ফুটমাহ চিৎসত্তৈ-বেতি ॥ ৭৫ ॥

খে মলং নৈল্যমিব প্রতীতমপি ন স্থিতম্। অসদপি ভুবনত্রয়মিত্যুক্ত-

অবিকল্পতদাত্মত্বাৎ সত্তাসত্তৈকতৈব চ।
অবয়বাবয়বিতা শব্দার্থে৺শশশৃঙ্গবৎ ॥ ৭৭ ॥
অনুভূত্যপলাপায় কল্পিতোযৈর্ধিগস্তু তান্।
ন বিদ্যতে জগদযত্র সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীনদীশ্বরম্ ॥ ৭৮ ॥
চিদেকত্বাৎ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ কস্তত্রেতরবিভ্রমঃ।
শিলাহৃদয়পীনাপি স্বাকাশে বিশদৈব চিৎ ॥ ৭৯ ॥
ধত্তেন্তরখিলং শান্তং সন্নিবেশং যথা শিলা।
পদার্থনিকরাকাশে ত্বয়মাকাশজোমলঃ ॥ ৮০ ॥
সত্তাসত্তাত্মতা ত্বত্তা মত্তাশ্লেষা ন সন্তি তে।
পল্লবান্তরলেখৌঘসন্নিবেশবদাততং ॥ ৮১ ॥

বিধয়া সম্বয়ত্বেন সদিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

জগদসত্তা তর্হি বস্ত্বন্তরং স্যাৎ তত্রাহ অবিকল্পেতি। কল্পিতনিরূপিতসত্তাসত্ত্বয়োরষ্ঠিধানাতিরেকাদর্শনাদিত্যর্থঃ। সাবয়বনিরবয়বয়োঃ কথমপৃথক্সত্বমিতি বদতস্তার্কিকান্ বিদ্বদনুভবাপলাপিনো ধিক্করোতি অবয়বেতি ॥ ৭৭ ॥

তত্র যুক্তিবিরোধমাহ ন বিদ্যত ইতি। অদ্র্যব্ধিভিরুর্ব্ব্যাদিভিস্তত্তদীশ্বরৈশ্চ সহিতং জগৎ ॥ ৭৮ ॥

প্রসজ্যত ইতি প্রসঙ্গঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। তত্র ইতরস্যাবয়বাদের্ব্বিভ্রমঃ কঃ প্রসক্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বিশদা স্বচ্ছা ॥ ৭৯ ॥

শান্তং মিথ্যাত্বাদসদেবাখিলং যথা স্ফটিকশিলা প্রতিবিম্বনগরসন্নিবেশং ধত্তে তদ্বৎ। কুতোখিলস্য শান্তত্বং তত্রাহ পদার্থেতি। সর্ব্বপদার্থাধিষ্ঠানে চিদাকাশে অয়ং ভূতাকাশজোমলোবায়্বাদিঃ সাবয়বপ্রপঞ্চঃ। তত্র ভূতাকাশেপ্যাসঙ্গস্বভাবে যদি তৎকার্য্যশ্লেষা ন সন্তি তদা চিদাকাশে সত্তাসত্তাদ্যাঃ শ্লেষাঃ সুতরাং ন সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

তর্হি চিত্যসতোজগৎসন্নিবেশস্য কথং ভানং তত্রাহ পল্লবেতি। যথা পল্লবং শিরারেখৌঘসন্নিবেশং পল্লবাৎ পৃথগনিরূঢ়ত্বাদসদেব তদঙ্গানস্যাত্মকতয়া স্থিতং ধত্তে চিদপি তথা জগদিত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

অন্যানন্যাত্মকমিদং
ধত্তেন্তশ্চিৎ স্বভাবতঃ ।
সমস্তকারণৌঘানাং
কারণাদিঃ পিতামহঃ ॥ ৮২ ॥
স্বভাবতোকারণাত্ম-
চিত্তং বিদ্ধ্যনুভূতিতঃ ।
ন চাসত্ত্বমচেত্যায়া
শ্চিতোবাচাপি সিধ্যতি ॥ ৮৩ ॥
যদস্তি তদুদেতীতি
দৃষ্টং বীজাদিবাঙ্কুরঃ ॥ ৮৪ ॥
গগন ইব সুশূন্যভেদমস্তি
ত্রিভুবনমঙ্গ মহাচিতোন্তরস্থাঃ ।
পরমপদময়ং সমস্তদৃশ্যং
ত্বিদমিতি নিশ্চয়বান্ ভবানুভূতেঃ ॥ ৮৫ ॥

নির্ব্বিকারাকাশোপাদানকত্বাৎ জগদ্বিকারস্য মিথ্যাত্বমুক্তং সম্প্রতি মিথ্যা-বিকল্পসহস্রাত্মকচিত্তসমষ্ট্যাত্মকহিরণ্যগর্ভনিদানকত্বাদপি জগতোমিথ্যাত্ব-মিত্যাহ সমস্তেতি ॥ ৮২ ॥

চিত্তকার্য্যমানোরথিকবিকল্পানামসত্ত্বাদেব চিত্তমকারণাত্ম তদেব পিতা-মহ ইত্যর্থঃ । চেত্যাসত্ত্বে চিতোপ্যসত্ত্বং তস্যাস্তদব্যভিচারদর্শনাদিতি বাচাপি চিতোঽসত্ত্বং ন সিধ্যতি । হি যস্মাৎ চিদনুভূতিতঃ সিদ্ধা । অনুভববিরুদ্ধে চ ন বাচঃ প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

যদি জগৎ স্বতঃ সৎ স্যাৎ তদা জ্ঞানাদ্যুপায়সহস্রৈরপ্যনুচ্ছেদ্যমেব স্যাৎ সত আত্যন্তিকোচ্ছেদাসম্ভবেন পুনরাবির্ভাবাবর্জ্জনাদনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ স্যাদি-ত্যাশয়েনাহ যদিতি ॥ ৮৪ ॥

যদি দৃশ্যস্য সত্তায়াং মহানাগ্রহস্তর্হি অনুভবেন ভেদং নিরস্য পরমপদাত্মক-

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিতোজগাম্।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণা জগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম॥ ৮৬॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ব্রহ্মপ্রতিপাদনং নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥

ইতি তৃতীয়োদিবসঃ।

চিন্ময়ত্বেন তৎসত্তয়ৈব সা স্বীকার্য্যেত্যাহ গগন ইতি॥ ৮৫-৮৬॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥ ১৪॥
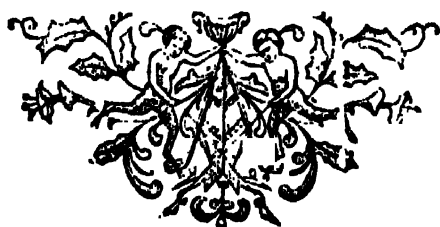
পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

জগদাকাশমেবেদং যথা হি ব্যোম্নি মৌক্তিকম্।
বিমলে ভাতি স্বাত্মৈব জগৎ চিদ্গগনং যথা ॥ ১ ॥
অনুৎকীর্ণৈব ভাতীব ত্রিজগচ্ছালভঞ্জিকা।
চিৎস্তম্ভে নৈব সোৎকীর্ণা ন চোৎকর্ত্তাত্র বিদ্যতে ॥ ২ ॥
সমুদ্রেন্তর্জ্জলস্পন্দাঃ স্বভাবাদস্ত্যতা অপি।
বীচিবেগা ভবন্তীব পরে দৃশ্যবিদস্তথা ॥ ৩ ॥
জালান্তর্গতসূর্য্যাভা জালাকাররজাংস্যপি।
জগদ্ভানং প্রতিস্থূলান্যণূং প্রতি যথাচলাঃ ॥ ৪ ॥

শশদৃষ্টান্তযুক্ত্যোৎঘরুক্তার্থমনুভাবয়ন্।
বিস্তৃতং মণ্ডপাখ্যানমত্রোপক্রমতে মুনিঃ ॥ ১ ॥

জগচ্চিদাকাশমেবেতি প্রতিজ্ঞা। কথং তর্হি পৃথক্ ভাতি তত্রাহ যথেতি। যথা বিমলে ব্যোম্নি ভ্রান্ত্যা মুক্তানাং সঙ্ঘোমৌক্তিকং ভাতি তদ্বৎ। চিদ্গগনং স্বাত্মৈব যথা জগৎ তথা দৃষ্টান্তঃ শ্রূয়তামিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ন চোৎকর্ত্তেতি। তদুৎকর্ত্তৃচেতনান্তরাপ্রসিদ্ধের্নির্ব্বিকারাসঙ্গত্বোৎকর্ত্তনাসম্ভবাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

দৃশ্যবিদো জগৎপ্রত্যয়াঃ ॥ ৩ ॥

জগদতিমহত্ত্বেন মূঢ়ৈরবগতমপি বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা বস্তুতোজালসূর্য্যমরীচ্যণুকাদপ্যতিফল্গিত্যাহ জালেতি। সূর্য্যাভায়া যো জালচ্ছিদ্রপ্রযুক্তো দণ্ডমুসলাদ্যাকারস্তদন্তর্গতানি রজাংসি। অপি শব্দাদন্যেষাং স্থূলতমত্বং কিং বাচ্যমিত্যাশয়ঃ। অথবা জগদবভাসকসাক্ষিচিৎপ্রকাশস্য সূর্য্যালোকাদিপ্রকাশাৎ তদন্তর্গতপরমাণ্বাদিভ্যোপ্যতিসূক্ষ্মত্বমিত্যাহ জালেতি ॥ ৪ ॥

জগস্তানং ন ভাতীদং ব্রহ্মণোব্যতিরেকতঃ ।
জালসূর্য্যাংশুজালস্ত ব্যতিরেকানুভূতিদম্ ॥ ৫ ॥
অনুভূতান্যপীমানি জগন্তি ব্যোমরূপিণি ।
পৃথ্ব্যাদীনি ন সন্ত্যেব স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব ॥ ৬ ॥
পিণ্ডগ্রহোজগত্যস্মিন্ বিজ্ঞানাকাশরূপিণি ।
মরুনদ্যাং জলমিব ন সম্ভবতি কুত্র চিৎ ॥ ৭ ॥
জগত্যপিণ্ডগ্রাহেঽস্মিন্ সঙ্কল্পনগরোপমে ।
মরৌ সরিদিবাভাতি দৃশ্যতা ভ্রান্তিরূপিণী ॥ ৮ ॥
স্বপ্নাদ্দৃশ্যেব জগতাং তুলাদেশেন কেন চ ।
তুলিতাকলনোন্মুক্তা দৃশ্যশ্রীর্ব্ব্যোম জৃম্ভতে ॥ ৯ ॥
বর্জ্জয়িত্বাজ্ঞবিজ্ঞানং জগচ্ছব্দার্থভাজনম্ ।
জগৎব্রহ্মস্বশব্দানামর্থে নাস্ত্যেব ভিন্নতা ॥ ১০ ॥
ইদং ত্বচেত্যচিন্মাত্রং ভানোর্ভাতং নভঃ প্রতি ।

তদেবোপপাদয়িতুং মরীচিতদণ্ডৈর্বৈধর্ম্ম্যং চিতি দর্শয়তি। জগদিতি ॥ ৫ ॥

ব্যতিরেকতো ন ভাতীত্যুক্তেরনুভববিরোধং পরিহরতি—অনুভূতান্যপীতি ॥ ৬ ॥

অনেকদিনাবস্থাভিন্নস্য কথং স্বপ্নসঙ্কল্পসাম্যং তত্রাহ পিণ্ডেতি। পিণ্ডগ্রহোমূর্ত্ততাস্বীকারঃ ॥ ৭-৮ ॥

জগতাং দৃশ্যশ্রীর্দৃশি সাক্ষিচৈতন্য এবৈকতঃ স্বপ্নমারোপ্য কেন চ সারাসারবিবেচকবুদ্ধিলক্ষণেন তুলামধ্যকণ্টকপ্রদেশেন তুলিতা সাম্যেনাবধারিতা চেৎ সৈব জাগরে স্বপ্ন ইব কলনোন্মুক্তা সতী ব্যোম শূন্যং ব্রহ্মৈব বা জৃম্ভতে প্রথতে ॥ ৯ ॥

তথাচাবিবেকিদৃশৈব ব্রহ্মাদিশব্দার্থাজ্জগচ্ছব্দার্থভেদো ন তত্ত্বজ্ঞদৃশেত্যাহ বর্জ্জয়িত্বেতি ॥ ১০ ॥

কথং তর্হি তত্ত্বজ্ঞদৃশাং জগৎ প্রতি তৎসাক্ষিদর্শনমিত্যুক্তে শূন্যাত্মকনভঃ প্রতি তদালোকস্য প্রকাশত্বদর্শনমিবেত্যাহ ইদমিতি। সাক্ষিচৈতন্যং প্রতি

তথা সূক্ষ্মং যথা মেঘং প্রতি সঙ্কল্পবারিদঃ ॥ ১১ ॥
যথা স্বপ্নপুরং স্বচ্ছং জাগ্রৎপুরবরং প্রতি।
তথা জগদিদং স্বচ্ছং সাঙ্কল্পিকজগৎ প্রতি ॥ ১২ ॥
তস্মাদচেত্যচিদ্রূপং জগদ্ব্যোমৈব কেবলম্।
শূন্যৌ ব্যোমজগচ্ছব্দৌ পর্য্যায়ৌ বিদ্ধি চিন্ময়ৌ ॥ ১৩ ॥
তস্মান্ন কিঞ্চিদুৎপন্নং জগদাদীহ দৃশ্যকম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যথাস্থিতমবস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
জগদেবং মহাকাশে চিদাকাশমভিত্তিমৎ।
তদ্দেশস্যাণুমাত্রস্য তুলায়াশ্চাপ্রপূরকম্ ॥ ১৫ ॥
আকাশরূপমেবাচ্ছং পিণ্ডগ্রহবিবর্জ্জিতম্।
ব্যোম্নি ব্যোমময়ং চিত্রং সঙ্কল্পপুরবৎ স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
অত্রেদং মণ্ডপাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্।

জগদ্দর্শনং তর্হি কথং তত্রাপ্যাহ তথেতি ॥ ১১ ॥

কথমত্যন্তমলিনস্য দৃশ্যস্য স্বচ্ছতমচিন্মাত্রতেত্যাশঙ্ক্য প্রতীতিকালিকৈব-বাহ্যমানসদৃশ্যয়োর্ম্মলিনতা তিরোভাবকালে তু পরস্পরাপেক্ষয়া স্বচ্ছতমতৈব পরিশিষ্যত ইত্যাহ যথেতি। জগৎ জাগ্রৎপ্রপঞ্চঃ। সাঙ্কল্পিকগ্রহণং স্বাপ্ন-স্যাপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিত্যাদিনা। শূন্যৌ শূন্যার্থাবর্থশূন্যৌ বা ॥ ১৩-১৪ ॥

এবমুক্তরীত্যা মহাকাশে মায়াকাশে স্থিতং জগদভিত্তিমন্নিরাবরণং চিদা-কাশমেব। পরিচ্ছিন্নজগদভেদে চিতোপি তাবন্মাত্রতাং বারয়তি তদ্দেশ-স্যেতি। তদ্দেশস্য চিৎপ্রদেশস্যাণুমাত্রস্যান্নতরস্যাপি অন্নান্তঃকরণবৃত্তিতদ্বা-সনাপরিচ্ছিন্নাণুতমচিত্তাগেপি সর্ব্বজগৎপরিচ্ছেদভানেন তদন্তর্ভাব্যস্য জগত-স্তদপ্রপূরকত্বে দূরনিরস্তা ব্রহ্মচৈতন্যস্য তাবন্মাত্রতেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

কথং ব্যোমবচ্ছূন্যপ্রায়চিত্তবৃত্তিতদ্বাসনান্তর্ভূতা বিপুলতমজগদবস্থিতিস্ত-ত্রাহ আকাশেতি। পিণ্ডগ্রহোমূর্ত্তিস্বীকারঃ। তত্রানুভবারোহায় দৃষ্টান্তমাহ সঙ্কল্পেতি ॥ ১৬ ॥

উক্তের্থে রামস্য সন্দেহব্যামোহানবধারণানি লিঙ্গৈরুপলক্ষ্য বশিষ্ঠস্তদপনো-

নিঃসন্দেহোযথৈষোর্থশ্চিত্তে বিশ্রান্তিমেষ্যতি ॥ ১৭ ॥

রামউবাচ।

সদ্বোধবৃদ্ধয়ে ব্রহ্মন্ সমাসেন বদাশু মে।
মণ্ডপাখ্যানমখিলং যেন বোধোবিবর্দ্ধতে ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অভূদস্মিন্ মহীপীঠে কুলপদ্মোবিকাশবান্।
পদ্মোনাম নৃপঃ শ্রীমান্ বহুপুত্রোবিবেকবান্ ॥ ১৯ ॥
মর্য্যাদাপালনাম্ভোধির্দ্বিষত্তিমিরভাস্করঃ।
কান্তাকুমুদিনীচন্দ্রো দোষতৃণহুতাশনঃ ॥ ২০ ॥
মেরুর্ব্বিবুধবৃন্দানাং যশশ্চন্দ্রোভবার্ণবে।
সরঃ সদ্গুণহংসানাং কমলামলভাস্করঃ ॥ ২১ ॥
সংগ্রামবীরুৎপবনো মনোমাতঙ্গকেসরী।
সমস্তবিদ্যাদয়িতঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যগুণাকরঃ ॥ ২২ ॥
সুরারিসাগরক্ষোভবিলসন্মন্দরাচলঃ।

দায় তদুপপত্তিসহস্রকথানুরঞ্জনান্বিতং বিস্তৃতং মণ্ডপোপাখ্যানং শ্রাবয়িতুং প্রতিজানীতে অত্রেতি ॥ ১৭ ॥

সমাসেনানুপযুক্তার্থে সঙ্ক্ষেপেণ। পূর্ব্বতরপ্রতিজ্ঞায়ামিবোক্তিবিলম্বমাশঙ্ক্যাহ আশ্বিতি ॥ ১৮ ॥

কুলস্য বংশস্য পদ্ম ইব যশঃ সৌরভ্যহেতুত্বাৎ পদ্মঃ ॥ ১৯ ॥

বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা বেলা দ্বীপমর্য্যাদা চ ॥ ২০ ॥

বিবুধা বিদ্বাংসোদেবাশ্চ তদ্বৃন্দানাম্। কমলাঃ সম্পদস্তল্লক্ষণকমলানাং ভাস্করঃ ॥ ২১ ॥

সংগ্রামে বীরুৎপ্রায়াণাং পরেষাং পবন ইব প্রকম্পয়িতা অতএব মানোর্জ্জিতত্মনোলক্ষণমাতঙ্গানাং কেসরী। শত্রূন্ মানভঙ্গেন নময়িতা ন হন্তেত্যাশয়ঃ। দয়িতঃ প্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

বিলাসপুষ্পৌঘমধুঃ সৌভাগ্যকুসুমায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥
লীলালতালাস্যমরুৎসাহসোৎসাহকেশবঃ।
সৌজন্যকৈরবশশী দুর্লীলাবল্লিকানলঃ ॥ ২৪ ॥
তস্যাস্তি সুভগা ভার্য্যা লীলা নাম বিলাসিনী।
সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতা কমলেবোদিতাঽবনৌ ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বানুবৃত্তিললিতা
লীলা মধুরভাষিণী।
সানন্দমন্দচলিতা
দ্বিতীয়েন্দূদয়স্মিতা ॥ ২৬ ॥
অলকালিমনোহারি-
বদনাম্ভোজশালিনী।
সিতাঙ্গী কর্ণিকাগৌরী
জঙ্গমেব সরোজিনী ॥ ২৭ ॥
লতাবিলাসকুন্দৌঘ-
ভাসিনী রসশালিনী।
প্রবালহস্তা পুষ্পাভা
মধুশ্রীরিব দেহিনী ॥ ২৮ ॥

তস্যেন্দ্রশক্রজেতৃত্বমাহ সুরারীতি। মধুর্ব্বসন্তঃ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বাসাধ্যধরণ্যুদ্ধারাদিসাধনোদ্যোগঃ সাহসম্। দুশ্চেষ্টা বিষবল্লীনামনল ইব দাহকঃ। কুৎসায়াং কন্ ॥ ২৪ ॥

বলিতা বেষ্টিতা। কমলা লক্ষ্মীঃ ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাস্বনুবৃত্তিষু ভর্ত্তৃসেবাপ্রকারেষু সর্ব্বেষাং পরিজনানাং বা অনুবৃত্তিষনুকূলাচরণেষু ললিতা ॥ ২৬ ॥

অলকা এব অলয়ো ভ্রমরাঃ। সিতাঙ্গী নির্ম্মলাঙ্গী। কর্ণিকেব কর্ণিকন্না চ গৌরী। এবমগ্রেপ্যুপমানসাধারণবিশেষণানি যোজ্যানি ॥ ২৭ ॥

রসঃ প্রেমা মকরন্দশ্চ ॥ ২৮ ॥

অবদাততনুঃ পুণ্যা স্পর্শনাহ্লাদকারিণী।
গঙ্গেব গাঙ্গতাদেহবতী হংসবিলাসিনী ॥ ২৯ ॥
তস্য ভূতলপুষ্পেষোঃ সকলাহ্লাদদায়িনঃ।
পরিচর্য্যাং চিরং কর্ত্তুমন্যারতিরিবোদিতা ॥ ৩০ ॥
উদ্বিগ্নে প্রোদ্বিগ্না মুদিতে মুদিতা সমাকুলাকুলিতে।
প্রতিবিম্বসমা কান্তা সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মণ্ডপোপাখ্যানে রাজবর্ণনং নাম

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

অবদাততনুঃ স্বচ্ছদেহা ॥ ২৯-৩১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

ভূতলাপ্সরসা সার্দ্ধমনন্যদয়িতা পতিঃ।
অকৃত্রিমপ্রেমরসং স রেমে কান্তয়া তয়া ॥ ১
উদ্যানবনগুল্মেষু তমালগহনেষু চ।
পুষ্পমণ্ডপরম্যেষু লতাবলয়সদ্মসু ॥ ২ ॥
পুষ্পান্তঃপুরশয্যাসু পুষ্পসম্ভারবীথিষু।
বসন্তোদ্যানদোলাসু ক্রীড়াপুষ্করিণীষু চ ॥ ৩।
চন্দনদ্রুমশৈলেষু সন্তানকতলেষু চ।
কদম্বনীপগেহেষু পারিভদ্রোদরেষু চ ॥ ৪ ॥
বিকসৎকুন্দমন্দারমকরন্দসুগন্ধিষু।
বসন্তবনজালেষু কূজৎকোকিলপক্ষিষু ॥ ৫ ॥
নানারণ্যতৃণানাঞ্চ স্থলেষু মৃদুদীপ্তিষু।
নির্ঝরেষু তরত্তারসীকরাসারবর্ষিষু ॥ ৬ ॥
শৈলানাং মণিমাণিক্যশিলানাং ফলকেষু চ।

অতৃপ্তিঃ কামভোগেভ্যো ভূয়োদুঃখাবসানতা।
দেবৈরপ্যন্যথাকর্ত্তুমশক্যেত্যত্র কীর্ত্যতে ॥ ১ ॥

অনন্যদয়িতা পতিরিতি প্রেমরসস্যাকৃত্রিমত্বে হেতুঃ ॥ ১ ॥

উদ্যানবনগুল্মেষিত্যাদীনাং রেমে ইত্যত্রৈবান্বয়ঃ ॥ ২-৩ ॥

সন্তানকাঃ কল্পবৃক্ষবিশেষাঃ স্বপ্রভাবাদিন্দ্রপ্রসাদাদ্বা প্রাপ্তাস্তেষাং তলেষু ॥ ৪-৫ ॥

তরতাং প্লবমানানাং তারসীকরাণামাসারো ধারাসম্পাতঃ ॥ ৬ ॥

দেবর্ষিমুনিগেহেষু দূরপুণ্যাশ্রমেষু চ ॥ ৭ ॥
কুমুদ্বতীষু ফুল্লাসু স্মেরাসু নলিনীষু চ ।
বনস্থলীষু কৃষ্ণাসু ফল্লাসু ফলিনীষু চ ॥ ৮ ॥
সুরতৈঃ সুরতারুণ্যৈঃ সুন্দরঃ সুন্দরেহিতৈঃ ।
ঈহিতৈঃ পেশলান্যোন্যঘনপ্রেমরসাধিকৈঃ ॥ ৯ ॥
প্রহেলিকাভিরাখ্যানৈস্তথা চাক্ষরমুষ্টিভিঃ ।
অষ্টাপদৈর্ব্বহুদ্যূতৈস্তথা গূঢ়চতুর্থকৈঃ ॥ ১০ ॥
নাটিকাখ্যায়িকাভিশ্চ শ্লোকৈর্ব্বিন্দুমতিক্রমৈঃ ।
দেশকালবিভাগৈশ্চ নগরগ্রামচেষ্টিতৈঃ ॥ ১১ ॥
স্রগ্দামমালাবলিতৈর্ন্নানাভরণযোজনৈঃ ।
লীলাবিলোলচলনৈর্ব্বিচিত্ররসভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥
আর্দ্রকুঙ্কুমকর্পূরতাম্বূলীদলচর্ব্বণৈঃ ।
ফুল্লপুষ্পলতাগুঞ্জাদেহগোপনখব্রণৈঃ ॥ ১৩ ॥
সমালম্ভনলীলাভির্ম্মালাপ্রহরণক্রমৈঃ ।

দেবর্ষিমুনিগেহেষু সহ যাত্রারূপং রমণম্ ॥ ৭ ॥

কুমুদ্বতীষু নিশি নলিনীষু দিবা ॥ ৮ ॥

সুরসদৃশৈস্তারুণ্যৈঃ । সুন্দরাণাং বিদগ্ধানামীহিতৈরীপ্সিতৈঃ । ঈহিতৈ-
র্ব্বিলাসচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯ ॥

প্রহেলিকাঃ লৌকিকপরিহাসকথাঃ । আখ্যানানি পৌরাণিকানি ।
অক্ষরমুষ্ট্যাদয়োদ্যূতবিশেষাঃ ॥ ১০ ॥

নাট্যদৃশ্যার্থাঃ প্রবন্ধা নাটিকাঃ । শ্রবণমাত্রাস্বাদ্যকাব্যনিবন্ধকথা আখ্যা-
য়িকাঃ । বিন্দূনাং বিদুষাং মতিভিঃ ক্রম্যন্তে অবগম্যন্ত ইতি বিন্দুমতিক্রমৈ-
র্গূঢ়াশয়শ্লোকৈঃ । নগরগ্রামচেষ্টিতৈরনুকৃতৈরিতি যাবৎ ॥ ১১ ॥

বলিতৈর্বেষ্টনৈঃ ॥ ১২ ॥

ফুল্লৈঃ পুষ্পৈর্লতাভির্গুঞ্জাভির্বা দেহস্য গোপনং পিধানং যেষু তথাবিধৈ
র্নখব্রণৈর্নখক্ষতৈঃ ॥ ১৩ ॥

গৃহে কুসুমদোলাভিরন্যোন্যং দোলনক্রমৈঃ ॥ ১৪ ॥
নৌযানযুগ্মহস্ত্যশ্বদান্তোষ্ট্রাদিগমাগমৈঃ।
জলকেলিবিলাসেন পরস্পরসমীক্ষণৈঃ ॥ ১৫ ॥
নৃত্যগীতকলালাস্যতালতাণ্ডবমণ্ডনৈঃ।
সঙ্গীতকৈঃ সঙ্কথনৈর্ব্বীণামুরজবাদনৈঃ ॥ ১৬ ॥
উদ্যানেষু সরিত্তীরবৃক্ষেষু বরবীথিষু।
অন্তঃপুরেষু হর্ম্ম্যেষু ফুল্লদোলাবদোলনৈঃ ॥ ১৭ ॥
সা তথা সুখসম্বৃদ্ধা তস্য প্রণয়িনী প্রিয়া।
একদা চিন্তয়ামাস সুভ্রূঃ সঙ্কল্পশালিনী ॥ ১৮ ॥
প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োভর্ত্তা মমৈষ জগতীপতিঃ।
যৌবনোল্লাসবান্ শ্রীমান্ কথং স্যাদজরামরঃ ॥ ১৯ ॥
ভর্ত্রানেন সহোত্তুঙ্গস্তনী কুসুমসদ্মসু।
কথং স্বৈরং চিরং কান্তা রমে যুগশতান্যহম্ ॥ ২০ ॥
তথা যতে যত্নমতস্তপোজপযমেহিতৈঃ।
রজনীশমুখোরাজা যথা স্যাদজরামরঃ ॥ ২১ ॥
জ্ঞানবৃদ্ধাংস্তপোবৃদ্ধান্ বিদ্যাবৃদ্ধানহং দ্বিজান্।
পৃচ্ছামি তাবন্মরণং কথং ন স্যান্নৃণামিতি ॥ ২২ ॥
ইত্যানীয়াথ সম্পূজ্য দ্বিজান্ পপ্রচ্ছ সা নতা।
অমরত্বং কথং বিপ্রা ভবেদিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩ ॥

অনুধাবনেন স্পর্শঃ সমালম্ভনং তৎপ্রধানলীলাভিঃ ॥ ১৪ ॥

নৌভির্যানং জলেষু। যুগ্মভূতহস্ত্যশ্বানাং দান্তানাং দমনেন শিক্ষিতানামুষ্ট্রাদীনাঞ্চ গমাগমৈশ্চংক্রমণপরিবর্ত্তনৈঃ ॥ ১৫ ॥

গীতিকথালাপাঃ সঙ্কথনানি ॥ ১৬-২০ ॥

যমেহিতৈর্নিয়মানুষ্ঠানৈঃ ॥ ২১-২২ ॥

ইতি চিন্তয়ামাসেতি পূর্ব্বতনেনান্বয়ঃ। অমরত্বং ভর্ত্তুঃ স্বস্য চেতি

বিপ্রা ঊচুঃ।

তপোজপযমৈর্দ্দেবি সমস্তাঃ সিদ্ধসিদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্যন্তেঽমরত্বন্তু ন কদাচন লভ্যতে ॥ ২৪ ॥
ইত্যাকর্ণ্য দ্বিজমুখাৎ চিন্তয়ামাস সা পুনঃ।
ইদং স্বপ্রজ্ঞয়ৈবাশু ভীতা প্রিয়বিয়োগতঃ ॥ ২৫ ॥
মরণং ভর্ত্তুরগ্রে মে যদি দৈবাদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বদুঃখনির্ম্মুক্তা সংস্থাস্যে সুখমাত্মনি ॥ ২৬ ॥
অথ বর্ষসহস্রেণ ভর্ত্তাদৌ চেন্মরিষ্যতি।
তৎকরিষ্যে তথা যেন জীবো গেহান্ন যাস্যতি ॥ ২৭ ॥
তদ্ভ্রমদ্ভর্ত্তৃজীবেঽস্মিন্ নিজে শুদ্ধান্তমণ্ডপে।
ভর্ত্রাবিলোকিতা নিত্যং নিবৎস্যামি যথাসুখম্ ॥ ২৮ ॥
অদ্যেবারভ্যৈতদর্থং দেবীং জ্ঞপ্তিং সরস্বতীম্।
জপোপবাসনিয়মৈরাতোষং পূজয়াম্যহম্ ॥ ২৯ ॥
ইতি নিশ্চিত্য সা নাথমনুক্ত্বৈব বরাঙ্গনা।
যথাশাস্ত্রং চচারোগ্রং তথা নিয়মমাস্থিতা ॥ ৩০ ॥

শেষঃ ॥ ২৩২৪ ॥

স্বপ্রজ্ঞয়ৈব ইদং বক্ষ্যমাণং চিন্তয়ামাস ॥ ২৫ ॥

আত্মনি সর্ব্বদুঃখনির্ম্মুক্তা। পরলোকে এতজ্জন্মস্মরণাভাবেন ভর্তৃবিয়োগদুঃখাপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

শুদ্ধান্তস্য অন্তঃপুরস্য মণ্ডপে ॥ ২৮ ॥

জ্ঞপ্তিং চিদ্রূপাম্ ॥ ২৯ ॥

নাথমনুক্ত্বেতি। নমু "যা স্ত্রী ভর্ত্রাঽননুজ্ঞাতা উপবাসব্রতং চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্তুর্ম্মৃতা নরকমৃচ্ছতী"তি নিন্দিতমিদং কথং যথাশাস্ত্রমিতি চেৎ "প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্তৃহিতং চরেৎ। ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈ"রিতি শাস্ত্রাৎ নিন্দায়া ভর্তৃহিতাতিরিক্তস্বকাম্যোপবা-

ত্রিরাত্রস্থ ত্রিরাত্রস্থ পর্য্যন্তে কৃতপারণা।
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞবিদ্বৎপূজাপরায়ণা॥ ৩১॥
স্নানদানতপোধ্যাননিত্যোদ্যুক্তশরীরিকা।
সর্ব্বাস্তিক্যসদাচারকারিণী ক্লেশহারিণী॥ ৩২॥
যথাকালং যথোদ্যোগং যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্।
তোষয়ামাস ভর্ত্তারমপরিজ্ঞাতসংস্থিতিঃ॥ ৩৩॥
ত্রিরাত্রশতমেবং সা বালা নিয়মশালিনী।
অনারতং তপোনিষ্ঠামতিষ্ঠৎ কষ্টচেষ্টয়া॥ ৩৪॥
ত্রিরাত্রাণাং শতে চাথ পূজিতা প্রতিমানিতা।
তুষ্টা ভগবতী গৌরী বাগীশা সমুবাচ তাম্॥ ৩৫॥

সরস্বত্যুবাচ।

নিরন্তরেণ তপসা ভর্ত্তৃভক্ত্যতিশালিনা।
পরিতুষ্টাস্মি তে বৎসে গৃহাণ বরমীপ্সিতম্॥ ৩৬॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

জয় জন্মজরাজ্বালাদাহদোষশশিপ্রভে।
জয় হার্দ্দান্ধকারৌঘনিবারণরবিপ্রভে॥ ৩৭॥
অম্ব মাতর্জ্জগন্মাতস্ত্রায়স্ব কৃপণামিমাম্।
ইদং বরদ্বয়ং দেহি যদহং প্রার্থয়ে শুভে॥ ৩৮॥
একং তাবদ্বিদেহস্য ভর্ত্তুর্জ্জীবোমমাম্বিকে।

ম্নাদিবিষয়স্বাদদোষঃ॥ ৩০-৩১॥

সর্ব্বস্মিন্ শাস্ত্রার্থে অস্ত্যবশ্যং ফলমিতি বুদ্ধিঃ সর্ব্বাস্তিক্যম্॥ ৩২-৩৩॥

অতিষ্ঠৎ অনুষ্ঠিতবতী॥ ৩৪॥

বাহ্যোপচারৈঃ পূজিতা ভাবোপচারৈঃ প্রতিমানিতা॥ ৩৫-৩৬॥

ভাবিভর্ত্তৃজীবনব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তিং ভাগ্যানুরূপামেব স্তুতিং দৈবাৎ রাজ্ঞ্যুবাচ—জয়েতি॥ ৩৭॥

অস্মাদেব হি মা যাসীন্নিজান্তঃপুরমণ্ডপাৎ ॥ ৩৯ ॥
দ্বিতীয়ং ত্বাং মহাদেবি প্রার্থয়েহং যদা যদা ।
দর্শনায় বরার্থায় তদা মে দেহি দর্শনম্ ॥ ৪০ ॥
ইত্যাকর্ণ্য জগন্মাতা তবাস্ত্বেবমিতি স্বয়ম্ ।
উক্ত্বান্তর্দ্ধানমগমৎ প্রোত্থায়োর্ম্মিরিবার্ণবে ॥ ৪১ ॥
অথ সা রাজমহিষী পরিতুষ্টেষ্টদেবতা ।
শ্রুতগীতেব হরিণী বভূবানন্দধারিণী ॥ ৪২ ॥
পক্ষমাসর্ত্তুকটকে দিনারে বর্ষদণ্ডকে ।
ক্ষণনাভৌ স্পন্দময়ে কালচক্রে বহত্যথ ॥ ৪৩ ॥
অন্তর্দ্ধিমাজগামাস্যাঃ পত্যুস্তচ্চেতনং তনৌ ।
সংদৃশ্যমানমেবাশু শুষ্কপত্ররসোযথা ॥ ৪৪ ॥
রণখণ্ডিতদেহেস্মিন্ মৃতেন্তঃপুরমণ্ডপে ।
নির্জ্জলা নলিনীবাসৌ পরাং ম্লানিমুপাযযৌ ॥ ৪৫ ॥
বিষোষ্ণশ্বসনধ্বস্তসকলাধরপল্লবা ।

ইমাং মানিতি শেষঃ ॥ ৩৮ ৩৯ ॥

যদা যদা বরার্থায় দর্শনায় প্রার্থয়ে তদা দর্শনং দেহীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ৪২ ॥

পক্ষা নেমিকটকা মাসা মধ্যকটকা ঋতবো নাভিকটকা যস্য । "ত্রিনাভি-চক্রমজর"মিতি শ্রুতেঃ । প্রিতয়ানুস্যূতানি দিনানি অরাস্তির্য্যগনুপ্রোতশঙ্কবঃ-কেসরপ্রায়া যস্য । বর্ষসম্বৎসরোহক্ষদণ্ডকো যস্য । ক্ষণস্ত্রিংশৎকলাত্মকোনা-ভির্ম্মধ্যচ্ছিদ্রং যস্য তথাবিধে সূর্য্যাদিস্পন্দময়ে ॥ ৪৩ ॥

রণখণ্ডিতদেহস্তেত্যুত্তরান্বভ্যতে । পত্যুস্তৎপ্রাণনাদিলিঙ্গৈঃ প্রত্যক্ষ-প্রায়ং চেতনং তনৌ লিঙ্গদেহে অন্তর্দ্ধিং তিরোভাবমাযযৌ ॥ ৪৪ ॥

নলিনী পদ্মিনী ॥ ৪৫ ॥

বিষবদুষ্ণেন নিঃশ্বসনেন ধ্বস্তোবিবর্ণীকৃতঃ । সশল্যেবেত্যুৎপ্রেক্ষা মৃগী যথেত্যুপমেতি ন যথাশব্দপৌনরুক্ত্যম্ । সশল্যেতি মৃগ্যা অপি বিশে-

প্রাপ সা মরণাবস্থাং সশল্যেব মৃগী যথা ॥ ৪৬ ॥
প্রাপ সা তমসান্ধত্বং তস্মিন্ মরণমাগতে।
দীপজ্বালালবে ক্ষীণে সদ্মশ্রীরিব ভূষিতা ॥ ৪৭ ॥
কার্শ্যমাপ ক্ষণেনাসৌ বালা বিরসতাং গতা।
যথা স্রোতস্বিনী স্রোতঃক্ষয়ে ক্ষারবিধূসরা ॥ ৪৮ ॥
ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনী ক্ষিপ্রং মৌনমূকা বিয়োগিনী।
বভূব চক্রবাকীব মানিনী মরণোন্মুখী ॥ ৪৯ ॥
অথ তামতিমাত্রবিহ্বলাং সকৃপাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পত ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
মণ্ডপোপাখ্যানে রাজ্ঞীপরিদেবনং নাম
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

সদ্মশ্রীর্গৃহশোভা। ভূষিতা প্রাগ্দীপেনালঙ্কৃতা ॥ ৪৭ ॥

স্রোতসঃ প্রবাহস্য ক্ষয়ে শোষে ক্ষারেণোষরেণ বিধূসরা ॥ ৪৮ ॥

মানিনী প্রাগ্‌ভর্ত্তৃসম্মানবতী তৎক্ষয়াৎ মরণোন্মুখী ॥ ৪৯ ॥

সকৃপা প্রাগ্বহুজন্মস্বারাধিতত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানদানপর্য্যবসিতকৃপাবতী। আকাশভবা অশরীরিণীতি যাবৎ। অন্বকম্পতেত্যনুকম্পা ফলমাশ্বাসনং লক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

শ্রীসরস্বত্যুবাচ ।

শবীভূতমিমং বৎসে ভর্ত্তারং পুষ্পপুঞ্জকে ।
আচ্ছাদ্য স্থাপয়ৈনং ত্বং পুনর্ভর্ত্তারমেষ্যসি ॥ ১ ॥
পুষ্পাণি ম্লানিমেষ্যন্তি নো ন চৈষ বিনঙ্ক্ষ্যতি ।
ভূয়শ্চ তব ভর্ত্তৃত্বমচিরেণ করিষ্যতি ॥ ২ ॥
এতদীয়শ্চ জীবোসাবাকাশবিশদস্তব ।
ন নির্গমিষ্যতি ক্ষিপ্রমিতোন্তঃপুরমণ্ডপাৎ ॥ ৩ ॥
ষট্পদশ্রেণিনয়না সমাকর্ণ্যেতি বন্ধুভিঃ ।
সা সমাশ্বাসিতাগত্য পয়োভিরিব পদ্মিনী ॥ ৪ ॥
পতিং সংস্থাপ্য তত্রৈব পুষ্পপূরপ্রগোপিতম্ ।
কিঞ্চিদাশ্বাসিতাতিষ্ঠদ্দরিদ্রেব নিধানিনী ॥ ৫ ॥
তস্মিন্নেব দিনে সৈবা তস্মিন্ শুদ্ধান্তমণ্ডপে ।
অর্দ্ধরাত্রে পরিজনে সর্ব্বস্মিন্নিদ্রয়া হৃতে ॥ ৬ ॥
জ্ঞপ্তিং ভগবতীং দেবীং শুদ্ধধ্যানমহাধিয়া ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং নব্যপ্রাক্তনসর্গয়োঃ ।
মনোমাত্রবিলাসত্বাত্তুল্যত্বমিহ বোধ্যতে ॥ ১ ॥

অশরীরিণ্যেবাশ্বাসনবরপ্রদানাভ্যামনুকম্পমানা শ্রীসরস্বত্যুবাচ শবীভূতমিতি । পুষ্পপুঞ্জকে পুষ্পরাশৌ ॥ ১ ॥

নো ইতি নিষেধার্থোনিপাতঃ পূর্ব্বান্বয়ী ॥ ২ ॥

প্রাক্তনবরস্তাসত্যতাশঙ্কাং বারয়তি । এতদীয়ইতি ॥ ৩ ॥

যথা পয়ঃশোষাচ্ছুষ্যন্তী পদ্মিনী পয়োভিরাগত্যাশ্বাস্যতে তদ্বৎ ॥ ৪-৫ ॥

শুদ্ধান্তোঽবরোধঃ ॥ ৬ ॥

দুঃখাদাহ্বায়য়ামাস সোবাচ সমুপেত্য তাম্ ॥ ৭ ॥
কিং স্মৃতাস্মি ত্বয়া বৎসে ধৎসে কিমিতি শোকিতাম্।
সংসারভ্রান্তয়োভান্তি মৃগতৃষ্ণাম্বুবন্মুধা ॥ ৮ ॥

লীলোবাচ।

ক্ব মমাবস্থিতোভর্ত্তা কিং করোত্যথ কীদৃশঃ।
সমীপং নয় মাং তস্য নৈকা শক্নোমি জীবিতুম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম্।
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং বরাননে ॥ ১০ ॥
তচ্চিদাকাশকোশাত্মচিদাকাশৈকভাবনাৎ।
অবিদ্যমানমপ্যাশু দৃশ্যতেথানুভূয়তে ॥ ১১ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ সম্বিদোমধ্যমেব যৎ।
নিমিষেণ চিদাকাশং তদ্বিদ্ধি বরবর্ণিনি ॥ ১২ ॥
তস্মিন্নিরস্তনিঃশেষসঙ্কল্পা স্থিতিমেষি চেৎ।

শুদ্ধধ্যানসহিতমহাধিয়া আহূতেবাগতেত্যাহ্বায়য়ামাসেত্যুৎপ্রেক্ষা। অর্ত্তিস্ত্রীত্যেতদপবাদেন শাচ্ছাসাহ্বেত্যাদিনা যুক্। সা সরস্বতী ॥ ৭ ॥

তত্রাদৌ শোকাপনয়ায় তদ্ধেতুনাং মিথ্যাত্বমাহ—সংসারেতি ॥ ৮-৯ ॥

ইহলোকবৎ পরলোককল্পনায়া অপি চিন্মাত্রাধিষ্ঠানকত্বং দর্শয়িতুং চিদাকাশং বিবিচ্য দর্শয়তি চিত্তেতি। বাসনাময়ং চিত্তাকাশং নিরূঢ়ং ব্যবহারিকং তৃতীয়কং উভয়সন্ধাবুভয়শূন্যং চিদাকাশং সুলক্ষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

তৎ ত্বৎপৃষ্টভর্ত্রবস্থানস্থলাদি বস্তুতশ্চিদাকাশকোশাত্মকমেব অতঃ পৃথগবিদ্যমানমপি চিদাকাশস্যৈকাগ্রচিন্তনাৎ আশু ইত এব দৃশ্যতে অথ তত্র গত্বা অনুভূয়তে চেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তদর্থং চিদাকাশং পরিচায়য়তি দেশাদিতি। ক্রমিকবিষয়দ্বয়াভাসসন্ধৌ তদুভয়শূন্যচিদাকাশঃ সুলক্ষ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অতস্তব তৎপ্রাপ্তিরেব তস্তাবস্থিতভর্তৃসমীপে প্রাপ্তিস্তত্রৈব ভর্তৃপরলোক-

সর্ব্বাত্মকং পদং তত্ত্বং ত্বং তদাপ্নোষ্যসংশয়ম্ ॥ ১৩ ॥
অত্যন্তাভাবসম্পত্ত্যা জগতশ্চৈতদাপ্যতে।
নান্যথা মদ্বরেণাশু ত্বন্তু প্রাপ্স্যসি সুন্দরি ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবী দিব্যমাত্মীয়মাস্পদম্।
লীলা তু লীলয়ৈবাসীন্নির্ব্বিকল্পসমাধিভাক্ ॥ ১৫ ॥
তত্তত্যাজ নিমেষেণ সান্তঃকরণপঞ্জরম্।
স্বদেহং খমিবোড্ডীনা মুক্তনীড়া বিহঙ্গমী ॥ ১৬ ॥
দদর্শ খস্থা ভর্ত্তারং তস্মিন্নেবালয়াম্বরে।
সংস্থিতং পৃথিবীপালমাস্থানে বহুরাজনি ॥ ১৭ ॥
সিংহাসনে সমারূঢ়ং জয় জীবেতি সংস্তুতম্।
প্রস্তুতং মণ্ডলানীককার্য্যমাহর্ত্তুমাদৃতম্ ॥ ১৮ ॥
পতাকামঞ্জরীকীর্ণরাজধানীগৃহস্থিতম্।
পূর্ব্বদ্বারস্থিতাসংখ্যমুনিবিপ্রর্ষিমণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥

কল্পনাদিত্যাশয়েনাহ তস্মিন্নিতি ॥ ১৩ ॥

কথং তর্হি তৎপ্রাপ্তিস্তত্রোপায়মাহ অত্যন্তেতি। তত্ত্বদর্শনেনাবিদ্যাক্ষয়ং দ্বৈতানুদয় এবাত্যন্তাভাবসম্পত্তিঃ। তত্র নান্যঃ পন্থা ইতি শ্রুতির্ম্মানমিত্যভিপ্রেত্যাহ নান্যথেতি। মম তর্হি কথং জ্ঞানপ্রাপ্তিস্তত্রাহ মদ্বরেণেতি ॥১৪॥

লীলয়া বরপ্রভাবাদ্বিনৈবাভ্যাসশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥

লোহপঞ্জরবদ্দুর্ভেদ্যান্তঃকরণসহিতং স্থূলদেহম্। স্থিরীকৃতচেতসা অভিমানত্যাগ এবাত্র বিবক্ষিতো ন তু মরণবদ্বহির্নির্গমনম্ ॥ ১৬ ॥

খমত্র চিদাকাশঃ তৎস্থা সতী আলয়াম্বরে আবির্ভূতস্ববাসনাকর্ম্মানুরূপদেহগেহাদিসম্পত্ত্যা সংস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥

প্রস্তুতমুপস্থিতং কার্য্যমাহর্ত্তুং সম্পাদয়িতুম্ ॥ ১৮ ॥

পতাকামণ্ডলৈর্ব্যাপ্তায়া রাজধান্যাঃ প্রধানগৃহে স্থিতম্। ইত আরভ্য বহুপদবহুব্রীহয়ঃ সর্ব্বে ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণদ্বারগাসংখ্যরাজরাজেশমণ্ডলম্ ।
পশ্চিমদ্বারগাসংখ্যললনালোকমণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
উত্তরদ্বারগাসংখ্যরথহস্ত্যশ্বসঙ্কুলম্ ।
একভৃত্যবিনির্ণীতদক্ষিণাপথবিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥
কর্ণাটনাথরচিতপূর্ব্বদেশক্রিয়াক্রমম্ ।
সুরাষ্ট্রাধিপনির্ণীতসর্ব্বম্লেচ্ছোত্তরাপথম্ ॥ ২২ ॥
মালদেশসমাক্রান্তসর্ব্বপাশ্চাত্যতঙ্গণম্ ।
দক্ষিণাব্ধিতটায়াতলঙ্কাদূতবিনোদিতম্ ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্বাব্ধিতটমাহেন্দ্রসিদ্ধোক্তগগনাপগম্ ।
উত্তরাব্ধিতটায়াতদূতবর্ণিতগুহ্যকম্ ॥ ২৪ ॥
পশ্চিমাব্ধিতটালোকবর্ণিতাস্তময়ক্রমম্ ।
অসংখ্যবদ্ধভূপালকলাকীর্ণাখিলাজিরম্ ॥ ২৫ ॥
যজ্ঞবাটপঠদ্বিপ্রজিততুর্য্যাগ্রনিঃস্বনম্ ।
বন্দিকোলাহলোল্লাসপ্রতিশ্রুদ্বনকুঞ্জরম্ ॥ ২৬ ॥
গেয়বাদ্যোদ্যতধ্বানপ্রধ্বনদ্গগনান্তরম্ ।

ললনালোকাঃ স্ত্রীজনাঃ ॥ ২০ ॥

একভৃত্যবচসা বিনির্ণীতোদক্ষিণাপথে বিগ্রহো যুদ্ধপ্রসঙ্গো যেন ॥ ২১ ॥

সর্ব্বদেশরাজানাং তদ্বশ্যতাং দর্শয়তি কর্ণাটেতি । ক্রিয়াক্রমো ব্যবহার-মর্য্যাদাস্থাপনম্ । নির্ণীতাঃ নিগৃহ্য বশীকৃতাঃ ॥ ২২ ॥

মালদানামীশেন রাজ্ঞা সম্যগাক্রান্তাস্তঙ্গণা দেশবিশেষাঃ ॥ ২৩ ॥

মহেন্দ্রপর্ব্বতে ভবো মাহেন্দ্রঃ সিদ্ধস্তপস্বী তেনোক্তা বর্ণিতা সহস্রমুখবিস্তা-রাদিবিচিত্রা গগনাপগা গঙ্গা যস্মৈ ॥ ২৪ ॥

অব্ধিতটমালোকিতবানিত্যব্ধিতটালোকোদূতস্তেন বর্ণিতঃ । অসংখ্যানাং শ্রেণীবদ্ধানাং ভূপালানাং কলাভিঃ কান্তিভিঃ ॥ ২৫ ॥

তূর্য্যাগ্র্যং বাদ্যশ্রেষ্ঠম্ । বন্দিকোলাহলোল্লাসস্য প্রতিশ্রুতঃ প্রতিধ্বনি-কর্য়া বনকুঞ্জরা যস্যা ॥ ২৬ ॥

হয়হস্তিরথারাজিরজোমেঘঘনাম্বরম্ ॥ ২৭ ॥
পুষ্পকর্পূরধূপাঢ্যং গন্ধামোদিতপর্ব্বতম্ ।
সর্ব্বমণ্ডলসম্ভাররচিতানেকশাসনম্ ॥ ২৮ ॥
যশঃকর্পূরজলদসুশুভ্রাম্বরপর্ব্বতম্ ।
রোদসীস্তম্ভভূতৈকস্বপ্রতাপজিতার্ককম্ ॥ ২৯ ॥
আরম্ভমন্থরোদারকার্য্যসম্ব্যগ্রভূমিপম্ ।
নানানগরনির্ম্মাণসোদ্যোগস্থপতীশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
পপাতাথ মহারম্ভা সা তাং নরপতেঃ সভাম্ ।
ব্যোমাত্মিকা ব্যোমময়ীং মিহিকেবাম্বরাটবীম্ ॥ ৩১ ॥
ভ্রমন্তীং তত্র তামগ্রে দদৃশুস্তে ন কেচন ।
সঙ্কল্পমাত্ররচিতাং পুরুষাঃ কামিনীমিব ॥ ৩২ ॥
তথা তে তাং ন দদৃশুঃ সঞ্চরন্তীং পুরোগতাম্ ।
অন্যসঙ্কল্পরচিতামন্যেন নগরীং যথা ॥ ৩৩ ॥
প্রাক্তনানেব তান্ সর্ব্বান্ স্বান্ দদর্শ সমাগতান্ ।
ভূভৃতেব সুসম্প্রাপ্তান্নগরান্নগরান্তরম্ ॥ ৩৪ ॥

গেয়েভ্যোবাদ্যেভ্যশ্চোদ্যতৈর্ধ্বানৈঃ প্রধ্বনদ্গগনমধ্যং যস্য ॥ ২৭ ॥

পর্ব্বতশব্দেন পর্ব্বতসদৃশাঃ প্রাসাদা উচ্যন্তে। সর্ব্বেভ্যোমণ্ডলেভ্য আহৃত্যোপায়নাদি সম্ভরন্তি পূরয়ন্তি গৃহং যে ভৃত্যাস্তেভ্যোরচিতানেকশাসনম্ ॥ ২৮ ॥

স্বযশঃকর্পূররাশ্যুপমানা জলদলক্ষণাঃ সুশুভ্রা অম্বরোদ্ভূতপর্ব্বতা যস্য ॥২৯॥

আরম্ভমন্থরেষু গুরুতরারম্ভেষু উদারকার্য্যেষু সম্ব্যগ্রা ভূমিপাঃ সামন্তা যস্য। স্থপতয়ঃ শিল্পিকুলপতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পপাত প্রবিবেশ। সা লীলা। বাসনামাত্ররূপত্বাদুভয়োর্ব্যোমরূপতা। মিহিকা নীহারপটলী ॥ ৩১ ॥

সঙ্কল্পমাত্ররচিতামিত্যুভয়ান্বয়ি ॥ ৩২-৩৩ ॥

স্বান্ স্বীয়ান্। ভূভৃতা সহেতি শেষঃ ॥ ৩৪ ॥

তদ্দেশাংস্তৎসমাচারাংস্তথা তানেব বালকান্।
তা এব বালবনিতাস্তাংস্তানেব চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৩৫ ॥
তানেব ভূমিপালাংশ্চ তাংস্তানেব চ পণ্ডিতান্।
তানেব নর্ম্মসচিবান্ ভৃত্যাংস্তানেব তাদৃশান্ ॥ ৩৬ ॥
অথান্যানপ্যপূর্ব্বাংশ্চ পণ্ডিতান্ সুহৃদস্তথা।
ব্যবহারাংস্তথান্যাংশ্চ পৌরানন্যাংস্তথৈব চ ॥ ৩৭ ॥
মধ্যাহ্নকালে দিবসে ঘনদাবাকুলাদিশঃ।
অন্তরিক্ষং সচন্দ্রার্কং সাম্ভোদপবনধ্বনি ॥ ৩৮ ॥
মহীরুহনদীশৈলপুরপত্তনমণ্ডিতম্।
নানানগরবিন্যাসজঙ্গলগ্রামসঙ্কুলম্ ॥ ৩৯ ॥
দ্বিরষ্টবর্ষং ভূপালং প্রাক্তন্যা জরসোজ্ঝিতম্।
প্রাক্তনীং জনতাং সর্ব্বাং সমস্তান্ গ্রামবাসিনঃ ॥ ৪০ ॥
সা তানালোক্য ললনা চিন্তাপরবশাভবৎ।
তস্মিন্নগরবাস্তব্যাঃ কিং তে সর্ব্বে মৃতা ইতি ॥ ৪১ ॥
পুনঃ প্রজ্ঞপ্তিবোধেন প্রাক্তনান্তঃপুরং গতা।
ক্ষণেন চ দদর্শাত্র সার্দ্ধরাত্রে তথৈব তান্ ॥ ৪২ ॥
অথ সোত্থাপয়ামাস নিদ্রাক্রান্তং সখীজনম্।
আহ চাতীব মে দুঃখমাস্থানং দীয়তামিতি ॥ ৪৩ ॥

তৈঃ স্বদেশীয়ৈঃ সম আচারোযেষাং তান্ ॥ ৩৫ ॥
নর্ম্মসচিবান্ রহস্যবিচারসহায়ান্ ॥ ৩৬ ॥
বাসনাময়ে স্বাপ্ন ইব ন পূর্ব্বসাদৃশ্যনিয়ম ইত্যাহ অথেতি ॥ ৩৭ ॥
ঘনৈর্নিবিড়ৈর্দাবৈররণ্যৈঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥
তস্মিন্ বাসনানগরে আলোক্য নগরবাস্তব্যাঃ প্রাক্তননগরস্থাঃ ॥ ৪১ ॥
প্রজ্ঞপ্তিঃ সরস্বতী তৎপ্রসাদজেন বোধেন সমাধিব্যুত্থানেন। তথৈব পূর্ব্ববদেব স্থিতানিতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥

ভর্ত্তুঃ সিংহাসনস্থাস্থ পার্শ্বে তিষ্ঠাম্যহং যদি ।
পশ্যামি সভ্যসজ্ঞাতং তৎ প্রজীবামি নান্যথা ॥ ৪৪ ॥
স রাজপরিবারোথ তয়েত্যুক্তে যথাক্রমম্ ।
আসীদ্বিনিদ্রঃ সম্ব্যগ্রঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বকর্ম্মণি ॥ ৪৫ ॥
পৌরান্ সভ্যান্ সমানেতুং যয়ুর্যাষ্টিকপংক্তয়ঃ ।
ব্যবহারং কলয়িতুমুর্ব্ব্যামর্ককরা ইব ॥ ৪৬ ॥
আস্থানভূমিং ভৃত্যাশ্চ মার্জ্জয়ামাসুরাদৃতাঃ ।
প্রাবৃট্পয়োদমলিনং খং শরদ্বাসরা ইব ॥ ৪৭ ॥
অঙ্গণং প্রতি দীপৌঘাস্তস্থুঃ পীততমোম্ভসঃ ।
আশ্চর্য্যদর্শনায়েব সম্প্রাপ্তা ঋক্ষপংক্তয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
জনতাঃ পূরয়ামাসুঃ পূরৈরজিরভূমিকাঃ ।
অব্ধীন্ প্রলয়সংশুষ্কান্ পুরা সর্গ ইবাম্ভসা ॥ ৪৯ ॥
আজগ্মুর্ম্মন্ত্রিসামন্তাঃ স্বং স্বং স্থানমনিন্দিতাঃ ।
ত্রৈলোক্যে পুনরুৎপন্নে লোকপালা যথা দিশঃ ॥ ৫০ ॥
ববুরাকীর্ণকর্পূরসান্দ্রাবশ্যায়শীতলাঃ ।
উৎফুল্লকুসুমোদ্বান্তমাংসলামোদিতানিলাঃ ॥ ৫১ ॥
পর্য্যন্তেষু প্রতীহারাস্তস্থুর্দ্ধবলবাসসঃ ।
ঋষ্যমূকার্কতাপার্ত্তমেঘমালা ইবাদ্রিষু ॥ ৫২ ॥

আস্থানং সভায়াং সন্নিধানম্ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

যথাক্রমং যথোচিতং সর্ব্বস্মিন্ স্বস্বোচিতকর্ম্মণি ॥ ৪৫-৪৭ ॥

ঋক্ষপংক্তয়ো নক্ষত্রসমূহাঃ ॥ ৪৮ ॥

পূরৈঃ পূরবৎপ্রবৃত্তৈঃ সঙ্ঘৈঃ । পুরাসর্গো জনসৃষ্টিপ্রাক্কালঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

অবশ্যায়ো হিমম্ । ধাবল্যশৈত্যাভ্যাং তৎসাদৃশ্যোপপাদনায়াকীর্ণকর্পূরেতি । কুসুমোদ্বান্তৈর্ম্মকরন্দৈর্ম্মাংসলঃ পুষ্ট আমোদঃ সঞ্জাতো যেষাং । তারকাদিত্বাদিতচ্ ॥ ৫১ ॥

পর্য্যন্তেষাস্থানপ্রান্তেষু । ঋষ্যমূকঃ সুগ্রীবালয়স্তত্র সুগ্রীবানুগ্রহায়ার্কস্ত

প্রভাপীততমঃপুঞ্জাঃ পেতুঃ পুষ্পোৎকরা ভুবি।
চণ্ডমারুতবিধ্বস্তাস্তারকানিকরা ইব ॥ ৫৩ ॥
আস্থানং পূরয়ামাসুর্মহীপালানুযায়িনঃ।
উৎফুল্লকমলোৎকীর্ণং হংসা ইব সরোবরম্ ॥ ৫৪ ॥
সিংহাসনসমীপস্থে হৈমচিত্রাসনে নবে।
উপাবিশদসৌ লীলা লীলেব স্মরচেতসি ॥ ৫৫ ॥
দদর্শ তান্ নৃপান্ সর্ব্বান্ পূর্ব্বানেব যথাস্থিতান্।
গুরূনার্য্যান্ সখীন্ সভ্যান্ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ॥ ৫৬ ॥

সকলমেব হি পূর্ব্ববদেব সা
সমবলোক্য মুদং পরমাং যযৌ।
নৃপতিরাষ্ট্রজনং খলু জীবনা-
ভ্যুদিতয়া চ বভৌ শশিবচ্ছ্রিয়া ॥ ৫৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সন্দেহরাষ্ট্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

বিশেষসন্নিধানাত্তত্তাপার্ত্তাঃ। অদ্রিষু হিমবদাদিষু ॥ ৫২ ॥

চণ্ডমারুতোত্র প্রলয়মারুতঃ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

স্মরস্য চেতসি লীলা রতিরিব স্মরবিকৃত[illegible]চেতসি লীলাশৃঙ্গারচেষ্টেব বা ॥ ৫৫ ॥

আর্য্যান্ মান্যান্ ॥ ৫৬ ॥

খলু জীবনং নিশ্চিতং জীবনং তদভ্যুদিতয়া ॥ ৫৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইত্থং বিনোদয়ামীদং দুঃখদং চিত্তমিত্যলম্ ।
বোধয়িত্বেঙ্গিতৈর্ভূপানাস্থানাদ্দুঃখিতাথ সা ॥ ১ ॥
প্রবিশ্যান্তঃপুরং ভর্ত্তুঃ পার্শ্বেন্তঃপুরমণ্ডপে ।
বিবেশ পুষ্পগুপ্তস্য চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ২ ॥
অহো বিচিত্রা মায়েয়মেতেঽস্মৎপুরমানবাঃ ।
বহিরন্তরবদ্দেশে তত্র চেহ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
তালীতমালহিন্তালমালিতা গিরয়োপ্যমী ।
যথা তত্র তথেহাপি বত মায়েয়মাততা ॥ ৪ ॥
আদর্শেন্তর্ব্বহিশ্চৈব যথা শৈলোনুভূয়তে ।
বহিরন্তশ্চিদাদর্শে তথা সর্গোনুভূয়তে ॥ ৫ ॥
তত্র ভ্রান্তিময়ঃ সর্গঃ কঃ স্যাৎ কঃ পারমার্থিকঃ ।
ইতি পৃচ্ছামি বাগীশামভ্যর্চ্চ্যোক্তমসংশয়ম্ ॥ ৬ ॥

সমাধিদৃষ্টসর্গস্য পূর্ব্বসর্গস্য চাধুনা ।
দৃশ্যত্বাত্তুল্যমিথ্যাত্বে চিন্মাত্রস্থিতিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

ইত্থমাস্থানদর্শনাদিনা বিনোদয়াম্যাশ্বাসয়ামীতীঙ্গিতৈরভিপ্রায়সূচকচেষ্টাভির্ভূপান্ বোধয়িত্বা ॥ ১ ॥

পুষ্পৈর্গুপ্তস্য ছন্নস্য ভর্ত্তুঃ পার্শ্বে উপবিশ্যেতি শেষঃ ॥ ২ ॥

তত্র সমাধিদৃষ্টেঽন্তরবত্যবকাশবতি দেশে ইহ অস্মৎপুরে চ ॥ ৩ ॥

তথেহাপি সংস্থিতা ইত্যনুষজ্যতে ॥ ৪ ॥

মায়াত্বমেব দৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়তি । আদর্শ ইতি ॥ ৫ ॥

তর্হি দৃষ্টান্তবদেবান্তরস্যৈব মিথ্যাত্বং ন দ্বয়োরপীতি সম্ভাবনাৎ সন্দেহং

ইতি নিশ্চিত্য তাং দেবীং পূজয়ামাস সা তদা।
দদর্শ চ পুরঃ প্রাপ্তাং কুমারীরূপধারিণীম্ ॥ ৭ ॥
ভদ্রাসনগতাং দেবীমুপবিশ্য পুরোগতা।
পরমার্থমহাশক্তিং লীলাপৃচ্ছদ্ভুবি স্থিতা ॥ ৮ ॥

লীলোবাচ।

অনুকম্প্যাস্য নো দেবি ভজন্ত্যুদ্বেগমুত্তমাঃ।
ত্বয়ৈবং কিল সর্গাদৌ স্থাপিতা স্থিতিরুত্তমা ॥ ৯ ॥
তদিদং যৎ পুরঃ প্রহ্বা পৃচ্ছামি পরমেশ্বরি।
তদ্ব্রূহি ত্বৎকৃতো নূনং সফলোমেস্ত্বনুগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
অস্যাদর্শে জগন্নাম্নঃ খাদপ্যধিকনির্ম্মলঃ।
যস্য যোজনকোটীনাং কোটয়োবয়বোমনাক্ ॥ ১১ ॥
নিঃসন্ধিতবচোজ্যোতির্ঘনোমৃদুসুশীতলঃ।
অচেত্যচিদিতি খ্যাতোনাম্না নির্ভিত্তিরগ্রতঃ ॥ ১২ ॥
দিক্কালকলনাকাশপ্রকাশনিয়তিক্রমাঃ।

দর্শয়তি তত্রেতি। বাগীশামভ্যর্চ্চ্য তদগ্রে স্বেনোক্তং সংশয়মসংশয়ং যথা স্যাৎ তথা পৃচ্ছামি ॥ ৬-৭ ॥

ভুবি স্থিতা লীলা পুরোগতা ভূত্বোপবিশ্যাপৃচ্ছ[illegible]দিত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

অনুকম্প্যাস্য দয়োচিতস্য বিষয়ে ইতি শেষঃ। স্থিতির্ম্মর্য্যাদা ॥ ৯ ॥

তত্তস্মাদিদং পৃচ্ছামি তদ্ব্রূহি ॥ ১০ ॥

সংশয়বীজোদ্ঘাটনায়োপোদ্ঘাতেন সমাধ্যনুভূতমাত্মস্বরূপং প্রথমমনুবদত্যস্যেত্যাদিত্রিভিঃ। মনাক্ অল্পঃ ॥ ১১ ॥

নিঃসন্ধিতানি সংসর্গাগোচরাণ্যখণ্ডার্থানীতি যাবৎ। বচাংসি যস্মিংস্তথাবিধঃ প্রজ্ঞানজ্যোতির্ঘনঃ অমূর্ত্তত্বাৎ মৃদুরকঠিনো নিঃশেষতাপোপশমাচ্ছীতলো নির্ভিত্তির্নিরাবরণো নির্ভেদো বা সর্ব্বব্যবহারেষগ্রতঃ স্ফুরন্নিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

যত্রাত্মাদর্শে দিক্কালৌ তদন্তশ্চ সর্ব্বকার্য্যাণাং কলনা উৎপত্তিরুৎপন্নানামা-

যত্রেমে প্রতিবিম্বন্তি পরাং পরিণতিং গতাঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রিজগৎপ্রতিবিম্বশ্রীর্ব্বহিরন্তশ্চ সংস্থিতা ।
তত্র বৈ কৃত্রিমা কা স্যাৎ কাসৌ বা স্যাদকৃত্রিমা ॥১৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

অকৃত্রিমত্বং সর্গস্য কীদৃশং বদ সুন্দরি ।
কীদৃশং কৃত্রিমত্বং স্যাৎ যথাবৎ কথয়েতি মে ॥ ১৫ ॥

লীলোবাচ ।

যথাহমিহ তিষ্ঠামি ত্বঞ্চ দেবি স্থিতাম্বিকে ।
অসাবকৃত্রিমঃ সর্গ ইতি দেবেশি বেদ্ম্যহম্ ॥ ১৬ ॥
যত্রাধুনা স ভর্ত্তা মে স্থিতঃ সর্গঃ স কৃত্রিমঃ ।
অহং মন্যে যতঃ শূন্যো-দেশকালাদ্যপূরকঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কৃত্রিমোঽকৃত্রিমাৎ সর্গান্ন কদাচন জায়তে ।

কাশেঽবকাশপ্রাপ্তিস্তেজোনয়নাদিভিঃ প্রকাশঃ প্রকাশিতানাঞ্চার্থক্রিয়াস্বনেনেদমিত্থমেবোপপাদিতমীদৃশব্যবহারোপযুক্তমিতি নিয়তিক্রমাঃ পরাং দেশকালবিস্তীর্ণাং পরিণতিং বিকারবৈচিত্র্যং গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রতিবিম্ববদন্তঃ স্ফুরন্তি ॥ ১৩ ॥

ঔপোদ্ঘাতিকপ্রসক্তি[illegible] প্রস্তুতং পৃচ্ছতি ত্রিজগদিতি । তত্র তয়োর্ম্মধ্যে । কৃত্রিমা কাল্পনিকী মিথ্যেতি যাবৎ ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বদৃশা জগত্যকৃত্রিমত্বং নাস্ত্যেবেত্যাশয়েন সংশয়বীজং নিরসিষ্যন্তী দেবী পৃচ্ছতি অকৃত্রিমত্বমিতি ॥ ১৫ ॥

বিপুলত্বেন প্রমিতস্য তদপর্য্যাপ্তদেশকালপরিচ্ছেদো মিথ্যাত্বব্যাপ্যো গিরিপ্রতিবিম্বাদৌ দৃষ্টঃ স চ ভর্তৃপ্রপঞ্চ এব দৃশ্যতে নাস্মিন্নিতি বৈধর্ম্ম্যদর্শিনী লীলোবাচ যথেত্যাদিদ্বাভ্যাম্ । বেদ্মি সম্ভাবয়ামি ॥ ১৬ ॥

শূন্যো মিথ্যাভূতো যতঃ স্বাবস্থিত্যপর্য্যাপ্তস্যাল্পস্যাপি দেশকালব্যবহারাদেরপূরকঃ প্রতিবিম্বস্বপ্নপর্ব্বতাদিস্তথা দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ভর্তৃসর্গোনির্হেতুকঃ সহেতুকো বা । নাদ্যঃ । অনুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ।

ন হি কারণতঃ কার্য্যমুদেত্যসদৃশং ক্বচিৎ ॥ ১৮ ॥

লীলোবাচ।

দৃশ্যতে কারণাৎ কার্য্যং সুবিলক্ষণমম্বিকে।
অম্বাদাতুমশক্তা মৃৎঘটস্তজ্জস্তদাস্পদম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সম্পদ্যতে হি যৎ কার্য্যং কারণৈঃ সহকারিভিঃ।
মুখ্যকারণবৈচিত্র্যং কিঞ্চিত্তত্রাবলোক্যতে ॥ ২০ ॥
বদ তদ্ভর্ত্তৃসর্গস্য কিং পৃথ্ব্যাদিষু কারণম্।
তদ্ভূমণ্ডলতোভূতির্জ্জাতা তত্র বরাননে ॥ ২১ ॥
গতশ্চেদিত উড্ডীয় কুতঃ স্যাদিহ ভূতলম্।

দ্বিতীয়ে কৃত্রিমহেতুকোঽকৃত্রিমহেতুকো বা। তদাদ্যেপি এতৎ সর্গহেতুকো ঽন্যহেতুকো বা। তত্রান্ত্যস্যাপ্রসিদ্ধেরাদ্যকল্পপরিশেষে কৃত্রিমহেতোরস্যাপি সর্গস্য কৃত্রিমত্বপ্রসঙ্গঃ। ভিন্নসত্তাকয়োর্হেতুফলভাবাদর্শনাদিতি ন সর্গয়োর্ব্বৈধর্ম্ম্যমিত্যাশয়েন দেব্যুত্তরমাহ। কৃত্রিম ইতি ॥ ১৮ ॥

উক্তনিয়মে লীলা ব্যভিচারং শঙ্কমানাহ—দৃশ্যত ইতি। পিণ্ডভূতা মৃৎ অম্বু জলমাদাতুমন্তর্দ্ধারয়িতুমশক্তা তজ্জো ঘটস্তু তস্যাম্বুন আস্পদং ধারণসমর্থো দৃশ্যতে। তথাচ সমশক্তিতানিয়মবৎ ন সমসত্তানিয়মোপি সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

উপাদানবৈচিত্র্যাৎ সহকারিনিমিত্তবৈচিত্র্যাদ্বা পিণ্ডঘটয়োর্ব্বৈচিত্র্যমস্তু যৎ খলু তুল্যোপাদাননিমিত্তকং যথা দীপাদ্দীপান্তরং ন তত্র বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে। প্রকৃতসর্গয়োরপি তথা ত্বমেবেত্যাশয়েন দেবী সমাধত্তে সম্পদ্যত ইতি। মুখ্যমসাধারণং দণ্ডচক্রাদি ॥ ২০ ॥

ত্বদ্ভর্ত্তৃসর্গস্য তু নাসাধারণকারণবৈচিত্র্যং কল্পয়িতুং শক্যমুভয়োর্ম্মায়াকামকর্ম্মবাসনামাত্রমূলকত্বাবিশেষাদিত্যাশয়েনাহ বদেতি। এতৎ সর্গান্তর্গতপৃথ্ব্যাদিষু মধ্যে ত্বদ্ভর্ত্তৃসর্গস্য কিং কারণং যেন বৈচিত্র্যং স্যাৎ। ভৌতিকেষ্বপি যথা এতদ্ভূমণ্ডলতোভূতিরুৎপত্তির্জ্জাতা তথা তদ্ভূমণ্ডলতস্তত্রেতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সহকারীণি কানীব কারণান্যত্র কারণে ॥ ২২ ॥
কারণানামভাবেপি যোদেতি সহকারিতা।
তৎ পূর্ব্বকারণাম্নান্যৎ সর্ব্বেণেত্যনুভূয়তে ॥ ২৩ ॥

লীলোবাচ।

স্মৃতিঃ সা দেবি মদ্ভর্ত্তুস্তথা স্ফারত্বমাগতা।
স্মৃতিস্তৎকারণং বেদ্মি সর্গয়োরিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

স্মৃতিরাকাশরূপা চ যথা তজ্জস্তথৈব তে।
ভর্ত্তুঃ সর্গোনুভূতোঽপি স ব্যোমৈব তথাবলে ॥ ২৫ ॥

লীলোবাচ।

স্মৃত্যাকাশময়ঃ সর্গো যথা ভর্ত্তুর্ম্মমোদিতঃ।
তথৈবেমমহং মন্যে স সর্গোত্র নিদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

এবমেতদসৎসর্গো ভর্ত্তুস্তের্ভাতি ভাস্বরঃ।

অত্রত্যভূম্যাদেরেব তত্রত্যভূম্যাদ্যুৎপত্তিরস্থিতি চেৎ তত্রাহ গতমিতি। অগতেন তত্র কার্য্যজননাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাদত্রত্যসহকারিকারণানামভাবেঽপি যা সামগ্রী লক্ষণা সহকারিতা উদেতি কার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্যতে সা তৎপূর্ব্বসর্গকারণাৎ কামকর্ম্মবাসনা-বিদ্যাত্মকাদন্যদন্যা ন। ছান্দসী ক্লীবতা। তথাচ ন বৈলক্ষণ্যসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সত্যৈতৎসর্গানুভবজন্যসংস্কারজঃ প্রমুষ্টসত্তাকস্মৃতিতুল্যঃ স্বপ্ন ইব মদ্ভর্ত্তুঃ সর্গোঽস্থিতি বিধান্তরেণ বৈধর্ম্ম্যং লীলা শঙ্কতে স্মৃতিরিতি ॥ ২৪ ॥

তর্হি তজ্জস্তস্মাৎ পূর্ব্বদৃষ্টসর্গাৎ সংস্কারদ্বারা জাতস্তে ভর্ত্তুঃ সর্গো যথা স্মৃতিরাকাশরূপা স্মৃতিরিব পুরোবর্ত্তিবিষয়শূন্যত্বাদাকাশরূপ স্তথা অনুভূতঃ সংস্কারহেত্বনুভববিষয়ঃ পূর্ব্বসর্গোঽপি ব্যোমৈব যতঃ সোপি তথা তৎপূর্ব্বসর্গ-সংস্কারজ ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

উক্তমর্থং বিমৃশ্যাভ্যুপগতবতী লীলা দেব্যাশয়ানুরূপমেবাহ স্মৃতীতি ॥ ২৬ ॥

তথৈবায়মিহাভাতি পশ্যাম্যেতদহং সুতে ॥ ২৭ ॥

লীলোবাচ।

যথা পত্যুরমূর্ত্তোস্মাৎ সর্গাৎ সর্গোভ্রমাত্মকঃ।
জাতস্তথা কথয় মে জগদ্ভ্রমনিবৃত্তয়ে ॥ ২৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রাক্ স্মৃতের্ভ্রান্তিমাত্রাত্মা সর্গোয়মুদিতোযথা।
স্বপ্নভ্রমাত্মকোভাতি তথেদং কথ্যতে শৃণু ॥ ২৯ ॥
অস্তি কচিচ্চিদাকাশে কচিৎ সংসারমণ্ডপঃ।
আকাশকাচদলবৎ সংস্থানাচ্ছাদিতাকৃতিঃ ॥ ৩০ ॥
মেরুস্তম্ভস্থলোকেশ-পুরন্ধ্রীশালভঞ্জিকঃ।
চতুর্দ্দশাপবরকস্ত্রিগর্ত্তোভাস্বদীপকঃ ॥ ৩১ ॥
কোণস্থভূতবল্মীকব্যাপ্তপর্ব্বতলোষ্টকঃ।
অনেকপুত্রজরঠপ্রজেশব্রাহ্মণাস্পদম্ ॥ ৩২ ॥
জীবৌঘকোশকারাঢ্যোব্যোমোর্দ্ধতলকালিমা।

লীলোক্তিমনুমোদমানা দেব্যুবাচ এবমিতি। সর্ব্বথা অসন্ সর্গো যস্মিন্ স আত্মৈব ভর্ত্তুস্তৈস্তৈঃ সর্গভাবৈর্ভাতি ॥ ২৭-২৮ ॥

অস্যাপি সর্গস্য পূর্ব্বসর্গগোচরসংস্কারজন্যভ্রান্তিত্বমেবেত্যুক্তার্থস্যোপপাদনায় মণ্ডপোপাখ্যানারম্ভং প্রতিজানীতে প্রাগিতি ॥ ২৯ ॥

তদুপযোগিতয়া সংসারং জীর্ণমণ্ডপত্বেন বর্ণয়তি—অস্তীত্যাদিনা। কচিদজ্ঞানাবৃতাংশে তত্রাপি কচিৎ স্রষ্ট্রন্তঃকরণভাগে। কশ্চিদিতি পাঠে স্পষ্টম্। আকাশরূপং যৎ কাচখণ্ডবন্নীলমূর্ধ্বাবয়বসংস্থানং তেনাচ্ছাদিতাকৃতিঃ ॥ ৩০ ॥

লোকপালতৎপুরন্ধ্রীলক্ষণাঃ প্রতিমা যস্মিন্। চতুর্দ্দশভুবনরূপা অপবরকা অন্তর্গৃহা যস্মিন্। ত্রিভুবনান্তরালানি গর্ত্তা যস্মিন্ ॥ ৩১ ॥

ভূতবল্মী বল্মীকপ্রায়নগরাদিতয়াব্যাপ্তাঃ পর্ব্বতমৃৎখণ্ডা যস্মিন্। প্রজেশো ব্রহ্মা স এব ব্রাহ্মণঃ (অত্র বল্মীশব্দেন উপদীকা উচ্যন্তে যা বল্মীকং জনয়ন্তি) ॥ ৩২ ॥

নভোনিবাসসিদ্ধৌঘ-মশকাহিতঘুঙ্ঘুমঃ ॥ ৩৩ ॥
পয়োদগৃহধূমোগ্র-জ্বালাবলিতকোণকঃ।
বাতমার্গমহাবংশ-স্থিতবৈমানকীটকঃ ॥ ৩৪ ॥
সুরাসুরাদিদুর্ব্বাল-লীলাকলকলাকুলঃ।
লোকান্তরপুরগ্রাম-ভাণ্ডোপস্করনির্ভরঃ ॥ ৩৫ ॥
সরঃস্রোতোব্ধিসরসীজলোক্ষিতমহীতলঃ।
পাতালভূতলস্বর্গ-ভাগভাসুরকোটরঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্র কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ কোণেম্বম্বরকোটরে।
শৈললোষ্টতলেম্বেকো গিরিগ্রামকগর্ত্তকঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্নদীশৈলবনোপগূঢ়ে
সাগ্নিঃ সদারঃ সুতবানরোগঃ।
গোক্ষীরবান্ রাজভয়াদ্বিমুক্তঃ
সর্ব্বাতিথির্ধর্ম্মপরোদ্বিজোভূৎ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে লীলোপাখ্যানে সকলজগদ্ভ্রান্তিপ্রতিপাদনং নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

কোশকারাঃ স্ববন্ধনকোশনির্ম্মাতৃকৃমিবিশেষাঃ। ঘুঙ্ঘুমেতি ধ্বন্যনুকরণম্ ॥ ৩৩ ॥

বাতমার্গৌঘঃ স এব মহাবংশঃ। মধুবিদ্যায়াং "দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ" ইত্যুক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

লোকানাং ভূরাদীনাং আন্তরাঃ পুরগ্রামা এব মণ্ডপান্তর্গতভাণ্ডোপস্করাতিশয়াঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তত্র তস্মিন্ মণ্ডপে। কোণলোষ্টতলয়োর্ব্বহুত্বং পাশবহুত্ববদবিবক্ষিতম্। অল্পোগ্রামোগ্রামকঃ স এব গর্ত্তকঃ ॥ ৩৭ ॥

গোমত্ত্বেনৈব ক্ষীরবত্ত্বলাভে পশ্বন্তরসম্পত্তেরপি দ্যোতনায় ক্ষীরবানিত্যুক্তিঃ। সর্ব্বেঽপি বর্ণাশ্রমা অতিথয়ঃ পূজ্যাঃ পোষ্যাশ্চ যস্য ॥ ৩৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিত্তবেষবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাবিভবচেষ্টিতৈঃ।
বশিষ্ঠৈস্তৈব সদৃশো ন তু বাশিষ্ঠচেষ্টিতঃ ॥ ১ ॥
বশিষ্ঠ ইতি নাম্নাসৌ তস্যাভূদিন্দুসুন্দরী।
নাম্না ত্বরুন্ধতী ভার্য্যা ভূমিব্যোমন্যরুন্ধতী ॥ ২ ॥
বিত্তবেষবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাবিভবচেষ্টিতৈঃ।
সমৈব সাপ্যরুন্ধত্যা ন তু চেতনসত্তয়া ॥ ৩ ॥
অকৃত্রিমপ্রেমরসা বিলাসালসগামিনী।
সাস্য সংসারসর্ব্বস্বমাসীৎ কুমুদহাসিনী ॥ ৪ ॥
স বিপ্রস্তস্য শৈলস্য সানৌ সরলশাদ্বলে।
কদাচিদুপবিষ্টঃ সন্ দদর্শাধোমহীপতিম্ ॥ ৫ ॥
সমগ্রপরিবারেণ যান্তমাখেটকেচ্ছয়া।

রাজদর্শনরাজ্যেচ্ছাদৃঢ়সঙ্কল্পতোজনিঃ।
পাদ্মস্যাস্যাপি সর্গস্য প্রাগ্‌জন্মোক্ত্যাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিত্তং দৈবং মানুষঞ্চ। বাশিষ্ঠানি চেষ্টিতানীক্ষ্বাকুবংশপৌরোহিত্যরামো-পদেশাদীনি তদ্রহিতঃ ॥ ১ ॥

প্রসিদ্ধারুন্ধতী স্বর্ব্ব্যোম্নি ইয়ন্তু ভূমিব্যোমনীতি বিশেষঃ ॥ ২ ॥

চেতনোজীবঃ তৎসত্তয়া তৎস্বরূপস্থিত্যা। প্রসিদ্ধারুন্ধতীবশিষ্ঠয়োস্তত্ত্বজ্ঞতয়া জীবন্মুক্তত্বাত্তয়োস্তূত্তরজন্মভাবিজ্ঞানবত্ত্বেন তদানীমজ্ঞতয়া বদ্ধত্বাদি-ত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ..

সানৌ প্রস্থদেশে। সরলাঃ সমাঃ শাদ্বলা হরিততৃণভূময়ো যস্মিন্ ॥ ৫ ॥

আখেটকং মৃগয়া। বিভিৎসয়া বিদারণসম্ভাবনয়া। আশঙ্কায়াং সন্

মহতা সৈন্যঘোষেণ মেরোরিব বিভিৎসয়া ॥ ৬ ॥
চামরৈঃ কীর্ণচন্দ্রাংশুপতাকাভির্লতাবনং ।
কুর্ব্বাণং খং সিতচ্ছত্রমণ্ডলৈরূপ্যকুট্টিমম্ ॥ ৭ ॥
অশ্বপাদূৎখনৎক্ষ্মাজরেণুপূরাবৃতাম্বরম্ ।
হাস্তিকোত্তম্ভিতকরবাতাট্টালকগোপিতম্ ॥ ৮ ॥
মহাকলকলাবর্ত্তদ্রবদ্দিগ্‌ভূতমণ্ডলম্ ।
কচৎকাঞ্চনমাণিক্যহারকেয়ূরমণ্ডলম্ ॥ ৯ ॥
তমালোক্য মহীপালমিদং চিন্তিতবানসৌ ।
অহো নু রম্যা নৃপতা সর্ব্বসৌভাগ্যভাসিতা ॥ ১০ ॥
পদাতিরথহস্ত্যশ্বপতাকাচ্ছত্রচামরৈঃ ।
কদাস্যাং দশদিক্কুঞ্জপূরকোঽহং মহীপতিঃ ॥ ১১ ॥
কদা মে বায়বঃ কুন্দমকরন্দসুগন্ধয়ঃ ।
পাস্যন্ত্যন্তঃপুরস্ত্রীণাং সুরতশ্রমসীকরান্ ॥ ১২ ॥

বক্তব্য ইতি সন্ ॥ ৬ ॥

লতাবনং চামরৈঃ পতাকাভিশ্চ কীর্ণচন্দ্রাংশুকুর্ব্বাণং তথা খং সিতচ্ছত্র মণ্ডলৈরূপ্যসৌধং কুর্ব্বাণম্। উভয়ত্র তৎসদৃশমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অশ্বানাং পাদুভিঃ খুরত্রাণলোহৈঃ খনন্ত্যাং মৃদুত্বাৎ খননে অনুকূলীভবন্ত্যাং ক্ষ্মায়াং জাতৈ রেণুভিঃ পূরিতাকাশম্। আরোহতি হস্তীতিবৎ কর্ম্মণোঽপ্যানুকূল্যাচরণবিবক্ষয়া কর্তৃত্বাৎ শতৃপ্রত্যয়ঃ। তর্হি কিং রাজাঽপি রজোভিঃ কীর্ণো নেত্যাহ। হাস্তিকেতি। হস্তিনাং সমূহোহাস্তিকম্। অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠগিতি ঠক্। তৎপৃষ্ঠস্থৈরুত্তম্ভিতা নিরুদ্ধাঃ করাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো বাতাশ্চ যৈ স্তথাবিধৈরট্টালকৈঃ স্বর্ণরজতমুক্তামণ্ডপৈর্গোপিতং রক্ষিতম্ ॥ ৮ ॥

কলকলাঃ কোলাহলাঃ তৈর্দ্দিগ্‌ভ্রমাদাবর্ত্তবৎ দ্রবন্তি দশ দিশাং মৃগাদিভূতমণ্ডলানি যস্য তম্ ॥ ৯ ॥

চিন্তিতবান্ চিন্তাপূর্ব্বকং সঙ্কল্পিতবান্ ॥ ১০-১২ ॥

কর্পূরেণ পুরন্ধ্রীণাং পূর্ণেন যশসা দিশাম্।
ইন্দুদয়াবদাতানি কদা কুর্য্যাং মুখান্যহম্॥ ১৩॥
ইত্থং ততঃ প্রভৃত্যেষ বিপ্রঃ সঙ্কল্পবানভূৎ।
স্বধর্ম্মনিরতোনিত্যং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ॥ ১৪॥
হিমাশনিরিবাম্ভোজং জর্জ্জরীকর্ত্তুমাদৃতা।
জলে জর্জ্জরিতেবাথ জরা দ্বিজমুপাযযৌ॥ ১৫॥
আসন্নমরণস্যাথ ভার্য্যা ম্লানিমুপাযযৌ।
তস্য শাম্যতি পুষ্পর্ত্তৌ লতেব গ্রীষ্মভীতিতঃ॥ ১৬॥
মামথারাধিতবতী সা ততস্ত্বমিবাঙ্গনা।
অমরত্বং সুদুষ্প্রাপং বুদ্ধেবমং সাব্বণোদ্বরম্॥ ১৭॥
দেবি স্বমণ্ডপাদেব জীবোভর্ত্তুর্ম্মৃতস্য মে।
মা যাসীদিত্যতস্তস্যাঃ স এবাঙ্গীকৃতোময়া॥ ১৮॥
অথ কালবশাদ্বিপ্রঃ স পঞ্চত্বমুপাযযৌ।
তস্মিন্নেব গৃহাকাশে জীবাকাশতয়া স্থিতঃ॥ ১৯॥
সম্পন্নঃ প্রাক্তনানল্পসঙ্কল্পবশতঃ স্বয়ম্।

সুচরিত্রাচরণশিক্ষণৈঃ পুরং ধারয়ন্তীতি পুরন্ধ্র্যঃ তাসাং দিশাঞ্চ মুখানি কর্পূরমিশ্রচন্দনেন যশসা চ ক্রমাদিন্দূদয়েনেবাবদাতানি সপ্রকাশানি কদা-কুর্য্যাম্॥ ১৩॥

এবমিচ্ছামুপবর্ণ্যেষ্টবিষয়ে সঙ্কল্পমাহ ইত্থমিতি॥ ১৪॥

হিমাত্মিকা অশনির্ব্বজ্রমম্ভোজমিব সরোজলে জর্জ্জরঃ সেতুশৈথিল্যং তদ্বত্তেব চেত্যর্থঃ॥ ১৫॥

পুষ্পর্ত্তৌ বসন্তে॥ ১৬-১৭॥

স্বমণ্ডপাদ্বহিরিতি শেষঃ। মা যাসীদেবেত্যন্বয়ঃ। অতঃ প্রার্থনাৎ স প্রার্থিতোঽর্থোঙ্গীকৃতো দত্ত ইতি যাবৎ॥ ১৮॥

পঞ্চত্বং মরণম্। অন্তঃকরণবাসনাবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীবাকাশস্তভাবেন স্থিতঃ॥ ১৯॥

আকাশবপুরেবৈষ পতিঃ পরমশক্তিমান্ ॥ ২০ ॥
প্রভাবজিতভূপীঠঃ প্রতাপাক্রান্তবিষ্টপঃ।
কৃপাপালিতপাতালস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ২১ ॥
কল্পাগ্নিররিবৃক্ষাণাং স্ত্রীণাং মকরকেতনঃ।
মেরুর্ব্বিষয়বায়ূনাং সাধ্বব্জানাং দিবাকরঃ ॥ ২২ ॥
আদর্শঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামর্থিনাং কল্পপাদপঃ।
পাদপীঠং দ্বিজাগ্র্যাণাং রাকা ধর্ম্মামৃতত্বিষঃ ॥ ২৩ ॥
স্বগৃহাভ্যন্তরাকাশে চিত্তাকাশময়াত্মনি।
তস্মিন্ দ্বিজে শবীভূতে ভূতাকাশশরীরিণি ॥ ২৪ ॥
সা তস্য ব্রাহ্মণী ভার্য্যা শোকেনাত্যন্তকর্শিতা।
শুষ্কেব মাষশিম্বীকা হৃদয়েন দ্বিধাভবৎ ॥ ২৫ ॥
ভর্ত্রা সহ শবীভূতা দেহমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
আতিবাহিকদেহেন ভর্ত্তারং সমুপাযযৌ ॥ ২৬ ॥
নদীনিখাতমিব তং ভর্ত্তারমনুসৃত্য সা।
আজগাম বিশোকত্বং সা বাসন্তীব মঞ্জরী ॥ ২৭ ॥

নৃপঃ সম্পন্ন ইত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ। পরমশক্তিমান্ দৈবমানুষশক্তিবিশিষ্টঃ ॥২০॥

তে এব শক্তী প্রভাবপ্রতাপশব্দাভ্যাং বিভজ্যোক্তে। বিষ্টপোঽত্র ত্রিবিষ্টপং ভূপাতালয়োঃ পৃথক্ গ্রহণাৎ ॥ ২১ ॥

দাবাগ্নৌ পুনঃ প্ররোহসম্ভাবনাপি স্যাৎ ন তু কল্পাগ্নৌ। বিষয়া এব বায়বশ্চাপলহেতুত্বাৎ তেষাং মেরুরিবাপ্রকম্প্যো বিষ্টম্ভকশ্চ ॥ ২২ ॥

ধর্ম্মলক্ষণস্যামৃতত্বিষশ্চন্দ্রস্য রাকা পৌর্ণমাসী ॥ ২৩ ॥

চিত্তসংস্কারাবচ্ছিন্নব্রহ্মাকাশপ্রচুরাত্মনি। অতএব আকাশশরীরিণি। শবীভূতে মৃতে সতি ॥ ২৪-২৫ ॥

পরলোকাতিবহনযোগ্যেন মানসেন দেহেন ॥ ২৬ ॥

নিখাতং নিম্নদেশং। সা প্রসিদ্ধা। বাসন্তী বসন্তকালপ্ররূঢ়া ॥ ২৭ ॥

তত্রাস্য বিপ্রস্য গৃহাণি সন্তি
ভূস্থাবরাদীনি ধনানি সন্তি।
অদ্যাষ্টমং বাসরমাপ্তমৃত্যো-
র্জীবো গিরিগ্রামককন্দরস্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে ব্রাহ্মণমরণং নাম
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

তত্র গিরিগ্রামে। বাসরং বর্ত্তত ইতি শেষঃ। কন্দরশব্দেন গৃহমণ্ডপো গৌণ্যোচ্যতে ॥ ২৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশঃ সর্গঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

স তে ভর্ত্তাদ্য সম্পন্নোদ্বিজোভূপত্বমাগতঃ ।
যাসাবরুন্ধতী নাম ব্রাহ্মণী সা ত্বমঙ্গনে ॥ ১ ॥
ইহেমৌ কুরুতোরাজ্যং তৌ ভবন্তৌ সুদম্পতী ।
চক্রবাকাবিব নবৌ ভুবি জাতৌ শিবাবিব ॥ ২ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বঃ প্রাক্তনঃ সংসৃতিক্রমঃ ।
ভ্রান্তিমাত্রকমাকাশমেবং জীবস্বরূপধৃক্ ॥ ৩ ॥
ভ্রমাদস্মাচ্চিদাকাশে ভ্রমোয়ং প্রতিবিম্বিতঃ ।
অসত্য এব বা সত্যো ভবতোর্ভবভঙ্গদঃ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ ভ্রান্তিময়ঃ কঃ স্যাৎ কোবা ভ্রান্ত্যুজ্ঝিতোভবেৎ।
সর্গোনিরর্গলানর্থবোধান্নান্যোবিজৃম্ভতে ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য চিরং চারু বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা ।

শ্রুতে প্রাগ্জন্মচরিতেপ্যসম্ভাবনকাতরা ।
লীলাত্র বোধ্যতে দেব্যা দৃষ্টান্তৈশ্চোপপত্তিভিঃ ॥ ১ ॥

স দ্বিজোদ্য ভূপত্বমাগতঃ সন্ তে ভর্ত্তা সম্পন্নঃ ॥ ১ ॥

শিবশ্চ শিবা চ শিবৌ ॥ ২ ॥

উক্তাং কথামুপসংহরন্তী সর্গদ্বয়বৎ প্রাক্তনোঽপি সর্গোভ্রম এবেত্যাহ এষ ইতি। তত্র ব্রহ্মাকাশস্য জীবভাবভ্রম এব মূলমিত্যাহ ভ্রান্তীতি ॥ ৩ ॥

উত্তরোত্তরভ্রমে পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমোহেতুরিতি দর্শয়তি ভ্রমাদিতি। স্বদৃষ্ট্যা অসত্য এব অধিষ্ঠানদৃষ্ট্যা সত্যোবা ॥ ৪ ॥

এবঞ্চ মিথ্যানর্থবোধত্বেন সর্ব্বসর্গাণাং তুল্যত্বৈবেত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৫ ॥

ভূয়োবাচ বচো লীলা লীলালসপদাক্ষরম্ ॥ ৬ ॥

লীলোবাচ।

দেবি ভোস্ত্বদ্বচোমিথ্যা কথং সম্পন্নমীদৃশম্।
ক্ব বিপ্রজীবঃ স্বগৃহে ক্কেমে বয়মিহ স্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
তাদৃগ্‌লোকান্তরং সা ভূস্তে শৈলাস্তা দিশোদশ।
কথং ভান্তি গৃহস্যান্তর্ম্মদ্ভর্ত্তা যেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
মত্ত ঐরাবতোবদ্ধঃ সর্ষপস্যেব কোটরে।
মশকেন কৃতং যুদ্ধং সিংহৌঘৈরণুকোটরে ॥ ৯ ॥
পদ্মাক্ষে স্থাপিতোমেরুর্ন্নিগীর্ণোভৃঙ্গসূনুনা।
স্বপ্নাব্দগর্জ্জিতং শ্রুত্বা চিত্রং নৃত্যন্তি বর্হিণঃ ॥ ১০ ॥
অসমঞ্জসমেবৈতদ্ যথা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি।
তথা গৃহান্তঃ পৃথ্বী চ শৈলাশ্চেত্যসমঞ্জসম্ ॥ ১১ ॥
যথাবদেতদ্দেবেশি কথয়ামলয়া ধিয়া।
প্রসাদানুগৃহীতে হি নোদ্বিজন্তে মহৌজসঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

নাহং মিথ্যা বদামীদং যথাবচ্ছৃণু সুন্দরি।
ভেদনং নিয়তীনাং হি ক্রিয়তে নাস্মদাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥

অসম্ভাবনয়া চিরং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা ভূত্বা ॥ ৬ ॥

মিথ্যা অনৃতমথবা ত্বদ্বচস্ত্বমিথ্যা ঈদৃশং বিরুদ্ধমিদং কথং সম্পন্নমিত্যর্থঃ। ইহাস্মিন্ বিপুলে দেশে ॥ ৭ ॥

সমাধিদৃষ্টভর্ত্তৃসর্গোঽপি স্বগৃহে অসম্ভাবিত ইত্যাহ তাদৃগিতি ॥ ৮ ॥

অসম্ভাবনাপুষ্টয়ে দেব্যুক্তার্থে দৃষ্টান্তৈরসমঞ্জসতামুপপাদয়তি মত্ত ইত্যাদি-ত্রিভিঃ ॥ ৯-১১ ॥

যথাবৎ যথৈতদুপপদ্যতে তথৈত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অসামঞ্জস্যোপপাদনসম্ভাবিতমনৃতবদনং পরিহরন্তী দেব্যাহ নাহমিতি

বিভিদ্যমানামন্যেন স্থাপয়াম্যহমেব যাম্ ।
মর্য্যাদাং তাং ময়া ভিন্নাং কোঽপরঃ পালয়িষ্যতি ॥১৪॥
সগ্রামদ্বিজজীবাত্মা তস্মিন্নেব স্বসদ্মনি ।
ব্যোম্ন্যেবেদং মহারাষ্ট্রং ব্যোমাত্মৈব প্রপশ্যতি ॥ ১৫ ॥
প্রাক্তনী সা স্মৃতির্লুপ্তা যুবয়োরুদিতান্যথা ।
স্বপ্নে জাগ্রৎস্মৃতির্যদ্বদেতন্মরণমঙ্গনে ॥ ১৬ ॥
যথা স্বপ্নে ত্রিভুবনং সঙ্কল্পে ত্রিজগদ্যথা ।
যথা কথার্থসংগ্রামোমরুভূমৌ জলং যথা ॥ ১৭ ॥
তস্য ব্রাহ্মণগেহস্য সশৈলবনপত্তনা ।
ইয়মন্তঃস্থিতা ভূমিঃ সঙ্কল্পাদর্শয়োরিব ॥ ১৮ ॥
অসত্যৈবেয়মাভাতি সত্যেব ঘনসর্গতা ।
তস্মাৎ সত্যাবভাসস্য চিদ্ব্যোম্নঃ কোশকোটরে ॥ ১৯ ॥
অসত্যাৎ যৎ সমুৎপন্নং স্মৃত্যা নাম তদপ্যসৎ ।
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যাং তরঙ্গোপি ন সদ্যতঃ ॥ ২০ ॥
ইদং ত্বদীয়ং সদনং তদ্গেহাকাশকোশগম্ ।
বিদ্ধি মাং ত্বাঞ্চ সর্ব্বঞ্চ তচ্চিদ্ব্যোমৈব কেবলম্ ॥ ২১ ॥
স্বপ্নসম্ভ্রমসঙ্কল্পস্বানুভূতিপরম্পরাঃ ।

ভ্যাম্। নিয়তীনাং নানৃতং বদেদিত্যাদিশ্রৌতনিয়মানাম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

রাজবাসনোপহিতচিদ্ব্যোমাত্মৈব ॥ ১৫ ॥

তাবেবাবাং চেৎ কুতো ন প্রত্যভিজানীবো মরণস্য বা কিং রূপং তত্রাহ প্রাক্তনীতি ॥ ১৬-১৮ ॥

অসত্যস্যাঽপি সত্যবস্থানে নিমিত্তমাহ তস্মাদিতি। পঞ্চকোশান্তর্গত-সত্যচিদ্ব্যোম্নোনিমিত্তাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

প্রাক্সর্গস্যাসত্যত্বেঽস্য সর্গস্য কিং তত্রাহ অসত্যাদিতি ॥ ২০-২১ ॥

সর্ব্বপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বে চিন্মাত্রপরিশেষে চানুভবসিদ্ধদৃষ্টান্তমুখেনানুমানপ্রমা-

প্রমাণান্যত্র মুখ্যানি সম্বোধায় প্রদীপবৎ ॥ ২২ ॥
স্থিতোব্রাহ্মণগেহান্তর্দ্বিজজীবস্তদম্বরে।
সসমুদ্রবনা পৃথ্বী স্থিতাজ্ঞ ইব ষট্পদঃ ॥ ২৩ ॥
তস্যাঃ কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ পেলবে কোণকোটরে।
ইদং পত্তনদেহাদিকেশোণ্ড্রক ইবাম্বরে ॥ ২৪ ॥
তস্মিন্নস্মিন্ পুরে তস্বি তদেব সদনং স্থিতম্।
তস্মাৎ কিং ত্রসরেণ্বন্তর্জ্জগদ্বৃন্দমিব স্থিতম্ ॥ ২৫ ॥
পরমাণৌ পরমাণৌ সন্তি বৎসে চিদাত্মনি।
অন্তরন্তর্জ্জগন্তীতি কিং ত্বেতন্নাম শঙ্ক্যতে ॥ ২৬ ॥

লীলোবাচ।

অষ্টমে দিবসে বিপ্রঃ স মৃতঃ পরমেশ্বরি।
গতোবর্ষগণোস্মাকং মাতঃ কথমিদং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাঙ্গনে।
নাস্ত্যেবেতি যথান্যায়ং কথ্যমানং ময়া শৃণু ॥ ২৮ ॥
যথৈতৎ প্রতিভামাত্রং জগৎসর্গাবভাসনম্।

পাণ্যাহ স্বপ্নেতি ॥ ২২ ॥

অনেন সর্গেণ ন কেবলং গেহাকাশ এব ন পূর্য্যতে কিন্তু তদেকদেশস্থ-জীবাকাশৈকদেশোঽপি অতোমিথস্ত্বমিত্যাহ স্থিত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

নির্ম্মলে নভসি কুণ্ডলিতকেশাকারভ্রমঃ কেশোণ্ড্রকঃ ॥ ২৪ ॥

এবঞ্চ বিপ্রসদনস্য বিপুলসর্গান্তঃপ্ররোহেণাশ্বতরীকুক্ষের্গর্ভেণেব ন বিনাশ-শঙ্কাপীত্যাহ তস্মিন্নিতি। এবকারো ভিন্নক্রমঃ। তস্মিন্ সদনেঽস্মিন্ সর্গে পুরে চান্তর্নিরূঢ়েঽপীতি শেষঃ। তদ্বিপ্রসদনং স্থিতমেব ন বিদীর্ণমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ তস্মাৎ বিপ্রসদনাদ্বৃদ্ধাদ্ধতাৎ কিমাশ্চর্য্যং যতস্ত্রসরেণ্বন্তরেপি জগদ্বৃন্দং স্থিতম্। ইবকারো মিথ্যাত্বেনাসামঞ্জস্যপরিহারদ্যোতনার্থঃ ॥ ২৫ ॥

আকাশাদিজগৎসর্গেন প্রাক্তনী নিরবকাশতাবিরোধিনীতি পরমাণ্বচ্ছিন্ন-

তথৈতৎ প্রতিভামাত্রং ক্ষণকল্পাবভাসনম্ ॥ ২৯ ॥
ক্ষণকল্পং জগৎ সর্ব্বং ত্বত্তামত্তাত্মজন্মনাং।
যথাবৎ প্রতিভাসস্য বক্ষ্যে ক্রমমিমং শৃণু ॥ ৩০ ॥
অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যামরণমূর্চ্ছনম্।
বিস্মৃত্য প্রাক্তনং ভাবমন্যং পশ্যতি সুব্রতে ॥ ৩১ ॥
তদেবোন্মেষমাত্রেণ ব্যোম্ন্যেব ব্যোমরূপ্যপি।
আধেয়োয়মিহাধারে স্থিতোহমিতি চেততি ॥ ৩২ ॥
হস্তপাদাদিমান্ দেহো মমায়মিতি পশ্যতি।
যদেব চেততি বপুস্তদেবেদং স পশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
এতস্যাহং পিতুঃ পুত্রো বর্ষাণ্যেতানি সন্তি মে।
ইমে মে বান্ধবা রম্যা মমেদং রম্যমাস্পদম্ ॥ ৩৪ ॥
জাতোহমভবং বালো বৃদ্ধিং যাতোহমীদৃশঃ।
বান্ধবাশ্চাস্য মে সর্ব্বে তথৈব বিচরন্ত্যমী ॥ ৩৫ ॥
চিত্তাকাশঘনৈকত্বাৎ স্বেপ্যন্যেপি ভবন্তি তে।
এবংনামোদিতেপ্যস্য চিত্তে সংসারখণ্ডকে ॥ ৩৬ ॥
ন কিঞ্চিদপ্যভ্যুদিতং স্থিতং ব্যোমৈব নির্ম্মলম্।

চিদাত্মন্যপি তৎসম্ভবে নিরালম্বৈবাসম্ভবাশঙ্কেত্যাহ। পরমাণাবিতি ॥ ২৬-২৯ ॥

প্রতিভামাত্রত্বং কুতস্তত্রাহ ক্ষণেতি। যতঃ ক্ষণকল্পাদি সর্ব্বং জগৎ ত্বত্তা-মত্তাধ্যাসাধীনাত্মজন্মভ্রমবতামেব প্রতিভাসতে ইতি শেষঃ। তৎপ্রতিভাস-ক্রমং বক্তুং প্রতিজানীতে যথাবদিতি ॥ ৩০-৩১ ॥

ব্যোমেবাধারদেহাদিশূন্যোহপি চেততি স্মরতি সংস্কার উদ্ভবতীতি যাবৎ ॥ ৩২-৩৩ ॥

আস্পদং গৃহম্ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

নন্থ বান্ধবানাং দেহসম্বন্ধিত্বেন কল্পনাৎ তদীয়ত্বেপি কথং স্বীয়ত্বং তত্রাহ চিত্তেতি। দেহভাবাপন্নচিত্তস্যাত্মাকাশস্য চ দৃঢ়তরৈক্যাধ্যাসাৎ তে বস্তুতো-হন্যেহপি স্বে স্বীয়া অপি ভবন্তীত্যর্থঃ। এবং নামৈবং সতি দেহভাবা-

স্বপ্নে দ্রষ্টরি যদ্বৎ চিৎ তদ্বদ্দৃশ্যে চিদেব সা ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বৈকতয়া যস্মাৎ সা স্বপ্নে দৃষ্টদর্শনা।
যথা স্বপ্নে তথোদেতি পরলোকদৃগাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
পরলোকে যথোদেতি তথৈবেহাভ্যুদেতি সা।
তৎ স্বপ্নপরলোকেহ লোকানামসতাং সতাম্ ॥ ৩৯ ॥
ন মনাগপি ভেদোস্তি বীচীনামিব বারিণি।
অতোজাতমিদং বিশ্বমজাতত্বাদনাশি চ ॥ ৪০ ॥
স্বরূপত্বাত্তু নাস্ত্যেব যচ্চ ভাতি চিদেব সা।
যথৈব চেত্যনির্হীনা পরমব্যোমরূপিণী ॥ ৪১ ॥
সচেত্যাপি তথৈবৈষা পরমব্যোমরূপিণী।
তস্মাচ্চেত্যমতোনান্যদ্বীচিত্বাদীব বারিতঃ ॥ ৪২ ॥
বীচিত্বঞ্চ রসে নাস্তি শশশৃঙ্গবদেব হি।
সৈব চেত্যমিবাপন্না স্বভাবাদত্ভুতাপ্যলম্ ॥ ৪৩ ॥
তস্মান্নাস্ত্যেব দৃশ্যোর্থঃ কুতোহতোদ্রষ্টৃদৃশ্যধীঃ।

পদ্মে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

স্বপ্নে সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবেন কল্পিতভেদেষ্বদর্শনানুগতা চিৎ তদ্ভ্রম-বাধে একতয়া দৃষ্টদর্শনা ভূয়োদৃষ্টা যস্মাৎ তস্মাৎ ন কিঞ্চিদপ্যভ্যুদিতমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অসতামেব ভ্রান্ত্যা সতাম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

স্বং আত্মৈব পারমার্থিকং রূপং যস্য তত্বাৎ জগদ্রূপেণ নাস্ত্যেব। কিং তর্হি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈর্ভাতি তত্রাহ যচ্চেতি অধিষ্ঠানচৈতন্যমেব সর্ব্বপ্রমাণৈ-র্ভাতি তস্যৈবাজ্ঞাতত্বেন অবাধ্যত্বেন চ প্রমাণযোগ্যত্বাৎ ন তু জড়ং তস্যা-বরণকৃত্যাভাবেন প্রমাণপ্রবৃত্তিফলাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

স চেত্যেতি। আরোপিতচেত্যেনাধিষ্ঠানাদূষণাদিতি ভাবঃ। অতোন্যা-শ্চিতঃ ॥ ৪২ ॥

রসতন্মাত্রমেব হি জলস্য তদ্বৎ ন চ তত্র বীচিত্বম্। রসনয়ানুপলম্ভাৎ।

নিমিষেণৈব জীবস্য মৃতিমোহাদনন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥
ত্রিজগদ্দৃশ্যসর্গশ্রীঃ প্রতিভামুপগচ্ছতি ।
যথাদেশং যথাকালং যথারম্ভং যথাক্রমম্ ॥ ৪৫ ॥
যথোৎপাদং যথামাতৃ যথাপিতৃ যথৌরসম্ ।
যথাবয়োযথাসম্বিৎ যথাস্থানং যথেহিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যথাবন্ধু যথাভৃত্যং যথেহাস্তময়োদয়ম্ ।
অজাত এব জাতোহহমিতি চেততি চিদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদি চ ।
ঝটিত্যেব মৃতেরন্তে বপুঃ পশ্যতি যৌবনে ॥ ৪৮ ॥
এষা মাতা পিতা হ্যেষ বালোভূবমহং ত্বিতি ।
নানুভূতোনুভূতোবা যঃ স্যাৎ স্মৃতিময়ঃ ক্রমঃ ॥ ৪৯ ॥
পশ্চাদুদেত্যসৌ তস্য পুষ্পস্যেব ফলোদয়ঃ ।
নিমিষেণৈব মে কল্পোগত ইত্যনুভূয়তে ॥ ৫০ ॥
রাত্রির্দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রে তথা হ্যভূৎ ।
কান্তাবিরহিণামেকং বাসরং বৎসরায়তে ॥ ৫১ ॥
মৃতোজাতোহমন্যোমে পিতেতি স্বপ্নতাস্বিব ।
অশুক্তস্যেব ভোগস্য ভুক্তধীরুপজায়তে ॥ ৫২ ॥
ভুক্তেপ্যভুক্তধীর্দৃষ্টমিত্যলং কিতবাদিষু ।
শূন্যমাকীর্ণতামেতি তুল্যং ব্যসনমুৎসবৈঃ ।

বস্তু চক্ষুষা তথা গ্রহণং তদ্ভূতান্তরসংসর্গোপাধিকমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বাসনানাং প্রতিনিয়তদেশকালাদিবিষয়ত্বাৎ তৎপ্রযুক্তপ্রতিভাপি তথৈবেত্যাহ—যথাদেশমিত্যাদিনা ॥ ৪৫-৪৭ ॥

রাক্ষসযোনৌ শম্ভোর্ব্বরাৎ মাতৃসমানবয়ঃপ্রাপ্ত্যা প্রথমং যৌবনে প্রাপ্তেহপি কল্পিতবাল্যাদিস্মৃতিময়ঃ ক্রমঃ পশ্চাদুদেতীতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৮-৫০ ॥

প্রসিদ্ধঞ্চেদং মার্কণ্ডেয়াদিপুরাণেষু লোকে চেত্যাহ রাত্রিরিতি ॥ ৫১-৫২ ॥

লক্ষি লক্ষণে। অলক্ষিতং প্রমাণৈরলক্ষিতং বদন্তি তচ্ছীলেম্বলক্ষিত-

বিপ্রলম্ভোপি লাভশ্চ মদস্বপ্নাদিসম্বিদি ॥ ৫৩ ॥
তৈক্ষ্ণ্যং যথা মরিচবীজকণে স্থিতং স্বং
স্তম্ভেষু চারচিতপুত্রকজালমন্তঃ ।
দৃশ্যং ত্বনন্যদিদমেবমজেস্তি শান্তং
তস্মাস্তি বন্ধনবিমোক্ষদৃশঃ কুতঃ কাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে পরমার্থপ্রতিপাদনং নাম বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

বাদিষু মুগ্ধজনেষু ইতি এতৎ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং দৃষ্টম্ । অবিদ্যয়া ন কেবলম-সন্তানং কিন্তু সম্বিরুদ্ধভানমপি প্রসিদ্ধমিত্যাহ শূন্যমিতি । আকীর্ণতাং জন-সমাজব্যাপ্ততাম্ ॥ ৫৩ ॥

মরিচবীজকণে তৈক্ষ্ণ্যং স্তম্ভেষু চ অরচিতপ্রতিমাজালঞ্চ যথা স্থিতমেবং যস্মিন্নজে ইদং দৃশ্যমনন্যৎ সৎ তৎসত্তয়ৈবাস্তি । তস্মাত্মনঃ অস্তি বন্ধনবিমোক্ষ-দৃশঃ । অস্তীতি তিঙন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ম্ । সত্যবন্ধমোক্ষদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ । কুতো-নিমিত্তাৎ কাঃ কিং রূপাঃ স্যুঃ । সর্ব্বথাপ্যসম্ভাবিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ ।

দেব্যুবাচ ।

প্রতিভান্তি জগন্ত্যাশু মৃতিমোহাদনন্তরম্ ।
জীবব্যোম্নীলনাদক্ষোরূপাণীথাখিলান্যলম্ ॥ ১ ॥
দিক্কালকলনাকাশ-ধর্ম্মকর্ম্মময়ানি চ ।
পরিস্ফুরন্ত্যনন্তানি কল্পান্তস্থৈর্য্যবন্তি চ ॥ ২ ॥
নানুভূতং ন যদ্দৃষ্টং তন্ময়াকৃতমিত্যপি ।
তৎক্ষণাৎ স্মৃতিতামেতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ৩ ॥
ভ্রান্তিরেবমনন্তেয়ং চিদ্ব্যোম ব্যোম্নি ভাস্বরা ।
অপকুড্যা জগন্নাম্নী নগরী কল্পনাত্মিকা ॥ ৪ ॥
ইদং জগদয়ং সর্গঃ স্মৃতিরেবেতি জৃম্ভতে ।
দূরকল্পক্ষণাভ্যাস-বিপর্য্যাসৈকরূপিণী ॥ ৫ ॥

স্থূলং বিচারতঃ সূক্ষ্মং তদবিদ্যাবিচারতঃ ।
সাপি চিন্মাত্রমেবেতি দেব্যা লীলাত্র বোধ্যতে ॥ ১ ॥

উক্তমেবার্থং বিশেষং বক্তুং পুনঃ প্রপঞ্চয়ন্ত্যাহ—প্রতিভান্তীতি ॥ ১ ॥

ধর্ম্মময়ানি স্বর্গাদীনি । কর্ম্মময়ানি গৃহাদীনি । কল্পান্তপর্য্যন্তং স্থৈর্য্যবন্তি পৃথ্ব্যাদীনি ॥ ২ ॥

মায়িকস্মৃত্যনুভবাভাসয়োঃ প্রসিদ্ধস্মৃত্যনুভববৈধর্ম্ম্যমাহ নানুভূতমিতি ॥৩॥

চিদ্ব্যোম্নোব্যোম্নি মায়াকাশে ॥ ৪ ॥

ষড়্‌বিধবিকারেষাদ্যত্রয়প্রাধান্যেন সর্গঃ । অন্ত্যত্রয়প্রাধান্যেন জগৎ । স্মৃতিরিতি তদ্ধেতুর্ব্বাসনোচ্যতে । সা হি সন্নিহিতে সাম্প্রতিকেঽপি দূরং কল্পশ্চেতি দেশকালবিপ্রকর্ষাত্মনা শাশ্বতে নিষ্ক্রিয়ে চ ক্ষণতদভ্যাসাত্মক-ঘটিকামুহূর্ত্তদিনপক্ষাদ্যাত্মনা চয়ো বিপর্য্যাসো ভ্রমস্তদেকরূপিণী ॥ ৫ ॥

নানুভূতানুভূতা চ জ্ঞপ্তিরিত্থং দ্বিরূপিণী।
পূর্ব্বকারণরিক্তৈব চিদ্রূপৈব প্রবর্ত্ততে ॥ ৬ ॥
নানুভূতেনুভূতত্বসম্বিদন্তরুদেত্যপি।
স্বপ্নভ্রমাদাবন্যস্মিন্ পিতুরিব পিতুঃ স্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥
কদাচিৎ স্মৃতিতাং ত্যক্ত্বা প্রতিভামাত্রমেব সৎ।
ভাতি প্রথমসর্গেষু রূপেণ তদনুক্রমাৎ ॥ ৮ ॥
দৃশ্যং ত্রিভুবনাদীদমনুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্।
কেষাঞ্চিৎ তস্মি কেষাঞ্চিৎ নানুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্ ॥৯॥
প্রতিভাসত এবেদং কেষাঞ্চিৎ স্মরণং বিনা।
চিদণূনাং প্রজেশত্বং কাকতালীয়বদযতঃ ॥ ১০ ॥
অত্যন্তবিস্মৃতং বিশ্বং মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
ঈপ্সিতানীপ্সিতে তত্র ন স্তঃ কাচন কস্য চিৎ ॥ ১১ ॥

উক্তমুপসংহরতি নানুভূতেতি ॥ ৬ ॥

নন্বননুভূতে অনুভূতত্বভ্রমঃ ক দৃষ্টস্তত্রাহ নানুভূত ইতি ॥ ৭ ॥

নন্বনাদৌ সংসারে সর্ব্বমেবানুভূতমিতি স্মৃতিরৈক্যং প্রমুষ্টতত্তাকাস্ত ন ভ্রান্তিস্তত্রাহ কদাচিদিতি। প্রতিভাঽনুভবঃ। প্রজাপতেঃ প্রথমসর্গেম্বি-ত্যর্থঃ। রূপেণ স্মৃতিরূপেণ ॥ ৮ ॥

তথাচ অনুভূতমেব প্রতিভাসত ইতি ন নিয়ম ইত্যাহ দৃশ্যমিতি ॥ ৯ ॥

প্রজেশত্বং প্রাগ্ভানুভূতমেব। সহ সিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি স্মৃত্যা তত্র জ্ঞানো-দয়াবশ্যম্ভাবে পুনর্জ্জন্মাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যতোবাসনাপুঞ্জাত্মকচিত্তময়ঃ সংসারঃ ততস্তদুচ্ছেদাদাত্যন্তিকনির্ব্বাসনা-ত্মিকা বিস্মৃতিরেব মোক্ষঃ ফলিত ইত্যাহ অত্যন্তেতি। ঈপ্সিতানীপ্সিতে প্রিয়াপ্রিয়ে। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত" ইতি শ্রুতেঃ। কুতো নস্তস্তত্রাহ কাচনেতি। যা মোক্ষে কাচন চিৎ পরিশিষ্যতে সা কস্য বিষয়স্য ভোক্তুর্ব্বা যৎ প্রযুক্তে প্রিয়াপ্রিয়ে স্যাতামিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদ্যা। কেচনেতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ১১ ॥

অত্যন্তাভাবসম্পত্তিং বিনাহন্তাজগৎস্থিতেঃ।
অনুৎপাদময়ী হ্যেষা নোদেত্যেব বিমুক্ততা॥ ১২॥
রজ্জ্বাং সর্পভ্রমঃ সর্পশব্দার্থাসম্ভবং স্থিতম্।
অনুৎপাদময়ং ত্যক্ত্বা শান্তোঽপি হি ন শাম্যতি॥ ১৩॥
অর্দ্ধশান্তো ন শান্তোসৌ সমেত্যর্থতয়া পুনঃ।
উদেত্যেকপিশাচান্তে পিশাচোন্যোহ্যধীমতঃ॥ ১৪॥
সংসারশ্চায়মাভোগী পরমেবেতি নিশ্চয়ঃ।
কারণাভাবতোভাতি যদিহাভাতমেব তৎ॥ ১৫॥

লীলোবাচ।

ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপে সর্গে কারণসংস্মৃতিঃ।
কথমভ্যুত্থিতা সাস্য স্মরণীয়মিদং বিনা॥ ১৬॥

দেব্যুবাচ।

পিতামহস্মৃতিস্তত্র কারণং তস্য ন স্মৃতিঃ।

অহন্তাজগতোঃ স্থিতিঃ প্রতিষ্ঠা অবিদ্যা তস্যা অত্যন্তাভাবসম্পত্তির্ব্বাধঃ॥ ১২॥

সর্পশব্দার্থয়োরসম্ভবমভাবং রজ্জ্বাত্মনা স্থিতং ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অবুদ্ধ্বেতি-যাবৎ॥ ১৩॥

নন্বু যোগেন মনোবৃত্তিপ্রশমাদেব স শাম্যতু কিং জ্ঞানেন তত্রাহ অর্দ্ধেতি। তেন বিক্ষেপাংশশান্ত্যা অর্দ্ধশান্তোপ্যসৌ ন শান্তো যতোব্যুত্থানে পুনর্ব্বিক্ষেপার্থতয়া উদেতি। অধীর্ম্মূঢ়তা তদ্বতঃ॥ ১৪॥

তথাচ জ্ঞানেনৈব নিস্তার ইত্যাহ সংসার ইতি। কারণাভাবতঃ অবিদ্যা-বাধাৎ যৎ যদি ভাতি তৎ তর্হি আভাতমেব নপুনরাবরণাদিশঙ্কাস্তীত্যর্থঃ॥১৫॥

যৎ প্রাগুক্তমস্য সর্গস্য ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী সর্গাভ্যস্তবাসনাকার্য্যত্বং তত্রানুপ-পত্তিং লীলা শঙ্কতে ব্রাহ্মণেতি। এতৎসর্গে কারণভূতা স স্মৃতিরত্র সর্ব্বত্র সংস্কারঃ। স্মরণীয়ং স্মরণযোগ্যং প্রাগনুভূতমিতি যাবৎ। ইদং এতৎকাল-দৃশ্যং বিনা। ইদানীন্তনস্য প্রাগসত্ত্বেন তদনুভবাভাবাৎ ন সংস্কারলক্ষণবাসনা তদানীং সম্ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৬॥

পূর্ব্বং ন সম্ভবত্যেব মুক্তত্বাৎ পদ্মজন্মনঃ ॥ ১৭ ॥
পূর্ব্বং ন সম্ভত্যেব স্মরণীয়মিতি স্বয়ম্।
পদ্মজাদিত্বমায়াতি চৈতন্যস্য তথা স্থিতেঃ ॥ ১৮ ॥
অভূবমহমিত্যন্যঃ প্রজানাথঃ প্রজাপতেঃ।
কাকতালীয়বৎ কশ্চিদ্ভবতি প্রতিভাময়ঃ ॥ ১৯ ॥
এবমভ্যুদিতে লোকে ন কিঞ্চিন্ন কদাচন।
কচিদভ্যুদিতং নাম কেবলং চিন্নভঃস্থিতম্ ॥ ২০ ॥
দ্বিবিধায়াঃ স্মৃতেরস্যাঃ কারণং পরমং পদম্।
কার্য্যকারণভাবোসাবেক এব চিদম্বরে ॥ ২১ ॥
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব কারণৈঃ সহকারিভিঃ।

ন সংস্কার এব বাসনা। দ্বিতীয়ায়া অপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদি তু সংস্কারমপি তত্রাবশ্যকং মন্যসে তর্হি পিতামহস্য সর্ব্বজ্ঞতয়া ভাব্যর্থেপ্যনুভবসম্ভবাৎ তদীয়সংস্কার এব তত্র কারণম্। তদ্দেহাদিসর্গে তু তস্যাপি সংস্কারো ন হেতুঃ। ন চ পূর্ব্বপিতামহসংস্কারোহেতুস্তস্য পূর্ব্বকল্পান্তে মুক্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥১৭॥

স্মরণীয়াভাবপ্রযুক্তোপি স্মৃত্যসম্ভবস্তত্রাস্তীত্যাহ পূর্ব্বমিতি। তস্মাৎ পূর্ব্বপদ্মজদেহাদিবাসনাঙ্কিতমায়োপহিতচৈতন্যস্য তথা স্থিতেস্তদেব স্বয়ং ইতি এবম্বিধেন অপূর্ব্বপদ্মজাত্মনা বিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বপদ্মজবাসনাঙ্কিতাবিদ্যায়াস্তদীয়তত্ত্বজ্ঞানেন বাধালোচনে ত্বাহ অভূবমিতি ॥ ১৯ ॥

প্রতিভাময়ত্বাদেব হি তস্য তৎসর্গস্য চ বাধ উপপন্ন ইত্যাশয়েনাহ এবমিতি ॥ ২০ ॥

দ্বিবিধায়াঃ পূর্ব্বানুভবজন্যসংস্কারজায়া অনাদ্যবিদ্যাশক্তিরূপবাসনান্তরজায়াশ্চ হৈরণ্যগর্ভ্যা অস্মদীয়ায়াশ্চ বা। পরমং পদমত্র মায়াশবলং ব্রহ্ম। শুদ্ধে তু ন কার্য্যকারণভাবাদিভেদগন্ধোপ্যস্তীত্যাহ কার্য্যেতি ॥ ২১ ॥

অবিমর্শাত্মকমায়াকৃতঃ কার্য্যকারণবিকল্পো বিমর্শে বাধ্যত ইতি দর্শয়িতুং বিমৃশতি কার্য্যমিতি। পটঃ কার্য্যং তন্তবঃ কারণমিতি তুরীবেমাদিসহকারিভিঃ কারণৈঃ স্যাৎ তত্রোপকারমকুর্ব্বাণানাং সহকারিত্বাযোগাদুপকার-

কার্য্যকারণয়োরৈক্যাত্তদভাবান্ন শাম্যতি ॥ ২২ ॥
মহাচিদ্রূপমেব ত্বং স্মরণং বিদ্ধি বেদনম্ ।
কার্য্যকারণতা তেন স শব্দো ন চ বাস্তবঃ ॥ ২৩ ॥
এবং ন কিঞ্চিদুৎপন্নং দৃশ্যং চিজ্জগদাদ্যপি ।
চিদাকাশে চিদাকাশং কেবলং স্বাত্মনি স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥

লীলোবাচ ।

অহোনু পরমা দৃষ্টির্দর্শিতা দেবি মে ত্বয়া ।

রূপমপি কার্য্যং তথাবিধৈরেব বাচ্যমিত্যনবস্থাপত্তেস্তস্তোপকারস্তাভাবাৎ কার্য্যকারণভাববাধে তৎকল্পনাধিষ্ঠানতত্ত্বাদৈক্যং ন শাম্যতি ভেদকারণাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নম্বস্তু যুক্ত্যৈবং অনুভবারূঢ়ং ত্বিদং কথং স্যাদিতি তদর্থং প্রত্যগ্দৃষ্টিং ব্যুৎপাদয়তি। মহাচিদ্রূপমিতি। স্মর্য্যতে যেন তৎ স্মরণং চিৎসম্বলিতং ব্যষ্টিসমষ্ট্যন্তঃকরণং তদেব বেদনং তদ্ধি মায়াশবলস্যেশ্বরস্য কার্য্যম্। তত্র মায়োপাধেরন্তঃকরণাকারোপাধেশ্চ ভেদে পরামৃশ্যমানে তদুপহিতাধিষ্ঠানসন্মাত্রেঽপি ভেদকল্পনাৎ কার্য্যসত্তা কারণসত্তাধীনজন্মেতি ভ্রান্ত্যা পূর্ব্বাবস্থং সৎ কারণং উত্তরাবস্থং সৎ কার্য্যমিতি বেৎসি তন্ন তথাবিদ্যাঃ কিন্তু মায়া-তৎকার্য্যাকারাবুপেক্ষ্য তদুভয়ানুগতসন্মাত্রাত্মকমহাচিদ্রূপমেব স্মরণং বিদ্ধি। তেন যথোক্তলক্ষণেন প্রত্যগ্দর্শনেন বাধিতা কার্য্যকারণতা স কার্য্যকারণশব্দ এব পরিশেক্ষ্যতে সোপ্যনয়া দৃশা দৃষ্টো ন বাস্তব ইতি। ইয়ং প্রত্যক্দৃষ্টিঃ স্ফুটতরমুপপাদিতাস্মাভিঃ স্বারাজ্যসিদ্ধৌ। "পিণ্ডাবস্থা ঘটস্থে মনসি কলয়তোহেতুকার্য্যত্বধীঃ স্যাৎ মৃন্মাত্রং যদ্বদেকং স্ফুটমভিমৃশতো নৈব হেতুর্ন কার্য্যম্। তদ্বন্মায়াপ্রপঞ্চৌ ঝটিতি কলয়তো ব্রহ্ম বিশ্বস্য হেতুঃ সন্মাত্রং ত্বেকরূপং পটুপরিমৃশতো নৈব মায়ী ন বিশ্বমিতি"। বার্ত্তিকে চোক্তম্। "তস্মাৎ সম্ভাবনামাত্রঃ সংসারঃ প্রত্যগাত্মনি। উক্তের্থে সংশয়শ্চেৎ স্যাৎ প্রত্যগ্দৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্যতা"মিতি ॥ ২৩ ॥

ইত্থঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চত্বং প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপসংহরতি এবমিতি। চিদাকাশ ইতি। স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

তয়া দৃষ্ট্যা প্রতিবুদ্ধা লীলোবাচ অহোইতি। ঈক্ষণেন দ্যোত্যতে প্রকা-

রূপশ্রীর্জাগতী প্রাতঃ প্রভয়েবেক্ষণদ্যুতিঃ ॥ ২৫ ॥
ইদানীমহমেতস্যাং যাবৎ পরিণতা দৃশি।
নাভ্যাসেন বিনা তাবদ্বিদ্ধীদং দেবি কৌতুকম্ ॥ ২৬ ॥
যত্রাসৌ ব্রাহ্মণোগেহে ব্রাহ্মণ্যা সহিতোঽভবৎ।
তং সর্গং তং গিরিগ্রামং নয় মাতং বিলোকয়ে ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অচেত্যচিদ্রূপময়ীং পরমাং পাবনীং দৃশম্।
অবলম্ব্যেমমাকার-মবমুচ্য ভবামলা ॥ ২৮ ॥
ততঃ প্রাপ্স্যস্যসন্দেহং ব্যোমাত্মানং নভঃস্থিতম্।
ভূমিষ্ঠনরসঙ্কল্পো গগনান্তঃপুরং যথা ॥ ২৯ ॥
এবং স্থিতেতং পশ্যাবঃ সহ সর্গমনর্গলম্।
অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহোহি পরমার্গলম্ ॥ ৩০ ॥

লীলোবাচ।

অমুনা দেবি দেহেন জগদন্যদবাপ্যতে।
ন কস্মাদত্র মে যুক্তিং কথয়ানুগ্রহা গ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

জগন্তীমান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তিমন্তি মুধাগ্রহাৎ।

শুত ইতীক্ষণদ্যুতিঃ স্ফুটেতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

পরিণতির্ব্ব্যুৎপত্তিদার্ঢ্যম্। ইদং বক্ষ্যমাণং কৌতুকমুৎকণ্ঠাং ভিদ্ধি নাশয় ॥ ২৬-২৭ ॥

তদবলোকনে পূর্ব্ববৎ সমাধিনৈতদ্দেহবিস্মরণমাবশ্যকমিত্যাহ অচেত্যেতি। চিদ্রূপময়ীং প্রাচুর্য্যে ময়ট্। কারণব্রহ্মরূপতামিতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥

চিন্নভঃস্থিতং মায়াব্যোমাত্মানন্তং সর্গম্ ॥ ২৯ ॥

সহ পশ্যাবো দ্রক্ষ্যাবঃ। অর্গলং বিষ্কম্ভঃ প্রতিরোধক ইতি যাবৎ ॥ ৩০ ॥

অনুগ্রহপ্রযুক্তাদাগ্রহাদভিনিবেশাৎ ॥ ৩১ ॥

মায়ামাত্রত্বাদমূর্ত্তানি। মুধাগ্রহাৎ মিথ্যাজ্ঞানাৎ। ঊর্ম্মিকা অঙ্গুলি-

ভবন্তিরববুদ্ধানি হেমানীবোর্ম্মিকা ধিয়া ॥ ৩২ ॥
হেম্ন্যূর্ম্মিকারূপধরেঽপূ্যর্ম্মিকাত্বং ন বিদ্যতে ।
যথা তথা জগদ্রূপে জগন্নাস্তি চ ব্রহ্মণি ॥ ৩৩ ॥
জগদাকাশমেবেদং ব্রহ্মৈবেহ তু দৃশ্যতে ।
দৃশ্যতে কাচিদপ্যত্র ধূলিরম্বুনিধাবিব ॥ ৩৪ ॥
অয়ং প্রপঞ্চোমিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ম্ ।
অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মৈব পশ্যতি ব্রহ্ম নাব্রহ্ম ব্রহ্ম পশ্যতি ।
সর্গাদিনাম্না প্রথিতঃ স্বভাবোঽস্যৈব চেদৃশঃ ॥ ৩৬ ॥
ন ব্রহ্ম জগতামস্তি কার্য্যকারণতোদয়ঃ ।
কারণানামভাবেন সর্ব্বেষাং সহকারিণাম্ ॥ ৩৭ ॥
যাবদভ্যাসযোগেন ন শান্তা ভেদধীস্তব ।
নূনং তাবদতদ্রূপা ন ব্রহ্ম পরিপশ্যসি ॥ ৩৮ ॥
তত্র রূঢ়িমুপায়াতা য ইমে ত্বস্মদাদয়ঃ ।
অভ্যাসাৎ ব্রহ্মসম্পত্তেঃ পশ্যামস্তে হি তৎ পরম্ ॥৩৯॥
সঙ্কল্পনগরস্যৈব মমাকাশময়ং বপুঃ ।

মুদ্রিকা ॥ ৩২ ॥
উর্ম্মিকাত্বমহেমরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
কাচিৎ মায়া । ধূলিবিরোধিন্যম্বুনিধৌ প্রতিবিম্বধূলিরিব ॥ ৩৪ ॥
উক্তেঽর্থে প্রমাণাসম্ভাবনামূলোচ্ছেদায় দৃঢ়তরাণি প্রমাণানি দর্শয়তি অয়মিতি । মুখ্যং প্রমাণং বেদান্তাঃ তত্তাৎপর্য্যার্থস্যানুভবারোপণায় গুরবঃ স্বানুভবস্ত ফলীভূতং প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
স্বভাব আবৃতসত্তা ॥ ৩৬-৩৭ ॥
অতদ্রূপা অব্রহ্মদেহাদ্যাত্মবুদ্ধিত্বাৎ তদ্রূপান । নূনমিতি বিতর্কে ॥ ৩৮ ॥
যে রূঢ়িং দৃঢ়ব্যুৎপত্তিম্ । ত ইমে পশ্যামঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মৈব চান্তঃ পশ্যামি দেহেনানেন তৎপদম্ ॥ ৪০ ॥
বিশুদ্ধজ্ঞানদেহার্হাস্তথৈতে পদ্মজাদয়ঃ।
ব্রহ্মাত্মজগদাদীনামংশে সংস্থানমঙ্গনে ॥ ৪১ ॥
তবাভ্যাসং বিনা বালে নাকারোব্রহ্মতাং গতঃ।
স্থিতঃ কলনরূপাত্মা তেন তম্নানুপশ্যসি ॥ ৪২ ॥
যত্র স্বসঙ্কল্পপুরং স্বদেহেন ন লভ্যতে।
তত্রান্যসঙ্কল্পপুরং দেহোন্যোলভতে কথম্ ॥ ৪৩ ॥
তস্মাদেনং পরিত্যজ্য দেহং চিদ্ব্যোমরূপিণী।
তৎ পশ্যসি তদেবাশু কুরু কার্য্যবিদাম্বরে ॥ ৪৪ ॥
সঙ্কল্পনগরং সত্যং যথা সঙ্কল্পিতং প্রতি।
সদেহং বা বিদেহং বা নেতরং প্রতি কিঞ্চন ॥ ৪৫ ॥
আদিসর্গে জগদ্ভ্রান্তির্যথেয়ং স্থিতিমাগতা।
তথা তদা প্রভৃত্যেবং নিয়তিঃ প্রৌঢ়িমাগতা ॥ ৪৬ ॥

আকাশময়ং শুদ্ধচিত্তাকাশময়ম্ ॥ ৪০ ॥

জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং চিত্তং বিশুদ্ধেন তেন অর্হাঃ সদা ব্রহ্মদর্শন-যোগ্যাঃ। বস্তুতোব্রহ্মাত্মকানাং জগত্তদ্ব্যবহারাণামংশে লেশে সংস্থানমবস্থিতিং পশ্যন্তীতি বিপরিণমষ্যানুষজ্যতে। "পাদোস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী"ত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কলনমন্তঃ করণে চিদাভাসস্তদ্রূপাত্মা। তৎ ব্রহ্ম প্রাগনুক্রান্তং গিরি-গ্রামকঞ্চ ॥ ৪২ ॥

অনেন দেহেনানুপলম্ভে সাংকল্পিকত্বমেব হেতুরিতি কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢ়য়তি। যত্রেতি ॥ ৪৩ ॥

পশ্যসি দ্রক্ষ্যসি। বর্ত্তমানসামীপ্যাৎ বর্ত্তমানবন্নির্দ্দেশঃ ॥ ৪৪ ॥

সদেহং দেহসাধ্যং বিদেহং বা সঙ্কল্পিতং তন্নগরব্যবহারোপভোগং প্রতি। সত্যমর্থক্রিয়াসমর্থং। ইতরং ব্যবহারং প্রতি তু ন কিঞ্চন তুচ্ছমিতি যাবৎ ॥ ৪৫ ॥

ধাতৃসাঙ্কল্পিকস্যাস্য জগতোঽস্মৎসাঙ্কল্পিকস্য চ সাঙ্কল্পিকত্বাবিশেষেঽপি

লীলোবাচ।

ত্বয়োক্তং দেবি গচ্ছাবো ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীজগৎ।
সহেতীদমিদং বচ্মি কথং গন্তব্যমম্ব হে ॥ ৪৭ ॥
ইমং দেহমিহাস্থাপ্য শুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনা।
চেতসা তং পরং যামি লোকং ত্বং কথমেষি তৎ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সঙ্কল্পব্যোমবৃক্ষস্তে যথা সন্নপি খাত্মকঃ।
ন কুড্যাত্মা ন কুড্যেন রোধ্যতে নাপি কুড্যহা ॥ ৪৯ ॥
শুদ্ধৈকসত্ত্বনির্ম্মাণং চিদ্রূপস্যৈব তৎ কিল।
প্রতিভানমতস্তস্মাৎ পরস্মাৎ ভিদ্যতে মনাক্ ॥ ৫০ ॥
সোয়মেতাদৃশোদেহো নৈনং সন্ত্যজ্যয়াম্যহম্।
অনেনৈব তমাপ্নোমি দেশং গন্ধমিবানিলঃ ॥ ৫১ ॥
যথা জলং জলেনাগ্নিরগ্নিনা বায়ুনানিলঃ।
মিলত্যেবমতোদেহো দেহৈরন্যৈর্ম্মনোময়ৈঃ ॥ ৫২ ॥
ন হি পার্থিবতাসম্বিদেত্যপার্থিবসম্বিদা।

কুতোঽবাস্তরবৈলক্ষণ্যমিতি চেৎ অনাদিনিয়তিরূপেশ্বরেচ্ছালক্ষণমায়াশক্তিবশাদেবেত্যাহ—আদিসর্গ ইতি ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ত্বং কথমেষি স্বেন দেহেনেতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥

সাঙ্কল্পিকসত্তয়া সন্নপি বাস্তবসত্তয়া খাত্মকঃ। ন কুড্যাত্মেব মূর্ত্তঃ। কুড্যহা কুড্যভেদকঃ ॥ ৪৯ ॥

যৎ শুদ্ধস্যৈব সত্ত্বগুণস্য নির্ম্মাণং কার্য্যমস্মদ্দেহাদি তৎ চিদ্রূপস্যৈব। কিল তথা প্রতিভানমতোহেতোস্তস্মাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণোমনাগল্পমেব ভিদ্যতে যথা দগ্ধপটে পটাকারোবস্তুতস্তস্যৈব তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ৫০-৫১ ॥

তর্হ্যস্মভর্ত্তৃসাঙ্কল্পিকসর্গেণাস্য কথং যোগস্তত্রাহ যথেতি। মনোময়ৈর্দ্দেহৈরন্যৈশ্চ বস্তুতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

তর্হি মদ্দেহোপি বস্তুতোমনোমাত্রত্বেন ত্বদ্দেহসাজাত্যাৎ ত্বদ্দেহেনৈকী-

একত্বং কল্পনাশৈলশৈলয়োঃ কাহতির্মিথঃ ॥ ৫৩ ॥
আতিবাহিক এবায়ং ত্বাদৃশৈশ্চিত্তদেহকঃ।
আধিভৌতিকতাবুদ্ধ্যা গৃহীতশ্চিরভাবনাৎ ॥ ৫৪ ॥
যথা স্বপ্নে যথা দীর্ঘকালধ্যানে যথা ভ্রমে।
যথা চ সতি সঙ্কল্পে যথা গন্ধর্ব্বপত্তনে ॥ ৫৫ ॥
বাসনাতানবং নূনং যদা তে স্থিতিমেষ্যতি।
তদাতিবাহিকোভাবঃ পুনরেষ্যতি দেহকে ॥ ৫৬ ॥

লীলোবাচ।

আতিবাহিকদেহস্থপ্রত্যয়ে ঘনতাং গতে।
তামবাপ্নোত্যয়ং দেহো দশামাহোবিনশ্যতি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদস্তি নাম তত্রৈব নাশানাশক্রমোভবেৎ।
বস্তুতোযচ্চ নাস্ত্যেব নাশঃ স্যাত্তস্য কীদৃশঃ ॥ ৫৮ ॥
রজ্জ্বাং সর্পভ্রমে নষ্টে সত্যবোধবশাৎ স্থতে।

ভাবেন সংযোগেন বা মিলিতঃ সন্ তত্রৈতু তত্রাহ—ন হীতি। পৃথিব্যা বিকারঃ পার্থিবস্তত্তাবেন সম্বেদ্যত ইতি পার্থিবতাসম্বিৎ ত্বদ্দেহস্তদ্বিরুদ্ধচিন্মাত্রসম্বিদা মদ্দেহেনৈকত্বং সংযোগং বা ন হি এতি। আহতিরভিঘাতঃ ॥ ৫৩ ॥

নন্বস্যাপি মানসত্বে কথং পার্থিবত্বং তত্রাহ আতিবাহিক ইতি ॥ ৫৪-৫৫ ॥

কদা তর্হ্যস্য পার্থিবভাবনিবৃত্তিস্তত্রাহ বাসনেতি। তনোর্ভাবস্তানবমল্পতা। এষ্যতি সমাধ্যভ্যাসেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্যেষাং স্থূলদেহস্য নাশদর্শনাজ্জীবন্মুক্তযোগিদেহস্যাপি নাশ এব সম্ভাবিতো নাতিবাহিকভাব ইতি সম্ভাবয়ন্তী লীলা পৃচ্ছতি আতিবাহিকেতি। ঘনতাং দার্ঢ্যং গতে সমাধ্যভ্যাসেনেতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্ত্ববিদ্দেহো জ্ঞানবাধিতত্বাৎ দগ্ধপটবন্নাস্ত্যেব প্রাগ্বাসনামাত্রাচ্চ পটাভাসবৎ প্রতিভাসমানোঽপি বাসনাতানবে ততোঽপি সৌক্ষ্ম্যাদাতিবাহিকভাবমেবাপদ্যতে ন নাশমিত্যাশয়েন দেব্যুত্তরমাহ যদিত্যাদিনা ॥ ৫৮ ॥

সর্পোন নষ্ট উমষ্টো বেত্ত্যেবং কৈব সা কথা ॥ ৫৯ ॥
যথা সত্যপরিজ্ঞানাদ্রজ্জ্বাং সর্পোন দৃশ্যতে।
তথাতিবাহিকজ্ঞানাদ্দৃশ্যতে নাধিভৌতিকঃ ॥ ৬০ ॥
কল্পনাঽপি নিবর্ত্তেত কল্পিতা যদি কেনচিৎ।
সা শিলা সমপাস্তৈব যা নেহাস্তি কদাচন ॥ ৬১ ॥
পরং পরে পরাপূর্ণমিদং দেহাদিকং স্থিতম্।
ইতি সত্যং বয়ং ভদ্রে পশ্যামোনাভিপশ্যসি ॥ ৬২ ॥
আদিসর্গে ভবেচ্চিত্ত্বং কল্পনাকল্পিতং যদা।
তদা ততঃ প্রভৃত্যেকসত্ত্বং দৃশ্যমবেক্ষ্যতে ॥ ৬৩ ॥

লীলোবাচ।

একস্মিন্নেব সংশান্তে দিক্কালাদ্যবিভাগিনি।

উং অপি ॥ ৫৯ ॥

আতিবাহিকত্বনিমিত্তং ব্রহ্মজ্ঞানমাতিবাহিকজ্ঞানম্ ॥ ৬০ ॥

কল্পিতঃ প্রপঞ্চঃ প্রাগভূৎ জ্ঞানেন তু সমূলং স নিবর্ত্তিত ইতি ব্যবহার-কল্পনাপ্যাপাতদৃশৈব তত্ত্বদৃশা তু তস্যা অপি সম্ভাবনা নাস্তীত্যাহ কল্পনেতি। কল্পিতা সমর্থিতা। তথাচোক্তং গৌড়পাদৈঃ। "প্রপঞ্চোবিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ। উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যত"ইতি ॥ ৬১ ॥

কথং তর্হি যূয়ং স্বদেহাদি পশ্যথ তত্রাহ পরমিতি। পরেণ ব্রহ্মণা আপূর্ণ-মিদং দেহাদিকোশপঞ্চকং যদেকৈকান্তঃপ্রবেশেন স্থিতং তৎ পরং ব্রহ্মৈব স্বে মহিম্নি পরে স্থিতমিতি বয়ং সত্যমবাধিতং পশ্যামঃ ত্বং ত্বপ্ররূঢ়বোধত্বান্নাভি-পশ্যসি ॥ ৬২ ॥

নন্বদৃশ্যা চিৎ কথং দৃশ্যসত্ত্বাত্মতামাপন্না তত্রাহ আদীতি। আদের্হিরণ্যগর্ভা-ত্মনঃ সর্গে তং গোচরয়স্ত্যাশ্চিতশ্চিত্ত্বং নাম ধর্ম্মোভবেৎ। যদা তু পঞ্চীকরণেন কল্পনয়া স্থূলং রূপং কল্পিতং তদা ততঃ প্রভৃত্যেকমনুগতং সত্ত্বং দৃশ্যানুরোধাৎ স্বয়মপি দৃশ্যভূতং স্বয়মবেক্ষতে ভ্রান্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

যৎ প্রাগুক্তং কলনাধীনা সর্ব্বকল্পনেতি তত্র লীলানুপপত্তিং শঙ্কতে এক-স্মিন্নিতি। পৌর্ব্বকালিকং দুগ্ধমৌত্তরকালিকদধ্যাদ্যাকারেণ পরিণমতে

বিদ্যমানে পরে তত্ত্বে কলনাবসরঃ কুতঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কটকত্বং যথা হেম্নি তরঙ্গত্বং যথাম্ভসি।
সত্যত্বঞ্চ যথা স্বপ্নসঙ্কল্পনগরাদিষু ॥ ৬৫ ॥
নাস্ত্যেব সত্যনুভবে তথা নাস্ত্যেব ব্রহ্মণি।
কল্পনাব্যতিরিক্তাত্ম-তৎস্বভাবাদনাময়াৎ ॥ ৬৬ ॥
যথা নাস্ত্যম্বরে পাংসুঃ পরে নাস্তি তথা কলা।
অকলাকলনং শান্তমিদমেকমজং ততম্ ॥ ৬৭ ॥
যদিদং ভাসতে কিঞ্চিৎ তত্তস্যৈব নিরাময়ম্।
কচনং কাচকস্যেব কান্তস্যাতিমণেরিব ॥ ৬৮ ॥

লীলোবাচ।

এতাবন্তং চিরং কালমেতে দেবি বয়ং বদ।
ভ্রামিতাঃ কেন নামাপি দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনৈঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অবিচারেণ তরলে ভ্রান্তাসি চিরমাকুলা।
অবিচারঃ স্বভাবোত্থঃ স বিচারাদ্বিনশ্যতি ॥ ৭০ ॥

দধিভাবে চ দুগ্ধমবিদ্যমানং ভবতি। কালসম্বন্ধরহিতে নিত্যং বিদ্যমানে ব্রহ্মণি কলনাখ্যপ্রথমবিকারস্যৈব নাবসর ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

সত্যে হি বিকারেভ্যুপগতে ত্বদুক্তদোষঃ স্যাৎ ন মিথ্যাভূত ইতি দেবী পরিহরতি। কটকত্বমিত্যাদিনা ॥ ৬৫-৬৬ ॥

কলাকলনং বিষয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

কচনং আপাতপ্রতিভাসঃ। অতিশয়িতোমণিরতিমণিস্তস্যেব ॥ ৬৮ ॥

উক্তভ্রান্তের্হেতুং লীলা পৃচ্ছতি। এতাবন্তমিতি ॥ ৬৯ ॥

বিচারবাধ্যত্বাদবিচারশব্দিতোমোহ এব তদ্ধেতুরিতি দেব্যাহ অবিচারেতি ॥ ৭০ ॥

অবিচারোবিচারেণ নিমেষাদেব নশ্যতি।
এষা সত্তৈব তেনান্তরবিদ্যৈষা ন বিদ্যতে ॥ ৭১ ॥
তস্মান্নৈবাবিচারোস্তি নাবিদ্যাস্তি ন বন্ধনম্।
ন মোক্ষোস্তি নিরাবাধং শুদ্ধবোধমিদং জগৎ ॥ ৭২ ॥
এতাবন্তং যদা কালং ত্বয়ৈতন্ন বিচারিতম্।
তদা ন সম্প্রবুদ্ধা ত্বং ভ্রান্তৈবাভব আকুলা ॥ ৭৩ ॥
অদ্য প্রভৃতি বুদ্ধাসি বিমুক্তাসি বিবেকিনী।
বাসনাতানবং বীজং পতিতং তব চেতসি ॥ ৭৪ ॥
আদাবেব হি নোৎপন্নং দৃশ্যং সংসারনামকম্।
যদা তদা কথং তেন বাস্যন্তে বাসনাপি কা ॥ ৭৫ ॥
অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশাং মনঃ।
একধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্ব্বিকল্পসমাধিনি ॥ ৭৬ ॥
বাসনাক্ষয়বীজেস্মিন্ কিঞ্চিদঙ্কুরিতে হৃদি।
ক্রমান্নোদয়মেষ্যন্তি রাগদ্বেষাদিকা দৃশঃ ॥ ৭৭ ॥
সংসারসম্ভবশ্চায়ং নির্ম্মূলত্বমুপৈষ্যতি।
নির্ব্বিকল্পসমাধানং প্রতিষ্ঠামলমেষ্যতি ॥ ৭৮ ॥

বিগতকলনকালিমাকলঙ্কা
গগনকলান্তরনির্ম্মলাম্বনেন।

এষা অবিচারলক্ষণা অবিদ্যা বিচারবাধিতা ব্রহ্মসত্তৈব সম্পদ্যত ইতি শেষঃ ॥ ৭১ ॥

তদ্বাধস্য ত্রৈকালিকত্বমাহ তস্মাদিতি। বন্ধাভাবাৎ মোক্ষোপি নাস্তি ॥ ৭২-৭৩ ॥

জ্ঞানেন দ্বৈতবাসনাবাধে তত্ত্ববাসনাশেষো বাসনাতানবং তদেব মুক্তি-বীজম্ ॥ ৭৪ ॥

পুনর্দ্বৈতবাসনাপ্ররোহমাশঙ্ক্যাহ আদাবিত্যাদিনা ॥ ৭৫ ॥

মনঃ রূঢ়ে অধিরূঢ়ে সতি ॥ ৭৬-৭৮ ॥

সকলকলনকার্য্যকারণান্তঃ
কতিপয়কালবশাদ্ভবিষ্যসীতি ॥ ৭৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিশ্রান্ত্যুপদেশো নাম
একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

ইতি এবম্বিধয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিপ্রতিষ্ঠয়া কতিপয়কালবশাদ্গগনস্য মায়াকাশস্য তৎকলানাং তৎকার্য্যাণাং চান্তরস্যাধিষ্ঠানভূতস্য নির্ম্মলস্যাত্মনঃ অম্বনেন অবলম্বনেন বিগতোভ্রান্তিকলনলক্ষণঃ কালিমা যস্যা অতএবাকলঙ্কা তৎসংস্কারকলঙ্কনির্ম্মুক্তা সতী সকলপ্রাণিনাং কলনানাং ভ্রান্তীনাং তৎকার্য্যবাসনানাং তৎকারণাবিদ্যায়াশ্চ অন্তো বাধাবধিভূতো যো মোক্ষাখ্যঃ পরমপুরুষার্থঃ স ত্বমেব ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥
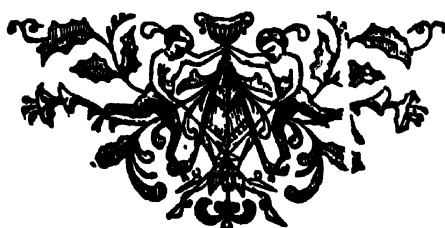
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

যথা স্বপ্নপরিজ্ঞানাৎ স্বপ্নদেহো ন বাস্তবঃ ।
অনুভূতোপ্যয়ং তদ্বৎ বাসনাতানবাদসন্ ॥ ১ ॥
যথা স্বপ্নপরিজ্ঞানাৎ স্বপ্নদেহঃ প্রশাম্যতি ।
বাসনাতানবাত্তদ্বৎ জাগ্রদ্দেহোপি শাম্যতি ॥ ২ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পদেহান্তে দেহোয়ং চেত্যতে যথা ।
তথা জাগ্রদ্ভাবনান্তে উদেত্যেবাতিবাহিকঃ ॥ ৩ ॥
স্বপ্নে নির্ব্বাসনাবীজে যথোদেতি সুষুপ্ততা ।
জাগ্রত্যবাসনাবীজে তথোদেতি বিমুক্ততা ॥ ৪ ॥
যেয়ন্তু জীবন্মুক্তানাং বাসনা সা ন বাসনা ।

অবস্থাতুর্য্যলক্ষাত্র জীবন্মুক্তস্থিতিস্তথা ।
বাসনাতানবোপায়স্তদভ্যাসশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

প্রাগুক্তাং জ্ঞানদার্ঢ্যাৎ স্থূলদেহভাবনিবৃত্তিমাতিবাহিকভাবপ্রাপ্তিঞ্চ দৃষ্টান্তৈর্বোধয়িতুং দেব্যুপক্রমতে যথেতি । অয়ং স্থূলদেহঃ ॥ ১ ২ ॥

জাগ্রদ্ভাবনা স্থূলদেহাহন্তাবনা তস্যা অন্তে মূলোচ্ছেদাত্নুচ্ছেদে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নির্ব্বাসনাবীজে অনুদ্ভূতবাসনাবীজে ন তূচ্ছিন্নবাসনাবীজ ইত্যর্থঃ । পুনঃ স্বপ্নানাপত্তেঃ । অবাসনাবীজে বাধিতসর্ব্ববাসনাবীজে । বিমুক্ততা জীবন্মুক্তিঃ ॥ ৪ ॥

ননু জীবন্মুক্তানামপি বাসনাস্ত্যেব অন্যথা ব্যবহারানুপপত্তেস্তত্রাহ যেয়মিতি । ন বাসনা কিন্তু শুদ্ধসর্ব্ববাসনাবাধাবধেরধিষ্ঠানসত্ত্বৈব শুদ্ধবাসনেত্যভিধানং যথা দগ্ধপট ইতি ভস্মন এবাভিধানম্ । তৎ পূর্ব্বতনং সর্ব্ববাসনা-

শুদ্ধসত্ত্বাভিধানং তৎ সত্তাসামান্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
যা সুপ্তবাসনা নিদ্রা সা সুষুপ্তিরিতি স্মৃতা।
যৎ সুপ্তবাসনং জাগ্রদ্ঘনোসৌ মোহ উচ্যতে ॥ ৬ ॥
প্রক্ষীণবাসনা নিদ্রা তুর্য্যশব্দেন কথ্যতে।
জাগ্রত্যপি ভবত্যেব বিদিতে পরমে পদে ॥ ৭ ॥
প্রক্ষীণবাসনা যেহ জীবতাং জীবনস্থিতিঃ।
অমুক্তৈরপরিজ্ঞাতা সা জীবন্মুক্ততোচ্যতে ॥ ৮ ॥
শুদ্ধসত্ত্বানুপতিতং চেতঃ প্রতনুবাসনম্।
আতিবাহিকতামেতি হিমং তাপাদিবাম্বুতাম্ ॥ ৯ ॥
আতিবাহিকতাং যাতং বুদ্ধং চিত্তান্তরৈর্ম্মনঃ।
সর্গজন্মান্তরগতৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মিলতি নেতরৎ ॥ ১০ ॥
যদা তেঽয়মহম্ভাবঃ স্বভ্যাসাচ্ছান্তিমেষ্যতি।
তদোদেষ্যতি তে স্ফারা দৃশ্যান্তা বোধতা স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

সুগতসত্তাসামান্যমেব তথোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মূর্চ্ছাসুষুপ্ত্যোরবান্তরভেদং দর্শয়তি যেতি। বাসনানাং সুপ্তিরনুদ্ভবোভিভবশ্চ। তথাচানুদ্ভূতবাসনা নিদ্রা সুষুপ্তিরভিভূতবাসনং জাগ্রৎ মোহোমূর্চ্ছেত্যর্থঃ। জাগ্রতি ঘনতরোদ্ভূতবাসনানাং সহসোৎপন্নদুঃখাতিশয়েন প্রসহ্যাভিভবাৎ ঘনত্বমপরিত্যজ্যৈব মোহভাবাপত্তিস্তদেতি সূচনায় ঘন ইতি মোহবিশেষণম্ ॥ ৬ ॥

নিদ্রেত্যবিবক্ষিতং যতো জাগ্রত্যপি জ্ঞানাৎ সমূলবাসনাক্ষয়ে তুর্য্যং ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তদেব জীবতোজীবন্মুক্তিরিত্যাহ প্রক্ষীণেতি ॥ ৮ ॥

প্রাগ্ব্যাখ্যাতে শুদ্ধসত্ত্বে অনুপতিতং সমাধিপাটবাচ্চিরপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥

বুদ্ধং ব্যুত্থানব্যবহারকালেপ্যাত্মপ্রবোধবন্মনঃ সর্গান্তরগতৈর্জন্মান্তরগতৈশ্চ চিত্তান্তরৈঃ সিদ্ধৈশ্চ দেবযোগ্যাদিশরীরৈরেকীভাবেন মিলতি ॥ ১০ ॥

দৃশ্যপ্রপঞ্চস্যান্তা চরমাবধিভূতা বোধতা স্বাভাবিকচিদ্রূপতা ॥ ১১ ॥

আতিবাহিকতাজ্ঞানং স্থিতিমেষ্যতি শাশ্বতীম্ ।
যদা তদা হ্যসঙ্কল্পান্ লোকান্ দ্রক্ষ্যসি পাবনান্ ॥ ১২ ॥
বাসনাতানবে তস্মাৎ কুরু যত্নমনিন্দিতে ।
তস্মিন্ প্রৌঢ়িমুপায়াতে জীবন্মুক্তা ভবিষ্যসি ॥ ১৩ ॥
যাবন্ন পূরিতস্ত্বেষ শীতলোবোধচন্দ্রমাঃ ।
তাবদ্দেহমবস্থাপ্য লোকান্তরমবেক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
মাংসদেহোমাংসদেহেনৈব সংশ্লেষমেষ্যতি ।
ন তু চিত্তশরীরেণ ব্যবহারেষু কর্ম্মসু ॥ ১৫ ॥
যথানুভবমেবৈতৎ যথাস্থিতমুদাহৃতম্ ।
আবালসিদ্ধসংসিদ্ধং ন নাম বরশাপবৎ ॥ ১৬ ॥
অববোধঘনাভ্যাসাদ্দেহস্যাস্যৈব জায়তে ।
সংসারবাসনাকার্শ্যে নূনং চিত্তশরীরতা ॥ ১৭ ॥
উদেষ্যন্তী চ সৈবাত্র কেনচিন্নোপলক্ষ্যতে ।

অসঙ্কল্পান্ সঙ্কল্পাদুদ্ভিন্নাত এব পাবনান্ ॥ ১২-১৩ ॥

গিরিগ্রামকদিদৃক্ষাপ্রতিবদ্ধচেতসি বোধপূর্ত্তির্ব্বাসনাতানবাভ্যাসোবা ন সম্ভবতীত্যাশঙ্কেনাহ যাবদিতি ॥ ১৪ ॥

নন্থ কিমর্থং মদ্দেহাবস্থাপনং ত্বদ্দেহসংশ্লেষাদস্যাপি গমনশক্তিঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ মাংসদেহ ইতি ॥ ১৫ ॥

কিং বরবচ্ছাপবদ্বা ত্বদ্বচনাদেব সংশ্লেষমেষ্যতি নেত্যাহ যথেতি। মূঢ়ঃতমেষু বালাদ্যনভিজ্ঞতমেষু সিদ্ধাংশ্চ মর্য্যাদীকৃত্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধোর্থো ময়ানূদিতো নাপূর্ব্বার্থোবলাৎ সম্পাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যদি লোকসিদ্ধবস্তুস্বভাবোন বিপর্য্যস্যতি তর্হি বাসনাতানবেপ্যস্য দেহস্যাতিবাহিকভাবো ন সম্ভাবয়িতুং শক্য ইত্যাশঙ্ক্যাহ অববোধেতি। চিত্তশরীরতা আতিবাহিকশরীরতা ॥ ১৭ ॥

নন্থ জীবানাং পরলোকগমনমপ্যাতিবাহিকদেহেন প্রসিদ্ধং স্থূলদেহস্য তু মৃতস্যাত্রৈবাবস্থানং দৃশ্যতে তৎ কথমেকস্যাতিবাহিকভাবেন জীবনং স্থূলভাবেন

কেবলস্তু জনৈর্দ্দেহো ম্রিয়মাণোবলোক্যতে ॥ ১৮ ॥
দেহস্ত্বয়ং ন ম্রিয়তে ন চ জীবতি কিঞ্চ তে।
কে কিল স্বপ্নসঙ্কল্পভ্রান্তৌ মরণজীবিতে ॥ ১৯ ॥
জীবিতং মরণঞ্চৈব সঙ্কল্পপুরুষে যথা।
অসত্যমেব ভাত্যেবং তস্মিন্ পুত্রি শরীরকে ॥ ২০ ॥

লীলোবাচ।

তদেতদুপদিষ্টং মে জ্ঞানং দেবি ত্বয়ামলম্।
যস্মিন্ শ্রুতিগতে শান্তিমেতি দৃশ্যবিষূচিকা ॥ ২১ ॥
অত্রোপকুরু মে ব্রূহি কোভ্যাসঃ কীদৃশোথ বা।
স কথং পোষমায়াতি পুষ্টে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যেন ক্রিয়তে কিঞ্চিদ্যেন যেন যদা যদা।
বিনাভ্যাসেন তন্নেহ সিদ্ধিমেতি কদাচন ॥ ২৩ ॥
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।

মরণং চৈকদেত্যাশঙ্ক্যাহ উদেষ্যন্তী চেতি। সা আতিবাহিকতা চ মরণকালে অত্র অস্মিন্নেব শরীরে উদেষ্যন্তী কেনচিৎ ম্রিয়মাণেন জীবতা বা নোপলক্ষ্যতে। "তদ্যথা পেশস্কার"ইত্যাদিশ্রুতেঃ। পারলৌকিকদেহনির্ম্মাণায় ম্রিয়মাণস্য স্বাজ্ঞানকল্পিতদেহারম্ভকভূতমাত্রাংশসম্বলিতস্যৈব পরলোকে গমনাৎ তাসাং মাত্রাণাং তেনানুপলক্ষিতানামপ্যাতিবাহিকভাবাবিরোধাৎ। যস্ত্বস্যাজ্ঞানকল্পিতভূতমাত্রাংশোঽজ্ঞানদেহঃ সোঽন্যৈর্জ্জনৈর্ম্রিয়মাণোবলোক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চাবাস্তবোঽয়ং দেহো ন ম্রিয়তে ন চ জীবতি তে জীবনমরণে চ কিং ন কিঞ্চিদ্বস্ত্বিতি নাত্র বিরোধশঙ্কা যুক্তেত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥

লীলাপ্রশ্নশ্লোকৌ স্পষ্টৌ ॥ ২১-২৩ ॥

তত্রাদাবভ্যাসস্বরূপমাহ তচ্চিন্তনমিতি। অসন্দিগ্ধং স্ববুদ্ধ্যারোহায় চিন্তনং অভিজ্ঞবুদ্ধ্যান্তরসম্বাদায় কথনং পরস্পরাজ্ঞাতাংশপ্রবোধায়ান্যোন্য-প্রবোধনমিত্যেতৈরুপায়ৈরসম্ভাবনানিবৃত্তিরেতদেকপরত্বেন চ বিপরীতভাবনা-

এতদেকপরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২৪ ॥
যে বিরক্তা মহাত্মানো ভোগভাবনতানবম্ ।
ভাবয়ন্ত্যভবায়াস্তর্ভব্যা ভুবি জয়ন্তি তে ॥ ২৫ ॥
উদিতৌদার্য্যসৌন্দর্য্যবৈরাগ্যরসরঞ্জিতা ।
আনন্দস্পন্দিনী যেষাং মতিস্তেভ্যাসিনঃ পরে ॥ ২৬ ॥
অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তে ব্রহ্মাভ্যাসিনঃ স্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎ সদা ।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৮ ॥
দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে ।
রতির্ব্বলোদিতায়াসৌ ব্রহ্মাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৯ ॥
দৃশ্যাসম্ভববোধেন বিনা দ্বেষাদিতানবম্ ।
তপ ইত্যুচ্যতে তস্মান্ন জ্ঞানং তচ্চ দুঃখতৎ ॥ ৩০ ॥

নিবৃত্তিরিতি ফলানি ॥ ২৪ ॥

দৃঢ়বৈরাগ্যাদীন্যেব তল্লক্ষণানীতি বিরক্তস্তুতিমুখেন দর্শয়তি যে ইতি। ভোগভাবনানি বিষয়বাসনাস্তেষাং তানবমপক্ষয়ং ভাবয়ন্তি যত্নেনোৎপাদয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

ঔদার্য্যং সর্ব্বপরিগ্রহত্যাগস্তল্লক্ষণসৌন্দর্য্যেণ বৈরাগ্যরসেন চ রঞ্জিতা। পরে উৎকৃষ্টাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রবণাদিপরত্বমপি তদাভ্যাসলক্ষণমিত্যাহ অত্যন্তেতি। যুক্ত্যা প্রমাণতত্ত্বাবধারণানুকূলয়া প্রমেয়তত্ত্বাবধারণানুকূলয়া চ। শাস্ত্রৈরধ্যাত্মশাস্ত্রৈঃ ॥২৭॥

ত্রৈকালিকদৃশ্যবাধদর্শনাবৃত্তিরপি তদভ্যাস ইত্যাহ সর্গাদাবিতি ॥ ২৮ ॥

বলং মননজতত্ত্ববিদ্যাবাসনাদার্ঢ্যং তদুদিতা রতিরাত্মরতিঃ ॥ ২৯ ॥

দৃশ্যমিথ্যাত্বদার্ঢ্যকৃতরাগাদ্যুচ্ছেদে এব প্রাগ্ জ্ঞানোপযোগীতি তদা তদভ্যাসলক্ষণং নান্যাদৃশমিত্যাহ দৃশ্যেতি। তৎ তপোবৃথাদ্বেষাদিনিরোধদুঃখং তনোতি বিস্তারয়তীতি দুঃখতৎ ॥ ৩০ ॥

দৃশ্যাসম্ভববোধোহি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কথ্যতে।
তদভ্যাসেন নির্ব্বাণমিত্যভ্যাসোমহোদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ভববহুলনিশানিতান্তনিদ্রা-
সততবিবেকবিবোধবারিসেকৈঃ।
প্রগলতি হিমশীতলৈরশেষা-
শরদি মহামিহিকেব চেতসীতি ॥ ৩২ ॥

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজ্জগাম-
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে বিজ্ঞানাভ্যাসবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

চতুর্থং দিনম্‌।

তত্র হেতুমুক্ত্বাভ্যাসফলং দর্শয়ন্নুপসংহরতি দৃশ্যেতি দ্বাভ্যাম্‌। হি যস্মাৎ চরমসাক্ষাৎকারাত্মকং জ্ঞানং তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চ দৃশ্যস্যাসম্ভবো যস্মাৎ যস্মিন্‌ বা তথাবিধোবোধ ইতি কথ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

চেতসি চিত্তে ইত্যেবমভ্যস্তৈঃ সর্ব্বতাপোপশমহেতুত্বাৎ হিমশীতলৈঃ সতত বিবেকবিবোধবারিসেকৈর্ভবঃ সংসারস্তল্লক্ষণায়াং বহুলনিশায়াং কৃষ্ণপক্ষরাত্রৌ-প্রবৃত্তা মোহলক্ষণা নিতান্তনিদ্রা অশেষসংস্কারাত্মনাপ্যপরিশিষ্যমাণা প্রগলতি বিশীর্য্যতে। মহতী মিহিকা নীহারপটলী ॥ ৩২-৩৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইতি সঙ্কথনং কৃত্বা তস্যাং নিশি বরাঙ্গনে ।
সুপ্তে পরিজনেঽনূনমথান্তঃপুরমণ্ডপে ॥ ১ ॥
দৃঢ়াখিলার্গলদ্বারগবাক্ষে দক্ষচেতসি ।
পুষ্পপ্রকরনিষ্ঠ্যূতমাংসলামোদমন্থরে ॥ ২ ॥
অম্লানমালাবসনশবপার্শ্বাসনস্থিতে ।
সকলামলপূর্ণেন্দুবদনদ্যোতিতাস্পদে ॥ ৩ ॥
সমাধিস্থানকং গত্বা তস্থতুর্নিশ্চলাঙ্গিকে ।
রত্নস্তম্ভাদিবোৎকীর্ণে চিত্রে ভিত্তাবিবার্পিতে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বাস্তত্যজতুশ্চিন্তাঃ সঙ্কোচং সমুপাগতে ।
দিবাসান্ত ইবাব্জিন্যৌ প্রসৃতামোদলেখিকে ॥ ৫ ॥

যোগাৎ স্থূলতনুং ত্যক্ত্বা গিরিগ্রামদিদৃক্ষয়া ।
গৃহে ব্যোম্নি গতিঃ স্ফারে বর্ণ্যতে জ্ঞপ্তিলীলয়োঃ ॥ ১ ॥

পরিজনে অনূনমপরিশেষং সুপ্তে সতি অথ বরাঙ্গনে জ্ঞপ্তিলীলে সমাধিস্থানকং গত্বা তস্থতুরিতি চতুর্থস্তেনান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

দক্ষচেতসীতি প্রাক্তনপরিজনবিশেষণং গৌণং বা । দৃঢ়াঃ অখিলাঃ সর্ব্বা-বহুবিধা ইতি যাবৎ । অর্গলাঃ কপাটবিকম্ভা যেষু তথাবিধা দ্বারগবাক্ষা যস্মিন্ । পুষ্পপ্রকরৈর্নিষ্ঠ্যূতৈঃ নিরস্তৈঃ মাংসলৈঃ পুষ্টৈরামোদৈঃ মন্থরে ভরিতে ইতি যাবৎ ॥ ২ ॥

সকলং সমগ্রমমলমকলঙ্কঞ্চ যথাস্যাৎ তথা পূর্ণ ইন্দুরিব যে বদনে ইতি বিগ্রহো ন তু সকলঃ কলাসহিতঃ পূর্ণেন্দুরিবেতি । ব্যর্থবিশেষণত্বাপত্তেঃ ॥ ৩ ॥

উৎকীর্ণে পুত্রিকে ইতি শেষঃ । চিত্রে চিত্রলিখিতপ্রতিমে ॥ ৪ ॥

সঙ্কোচং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রত্যাহারলক্ষণম্ । পরিতঃ প্রসৃতা আমোদলেখাঃ

বভূবতুর্ভৃশং শান্তে শুদ্ধে স্পন্দবিবর্জ্জিতে।
গিরৌ শরদি নির্ব্বাত ইব ভ্রষ্টাভ্রমালিকে ॥ ৬ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধানাজ্জহতুর্ব্বাহ্যসম্বিদম্।
যথা কল্পলতে কান্তে পূর্ব্বমৃত্বন্তরে রসম্ ॥ ৭ ॥
অহং জগদিতি ভ্রান্তিদৃশ্যস্যাদাবসুস্তবঃ।
যদা তাভ্যামবগতস্তত্যন্তাভাবনাত্মকঃ ॥ ৮ ॥
তদা দৃশ্যপিশাচোয়মলমস্তং গতোদ্বয়োঃ।
অসত্ত্বাদেব চাস্মাকং শশশৃঙ্গমিবানঘ ॥ ৯ ॥
আদাবেব হি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা।
ভাতং বা ভাতমেবাতো মৃগতৃষ্ণাম্বুবজ্জগৎ ॥ ১০ ॥
স্বভাবকেবলং শান্তং স্ত্রীদ্বয়ং তদ্বভূব হ।
চন্দ্রার্কাদিপদার্থৌঘৈর্দ্দূরমুক্তমিবাম্বরম্ ॥ ১১ ॥

পরিমলভাগা যয়োঃ তে ॥ ৫ ॥

নির্ব্বাতে শরদি গিরৌ ভ্রষ্টে অবতীর্ণে অভ্রমালিকে যথা শুদ্ধে শুভ্রে শান্ত-শীতলে স্পন্দবিবর্জ্জিতে চ তদ্বৎ ॥ ৬ ॥

বাহ্যাং দেহাদ্যনাত্মবস্তুতদ্গোচরাং সম্বিদং প্রতিসন্ধানম্। যথা ঋত্বন্তরে বসন্তাদাবুপস্থিতে পূর্ব্বং রসং ত্যজতঃ। পুরাণপত্রশোষাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

আত্যন্তিকদৃশ্যোপশমেন নির্ব্বিকল্পসমাধিপ্রতিষ্ঠায়াং তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সমূলত্রৈকালিকদৃশ্যবাধ এব পরিনিষ্ঠিতোহেতুরিত্যাহ অহমিত্যাদিসার্দ্ধেন ॥৮॥

সমাধাবিব সর্ব্বদাপি ত্রৈকালিকদৃশ্যবাধোস্মাকমনুভবসিদ্ধ ইতি বশিষ্ঠো রামং সম্বোধ্যাহ—অসত্ত্বাদিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। অস্মাকং দৃশা জগৎ ভাতং মৃগ-তৃষ্ণাম্বুবৎ অভাতং শশশৃঙ্গমিব। যতো যদাদাবেব নাস্তি তদ্বর্ত্তমানেপি তথেত্য-ন্বয়ঃ ॥ ৯-১০ ॥

দৃশ্যাস্তময়ে তে কথং বভূবতুস্তদাহ স্বভাবেতি। চন্দ্রার্কাদিভিঃ সর্ব্ব-পদার্থৌঘৈর্দূরে মুক্তমম্বরং সর্গাদৌ বায়ূৎপত্তেঃ প্রাক্ বায়ুস্তপ্রলয়ে চ প্রসিদ্ধং তদিব ॥ ১১ ॥

তেনৈব জ্ঞানদেহেন চচার জ্ঞপ্তিদেবতা ।
মানুষী ত্বিতরেণাশু ধ্যানজ্ঞানানুরূপিণা ॥ ১২ ॥
গেহান্তরেব প্রাদেশমাত্রমারুহ্য সম্বিদা ।
বভূবতুশ্চিদাকাশরূপিণ্যৌ ব্যোমগাকৃতী ॥ ১৩ ॥
অথ তে ললনে লীলালোলে ললিতলোচনে ।
স্বভাবাচ্চেত্যসম্বিত্তের্নভোদূরমিতোগতে ॥ ১৪ ॥
তত্রস্থে বাথ চিদ্বৃত্ত্যা পুপ্লুবাতে নভঃস্থলম্ ।
কোটিযোজনবিস্তীর্ণং দূরাদ্দূরতরান্তরম্ ॥ ১৫ ॥

দৃশ্যানুসন্ধাননিজস্বভাবা-
দাকাশদেহে অপি তে মিথোত্র ।
পরস্পরাকারবিলোকনেন
বভূবতুঃ স্নেহপরে বয়স্যে ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে লীলাপ্রজ্ঞাদেব্যোর্জ্ঞান-দেহাকাশগমনং নাম ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

বক্ষ্যমাণব্যোমগমনে তয়োর্দ্দেহবৈলক্ষণ্যমাহ তেনেতি ॥ ১২ ॥

তচ্চ দূরনভোগমনকল্পনং স্বগৃহমণ্ডপাকাশপ্রাদেশমাত্র এব বৃত্তং ন বহির্ন্নিত্যাহ গেহান্তরিতি । দেহান্তরিতি পাঠে হৃদয়াৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং প্রাদেশমাত্রং নাড়ীমার্গমারুহ্যেত্যর্থঃ । সম্বিদা উদ্বুদ্ধপূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কারসম্বিদা ॥ ১৩ ॥

চেত্যা বিষয়াঃ তৎসম্বিত্তেঃ স্বভাবো বিষয়ানুরূপব্যবহারকল্পনা তদ্বশাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তত্রস্থে গেহস্থে । বাশব্দোবধারণে । চিদ্বৃত্ত্যা আকাশমাবাং প্লুবাবহে ইত্যেবংরূপয়া চিৎপ্রধানমানসকল্পনাবৃত্ত্যা ॥ ১৫ ॥

বস্তুতশ্চিদাকাশদেহে অপি প্রাক্সঙ্কল্পিতদৃশ্যানুসন্ধানসহিতচিত্তাত্মতাপন্নাৎ নিজস্বভাবাৎ । বয়স্যে সখ্যৌ ॥ ১৬ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

দূরাদ্দূরমভিপ্লুত্য শনৈরুচ্চৈঃ পদং গতে ।
হস্তং হস্তে সমালম্ব্য যান্ত্যৌ দদৃশতুর্ন্নভঃ ॥ ১ ॥
একার্ণবমিবোচ্ছূনং গম্ভীরং নির্ম্মলান্তরম্ ।
কোমলং কোমলমরু-দাসঙ্গসুখভোগদম্ ॥ ২ ॥
আহ্লাদকমলং সৌম্যং শূন্যতাম্ভোনিমজ্জনাৎ ।
অত্যন্তশুদ্ধং গম্ভীরং প্রসন্নমপি সজ্জনাৎ ॥ ৩ ॥
শৃঙ্গস্থনির্ম্মলাম্ভোদপীনে দেবসুধালয়ে ।
বিশ্রমতুরাশাসু পূর্ণচন্দ্রোদরামলে ॥ ৪ ॥
সিদ্ধগন্ধর্ব্বমন্দারমালামোদমনোহরে ।
চন্দ্রমণ্ডলনিষ্ক্রান্তে রেমাতে মধুরানিলে ॥ ৫ ॥

অনন্তবিশ্ববৈচিত্র্যবিলাসৈঃ সম্ভৃতান্তরম্ ।
নভোত্র বর্ণ্যতে পস্থাঃ প্রয়ান্ত্যোর্জ্ঞপ্তিলীলয়োঃ ॥ ১ ॥

উচ্চৈঃ পদমূর্দ্ধস্থানম্ ॥ ১ ॥

উচ্ছূনং বিবৃদ্ধম্ । গম্ভীরমেকার্ণবমিব । কোমলমিব কোমলং স্নিগ্ধম্ । কোমলমরুতাং মন্দমারুতানামাসঙ্গেন সংশ্লেষেণ সুখভোগদম্ ॥ ২ ॥

শূন্যতালক্ষণে অম্ভসি নিমজ্জনাৎ অবগাহনাদলমত্যন্তমাহ্লাদকম্ । অথবা জগচ্ছূন্যতালক্ষণে ব্রহ্মাম্ভসি প্রথমং নিমজ্জনাৎ নির্গমনাৎ প্রাণিভ্রমরাণামাহ্লাদহেতুভূতং কমলম্ । অত্র গম্ভীরমিতি সাক্ষাদ্বিশেষণং পূর্ব্বত্ত দৃষ্টান্তস্থেতি ন পৌনরুক্ত্যম্ । সজ্জনাদপি প্রসন্নং প্রসন্নতরম্ ॥ ৩ ॥

আশাসু দিক্ষু মের্ব্বাদিশৃঙ্গস্থে নির্ম্মলাম্ভোদপীনোদরলক্ষণে পীনোদরান্তর্ন্নিবিষ্টে বা সুধালয়ে সৌধে ॥ ৪ ॥

কচিচ্চন্দ্রমণ্ডলসন্নিধৌ চন্দ্রমণ্ডলান্নিষ্ক্রান্তে । শৈত্যসৌরভ্যয়োঃ পূর্ব্ব-

সন্নতুর্ভূরিঘর্ম্মান্তে তড়িদ্রক্তাব্জসঙ্কুলে।
সরসীব জলাপূরমন্থরে মেঘমণ্ডলে ॥ ৬ ॥
ভূতলৌঘমহাশৈলমৃণালাঙ্কুরকোটিষু।
দিক্ষু বভ্রমতুঃ স্বৈরং ভ্রমর্য্যৌ সরসীষ্বিব ॥ ৭ ॥
ধারাগৃহধিয়া ধীরগঙ্গানির্ঝরধারিণি।
ভ্রেমতুর্ব্বাতবিক্ষুব্ধমেঘমণ্ডলমণ্ডপে ॥ ৮ ॥
ততোমধুরগামিন্যৌ বিশ্রাম্যন্ত্যৌ স্বশক্তিতঃ।
শূন্যে দদৃশতুর্ব্ব্যোম মহারম্ভাতিমন্থরম্ ॥ ৯ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমন্যোন্যং সর্ব্বসঙ্কটকোটরম্।
অপূর্য্যমাণমাশূন্যং জগৎকোটিশতৈরপি ॥ ১০ ॥
উপর্য্যুপর্য্যুপর্য্যুচ্চৈরন্যৈরন্যৈর্ব্বৃতং পৃথক্।
বিচিত্রাভরণাকারৈর্ভূতলৈঃ সুবিমানকৈঃ ॥ ১১ ॥
পরিতঃ পূরিতব্যোম্নাং মের্ব্বাদিকুলভূভৃতাম্।
পদ্মরাগতটোদ্যোতৈঃ কল্পজ্বালোপমোদরম্ ॥ ১২ ॥

বিশেষণাভ্যাং লাভাৎ মধুরশব্দোমান্দ্যসুখস্পর্শপরঃ ॥ ৫ ॥

ঘর্ম্মোর্কতাপঃ তস্যান্তে অবসানভূতে। তড়িত ইব রক্তাব্জানি সরঃপক্ষে। তড়িতোরক্তাব্জানীবেতি মেঘমণ্ডলপক্ষে ॥ ৬ ॥

তত্তদ্ভূতলৌঘস্থা মহাশৈলা হিমবৎকৈলাসাদয়ো মৃণালানামব্জকন্দানামঙ্কুর-কোটয় ইব যাসু ॥ ৭ ॥

নির্ঝরশব্দেন তচ্ছীকরা লক্ষ্যন্তে ॥ ৮ ॥

মহদ্ভিরারম্ভৈর্ভুবনতজ্জননির্ম্মাণৈরতিমন্থরং সংক্লিষ্টম্ ॥ ৯ ॥

যদ্যপি প্রজ্ঞপ্ত্যা প্রাক্ দৃষ্টমেব তথাপ্যন্যোন্যং পরস্পরসাহিত্যেন পূর্ব্বম-দৃষ্টম্। সর্ব্বে সঙ্কটকোটরা গর্ত্তচ্ছিদ্রাদয়োঽংশা যস্য। সর্ব্বপ্রাণিতবদুঃখা-নামাশ্রয়ভূতং ছিদ্রমিতি বার্থঃ। আশূন্যত্বমপূর্য্যমাণত্বে হেতুঃ ॥ ১০ ॥

বিচিত্রাভরণপ্রখ্যৈর্ভূতলৈর্লক্ষণয়া ভুবনতলৈঃ। শোভনানি বিমানানি যেষু তৈঃ ॥ ১১ ॥

পদ্মরাগমণিময়ানাং তটানাং পার্শ্বানামুদ্যোতৈঃ প্রকাশৈঃ ॥ ১২ ॥

মুক্তাশিখরভাপূরৈর্হিমবৎসানুসুন্দরম্।
কাঞ্চনাদ্রিস্থলার্চ্চির্ভিঃ কাঞ্চনস্থলভাসুরম্ ॥ ১৩ ॥
মহামরকতাভাভিঃ শাদ্বলস্থলনীলিমম্।
দ্রষ্টৃদৃশ্যক্ষয়াসক্তজাতধ্বান্তোত্থকালিমম্ ॥ ১৪ ॥
পারিজাতলতালোলবিমানগণকেতনম্।
অতোমঞ্জরিকাকারমিব বৈদূর্য্যভূতলম্ ॥ ১৫ ॥
মনোবেগমহাসিদ্ধজিতবাতগমাগমম্।
বিমানগৃহদেবস্ত্রীগেয়বাদ্যসঘুঞ্জুমম্ ॥ ১৬ ॥
ত্রৈলোক্যবরভূতৌঘসঞ্চারাবিরলান্তরম্।
অন্যোন্যাদৃষ্টসঞ্চারসুরাসুরকুলাকুলম্ ॥ ১৭ ॥
পর্য্যন্তস্থিতকুষ্মাণ্ড-রক্ষঃপৈশাচমণ্ডলম্।
বাতস্কন্ধমহাবেগবহদ্বৈমানিকব্রজম্ ॥ ১৮ ॥
বহদ্বিমানসীৎকারমুষ্টিগ্রাহ্যঘনধ্বনি।

তেষামেব ভূভৃতাং মুক্তাময়শিখরাণাং ভাপূরৈঃ প্রভাপ্রবাহৈঃ হিমবতঃ সানুঃ প্রস্থদেশঃ তদ্বদ্ভাসুরম্ ॥ ১৩ ॥

তথা তেষামেব ভূভৃতাং মহামরকতানাং মহার্হহরিন্মণীনাং প্রভাভির্ঘাসহরিতস্থলস্য নীলিমেব নীলিমা যস্য। তথা কচিদ্দ্রষ্টৃণাং সচক্ষুষাং দৃশ্যানাং রূপভেদানাং ক্ষয়ে আসক্তস্তৎপরঃ সন্ জাত উৎপন্নোধ্বান্তোত্থকালিমা যস্মিন্ তথাবিধম্ ॥ ১৪ ॥

কচিত্তু যতঃ পারিজাতকল্পলতাবনোপরি আলোলবিমানগণানাং কেতনং স্থানমতঃ সমীপস্থদৃষ্ট্যা তৎ বনমঞ্জরিকাকারমিব দূরস্থদৃষ্ট্যা তু বৈদূর্য্যময়ভূতলমিব স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

মনোবেগৈর্মহাসিদ্ধৈর্বাতগমাগমোবায়ুসঞ্চারবেগঃ স জিতো যস্মিন্। ঘুঞ্জুমমিতি ধ্বন্যনুকরণম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

বাতস্কন্ধা আবহপ্রবহাদয়োবায়ুভেদাঃ ॥ ১৮ ॥

বিমানসীৎকারো বিমানবেগধ্বনিস্তস্য মোষণং মুষ্টিরতিভবত্বেন গ্রাহ্যা

গ্রহর্ক্ষঘনসঞ্চারাৎ প্রচলদ্বাতযন্ত্রকম্ ॥ ১৯ ॥
নিকটাতপদগ্ধাল্পসিদ্ধসিদ্ধোজ্ঝিতাস্পদম্ ।
অর্কাশ্বমুখবাতাস্ত-দগ্ধমুগ্ধবিমানকম্ ॥ ২০ ॥
লোকপালাপ্সরোবৃন্দসঞ্চারাচারচঞ্চলম্ ।
দেব্যন্তঃপুরিকাদগ্ধ-ধূপধূমাম্বুদাম্বরম্ ॥ ২১ ॥
স্বস্বর্গাহূতদেবস্ত্রী-স্বাঙ্গবিভ্রষ্টভূষণম্ ।
সামান্যসিদ্ধসঙ্ঘোগ্র তেজঃপুঞ্জতমোবলম্ ॥ ২২ ॥
বলবৎসিদ্ধসঙ্ঘট্ট গমাগমবিঘট্টিতৈঃ ।
ঘনৈঃ সাংশুকপার্শ্বস্থ হিমবন্মেরুমন্দরম্ ॥ ২৩ ॥
কাকোলূকৈর্গৃধ্রভাসৈরাশীভূতৈশ্চলৈর্ব্বৃতম্ ।

ঘনধ্বনয়ো মেঘশব্দা যস্মিন্। বাতযন্ত্রকং বায়ুবিষ্টম্ভময়যন্ত্ররূপং জ্যোতিশ্চক্রম্ ॥ ১৯ ॥

কচিৎ সূর্য্যসন্নিহিতদেশনিকটাতপেন দগ্ধৈঃ সদ্ভিস্তপোযোগরসায়নাদিনা অল্পসিদ্ধৈঃ সিদ্ধাখ্যদেবযোনিবিশেষৈশ্চোজ্ঝিতাবস্থানম্ । অর্কেণ তদীয়াশ্বমুখবাতৈশ্চ যথাযোগমস্তাঃ ক্ষিপ্তা দগ্ধাশ্চ অন্যা বিমানা বিমানকা যস্মিন্ ॥ ২০ ॥

পঙ্ক্ত্যাং সঞ্চারৈঃ ইতরৈরঙ্গৈস্তত্তচ্চিত্তাচরণাত্মাচারাদ্যৈশ্চঞ্চলমিব চঞ্চলম্ । ধূপধূমৈরম্বুদব্যাপ্তাম্বরমিব স্থিতম্। বিষ্ণুনা সদৃশোবীর্য্য ইতি রাম ইব কল্পিতভেদাদুপমেয়তা ॥ ২১ ॥

ইন্দ্রচন্দ্রাদিভিঃ স্বর্গশব্দিত স্বস্বলোকায় আহূতানামতএবাত্মানুপেক্ষ্য অহম্পূর্ব্বিকয়া ধাবন্তীনাং দেবস্ত্রীণামপ্সরসাং স্বাঙ্গেভ্যোবিভ্রষ্টানি ভূষণানি যস্মিন্ তথাবিধং যতঃ অতস্তাঃ সমীহমানানাং সামান্যসিদ্ধানামিন্দ্রাদিবদণিমাদিবিশেষসিদ্ধিশূন্যানাং স্বর্গ্যন্তরাণাং যঃ সঙ্ঘস্তদীয়োগ্রস্তেজঃপুঞ্জস্ত ক্রোধাসূয়াদিনা তিরোভাবকং তমোবলং তমোগুণপ্রাবল্যমিব লীনং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥২২॥

তথা বলবতাং সিদ্ধানাং দেবযোনিবিশেষাণাং সঙ্ঘট্টঃ সম্মর্দ্দঃ তদ্ব্যক্ত-গমনাগমনাভ্যাং বিঘট্টিতৈশ্চূর্ণিতৈর্ঘনৈর্মেঘৈস্তত্তয়াদিব পার্শ্বস্থহিমবদাদ্যধিত্যকাশ্রয়ণাৎ সাংশুকাঃ সবস্ত্রা ইব সম্পন্না হিমবন্মেরুমন্দারা যস্মিন্ ॥ ২৩ ॥

নৃত্যদ্ভির্ডাকিনীসঙ্ঘৈস্তরঙ্গৈরিব বারিধিম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবৃত্তৈর্যোগিনীসঙ্ঘৈঃ শ্বকাকোষ্ট্রখরাননৈঃ ।
নিরর্থং যোজনশতং গত্বা গচ্ছদ্ভিরাবৃতম্ ॥ ২৫ ॥
লোকপালপুরোধ্বান্ত ধূমধূম্রৈভ্রমন্দিরে ।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বমিথুন প্রারব্ধসুরতোৎসবম্ ॥ ২৬ ॥
স্বর্গগীতস্তবোন্মত্ত মদনাক্রান্তমার্গগম্ ।
অনারতবহদ্ধিষ্ণ্যচক্রলক্ষিতপক্ষকম্ ॥ ২৭ ॥
বাতস্কন্ধনিখাতান্তর্ব্বহত্ত্রিপথগাজলম্ ।
আশ্চর্য্যালোকনব্যগ্র সঞ্চরত্ত্রিদশার্ভকম্ ॥ ২৮ ॥
সদেহসঞ্চরদ্বজ্র-চক্রশূলাসিশক্তিমৎ ।
ক্বচিন্নির্ভিত্তিভবনং গায়ন্নারদতুম্বুরু ॥ ২৯ ॥
মেঘমার্গমহামেঘমহারম্ভাকুলং ক্বচিৎ ।
চিত্রন্যস্তসমাকারমূককল্পান্তবারিদম্ ॥ ৩০ ॥

উলূকাদয়ঃ পক্ষিভেদাঃ ॥ ২৪ ॥

যোগিনীনামণিমাদিসিদ্ধিমত্ত্বাৎ স্বস্থান এব ঈপ্সিতলাভেঽপি ব্যর্থং দূরং গত্বা আগচ্ছদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

দিগন্তবিশ্রান্তত্বাৎ তত্তদ্দিগধিষ্ঠাতৃলোকপালানাং পুরোঽগ্রত ইব স্থিতে ধ্বান্তবদ্দৃষ্টিপ্রসরনিরোধিনি ধূমধূম্রেঽভ্ররূপে মন্দিরে ॥ ২৬ ॥

স্বর্গে গীয়মানৈর্দ্দিব্যগীতৈর্দ্দিব্যস্তবৈশ্চোদ্দীপকৈরুন্মত্তা মদনাক্রান্তাশ্চ নভোমার্গগা যস্মিন্ । অনারতং বহতি নক্ষত্রধিষ্ণ্যভূতে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যাদিগত্যা লক্ষিতঃ শুক্লকৃষ্ণপক্ষাদিকালবিভাগো যস্মিন্ ॥ ২৭ ॥

বাতস্কন্ধভেদরূপে তস্মিন্ এব চক্রে কল্পিতো নিখাতো নিম্নদেশস্তদন্তঃ-প্রবহত্ত্রিপথগাজলং যস্মিন্ ॥ ২৮ ॥

বজ্রচক্রাদিশব্দৈস্তদধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা উচ্যন্তে অতঃ সদেহত্বোপপত্তিঃ ॥২৯॥

মেঘমার্গপ্রদেশে মহামেঘানাং পুষ্করাবর্ত্তকাদীনাং মহতা প্রলয়বৃষ্ট্যারম্ভেণাকুলং ক্বচিৎ । কচিত্তু চিত্রন্যস্তবন্নির্ব্ব্যাপারা মূকা নিঃশব্দাশ্চ কল্পান্তবারিদা যস্মিন্ ॥ ৩০ ॥

উৎপতৎকজ্জলাদ্রীন্দ্রসন্দ্রাম্ভোধরং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ কনকনিস্পন্দকান্ততাপান্তবারিদম্ ॥ ৩১ ॥
ক্বচিদ্দিগ্দাহতাপাঢ্যমৃষ্যমূকাম্বুদাংশুকম্।
ক্বচিন্নিস্পবনাম্ভোধিসংরম্ভং শূন্যতাজলম্ ॥ ৩২ ॥
ক্বচিদ্বাতনদীপ্রৌঢ়বিমানতৃণপল্লবম্।
ক্বচিচ্ছলদলিব্রাতপৃষ্ঠত্বক্কান্তিনির্ম্মলম্ ॥ ৩৩ ॥
ক্বচিন্মেরুনদীকল্পবাতধূলিবিধূসরম্।
ক্বচিদ্বিমানগীর্ব্বাণপ্রভাচিত্রবলাঙ্গকম্ ॥ ৩৪ ॥
ক্বচিন্নিরম্বরোন্মৃত্তমাতৃমণ্ডলমালিতম্।
ক্বচিন্নিত্যং নবক্ষীবক্ষুব্ধযোগীশ্বরীগণম্ ॥ ৩৫ ॥
ক্বচিচ্ছান্তসমাধিস্থবিশ্রান্তমুনিমালিতম্।
সমং দূরান্তসংরম্ভসাধুচিত্তমনোহরম্ ॥ ৩৬ ॥
গায়ৎকিন্নরগন্ধর্ব্বসুরস্ত্রীমণ্ডলং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ স্তব্ধপুরাপূর্ণং বহৎপুরবরং ক্বচিৎ ॥ ৩৭ ॥
ক্বচিদ্রুদ্রপুরাপূর্ণং ক্বচিদ্ব্রহ্মমহাপুরম্।
ক্বচিন্মায়াকৃতপুরং ক্বচিদাগামিপত্তনম্ ॥ ৩৮ ॥

কনকস্য নিস্যন্দো দ্রব ইব কান্তঃ তপো গ্রীষ্মঃ স এব তাপস্তদন্তঃপ্রাবৃডাদিঃ ॥ ৩১ ॥

ঋষ্যমূকে গিরৌ পূর্ব্বরামায়ণবর্ণিতপ্রকারেণেব বর্ষন্তোঽম্বুদা এব অংশুকানি যস্য। নিস্পবনো নিশ্চল ইতি যাবৎ ॥ ৩২ ॥

বাতনদ্যাং বায়ুপ্রবাহে প্রৌঢ়বিমানান্যেব প্রবাহ্যমানতৃণপল্লবস্থানে যস্মিন্ ॥ ৩৩ ॥

মেরুনদ্যো লক্ষণয়া বার্ষিকগিরিনদ্যস্তৎকল্পৈস্তৎসবর্ণৈর্ব্বাতধূলিপ্রবাহৈর্ব্বিধূসরম্। চিত্রেণ বলং শবলমঙ্গকং যস্য ॥ ৩৪-৩৫ ॥

দূরেঽস্তাঃ সংরম্ভাঃ ক্রোধাদয়ো যেন সাধুচিত্তেন ॥ ৩৬ ॥

স্তব্ধৈর্নিশ্চলৈঃ পুরৈরাকীর্ণম্। বহন্তি ভ্রমন্তি ত্রিপুরাদিপুরবরাণি যস্মিন্ ৩৭ ৩৮ ॥

কচিদ্ভ্রমচ্চন্দ্রসরঃ কচিৎস্তব্ধময়ং সরঃ।
কচিৎ সরৎসিদ্ধগণং কচিদিন্দুকৃতোদয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
কচিৎ সূর্য্যোদয়ময়ং কচিদ্রাত্রিতমোময়ম্।
কচিৎ সন্ধ্যাংশুকপিলং কচিন্নীহারধূসরম্ ॥ ৪০ ॥
কচিদ্ধিমাভ্রধবলং কচিদ্বর্ষৎপয়োধরম্।
কচিৎস্থল ইবাকাশ এব বিশ্রান্তলোকপম্ ॥ ৪১ ॥
ঊর্দ্ধাধোগমনব্যগ্রসুরাসুরগণং কচিৎ।
পূর্ব্বাপরোত্তরাযাম্যদিক্সঞ্চারাকুলং কচিৎ ॥ ৪২ ॥
অপি যোজনলক্ষাণি কচিদ্দুপ্রাপভূধরম্।
অবিনাশিতমঃপূর্ণং দৃষদ্গর্ভোপমং কচিৎ ॥ ৪৩ ॥
অবিনাশিবৃহত্তেজঃ কচিদর্কানলোপমম্।
হিমানীজঠরাশীতং কচিচ্চন্দ্রাদিসদ্মসু ॥ ৪৪ ॥
কচিদ্বহৎপুরোবৃত্তকল্পবৃক্ষলতাবনম্।
কচিদ্দৈত্যহতোত্তুঙ্গপ্রপতদ্দেবপত্তনম্ ॥ ৪৫ ॥

ভ্রমচ্চন্দ্র এবামৃতপূর্ণত্বাৎ চন্দ্রসদৃশং বা মায়াসরো যস্মিন্। স্তব্ধময়ং দেবশক্ত্যা ঘনীভূতং জলময়ং সরোযস্মিন্। বিভক্ত্যলুক্ ছান্দসঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

আকাশ এব বিশ্রান্তলোকপমিতি বিশ্রান্তিক্রিয়ায়া অধিকরণসাপেক্ষতয়া নিত্যত্বাৎ সম্বন্ধিশব্দত্বাচ্চ ন সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীত্যসমর্থসমাসতা। তথাচোক্তম্। "সম্বন্ধিশব্দঃ সাপেক্ষো নিত্যং সর্ব্বঃ সমস্যতে। বাক্যবৎ সা ব্যপেক্ষা হি বৃত্তাবপি ন হীয়ত"ইতি ॥ ৪১ ॥

অপরাশব্দঃ প্রতীচীপরঃ। পরিশেষাৎ। উত্তরা যাম্যেতি সর্ব্বনাম্নোবৃত্তাবপুম্বত্ভাবশ্ছান্দসঃ। দিশঃ সঞ্চরন্তীতি দিক্সঞ্চারাস্তৈরাকুলম্ ॥ ৪২ ॥

কচিল্লোকালোকগিরেঃ পরতঃ ॥ ৪৩ ॥

হিমানী হিমসংহতিস্তজ্জঠরবদাশীতম্ ॥ ৪৪ ॥

কচিদ্দৈত্যভয়াদুৎপাট্য বহত্তির্দেবাসুচরৈঃ পুরোবৃত্তং পুরস্কৃতং কল্পবৃক্ষলতাবনং যস্মিন্ ॥ ৪৫ ॥

বৈমানিকনিপাতেন বহ্নিলেখাঙ্কিতং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ কেতুশতোৎপাতমিথঃ সঙ্ঘট্টপট্টিতম্ ॥ ৪৬ ॥
ক্বচিচ্ছুভগ্রহগণপ্রগৃহীতাগ্র্যমণ্ডলম্।
ক্বচিদ্রাত্রিতমোব্যাপ্তং ক্বচিদ্দিবসভাস্বরম্ ॥ ৪৭ ॥
ক্বচিত্তুদগর্জ্জদম্ভোদং ক্বচিন্মূকামলাম্বুদম্।
বাতাবকীর্ণশুভ্রাভ্র খণ্ডপুষ্পোত্তরং ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিদত্যন্তনিঃশূন্যমবদাতমনন্তরম্।
আনন্দমৃদুশান্তাচ্ছং জ্ঞস্যেব হৃদয়ং ততম্ ॥ ৪৯ ॥
শুক্রবাহনভেকৌঘৈঃ ক্বচিদ্দালকৃতারবম্।
শূন্যতাবারিবলিতং ক্ষেত্রমাকাশবাসিনাম্ ॥ ৫০ ॥
ময়ূরহেমচূড়াদিপক্ষিভিঃ ক্বচিদাবৃতম্।
বিদ্যাধরীণাং দেবীনাং বাহনৈর্ব্বিহিতাস্পদৈঃ ॥ ৫১ ॥
ক্বচিদভ্রান্তরোম্নৃত্যদ্গুহমায়ূরমণ্ডলম্।
ক্বচিদগ্নিশুকৈঃ শ্যামং শাদ্বলানামিব স্থলম্ ॥ ৫২ ॥
ক্বচিৎ প্রেতেশমহিষমহিম্না বামনাম্বুদম্।

ক্বচিদ্বৈমানিকানাং স্বর্গিণাং নিপাতেন দীর্ঘীভূততত্তেজসা পতদুল্কা বহ্নি-রেখয়েবাঙ্কিতং চিহ্নিতম্। পট্টিতং পট্টবন্নিবিড়িতম্ ॥ ৪৬ ॥

অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং উর্দ্ধভাগমণ্ডলং যস্য ॥ ৪৭ ॥

অভ্রখণ্ডা এব পুষ্পোত্তরাঃ পুষ্পান্তরা যস্য ॥ ৪৮ ॥

নিতরাং দৃশ্যপদার্থশূন্যম্। অবদাতং স্বচ্ছম্। অনন্তরমজ্ঞানমেঘান্তরায়-রহিতম্। অচ্ছং নীরজস্কম্ ॥ ৪৯ ॥

শুক্রোপলক্ষিতসর্ব্বনভশ্চরবাহনাস্তেব ভেকৌঘাদ্যৈঃ। শূন্যতাবারিণা বলিতং পূর্ণম্। ক্ষেত্রং কেদারম্ ॥ ৫০-৫১ ॥

গুহঃ স্কন্দঃ। অগ্নের্ব্বাহনৈঃ শুকৈঃ। যদ্যপি মেষবাহনত্বমগ্নেঃ প্রসিদ্ধং তথাপ্যত্রোক্তেঃ শুকবাহনত্বমপি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

প্রেতেশো যমস্তন্মহিষস্য মহিম্না বৃহৎকায়ত্বেন। তৃণগ্রামশব্দা তৃণরাশি-

ক্বচিদশ্বৈস্তৃণগ্রামশঙ্কাগ্রস্তাসিতাম্বুদম্ ॥ ৫৩ ॥
ক্বচিদ্দেবপুরব্যাপ্তং ক্বচিদ্দৈত্যপুরান্বিতম্।
অন্যোন্যাপ্রাপ্যনগরং নগরন্ধ্রকরানিলম্ ॥ ৫৪ ॥
ক্বচিৎ কুলাচলাকারনৃত্যদ্ভৈরবভাস্বরম্।
ক্বচিৎ সপক্ষশৈলেন্দ্রসগনৃত্যদ্বিনায়কম্ ॥ ৫৫ ॥
ক্বচিদ্ঘর্ঘরবাতৌঘপক্ষপ্রোড্ডীনপর্ব্বতম্।
ক্বচিদ্গন্ধর্ব্বনগরসুরস্ত্রীবৃন্দবন্ধুরম্ ॥ ৫৬ ॥
ক্বচিদ্বহদ্গিরিধ্বস্তবৃক্ষলক্ষোচ্ছ্রিতাম্বুদম্।
ক্বচিন্মায়াকৃতাকাশনলিনীজলশীতলম্ ॥ ৫৭ ॥
ক্বচিদিন্দুকরাকৃষ্টিশীতলাহ্লাদমারুতম্।
ক্বচিত্তপ্তানিলাদগ্ধদ্রুমপর্ব্বতবারিদম্ ॥ ৫৮ ॥
ক্বচিদত্যন্তসংশান্তবাতাদেকান্তনির্ধ্বনি।
ক্বচিৎ পর্ব্বততুল্যাভ্রশিখাকূটশতোদয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্বচিৎ প্রাবৃড্ভবোন্মত্তবনাভ্রবঘর্ঘরম্।
ক্বচিৎ সুরাসুরগণপ্রবৃত্তরণদুর্গমম্ ॥ ৬০ ॥
ক্বচিদ্ব্যোমাব্জিনীহংসী-স্বনাহূতাব্জবাহনম্।
ক্বচিৎ মন্দাকিনীতীরনলিনীলুণ্ঠকানিলম্ ॥ ৬১ ॥

ভ্রমঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্যোন্যৈরপ্রাপ্যে প্রাপ্তুমশক্যে নগরে যস্মিন্। তত্র হেতুঃ অন্তরালে নগানাং পর্ব্বতানামপি রন্ধ্রকরণসমর্থোবলবত্তরোঽনিলো যস্মিন্নিতি ॥ ৫৪-৫৫ ॥

ঘর্ঘরবাতৌঘং যথাস্যাৎ তথা পক্ষৈঃ প্রোড্ডীনাঃ পর্ব্বতা যস্মিন্ ॥ ৫৬ ॥

বহদ্ভিরুড্ডীয় গচ্ছদ্ভির্গিরিভির্ধ্বস্তাশ্চূর্ণিতা বৃক্ষলক্ষৈশ্ছত্রবদুচ্ছ্রিতাশ্চাম্বুদা যস্মিন্। অম্বুধিমিতি পাঠেপ্যম্বূনি ধীয়ন্তে যেম্বিতি ব্যুৎপত্ত্যা অত্রাম্বুদা এবোচ্যন্তে ॥ ৫৭ ৫৮ ॥

একান্তং নিতান্তং নির্ধ্বনি ॥ ৫৯-৬০ ॥

অব্জবাহনপদে ছান্দসোজলোপঃ। নলিনীনাং লুণ্ঠকঃ সৌরভ্যাপহারী ॥৬১॥

স্বশরীরেণ গঙ্গাদি সরিতাং সন্নিধানতঃ।
প্রোড্ডীনমৎস্যমকরকুলীরাম্বুজকূর্ম্মকম্ ॥ ৬২ ॥
পাতালগার্কজনিতভূচ্ছায়াকাকচোপনৈঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মণ্ডলেষু গ্রস্তচন্দ্রার্কমণ্ডলম্ ॥ ৬৩ ॥
ক্বচিৎ সর্গানিলাধূতমায়াকুসুমকাননম্।
পতৎপুষ্পহিমাসারত্রসদ্বৈমানিকাঙ্গনম্ ॥ ৬৪ ॥

উদুম্বরোদরমশকক্রমভ্রমৎ
জগত্রয়ান্তরগতভূতসঞ্চয়ম্।
বিলংঘ্য তদ্বরললনে থমুচ্চকৈ-
র্ম্মহীতলং পুনরপি গন্তুমুদ্যতে ॥ ৬৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে গগনবর্ণনং নাম
চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

স্বশরীরেণ দেবতাশরীরেণ। প্রোড্ডীনেত্যাদেরুৎপ্রেক্ষিতোক্তিঃ ॥ ৬২ ॥

জ্যোতিষিকপ্রক্রিয়ামাশ্রিত্যাহ পাতালেতি। ভূগোলং পরিতো ভ্রমত্যাদিত্যে ভূচ্ছায়াপি পরিতোভ্রমন্তী পাতালগেহর্কে ঊর্দ্ধং প্রসরতি সৈব শ্যামত্বাৎ কাকস্তস্য চোপনৈঃ। চুপ মন্দগতৌ। আক্রমণৈরিতি যাবৎ। সেয়ং চন্দ্রগ্রাসে উপপত্তিঃ। অর্কগ্রাসে তু নেয়মুপপত্তিরিতি শ্লেষাদর্থান্তরমুচ্যতে। পাতালশব্দেন লক্ষণয়া চন্দ্রস্য ব্যবহিতঃ পশ্চাস্তাগস্তদ্গতেঽর্কে সতি চন্দ্রমণ্ডলে জনিতা যা ভুবশ্ছায়া প্রতিবিম্বঃ তেন শ্যামত্বাপাদনাৎ কাকবৎ সম্পন্নশ্চন্দ্রস্তেন চোপনৈরিতি ॥ ৬৩ ॥

বৈমানিকৈরেব স্বাঙ্গনাবিস্ময়ার্থনির্ম্মিতমায়াসর্গানিলৈরাধূতং মায়াকুসুমকাননং যস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইত্থং নভসি বর্ণিতে নভশ্চরবৈভবে রাগো মাভূদিতি তাং তুচ্ছীকুর্ব্বন্নাহ। উদুম্বরেতি। মশকক্রমোমশকমর্য্যাদা তদ্বদিতি যাবৎ ॥ ৬৫ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

নভঃস্থলাদ্গিরিগ্রামং গচ্ছন্ত্যো কঞ্চিদেব তে।
জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিতং ভূমিতলং দদৃশতুঃ স্ত্রিয়ৌ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডনরহৃৎপদ্মং দিগষ্টকদলং বৃহৎ।
গিরিকেসরসম্বাধং স্বামোদভরসুন্দরম্ ॥ ২ ॥
সরিৎকেসরিকানালমধ্যেবশ্যায়বিন্দুকম্।
শর্ব্বরীভ্রমরীভ্রান্তং ভূতৌঘমশকাকুলম্ ॥ ৩ ॥
অন্তর্গুণগণাকীর্ণং সুরন্ধ্রৈঃ সুষিরৈর্ব্বৃতম্।
উহ্যমানপয়ঃপূরৈর্দ্দিবসালোককান্তিমৎ ॥ ৪ ॥
রসার্দ্রং খে ভ্রমদ্ধংসং রাত্রিসঙ্কোচভাজনম্।
পাতালপঙ্কনির্ম্মগ্ন নাগনাথমৃণালকম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তাব্ধিদ্বীপসম্বীতং ব্রহ্মাণ্ডাবরণৈর্বৃতম্।
অপূর্ব্বং ভুবনং তাভ্যাং দৃষ্টমত্রোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

কঞ্চিৎ অপূর্ব্বং জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিতং জ্ঞপ্ত্যা লীলায়ৈ প্রদর্শয়িতুমভিপ্রেতমিতি যাবৎ ॥ ১ ॥

তদেব ভূমিতলং ব্রহ্মাণ্ডপুরুষস্য হৃৎপদ্মতয়া বর্ণয়তি ব্রহ্মাণ্ডেত্যাদিনা ॥ ২ ॥

গিরিকেসরেভ্যঃ প্রবৃত্তত্বাৎ সরিতঃ কেসরিকাঃ কেসরা বান্তরশাখাঃ। অবশ্যায়া হিমকণা এব মকরন্দবিন্দবো যস্মিন্ ॥ ৩ ॥

অন্তর্নালা অন্তর্গুণাস্তন্তবো ভোগাবস্তুগুণাশ্চ। শোভননালরন্ধ্রায়মাণৈঃ পাতালাদিসুষিরৈঃ। উহ্যমানপয়ঃপূরৈরিতি সুষিরাণাং বিশেষণম্। দিবসস্যালোকঃ প্রকাশস্তেন কান্তিমৎ ॥ ৪ ॥

রসৈর্ম্মকরন্দৈঃ শৃঙ্গারাদিভিশ্চ। হংসঃ সূর্য্যঃ প্রসিদ্ধহংসশ্চ ॥ ৫ ॥

কদাচিদাস্পদাম্ভোধি কম্পকম্পিতদিগ্দলম্।
অধোনালগতানন্তদৈত্যদানবকণ্টকম্ ॥ ৬ ॥
অসুরস্ত্রৈণবল্লর্য্যা সম্ভোগসুকুমারয়া।
প্রাপ্য ভূভৃন্মহাবীজহৃদয়ং ভূতবীজয়া ॥ ৭ ॥
জম্বূদ্বীপ ইতি খ্যাতাং বিপুলাং তত্র কর্ণিকাম্।
সরিৎকেসরিকানালাং নগরগ্রামকেসরাম্ ॥ ৮ ॥
কুলশৈলেশ্বরোত্তুঙ্গবীজসপ্তকসুন্দরীম্।
মধ্যস্থোচ্চমহামেরুবীজাক্রান্তনভস্থলীম্ ॥ ৯ ॥
সরঃপ্রালেয়কণিকাং বনজঙ্গলধূলিকাম্।
স্থলেষ্বামণ্ডলাং তস্থজনজালালিমণ্ডলাম্ ॥ ১০ ॥
তাং যোজনশতাকারৈঃ প্রতিরাকং প্রবোধিভিঃ।
সাগরৈর্ভ্রমরৈর্ব্ব্যাপ্তাং দিক্চতুষ্টয়শালিভিঃ ॥ ১১ ॥
দিগ্দলাষ্টকবিশ্রান্তসসুরাম্ভোধিষট্পদাম্।
ভ্রাতৃভির্ন্নবভির্ভূপৈর্ন্নবধাপরিকল্পিতাম্ ॥ ১২ ॥

"তদ্যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভব"দিতি শ্রুতেঃ পুরাণেষু বরাহেণোদ্ধৃত্য জলোপরি স্থাপিতত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ ভূমেরাস্পদভূতো যো মহাম্ভোধিস্তৎকম্পে ভূকম্পাৎ কম্পিতদিগ্দলম্ ॥ ৬ ॥

অধস্তাৎ ভূতবীজয়া স্বসন্ততিভূতপ্রাণিবীজভূতয়া। অসুরাণাং স্ত্রীণাং সমূহঃ স্ত্রৈণং তল্লক্ষণয়া মৃণালকলিকাদিবল্লর্য্যা প্রাপ্যং প্রাপ্তুং শক্যং ভূভৃতাং মের্ব্বাদীনাং" মহাবীজস্থানীয়ানাং হৃদয়ং হৃদয়বজ্জীবননিমিত্তং নালমূলং যস্য ॥ ৭ ॥

তত্র ভূপদ্মে কর্ণিকাং দদৃশতুরিত্যনুষজ্যতে ॥ ৮-৯ ॥

সরাংস্যেব প্রালেয়কণিকা হিমবিন্দবো যস্যাম্। ধূলিকাঃ পরাগাঃ। কর্ণিকাপর্য্যন্তস্থলেষু আ সমন্তাৎ মণ্ডলান্তস্থানি জনজালান্যলিমণ্ডলানি যস্যাঃ ॥ ১০-১১ ॥

সুরৈর্দ্দিক্পালৈরষ্টভিঃ সহিতা অম্ভোধয়ঃ ষট্পদা যস্যাম্। পূর্ব্বমেব-

লক্ষযোজনবিস্তীর্ণামাকীর্ণাঞ্চ রজোলবৈঃ।
নানাজনপদব্যূহস্থিরাবশ্যায়সীকরাম্ ॥ ১৩ ॥
দ্বীপাত্তু দ্বিগুণং মানং লবণার্ণবলেখয়া।
দধত্যাবলিতাং বাহ্যে প্রকোষ্ঠমিব কম্বুনা ॥ ১৪ ॥
ততোপি দ্বিগুণং দেহং দধত্যা বলয়াকৃতিম্।
জগদ্ভূতলতাব্যাপ্তাং শাকাখ্যদ্বীপলেখয়া ॥ ১৫ ॥
ততোপি দ্বিগুণাকারং ধারয়ন্ত্যা চ বেষ্টিতাম্।
প্রত্যগ্রক্ষীরপূর্ণাব্ধিলেখয়া স্বাদুশীতয়া ॥ ১৬ ॥
ততোপি দ্বিগুণাকারং ধারয়ন্ত্যোপবেষ্টিতাম্।
নানাজনালঙ্কৃতয়া কুশাখ্যদ্বীপলেখয়া ॥ ১৭ ॥
ততোপি দ্বিগুণাকারং ধারয়ন্ত্যা চ বেষ্টিতাম্।
দধ্যব্ধিলেখয়া নিত্যসন্তর্পিতসুরৌঘয়া ॥ ১৮ ॥
ততঃ ক্রৌঞ্চাভিধদ্বীপলেখয়ৈবং প্রমাণয়া।
বেষ্টিতাং খাতরচয়া নবাং নৃপপুরীমিব ॥ ১৯ ॥
ততোপি চ ঘৃতাম্ভোধিলেখয়ৈবং প্রমাণয়া।
ততোপি শাল্মলীদ্বীপলেখয়া মলপূর্ণয়া ॥ ২০ ॥

ন্তৈব সমুদ্রস্য দিক্চতুষ্টয়োপাধিভিশ্চতুঃ সমুদ্রভ্রমরকল্পনা ইহ তু অষ্টদিক্পালোপাধিভির্দ্দলেম্বষ্টসমুদ্রভ্রমরকল্পনেতি ভেদঃ। নবভিঃ ভরত ভদ্রাশ্বকেতুমালাদিভিঃ ॥ ১২-১৩ ॥

দ্বীপাদ্দ্বিগুণমিত্যাদি পৌরাণিকপ্রক্রিয়া বিরুদ্ধোক্তেব্র্হ্মাণ্ডান্তরবিষয়ত্বাৎ মায়িকত্বে তাৎপর্য্যাচ্চাদোষত্বং বোধ্যম্। প্রকোষ্ঠং করমূলম্। কম্বুনা শঙ্খবলয়েন ॥ ১৪ ॥

বলয়াকৃতিং দেহং সংস্থানং দধত্যা শাকাখ্যদ্বীপলেখয়া জগদ্ভূতয়া পল্লবলতয়েব ব্যাপ্তাম্ ॥ ১৫-১৮ ॥

এবং প্রমাণয়া পূর্ব্ববদ্দ্বিগুণপ্রমাণয়া খাতস্য রচনং খাতরচা পরিখা তয়া। ভিদাদিত্বকল্পনাদঙ্ ॥ ১৯ ॥

ততঃ সুরামহাম্ভোধিলেখয়া পুষ্পশুভ্রয়া ।
শেষস্য দেহলতয়া হরিমূর্ত্তিমিবাবৃতাম্ ॥ ২১ ॥
ততোগোমেদকদ্বীপলেখয়ৈবং প্রমাণয়া ।
ইক্ষ্বব্ধিলেখয়াপ্যেবং হিমবৎসানুশুদ্ধয়া ॥ ২২ ॥
ততোপি পুষ্করদ্বীপলেখয়া দ্বিগুণস্থয়া ।
অন্তে স্বাদূদকাম্ভোধিলেখয়ৈবং প্রমাণয়া ॥ ২৩ ॥
ততোদশগুণেনাথ পাতালতলগামিনা ।
নিখাতবলয়েনোচ্চৈঃ শ্বভ্রসম্ভাররূপিণা ॥ ২৪ ॥
পাতালগামিমার্গেণ বলিতাং ভয়দাত্মনা ।
এতস্মাৎ খলু সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণোচ্চয়া ॥ ২৫ ॥
আ ব্যোমস্থ চতুর্দ্দিক্ষু শ্বভ্রসম্ভারভীষয়া ।
অর্দ্ধোন্ম্লানতমোরূপলগ্ননীলোৎপলস্রজা ॥ ২৬ ॥
নানামাণিক্যশিখরকহ্লারকুসুমুদাক্তয়া ।
লোকালোকাচলোত্তালবিপুলোদ্দামমালয়া ॥ ২৭ ॥

মলপূর্ণয়া সুরাম্ভোধিবেষ্টিতত্বাৎ পাপপূর্ণয়া ॥ ২০-২১ ॥

ইক্ষ্বব্ধিরিক্ষুরসাব্ধিঃ । গোমেদকো মণিবিশেষাস্তৎপ্রধানোদ্বীপঃ পরিশেষাৎ প্লক্ষদ্বীপঃ ॥ ২২-২৩ ॥

নিখাতোনিম্নদেশস্তদ্বলয়েন । শ্বভ্রং গর্ত্তস্তস্য সম্ভারঃ সমূহস্তদ্রূপিণা । পুরাণেষু পূর্ব্বদ্বিগুণবিস্তারয়া কাঞ্চনভূমেোক্তা যদ্বিরোধপরিহারঃ প্রাগুক্তরীত্যা বোধ্যঃ । তথাচোক্তং শ্রীধরাচার্য্যৈঃ "ক্বচিৎ ক্বচিৎ পুরাণাদৌ বিরোধো যদি লক্ষ্যতে । কল্পভেদাদিভিস্তত্র ব্যবস্থা সদ্ভিরিষ্যতে" ইতি ॥২৪-২৫॥

আব্যোমস্থর্দ্ধং ব্যোমমর্য্যাদাসু সন্নিহিতেনোক্তশ্বভ্রসম্ভারেণ ভীষয়া ভীষণয়া । অর্দ্ধে পরপার্শ্বে উন্ম্লানা ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্যপ্রকাশসম্ভেদাদবতমসভাবাপত্ত্যা ম্লানপ্রায়া তমোরূপবলয়াকারেণ লগ্না নীলোৎপলস্রক্ যস্তাস্তয়া ॥ ২৬ ॥

নানাবিধমাণিক্যশিখরসরোরূঢ়কহ্লারকুমুদাদ্যেবাব্জানি যস্তা স্তয়ালোকা-

বলিতাং ত্রিজগল্লক্ষ্মীধর্ম্মিল্লবলনামিব।
এতস্মাদেব সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা ॥ ২৮ ॥
অজ্ঞাতভূতসঞ্চারনাম্নারণ্যেন মালিতাম্।
এতস্মাদেব সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা ॥ ২৯ ॥
নভসেব চতুর্দ্দিক্কং ব্যাপ্তামতুলবারিণা।
এতস্মাদেব সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা ॥ ৩০ ॥
মের্ব্বাদিদ্রাবণোৎকেন জ্বালাজালেন মালিতাম্।
এতস্মাদথ সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা ॥ ৩১ ॥
মের্ব্বাদ্যচলসঙ্ঘাতং নয়তা তৃণপাংসুবৎ।
বহতাদ্রীং দ্রবিস্ফোটকারিণা জবহারিণা ॥ ৩২ ॥
নিঃশূন্যত্বাদশব্দেন মরুতা পরিতোবৃতম্।
এতস্মাদথ সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা ॥ ৩৩ ॥
পরিতোবলিতং ব্যোম্না নিঃশূন্যেনৈকরূপিণা।
অথ যোজনকোটীনাং শতেন ঘনরূপিণা।
ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডকুড্যেন হৈমেনাপি দ্বিপর্ব্বণা ॥ ৩৪ ॥

লোকাচললক্ষণয়া ঔন্নত্যেনোত্তালয়া পরিণাহেন বিপুলয়া গুণৈশ্চোদ্দামম্না মালয়া বলিতামিবেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥

ধম্মিল্লাঃ সংযতাঃ কচাঃ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বপুরাণানুরোধাৎ পাঠক্রমাদার্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাচ্চ অথ যোজনকোটীনামিত্যন্তে বক্ষ্যমাণা ব্রহ্মাণ্ডকুড্যব্যাপ্তিরত্রৈব বোধ্যা। তদ্বহির্জ্জলাদ্যাবরণান্যাহ—এতস্মাদেবেত্যাদিনা ॥ ২৯-৩০ ॥

মের্ব্বাদের্দ্রাবণং দ্রবীকরণং প্রলয় ইতি যাবৎ। তত্রোৎকেনোৎকণ্ঠিতেনেব মালিতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি বিশেষ্যমত্রাগ্রেপ্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

নয়তেত্যাদিসামর্থ্যোক্তিঃ। ভূতান্তরাণাং জবহারিণা ॥ ৩২ ॥

নিতরাং মূর্ত্তপ্রতিঘাতশূন্যত্বাদশব্দেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ইতি জলধিমহাদ্রিলোকপাল-
ত্রিদশপুরাম্বরভূতলৈঃ পরীতম্ ।
জগদুদরমবেক্ষ্য মানুষী দ্রাগ্
ভুবি নিজমন্দিরকোটরং দদর্শ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে ভূলোকবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

মানুষী লীলা । নিজমন্দিরকোটরং স্বমন্দিরাধারং গিরিগ্রামাবকাশম্ ॥৩৫

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইতি তে বরবর্ণিন্যৌ ততোব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাৎ ।
নির্গত্যান্যদনুপ্রাপ্তে যত্র তদ্ব্রাহ্মণাস্পদম্ ॥ ১ ॥
ততোদদৃশতুঃ সদ্ম স্বমেবং সিদ্ধযোষিতৌ ।
অদৃশ্যে এব লোকস্য মণ্ডপং ব্রাহ্মণাস্পদম্ ॥ ২ ॥
চিন্তাবিধুরদাসীকং বাস্পক্লিষ্টাঙ্গনামুখম্ ।
বিধ্বস্তপ্রায়বদনং শীর্ণপর্ণাম্বুজোপমম্ ॥ ৩ ॥
নষ্টোৎসবপুরপ্রায়মগস্ত্যাত্তমিবার্ণবম্ ।
গ্রীষ্মদগ্ধমিবোদ্যানং বিদ্যুদ্দগ্ধমিব দ্রুমম্ ॥ ৪ ॥
বাতচ্ছিন্নমিবাম্ভোদং হিমদগ্ধমিবাম্বুজম্ ।
অল্পস্নেহদশং দীপমিবালোকনভেদনম্ ॥ ৫ ॥
আসন্নমৃত্যুকরুণাকুলবক্ত্রকান্তি-
সংশীর্ণজীর্ণতরুপর্ণবনোপমানম্ ।

স্বগৃহে স্বজনান্ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বৈষাং পরিদেবিতম্ ।
অনুগ্রহোত্র লীলায়া জগত্তত্ত্বঞ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বক্ষ্যমাণকথাসম্বন্ধপ্রতিপত্তয়ে উক্তমনুবদতি ইতীতি। তস্মাৎ পদ্মভূপালাধারব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাদন্যদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং ইতি বর্ণিতপ্রকারমনুপ্রাপ্তে ॥ ১ ॥

স্বং সদ্ম গৃহম্ ॥ ২ ॥

চিন্তয়া বিধুরা বিহ্বলা দাস্যো যত্র। অশ্রুধূল্যাদিমলিনত্বাৎ পরিহৃতভূষণতিলকত্বাৎ বিধ্বস্তপ্রায়াণি জনবদনানি যস্মিন্ ॥ ৩ ॥

অগস্ত্যেন আত্তং পীতম্। গ্রীষ্মেণ দগ্ধং শুষ্কম্ ॥ ৪ ॥

স্নেহস্তৈলাদির্দশা বর্ত্তিঃ। আলোক্যতে যেন তদালোকনং চক্ষুস্তস্য ভেদনং দুর্দ্দর্শমিতি যাবৎ ॥ ৫ ॥

বৃষ্টিব্যপায়পরিধূসরদেশরূক্ষং
জাতং গৃহেশ্বরবিয়োগহতং গৃহং তৎ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

অথ সা নির্ম্মলজ্ঞানচিরাভ্যাসেন সুন্দরী ।
সম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা সত্যকামা চ দেববৎ ॥ ৭ ॥
চিন্তয়ামাস মামেতে দেবীং চেমাং স্ববন্ধবঃ ।
পশ্যন্তু তাবৎ সামান্যললনারূপধারণীম্ ॥ ৮ ॥
ততোগৃহজনস্তত্র স দদর্শাঙ্গনাদ্বয়ম্ ।
লক্ষ্মীগৌর্য্যোর্যুগমিব সমুদ্ভাসিতমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥
আপাদবিবিধাম্লানমালাবলনসুন্দরম্ ।
বসন্তলক্ষ্ম্যোর্যুগলমিবামোদিতকাননম্ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বৌষধিবনগ্রামং পূরয়ন্ত্যৌ রসায়নৈঃ ।
শীতলাহ্লাদসুখদং চন্দ্রদ্বয়মিবোদিতম্ ॥ ১১ ॥
লম্বালকলতালোললোচনালিবিলোকনৈঃ ।
কিরৎকুবলয়োন্মিশ্রমালতীকুসুমোৎকরান্ ॥ ১২ ॥

করুণা শোকোদ্দীপকোভাববিশেষো রসো বা তয়া আকুলা নিরন্তেতি যাবৎ বক্ত্রকান্তির্যস্ত। অতএবাসন্নমৃত্যিব স্থিতম্। সংশীর্ণানি জীর্ণতরু-পর্ণানি যস্মিংস্তথাবিধং বনমুপমানং যস্ত। বৃষ্টিব্যপায়োঽনাবৃষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

সা লীলা ॥ ৭·৯ ॥

আপাদেত্যাদ্যষ্টশ্লোক্যাঙ্গনাদ্বয়ং বর্ণয়তি। আপাদগ্রহণমামস্তকস্তাপ্যুপ-লক্ষণম্। বিবিধানামম্লানানাং মালানাং বলনৈর্ব্যাপনৈঃ ॥ ১০ ॥

ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ। পূরয়ন্ত্যৌ পূরয়ৎ। নপুংসকৈকবিশেষ্যোপ-ক্রমাল্লিঙ্গবচনব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। রসায়নৈশ্চন্দ্রিকামৃতৈঃ ॥ ১১ ॥

অলকলতানাং সন্নিধানালোলম্বাদলিত্বেন পরিণতৈর্লোচনৈরিতি যাবৎ। কটাক্ষাণাং নীলোন্মিশ্রধবলচ্ছবিত্বাৎ কুবলয়োন্মিশ্রমালতীকুসুমোচ্চয়ত্বেনোৎ-প্রেক্ষা ॥ ১২ ॥

দ্রুতহেমরসাপূরসরিৎসরণহারিণা।
দেহপ্রভাপ্রবাহেণ কনকীকৃতকাননম্ ॥ ১৩ ॥
সহজায়া বপুর্লক্ষ্ম্যা লীলাদোলাবিলাসিনঃ।
তে এতে চ তরঙ্গাঢ্যা নিজলাবণ্যবারিধেঃ ॥ ১৪ ॥
বিলোলবাহুলতিকাযুগেনারুণপাণিনা।
কিরন্নবনবং হৈমং কল্পবৃক্ষলতাবনম্ ॥ ১৫ ॥
পাদৈরমৃদিতাম্লানপুষ্পকোমলপল্লবৈঃ।
স্থলাব্জদলমালাভৈরস্পৃশদ্ভূতলং পুনঃ ॥ ১৬ ॥
তালীতমালখণ্ডানাং শুক্লাণাং শুচিশোচিষাম্।
আলোকনামৃতাসেকৈর্জ্জনয়দ্বালপল্লবান্ ॥ ১৭ ॥
নমোঽস্তু বনদেবীভ্যামিত্যুক্ত্বা কুসুমাঞ্জলিম্।
তত্যাজ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাথ সার্দ্ধং গৃহজনেন সঃ ॥ ১৮ ॥
পপাত পাদয়োর্গেহে তয়োর্বৈ কুসুমাঞ্জলিঃ।

দ্রবীকৃতস্বর্ণরসপ্রবাহায়াঃ সরিতঃ সরণং বেগ ইব মনোহারিণা ॥ ১৩ ॥

বপুঃকান্তিলক্ষণায়া লক্ষ্ম্যাঃ লীলার্থং কৢপ্তা দোলাঃ প্রেঙ্খোলিকা ইব বিলাসিনো বিলসনশীলা যে নিজলাবণ্যস্য স্বভাবসুন্দরব্রহ্মাত্মকস্য স্বসৌন্দর্য্যলক্ষণস্য বা বারিধেস্তরঙ্গাঢ্যাস্তরঙ্গশ্রেষ্ঠাঃ প্রসিদ্ধাঃ তে এতে অঙ্গনে এবেত্যুৎপ্রেক্ষয়া প্রত্যভিজ্ঞায়মানমিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

প্রত্যেকং বাহুলতিকয়োররুণপাণ্যোশ্চ বিলোলত্বেন বিশেষণাৎ প্রতিক্ষণং বিন্যাসভেদেন সমুদায়ে কল্পিতবনসংস্থানভেদান্নবান্নবং কল্পবৃক্ষলতাবনং কিরৎ বিক্ষিপৎ কল্পয়দিতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

অমৃদিতাশ্চাম্লানানি চ যানি পুষ্পাণি কোমলপল্লবানি বা তদ্রূপৈঃ পাদৈঃ পল্লবকোমলৈরিতি পাঠে তু স্পষ্টম্। অব্জসাদৃশ্যস্য পুষ্পত্বরূপকাদেব লাভাদপৌনরুক্ত্যায় দলমালাভৈরিত্যুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

শুচিশোচিষাং পাণ্ডুরবর্ণানাম্ ॥ ১৭ ॥

জ্যেষ্ঠশর্ম্মাখ্যো জ্যেষ্ঠপুত্রঃ ॥ ১৮ ॥

বৃষ্টিব্যপায়পরিধূসরদেশরূক্ষং
জাতং গৃহেশ্বরবিয়োগহতং গৃহং তৎ ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ সা নির্ম্মলজ্ঞানচিরাভ্যাসেন সুন্দরী।
সম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা সত্যকামা চ দেববৎ ॥ ৭ ॥
চিন্তয়ামাস মামেতে দেবীং চেমাং স্ববন্ধবঃ।
পশ্যন্তু তাবৎ সামান্যললনারূপধারণীম্ ॥ ৮ ॥
ততোগৃহজনস্তত্র স দদর্শাঙ্গনাদ্বয়ম্।
লক্ষ্মীগৌর্য্যোর্যুগমিব সমুদ্ভাসিতমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥
আপাদবিবিধাম্লানমালাবলনসুন্দরম্।
বসন্তলক্ষ্ম্যোর্যুগলমিবামোদিতকাননম্ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বৌষধিবনগ্রামং পূরয়ন্ত্যো রসায়নৈঃ।
শীতলাহ্লাদসুখদং চন্দ্রদ্বয়মিবোদিতম্ ॥ ১১ ॥
লম্বালকলতালোললোচনালিবিলোকনৈঃ।
কিরৎকুবলয়োন্মিশ্রমালতীকুসুমোৎকরান্ ॥ ১২ ॥

করুণা শোকোদ্দীপকোভাববিশেষো রসো বা তয়া আকুলা নিরন্তেতি যাবৎ বক্ত্রকান্তির্যস্ত। অতএবাসন্নমৃত্যোব স্থিতম্। সংশীর্ণানি জীর্ণতরু-পর্ণানি যস্মিংস্তথাবিধং বনমুপমানং যস্ত। বৃষ্টিব্যপায়োঽনাবৃষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

সা লীলা ॥ ৭·৯ ॥

আপাদেত্যাদ্যষ্টশ্লোক্যাঙ্গনাদ্বয়ং বর্ণয়তি। আপাদগ্রহণমামস্তকস্তাপ্যুপ-লক্ষণম্। বিবিধানামম্লানানাং মালানাং বলনৈর্ব্যাপনৈঃ ॥ ১০ ॥

ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ। পূরয়ন্ত্যো পূরয়ৎ। নপুংসকৈকবিশেষ্যোপ-ক্রমাল্লিঙ্গবচনব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। রসায়নৈশ্চন্দ্রিকামৃতৈঃ ॥ ১১ ॥

অলকলতানাং সন্নিধানালোলত্বাদলিত্বেন পরিণতৈর্লোচনৈরিতি যাবৎ। কটাক্ষাণাং নীলোন্মিশ্রধবলচ্ছবিত্বাৎ কুবলয়োন্মিশ্রমালতীকুসুমোচ্চয়ত্বেনোৎ-প্রেক্ষা ॥ ১২ ॥

দ্রুতহেমরসাপূরসরিৎসরণহারিণা।
দেহপ্রভাপ্রবাহেণ কনকীকৃতকাননম্ ॥ ১৩ ॥
সহজায়া বপুর্লক্ষ্ম্যা লীলাদোলাবিলাসিনঃ।
তে এতে চ তরঙ্গাঢ্যা নিজলাবণ্যবারিধেঃ ॥ ১৪ ॥
বিলোলবাহুলতিকাযুগেনারুণপাণিনা।
কিরন্নবনবং হৈমং কল্পবৃক্ষলতাবনম্ ॥ ১৫ ॥
পাদৈরম্লদিতাম্লানপুষ্পকোমলপল্লবৈঃ।
স্থলাব্জদলমালাভৈরস্পৃশস্তুতলং পুনঃ ॥ ১৬ ॥
তালীতমালখণ্ডানাং শুষ্কাণাং শুচিশোচিষাম্।
আলোকনামৃতাসেকৈর্জনয়ন্বালপল্লবান্ ॥ ১৭ ॥
নমোঽস্তু বনদেবীভ্যামিত্যুক্ত্বা কুসুমাঞ্জলিম্।
তত্যাজ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাথ সার্দ্ধং গৃহজনেন সঃ ॥ ১৮ ॥
পপাত পাদয়োর্গেহে তয়োর্বৈর্ক্ষকুসুমাঞ্জলিঃ।

দ্রবীকৃতস্বর্ণরসপ্রবাহায়াঃ সরিতঃ সরণং বেগ ইব মনোহারিণা ॥ ১৩ ॥

বপুঃকান্তিলক্ষণায়া লক্ষ্ম্যাঃ লীলার্থং কৢপ্তা দোলাঃ প্রেঙ্খোলিকা ইব বিলাসিনো বিলসনশীলা যে নিজলাবণ্যস্ত স্বভাবসুন্দরব্রহ্মাত্মকস্ত স্বসৌন্দর্য্যলক্ষণস্ত বা বারিধেস্তরঙ্গাঢ্যাস্তরঙ্গশ্রেষ্ঠাঃ প্রসিদ্ধাঃ তে এতে অঙ্গনে এবেত্যুৎপ্রেক্ষয়া প্রত্যভিজ্ঞায়মানমিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

প্রত্যেকং বাহুলতিকয়োরুরুণপাণ্যোশ্চ বিলোলত্বেন বিশেষণাৎ প্রতিক্ষণং বিন্যাসভেদেন সমুদায়ে কল্পিতবনসংস্থানভেদান্নবান্নবং কল্পবৃক্ষলতাবনং কিরৎ বিক্ষিপৎ কল্পয়দিতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

অম্লদিতাশ্চম্লানানি চ যানি পুষ্পাণি কোমলপল্লবানি বা তদ্রূপৈঃ পাদৈঃ পল্লবকোমলৈরিতি পাঠে তু স্পষ্টম্। অজসাদৃশ্যস্ত পুষ্পস্বরূপকাদেব লাভাদপৌনরুক্ত্যায় দলমালাভৈরিত্যুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

শুচিশোচিষাং পাণ্ডুরবর্ণানাম্ ॥ ১৭ ॥

জ্যেষ্ঠশর্ম্মাখ্যো জ্যেষ্ঠপুত্রঃ ॥ ১৮ ॥

প্রালেয়সীকরাসারঃ পদ্মিন্যা ইব পদ্ময়োঃ ॥ ১৯ ॥

জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদয় ঊচুঃ ।

জয়তং বনদেব্যৌ নো দুঃখনাশার্থমাগতে ।
প্রায়ঃ পরপরিত্রাণমেব কর্ম্ম নিজং সতাম্ ॥ ২০ ॥
ইতি তদ্বচনান্তে তে দেব্যাবূচতুরাদরাৎ ।
আখ্যাত দুঃখং যেনায়ং লক্ষ্যতে দুঃখিতোজনঃ ॥ ২১ ॥
জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদয়স্তে তে দেব্যৌ প্রতি যথাক্রমম্ ।
নিজং তদ্দুঃখমাচখ্যুর্দ্দম্পতিব্যসনাত্মকম্ ॥ ২২ ॥

জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদয় ঊচুঃ ।

দেব্যাবভবতাং স্নিগ্ধাবিহ ব্রাহ্মণদম্পতী ।
সর্ব্বাতিথিকুলকরৌ স্তম্ভভূতৌ দ্বিজস্থিতেঃ ॥ ২৩ ॥
তাবদ্য গৃহমুৎসৃজ্য সপুত্রপশুবান্ধবম্ ।
স্বর্গং গতৌ নঃ পিতরৌ তেন শূন্যং জগত্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
পক্ষিণোগৃহমারুহ্য বিক্ষিপন্তঃ প্রতিক্ষণম্ ।
দেহং শূন্যে মৃতং ভক্ত্যা শোচন্তি মধুরৈঃ স্বরৈঃ ॥ ২৫ ॥
গুহাগুরুগুরারাবপ্রলাপলপনাকুলঃ ।

প্রালেয়সীকরাসারো হিমাম্বুকণবর্ষঃ । পদ্মিন্যাঃ পদ্মবল্ল্যাঃ ॥ ১৯ ॥

জয়তমিতি লোড়্মধ্যমপুরুষদ্বিবচনম্ ॥ ২০-২১ ॥

দম্পত্যোর্ব্ব্যসনং বিপত্তিস্তদাত্মকম্ ॥ ২২ ॥

হে দেব্যৌ । কুলং সন্ততিঃ । দ্বিজানাং স্থিতের্ম্মর্য্যাদায়াঃ স্তম্ভবদাধারভূতৌ ॥ ২৩ ॥

অদ্যেত্যচিরত্বলক্ষণার্থম্ । শূন্যং শূন্যমিব ॥ ২৪ ॥

"পূর্ণঃ পূর্ণং জগৎ পশ্যেৎ কামুকঃ কামুকং জগৎ । আর্ত্তোপ্যার্ত্তিময়ং বিশ্বং শূন্যোলূকং স্বচিত্তবদি"তি ন্যায়েনাহুঃ । পক্ষিণ ইত্যাদিনা । শূন্যে আকাশে স্বদেহং বিক্ষিপন্তঃ ॥ ২৫ ॥

গুহারূপাণি যানি গুরুগুরারাবপ্রলাপানি লপনানি মুখানি তৈরাকুলো-

সরিৎস্থূলাশ্রুধারাভিঃ পরিরোদিতি পর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥
নির্জ্জরাক্রন্দকারিণ্যোমুক্তাম্বরপয়োধরাঃ ।
তপ্তনিঃশ্বাসবিধ্বস্তাঃ পরং কার্শ্যমিতা দিশঃ ॥ ২৭ ॥
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ করুণাক্রন্দকর্কশঃ ।
উপবাসরতোগ্রামো দীনোমৃতিপরঃ স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
দিবসং প্রতিবৃক্ষাণামবশ্যায়াশ্রুবিন্দবঃ ।
গুচ্ছলোচনকোশেভ্যস্তাপোষ্ণানি পতন্ত্যধঃ ॥ ২৯ ॥
প্রশান্তজনসঞ্চারা রথ্যা ক্ষারবিধূসরা ।
বিধবা বিগতানন্দা সংশূন্যহৃদয়া স্থিতা ॥ ৩০ ॥
কোকিলালিপ্রলাপিন্যো বৃষ্টিবাষ্পহতা লতাঃ ।
উষ্ণোষ্ণশ্বসনাদেহং ঘ্নন্তি পল্লবপাণিভিঃ ॥ ৩১ ॥
আত্মানং শতধা কর্ত্তুং বৃহচ্ছ্বভ্রশিলাতলে ।
নির্ঝরাঃ প্রপতন্ত্যেতে তাপতপ্তশরীরকাঃ ॥ ৩২ ॥
নিঃশঙ্কয়া গতশ্রীকা মূকা বিলুলিতাশয়াঃ ।

ব্যাপ্তোব্যাকুলশ্চ ॥ ২৬ ॥

মুক্তাম্বরাস্ত্যক্তাকাশাস্ত্যক্তবস্ত্রাশ্চ পয়োধরা মেঘা স্তনাশ্চ যাসাম্। দিক্-পক্ষে বাষ্পধূসরা বায়বো নিঃশ্বাসসাম্যাৎ নিঃশ্বাসাঃ। কার্শ্যমপুষ্টিম্ ॥ ২৭ ॥

ভুপরিলুঠনাভিহননাদিনা ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ। গ্রামশব্দো জনপরঃ। মৃতিপরো মর্ত্তুকামঃ ॥ ২৮ ॥

দিবসং প্রতি লক্ষণীকৃত্য। লক্ষণেথম্ভূতেতি কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া। তাপ আতপঃ শোকাগ্নিশ্চ ॥ ২৯ ॥

ক্ষার উষরস্তেন বিধূসরা রথ্যা বিধবেব বিগতানন্দা স্থিতা ॥ ৩০ ॥

কোকিলৈরলিভিশ্চ প্রলাপিন্যঃ ॥ ৩১ ॥

শতধা কর্ত্তুং চূর্ণয়িতুমিতি যাবৎ। শ্বভ্রং গর্ত্তস্তত্রত্যে শিলাতলে। শুভ্রেতি-পাঠে স্ফটিকশিলাতলে ॥ ৩২ ॥

মূকাঃ হর্ষবার্ত্তাবিধুরাঃ। বিলুলিতা আশয়া ইবান্তরা ভাণ্ডোপস্কারাদয়ো

অন্ধেন তমসা পূর্ণা গৃহা গহনতাং গতাঃ ॥ ৩৩ ॥
উদ্যানপুষ্পখণ্ডেভ্যো রুদন্ত্যোভ্রমরারবৈঃ ।
পূতিগন্ধোবিনির্যাতি স্বামোদাপরনামকঃ ॥ ৩৪ ॥
চৈত্রদ্রুমবিলাসিন্যো বিরসাঃ প্রতিবাসরম্ ।
লতাঃ কৃশা বিলীয়ন্তে সঙ্কুচদ্গুচ্ছলোচনাঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রক্ষেপ্তুমম্বুধৌ দেহং প্রবৃত্তা গন্তুমাকুলাঃ ।
কুল্যাঃ কলকলালোলং দোলয়ন্ত্যস্তমুং ভুবি ॥ ৩৬ ॥
অশঙ্কমশকাপাতস্পন্দমপ্যতিচাপলম্ ।
কলয়ন্ত্যঃ স্থিতা বাপ্যো নিস্পন্দানন্দমাত্মনি ॥ ৩৭ ॥
গায়ৎকিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসুরাঙ্গনম্ ।
নূনমদ্য নভোজাতমস্মত্তাতাভ্যলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
তদ্দেব্যো ক্রিয়তাং তাবদস্মাকং শোকনাশনম্ ।
মহতাং দর্শনং নাম ন কদাচন নিষ্ফলম্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্তবন্তং সা পুত্রং মূর্দ্ধ্নি পস্পর্শ পাণিনা ।
পল্লবেনানতা নম্রং মূলগ্রন্থিমিবাব্জিনী ॥ ৪০ ॥

ষেষু । যত এবং রূপা অতো নিঃশঙ্কয়া অসংশয়ং গতশ্রীকাঃ সন্তো গহনতামরণ্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

স্বামোদোপি শোকার্ত্তৈর্ঘ্রাণপীড়কত্বাৎ পূতিরিতি নিন্দ্যতে ॥ ৩৪ ॥

চৈত্রক্রমান্ বিলাসয়ন্তি তচ্ছীলাঃ । চৈত্রেত্যেতি পাঠে স্পষ্টম্ । বিলীয়ন্তে বিশীর্য্যন্তে ॥ ৩৫ ॥

কুল্যাগ্রহণং সরিন্মাত্রোপলক্ষণম্ ॥ ৩৬ ॥

প্রাগ্জনব্যবহারাদতিচাপলমপি কলয়ন্ত্যো বাপ্যঃ সাম্প্রতমশঙ্কঃ অসম্ভাবিতো মশকাপাতপ্রযুক্তস্পন্দোপি যত্র তদযথাস্যাৎ তথা আত্মনি স্বস্বরূপে সমাধিনিষ্ঠা ইব নিস্পন্দানন্দং স্থিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

তাতগ্রহণং মাতুরপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥

এবং শোকমুপবর্ণ্য বিবক্ষিতমর্থমাহতদিতি । তৎ তস্মাদ্ধেতোঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্যাঃ স্পর্শেন তেনাসৌ দুঃখদৌর্ভাগ্যসঙ্কটম্ ।
জহৌ প্রাবৃড়্ঘনাসঙ্গাৎ গ্রীষ্মতাপমিবাচলঃ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বোগৃহজনঃ সোথ তয়োর্দ্দেব্যোর্ব্বিলোকনাৎ ।
লক্ষ্মীবান্ দুঃখনির্ম্মুক্তো বভূবামৃতপোযথা ॥ ৪২ ॥

রামউবাচ ।

তয়াস্য লীলয়া মাত্রা পুত্রস্য জ্যেষ্ঠশর্ম্মণঃ ।
কস্মান্ন দর্শনং দত্তং মোহং তাবন্নিরাকুরু ॥ ৪৩ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

বুদ্ধঃ পৃথ্ব্যাদিবোধেন যেন পৃথ্ব্যাদিসঞ্জকঃ ।
তস্য পিণ্ডাত্মতাং ধত্তে ব্যোমৈবাস্যস্য কেবলম্ ॥ ৪৪ ॥
অসদেবাঙ্গ সদিব ভাতি পৃথ্ব্যাদিবেদনাৎ ।
যথা বালস্য বেতালো নাভাতি তদবেদনাৎ ॥ ৪৫ ॥
যথা পৃথ্ব্যাদিনা ভাতমপৃথ্ব্যাদি ভবেৎ ক্ষণাৎ ।
স্বপ্নে স্বপ্নপরিজ্ঞানাত্তথা জাগ্রত্যপি স্ফুটম্ ॥ ৪৬ ॥

পল্লবেন স্বসন্তানমূলগ্রন্থিমিব অর্থাজ্জলাপায়ে ইতি লভ্যতে ॥ ৪০-৪২ ॥

লীলায়াঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ পূর্ব্বতনমাতৃশরীরেণৈব পুত্রস্যাশ্বাসনায় দর্শনং কুতো ন দত্তমিতি রামঃ শঙ্কতে তয়েতি। মাত্রা মাতৃশরীরেণ। মোহমিতি। মোহাপগমে তৎকার্য্যসংশয়ঃ স্বয়মেব গমিষ্যতীত্যাশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

লীলায়াঃ পুত্রগেহাগমনস্য প্রপঞ্চমিথ্যাত্বপরীক্ষার্থত্বেন পুত্রস্নেহপ্রযুক্তত্বাভাবাৎ পুত্রাদিপ্রপঞ্চে মিথ্যাত্বনিশ্চয়ে চ পুত্রস্নেহাভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানেন মূলরাধোত্তরং বর্ত্তমানশরীরাতিরিক্তভৌতিকশরীরধারণাযোগাচ্চ ন পূর্ব্বশরীরধারণমিতি সোপপত্তিকমুত্তরয়িতুং বশিষ্ঠ উপক্রমতে। বুদ্ধ ইত্যাদিনা। যেনাজ্ঞেন মিথ্যা পৃথ্ব্যাদিসঞ্জকোদেহঃ সত্যপৃথ্ব্যাদিবোধেন বুদ্ধস্তস্য বস্তুতঃ কেবলমদ্বিতীয়ং চিদ্ব্যোমৈব ভ্রান্ত্যা পিণ্ডাত্মতাং ধত্তে। অন্যস্য তত্ত্বজ্ঞস্য তু তদ্বৈতজ্ঞানাভাবাৎ কেবলমদ্বিতীয়ং চিদ্ব্যোমৈবাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বালস্য ভ্রান্ত্যা না পুরুষস্তদবেদনাদ্বেতালোভাতি ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্নপরিজ্ঞানাৎ স্বপ্নত্বপরিজ্ঞানাৎ ॥ ৪৬ ॥

পৃথ্ব্যাদি খতয়া বুদ্ধং খমিত্যেবানুভূয়তে।
তথাহি ক্ষুব্ধধাতূনাং কুড্যেষু খ ইবোদ্যমঃ ॥ ৪৭ ॥
স্বপ্নে নগরমুর্ব্বীং বা শূন্যং খাতঞ্চ বুধ্যতে।
স্বপ্নাঙ্গনা চ কুরুতে শূন্যাপ্যর্থক্রিয়াং নৃণাম্ ॥ ৪৮ ॥
খং পৃথ্ব্যাদিতয়া বুদ্ধং পৃথ্ব্যাদি ভবতি ক্ষণাৎ।
মূর্চ্ছায়াং পরলোকোপি প্রত্যক্ষমনুভূয়তে ॥ ৪৯ ॥
বালোব্যোম্নৈব বেতালং ম্রিয়মাণোম্বরে বনম্।
কেশোণ্ড্রকং খমন্যস্তু খমন্যোবেত্তি মৌক্তিকম্ ॥ ৫০ ॥
ত্রস্তক্ষীবার্দ্ধনিদ্রাশ্চ নৌযানাশ্চ সদৈব খে।
বেতালবনবৃক্ষাদি পশ্যন্ত্যনুভবন্তি চ ॥ ৫১ ॥
যথা ভাবিতমেতেষাং পদার্থানামতোবপুঃ।
অভ্যাসজনিতং ভাতি নাস্ত্যেকং পরমার্থতঃ ॥ ৫২ ॥
লীলয়া তু যথা বস্তু বুদ্ধা পৃথ্ব্যাদিনাস্তিতা।
আকাশমেব সম্বিদ্যো ভাতি ভ্রান্তিতয়োদিতম ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মাত্মৈকচিদাকাশমাত্রবোধবতোমুনেঃ।
পুত্রমিত্রকলত্রাণি কথং কানি কদা কুতঃ ॥ ৫৪ ॥

ক্ষুব্ধপিত্তাদিধাতূনাং বিক্ষিপ্তানামিতি যাবৎ। দ্বারাভাসঃস্ফটিকাদি-কুড্যেষু ॥ ৪৭ ॥

নগরং শূন্যমুর্ব্বীং সমভূবং খাতং বুধ্যতে। পাদসম্বাহনাদ্যর্থক্রিয়াম্ ॥৪৮॥

পরমার্থতস্ত যথা বোধং বিবর্ত্তত ইতি সর্ব্বানুভবসিদ্ধমিত্যাহ খমিত্যাদিনা। অনুভূয়তে কৈশ্চিদিতি শেষঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

ত্রস্তা ভীতাঃ ক্ষীবা মত্তাঃ। অর্দ্ধনিদ্রা অর্দ্ধজাগরূকাঃ। অনুভবন্তি তৎ-প্রযুক্তং পলায়নাদিকার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

একং নিয়তম্ ॥ ৫২ ॥

কথং বুদ্ধা তদাহ আকাশমেবেতি। ভ্রান্তিতয়া মিথ্যাপ্রপঞ্চতয়া ॥ ৫৩ ॥

চতুর্ভিঃ কিং বৃত্তৈঃ প্রকারপ্রকারিকালনিমিত্তান্যাক্ষিপ্যন্তে ॥ ৫৪-৫৫ ॥

দৃশ্যমাদাবনুৎপন্নং যচ্চ ভাত্যজমেব তৎ।
সম্যগ্‌জ্ঞানবতামেবং রাগদ্বেষদৃশৌ কুতঃ॥ ৫৫॥
হস্তঃ শিরসি যদ্দত্তো লীলয়া জ্যেষ্ঠশর্ম্মণঃ।
তৎপ্রভাবস্থিতারম্ভসম্বোধায়াশ্চিতেঃ ফলম্॥ ৫৬॥
বোধোহি চেতিতি যথৈব তথাশু ভাতি
সূক্ষ্মস্ত্ব খাদপি তথাতিতরাং বিশুদ্ধঃ।
সর্ব্বত্র রাঘব স এব পদার্থজালং
স্বপ্নেষু কল্পিতপুরেম্বনুভূতমেতৎ॥ ৫৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সিদ্ধদর্শনহেতুকথনং নাম ষড়বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

ননু পুত্রস্নেহাদ্যভাবে লীলয়া কুতঃ শিরসি হস্তোদত্তস্তত্রাহ হস্ত ইতি। হস্তঃ শিরসি দত্ত ইতি যৎ তন্ন পুত্রস্নেহফলং কিন্তু তস্য জ্যেষ্ঠশর্ম্মণঃ প্রভাবান্ন ভাবিশুভার্থং স্থিতৌ আরম্ভসম্বোধৌ প্রাক্তনসুকৃতোপক্রমতৎফলপ্রদেশ্বর-বোধৌ যস্যাং তথা বিধায়াঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানচিতেরেব বিবর্ত্তরূপং ফলমিত্যর্থঃ॥৫৬॥

সর্গসারার্থমনুবদন্নুপসংহরতি বোধ ইতি যথৈব প্রাক্ চেতিতি চিন্তয়তি॥ ৫৭॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষড়বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

তস্মিন্ গিরিতটে গ্রামে তস্য মণ্ডপকোটরে।
অন্তর্দ্ধিমাশ্বাযযতুস্তত্রস্থে এব তে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১ ॥
অস্মাকং বনদেবীভ্যাং প্রসাদঃ কৃত ইত্যথ।
শান্তদুঃখে গৃহজনে স্বব্যাপারপরে স্থিতে ॥ ২ ॥
মণ্ডপাকাশসংলীনাং লীলামাহ সরস্বতী।
ব্যোমরূপা ব্যোমরূপাং স্ময়াৎ তূষ্ণীমিব স্থিতাম্ ॥ ৩ ॥
সঙ্কল্পস্বপ্নয়োর্যেষাং যত্র সঙ্কথনং মিথঃ।
যথেহার্থক্রিয়াং ধত্তে তয়োঃ সা সঙ্কথা তথা ॥ ৪ ॥
পৃথ্ব্যাদিনাড়ীপ্রাণাদি ঋতেপ্যভ্যুদিতা তয়োঃ।

লীলাত্র বিস্মিতা ভূয়োভর্ত্তৃদর্শনলালসা।
জ্ঞপ্ত্যা প্রবোধিতা স্বস্থা স্বজন্মাগ্যাহ ভূরিশঃ ॥ ১ ॥

তস্য দ্বিজসদ্মনোমণ্ডপকোটরে মণ্ডপাকাশে। তত্রস্থে জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদীনাং পুরোদেশস্থে এব অন্তর্দ্ধিমন্তর্দ্ধানং আশু শীঘ্রং আযযতুঃ প্রাপতুঃ ॥ ১ ॥

স্বব্যাপারঃ স্বগৃহকৃত্যং তৎপরে ॥ ২ ॥

সংলীনাং ইতরজনদৃষ্ট্যা অন্তর্হিতাম্। তর্হি তে কিং বস্তুতঃ সদেহে নেত্যাহ ব্যোমরূপেতি। শূন্যাত্মকসঙ্কল্পশরীরা তাদৃশীমিতি যাবৎ। স্ময়াৎ বিস্ময়াৎ ॥ ৩ ॥

নহু অন্যোন্যসাঙ্কল্পিকত্বান্যান্যাদৃশ্যত্বাৎ কথং তয়োঃ সম্বাদোপপত্তিরিতি রামস্য শঙ্কাং লিঙ্গৈরুপলক্ষ্য স্বয়মেব বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে সঙ্কল্পেতি। লোকে যেষাং দেবতানুগ্রহাদিনা উষানিরুদ্ধয়োরিব তুল্য এব পরস্পরসম্বাদিসঙ্কল্পঃ স্বপ্নো বা জাতস্তেষাং তত্র মিথঃ সঙ্কথনং যথা উত্তরকালিকীমর্থক্রিয়াং ধত্তে তয়োর্জ্ঞপ্তিলীলয়োঃ স কথাসম্বাদোপি তথেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সা সঙ্কথনসম্বিত্তিঃ স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব ॥ ৫ ॥

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

জ্ঞেয়ং জ্ঞাতমশেষেণ দৃষ্টাদৃষ্টার্থসম্বিদঃ।
ঈদৃশীয়ং ব্রহ্মসত্তা কিমন্যদ্বদ পৃচ্ছসি ॥ ৬ ॥

লীলোবাচ।

মৃতস্য ভর্ত্তুর্জ্জীবোসৌ যত্র রাজ্যং করোতি মে।
তত্রাহং কিং ন তৈর্দৃষ্টা দৃষ্টাস্মীহ সুতেন কিম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

অভ্যাসেন বিনা বৎসে তদা তে দ্বৈতনিশ্চয়ঃ।
নূনমস্তঙ্গতোনাভূৎ নিঃশেষং বরবর্ণিনি ॥ ৮ ॥
অদ্বৈতং যো ন যাতোসৌ কথমদ্বৈতকর্ম্মভিঃ।
যুজ্যতে তাপসংস্থস্য চ্ছায়াঙ্গানুভবঃ কুতঃ ॥ ৯ ॥
লীলাস্মীতি বিনাভ্যাসং তব নাস্তঙ্গতোভবৎ।
যদা ভাবস্তদা সত্যসঙ্কল্পত্বমভূন্ন তে ॥ ১০ ॥
অদ্যাসি সত্যসঙ্কল্পা সম্পন্না তেন মাং সুতঃ।
সম্পশ্যত্বিত্যভিমতং ফলিতং তব সুন্দরি ॥ ১১ ॥

অধিভূতং পৃথ্ব্যাদি। অধ্যাত্মং নাড়ীপ্রাণাদ্যুপলক্ষিতশরীরমপি। ঋতে বিনা ॥ ৫ ॥

ইত্থমুক্ত্বা শঙ্কাং সমাধায় প্রস্তুতকথামনুসরতি শ্রীসরস্বত্যুবাচেতি ॥ ৬ ॥

কিং কারণং ন দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসেন বিনা অভ্যাসাভাবাদিত্যর্থঃ। দ্বৈতনিশ্চয়ঃ প্রপঞ্চসত্যতা-নিশ্চয়ঃ ॥ ৮ ॥

ন যাতো ভেদকাহংবিদ্যোচ্ছেদেন ন প্রাপ্তঃ। অদ্বৈতকর্ম্মভিঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যর্থক্রিয়াভিঃ। ছায়ায়া অঙ্গং গুণঃ শৈত্যং তদনুভবঃ ছায়োপবিষ্টাঙ্গপুংসো যোনুভবঃ স বা ॥ ৯ ॥

লীলাদেহ এবাহমস্মীতি ভাবো দৃঢ়সংস্কারঃ ॥ ১০ ॥

ইদানীং তস্য ভর্তুস্ত্বং সমীপং যদি গচ্ছসি।
তত্তেন ব্যবহারস্তে পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥
লীলোবাচ।
ইহৈব মন্দিরাকাশে পতির্ব্বিপ্রোমমাভবৎ।
ইহৈব স মৃতোভূত্বা সম্পন্নোবসুধাধিপঃ ॥ ১৩ ॥
ইহৈব তস্য সংসারে তস্মিন্ ভূমণ্ডলান্তরে।
রাজধানীপুরে তস্মিন্ পুরন্ধ্র্যস্মি ব্যবস্থিতা ॥ ১৪ ॥
ইহৈবান্তঃপুরে তস্মিন্ স মৃতোনম ভূপতিঃ।
ইহৈবান্তঃপুরাকাশে তস্মিন্নেব পুরে নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
সম্পন্নোবসুধাপীঠে নানাজনপদেশ্বরঃ।
সর্ব্বার্জ্জবজবীভাব ইহৈবৈবং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
অস্মিন্নেব গৃহাকাশে সর্ব্বা ব্রহ্মাণ্ডভূময়ঃ।
স্থিতাঃ সমুদ্গকে মন্যে যথান্তঃসর্ষপোৎকরাঃ ॥ ১৭ ॥
সদাহ্দূরমহং মন্যে তদ্ভর্ত্তুর্ম্মম মণ্ডলম্।
ক্বচিৎ পার্শ্বে স্থিতমিহ যথা পশ্যামি তৎ কুরু ॥ ১৮ ॥

অদ্য সত্যসঙ্কল্পা সম্পন্নাসি। স্বত্তোমাং পশ্যস্বিত্যভিমতমীপ্সিতম্ ॥১১-১২॥

এবং প্রত্যক্ষমুপদর্শনেনোপদেশেন চ প্রস্তোক্তার্থে নিবৃত্তাসম্ভবাশঙ্কা মণ্ডপাকাশান্তরেব ভর্ত্তৃপরলোকদ্বয়স্য ব্রহ্মাণ্ডসহস্রাণাঞ্চ সম্ভবমনুবদন্তী লীলা পুনঃ স্বভর্ত্তৃমণ্ডলদর্শনং প্রার্থয়তে ইহেত্যাদিনা ॥ ১৩ ॥

পুরন্ধ্রী রাজমহিষী। ব্যবস্থিতা বসুধাধিপস্যেত্যনুষজ্যতে ॥ ১৪-১৫ ॥

সর্ব্ববস্তূনাং আর্জ্জবমকাপট্যং কূটস্থং পারমার্থিকং ব্রহ্ম তস্মিন্ কল্পিতো জবীভাবো মায়িকচলনাদিবিকারঃ এবং উক্তদৃষ্টশ্রুতলক্ষণ ইহৈব মণ্ডপাকাশে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

সমুদ্গকে সম্পুটকে ॥ ১৭ ॥

অদূরমতিসন্নিহিতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভূতলারুন্ধতিস্থতে ভর্ত্তারস্তব সম্প্রতি।
ত্রয়োনামাথ বাভূবন্ বহবঃ শতসম্মতাঃ ॥ ১৯ ॥
নেদীয়সাং ত্রয়াণাস্তু দ্বিজস্তে ভস্মতাং গতঃ।
রাজা মাল্যান্তরগতঃ সংস্থিতোন্তঃপুরে শবঃ ॥ ২০ ॥
সংসারমণ্ডলে হ্যস্মিংস্তৃতীয়োবসুধাধিপঃ।
মহাসংসারজলধিপতিতোভ্রমমাগতঃ ॥ ২১ ॥
ভোগকল্লোলকলনাবিকলোমলচেতনঃ।
জাড্যজর্জ্জরচিদ্বৃত্তিঃ সংসারাম্ভোধিকচ্ছপঃ ॥ ২২ ॥
চিত্রাণি রাজকার্য্যাণি কুর্ব্বন্নপ্যাকুলান্যপি।
সুপ্তঃ স্থিতো জড়তয়া ন জাগর্ত্তি ভবভ্রমে ॥ ২৩ ॥
ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী।
ইত্যনর্থমহারজ্জাবলিতোবশতাং গতঃ ॥ ২৪ ॥
তং কস্য বদ ভর্ত্তুস্ত্বাং সমীপং বরবর্ণিনি।
বাত্যা বনান্তরং গন্ধলেখামিব বনাময়ে ॥ ২৫ ॥

ন কেবলং সাম্প্রতিকমেবৈতন্মণ্ডপাকাশে অস্তি কিন্ত্বতীতানাগতং সর্ব্বমপি তত্র তেঽনেকজন্মসম্বন্ধিষনেকভর্ত্তৃশব্দবাচ্যশরীরেষু সর্ব্বেষাং দর্শনাযোগাৎ সন্নিহিতেষু ত্রিষু কতমমণ্ডলং প্রদর্শ্যতামিত্যাশয়েনাহ ভূতলেতি। শতশঃ সংমতাঃ শতসংমতাঃ ॥ ১৯ ॥

নেদীয়সামন্তিকতমানাং মধ্যে। ইষ্ঠনোবিষয়ে ঈয়সুন্ ছান্দসঃ ॥ ২০ ॥

পতিতঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ২১ ॥

ভোগলক্ষণানাং কল্লোলানাং কলনাভির্ব্বিকলোবিক্ষিপ্তঃ। তত এব মলযুক্তা চেতনা বুদ্ধির্যস্য। অত এতদন্তঃপ্রতিফলিতা চিদ্বৃত্তিরপি তজ্জাড্যেনৈব জর্জ্জরা শিথিলপ্রায়া যস্য ॥ ২২-২৩ ॥

অবশতামস্বতন্ত্রতাম্ ॥ ২৪ ॥

বাতসমূহো বাত্যা। পাশাদিভ্যোযঃ ॥ ২৫ ॥

অন্য এব হি সংসারঃ সোঽন্যোব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপঃ।
অন্যা এব ততা বৎসে ব্যবহারপরম্পরাঃ ॥ ২৬ ॥
সংসারমণ্ডলানীহ তানি পার্শ্বে স্থিতান্যপি।
দূরং যোজনকোটীনাং কোটয়স্তেম্বিহান্তরম্ ॥ ২৭ ॥
আকাশমাত্রমেতেষামিদং পশ্য বপুঃ পুনঃ।
মেরুমন্দরকোটীনাং কোটয়স্তেম্ববস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
পরমাণৌ পরমাণৌ সর্গবর্গা নিরর্গলম্।
মহাচিতেঃ স্ফুরন্ত্যর্করুচীব ত্রসরেণবঃ ॥ ২৯ ॥
মহারম্ভগুরূণ্যেব-মপিব্রহ্মাণ্ডকানি হি।
তুলয়া ধানকামাত্রমপি তানি ভবন্তি নো ॥ ৩০ ॥
নানারত্নামলোদ্যোতো বনবদ্ভাতি খে যথা।
পৃথ্ব্যাদিভূতরহিতা জগচ্চিদ্ভাতি চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥
কচতি জ্ঞপ্তিদেবেদং জগদিত্যাদি নাত্মনি।

ততা বিস্তৃতাঃ ॥ ২৬ ॥

ইহাস্মিন্ মণ্ডপাকাশে। অধিষ্ঠানচিদ্দৃষ্ট্যা পার্শ্বে অন্তঃ সন্নিধাবিতি যাবৎ। অপি যদ্যপি তথাপি। ইহ সাংসারিকদৃষ্টৌ। দূরমন্তরং ব্যবধানমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

পরমার্থদৃষ্ট্যা ত্বাহ আকাশমাত্রমিতি। এতেষাং সংসারমণ্ডলানাং ইদং পারমার্থিকং বপুঃ স্বরূপং মণ্ডপান্তঃস্থচিদাকাশমাত্রম্। তেম্বেতেষু ॥ ২৮ ॥

অর্কস্য রুচি জালান্তরস্থমরীচৌ ॥ ২৯ ॥

এবং দর্শিতব্রহ্মাণ্ডবদেব তানি মহদ্ভির্দ্বীপসমুদ্রভুবনাদ্যারম্ভৈর্গুরূণি মহান্ত্যপি চিদ্দৃষ্টিতুলয়া দৃষ্টানি ধানকা বটবীজানি তাবন্মাত্রমপি ন ভবন্তীত্যর্থঃ ৩০ ॥

বস্তুতঃ পৃথ্ব্যাদিভেদরহিতৈব চিজ্জগৎ ভাতি। চিন্তয়া আবিদ্যকদৃঢ়বাসনয়া ॥ ৩১ ॥

ভ্রান্ত্যা জগদ্ভানেপি ন বস্তুনি কদাচিদপি কিঞ্চিৎ সম্পন্নমিত্যাহ কচ-

ন তু পৃথ্ব্যাদিসম্পন্নং সর্গাদাবেব কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥
যথা তরঙ্গঃ সরসি ভূত্বা ভূত্বা পুনর্ভবেৎ।
বিচিত্রাকারকালাঙ্গদেশাজ্জগ্ধাবলং তথা ॥ ৩৩ ॥

লীলোবাচ।

এবমেতজ্জগন্মাতর্ম্ময়া স্মৃতমিহাধুনা।
মমেদং রাজসং জন্ম ন তমো ন চ সাত্ত্বিকম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মণস্ত্ববতীর্ণায়া অষ্টৌ জন্মশতানি মে।
নানাযোনীন্যতীতানি পশ্যামীবাধুনা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
সংসারমণ্ডলে দেবি কস্মিংশ্চিদভবং পুরা।
লোকান্তরাব্জভ্রমরী বিদ্যাধরবরাঙ্গনা ॥ ৩৬ ॥
দুর্ব্বাসনাকলুষিতা ততোহং মানুষী স্থিতা।
সংসারমণ্ডলেন্যস্মিন্ পন্নগেশ্বরকামিনী ॥ ৩৭ ॥
কদম্বকুন্দজম্বীরকরঞ্জবনবাসিনী।
পত্রাম্বরধরা শ্যামা শবর্য্যহমথাভবম্ ॥ ৩৮ ॥
বনবাসনয়া মুগ্ধা সম্পন্নাহমথোদ্ধতা।
গুলুচ্ছনয়না পত্রহস্তা বনবিলাসিনী ॥ ৩৯ ॥

তীতি ॥ ৩২ ॥

বিচিত্রাকারাঃ কালাঃ কালাঙ্গানি দিনরাত্র্যাদীনি ব্রহ্মাণ্ড ভুবনাদি-দেশাশ্চ জগ্ধৌ মহাচিতি ভূত্বা ভূত্বা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইদং লীলাজন্ম রাজসং রজঃকার্য্যং দুঃখসন্তাপবাহুল্যাৎ "মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা" ইতি মর্ত্ত্যজন্মনাং রাজসত্বস্মৃতেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণোহিরণ্যগর্ভাৎ এতৎকল্পাদাবন্তঃকরণোপাধ্যুৎপত্ত্যা প্রতিবিম্বতয়া তত্রাবতীর্ণায়াঃ। পশ্যামীব স্ফুটং স্মরামীতি যাবৎ ॥ ৩৫ ॥

লোকান্তরং বিদ্যাধরলোকস্তদেবাব্জম্ ॥ ৩৬ ॥

মানুষীভূত্বা স্থিতা। ততঃ পন্নগেশ্বরকামিনী অভবমিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বাসনয়েতি পাঠে স্পষ্টম্। বাসতয়েতি পাঠে তু বনে বাসোযস্তাস্তদ্ভাবেন

পুণ্যাশ্রমলতা সাহং মুনিসঙ্গপবিত্রিতা।
বনাগ্নিদগ্ধা তস্যৈব কন্যাভূবং মহামুনেঃ॥ ৪০ ॥
অস্ত্রীত্বফলদাতৃণাং কর্ম্মণাং পরিণামতঃ।
রাজাহমভবং শ্রীমান্ সুরাষ্ট্রেষু সমাঃ শতম্॥ ৪১ ॥
তালীনাং তলকচ্ছেষু রাজদুষ্কৃতদোষতঃ।
নকুলী নব বর্ষাণি কুষ্ঠনষ্টাঙ্গিকাভবম্॥ ৪২ ॥
বর্ষাণ্যষ্টৌ সুরাষ্ট্রেষু দেবি গোত্বং কৃতং ময়া।
মোহাদ্দুর্জ্জনতুষ্টাজ্ঞবালগোপাললীলয়া॥ ৪৩ ॥
বিহঙ্গ্যা বৈরবিন্যস্তা বাগুরা বিপিনাবনৌ।
ক্লেশেন মহতা ছিন্না অধমা বাসনা ইব॥ ৪৪ ॥
কর্ণিকাক্রোড়শয্যাসু বিশ্রান্তমলিনা সহ।
পদ্মকুড্মলকোশেষু ভুক্তকিঞ্জল্কয়া রহঃ॥ ৪৫ ॥
ভ্রান্তমুত্তুঙ্গশৃঙ্গাসু হরিণ্যা হারিনেত্রয়া।
বনস্থলীষু রম্যাসু কিরাতাহতমর্ম্ময়া॥ ৪৬ ॥

মুগ্ধা মূঢ়া ধর্ম্মমর্য্যাদানভিজ্ঞেতি যাবৎ। অতএবোদ্ধতা দুষ্কর্ম্মসঞ্চয়াৎ। গুলুচ্ছ-শব্দস্তৎপুষ্পগুচ্ছপরঃ। বনবিলাসিনী লতা জাতা অর্থাৎ গুলুচ্ছলতেতি গম্যতে॥ ৩৯-৪০ ॥

অস্ত্রীত্বং পুংস্ত্বং তৎপ্রযুক্তস্য রাজ্যাদিভোগফলস্য দাতৃণাং প্রাক্ সঞ্চিত-কর্ম্মণাম্। সমাঃ সম্বৎসরান্॥ ৪১ ॥

কচ্ছা জলপ্রায়দেশাঃ। রাজদুষ্কৃতদোষঃ পরস্বাপহারাদিঃ॥ ৪২ ॥

সুরাষ্ট্রা দেশবিশেষাঃ। গোত্বং কৃতং গোজন্মানুভূতমিতি যাবৎ। দুর্জ্জনা দুষ্টা অজ্ঞা বালাশ্চ যে গোপালাস্তেষাং তাড়নানুধাবনাদিলীলয়া॥ ৪৩ ॥

বিহঙ্গ্যা বিহঙ্গীজন্মপ্রাপ্তয়া ময়া নিষ্কারণবৈরাদেব ব্যাধৈর্ব্বিন্যস্তা বাগুরাঃ। অধমা বাসনাঃ দ্বৈতবাসনাঃ॥ ৪৪ ॥

কর্ণিকাক্রোড়াঃ কিঞ্জল্কমধ্যানি ত এব শয্যাঃ। কুড্মলা মুকুলাঃ। অলিনা সহেত্যর্থাদলিনীজন্মপ্রাপ্তয়েতি গম্যতে॥ ৪৫ ॥

হরিণ্যা মৃগ্যা ময়া। হারিনেত্রয়া মনোজ্ঞনেত্রয়া॥ ৪৬ ॥

দৃষ্টং নষ্টাসু দিক্ষ্বব্ধিকল্লোলৈরুহ্যমানয়া ।
মৎস্যাম্বুকচ্ছপাচ্ছোড়ে মোঘমাননতাড়নম্ ॥ ৪৭ ॥
পীতং চর্ম্মণ্বতীতীরে গায়ন্ত্যা মধুরস্বরম্ ।
পুলিন্দ্যা সুরতান্তেষু নারিকেলরসাসবম্ ॥ ৪৮ ॥
সারসীসরসালিন্যা সীৎকারমধুরস্বরম্ ।
সারসঃ সুরতৈঃ স্বৈরং সামন্তশ্চারুরঞ্জিতঃ ॥ ৪৯ ॥
তালীতমালকুঞ্জেষু তরলাননেত্রয়া ।
ক্ষীবপ্রেক্ষণবিক্ষোভৈঃ কৃতং কান্তাবলোকনম্ ॥ ৫০ ॥
কনকস্যন্দসন্দোহসুন্দরৈরঙ্গপঞ্জরৈঃ ।
স্বর্গেপ্সরোম্বুজিন্যাশু তোষিতাঃ সুরষট্পদাঃ ॥ ৫১ ॥
মণিকাঞ্চনমাণিক্যমুক্তানিকরভূতলে ।
কল্পদ্রুমবনে মেরৌ যূনা সহ রতং কৃতম্ ॥ ৫২ ॥
কল্লোলাকুলকচ্ছাসু লসদ্গুচ্ছলতাসু চ ।

অব্ধিকল্লোলৈরুহ্যমানয়া মৎস্যা ময়া। সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যমৎস্যানাং য উপধায়া ইতি যলোপঃ। দিক্ষু নষ্টাসু দিগ্‌ভ্রমে সতি ভ্রান্ত্যা কৈবর্ত্তসবিধং প্রাপ্তয়েতি যাবৎ। কৈবর্ত্তৈর্যষ্ট্যাদিনা কৃতমাননপ্রদেশে তাড়নং দবোপনীতে অম্বুনি বৃহৎ[illegible] কচ্ছপাচ্ছোড়ে কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থনি চ নিপতনাৎ মোঘং ব্যর্থং জাতং দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

পীতং পুলিন্দ্যা ময়েতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥

সারস্যাং পদ্মিন্যাং সরসা সপ্রেমা অলিনী ভ্রমরীব নিশ্চলং স্থিতয়েতি যাবৎ। ময়া সীৎকারেণ সুরতকূজিতেন মধুরস্বরং যথা স্যাৎ তথা সামন্তঃ অধীশ্বরঃ পতিরিতি যাবৎ। সারসোরঞ্জিতঃ প্রীণিতঃ ॥ ৪৯ ॥

ক্ষীবপ্রেক্ষণং সমদনিরীক্ষণং তৎকৃতৈর্ম্মন্মথবিক্ষোভৈঃ কান্তস্যাবলোকনং ময়া কৃতম্। অনেন তদ্যোগ্যং জন্মান্তরমুক্তম্ ॥ ৫০ ॥

স্যন্দোদ্রবঃ। অপ্সরোলক্ষণয়া অম্বুজিন্যা সুরা এব ষট্পদা অধরমধুপানাদিনা তোষিতাঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্নেব জন্মনি দেবযূনা ॥ ৫২ ॥

বেলাবনগুহাস্বক্কেশ্চিরং কূর্ম্মতয়া স্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥
তরত্তারতরঙ্গাসু দালনং সরসালিনাম্ ।
চলচ্ছদপটালীষু রাজহংস্যং ময়া কৃতম্ ॥ ৫৪ ॥
শাল্মলীদললোলানামান্দোলনদরিদ্রতাম্ ।
মশকস্থ ময়ালোক্য দীনং মশকয়া স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥
তরত্তারতরঙ্গাসু চঞ্চদ্বীচ্যগ্রচুম্বনৈঃ ।
ভ্রান্তং শৈলস্রবন্তীষু জলবঞ্জুললীলয়া ॥ ৫৬ ॥
গন্ধমাদনমন্দারমন্দিরে মদনাতুরাঃ ।
পাতিতাঃ পাদয়োঃ পূর্ব্বং বিদ্যাধরকুমারকাঃ ॥ ৫৭ ॥
কীর্ণকর্পূরপূরেষু তল্পেষু ব্যসনাতুরা ।
চিরং বিলুলিতাস্মীন্দুবিম্বেষ্বিব শশিপ্রভা ॥ ৫৮ ॥
যোনিষ্বনেকবিধতুঃখশতান্বিতাসু
ভ্রান্তং ময়োন্নমনসন্নমনাকুলাঙ্গ্যা ।

কূর্ম্মতয়া কচ্ছপীত্বেন ॥ ৫৩ ॥

চলত্তারতরঙ্গাসু সরসীষু ময়া স্বীয়েষু চলেষু ছদেষু-পটানাং পটবৎ শুভ্রপক্ষাণাং আলীষু পংক্তিষু পদ্মভ্রান্ত্যোপবিষ্টানাং সরসানামলিনাং ভ্রমরাণাং দোলনমান্দোলনসাধনং রাজহংস্যং রাজহংসীত্বং কৃতমনুভূতমিতি যাবৎ। নলিনীনালদোলাস্বিতীপাঠে স্পষ্টম্ ॥ ৫৪ ॥

দোলায়মানে একস্মিন্ শাল্মলীদলে লোলানাং বহূনাং মশকানাং মধ্যে ততঃ প্রচ্যুতস্থ কস্যচিৎ মশকস্থ তত্রোপবেষ্টুমসামর্থ্যাদান্দোলনদরিদ্রতামালোক্য তৎসংস্কারেণৈব মৃতয়া হংস্যা ময়াপি মশকতয়া ভূত্বা দীনং স্থিতম্। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাব"মিতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

শৈলস্রবন্তীষু গিরিনদীষু জলবঞ্জুলা বেতসাঃ তল্লীলয়া তজ্জন্মনেতি যাবৎ ॥ ৫৬ ॥

স্থাবরাত্তাধমযোনিজন্মান্যুক্ত্বোত্তমজন্মান্যপ্যাহ গন্ধমাদনেতি ॥ ৫৭ ॥

তত্রাপি দুঃখবাহুল্যং দর্শয়তি কীর্ণেতি। ব্যসনং তদ্বিয়োগতুঃখং তেনাতুরা ॥ ৫৮ ॥

সংসারদীর্ঘসরিতশ্চলয়া লহর্য্যা
দুর্ব্বারবাতহরিণীসরণক্রমেণ ॥ ৫৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জন্মান্তরবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

উক্তং সঙ্ক্ষিপ্যোপসংহরতি যোনিষিতি। তুলাকোটেরিবোন্নমনমূর্দ্ধগতিঃ সন্নমনমধোগতিস্তাভ্যামাকুলাঙ্গ্যা ব্যাকুলচিত্তয়া। বাতহরিণী বাতপ্রমীঃ। সা হি স্বভাবাদ্বায়ুপ্রবাহানুসারিণী উচ্চাবচদেশান্ সরতীতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।

রামউবাচ ।

বজ্রাঙ্গসারাদ্ব্রহ্মাণ্ডকুড্যান্নিবিড়মণ্ডলাৎ ।
কোটিযোজনসম্পুষ্টাৎ কথং তে নির্গতেবলে ॥ ১

বশিষ্ঠউবাচ ।

ক ব্রহ্মাণ্ডং ক তদ্ভিত্তিঃ কাত্রাসৌ বজ্রসারতা ।
কিলাবশ্যং স্থিতে দেব্যাবন্তঃপুরবরাম্বরে ॥ ২ ॥
তস্মিন্নেব গিরিগ্রামে তস্মিন্নেবালয়াম্বরে ।
ব্রাহ্মণঃ স বশিষ্ঠাখ্য আস্বাদয়তি রাজতাম্ ॥ ৩ ॥
তমেব মণ্ডপাকাশকোণকং শূন্যমাত্রকম্ ।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তং ভূতলং সোঽনুভূতবান্ ॥ ৪ ॥
আকাশাত্মনি ভূপীঠং তস্মিংস্তদ্রাজপত্তনম্ ।

দৃষ্টপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বাচ্চিদাকাশস্য সত্যতা ।
পর্ব্বতোবিস্তরেণাত্র গিরিগ্রামশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বজ্রাঙ্গমিব সারাৎ দৃঢ়াৎ পূর্ব্বোক্তরীত্যানেককোটিযোজনং সম্যক্ পুষ্টং অন্তর্ঘনং যস্য তথাভূতাৎ। মিথ্যাভূতকুড্যাদেরপি স্বপ্নে গতিনিরোধকত্ব-দর্শনান্নির্গমনানুপপত্তিরিতি শঙ্কিতুরাশয়ঃ ॥ ১ ॥

অবাধিতাবস্থনস্ত নিরোধকং ন বাধিতং স্বপ্নেঽপি তদ্দর্শনাদিত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ পরিহরতি ক ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাদিনা। অবশ্যং বস্তুতঃ। দেব্যাবিতি রাজবাচকদেবশব্দনিষ্পন্নদেবীশব্দস্যান্তস্য চৈকশেষঃ ॥ ২ ॥

আস্বাদয়ত্যনুভবতি বিদূরথঃ সন্ ॥ ৩ ॥

অনুভূতবান্ পদ্মভূপালঃ সন্ ॥ ৪ ॥

পত্তনং নগরং তস্মিন্ রাজসদ্ম সা চানুভবতীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমান-বন্নির্দেশঃ। বিদূরথবাসনাজস্ববক্ষ্যমাণলীলান্তরাদ্ভূতাং প্রাপ্তা যা সা অরুন্ধতী

রাজসদ্মানুভবতি স চ সা চাপ্যরুন্ধতী ॥ ৫ ॥
লীলাভিধানা সা জাতা তয়া চ জ্ঞপ্তিরর্চ্চিতা ।
জ্ঞপ্ত্যা সহ সমুল্লঙ্ঘ্য খমাশ্চর্য্যমনোহরম্ ॥ ৬ ॥
প্রাদেশমাত্রে নভসি সা তত্রৈব গৃহোদরে ।
ব্রহ্মাণ্ডান্তরমাসাদ্য গিরিগ্রামকমন্দিরে ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরিনির্গত্য স্বগৃহে স্থিতিমাযযৌ ।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং প্রাপ্য যথা তল্পগতঃ পুমান্ ॥ ৮ ॥
প্রতিভামাত্রমেবৈতৎ সর্ব্বমাকাশমাত্রকম্ ।
ন ব্রহ্মাণ্ডং ন সংসারো ন কুড্যাদি ন দূরতা ॥ ৯ ॥
স্বচিত্তমেব কচতি তয়োস্তাদৃঙ্মনোহরম্ ।
বাসনামাত্রসোল্লেখং ক্ব ব্রহ্মাণ্ডং ক্ব সংস্থিতিঃ ॥ ১০ ॥
নিরাবরণমেবেদং জ্ঞপ্ত্যাকাশমনন্তকম্ ।
কিঞ্চিৎ স্বচিত্তেনোন্নীতং স্পন্দযুক্ত্যেব মারুতঃ ॥ ১১ ॥
চিদাকাশমজং শান্তং সর্ব্বত্রৈব হি সর্ব্বদা ।
চিত্ত্বাজ্জগদিবাভাতি স্বয়মেবাত্মনাত্মনি ॥ ১২ ॥
যেন বুদ্ধস্তু তস্যৈতদাকাশাদপি শূন্যকম্ ।
ন বুদ্ধং যেন তস্যৈতদ্বজ্রসারাচলোপমম্ ॥ ১৩ ॥
গৃহ এব যথা স্বপ্নে নগরং ভাতি ভাস্বরম্ ।

অনুভবতীতি মুখ্যবর্ত্তমানোপপত্তিঃ ॥ ৫-৮ ॥

প্রতিভা ভ্রান্তিস্তন্মাত্রম্ ॥ ৯ ॥

বাসনামাত্রেণ সোল্লেখং তত্তৎপদার্থব্যবহারোল্লেখসহিতম্ । তয়োঃ স্বচিত্তমেব তথা কচতি প্রথতে ॥ ১০ ॥

জ্ঞপ্ত্যাকাশং চিদাকাশমেব তাভ্যাং স্বচিত্তেন কিঞ্চিদ্ব্রহ্মাণ্ডরূপমুন্নীতং কল্পিতম্ । যথা আকাশমেব স্পন্দযোগেন মারুত ইতি কল্প্যতে তদ্বৎ ॥ ১১ ॥

জগদিবাভাতি যেন ন বুদ্ধং তৎ দৃশেতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

যেন বুদ্ধং তস্য দৃশা তু নাস্ত্যেবেত্যাহ যেনেতি। কথং তর্হ্যন্যোপি

তথৈতদসদেবান্তশ্চিদ্ধাতৌ ভাতি ভাস্বরম্ ॥ ১৪ ॥
যথা মরৌ জলং বুদ্ধং কটকত্বঞ্চ হেমনি।
অসৎ সদিব ভাতীদং তথা দৃশ্যত্বমাত্মনি ॥ ১৫ ॥
এবমাকথয়ন্ত্যৌ তে ললনে ললিতাকৃতী।
গৃহান্নির্যযতুর্ব্বাহ্যং চারুচংক্রমণক্রমৈঃ ॥ ১৬ ॥
অদৃশ্যে গ্রামলোকেন প্রেক্ষমাণে পুরোগিরিম্।
চুম্বিতাকাশকুহরং সংস্পৃষ্টাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ১৭ ॥
নানাবর্ণাখিলোৎফুল্লবিচিত্রবননির্ম্মলম্।
নানানির্ঝরনির্হ্রাদকূজদ্বনবিহঙ্গমম্ ॥ ১৮ ॥
বিচিত্রমঞ্জরীপুঞ্জপিঞ্জরাম্বুদমণ্ডলম্।
স্বভ্রমচ্ছগুলুচ্ছাগ্রবিশ্রান্তখগসারসম্ ॥ ১৯ ॥
সারবঞ্জুলবিস্তারগুপ্তাখিলসরিত্তটম্।
অসমাপ্তশিলাশ্বভ্রলতাবর্ত্তনমারুতম্ ॥ ২০ ॥
পুষ্পাগ্রপিহিতাকাশকোশকুড্যকবারিদম্।
পতদ্দীর্ঘসরিৎস্রোতঃ স্ফুরন্মুক্তাকলাপকম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডকুড্যাদ্বহির্ন নিঃসরতি তত্রাহ ন বুদ্ধমিতি ॥ ১৩-১৪ ॥

দৃশ্যত্বং দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপত্বম্ ॥ ১৫ ॥

বাহ্যং দেশম্। চংক্রমণং গতিঃ ॥ ১৬ ॥

আকাশস্য কুহরং মধ্যচ্ছিদ্রম্। রাহোঃ শির ইতিবস্তেদকল্পনা। সংস্পৃষ্টাদিত্যমণ্ডলমিত্যতিশয়োক্তিঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

মঞ্জরীপুঞ্জপিঞ্জরাণি অত এব বিচিত্রাণ্যম্বুদমণ্ডলানি যস্যেতি বৃক্ষৌন্নত্যোক্তিঃ। অতএব স্বভ্রং শোভনাভ্রযুক্তম্। গুলুচ্ছা লতাবিশেষাঃ ॥ ১৯ ॥

সারৈর্ব্বলবদ্ভির্ব্বঞ্জুলানামতিমুক্তকানামম্বুবেতসানাং বা মূলবিস্তারৈর্গুপ্তানি পতনাদ্রক্ষিতানি সরিত্তটানি যত্র। ন সম্যগাপ্তাঃ প্রাপ্তা বৃক্ষাবলম্বনং যাঃ শিলা শ্বভ্রোৎপন্নলতাস্তাসামাবর্ত্তনঃ পরিবর্ত্তনো মারুতো যস্মিন্ ॥ ২০ ॥

পুষ্পাণ্যগ্রে যেষাং তৈঃ শিখরক্রমৈঃ পিহিতা আকাশকোশস্য কুড্যকাঃ

চলদ্বৃক্ষবনব্যূহবাতবেল্লিসরিত্তটম্।
নানাবনাকুলোপান্তচ্ছায়াসততশীতলম্ ॥ ২২ ॥
অথ তে ললনে তত্র তদা দদৃশতুঃ স্বয়ম্।
তং গিরিগ্রামকং ব্যোম্নঃ স্বর্গখণ্ডমিব চ্যুতম্ ॥ ২৩ ॥
রটৎপ্রণালীপটলং পূর্ণপুষ্করিণীগণম্।
দ্বিজৈঃ কুচকুচৈঃ কূজৎস্বলীলাশ্বভ্রকচ্ছকম্ ॥ ২৪ ॥
গচ্ছদ্গোবৃন্দহুঙ্কার-করালাখিলকুঞ্জকম্।
কুঞ্জগুল্মকখণ্ডাঢ্যং সচ্ছায়ঘনশাদ্বলম্ ॥ ২৫ ॥
দুষ্প্রবেশার্ককিরণং দৃষন্নীহারধূসরম্।
উদগ্রমঞ্জরীপুঞ্জজটালম্বিশিখান্তরম্ ॥ ২৬ ॥
শিলাকুহরবাঃস্ফালপ্রোচ্চলন্মুক্তনির্ঝরৈঃ।
স্মারিতাচলনির্দ্ধূতক্ষীরোদকজলশ্রিয়ম্ ॥ ২৭ ॥
ফলমাল্যমহাভারভাস্বরৈরজিরদ্রুমৈঃ।

কুড্যপ্রতিকৃতিভূতা বারিদা যস্য। সরিৎস্রোতাংস্যেব স্ফুরন্মুক্তামালা যস্য ॥২১॥

চলদ্বৃক্ষা বনব্যূহা যেষু অতএব বাতেন বেল্লিনোবেষ্টনশীলাঃ সরিত্তটা যস্মিন্ ॥ ২২ ॥

গিরিমভিবর্ণ্য গিরিগ্রামং বর্ণয়িতুমাহ অথেতি ॥ ২৩ ॥

রটদিতি বিশেষণাৎ ঘটীযন্ত্রাদিপ্রণাল্যোগ্রাহ্যাঃ। কুচকুচৈরিতি শব্দানুকরণেন তাদ্রূপ্যারোপোক্তিঃ। তথাবিধৈর্দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ কূজন্তঃ স্বস্য গ্রামস্য লীলার্থাঃ শ্বভ্রকচ্ছা যস্মিন্ ॥ ২৪ ॥

তত্র গোসম্পত্তিমাহ গচ্ছদিতি। গবাং যবসচ্ছায়াদিসমৃদ্ধিমাহ। কুঞ্জেতি ॥ ২৫ ॥

দৃষদ্ভিঃ শিলাভির্নীহারৈশ্চধূসরস্তস্মোদ্ধূলিতমিব। উন্নত্রাগ্রৈর্মঞ্জরীপুঞ্জৈর্জটা ইব লম্বীনিশিখান্তরাণি কতিপয়শিখা যস্য ॥ ২৬ ॥

শিলাচ্ছিদ্রেষু বারাং জলানাং আস্ফালাৎ প্রোচ্চলন্তো মুক্তাসদৃশবিন্দবো যেষাং তথাবিধৈর্নির্ঝরৈঃ স্মারিতা মহাচলনির্দ্ধূতক্ষীরোদকজলশ্রীর্যত্র ॥ ২৭ ॥

আনীয় পুষ্পসম্ভারং তিষ্ঠন্তিরিব সঙ্কুলম্ ॥ ২৮ ॥
তরত্তরঙ্গঝাঙ্কারকারিমারুতকম্পিতৈঃ।
কীর্ণপুষ্পসমাম্নষ্টং দ্রুমৈরপি রসাকুলৈঃ ॥ ২৯ ॥
অশঙ্কিতশিলাকূটস্রবদম্বিবঘটঙ্কৃতৈঃ।
কিঞ্চিৎ কৃতরবং গুপ্তৈরশঙ্কৈঃ শঙ্কিতৈঃ খগৈঃ ॥ ৩০ ॥
উৎফাললহরীশ্রান্তসীকরাস্বাদনাকুলৈঃ।
নদ্যামুড়ুপরাবর্ত্তবৃত্তিভির্ব্বিহগৈর্ব্বৃতম্ ॥ ৩১ ॥
উত্তালতালবিশ্রান্তকাকালোকনশঙ্কিতৈঃ।
বালৈঃ প্রগোপিতামিক্ষা খণ্ডং জীর্ণস্বভুক্তকৈঃ ॥ ৩২ ॥
পুষ্পশেখরসম্ভারবসনগ্রামবালকম্।
খর্জ্জূরনিম্বজম্বীরগহনোপান্তশীতলম্ ॥ ৩৩ ॥
ক্ষৌমাগ্রহস্তাম্বরয়া মঞ্জরীপূর্ণকর্ণয়া।

অজিরমঙ্গণম্ ॥ ২৮ ॥

রসোমকরন্দঃ প্রেমাতিশয়শ্চ তেনাকুলিতৈর্দ্রুমৈরপি অর্থিষু সম্যগাবৃষ্টং কিং পুনর্ম্মরৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অশঙ্কৈঃ শঙ্কাঽযোগ্যৈরপি অশঙ্কিতং যথা স্যাৎ তথা শিলাকূটাৎ স্রবতাং নিপততামম্বিবিন্দূনাং টঙ্কৃতৈর্হেতুভির্গুটিকা ধনুর্ধ্বানসাম্যাৎ শঙ্কিতৈরত এব গুপ্তৈর্নিলীনৈঃ খগৈঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রান্তত্বং সীকরাস্বাদনে হেতুঃ। উড়ূনাং নক্ষত্রাণাং পরাবর্ত্তঃ পরিবর্ত্তনমিব বৃত্তিঃ পরিবৃত্তির্যেষাং তৈর্ব্বিহগৈর্হংসৈঃ ॥ ৩১ ॥

কাকগ্রহণং মার্জ্জারাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। জীর্ণপ্রাতস্তনস্বভুক্তকৈরস্মাভির্ভক্ষণীয়মিতি বুদ্ধ্যা প্রগোপিতাঃ সম্বৃতদেশে রক্ষিতা আমিক্ষাখণ্ডা যত্র। ঘনীকৃতং পয় আমিক্ষা ॥ ৩২ ॥

পুষ্পাণ্যেব শেখরসম্ভারঃ শিরোভূষণাদির্ব্বসনানি চ যেষাং তথাবিধা গ্রামবালকা যত্র ॥ ৩৩ ॥

তত্র তিলাদিদরিদ্রবধূর্ব্বর্ণয়তি ক্ষৌমেতি। ক্ষুমাঽতসী তস্যা অবয়বাঃ

ক্ষুৎক্ষীণয়া ক্রান্তরথ্যং গ্রামকীটককান্তয়া ॥ ৩৪ ॥
সরিত্তরঙ্গসঙ্ঘট্টসংরাবাশ্রুতসঙ্কথম্।
কর্ম্মজাড্যঘনত্রাসবাঞ্ছিতৈকান্তসংস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
দধিলিপ্তাস্যহস্তাংসৈঃ স্নিগ্ধপুষ্পলতাধরৈঃ।
নগ্নৈর্গোময়পঙ্কাঙ্কৈর্ব্বালৈরাকুলচত্বরম্ ॥ ৩৬ ॥
তীরশাদ্বলবল্লীনাং দোলান্দোলনকারিভিঃ।
তরঙ্গৈর্ব্বাহ্যমানস্য লেখিকাঙ্কিতসৈকতম্ ॥ ৩৭ ॥
দধিক্ষীরঘনামোদমত্তগম্ভীরমক্ষিকম্।
কামভুক্তার্থতোদ্বাষ্পজর্জ্জরাবলবালকম্ ॥ ৩৮ ॥
গোময়াসিক্তবলয়করনারীকৃতক্রুধম্।
ধর্ম্মিল্লবলনাব্যগ্রত্রস্তস্ত্রীবিহসজ্জনম্ ॥ ৩৯ ॥
দান্তপুষ্পচ্ছদোৎসন্নপতৎককুদবায়সম্।
গৃহরথ্যাগণদ্বারকীর্ণক্রূরকুরণ্টকম্ ॥ ৪০ ॥

ক্ষৌমাণ্যগ্রাণি শাখাস্তান্যেব হস্তপ্রাপ্যাণ্যম্বরাণি যস্যাঃ। গ্রামে কীটকা ইবোপেক্ষ্যা দরিদ্রনীচালসাঃ তেষাং কান্তয়া বধূজনেন ॥ ৩৪ ॥

সংরাবৈস্তারধ্বনিভিরভিভবাদশ্রুতাঃ সংকথাঃ সংলাপা যত্র। কর্ম্মকরণে জাড্যাদকৌশলাদ্ঘনত্রাসোযেষাং মুগ্ধালসানাং তৈর্ব্বাঞ্ছিতা একান্তসংস্থিতির্যত্র ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তীরশাদ্বলেত্যাদিপূর্ব্বোক্তবালানাং বিশেষণং চেৎ দোলাসু আন্দোলনকারিভিঃ। তরঙ্গবিশেষণত্বে তু দোলাবদান্দোলনকারিভিঃ। বাহ্যমানস্য জলস্য লেখিকা রেখাস্তাভিরঙ্কিতসৈকতম্ ॥ ৩৭ ॥

কামভুক্তার্থতায়ৈ যথাভিলাষভক্ষণায় রোদনাৎ উদ্গতবাষ্পৈর্জ্জর্জ্জরাঃ অবলাঃ কৃশা অস্বতন্ত্রা বা বালকা যত্র ॥ ৩৮ ॥

গোময়াসিক্তবলয়করত্বাদিতরনারীষু কৃতক্রোধং যথা স্যাৎ তথা মুক্তধর্ম্মিল্লবলনাসু ব্যগ্রা ত্রস্তাশ্চ স্ত্রিয়োদৃষ্ট্বা বিহসন্তোজনা যত্র ॥ ৩৯ ॥

দান্তৈর্জ্জিতক্রোধৈর্ম্মুনিভিঃ পুষ্পৈশ্ছদৈঃ পত্রৈর্ব্বা উৎসন্না উৎসারিতা ন তু কাষ্ঠলোষ্টাদিনা কদাচিদভিঘাতোমাভূদিতি। বলিকর্ম্মাক্ষতাদিভক্ষণায়

গৃহপার্শ্বস্থিতশ্বভ্রকুঞ্জৈঃ কুসুমিতপ্রভৈঃ।
প্রত্যহং প্রাতরাগুল্‌ফমাকীর্ণকুসুমাজিরম্ ॥ ৪১ ॥
চরচ্চমরসারঙ্গজালজঙ্গলখণ্ডকম্।
গুঞ্জানিকুঞ্জসঞ্জাতশষ্পসুপ্তমৃগার্ভকম্ ॥ ৪২ ॥
একান্তসুপ্তবৎসৈককর্ণস্পন্দাস্তমক্ষিকম্।
গোপোচ্ছিষ্টীকৃতদধিস্বস্থক্কিস্পান্দিমক্ষিকম্ ॥ ৪৩ ॥
সমস্তসদ্মসঙ্কীর্ণমক্ষিকাক্ষিপ্তমাক্ষিকম্।
ফুল্লাশোকদ্রুমোদ্যানকৃতলাক্ষিকমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥
সীকরাসারমরুতানিত্যার্দ্রবিকচদ্রুমম্।
কদম্বমুকুলপ্রোতসমস্তচ্ছাদনতৃণম্ ॥ ৪৫ ॥
প্রতিকূলতাফুল্লকেতকোৎকরপাণ্ডুরম্।
বহৎপ্রণালপটলীরণদ্গুরুগুরারবম্ ॥ ৪৬ ॥
বাতায়নগুহানির্য্যৎসৌধবিশ্রান্তবারিদম্।
পূর্ণপুষ্করিণীপংক্তিপূর্ণরাজপৃথূত্তরম্ ॥ ৪৭ ॥

পতন্তঃ ককুভানাং গিরিশিখরীণাং বায়সা যত্র। সকণ্টকত্বাৎ ক্রূরাঃ কুরণ্টকাঃ প্রসিদ্ধা গুল্মভেদা যত্র ॥ ৪০-৪১ ॥

চরন্তঃ শষ্পাদি ভক্ষয়ন্তঃ চমরা মৃগাঃ সারঙ্গাঃ মৃগাঃ পক্ষিণশ্চ। নিকুঞ্জে লতাগৃহে সঞ্জাতেষু শষ্পেষু বালতৃণেষু। গ্রামশব্দস্য সসীমকে সস্থণ্ডিলকেঽপি বৃত্তের্মহাভাষ্যাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ তদন্তর্জঙ্গলকুঞ্জাদিবর্ণনেপি ন বিরোধঃ ॥ ৪২ ॥

গোপানামুচ্ছিষ্টীকৃতদধিষু সৃক্কিষু বক্ত্রপার্শ্বেষু ॥ ৪৩ ॥

সমস্তেষু সদ্মসু সঙ্কীর্ণমধুমক্ষিকং যথা স্যাৎ তথা আক্ষিপ্তং সঞ্চিতং মাক্ষিকং মধু যস্মিন্। লাক্ষিকানি লাক্ষারঞ্জিতকাষ্ঠময়ানি ক্রীড়ামন্দিরাণি যস্মিন্ ॥ ৪৪ ॥

নিত্যার্দ্রত্বাদেব বিকচাঃ প্রোৎফুল্লাঃ। সমস্তেতি বিশেষণমতিশয়োক্ত্যর্থং ॥ ৪৫ ॥

প্রতিকূলত্বাদেব রুদ্ধাভিশ্ছিন্নাভির্লতাভিরপ্রতিবন্ধাৎ ফুল্লৈঃ ॥ ৪৬ ॥

পুষ্করিণীপঙ্‌ক্তিষু পূর্ণরাজাঃ পূর্ণচন্দ্রা ইব যানি ফুল্লপদ্মানি তৈঃ পৃথূত্তরং

নীরন্ধ্রবিটপিচ্ছায়াশীতলামলশাদ্বলম্।
সর্ব্বশষ্পাগ্রবার্ব্বিন্দুপ্রতিবিম্বিততারকম্ ॥ ৪৮ ॥
অনারতপতৎফুল্লহিমবর্ষসিতালয়ম্।
বিচিত্রমঞ্জরীপুষ্পপত্রসৎফলপাদপম্ ॥ ৪৯ ॥
গৃহকক্ষান্তরালীনমেষসুপ্তচিরণ্টিকম্।
সৌধস্থমেঘবিদ্যুৎস্থিরনাদেয়প্রদীপকম্ ॥ ৫০ ॥
কন্দরানিলভাঙ্কারঘনঘুঙ্ঘুমমণ্ডপম্।
চরচ্চকোরহারিতহরিণীহারিমন্দিরম্ ॥ ৫১ ॥
উন্নিদ্রকন্দলোদ্বান্তমাংসলামোদমন্থরৈঃ।
মরুদ্ভির্মন্দমায়াতুমারব্ধৈর্লোলপল্লবম্ ॥ ৫২ ॥
লাবকালাপলীলায়া মালীনললনাগণম্।
কোককোকিলকাকোলকোলাহলসমাকুলম্ ॥ ৫৩ ॥
শালতালতমালাজনীলতৎফলমালিনম্।
বল্লীবলয়বিন্যাসবিলাসবলিতদ্রুমম্ ॥ ৫৪ ॥

আলোলপল্লবলতাবলিতায়নানা-
মুৎফুল্লকন্দলশিলীন্ধ্রসুগন্ধিতানাম্।

বহুৎকৃষ্টতরম্। পৃথুভিঃ প্রাংশুভিরুত্তীর্য্যত ইতি পৃথূত্তরমিতি বা ॥ ৪৭-৪৮ ॥

ফুল্লৈঃ পুষ্পৈর্হিমবর্ষৈশ্চ সিতাঃ শুভ্রাঃ ॥ ৪৯ ॥

সুপ্তাশ্চিরণ্টিকাঃ সুবাসিন্যো যত্র। অনাদেয়াঃ অন্ততঃ কার্য্যসিদ্ধেরনু-পাদেয়াঃ ॥ ৫০ ॥

ঘনাঃ প্রতিধ্বনিভিন্নির্বিড়িতা ঘুঙ্ঘুমা যেষু তথাবিধা মণ্ডপা যত্র। ঘনা ইব ঘুঙ্ঘুমা গর্জ্জন্তো বা। চকোরহারীতৌ পক্ষিভেদৌ। হারীণি সুন্দরাণি ॥৫১॥

কন্দলৈঃ কন্দলীপুষ্পৈঃ। উদ্বান্তৈরিব নিঃসৃতৈরামোদৈর্মন্থরৈর্ভরিতৈঃ ॥৫২॥

লাবকাগ্রহণং শুকসারিকাদীনামুপলক্ষণম্। কাকোলা দ্রোণ-কাকাঃ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

আলোলপল্লবলতানাং বলয়ো বেষ্টনান্যাবলয়ঃ পংক্তয়ো বা আসাং তাস্ব-

তালীতমালদলতাগুবমণ্ডপানা-
মারামফুল্লকুসুমদ্রুমশীতলানাম্ ॥ ৫৫ ॥
সারাববারিচলনাকুলগোকুলানা-
মানীলসস্তকুসুমস্থলশোভিতানাম্ ।
তীরদ্রুমপ্রকরগুপ্তসরিদ্রয়াণাং
নীরন্ধ্রপুষ্পিতলতাগ্রবিতানকানাম্ ॥ ৫৬ ॥
উদ্যানকুন্দমকরন্দসুগন্ধিতানাং
গন্ধান্ধষট্পদকুলান্তরিতাম্বুজানাম্ ।
সৌন্দর্য্যতর্জ্জিতপুরন্দরমন্দিরাণাং
রাজীবরাজিরজসারুণিতাম্বরাণাম্ ॥ ৫৭ ॥
রংহোবহদ্গিরিনদীরবঘর্ঘরাণাং
কুন্দাবদাতজলদদ্যুতিভাস্বরাণাম্ ।
সৌধস্থিতোল্লসিতফুল্ললতালয়ানাং
লীলাবলোলকলকণ্ঠবিহঙ্গমানাম্ ॥ ৫৮ ॥
উল্লাসিকৌসুমদলাস্তরণস্থয়ূনা-
মাপাদমাবলিতমাল্যবিলাসিনীনাম্ ।

নানাং সস্তানাধিকরণানাম্ । লতাভির্ব্বলিতানি কুঞ্জান্তরনানি পরিতো মার্গা যেষামিতি বা। সর্ব্বাণি সর্গান্ত্যশ্লোকস্থস্ত গিরিমন্দিরাণামিত্যস্ত বিশেষণানি ॥ ৫৫ ॥

সারাবাণি সহস্তারবাণি বারিচলনেষু জলোত্তরণেষাকুলানি গোকুলানি যেষাম্ । গুপ্ত আচ্ছন্নঃ সরিদ্রয়ো নদীপ্রবাহো যেষু ॥ ৫৬ ॥

গন্ধান্ধৈঃ ষট্পদকুলৈরন্তরিতানি তিরোহিতান্যম্বুজানি যেষু। রজসা বায়ুনীতেনেত্যাশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

রংহসা বেগেন বহন্তীনাম্ । কুন্দবদবদাতৈঃ শুভ্রৈর্জ্জলদদ্যুতিভির্ভাস্বরাণাম্ । কলকণ্ঠা মধুরকণ্ঠাঃ। কণ্ঠশব্দেন তদ্ধ্বনির্লক্ষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

আপাদমাবলিতানি মাল্যানি যাভিস্তথাবিধা বিলাসিন্যঃ স্ত্রিয়ো যেষু। বস্ত্র-

সর্ব্বত্র সুন্দরনবাঙ্কুরদন্তুরাণাং
শোভোল্লসদ্বরলতাকুলমার্গণানাম্ ॥ ৫৯ ॥
সঞ্জাতকোমললতোৎপলসঙ্কুলানাং
তিষ্ঠৎপয়োদপটসম্বলিতালয়ানাম্।
নীহারহারহরিতস্থলবিশ্রুতানাং
সৌধস্থমেঘতড়িদাকুলিতাঙ্গনানাম্ ॥ ৬০ ॥
নীলোৎপলোল্লসিতসৌরভসুন্দরাণাং
হুঙ্কারহারিহরিতোন্মুখগোকুলানাম্।
বিশ্রব্ধমুগ্ধমৃগসারগৃহাজিরাণা-
মুন্নৃত্যবর্হিঘনসীকরনির্ঝরাণাম্ ॥ ৬১ ॥
সৌগন্ধ্যমত্তপবনাহতবিক্লবানাং
বপ্রৌষধিজ্বলনবিস্মৃতদীপকানাম্।
কোলাহলাকুলকুলায়কুলাকুলানাং
কুল্যাকুলাকলকলাশ্রুতসঙ্কথানাম্ ॥ ৬২ ॥
মুক্তাফলপ্রকরসুন্দরবিন্দুপাত-
শীতাখিলদ্রুমলতাতৃণপল্লবানাম্।

লতাভিরাকুলা ব্যাপ্তা মার্গণাঃ শরস্তম্বা যাচকা বা যেষু ॥ ৫৯ ॥

নীহারশব্দেন তজ্জলবিন্দুপঙ্‌ক্তয়োলক্ষ্যন্তে। তা এব হারা মুক্তাবল্যো-যেষু তথাবিধৈর্হরিতস্থলৈর্বিশ্রুতানাম্ ॥ ৬০ ॥

হুঙ্কারৈর্হারীণি মনোহরাণি হরিতোন্মুখানি হরিততৃণোন্মুখানি গোকুলানি যেষু। বিশ্রব্ধা বিশ্বস্তা মুগ্ধা মৃগাঃ সরন্ত্যস্মিন্নিত্যধিকরণে বাহুলকাদ্বঞ্। নির্ঝরাণাং ঘনসীকরত্বং বৃষ্টিভ্রান্ত্যা বর্হিণানামুন্নৃত্যে হেতুঃ ॥ ৬১ ॥

সৌগন্ধ্যেন মত্তবদ্ভ্রান্তেন পবনেনাহতা নিরস্তাঃ। বিক্লবশব্দোবৈক্লব্যপরঃ। বপ্রেষ্বোষধ্যোজ্জ্যোতির্লতা এব জ্বলনাঃ। কোলাহলোঽত্র পক্ষিরবঃ। কুলায়ো-নীড়ম্। কুল্যাশব্দেন গিরিনির্ঝরা গ্রাহ্যাঃ তৎকুলানামাসমন্তাৎ কলকলৈর্ধ্বনিভিরশ্রুতাস্তিরস্কৃতা ইতি যাবৎ। সঙ্কথাঃ সম্বাদা যেষু ॥ ৬২ ॥

লক্ষ্মীমনস্তমিতপুষ্পবিকাশভাজাং
শক্নোতি কঃ কলয়িতুং গিরিমন্দিরাণাম্ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে গিরিগ্রামবর্ণনং নাম
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

লক্ষ্মীং শোভাং কলয়িতুং সংখ্যাতুম্। গিরিমন্দিরাণাং গিরিগ্রামস্থেতি যাবৎ ॥ ৬৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

তত্র তে পেততুর্দ্দেব্যৌ গ্রামেন্তঃশীতলাত্মনি।
ভোগমোক্ষশ্রিয়ৌ শান্তে পুংসীব বিদিতাত্মনি ॥ ১ ॥
কালেনৈতাবতা লীলা তেনাভ্যাসেন সাভবৎ।
শুদ্ধজ্ঞানৈকদেহত্বাত্রিকালামলদর্শিনী ॥ ২ ॥
অথ সম্মার সর্ব্বাস্তা প্রাক্তনীঃ সংস্থতের্গতীঃ।
সা স্বয়ং স্বরসেনৈব প্রাগ্‌জন্মমরণাদিকাঃ ॥ ৩ ॥

লীলোবাচ।

দেবি দেশমিমং দৃষ্ট্বা ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরাম্যহম্।
ইহ তৎ প্রাক্তনং সর্ব্বং চেষ্টিতং চেষ্টিতান্তরম্ ॥ ৪ ॥
ইহাভূবমহং জীর্ণা শিরালাঙ্গী কৃশা সিতা।
ব্রাহ্মণী শুষ্কদর্ভাগ্রভেদরূক্ষকরোদরা ॥ ৫ ॥
ভর্ত্তুঃ কুলকরী ভার্য্যা দোহমন্থানশালিনী।
মাতা সকলপুত্রাণামতিথীনাং প্রিয়ঙ্করী ॥ ৬ ॥

লীলায়াঃ প্রাকচরিত্রাণাং প্রত্যভিজ্ঞাত্র বর্ণ্যতে।
তথা প্রতিপ্রয়াণঞ্চ ব্যোম্নি লোকৌঘমণ্ডিতে ॥ ১ ॥

শান্তে শান্ত্যাদিসাধনসম্পন্নে ॥ ১ ২ ॥

স্বরসেনাপ্রযত্নেনৈবেতি যাবৎ ॥ ৩ ॥

চেষ্টিতান্তরং তৎপ্রাক্তনজন্মপরম্পরাচেষ্টিতমপি ॥ ৪ ॥

জীর্ণা বৃদ্ধা। শুষ্কদর্ভাণামগ্রৈস্তীক্ষ্ণভাগৈর্ভেদৈর্ব্বিদারণৈ রূক্ষং করোদরং যস্যাঃ সা ॥ ৫ ॥

মন্থানো দধিমন্থদণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

দেবদ্বিজসতাং ভক্তা সিক্তাঙ্গী ঘৃতগোরসৈঃ।
ভর্জ্জনীচরুকুম্ভাদিভাণ্ডোপস্করশোধিনী ॥ ৭ ॥
নিত্যমম্লবাক্তৈককাচকম্বুপ্রকোষ্ঠকা।
জামাতৃদুহিতৃভ্রাতৃপিতৃমাতৃপ্রপূজনী ॥ ৮ ॥
আ দেহং সদ্মভূত্যৈব প্রক্ষীণদিনযামিনী।
বাচং চিরং চিরমিতি বাদিন্যনিশমাকুলা ॥ ৯ ॥
কাহং কইব সংসার ইতি স্বপ্নেপ্যসঙ্কথা।
জায়া শ্রোত্রিয়মূঢ়স্য তাদৃশস্যৈব দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১০ ॥
একনিষ্ঠা সমিচ্ছাকগোময়েন্ধনসঞ্চয়ে।
ম্লানকম্বলসম্বীতশিরালকৃশগাত্রিকা ॥ ১১ ॥
তর্ণকীকর্ণজাহস্থকৃমিনিষ্কাসতৎপরা।
গৃহশাকায়নাসেকসত্বরাহূতকর্পরা ॥ ১২ ॥

ভর্জ্জনী ভর্জ্জনপিঠরী চরুশ্চরুশ্রপণস্থালী। ভাণ্ডানামুপস্করাস্তরাস্তরাণাঞ্চ মার্জ্জনাদিনা শোধনশীলা ॥ ৭ ॥

একং কাচকম্বুকাকাচবলয়ং। বহূনাং ধারণে কর্ম্মত্বরয়াভিঘাতে ভঙ্গাপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

দেহপদেন তৎপাতোলক্ষ্যতে। সদ্মভূতির্গৃহপোষণং। পুত্রস্নুষাভৃত্যবর্গান্ প্রতি কর্ম্মত্বরার্থং চিরংত্বয়া চিরংত্বয়া বিলম্বিতং কিং চিরায়সে ইত্যাদিবদনশীলা। আকুলা ব্যগ্রা ॥ ৯ ॥

তাদৃশস্য মমেবাত্যন্তগৃহকর্ম্মাসক্তস্যেতি যাবৎ। দুর্দ্ধিয়ঃ অবিশুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ১০ ॥

সমিদাদিসঞ্চয়বিষয়ে একনিষ্ঠা একাগ্রচিত্তা সাবধানেতি যাবৎ ॥ ১১ ॥

তর্ণকী বৎসা তস্যাঃ কর্ণজাহে কর্ণমূলে স্থিতানাং কৃমীণাং নিষ্কাসনং নিষ্কাসঃ তত্র তৎপরা। তস্য পাকমূলে পীবাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচাবিতি জাহচ্। গৃহেকৃতং শাকায়নং শাককেদারস্তস্যাসেকায়াহূতানি সেকসাধনকর্পরাণি যয়া। কর্পরপদেন তৎপাণয়োর্ভুক্ত্যা লক্ষ্যণয়োচ্যন্তে ॥ ১২ ॥

নীলনীরতরঙ্গান্তভৃণতর্পিততর্ণিকা।
প্রতিক্ষণং গৃহদ্বারকৃতলেপনবর্ণকা ॥ ১৩ ॥
নীত্যর্থং গৃহভৃত্যানামাদীনকৃতবাচ্যতা।
মর্য্যাদানিয়মাক্রৈর্বেলেবানিশমচ্যুতা ॥ ১৪ ॥
জীর্ণপর্ণসবর্ণৈককর্ণদোলাধিরূঢ়য়া।
কাষ্ঠতাভ্যজরাভীতজীবর্ত্ত্যেব চিহ্নিতা ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা সঞ্চরন্তী সা শিখরিগ্রামকোটরে।
সঞ্চরন্ত্যাঃ সরস্বত্যা দর্শয়ামাস সম্ভ্রমম্ ॥ ১৬ ॥
ইয়ং মে পাটলাখণ্ডমণ্ডিতা পুষ্পবাটিকা।
ইয়ং মে পুষ্পিতোদ্যানমণ্ডপাশোকবাটিকা ॥ ১৭ ॥
ইয়ং পুষ্করিণীতীরদ্রুমা গ্রন্থিততর্ণকা।

নীলৈর্নীরতরঙ্গাণামন্তোঽবধিঃ কূলং তত্রত্যতৃণৈঃ স্নেহাৎ স্বয়মাহৃতৈস্তর্পিতাস্তর্ণিকাঃ বালবৎসা যয়া। গৃহদ্বারে কৃতালেপনং তত্র বর্ণকা রঙ্গবল্লীরচনাশ্চ যয়া ॥ ১৩ ॥

নীতির্বিনয়াচারাদিশিক্ষণং তদর্থম্। আদীনমীষদ্দৈন্যযুক্তং যথা স্যাৎ তথা কৃতাঃ প্রকাশিতা বাচ্যতা জনবচনীয়তা ঈদৃশানাং গৃহে কথমেবংশীলা অবিনীতা ভৃত্যাস্তিষ্ঠন্তীত্যেবং বক্ষ্যন্তি জনা ইত্যেবমাদিরূপা যয়া। স্বচরিত্রেণাপি তন্মর্য্যাদাশিক্ষকত্বমাহ মর্য্যাদেতি ॥ ১৪ ॥

এবং চিরং স্থিতায়াঃ স্বস্যাঃ জরাপ্রকর্ষেণ বামকর্ণবাধির্য্যে শিরঃপ্রকম্পে কুব্জাঙ্গে যষ্ট্যবলম্বনাধীনে চ সঞ্চারে যা জীবনদশা তাং বর্ণয়তি জীর্ণেতি। জীর্ণপর্ণসমানবর্ণস্য দেহস্যৈকোদক্ষিণো যঃ কর্ণঃ স এব শিরঃকম্পেন কম্পমানত্বাৎ দোলা তদধিরূঢ়য়েব তদধীনশ্রবণব্যবহারয়া অতএবাবলম্বনকাষ্ঠস্তোময়নে তস্যা ভনার্হয়েব জরায়াঃ সকাশাৎ ভীতয়েব চরমজীবনবৃত্ত্যা চিহ্নিতেব অত্র আসমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সঞ্চরন্তী ভ্রমন্তী। সম্ভ্রমোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

পাটলৈঃ স্বৈরখণ্ডমখণ্ডিতং মণ্ডিতা ॥ ১৭ ॥

আগ্রন্থিতা ঈষদ্গ্রন্থিনিবদ্ধাস্তর্ণকা যস্যাঃ। মুক্তপর্ণিকা মধিয়োগদুঃখাদি-

ইয়ং সা কর্ণিকানাম্নী তর্ণিকামুক্তপর্ণিকা ॥ ১৮ ॥
ইয়ং সা মেলসা কীর্ণা বরাকী জলহারিকা।
অদ্যাষ্টমং দিনং বাষ্পক্লিন্নাক্ষী পরিরোদিতি ॥ ১৯ ॥
ইহ দেবি ময়া ভুক্তমিহোষিতমিহ স্থিতম্।
ইহ সুপ্তমিহাপীতমিহ দত্তমিহাহৃতম্ ॥ ২০ ॥
এষ মে জ্যেষ্ঠশর্ম্মাখ্যঃ পুত্রোরোদিতি মন্দিরে।
এষা মে জঙ্গলে ধেনুর্দ্দোগ্‌ধ্রী চরতি শাদ্বলম্ ॥ ২১ ॥
গৃহে বসন্তদাহায় রূক্ষক্ষারবিধূসরম্।
স্বদেহমিব পঞ্চাক্ষং পশ্যেমং প্রঘণং মম ॥ ২২ ॥
তুম্বীলতাভিরুগ্রাভিঃ পুষ্টাভিরিব বেষ্টিতম্।
মহানসস্থানমিদং মম দেহমিবাপরম্ ॥ ২৩ ॥
এতে রোদনতাম্রাক্ষা বন্ধবোভুবি বন্ধনম্।
অঙ্গদার্পিতরুদ্রাক্ষা আহরন্ত্যনলেন্ধনম্ ॥ ২৪ ॥
অনারতং শিলাকচ্ছে গুচ্ছাচ্ছোটনকারিভিঃ।
তরঙ্গৈঃ স্থগিতাকারং স্পৃষ্টতীরলতাদলৈঃ ॥ ২৫ ॥

ত্যার্থিকং লভ্যতে ॥ ১৮ ॥

অলসা দুঃখাৎ স্বকার্য্যাক্ষমেতি যাবৎ। কীর্ণা রজোভিরিতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

আহৃতমানীতং ফলধান্যাদি ॥ ২০-২১ ॥

বসন্তারম্ভে হোলিকাদাহায় কৃতমিতি শেষঃ। ক্ষারেণ ভস্মনা বিধূসরম্। স্বদেহমিব মম প্রিয়মিতি শেষঃ। পঞ্চাক্ষা গবাক্ষা যস্মিন্। দেহপক্ষে অক্ষাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। প্রঘণং বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠম্ ॥ ২২ ॥

তুম্বীলতাভিরলাবুবল্লীভিঃ উগ্রাভিঃ কটুভিঃ পুষ্টাভিঃ স্নেনারোপ্য পোষিতাভিরিব বেষ্টিতং যোগ্যতয়া ছদি প্রদেশে ইতি গম্যতে। মহানসস্থানং পাকস্থানম্ ॥ ২৩ ॥

বন্ধনং প্রত্যঙ্গবন্ধনভূতা বন্ধবঃ ॥ ২৪ ॥

শিলাপ্রচুরে কচ্ছে আচ্ছোটনমাস্ফালনং। উৎপলসীকরৈরিত্যন্তবিশে-

সীকরাকীর্ণপর্য্যন্তশাদ্বলস্থলসল্লতৈঃ।
শিলাফলহকাস্ফালফেনিলোৎপলসীকরৈঃ ॥ ২৬ ॥
তুষারীকৃতমধ্যাহ্নদিবাকরকরোৎকরৈঃ।
ফুল্লপুষ্পোৎকরাসারপ্রণাদোৎকতটক্রমৈঃ ॥ ২৭ ॥
বিদ্রুমৈরিব সংক্রান্তফুল্লকিংশুককান্তিভিঃ।
ব্যাপ্তয়া পুষ্পরাশীনাং সমুল্লাসনকারিভিঃ ॥ ২৮ ॥
উহ্যমানফলাপূরসুব্যগ্রগ্রামবালয়া।
মহাকলকলাবর্ত্তমত্তয়া গ্রামকুল্যয়া ॥ ২৯ ॥
বেষ্টিতস্তরলাস্ফালজলধৌততলোপলঃ।
ঘনপত্রতরুচ্ছন্নচ্ছায়াসততশীতলঃ ॥ ৩০ ॥
অয়মালক্ষ্যতে ফুল্ললতাবলনসুন্দরঃ।
দলদ্গুলুচ্ছকাচ্ছন্নগবাক্ষোগৃহমণ্ডপঃ ॥ ৩১ ॥

যৈস্তৈস্তরঙ্গৈঃ সাধনৈঃ স্থগিতাকারং তিরস্কৃতস্বরূপং যথা স্যাৎ তথা তুষারীকৃতাঃ মধ্যাহ্নদিবাকরকরোৎকরা যৈস্তথাবিধৈস্তটক্রমৈর্ব্যাপ্তয়া গ্রামকুল্যয়া বেষ্টিতোঽয়ং গৃহমণ্ডপ আলক্ষ্যতে ইত্যুত্তরৈরন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সীকরব্যাপ্তাগ্রাঃ শাদ্বলস্থলস্থাঃ সল্লতা যেষাং। ফলহকানি ফলকানি তেষাস্ফালনমাস্ফালস্তেন ফেনিলা উৎপলবাসিতসীকরা যেষাম্ ॥ ২৬ ॥

ফুল্লপুষ্পোৎকরানাসরন্তি আগচ্ছন্তীতি ফুল্লপুষ্পোৎকরাসারা ভ্রমরাস্তৎপ্রণাদৈরুৎকৈরুৎকণ্ঠিতৈরিব স্থিতৈস্তটক্রমৈঃ ॥ ২৭ ॥

প্রতিবিম্বেন সংক্রান্তানামন্তর্বিষ্টানাং ফুল্লকিংশুকানাং পলাশানাং কান্তিভির্বিদ্রুমৈঃ প্রবালৈরিব স্বপুষ্পরাশীনাং সমুল্লাসনং মণ্ডনং তৎকারিভির্দ্রুমৈর্ব্যাপ্তয়া ॥ ২৮ ॥

প্রবাহৈরুহ্যমানে আম্রাদিফলানামাপূরে তৃষ্ণাভয়াভ্যাং সুব্যগ্রা গ্রামবালা যস্যাম্। মহাকলকলৈর্বহুকোলাহলৈরাবর্ত্তৈর্ম্মত্তয়েব ॥ ২৯-৩০ ॥

বলনং বেষ্টনং তেন সুন্দরঃ। গলদ্ভির্বিশীর্য্যমাণৈর্গুচ্ছকৈঃ ফলপুষ্পগুচ্ছৈশ্ছন্নগবাক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

অত্র মে সংস্থিতোভর্ত্তা জীবাকাশতয়াকৃতিঃ।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তমেখলায়া ভুবঃ পতিঃ ॥ ৩২ ॥
আস্মৃতং পূর্ব্বমেতেন কিলাসীদভিবাঞ্ছিতম্।
শীঘ্রং স্যামেব রাজেতি তীব্রসম্বেগধর্ম্মিণা ॥ ৩৩ ॥
দিনৈরষ্টভিরেবাসৌ তেন রাজ্যং সমৃদ্ধিমৎ।
চিরকালপ্রত্যয়দং প্রাপ্তবান্ পরমেশ্বরি ॥ ৩৪ ॥
অত্রাসৌ ভর্তৃজীবোমে স্থিতোব্যোম্নি গৃহে নৃপঃ।
অদৃশ্যঃ খে যথা বায়ুরামোদো বানিলে যথা ॥ ৩৫ ॥
ইহৈবাঙ্গুষ্ঠমাত্রান্তে তদ্ব্যোম্ন্যেব পদং স্থিতম্।
মদ্ভর্তৃরাজ্যং সমব-গতং যোজনকোটিভাক্ ॥ ৩৬ ॥
আবাং খমেব খস্থঞ্চ ভর্তৃরাজ্যং মমেশ্বরি।
পূর্ণং সহস্রৈঃ শৈলানাং মহামায়েয়মাততা ॥ ৩৭ ॥
তদ্দেবি ভর্তৃনগরং পুনর্গন্তুং মমেপ্সিতম্।
তদেহি তত্র গচ্ছাবঃ কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্ ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রণতা দেবীং সা প্রবিশ্যাশু মণ্ডপম্।
বিহঙ্গীব তয়া সাকং পুপ্লুবেসিনিভং নভঃ ॥ ৩৯ ॥
ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্যং সৌম্যৈকার্ণবসুন্দরম্।
নারায়ণাঙ্গসদৃশং ভৃঙ্গপৃষ্ঠামলচ্ছবি ॥ ৪০ ॥

জীবাকাশতয়া হেতুনা অকৃতিরক্রিয়োপি ভুবঃ পতির্ভূত্বা সংস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

আ ইতি নিপাতো ন স্যাৎ। স্মরণে ভিত্ত্বাভাবাৎ। তীব্রসম্বেগোদৃঢ়াধ্যবসায়ঃ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

স্থিতং পদং পরমার্থবস্তু যোজনকোটিভাক্ সমধিগতং ভ্রান্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

খমত্র চিদাকাশম্ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

নভোমণ্ডপান্তঃকল্পিতং মহাকাশং পুপ্লুবে উদডীয়ত ॥ ৩৯ ॥

সৌম্যেনাম্বুনা নিশ্চলেনেতি যাবৎ। একার্ণবেন সন্নিভং তুল্যম্ ॥ ৪০ ॥

মেঘমার্গমতিক্রম্য বাতস্কন্ধাবনিং তথা।
সৌরমার্গমথাক্রম্য চন্দ্রমার্গমতীত্য চ ॥ ৪১ ॥
ধ্রুবমার্গোত্তরং গত্বা সাধ্যানাং মার্গমেত্য চ।
সিদ্ধানাং সমতীত্যোর্ব্বীমুল্লঙ্ঘ্য স্বর্গমণ্ডলম্ ॥ ৪২ ॥
ব্রহ্মলোকোত্তরং গত্বা তুষিতানাঞ্চ মণ্ডলম্।
গোলোকং শিবলোকঞ্চ পিতৃলোকমতীত্য চ ॥ ৪৩ ॥
বিদেহানাং সদেহানাং লোকানুত্তীর্য্য দূরগম্।
দূরাদ্দূরমথোগত্বা কিঞ্চিদ্বুদ্ধা বভূব সা ॥ ৪৪ ॥
পশ্চাদালোকয়ামাস সমতীতং নভস্তলম্।
যাবন্ন কিঞ্চিচ্চন্দ্রার্কতারাদ্যা লক্ষ্যতে হ্যধঃ ॥ ৪৫ ॥
তমস্তিমিতগম্ভীরমাশাকুহরপূরকম্।
একার্ণবোদরপ্রখ্যং শিলোদরঘনং স্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥

লীলোবাচ।

তদ্দেবি ভাস্করাদীনাং ক্বাধস্তেজোগতং বদ।
শিলাজঠরনিষ্পন্দং মুষ্টিগ্রাহ্যং তমঃ কুতঃ ॥ ৪৭ ॥

অবনিশব্দঃ প্রদেশপরঃ ॥ ৪১ ॥

মার্গশব্দো লোকপরো ধ্রুবস্য মার্গত্বা ভাবাৎ। এবমুর্ব্বীপদমপি ॥ ৪২ ॥

তুষিতানাং নিত্যসন্তুষ্টানাং মণ্ডলং বৈকুণ্ঠম্। জগতঃ পিতরৌ শিবৌ লোক্যেতে যত্রেতি পিতৃভ্যাং বা লোক্যত ইতি পিতৃলোকোত্র শিবলোক এব। কব্যবাড়াদিপিতৃদেবাধিষ্ঠিতলোকস্য দূরমধ এবাবস্থানাদত্রাপ্রসক্তেঃ॥৪৩॥

পুরাণেষু "সদেহাশ্চ বিদেহাশ্চ ভবন্ত্যাত্মেচ্ছয়া পুন"রিতি শিবসারূপ্যমুক্তিং প্রাপ্তানাং দ্বেধাবস্থানোক্তেস্তেষাং লোকম্। অপরিচ্ছিন্নস্বরূপবিস্মরণাৎ কিঞ্চিদ্বুদ্ধা ॥ ৪৪ ॥

যাবৎ কালং যাবদ্দূরঞ্চ ন কিঞ্চিদালক্ষ্যতে তমশ্চ স্থিতং তাবৎ পশ্চাদালোকয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

আশা দশদিশস্তৎকুহরাণাং ছিদ্রাণাং পূরকম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

এতাবতীমিমাং ব্যোম্নঃ পদবীমাগতাসি ভোঃ।
অর্কাদীন্যপি তেজাংসি যতোদৃশ্যন্ত এব নো ॥ ৪৮ ॥
যথা মহান্ধকূপাধঃ খদ্যোতোনাবলোক্যতে।
পৃষ্ঠগেন তথেহাতো নাধঃ সূর্য্যোবলোক্যতে ॥ ৪৯ ॥

লীলোবাচ।

অহোনু পদবীং দূরমাবামেতামুপাগতে।
সূর্য্যোপ্যধোণুকণবন্ন মনাগপি লক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥
ইত উত্তরমন্যা স্যাৎ পদবী কা নু কীদৃশী।
কথঞ্চ মাতরেতব্যা কথ্যতামিতি দেবি মে ॥ ৫১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ইত উত্তরমগ্রে তে ব্রহ্মাণ্ডপুটকর্পরম্।
যস্য চন্দ্রাদয়োনাম ধূলিলেশাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইতি প্রকথয়ন্তৌ তে প্রাপ্তে ব্রহ্মাণ্ডকর্পরম্।
ভ্রমর্য্যাবিব শৈলস্য কুড্যং নিবিড়মণ্ডপম্ ॥ ৫৩ ॥
অক্লেশেনৈব তে তস্মান্নির্গতে গগনাদিব।

তৎ তত্র। ঘনত্বান্মুষ্টিগ্রাহ্যমিব মুষ্টিগ্রাহ্যং। কুতঃ প্রাপ্তমিতি শেষঃ ॥৪৭·৪৮॥

খং দ্যোতয়তি খে দ্যোতত ইতি বা খদ্যোতোজ্যোতিরিঙ্গণঃ পৃষ্ঠগেন দূরোর্দ্ধদেশস্থিতেন নাবলোক্যতে তথেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

পদবীং পন্থানম্। অণোঃ ত্র্যণুকস্য কণঃ পরমাণুস্তদ্বৎ ॥ ৫০ ॥

এতব্যা গন্তব্যা ॥ ৫১ ॥

পুটস্য সম্পুটস্য কর্পরমূর্দ্ধখর্পরম্। (খাপর, বাটী, ইত্যাদি ভাষা) ধূলিলেশা ইব ॥ ৫২ ॥

নিবিড়মণ্ডপং নিশ্ছিদ্রগর্ভমিতি যাবৎ ॥ ৫৩ ॥

নিশ্চয়স্থং হি যদ্বস্তু তদ্বজ্ৰগুরু নেতরৎ ॥ ৫৪ ॥
নিরাবরণবিজ্ঞানা সা দদর্শ ততস্ততম্ ।
জলাদ্যাবরণং পারে ব্রহ্মাণ্ডস্যাতিভাস্বরম্ ॥ ৫৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদ্দশগুণতস্তোয়ং তত্র ব্যবস্থিতম্ ।
আস্থিতং বেষ্টয়িত্বা তু ত্বগিবাক্ষোটপৃষ্ঠগা ॥ ৫৬ ॥
তস্মাদ্দশগুণোবহ্নিস্তস্মাদ্দশগুণোনিলঃ ।
ততো দশগুণং ব্যোম ততঃ পরমমম্বরম্ ॥ ৫৭ ॥
তস্মিন্ পরমকে ব্যোম্নি মধ্যাদ্যন্তবিকল্পনাঃ ।
ন কাশ্চন সমুদ্যন্তি বন্ধ্যাপুত্রকথা ইব ॥ ৫৮ ॥

কেবলং বিততং শান্তং
তদনাদিগতভ্রমম্ ।
আদ্যন্তমধ্যরহিতং
মহত্যাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৫৯ ॥
আকল্পমুত্তমবলেন শিলা পতেচ্চেৎ
তস্মিন্ বলাৎ পতগরাড়পি চোৎপতেচ্চেৎ ।

নিশ্চয়ঃ সত্যতাধ্যবসায়ঃ তৎস্থম্। কল্পিতকুড্যাদিবস্তু। ইতরন্মিথ্যাত্ব-বুদ্ধিবাধিতম্ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

আক্ষোটবীজকর্পরপৃষ্ঠগা ॥ ৫৬ ॥

পরমং শুদ্ধম্। অম্বরং চিদাকাশঃ। অবিদ্যায়া নষ্টত্বেনাব্যাকৃতাকাশপরি-শেষাৎ ॥ ৫৭ ॥

তস্যাপরিচ্ছিন্নতামাহ তস্মিন্নিতি ॥ ৫৮ ॥

মহত্যাত্মনি তিষ্ঠতি। স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্ বিমলেম্বরে ঊর্দ্ধদেশাদাকল্পং শিলা উত্তমবলেনাতিজবেন পতে-চ্চেদধোদেশাৎ গরুড়রাড়প্যাকল্পমুৎপতেচ্চেৎ অথ তয়োরন্তঃ অন্তরালে মানং মা তৎকল্পং তৎসমর্থং যথা স্যাৎ তথা উভয়ত একজবগোপি মারুতস্তয়ো-

তদ্যোজনং ন লভতে বিমলেশ্বরেস্ত-
র্ম্মাকল্পমেকজবগোপ্যথ মারুতোপি ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে পরমাকাশবর্ণনং নাম একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

র্যোজনং মেলনং ন লভতে কিং পুনঃ পরিতোক্তমিতি সর্ব্বতোপ্যপরিচ্ছিন্নং তদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

পৃথিব্যপ্তেজসাং তত্র নভস্বন্নভসোরপি ।
যথোত্তরং দশগুণানতীত্যাবরণান্ ক্ষণাৎ ॥ ১ ॥
দদর্শ পরমাকাশং তৎ প্রমাণবিবর্জ্জিতম্ ।
তথা ততং জগদিদং যথা তত্রাণ্ডমাত্রকম্ ॥ ২ ॥
তাদৃশাবরণান্ সর্গান্ ব্রহ্মাণ্ডেষু দদর্শ সা ।
কোটিশঃ স্ফুরিতান্ ব্যোম্নি ত্রসরেণূনিবাতপে ॥ ৩ ॥
মহাকাশমহাম্ভোধৌ মহাশূন্যত্ববারিণি ।
মহাচিদ্দ্রবভাবোত্থান্ বুদ্বুদানর্ব্বুদপ্রভান্ ॥ ৪ ॥
কাংশ্চিদাপততোধস্তাৎ কাংশ্চিচ্চোপরি গচ্ছতঃ ।
কাংশ্চিত্তির্য্যগ্গতীনন্যান্ স্থিতাংস্তদ্বান্ স্বসম্বিদা ॥ ৫ ॥

তাদৃশাস্তদ্বিচিত্রাশ্চ ব্রহ্মাণ্ডানন্তকোটয়ঃ ।
চিদ্ব্যোম্নি রেণুবদ্দৃষ্টা লীলয়েত্যত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

নভস্বন্নভসোর্ব্বায়্বাকাশয়োঃ ॥ ১ ॥

তৎ প্রাগুক্তং পরমাকাশং অবিদ্যাশবলং চিদাকাশং যথা তত্রাকাশে ইদং বর্ণিতব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং জগৎ ততং বিস্তৃতং তথা অণ্ডমাত্রকং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডজাতমপি দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি তাদৃশেতি । স্ফুরিতান্ স্বপ্রকাশাধিষ্ঠানচৈতন্যেন ভাসিতান্ ॥ ৩ ॥

মহাশূন্যত্বমবিদ্যা সৈব বারি যত্র । অর্ব্বুদগ্রহণমসংখ্যত্বপরম্ ॥ ৪ ॥

"ইতীদৃশানামণ্ডানাং কোট্যো জ্ঞেয়াঃ সহস্রশঃ । সর্ব্বগত্বাৎ প্রধানস্য তির্য্যগূর্দ্ধমধস্থিতা" ইতি পুরাণোক্তিমনুরুধ্যাহ কাংশ্চিদিতি । স্বসম্বিদা ব্রহ্মাণ্ডাভিমানিজীবসম্বিদনুসারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যত্র যত্রোদিতা সম্বিদ্যেষাং যেষাং যথা যথা।
তত্র তত্রোদিতং রূপং তেষাং তেষাং তথা তথা ॥ ৬ ॥
নেহৈব তত্র নাধোর্দ্ধং নাধোন চ গমাগমাঃ।
অন্যদেব পদং কিঞ্চিৎ তস্মাদ্দেহাগমং হি তৎ ॥ ৭ ॥
উৎপদ্যোৎপদ্যতে তত্র স্বয়ং সম্বিৎস্বভাবতঃ।
স্বসঙ্কল্পৈঃ শমং যাতি বালসঙ্কল্পজালবৎ ॥ ৮ ॥

রামউবাচ।

কিমধঃ স্যাৎ কিমূর্দ্ধং স্যাৎ কিং তির্য্যক্ তত্র ভাস্বরে।
ইতি ব্রূহি মম ব্রহ্মন্ ইহৈব যদি ন স্থিতম্ ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

সসর্ব্বাবরণা এতে মহত্যন্তবিবর্জ্জিতে।
ব্রহ্মাণ্ডা ভান্তি দুর্দ্দৃষ্টৈর্ব্ব্যোম্নি কেশোণ্ড্রকো যথা ॥ ১০ ॥

ইদানীন্তনক্রিয়াবৈচিত্র্যাদ্রূপবৈচিত্র্যোৎপত্তিরপি প্রাক্তনোপাসনাসম্বিদনুসারেণৈবেত্যাহ যত্রেতি ॥ ৬ ॥

ইদঞ্চ তদনুভবিতৃদৃষ্ট্যোক্তং পরমার্থতস্তু তত্র চিদাকাশে ইহ এতদ্ব্রহ্মাণ্ডদেশেপি নৈব কিঞ্চিদস্তি ঊর্দ্ধমপি নাস্মেত্যন্তনিবারণার্থম্। তেষামণ্ডানাং গমনাগমনান্যপি ন চ কিন্ত্বন্যদেব কিঞ্চিদবাঙ্মনসগোচরং দিগ্বিভাগাদিসর্ব্বদ্বৈতশূন্যং পদং বর্ত্তন্তি তস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ডজাতং বর্ণিতং তদ্দেহাগমং দেহপ্রাপ্তিমজ্জদৃশাভিপ্রেত্য তত্ত্বপোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদি ধর্ম্মোপি নাস্তি ক তর্হ্যুৎপত্ত্যাদিকল্পনেতি চেৎ তদধিষ্ঠানসম্বিদ্যেবেত্যাহ উৎপদ্যেতি। স্বভাবোত্র স্বাবিদ্যা তত্তত্তৎপ্রভবৈঃ স্বসঙ্কল্পৈরুৎপদ্যত ইব শমং যাতীবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

নমু ব্যধিষ্ঠানে দিগ্বিভাগো নাস্তি তর্হ্যধ্যস্তেপি ন স্যাৎ। অধ্যস্তস্যাধিষ্ঠানমিথ্যাত্রনিষ্ঠত্বনিয়মাদিত্যাশয়েন রামঃ শঙ্কতে কিমধ ইতি। ইহাধিষ্ঠানে যদি প্রাক্ ন স্থিতং তর্হি তত্র কল্পনয়া ভাস্বরে জগতি কিমধঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মায়িকে প্রপঞ্চে নৈতাদৃশনিয়মব্যভিচারোদোষায়েত্যাশয়েন এতদনুভব

অস্বাতন্ত্র্যাৎ প্রধাবন্তি পদার্থাঃ সর্ব্ব এব যৎ।
ব্রহ্মাণ্ডে পার্থিবোভাগস্তদধস্তূর্দ্ধমন্যথা ॥ ১১ ॥
পিপীলিকানাং মহতাং ব্যোম্নি বর্ত্তুললোষ্ট্রকে।
দশদিক্কমধঃপাদাঃ পৃষ্ঠমূর্দ্ধমুদাহৃতম্ ॥ ১২ ॥
বৃক্ষবল্মীকজালেন কেষাঞ্চিৎ হৃদি ভূতলম্।
সসুরানরদৈত্যেন বেষ্টিতং ব্যোমনির্ম্মলম্ ॥ ১৩ ॥
সম্ভৃতং সহ ভূতেন সগ্রামপুরপর্ব্বতম্।

মাহ বশিষ্ঠঃ সসর্ব্বেতি। দুর্দৃষ্টৈঃ তিমিরদূষিতদৃষ্টৈঃ ॥ ১০ ॥

সর্ব্ববস্তূনামীশ্বরেচ্ছাপারতন্ত্র্যান্না নিয়মাতিক্রমো ন দোষ ইত্যাশয়েনাহ অস্বাতন্ত্র্যাদিতি। যথা কদম্বকেসরাণামাধারকর্ণিকাগোলকমপেক্ষ্যৈব মূলদেশকল্পনা তথা ব্রহ্মাণ্ডেষু সর্ব্বভাবানাং পৃথিবীমপেক্ষ্যাধোদেশকল্পনা। ন চ বাস্তবাধোদিগভাবে বৃন্তমুক্তস্য ফলস্য গুরুত্বাদধঃপতনে বিনিগমনাবিরহঃ স্যাদিতি বাচ্যম্। গুরুত্বং হি বিষয়াণাং স্বস্বেন্দ্রিয়াকর্ষণশক্তিরিব স্বশক্যসম্বন্ধপৃথিব্যাদেঃ স্বাংশাকর্ষণশক্তিরেব ন গুণান্তরম্। অতএব হি বহির্দ্দিগ্বিভাগাভাবাৎ গুরুতমানামপি ব্রহ্মাণ্ডানাং ন পতনাদিপ্রসক্তির্ন বা তদাবরণজলাদেস্তদ্বিশ্লেষপ্রসক্তিরিতি নাধিষ্ঠানচিতি দিগ্বিভাগাপেক্ষেত্যাশয়েন সমাধ্যন্তরমাহ ব্রহ্মাণ্ডে ইতি। পার্থিবোমহাপৃথিবীরূপো ব্রহ্মাণ্ডভাগস্তস্য সর্ব্বভৌতিকপদার্থস্যাধঃ। অন্যথা তদন্যো নভোভাগ ঊর্দ্ধমিতি কল্পনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অয়ং প্রকারঃ—ভূগোলং সর্ব্বতঃ খগোলেন জ্যোতিশ্চক্রাধারেণ বেষ্টিতমিত্যভ্যুপগচ্ছতাং জ্যোতিঃশাস্ত্রকৃতামপি সম্মত ইত্যাশয়েন তদুদাহৃতং দৃষ্টান্তমাহ পিপীলিকানামিতি। লোষ্ট্রকে মৃৎপিণ্ডে। দশসু দিক্ষু দশদিক্কং লগ্নানাং পাদা অধ এব পৃষ্ঠস্থ ঊর্দ্ধমিতি মহতাং সূর্য্যাদীনামুদাহৃতং তৎসিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইত্থং শঙ্কাং সমাধায় প্রস্তুতব্রহ্মাণ্ডানাং বৈচিত্র্যং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে বৃক্ষেত্যাদিনা। কেষাঞ্চিৎ ব্রহ্মাণ্ডানাং হৃদি অন্তর্ভূতলং বৃক্ষবল্মীকজালেন বেষ্টিতং ন মনুষ্যৈঃ। ব্যোম তু সুরৈরনরৈর্নরভিন্নৈর্নরসদৃশৈঃ কিংপুরুষৈর্দৈত্যৈশ্চ সহিতৈস্তৈস্তৈর্লোকৈর্ব্বেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চিত্তু ব্রহ্মাণ্ডজাতং ভূতেন ইদংকল্পনভূতেন সদ্যঃ কল্পনাঙ্কেন চতু-

ইদংকল্পনভূতেন পক্বাক্ষোটমিব ত্বচা ॥ ১৪ ॥
যথা বিন্ধ্যবনাভোগে প্রস্ফুরন্তি করেণবঃ।
তথা তস্মিন্ পরাভোগে ব্রহ্মাণ্ডত্রসরেণবঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্ সর্ব্বং ততঃ সর্ব্বং তৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
তচ্চ সর্ব্বময়োনিত্যং তথা তদণুকং প্রতি ॥ ১৬ ॥
শুদ্ধবোধময়ে তস্মিন্ পরমালোকবারিধৌ।
অজস্রমেত্য গচ্ছন্তি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যাস্তরঙ্গকাঃ ॥ ১৭ ॥
অন্তঃশূন্যাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ সঙ্কল্পক্ষয়রাত্রয়ঃ।
তরঙ্গা ইব তোয়েঙ্কৌ প্রোহ্যন্তে শূন্যতার্ণবে ॥ ১৮ ॥
কেষাঞ্চিদন্তঃকল্পান্তঃ প্রবৃত্তোর্ম্মর্ঘরারবঃ।
ন শ্রুতোহম্মৈর্ম্ম চ জ্ঞাতঃ স্বভাবেন রসাকুলৈঃ ॥ ১৯ ॥

র্ব্বিন প্রাণিবর্গেণ সহৈব সদ্ভূতমুৎপন্নং। আক্ষোটং কনরাজদ্রুমফলম্ ॥ ১৪ ॥

বিন্ধ্যাচলস্থ বনলক্ষণে আভোগে কল্পিতসংস্থানে করেণবঃ করিণ্যঃ পরস্থ পরমাত্মন আভোগে মায়াশবলসংস্থানে। গজা ইতি বাচ্যে করেণুগ্রহণং যমকার্থম্ ॥ ১৫ ॥

নন্থ যথা ব্রহ্মাণ্ডাশ্চিদাকাশং প্রত্যণবস্তথা চিদাকাশমপি কঞ্চিৎ পদার্থং প্রত্যণু কিং ন স্যাৎ তত্রাহ তস্মিন্নিতি। স্থিতৌ তস্মিন্ সর্ব্বং উৎপত্তৌ ততঃ সর্ব্বং প্রলয়ে তৎ সর্ব্বং। যৎ যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বকালেষু সর্ব্ববস্তুষু চ তদেব। তচ্চ "তদ্যদিদমন্নময়োহন্নোময়ঃ সর্ব্বময়" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আত্মৈব তথাভূতশ্চ তৎ কং প্রত্যণু স্যাৎ ন কঞ্চিৎ প্রতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শুদ্ধবোধময়ে। স্বার্থে ময়ট্ ॥ ১৭ ॥

তত্র কেচিৎ ব্রহ্মাণ্ডা অব্যাকৃতা এবান্তঃসন্তীত্যাহ অন্তরিতি। পূর্ব্বকল্পীয়সর্ব্বসঙ্কল্পবীজলিঙ্গোপাধিক্ষয়ে সতি রাত্রয়স্তমোরূপাঃ সুষুপ্ত ইবেতি যাবৎ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসী"দিতি শ্রুতাবসচ্ছব্দেনেব শূন্যতাশব্দেনাব্যাকৃতমুচ্যতে। তল্লক্ষণে অর্ণবে অম্বুধৌ প্রকর্ষেণ উহ্যন্তে তর্ক্যন্তে। "কথমসতঃসজ্জায়তে"ইতিশ্রুত্যুক্তযুক্ত্যা সন্তীতি তর্ক্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বভাবেন স্বাভাবিকেন মোহেন। রসোবিষয়রাগস্তদাকুলৈরন্যৈশ্চ

অন্যেষাং প্রথমারম্ভে শুদ্ধভূষু বিজৃম্ভতে।
সর্গঃ সংসিক্তবীজানাং কোশেঙ্কুরকলা যথা ॥ ২০ ॥
মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ সূর্য্যার্চ্চির্ব্বিদ্যুতোদ্রয়ঃ।
প্রবৃত্তা গলিতুং কেচিৎ তাপে হিমকণা ইব ॥ ২১ ॥
আকল্পং নিপতন্ত্যেব কেচিদপ্রাপ্তভূময়ঃ।
যাবদ্বিশীর্য্য জায়ন্তে তথা সম্বিন্ময়াঃ কিল ॥ ২২ ॥
স্তব্ধা ইব স্থিতাঃ কেচিৎ কেশোণ্ড্রকমিবাম্বরে।
বায়োঃ স্পন্দা ইবাভান্তি তথা প্রোদিতসম্বিদঃ ॥ ২৩ ॥
আচারাদ্বেদশাস্ত্রাণামাদ্য এবান্যথোদিতে।
আরম্ভোপি তথান্যেষামনিত্যঃ সংস্থিতঃ ক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাতোঽনৈব জ্ঞাতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্যেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং প্রথমারম্ভে প্রাথমিককল্পযুগাদ্যারম্ভে পূর্ব্বোৎপন্নপ্রাণিভিরদূষিতত্বাৎ শুদ্ধাসু ভূষু ভুবনেষু সর্গঃ প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কোশে বীজপুটে অঙ্কুর এব শুভ্রত্বাৎ কলা ॥ ২০ ॥

কেষু চিদ্ব্রহ্মাণ্ডেষু মহাপ্রলয়স্য সম্পত্তৌ বিভবে বিজৃম্ভণকাল ইতি যাবৎ। সূর্য্যাদয়ঃ প্রথমং ভুবনং দগ্ধ্বা স্বয়মপি গলিতুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কেচিৎ ব্রহ্মাণ্ডা অপ্রাপ্তা ভূমিরাধারো যৈঃ। নন্বু পতনাসম্ভবঃ প্রাগুক্তস্তস্য কা গতিস্তত্রাহ তথেতি। পতনসম্বিন্ময়েষু পতনং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

স্তব্ধা নিশ্চলা অন্যে তথা প্রোদিতসম্বিদঃ স্পন্দাত্মসম্বিদ্বাসনাপ্রভবা ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

নন্বু "ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইতিশ্রুত্যা সর্গাণামৈকরূপ্যং প্রতিপাদিতং তদ্বিরুদ্ধমিদং কথং বৈচিত্র্যমুচ্যতে তত্রাহ আচারাদিতি। তয়া শ্রুত্যা পূর্ব্বকল্পে যাদৃশী ধাতুঃ সৃষ্টিস্তাদৃশ্যেব দ্বিতীয়াদিরিতি প্রতিপাদ্যতে। তত্র বেদশাস্ত্রাণাং সম্বন্ধিনঃ প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মজ্ঞানানুষ্ঠানলক্ষণাদাচারাৎ ধাতৃভাবং প্রাপ্তস্য আদ্যে প্রাথমিকে এব সর্গে অন্যথা ইতরধাতৃসর্গবৈলক্ষণ্যেনোদিতে সতি অন্যেষাং তদুত্তরকল্পীয়সর্গাণামারম্ভোপি তথা পূর্ব্ববদস্তু নাম তথাপি

কেচিদ্ব্রহ্মাদিপুরুষাঃ কেচিদ্বিষ্ণ্বাদিসর্গপাঃ।
কেচিচ্চান্যপ্রজানাথাঃ কেচিন্নির্নাথজন্তবঃ ॥ ২৫ ॥
কেচিদ্বিচিত্রসর্গেশাঃ কেচিত্তির্য্যঙ্ময়ান্তরাঃ।
কেচিদেকার্ণবাপূর্ণা ইতরে জনিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥
কেচিচ্ছিলাঙ্গনিষ্পিণ্ডাঃ কেচিৎ কৃমিময়ান্তরাঃ।
কেচিদ্দেবময়া এব কেচিন্নরনয়ান্তরাঃ ॥ ২৭ ॥
কেচিন্নিত্যান্ধকারাঢ্যাস্তথাশীলিতজন্তবঃ।
কেচিন্নিত্যপ্রকাশাঢ্যা স্তথাশীলিতজন্তবঃ ॥ ২৮ ॥
কেচিন্মশকসম্পূর্ণা উডুম্বরফলশ্রিয়ঃ।
নিত্যং শূন্যান্তরাঃ কেচিৎ শূন্যস্পন্দাত্মজন্তবঃ ॥ ২৯ ॥
সর্গেণ তাদৃশেনান্যে পূর্ণা যেন্তর্দ্ধিয়ামিহ।

ধাত্রন্তরসর্গাপেক্ষয়া অস্ত ক্রমোঽনিত্যোঽনিয়ত এব সংস্থিত ইতি বৈচিত্র্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

"তপসা তোষয়িত্বা তু পিতরং পরমেশ্বরম্। পরস্পরস্মাজ্জায়ন্তে পরস্পরজয়ৈষিণ"ইতি পুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং কল্পভেদেন পরস্পরস্মাদুৎপত্ত্যভিধানাদুৎপাদকপ্রাধান্যে তেষাং গুণভেদাৎ সর্গস্য সত্ত্বাদিগুণপ্রাধান্যপ্রযুক্তবৈচিত্র্যমপি দুর্ব্বারমিত্যাশয়েনাহ কেচিদিত্যাদিনা। কেচিৎ ব্রহ্মাণ্ডা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ এবাদিপুরুষো যেষাং তথাবিধাঃ। বিষ্ণুরেবাদিঃ সর্গপঃ সর্গাধিনাথো যেষাম্। অন্যে রুদ্রভৈরবতুর্গাবিনায়কাদয়ঃ প্রজানাথা যেষাম্। তত্তন্মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকপুরাণাদিষু তেষামপি ব্রহ্মাদিনিয়ন্তৃতাশ্রবণাৎ। নির্নাথা নিয়ন্তৃশূন্যা মৃগপক্ষ্যাদিজন্তবো যেষু ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মাদীনাং সমপ্রাধান্যে বিচিত্রসর্গেশাঃ। ইত্থঞ্চ প্রাণিকর্ম্মবাসনাবৈচিত্র্যাৎ দ্রষ্টৄণামিচ্ছাবোধাদিবৈচিত্র্যাচ্চ যথেচ্ছং ব্রহ্মাণ্ডবৈচিত্র্যং সুবচমিত্যাশয়েনাহ তির্য্যঙ্ময়ান্তরা ইত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

নিষ্পিণ্ডা নিতরাং পিণ্ডিতা নিবিড়া ইতি যাবৎ ॥ ২৭ ॥

তথাশীলিতা দৃষ্টা জন্তবঃ প্রাণিনো যেষু। পেচকাদীনামন্ধকারেপি দর্শনসামর্থ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

কল্পনামপি নায়াস্তি ব্যোমপূর্ণাচলোযথা ॥ ৩০ ॥
তাদৃগম্বরমেতেষাং মহাকাশং ততং স্থিতম্।
আজীবিতং প্রগচ্ছদ্ভির্ব্বিষ্ণ্বাদ্যৈর্যন্ন মীয়তে ॥ ৩১ ॥
প্রত্যেকস্যাণ্ডগোলস্য স্থিতঃ কটকরত্নবৎ।
ভূতাকৃষ্টিকরোভাবঃ পার্থিবঃ স্বস্বভাবতঃ ॥ ৩২ ॥
যঃ সর্ব্ববিভবোস্মাকং ধিয়াং ন বিষয়ং ততঃ।
তজ্জগৎকথনে শক্তির্ম্ম মমাস্তি মহামতে ॥ ৩৩ ॥

ভীমান্ধকারগহনেস্থ মহত্যরণ্যে
নৃত্যন্ত্যদর্শিতপরস্পরমেব মত্তাঃ।

তাদৃশেন সর্গেণ পূর্ণা যে সর্গা অস্তর্দ্ধিয়াং যোগিনাং কেপি স্ফুটব্যবহার-কল্পনাং সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়তাং নায়াস্তি। অস্মদ্ধিয়ামিতি পাঠেপ্যস্মাকং ধীরিব ধীর্যেষাং যোগিনামিত্যেবার্থঃ ॥ ৩০ ॥

তাদৃগিতি পদং দেহলীদীপকন্যায়েন পূর্ব্বেণোত্তরেণ চ সম্বধ্যতে। তথাচ ব্যোমপূর্ণাচলোযথা যাদৃশস্তাদৃগম্বরমাকাশঃ অশূন্যস্বভাব ইতি যাবৎ। মহা-কাশং মহাপ্রকাশস্ত তাদৃক্ তথা ততং বিস্তৃতং যথা আজীবিতং স্বজীবনকাল-মভিব্যাপ্য প্রগচ্ছদ্ভির্ধাবদ্ভিরপি বিষ্ণ্বাদ্যৈর্যন্ন মীয়তে ইয়দিতি ন পরিমীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

নম্বস্তু ব্রহ্মাণ্ডানন্ত্যং তদ্বৈচিত্র্যঞ্চ তথাপি বাহ্যজলাদ্যাবরণানাং বিধারকা-ভাবাৎ কথং ন বিশ্লেষ ইত্যাশঙ্ক্য প্রাগম্যদুক্তামাকর্ষণশক্তিমাশ্রিত্য সমাধত্তে প্রত্যেকস্যেতি। ভূতানামাকৃষ্টিরাকর্ষণং তৎকরোভাবঃ শক্তিবিশেষঃ কটক-রত্নবৎ পরিতোব্যাপ্তঃ স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

জগদ্বিস্তারবর্ণনং তদশক্তিখ্যাপনব্যাজেনোপসংহরতি য ইতি। অস্মাকং ধিয়াং জগদ্বর্ণনবিষয়ে যঃ সর্ব্ববিভবঃ স দর্শিত ইতি শেষঃ। ততঃ পরং বজ্জগদ্ধিয়াং ন বিষয়ং বিষয়ঃ। বিষয়শব্দে ক্লীবতা ছান্দসী। তৎকৃথনে মম শক্তির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন মদীয়বর্ণনাশক্ত্যা ইয়ন্ত্যেব জগন্তীতি মন্তব্যং কিন্তু পরৈরলক্ষিতাত্মপ্য-নন্তানি সন্তি মায়ায়াং সর্গশক্ত্যানন্ত্যাদিতি সদৃষ্টান্তমাহ ভীমেতি। ন দর্শিতং

যক্ষা যথা প্রবিততে পরমাম্বরেস্ত-
রেবং স্ফুরন্তি সুবহূনি মহাজগন্তি ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিচিত্রব্রহ্মাণ্ডকোটিবর্ণনং নাম ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

পরস্পরং স্বরূপং যথা স্যাৎ তথা যক্ষা ভূতগণা যথা নৃত্যন্তি এবং সুবহূনি জগন্ত্যবিদ্যাবৃতে ব্রহ্মণি স্ফুরন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

এবমাকলয়ন্ত্যৌ তে নির্গত্য জগতোনিজাৎ।
অন্তঃপুরং দদৃশতুর্ঝটিত্যেব বিনির্গতে ॥ ১ ॥
স্থিতপুষ্পভরাপূর্ণমহারাজমহাশবম্।
শবপার্শ্বোপবিষ্টান্তশ্চিত্তলীলাশরীরকম্ ॥ ২ ॥
ঘনরাত্রিতয়াপ্লাপ্লমহানিদ্রাজনাকুলম্।
ধূপচন্দনকর্পূরকুঙ্কুমামোদগন্ধরম্ ॥ ৩ ॥
তমালোক্যাপরং ভর্ত্তুঃ সংসারং গন্তুমাদৃতা।
পপাত লীলা সঙ্কল্প-দেহেনাত্রৈব তন্নভঃ ॥ ৪ ॥
বিবেশ ভর্ত্তুঃ সঙ্কল্প-সংসারং কিঞ্চিদাততম্।
সংসারাবরণং ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডকর্পরম্ ॥ ৫ ॥

পুনরন্তঃপুরপ্রেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডান্তরদর্শনম্।
শূরাদিলক্ষসন্নদ্ধসৈন্যপ্রেক্ষাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

নিজাং প্রাগ্ভবীয়াৎ জগতোনির্গত্য এবমুক্তপ্রকারমনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-বৈচিত্র্যমাকলয়ন্তৌ পশ্যন্তৌ তে তেষু কিঞ্চিৎ ব্রহ্মাণ্ডং ঝটিত্যেব প্রবিশ্যান্তঃ-পুরং দদৃশতুস্তত্র চ ন চিরমূষতুঃ কিন্তু ঝটিত্যেব বিনির্গতে ইতি বক্ষ্যমাণানু-বাদঃ ॥ ১ ॥

স্থিতেত্যাদিবহুব্রীহয়োঽন্তঃপুরবিশেষণানি। অন্তঃসমাধ্যারূঢ়ং চিত্তং যস্মিংস্তথাবিধং লীলাশরীরং যস্মিন্ ॥ ২ ॥

ঘনশব্দেন শোকপ্রযুক্তৈর্দার্ঢ্যং লক্ষ্যতে। অম্লাময়া মহানিদ্রয়া সুষুপ্ত্যা সুপ্তৈর্জ্জনৈরাকুলম্ ॥ ৩ ॥

অত্রৈবান্তঃপুর এব তন্নভঃ প্রাগুক্তমণ্ডপাকাশম্ ॥ ৪-৫ ॥

প্রাপ সার্দ্ধং তয়া দেব্যা পুনরাবরণান্বিতম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপং স্ফারং তং প্রবিশ্য তথা জবাৎ ॥ ৬ ॥
দদর্শ ভর্ত্তুঃ সঙ্কল্প-জগজ্জম্বালপল্বলম্ ।
সিংহীব শৈলকুহরং তমোজলদপঙ্কিলম্ ॥ ৭ ॥
দেব্যৌ বিবিশতুস্তত্তে ব্যোম ব্যোমাত্মিকে জগৎ ।
ব্রহ্মাণ্ডেন্তর্যথা পক্বং মৃদুবিল্বং পিপীলিকে ॥ ৮ ॥
তত্র লোকান্তরাণ্যদ্রীনন্তরিক্ষমতীত্য তে ।
প্রাপতুর্ভূতলং শৈলমণ্ডলাম্ভোধিসঙ্কুলম্ ॥ ৯ ॥
মেরুণালঙ্কৃতং জম্বূদ্বীপং নবদলোদরম্ ।
গত্বাথ ভারতে বর্ষে লীলানাথস্য মণ্ডলম্ ॥ ১০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তস্মিন্ মণ্ডলে মণ্ডিতাবনৌ ।
চক্রেবস্কন্দনং কশ্চিৎ সামন্তোদ্রিক্তভূমিপঃ ॥ ১১ ॥
তেন সংগ্রামসংরম্ভে প্রেক্ষার্থং সমুপাগতৈঃ ।
ত্রৈলোক্যভূতৈস্তদ্ব্যোম বভূবাত্যন্তসঙ্কটম্ ॥ ১২ ॥
অশঙ্কিতা গতে তত্তে দেব্যৌ দদৃশতুর্নভঃ ।
নভশ্চরগণাক্রান্তমম্বুদৈরিব মালিতম্ ॥ ১৩ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বগণবিদ্যাধরান্বিতম্ ।

স্ফারং বিস্তীর্ণম্ ॥ ৬ ॥

জম্বালস্য পঙ্কস্য পল্বলং বেশন্তমিব স্থিতম্ । তমোজলদাভ্যাং পঙ্কিলং সপঙ্কমিব স্থিতম্ ॥ ৭ ৯ ॥

নবদলানি নবখণ্ডাঃ । লীলানাথস্য মণ্ডলং রাজ্যং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

অবস্কন্দনং সেনয়া আক্রমণম্ । সামন্তৈর্মণ্ডলেশ্বরৈঃ স্বসহায়ৈরুদ্রিক্তো-বিবৃদ্ধোভূমিপঃ সিন্ধুরাজঃ ॥ ১১ ॥

তেন সহ সংগ্রামসংরম্ভে প্রসক্তে সতীতি শেষঃ । ত্রৈলোক্যস্থৈর্ভূতৈঃ প্রাণিভিঃ সঙ্কটং নিবিড়িতম্ ॥ ১২ ॥

মিথ্যাত্বনিশ্চয়াদন্তর্দ্ধানাদিকুশলত্বাচ্চাশঙ্কিতং ভয়শঙ্কারহিতং যথা স্যাৎ

শূরগ্রহণসংরব্ধস্বর্গলোকাপ্সরোবৃতম্ ॥ ১৪ ॥
রক্তমাংসোন্মুখোনৃত্ত-ভূতরক্ষঃপিশাচকম্।
পুষ্পবৃষ্টিভিরাপূর্ণহস্তবিদ্যাধরাঙ্গনম্ ॥ ১৫ ॥
বেতালযক্ষকুষ্মাণ্ডৈর্দ্বন্দ্বালোকনসাদরৈঃ।
আয়ুধাপাতরক্ষার্থং গৃহীতাদ্রিতটৈর্বৃতম্ ॥ ১৬ ॥
অস্ত্রমার্গনভোভাগবিদ্রবদ্ভূতমণ্ডলম্।
আহোপুরুষিকাক্ষুব্ধপ্রেক্ষকামোদনোদ্ভটম্ ॥ ১৭ ॥
আসন্নভীমসংগ্রামকিম্বদন্তীপরম্পরম্।
লীলাহাসবিলাসোৎকসুন্দরীধৃতচামরম্ ॥ ১৮ ॥
ধর্ম্মাপ্রেক্ষ্যপ্রযুক্তাগ্র্যমুনিস্বস্ত্যয়নস্তবম্।
সম্পন্নানেকলোকেশবনিতাবসরস্তবম্ ॥ ১৯ ॥
স্বর্গার্হশূরানয়নব্যগ্রেন্দ্রভটভাস্বরম্।

তথা আগতে। নভশ্চরেত্যাদীন্যারামপ্রশ্নান্নভসোবিশেষণানি ॥ ১৩-১৪ ॥

ইত আরভ্য যথাযোগং বহবোবহুব্রীহিসমাসাঃ ॥ ১৫ ॥

বেতালাদয়ো ভূতজাতিভেদাঃ। দ্বন্দ্বপদেন তৎকার্য্যং যুদ্ধং লক্ষ্যতে। আয়ুধানাং আ সমন্তাৎ পাতেভ্য আত্মনোরক্ষার্থং গৃহীতান্যাশ্রিতান্যদ্রিতটানি যৈঃ ॥ ১৬ ॥

অস্ত্রাণাং মার্গভূতাৎ সন্নিহিতান্নভোভাগাৎ। অহো অহং পুরুষ ইত্যভিমান আহোপুরুষিকা ॥ ১৭ ॥

কিম্বদন্তী জনশ্রুতিঃ। লীলাসু হাসবিলাসয়োশ্চোৎকাভিরুৎকণ্ঠিতাভিঃ ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্মাতিশয়েনান্যৈরপ্রেক্ষ্যাণাং প্রেক্ষিতুমশক্যানাং প্রযুক্তেন যোগবলেন চাগ্র্যাণাং শ্রেষ্ঠানাং মুনীনাং জগৎস্বস্ত্যয়নার্থং পঠ্যমানা দেবতাস্তবা যস্মিন্। সম্পন্না অনেকেষাং গন্ধর্ব্বাদিলোকপালানাং বনিতা বিষয়াস্তদবসরোচিতাঃ স্তবা যস্মিন্। অপ্সরসঃ স্বাস্থপেক্ষ্য অভিনবান্ কান্তান্নোপগচ্ছেয়ুরিতি লোকেশাস্তাঃ স্তুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্বর্গার্হাঃ স্বর্গালঙ্করণত্বাৎ স্বর্গযোগ্যাঃ। লোকপালাখ্যা বারণা ঐরাব-

শূরার্থালঙ্কৃতোত্তুঙ্গলোকপালাখ্যবারণম্ ॥ ২০ ॥
আগচ্ছচ্ছূরসম্মানোন্মুখগন্ধর্ব্বচারণম্ ।
শূরোন্মুখামরস্ত্রৈণ-কটাক্ষেক্ষিতসঙ্কটম্ ॥ ২১ ॥
বীরদোর্দ্দণ্ডকাশ্লেষলম্পটস্ত্রীগণাকরম্ ।
শুক্লেন শূরযশসা চন্দ্রীকৃতদিবাকরম্ ॥ ২২ ॥

রামউবাচ ।

ভগবচ্ছূরশব্দেন কীদৃশঃ প্রোচ্যতে ভটঃ ।
স্বর্গালঙ্করণং কঃ স্যাৎ কোবা ডিম্ভাহবোভবেৎ ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

শাস্ত্রোক্তাচারযুক্তস্য প্রভোরর্থেন যো রণে ।
মৃতোবাথ জয়ী বা স্যাৎ স শূরঃ শূরলোকভাক্ ॥ ২৪ ॥
অন্যথা প্রাণিকৃত্তাঙ্গোরণে যোমৃতিমাপ্নুয়াৎ ।
ডিম্ভাহবহতঃ প্রোক্তঃ স নরো নরকাস্পদম্ ॥ ২৫ ॥
অযথাশাস্ত্রসঞ্চারবৃত্তেরর্থেন যুধ্যতে ।
যোনরস্তস্য সংগ্রামে মৃতস্য নিরয়োক্ষয়ঃ ॥ ২৬ ॥
যথাসম্ভবশাস্ত্রার্থলোকাচারানুবৃত্তিমান্ ।
যুধ্যতে তাদৃশৈশ্চৈব ভক্তঃ শূরঃ স উচ্যতে ॥ ২৭ ॥

ত্তাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

অমরাণাং স্ত্রৈণেন স্ত্রীসমূহেন ॥ ২১ ॥

যশঃশৈত্যেনাভিভূতৌষ্ণ্যত্বাচ্চন্দ্রীকৃতঃ ॥ ২২ ॥

প্রসঙ্গাৎ শূরাদিলক্ষণং জিজ্ঞাসুরামঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি। অনুক্তাস্যচি-ন্তস্যাপি ডিম্ভাহবস্যাত্র লক্ষণপ্রশ্নঃ শূরস্বর্গালঙ্করণত্বব্যতিরেকাত্মকত্বাৎ তৎ-প্রাসঙ্গিকোবোদ্ধব্যঃ ॥ ২৩ ॥

রণে যুধ্যত ইতি শেষঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

পূর্ব্বোক্তমেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্নাহ অযথাশাস্ত্রেত্যাদিনা ॥ ২৬-২৭ ॥

গোরর্থে ব্রাহ্মণস্যার্থে মিত্রস্যার্থে চ সম্মতে।
শরণাগতযত্নেন স মৃতঃ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২৮ ॥
পরিপাল্যস্বদেশৈকপালনে যঃ স্থিতঃ সদা।
রাজা মৃতাস্তদর্থং যে তে বীরা বীরলোকিনঃ ॥ ২৯ ॥
প্রজোপদ্রবনিষ্ঠস্য রাজ্ঞোঽরাজ্ঞোঽথ বা প্রভোঃ।
অর্থেন যে মৃতা যুদ্ধে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৩০ ॥
যে হি রাজ্ঞামরাজ্ঞাং বাপ্যযথাশাস্ত্রকারিণাম্।
রণে ম্রিয়ন্তে ছিন্নাঙ্গাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৩১ ॥
ধর্ম্ম্যং যথা তথা যুদ্ধং যদি স্যাৎ তর্হি সংস্থিতিঃ।
নাশয়েয়ুরলং মত্তাঃ পরলোকভয়োজ্ঝিতাঃ ॥ ৩২ ॥
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ স্বর্গ ইত্যবশোক্তয়ঃ।
ধর্ম্মে যোদ্ধা ভবেচ্ছূর ইত্যেবং শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
সদাচারবতামর্থে খড়্গধারাং সহন্তি যে।
তে শূরা ইতি কথ্যন্তে শেষা ডিম্বাহবাহতাঃ ॥ ৩৪ ॥

শরণাগতস্য রক্ষণার্থেন যুদ্ধপ্রযত্নেন ॥ ২৮ ॥

পরিপাল্যস্যাবশ্যং পরিপালনার্হস্য স্বদেশস্য একপালনে মুখ্যবৃত্ত্যা রক্ষণে স্থিত উদ্যুক্তঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

অযথাশাস্ত্রকারিসমাশ্রয় এব নরকায় কিং পুনঃ প্রজোপদ্রবকারিসমাশ্রয় ইত্যাশয়েন পুনরাহ যে হীতি। অযথাশাস্ত্রকারিণামর্থে ইতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

ধার্ম্মিকাশ্রিতস্যাপ্যধর্ম্মেণ যুধ্যতোহতস্য ন স্বর্গ ইত্যাহ ধর্ম্ম্যমিতি। ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যম্। সংস্থিতিঃ স্বর্গে স্থিতিঃ। অধর্ম্মেণাপি যুদ্ধেন যদি হতস্য স্বর্গঃ স্যাৎ তর্হি পরলোকস্য নির্ভয়াঃ সন্তঃ অলমত্যর্থং অধর্ম্মযুদ্ধেনাপি মত্তাঃ পরান্নাশয়েয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পরপ্রাণান্ নিজপ্রাণৈঃ পণীকৃত্যোদ্যতায়ুধঃ। "যত্র যত্র হতঃ শূরঃ স্বর্গস্তত্র পদে পদে" ইত্যাদিসামান্যপ্রবাদানাং তর্হি কা গতিস্তত্রাহ—যত্রেতি ॥ ৩৩-৩৪ ॥

তেষামর্থে রণে ব্যোম্নি তিষ্ঠন্ত্যুৎকণ্ঠিতাশয়াঃ ।
শূরীভূতমহাসত্ত্বদয়িতোক্তিসুরাঙ্গনাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিদ্যাধরীমধুরমন্থরগীতিগর্ভং
মন্দারমাল্যবলনাকুলকামিনীকম্ ।
বিশ্রান্তকান্তসুরসিদ্ধবিমানপংক্তি
ব্যোমোৎসবোচ্চরিতশোভমিবোল্ললাস ॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে যুদ্ধপ্রেক্ষিকাস্থিতাম্বরবর্ণনং নাম একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

শূরীভূতানাং মহাসত্ত্বানাং মহাবলানাং দয়িতা বয়মিত্যুক্তির্যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্ যথা স্যাৎ তথা তিষ্ঠন্তি প্রতীক্ষন্ত ইতি যাবৎ ॥ ৩৫ ॥

মন্দারমাল্যানাং বলনা শূরোরসি প্রদানায় গ্রথনং স্বকবরীষু বেষ্টনং বা তত্রাকুলা ব্যগ্রাঃ কামিন্যো যস্মিন্। উৎসবার্থমুচ্চরিতা উর্দ্ধগতা শোভা যস্য তথাবিধমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৩৬ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

অথ বীরবরোৎকণ্ঠনৃত্যদপ্সরসি স্থিতা ।
লীলাবলোকয়ামাস ব্যোম্নি বিদ্যান্বিতাবনৌ ॥ ১ ॥
স্বরাষ্ট্রমণ্ডলে ভর্ত্তৃপালিতে বলমালিতে ।
কস্মিংশ্চিদ্বিততারণ্যে দ্বিতীয়াকাশভীষণে ॥ ২ ॥
সেনাদ্বিতয়মাক্ষুব্ধং সৌম্যাব্ধিদ্বিতয়োপমম্ ।
মহারম্ভঘনং মত্তং স্থিতং রাজদ্বয়ান্বিতম্ ॥ ৩ ॥
যুদ্ধসজ্জং সুসন্নদ্ধমিদ্ধমগ্নিমিবাদ্ভুতম্ ।
পূর্ব্বপ্রহারসম্পাতপ্রেক্ষাক্ষুব্ধাক্ষিলক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥
উদ্যতামলনিস্ত্রিংশধারাসারবহজ্জনম্ ।
কচৎপরশ্বধপ্রাসভিন্দিপালর্ষ্টিমুদ্গরম্ ॥ ৫ ॥
গরুত্মৎপক্ষবিক্ষুব্ধবনসম্পাতকম্পিতম্ ।
উদ্যদ্দিনকরালোকচঞ্চৎকনককঙ্কটম্ ॥ ৬ ॥

সাঙ্কল্পিকবিমানস্থজ্ঞপ্তিলীলাবলোকিতম্ ।
সন্নদ্ধসেনাদ্বিতয়ং যুযুৎস্বত্রোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিদ্যাসরস্বতী তদন্বিতা লীলা অবনৌ সেনাদ্বিতয়মবলোকয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

বলেন চতুরঙ্গসৈন্যেন মালিতে বেষ্টিতে। সিংহবৃশ্চিকরক্ষঃপিশাচাধারত্বাৎ দ্বিতীয়াকাশভীষণে ॥ ২ ॥

মহদ্ভিরারম্ভৈঃ কার্য্যোদ্যোগৈঃ ॥ ৩-৪ ॥

নিস্ত্রিংশানাং খড়্গানাং ধারা এবাসারা জলধারাস্তান্ বহন্তো জনা যত্র। পরশ্বধঃ পরশুঃ। ভিন্দিপালাদয় আয়ুধবিশেষাঃ ॥ ৫ ॥

কঙ্কটং বর্ম্ম ॥ ৬ ॥

পরস্পরমুখালোককোপপ্রোদ্দামিতায়ুধম্ ।
অন্যোন্যবদ্ধদৃষ্টিত্বাচ্চিত্রং ভিত্তাবিবার্পিতম্ ॥ ৭ ॥
লেখামর্য্যাদয়া দীর্ঘবদ্ধয়া স্থাপিতস্থিতি ।
অনিবার্য্যমহাসৈন্যঝাঙ্কারাশ্রুতসঙ্কথম্ ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বপ্রহারস্ময়তশ্চিরং সংশান্তদুন্দুভি ।
নিবদ্ধযোধসংস্থাননিখিলানীকমন্থরম্ ॥ ৯ ॥
ধনুর্দ্বিতয়মাত্রাম্বুশূন্যমধ্যৈকসেতুনা ।
বিভক্তং কল্পবাতেন মত্তমেকার্ণবং যথা ॥ ১০ ॥
কায়ে সঙ্কটসংরম্ভচিন্তাপরবশেশ্বরম্ ।
বিরটদ্ভেককণ্ঠত্বগ্ভঙ্গুরাতুরহৃদ্গুহম্ ॥ ১১ ॥
প্রাণসর্ব্বস্বসন্ত্যাগসোদ্যোগাসংখ্যসৈনিকম্ ।
কর্ণাকৃষ্টশরৌঘৌঘত্যাগোন্মুখধনুর্ধরম্ ॥ ১২ ॥
প্রহারপাতনম্প্রেক্ষানিস্পন্দাসংখ্যসৈনিকম্ ।
অন্যোন্যোৎকণ্ঠকাঠিন্যভরভ্রূকুটিসঙ্কটম্ ॥ ১৩ ॥

কোপাৎ প্রোদ্দামিতানি প্রোদ্যতানি ॥ ৭ ॥

সর্পাদিনিরোধায় মান্ত্রিকোল্লিখিতরেখাসদৃশ্যা সেনাদ্বয়মধ্যাকৃতরেখা লক্ষণয়া বা মর্য্যাদয়া। ঝাঙ্কারৈশ্চ নির্ভরনিভৃতত্বাদশ্রুতাঃ সঙ্কথাঃ মিথোবার্ত্তা যত্র ॥ ৮ ॥

রাজাজ্ঞাতঃ পূর্ব্বং প্রহারো নাভূদিতি স্ময়াৎ শঙ্কা ততো নিমিত্তাৎ নিবদ্ধপ্রায়েণ যোধা এব সংস্থানানি প্রধানাবয়বসন্নিবেশা যস্য তথাবিধেন নিখিলানীকেন মন্থরম্ ॥ ৯ ॥

ধনুর্দ্বিতয়প্রমাণং জলশূন্যাম্বকং যন্মধ্যং তল্লক্ষণেনৈকসেতুনা ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরৌ রাজানৌ। ভয়াৎ ভেককণ্ঠত্বগিব ভঙ্গুরা কম্পমানা আতুরাণাং ভীরূণাং হৃদ্গুহা যত্র ॥ ১১ ॥

শরৌঘলক্ষণস্তোঘস্য প্রবাহস্য ॥ ১২ ॥

যুদ্ধোৎকণ্ঠয়া কাঠিন্যং নির্দ্দয়তা ক্রোধ ইতি যাবৎ। তত্তৎপ্রযুক্তভ্রূকুটিভিঃ সঙ্কটং দুষ্প্রেক্ষ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

পরস্পরসুসঙ্ঘট্টকটুটঙ্কারকঙ্কটম্।
বীরযোধমুখাদগ্ধভীরুপ্রেঙ্খিতকোটরম্ ॥ ১৪ ॥
মিথঃ সংস্থানকালোকমাত্রাসন্দিগ্ধজীবিতম্।
সমস্তাঙ্গরুহাসক্তপ্রাংশুবৃদ্ধেভমানবম্ ॥ ১৫ ॥
পূর্ব্বপ্রহারসম্প্রেক্ষাব্যগ্রপ্রাণতয়া তয়া।
সংশান্তকল্লোলরবং নিদ্রামুদ্রপুরোপমম্ ॥ ১৬ ॥
সংশান্তশঙ্খসঙ্ঘাতভূর্য্যনির্হ্রাদদুন্দুভি।
ভূতলাকাশসংলীনসর্ব্বপাংসুপয়োধরম্ ॥ ১৭ ॥
পলায়নপরৈঃ পশ্চাৎত্যক্তমঙ্গুলমণ্ডলম্।
বিসারিমকরব্যূহমৎস্যসংখ্যাব্ধিভাসুরম্ ॥ ১৮ ॥
পতাকামঞ্জরীপুঞ্জবিজিতাকাশতারকম্।
হাস্তিকোত্তম্ভিতকরকাননীকৃতখাস্তরম্ ॥ ১৯ ॥
তরত্তরলভাপূরসপক্ষসকলায়ুধম্।

সুসঙ্ঘট্টোঽভিঘাত স্তেন কটুটঙ্কারাঃ কঙ্কটা বারবাণা যত্র। বীরযোধমুখাগ্নিনা আদগ্ধৈরিব শ্যামীকৃতমুখৈর্ভীরুভির্নিলয়নায় প্রেঙ্খিতা গিরিকোটরা যত্র ॥ ১৪ ॥

সংস্থানকং যুদ্ধং তদালোকনপর্য্যন্তং অসংদিগ্ধং জীবিতং যস্য। সম্যগস্তৈরুদঞ্চিতৈরঙ্গরুহৈরাসক্তা অতএবোর্দ্ধং প্রাংশবস্তির্য্যক্‌বৃদ্ধা উপচিতা ইভা মানবাশ্চ যত্র ॥ ১৫ ॥

প্রাণশব্দেন তদ্বশং চিত্তং লক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥

পাংসুপয়োধরয়োর্যথাক্রমং সম্বন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

মঙ্গুলাঃ সেনামণ্ডনভূতাঃ শূরাঃ। মকরব্যূহানাং মৎস্যানাঞ্চ সখ্যং যুদ্ধং যস্মিংস্তথাবিধাব্ধিরিব ভাসুরম্ ॥ ১৮ ॥

হাস্তিকানাং হস্ত্যাধোহাণামুত্তম্ভিতৈরূর্দ্ধীকৃতৈঃ করৈঃ কাননমিব সম্পদ্যমানং কৃতং খাস্তরং নভোবকাশো যস্মিন্ ॥ ১৯ ॥

তরদ্ভিঃ প্লবস্তিস্তরলৈর্ভাপূরৈঃ সপক্ষাণীব সম্বৃত্তানি সকলায়ুধানি যস্মিন্।

ধমদ্ধমিতিশব্দৈশ্চ খাসোত্থৈর্ধ্মাতথান্তরম্ ॥ ২০ ॥
চক্রব্যূহকরাক্রান্তদুর্বৃত্তসুরভাস্বরম্ ।
গরুড়ব্যূহসংরম্ভবিদ্রবন্নাগসঞ্চয়ম্ ॥ ২১ ॥
শ্যেনব্যূহবিভিন্নাগ্রসন্নিবেশোত্তমধ্বনি ।
অন্যোন্যাস্ফোটনিঃশেষপ্রপতদ্ভূরিবৃন্দকম্ ॥ ২২ ॥
বিবিধব্যূহবিন্যাসবান্তবীরবরারবম্ ।
করপ্রতোলনোল্লাসমত্তমুদ্গরমণ্ডলম্ ॥ ২৩ ॥
কৃষ্ণায়ুধাংশুজলদশ্যামীকৃতদিবাকরম্ ।
অনিলাধূতপল্ল্যলসূৎকৃতাভশরধ্বনি ॥ ২৪ ॥
অনেককল্পকল্পাগ্রসবৃন্দমিব সংস্থিতম্ ।
প্রলয়ানিলসংক্ষুব্ধমেকার্ণবমিবোত্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

দুন্দুভ্যাদীনাং ধমদ্ধমিতিশব্দৈঃ খাসোত্থৈঃ শঙ্খকাহলাদিশব্দৈশ্চ ধ্মাতং শব্দায়মানং কৃতম্ ॥ ২০ ॥

সাম্প্রতং সেনয়োঃ প্রদেশভেদেন ব্যূহরচনাভেদং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি চক্রেতি। কচিচ্চক্রব্যূহস্য করৈর্নির্মাতৃভিঃ পুরুষৈরাক্রান্তা দুর্বৃত্তা দানবা যে তথাবিধৈঃ সুরৈরিব ভাস্বরম্। নাগশব্দশ্লেষভিত্তিকাভেদারোপেণ সর্পাত্মতয়া গজা উচ্যন্তে ॥ ২১ ॥

কচিত্তু শ্যেনব্যূহেন বিভিন্নোবিভক্তো যঃ প্রতিসৈন্যসন্নিবেশ স্তেন হেতুনা উত্তমস্তারতমোধ্বনির্যস্মিন্। কচিত্তু অন্যোন্যং প্রতিভুজাস্ফোটেন সংরম্ভান্ নিঃশেষং কৃৎস্নশঃ প্রপতন্তোভূরিবৃন্দকাঃ সমূহা যস্মিন্ ॥ ২২ ॥

ব্যূহবিন্যাসাৎ বান্তানাং পুরোনির্গতানাং বীরাণাং বর আরবো যস্মিন্। করেণ প্রতোলনমুদ্যমনং তৎকৃতেনোল্লাসেন মত্তানীব ভ্রমন্তি মুদ্গরমণ্ডলানি যস্মিন্ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণানাং শ্যামানামায়ুধানামংশুভিরিবোত্থিতৈর্জ্জলদৈঃ শ্যামীকৃতস্তিরোহিত ইতি যাবৎ। পল্ল্যলাস্তৃণবিশেষাস্তেষাং সূৎকৃতমিতি বায়ুসঙ্ঘট্টনজন্যশব্দানুকরণম্ ॥ ২৪ ॥

কল্পায় প্রলয়ায় কল্পন্তে সমর্থা ভবন্তীতি কল্পকল্পাঃ পুষ্করাবর্ত্তকাদিমেঘাঃ।

সদ্যশ্ছিন্নং মহামেরোঃ পক্ষদ্বয়মিব স্ফুরৎ।
ক্ষুব্ধমারুতনির্দ্ধূতমিব কজ্জলপর্ব্বতম্ ॥ ২৬ ॥
পাতালকুহরাৎ ক্ষুব্ধমন্ধকারমিবোত্থিতম্।
লোকালোকমিবোন্মত্তনৃত্যলোললসত্তটম্।
মহানরকসঙ্ঘাতং ভিত্ত্বাবনিমিবোত্থিতম্ ॥ ২৭ ॥

আলোলকুন্তমুসলাসিপরশ্বধাংশু
শ্যামায়মানদিবসাতপবারিপূরৈঃ।
একার্ণবং ভুবনকোষমিবাচিরেণ
কর্ত্তুং সমুদ্যতমগাধমনন্তপূরৈঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে আহবারম্ভণং নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

অনেকৈকৈস্তৈরগ্রে সবৃন্দং সঙ্ঘীভূতমিব ॥ ২৫ ॥

কজ্জলপর্ব্বতোঞ্জনাদ্রিঃ। শ্যামতমগজাদিবাহুল্যাৎ তৎসাম্যোক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

উন্মত্তনৃত্যেন লোলা লসন্তশ্চ তটা বপ্রাণি যস্য ॥ ২৭ ॥

কুন্তাদ্যায়ুধানামংশবঃ কিরণাস্তল্লক্ষণৈঃ শ্যামায়মানোদিবসাতপো যেভ্য স্তথাবিধৈর্ব্বারিভিঃ পূর্য্যন্ত ইতি বা বারিভিঃ পূরয়ন্তি জগদিতি বা বারিপূরা-মেঘাস্তৈর্ভুবনকোশমনন্তৈঃ পূরৈঃ প্রবাহৈরগাধমেকার্ণবং কর্ত্তুং সমুদ্যত-মিবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥
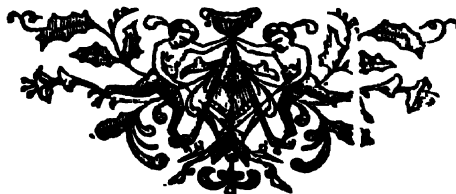
ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

রামউবাচ।

ভগবন্ যুদ্ধমেতন্মে সমাসেন মনাগ্বদ।
শ্রুতিরাহ্লাদ্যতে শ্রোতুর্যস্মাদেতাভিরুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ তত্রৈব তে দেব্যৌ সংগ্রামং তমবেক্ষিতুম্।
বিমানে কল্পিতে কান্তে রুদ্ধে রুরুহতুঃ স্থিরে ॥ ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র লীলেশঃ প্রতিপক্ষতঃ।
তমুৎসোঢ়ুমশক্তঃ সন্ মুখব্যতিকরে রণে ॥ ৩ ॥
প্রলয়ার্ণবকল্লোল ইবোৎপত্যোম্ভয়ে ভটে।
জহৌ সানাবিব শিলাং ভটস্যোরসি মুদ্গরম্ ॥ ৪ ॥
অথ প্রবৃত্তঃ প্রসভং প্রলয়ার্ণবরংহসা।
সেনয়োঃ শস্ত্রসম্পাতঃ কিরন্ননলবিদ্যুতঃ ॥ ৫ ॥

সাঙ্কল্পিকবিমানস্থপ্রজ্ঞালীলাসমীক্ষিতঃ।
অথ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামঃ সেনয়োরত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রুতিঃ শ্রোত্রমাহ্লাদ্যতে তত্ত্বোপদেশগ্রহণপ্রতিরোধিজামিতাদোষনিবারণেনেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সত্যসঙ্কল্পেন কল্পিতে কান্তে রমণীয়ে নভসি রুদ্ধে নিশ্চলীকৃতে অতএব স্থিরে বিমানে আরুরুহতুঃ ॥ ২ ॥

তত্র তয়োঃ সেনয়োর্ম্মুখব্যতিকরে পরস্পরমুখসঙ্ঘট্টনে প্রসক্তে সতি প্রতিপক্ষতঃ শত্রুসৈন্যাৎ প্রলয়ার্ণবকল্লোল ইবোৎপত্য নির্গত্য উম্ভয়ে নির্ভয়ে কস্মিংশ্চিদ্ভটে প্রহর্ত্তুকামে সতি লীলেশো বিদূরথস্তমুৎসোঢ়ুং ক্ষন্তুমশক্তঃ সন্ তস্য ভটস্যোরসি মুদ্গরং জহৌ প্রহৃতবানিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩-৪ ॥

অথ যুদ্ধপ্রবৃত্ত্যনন্তরম্। অনলপদেন তৎসদৃশানি শস্ত্রাণি বিদ্যুৎপদেন

তরত্তরলধারাগ্ররেখাঙ্কিতনভস্তলঃ।
ধ্বনৎকণকণাশব্দমধ্যলক্ষিতটাঙ্কৃতিঃ ॥ ৬ ॥
ধীরহুঙ্কারমিশ্রোষ্মঘর্ঘরারবঘস্মরঃ।
প্রবৃত্তশরধারাগ্রভাস্করার্চ্চির্ব্বিতানকঃ ॥ ৭ ॥
নদৎকঙ্কটটঙ্কারপ্রোড্ডীনকণপাবকঃ।
পরস্পরাহতিচ্ছিন্নহেতিখণ্ডখগাম্বরঃ ॥ ৮ ॥
বীরদোর্দ্রুমসঞ্চার-বহদ্বননভস্থলঃ।
কোদণ্ডচক্রক্রেঙ্কারদ্রবদ্বৈমানিকাঙ্গনঃ ॥ ৯ ॥
মহাহলহলারাবভৃঙ্গীকৃতঘনধ্বনিঃ।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থ ইবৈকঘনতাবশাৎ ॥ ১০ ॥
নারাচাসারধারাগ্রলূনশূরশিরস্করঃ।
পরস্পরাংসসঙ্ঘট্টরণৎকঙ্কটসঙ্কটঃ ॥ ১১ ॥

তৎপ্রভাশ্চ লক্ষ্যন্তে ॥ ৫ ॥

ইতঃ প্রভৃতি সর্ব্বাণি সর্গান্ত্যশ্লোকস্থরণসন্ত্রমবিশেষণানি। তরতাং প্লবমানানাং শস্ত্রাণাং তরলধারাগ্রৈ রেখাঙ্কিতমিত্যোৎপ্রেক্ষিকম্ ॥ ৬ ॥

হুঙ্কারমিশ্রত্বেন তারতমত্বাদূষ্মণো গ্রীষ্মাস্তস্ত ঘনঘর্ঘরারাবাণাং ঘস্মরোভক্ষ-কস্তিরস্কর্ত্তেতি যাবৎ। শরধারাপ্রতিফলিতভাস্করার্চ্চীংষ্যেব বিতানং যস্ত ॥৭॥

শরখড়্গাদিপ্রহারাৎ নদদ্ভ্যঃ কঙ্কটেভ্যোবর্ম্মভ্যষ্টঙ্কারেণ প্রোড্ডীনাঃ কণপাবকাঃ স্ফুলিঙ্গা যস্মিন্। হেতিখণ্ডাঃ খড়্গশকলান্যেব প্রোড্ডীয়মানত্বাৎ খগা যস্মিংস্তথাবিধমম্বরমাকাশং যত্র ॥ ৮ ॥

দোর্দ্রুমাণাং সঞ্চারৈর্ব্বহৎ সঞ্চরৎ বনং যস্মিংস্তথাবিধং নভস্থলং যত্র ॥ ৯ ॥

ভৃঙ্গপদেন ধ্বনির্লক্ষ্যতে। হলহলারাবৈরভিভবাত্তৃঙ্গধ্বনিবদন্নীকৃতোমেঘ-ধ্বনির্যত্র। "তদ্যথা সৈন্ধবঘনোনন্তরোবাহ্যঃ কৃৎস্নোরসঘন এবং বা অরে হয়মাত্মা বিজ্ঞানঘন এব"ইতিশ্রুতিদর্শিত একঘনঃ পরমাত্মা তদ্ভাববশাৎ যথা নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থোবাহ্যশব্দাদীন্নানুভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্। "সমাধৌ বাহ্যশব্দাদীন্ যাবদেষোধিগচ্ছতি। তাবৎ স সবিকল্পঃ স্যান্নির্ব্বিকল্প-স্ততঃপর"ইতি ॥ ১০-১১ ॥

হুঙ্কারহতহেত্যুগ্রসঙ্ঘট্টকটুটাঙ্কৃতঃ ।
তরদ্ধারাতরঙ্গাভ্র-দন্তুরাশেষদিঙ্মুখঃ ॥ ১২ ॥
হেতিসঙ্ঘট্টবিক্ষোভমুষ্টিগ্রাহ্যঝণজ্ঝণঃ ।
চিরমাস্ফোটকাস্ফোটলুঠচ্চটচটারবঃ ॥ ১৩ ॥
প্রবহৎখড়্গসীৎকারজ্বলৎসণসণধ্বনিঃ ।
সরচ্ছরভরাধ্বান্তশরৎখরখরারবঃ ॥ ১৪ ॥
ধগদ্ধগিতি বিচ্ছিন্নকণ্ঠোত্থপ্রাণলোহিতঃ ।
ছিন্নবাহুশিরঃখড়্গখণ্ডনির্ব্বিবরাম্বরঃ ॥ ১৫ ॥
কঙ্কণ্টোত্থস্ফুরদ্বহ্নিসটাস্পৃষ্টশিরোরুহঃ ।
রণৎপত্তদসিব্রাতমত্তপীনঝণজ্ঝণঃ ॥ ১৬ ॥
কুন্তকুণ্ঠিতমাতঙ্গতরঙ্গোত্তুঙ্গলোহিতঃ ।
দন্তিদন্তবিনিষ্পেষ তারচীৎকারকর্কশঃ ॥ ১৭ ॥
মহামুসলসম্পাতপিষ্টকষ্টোদ্ধুরস্বরঃ ।
তরচ্ছূরশিরঃপদ্মপ্রকরাচ্ছাদিতাম্বরঃ ॥ ১৮ ॥

খড়্গধারাতরঙ্গৈরভ্রৈর্দ্দন্তুরাণ্যুন্নতদন্তানীব দিঙ্মুখানি যত্র ॥ ১২ ॥

খড়্গপ্রহারেণ শত্রোর্ব্বিক্ষোভে তচ্ছিরোগ্রহণায় প্রবৃত্তস্য হস্তস্য তদলাভাজ্ঝণজ্ঝণশব্দ এব মুষ্টিগ্রাহ্য ইব সম্পন্নো যত্র । বাহ্বাস্ফোটকানাং শূরাণামাস্ফোটৈর্লুঠন্ত ইব চটচটারবা যত্র ॥ ১৩ ॥

ত্বরয়া কোশাৎ প্রবহতাং নির্গচ্ছতাং খড়্গানাং লোহসঙ্ঘর্ষসীৎকারসহিতোজ্জ্বলৎকণানাং সণসণইতি ধ্বনির্যত্র । সরতাং শরভরাণামধ্বান্তে মার্গাবধৌ লক্ষ্যদেশ ইতি যাবৎ । শরতাং বিশরারূণাং খরখরারবো যত্র ॥ ১৪ ॥

ধগদ্ধগিতি শব্দেন সহ বিচ্ছিন্নকণ্ঠাদুত্থাঃ প্রাণা লোহিতানি চ যত্র ॥ ১৫ ॥

বহ্নেঃ সটা[illegible]জ্বালাভিঃ স্পৃষ্টাঃ শিরোরুহাঃ কেশা যত্র । অসিব্রাতানাং মত্তা হর্ষপরবশচিত্তাঃ সম্পন্নাঃ পীনা রণোৎসাহোৎফুল্লদেহাঃ শূরা যেন তথাবিধোঝণজ্ঝণরবোযত্র ॥ ১৬ ॥

কুন্তৈরায়ুধভেদৈঃ কুণ্ঠিতানাং মাতঙ্গানাং তরঙ্গোত্তুঙ্গো লোহিতপ্রবাহো যত্র ॥ ১৭-১৮ ॥

ব্যোমন্যস্তভুজাহীন্দ্রঃ পূর্ণধূলিময়াম্বুদঃ।
ছিন্নহেতিনরারব্ধকেশাকেশিপ্রতিক্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
নখানখি নিকৃত্তাক্ষিকর্ণনাসোষ্ঠকন্ধরঃ।
ছিন্নায়ুধমহামল্লহেলোল্লালনলব্ধভূঃ ॥ ২০ ॥
পতৎসমদমাতঙ্গকম্পিতোর্ব্বীলুঠদ্রয়ঃ।
রণদ্রথরয়োৎপন্নক্ষরদ্রক্তসরিৎপথঃ ॥ ২১ ॥
রজোরচিতনীহারঃ কচৎপ্রবহদায়ুধঃ।
একীকৃতঘনক্ষোভসৈন্যসাগরগর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
মত্তহাসবিলাসেন মৃত্যুনা পরিচর্ব্বিতঃ।
গর্ব্বিতাদ্রীন্দ্রনাগেন্দ্রখর্ব্বিতাম্ভোদগর্জ্জিতঃ ॥ ২৩ ॥
বৃক্ষশ্বভ্রতটীচ্ছন্নচক্রশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরঃ।
শরোর্ণাতস্তনীরন্ধ্রঘৃষ্টিযোধাদ্রিমেখলঃ ॥ ২৪ ॥
মেঘবিশ্রান্তবিচ্ছিন্নপতাকাপটচামরঃ।

কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং কেশাকেশি তদেব হেতিচ্ছেদনাপরাধপ্রতীকারো যত্র ॥ ১৯ ॥

ছিন্নায়ুধৈর্ম্মহামল্লানাং হেলয়া তিরস্কারেণ উল্লালনেন উৎকৃষ্টবাহুযুদ্ধক্রীড়য়া লব্ধা ভূর্জ্জয়স্থানং যত্র ॥ ২০ ॥

মাতঙ্গেন কম্পিতানাং অতএব ধাবিতুমশক্যা উর্ব্ব্যাং লুঠতাং রয়ো যত্র ॥ ২১-২২ ॥

চর্ব্বিতোভক্ষিতঃ। চর্চ্চিত ইতি পাঠে হিংসিতোর্ভৎসিতো বা। নাগেন্দ্রৈর্গজশ্রেষ্ঠৈঃ খর্ব্বিতানি ঔন্নত্যেন গর্জ্জিতেন চান্নীকৃতান্যম্ভোদাম্বদগর্জ্জিতানি চ যত্র ॥ ২৩ ॥

বৃক্ষশ্বভ্রাদ্যাশ্রয়েণ প্রহরতাং বধায় ক্ষিপ্তা স্তত্র চ্ছন্নাশ্চক্রাদয়ো যত্র। শরলক্ষণোর্ণাতন্তুর্ভিনীরন্ধ্রঘৃষ্টয়ো নিরন্তরাহুস্যূতা নানাবর্ণা যোধলক্ষণা অদ্রিমেখলাঃ পর্ব্বতনিতম্বা যত্র ॥ ২৪ ॥

মেঘানাং বিশ্রান্তৈরাক্রমণৈর্ম্মেঘেষু বা বিশ্রান্তৈর্ব্বিদ্যুদাদিভির্ব্বিচ্ছিন্নাঃ।

যন্ত্রপাষাণচক্রৌঘদূরবিক্রুতখেচরঃ ॥ ২৫ ॥
মরণব্যগ্রকৃত্তাঙ্গযোধাক্রন্দাতিঘর্ঘরঃ ।
কুঠারাঘাতসঞ্জাতবিদলন্মস্তকব্রজঃ ॥ ২৬ ॥
দূরোড্ডীনকচৎখড্গখণ্ডতারকিতাম্বরঃ ।
শক্তিনির্ম্মুক্তশক্ত্যোঘবিভিন্নেভাবৃতাবনিঃ ॥ ২৭ ॥
সৈন্যব্যাকুলবেতাললননোন্মুক্তমুদ্গরঃ ।
গগনোত্তম্ভিতোত্তুঙ্গশূরতোমরতোরণঃ ॥ ২৮ ॥
ভুশুণ্ডীভগ্নখড্গৌঘখণ্ডালীব্যোমকুন্তলঃ ।
কুন্তবেণুবনন্যস্ততাপাম্বরকচচ্ছবিঃ ॥ ২৯ ॥
খড্গর্ষ্টিবৃষ্টিসম্পুষ্টরাজপূজিতসৈনিকঃ ।
শূলোত্তম্ভিতসচ্ছূরগ্রহণোদ্যমিতাপ্সরাঃ ॥ ৩০ ॥
গদাতুষারবিগলৎস্ফুরিতাঙ্গদদিঙ্মুখঃ ।
প্রাসপ্রসভসম্পিষ্টকষ্টচেষ্টিতয়োৎকটঃ ॥ ৩১ ॥
চক্রক্রকচসঞ্চারচ্ছিন্নাশ্বনরবারণঃ ।
পরশুব্রাতসন্তাপপতৎসমদবারণঃ ॥ ৩২ ॥

ক্ষেপণাখ্যযন্ত্রনির্ম্মুক্তপাষাণৈশ্চক্রৌঘৈশ্চ দূরং বিক্রুতাঃ খেচরাঃ পক্ষ্যাদয়ো যত্র ॥ ২৫-২৬ ॥

খড্গখণ্ডৈস্তারকিতং সংজাততারকমিবাম্বরং যত্র । শক্ত্যা বলেন নির্ম্মুক্তৈঃ শক্ত্যায়ুধৌঘৈঃ ॥ ২৭ ॥

গগনে উত্তম্ভিতান্যত্তুঙ্গানি শূরতোমরাণ্যেব তোরণস্রগিব যত্র ॥ ২৮ ॥

খড্গখণ্ডালিরেব ব্যোম্নঃ কুন্তলাঃ কেশা যত্র । কুন্তসমূহলক্ষণে বেণুবনে ন্যস্তঃ ক্ষিপ্ত স্তাপো দাবাগ্নিরিবাম্বরে কচন্তী ছবিঃ কুন্তকান্তির্যত্র ॥ ২৯ ॥

সম্পুষ্টৈঃ সন্তোষিতৈস্তৎস্বামিরাজৈঃ ॥ ৩০ ॥

গদালক্ষণৈস্তুষারৈর্বিগলন্তি পদ্মানীব স্ফুরিতাঙ্গদদিশাং ভটানাং মুখানি যত্র ॥ ৩১-৩২ ॥

লকুটোল্লোড়নোড্ডীনপ্রোড্ডামরচটস্তটঃ।
যন্ত্রপাষাণসম্পাতপিষ্টকেতুরথক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥
করবালবিলূনাগ্রচ্ছত্রপঙ্কজপাণ্ডুরঃ।
ক্ষেপণক্ষোভসঙ্ক্ষীণসৈন্যক্ষোভোপ্যলক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
কবন্ধবন্ধসন্নেতৃপাতসম্পিষ্টপার্শ্বগঃ।
সাঙ্কুশাঙ্কিতসন্ধ্যস্থবীরবারিতবারণঃ ॥ ৩৫ ॥
পরশুব্রাতসম্পাতপতৎসমদবারণঃ।
পাশাপাশিবিশেষজ্ঞবীরাতিপরিদেবনঃ ॥ ৩৬ ॥
ক্ষুরিকাকুক্ষিনির্ভেদগলৎপদ্মপতজ্জনঃ।
ত্রিশূলবলনোন্মভশূরসঙ্করনর্ত্তভঃ ॥ ৩৭ ॥
ধাবদ্ধান্বুষ্কসম্পূর্ণকুলকূজিতকাকলিঃ।

"তটাকশ্চ তড়াগঃ স্যাৎ মঞ্চকোমঞ্জকস্তথা। মণ্ডপোমণ্টপশ্চ স্যাল্লকুটোল-গুড়োপি চ"ইতিদ্বিরূপোক্তের্লকুটৈর্বৃহদ্যষ্টিভিরুল্লোড়নং গবামিব প্রকালনং তেনোড্ডীনা ইবাদর্শনং গতাঃ। প্রোড্ডামরা উৎপতনশীলাশ্চটন্তো বৃক্ষকুড্য-চর্ম্মাদিনাত্মানমাবৃণ্বানাশ্চ ভটা যত্র। চটে আবরণে ॥ ৩৩ ॥

পঙ্কজৈরুত্তংসপদ্মৈঃ পাণ্ডুরম্। ন লক্ষয়তীত্যলক্ষণঃ সৈন্যক্ষোভং ন গণয়-তীতি যাবৎ ॥ ৩৪ ॥

উৎপ্লুত্য রথিকান্ জীবগ্রাহং নিম্নক্ষতামন্তরা শিরশ্ছেদে কবন্ধানাং ছিন্ন-শিরস্কদেহানাং বন্ধৈরাশ্লেষবন্ধনৈঃ সন্নেতৄণাং জীবগ্রথনায়কানাং পাতেনোৎ-পথপ্রবৃত্তরথাদিভিঃ সম্পিষ্টাঃ পার্শ্বগা যত্র। সাঙ্কুশানাং হস্তিপকানামঙ্কুশা-ঘাতেনাঙ্কিতৈরপি সন্ধ্যস্থৈর্যুদ্ধে প্রহারিভিঃ শূরৈর্ব্বারিতা নিরস্তা বারণা যত্র ॥ ৩৫ ॥

বীরাণামতিশয়িতং পরিতোদেবনং প্রাণদ্যূতং যত্র ॥ ৩৬ ॥

পদ্মং হৃদয়পদ্মং। শূরসঙ্করাঃ শূরবহুলা যোধা স্তেষাং নর্ত্ততো গাত্রবিক্ষে-পাৎ ॥ ৩৭ ॥

ধন্বঃ প্রহরণং যেষাং তে ধান্বুষ্কাঃ। কাকলির্ম্মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ। সটা-টোপঃ কেসরাড়ম্বরঃ আরভটী সাহঙ্কারনাদঃ তাভ্যাং নৃসিংহবেষনটা ইব

ভিন্দিপালসটাটোপহুঙ্কারারভটীনটঃ ॥ ৩৮ ॥
বজ্রমুষ্টিবিনিষ্পিষ্টপিষ্টসম্ভটসঙ্কটঃ ।
শ্যেনবদ্ব্যোমপদবীপ্রোৎপতৎপটুপট্টিশঃ ॥ ৩৯ ॥
অঙ্কুশাকৃষ্টশূরেশরথেভহয়কেতনঃ ।
হলাহলিহতালূনহেলাকুলকুলাচলঃ ॥ ৪০ ॥
স্থতালোত্তালকুদ্দালনিখাতবনভূতলঃ ।
ধনুর্দ্বিগুণমাত্রান্তলূনলোকশিলাবলিঃ ॥ ৪১ ॥
ক্রকচোভয়পার্শ্বেভচ্ছিন্নমত্তমতঙ্গজঃ ।
সংগ্রামোলূখলক্ষুণ্ণলোকতণ্ডুলমৌসলী ॥ ৪২ ॥
অস্ত্রাভাশৃঙ্খলাজালবদ্ধসেনাবিহঙ্গমঃ ।
লোলাসিবীরনিস্ত্রিংশনীতবাদিগৃহাঙ্গণঃ ॥ ৪৩ ॥
গণশোনীয়মানাগ্র্যশ্বাপদারাবনির্ভরঃ ।

ভটা যত্র ॥ ৩৮ ॥

বজ্রমুষ্টির্মল্লানাং প্রসিদ্ধা তদ্বিনিষ্পিষ্টৈঃ পিষ্টা যেস্থে সম্ভটাস্তৈঃ সঙ্কটঃ। প্রোৎপতৎপটুপট্টিশ ইত্যসমর্থসমাসশ্ছান্দসঃ ॥ ৩৯ ॥

শূরাদি দ্বন্দ্বগর্ভোবহুব্রীহিঃ। কেতনা নিপতাকাঃ। হলপ্রহরণং যুদ্ধং হলাহলি তত্র হতা লূনানাং হেলাবহেলনং তত্রাকুলাঃ কুলাচলবদুন্নতাঃ শত্রু কুলে অচলা নিষ্কম্পা বা শূরা যত্র ॥ ৪০ ॥

স্থতালবদুন্নতপুরুষৈরুত্তালকুদ্দালৈরুদ্যতখনিত্রৈঃ করণৈর্নিখাতান্যুন্মূলিতানি সমীকৃতানি চ। ধনুঃশব্দেনেষুপ্রক্ষেপদেশো লক্ষ্যতে। তদ্দ্বিগুণমাত্রদেশে যুদ্ধসঞ্চারসৌকর্য্যায় অন্তা লূনাশ্ছিন্না লোকা জনাঃ শিলাবলয়শ্চ যত্র ॥ ৪১ ॥

অত্রোলূখলাদিরূপকোপপাদিতং মৌসলং শ্লেষাদবঘাতাভেদেন বিবক্ষিতং মুসলযুদ্ধং তদত্রাস্তীতি মৌসলী ॥ ৪২ ॥

যুদ্ধে লোলাশয়ো যে বীরা স্তদীয়নিস্ত্রিংশৈঃ খড়্গবিশেষৈঃ। বাদিয়ত্র-বক্যুরাদিনামা বৈবস্বতঃ। অর্থাৎ স এব ব্যাধাধিপতিরিতি কল্প্যতে। অন্যথা বদ্ধসেনাবিহঙ্গমানাং তদঙ্গণে নীতত্বাযোগাৎ ॥ ৪৩ ॥

নখাঙ্গুষ্ঠখনৎপুঙ্খপ্রেঙ্খারণরণারবৈঃ ॥ ৪৪ ॥
মরিচৈর্ব্ব্যঞ্জনানীব রঞ্জয়ন্ সকলারবান্।
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভাগ্নিমৃতযোধেরিতায়ুধঃ ॥ ৪৫ ॥
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভাগ্নিদগ্ধযোধোজ্‌ঝিতায়ুধঃ।
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভস্থতপ্তাঙ্গারহতেক্ষণঃ।
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভস্থবিষবারিদলজ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥

নারাচবর্ষবরবারিদবীরপূর-
মত্তাভ্রসম্ভ্রমসনৃত্তকবন্ধবর্হী।
কল্পান্তকাল ইব বেগবিবর্ত্তমান-
মাতঙ্গশৈলবলিতোরণসম্ভ্রমোভূৎ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সেনয়োঃপ্রথমপাতবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

নীয়মানা অগ্র্যাঃ যুদ্ধনিপতিতভটশ্রেষ্ঠা যৈস্তথাবিধানাং শ্বাপদানাং ব্যাঘ্রবৃকাদীনাম্। নখপ্রধানৈরঙ্গুষ্ঠৈঃ খনন্ত উদ্‌ধ্রিয়মাণাঃ। আরোহতি হস্তীতিবৎ কর্ম্মব্যাপারাংশে কর্ম্মণঃ স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষণাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। যে পুঙ্খোপলক্ষিতশরাস্তেষাং প্রেঙ্খাবেগঃ ॥ ৪৪ ॥

রঞ্জয়ন্ মিশ্রণেন রোচয়ন্। কুম্ভাগ্নিঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৫ ॥

বিষবারিভির্দ্দলন্তো বিশীর্ণাঃ ॥ ৪৬ ॥

নারাচবর্ষলক্ষণং বরবারি দদতি তথাবিধানি বীরপূরলক্ষণমত্তাভ্রাণি তেষাং সম্ভ্রমেণ বিলাসেন প্রনৃত্তাঃ কবন্ধলক্ষণা বর্হিণো যত্র। বেগেন বিবর্ত্তমানৈর্ভ্র মদ্ভির্মাতঙ্গলক্ষণৈঃ শৈলৈর্ব্বলিতোবেষ্টিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

অথ রাজ্ঞাং যুযুৎসূনাং ভটানাং মন্ত্রিণামপি ।
নভসঃ প্রেক্ষকাণাঞ্চ তত্রেমাঃ প্রোদগুর্গিরঃ ॥ ১ ॥
চলৎ পদ্মং সর ইব বহুদ্বিহগমেব চ ।
নভঃ শূরশিরঃ কীর্ণং ভাতি তারকিতাকৃতি ॥ ২ ॥
পশ্য রক্তপৃষৎপূরসিন্দূরারুণমারুতৈঃ ।
সান্ধ্যা ইব বিভান্ত্যেতে মধ্যাহ্নেম্বুদভানবঃ ॥ ৩ ॥
কিমিদং ভগবন্ ব্যোম পলালভরিতং স্থিতম্ ।
নেদং পলালং বীরাণামেতে শরভরাম্বুদাঃ ॥ ৪ ॥
যাবন্তোভুবি সিচ্যন্তে রুধিরৈরণরেণবঃ ।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি ভটানামাস্পদং দিবি ॥ ৫ ॥
মাভৈবন্ট নৈতে নিস্ত্রিংশা নীলোৎপলদলত্বিষঃ ।
অমী বীরাবলোকিন্যা লক্ষ্যা নয়নবিভ্রমাঃ ॥ ৬ ॥

বর্ণ্যতেত্র বিশেষেণ বিচিত্রার্থনিবন্ধনৈঃ ।
রণপ্রেক্ষকবক্ত্রেণ যুদ্ধস্যৈব চমৎকৃতিঃ ॥ ১ ॥

নভসঃ সকাশাৎ প্রেক্ষকাণাং দেবগন্ধর্ব্বাদীনাং প্রোত্থগুঃ প্রাদুর্ব্বভূবুঃ ॥১॥

বহুদ্বিহগমিতি নভঃ সরসোঃ সাধারণং বিশেষণম্ । তারকিতস্যাকৃতি-রিবাকৃতির্যস্যেতি বিশেষণভেদাদ্ভেদকল্পনয়োপমানতা ॥ ২ ॥

রক্তপৃষতাং রুধিরসীকরাণাং পূরৈর্নির্ঝরৈঃ সিন্দূরেণেবারুণৈর্ম্মারুতৈর্হে-তুভিঃ । সান্ধ্যাঃ সন্ধ্যাসম্বন্ধিনঃ । অম্বুদা ভানবঃ সূর্য্যকরাশ্চ ॥ ৩ ॥

দূরাচ্ছরোৎকরেষু পলালভ্রান্ত্যা কশ্চিৎ স্বামাত্যং পৃচ্ছতি কিমিদমিতি । স প্রত্যাহ নেদমিতি ॥ ৪-৫ ॥

লক্ষ্যাঃ স্বর্গলক্ষ্যা জয়লক্ষ্যা বা ॥ ৬ ॥

বীরালিঙ্গনলোলানাং নিতম্বে সুরযোষিতাম্।
মেখলাঃ শিথিলীকর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ কুসুমায়ুধঃ ॥ ৭ ॥
লসদ্ভুজলতালোলারক্তপল্লবপাণয়ঃ।
মঞ্জরীমত্তনয়না মধ্বামোদসুগন্ধয়ঃ ॥ ৮ ॥
গায়ন্ত্যোমধুরালাপৈর্ন্নন্দনোদ্যানদেবতাঃ।
তবাগমনমাশঙ্ক্য প্রবৃত্তাঃ পরিনর্ত্তিতুম্ ॥ ৯ ॥
প্রত্যনীকং ভিনত্যন্তঃ কুঠারৈঃ কঠিনৈরিয়ম্।
সেনাগ্রাণ্যেব বনিতা দয়িতং দৃষ্টিচেষ্টিতৈঃ ॥ ১০ ॥
হা পিতুর্ম্মম ভল্লেন শিরোজ্বলিতকুণ্ডলম্।
সূর্য্যস্য নিকটং নীতং কালেনেবাষ্টমোগ্রহঃ ॥ ১১ ॥
আপাদশৃঙ্খলাপ্রোতভ্রমৎস্থূলোপলদ্বয়ম্।
ভ্রময়ংশ্চিত্রদণ্ডাখ্যং চক্রমূর্দ্ধভুজোজবাৎ ॥ ১২ ॥
যোধো যম ইবাভাতি যাম্যাদায়াতি দিক্তটাৎ।
সর্ব্বতঃ সংহরন্ সেনামেহি যামোযথাগতম্ ॥ ১৩ ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ শ্বভ্রমজ্জৎকঙ্ককুলাকুলাঃ।
কবন্ধাঃ পরিনৃত্যন্তি তালোত্তালা রণাঙ্গণে ॥ ১৪ ॥
গীর্ব্বাণগণগোষ্ঠীষু প্রবৃত্তাঃ সঙ্কথা মিথঃ।

নভশ্চরোক্তির্ব্বীরেতি ॥ ৭ ॥
বীরস্য বীরান্তরং প্রত্যুক্তির্লসদ্ভুজেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৮-৯ ॥
দৃষ্টিচেষ্টিতৈর্দৃগ্‌বিলাসৈঃ ॥ ১০ ॥
কালেন সূর্য্যোপরাগকালেনেব অষ্টমোগ্রহো রাহুঃ ॥ ১১ ॥
ভীরোর্ভীরুং প্রত্যুক্তিরাপাদেতি দ্বাভ্যাম্। আপাদলম্বিন্যাং যন্ত্রশৃঙ্খলায়াং প্রোতম্। চক্রং চক্রোপলযন্ত্রম্ ॥ ১২ ॥
যাম্যাৎ দক্ষিণাৎ। সংহরন্নিতি যোধযময়োর্ব্বিশেষণম্ ॥ ১৩ ॥
শ্বভ্রেষু কণ্ঠচ্ছিদ্রেষু মজ্জন্তিঃ কঙ্ককুলৈরাকুলাঃ। তালৈর্দ্ধ্বাদিত্রতালৈরুত্তালা উচ্ছলন্তঃ ॥ ১৪ ॥

কদা লোকান্তরং বীরাঃ কথং যাস্যন্তি কে কুতঃ ॥ ১৫ ॥
নিগিরত্যাগতাঃ সেনাঃ স্রবন্তীরিব সাগরঃ ।
সমৎস্যমকরব্যূহা অহোন্নু বিষমো ভটঃ ॥ ১৬ ॥
কটেষু করিণাং কীর্ণা ধারা নারাচরাজয়ঃ ।
পতিতা ইব সম্পূর্ণাঃ শৃঙ্গসজ্ঝেষু বৃষ্টয়ঃ ॥ ১৭ ॥
হা কুন্তেন শিরোনীতং মন্যেত্যেবং বিবক্ষতঃ ।
শিরসাঽজীবমিত্যেবং খে খগেনেব বাশিতম্ ॥ ১৮ ॥
যন্ত্রপাষাণবর্ষেণ যৈষাস্মান্ পরিষিঞ্চতি ।
সেনানুশৃঙ্খলাজালবলনা ক্রিয়তাং বলাৎ ॥ ১৯ ॥
বলীপলিতনির্ম্মুক্তং পূর্ব্বভার্য্যাপ্সরাঃ সতী ।
অঙ্গীকরোতি ভর্ত্তারং পরিজ্ঞায় রণে হতম্ ॥ ২০ ॥
আ দিবং রচিতাকারাঃ কুন্তকাননকান্তয়ঃ ।
বীরাণাং স্বর্গমারোঢুমিব সোপানপংক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
কান্তকাঞ্চনকান্তাঙ্গে ভটস্যোরসি কামিনী ।

চতুর্ভিঃ কিং বৃত্তৈঃ কালপ্রকারপুরুষনিমিত্তানি পৃচ্ছ্যন্তে ॥ ১৫ ॥

স্রবন্তীর্নদীঃ । সমৎস্যমকরব্যূহা ইতি স্রবন্তীসেনয়োর্ব্বিশেষণম্ ॥ ১৬ ॥

গিরিশৃঙ্গসজ্ঝেষু পতিতাঃ সম্পূর্ণবৃষ্টয় ইব রাজন্ত ইতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

শিরশ্ছেদস্য দুঃখতাবুদ্ধ্যা তথাবিবক্ষতশ্ছিন্নেনোড্ডীনেন শিরসা স্বর্গারোহণোৎসবদর্শনাদজীবমহং ন তু মৃত ইতি হর্ষেণ খে যন্তাষিতং তৎ খগেন পক্ষিণা বাশিতমিব জনৈঃ শ্রুতমিতি শেষঃ । তিরশ্চাং কূজিতং বাশিতম্ ॥ ১৮ ॥

যা সেনা সিঞ্চতি এষা অনু শৃঙ্খলাজালেন বলিতা বেষ্টিতা ক্রিয়তামিতি সৈনিকোক্তিঃ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বভার্য্যা প্রাগেব মৃতা অপ্সরাঃ সতী স্থিতা যুদ্ধে মৃতং স্বভর্ত্তারং বলীপলিতনির্ম্মুক্তং দেবভূতং পরিজ্ঞায়াঙ্গীকরোতীতি দেবোক্তিঃ ॥ ২০ ॥

কুন্তায়ুধানাং কাননং সমূহস্তেষাং কান্তয় আ দিবং স্বর্গপর্য্যন্তং রচিতবৎ প্রসৃতাঃ সোপানপংক্তয় ইত্যুৎপ্রেক্ষ্যন্তে ॥ ২১ ॥

দৃষ্টা দেবপুরন্ধ্রীয়ং ভর্ত্তুরন্বেষণান্বিতা ॥ ২২ ॥
হা হতং সৈন্যমস্মাকং ভটৈরুদ্ধতমুষ্টিভিঃ।
মহাপ্রলয়কল্লোলৈঃ সুরশৈলস্থলং যথা ॥ ২৩ ॥
যুধ্যধ্বমগ্রতোমূঢ়া নয়তার্দ্ধমৃতান্ নরান্।
নিজান্ পাদপ্রহারেণ মৈতান্ দারয়তাধমাঃ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম্মিল্লবলনাব্যগ্রে ঘনোৎকণ্ঠেহপ্সরোগণে।
ভটোদিব্যশরীরেণ পার্শ্বপ্রাপ্তোনিরীক্ষ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
ফুল্লহেমারবিন্দাসু চ্ছায়াশীতজলানিলৈঃ।
স্বর্গনদ্যাস্তটীম্বেনং দূরায়াতং বিনোদয় ॥ ২৬ ॥
বিবিধায়ুধসজ্ঘট্টখণ্ডিতোগ্রাস্থিকোটয়ঃ।
খে কবস্ত্যঃ কণৎকারৈঃ প্রসৃতাস্তারকা ইব ॥ ২৭ ॥
ব্যোম্নি জীবনদীবাহে বহৎসায়কবারিণি।
চক্রাবর্ত্তিনি গচ্ছন্তি গিরয়োপ্যণুপঙ্কতাম্ ॥ ২৮ ॥
ভ্রমদ্ভির্গ্রহমার্গেষু শিরোভির্ব্বীরভূভৃতাম্।
আয়ুধাংশুলতানাললগ্নাসিদলকণ্টকৈঃ ॥ ২৯ ॥

যা ভটস্য কামিনী স্বতঃ কাঞ্চনৈশ্চ কান্তাঙ্গঙ্গানি করচরণাদীনি যস্য তথাবিধে ভটস্যোরসি মৃতা দৃষ্টা সেয়ং দেবপুরন্ধ্রীভূত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণান্বিতা দৃশ্যত ইতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

হা হতমিতি কাতরস্যোক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

নিজান্ স্বীয়ান্ ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মিল্লবলনা কেশসংগ্রথনম্ ॥ ২৫ ॥

স্বর্গনদ্যা গঙ্গায়াঃ। বিনোদয় বিশ্রাময়েত্যপসরঃসখ্যুক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

কোটিশব্দোহসঙ্খ্যেয়পরঃ কণৎকারৈঃ কবস্ত্যঃ রণন্ত্যঃ ॥ ২৭ ॥

চক্রৈরাবর্ত্তিনী। আবর্ত্তবতি। অণবোরেণবস্তল্লক্ষণাং পঙ্কতাং। কল্পিত-পূরানুরূপঃ কল্পিত এব পঙ্কঃ ॥ ২৮ ॥

গ্রহমার্গেষু ভ্রমদ্ভির্ব্বীরভূভৃতাং শিরোভির্নভঃ পদ্মসরঃকৃতমিত্যন্তরেণা-

কেতুপট্টমৃণালাঙ্গদলৈর্লব্ধশিলীমুখৈঃ ।
বহ্বাতচলৎপদ্মং নভঃ পদ্মসরঃ কৃতম্ ॥ ৩০ ॥
মৃতমাতঙ্গসঙ্ঘাতে গিরাবিব পিপীলিকাঃ ।
ভীরবঃ পরিলীয়ন্তে স্ত্রিয়ঃ পুম্বক্ষসীব চ ॥ ৩১ ॥
অপূর্ব্বোত্তমসৌন্দর্য্যকান্তসঙ্গমশংসিনঃ ।
বান্তি বিদ্যাধরস্ত্রীণামলকোল্লাসিনোনিলাঃ ॥ ৩২ ॥
ছত্রেষূড্ডীয়মানেষু স্থিতেষু ব্যোম্নি চন্দ্রতা ।
ইন্দুনেব যশোমূর্ত্ত্যা কৃতা শুভ্রাতপত্রতা ॥ ৩৩ ॥
ভটোমরণমূর্চ্ছান্তে নিমেষেণামরং বপুঃ ।
স্বকর্ম্মশিল্পিরচিতং প্রাপ্তঃ স্বপ্নপুরং যথা ॥ ৩৪ ॥
শূলশক্ত্যৃষ্টিচক্রাণাং বৃষ্টয়োমুক্তুষ্টয়ঃ ।
ব্যোমাব্ধৌ মৎস্যমকর সঙ্কুলাবয়বাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
শরোৎকৃত্তসিতচ্ছত্রকলহংসৈর্ন্নভঃস্থলম্ ।
ভাতি সঞ্চিতপূর্ণেন্দুবিম্বলক্ষৈরিবাবৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

ন্বয়ঃ। তদুপপত্তয়ে বিশিনষ্টি আয়ুধাংশ্বিত্যাদিনা। আয়ুধানামংশবঃ কিরণা এব পদ্মলতানালানি তেষু লগ্না অসয়ঃ দলানি বিদলনসাধনশূলকুন্তাদীনি চ কণ্টকা যেষাম্ ॥ ২৯ ॥

কেতুপট্টাঃ পতাকাপটা স্ত এব মৃণালস্যাবয়বভূতপর্ণানি যেষাম্। লব্ধাঃ শিলীমুখাঃ শ্লেষাদ্বাণলক্ষণভ্রমরা যৈঃ ॥ ৩০ ॥

চকার উপমানদ্বয়সমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ৩১ ॥

গৃহাদাগচ্ছন্তীনামলকোল্লাসিতয়ানুকূলত্বেন শকুনরূপত্বাৎ মনোরথসিদ্ধিশংসিন ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

ইবকারঃ পূর্ব্বত্রাপি সম্বধ্যতে। তেন চ্ছত্রেষু ব্যোম্নি স্থিতেষু তৈশ্চন্দ্রতাকৃতেব। যশোমূর্ত্ত্যা ইন্দুনা ভুবি শুভ্রাতপত্রতা কৃতেবেত্যুৎপ্রেক্ষাদ্বয়ং লভ্যতে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মুক্তুষ্টয়ঃ অসন্তোষশীলা ইব ব্যগ্রা মৎস্যমকররূপাঃ সঙ্কুলাবয়বা ইব স্থিতাঃ। অব্ধিস্থমৎস্যাদীনামব্ধ্যবয়বত্বং কাল্পনিকম্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ক্রিয়তে গগনোড্ডীনৈশ্চামরৈশ্চারুঘর্ঘরৈঃ।
বাতাবধূতসংরোধ-তরঙ্গনিকরদ্যুতিঃ ॥ ৩৭ ॥
দৃশ্যন্তে হেতিদলিতাশ্ছত্রচামরকেতবঃ।
আকাশক্ষেত্রবিক্ষিপ্তা যশঃ শালিলতা ইব ॥ ৩৮ ॥
বহদ্ভির্ব্ব্যোম্নি সক্ষেম পশ্য নীতা ক্ষয়ং শরৈঃ।
শক্তিবৃষ্টিরুপায়ান্তী শস্যশ্রীঃ শলভৈরিব ॥ ৩৯ ॥
এষা প্রসৃতদোর্দ্দণ্ডভটখড্‌গচ্ছটাৎকৃতিঃ।
কঠিনাৎ কঙ্কটাজ্জাতা মৃত্যোরেবোগ্রহুঙ্কৃতিঃ ॥ ৪০ ॥
হেতিকল্পানিলক্ষুণ্ণা দন্তনির্ঝরবারয়ঃ।
জনতাক্ষয়কালেস্মিন্ ভগ্না নাগা নগা ইব ॥ ৪১ ॥
সচক্রনাথসূতাশ্বং ব্যূঢং রক্তমহাহ্রদে।
হাহাভিভূতগতিকং চেষ্টতে রথপত্তনম্ ॥ ৪২ ॥
করকঙ্কটকুট্যঙ্ক-খড্‌গসঙ্ঘট্টটাঙ্কৃতৈঃ।
কালরাত্র্যা প্রনৃত্যন্ত্যা রণবীণেব বাদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
নরেভখরবাজিভ্যো যে চ্যুতা রক্তনির্ঝরাঃ।
পশ্য তদ্বিন্দুসিক্তেন বায়ুনারুণিতা দিশঃ ॥ ৪৪ ॥

বাতেনাবধূতঃ সংরোধঃ স্থৈর্য্যং যেষাং তরঙ্গাণাম্ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

সক্ষেমেতি শ্রোতৃসম্বোধনম্। উপায়ান্তী সমীপমুপসর্পন্তী আসন্নফলা চ ॥ ৩৯ ॥

ছটাৎকৃতিরিতি খড্‌গপাতধ্বন্যনুকরণম্। সৈব মৃত্যোর্হুঙ্কৃতিরিত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৪০ ॥

হেতয়ঃ খড্‌গাদ্যায়ুধান্যেব কল্পানিলা স্তৈঃ ক্ষুণ্ণাঃ। দন্তা এব নির্ঝরবারীণি শুভ্রত্ববহির্নিঃসৃতত্বসাম্যাৎ যেষাং তে। নাগা গজা নগা গিরয় ইব ॥ ৪১ ॥

ব্যূঢং সন্নদ্ধম্। রক্তমহাহ্রদে অভিভূতা চক্রবিষ্টম্ভাত্তিরোভূতা গতির্যস্য তথাভূতং সৎচেষ্টতে স্পন্দতে হাহেতি খেদে ॥ ৪২ ॥

বীরহস্ত্যাদিকরাঃ কঙ্কটানি চ কুট্যঙ্কা গুপ্তীপদানি তেষু খড্‌গসঙ্ঘট্টকৃতৈ-

শস্ত্রাংশুজলদে ব্যোম্নি কালীচিকুরমেচকে।
শরকোরকভারস্রগ্মেঘে বিদ্যুদিবোদিতা ॥ ৪৫ ॥
অনন্তরক্তসংসক্ত-সম্নাবনিতলায়ুধৈঃ।
ভুবনং ভাত্যভিজ্বালমগ্নিলোক ইবাকুলম্ ॥ ৪৬ ॥
ভুশুণ্ডীশক্তিশূলাসি মুসলপ্রাসবৃষ্টয়ঃ।
অন্যোন্যচ্ছেদভেদাভ্যাং করপ্রকরতোপতন্ ॥ ৪৭ ॥
অক্ষৌভৈকপ্রহরণাদ্যাতুধান্যুম্ন্যচেষ্টিতম্।
সংরম্ভাবেক্ষণপ্রজ্ঞং রণং স্বপ্নমিব স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥
অনন্যশব্দাবিরত হতাহতিরণজ্ঝণৈঃ।
গায়তীব ক্ষতক্ষোভমুদিতোরণভৈরবঃ ॥ ৪৯ ॥

টাঙ্কৃতৈর্বাদনশব্দৈঃ ॥ ৪৩-৪৪

চিকুরাঃ কেশা ইব মেচকে শ্যামে। শরা এব কোরকাঃ কলিকাস্তেষাং ভারঃ প্রচয়স্তল্লক্ষণা স্রক্। জলদে ইতি জাতিশব্দঃ। মেঘে মিহ সেচনে তৎপ্রধানে ইতি তদ্বিশেষণম্ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তৈঃ রক্তসংসক্তৈঃ সন্নৈর্বিশীর্ণৈরবনিতলৈরায়ুধৈশ্চ আকুলং ভুবনং অগ্নের্লোক ইব ভাতীতি শেষঃ। অগ্নিশোক ইবেতি পাঠে অগ্নিপ্রযুক্তে নগরাদিদাহজনিতশোকে আকুলমিবেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৪৬ ৪৭ ॥

অক্ষোভেষু সঙ্কলিতুমসমর্থেষনেকেষ্বেকেন শূরতমেন স্বলাঘবাতিশয়েন প্রহরণাৎ যাতুধানানাং রক্ষসাং মায়া যাতুধানী তয়া উগ্র্যং উগ্রেষং উপমেয়ং-শূরচেষ্টিতং যত্র। নয়তেষ্টিলোপশ্ছান্দসঃ। সংরম্ভেণ ক্রোধেনাবেক্ষ্যতে যয়া সা সংরম্ভাবেক্ষণী তথাবিধা প্রজ্ঞা যোদ্ধৃবুদ্ধির্যত্র। স্বপ্নপক্ষে অক্ষোভেষু বিনা-শানুকূলচ্ছেদভেদাদিসঙ্কলনশূন্যেষু স্বাপ্নপদার্থেষ্বেকেন জাগরণমাত্রেণ প্রহ-রণাৎ বাধাৎ যাতুধানমারোপমেয়মিথ্যাচেষ্টিতম্। সংরম্ভেণ আবেশেনা-বেক্ষণী প্রজ্ঞা স্বয়ংজ্যোতিরাত্মপ্রজ্ঞা যত্র। স্বপ্নমিব স্থিতং রণং পুরঃস্থিতং স্বপ্নমিব পশ্যামীতি শেষঃ ॥ ৪৮ ॥

অবিরতং নিরন্তরং যা হতাহতিরন্যোন্যপ্রহারস্তদুদ্ভবৈঃ রণজ্ঝণৈর্ধ্বনি-বিশেষৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্যোন্যরণহেত্যুগ্রচূর্ণপূর্ণোরণার্ণবঃ।
বালুকাময় এবাভূচ্ছিন্নচ্ছত্রতরঙ্গকঃ ॥ ৫০ ॥

সরভসরসবদ্বিসারিতূর্য্য
প্রতিরবপূরিতলোকপাললোকঃ।
রণগিরিরয়মুগ্রপক্ষদক্ষ
প্রতিস্থতিবৃত্ত ইবাম্বরে যুগান্তে ॥ ৫১ ॥

হাহাধিক্প্রবিকটকঙ্কটাননোদ্য
প্রোড্ডীনপ্রকটতড়িচ্ছটাপ্রতপ্তাঃ।
ক্রেঙ্কারস্ফুরিতগুণেরিতারণন্তো
নারাচাঃ শিখরিশিলাগণং বহন্তি ॥ ৫২ ॥

ছিন্নেচ্ছাচ্ছমিতি ন যাবদঙ্গভঙ্গং
কুর্ব্বন্তোজ্বলদনলোজ্জ্বলাঃ পৃষৎকাঃ।

বালুকাময়ঃ সৈকতপ্রচুরঃ ॥ ৫০ ॥

সরভসং রসবদ্ভিস্মধুরৈর্ব্বিসারিভিঃ প্রসৃমরৈস্তূর্য্যাণাং বাদ্যানাং প্রতিরবৈঃ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরিতা লোকপালানাং দিক্পতীনাং লোকা যেন। তূর্য্যরবৈরুড্ডয়নোদ্যোগেন গর্জ্জন্নিবেতি যাবৎ। অয়ং দৃশ্যমানো রণলক্ষণো রণসন্নিহিতোবা গিরিঃ পর্ব্বতো যুগান্তে অম্বরে নভসি উগ্রয়োর্যুদ্ধকর্কশয়োঃ সৈন্যদ্বয়লক্ষণয়োঃ পক্ষয়োর্দ্দক্ষয়া সমর্থয়া প্রতিস্থত্যা পরস্পরপ্রতিকূলচলনেন বৃত্ত উড্ডয়নে প্রবৃত্ত ইবাবভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সমর্থানপি কঠিনকঙ্কটেষু মোঘান্ স্বশরানমুশোচন্তো বীরা আহুর্হাহেতি। প্রবিকটানতিকঠিনান্ কঙ্কটান্ অনোদ্য অভিত্বৈব তদভিঘাতপ্রোড্ডীনাভিঃ প্রকটতড়িচ্ছটাসদৃশীভির্জ্জ্বালাভিঃ প্রতপ্তা নারাচাঃ শরাঃ শিখরিণঃ সন্নিহিতপর্ব্বতস্য শিলাগণং ছিত্বা বহন্তি। হাহেতি খেদে। অভিমতকার্য্যে প্রেরিতস্য তদকৃত্বা অনভিমতমহাকার্য্যকারিণোপি ধিক্কার্য্যতৈবেতি ভাবঃ। অরণীত ইতি পাঠে স্ফুরিতগুণং যদ্ধনু স্তল্লক্ষণায়াহরিতায়াঃ কর্ষণোন্মথিতায়া অরণীতঃ অরণ্যাঃ সকাশাৎ নারাচাঃ শরাগ্নয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

অথ যুদ্ধশ্রান্তস্য তাদৃশং কশ্চিৎ প্রত্যুক্তিঃ। হে ছিন্নেচ্ছশ্রমবিচ্ছিন্না যুদ্ধে-

তাবদ্দ্রাগদ্রুতমিত এহি মিত্র যামো
যামোয়ং প্রবহতি বাসরশ্চতুর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে রণপ্রেক্ষকজনোক্তিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

চ্ছা যস্য তথাবিধ হে মিত্র অচ্ছং স্বচ্ছং নির্দ্দোষং ইতি বক্ষ্যমাণং হিতং শৃণ্বিতি শেষঃ। জলদনলোজ্জ্বলাঃ পৃষৎকা বাণা অস্মাকমঙ্গানাং হস্তপাদাদীনাং ভঙ্গং বিচ্ছেদং কুর্ব্বন্তো যাবন্ন ভবন্তি তাবদেব দ্রাক্ শীঘ্রমেব দ্রুতং পলায়িতং যথা-স্যাৎ তথা ইতোযামঃ অপগচ্ছামঃ। যতোঽয়ং চতুর্থোযামঃ প্রহরঃ যামো যম-সম্বন্ধী বাসরঃ নিয়তাশনদিনমিব জনক্ষয়ায় প্রবহতি পরিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ছিন্নেচ্ছাচ্ছমিতি পাঠে তু ছিন্নবর্ম্মাদৌ ছাছং ইতি শব্দনেনাঙ্গভঙ্গং কুর্ব্বন্ত ইতি যোজ্যম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

অথ প্রোড্ডয়নোত্‍যুক্তুতুরঙ্গমতরঙ্গকঃ ।
উত্তাণ্ডব ইবোন্মত্তোবভূব স রণার্ণবঃ ॥ ১ ॥
ছত্রডিণ্ডীরবিশ্রান্তসিতেষু শফরোৎকরঃ ।
অশ্বসৈন্যোল্লসল্লোল কল্লোলাকুলকোটরঃ ॥ ২ ॥
নানায়ুধনদীনীতসৈন্যাবর্ত্তবিবৃত্তিমান্ ।
মত্তহস্তিঘটাপীঠচলাচলকুলাচলঃ ॥ ৩ ॥
কচচ্চক্রশতাবর্ত্তবৃত্তিভ্রান্তশিরস্তৃণঃ ।
ধূলীজলধরাপীতভ্রমৎখড্‌গপ্রভাজলঃ ॥ ৪ ॥
মকরব্যূহবিস্তারভগ্নাভগ্নভটৌঘনৌঃ ।
মহাগুডুগুডাবর্ত্তপ্রতিশ্রুদ্ঘনকন্দরঃ ॥ ৫ ॥

সমুদ্রবনকল্পান্তনামারূপকবিস্তরৈঃ ।
সংগ্রামশ্চতুরঙ্গাণাং বিস্তরেণাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ ত্রয়োদশশ্লোকৈরর্ণবাত্মনা নিরূপয়িষ্যন্নাহ অথেত্যাদিনা ॥ ১ ॥

ডিণ্ডীরেষু ফেনকূটেষু বিশ্রান্তাঃ সিতা ইষবঃ শফরাঃ ক্ষুদ্রমৎস্যজাতিভেদাঃ অশ্বসাদিসৈন্যান্যেবোচ্ছলনশীলত্বাৎ কল্লোলাঃ ॥ ২ ॥

বিবৃত্তিভ্র্মণং তদ্বান্। ঘটাসমূহস্তল্লক্ষণা আপীঠমামূলাৎ চলাচলাশ্চঞ্চলাঃ কুলাচলা মন্দরাদয়ো যত্র। বলাবলেতি পাঠে বলাবলপরীক্ষার্থং যুধ্যন্তঃ কুলাচলা ইবেতি ক্লেশেন যোজ্যম্ ॥ ৩ ॥

আবর্ত্তানাং বৃত্তিঃ পরিভ্রমস্তেন ভ্রান্তানি তচ্ছিন্নশিরস্তৃণানি যত্র। খড্‌গপ্রভাণাং ধূলিভিরাচ্ছাদনং পারম্ভেন কল্প্যতে ॥ ৪ ॥

সেনাপক্ষে মকরাকারস্য ব্যূহস্য সেনাসন্নিবেশস্য। প্রতিশ্রুতঃ প্রতিধ্বনস্ত্যোঘনানাং মেঘানাং কন্দরাশ্ছিদ্রাণি ঘনাঃ কন্দরাঃ পর্ব্বতগুহা বা যত্র ॥ ৫ ॥

মীনব্যূহবিনিষ্ক্রান্ত শরবীজৌঘসর্ষপঃ।
হেতিবীচীবরালূনপতাকাবীচিমণ্ডলঃ ॥ ৬ ॥
শস্ত্রবারিকৃতাম্ভোদসদৃশাবর্ত্তকুণ্ডলঃ।
সংরম্ভঘনসঞ্চারসেনাতিমিতিমিঙ্গিলঃ ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণায়সপরীধানবলৎসেনাম্বুভীষণঃ।
কবন্ধাবর্ত্তলেখান্তর্ব্বদ্ধসৈন্যাদিভূষণঃ ॥ ৮ ॥
শরসীকরনীহারসান্ধকারককুব্‌গণঃ।
নির্ঘোষাশোষিতাশেষশব্দৈকঘনঘুঙ্ঘুমঃ ॥ ৯ ॥
পতনোৎপতনব্যগ্রশিরঃশকলসীকরঃ।
আবর্ত্তচক্রব্যূহেষু প্রভ্রমদ্ভটকাষ্ঠকঃ ॥ ১০ ॥
কষ্টটাঙ্কারকোদণ্ডকুণ্ডলোন্মথনোদ্ভটঃ।
অশঙ্কমেব পাতালাদিবোদ্যৎসৈনিকোর্ম্মিমান্ ॥ ১১ ॥
গমাগমপরানন্তপতাকাচ্ছত্রফেনিলঃ।

মীনাঃ প্রমীণামৃতজনাস্তদ্ব্যূহেভ্যো বিভিদ্য নিষ্ক্রান্তাঃ শরা এব ক্ষেত্রে ফলিতাঃ বীজৌঘশির্ষীশিরস্কাঃ সর্ষপা ইব যত্র। অর্ণবপক্ষে মীনানাং মৎস্যানাং ব্যূহেভ্যোনিষ্ক্রান্তাঃ প্রসৃতাঃ কাশবীজৌঘা ইব শুভ্রা অণ্ডসর্ষপা যত্র। বীচিবরৈঃ প্রবলবীচিভিঃ ॥ ৬ ॥

অম্ভোদসদৃশা মেঘবদস্থিরা আবর্ত্তা এব কুণ্ডলানীব যস্য। সংরম্ভঃ ক্রোধস্তেন ঘনসঞ্চারা সেনৈব তিময়স্তিমিঙ্গিলাশ্চ মহামৎস্যজাতিভেদা যত্র ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণায়সময়ঃ সারস্তন্ময়ানি পরীধানানি কবচানি যস্য তথাবিধেন বলতা পরিবর্ত্তমানেন সৈন্যাম্বুনা। কবন্ধং জলমমূর্দ্ধকায়শ্চ তদাবর্ত্তরেখায়া অন্তর্ম্মধ্যে বদ্ধানি নিবিষ্টানি সৈন্যাদীনাং ভূষণানি যত্র। সমুদ্রপক্ষে সৈন্যান্যদন্তি ভক্ষয়ন্তীতি সৈন্যাদীনি রক্ষাংসি তান্যেব ভূষণানীব যস্য ॥ ৮ ॥

নির্ঘোষেণ আশোষিতা ইবাসম্বেদ্যাঃ কৃতা অশেষশব্দা যেন অতএবৈকঘনগুঞ্জনঃ ॥ ৯·১০ ॥

বহদ্রক্তনদীরংহঃ প্রোহ্যমানরথক্রমঃ ॥ ১২ ॥
গজপ্রতিমসম্পন্নমহারুধিরবুদ্বুদঃ।
সৈন্যপ্রবাহবিচলদ্ধয়হস্তিজলেচরঃ ॥ ১৩ ॥
সসংগ্রামোম্বরগ্রাম ইবাশ্চর্য্যকরোনৃণাম্।
অভূৎ প্রলয়ভূকম্পকম্পিতাচলচঞ্চলঃ ॥ ১৪ ॥
তরত্তরঙ্গবিহগঃ পতৎকরিঘটাতটঃ।
ত্রস্তভীরুমৃগানীকস্ফূর্জ্জদঘুরুঘুরারবঃ ॥ ১৫ ॥
সরচ্ছরালীশলভ শতভঙ্গুরসৈনিকঃ।
তরত্তুরঙ্গশরভঃ শরভারবনাবনিঃ ॥ ১৬ ॥
চলদ্দিরেফনির্হ্রাদোরসত্তূর্য্যগুহাগুরুঃ।
চিরাৎ সসৈন্যজলদোলুঠদ্ভটমৃগাধিপঃ ॥ ১৭ ॥
প্রসরদ্ধূলিজলদোবিগলৎসৈন্যসানুমান্।
পতদ্রথবরাঢ্যাঙ্গঃ প্রতপৎখড্গমণ্ডলঃ ॥ ১৮ ॥
প্রোৎপতৎপদপুষ্পৌঘঃ পতাকাচ্ছত্রবারিদঃ।
বহদ্রক্তনদীপূরপতৎসারাববারণঃ ॥ ১৯ ॥

কোদণ্ডান্যেব কুণ্ডলানি সর্পশরীরাণি তেষামুন্মথনে ছেদনে ॥ ১১-১২ ॥

হয়হস্তিন এব জলেচরা যাদাংসি যত্র ॥ ১৩ ॥

অম্বরগ্রামোগন্ধর্ব্বনগরম্। সাম্প্রতং তমেব সমরং কল্লান্তত্বেন বর্ণয়তি অভূদিত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥

তরত্তরঙ্গা ইব বিহগা যত্র ॥ ১৫ ॥

তুরঙ্গা এব শরভা যত্র। শরাণাং ভারাঃ শরান্ বিভ্রতি যে তে বা বনাবনির্ব্বনভূমির্যত্র ॥ ১৬ ॥

চিরাদিত্যস্যোত্তরত্রাভূদিত্যনেনান্বয়ঃ। সসৈন্যা গজাদয়ো জলদা ইব যত্র ॥ ১৭ ॥

পতন্তি রথবরাঢ্যানাং মহারথানামঙ্গানি যত্র। খড্গা মৃগবিশেষা-নিস্ত্রিংশাশ্চ ॥ ১৮ ॥

সোঽভূৎ সমরকল্পান্তোজগৎকবলনাকুলঃ।
পর্য্যস্তসধ্বজচ্ছত্রপতাকারথপত্তনঃ ॥ ২০ ॥
পতদ্বিমলহেত্যোঘভূরিভাস্বরভাস্করঃ।
কঠিনপ্রাণসন্তাপতাপিতাখিলমানসঃ ॥ ২১ ॥
কোদণ্ডপুষ্করাবর্ত্তশরধারানিরন্তরঃ।
বহৎখড্গশিলালেখাবিদ্যুদ্বলয়িতাম্বরঃ ॥ ২২ ॥
উচ্ছিন্নরক্তজলধিপতিতেভকুলাচলঃ।
নাভোবিকীর্ণনিপতদ্ভ্যস্তারকণতারকঃ ॥ ২৩ ॥
চক্রকুল্যাম্বুদাবর্ত্ত-পূর্ণব্যোমশিরাম্বুদঃ।
অস্ত্রকল্পাগ্নিনির্দ্দগ্ধসৈন্যলোকান্তরক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
হেতিবর্ষাশনিচ্ছিন্নভূতলামলভূধরঃ।
গজরাজগিরিব্রাতপাতপিষ্টজনব্রজঃ ॥ ২৫ ॥
শরধারাঘনানীকমেঘচ্ছন্নমহীনভাঃ।
মহানীকার্ণবক্ষোভসঙ্ঘট্টঘটিতাদ্রবঃ ॥ ২৬ ॥
ব্যাপ্ত উগ্রানিলোদ্ধূতৈর্জ্জলব্যালৈরিবাচলঃ।

পদান্তস্থ্যক্ষা এব পুষ্পৌঘাঃ ॥ ১৯-২০ ॥

কঠিনেন প্রাণসন্তাপেন ॥ ২১ ॥

কোদণ্ডা ধনূংষি তল্লক্ষণানাং পুষ্করাবার্ত্তাখ্যপ্রলয়াম্বুদানাং খড্গানাং শিলা লেখাঃ শিলাসংস্কৃতধারা এব বিদ্যুতঃ ॥ ২২ ॥

নভসি বিকীর্ণাঃ প্রসৃতাঃ নিপতন্তিশ্চ যুবন্তি মিশ্রীভবন্তি অতএব তারাঃ স্থূলা যে রুধিরকণাস্ত এব তারকা ইব যত্র ॥ ২৩ ॥

চক্রকুল্যাভিশ্চক্রপরম্পরাসরিদ্ভিরম্বুদপ্রদেশে ভ্রমণে তদাবর্ত্তপ্রায়াভিঃ পূর্ণা ব্যোমশিরা নভোনাড্যোঽম্বুদাশ্চ যত্র। লোকান্তরক্রমঃ পরলোকাক্রমণম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

শরধারাভির্ঘনৈর্নিবিড়ৈরনীকমেঘৈঃ ॥ ২৬ ॥

জলব্যালৈর্ভুজৈঃ। অচলঃ অর্থাৎ সমুদ্রান্তর্গত ইতি লভ্যতে। অন্যোন্য-

অন্যোন্যদলনব্যগ্রৈঃ শস্ত্রোৎপাতইবোত্থিতৈঃ ॥ ২৭ ॥

শূলাসিচক্রশরশক্তিগদাভুশুণ্ডী-
প্রাসাদয়োবিদলনেন মিথোধ্বনন্তঃ।
দীপ্তা অধুর্দ্দশদিশঃ শতশোভ্রমন্তঃ-
কল্পান্তবাতপরিবৃত্তপদার্থলীলাম্ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে রণবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

দলনে ব্যগ্রৈঃ শস্ত্রৈরিতি শেষঃ। শস্ত্রবর্ষিণি সম্বর্ত্তোৎপাতে উত্থিতৈরিবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ২৭ ॥

দীপ্তাঃ শূলাদয়োমিথোবিদলনেন ধ্বনন্তো দিশো ভ্রমন্তঃ সন্তঃ কল্পান্তবাতেন পরিবৃত্তানাং ভ্রাম্যমাণানাং শিলাবৃক্ষশস্ত্রাদীনাং পদার্থানাং লীলাং বিলাসং অধুঃ অধারয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

অথ শৃঙ্গোপমানেষু স্থিতেষু শররাশিষু ।
সর্ব্বভীরুষু ভগ্নেষু বিদ্রুতেষু দিশোদশ ॥ ১ ॥
মাতঙ্গশবশৈলেষু বিশ্রান্তাম্বুদপংক্তিষু ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচেষু ক্রীড়ৎস্থ রুধিরার্ণবে ॥ ২ ॥
মহতাং ধর্ম্মনিষ্ঠানাং শীলৌজঃসত্ত্বশালিনাম্ ।
শুদ্ধানাং কুলপদ্মানাং বীরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩ ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধানি জাতানি মেঘানামিব গর্জ্জতাম্ ।
মিথোনিগরণোৎকানি গিলন্ত্যাপগপূরবৎ ॥ ৪ ॥
পঞ্জরঃ পঞ্জরেণেব গজৌঘেন গজোচ্চয়ঃ ।
সবনঃ সবনেনাদ্রিরদ্রিণেবামিলদ্বলাৎ ॥ ৫ ॥
অশ্বৌঘোমিলদশ্বানাং বৃন্দেনারাবিরংহসা ।
তরঙ্গৌঘেন ঘোষেণ তরঙ্গৌঘ ইবার্ণবে ॥ ৬ ॥

সমায়ুধদ্বন্দ্বযুদ্ধং সহায়াশ্চাত্র বর্ণিতাঃ ।
প্রাচ্যাদিভির্জ্জনপদৈঃ সমং জনপদেশ্বরাঃ ॥ ১ ॥

মাতঙ্গশবশৈলেষু স্থিতেষু শররাশিষু শৃঙ্গোপমানেষু সৎস্বিতি পরেণ সহান্বয়ঃ ॥ ১-২ ॥

শীলং সুচারিত্র্যং । সত্ত্বং বলং । কুলপদ্মানাং স্বকুলং পদ্মবৎ স্বযশঃ সৌরভৈঃ সুরভীকুর্ব্বাণানামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মিথোঽন্যোন্যযুদ্ধতো নিগরণং গ্রসনং তত্রোৎকান্যুৎকণ্ঠিতানীবেতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধবিশেষণম্ । মিলন্তি বীরা ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

বনেন সহ বর্ত্তমানঃ সবনোদ্রি স্তাদৃশেনাদ্রিণেব ॥ ৫-৬ ॥

নরানীকং নরানীকঃ সমায়ুধমযোধয়ৎ।
বেণ্বোঘমিব বেণ্বোঘোমরুল্লোলোমরুদ্বলম্॥ ৭॥
রথৌঘশ্চ রথৌঘেন নিষ্পিপেষাখিলং বপুঃ।
নগরং নগরেণেব দৈবেনোড্ডীনমাসুরম্॥ ৮॥
সরচ্ছরভরাসাররচিতাপূর্ব্ববারিদম্।
যুযুধে স্থগিতাকাশা ধনুর্দ্ধরপতাকিনী॥ ৯॥
বিসমায়ুধযুদ্ধেষু যোদ্ধারঃ পেলবাশয়াঃ।
যদা যুক্ত্যা পলায়ন্তে রণকল্পানলে তদা॥ ১০॥
মিলিতাশ্চক্রিণশ্চক্রৈর্দ্ধনুর্দ্ধারৈর্দ্ধনুর্ধরাঃ।
খড়্গিভিঃ খড়্গযোদ্ধারো ভুশুণ্ডীভির্ভুশুণ্ডয়ঃ॥ ১১॥
মুসলৈর্ম্মুসলোদারাঃ কুন্তিনঃ কুন্তধারিভিঃ।
ঋষ্ট্যায়ুধা ঋষ্টিধরৈঃ প্রাসিভিঃ প্রাসপাণয়ঃ॥ ১২॥
সমুদ্গরা মুদ্গরিভিঃ সগদৈর্ব্বিলসদ্গদাঃ।
শাক্তীকৈঃ শক্তিযোদ্ধারঃ শূলৈঃ শূলবিশারদাঃ॥ ১৩॥
প্রাসাসনবিদঃ প্রাসৈঃ পরশূক্তাঃ পরশ্বধৈঃ।
লকুটোদ্যৈর্লকুটিনশ্চোপলৈরুপলায়ুধাঃ॥ ১৪॥

মরুতা বলতি চলতীতি মরুদ্বলস্তম্॥ ৭॥

বপুঃ পরস্পরসংস্থানম্॥ ৮॥

রচিতঃ সম্পাদিতঃ অপূর্ব্বোঽভিনবো বারিদো যস্মিন্ কর্ম্মণি তথা যুযুধে। স্থগিতাকাশা আচ্ছাদিতাকাশা॥ ৯॥

পেলবাশয়া ভীরুচিত্তাঃ॥ ১০॥

অত্র প্রকরণে তৃতীয়ান্তায়ুধনামভিঃ সর্ব্বত্র তদ্ধারিণো লক্ষ্যন্তে। ভুশুণ্ডী-শব্দেন ভুশুণ্ডীধরা লক্ষণয়োচ্যন্তে॥ ১১-১৩॥

প্রাসানামাসনং ক্ষেপণং তদ্বিদঃ। পরশুভিরুক্তা বিখ্যাতা ইতি যাবৎ। লকুটা বেণুদণ্ডা উদ্যা উদ্যতা যেষাং তে লকুটোদ্যা স্তৈঃ॥ ১৪॥

পাশিভিঃ পাশধারিণ্যঃ শঙ্কুভিঃ শঙ্কুধারিণঃ।
ক্ষুরিকাভিস্তু ক্ষুরিকা ভিন্দিপালৈশ্চ তদ্গতাঃ॥ ১৫॥
বজ্রমুষ্টিধরাবজ্রৈরঙ্কুশৈরঙ্কশোদ্ধতাঃ।
হলৈর্হলনিকাষজ্ঞাস্ত্রিশূলৈশ্চ ত্রিশূলিনঃ॥ ১৬॥
শৃঙ্খলাজালিনোজালৈঃ শৃঙ্খলৈরলিকোমলৈঃ।
ক্ষুভিতাকল্পবিক্ষুব্ধসাগরোর্ম্মিঘটা ইব॥ ১৭॥
ক্ষুব্ধচক্রদলাবর্ত্তঃ শরসীকরমারুতঃ।
প্রভ্রমদ্ধেতিমকরো ব্যোমৈকার্ণব আবভৌ॥ ১৮॥
উৎফুল্লায়ুধকল্লোলশিরাকুলজলেচরঃ।
মোদোরন্ধ্রসমুদ্রোসৌ বভূবামরতুস্তরঃ॥ ১৯॥
দিব্যাষ্টকজনানীকং পক্ষদ্বয়তয়া তয়া।
অর্দ্ধেনার্দ্ধেন কুপিতং ভূপালাভ্যাং তথা স্থিতম্॥ ২০॥

পাশধারিণ্যঃ সেনাঃ। শঙ্কুক্ষুরিকে ক্ষুদ্রায়ুধবিশেষৌ। তদ্গতাস্তৎ-সঙ্গতাঃ॥ ১৫॥

বজ্রৈর্ম্মুষ্টিগতৈর্ব্বজ্রমুষ্টিভিরিতি যাবৎ। বজ্রমুষ্টিশব্দেন মল্লানাং সলোহ-কীলা মুষ্টিবন্ধা উচ্যন্তে। নিকাষো নিঘর্ষঃ॥ ১৬॥

শৃঙ্খলাজালমিতি কঙ্কটজাতিভেদস্তদ্বন্তঃ সাদিনঃ শৃঙ্খলাজালিনঃ। কোমল-শব্দঃ স্নিগ্ধশ্যামপরঃ। মিলিতা ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। দৃষ্টান্তোপি প্রাক্তন-সর্ব্বসাধারণঃ॥ ১৭॥

ক্ষুব্ধানি ভ্রমন্তি দলানীব চক্রাণি চক্রদলানি [illegible]র্ত্তা যস্মিন্॥ ১৮॥

উৎফুল্লা আয়ুধলক্ষণাঃ কল্লোলশিরাস্তরঙ্গনাড্যঃ। রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথি-ব্যোরন্ধ্রমন্তরালং স এব সমুদ্রঃ। অমরৈর্জীবদ্ভির্দুস্তরঃ॥ ১৯॥

"বিদ্যাবুদ্ধির্ব্বলং শৌর্য্যমস্ত্রাণ্যশ্বা রথোধন্বু"রিতি প্রসিদ্ধং দিব্যমপ্রতিহত-মষ্টকং যস্ত তথাবিধং যোধজনানীকং তয়া প্রাগুক্তয়া দ্বন্দশোমিলিতয়া পক্ষ-দ্বয়তয়া সৈন্যদ্বয়েপ্যর্দ্ধেনার্দ্ধেন কুপিতং স্থিতম। তৎ কুতঃ। যতোভূপা-লাভ্যাং সিন্ধুরাজবিদূরথাভ্যাং তথা তদনুকূলতয়া স্থিতমিত্যর্থঃ। অথবা

মধ্যদেশাদিসঙ্খ্যানে প্রাগ্‌দিগ্‌ভ্যোভ্যাগতানিমান্।
লীলানাথস্য পদ্মস্য পক্ষে জনপদান্ শৃণু॥ ২১॥
পূর্ব্বস্যাং কোসলাঃ কাশিমাগধা মিথিলোৎকলাঃ।
মেখলাঃ কর্করা মুদ্রাস্তথাসংগ্রামশৌণ্ডকাঃ॥ ২২॥
মুখ্যাহিমা রুদ্রমুখ্যাস্তাত্রলিপ্তাস্তথৈব চ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষা বাজিমুখা অম্বষ্ঠাঃ পুরুষাদকাঃ॥ ২৩॥
বর্ণকোষ্ঠাঃ সবিশ্বোত্রা আমমীনাশনাস্তথা।
ব্যাঘ্রবক্ত্রাঃ কিরাতাশ্চ সৌবীরা একপাদকাঃ॥ ২৪॥
মাল্যবান্নাম শৈলোত্র শিবিরাঞ্জনএব চ।
বৃষলধ্বজপদ্মাস্যাস্তথোদয়করোগিরিঃ॥ ২৫॥
অথ প্রাগ্‌দক্ষিণায়াস্তু ইমে বিন্ধ্যাদিবাসিনঃ।
চেদয়োবৎসদাশার্ণা অঙ্গবঙ্গোপবঙ্গকাঃ॥ ২৬॥
কলিঙ্গপুণ্ড্রজঠরা বিদর্ভা মেকলাস্তথা।
শবরাননবর্ণাশ্চ কর্ণা ত্রিপুরপূরকাঃ॥ ২৭॥
কণ্টকস্থলনামানঃ পৃথগ্‌দীপককোমলাঃ।

যক্ষা রক্ষাংসি পিশাচা অসুরা ইত্যেকতোদেবা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা বিদ্যাধরা ইত্যেকত ইতি দিব্যাষ্টকজনানীকং তস্যা ভাবিজয়পরাজয়ানুসারিণ্যা পক্ষদ্বয়তয়া সৈন্যস্যার্দ্ধেনার্দ্ধেন কুপিতং স্থিতং যতো ভূপালাভ্যামপি তথা তদনুরূপা দৃষ্টশালিতয়া স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

ইদানীং পদ্মসিন্ধুরাজয়োঃ সহায়ভূতান্ জনান্ প্রাচ্যাদিদিগ্‌ভেদতস্তদ্দেশভেদৈঃ ক্রমেণ বর্ণয়িতুং বশিষ্ঠঃ প্রতিজানীতে মধ্যদেশেত্যাদিনা। ইমান্ বক্ষ্যমাণান্॥ ২১॥

দেশনামানি স্পষ্টানি। মার্কণ্ডেয়াদিপুরাণোক্তদেশনাম্নামত্রত্যানাঞ্চ ক্বচিৎ যদ্যপি বৈলক্ষণ্যং ব্যত্যাসশ্চ দৃশ্যতে তথাপি ব্রহ্মাণ্ডান্তরত্বান্ন দোষঃ। প্রাচ্যাং দেশাঃ ২৪ পর্ব্বতাঃ ৭॥ ২২-২৫॥

প্রাচী চ দক্ষিণা চানয়োরন্তরালং দিক্ প্রাগ্‌দক্ষিণা। দিঙ্‌নামান্যন্তরাল

কর্ণান্ধ্রাশ্চৌলিকাশ্চৈব তথা চার্ম্মণ্বতা অপি ॥ ২৮ ॥
কাককা হেমকুড্যাশ্চ তথা শ্মশ্রুধরা অপি ।
বলিগ্রীবমহাগ্রীবাঃ কিষ্কিন্ধ্যা নালিকেরিণঃ ॥ ২৯ ॥
অথ লীলাপতেরস্য দক্ষিণস্যামিমে নৃপাঃ ।
বিন্ধ্যোথ কুসুমাপীডো মহেন্দ্রো দর্দ্দুরস্তথা ॥ ৩০ ॥
মলয়ঃ সূর্য্যবাংশ্চৈব গণা রাজ্যসমৃদ্ধকাঃ ।
অবন্তীরিতি বিখ্যাতাস্তথা শাম্ববতীতি চ ॥ ৩১ ॥
দশপূরকথাচক্রা রেষিকাতুরকচ্ছপাঃ ।
বনবাসোপগিরয়স্তে ভদ্রগিরয়স্তথা ॥ ৩২ ॥
নাগরা দণ্ডকাশ্চৈব গণরাষ্ট্রনৃরাষ্ট্রকাঃ ।
সাহাশৈবর্ষ্যমূকাশ্চ কর্কোটা বনবিম্বিলাঃ ॥ ৩৩ ॥
পম্পানিবাসিনশ্চৈব কৈরকাঃ কর্কবীরকাঃ ।
স্বৈরিকা যাসিকাশ্চৈব ধর্ম্মপত্তনপঞ্জিকাঃ ॥ ৩৪ ॥
কাশিকাস্তৃষ্ণশল্ললা যাদাস্তে তাম্রপর্ণকাঃ ।
গোনর্দ্দাঃ কণকাশ্চৈব দীনপত্তননামকাঃ ॥ ৩৫ ॥
তাম্রীকাদন্তরা কীর্ণাঃ সহকারৈণকাস্তথা ।
বৈতুণ্ডকাস্তুম্বনা লাজিনদ্বীপকর্ণিকাঃ ॥ ৩৬ ॥
কর্ণিকাভাশ্চ শিবয়ঃ কৌঙ্কণাশ্চিত্রকূটকাঃ ।
কর্ণাটমণ্টবটকা মহাকটকিকাস্তথা ॥ ৩৭ ॥
আন্ধ্রাশ্চ কোলগিরয়শ্চাবন্তিকবিচেরিকাঃ ।
চণ্ডায়ত্তা দেবনকাঃ ক্রৌঞ্চা বাহাস্তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥
শিলাঙ্কারোদভোনন্দমর্দ্দলা মলয়াভিধাঃ ।
তে চিত্রকূটশিখরা লঙ্কারক্ষোগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি বহুব্রীহিঃ। অত্রাপি দেশাঃ ২৭ ॥ ২৬-২৯ ॥
দক্ষিণস্যাং পর্ব্বতাঃ ৬ দেশাঃ ৬৩ ॥ ৩০-৩৯ ॥

অথ প্রত্যগ্‌দক্ষিণস্যাং মহারাজ্যসুরাষ্ট্রকাঃ।
সিন্ধুসৌবীরশূদ্রাখ্যা আভীরা দ্রবিড়াস্তথা ॥ ৪০ ॥
কীকটাঃ সিদ্ধখণ্ডাখ্যাস্তথাকালিরুহা অপি।
অত্র হেমগিরিঃ শৈলস্তথা রৈবতকোগিরিঃ ॥ ৪১ ॥
জয়কচ্ছোময়বরো যবনাস্তত্র জন্তবঃ।
বাহ্লীকা মার্গণাবন্তা ধূম্রাস্তস্বকনামকাঃ ॥ ৪২ ॥
তথা লাজগণাশ্চৈব তথাত্র গিরিবাসিনঃ।
ততোঽর্দ্ধিতোকনিযুতা এতে লীলাপতের্জ্জনাঃ ॥ ৪৩ ॥
অথ তৎপ্রতিপক্ষস্থানিমান্ জনপদান্ শৃণু।
পশ্চিমায়ান্দিশি প্রৌঢ়া ইমে তাবন্মহাদ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
মণিমান্নাম শৈলেন্দ্রঃ কুরার্পণগিরিস্তথা।
বনোর্কহোমেঘভবশ্চক্রবাড় স্তুপর্ব্বতঃ ॥ ৪৫ ॥
জনাঃ পঞ্চজনানাম কাশব্রহ্মচয়ান্তকাঃ।
তথৈব ভারক্ষতথাঃ পারকাঃ শান্তিকাস্তথা ॥ ৪৬ ॥
শৈব্যা রমরকা যাচ্ছা গুহুত্বা নিয়মাস্তথা।
হৈহয়াঃ সুহ্যগায়াশ্চ তাজিকা হূণকাস্তথা ॥ ৪৭ ॥
পার্শ্বে কতকয়োঃ কর্কা গিরিপর্ণাবমাস্তথা।
সন্ত্যক্তধর্ম্মমর্য্যাদাস্তে বর্ণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
ততোজনপদা ভূমির্যোজনানাং শতদ্বয়ম্।
ততোমহেন্দ্রশিখরী মুক্তামণিময়াবনিঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রত্যগদক্ষিণস্যাং পর্ব্বতাঃ ৪ দেশাঃ ১৯ ॥ ৪০-৪৩ ॥
পশ্চিমায়াং পর্ব্বতাঃ ৯ দেশাঃ ১৮ ॥ ৪৪-৪৫ ॥
কাশানাং ব্রাহ্মনচয়ানাং চান্তকা ইতি পঞ্চজনানাং বিশেষণম্ ॥ ৪৬-৪৭
দক্ষিণোত্তরকতকদেশয়োঃ পার্শ্বে কর্কাঃ ॥ ৪৮ ॥
অজনপদেতি চ্ছেদঃ ॥ ৪৯ ॥

যুতোমহীধরশতৈরথাশ্বোনাম পর্ব্বতঃ
ততোমহার্ণবোভীমঃ পারিযাত্রগিরিস্তটে ॥ ৫০ ॥
পশ্চিমোত্তরদিগ্ভাগে দেশোগিরিমতি স্থিতঃ।
তথা বেণুপতিশ্চৈব ততোনরপতির্ম্মহী ॥ ৫১ ॥
তথা ফল্গুণকাশ্চৈব মাণ্ডব্যানেকনেত্রকাঃ।
পুরুকুন্দাশ্চ পারাশ্চ ভানুমণ্ডলভাবনাঃ ॥ ৫২ ॥
বম্মিলা নলিনা দীর্ঘা দীর্ঘকেশাঙ্গবাহবঃ।
রঙ্গাশ্চ স্তনিকাশ্চান্যা গুরুহাশ্চলুহাস্তথা ॥ ৫৩ ॥
ততঃ স্ত্রীরাষ্ট্রমতুলং গোবৃষাপত্যভোজনম্।
অথোত্তরস্যাং হিমবান্ ক্রৌঞ্চোথ মধুমান্ গিরিঃ ॥ ৫৪ ॥
কৈলাসোবসুমান্ মেরুস্তৎপাদেষু জনা উভে।
মদ্রবারেব যৌধেয়া মালবাঃ শূরসেনিকাঃ ॥ ৫৫ ॥
রাজন্যাশ্চ তথা জ্ঞেয়া অর্জ্জুনা তনয়স্তথা।
ত্রিগর্ত্ত একপাৎক্ষুদ্রা মবলা স্বস্তবাসিনঃ ॥ ৫৬ ॥
অবলাঃ প্রথলাঃ শাকাঃ ক্ষেমধূর্ত্তয় এব চ।
দশধানা গাবসন্যদণ্ডাহন্যসনাস্তথা ॥ ৫৭ ॥
ধানদাঃ সরকাশ্চৈব বাটধানাস্তথৈব চ।
অন্তরদ্বীপগান্ধারাস্তথাবন্তিস্বরাস্তথা ॥ ৫৮ ॥
অথ তক্ষশিলা নাম তথোবীলবগোধনী।
পুষ্করাবর্ত্তদেশস্য যশোবতি মহী ততঃ ॥ ৫৯ ॥
ততোনাভিমতিভূর্মিস্তিক্ষাকালবরাস্তথা।

তটে অর্থাৎ মহার্ণবতটে ॥ ৫০ ॥

পশ্চিমোত্তরস্যাং দেশাঃ ১৯ বেণুপতির্নরপতিরিতি দেশঃ স্থিতঃ। মহী-নিত্যোৎসববান্ ॥ ৫১-৫২ ॥

বতোদীর্ঘকেশাঙ্গবাহবঃ অতোদীর্ঘাখ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কাহকং নগরঞ্চৈব স্থরভূতিপুরং তথা ॥ ৬০ ॥
তথৈব রতিকাদর্শা অন্তরাদর্শ এব চ।
ততঃ পিঙ্গলপাণ্ডব্যং যামুনে যাতুধানকাঃ ॥ ৬১ ॥
মানবানাঙ্গনাহেম-তালাঃ স্বস্বমুখাস্তথা।
হিমবান্ বস্থমান্ ক্রৌঞ্চকৈলাসাবিত্যগাস্তথা ॥ ৬২ ॥
ততোঽজনপদা ভূমিরশীতিশতযোজনা।
অথ প্রাগুত্তরস্যাস্তু ক্রমাজ্জনপদান্ শৃণু ॥ ৬৩ ॥
কালুতা ব্রহ্মপুত্রাশ্চ কুণিদাঃ খদিনাস্তথা।
মালবা রন্ধ্ররাজ্যাশ্চ বনা রাষ্ট্রাস্তথৈব চ ॥ ৬৪ ॥
কেডবস্তাঃ সিংহপুত্রাস্তথা বামনতাং গতাঃ।
সাবাকচ্চা পলবহাঃ কাগিরা দরদাস্তথা ॥ ৬৫ ॥
অভিসাসদজার্ব্বাকাঃ পলোলকুবিকৌতুকাঃ।
কিরাতা যামুপাতাশ্চ দীনাঃ স্বর্ণমহী ততঃ ॥ ৬৬ ॥

দেবস্থলোপবনভূস্তদনূদিতশ্রী-
র্ব্বিশ্বাবসোস্তদনু মন্দিরমুত্তমঞ্চ।
কৈলাসভূস্তদনুমঞ্জুবনশ্চ শৈলো
বিদ্যাধরামরবিমানসমানভূমিঃ ॥ ৬৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জনপদবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

উত্তরস্যাং পর্ব্বতাঃ ৬। পাদেষু প্রত্যন্তপর্ব্বতেষু দেশাঃ ৪৪ ॥ ৫৪-৬২
প্রাগুত্তরস্যাং দেশাঃ ২৪। পর্ব্বতঃ ১ ॥ ৬৩-৬৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

রণে রভসনির্লূন-নরবারণদারুণে।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি বৃন্দানুপাতিনি ॥ ১ ॥
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র ভস্মত্বমাগতাঃ।
প্রবিশন্তঃ প্রযত্নেন শলভা ইব পাবকে ॥ ২ ॥
অত্রান্যে মধ্যদেশীয়া জনা নোদাহৃতা ময়া।
তানিমান্ শৃণু বক্ষ্যামি পক্ষান্ লীলামহীভৃতঃ ॥ ৩ ॥
তদ্দেহিকাঃ শূরসেনা গুড়া অশ্বঘনায়কাঃ।
উত্তমজ্যোতিভদ্রাণি মদমধ্যমিকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥
সালূকা কোদ্যমালাস্থা দৌজ্জেয়াঃ পিপ্পলায়নাঃ।
মাণ্ডব্যাঃ পাণ্ডুনগরাঃ সৌগ্রীবাদ্যা গুরুগ্রহাঃ ॥ ৫ ॥
পারিযাত্রাঃ কুরাষ্ট্রাশ্চ যামুনোডুম্বরা অপি।
রাজ্যাহ্বা উজ্জিহানাশ্চ কালকোটিকমাথুরাঃ ॥ ৬ ॥
পাঞ্চালা ধর্ম্মারণ্যাশ্চ তথৈবোত্তরদক্ষিণাঃ।
পাঞ্চালকাঃ কুরুক্ষেত্রাস্তথা সারস্বতা জনাঃ ॥ ৭ ॥
অবন্তীস্যন্দনশ্রেণীকুন্তি[illegible]াঞ্চনদেরিতৈঃ।

কীর্ত্ত্যন্তে মধ্যদেশীয়া জনা জনপদাখ্যয়া।
তথা জানপদানাঞ্চ দ্বন্দ্বযুদ্ধজয়াজয়াঃ ॥ ১ ॥

বৃন্দশো বৃন্দেষু বা অনুপাতিনি অনুসৃত্য পতনশীলে ॥ ১-২ ॥

মধ্যদেশজনপদাঃ ২৯ ॥ ৩-৭ ॥

এতে চান্যে চ রণে ভস্মত্বমাগতা ইতি যদুক্তং তৎপ্রকারমেব জনপদনামভির্বিভজ্যাসর্গসমাপ্তেরাচষ্টে অবন্তীত্যাদিনা। অবন্তী উজ্জয়িনী মালবেষু

স্পন্দমানা বিদ্রবন্তী নিপপাত মহাভৃগৌ ॥ ৮ ॥
কোশব্রহ্মাবসানাশ্চ ছিন্না বস্ত্রবতীজনৈঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সন্তোমিলিতা মত্তবারণৈঃ ॥ ৯ ॥
শূরা দাশপুরাঃ শস্ত্রনিকৃত্তোদরকন্ধরাঃ।
বাণক্ষিতিভিরাক্রম্য যোজিতা যোজনে হ্রদে ॥ ১০ ॥
দীর্ণোদরবিনির্যাতস্বান্ত্রতন্ত্রীনিয়ন্ত্রিতাঃ।
শান্তিকাঃ শান্তসঞ্চারাঃ পিশাচৈশ্চর্ব্বিতা নিশি ॥ ১১ ॥
উদ্রবৈর্ভদ্রগিরিভিঃ সংগ্রামাধ্বরদীক্ষিতৈঃ।
ক্ষৌণীগর্ত্তেষু নিক্ষিপ্তা মরগাঃ কমঠা ইব ॥ ১২ ॥
প্রদ্রুতা বিদ্রবদ্রক্তা বিদ্রাবিতমহারয়ঃ।
দণ্ডিকাস্থানিলোদ্ধূতা হৈহয়ৈর্হরিণা ইব ॥ ১৩ ॥
দন্তিদন্তবিনির্ভিন্না দরদা দলিতারয়ঃ।
নীতা রক্তমহানদ্যা দ্রুমাণাং পল্লবা ইব ॥ ১৪ ॥
নারাচৈশ্চর্ব্বিতাশ্চীনা জীর্ণা জর্জ্জরজীবিতাঃ।
জহুর্জ্জলনিধৌ দেহান্ ভারভূতানিব স্থিতান্ ॥ ১৫ ॥

প্রসিদ্ধা তত্রত্যানাং স্যন্দনশ্রেণী রথপংক্তিঃ কুন্তিদেশস্থানাং পাঞ্চনদানাঞ্চ ঈরিতৈঃ প্রেরণৈর্যুদ্ধরভসৈরিতি যাবৎ। ঈরিতৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ শস্ত্রৈরিতি বা। স্পন্দমানা ভয়াৎ কম্পমানা দ্রবন্তী পলায়মানা মহতি ভৃগৌ গিরিপ্রপাতে নিপপাত। এবমুত্তরত্রাপি প্রথমান্তদেশবাচিবাচ্যানাং তৃতীয়ান্তদেশবাচিবাচ্যৈঃ পরাজয়োবোধ্যঃ ॥ ৮ ॥

মিলিতাঃ সঙ্গতা বিমর্দ্দিতা ইতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

বাণক্ষিতিভির্ব্বাণভূমিষ্টৈস্তদ্দেশ্যৈরিতি যাবৎ। আক্রম্য পরাজিত্যানুধাব্য যোজনে পলায়িতা দৈবাৎ প্রাপ্তে হ্রদে যোজিতা নিমজ্জিতাঃ ॥ ১০ ॥

নিয়ন্ত্রিতা নিরুদ্ধা অতএব শান্তসঞ্চারাঃ উৎ উৎকৃষ্টোদ্রবোবেগোরবো ধ্বনির্ব্বা যেষাং তৈঃ। ক্ষৌণীগর্ত্তেষু পল্বলাদিষু ॥ ১১-১২ ॥

দণ্ডিকা নগরী তৎস্থাঃ। অনিলোদ্ধূতা ইতি হরিণবিশেষণম্। সন্ধিস্থার্থঃ। হৈহয়ৈর্ব্বিদ্রাবিতা ইত্যর্থাদ্গম্যতে। হরিণা বাতপ্রম্যঃ ॥ ১৩-১৫ ॥

কর্ণাটসুভটোড্ডীন-কুন্তাকলিতকন্ধরাঃ ।
ভগ্নানলদশ্রূরাশ্চ তারকা নিকরা ইব ॥ ১৬ ॥
করীন্দ্রমকরব্যূহরংহঃ সংহৃতহেতয়ঃ ।
কেশাকেশিকৃতারম্ভা বিনেশুর্দ্দাশকাঃ শকাঃ ॥ ১৭ ॥
দশার্ণাঃ পাশনির্ম্মুক্তশৃঙ্খলাজালভীরবঃ ।
নিলীনা রক্তজম্বালে বৈতসাস্তিময়োযথা ॥ ১৮ ॥
গুর্জ্জরানীকনাশেন গুর্জ্জরীকেশলুঞ্চনম্ ।
বিহিতং তঙ্গণোত্তুঙ্গনাসিশঙ্কুশতৈ রণে ॥ ১৯ ॥
সিষিচুঃ শস্ত্রকর্ণৈ ৰ্ঘাদ্বিন্দুভ্যোনিগড়া গুহান্ ।
শরধারা বনানীব বীরহেতি প্রভাম্বুদাঃ ॥ ২০ ॥
ভুশুণ্ডীমণ্ডলোদ্যোতশ্যামার্কোৎপাতভীরুষু ।
আভীরেষ্বরয়ঃ পেতুর্গোগণা হরিতেষ্বিব ॥ ২১ ॥

উড্ডীনকুন্তৈরাকলিতা আচ্ছিন্নাঃ কন্ধরাঃ কণ্ঠা যেষাম্। ভগ্না বিশীর্ণাঃ ॥ ১৬ ॥

দাশকাঃ শকাশ্চ যুধ্যমানা দৈবাৎ করীন্দ্রৈর্মকরব্যূহেনেব রংহসা সংহৃতহেতয়ো বিনাশিতায়ুধাঃ কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং কেশাকেশি তদর্থং কৃতারম্ভাঃ সন্তো বিনেশুঃ ১৭ ॥

পাশদেশীয়ৈর্নির্ম্মুক্তেভ্যঃ শৃঙ্খলাজালেভ্যোভীরবঃ । জম্বালে পঙ্কে । বৈতসা বেতসমূলাশ্রয়াস্তিময়ো মৎস্যভেদাঃ ॥ ১৮ ॥

তঙ্গণানাং উৎ ঊর্দ্ধং তুঙ্গনমুচ্ছলনং যেষাং তথাবিধৈরসিভিঃ শঙ্কুশতৈশ্চ বিহিতং কারিতম্ ॥ ১৯ ॥

শস্ত্রকর্ণানাং কর্ণবদূর্দ্ধীকৃতশস্ত্রত্বাৎ তথাপ্রসিদ্ধানাং ওঘাৎ সঙ্ঘাৎ নির্গতা বীরহেতিপ্রভাবিদ্যাস্থিরম্বুদায়মানা নিগড়া জানপদা গুহান্ [illegible]নপদান্ প্রতি শরধারাঃ সিষিচুরক্ষরন্। যথা বীরহেতি সদৃশপ্রভা অম্বুদাঃ স্ববিন্দুভ্যোহেতুভ্যোবনানি সিঞ্চন্তি তদ্বৎ ॥ ২০ ॥

ভুশুণ্ডীমণ্ডলানামুদ্যোতৈঃ শ্যামো নীলীকৃতো যোর্কঃ সূর্যাঃ ভুশুণ্ডীমণ্ডলব্যক্ষণোবা উদ্যোতেন শ্যামোর্কস্তল্লক্ষণেনোৎপাতেন। উক্তঞ্চ। "যদি চক্র

কান্তকাঞ্চনকান্তাসীত্তাত্রসংগ্রামবাহিনী।
ভুক্তা গৌড়ভটেনাঙ্গ নখকেশনিকর্ষণৈঃ ॥ ২২ ॥
রণে নগনয়াসঙ্খ্যকবচ্চক্রনিকৃন্তনৈঃ।
তদ্গণাঃ কণশঃ কীর্ণাঃ কঙ্কগৃধ্রেষু ভাসকৈঃ ॥ ২৩ ॥
লগুড়ালোড়নোড্ডীনং গৌড়ং গুড়ুগুড়ারবম্।
শ্রুত্বা গান্ধারগাবোগ্রে দ্রুদ্রুবুদ্র্বিড়া ইব॥ ২৪ ॥
আকাশগার্ণবপ্রখ্যো বহচ্ছককদম্বকঃ।
অকরোৎ পারসীকানাং ঘননৈশতমোভ্রমম্ ॥ ২৫ ॥
মন্দরাহননোড্ডীনস্বচ্ছক্ষীরার্ণবোদরে।
বনানীবায়ুধান্যাসন্ শক্রপ্রালেয়সানুনি ॥ ২৬ ॥
যদম্বুদৈরিবোড্ডীনং শস্ত্রবৃন্দৈর্নভোঙ্গণে।
তদ্দৃষ্টং বীচিবলনৈর্লোলৈঃ প্লুতমিবার্ণবে ॥ ২৭ ॥

ইবাদিত্যঃ সচ্ছিদ্রোরশ্মিমণ্ডলঃ। কৃষ্ণরক্তান্তপর্য্যন্তস্তজ্জনক্ষয়লক্ষণ”মিতি ॥২১॥

তাত্রা যবনভেদাস্তেষাং সংগ্রামোদ্যুক্তা বাহিনী সৈব নায়িকা গৌড়ভটেন নায়কেন ভুক্তা উপভুক্তা। অঙ্গেতি রামসম্বোধনম্॥ ২২ ॥

নগান্ বৃক্ষশৈলানপি নয়ন্ত্যপাকুর্ব্বন্তি তথাবিধৈরনন্তৈঃ কবদ্ভির্ধ্বনদ্ভিশ্চক্রৈর্নি্কৃন্তনৈশ্ছেদনৈঃ। ভাসকৈর্জ্ঞানপদৈঃ॥ ২৩॥

লগুড়ানামালোড়নেন ভ্রমণেনোপলক্ষিতমুড্ডীনমুদ্গতং গৌড়ভটসম্বন্ধিগুড়ুগুড়ারবমব্যক্তভাষণধ্বনিম্। গান্ধারা গাব ইত্যুপমিতসমাসঃ। উক্তভাবশ্ছান্দসঃ ॥ ২৪ ॥

বহতাং নদীবৎ পর্ব্বতেভ্যোঽবতরতাং শকানাং কদম্বকঃ স্তোমঃ। প্রায়ঃ শকা নীলাম্বরা ইতি গম্যতে পারসীকাস্তু ধবলাম্বরা ইতি ॥ ২৫ ॥

অতএবাহ মন্দরেতি। তত্র যুধ্যতামায়ুধানি ক্ষীরার্ণবোদরে মন্দরস্থ বনানীব প্রেক্ষকাণাস্তু প্রালেয়াচলসানুনি তদ্বনানীবেতি বোধ্যম্॥ ২৬ ॥

উড্ডীনমিতি ভাবে ক্তঃ। ল্বাদিভ্য ইতি নত্বম্। বলনৈঃ সম্বলনৈর্ব্বীচ্যন্তরসম্বলিতবীচিভিরিতি যাবৎ। ভূমিষ্ঠদৃষ্ট্যাম্বুদোড্ডীনমিব দৃষ্টমপি নভশ্চরৈর্ব্বীচিপ্লবনমিব দৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

শতচন্দ্রং সিতচ্ছত্রৈঃ শরৈঃ শলভনির্ভরম্ ।
শক্তিভিঃ কিলনীরন্ধ্রং দৃষ্টমাকাশকাননম্ ॥ ২৮ ॥
বীরাসবসমাক্রন্দকারিণঃ কেকয়ৈঃ কৃতাঃ ।
কঙ্কৈঃ কঙ্ককুলাক্রান্তব্যোমোদ্ধূলিতমস্তকাঃ ॥ ২৯ ॥
কিরাতসৈন্যকন্যানাং কামং কলকলারবৈঃ ।
অঙ্গৈরনঙ্গতাং নীত্বা ভৈরবৈরিব গর্জ্জিতম্ ॥ ৩০ ॥
কাশৈস্তদ্দেহকাঃ ক্রান্তা অদৃশ্যৈর্ম্মায়য়া খগৈঃ ।
নির্দ্ধূতপক্ষৈঃ ক্ষুভিতৈঃ পবনৈরিব পাংসবঃ ॥ ৩১ ॥
উন্মত্তাঃ সুবিনির্দ্ধূতাস্ত্যক্তহেতিরণাম্বরাঃ ।
নার্ম্মদা নর্ম্মনির্ম্মাতৃ ননৃতুর্জ্জহসুর্জ্জগুঃ ॥ ৩২ ॥
প্রক্বণৎকিঙ্কিণীজালং শক্তিবর্ষমুপাগতম্ ।
সাল্ববাণানিলোদ্ধূতমগমৎ পৃষদাকৃতি ॥ ৩৩ ॥
শৈব্যাস্তু খণ্ডিতাঃ কৌন্তৈর্ভ্রমৎকুন্তৈর্বিঘট্টিতাঃ ।
শবীভূতা দিবং নীতা দৃষ্টা বিদ্যাধরা ইব ॥ ৩৪ ॥
ধরাধরণধর্ম্মিণ্যা ধীরয়া হীনসেনয়া ।
লুণ্ঠিতাঃ পাণ্ডুনগরাশ্চলনোল্লাসমাত্রতঃ ॥ ৩৫ ॥

শলভৈঃ পতঙ্গৈর্নির্ভরং ভৃশং ব্যাপ্তম্ । নীরন্ধ্রং নিরবকাশম্ ॥ ২৮ ॥

কৃতাঃ শত্রব ইতি দেহলীদীপন্যায়েনোভয়ত্র শেষঃ ॥ ২৯ ॥

কিরাতসৈন্যান্যেব কন্যাস্তাসাম্ । অঙ্গৈর্জ্জানপদৈঃ । অনঙ্গতাং বিদেহতাং মন্মথোদ্রেকঞ্চ ॥ ৩০ ॥

কাশৈঃ সামুদ্রৈর্ন্নরভেদৈঃ । মায়য়া খগৈঃ পক্ষিভূতৈঃ ॥ ৩১ ॥

উন্মত্তা যুদ্ধোন্মত্তাঃ । নর্ম্ম লীলা তন্নির্ম্মাতৃ ইতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ৩২ ॥

পৃষদাকৃতিং বিন্দ্বাকারং বিশীর্ণতামিতি যাবৎ ॥ ৩৩ ॥

কৌন্তৈঃ কুন্তিদেশজৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ধরায়া যুদ্ধভূমের্ধরণমাক্রমণং তদ্ধর্ম্মিণ্যা অহীনা জানপদাস্তেষাং সেনয়া ॥ ৩৫ ॥

তন্দেহকাঃ পাঞ্চনদৈর্দ্দলিতা মস্তকাশিভিঃ।
কুন্তদন্তদ্রুমোদ্দামা নগা ইব মতঙ্গজৈঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মাবৎসনকা নীপৈশ্চক্রৈঃ কৃত্তা গতা মহীম্।
সহয়াঃ ক্রকচোৎকৃত্তা বৃক্ষাঃ কুসুমিতা ইব ॥ ৩৭ ॥
শ্বেতকাকাননং লূনং কুঠারৈর্জ্জঠরেরিতৈঃ।
এতদ্দদাহ পার্শ্বস্থো ভদ্রেশঃ শরবহ্নিনা ॥ ৩৮ ॥
কাষ্ঠযোধে নিরালানং মগ্না জীর্ণা মতঙ্গজাঃ।
লয়মাজগ্মুরাযুদ্ধমিদ্ধেগ্নাবিন্ধনং যথা ॥ ৩৯ ॥
মিত্রগর্ত্তাস্ত্রিগর্ত্তার্ত্তা ভ্রমিত্বোর্দ্ধং তৃণোপমম্।
বিবিশুর্ব্ব্যস্তমূর্দ্ধানঃ পাতালান্তং পলায়িতুম্ ॥ ৪০ ॥
মন্দানিলচলাম্ভোধিভাস্বরে মাগধে বলে।
নির্ম্মগ্না বনিলা মন্দাঃ পঙ্কে জীর্ণ গজা ইব ॥ ৪১ ॥
চেদয়শ্চেতনাং জহ্রুস্তঙ্গণানাং রণাঙ্গণে।
পুষ্পাণাং পথি শীর্ণানাং সৌকুমার্য্যমিবাতপাঃ ॥ ৪২ ॥
কৌসলাঃ পৌরবারাবমসহন্তোন্তকা ইব।
তৈরুন্মুক্তগদাপ্রাসশরশক্ত্যতিবৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

কুম্ভৈর্গজদন্তৈর্দ্রুমৈশ্চ প্রহরণৈরুদ্দামা যুদ্ধদক্ষাঃ। নগা বৃক্ষাঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মাবৎসনকা জানপদা নীপৈর্জ্জানপদৈঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্বেতকাকানাং জানপদানামাননং মুখং শির ইতি যাবৎ। জঠরৈর্জ্জানপদৈঃ। এতৎ জঠরবলম্। কাষ্ঠযোধলক্ষণপঙ্কেষু নিরালানং বিনৈব বন্ধনস্তম্ভং মগ্নাঃ সন্তো জীর্ণা মতঙ্গদেশজা এব শ্লেষাৎ গজাঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

ত্রিগর্ত্তৈরাত্তা গৃহীতাঃ ॥ ৪০ ॥

বনিলা জানপদাঃ ॥ ৪১ ॥

চেতনাং বিবেকবুদ্ধিং জীবত্বং বা ॥ ৪২ ॥

কৌসলাঃ কোসলদেশজা অন্তকাইব নিয়ন্ত ইতি শেষঃ। তৈঃ পৌরবৈরুন্মুক্তা গদাদিবৃষ্টয়ো যেষু তথাবিধা বভূবুরিত্যপকৃষ্যতে ॥ ৪৩ ॥

বভূবুর্ভল্লকৃত্তাঙ্গা বিস্ময়া বিদ্রুমদ্রুমাঃ।
ইবাদ্রৌ বিদ্রবন্ত্যার্দ্রসান্দ্রাস্থকসূর্য্যমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
নারাচৌঘমহাহেতিমারুতাধূতমূর্ত্তয়ঃ।
বভ্রমুর্ভ্রমরানীকভাস্বরা জলদা ইব ॥ ৪৫ ॥
শরধারাধরামেঘাঃ শরোর্ণাপূর্ণমেষকাঃ।
শরপত্রাবৃতা বৃক্ষা ভ্রেমুস্তদ্গর্জ্জনা গজাঃ ॥ ৪৬ ॥
বনরাজ্যজরাজীর্ণাঃ কন্দাকস্থলজন্তবঃ।
অক্রুটন্ পরমাকৃষ্টাঃ পেলবা ইব তন্তবঃ ॥ ৪৭ ॥
রথেষু ধ্বস্তচক্রেষু নিখাতেঽমূত্র মূর্দ্ধসু।
নিপেতুর্জ্জনসঙ্ঘাতা মেঘা ইব বনাদ্রিষু ॥ ৪৮ ॥
শালতালবনং প্রাপ্য জনতাবলনং বনম্।
ভুজাবকর্ত্তনঞ্চাসীত্তুত্তালং স্থাণুকাননম্ ॥ ৪৯ ॥

তেষু যে ভল্লকৃত্তাঙ্গা অপ্যবিস্ময়াঃ পরপরাক্রমে আশ্চর্য্যবুদ্ধিরহিতাঃ অত-এবার্দ্রসান্দ্রাস্থগ্ভির্বালসূর্য্যসদৃশমূর্ত্তয়ঃ সন্তঃ অদ্রৌ পর্ব্বতে বিদ্রুমদ্রুমাঃপ্রবাল-বৃক্ষাইব বিদ্রবন্তি পরিধাবন্তীব বভূবুঃ ॥ ৪৪ ৪৫ ॥

তেষাং কোসলানাং গর্জ্জনোপলক্ষিতা গজাঃ শরাণাং ধারোর্ণা যত্র। সদৃশ-কান্তগরুচ্ছল্যভাগাকীর্ণত্বাৎ ক্রমাৎ মেঘমেষবৃক্ষাত্মনা উৎপ্রেক্ষ্যন্তে ॥ ৪৬ ॥

কন্দাকস্থলোদ্ভবা জন্তবো মনুষ্যহস্ত্যাদয়ো বনরাজ্যা জানপদান্তল্লক্ষণয়া জরয়া জীর্ণা নির্ব্বলীকৃতাঃ সন্তঃ পরমাকৃষ্টাঃ পেলবাস্তন্তব ইবাক্রুটন্ ছিন্নাঃ ॥ ৪৭ ॥

নিখাতগর্ত্তে নিরোধাৎ রথেষু ধ্বস্তচক্রেষু সৎসু অমূত্র অমীষু রথমূর্দ্ধসু প্রহরিষ্যন্তঃ শত্রুজনসঙ্ঘাতা নিপেতুঃ ॥ ৪৮ ॥

শালবনং তালবনঞ্চ যুদ্ধে পরস্পরং জনতয়োর্জ্জনসমূহয়োর্ব্বলনং মেলনং অতএব বনং মহাবনত্বেন সম্পন্নং যুদ্ধস্থানং প্রাপ্য তত্র ভুজাবকর্ত্তনং চকারা-চ্ছিরোবকর্ত্তনঞ্চ প্রাপ্য যথাক্রমমুত্তালমূর্দ্ধীভূততালবৃক্ষপ্রায়ং স্থাণুকাননঞ্চা-সীৎ। শালানাং পরিতঃ শাখাচ্ছেদনে তালপ্রায়তা তালানান্তু শিরঃকর্ত্তনে

ননর্তুর্নন্দনোদ্যানসুন্দর্য্যোমত্তযৌবনাঃ।
বনোপবনদেশেষু মেরোর্ব্বীরবরাশ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥
তাবত্তারারবং রেজে সৈন্যকাননমুত্তমম্।
যাবন্ন পরপক্ষেণ প্রাপ্তং কল্পানলার্চ্চিষা ॥ ৫১ ॥
ছিন্নাঃ পিশাচসংযুক্তা ভূতাপহৃতহেতয়ঃ।
পাতয়িত্বা যযুঃ কর্ণান্ দশার্ণাস্তর্ণকা ইব ॥ ৫২ ॥
জহুর্ভগ্নেশ্বরাঃ কান্তিং তাঙ্গিগীষবনৌজসা।
কাসয়ঃ কমলানীব শুষ্কস্রোতস্বিনৌজসা ॥ ৫৩ ॥
তুষাকামেসলৈঃ কীর্ণাঃ শরশক্ত্যসিমুদ্গরৈঃ।
বিদ্রুতা নরকৈঃ ক্ষিপ্তাঃ কটকচ্ছলনা অপি ॥ ৫৪ ॥
কৌন্তক্ষেত্রাঃ প্রস্থবাসৈঃ স্থিত্বা যোধিভিরাবৃতাঃ।
গুণা ইব খলাক্রান্তা গতা ব্যক্তমশক্ততাম্ ॥ ৫৫ ॥
দ্বিপয়োবাহুধানানাং ক্ষণেনাদায় মস্তকম্।
ভল্লৈঃ পলায্যাশু গতা বিলূনকমলা ইব ॥ ৫৬ ॥

স্থাণুতৈব পরিশিষ্যত ইতি যুক্তমেব সম্পন্নমিতি ভাবঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

তারঃ আরবো যস্মিন্। সৈন্যমেব কাননম্ ॥ ৫১ ॥

পিশাচৈঃ পিশাচপ্রধানৈঃ কামরূপাদিজানপদৈঃ সহ যুদ্ধায় সংযুক্তা দশার্ণা ভূতৈরপহৃতায়ুধাঃ সন্ত স্তর্ণকা ইব পলায়মানাঃ পথি কর্ণান্ পাতয়িত্বা যযুঃ। তর্ণকপক্ষে কর্ণপদেন কর্ণবদুদ্ভূতদ্বিত্রিপত্রাণি গুল্মাদ্যুচ্যন্তে ॥ ৫২ ॥

ভগ্নেশ্বরাঃ হতস্বামিকাঃ। তাঙ্গিগীষবনানাং জানপদানাম্। শুষ্কাঃ স্রোতস্বিনঃ সরঃ পূরকনির্ঝরা যেন তথাবিধেন গ্রীষ্মৌজসা ॥ ৫৩ ॥

নরকৈর্জ্জানপদৈঃ। ক্ষিপ্তা নিরস্তাঃ কটকচ্ছলনা অপি বিদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বস্থানএব স্থিত্বা যোধিভির্যুদ্ধশীলৈর্ধীরৈরিত্যর্থঃ। আবৃতাঃ পরিক্ষিপ্তাঃ ॥ ৫৫ ॥

বিলূনানি কমলানি যৈস্তে বিলূনকমলাঃ পুরুষা ইব ॥ ৫৬ ॥

মিথঃ সারস্বতা নীত্বা আ দিনান্তং কৃতাজয়ঃ।
পণ্ডিতা ইব বাদেষু নোদ্বিগ্না ন পরাজিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
খর্ব্বগাঃ খদিতাঃ ক্ষুদ্রা যাতুধানৈঃ পরাবৃতাঃ।
তেজঃ পরমমাজগ্মুঃ শান্তাগ্নয় ইবেন্ধনৈঃ ॥ ৫৮ ॥
কিয়দাখ্যায় ত এতজ্জিহ্বানিচয়ৈঃ কিলালমাকুলিতঃ।
বাসুকিরপি বর্ণয়িতুং ন সমর্থোরণবরং রাম ॥ ৫৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জনপদবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

সারস্বতাঃ সরস্বতীতীরোদ্ভবা মিথঃ কৃতাজয়ঃ কৃতযুদ্ধাঃ সন্ত আ দিনান্তং-দিনাবসানাবধিং নীত্বা নোদ্বিগ্নাঃ ॥ ৫৭ ॥

খদিতা বিদ্রাবিতা অপি যাতুধানৈর্লঙ্কাস্থৈঃ সহায়ৈঃ পরাবৃতাঃ পরাবর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রকৃতং রণবর্ণনমুপসংহরতি। কিয়দিতি। জিহ্বানিচয়ৈর্দ্বিসহস্রজিহ্বাভিরলমত্যর্থং বর্ণয়িতুমাকুলিতোব্যগ্রোবাসুকিঃ শেষোপি ॥ ৫৯ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

এবমত্যাকুলে যুদ্ধে সাস্ফোটভয়সঙ্কুলে ।
আদিত্যে তমসা বৃদ্ধে চটৎকঠিনকঙ্কটে ॥ ১ ॥
বহত্যসৃৎপতন্তীষু পতন্তীম্বশ্মবৃষ্টিষু ।
নদীষু ক্ষেপণাচ্ছাসু বরকেম্বজপঙ্ক্তিষু ॥ ২ ॥
মিথঃ ফলাগ্রকাটোত্থ বহ্নিসীকরিণীষু চ ।
আয়ান্তীষু প্রয়ান্তীষু দূরং শরনদীষু চ ॥ ৩ ॥
বহল্লূনশিরঃপদ্মচক্রাবর্ত্তৈস্তরঙ্গিতৈঃ ।
খার্ণবে পূরিতে হেতিবৃন্দমন্দাকিনীগণৈঃ ॥ ৪ ॥
সমীরণরণৎকাণশস্ত্রপূর্ণঘনৈর্ঘনৈঃ ।

দিনান্তে সেনয়োর্যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তৌ রণক্ষিতিঃ ।
পিশাচভীমবীভৎসা বিস্তরেণাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জিতকাশিভিঃ সাস্ফোটৈঃ পরাজিতানাং ভয়েন চ সঙ্কুলে । চটতি রুধিরোদ্গমমাবৃণোতি তথাবিধে কঠিনকঙ্কটে অসৃ তদ্রুধিরক্লেদজলং বহতি প্রক্ষরতি সতীতি পরেণাম্বয়ঃ ॥ ১ ॥

ক্ষেপণপাষাণকরকৈরচ্ছাসু শুভ্রাস্বশ্মবৃষ্টিষেকত্রোৎপতন্তীষন্যত্র পতন্তীষু নদীষজপংক্তিষু বরকেষু সম্বরকেষু সঙ্কুচন্তীষু সতীষু । লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ॥২॥

শরফলাগ্রয়োর্মিথঃ কাটেন সঙ্ঘট্টনেনোত্থৈর্বহ্নিকণৈঃ সীকরিণীষু শরনদীষু ॥ ৩ ॥

বহন্তী প্রবহন্তি লূনশিরাংস্যেব পদ্মানি যেষু তথাবিধাশ্চক্রাণ্যেবাবর্ত্তা যেষু তথাবিধৈর্হেতিবৃন্দমন্দাকিনীগণৈঃ খার্ণবে আকাশলক্ষণে সমুদ্রে পূরিতে সতি ॥ ৪ ॥

সমীরণবদ্রণৎক্বাণৈঃ শস্ত্রৈঃ পূর্ণত্বাদেব ঘনৈর্নিবিড়ৈর্ঘনৈর্মেঘৈরতএব বর্ষ-

সন্দেহাস্তেষু সিদ্ধেষু কপিকচ্ছব্যথাপ্রদৈঃ ॥ ৫ ॥
অষ্টভাগদশাশেষ প্রতাপমধুরাকৃতি ।
শস্ত্রঘাতৌজসা বীর ইবাহস্তমুতাং যযৌ ॥ ৬ ॥
শ্রান্তাশ্বেভাঃ প্রভগ্নাশ্চ হেতিসঞ্জাতদীপ্তয়ঃ ।
দিবসেন সমং সেনা যযুর্ম্মন্দপ্রতাপতাম্ ॥ ৭ ॥
অথ সেনাধিনাথাভ্যাং বিচার্য্য সহ মন্ত্রিভিঃ ।
দূতাঃ পরস্পরং বৃত্তা যুদ্ধং সংহ্রিয়তামিতি ॥ ৮ ॥
তত্র শ্রমবশান্মন্দযন্ত্রশস্ত্রপরাক্রমৈঃ ।
রণসংহরণং কালে সর্ব্বৈরেবোররীকৃতম্ ॥ ৯ ॥
ততোমহারথোত্তুঙ্গকেতুপ্রান্তকৃতাস্পদম্ ।
বলয়োরারুরোহৈক একোযোধোধ্রুবোযথা ॥ ১০ ॥
সোংশুকং ভ্রাময়ামাস সর্ব্বদিঙ্মণ্ডলে সিতম্ ।
শ্যামেব দীর্ঘশুদ্ধাংশুং যুদ্ধং সংহ্রিয়তামিতি ॥ ১১ ॥

র্ত্তারম্ভশঙ্কয়া কপীনাং কচ্ছপ্রদেশে শোণতোপচয়াৎ কামব্যথাপ্রদৈঃ । মেঘান্তরিতেষু সিদ্ধেষু সন্দিহ্যতে ইতি সন্দেহঃ অস্তঃ প্রলয়ো যৈঃ তথাবিধেষু সৎসু ॥ ৫ ॥

শস্ত্রাঘাত প্রযুক্তেনৌজসা শোণকাস্ত্যা বীরঃ শূর ইব ॥ ৬-৭ ॥

বৃত্তাঃ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৮ ॥

মন্দৈর্ম্মন্দীকৃতৈর্যন্ত্রশস্ত্রপরাক্রমৈঃ । বহুব্রীহির্ব্বা । সংহরণমুপসংহারঃ ॥৯॥

মহতোরথয়োরুত্তুঙ্গে কেতুপ্রান্তে কৃতাস্পদং কৃতাধারং দীর্ঘবংশস্তম্ভদ্বয়মিতি শেষঃ । নম্বেক এক ইতি দ্বির্ব্বচনং চেৎ বীপ্সাবিবক্ষায়ামেকং বহুব্রীহিবদিতি বহুব্রীহিবদ্ভাবে এৈকক ইতি স্যাৎ তদবিবক্ষায়ান্ত সরূপৈকশেষঃ স্যাদিতি চেৎ নাত্র বীপ্সা । ব্যাপ্যানেকবিবক্ষাভাবাৎ । নাপ্যেকশেষঃ । সহবিবক্ষাভাবাৎ । সঙ্খ্যাবাচৈকশব্দস্য দ্বিবচনানর্হত্বাদেকবচনেন সেনয়োঃ পুরুষভেদপ্রত্যায়নাযোগাচ্চ । তস্মাৎ পরস্পরানপেক্ষয়োরেব পুরুষয়োস্তন্ত্রেণ আরোহণক্রিয়াসম্বন্ধবিবক্ষণাৎ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ॥ ১০ ॥

ততোদুন্দুভয়োনেদুঃ প্রতিধ্বনিতদিঙ্মুখাঃ।
মহাপ্রলয়সংশান্তৌ পুষ্করাবর্ত্তকা ইব ॥ ১২ ॥
শরাদিহেতিসরিতো বিস্তীর্ণে গগনে স্থিতে।
প্রবৃত্তাঃ সুখমাগন্তুং সরসঃ সরিতোযথা ॥ ১৩ ॥
যোধদোর্দ্রুমসঞ্চারস্তনুতামাযযৌ শনৈঃ।
ভূকম্পান্তে বনস্পন্দ ইবাভ্রান্ত ইবার্ণবঃ ॥ ১৪ ॥
বিনির্গন্তুং প্রববৃতে রণাদথ বলদ্বয়ম্‌।
বারিপূরশ্চতুর্দ্দিক্ষু প্রলয়ৈকার্ণবাদিব ॥ ১৫ ॥
উৎক্ষিপ্তমন্দরক্ষীরসমুদ্রবদনাকুলম্‌।
সৈন্যং প্রশাম্যদাবর্ত্তং শনৈঃ সাম্যমুপাযযৌ ॥ ১৬ ॥
ক্রমেণাসীন্মুহূর্ত্তেন বিকটোদরভীষণম্‌।
অগস্ত্যপীতার্ণববচ্ছূন্যমেব রণাঙ্গণম্‌ ॥ ১৭ ॥
শবসন্ততিসম্পূর্ণং বহদ্রক্তনদাকুলম্‌।
পরিকূজনঝঙ্কারপূর্ণঝিল্লিবনোপমম্‌ ॥ ১৮ ॥
বহদ্রক্তসরিস্রোতস্তরঙ্গারবঘর্ঘরম্‌।
সাক্রন্দার্দ্ধমৃতাহূত-সপ্রাণব্যগ্রমানবম্‌ ॥ ১৯ ॥

শ্যামা রাত্রিরংশুভির্দ্দীর্ঘং শুদ্ধাংশুং চন্দ্রমিব ॥ ১১-১২ ॥

সুখমপ্রতিবন্ধমাগন্তুং পতিতুম্‌। সরসোমানসাদেঃ সরিতঃ সরয্বাদয়ো যথা ॥ ১৩ ॥

অভ্রান্তে শরদি ॥ ১৪ ॥

বারিপূর ইতি। অর্থাৎ প্রলয়ান্তে ইতি গম্যতে ॥ ১৫ ॥

উৎক্ষিপ্তোবহির্নিষ্কাসিতো মন্দরো যস্মাৎ তথাবিধক্ষীরসমুদ্রবৎ। সাম্যমব্যাকুলতাম্‌ ॥ ১৬ ॥

জননির্গমনক্রমেণ। বিকটা পূতনেশ্বরী তস্যা উদরমিব ভীষণম্‌ ॥ ১৭ ॥

ঝিল্ল্যো বনপতঙ্গভেদাঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

মৃতার্দ্ধমৃতদেহৌঘ-স্৺তাসৃক্প্লুতনির্ঝরম্ ।
সজীবনরপৃষ্ঠস্থ-শবস্পন্দনভ্রান্তিদম্ ॥ ২০ ॥
করীন্দ্রশবরাশ্যগ্র-বিশ্রান্তাম্বুদখণ্ডকম্ ।
বিশীর্ণরথসঙ্ঘাতং বাতচ্ছিন্নমহাবনম্ ॥ ২১ ॥
বহদ্রক্তনদীরংহঃ প্রোহ্যমানহয়দ্বিপম্ ।
শরশক্ত্যৃষ্টিমুসল-গদাপ্রাসাসিসঙ্কুলম্ ॥ ২২ ॥
পর্য্যাণাবনসন্নাহ কবচাবৃতভূতলম্ ।
কেতুচামরপট্টৌঘ গুপ্তশবশরীরকম্ ॥ ২৩ ॥
ফণাস্ফুটকতূণীর কুঞ্জকূজৎসমীরণম্ ।
শবরাশিপলালৌঘ-তল্পসুপ্তপিশাচকম্ ॥ ২৪ ॥
মৌলিহারাঙ্গদদ্যোত শক্রচাপবনাবৃতম্ ।
শ্বশৃগালকরাকৃষ্ট সান্দ্রান্ত্রাদীর্ঘরজ্জুকম্ ॥ ২৫ ॥
রক্তক্ষেত্রকণৎকিঞ্চিৎ শেষজীবনৃদন্তুরম্ ।
রক্তকর্দ্দমনির্ম্মগ্ন সজীবনরদর্দ্দুরম্ ॥ ২৬ ॥
বরাঙ্গকবচপ্রখ্য নির্গতাক্ষিশতোচ্চয়ম্ ।

শবানাং স্পন্দনেন জীবনভ্রান্তিদম্ ॥ ২০ ॥

শবরাশীনামগ্রেষু শিখরেষু বিশ্রান্তা অম্বুদখণ্ডা যত্রেত্যতিশয়োক্তিঃ । বাত-চ্ছিন্নমহাবনমিবেতি শেষঃ ॥ ২১-২২ ॥

পর্য্যাণৈঃ পল্যাণৈরবনৈরঙ্গরক্ষকৈশ্চর্ম্মাদিভিঃ সন্নাহৈঃ কবচৈশ্চাবৃতং ভূতলং যত্র । গুপ্তমাচ্ছন্নং শবশরীরকং যত্র ॥ ২৩ ॥

ফণাবদুচ্ছ্রিতাগ্রেষ্বাস্ফুটকেষু ছিদ্রীকৃতেষু তূণীরেষু কীচককুঞ্জেম্বিব কূজন্ সমীরণোবায়ুর্যত্র ॥ ২৪ ॥

মৌলিনা হ্রিয়ন্ত ইতি মৌলিহারাশ্চূড়ামণয়ঃ অঙ্গদানি চ তেষাং দ্যোতৈঃ শক্রচাপানাং বনেন সমূহেনেনাবৃতং ব্যাপ্তম্ ॥ ২৫ ॥

রক্তপূর্ণে ক্ষেত্রে কণন্তোঘর্ঘরস্বরেণ কূজন্তো নৃদন্তুরা উদ্ঘাটিতদন্তাঃ পুরুষা যত্র । সজীবনরা এব দর্দ্দুরা ভেকা যত্র ॥ ২৬ ॥

বহদ্ভুজোরুকাষ্ঠৌঘ ঘোররক্তসরিচ্ছতম্ ॥ ২৭ ॥
সাক্রন্দবন্ধুবলিতং মৃতার্দ্ধমৃতমানবম্ ।
শরায়ুধরথাশ্বেভ-পর্য্যাণাসম্বরান্তরম্ ॥ ২৮ ॥
নৃত্যৎকবন্ধদোর্দ্দণ্ড মণ্ডলানমিতাম্বরম্ ।
মদমেদোবসাগন্ধপীড়ার্দ্র ঘ্রাণকোটরম্ ॥ ২৯ ॥
উত্তাল্বর্দ্ধমৃতেভাশ্ব মার্য্যমাণাল্পজীবিতম্ ।
বহদ্রক্তনদীবীচি-প্রহারহতদুন্দুভি ॥ ৩০ ॥
উহ্যমানমৃতেভাশ্ব-মকরাস্থক্সরিচ্ছতম্ ।
ম্রিয়মাণনরানীক-ফূৎকৃতাস্থক্প্রণালিকম্ ॥ ৩১ ॥
স্বল্পজীবশরাপূর্ণ-মুখদৃকাস্তিতস্বনম্ ।
পিণ্ডভার্য্যাবসাগন্ধ-বাতাস্তোৎপীঠলোহিতম্ ॥ ৩২ ॥
উন্মাসার্দ্ধমৃতেভেন্দ্র-করাক্রান্তকবন্ধকম্ ।
নিরধিষ্ঠিতহস্ত্যশ্ব পাতিতোচ্চকবন্ধকম্ ॥ ৩৩ ॥
রুদৎক্রন্দৎপরিভ্রষ্ট শবক্ষুব্ধাস্থগুদ্ধতি ।

বরাঙ্গকবচং চিত্রকঞ্চুকম্ ॥ ২৭ ॥

পর্য্যাণান্তৈরাসম্বরমাচ্ছন্নমন্তরং মধ্যং যস্য ॥ ২৮ ॥

আনমিতমুচ্ছ্রয়াদধরীকৃতমিতি যাবৎ ॥ ২৯ ॥

উত্তালুভিরূর্দ্ধীকৃততালুভিঃ ॥ ৩০ ॥

ফূৎকৃতা ফূৎকারেণ নিরস্যমানা মুখপ্রদেশপ্রসৃতা অসৃক্প্রণালিকা যত্র ॥ ৩১ ॥

স্বল্পজীবৈঃ শরাপূর্ণমুখদৃক্কৈশ্চ নরৈরস্তিতা নিবদ্ধা আক্রন্দস্বনা যত্র। অতি অদি বন্ধনে। বামকুক্ষিস্থোমাংসগ্রন্থিবিশেষঃ পিণ্ডভার্য্যেত্যুচ্যতে। তস্যা বসারাশ্চ গন্ধেনোপলক্ষিতম্। বাতাস্তেন বায়ুসংস্পর্শেন উৎপীঠমিব ঘনীভূতং লোহিতং যত্র ॥ ৩২ ॥

সাদিমরণান্নিরধিষ্ঠিতৈরনিয়ন্ত্রিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

রুদদ্ভিঃ ক্রন্দদ্ভিঃ পরিভ্রষ্টৈঃ পতদ্ভিঃ শবৈশ্চ ক্ষুব্ধা অসৃগুদ্ধতির্লোহিতো-

মৃতভর্ত্তৃগলে শস্ত্র-ত্যক্তপ্রাণকুলাঙ্গনম্ ॥ ৩৪ ॥
সেনোৎক্রান্ততত‍ক্ষিপ্র বহুপান্থপরীক্ষণম্ ।
শবহারকরাকৃষ্ট সপ্রাণানুচরাকুলম্ ॥ ৩৫ ॥
কেশশৈবালবক্ত্রাব্জ চক্রাবর্ত্তনদীশতম্ ।
তরত্তুঙ্গতরঙ্গাঢ্য বহদ্রক্তমহানদম্ ॥ ৩৬ ॥
অঙ্গলগ্নায়ুধোদ্ধার ব্যগ্রার্দ্ধমৃতমানবম্ ।
বিদেশমৃতসাক্রন্দ হৃতাঙ্গগজবাজিনম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রাণান্তরমৃতপুত্রেষ্ট-মাতৃদেবপরাভিধম্ ।
হাহাহীহীতি কথিত-মর্ম্মচ্ছেদনবেদনম্ ॥ ৩৮ ॥
ম্রিয়মাণমথৌজিষ্ঠ-দ্বিষ্টপ্রারব্ধসঞ্চয়ম্ ।
দন্তিযুদ্ধাসমর্থাগ্র মৃতদেহেষ্টদৈবতম্ ॥ ৩৯ ॥

চ্ছলনং যত্র। মৃতস্ত ভর্ত্তুর্গলে আলিঙ্গ্যেতি শেষঃ। দৈবোপনীতেন শস্ত্রাঘাতেন ত্যক্তপ্রাণা কুলাঙ্গনা যত্র। বুদ্ধিপূর্ব্বকং শস্ত্রঘাতেন ভর্ত্তৃসহগমনন্তু ন শাস্ত্রার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সংস্কার্য্যশবানয়নায় স্বাম্যাজ্ঞপ্তায়াঃ শিবিরনিবিষ্টসেনায়াঃ সকাশাৎ উৎক্রান্তৈর্নির্গতৈঃ প্রত্যেকং রণভূপ্রবেশভীরুত্বাৎ ততৈঃ সন্ততৈঃ ক্ষিপ্রৈঃ শীঘ্রপ্রবৃত্তৈর্ব্বহুভিঃ পান্থৈঃ কৃতং স্বস্বজনশবপরীক্ষণং যত্র। শবান্ হরন্তীতি শবহারাস্তেষাং স্বাভিলষিতশবান্বেষণত্বরয়া করাকৃষ্টসপ্রাণনৈরনুচরৈর্ভৃত্যৈরাকুলম্ ॥ ৩৫ ॥

কেশাঃ শৈবালানি বক্ত্রাণ্যব্জানি চক্রাণ্যাবর্ত্তা যেষু তথাবিধং রক্তনদীশতং যত্র ॥ ৩৬ ॥

বিদেশে মৃতানাং শোকাৎ সাক্রন্দং হৃতা দত্তাস্তদঙ্গভূষণাদয়ো গজবাজিনশ্চ যত্র। ক্লীবে হ্রস্বলুক্‌ছান্দসঃ ॥ ৩৭ ॥

পরোঽন্যঃ পরমেশ্বরোবা। তেষাং অভিধা নামানি ॥ ৩৮ ॥

পরাক্রমমকৃত্বৈব ম্রিয়মাণৈর্ম্মথৈর্দ্দেবোন্মথিতৈরোজিষ্ঠৈর্ব্বলবত্তরৈর্দ্বিষ্টৈর্নিন্দিতঃ স্বপ্রারব্ধকর্ম্মসঞ্চয়ো যত্র। দন্তিযুদ্ধেষসমর্থৈর্দন্ত্যগ্রে মৃতপ্রায়দেহৈর্ব্বিনর্দ্দভয়াদিষ্টানি প্রার্থিতানি দৈবতানি যত্র ॥ ৩৯ ॥

ম্রিয়মাণমহাবজ্ঞা শূরাশ্রিতপলায়নম্।
অশঙ্কিতাস্থগাবর্ত্ত ভীমাস্পদগমোৎসুকম্ ॥ ৪০ ॥
মর্ম্মচ্ছেদশরাঘাত ব্যথাবিদিতদুষ্কৃতি।
কবন্ধবন্ধপ্রারব্ধ বেতালবদনাক্রমম্ ॥ ৪১ ॥
উহ্যমানধ্বজচ্ছত্র চারুচামরপঙ্কজম্।
কিরৎসন্ধ্যারুণং দিক্ষু তেজস্কং রক্তপঙ্কজম্ ॥ ৪২ ॥
রথচক্রধরাবর্ত্তং রক্তার্ণবমিবাষ্টমম্।
পতাকাফেনপুঞ্জাঢ্যং চারুচামরবুদ্বুদম্ ॥ ৪৩ ॥
বিপর্য্যস্তরথং ভূমি-পঙ্কমগ্নপুরোপমম্।
উৎপাতবাতনির্দ্ধূত দ্রুমং বনমিবাততম্ ॥ ৪৪ ॥
কল্পদগ্ধজগৎপ্রখ্যং মুনিপীতার্ণবোপমম্।
অতিবৃষ্টিহতং দেশ-মিব প্রোজ্ঝিতমানবম্ ॥ ৪৫ ॥
কলাপকুন্তবলিতং ভুশুণ্ডীমণ্ডলাকুলম্।
মত্তনাগশতাকার শবতোমরমুদ্গারম্ ॥ ৪৬ ॥

ম্রিয়মাণেষু মহত্যা পাদাঘাতাদ্যবজ্ঞয়া অপরাধেন অশূরৈরাশ্রিতং পলায়নং যত্র। অতএবাশঙ্কিতা নিঃশঙ্কা অস্থগাবর্ত্তভয়ানকস্থানেষপি গমনোৎসুকা গমনোন্মুখা যত্র ॥ ৪০ ॥

মর্ম্মচ্ছেদিন্যা শরাঘাতব্যথয়া বিদিতা অনুমিতা জন্মান্তরস্বদুষ্কৃতির্যত্র। পলায়মানকবন্ধানাং বন্ধনেন রুধিরপানায় প্রারব্ধা বেতালবদনাক্রমাঃ যত্র ॥ ৪১ ॥

রক্তহ্রদেষূহ্যমানানি ধ্বজচ্ছত্রচামরাণি পঙ্কজানি সিতাম্ভোজানি যত্র। রক্তহ্রদেষু সন্ধ্যারাগপ্রতিফলনাদরুণং তেজস্কং তেজঃসমূহলক্ষণং রক্তপঙ্কজং কোকনদং দিক্ষু কিরৎ বিক্ষিপৎ ॥ ৪২ ॥

রথান্তচক্রাণি চ ক্রমাৎ ধরাঃ পর্ব্বতা আবর্ত্তাশ্চ যত্র তথাবিধং প্রসিদ্ধার্ণবসপ্তকাধিক্যাদষ্টমং রক্তার্ণবমিব স্থিতম্ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

হতোদেশ ইতি প্রথমান্তপাঠশ্ছান্দসঃ ॥ ৪৫ ॥

কলাপৈর্ভূষণৈঃ পরৈশ্চ বলিতং ব্যাপ্তম্। নাগা গজাস্তদাকারাঃ শবাঃ

শিলাশিখরসঞ্জাত তালজালমিবাততম্ ।
তরদ্রক্তনদীতীর জাতকুন্তোন্নতদ্রুমম্ ॥ ৪৭ ॥
নাগাংসস্যূতহেত্যোঘ বৃক্ষাংশুকুসুমাকুলম্ ।
কঙ্ককৃষ্টান্ত্ররসনা বৃন্দজালকিতাম্বরম্ ॥ ৪৮ ॥
অসৃক্সরীত্তীরজাত কুন্তোন্নতবনদ্রুমম্ ।
অসৃক্সরোবরোর্দ্ধস্থ পতাকানলিনীগণম্ ॥ ৪৯ ॥
রক্তকর্দ্দমনির্ম্মগ্ন নরাহুতসুহৃজ্জনম্ ।
করীন্দ্রকুণপাপাত নির্য্যস্তমগ্নজনেক্ষিতম্ ॥ ৫০ ॥
হেতিলূনলতৈর্ব্বৃক্ষৈঃ সন্দিগ্ধার্দ্ধকবন্ধকম্ ।
অসৃঙ্নদীবহদ্ধস্তি কটকর্পটনৌগণম্ ॥ ৫১ ॥
রক্তস্রোতঃ স্ফুরচ্ছুভ্র বস্ত্রডিণ্ডীরপিণ্ডকম্ ।
সঞ্চারনিয়তক্ষিপ্র-ভৃত্যবিচ্ছিন্ননানবম্ ॥ ৫২ ॥
ইতশ্চেতশ্চ নিপতৎকবন্ধনবদানবম্ ।
ঊর্দ্ধস্থূলাক্ষচক্রৌঘ চ্ছিন্নসৈন্যদ্রবজ্জনম্ ॥ ৫৩ ॥
রক্তনিঃস্বনভাঙ্কারফেৎকারার্দ্ধমৃতারবম্ ।

নাগাঃ সর্পাস্তদাকারাস্তোমরবৃন্দারাশ্চ যত্র ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধোক্তার্থে উত্তরার্দ্ধোক্তোর্থোহেতুঃ ॥ ৪৭ ॥

নাগানাং গজানামঙ্গেষু স্যূতাঃ প্রোতা হেত্যোঘা এব বৃক্ষাস্তেষামংশবঃ কিরণাস্তল্লক্ষণৈঃ কুসুমৈরাকুলম্ । জালকিতং সঞ্জাতজালকমিব কৃতম্ ॥৪৮ ৪৯॥

করীন্দ্রাণাং কুণপেভ্যঃ শবেভ্য আপাতনির্য্যস্তিরীষন্নির্গতৈর্ভগ্নকট্যাদিজনৈরীক্ষিতম্ ॥ ৫০ ॥

অসৃঙ্নদীষু বহন্তঃ প্লবমানা হস্তিনাং কটা গণ্ডাঃ কর্পটানি পল্যাণবস্ত্রাণি চ নৌগণা নৌকাসমূহা যত্র ॥ ৫১ ॥

ডিণ্ডীরঃ ফেনঃ । সঞ্চারায় নিয়তৈরাজ্ঞপ্তৈঃ ক্ষিপ্রৈঃ শীঘ্রকারিভির্ভৃত্যৈর্ব্বিচ্ছিন্না বিবেচিতাঃ ॥ ৫২ ॥

ঊর্দ্ধীভূতৈঃ স্থূলাক্ষৈর্ব্বৃহচ্ছিদ্রৈশ্চক্রৌঘৈঃ ॥ ৫৩ ॥

রক্তনিঃস্বনসহিতা ভাঙ্কারফেৎকাররূপা অর্দ্ধমৃতপ্রাণ্যারবা যত্র । শিলী-

শিলীমুখললদ্রক্ত ধারাধূতরজঃখগম্ ॥ ৫৪ ॥
স্থতালোত্তালবেতাল তালতাণ্ডবসঙ্কটম্ ।
পর্য্যস্তরথদার্ব্বস্তরর্দ্ধান্তরিতসস্তটম্ ॥ ৫৫ ॥
অন্তস্থসজ্জীবভট স্পন্দিস্পন্দনভীতিদম্ ।
রক্তকর্দ্দমপূর্ণাস্থ কিঞ্চিজ্জীবকৃপাচ্ছবম্ ॥ ৫৬ ॥
কিঞ্চিজ্জীবনরোদ্গ্রীব দুঃখদৃষ্টশ্ববায়সম্ ।
একামিষোৎকক্রব্যাদ যুদ্ধকোলাহলাকুলম্ ।
একামিষার্থযুদ্ধেহা-মৃতক্রব্যাদসঙ্কুলম্ ॥ ৫৭ ॥
বিবৃত্তাসখ্যাশ্বদ্বিরদপুরুষাধীশ্বররথ-
প্রকৃত্তোষ্ট্রগ্রীবাপ্রস্থতরুধিরোদ্গারস্থসরিৎ ।
রণোদ্যানংমৃত্যোস্তদভবদশুষ্কায়ুধলতম্-
সশৈলং কল্পান্তে জগদিব বিপর্য্যস্তমখিলম্ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে আহববর্ণনং নাম
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

মুখেষু ললন্ত্যাঃ স্রবন্ত্যা রক্তধারায়াঃ পানায় নিরালম্বেন পক্ষবিধূননেনোদ্ধূত-রজসঃ কঙ্কাদিখগা যত্র ॥ ৫৪ ॥

সস্তটা জীবদ্ভটাঃ ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চিজ্জীবত্বাৎ কৃপাং অতস্তঃ প্রাপ্নুবন্তঃ শবা যত্র ॥ ৫৬ ॥

যুদ্ধেহাভির্যুদ্ধচেষ্টাভিঃ ॥ ৫৭ ॥

বিশেষেণ বৃত্তানাং মৃতানাং পরিবর্ত্তিতানাঞ্চাসখ্যানামশ্বাদীনাং প্রকৃত্তাভ্যশ্ছিন্নাভ্য উষ্ট্রগ্রীবাভ্যশ্চ প্রস্থতা রুধিরোদ্গারৈঃ শোভনাঃ সরিতোযত্র। অশুষ্কারক্তসেকপল্লবিতা আয়ুধলতা যত্র তথাবিধং রণভূমিলক্ষণং মৃত্যোরুদ্যানমুপবনমাসীৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

অথ বীর ইবারক্তঃ কালেনাস্তমিতোরবিঃ ।
অস্ত্রতেজঃ পরিম্লানপ্রতাপোষ্ণো সমুজ্ঝিতঃ ॥ ১ ॥
রণরক্তরুচির্ব্ব্যোমদর্পণপ্রতিবিম্বিতা ।
জহৌ সূর্য্যশিরশ্ছেদে সন্ধ্যালেখোদভূৎ ক্ষণম্ ॥ ২ ॥
ভূপা তালনভোদিগ্ভ্যঃ প্রলয়াব্ধিজলৌঘবৎ ।
সমাজগ্মুস্তনত্তালা বেতালা বলয়া ইব ॥ ৩ ॥
মৃষ্টধ্বান্তাসিবলিতে দিননাগেন্দ্রমস্তকে ।
সন্ধ্যারাগারুণং কীর্ণং তারানিকরমৌক্তিকম্ ॥ ৪ ॥
নিঃসত্ত্বেষু তমোহন্ধেষু রসনারসশালিষু ।

সূর্য্যাস্তময়ঃ সন্ধ্যারক্তো বেতালসঙ্কুলা ।
বীভৎসবহুলং রাত্রৌ রণস্থানঞ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

সূর্য্যপক্ষে অস্ত্রতেজসি স্বচ্ছে নভসি পরিম্লানপ্রতাপোষ্মকরশ্মিঃ। সমুজ্ঝিতস্ত্যক্তঃ পাতিত ইতি যাবৎ ॥ ১ ॥

সূর্য্যলক্ষণস্য সাদিনঃ শিরসশ্ছেদে পাতনে সতি প্রাগ্ব্যোমদর্পণে প্রতিবিম্বিতা রক্তরুচির্ব্যোম জহৌ। ক্ষণমল্পকালম্ ॥ ২ ॥

সর্ব্বদিগ্বলয়নাৎ বলয়াকারাঃ স্তনন্তো ধ্বনন্তস্তালাঃ করতালা যেষাং স্তনন্তোধ্বনন্তস্তালা ইব দীর্ঘা বা বেতালাঃ ॥ ৩ ॥

দিনলক্ষণস্য নাগেন্দ্রস্য গজশ্রেষ্ঠস্য মস্তকে মৃষ্টেন শাণনিঘৃষ্টেন ধ্বান্তাসিনা বলিতে খণ্ডিতে সতি রাগো রক্তং তেনারুণং তারানিকরলক্ষণং গজমৌক্তিকং বিকীর্ণমিত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৪ ॥

নিঃসত্ত্বেষু নির্গতহংসাদিজন্তুষু নিষ্প্রাণেষু চ। তমসান্ধকারেণ মোহেন চান্ধেষু। রসশালিষু সরঃসু প্রাগ্জীবনপ্রেমবৎসু চ। রসনাঃ প্রাগ্ ভ্রমরা-

সঙ্কোচমাযযুঃ পদ্মা মৃতানাং হৃদয়েষ্বিব ॥ ৫ ॥
মীলৎপক্ষাঃ ক্ষণাৎ সুপ্তাঃ কৃচ্ছ্রপ্রোচ্ছ্রিতকন্ধরাঃ।
কুলায়েষু খগা আসন্ শবাঙ্গেষ্বিব হেতয়ঃ ॥ ৬ ॥
আসন্নচন্দ্রসুভগা লোকাঃ কুসুমপংক্তয়ঃ।
উল্লসদ্ধৃদয়া জাতা বীরপক্ষেষ্বিব শ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥
রক্তবারিময়ী সায়মঙ্গগুপ্তশিলীমুখা।
সঙ্কুচদ্বক্ত্রপদ্মাভূদ্রণভূমিরিবাব্জিনী ॥ ৮ ॥
উপর্য্যভূদ্ব্যোমসরস্তারাকুমুদমণ্ডিতম্।
অধস্ত্বভূদ্বারিসরঃ স্ফুরৎকুমুদতারকম্ ॥ ৯ ॥
তমস্যপেতভীতানি ভূতানি মিলিতান্যলম্।
পয়াংসীব বিসেভূনি প্রসৃতানি দিশং প্রতি ॥ ১০ ॥
আসীদ্রণাঙ্গণং গায়দ্বেতালকুলসঙ্কুলম্।
ক্বণৎকঙ্কালকাঙ্কস্থ-কঙ্ককাকোলকেলিমৎ ॥ ১১ ॥
অথ কাষ্ঠচিতা জ্বাল-সতারাম্বরভাস্বরম্।
পচৎপচপচাশব্দি-মেদোমাংসময়ানলম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বাঙ্গাস্থিস্ফুটাস্ফোটস্ফুটচ্চিতিচয়োন্মুখম্।

দিভিঃ প্রাণৈশ্চ ধ্বনস্তঃ ॥ ৫ ॥

হেতিপক্ষে কৃচ্ছ্রেণ মরণদুঃখেন প্রোচ্ছ্রিতা উন্নামিতাঃ কন্ধরাঃ কণ্ঠা যৈঃ ॥ ৬ ॥

আসন্নস্য চন্দ্রস্য সুভগালোকলক্ষণাস্তৎসদৃশাশ্চ কুমুদাদিকুসুমপংক্তয়ঃ ॥৭॥

অব্জিনীপক্ষে সন্ধ্যারাগপ্রতিফলনাৎ রক্তসদৃশবারিপ্রচুরা শিলীমুখা বাণা ভ্রমরাশ্চ। বক্ত্রাণ্যেব বক্ত্রাণীব বা পদ্মানি যস্যাঃ ॥ ৮-৯ ॥

প্রাগপেতানি বিযুক্তানি পশ্চান্মিলিতান্যপ্যপরিচয়াৎ পরস্পরমাভীতানী-ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কঙ্কালকানাং শবানামঙ্কে উৎসঙ্গে ॥ ১১ ॥

অথ রণাঙ্গণং বক্ষ্যমাণবিশেষণমাসীদিত্যাসর্গান্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

বেতালললনারব্ধ-জললীলাতিরোহিতম্ ॥ ১৩ ॥
শ্বকাকযক্ষবেতাল-তালকোলাহলোল্বণম্ ।
গমাগমেন ভূতানাং সমুড্ডীনবনোপমম্ ॥ ১৪ ॥
রক্তমাংসবসামেদো-হরণব্যগ্রডাকিনি ।
চর্ব্বিতাস্থিবসামাংস স্রবৎসৃক্কিপিশাচকম্ ॥ ১৫ ॥
মধ্যমধ্যচিতালোক প্রকটাসৃক্শবব্রজম্ ।
বিরূপিকানীয়মান-স্বাংসন্যস্তমহাশবম্ ॥ ১৬ ॥
উদ্ভাণ্ডবোগ্রকুষ্মাণ্ড মণ্ডলোড্ডামরোদরম্ ।
ছমিচ্ছমিৎপ্রলাপান্তং মেদোসৃগ্বাস্পসাম্বুদম্ ॥ ১৭ ॥
বহদ্রক্তনদীরংহো রূঢ়ভূচররূপিকম্ ।
বেতালকুলকঙ্কাল কর্ষণাকুলকাকলম্ ॥ ১৮ ॥
মৃতেভোদরমঞ্জূষা-সুপ্তবেতালবালকম্ ।
বিবিক্তৈককরণোদ্দেশ-পানক্রীড়াস্থরাক্ষসম্ ॥ ১৯ ॥
মত্তবেতালকলহ-চিতালাতরণোজ্জ্বলম্ ।

অঙ্গনাং স্ফুটৈরাসমন্তাৎ স্ফোটৈঃ স্ফুটন্তুশ্চিতিচয়া এব বীরবহুমুখাঃ প্রাধা-ন্যেন প্রকাশমানা যত্র । বেতাললনাভিরারব্ধং জললীলা জলক্রীড়া যস্তা-মিব চিতাগ্নিষু তিরোহিতমস্তুদ্ধানং যত্র ॥ ১৩-১৪ ॥

স্রবন্ত্যৌ সৃক্কিণী ওষ্ঠপ্রান্তৌ যেষাং তথাবিধাঃ পিশাচকা যত্র ॥ ১৫ ॥

মধ্যমধ্যচিতাসু আলোকাঃ পিশাচৈরালোক্যমানাঃ প্রকটাসৃজঃ শবব্রজা যত্র । বিরূপিকাঃ পূতনাঃ ॥ ১৬ ॥

কুষ্মাণ্ডাঃ পিচণ্ডিলাঃ পিশাচজাতিভেদাঃ । ছমিচ্ছমিদিতি প্রলাপা ইব শববক্ত্রান্তে জ্বালাশব্দা যত্র । মেদোসৃজাং বাষ্পৈঃ সান্দ্রধূমৈঃ সাম্বুদমিব ॥১৭॥

রক্তনদীরংহসি রূঢ়া নিখাতপাদা অতএব ভূচরীব লক্ষ্যমাণা রূপিকা যত্র । বেতালকুলানাং কঙ্কালানাং শবানাং কর্ষণাসু কুলোচিতানি কাকলানি হর্ষ-কলকূজিতানি যত্র ॥ ১৮-১৯ ॥

বহদ্রক্তবসামিশ্র গন্ধবন্ধুরমারুতম্ ॥ ২০ ॥
রূপিকাপেটিকাবাস্তা-রণদ্রটরটারবম্।
অর্দ্ধপক্কশবাস্বাদ লুব্ধযক্ষোল্লসৎকলি ॥ ২১ ॥
তুঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাঙ্গ তঙ্গণাঙ্গলগৎখগম্।
তারাপাতোপমহসৎ সম্মুখজ্বালরূপিকম্ ॥ ২২ ॥
পতদ্বেতালসোল্লাস মধ্যস্থাসৃগ্বিরূপিকম্।
পিশাচাকর্ণিতাভ্যর্ণ যোগিনীগণনায়কম্ ॥ ২৩ ॥
প্রস্তুতান্ত্রমহাতন্ত্রী প্রায়সম্পন্নবাদনম্।
পিশাচবাসনোৎক্রান্ত পিশাচীভূতমানবম্ ॥ ২৪ ॥
রূপিকালোকনাপূর্ব্ব ত্রাসার্দ্ধমৃতসদ্ভটম্।
কচিদ্বেতালরক্ষোভিরপরীপূর্ণমদ্রকম্ ॥ ২৫ ॥
স্বরূপিকাস্কন্ধপতচ্ছবত্রস্তনিশাচরম্।
নভঃসঙ্ঘট্টিতাপূর্ব্ব ভূতপেটকসঙ্কটম্ ॥ ২৬ ॥
অতিপ্রযত্নাপহৃত ম্রিয়মাণনরামিষম্।

চিতানামলাটৈর্জ্জলদুল্মুকৈর্ঘোরণস্তেনোজ্জ্বলং দীপ্রম্ ॥ ২০ ॥

রূপিকাণাং পূতনাভেদানাং পেটিকা করণ্ডাস্তাসামেব প্রসিদ্ধাঃ। যক্ষাণাং উল্লসন্ কলিঃ কলহোযত্র ॥ ২১ ॥

তুঙ্গেষু বঙ্গাদিদেশজানামঙ্গেষু লগন্তো নিশাচরখগা যত্র। তারাপাতোপ-মৈর্দ্দশনৈর্হসন্ত্যঃ সম্মুখীকৃতজ্বালা রূপিকা যত্র ॥ ২২ ॥

অসৃক্পিচ্ছিলে পতৎসু বেতালেষু হাসাদিসোল্লাসা অসৃক্প্রধানা বিরূ-পিকা যত্র ॥ ২৩ ॥

আন্ত্রমহাতন্ত্রীভিঃ প্রায়েণ সম্পন্নানি বাদনানি বাদ্যানি যত্র ॥ ২৪ ॥

রূপিকাণামালোকনাদপূর্ব্বত্রাস আকস্মিকং ভয়ং তস্মাৎ। মদ্রকং কল্যা-ণোৎসবঃ ॥ ২৫ ॥

নভসি সঙ্ঘট্টিতৈরপূর্ব্বৈঃ প্রসিদ্ধবিলক্ষণৈর্ভূতপেটকৈঃ সঙ্কটং নিরন্তরম্ ॥ ২৬ ॥

স্বভক্ষ্যাপেক্ষপক্ষেষু বিক্ষিপ্তশবরাশিমৎ ॥ ২৭ ॥
শিবামুখানলশিখা খণ্ডোত্থমিতি রক্তগৈঃ ।
সমুড্ডীননবাশোক পুষ্পগুচ্ছমিবাভিতঃ ॥ ২৮ ॥
কবন্ধকন্ধরাবন্ধ ব্যগ্রবেতালবালকম্ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাদি কচদাকাশগোল্মুকম্ ॥ ২৯ ॥

আকাশভূধরনিকুঞ্জগুহান্তরাল-
পিণ্ডোপমণ্ডিততমোম্বুদপীঠপূরম্ ।
ব্যালোলভূতরভসাকুলকল্পবাত-
ব্যাধূতলোককরকাণ্ডকপেটকল্পম্ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে নিশাচরাকুলরাত্রিরণাঙ্গণবর্ণনং নাম একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বেষু স্বীয়েষু ভক্ষ্যাপেক্ষেষু পক্ষেষু ॥ ২৭ ॥

শিবা জম্বুকাস্তন্মুখানলজ্বালাভিরখণ্ডময়চ্ছেদমুত্থমিতি তীর্ম্মূর্চ্ছাতঃ প্রাপ্তসংজ্ঞৈঃ রক্তগৈ রক্তব্যাপৈস্তৈশ্চ ॥ ২৮ ॥

কবন্ধকং ধরাসু ছিন্নশিরোনক্ষত্রক্রীড়াসু ব্যগ্রা বেতালবালকা যত্র। যক্ষাদীনাং কচস্তোদীপ্যমানা আকাশগা উল্মুকা জলদলাস্তানি যত্র ॥ ২৯ ॥

আকাশভূধরেষু তদীয়নিকুঞ্জানাং গুহানাঞ্চান্তরালেষু চ পিণ্ডবন্নিবিড়তয়া উপমণ্ডিতস্তমোলক্ষণঃ অম্বুদপীঠানাং পীঠবৎপ্রতিষ্ঠিতাম্বুদানাং পূরঃ সমূহো যত্র। ব্যালোলানাং ভূতানাং রভসেন বেগেন আকুলঃ কল্পবাতৈর্ব্যাধূতা লোকা জনাস্তদীয়করকাদিসম্ভারাশ্চ যত্র তথাবিধং যদণ্ডকপেটং ব্রহ্মাণ্ডোদরং তৎকল্পং রণাঙ্গণমাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

এবং নিশাচরাচার-চিরঘোরে রণাঙ্গণে ।
অহনীব জনাচারে স্থিতে যামাবরে হি তে ॥ ১ ॥
হস্তহার্য্যতমঃপিণ্ড-স্ফুটকুড্যে নিশাগৃহে ।
লাভোচ্ছদোচ্চলচতে ভূতসঙ্ঘে প্রবল্গতি ॥ ২ ॥
নিঃশব্দে ধ্বান্তসঞ্চারে নিদ্রারুদ্ধককুব্গণে ।
লীলাপতিরুদারাত্মা কিঞ্চিৎ খিন্নমনা ইব ॥ ৩ ॥
প্রাতঃ কার্য্যং বিচার্য্যাশু মন্ত্রিভির্ম্মন্ত্রকোবিদৈঃ ।
দীর্ঘচন্দ্রসমাকারে শয়নে হিমশীতলে ॥ ৪ ॥
চন্দ্রোদরনিভে চারুগৃহে শিশিরকোটরে ।
নিদ্রাং মুহূর্ত্তমগমন্মুদ্রিতেক্ষণপুষ্করঃ ॥ ৫ ॥

সুপ্তে বিদূরথে বেশ্মপ্রবেশোক্তপ্তিলীলয়োঃ ।
আতিবাহিকদেহস্য তত্ত্বঞ্চাত্র নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

নিশাচরাণামাচারেণ চিরং ঘোরে ভয়ানকে রণাঙ্গণে যামানাং যমসম্বন্ধিনাং দূতানামবরাণাং নিকৃষ্টানাং পিশাচাদীনাঞ্চ ঈহিতে চেষ্টিতে অহনি জনানাং যথোচিতাচারবৎ এবং বর্ণিতপ্রকারেণ স্থিতে সতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

হস্তেন হর্ত্তুং শক্যৈরিব নিবিড়ৈস্তমঃপিণ্ডৈ স্ফুটানি প্রকটীভূতানি কুড্যানি যত্র তথাবিধে নিশালক্ষণে গৃহে ভক্ষ্যসমৃদ্ধিলাভে উচ্ছদং উদ্গতবস্ত্রং উচ্চলং পলায়মানং চতং যাচ্ঞাদৈন্যং যস্মাৎ তথাবিধে ভূতসঙ্ঘে প্রবল্গতি ক্রীড়তি সতি । চতে যাচনে । ঘঞর্থে কবিধানমিতি ভাবে কঃ ॥ ২ ॥

রণাঙ্গণস্থিতিমুক্ত্বা নগরস্থিতিমাহ নিঃশব্দ ইতি । ককুব্গণশব্দেন দিক্সমূহস্থিতপ্রাণিনো লক্ষ্যন্তে ॥ ৩-৪ ॥

অগমৎ প্রাপ ॥ ৫ ॥

অথ তে ললনে ব্যোম তৎ পরিত্যজ্য তদ্গৃহম্ ।
রন্ধ্রৈর্বিবিশতুর্বাতলেখেহৃজমুকুলং যথা ॥ ৬ ॥

রামউবাচ ।

কিয়ন্মাত্রমিদং স্থূলং শরীরং বাগ্মিদাম্বর ।
রন্ধ্রেণ তস্তুতনুনা কথমাশ্বাবিশৎ প্রভো ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

আধিভৌতিকদেহোহমিতি যস্য মতিভ্রমঃ ।
তস্যাসাবণুরন্ধ্রেণ গন্তুং শক্নোতি নানঘ ॥ ৮ ॥
রোধিতোহমনেনেতি ন মাম্যত্রেতি যস্য ধীঃ ।
অনুভূতানুভবতী ভবতীত্যনুভূয়তে ॥ ৯ ॥
যেনানুভূতং পূর্ব্বার্দ্ধং গচ্ছামীতি স তৎক্রিয়ঃ ।
কথং ভবতি পশ্চার্দ্ধং গমনোন্মুখচেতনঃ ॥ ১০ ॥

তে ললনে জ্ঞপ্তিলীলে ॥ ৬ ॥

সূক্ষ্মতমব্রহ্মাণ্ডচ্ছিদ্রান্নির্গমনে প্রাক্পৃষ্টমেবার্থং রামঃ পুনর্দৃঢ়ীকারায়াধিক-জিজ্ঞাসয়া চ পৃচ্ছতি। কিয়দিতি। কিয়ন্মাত্রং চতুর্হস্তপ্রমাণদৈর্ঘ্যমিতি-যাবৎ ॥ ৭ ॥

অসৌ স্থূলদেহঃ। অণুরন্ধ্রেণ সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেণ ॥ ৮ ॥

তৎকুতস্তত্রাহ রোধিত ইতি। রোধিতোনিরুদ্ধঃ অত্রাস্মিন্ ছিদ্রে ন মামি মাতুং ন শক্নোমি নরদেহস্বভাবত্বাদিতি যস্য ধীঃ পূর্ব্বং শতশোহনুভূতমেব স্থূলদেহস্বরূপত্বমাত্মনোহনুভবতী ভবতি। শপ্শুনোর্নিত্যবচনান্নুমভাব-শ্ছান্দসঃ। তেন ইতি। এবং রীত্যা অগমনমেবানুভূয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যেন তু স্থূলনরদেহতাদাত্ম্যবুদ্ধ্যভাবাদাতিবাহিকদেহমাত্রত্বনিশ্চয়াচ্চ পূর্ব্বার্দ্ধং পৌর্ব্বকালিকদৃঢ়বাসনাসমৃদ্ধং সূক্ষ্মতমেপি ছিদ্রে গচ্ছামি গমনসম-র্থোস্মীত্যেবং শতশোহনুভূতং স তাদৃশগমনস্বভাবোন্মুখাত্মচেতনাংশস্বভাবঃ পুরুষঃ পশ্চার্দ্ধং উত্তরকালে তৎক্রিয়ঃ স্থূলদেহানুরূপনিরোধাদিক্রিয়াবিশিষ্টঃ কথং ভবতি। প্রাগাবির্ভূতশক্তিস্বভাবস্যান্যথাত্বাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ন হি বার্য্যূর্দ্ধমায়াতি নাধোগচ্ছতি পাবকঃ।
যা যথৈব প্রবৃত্তা চিৎ সা তথৈব প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১১ ॥
ছায়ায়ামুপবিষ্টস্য কুতস্তাপানুভূতয়ঃ।
যস্য সম্বেদনেন্যোর্থঃ কেনচিন্নানুভূয়তে ॥ ১২ ॥
যথা সম্বিত্তথা চিত্তং সা তথাবস্থিতিং গতা।
পরমেণ প্রযত্নেন নীয়তেন্যদশাং পুনঃ ॥ ১৩ ॥
সর্পৈকপ্রত্যয়োরজ্জ্বামসর্পপ্রত্যয়ে বলাৎ।
নিবর্ত্ততেন্যথা ত্বেষ তিষ্ঠত্যেব যথাস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
যথা সম্বিৎ তথা চিত্তং যথা চিত্তং তথেহিতম্।
বালং প্রত্যপি সংসিদ্ধমেতৎ কো নানুভূতবান্ ॥ ১৫ ॥
যঃ পুনঃ স্বপ্নসঙ্কল্পপুরুষঃ প্রতিমাকৃতিঃ।
আকাশমাত্রকাকারঃ স কথং কেন রোধ্যতে ॥ ১৬ ॥

[৮] হিরপি বস্তুশক্তিস্বভাবস্তথৈব নিয়তোদৃষ্ট ইত্যাহ। ন হীতি। প্রবৃত্তা প্রাগাবির্ভূতশক্তিঃ ॥ ১১ ॥

স্থূলদেহাত্মবুদ্ধিরহিতযোগিপিশাচাদীনামপি নিরোধদুঃখাভাবে দ্বৈতমাত্রাধ্যাসরহিতানাং তত্ত্বজ্ঞানাং তদ্দুঃখং নাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাশয়েনাহ ছায়ায়ামিতি। যস্য পরমাত্মনঃ সম্যগ্ বেদনে সাক্ষাৎকারে সতি ॥ ১২ ॥

নন্বধিষ্ঠানে সম্বিদি স্থৌল্যসৌক্ষ্ম্যাদিশক্ত্যাবির্ভাবেঽপি চিত্তস্য তদনুবিধায়িত্বং কুতস্তত্রাহ যথেতি। কথং তর্হ্যন্যথাভাবস্তত্রাহ পরমেণেতি। যোগজ্ঞানাভ্যাসাদিপ্রযত্নেনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র জ্ঞানপ্রযত্নেনান্যথাভাবমুদাহরতি সর্পেতি। অসর্পপ্রত্যয়ে রজ্জুতত্ত্বনির্ণয়ে সতি ॥ ১৪ ॥

চিত্তস্য সম্বিচ্ছক্ত্যনুসারিত্বমিব চেষ্টায়াশ্চিত্তানুসারিত্বমপি প্রসিদ্ধতরমিত্যাহ যথেতি ॥ ১৫ ॥

নন্বনু স্থূলদেহবদাতিবাহিকং চিত্তশরীরমপি কুতো ন রোধ্যতে তত্রাহ য ইতি ॥ ১৬ ॥

চিত্তমাত্রং শরীরস্তু সর্ব্বস্যৈব হি সর্ব্বতঃ।
বিদ্যতে বেদনাচ্চৈতৎ কচিদেতীব হৃদ্গতাৎ ॥ ১৭ ॥
যথাভিমতমেবাস্য ভবত্যস্তময়োদয়ম্।
আদিসর্গে স্বভাবোত্থং পশ্চাদ্দ্বৈতৈক্যকারণম্ ॥ ১৮ ॥
চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম্।
বিদ্ধ্যেতত্ত্রয়মেকং ত্বমবিনাভাবনাবশাৎ ॥ ১৯ ॥
এতচ্চিত্তশরীরত্বং বিদ্ধি সর্ব্বগতোদয়ম্।
যথা সম্বেদনেচ্ছত্বাৎ যথা সম্বেদনোদয়ম্ ॥ ২০ ॥
বসতি ত্রসরেণুন্তর্ধ্রিয়তে গগনোদরে।

নন্বু ভৌতিকস্যাস্য দেহস্য জ্ঞানবলাদ্বা কথং চিত্তশরীরত্বপ্রাপ্তিস্তত্রাহ চিত্তমাত্রমিতি। হৃদ্গতাৎ বেদনাৎ বেদনং জ্ঞানং তদ্বলাদেতি আয়াতীব। তথাচ ন ভূতানি চিত্তাৎ পৃথক্ সন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ভূতানাং চিত্তাদপৃথক্সত্তামুপপাদয়তি যথাভিমতমিতি। অস্য পরমাত্মনঃ অভিমতং চিত্তবৃত্তিস্তদনতিক্রম্যেতি যথাভিমতম্। অস্য ভূতজাতস্য। অস্তময়োদয়মিতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ। স্বভাবঃ স্বাভাবিকমজ্ঞানং কর্ম্ম বা তদুত্থম। স্থূলানি ভূতানি ভৌতিকানি চ দ্বৈতং তেষাং মেলনেনৈকদেহভাবেনৈক্যঞ্চ তত্র কারণং পঞ্চীকরণং পশ্চাদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এবং চিত্তাব্যক্তয়োরপি ন শুদ্ধচিতঃ পৃথক্ সত্তেত্যাহ। চিত্তাকাশমিতি। অবিনাভাবনা অধিষ্ঠানসত্তাব্যতিরেকেণাস্ফুরণং তদ্বশাৎ ॥ ১৯ ॥

এবমধিষ্ঠানসত্তাধীনসত্তাসাম্যেঽপি স্থূলাৎ সূক্ষ্মে অনিরোধহেতুর্ব্বিশেষোঽস্তীত্যাহ এতদিতি। সর্ব্ববস্তুষু গতঃ প্রাপ্ত উদয়ঃ স্বৈরমাবির্ভাবশক্তির্যস্য তৎ তথাবিধং বিদ্ধি। তৎ কুতঃ। যতো যথা সম্বেদনোদয়ং সম্বেদনং পূর্ব্ববাসনাকর্ম্মানুসারিপদার্থস্ফূর্ত্তিস্তদনতিক্রম্যোদয়ো যস্য তথাস্বভাবং ন বাহ্যবস্তুশক্ত্যনুসারিস্বভাবম্। তদপি কুতঃ। যথাসম্বেদনেচ্ছত্বাৎ যতঃ শুক্তিমপি রজতাত্মনা সম্বিদিতামিচ্ছতি ন শুক্তিশক্তিমনুস্মৃত্যোপেক্ষতে। তথাচ স্থূলস্য বাহ্যবস্ত্বনুসারিত্বান্নিরোধেঽপি ন সম্বেদনেচ্ছামাত্রানুসারিণশ্চিত্তশরীরস্য নিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

লীয়তেঙ্কুরকোশেষু রসীভবতি পল্লবে ॥ ২১ ॥
উল্লসত্যম্বুবীচিত্বে প্রনৃত্যতি শিলোদরে।
প্রবর্ষত্যম্বুদোভূত্বা শিলীভূয়াবতিষ্ঠতে ॥ ২২ ॥
যথেচ্ছমম্বরে যাতি জঠরেপি চ ভূভৃতাম্।
অনন্তরাকাশবপুর্ধত্তেথ পরমাণুতাম্ ॥ ২৩ ॥
ভবত্যদ্রির্ধরাধারো বদ্ধপীঠোনভঃ শিরাঃ।
দেহস্যান্তর্ব্বহিরপি দধদ্বনতনূরুহম্ ॥ ২৪ ॥
ভবত্যাকাশমাধত্তে কোটীঃ পদ্মজসদ্মনাম্।
অনন্যাঃ স্বাত্মনোম্ভোধিরাবর্ত্তরচনা ইব ॥ ২৫ ॥
অনুদ্বিগ্নপ্রবোধোসৌ সর্গাদৌ চিত্তদেহকঃ।
আকাশাত্মা মহান্ ভূত্বা বেত্তি প্রকৃততাং ততঃ ॥ ২৬ ॥
অসত্যমেব বারিত্বং বুদ্ধ্যোদেতীব তত্তথা।
বন্ধ্যাপুত্ত্রোয়মস্তীতি যথা স্বপ্নে ভ্রমোনরঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বগতোদয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি বসতীত্যাদিনা ॥ ২১-২২ ॥

ন বিদ্যতেঽন্তঃ আকাশবপুরবকাশস্বরূপং যত্র তথাবিধং সৎ পরমাণুতাং ধত্তে ॥ ২৩ ॥

বনলক্ষণং তনূরুহং দধৎ সৎ অদ্রির্ভবতি। বদ্ধপীঠোদৃঢ়মূলঃ। দেহস্যান্তরদ্র্যাদিভাবঃ স্বপ্নে প্রসিদ্ধো বহিস্ত্বিন্দ্রজালাদৌ ॥ ২৪ ॥

স্বাত্মনশ্চিত্তস্বরূপাদনন্যা অভিন্নাঃ পদ্মজসদ্মনাং ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটীঃ আ সমন্তাৎ ধত্তে ॥ ২৫ ॥

অনুদ্বিগ্নঃ উদ্বেগাদবিপর্য্যস্তঃ কর্ম্মানুসারিপ্রবোধো যস্য। আকাশাত্মা আকাশাদিক্রমেণ মহান্ ব্রহ্মাণ্ডাত্মা ভূত্বা প্রকৃততাং প্রস্তুততাং প্রারব্ধকর্ম্মানুসারিপ্রবৃত্তিম্ ॥ ২৬ ॥

বারিত্বং মৃগতৃষ্ণাদৌ যথেতি শেষঃ। বন্ধ্যাপুত্ত্রোয়ং নরোস্তীতি যথা স্বপ্নে ভ্রম উদেতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥

রামউবাচ।

কিং চিত্তমেতদ্ভবতি কিং বা ভবতি নো কথম্।
কথমেব ন সদ্রূপং নান্যদ্ভবতি বীক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

প্রত্যেকমেব যচ্চিত্তং তদেবংরূপশক্তিকম্।
পৃথক্ প্রত্যেকমুদিতঃ প্রতিচিত্তং জগদ্ভ্রমঃ ॥ ২৯ ॥
ক্ষণকল্পজগৎসঞ্জ্ঞাঃ সমুদ্যন্তি গলন্তি চ।
নিমেষাৎ কস্যচিৎ কল্পাৎ কস্যচিচ্চ ক্রমং শৃণু ॥ ৩০ ॥
মরণাদিময়ী মূর্চ্ছা প্রত্যেকেনানুভূয়তে।
যৈষা তাং বিদ্ধি সুমতে মহাপ্রলয়যামিনীম্ ॥ ৩১ ॥
তদন্তে তনুতে সর্গং সর্ব্ব এব পৃথক্ পৃথক্।
সহজস্বপ্নসঙ্কল্পান্ সম্ভ্রমাচলনৃত্যবৎ ॥ ৩২ ॥

সূক্ষ্মতমং চিত্তমেব সর্ব্বজগৎ সর্ব্বশক্তিমৎ তদেবাপরিজ্ঞাততত্ত্বং স্থূলমিব ভূত্বা পরতন্ত্রং ভবতি। পরিজ্ঞাততত্ত্বন্তু ব্যবহারে সর্ব্বত্রাপ্রতিহতং স্বতন্ত্রমিত্যুক্তং তত্র কিমস্মদাদিচিত্তং প্রত্যেকমেবংশক্তিকং ভবত্যুত ন। আদ্যে প্রতিচিত্তং বিচিত্রসর্ব্বভেদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তু চিত্তাজ্জন্যং চিত্তাদন্যদেব জগদ্রূপং স্যাৎ তথৈব সর্ব্বৈর্ব্বীক্ষণাৎ তথা চ জ্ঞানেন চিত্তনাশেপি জগদনুবৃত্তিরেব স্যাদিত্যাশয়েন শ্রীরামঃ পৃচ্ছতি কিমিতি। এতদস্মদাদিসম্বন্ধিচিত্তং এতদুক্তশক্তিকং ভবতি কিং বা নো ভবতি। আদ্যে প্রতিচিত্তং ভিন্নং জগৎ সদ্রূপং কথং ন। দ্বিতীয়ে তু অন্যং কথং ন ভবতীতি কথং শব্দদ্বয়স্য প্রত্যেকমন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তত্রাদ্যকল্পমেবাভ্যুপগম্য বশিষ্ঠ উত্তরমাহ প্রত্যেকমিতি ॥ ২৯-৩০ ॥

কথং তর্হি মহাপ্রলয়ানন্তরং সৃষ্টিপ্রবাদস্তত্রাহ মরণেতি। ব্যষ্টিকৃতসর্গে প্রাক্তনমরণমেব মহাপ্রলয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সহজান্ স্বাভাবিকাবিদ্যোত্থানবস্থাত্রয়স্বপ্নসঙ্কল্পান্ "তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ" ইতিশ্রুতেঃ। সম্ভ্রমশ্চিত্তমোহঃ ॥ ৩২ ॥

মহাপ্রলয়রাত্র্যন্তে চিরাদাত্মমনোবপুঃ।
যথেদং তনুতে তদ্বৎ প্রত্যেকং মৃত্যনন্তরম্ ॥ ৩৩ ॥

রামউবাচ।

মৃতেরনন্তরং সর্গো যথা স্মৃত্যানুভূয়তে।
চিরাৎ তথানুভবতি নাতোবিশ্বমকারণম্ ॥ ৩৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মহতি প্রলয়ে রাম সর্ব্বে হরিহরাদয়ঃ।

আত্মনঃ পরব্রহ্মণঃ সমষ্টিমনোবপুর্হিরণ্যগর্ভঃ সত্যসঙ্কল্পাৎ তনুতে তথৈব ন তদতিক্রমোত্যেতি ন প্রতিচিত্তং জাগ্রৎপ্রপঞ্চবৈচিত্র্যপ্রসক্তিঃ। স্বপ্নাদৌ তু বৈচিত্র্যং দৃষ্টত্বাদিষ্টমেবেতি ভাবঃ। অথবায়ং দৃষ্টান্তঃ। যথা সমষ্টিমনোবপুর্হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিভোগ্যং প্রপঞ্চং তনুতে তথা ব্যষ্টিমনোমাত্রো জীবোপি স্বস্বভোগ্যং স্বপ্নাদিব্যষ্টিপ্রপঞ্চমিতি ॥ ৩৩ ॥

নমু "যৎ মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি তৎ কর্ম্মণা করোতী"তি শ্রুত্যা সর্ব্বানুভবাচ্চ স্মৃতিবৎ ক্রিয়াণামেকবস্তুবিষয়ত্বং নিশ্চিতং স্মৃতিশ্চ স্বকারণানুভবস্য সত্যার্থত্বে যথার্থা অসত্যার্থত্বে ত্বযথার্থা। তত্রাস্মাকং ভ্রান্তিবহুলত্বাদসত্যসঙ্কল্পত্বাচ্চাস্মৎস্মৃতেরযথার্থত্বে তজ্জন্যকতিপয়স্বপ্নাদিপ্রপঞ্চস্যাসত্যতাস্তু। হিরণ্যগর্ভস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বেনাভ্রান্তত্বাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাচ্চ তৎস্মৃতেরযথার্থত্বাযোগেন তৎসৃষ্টপ্রপঞ্চস্য ন মিথ্যাত্বপ্রসক্তিরিত্যাশয়েন রামঃ শঙ্কতে মৃতেরিতি। যথা ব্যষ্টিজীবৈর্ম্মৃতেরব্যবহিতোত্তরকালে স্মৃত্যা স্বকৃতসর্গোঽনুভূয়তে তথা সমষ্টিরপি চিরাৎ মহাপ্রলয়াদনন্তরং স্বকীয়য়া যথার্থস্মৃত্যা সৃষ্টং প্রপঞ্চমনুভবতি অতস্তৎস্মৃত্যারূঢ়প্রাক্তনসত্যার্থানামেবৈতৎকল্পীয়সত্যবিশ্বকারণত্বসম্ভবাৎ বিশ্বমকারণং ব্রহ্মাতিরিক্তসত্যকারণতাশূন্যমিতি যৎ প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং তন্মতব্যাঘাত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ভবেদেবং যদ্যাদিসর্গে যথার্থানুভবজন্যা সর্গহেতুঃ স্মৃতি স্তস্য সম্ভবেৎ। ন হি সা প্রথমং হিরণ্যগর্ভপদপ্রাপ্তস্যোপাসকস্য সম্ভবতি তস্য হি স্মৃতিরুপাসনোপনীতসংস্কারজন্যা ন যথার্থানুভবজন্যা উপাসনা চ প্রাক্তনী ব্যষ্টেরেব সমষ্টিভাবচিন্তনং ন যথার্থানুভব ইত্যযথার্থোপাসনাসংস্কারজস্মৃতিজন্যত্বাৎ আদিসর্গস্য সত্যতাপ্রসক্তিঃ। ন হি প্রাক্তনাঃ কেচিদন্যে সর্ব্বজ্ঞাস্তদানীং

বিদেহমুক্ততাং যান্তি স্মৃতেঃ ক ইব সম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥
অস্মদাদিঃ প্রবুদ্ধাত্মা কিলাবশ্যং বিমুচ্যতে।
কথং ভবন্তু নো মুক্তা বিদেহাঃ পদ্মজাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
অন্যে ত্বমিব যে জীবাস্তেষাং মরণজন্মসু।
স্মৃতিঃ কারণতামেতি মোক্ষাভাববশাদিহ ॥ ৩৭ ॥
জীবোহি মৃতিমূর্চ্ছান্তে যদন্তঃ প্রোন্মিষন্নিব।
অনুন্মিষিত এবাস্তে তৎ প্রধানমুদাহৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
তদ্ব্যোমপ্রকৃতিঃ প্রোক্তা তদব্যক্তং জড়াজড়ম্।
সংস্মৃতেরস্মৃতেশ্চৈব ক্রম এষ ভবোদয়ে ॥ ৩৯ ॥
বোধোন্মুখত্বে হি মহৎ তৎ প্রবুদ্ধং যদা ভবেৎ।
তদা তন্মাত্রদিক্কালক্রিয়াভূতাদ্যুদেতি খাৎ ॥ ৪০ ॥

স্মৃতি সর্ব্বেষাং প্রাগেব মুক্তত্বাৎ। দ্বিতীয়কল্পাদিসর্গহেতুস্মৃতেস্তু পূর্ব্বসর্গানুভূতমিথ্যার্থবিষয়ত্বৈবেতি ন কাপি সর্গসত্যতাপ্রসক্তিরিত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে মহতীত্যাদিনা ॥ ৩৫ ॥

প্রবুদ্ধাত্মা তত্ত্ববিৎ ॥ ৩৬ ॥

মরণজন্মসু মরণজন্মপ্রয়োজকসর্গেষু স্মৃতিঃ প্রাক্তনমিথ্যার্থানুভববাসনাজন্যৈবেত্যাশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

নমু হৈরণ্যগর্ভী সৃষ্টিঃ প্রধানাৎ মহদহঙ্কারাদিক্রমেণ পুরাণাদিষু শ্রূয়তে জৈবী তু সা সহসৈব জায়তে তত্র কথং তৎসৃষ্টিসাম্যং জৈবসৃষ্টেরিত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি প্রধানমহদাদিক্রমমুপপাদয়তি জীবো হীত্যাদিনা। অনুন্মিষিতো-বহির্রিতি শেষঃ। তৎ তাদবস্থ্যং প্রধানং মূলপ্রকৃতিরিত্যুদাহৃতং পুরাণাদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেত্যাদিশ্রুতের্ব্ব্যোমাদিশব্দানামপি তত্র প্রসিদ্ধিমাহ তদিতি। চিৎপ্রতিবিম্বগ্রহাজ্জড়াজড়ম্। সংস্মৃতেঃ সর্গস্য অস্মৃতেঃ প্রলয়স্য চ ক্রমঃ আদ্যন্তাবধিরেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তদেব বোধোন্মুখত্বে মহত্তত্ত্বং প্রবুদ্ধং সদহঙ্কারাখ্যং যদা ভবেৎ তদা তদবস্থাৎ খাৎ প্রাগুক্তাবকাশাৎ তন্মাত্রাদিভূতভৌতিকান্তমুদেতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তদেবোচ্ছূনমাবুদ্ধং ভবতীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
তদেব বুধ্যতে দেহঃ স এষোঽস্যাতিবাহিকঃ ॥ ৪১ ॥
চিরকালপ্রত্যয়তঃ কল্পনাপরিপীবরঃ।
আধিভৌতিকতাবোধমাধত্তে চৈষ বালবৎ ॥ ৪২ ॥
ততোঽদিক্কালকলনাস্তদাধারতয়া স্থিতাঃ।
উদ্যন্ত্যনুদিতা এব বায়োঃ স্পন্দক্রিয়া ইব ॥ ৪৩ ॥
বৃদ্ধিমিত্থময়ং যাতো মুধৈব ভুবনভ্রমঃ।
স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গসমস্ত্বনুভূতোঽপ্যসন্ময়ঃ ॥ ৪৪ ॥
যত্রৈব ম্রিয়তে জন্তুঃ পশ্যত্যাশু তদেব সঃ।
তত্রৈব ভুবনাভোগমিমমিত্থমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥
ব্যোমৈবানুভবত্যচ্ছমহং জগদিতি ভ্রমম্।
ব্যোমরূপং ব্যোমরূপী জীবোজাত ইবাত্মবান্ ॥ ৪৬ ॥
সুরপত্তনশৈলার্কতারানিকরসুন্দরম্।
জরামরণবৈক্লব্যব্যাধিসঙ্কটকোটরম্ ॥ ৪৭ ॥
স্বভাবাভাবসংরম্ভস্থূলসূক্ষ্মচরাচরম্।

আ উচ্ছূনমীষদুচ্ছূনং সূক্ষ্মাবস্থমিত্যর্থঃ। বুধ্যতে স্বপ্নজাগরয়োঃ ॥ ৪১ ॥

আধিভৌতিকতা বোধং ভৌতিকস্থূলদেহাহন্তাবম্ ॥ ৪২ ॥

দিক্কালপদেন তদাশ্রিতপদার্থা লক্ষ্যন্তে। তদাধারতয়া স্থূলদেহাশ্রিত-চক্ষুরাদ্যধীনতয়া স্থিতাস্তত্তদ্দেশকালগতপদার্থকলনাঃ উদ্যন্তি প্রাদুর্ভবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৫ ॥

আগন্তুকদেহাদ্যাত্মনা আত্মবান্ জাত ইব সন্ অহমিতি জগদিতি চ ভ্রম-মনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

জগদ্ভ্রমমেব বিশেষণৈঃ প্রপঞ্চয়তি সুরেত্যাদিনা। ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ অমরাবত্যাদীনি তৎপত্তনানি মের্ব্বাদয়স্তদাধারশৈলাঃ তান্ প্রদক্ষিণীকুর্ব্বাণা অর্কতারানিকরাঃ তৈঃ সুন্দরম্। কোটরমত্র মর্ত্ত্যলোকাদিচ্ছিদ্রম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বানুকূলানাং ভাবঃ সম্পাদনং প্রতিকূলানাঞ্চাভাবোনিবারণং তদ্বিষয়ে

সাব্ধ্যদ্র্যব্বীমদীশাহোরাত্রিকল্পক্ষণক্ষয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
অহং জাতোমুনা পিত্রা কিলাত্রেত্যাপ্তনিশ্চয়ম্ ।
ইয়ং মাতা ধনমিদং মমেত্যুদিতবাসনম্ ॥ ৪৯ ॥
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চেদং মমেতি কৃতকল্পনম্ ।
বালোভূবমহং ত্বদ্য যুবেতি বিলসদ্ধৃদি ॥ ৫০ ॥
প্রত্যেকমেবমুদিতঃ সংসারবনখণ্ডকঃ ।
তারাকুসুমিতোনীলমেঘচঞ্চলপল্লবঃ ॥ ৫১ ॥
চরন্নরমৃগানীকঃ সুরাসুরবিহঙ্গমঃ ।
আলোককৌসুমরজাঃ শ্যামা গহনকুঞ্জকঃ ॥ ৫২ ॥
অব্ধিপুষ্করিণীপূর্ণোমেব্বাদ্যচললোষ্ট্রকঃ ।
চিত্তাঙ্কুরবীজান্তর্নিলীনানুভবাঙ্কুরঃ ॥ ৫৩ ॥
যত্রৈষ ম্রিয়তে জীবস্তত্রৈবং পশ্যতি ক্ষণাৎ ।
প্রত্যেকমুদিতেষ্বেবং জগৎ খণ্ডেষু ভূরিশঃ ॥ ৫৪ ॥
কোটয়োব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রমরুদ্বিষ্ণুবিবস্বতাম্ ।

সংরম্ভেণোদ্যোগেন যুক্তাঃ স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চরা অচরাশ্চ প্রাণিনো যত্র। অচরাণামপি লতানাং সালম্বনদেশে প্রসরস্ত নিরালম্বনপ্রদেশপরিহারস্ত চ দর্শনাদচরসাধারণোক্তিঃ। অব্ধয়শ্চ অদ্রয়শ্চ উর্ব্বী চ নদ্যশ্চ ঈশাস্তদধিপতয়শ্চ তৈঃ সহিতাঃ অহোরাত্র্যাদয়ো যত্র। ৪৮-৪৯ ॥

হৃদি বিলসৎ স্ফুরস্তং জগদ্ভ্রমং পশ্যতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। পুংলিঙ্গবিশেষণস্থ ক্লীবতা পদসংস্কারপক্ষাশ্রয়ণাৎ ॥ ৫০ ॥

ইদানীং তমেব প্রত্যেকং জীবসংসারং বনখণ্ডত্বেন বর্ণয়তি—প্রত্যেকমিত্যাদিনা। তারাভিঃ কুসুমিতঃ সঞ্জাতপুষ্পঃ ॥ ৫১ ॥

নরা এব মৃগানিকানি যত্র। আলোকপ্রধানাঃ গৃহাণি কৌসুমরজাংসি যত্র। শ্যামা রাত্রয় এব গহনা দুষ্প্রবেশাঃ কুঞ্জকা লতাগৃহাণি যত্র ॥ ৫২ ॥

নিলীনাঃ সংস্কারাত্মনা স্থিতা অনুভবাশ্চিত্তবৃত্তয়োঙ্কুরা যত্র ॥ ৫৩ ॥

পশ্যতি বর্ণিতবনখণ্ডকমিতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥

গির্য্যব্ধিমণ্ডলদ্বীপলোকান্তরদৃশাং গতাঃ ॥ ৫৫ ॥
যাতা যাস্যন্তি যান্ত্যেতা দৃষ্টয়োনষ্টরূপিণীঃ।
যা ব্রহ্মণ্যুপবৃংহাঢ্যাস্তাঃ কে গণয়িতুং ক্ষমাঃ ॥ ৫৬ ॥
এবং কুড্যময়ং বিশ্বং নাস্ত্যেব মননাদৃতে।
মননে চলমেবাস্তস্তদিদানীং বিচারয় ॥ ৫৭ ॥
যদেব তচ্চিদাকাশং তদেব মননং স্মৃতম্।
যদেব চ চিদাকাশং তদেব পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥
যদেবাম্বু স আবর্ত্তো ন ত্বস্যাবর্ত্তবস্তুসন্।
দ্রষ্টৈবাস্তে দৃশ্যমিব দৃশ্যং ন ত্বস্তি বস্তুসৎ ॥ ৫৯ ॥
চিদ্ব্যোম্নোভূতনভসি কচনং যৎ মণেরিব।

মরুতোদেবাঃ। লোকান্তান্যান্তরাণি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থানি পশ্যন্তীতি তদ্দৃশস্তেষাং ব্রহ্মাদীনাং কোটয়ো গতাঃ ॥ ৫৫ ॥

নষ্টরূপিণীঃ অসৎস্বরূপাঃ। ছান্দসোবিভক্তিব্যত্যয়ঃ। উপবৃংহণমুপবৃংহ আবির্ভাবস্তদাঢ্যাঃ। ঘঞর্থে কঃ ॥ ৫৬ ॥

এবং প্রপঞ্চস্যারোপক্রমমুপবর্ণ্যাপবাদং ক্রমেণাহ। এবমিত্যাদিনা। কুড্যময়ং ভিত্তিবৎ স্থূলং বিশ্বং মননাৎ মনঃসঙ্কল্পলক্ষণাৎ সূক্ষ্মাৎ ঋতে তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যেব "ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্য"মিত্যাদি শ্রুতেঃ। নম্ন স্থূলং স্থিরস্বভাবং মনস্তু চলস্বভাবং তৎ কথমস্য মনোমাত্রতা তত্রাহ মননে ইতি। যদ্যপি বহির্বিশ্বং স্থিরং ভাতি তথাপি মননেন মনসা যথেচ্ছং বিভাব্যমানং চলমস্থিরস্বভাবমেবানুভূয়তে। ভ্রাম্যতি মনসি ভ্রমদিব প্রসন্নে প্রসন্নমিব মলিনে মলিনমিব মনোরথাদৌ উৎপাদ্যান্তত্রারোপ্যমাণমিব সর্ব্বৈরনুভূয়তে তদিদানীং ত্বং স্বানুভবেনৈব বিচারয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

মনসশ্চ বিমর্শে তৎসাক্ষিমাত্রত্বং সাক্ষিণশ্চ ব্রহ্মমাত্রতেতি পূর্ণৈকচিন্মাত্রপরিশেষ ইত্যাহ যদেবেতি। মননং যচ্চিদাকাশং তদেবেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥

উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি যদেবেতি। আবর্ত্ত ইতি বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ ॥ ৫৯ ॥

অভূতে অসত্যে অনাদৌ বা মায়ানভসি সূক্ষ্মভূতকার্য্যচিত্তনভসি বা

তজ্জগদ্ভাবিনা নাসৎ তত্ত্বং শ্বভ্রমিবাম্বরে ॥ ৬০ ॥
মদ্বুদ্ধার্থোজগচ্ছব্দোবিদ্যতে পরমামৃতম্ ।
ত্বদ্বুদ্ধার্থস্তু নাস্ত্যেব ত্বমহংশব্দকাদপি ॥ ৬১ ॥

তস্মাল্লীলাসরস্বত্যা-
বাকাশবপুষৌ স্থিতে ।
সর্ব্বগে পরমাত্মাচ্ছে
সর্ব্বত্রাপ্রতিঘেঽনঘে ॥ ৬২ ॥
যত্র যত্র সদা ব্যোম্নি
যথাকামং যথেপ্সিতম্ ।
উদয়ং কুরুতস্তেন
তদ্যোঽস্তি গতিস্তয়োঃ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বত্র সম্ভবতি চিদ্গগনং তদত্র
সদ্বেদনং বলনমামননং বিসারি ।

কচনং জীবভাবেন স্ফুরণং সৎ তদেব নামরূপাত্মনা ভাবিনা ভবনশীলং সৎ জগদিত্যুচ্যতে। যথা ঐন্দ্রজালিকমণেরম্বরে কচনং বহুবিধগন্ধর্ব্বনগরচ্ছিদ্র-মিব ভবতি তচ্ছিদ্র্যোমৈব তত্ত্বং পরমার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

মদ্বুদ্ধার্থোঽধিষ্ঠানসন্মাত্রম্ । ত্বদ্বুদ্ধার্থ আরোপিতসত্তা। এবং ত্বমহং-শব্দৌ কায়তি অভিলপতি যঃ স ত্বমহংশব্দকাৎ জগৎপ্রমাতা সোপি মদ্বুদ্ধঃ সাক্ষিচিন্মাত্রস্বভাব এবাস্তি ন ত্বদ্বুদ্ধজীবস্বভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

উক্তমুপসংহৃত্য প্রস্তুতে যোজয়তি তস্মাদিতি। আকাশবপুষৌ সত্য-সঙ্কল্পচিত্তাকাশমাত্রশরীরে। অপ্রতিঘে সূক্ষ্মতমেঽপি ছিদ্রে প্রবেশপ্রতি-ঘাতরহিতে ॥ ৬২ ॥

অপ্রাপ্তপ্রাপ্তীচ্ছা ঈপ্সা প্রাপ্তোপভোগেচ্ছা কাম ইতি ভেদঃ। উদয়মা-বির্ভাবম্। তেন হেতুনা। তদ্যোহে বিদূরথগৃহে ॥ ৬৩ ॥

চিদ্গগনং সর্ব্বত্র সম্ভবতি ন প্রতিহন্যত ইতি যাবৎ। তদেব কলনং সৎ আমননং মানসবিষয়াবধারণপর্য্যন্তং বিসারি বহিঃ প্রসরণস্বভাবঃ সৎ বেদনং যথার্থজ্ঞানং ভবতি। অকুড্যমস্থূলং সূক্ষ্মমেবাহঃ। কো রুণদ্ধি কিং নিমিত্তং

তর্চ্চাতিবাহিকমিহাহুরকুড্যমেব
দেহং কথং ক ইব তং বদ কিং রুণদ্ধি ॥ ৬৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সমরসমনন্তরসংস্মৃত্যনুভববর্ণনং নাম চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

কথং কেনপ্রকারেণবা। ন কথঞ্চিদপি তস্য রোধসম্ভাবনেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

তয়োঃ প্রবিষ্টয়োর্দ্দেব্যোঃ পদ্মসদ্ম বভূব তৎ।
চন্দ্রদ্বয়োদয়োদ্যোতধবলোদরসুন্দরম্ ॥ ১ ॥
কোমলামলসৌগন্ধ্যমৃদুমন্দারমারুতম্ ॥
তৎপ্রভাবেন নিদ্রালুনৃপেতরনরাঙ্গনম্ ॥ ২ ॥
সৌভাগ্যনন্দনোদ্যানং বিক্রুতব্যাধিবেদনম্।
সবসন্তং বনমিব ফুল্লং প্রাতরিবাম্বুজম্ ॥ ৩ ॥
তয়োর্দ্দেহপ্রভাপূরৈঃ শশিনিস্যন্দশীতলৈঃ।
আহ্লাদিতোসৌ বুবুধে রাজোক্ষিত ইবামৃতৈঃ ॥ ৪ ॥
আসনদ্বয়বিশ্রান্তং স দদর্শাপ্সরোদ্বয়ম্।
মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে চন্দ্রবিম্বদ্বয়মিবোদিতম্ ॥ ৫ ॥
নিমেষমিব সঞ্চিন্ত্য স বিস্মিতমনা নৃপঃ।

প্রবিষ্টয়োস্তয়োরাজ্ঞা সুপ্তবুদ্ধেন পূজনম্।
রাজ্ঞোন্বয়ঃ স্মৃতির্জ্জপ্ত্যাস্মোপদেশশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

চন্দ্রদ্বয়োদয় ইব উদ্যতধবলেনোদরেণ সুন্দরং শোভমানম্ ॥ ১ ॥

কোমলাঃ সুখস্পর্শা অমলসৌগন্ধ্যা মৃদবঃ সাঙ্কল্পিকমন্দারপুষ্পমারুতা যত্র। তয়োর্দ্দেব্যোঃ প্রভাবেন কারণেন। সম্বন্ধিশব্দস্ত নিত্যসাপেক্ষত্বেন সামর্থ্যাবিঘাতাৎ সমাসঃ ॥ ২ ॥

সৌভাগ্যেন নন্দনোদ্যানমিব ॥ ৩ ॥

উক্ষিতঃ সিক্ত ইব ॥ ৪ ॥

সাঙ্কল্পিকে আসনদ্বয়ে বিশ্রান্তমুপবিষ্টম্। অপ্সরোদ্বয়ং দিব্যস্ত্রীদ্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

নিমেষমাত্রকালং সঞ্চিন্ত্য অন্তর্ব্বিমৃশ্য। চিরং বিমর্শে পূজাদিবিলম্বেনা-

উত্তস্থৌ শয়নাচ্ছেষাদিব চক্রগদাধরঃ ॥ ৬ ॥
পরিসংযমিতালম্বিমাল্যহারাধরাম্বরঃ।
পুষ্পাহার ইবোৎফুল্লং জগ্রাহ কুসুমাঞ্জলিম্ ॥ ৭ ॥
উপধানপ্রদেশস্থাৎ স্বয়ং পটলকোটরাৎ।
বদ্ধপদ্মাসনোভূমৌ ভূত্বোবাচেদমানতঃ ॥ ৮ ॥
জয়তাং জন্মদৌঃস্থিত্যদাহদোষশশিপ্রভে।
দেব্যৌ বাহ্যান্তরতমোবিদ্রাবণরবিপ্রভে ॥ ৯ ॥
তয়োরুক্ত্বেতি তত্যাজ পাদয়োঃ কুসুমাঞ্জলিম্।
তীরদ্রুমোবিকসিতঃ পদ্মিন্যোঃ পদ্ময়োরিব ॥ ১০ ॥
লীলায়ৈ ভূপজন্মাথ বক্তুং মন্ত্রিণমীশ্বরী।
বোধয়ামাস পার্শ্বস্থং সঙ্কল্পেন সরস্বতী ॥ ১১ ॥
প্রবুদ্ধোপ্সরসৌ দৃষ্ট্বা প্রণম্য কুসুমাঞ্জলিম্।
তয়োঃ পাদেষু সন্ত্যজ্য বিবেশ পুরতোনতঃ ॥ ১২ ॥
উবাচ দেবী হে রাজন্ কস্ত্বং কস্য সুতঃ কদা।
ইহ জাত ইতি শ্রুত্বা স মন্ত্রী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
দেব্যৌ যুষ্মৎপ্রসাদোয়ং ভবত্যোরপি যৎ পুরঃ।
বক্তুং শক্নোমি তদ্দেব্যৌ শ্রূয়তাং জন্ম মৎপ্রভোঃ ॥১৪॥

পরাধাপত্তেঃ। অতএবাত্মবিমর্শস্যাপি নিগূহনদ্যোতনায়েবকারঃ ॥ ৬ ॥

নিদ্রাকালে ব্যত্যস্তানি পরিতঃ সংযমিতানি স্বস্বোচিতস্থানং প্রাপিতানি অতএব কণ্ঠাদ্যালম্বীনি মাল্যাদীনি যস্য তথাবিধঃ সন্। পুষ্পাণ্যাহরতীতি পুষ্পাহারোভৃত্য ইব ॥ ৭ ॥

পটলং পুষ্পকরণ্ডম্ ॥ ৮ ॥

দৌঃস্থিত্যং দুঃখজীবনম্। দাহস্ত্রিবিধসন্তাপঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা তয়োঃ পাদয়োঃ কুসুমাঞ্জলিং তত্যাজেত্যন্বয়ঃ ॥ ১০-১২ ॥

ইতি প্রশ্নং স মন্ত্রী শ্রুত্বা ॥ ১৩-১৪ ॥

আসীদিক্ষ্বাকুবংশোত্থো রাজা রাজীবলোচনঃ।
শ্রীমান্ কুন্দরথোনাম দোশ্ছায়াচ্ছাদিতাবনিঃ ॥ ১৫ ॥
তস্যাভূদিন্দুবদনঃ পুত্রোভদ্ররথাভিধঃ।
তস্য বিশ্বরথঃ পুত্রস্তস্য পুত্রোবৃহদ্রথঃ ॥ ১৬ ॥
তস্য সিন্ধুরথঃ পুত্রস্তস্য শৈলরথঃ সুতঃ।
তস্য কামরথঃ পুত্রস্তস্য পুত্রোমহারথঃ ॥ ১৭ ॥
তস্য বিষ্ণুরথঃ পুত্রস্তস্য পুত্রোনভোরথঃ।
অয়মস্মৎপ্রভুস্তস্য পুত্রঃ পূর্ণামলাকৃতিঃ ॥ ১৮ ॥
অমৃতাপূরিতজনঃ ক্ষীরোদস্যেব চন্দ্রমাঃ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যসম্ভারৈর্ব্বিদূরথ ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥
জাতোমাতুঃ সুমিত্রায়া গৌর্য্যা গুহ ইবাপরঃ।
পিতাস্য দশবর্ষস্য দত্বা রাজ্যং বনং গতঃ ॥ ২০ ॥
পালয়ত্যেষ ভূপীঠং ততঃ প্রভৃতি ধর্ম্মতঃ।
ভবত্যাবদ্যসম্প্রাপ্তে ফলিতে সুকৃতদ্রুমে ॥ ২১ ॥
দেব্যৌ দীর্ঘতপঃক্লেশশতৈর্দ্দুষ্প্রাপদর্শনে।
ইত্যয়ং বসুধাধীশোবিদূরথ ইতি শ্রুতঃ ॥ ২২ ॥
অদ্য যুষ্মৎপ্রসাদেন পরাং পাবনতাং গতঃ।
ইত্যুক্ত্বা সংস্থিতে তূষ্ণীং মন্ত্রিণ্যবনিপে তথা ॥ ২৩ ॥

দোশ্ছায়য়া আচ্ছাদিতেব শত্রুদারিদ্র্যাদিসন্তাপনিবারণেন পালিতা অবনির্যেন ॥ ১৫-১৭ ॥

তস্য নভোরথস্য পুণ্যসম্ভারৈর্জ্জাতঃ ॥ ১৮ ॥

অমৃতসদৃশৈঃ স্নেহমাধুর্য্যৌদার্য্যাদিগুণৈরাপূরিতা জনা যেন। পুণ্যসম্ভারৈরিত্যেতদ্দেহলীদীপকন্যায়েন অত্রাপি সম্বধ্যতে ॥ ১৯ ॥

অস্য দশবর্ষস্যেতি ষষ্ঠী চানাদরে ইতি ভাবলক্ষণে ষষ্ঠী বৈরাগ্যাতিশয়াৎ-রাজ্যে পুত্রে চানাদরদ্যোতনার্থা ॥ ২০ ॥

অস্মাকং সুকৃতদ্রুমে ফলিতে সতি অদ্য সম্প্রাপ্তে ॥ ২১-২৩ ॥

কৃতাঞ্জলৌ নতমুখে বদ্ধপদ্মাসনেবনৌ।
রাজন্ স্মর বিবেকেন পূর্ব্বজাতিমিতি স্বয়ম্ ॥ ২৪ ॥
বদন্তী মূর্দ্ধ্নি পস্পর্শ তং করেণ সরস্বতী।
অথ হার্দ্দং তমোমায়া পদ্মস্য ক্ষয়মাযযৌ ॥ ২৫ ॥
সুবিকাসঞ্চ হৃদয়ং জ্ঞপ্তিস্পার্শোদয়েঽভবৎ।
সস্মার পূর্ব্ববৃত্তান্তমন্তঃস্ফুরদিব স্থিতম্ ॥ ২৬ ॥
ত্যক্তদেহৈকরাজ্যত্বং লীলাবিলসিতান্বিতম্।
জ্ঞাত্বা প্রজ্ঞপ্তিবৃত্তান্তং লীলায়াস্তু বিজৃম্ভিতম্ ॥ ২৭ ॥
আত্মোদন্তং বভূবাসাবুহ্যমান ইবার্ণবে।
উবাচাত্মনি সংসারে বত মায়েয়মাততা ॥ ২৮ ॥
পরিজ্ঞাতা প্রসাদেন দেব্যোরিহ ময়াধুনা।

রাজোবাচ।

হে দেব্যৌ কিমিদং নাম দিনমেকং মৃতস্য মে ॥ ২৯ ॥
গতমদ্যেহ জাতানি বয়োবর্ষাণি সপ্ততিঃ।
স্মরাম্যনেককার্য্যাণি স্মরামি প্রপিতামহম্ ॥ ৩০ ॥
স্মরামি বাল্যং তারুণ্যং মিত্রং বন্ধুপরিচ্ছদম্।

ইতি বদন্তী সরস্বতী মূর্দ্ধ্নি পস্পর্শেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

হার্দ্দং হৃদয়াকাশস্থজীবাবরকম্ ॥ ২৫ ॥

হৃদয়ং মনঃ সুবিকাসং সান্তঃপ্রকাশম্ ॥ ২৬ ॥

এক এব রাজা যস্য ভুবনস্য তদেকরাট্ তদ্ভাব ঐকরাজ্যং দেহশ্চ ঐকরাজ্যঞ্চ দেহৈকরাজ্যে ত্যক্তে দেহৈকরাজ্যে যেন স ত্যক্তদেহৈকরাজ্যস্তস্য ভাবস্ত্যক্তদেহৈকরাজ্যত্বম্। জ্ঞপ্ত্যনুগ্রহবলাদননুভূতমপি জ্ঞাতবানিত্যাহ জ্ঞাত্বেতি ॥ ২৭ ॥

আত্মোদন্তং স্বপূর্ব্ববৃত্তান্তম্। আত্মনি স্বমনসি ॥ ২৮-৩০ ॥

পরিচ্ছদং পরীবারম্। যৎ স্মরামি তদিদং কিমিতি তত্ত্বজিজ্ঞাসয়া প্রশ্নঃ স্বরূপত্বমধিষ্ঠানচিন্মাত্রমেব সর্ব্বপ্রপঞ্চতত্ত্বমিতরত্তু মায়ামাত্রমিতি তত্ত্ব-

জ্ঞপ্তিরুবাচ।

রাজন্ মৃতিমহামোহমূর্চ্ছায়াঃ সমনন্তরম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মিঁল্লোকান্তরেতীতে তস্মিন্নেব মুহূর্ত্তকে।
তস্মিন্নেব গৃহে চাস্মিন্নেব ব্যোম্ন্যপি সদ্মনি ॥ ৩২ ॥
অয়ং তস্য গৃহস্যান্তর্ব্বোমন্যেব কিল স্থিতে।
গিরিগ্রামকবিপ্রস্য গৃহেন্তর্ভূপমণ্ডপঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্যান্তরেয়মাভাতি প্রত্যেকঞ্চ জগদ্গৃহম্।
কিল ব্রাহ্মণগেহান্তর্জ্জীবস্তে মদুপাস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তত্রৈব তস্য ভূপীঠং তস্মিংশ্চ কিল মণ্ডপে।
তস্যৈব চ গৃহস্যান্তরিদং সংসারমণ্ডলম্ ॥ ৩৫ ॥
তত্রৈবেদং তব গৃহং স্থিতমারম্ভমম্বরম্।
তত্রৈব চেতসি তব নির্ম্মলাকাশনির্ম্মলে ॥ ৩৬ ॥
প্রতিভামাগতমিদং ব্যবহারভ্রমাততম্।

মুপদেষ্টুং প্রথমং বিপ্রকৃষ্টদেশকালস্থিতং লোকান্তরাগমনভ্রমং বারয়ন্তী জ্ঞপ্তিরুবাচ রাজন্নিত্যাদিনা ॥ ৩১ ॥

অস্মিন্নেব স্বংসদ্মনি তদধিষ্ঠানচিদ্ব্যোমনি অতীতে মায়াবরণতিরোহিতে গিরিগ্রামকবিপ্রস্য গৃহেন্তঃস্থিতে তস্মিন্ পাদ্মে লোকান্তরে তস্মিন্নেব রাজগৃহে তত্রাপি প্রধানগৃহস্যান্তর্ব্যোমন্যেবায়ং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপঃ কিলাস্তীতি প্রাক্তনকথাক্রমানুরোধাদন্বয়ঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

তস্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপস্যান্তরে অয়ং পরিদৃশ্যমানস্বদীয়জন্মাদিরাভাতি আপাততঃ প্রথতে। তর্হি কিং তদেব ব্রাহ্মণজগদিত্থং ভাতি নেত্যাহ প্রত্যেকমিতি। ভিন্নভিন্নমিত্যর্থঃ। প্রত্যেকতামেবোপপাদয়ন্ত্যাহ কিলেত্যাদিনা। মাং উপাস্থিতোমদুপাস্থিতঃ মদ্ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইদং সন্নিহিতং পাদ্মসংসারমণ্ডলম্ ॥ ৩৫ ॥

তত্র পাদ্মগৃহমণ্ডপে এব। প্রপঞ্চত্রয়স্যাপি চিত্তবিকারমাত্রত্বমিত্যাশয়েনাহ তত্রৈব চেতসীতি। নৈর্ম্মল্যোক্তিশ্চিৎপ্রতিবিম্বোপপত্ত্যর্থা ॥ ৩৬ ॥

যথেদং নাম মে জন্ম তথেক্ষ্বাকুকুলং মম ॥ ৩৭ ॥
এবংনামান এতে মে পুরাভূবন্ পিতামহাঃ।
জাতোহমভবং বালোদশবর্ষস্য মে পিতা ॥ ৩৮ ॥
পরিব্রাড়্বিপিনং যাত ইহ রাজ্যেভিষিচ্য মাম্।
ততোদিগ্বিজয়ং কৃত্বা কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৩৯ ॥
অমীভির্মন্ত্রিভিঃ পৌরৈঃ পালয়ামি বসুন্ধরাম্।
যজ্ঞক্রিয়াক্রমবতোধর্ম্মে পালয়তঃ প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥
বয়সঃ সমতীতানি মম বর্ষাণি সপ্ততিঃ।
ইদং পরবলং প্রাপ্তং মম দারুণবিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥
যুদ্ধং কৃত্বেদমায়াতো গৃহমস্মিন্ যথাস্থিতম্।
ইমে দেব্যৌ গৃহে প্রাপ্তে মমৈতে পূজয়াম্যহম্ ॥ ৪২ ॥
পূজিতা হি প্রযচ্ছন্তি দেবতাঃ স্বসমীহিতম্।
মমেয়মেতয়োরেকা জ্ঞানং জাতিস্মৃতিপ্রদম্ ॥ ৪৩ ॥
ইহ দত্তবতী দেবী ভাক্তস্যেব বিকাসনম্।
ইদানীং কৃতকৃত্যোস্মি জাতোস্মি গতসংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি সুখমাসে চ কেবলম্।

জ্ঞপ্তিরুবাচ।

ইতীয়মাততা ভ্রান্তির্ভবতোভূরিসম্ভ্রমা ॥ ৪৫ ॥

ব্যবহারভ্রমাততত্বমনুভূতমুল্লিখ্য প্রপঞ্চয়তি যথেত্যাদিনা। নামেতি কিলার্থে ॥ ৩৭-৩৯ ॥

মন্ত্রিভিঃ পৌরৈঃ সহেতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

দারুণোবিগ্রহঃ সংগ্রামঃ প্রাপ্ত ইতি বিপরিণামেনানুষজ্যতে ॥ ৪১ ॥

অস্মিন্ গৃহে যথাপূর্ব্বং স্থিতং ময়েতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥

এতয়োর্দ্দেব্যোর্মধ্যে একা ॥ ৪৩-৪৪ ॥

সর্ব্বদুঃখোপশমাচ্ছাম্যামি। নিরতিশয়সুখসমৃদ্ধ্যা পরিনির্ব্বামি। কেবলং একরসং সুখমেবাহং ভূত্বা আসে তিষ্ঠামি ॥ ৪৫ ॥

নানাচারবিহারাঢ্যা সলোকান্তরসঞ্চরা ।
যস্মিন্নেব মুহূর্ত্তে ত্বং মৃতিমভ্যাগতঃ পুরা ॥ ৪৬ ॥
তদৈব প্রতিভৈষা তে স্বয়মেবোদিতা হৃদি ।
একামাবর্ত্তচলনাং ত্যক্ত্বাদত্তে যথাপরাম্ ॥ ৪৭ ॥
ক্ষিপ্রমেব নদীবাহো বিৎপ্রবাহস্তথৈব চ ।
আবর্ত্তান্তরসম্মিশ্রো যথাবর্ত্তঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥
কদাচিদেবং সর্গশ্রীর্ম্মিশ্রামিশ্রা চ বর্দ্ধতে ।
তস্মিন্ মৃতিমুহূর্ত্তে তে প্রতিভানমুপাগতম্ ॥ ৪৯ ॥
এতজ্জালমসদ্রূপং চিদ্ভানোঃ সমুপস্থিতম্ ।
যথা স্বপ্নমুহূর্ত্তেন্তঃ সম্বৎসরশতভ্রমঃ ॥ ৫০ ॥
যথা সঙ্কল্পনির্ম্মাণে জীবনং মরণং পুনঃ ।
যথা গন্ধর্ব্বনগরে কুড্যমণ্ডনবেদনম্ ॥ ৫১ ॥
যথা নৌযানসংরম্ভে বৃক্ষপর্ব্বতবেপনম্ ।
যথা স্বধাতুসঙ্কোভেঽপূর্ব্বপর্ব্বতনর্ত্তনম্ ॥ ৫২ ॥
যথা সমঞ্জসং স্বপ্নে স্বশিরঃপ্রবিকর্ত্তনম্ ।
মিথ্যৈবৈবমিয়ং প্রৌঢ়া ভ্রান্তিরাততরূপিণী ॥ ৫৩ ॥
বস্তুতস্তু ন জাতোসি ন মৃতোসি কদাচন ।

লোকান্তরসঞ্চরাঃ সিদ্ধা অস্মদাদয়স্তৎসহিতা ॥ ৪৬ ৪৭ ॥

বেত্তীতি বিৎ চিত্তং তৎপ্রবাহঃ ॥ ৪৮ ॥

মিশ্রা জীবান্তরসর্গসম্বলিতা জাগ্রতি। অমিশ্রা স্বপ্নে। চিদ্ভানোস্তে প্রতিভানমুপাগতমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

কুড্যানাং তন্মণ্ডনচিত্রাদীনাঞ্চ বেদনং দর্শনম্ ॥ ৫১ ॥

বেপনং কম্পনম্। স্বস্য ধাতূনাং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং সঙ্কোভে সন্নিপাতে অপূর্ব্বং পর্ব্বতনর্ত্তনম্ ॥ ৫২ ॥

অসমঞ্জসং ব্যবহারে অনহুরূপম্। মিথ্যৈব তথেতি শেষঃ ॥ ৫৩ ॥

শুদ্ধবিজ্ঞানরূপস্ত্বং শান্ত আত্মনি তিষ্ঠসি ॥ ৫৪ ॥
পশ্যসীবৈতদখিলং ন চ পশ্যসি কিঞ্চন।
সর্ব্বাত্মকতয়া নিত্যং প্রকচস্যাত্মনাত্মনি ॥ ৫৫ ॥
মহামণিরিবোদার আলোক ইব ভাস্বরঃ।
বস্তুতস্তু ন ভূপীঠমিদং ন চ ভবানয়ম্ ॥ ৫৬ ॥
ন চেমে গিরয়ো গ্রামা ন চৈতে ন চ বৈ বয়ম্।
গিরিগ্রামকবিপ্রস্য মণ্ডপাকাশকে কিল ॥ ৫৭ ॥
তল্লীলাভর্তৃদারাঢ্যং জগদাভাতি ভাস্বরম্।
তত্র লীলা রাজধানী মণ্ডপামণ্ডিতাকৃতিঃ ॥ ৫৮ ॥
ভাতি তস্যোদরে ব্যোম্নি তদেবং বিদিতং জগৎ।
তস্মিন্ জগতি গেহেন্তর্যস্মিন্ বয়মিহ স্থিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
এবং তেষাং মণ্ডপানাং ব্যোমাব্যোমৈব নির্ম্মলম্।
তথৈব মণ্ডপেষ্বস্তি ন মহী ন চ পত্তনম্ ॥ ৬০ ॥
ন বনানি ন শৈলৌঘা ন মেঘসরিদর্ণবাঃ।
কেবলং তত্র নিঃশূন্যে বিহরন্তি গৃহে জনাঃ ॥ ৬১ ॥

তর্হি কঃ পরমার্থসত্যস্তত্রাহ বস্তুতস্ত্বিতি ॥ ৫৪ ॥

দৃশ্যমিথ্যাত্বে তৎসম্বলিতচিদাভাসলক্ষণং তদ্দর্শনমপি মিথ্যৈবেতি নির্ব্বিষয়চিন্মাত্রপরিশেষ ইত্যাশয়েনাহ পশ্যসীবেতি। প্রকচসি প্রদীপ্যসে ॥ ৫৫ ॥

আলোকঃ সূর্য্যাদিঃ। ভবান্ অয়ং বিদূরথদেহঃ ॥ ৫৬ ॥

এতে তব পরিজনাঃ শত্রবশ্চ। অল্পতরে মহত্তরস্যাসম্ভাবনমেব মিথ্যাত্বকারণমিত্যাশয়েনাহ গিরিগ্রামকেত্যাদিনা ॥ ৫৭ ॥

মণ্ডপৈঃ শালাভিরা সমন্তাৎ মণ্ডিতা আকৃতিঃ সংস্থানং যস্যাঃ ॥ ৫৮ ॥

যস্মিন্ গৃহে ইহ সাম্প্রতং বয়ং স্থিতাস্তদ্ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

তেষাং মণ্ডপানাং যদ্ব্যোম তদব্যোম আকাশাদি শূন্যং ব্রহ্মৈব ॥ ৬০ ॥

নিঃশূন্যে চিন্মাত্রপূর্ণে তত্র ব্রহ্মণি মিথ্যা গৃহে মিথ্যা জনা বিহরন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ন পশ্যন্তি জনা নাপি পার্থিবা ন চ ভূধরাঃ।

বিদূরথউবাচ।

এবঞ্চেৎ তৎ কথং দেবি মমেহানুচরা ইমে ॥ ৬২ ॥

সম্পন্না আত্মনা সন্তি তে কিমাত্মনি নোথ বা।

জগৎস্বপ্নার্থবদ্ভাতি তস্য স্বপ্ননরাদয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

কথমাত্মনি সত্যাঃ স্যুর্ম্ম সত্যা বেতি মে বদ।

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

রাজন্ বিদিতবেদ্যেষু শুদ্ধবোধৈকরূপিষু ॥ ৬৪ ॥

ন কিঞ্চিদেতৎ সদ্রূপং চিদ্ব্যোমাত্মস্থ জাগতম্।

শুদ্ধব্যোধাত্মনোভাতি কুতোনাম জগদ্ভ্রমঃ ॥ ৬৫ ॥

রজ্জ্বাং সর্পভ্রমে শান্তে পুনঃ সর্পভ্রমঃ কুতঃ।

অসদ্ভাবে পরিজ্ঞাতে কুতঃ সত্তা জগদ্ভ্রমে ॥ ৬৬ ॥

পরিজ্ঞাতে মৃগজলে পুনর্জ্জলমতিঃ কুতঃ।

স্বপ্নকালে পরিজ্ঞাতে স্বে স্বপ্নমরণং কুতঃ।

স্বস্বপ্নে স্বপ্নমৃতিভীরমৃতস্যৈব জায়তে ॥ ৬৭ ॥

বুদ্ধস্য শুদ্ধস্য শরন্নভঃ শ্রীঃ

স্বচ্ছাবদাতাতিততাশয়স্য।

জনা ন পশ্যন্তীত্যুক্ত্যা মন্ত্রিভৃত্যাদীনাং স্বপ্নদৃষ্টসামাজিকজনসাম্যং প্রাপ্তং তদসম্ভাবয়ন্ রাজা পৃচ্ছতি এবঞ্চেদিত্যাদিনা ॥ ৬২ ॥

আত্মনা জীবেন সম্পন্না যুক্তাঃ সন্তি অহমিবাত্মনি সৎস্বভাবে। স্বশঙ্কা-বীজমাহ জগদিতি। তস্য মমেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

কথং সত্যাঃ স্যুস্বদুক্তকল্পে ইত্যর্থঃ। অজ্ঞদৃশা জীবভাবেন তেষাং যদি সত্যতাং পৃচ্ছসি তর্হি সা তবাপি নাস্তি। তত্ত্বদৃশা অধিষ্ঠানচিন্মাত্রভাবেন চেৎ তেষামপি সাস্ত্যেবেত্যাশয়েন দেব্যুত্তরমাহ রাজন্নিত্যাদিনা ॥ ৬৪-৬৬ ॥
স্বপ্নকালে স্বে জীবস্বরূপে প্রবোধেন পরিজ্ঞাতে সতি স্বপ্নমরণং কুতঃ কথং সত্যমিত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

অহং জগচ্চেতি কুশব্দকার্থৌ
ন বস্তুতঃ সোঙ্গ হি বাচিকং তৎ ॥ ৬৮ ॥
ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিতোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৬৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে ভ্রান্তিবিচারবর্ণনং নাম
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

পঞ্চমদিনম্ ॥ ৫ ॥

বোধেনাজ্ঞানমেঘাবরণাপায়ে শরন্নভঃশ্রীরিব স্বচ্ছে নির্ম্মলঃ স্ফুরদাত্মভাভিরবদাতো ধবলীকৃতস্তদৈকরস্যাপত্ত্যা অতিততঃ অতিবিস্তারং পূর্ণতালক্ষণং প্রাপ্ত আশয়ো যস্য বুদ্ধস্য তত্ত্ববিদঃ সঃ অজ্ঞদৃশা প্রসিদ্ধঃ অহমিতি জগদিতি চ কুৎসিতস্যান্নস্য শব্দস্যার্থোবস্তুতোনাস্ত্যেব। অঙ্গেতি কোমলামন্ত্রণে। হি যস্মাৎ তদ্বাচিকং বাচারম্ভণমাত্রম্। "বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্য"মিত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৬৮-৬৯ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

যস্ত্ববুদ্ধমতির্ম্মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসারমিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ ॥ ১ ॥
যথা বালস্য বেতালো মৃতিপর্য্যন্তদুঃখদঃ।
অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতের্জ্জগৎ ॥ ২ ॥
তাপ এব যথা বারি মৃগাণাং ভ্রমকারণম্।
অসত্যমেব সত্যাভং তথা মূঢ়মতের্জ্জগৎ ॥ ৩।
যথা স্বপ্নমৃতির্জ্জন্তোরসত্যা সত্যরূপিণী।
অর্থক্রিয়াকরী ভাতি তথা মূঢ়ধিয়াং জগৎ ॥ ৪
অব্যুৎপন্নস্য কনকে কানকে কটকে যথা।
কটকজ্ঞপ্তিরেবাস্তি ন মনাগপি হেমধীঃ ॥ ৫ ॥

সত্যত্বং জগতোঽজ্ঞানে স্বপ্নস্যাপি প্রপঞ্চ্যতে।
অত্রান্তে তু কথাশেষো বরদানাস্তু ঈর্য্যতে ॥ ১ ॥

বিদ্বদ্দৃশা জগতোমিথ্যাত্বং বিস্তরেণোপবর্ণ্য তদ্দৃঢ়ীকারায়াজ্ঞদৃশা তস্যাত্যন্তদৃঢ়সত্যতামাহ যস্ত্বিতি। রূঢ়োদৃঢ়ব্যুৎপন্নো ন। বজ্রস্য সারো দার্ঢ্যমিব সারো যস্য তত্তথাবিধং পরমার্থসদস্তি। লোকে অর্থক্রিয়াকারিত্বস্যৈব সত্যত্বেন প্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

অসতোঽজ্ঞং প্রত্যর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণং সত্ত্বং ক দৃষ্টং তত্রাহ যথেতি ॥ ২ ॥

যথা তাপোমরুভূম্যাতপ এবাজ্ঞমৃগদৃশা সত্যবারি সৎ মৃগাণাং ভ্রমকারণম্ ॥ ৩ ॥

শোকরোদনাদ্যর্থক্রিয়াকরী ॥ ৪ ॥

কনকে অব্যুৎপন্নস্যানুগতকনকস্বরূপানভিজ্ঞস্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তথাজ্ঞস্য পুরাগারনগনাগেন্দ্রভাস্বরা।
ইয়ং দৃশ্যদৃগেবাস্তি ন ত্বন্যা পরমার্থদৃক্॥ ৬॥
যথা নভসি মুক্তালী পিচ্ছকেশোণ্ড্রকাদয়ঃ।
অসত্যাঃ সত্যতাং যাতা ভাত্যেবং দুর্দ্দৃশাং জগৎ॥ ৭॥
দীর্ঘস্বপ্নমিদং বিশ্বং বিদ্ধ্যহন্তাদিসংযুতম্।
অত্রান্যে স্বপ্নপুরুষা যথা সত্যাস্তথা শৃণু॥ ৮॥
অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমার্থঘনং শুচি।
অচেত্যচিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশমাততম্॥ ৯॥
তৎ সর্ব্বগং সর্ব্বশক্তি সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং স্বয়ম্।
যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ॥ ১০॥
তেন স্বপ্নপুরে দ্রষ্টা যান্ বেত্তি পুরবাসিনঃ।
নরানিতি নরা এব ক্ষণাত্তস্য ভবন্তি তে॥ ১১॥
যদ্দ্রষ্টুশ্চিৎস্বরূপং তৎ স্বপ্নাকাশান্তরস্থিতম্।

অগারাণি গৃহাঃ নগাঃ পর্ব্বতা বৃক্ষাশ্চ নাগেন্দ্রা গজাঃ সর্পা বা তৈর্ভাস্বরা। পরমার্থদৃক্ সর্ব্বানুগতৈকসদ্ব্রহ্মদৃষ্টিঃ॥ ৬॥

মুক্তালী মৌক্তিকমালা। পিচ্ছানি বর্হাণি॥ ৭॥

অন্যে স্বাতিরিক্তসত্যজনাঃ স্বপ্নপুরুষাঃ স্বপ্নদৃষ্টপুরুষান্তরপ্রায়াঃ। তর্হি তে কথং শাস্ত্রীয়যাজনপ্রতিগ্রহোপদেশাদ্যর্থক্রিয়াক্ষমাঃ সত্যা ইতি শাস্ত্রে-ভ্যুপগতাস্তত্রাহ যথা সত্যাস্তথা শৃণ্বিতি॥ ৮॥

সর্ব্বগতং সর্ব্বাধিষ্ঠানম্। পরমার্থঘনং নিরতিশয়সত্যম্। "প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্য"মিত্যাদিশ্রুতেঃ॥ ৯॥

তস্য মায়াশবলং রূপমাহ তৎ সর্ব্বগমিতি। মায়য়া যত্র যত্র যথা যথা যাদৃ-শার্থক্রিয়াযোগ্যমাবির্ভবতি তত্র তত্র তথা আস্তে॥ ১০॥

তথা জাগরে শাস্ত্রীয়ার্থক্রিয়াযোগ্যং তদাবির্ভূতং ন স্বপ্নে ইত্যবান্তর-বিশেষেপি ন সদ্রূপে বিশেষং ইত্যাশয়েনাহ তেনেতি॥ ১১॥

স্বপ্নস্যাকাশোবিকাশঃ সূক্ষ্মতমনাড়ীচ্ছিদ্রং তদন্তঃস্থিতং স্বপ্নাধ্যস্তবিপুলা-

স্বপ্নাকাশচিত্তাভং হি নরা নামেতি ভাবিতম্ ॥ ১২ ॥
বেদিতৃত্বৈক্যবশতো নরতেবাববুধ্যতে ।
আত্মন্যতশ্চিদ্বলেন দ্বয়োরপ্যেতি সত্যতা ॥ ১৩ ॥

রামউবাচ ।

স্বপ্নেপি স্বপ্নপুরুষা ন সত্যাঃ স্যুর্ম্মুনে যদি ।
বদ তৎ কোভবেদ্দোষো মায়ামাত্রশরীরিণি ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

স্বপ্নে ন পুরবাস্তব্যা বস্তুতঃ সত্যরূপিণঃ ।
প্রমাণমত্র শৃণু মে প্রত্যক্ষং নাম নেতরৎ ॥ ১৫ ॥

কাশপরিবর্ত্তি চিত্তাভং চিত্তবাসনানুসারেণ বিবর্ত্তমানমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বপ্নজাগরয়োর্দ্বয়োরপি আত্মনি নরতাদ্যববোধে অধ্যস্তে সত্যতাববোধে চান্যোন্যতাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাস এব হেতুরিত্যাহ বেদিতৃত্বেতি। বেদিতুর্ভাবো-বেদিতৃত্বং সত্যস্বপ্রকাশাপরোক্ষচৈতন্যং তদৈক্যং তত্তাদাত্ম্যাধ্যাসস্তদ্বশঃ সংসর্গাধ্যাসস্তস্মাদিত্যর্থঃ। দ্বয়োঃ স্বপ্নজাগরয়োরধ্যস্তত্বদৃশ্যয়োর্ব্বা সত্যতা এতি প্রথতে ॥ ১৩ ॥

তদেবং স্বপ্নজাগ্রদ্দৃশ্যপদার্থানাং মিথুনীভূতমায়াতদধিষ্ঠানলক্ষণসত্যানৃতো-ভয়শরীরতোক্তা তত্র রামঃ স্বপ্নস্যানৃতমায়ামাত্রশরীরত্বমস্তু কিং সত্যাংশানু-প্রবেশেনেতি শঙ্কতে স্বপ্নে ইতি। যদি জাগ্রৎপুরুষা অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যা ন স্যুস্তর্হি ব্যবহারবিসম্বাদঃ কর্ম্মশাস্ত্রাপ্রামাণ্যঞ্চ দোষঃ স্যাদিতি তেষাং তথাত্ব-মস্তু। যদি সত্যাসম্বলিতমায়ামাত্রশরীরিণি স্বপ্নেপি কল্পিতাঃ স্বপ্নপুরুষাস্তথা সত্যা ন স্যুস্তদা কো দোষঃ। "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ"-ইতি ভগবতা ব্যাসেন স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বোক্তেঃ। তথাচ কথং স্বজগতঃ স্বপ্নসাম্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

স্বাপ্নার্থা ব্রহ্মবদ্বস্তুতঃ সত্যা ন ভবন্তীত্যেতাবদেব শক্যং বক্তুং ন নিরধি-ষ্ঠানত্বাদধিষ্ঠানসত্তয়াপি সত্যা ন ভবন্তীতি প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরোধাদিত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উবাচ স্বপ্নে ইতি। নেতরদিতি প্রমাণান্তরস্যানাদরার্থমুক্তং ন প্রতি-ষেধার্থম্। ন হ্যত্যন্তাসতঃ প্রত্যক্ষং নানোপপদ্যতে বন্ধ্যাপুত্রাদাবদর্শনা-দিত্যাশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সর্গাদাবাত্মভূর্ভাতি স্বপ্নাভানুভবাত্মকঃ।
তৎসঙ্কল্পকলং বিশ্বমেবং স্বপ্নাভমেব তৎ ॥ ১৬ ॥
এবং বিশ্বমিদং স্বপ্নস্তত্র সত্যং ভবান্ মম।
যথৈব ত্বং তথৈবান্যে স্বপ্নে স্বপ্নবরা নৃণাম্ ॥ ১৭ ॥
স্বপ্নে নগরবাস্তব্যাঃ সত্যা ন স্যুরিমে যদি।
তদিহাপি তদাকারে ন সত্যং মে মনাগপি ॥ ১৮ ॥
যথাহং তব সত্যাত্মা সত্যং সর্ব্বং ভবেৎ মম।
স্বপ্নোপলম্ভে সংসারে মিথঃ সিদ্ধৌ প্রমেদৃশী ॥ ১৯ ॥
সংসারে বিপুলে স্বপ্নে যথা সত্যমহং তব।
তথা ত্বমপি মে সত্যং সর্ব্বং স্বপ্নেম্বিতি ক্রমঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীরামউবাচ।

স্বপ্নদ্রষ্টরি নির্ন্নিদ্রে তদ্দ্রষ্টুঃ স্বপ্নপত্তনম্।
সদ্রূপত্বাৎ তথৈবাস্তে মমেতি ভগবন্ মতিঃ ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ স্বপ্নস্যাত্যন্তাসত্বে জাগ্রৎপ্রপঞ্চস্যাপি তদ্দূর্ব্বারং তস্যাপি হৈরণ্যগর্ভস্বপ্নরূপত্বাদিত্যাশয়েনাহ সর্গাদাবিতি ॥ ১৬ ॥

তথাচ জগতঃ স্বপ্নসাম্যং প্রাগুক্তসত্যতা চ সিদ্ধেত্যাহ এবমিতি। তত্র স্বপ্নে ভবান্ মম সত্যং ত্বৎসত্যতায়াস্ত্বয়া অপলপিতুমশক্যত্বাৎ। যথৈব ত্বং তথৈবাহন্যেহপি ত্বদৃশা মদৃশা চ সত্যাঃ। এবমন্যেষামপি নৃণাং স্বস্বানুভবানুসারাৎ স্বপ্নসত্যতা সিদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

উক্তমেবার্থং পুনঃ স্পষ্টমাহ স্বপ্নে ইত্যাদিনা। নগরস্য বাস্তনি বেশ্মভুবি ভবা নগরবাস্তব্যাঃ। নগরে বসন্তীতি বা নগরবাস্তব্যাঃ। বসেস্তব্যৎ কর্ত্তরি ণিচ্চেতি বচনাৎ ॥ ১৮-২০ ॥

এবঞ্চেৎ তর্হি স্বপ্নদ্রষ্টুর্জ্জাগরণে জাতেহপি স্বপ্নপ্রপঞ্চস্য জাগ্রৎপ্রপঞ্চবদবস্থানং স্যাদিতি রামঃ শঙ্কতে স্বপ্নেতি। ইতি মতির্ম্মম ত্বদ্বচনাৎ সম্পন্নেতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

এবমেতত্তথৈবাস্তে সত্যত্বাৎ স্বপ্নপত্তনম্।
স্বপ্নদ্রষ্টরি নির্ম্মিদ্রে প্যাকাশবিশদাকৃতি ॥ ২২ ॥
এতদাস্তামিদং তাবৎ যজ্জাগ্রদিব মন্যসে।
বিদ্ধি তৎ স্বপ্নমেবান্তর্দ্দেশকালাদ্যপূরকম্ ॥ ২৩ ॥
এবং সর্ব্বমিদং ভাতি ন সত্যং সত্যবৎ স্থিতম্।
রঞ্জয়ত্যপি মিথ্যৈব স্বপ্নস্ত্রীসুরতোপমম্ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বত্র বিদ্যতে সর্ব্বং দেহস্যান্তর্ব্বহিস্তথা।
যত্তু বেত্তি যথা সম্বিৎ তত্তথা স্বৈব পশ্যতি ॥ ২৫ ॥
যৎ কোশে বিদ্যতে দ্রব্যং তদ্দ্রষ্টা লভ্যতে যথা।
তথাস্তি সর্ব্বং চিদ্ব্যোম্নি চেত্যতে তত্ত্বনেন বৈ ॥ ২৬ ॥

ইষ্টাপত্ত্যা বশিষ্ঠঃ পরিহরতি এবমেতদিতি। আকাশবিশদাকৃতি অধিষ্ঠানসন্মাত্রস্বভাবং সত্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এবং তর্হি জাগ্রদর্থবৎ স্বাপ্নস্যাপি স্বপ্নান্তরে ব্যবহারসম্বাদঃ স্যাদিতি রামস্য বিবক্ষামালক্ষ্য দেশান্তরকালান্তরানন্বুবৃত্তিকৃতোঽসম্বাদো জাগ্রৎপদার্থেষ্বপি বহুষস্তি পৃথিব্যাকাশনামজাত্যাদিকতিপয়পদার্থানুবৃত্তিসম্বাদঃ স্বপ্নেপ্যস্তীতি ন বিশেষ উপপাদয়িতুং শক্য ইত্যাশয়েন প্রৌঢ়িমাদশয়ন্নাহ এতদাস্তামিতি। অথবা যদি স্বাপ্নার্থাঃ সত্যাস্তর্হি জাগরেপ্যনুবর্ত্তেরন্নিতি রামস্যাশঙ্কামালক্ষ্যাহ বশিষ্ঠ এতদিতি। স্বাপ্নস্য জাগ্রদ্বাহ্যদেশকালাদ্যনন্বুবৃত্ত্যা যদ্যলীকত্বং মন্যসে তর্হি যজ্জাগ্রদিতি মন্যসে তদপি অন্তঃস্বাপ্নদেশকালাদ্যপূরকমিতি তুল্যমিতি দ্বয়োঃ স্বপ্নতৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবমধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যত্বেপি সর্ব্বদেশকালাদ্যপূরকত্বাৎ ন স্বতস্তথেতি মিথ্যাত্বমুভয়োঃ সমমিত্যাহ এবমিতি। রঞ্জয়তি স্বসক্ত্যা মোহয়তি ॥ ২৪ ॥

সম্বিদস্তু সর্ব্বদেশকালাদিপূরকত্বাৎ সত্যত্বং সর্ব্বত্র মায়াশক্ত্যা সর্ব্বভাবেন-স্ফুরণসামর্থ্যঞ্চেত্যাহ সর্ব্বত্রেতি। স্বৈব স্বয়মেব ॥ ২৫ ॥

কোশে ধনাগারে। দ্রব্যং ধনম্ অনেন চিদ্ব্যোম্না ॥ ২৬ ॥

অনন্তরমুবাচেদং দেবী জ্ঞপ্তির্ব্বিদূরথম্।
কৃত্বা বোধামৃতাসেকৈর্ব্বিবেকাঙ্কুরসুন্দরম্ ॥ ২৭ ॥
এতদেব ময়া রাজন্ লীলার্থমুপবর্ণিতম্।
স্বস্তি তেহস্তু গমিষ্যাবোদৃষ্টা দৃষ্টান্তদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইতি প্রোক্তে সরস্বত্যা গিরামধুরবর্ণয়া।
উবাচ বচনং ধীমান্ ভূমিপালোবিদূরথঃ ॥ ২৯ ॥

বিদূরথউবাচ।

মমাপি দর্শনং দেবি মোঘং ভবতি নার্থিনি।
মহাফলপ্রদায়াস্তু কথং তব ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
অহং দেহং সমুৎসৃজ্য লোকান্তরমিতোপরম্।
নিজমায়ামি হে দেবি স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং যথা ॥ ৩১ ॥
পশ্যাদিশাশু মাং মাতঃ প্রপন্নং শরণাগতম্।
ভক্তেবহেলা বরদে মহতাং ন বিরাজতে ॥ ৩২ ॥
যং প্রদেশমহং যামি তমেবায়াত্বয়ং মম।
মন্ত্রী কুমারী চৈবেয়ং বালেতি কুরু মে দয়াম্ ॥ ৩৩ ॥

এবমুৎকথং রামং সমাধায় প্রস্তুতকথামালম্ব্যাহ অনন্তরমিতি ॥ ২৭ ॥

এতৎ প্রাগুক্তং লীলার্থং তত্ত্বম্। লীলাপ্রীত্যর্থম্। স্বস্তি অভিলষিতার্থসিদ্ধিরস্তু। জগন্মিথ্যাত্বস্যোক্তস্য দৃষ্টান্তদৃষ্টয়োমণ্ডপান্তস্থদীয়ব্রহ্মাণ্ডকল্পনালক্ষণা দৃষ্টা লীলয়েতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

ধীমান্ স্বস্তি তেহস্ত্বিত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যং বিদ্বান্ ॥ ২৯ ॥

মম মনুষ্যমাত্রস্যান্নদানসমর্থস্যাপীত্যাশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

নিজং প্রাক্তনম্। আয়ামি অবিলম্বেনাগমিষ্যামি ॥ ৩১ ॥

পশ্য কৃপাদৃষ্ট্যা। আদিশ প্রযচ্ছ মৎপ্রার্থিতমুপদেশোত্তরকার্য্যঞ্চ ॥ ৩২ ॥

প্রার্থনীয়ার্থমাহ যমিতি। কুমারী অনূঢ়া কন্যা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

আগচ্ছ রাজ্যমুচিতার্থবিলাসচারু
প্রাগ্‌জন্মমণ্ডলপতে কুরু নির্ব্বিশঙ্কম্।
অস্মাভিরর্থিজনকামনিরাকৃতির্হি
দৃষ্টা ন কাচন কদাচিদপীতি বিদ্ধি॥ ৩৪॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে স্বপ্নপুরুষসত্যত্বনিরূপণং নাম দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

লীলাভক্তিভাগ্যোচিতৈরর্থবিলাসৈশ্চারু রাজ্যং কুরু। অস্মাভির্নিরাকৃতিঃ প্রত্যাখ্যানং কদাচিদপি ন কৃতেতি শেষঃ। কেনচিদপি ন দৃষ্টেত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

অস্মিন্ রণবরে রাজন্ মর্ত্তব্যং ভবতাধুনা।
প্রাপ্তব্যং প্রাক্তনং রাজ্যং সর্ব্বং প্রত্যক্ষমেব তে ॥ ১ ॥
কুমার্য্যা মন্ত্রিণা চৈব ত্বয়া চ প্রাক্তনং পুরম্।
আগন্তব্যং শবীভূতং প্রাপ্তব্যং তচ্ছরীরকম্ ॥ ২ ॥
আবাং যাবো যথায়াতং বাতরূপেণ চ ত্বয়া।
আগন্তব্যঃ স দেশস্তু কুমার্য্যা মন্ত্রিণাপি চ ॥ ৩ ॥
অন্যৈব গতিরশ্বস্য গতিরন্যা খরোষ্ট্রয়োঃ।
মদস্বিন্নকপোলস্য গতিরন্যৈব দন্তিনঃ ॥ ৪ ॥
প্রস্তুতেতি কথা যাবন্মিথোমধুরভাষিণোঃ।
তাবৎ প্রবিশ্য সম্ভ্রান্ত উবাচোর্দ্ধস্থিতোনরঃ ॥ ৫ ॥

অভীষ্টবরদানঞ্চ পুরস্থাক্রমদীপনম্।
বর্ণ্যতে দহ্যমানানাং চেষ্টা চ পুরবাসিনাম্ ॥ ১ ॥

দেবী তজ্জিজ্ঞাসিতং ভাব্যর্থমপি স্পষ্টমাচক্ষাণা বরশেষমপি দাতুমাহ অস্মিন্নিতি। সর্ব্বং তে প্রত্যক্ষমেব ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ত্বয়া চ প্রাক্তনং শবীভূতং তচ্ছরীরকং প্রাপ্তব্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২ ॥

মৃত্বা বায়ুরূপিণা আতিবাহিকদেহরূপেণ ত্বয়া স প্রাক্তনোদেশ আগন্তব্যঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মাতিবাহিকদেহগতির্ম্মানোরথিকগতিবৎ মণ্ডপান্তঃসম্বৃতাকাশেহপি সুদূরমিব সম্ভবতি নাশ্বাদিগতিবদ্দেশবৈপুল্যং প্রাক্ সিদ্ধমপেক্ষত ইত্যাশয়েনাহ অন্যৈবেতি ॥ ৪ ॥

উর্দ্ধস্থিতঃ প্রাসাদাগ্রাদ্যুন্নতপ্রদেশমারুহ্য নিশি বাহ্যপুরবৃত্তান্তদর্শী পুরুষোরাজসন্নিধিং প্রবিশ্যোবাচ ॥ ৫ ॥

দেব সায়কচক্রাসিগদাপরিঘবৃষ্টিমৎ।
মহৎ পরবলং প্রাপ্তমেকার্ণব ইবোদ্ধতঃ ॥ ৬ ॥
কল্পকালানিলোদ্ধূতকুলাচলশিলোপমম্।
গদাশক্তিভুশুণ্ডীনাং বৃষ্টিং মুঞ্চতি তুষ্টিমৎ ॥ ৭ ॥
নগরে নগসঙ্কাশে লগ্নোগ্নির্ব্ব্যাপ্তদিক্তটঃ।
দহংশ্চটচটাস্ফোটৈঃ পাতয়ত্যুত্তমাং পুরীম্ ॥ ৮ ॥
কল্পাম্বুদঘটাতুল্যা ব্যোম্নি ধূমমহাদ্রয়ঃ।
বলাৎ প্রোড্ডয়নং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা গরুড়া ইব ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

সসম্ভ্রমং বদত্যেবং পুরুষে পরুষারবঃ।
উদভূৎ পূরয়ন্নাশা বহিঃ কোলাহলোমহান্ ॥ ১০ ॥
বলাদাকর্ণকৃষ্টানাং ধনুষাং শরবর্ষিণাম্।
বৃংহতামতিমত্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ॥ ১১ ॥
পুরে চটচটাস্ফোটৈর্দ্দহতাং জাতবেদসাম্।
পৌরাণাং দগ্ধদারাণাং মহাহলহলারবৈঃ ॥ ১২ ॥
তরতামগ্নিখণ্ডানাং টাঙ্কারঃ কথিতোরবৈঃ।
জ্বলিতানাং পরিস্পন্দাদ্ধগদ্ধগিতি চার্চ্চিষাম্ ॥ ১৩ ॥

দেবেতি রাজসম্বোধনম্ ॥ ৬ ॥

তুষ্টিমৎ উৎসাহপ্রহৃষ্টং পরবলম্ ॥ ৭ ॥

উন্নতপ্রাসাদশিখরৈস্তৃণকাষ্ঠাদিসমৃদ্ধ্যা চ নগসঙ্কাশে পর্ব্বতসদৃশে ॥ ৮ ॥

কল্পাম্বুদানাং সম্বর্ত্তমেঘানাং ঘটাভিঃ সমূহৈস্তুল্যাঃ ॥ ৯ ॥

সসম্ভ্রমং সভয়ম্। পরুষা নিষ্ঠুরভাষণরূপা আরবা যত্র তথাবিধঃ কোলাহলঃ। আশা দিশঃ ॥ ১০ ॥

কোলাহলমেব সম্বন্ধিভেদৈর্ব্বিশিষ্য বর্ণয়তি বলাদিত্যাদিনা ॥ ১১ ॥

মহাহলহলারবৈঃ কথিত ইত্যুত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

অর্চ্চিষাং ধগদ্ধগিতি রবৈঃ সহ জনৈঃ কথিতষ্টাঙ্কার উদভূদিত্যনুকৃষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ বাতায়নাদ্দেব্যৌ মন্ত্রী রাজা বিদূরথঃ।
দদৃশুঃ প্রোল্লসন্নাদং মহানিশি মহাপুরম্ ॥ ১৪ ॥
প্রলয়ানলসংক্ষুব্ধপূর্ণৈকার্ণবরংহসা।
পূর্ণং পরবলেনোগ্রহেতিমেঘতরঙ্গিণা ॥ ১৫ ॥
কল্পান্তবহ্নিবিগলন্মেরুভূধরভাস্বরৈঃ।
দহ্যমানং মহাজ্বালাজ্বালৈরম্বরপূরকৈঃ ॥ ১৬ ॥
মুষ্টিগ্রাহ্যমহামেঘগর্জ্জাসন্তর্জ্জিতোর্জ্জিতৈঃ।
ঘোরং কলকলারাবৈর্মাংসলৈর্দ্দস্যুজল্পিতৈঃ ॥ ১৭ ॥
পুষ্করাবর্ত্তসঙ্কাশধূম্রাভ্রপিহিতাম্বরম্।
প্রোড্ডীনহেমাগ্রনিভৈর্জ্বালাপুঞ্জৈর্নিরন্তরম্ ॥ ১৮ ॥
তরদুল্মুকখণ্ডোগ্রতারাতরলিতাম্বরম্।
অন্যোন্যদেশসন্মোষপ্রজ্বলজ্জ্বলনাচলম্ ॥ ১৯ ॥
হতসৈন্যপুরাপাতং দ্রুতাঙ্গারাভ্রকোটরৈঃ।
কর্কশাক্রন্দনির্দ্দগ্ধলোকপূগোগ্রগর্জ্জিতম্ ॥ ২০ ॥

বাতায়নাৎ প্রাসাদগবাক্ষাৎ ॥ ১৪ ॥

উগ্রৈর্হেতিভির্ম্মেঘতরঙ্গৈর্ভয়বতা ॥ ১৫ ॥

মহাজ্বালানাং জ্বালৈঃ শিখাভিঃ। জ্বালৈরিতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

মোষণং মুষ্টিঃ পরলুণ্ঠনং তদ্গ্রাহ্যবিষয়ে পরভীষণায় মহামেঘগর্জ্জাসদৃশৈঃ সন্তর্জ্জিতৈর্ভর্ৎসনৈরূর্জ্জিতৈঃ প্রবলৈর্মাংসলৈঃ পুষ্টৈর্দ্দস্যবশ্চৌরাস্তজ্জল্পিতৈর্ঘোরম্ ॥ ১৭ ॥

পুষ্করাবর্ত্তাঃ প্রলয়মেঘাঃ। নিরন্তরং নিরবকাশম্ ॥ ১৮ ॥

উল্মুকানাং জ্বলৎকাষ্ঠানাং খণ্ডা এবোগ্রা ঔৎপাতিকা রক্তাস্তারাঃ। জ্বালাপরিবর্ত্তেন অন্যোন্যদেশবিনিময়েন প্রজ্বলন্তোজ্বলনাচলা যত্র ॥ ১৯ ॥

হতাবশিষ্টসৈন্যানাং পুরাপাতো নগরপ্রবেশো যত্র। দ্রুতাঃ প্রসৃতা অঙ্গারা যেষু তথাবিধৈরভ্রকোটরৈর্ম্মেঘচ্ছিদ্রৈরুপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। কর্কশাক্রন্দং যথা স্যাৎতথা নির্দ্দগ্ধজনসমূহৈঃ শত্রুভিরুগ্রগর্জ্জিতং যত্র ॥ ২০ ॥

কৃশানুকণনারাচনিরন্তরতরাম্বরম্ ।
বহুহেতিশিলাজাললুঠদ্দগ্ধপুরোৎকরম্ ॥ ২১ ॥
রণদ্দ্বিরদসঙ্ঘট্টকুট্টিতোদ্ভটসদ্ভটম্ ।
বিদ্রবত্তস্করচ্ছেদমার্গকীর্ণমহাধনম্ ॥ ২২ ॥
অঙ্গাররাশিনিপতন্নরনার্য্যগ্ররোদনম্ ।
স্ফুটচ্চটচটাশব্দপ্রলুঠৎস্ফুটকাষ্ঠকম্ ॥ ২৩ ॥
বিপুলালাতচক্রৌঘশতসূর্য্যনভস্তলম্ ।
অঙ্গারশিখিরাকীর্ণসমস্তবসুধাতলম্ ॥ ২৪ ॥
দগ্ধাগ্নিকাষ্ঠক্রেঙ্কাররণজ্জ্বলনবৈণবম্ ।
দগ্ধজন্তুঘনাক্রন্দরুদৎসকলসৈনিকম্ ॥ ২৫ ॥
পাংসুশেষাত্তরাজশ্রীবৃদ্ধতৃপ্তহুতাশনম্ ।
সকলগ্রসনারম্ভসোদ্যোগাগ্নিমহাশনম্ ॥ ২৬ ॥
যদৃচ্ছাৎকারড়াংকারকঠিনাগ্নিরটদ্গৃহম্ ।
অনন্তজন্তুভোজ্যান্নবহ্নিভুক্তেন্ধনস্পৃহম্ ॥ ২৭ ॥

কৃশানুকণৈর্নারাচৈশ্চ নিরন্তরতরমত্যন্তনিরবকাশমম্বরং যত্র। হেতিভিঃ শিলাজালৈশ্চ লুঠন্তোনিপতন্তঃ। পুরশব্দেন পুরজনা উচ্যন্তে। লুঠন্তঃ প্রধাবন্তোদগ্ধাঃ পুরং যৈস্তথাবিধা উৎকরা উর্দ্ধীকৃতহস্তাঃ শত্রবোগত্রেতি বা ॥ ২১ ॥

রণে দ্বিরদানাং সঙ্ঘট্টৈঃ কুট্টিতাশ্চূর্ণিতা উদ্ভটাঃ শূরতরাঃ সদ্ভটা যত্র। তস্করাণাং শিরশ্ছেদেন ॥ ২২-২৩ ॥

অলাতানি জ্বলদুল্মুকানি। অঙ্গার শিখিরৈরগ্নিভিরাকীর্ণানি ॥ ২৪ ॥

দগ্ধৈরগ্নিকাষ্ঠৈঃ সহ ক্রেঙ্কারেণ রণৎ প্রজ্বলনযুক্তং বৈণবং বেণুকাষ্ঠং যত্র ॥ ২৫ ॥

পাংসব এব শিষ্যন্তে যথা তথা আত্তায়াং দগ্ধায়াং রাজশ্রিয়ি বৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধস্তৃপ্তশ্চ হুতাশনো যত্র। অখিলক্ষণোমহাশনোযস্মরোযত্র ॥ ২৬ ॥

যদৃচ্ছয়া অকস্মাদেব দৈবোপপাদিতাভ্যাং সর্ব্বস্বাদানমাৎকারো নিশি সুপ্তেষু দস্যুভিঃ প্রহরণং ডাংকারস্তাভ্যাং কঠিনেন দুর্ব্বারেণাগ্নিনা চ রটন্তো গৃহা যত্র। অনন্তানাং জন্তুনাং ভোজ্যেষু ভোজনার্হেষন্নেষু ধান্যরাশিষু

অথ শুশ্রাব তত্রাসৌ গিরো রজা বিদূরথঃ।
যোধানাং দগ্ধদারাণাং পশ্যতামভিধাবতাম্ ॥ ২৮ ॥
হা মত্তমরুদূর্দ্ধস্থানঙ্গারগৃহপাদপান্।
রণৎ খরখরং নীরজালামাতপপন্থিনঃ ॥ ২৯ ॥
হা দগ্ধদারাঃ প্রালেয়শীতা দেহেষু দন্তিনাম্।
মগ্না মনস্সু মহতামিব বিজ্ঞানসূক্তয়ঃ ॥ ৩০ ॥
হা তাত হেতয়োলগ্নাস্তরুণীকবরীতৃণে।
জ্বলন্তি শুষ্কপর্ণৌঘা ইব বীরানিলেরিতাঃ ॥ ৩১ ॥
আবর্ত্তনদীদীর্ঘাবহত্যূর্দ্ধতরঙ্গিণী।
পশ্যেয়ং ধূমযমুনা ব্যোমগঙ্গাং প্রধাবতি ॥ ৩২ ॥
বহদুল্মূককাষ্ঠোর্দ্ধগামিনী ধূমনিম্নগা।
বৈমানিকানন্ধয়তি পশ্যাগ্নিকণবুদ্বুদা ॥ ৩৩ ॥

বহ্নিনা ভুক্তেষু অবশিষ্টেন্ধনমাত্রে কেষাঞ্চিৎ স্পৃহা যত্র ॥ ২৭ ॥

দারগ্রহণং সর্ব্বস্বোপলক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

অঙ্গ আর ইতি চ্ছেদঃ। অঙ্গেতি কশ্চিৎ কঞ্চিৎ সম্বোধ্যাহ নীরজালেন রসাতিশয়েন আমান্ হরিতান্ অতএবাতপস্য সন্তাপস্য পন্থিনঃ পরিপন্থিনো-নিবারকান্ উদ্ধস্থান্ ঔন্নত্যে স্থিতান্ অস্মদগৃহলক্ষণানস্মদগৃহসম্বদ্ধাংশ্চ পাদপান্ বৃক্ষান্ উন্মূলয়িতুং মত্তঃ প্রচণ্ডো মরুৎ বিপল্লক্ষণো বায়ুর্ব্বা রণৎ খরখরং যথাস্যাত্তথা আর আজগাম। হা ইতি খেদে। রণাদিতি বা পাঠঃ ॥ ২৯ ॥

প্রাক্ প্রালেয়শীতা দগ্ধাঃ সন্তপ্তা দারা দন্তিনাং মৃতানাং দেহেষু লীনাঃ প্রচ্ছন্নাঃ। সূক্তিপক্ষে জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধাঃ স্থূলাদিদেহা যাভিঃ। ত্রিবিধ-তাপোপশমনাৎ প্রালেয়াদপি শীতলাঃ ॥ ৩০ ॥

হেতয়ঃ শস্ত্রাগ্নয়োর্বিবিধাস্তজ্জ্বালা বা। কবর্য্যঃ কেশাস্তল্লক্ষণে তৃণে। জ্বলন্তি দীপ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

আবর্ত্তৈরাবর্ত্তৈর্ন্দীসদৃশপ্রবাহভেদৈশ্চ দীর্ঘা। ব্যোমলক্ষণাং গঙ্গাং মন্দাকিনীং বা ॥ ৩২ ॥

বহন্তি প্রবহন্তি উল্মূককাষ্ঠানি যস্যাং সা। অগ্নিকণা এব বুদ্বুদা

অম্বা মাতা পিতা ভ্রাতা জামাতাস্তনপাঃ সুতে ।
অস্মিন্ সদ্মনি নির্দ্দগ্ধা দগ্ধেবাসৎসমিন্ধনে ॥ ৩৪ ॥
হা হা হাগচ্ছ তে শীঘ্র-মেতদঙ্গারমন্দিরম্ ।
ইতঃ প্রবৃত্তং পতিতুং সুমেরুঃ প্রলয়ে যথা ॥ ৩৫ ॥
অহো শরশিলাশক্তিকুন্তপ্রাসাসিহেতয়ঃ ।
জালসন্ধ্যাভ্রপটলং বিশন্তি শলভা ইব ॥ ৩৬ ॥
হেতিপ্রবাহা জ্বলনং নভস্থস্ত্যাং বিশন্ত্যহো ।
বড়বানলমুজ্জ্বালমর্ণপূরা ইবার্ণবাৎ ॥ ৩৭ ॥
ধূমা যান্তি মহাভ্রাণি জ্বালাঃ শিখরিকোটিষু ।
সরসান্যপি শুষ্যন্তি হৃদয়ানীব রাগিণাম্ ॥ ৩৮ ॥
আলানত্বরুষেবৈতা দন্তিভির্ব্বৃক্ষপংক্তয়ঃ ।
স্ফুরৎকটকটারাবং পাত্যন্তে কৃতচীৎকৃতৈঃ ॥ ৩৯ ॥
পুষ্টপুষ্পফলস্কন্ধা গতশ্রীকা গৃহদ্রুমাঃ ।
গতা নির্দ্দগ্ধসর্ব্বস্বা গৃহস্থা ইব দীনতাম্ ॥ ৪০ ॥
মাতাপিতৃবিনির্ম্মুক্তা বালকান্তিসিরাবলীম্ ।

যস্তাম্ ॥ ৩৩ ॥

স্তনপাঃ স্তনন্ধয়াঃ । সুতে কন্তে পুত্রীসম্বোধনং বা । ইয়মপি তদ্বিরহ-লক্ষণে অসৎসমিন্ধনে অবিদ্যমানেপ্যগ্নৌ দগ্ধেব ॥ ৩৪ ॥

শীঘ্রং আগচ্ছ নির্গচ্ছ তে তব এতদঙ্গারপ্রজ্বলিতং মন্দিরং ইতঃ স্বস্থানাৎ চলনেন পতিতুং প্রবৃত্তম্ ॥ ৩৫ ॥

বাতায়নজালকলক্ষণং সন্ধ্যাভ্রপটলম্ ॥ ৩৬ ॥

নভস্থস্ত্যাং ভয়াৎ নভ উৎপতিতুমিচ্ছন্ত্যাং পুর্য্যাং । অর্ণপূরা জল-প্রবাহাঃ ॥ ৩৭ ॥

শিখরিণাং শৃঙ্গবতাং প্রাসাদানাং কোটিষগ্রভাগেষু । সরসানি সজলানি বাপ্যাদীনি উদ্যানানি চ ॥ ৩৮ ॥

আলানং বন্ধনস্তম্ভস্তজ্জাতীয়ত্বপ্রযুক্তয়া রুষা ॥ ৩৯-৪০ ॥

মগ্নন্তোঽঙ্গেষুরথ্যাসু কুড্যপাতেন হা হতাঃ ॥ ৪১ ॥
বাতবিদ্রাবিতাত্রস্যন্ করিণ্যোরণমূর্দ্ধনি।
পতদঙ্গারকাগারভারিণঃ কটুকূজিতম্ ॥ ৪২ ॥
হা কষ্টমসিনির্ভিন্নে স্কন্ধে সন্নদৃঢ়োল্মুকে।
পতিতোযন্ত্রপাষাণঃ পুরুষস্যাশনির্যথা ॥ ৪৩ ॥
গবাশ্বমহিষেভোষ্ট্রশ্বশৃগালৈড়কৈরহো।
ঘোরৈ রণমিবারব্ধং মার্গরোধকমাকুলৈঃ ॥ ৪৪ ॥
পটৈঃ পটপটাশব্দজলজালালিমালিতৈঃ।
আক্রন্দন্ত্যঃ স্ত্রিয়োযান্তি স্থলপদ্মাচিতা ইব ॥ ৪৫ ॥
স্ত্রীণাং জ্বালালবাঃ পশ্য লিহন্ত্যলকবল্লরীঃ।
কুর্ব্বন্তোশোকপুষ্পাভাং করভা ইব পন্নগীঃ ॥ ৪৬ ॥
হাহা হরিণশাবাক্ষ্যাঃ পক্ষলক্ষণপক্ষ্মসু।

তিমিরাবলীং নিলয়নায় মগ্নন্তঃ শোধয়ন্তো মৃগয়ন্ত ইতি যাবৎ। "মস্জেঃ শোধনার্থাৎ শতরি ছান্দসে কুত্বনত্বে।" অঙ্গেত্যামন্ত্রণে। ইষুকীর্ণাসু রথ্যাসু। কুড্যপাতেন ভিত্তিপতনেন ॥ ৪১ ॥

বাতেন বিদ্রাবিতাৎ প্রোড্ডায়িতাৎ পতন্তঃ অঙ্গারকা যস্মাৎ তথাবিধাৎ অগারং ভর্ত্তুং বর্ষাতপাদিভ্যস্ত্রাতুং শীলমস্যেত্যগারভারী চ্ছদি স্তস্মাৎ করিণ্যোঽভ্রস্বঃ ? কটুকূজিতং যথা স্যাৎ তথা ত্রস্যন্। ত্রসের্লঙি বাভ্রাশম্লাশেতি শ্যন্। অড়ভাবশ্ছান্দসঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

এডকৈর্মেষৈঃ। গন্তৄণাং মার্গনিরোধকং রণং যুদ্ধমারব্ধমিব পশ্যেতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

অগ্নিশিখাস্কন্দনভয়াদার্দ্রপটান্ পরিধায় নির্গচ্ছন্তীঃ স্ত্রিয়োবর্ণয়তি পটৈরিতি। জলবিন্দুজাললক্ষণৈরলিভিস্মালিতৈঃ পরিবৃতৈহস্তপাদবক্ত্রলক্ষণৈঃ স্থলপদ্মৈরাচিতা ঘটিতা ইব ॥ ৪৫ ॥

করভা উষ্ট্রাঃ। পন্নং পতিতং যথা স্যাৎ তথা গচ্ছন্ত্যঃ পন্নগ্যঃ প্রলম্বিততরুশাখাঃ দৈবাৎ তদালম্বিসর্পিণীর্ব্বা ॥ ৪৬ ॥

পক্ষলক্ষণেষু ভ্রমরপক্ষসদৃশেষক্ষিপক্ষ্মসু। কৃশাম্বুরপি স্তৎসম্বন্ধিনী কার্শা-

কুমার্গেষ্বিব বিশ্রান্তিমেতি কার্শানবী শিখা ॥ ৪৭ ॥
দহ্যমানোবিনির্যাতি ন কলত্রং বিনা নরঃ।
অহোবত দুরুচ্ছেদাঃ প্রাণিনাং স্নেহবাগুরাঃ ॥ ৪৮ ॥
করী রভসনির্লূনজ্বলদঙ্গারপাদপঃ।
প্লুষ্টপুষ্করকঃ কোপাৎ মগ্নঃ পুষ্করদং সরঃ ॥ ৪৯ ॥
ধূম্রোম্বুদপদং প্রাপ্য বিলোলান্তস্তড়িল্লতঃ।
জ্বলদঙ্গারনারাচনিকরং পরিবর্ষতি ॥ ৫০ ॥
দেব ধূমস্ফুরদ্বহ্নিকণ আবর্ত্তবৃত্তিমান্।
স্থিত আপীড়বান্ ব্যোম্নি রত্নপূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥ ৫১ ॥
গৌরমম্বরমাভাতি জ্বালাশিখরতেজসা।
মৃত্যুনেবোৎসবে দত্তঃ কুঙ্কুমাক্তকরণ্ডকঃ ॥ ৫২ ॥
অহো নু বিষমশ্চেদং বর্ত্ততে বৃত্তবর্জ্জিতম্।
ম্রিয়ন্তে রাজনার্য্যোপি বৈরিবীরৈরুদায়ুধৈঃ ॥ ৫৩ ॥

নবী শিখা জ্বালা ॥ ৪৭ ॥

স্বয়ং দহ্যমানোপি ॥ ৪৮ ॥

রভসেন বলবেগেন নির্লূনোভগ্নো জ্বলদঙ্গারমিশ্র আলানপাদপো যেন অতএব তদাকর্ষণকালে প্লুষ্টোদগ্ধঃ পুষ্করঃ শুণ্ডাগ্রং যস্য তথাবিধঃ করী পলায্য জনেভ্যঃ পুষ্করদং পদ্মদং সরঃ প্রাপ্য তত্র মগ্নঃ। দগ্ধপুষ্করস্য পুনর্লাভেচ্ছয়ে-বেতি শ্লেষমূলা উৎপ্রেক্ষা ॥ ৪৯ ॥

অম্বুদানাং পদং বৃষ্ট্যধিকারনির্ব্বাহকমাকাশস্থানং প্রাপ্য বিলোলবহ্নি-জ্বালালক্ষণা অন্তর্গতাস্তড়িল্লতা যস্য। জ্বলতামঙ্গারাণাং নারাচানাং শরাণাঞ্চ নিকরং স্বানুরূপং পরিতোবর্ষতীত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৫০ ॥

দেবেতি রাজানং সম্বোধ্য কশ্চিদুক্তিঃ। ধূমোব্যোম্নি অর্ণব ইব স্থিতঃ। আপীড়বান্ শিখাতরঙ্গবান্ ॥ ৫১ ॥

গৌরং পীতমম্বরমাকাশঃ। কুঙ্কুমৈঃ অক্তোরঞ্জিতঃ করণ্ডকঃ সম্পুটকো-দত্তঃ। অর্থাৎ দিগ্বধূভ্য ইতি গম্যতে ॥ ৫২ ॥

বৃত্তং সচ্চরিতং তেন বর্জ্জিতং বহিষ্কৃতম্ ॥ ৫৩ ॥

লোলস্রগ্দামকুসুমৈর্ম্মার্গপ্রাকারকারকৈঃ।
অর্দ্ধনির্দ্দগ্ধকবরীকীর্ণবক্ষঃস্থলস্তনাঃ ॥ ৫৪ ॥
আলোলাম্বরসংলক্ষ্যনিতম্বজঘনস্থলাঃ।
পতন্মাণিক্যবলয়বলিতাবনিমণ্ডলাঃ ॥ ৫৫ ॥
ছিন্নহারলতাজালবিকীর্ণামলমৌক্তিকাঃ।
দৃষ্টাদৃষ্টস্তনশ্রেণীপার্শ্বোদ্যৎকনকপ্রভাঃ ॥ ৫৬ ॥
কুররীকর্কশাক্রন্দমন্দীকৃতরণারবাঃ।
ধারাবাহাস্রুতারাবভিন্নপার্শ্ববিচেতনাঃ ॥ ৫৭ ॥
রক্তকর্দ্দমবাষ্পাম্বুক্লিন্নগ্রন্থিতবাসসঃ।
ভুজমূলার্পিতভুজৈর্নীয়মানা বলান্নৃভিঃ ॥ ৫৮ ॥
ক ইবাস্মিন্ পরিত্রাতা স্যাদিত্যাদীনবীক্ষিতৈঃ।
উৎপলালী ববর্ষদ্ভিঃ পরিরোদিতসৈনিকাঃ ॥ ৫৯ ॥
মৃণালকোমলাচ্ছোরুমূলজালৈঃ সুনির্ম্মলৈঃ।
স্বচ্ছাম্বরতলালক্ষ্যৈরাকাশনলিনীনিভাঃ ॥ ৬০ ॥

আ সর্গসমাপ্তে রাজনারীরেব বিশিনষ্টি লোলেত্যাদিনা। মার্গে প্র আকিরণং প্রাকারস্তস্য কারকৈর্লোলৈঃ স্রগ্দামভিঃ কুসুমৈশ্চোপলক্ষিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

পতদ্ভির্মাণিক্যৈর্ব্বলয়ৈশ্চ মাণিক্যখচিতৈর্ব্বলয়ৈর্ব্বা বলিতানি সংবৃতান্যবনীমণ্ডলানি যাভিঃ ॥ ৫৫-৫৬ ॥

কুররীশব্দবৎ কর্কশৈর্দুঃশ্রবৈরাক্রন্দৈর্ম্মন্দীকৃতোভিভূতোরণারবোযাভিঃ। ধারাবাহমবিচ্ছিন্নধারং যথা স্যাৎ তথা আস্রুতৈর্নির্গতৈরাক্রন্দারাবৈর্ভিন্নানি বিদারিতানীব পীড়িতানি কুক্ষিপার্শ্বানি যাসাম্। অতএব বিচেতনাঃ কর্ত্তব্যার্থচেতনাশূন্যাঃ ॥ ৫৭ ॥

পলায়নশঙ্কয়া পরস্পরং গ্রন্থিতবাসসঃ ॥ ৫৮ ॥

দীনৈর্ব্বীক্ষিতৈর্ব্বীক্ষণৈঃ। পরিতোদয়য়া রোদিতাঃ রোদনশীলাঃ কৃতাঃ স্বপক্ষসৈনিকা যাভিস্তাঃ ॥ ৫৯ ॥

স্বচ্ছেম্বরতলেষু বস্ত্রান্তঃপ্রদেশেষ্বালক্ষ্যৈঃ। অম্বরপদশ্লেষাৎ আকাশ নলিনীনিভাঃ ॥ ৬০ ॥

আলোলমাল্যবসনাভরণাঙ্গরাগা
বাষ্পাকুলাততচলালকবল্লরীকাঃ ।
আনন্দমন্দরনিরন্তরমথ্যমানাৎ
কামার্ণবাৎ সমুদিতা ইব রাজলক্ষ্ম্যঃ ॥ ৬১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে অগ্নিদগ্ধগৃহাদিবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

আততা দীর্ঘাশ্চলা শ্চালকবল্লর্য্যোযাসাং তাঃ। আনন্দোঽত্র বিষয়সুখং তল্লক্ষণেন মন্দরেণ মথ্যমানাৎ। রাজ্ঞাং মূর্ত্তিভূতা লক্ষ্যাঃ সম্পদোরাজা চন্দ্রস্তদ্ঘটিতা লক্ষ্ম্যঃ শ্রিয়োবা ॥ ৬১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে রাজমহিষী মত্তযৌবনা।
তদ্বিবেশ গৃহং লক্ষ্মীরিব পঙ্কজকোটরম্ ॥ ১ ॥
আলোলমাল্যবসনা ভিন্নহারলতাকুলা।
অনুযাতা বয়স্যাভির্দ্দাসীভির্ভয়বিহ্বলা ॥ ২ ॥
চন্দ্রাননাবদাতাঙ্গী শ্বাসোৎকম্পিপয়োধরা।
তারকাকারদশনা স্থিতা দ্যৌরিব রূপিণী ॥ ৩ ॥
অথ তস্যা বয়স্যৈকা রাজানং তং ব্যজিজ্ঞপৎ।
ভূতসংগ্রামসংরব্ধমমরেন্দ্রমিবাপ্সরাঃ ॥ ৪ ॥
দেব দেবী সহাস্মাভিঃ পলায্যান্তঃপুরান্তরাৎ।
শরণং দেবমায়াতা বাতার্ত্তেব লতা দ্রুমম্ ॥ ৫ ॥
রাজন্ দারাহৃতাস্তাস্তে বলবদ্ভিরুদায়ুধৈঃ।
ঊর্ম্মিজালৈর্ম্মহাব্ধীনাং তীরদ্রুমলতা ইব ॥ ৬ ॥
অন্তঃপুরাধিপাঃ সর্ব্বে পিষ্টাঃ শত্রুভিরুদ্ধতৈঃ।

ভীতাং বিলোক্য মহিষীং শ্রুত্বান্তঃপুরধর্ষণম্।
যুদ্ধায় রাজ্ঞোনির্য্যাণং লীলাতত্ত্বঞ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

মত্তমিব বিঘূর্ণমানং যৌবনং যস্যাম্। তৎ লীলাপ্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং রাজ্ঞোগৃহম্ ॥ ১-২ ॥

চন্দ্র ইব চন্দ্র এব চ আননং যস্যাঃ। অবদাতানি গৌরাণি স্বচ্ছানি চাঙ্গানি যস্যাঃ ॥ ৩-৪ ॥

দেবী কৃতাভিষেকা প্রধানমহিষী ॥ ৫ ॥

দারাঃ অন্যা ভোগিন্যঃ ॥ ৬ ॥

অশঙ্কিতাভিপতিতৈর্ব্বাতৈরিব বরদ্রুমাঃ ॥ ৭ ॥
দূরেণাশঙ্কমায়াতৈঃ পরৈর্ম্মঃ পুরমাহৃতম্ ।
রাত্রৌ বর্ষাস্বিবোদ্দেযাঘৈঃ কমলানীব বারিভিঃ ॥ ৮ ॥
ধূমং বর্ষদ্ভিরুন্মাদৈর্লেলিহানোগ্রহেতিভিঃ ।
বহ্নিভির্ন্মঃ পুরং প্রাপ্তং পরযোধৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ৯ ॥
পরিবারৈর্ব্বিলাসিন্যো দেব্য আহৃত্য মূর্দ্ধজৈঃ ।
আক্রন্দন্ত্যোবলান্নীতাঃ কুরর্য্য ইব ধীবরৈঃ ॥ ১০ ॥
ইতি নো যেয়মায়াতা শাখাপ্রসরশালিনী ।
আপত্তামলমুদ্ধর্ত্তুং দেবস্থৈবাস্তি শক্ততা ॥ ১১ ॥
ইত্যাকর্ণ্যাবলোক্যাসৌ দেব্যৌ যুদ্ধায় যাম্যতঃ ।
ক্ষম্যতাং মম ভার্য্যেয়ং যুষ্মৎপাদাব্জষট্পদী ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ রাজা কোপারুণিতলোচনঃ ।
মত্তেভনির্ভিন্নবনঃ কন্দরাদিব কেশরী ॥ ১৩ ॥
লীলা লীলাং দদর্শাথ স্বাকারসদৃশাকৃতিম্ ।

পিষ্টাঃ সঞ্চূর্ণিতাঃ ॥ ৭ ॥

দূরেণ দূরাৎ। দূরান্তিকার্থেভ্যোদ্বিতীয়া চেতি চাৎ তৃতীয়া আহৃতমাস্কন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

ধূমং বর্ষদ্ভিঃ কিরদ্ভিঃ। উন্নাদৈর্ধ্বনদ্ভিঃ। ধূমবর্ম্মভিরিতি পাঠে স্পষ্টম্। উন্মাদৈরিতি পাঠে উৎকৃষ্টো মাদোহর্ষো লেপনঞ্চ যেষাং তৈঃ। লেলিহানা ইব চলন্ত উগ্রা হেতয়ঃ খড়্গা জ্বালাশ্চ যেষাম্ ॥ ৯ ॥

পরিবারৈঃ শত্রুসৈনিকৈঃ। কুরর্য্যোমৃগ্যঃ পক্ষিণ্যশ্চ। ধীবরৈর্লুব্ধকৈঃ ॥ ১০ ॥

আপৎ বিপৎ। তামলমত্যর্থমুদ্ধর্ত্তুং নিবারয়িতুম্ ॥ ১১ ॥

অসৌ রাজা ইতি বাক্যমাকর্ণ্য দেব্যৌ বিলোক্য উবাচেতি শেষঃ। হে দেব্যৌ অহং যুদ্ধায় যামি গচ্ছামি ক্ষম্যতাম্। আজ্ঞাং বিনৈবান্তরালে নির্গমনাপরাধঃ। যুষ্মৎপাদাব্জষট্পদীতি যুবাভ্যাং রক্ষণীয়েত্যাশয়ঃ ॥ ১২-১৩ ॥

প্রতিবিম্বমিবায়াতা-মাদর্শে চারুদর্শনাম্ ॥ ১৪ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

কিমিদং দেবি হে ব্রূহি কস্মাদিয়মহং স্থিতা।
যা সাভবমহং পূর্ব্বং কথং সেয়মহং স্থিতা ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রিপ্রভৃতয়ঃ পৌরা যোধাঃ সবলবাহনাঃ।
সর্ব্ব এব ত এবেমে স্থিতাস্তত্র তথৈব তে ॥ ১৬ ॥
তত্রাপীহ চ হে দেবি সর্ব্বে কথমবস্থিতাঃ।
বহিরন্তশ্চ মুকুরে ইবৈতে কিং প্রচেতনাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যথাজ্ঞপ্তিরুদেত্যন্তস্তথানুভবতি ক্ষণাৎ।
চিতিশ্চেত্যার্থতামেতি চিত্তং চিত্তার্থতামিব ॥ ১৮ ॥
যাদৃগর্থং জগদ্রূপং তত্রৈবোদেতি তৎক্ষণাৎ।
ন দেশকালদীর্ঘত্বং ন বৈচিত্র্যং পদার্থজম্ ॥ ১৯ ॥

লীলা প্রবুদ্ধলীলা ॥ ১৪ ॥

সেয়ং ভূত্বেতি শেষঃ। যা অহং সা ইয়ং কথম্। যা প্রথমবয়স্কা অভবং সা তথৈব স্থিতা কথম্। স্বস্থা অন্যত্বাযোগাদতীতাবস্থায়াশ্চ স্থিত্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ মন্ত্র্যাদিম্বপি ভেদ প্রত্যভিজ্ঞে বিরুদ্ধে ইত্যাহ মন্ত্রিপ্রভৃতয় ইতি ॥ ১৬ ॥

প্রচেতনাঃ সচেতনাঃ কিম্ ॥ ১৭ ॥

চিতিশক্তীনামতর্ক্যত্বাৎ তুল্যকর্ম্মোদ্বোধিতানাং তুল্য এবাবির্ভাবঃ কচিৎ ভবতীতি দেবী দৃষ্টিসৃষ্টিবাদমালম্ব্য সমাধত্তে যথেতি। চেত্যার্থতাং অধ্যাসেন চেত্যাকারতাম্। যথা চিত্তং মনঃ স্বপ্নাদৌ চিত্তানুভূতজাগ্রদর্থাকারতামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

যাদৃক্ যদাকারোঽর্থো যস্মিংস্তথাবিধং সংস্কারাত্মকং জগদ্রূপং তত্র চিত্তে চিতি চ অস্তি তাদৃগেবোদেতি। ভোজকাদৃষ্টোদ্বোধিতা মায়াসম্বলিত-

বাহ্যমাভ্যন্তরং ভাতি স্বপ্নার্থোত্র নিদর্শনম্ ।
যদন্তঃ স্বপ্নসঙ্কল্প-পুরঞ্চ কচনং চিতেঃ ॥ ২০ ॥
তদেতদ্বাহ্যনাম্নৈব স্বভ্যাসাৎ সৎ স্ফুটং স্থিতম্ ।
যাদৃগ্‌ভাবোমৃতোভর্ত্তা তব তস্মিংস্তদা পুরে ॥ ২১ ॥
তাদৃগ্‌ভাবস্তমেবার্থং তত্রৈব সমুপাগতঃ ।
অন্য এব হ্যমীভূতাস্তেভ্যস্তাস্তাদৃশা অপি ॥ ২২ ॥
সদ্রূপা এব চৈতস্য স্বপ্নসঙ্কল্পসৈন্যবৎ ।
অবিসম্বাদিসর্ব্বার্থ-রূপং যদনুভূয়তে ॥ ২৩ ॥
তস্য তাবৎ বদ কথং কীদৃশী বাপি সত্যতা ।
অথবোত্তরকালে তু ভঙ্গুরত্বাদবস্তু তৎ ॥ ২৪ ॥
ঈদৃক্‌চ সর্ব্বমেবেদং তত্র কা নাস্তিতাধিকা ।

চিচ্ছক্তিরঘটিতমপি ঘটয়িতুং সমর্থেত্যর্থঃ । এবঞ্চ দেশকালাল্পতাবৈপুল্য-বিরোধোপি পরিহৃত ইত্যাশয়েনাহ নেতি । যদি পদার্থত্বং স্যাৎ তর্হি তৎ-স্বভাববিরুদ্ধং ন ঘটেত ন তু তথেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

চৈতন্যে অধ্যস্তত্বাৎ তদাভ্যন্তরং জগৎ বাহ্যং বহির্ভবমিব ভাতি ॥ ২০ ॥

স্বভ্যাসাৎ চিরাভ্যাসাৎ স্ফুটং ব্যক্তং সৎ সত্যমিব স্থিতম্ । যাদৃক্ ভাবো বাসনা যস্য স তথাবিধঃ সন্ মৃতঃ ॥ ২১ ॥

সমুপাগতঃ প্রাপ্তবান্ । সমানকল্পবাসনোদ্বোধিতত্বাদাকারসাম্যেপোতে মন্ত্র্যাদিজীবা ন ত এব কিং ত্বন্যে ইত্যাহ অন্য এবেতি । ত এবেতি প্রত্যভি-জ্ঞয়া অভ্যস্তাঃ পুনঃ পুনরনুভূতা অপি তাদৃশা অন্যে এব ॥ ২২ ॥

এতস্য রাজ্ঞশ্চিৎসত্তয়া সদ্রূপা এব । এতাবদেব স্বাপ্নাজ্জাগ্রদ্বস্তুনোবৈল-ক্ষণ্যং যদবিসম্বাদি সর্ব্বপুরুষসাধারণার্থত্বং নৈতাবন্মাত্রেণ সত্যতাসিদ্ধিরিত্যাহ অবিসম্বাদীতি । চন্দ্রপ্রাদেশিকত্বেন্দ্রজালাদাবপি অবিসম্বাদি সর্ব্বার্থত্বদর্শনা-দিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

উত্তরকালে বাধ্যত্বাৎ স্বপ্নস্যাসত্যত্বং চেৎ জাগ্রত্যপি সমানং নাশবাধয়ো-র্ব্বস্তুনি বিশেষাভাবাদিত্যাশয়েনাহ অথবেতি । তৎ স্বাপ্নম্ ॥ ২৪ ॥

অধিকা জাগ্রদর্থেষ্বিত্যর্থঃ । পরস্পরকালাসম্বন্ধমপ্যবিশিষ্টমিত্যাহ স্বপ্নে

স্বপ্নে জাগ্রদসদ্রূপা স্বপ্নোজাগ্রত্যসম্ময়ঃ ॥ ২৫ ॥
মৃতির্জ্জন্মন্যসদ্রূপা মৃত্যাং জন্মাপ্যসম্ময়ম্।
বিশরেদ্বিশরারুত্বাদনুভূতেশ্চ রাঘব ॥ ২৬ ॥
এবং ন সন্নাসদিদং ভ্রান্তিমাত্রং বিভাসতে।
মহাকল্পান্তসম্পত্তাবপ্যদ্যাথ যুগেনঘ ॥ ২৭ ॥
ন কদাচন যন্নাস্তি তদ্‌ব্রহ্মৈবাস্তি তজ্জগৎ।
তস্মিন্ মধ্যে কচন্তীমা ভ্রান্তয়ঃ সৃষ্টিনামিকাঃ ॥ ২৮ ॥
ব্যোম্নি কেশোণ্ডুকানীব ন কচন্তীব বস্তুতঃ।
যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে ॥ ২৯ ॥
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে।
তস্মাৎ ভ্রান্তিময়াভাসে মিথ্যা ত্বমহমাত্মনি ॥ ৩০ ॥
মৃগতৃষ্ণাজলচয়ে কৈবাস্থা সর্গভস্মনি।
ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রান্যাস্তাস্তদেব পরং পদম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি ॥ ২৫ ॥

নাশেপি বাধবৎ পরস্পরকালাসত্বং তুল্যমিত্যাহ মৃতিরিতি। নাশে অবয়বানাং বিশরারুত্বাৎ দ্রব্যং বিশরেৎ নশ্যেৎ বাধে ত্বনুভূতেরনুভববলাৎ বিশরেৎ ইতি নিমিত্তভেদেপি ন বিশরণে বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

প্রাক্ সত্যত্বোপপাদিতা ইহ ত্বসত্যত্বেত্যনির্ব্বচনীয়তা দ্বয়োরপি সমেত্যাহ এবমিতি। এবঞ্চ সৃষ্টিকালে প্রলয়কালে চাবিশিষ্টং সদ্রূপং ব্রহ্ম সিদ্ধমিত্যাহ মহাকল্পান্তেতি। মহাকল্পান্তসম্পত্তাবপি অদ্যাপি অথানন্তরমতীতানাগত-যুগভেদেপি কদাচন কদাপি যৎ নাস্তি তৎ স্বরূপেণ ন কিন্তু তৎকল্পনাধিষ্ঠানং ব্রহ্মৈবাস্তি অতস্তদেব জগৎ ন তু ভাসমানমব্রহ্মরূপং জগদিত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

ন কচন্ত্যেবেতি বক্তব্যে ইবকারঃ প্রপঞ্চবৎ তদভাবস্যাপি ব্রহ্মাতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ২৯ ॥

মিথ্যৈব ত্বং অহং ইত্যেবং বিভাগাত্মনি ॥ ৩০ ॥

সর্গভস্মনি দগ্ধপটভস্মপ্রায়ে প্রপঞ্চে। নন্বু বিষয়বাধেপি ভ্রান্তিজ্ঞানস্বরূপাবাধাৎ তৈরেব দ্বৈতং স্যাৎ তত্রাহ ভ্রান্তয়শ্চেতি। নির্ব্বিষয়জ্ঞানানাং

ঘনে তমসি যক্ষাভাস্তম এব ন যক্ষকঃ।
তস্মাজ্জন্মমৃতির্মোহোব্যামোহত্বমিদং ততম্ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বং তৎ সমহাকল্পং শান্তৌ যদবশিষ্যতে।
নাতঃ সত্যমিদং দৃশ্যং ন চাসত্যং কদাচন ॥ ৩৩ ॥
দ্বয়মেবৈতদথবা ব্রহ্ম তত্রৈব সম্ভবাৎ।
আকাশে পরমাণ্বন্তর্দ্রব্যাদেরণুকেপি চ ॥ ৩৪ ॥
জীবাণুর্যত্র তত্রেদং জগদ্বেত্তি নিজং বপুঃ।
অগ্নিরৌষ্ণ্যং যথা বেত্তি নিজভাবক্রমোদিতম্ ॥ ৩৫ ॥
পশ্যতীদং তথৈবাত্মা স্বাত্মভূতং বিশুদ্ধচিৎ।
যথা সূর্য্যোদয়ে গেহে ভ্রমন্তি ত্রসরেণবঃ ॥ ৩৬ ॥
তথেমে পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডত্রসরেণবঃ।
যথা বায়ৌ স্থিতঃ স্পন্দ আমোদঃ শূন্যমম্বরে ॥ ৩৭ ॥

পরস্পরং ব্রহ্মতশ্চ ভেদকাভাবাৎ ব্রহ্মমাত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যক্ষাভাঃ বালস্য যক্ষভ্রান্তয়ঃ। ব্যামোহোঽজ্ঞানং তস্য ভাবো ব্যামোহত্বং তদীয়াবরণবিক্ষেপশক্তিস্তদেবেদং জগদ্রূপং ততম্ ॥ ৩২ ॥

মহাকল্পো ব্রহ্মজ্ঞানেন সর্ব্ববাধলক্ষণোবৈজ্ঞানিকঃ প্রলয়স্তেন সহিতং বাধ্যমিত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্ত্বৈব দৃশ্যস্য সত্ত্বাসত্ত্বাদিসর্ব্বপক্ষান্ নিরুণদ্ধীত্যাহ শান্তাবিত্যাদিনা। সর্ব্বশান্তৌ যদবশিষ্যতে তৎ ব্রহ্ম অতো ব্রহ্মতঃ সত্যং নেত্যাদিসম্বন্ধঃ ॥ ৩৩ ॥

দ্বয়ং সত্যাসত্যোভয়রূপং তু নৈব। একস্য বিরুদ্ধোভয়রূপত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। তত্র ত্রিষপি বিরুদ্ধেষু কল্পেষবিরোধেন সম্ভবাৎ ব্রহ্মৈবেতি কল্পঃ শ্রেয়ানিত্যাহ ব্রহ্মেতি। কল্পনামাত্রত্বং প্রপঞ্চস্য সর্ব্বত্র সম্ভবতীত্যাহ আকাশে ইতি। দ্রব্যগুণাদেরণুকে অল্পতরেপ্যন্তর্ভাগে ॥ ৩৪ ॥

বাসনাবলেনাত্মন্যনাত্মাধ্যাসে দৃষ্টান্তমাহ অগ্নিরিতি। পূর্ব্বমনগ্নিরেবোপাসকোঽহমেবাগ্নিরিত্যুপাসনাত্মকনিজভাবনাক্রমেণোদিতং ফলভাবেনাবির্ভূতমৌষ্ণ্যং যথা বেত্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

স্পন্দ আমোদশ্চ বায়ৌ যথা স্থিতঃ। শূন্যং শূন্যত্বম্ ॥ ৩৭ ॥

পিণ্ডগ্রহবিনির্ম্মুক্তং তথা বিশ্বং স্থিতং পরে।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গস্থূলসূক্ষ্মচরাচরাঃ ॥ ৩৮ ॥
বিবর্জ্জিতস্যাবয়বৈর্ভাগা ব্রহ্মণ ঈদৃশাঃ।
সাকারস্যাববোধায় বিজ্ঞেয়া ভবতাধুনা ॥ ৩৯ ॥
অনন্যাঃ স্বাত্মনস্তস্য তেনানবয়বা ইব।
যথা স্থিতমিদং বিশ্বং নিজভাবক্রমোদিতম্ ॥ ৪০ ॥
রিক্তং ন বিশ্বশব্দার্থৈরনন্যদ্ব্রহ্মণি স্থিতম্।
ন তৎ সত্যং ন চাসত্যং রজ্জুসর্পভ্রমোযথা ॥ ৪১ ॥
মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যমসত্যং সৎ পরীক্ষিতম্।
পরমং কারণং চিত্ত্বাজ্জীবত্বমিতি চেত্যলম্ ॥ ৪২ ॥
ততস্তথৈবানুভবাজ্জীবত্বং বিন্দতি স্ফুটম্।

পিণ্ডগ্রহঃ স্থৌল্যম্। ভাবাভাবৌ আবির্ভাবতিরোভাবৌ। গ্রহ উপাদানম্। উৎসর্গস্ত্যাগঃ। ক্রিয়ামাত্রোপলক্ষণমেতৎ ॥ ৩৮ ॥

ভাগাঃ কল্পিতবিভাগাঃ। ভবতেতি পুংস্ত্বাৎ রামং প্রতি বশিষ্ঠস্যোক্তিঃ। তে চ সাকারস্য তস্য বিশ্বস্য নিরাকারত্বাববোধায় তাদৃশস্বাত্মনোঽনন্যা অনবয়বা ইব বিজ্ঞেয়াঃ। ইবকারঃ সাবয়বতাবন্নিরবয়বতায়া অপি মিথ্যাত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এবমনবয়বত্বেন নিজভাবনাক্রমেণ পারমার্থিকরূপেণাবিভূতং যথাস্থিতমেব বিশ্বশব্দার্থৈরিক্তং শূন্যং ন ভবিষ্যতি। বিশ্বশব্দস্য পূর্ণার্থত্বপর্য্যবসানাৎ পূর্ণস্য চ রিক্তত্বাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

তত্র হেতুরনন্যদিতি। তর্হি যৎ সাবয়বং বিশ্বং ভাসতে তৎ কিং তত্রাহ ন তদিতি। অনির্ব্বচনীয়মেবেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র হেতুমাহ মিথ্যেতি। ন হি ভ্রান্তিজ্ঞানানুভূতং সত্যং ভবতি ন বা বস্তুতত্ত্বপরীক্ষণাত্মকং তদ্বাধকজ্ঞানং সত্যমপহ্নুতে যেনাসত্যং স্যাদিতি ভাবঃ। চিত্ত্বাৎ মায়াপিহিতস্বরূপচিত্ত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

অনুভবাৎ চিরসম্বেদনদৃঢ়ানুভবাৎ সংসারস্য চ জৈবীভোগেচ্ছাহেতুর্ব্বিষয়-

সত্যং ভবত্বসত্যং বা খে বিভাতমিদং জগৎ ॥ ৪৩ ॥
রঞ্জয়ত্যেব জীবাণুঃ স্বেচ্ছাভিরনুভূতিভিঃ ।
অনুভূয়ন্ত এবাশু কাশ্চিৎ পূর্ব্বানুভূতিতঃ ॥ ৪৪ ॥
অপূর্ব্বানুভবাঃ কাশ্চিৎ সমাশ্চৈবাসমাস্তথা ।
ক্বচিৎ কদাচিৎতা এব ক্বচিদর্দ্ধসমা অপি ॥ ৪৫ ॥
কচন্ত্যসত্যাঃ সত্যাভা জীবাকাশেনুভূতয়ঃ ।
তৎকুলাস্তৎসমাচারাস্তজ্জন্মানস্তদীহিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
ত এব মন্ত্রিণঃ পৌরাঃ প্রতিভানে ভবন্তি চ ।
তে চৈবাত্মন্যলং সত্যা দেশকালে হি তৈঃ সমাঃ ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বগাত্মস্বরূপায়াঃ প্রতিভায়া ইতি স্থিতিঃ ।
যথা রাজাত্মনি ব্যোম্নি প্রতিভোদেতি সন্ময়ী ॥ ৪৮ ॥

রঞ্জনৈবোপযুজ্যতে ন সত্যত্বমসত্যত্বং বেত্যাহ সত্যমিতি ॥ ৪৩ ॥

ঔপোদ্ঘাতিকমুক্ত্বা প্রস্তুতপ্রশ্নসমাধানমাহ অনুভূয়ন্ত ইত্যাদিনা । পূর্ব্বানুভূতিতঃ পূর্ব্বানুভূত্যা সমাঃ অসমাশ্চ কেচিদপূর্ব্বানুভবা অনুভূয়ন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বতদ্বাসনোদ্ভবে ভেদাগ্রহাত্তা এবেতি কচন্তি । অর্দ্ধবাসনোদ্ভবে অর্দ্ধসমা অপি ॥ ৪৫ ॥

তয়োঃ প্রথমোক্তং প্রকার ইত্যাহ তৎকুলা ইত্যাদিনা ॥ ৪৬ ॥

তেষামধিষ্ঠানদৃষ্ট্যা পরমার্থতঃ প্রাক্তনাভেদঃ অধ্যস্তদৃষ্ট্যা তু সাম্যং পর্য্যবস্যতীত্যাহ তে চেতি । আত্মনি পারমার্থিকস্বরূপে অলমত্যন্তং ত এবেতি সত্যাঃ স্বস্বদেশকালে হি তদৃষ্ট্যা তু সমাস্তুল্যাঃ ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বত্রৈবমেব চৈতন্যস্থিতিরিত্যাহ সর্ব্বগেতি । নম্নু ঈশ্বরস্য প্রতিভানুসার্য্যর্থনির্ম্মাতৃত্বং শ্রুতং জীবস্য ত্বর্থানুসার্য্যেব প্রতিভোদয়ঃ । অন্যথা মানোরথিকস্যাপি সত্যত্বসাধারণ্যয়োরাপত্তেস্তৎ কথং রাজপ্রতিভামাত্রাদর্থানাং সিদ্ধিরিতরজীবসাধারণব্যবহারযোগ্যতা চেত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি । রাজাত্মনি যথা যাদৃশী সন্ময়ী সর্ব্বসাধারণসত্যার্থা প্রতিভা উদেতি তথা তদগ্রগা ততঃ পূর্ব্ব-

তথা তদগ্রগোদেতি সত্যেব প্রতিভাম্বরে।
ত্বচ্ছীলা ত্বৎসমাচারা ত্বৎকুলা ত্বদ্বপুর্ম্ময়ী ॥ ৪৯ ॥
ইতি লীলেয়মাভাতি প্রতিভাপ্রতিবিম্বজা।
সর্ব্বগে সম্বিদাদর্শে প্রতিভা প্রতিবিম্বতি ॥ ৫০ ॥
যাদৃশী যত্র সা তত্র তথোদেতি নিরন্তরম্।
জীবাকাশস্থ যান্ত স্থা প্রতিভা কুরতে স্বয়ম্।
সা বহিশ্চ চিদাদর্শে প্রতিবিম্বাদিয়ং স্থিতা ॥ ৫১ ॥

এষা ত্বমম্বরমহং ভুবনং ধরা চ
রাজেতি সর্ব্বমহমেব বিভাতমাত্রম্।
চিদ্ব্যোমবিল্বজঠরং বিদুরঙ্গ বিদ্ধি
ত্বং তেন শান্তমমলাস্ব যথা স্থিতেহ ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে অগ্নিদাহরাত্রিযুদ্ধে জগদ্ব্রহ্মবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাবিনী সাধারণভোজকাদৃষ্টবশাৎ সচ্ছব্দবাচ্যে অম্বরে অব্যাকৃতাকাশরূপে ঈশ্বরে সত্যসঙ্কল্পরূপা প্রতিভা উদেত্যেব তথাচ নোক্তদোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ইতি উক্তদিশা আভাতি। সর্ব্বত্রেয়মেব রীতিরিত্যাহ সর্ব্বগে ইতি ॥৫০॥

অন্তঃস্থা অন্তর্যামীশ্বরপ্রতিভাসা বহিশ্চ কুরুতে। তথাচ বাহুল্যেন সাধারণদৃশ্যত্বোপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

অম্বরমাকাশং তদন্তর্গতং ভুবনং তদন্তর্গতা ধরা তদন্তর্গতা ত্বং অহং রাজা চেতি সর্ব্বং বিভাতমাত্রং চিন্মাত্রস্বভাবং অহং প্রত্যগ্রূপমেব। এবমেবান্তে তত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বং চিদ্ব্যোমলক্ষণবিল্বস্য জঠরং তৎসত্তামাত্রং বীজগর্ভং বিদুঃ। হে অঙ্গ লীলে ত্বমপি তথা বিদ্ধি। তেন যথাস্থিতা স্বভাবস্থা শান্তং-নির্ব্বিক্ষেপমাস্ব ॥ ৫২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

বিদূরথস্তে ভর্ত্তৈষ তনুং ত্যক্ত্বা রণাঙ্গণে।
তদেবান্তঃ পুরং প্রাপ্য তাদৃগাত্মা ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচোদেব্যা লীলা সা তৎপুরাস্পদা।
পুরঃ প্রহ্বা স্থিতোবাচ বচনং বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়লীলোবাচ।

দেবী ভগবতী জ্ঞপ্তির্নিত্যমেবার্চ্চিতা ময়া।
স্বপ্নে সন্দর্শনং দেবি সা দদাতি নিশাসু মে ॥ ৩ ॥
সা যাদৃশ্যেব দেবেশি তাদৃশ্যেব ত্বমম্বিকে।
তন্মে কৃপণকারুণ্যাৎ বরং দেহি বরাননে ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা জ্ঞপ্তিঃ স্মৃত্বা তদ্ভক্তিভাবনম্।
ইদং প্রসন্না প্রোবাচ তাং লীলাং তৎপুরাস্পদাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অনন্যয়া ভাবনয়া যাবজ্জীবমজীর্ণয়া।
পরিতুষ্টাস্মি তে বৎসে গৃহাণাভিমতং বরম্ ॥ ৬ ॥

বরোদ্বিতীয়লীলায়াঃ পদ্মপ্রাপ্তিরিহোচ্যতে।
জীবানাং ফললাভশ্চ স্বসঙ্কল্পানুসারতঃ ॥ ১ ॥

তাদৃগাত্মা পদ্মভূপালাত্মা ॥ ১ ॥

প্রহ্বা ভক্তিনম্রা পুরঃ স্থিতা। বিহিতাঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২-৩ ॥

ত্বং তাদৃশ্যেব দৃশ্যসে অতঃ সৈব ত্বমিত্যাশয়ঃ ॥ ৪ ॥

ভক্ত্যা ভাবনং চিন্তনং পূজনঞ্চ ॥ ৫ ৬ ॥

তদ্দেশলীলোবাচ।

রণাদ্দেহং পরিত্যজ্য যত্র তিষ্ঠতি মে পতিঃ।
অনেনৈব শরীরেণ তত্র স্যামেতদঙ্গনা ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

এবমস্তু ত্বয়াঽবিঘ্নং পূজিতাস্মি সুতে চিরম্।
অনন্যভাবয়া ভূরিপুষ্পধূপসপর্য্যয়া ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ তদ্দেশলীলায়াং ফুল্লায়াং তদ্বরোদয়াৎ।
পূর্ব্বলীলাব্রবীদ্দেবীং সন্দেহলুলিতাশয়া ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বলীলোবাচ।

যে সত্যকামাঃ সন্ত্যেবং-সঙ্কল্পা ব্রহ্মরূপিণঃ।
ত্বাদৃশাঃ সর্ব্বমেবাশু তেষাং সিধ্যত্যভীপ্সিতম্ ॥ ১০ ॥
তত্তেনৈব শরীরেণ কিমর্থং নাহমীশ্বরি।
লোকান্তরমিদং নীতা তং গিরিগ্রামকং বদ ॥ ১১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ন কিঞ্চিৎ কস্য চিদহং করোমি বরবর্ণিনি।
সর্ব্বং সম্পাদয়ত্যাশু স্বয়ং জীবঃ স্বমীহিতম্ ॥ ১২ ॥

তিষ্ঠতি স্থাস্যতি। বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবৎ ॥ ৭ ॥

অবিঘ্নমিতি কর্ম্মসাঙ্গতামাহ। অনন্যভাবয়া অসাধারণ্যা ॥ ৮ ॥

ফুল্লায়াং সন্তোষেণ বিকাসিতায়াং সত্যাম্। তস্যাঃ স্থূলশরীরেণ ভর্ত্তৃলোকপ্রাপ্তিঃ স্বস্য তু দেহং ত্যক্ত্বেতি কুতো বিশেষ ইতি সন্দেহেন লুলিতো লোলঃ কৃত আশয়ো যস্যাঃ সা ॥ ৯ ॥

তত্রাদৌ সন্দেহবীজমাহ যে ইতি ॥ ১০ ॥

তৎ তস্মাৎ সত্যকামতাবলাৎ ॥ ১১ ॥

স্বস্য ন স্বতঃ কামনাস্তি পূর্ণকামত্বাৎ প্রাণিকর্ম্মানুসারিণী তু সা তদ্ব্যবস্থয়ৈব ব্যবস্থিতেত্যাশয়েন জ্ঞপ্তিঃ সমাধত্তে ন কিঞ্চিদিত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

অহং হিতং রটে জ্ঞপ্তিঃ সম্বিন্মাত্রাধিদেবতা।
প্রত্যেকমস্তি চিচ্ছক্তির্জ্জীবশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১৩ ॥
জীবস্যোদেতি যা শক্তির্যস্য যস্য যথা যথা।
ভাতি তৎফলদা নিত্যং তস্য তস্য তথা তথা ॥ ১৪ ॥
মাং সমারাধয়ন্ত্যাস্তু জীবশক্তিস্তবোদিতা।
তদাভবদ্যদীহস্যাং মুক্তাস্মীতি চিরং তদা ॥ ১৫ ॥
তেন তেন প্রকারেণ ত্বং ময়া সম্প্রবোধিতা।
তয়া যুক্ত্যামলং ভাবং নীতাসি বরবর্ণিনি ॥ ১৬ ॥
অনয়ৈবং ভাবনয়া বোধিতাসি চিরং তদা।
তমেবার্থং প্রাপ্তবতী সদা স্বচিতিশক্তিতঃ ॥ ১৭ ॥
যস্য যস্য যথোদেতি স্বচিৎপ্রযতনং চিরম্।
ফলং দদাতি কালেন তস্য তস্য তথা তথা ॥ ১৮ ॥
তপোবা দেবতা বাপি ভূত্বা স্বৈব চিদন্যথা।
ফলং দদাত্যথ স্বৈরং নভঃফলনিপাতবৎ ॥ ১৯ ॥

হিতং প্রাণাভিলষিতং ভাবি শুভং রটে বরদানেন প্রকাশয়ামি। ফলোৎপাদনে চ জীবানাং প্রত্যেকং প্রাক্তনকামকর্ম্মবাসনাবচ্ছিন্নচিদাত্মকজীবশক্তিস্বরূপিণী তত্তৎকার্য্যবীজভূতা মায়াসম্বলিতচিচ্ছক্তিরস্তি ॥ ১৩ ॥

অতস্তদনুসারেণৈবাহং ফলপ্রদেত্যাহ জীবস্যেতি। ভাতি কর্ম্মানুষ্ঠানহেতুকামনাবিষয়তয়া স্ফুরতি ॥ ১৪ ॥

অস্মীত্যহংশব্দপর্য্যায়ং তিঙন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ম্। অহং মুক্তা স্যাং ইতি ভাবিকর্ম্মতৎফলসূক্ষ্মাবস্থাগর্ভকামনাবচ্ছিন্নচিদ্রূপা জীবশক্তিঃ ॥ ১৫ ॥

বোধনিরস্তাজ্ঞানাবরণনির্ম্মলাত্মাবস্থিতিলক্ষণমমলং ভাবম্ ॥ ১৬ ॥

মুক্তা স্যামিত্যেবং ভাবনয়া চিরং যুক্তা ত্বং অনয়া প্রাগ্দর্শিতযুক্ত্যা বোধিতাসি। তং ভাবিতমেবার্থম্ ॥ ১৭ ॥

স্বচিদবচ্ছিন্নং প্রযতনং পুরুষপ্রযত্নঃ ॥ ১৮ ॥

নভঃফলনিপাতবৎ মিথ্যাভূতমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্বসম্বিদযতনাদন্যন্ন কিঞ্চিচ্চ কদাচন।
ফলং দদাতি তেনাশু যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২০ ॥
চিদ্ভাব এব ননু সর্গগতোন্তরাত্মা
যচ্চেতেতি প্রযততে চ তদৈতি তচ্ছ্রীঃ।
রম্যং হ্যরম্যমথ বেতি বিচারয়স্ব
যৎ পাবনং তদববুধ্য তদন্তরাস্ব ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সত্যকামসত্যসঙ্কল্পান্বিতা নাম পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

যথা যাদৃশং ফলমিচ্ছসি তথা তদনুরূপং কর্ম্ম কুরু ॥ ২০ ॥

চিদ্ভাবশ্চিৎসত্তা। নন্বিতি নিশ্চয়ে। তদা প্রাক্কালে রম্যং বিহিতমথবা অরম্যং নিষিদ্ধং যৎ কর্ম্ম চেতেতি প্রযততে চ উত্তরকালং তস্যৈব ফলরূপা শ্রীঃ এতি উদেতি ইতি বিচারয়স্ব বিচারেণ চ যৎ পাবনং পদং তদববুধ্য তদন্তঃ আস্ব তিষ্ঠ ॥ ২১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥
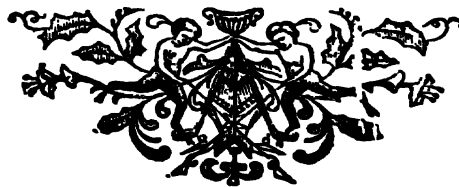
ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

রামউবাচ ।

এবং সঙ্কথয়ন্তীষু তাসু তস্মিন্‌ গৃহোদরে ।
বিদূরথঃ কিমকরোন্নির্গত্য কুপিতোগৃহাৎ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

বিদূরথঃ স্বসদনান্নির্গতঃ পরিবারিতঃ ।
পরিবারেণ মহতা ঋক্ষৌঘেণেব চন্দ্রমাঃ ॥ ২ ॥
সন্নদ্ধসর্ব্বাবয়বো লগ্নহারবিভূষণঃ ।
মহাজয়জয়ারাবৈঃ সুরেন্দ্র ইব নির্গতঃ ॥ ৩ ॥
সমাদিশন্‌ যোধগণং শৃণ্বন্মণ্ডলসংস্থিতিম্‌ ।
আলোকয়ন্‌ বীরগণানারুরোহ নৃপোরথম্‌ ॥ ৪ ॥
কূটাকারসমাকারং মুক্তামাণিক্যমণ্ডিতম্‌ ।
পতাকাপঙ্‌ক্তিভির্ব্ব্যাপ্তং দ্যুবিমানমিবোত্তমম্‌ ॥ ৫ ॥
চক্রভিত্তিপরিপ্রোত-প্রকচৎকাঞ্চনাঙ্কুরম্‌ ।

বিদূরথস্য যুদ্ধার্থং নির্গমঃ সৈন্যসজ্জনৈঃ ।
রণভূমিপ্রবেশেন যুদ্ধারম্ভশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১-১ ॥

ঋক্ষৌঘেণ নক্ষত্রগণেন ॥ ২ ॥

বর্ম্মায়ুধাদিনা সন্নদ্ধসর্ব্বাবয়বঃ । লগ্নানি স্বস্বোচিতস্থানেষ্বাসক্তানি হার-বিভূষণানি যস্য ॥ ৩ ॥

সমাদিশন্‌ তত্তদুচিতকার্য্যেষ্বাজ্ঞাপয়ন্‌ । মন্ত্রিভিরুক্তাং মণ্ডলস্য ব্যূহরচনাবিশেষস্য সংস্থিতিং জনপদব্যবস্থাং বা ॥ ৪ ॥

কূটস্য মের্ব্বাদিশিখরস্যাকারেণ সমঃ আকারো যস্য । দ্যুবিমানং স্বর্গে প্রসিদ্ধং বিমানম্‌ ॥ ৫ ॥

চক্রেষু ভিত্তিষু চ পরিপ্রোতা নিখাতাঃ প্রকচন্তঃ কাঞ্চনাঙ্কুরাঃ স্বর্ণকীলা

মুক্তাজালরণৎকার-চারুবিক্রমকূবরম্ ॥ ৬ ॥
সুগ্রীবৈর্লক্ষণোপেতৈঃ প্রশস্তৈঃ প্রচলৈঃ কৃশৈঃ।
জবোড্ডয়নবেগেন প্রবহদ্ভিঃ সুরানিব ॥ ৭ ॥
বায়ুং জবেন সহসা অসহদ্ভির্গতিক্রমৈঃ।
প্রোহ্যদ্ভিরিব পশ্চার্দ্ধমাপিবদ্ভিরিবাম্বরম্ ॥ ৮ ॥
যোজিতৈরিব সম্পূর্ণৈশ্চন্দ্রৈশ্চামরদীপ্তিভিঃ।
অশ্বৈরষ্টভিরাবদ্ধমাশাপূরকহ্রেষিতৈঃ ॥ ৯ ॥
অথোদপতদুদ্দাম-নাগাভ্ররবনির্ভরঃ।
শৈলভিত্তিপ্রতিধ্বানদারুণোদ্দুন্দুভিধ্বনিঃ ॥ ১০ ॥
মত্তসৈনিকনির্ম্মুক্তৈর্ব্ব্যাপ্তং কলকলারবৈঃ।
কিঙ্কিণীজালনির্ধ্বানৈর্হেতিসঙ্ঘট্টঘট্টিতৈঃ ॥ ১১ ॥
ধনুশ্চটচটাশব্দৈঃ শরসীৎকারগায়নৈঃ।
পরস্পরাঙ্গনিষ্পিষ্টকবচৌঘঝণজ্ঝণৈঃ ॥ ১২ ॥
জ্বলদগ্নিটণৎকারৈরার্ত্তিমৎক্রন্দনারবৈঃ।
পরস্পরভটাহ্বানৈর্ব্বন্দিবিক্ষুব্ধরোদনৈঃ ॥ ১৩ ॥
শিলাঘনীকৃতাশেষব্রহ্মাণ্ডকুহরোধ্বনিঃ।

যত্র। বিক্রমকূবরং দীর্ঘাগ্রভাগম্ ॥ ৬ ॥

প্রশস্তৈরুত্তমজাতিজৈঃ। সুরানিবান্তরিক্ষে প্রবহন্তিরিত্যতিশয়োক্তিঃ ॥৭॥

পূর্ব্বকায়গতিক্রমৈঃ পশ্চার্দ্ধং প্রোহ্যন্তির্ব্বহন্তিরিব। ছান্দসোবিকরণব্যত্যয়ঃ ॥ ৮ ॥

চামরদীপ্তিভিঃ সম্পূর্ণৈঃ চন্দ্রৈর্যোজিতৈরিবেতি সর্ব্বত্রোৎপ্রেক্ষা ॥ ৯ ॥

নাগা গজা স্তল্লক্ষণানামভ্রাণা° রবেণ নির্ভরোঽতিশয়িতঃ। শৈলানাং ভিত্তিষু বপ্রেষু প্রতিধ্বানেন দারুণোভীরুভীষণঃ ॥ ১০ ॥

হেতীনামায়ুধানাং সঙ্ঘট্টেন সঙ্ঘট্টনশব্দেন ঘট্টিতৈর্নির্বিড়িতৈঃ ॥ ১১-১২ ॥

বন্দিভির্ব্বীরোৎসাহায়াধিক্ষেপেণ বিক্ষুব্ধানামযুদ্ধক্ষতপীড়িতানাং কাতরাণাং রোদনৈঃ ॥ ১৩ ॥

হস্তগ্রাহ্যোভবন্তীমোদশাশাকুঞ্জপূরকঃ ॥ ১৪ ॥
অথোদপতদাদিত্যপথপীবররোধকম্‌ ।
রজোনিভেন ভূপীঠমম্বরোড্ডয়নোন্মুখম্‌ ॥ ১৫ ॥
গর্ভবাসমিবাপন্নং তেনাসীত্তন্মহাপুরম্‌ ।
মূঢ়ত্বং যৌবনেনেব ঘনতামাযযৌ তমঃ ॥ ১৬ ॥
প্রযয়ুঃ ক্বাপি দীপৌঘা দিবসেনেব তারকাঃ ।
আযয়ুর্ব্বলমালোলা নৈশভূতপরম্পরাঃ ॥ ১৭ ॥
দদৃশুস্তন্মহাযুদ্ধং দ্বে লীলে সা কুমারিকা ।
প্রস্ফুটদ্দৃদয়েনেব দেবীদত্তমহাদৃশৌ ॥ ১৮ ॥
প্রশেমুরথ হেতীষু প্রোদ্যৎকটকটারবাঃ ।
একার্ণবপয়ঃপূরৈর্ব্বালবা ইব বহ্নয়ঃ ॥ ১৯ ॥
শনৈঃ সেনাং সমাকর্ষন্নাজ্ঞায়ত বলান্তরম্‌ ।

স্বপূরণেন শিলাবদ্ঘনীকৃতং নিরন্তরীকৃতমশেষং ব্রহ্মাণ্ডকুহরং যেন । ঘনত্বাদেব হস্তগ্রাহ্য ইত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ১৪ ॥

আদিত্যপথস্য পীবরঃ সৎ রোধং কাময়তে ইতি রোধকম্‌ । কমেঃ ক্বিপ্‌ । রজোনিভেন বেষেণ ভূপীঠমেব অম্বরোড্ডয়নোন্মুখং ভূত্বা উদপতিষ্ঠদিত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ১৫ ॥

তেন রজসা । মূঢ়ত্বং স্বাভাবিকমজ্ঞানম্‌ । রজোধিকেন যৌবনেনেব । তমোঽন্ধকারো ঘনতাং নিবিড়তাম্‌ ॥ ১৬ ॥

বলং বীর্য্যং আযয়ুঃ প্রাপুঃ ॥ ১৭ ॥

দেব্যা জ্ঞপ্ত্যা দত্তা মহাদৃশো দিব্যদৃষ্টয়ো যয়োস্তে । সা বিদূরথস্য কুমারিকা কন্যা চ দেবী দত্তমহাদৃগিতি বিপরিণামেন সম্বধ্যতে ॥ ১৮ ॥

অথ বিদূরথনির্গমনানন্তরং নগরলুণ্টাকানাং সৈন্ধবানাং হেতীনামিষূণাঞ্চ প্রোদ্যন্তঃ কটকটারবাঃ প্রশেমুঃ । প্রলয়ে একার্ণবপয়ঃপূরৈর্ব্বালবা বড়বাবহ্নয় ইব । লড়য়োরভেদাৎ ॥ ১৯ ॥

সেনাং সমাকর্ষন্‌ স বিদূরথঃ সৈন্ধবানাং বলস্য স্ববলস্য চ অন্তরং তারতম্যং ন আজ্ঞায়ত অবিজ্ঞায়ৈব একং সার্ব্বভৌমর্ণবং মেরুরিব বিবেশ পরবল-

বিবেশ পক্ষপ্রোড্ডীনো মেরুরেকমিবার্ণবম্ ॥ ২০ ॥
অথোদভূদ্গুণধ্বানং চটচ্চটদিতি স্ফুটম্।
রচিতাংশুময়াম্ভোদাশ্চেরুঃ পরপরম্পরাঃ ॥ ২১ ॥
যযুরম্বরমাশ্রিত্য নানাহেতিবিহঙ্গমাঃ।
প্রসস্রুরলমাত্তাসু মলিনাঃ শস্ত্রদীপ্তয়ঃ ॥ ২২ ॥
জজ্বলুঃ শস্ত্রসঙ্ঘট্টজ্বলনা উল্মুকাগ্নিবৎ।
জগর্জ্জুঃ শরধারৌঘান্ বর্ষন্তোবীরবারিদাঃ ॥ ২৩ ॥
বিবিশুঃ ক্রকচক্রূরা বীরাঙ্গেষু চ হেতয়ঃ।
পেতুঃ পটপটারাবং হেতিনিষ্পিষ্টয়োম্বরে ॥ ২৪ ॥
জগ্মুঃ শমং তমাংস্যাশু শস্ত্রকানলদীপকৈঃ।
বভূবুরখিলা সেনা নবনারাচরোমশাঃ ॥ ২৫ ॥
উত্তস্থুর্যমযাত্রায়াং কবন্ধনটপংক্তয়ঃ।
জগুরুচ্চৈরণোদ্রেকং পিশাচ্যোরণদারিকাঃ ॥ ২৬ ॥
উদগুর্দন্তসঙ্ঘট্টটঙ্কারা দন্তিনাং বলাৎ।
উহুঃ ক্ষেপণপাষাণমহানদ্যোনভস্তলে ॥ ২৭ ॥
পেতুঃ শবা নিবাতাস্তসংশুষ্কবনপর্ণবৎ।

মিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

গুণধ্বানং জ্যাসিঞ্জিতম্। রচিতাঃ স্বায়ুধাংশুময়া অম্ভোদা মেঘা যাভিস্তাঃ পরেষাং শত্রূণাং পরম্পরাশ্চেরুঃ ॥ ২১ ॥

আত্তাসবো গৃহীতপরপ্রাণা অতএব পাপেনেব মলিনাঃ শ্যামাঃ। প্রসস্রুঃ প্রসৃতাঃ ॥ ২২-২৩ ॥

হেতিনিষ্পিষ্টয়ঃ খড়্গপ্রহারা এব পটপটারাবাত্মনা অম্বরে পেতুরুৎ-পেতুঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

যমযাত্রায়াং যমারাধনযাত্রোৎসবে ইতি যাবৎ। নটাস্তদনুরূপা রণোৎ-সবালঙ্কারভূতা দারিকা বালিকাস্তরুণ্য ইতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

উৎ ঊর্দ্ধম্ অগুঃ ॥ ২৭ ॥

নির্যয়ুর্লোহিতা নদ্যো রণাদ্রের্মৃতিবর্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥
প্রশেমুঃ পাংসবোরক্তৈস্তমাংস্যায়ুধবহ্নিভিঃ।
যুদ্ধৈকধ্যানতঃ শব্দা ভয়ানি মৃতিনিশ্চয়ৈঃ ॥ ২৯ ॥
অভবৎ কেবলং যুদ্ধমপশব্দমসম্ভ্রমম্।
অনাকুলাম্বুবাহাভং খড়্গবীচিসটাঙ্কৃতম্ ॥ ৩০ ॥

খদখদরবসম্বহচ্ছরৌঘং
টকটকিতারবসম্পতদ্ভূশুণ্ডি।
ঝণঝণরবসম্মিলন্মহাস্ত্রং
তিমিতিমিবদ্রণমাস দুস্তরং তৎ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিদূরথনির্যাণে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

নিতরাং বাতেনাস্তৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ সংশুষ্কৈর্ব্বনপর্ণৈস্তুল্যং তদ্বন্নিপেতুঃ। মৃতিঃ প্রাণিমরণং তেন বর্ষিণো বৃষ্টিপ্লাবিতাৎরণলক্ষণাদদ্রেঃ সকাশাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রশেমুরিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। শব্দা বাক্‌প্রসরাঃ ॥ ২৯ ॥

অপশব্দমপগতশব্দম্। বায়্বাদ্যনাকুলবর্ষদম্বুবাহাভম্। বীচয়োঽত্র বিদ্যুৎতরঙ্গাস্তৈঃ সটাঙ্কৃতম্ ॥ ৩০ ॥

তিমিতিমীত্যাক্তশব্দাতিরিক্তপ্রহরণধ্বন্যনুকরণঃ তদ্বৎ রণং যুদ্ধং দুস্তরং আস ভীরূণামিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

এতস্মিন্ বর্ত্তমানে তু ঘোরে সমরসঙ্গমে।
লীলাদ্বয়মুবাচেদং জ্ঞপ্তিং ভগবতীং পুনঃ ॥ ১ ॥

লীলাদ্বয়মুবাচ।

দেবি কস্মাদকস্মান্নৌ ভর্ত্তা জয়তি নো রণে।
বদ ত্বয্যপি তুষ্টায়ামস্মিন্ বিদ্রুতবারণে ॥ ২ ॥

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

চিরমারাধিতানেন বিদূরথনৃপারিণা।
অহং পুত্রি জয়ার্থেন ন বিদূরথভূভৃতা ॥ ৩ ॥
তেনাসাবেব জয়তি জীয়তে চ বিদূরথঃ।
জ্ঞপ্তিরন্তর্গতা সম্বিদেতাং মাং যো যদা যথা ॥ ৪ ॥
প্রেরয়ত্যাশু তত্তস্য তদা সম্পাদয়াম্যহম্।
যোযথা প্রেরয়তি মাং তস্য তিষ্ঠামি তৎফলা ॥ ৫

সিন্ধোঃ শত্রুজয়ে হেতুঃ স্বর্য্যোদয়রণক্রমঃ।
যুদ্ধঞ্চ দ্বৈরথং রাজ্ঞোম্মন্ত্রাস্ত্রৈরিহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

পুনঃশব্দেন বক্ষ্যমাণপ্রশ্নোত্তরয়োঃ প্রাগুক্তযুক্তিভিরেব গতার্থত্বাৎ পুনরুক্তপ্রায়তয়া উক্তার্থস্ফুটীকারমাত্রপ্রয়োজনতাং দর্শয়তি ॥ ১ ॥

বিদ্রুতাঃ প্রধাবিতা বারণা যস্মিন্ তথাবিধে রণে নৌ আবয়োর্ভর্ত্তা বিদূরথঃ ॥ ২ ॥

আরাধিতা জয়কামনয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

অন্তর্গতা সর্ব্বপ্রাণিমনোন্তর্গতা সম্বিৎ সম্বেদনমহমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

প্রেরয়তি কামকর্ম্মবাসনাবলাৎ ফলদানোন্মুখীকরোতি। সম্পাদনঞ্চ

ন স্বভাবোন্যতাং ধত্তে বহ্নেরৌষ্ণ্যমিবৈষ মে।
অনেন মুক্ত এব স্যামহমিত্যস্মি ভাবিতা ॥ ৬ ॥
প্রতিভারূপিণী তেন বালে মুক্তোভবিষ্যতি।
এতদীয়ঃ স্বয়ং শত্রুঃ সিন্ধুর্নামমহীপতিঃ ॥ ৭ ॥
জয়াম্যহং স্যাং সংগ্রাম ইত্যনেনাস্মি পূজিতা।
তস্মাদ্বিদূরথোদেহং তৎ প্রাপ্য সহ ভার্য্যয়া ॥ ৮ ॥
ত্বয়াঽনয়া চ কালেন বালে মুক্তোভবিষ্যতি।
এতদীয়ঃ স্বয়ং শত্রুঃ সিন্ধুর্নাম মহীপতিঃ ॥ ৯ ॥
হত্বৈনং বসুধাপীঠে জয়ী রাজ্যং করিষ্যতি।

বশিষ্ঠউবাচ।

এবং দেব্যাং বদন্ত্যাস্তু বলয়োর্যুধ্যমানয়োঃ ॥ ১০ ॥
রবির্দ্রষ্টুমিবাশ্চর্য্যমাজগামোদয়াচলম্।
চেলুস্তিমিরসঙ্ঘাতা বলানীবারিরূপিণঃ ॥ ১১ ॥
অসৃজন্ জীবসঙ্ঘান্যে সন্ধ্যায়াং তারকা ইব।
শনৈঃ প্রকটতাং জগ্মুর্ব্বিলাকাশাদ্রিভূময়ঃ ॥ ১২ ॥

স্বস্ত তৎতৎ ফলভাবেন বিবর্ত্ত এবেত্যুক্তার্থস্ফুটীকারেণাহ ন ইতি ॥ ৫ ॥

অনেন বিদূরথেন ॥ ৬ ॥

বালে ইত্যপ্রবুদ্ধলীলাসম্বোধনম্। প্রবুদ্ধলীলায়াঃ প্রাগেব সমাহিতত্বাৎ ॥ ৭ ॥

জয়েন আময়তি পীড়য়তি শত্রূনিতি জয়ামী অহং স্যাং ইতি সঙ্কল্পেন। স্যামিতি সামান্যস্য জয়ামীতি ক্রিয়াবিশেষেণ পচতি ভবতীতি বদভেদান্বয়োবা ॥ ৮ ॥

ত্বয়া অনয়া চ ভার্য্যয়া সহ ॥ ৯-১০ ॥

বিদূরথস্যারিরূপিণো যে তিমিরসঙ্ঘাতা রাত্রৌ রক্ষঃপিশাচাদীন্ জীবসঙ্ঘান্ বলানি স্বসৈন্যানীব অসৃজন্ আবিশ্চক্রুরিত্যুৎপ্রেক্ষা। সন্ধ্যায়াং তারকা ইবেতি তস্যোপমানম্ ॥ ১১-১২ ॥

ভুবনং কজ্জলাম্ভোধেরিবোৎক্ষিপ্তমরাজত।
পেতুঃ কনকনিঃস্যন্দসুন্দরা রবিরশ্ময়ঃ ॥ ১৩ ॥
শৈলেষু বরবীরেষু রণে রক্তচ্ছটা ইব।
অদৃশ্যত ততোব্যোম তথা রণমহীতলম্ ॥ ১৪ ॥
বাহুভির্ভ্রান্তভুজগং প্রভাভিঃ কীর্ণকাঞ্চনম্।
কুণ্ডলৈঃ কীর্ণরত্নৌঘং শিরোভির্দৃষ্টপঙ্কজম্ ॥ ১৫ ॥
আয়ুধৈঃ খড়্গনীরন্ধ্রং শরৈঃ শলভনির্ভরম্।
রক্তাভাস্থিরসন্ধ্যাঢ্যং সসিদ্ধপুরুষং শবৈঃ ॥ ১৬ ॥
হারৈঃ সসর্পনির্ম্মোকং কটৈরিদ্ধং সুসঙ্কুলম্।
লসল্লতং পতাকাভিরুরুভিঃ কৃততোরণম্ ॥ ১৭ ॥
হস্তৈঃ পাদৈঃ পল্লবিতং শরৈঃ শরবনোপমম্।
শস্ত্রাংশুশাদ্বলশ্যামং শস্ত্রপূরৈঃ সকেতকম্ ॥ ১৮ ॥
কীর্ণমায়ুধমালাভিরুন্মত্তমিব ভৈরবম্।
ফুল্লাশোকবনাকারং শস্ত্রসঙ্ঘট্টবহ্নিভিঃ ॥ ১৯ ॥
উদঘুঙ্ঘু মহাশব্দৈর্ব্বিদ্রবৎসিদ্ধনায়কৈঃ।
সৌবর্ণনগরাকারং বালার্ককচিতায়ুধৈঃ ॥ ২০ ॥

উৎক্ষিপ্তং পর্য্যানীতম্ ॥ ১৩ ॥

রণমহীতলং বীরবাহুভির্ভ্রান্তভুজগমিব ব্যোম তু সূর্য্যস্ত বাহুভিরিব কিরণৈঃ ॥ ১৪ ॥

উভয়মুভয়প্রভাভিঃ কীর্ণকাঞ্চনমিবাদৃশ্যতেত্যর্থঃ। এবমগ্রেপ্যুৎপ্রেক্ষয়োভয়বর্ণনং বোধ্যম্। উৎপতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চ কুণ্ডলৈঃ কীর্ণরত্নৌঘং শিরোভিশ্চ দৃষ্টপঙ্কজং সর ইব ॥ ১৫ ॥

খড়্গৈর্ম্মৃগজাতিভির্ন্নীরন্ধ্রং নিবিড়িতমিব। রক্তাভাভিঃ রক্তকান্তিভিঃ স্থিরসন্ধ্যাঢ্যমিব। এবং সর্ব্বত্র ॥ ১৬ ॥

কটৈঃ কঙ্কটৈঃ ॥ ১৭-১৯ ॥

উদধিবৎ ঘুঙ্ঘু মহাশব্দৈঃ। উদধিশব্দস্ত চ্ছান্দসো ধিলোপঃ। সৌবর্ণ-

প্রাসাসিশক্তিচক্রর্ষ্টি-মুদ্গরারণিতাম্বরম্ ।
বহদ্রক্তনদীরংহঃ প্রোহ্যমানশবোৎকরম্ ॥ ২১ ॥
ভুশুণ্ডীশক্তিকুন্তাসিশূলপাষাণসঙ্কুলম্ ।
শূলশস্ত্রাহতিচ্ছন্নকবন্ধপতনান্বিতম্ ॥ ২২ ॥
কালতাণ্ডববেতালকুলারব্ধহলারবম্ ।
শূন্যে রণাঙ্গণে দীপ্তৌ পদ্মসিন্ধোরথৌ চলৌ ॥ ২৩ ॥
অদৃশ্যেতাং নভশ্চিহ্নৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ দিবীব তৌ ।
চক্রশূলভুশুণ্ড্যৃষ্টিপ্রাসায়ুধসমাকুলৌ ॥ ২৪ ॥
সহস্রেণ সহস্রেণ বীরাণাং পরিবারিতৌ ।
বিচরন্তৌ যথাকামং মণ্ডলৈর্ব্বিততারবৈঃ ॥ ২৫ ॥
সচীৎকারমহাচক্রপিষ্টানেকমৃতামৃতৌ ।
তরন্তৌ রক্তসরিতৌ মত্তবারণলীলয়া ॥ ২৬ ॥
কেশশৈবলসম্পন্নে চক্রচক্রজলেন্দুকে ।
বহচ্চক্রাহতিক্ষোভপাতিতাকুলবারণৌ ॥ ২৭ ॥
মণিমুক্তাঝণৎকাররণৎকূবরকারবৌ ।
বাতাহতপতাকাগ্রপটৎপটপটারবৌ ॥ ২৮ ॥

নগরং ত্রিপুরে প্রসিদ্ধং তদাকারম্ । ২০-২২ ॥

ইত্থং ব্যোমরণমহীতলে বর্ণয়িত্বা সিন্ধুবিদূরথয়োর্দ্বৈরথং যুদ্ধং রথাদিদ্বারা বর্ণয়তি শূন্যেত্যাদিনা। শূন্যে পরিবারযোধানাং পরস্পরং যুদ্ধেন ক্ষয়াদিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নভসশ্চিহ্নৌ লক্ষণভূতৌ দিবি স্বর্গে ॥ ২৪-২৫ ॥

রক্তসরিতৌ অন্যোন্যসম্পাদিতে তরন্তৌ ॥ ২৬ ॥

চক্রাণ্যেব চক্রাশ্চক্রবাকা জলপ্রতিবিম্বিতেন্দুকাশ্চ যয়োস্তথাবিধে রক্তসরিতৌ ॥ ২৭ ॥

ঝণৎকারলক্ষণা রণতাং রণপ্রবৃত্তানাং বা রথকূবরকাণামারবা ধ্বনয়ো যয়োস্তৌ ॥ ২৮ ॥

অনুযাতৌ মহাবীরৈর্ভূরিভির্ভীরুসৈনিকৈঃ।
ধারা বমন্তিঃ কুন্তানাং শরাণাং ধনুষামপি ॥ ২৯ ॥
শক্তীনাং প্রাসশঙ্কূনাং চক্রাণাং কচতাং রণে।
তত্র তৌ ক্ষণমাবৃত্ত্য মণ্ডলে ভূমিকুণ্ডলে ॥ ৩০ ॥
উভৌ ব্যতিবভূবাতে সম্মুখাবায়ুধাবুভৌ।
নারাচধারানিকরবিক্ষেপকরকধ্বনৌ ॥ ৩১ ॥
অন্যোন্যমপি গর্জ্জন্তৌ মত্তাব্ধিজলদাবিব।
তয়োঃ প্রহরতোর্ব্বাণা বসুধা নরসিংহয়োঃ ॥ ৩২ ॥
পাষাণমুসলাকারা ব্যোম বিস্তারিণোভবন্।
করবালমুখাঃ কেচিৎ মুদ্গরাননকাঃ পরে ॥ ৩৩ ॥
শিতচক্রমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ পরশুবক্ত্রকাঃ।
কেচিচ্ছক্তিমুখাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছূলশিলামুখাঃ।
ত্রিশূলবদনাঃ কেচিৎ স্থূলা ইব মহাশিলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ভীরবঃ সৈনিকা যেষাং তথাবিধৈর্ভূরিভির্মহাবীরৈরনুযাতৌ। ধনুষাং সম্বন্ধিনাং শরাণাং শক্ত্যাদীনামপি ধারা বমন্তিঃ ক্ষিপন্তিরিতি যাবৎ ॥ ২৯ ॥

রণভূমেঃ কুণ্ডলে ইবালঙ্কারভূতে রথয়োঃ পরিবর্ত্তনরূপে মণ্ডলে ক্ষণমাবৃত্ত্য ॥ ৩০ ॥

আয়োধনমায়ুধির্যুদ্ধং তস্মিন্ উভৌ ব্যতিবভূবাতে পরস্পরক্রিয়াব্যত্যাসেন বভুবতুঃ। ব্যতিশব্দৌ কর্ম্মব্যতিহারদ্যোতনার্থৌ। কর্ত্তরি কর্ম্মব্যতিহারে ইত্যাত্মনেপদম্। ব্যতিহৃতক্রিয়াং দর্শয়তি নারাচেতি। নারাচা এব জলধারা নিকরাঃ। বিক্ষিপ্যন্ত ইতি বিক্ষেপাঃ প্রাসকুন্তাদয়স্ত এব করকা বর্ষোপলাস্তৎপাতনসহনপ্রযুক্তধ্বনৌ বিষয়ে অব্ধিজলদাবিব পুনঃপুনঃ পর্যায়েণৈকোজলদ ইব ববর্ষ অপরোঽব্ধিরিব সেহে তত্র চ ধ্বনিমাত্রং বৃত্তং ন ক্ষতাদিফলান্তরমিতি দ্যোতনায় ধ্বনাবিত্যুক্তিঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

তয়োঃ শরাণাং বৈচিত্র্যং বর্ণয়তি পাষাণেত্যাদিনা। ব্যোম্নি বিস্তারিণঃ অভবন্নিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

কেচিৎ কেচিদিতি বীপ্সাবিবক্ষয়া দ্বিরুক্তিঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রলয়পবনপাতিতাঃ শিলৌঘা
ইব নিপতন্তিশিলীমুখাস্তদা স্ম।
প্রমিলিতমভবত্তয়োস্তদানীং
প্রলয়বিজৃম্ভিতসিন্ধুসম্ভ্রমেণ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিদূরথসিন্ধুসমাগমো নাম সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

শিলীমুখা বাণাঃ। তয়োঃ সিন্ধুবিদূরথয়োঃ প্রমিলিতমন্যোন্যমেলনং প্রলয়ার্থং বিজৃম্ভিতয়োর্ব্বিবৃদ্ধয়োঃ সিন্ধ্বোঃ সমুদ্রয়োঃ সম্ভ্রমেণ পরস্পরমেলন-বিলাসেন অভবৎ তুল্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

প্রাপ্য রাজা পুরঃ প্রাপ্তং সিন্ধুমুদ্ধুরকন্ধরম্ ।
মধ্যাহ্নতপনান্তেন কোপেন বিততোভবৎ ॥ ১ ॥
ধনুরাস্ফালয়ামাস চিরারাবিতদিঙ্মুখম্ ।
কল্পান্তপবনাস্ফোট ইব মেরুগিরেস্তটম্ ॥ ২ ॥
বিসসর্জ্জোর্জ্জিতোরাজা প্রলয়ার্কঃ করানিব ।
তূণীররজনীবদ্ধাঃ শিলীমুখপরম্পরাঃ ॥ ৩ ॥
এক এব বিনির্যাতি গুণাত্তস্য শিলীমুখঃ ।
সহস্রং ভবতি ব্যোম্নি গচ্ছন্ পততি লক্ষশঃ ॥ ৪ ॥
সিন্ধোরপি তথৈবাসীচ্ছক্তির্লাঘবমেব চ ।
বরেণ বরদস্যৈবং বিষ্ণোর্দ্ধানুষ্কতা তয়োঃ ॥ ৫ ॥
মুসলা নাম তে বাণা মুসলাকৃতয়োম্বরম্ ।

বিচিত্রমায়াজননৈর্ম্মন্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বিশ্বমোহনঃ ।
বর্ণ্যতে বিস্তরেণাত্র সমরঃ সিন্ধুপদ্ময়োঃ ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নতপনং অন্তয়তি সাদৃশ্যেন বধ্নাতীতি মধ্যাহ্নতপনান্তস্তেন তৎসদৃশেনেতি যাবৎ। অতি বন্ধনে কর্ম্মণ্যণ্ ॥ ১ ॥

আস্ফালয়ামাস বিস্ফারয়ামাস ॥ ২ ॥

রজনীপদেন তৎস্থানি মুকুলিতপদ্মানি লক্ষ্যন্তে তেষু বদ্ধাঃ শিলীমুখা বাণা ভ্রমরাশ্চ তৎপরম্পরাঃ ॥ ৩ ॥

যদা বিনির্যাতি তদৈক এব ॥ ৪ ॥

কুত ঈদৃশং যুদ্ধকৌশলং তয়োরিতি তত্রাহ বরেণেতি। বিষ্ণোস্তপসা আরাধিতস্যেতি গম্যতে। ধানুষ্কতা ধনুর্যুদ্ধকুশলতা ॥ ৫ ॥

ছাদয়ামাসুরুন্মাদাঃ কল্পান্তাশনয়োযথা ॥ ৬ ॥
রেজুঃ কনকনারাচরাজয়ো ব্যোম্নি সস্বনাঃ ।
রসন্ত্যঃ কল্পবাতার্ত্তাঃ পতন্ত্য ইব তারকাঃ ॥ ৭ ॥
বিদূরথাচ্ছরাসারা অজস্রমভিনির্যয়ুঃ ।
অব্ধেরিব পয়ঃপূরাঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ ॥ ৮ ॥
প্রচণ্ডপবনোদ্ধূতাৎ পুষ্পাণীব মহাতরোঃ ।
অয়ঃপিণ্ডাদিবোত্তপ্তাৎ তাড়িতাৎ কণপংক্তয়ঃ ॥ ৯ ॥
ধারা বর্ষমুচ ইব সীকরা ইব নির্ঝরাৎ ।
তৎপুরাগ্নিমহাদাহাৎ স্ফুলিঙ্গা ইব ভাস্বরাঃ ॥ ১০ ॥
তয়োশ্চটচটাস্ফোটং শৃণ্বৎকোদণ্ডয়োর্দ্বয়োঃ ।
বলদ্বয়মভূৎ প্রেক্ষা মূকং শান্ত ইবাম্বুধিঃ ॥ ১১ ॥
বহন্তি স্ম শরাপূরা গঙ্গাপূরা ইবাম্বরে ।
সিন্ধোরভিমুখং যুদ্ধে ঘর্ঘরারাবরংহসঃ ॥ ১২ ॥
কচৎকনকনারাচ-শরবর্ষা অনারতম্ ।
বহচ্ছবশবাশব্দং নির্যযুর্ধনুরম্বুদাৎ ॥ ১৩ ॥
বাণমন্দাকিনীপূরং ব্রজন্তং সিন্ধুপূরণে ।
বাতায়নাত্তমালোক্য লীলা তৎপুরবাসিনী ॥ ১৪ ॥
তেন বাণসমূহেন জয়মাশঙ্ক্য ভর্ত্তরি ।
উবাচ বাক্যমানন্দবিকসন্মুখপঙ্কজা ॥ ১৫ ॥

উন্মাদা মহাধ্বনয়ঃ ॥ ৬ ॥

কনকরঞ্জিতা নারাচা বাণাঃ রসন্ত্যো ধ্বনন্ত্যঃ ॥ ৭-৯ ॥

বর্ষাণি বৃষ্টীর্মুঞ্চতীতি বর্ষমুক্ তস্মাৎ বর্ষমুচো ধারা ইব। তৎপুরস্য বিদূরথনগরস্য। প্রাগুক্তাৎ অগ্নিমহাদাহাৎ ॥ ১০ ॥

বলদ্বয়ং সেনাদ্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

সিন্ধোরাজ্ঞঃ সমুদ্রস্য চ ঘর্ঘরারাবযুক্তানি রংহাংসি বেগা যেষাম্ ॥১২-১৬॥

জয় দেবি জয়ত্যেষ নাথোঽস্মাকং বিলোকয়।
কিঞ্চানেন শরৌঘেণ মেরুরপ্যেতি চূর্ণতাম্ ॥ ১৬ ॥
তস্যামেবং বদন্ত্যাস্তু ঘনস্নেহরবাকুলম্।
প্রেক্ষণব্যগ্রয়োর্দ্দেব্যোর্হসন্ত্যোর্ম্মানুষীং হৃদা ॥ ১৭ ॥
তচ্ছরার্ণবমামত্ত-মপিবৎ সিন্ধুবাড়বঃ।
শরোষ্মণা হ্যগস্ত্যেন জহ্নুর্ম্মন্দাকিনীমিব ॥ ১৮ ॥
বাণবর্ষেণ কণশস্তং সায়কমহাঘনম্।
ছিত্ত্বা তনুরজঃ কৃত্বা চিক্ষেপ গগনার্ণবে ॥ ১৯ ॥
যথা দীপস্য শান্তস্য ন পরিজ্ঞায়তে গতিঃ।
তস্য সায়কসঙ্ঘস্য ন বিজ্ঞাতা তথা গতিঃ ॥ ২০ ॥
তং ছিত্ত্বা সায়কাসারং শরীরাম্বুধরং ঘনম্।
ব্যোম্নি প্রসারয়ামাস বলাচ্ছবশতান্বিতম্ ॥ ২১ ॥
বিদূরথস্তমপ্যাশু ব্যধমৎ সায়কোত্তমৈঃ।
সামান্যজলদং মত্তং কল্পান্তপবনো যথা ॥ ২২ ॥
কৃতপ্রতিকৃতৈরেবং বাণবর্ষৈর্ম্মহীপতী।
ব্যর্থীকৃতৈরনয়তাং প্রহারমবিচারণৈঃ ॥ ২৩ ॥
অথাদধে মোহনাস্ত্রং সিন্ধুর্গন্ধর্ব্বসৌহৃদাৎ।

মানুষীং মনুষ্যদেহাত্মবুদ্ধিম্। অপ্রবুদ্ধামিতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

অগস্ত্যেনাগস্ত্যীভূতেন শরোষ্মণা করণেন অপিবৎ উপসংহৃতবানিতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

তনুরজঃ কৃত্বা ধূলীকৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥

শরীরলক্ষণানামম্বূনাং ধরম্। তস্যোপপত্তিঃ শবশতান্বিতমিতি ॥ ২১-২২ ॥

প্রহারং বাণাভিঘাতং অবিচারণৈর্লক্ষীকরণৈরনয়তাং অত্যবাহয়তাম্। যদ্বা প্রহারং ছান্দসো দীর্ঘঃ। প্রহরং মিতং কালং কৃতপ্রতিকৃতৈরনয়তাম্ ॥২৩॥

গন্ধর্ব্বস্য সৌহৃদাৎমৈত্রীবশাৎ প্রাপ্তম্। বিদূরথাৎ বিনা বিদূরথমেকং বর্জ্জয়িত্বা অন্যে পরিবারলোকা মোহং যযুঃ। পৃথক্ বিনা নানাভিস্তৃতীয়াস্ততরস্যা-

প্রাপ্তং তেন যযুর্লোকা বিনা মোহং বিদূরথাৎ ॥ ২৪ ॥
ব্যস্তশস্ত্রাম্বরা মূকা বিষণ্ণবদনেক্ষণাঃ।
মৃতা ইবাভবন্ যোধাশ্চিত্রন্যস্তা ইবাথ বা ॥ ২৫ ॥
যাবদ্বিদূরথাদন্যং মোহো নয়তি মন্দতাম্।
তাবদ্বিদূরথোরাজা প্রবোধাস্ত্রমথাদদে ॥ ২৬ ॥
ততঃ প্রবোধমাপন্নাঃ প্রজাঃ প্রাতরিবাজিনী।
বিদূরথেভবৎ সিন্ধুঃ ক্রুদ্ধোর্ক ইব রাক্ষসে ॥ ২৭ ॥
নাগাস্ত্রমাদদে ভীমং পাশবন্ধনখেদদম্।
তেনাভবন্নভোব্যাপ্তং ভোগিভিঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥ ২৮ ॥
সর্পৈর্ব্বিলসিতা ভূমির্মৃণালৈঃ সরসী যথা।
সম্পন্না গিরয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপন্নগকম্বলাঃ ॥ ২৯ ॥
পদার্থাঃ সর্ব্ব এবেমে বিষোষ্মখিন্নতাং যযুঃ।
সপর্ব্বতবনাভোগা যযৌ বিবশতাং মহী ॥ ৩০ ॥
পূতাঙ্গারসমাকীর্ণং বিষবৈষম্যশংসিনঃ।
ববুরুক্ষোষ্ণনীহার-বাতা জ্বলনরেণবঃ ॥ ৩১ ॥

মিতি সূত্রে অপাদানে পঞ্চমীত্যতঃ পঞ্চম্যপ্যনুবর্ত্তত ইতি মতেন পঞ্চমী ॥২৪॥

মোহপ্রকারমেব বর্ণয়তি ব্যস্তেতি ॥ ২৫ ॥

অন্যং জনম্ ॥ ২৬ ॥

বিদূরথে বিষয়ে। রাক্ষসে মন্দেহাখ্যে অর্ক ইব ক্রুদ্ধো লোহিতোহভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভোগিভিঃ সর্পৈঃ ॥ ২৮ ॥

তত্র ভূঃ পাণ্ডুরৈঃ সর্পৈর্ব্যাপ্তা পর্ব্বতাস্তু কৃষ্ণৈরিতি বৈচিত্র্যমাহ—সর্পৈরিতি ॥ ২৯ ॥

বিষোষ্মণা খিন্নতামিব ম্লানতাম্। বিবশতাং ব্যাকুলতাম্ ॥ ৩০ ॥

রুক্ষা উষ্ণাশ্চ নীহারা হিমাঃ স্নিগ্ধশীতলা অপি পদার্থা যৈস্তথাবিধা যে বাতাস্তল্লক্ষণা জ্বলনরেণবঃ পূতৈর্ভস্মনোবিবেচিতৈরঙ্গারৈঃ সমাকীর্ণং যথা

বিদূরথোথ সৌপর্ণমাদদেস্ত্রং মহাস্ত্রবিৎ।
উদগুর্গরুড়াস্ত্রেণ সৌপর্ণাঃ পর্ব্বতা ইব ॥ ৩২ ॥
কাঞ্চনীকৃতসর্ব্বাশাঃ সর্ব্বাশাপরিপূরকাঃ।
পক্ষপর্ব্বতসংরম্ভজনিতপ্রলয়ানিলাঃ ॥ ৩৩ ॥
ঘোণানিলজবাকৃষ্টশ্বসদ্ভুজগমণ্ডলাঃ।
মহাঘুরঘুরারাবপূরিতাম্ভোধিখণ্ডকাঃ ॥ ৩৪ ॥
সসুপর্ণঘনোঽপাত্তং সর্পৌঘং ভূপ্রপূরকম্।
কৃষ্টং শলশলায়ন্তমগস্ত্য ইব বারিধিম্ ॥ ৩৫ ॥
সর্পকম্বলনির্ম্মুক্তং ভূমণ্ডলমরাজত।
চিরাত্তমবনীরন্ধ্রমিব নির্ব্বারিরাশি চ ॥ ৩৬ ॥
ততস্তদ্গারুড়ানীকং ক্বাপ্যগচ্ছদদৃশ্যতাম্।
দীপৌঘ ইব বাতেন শরদেবাব্দমণ্ডলম্ ॥ ৩৭ ॥
বজ্রভীত্যেব পক্ষৌঘপর্ব্বতপ্রকরঃ পুরঃ।
স্বপ্নদৃষ্টং জগদিব সঙ্কল্পপুরপূরবৎ ॥ ৩৮ ॥
ততস্তমোস্ত্রমসৃজৎ সিন্ধুরন্ধান্ধকারদম্।

স্যাৎ তথা ববুঃ ॥ ৩১ ॥

উদগুর্নির্যযুঃ। সুপর্ণা এব সৌপর্ণাঃ ॥ ৩২ ॥

পক্ষৈঃ সপক্ষপর্ব্বতসদৃশেনোড্ডয়নসংরম্ভেণ জনিতপ্রলয়ানিলাঃ ॥ ৩৩ ॥

ঘোণা নাসাস্তদনিলজবেন শ্বাসবেগেন ॥ ৩৪ ॥

সঃ সুপর্ণলক্ষণো ঘনোমেঘস্তং সর্পলক্ষণমোঘং প্রবাহং অপাৎ অপিবৎ। পিবতের্লুঙি গাতিস্থেতি সিচোলুক্। বিশেষণান্যোঘবারিধ্যোঃ সাধারণ্যেন যোজ্যানি ॥ ৩৫ ॥

চিরাৎ বরাহেণ আত্তমুদ্ধৃতমতএব নির্গতং বারিরাশেরিতি নির্ব্বারিরাশি চ অবনীরন্ধ্রং ভূম্যবকাশমিব ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পক্ষৌঘযুক্তমৈনাকাদিপর্ব্বতপ্রকর ইব। সঙ্কল্পকল্পিতং পুরং পূরশ্চ তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥

তেনান্ধকারোববৃধে কৃষ্ণো ভূজঠরোপমঃ ॥ ৩৯ ॥
রোদোরন্ধ্রে প্রবিসৃত একার্ণব ইবাভবৎ ।
মৎস্যা ইবাভবন্ সেনাস্তারাশ্চ মণয়োভবন্ ॥ ৪০ ॥
অন্ধকারপ্রবৃত্তেন মসীপঙ্কার্ণবোপমম্ ।
কজ্জলাচলসম্ভারোদ্ভূতকল্পানিলৈরিব ॥ ৪১ ॥
অন্ধকূপে নিপতিতা ইবাসন্ সকলাঃ প্রজাঃ ।
কল্পান্ত ইব সংশেমুর্ব্ব্যবহারা দিশং প্রতি ॥ ৪২ ॥
বিদূরথোথ মার্ত্তণ্ডং দীপং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপে ।
অস্ত্রং মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সৃষ্ট্বা মন্ত্রোব্যচেষ্টয়ৎ ॥ ৪৩ ॥
অথোদিততমোম্ভোধিমর্কাগস্ত্যোগভস্তিভিঃ ।
অপিবৎ কৃষ্ণমম্ভোদং শরৎকাল ইবামলঃ ॥ ৪৪ ॥
অন্ধকারাম্বরোন্মুক্তা বিরেজুরমলা দিশঃ ।
ভূপতেঃ পুরতঃ কান্তা ইব রম্যপয়োধরাঃ ॥ ৪৫ ॥
যযুঃ প্রকটতামন্তরখিলা বনরাজয়ঃ ।
লোভকজ্জলজালেন মুক্তা ইব সতাং ধিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
অথ কোপাকুলঃ সিন্ধূরাক্ষসাস্ত্রং মহাভয়ম্ ।

জঠরং মধ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

রোদস্যোর্দ্যাবাভূম্যোঃ রন্ধ্রে অন্তরালে। একার্ণবসাম্যোপপাদনায়াহ মৎস্যা ইবেতি। মণয়ঃ ইবেত্যত্রাপি সম্বধ্যতে ॥ ৪০ ॥

অন্ধকারস্য প্রবৃত্তেন প্রবৃত্ত্যা। ভাবে ক্তঃ। মসীপঙ্কার্ণবোপমং অভূৎ জগদিতি শেষঃ। কজ্জলাচলস্যাঞ্জনগিরেঃ সম্ভারৈঃ উপাদানভূতৈ রেণুভিঃ সহ উদ্ভূতৈঃ কল্পানিলৈঃ প্রলয়বায়ুভিরিব ব্যাপ্তমিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥

দিশং প্রতি প্রতিদিশম্। অসমাসশ্ছান্দসঃ ॥ ৪২ ॥

অমন্ত্রঃ মন্ত্রণং মন্ত্রো গুপ্তবিচার স্তদনপেক্ষ এব ব্যচেষ্টয়ৎ জগদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অন্ধকারলক্ষণেনাম্বরেণ বস্ত্রেণ। পয়োধরা মেঘাঃ স্তনাশ্চ ॥ ৪৫-৪৭ ॥

ক্ষণাদুদীরয়ামাস মন্ত্রোদীর্ণশরাত্মকম্ ॥ ৪৭ ॥
উদগুর্ভীষণা দিগ্‌ভ্যঃ পরুষা বনরাক্ষসাঃ।
পাতালগজফুৎকারক্ষুব্ধা ইব মহার্ণবাঃ ॥ ৪৮ ॥
কপিলোর্দ্ধজটা ধূম্রাঃ স্ফুটচ্চটচটারবাঃ।
অগ্নয়োলেলিহানোগ্রজিহ্বা আর্দ্রেন্ধনা ইব ॥ ৪৯ ॥
সাবর্ত্তবৃত্তয়োব্যোম্নি ভীমচীৎকারটাঙ্কৃতাঃ।
অগ্নিদাহা মহাধূমবিলোলা ইব সোল্মুকাঃ ॥ ৫০ ॥
দংষ্ট্রা বিসাঙ্কুরাক্রান্তমুখপঙ্কাক্ষদেহকাঃ।
উদিতা লোমজম্বালা দুষ্পল্বলতটা ইব ॥ ৫১ ॥
নিগিরন্তঃ প্রধাবন্তোগর্জ্জন্তঃ সর্জ্জিতা ইব।
জটাজালতড়িৎপুঞ্জা জলদাঃ সজলা ইব ॥ ৫২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তস্মিঁল্লীলানাথোবিদূরথঃ।
নারায়ণাস্ত্রং প্রদদে দুষ্টভূতনিবারণম্ ॥ ৫৩ ॥
উদীর্য্যমাণ এবাস্মিন্ মন্ত্ররাজেস্ত্ররাজয়ঃ।
রাক্ষসানাং প্রশেমুস্তা অন্ধকার ইবোদয়ে ॥ ৫৪ ॥

উদগুর্নির্জ্জগ্মুঃ। পাতালস্থা গজা দিগ্‌গজাঃ ॥ ৪৮ ॥

আর্দ্রং ইন্ধনং যেষাং তথাবিধা অগ্নয় ইব ধূম্রাঃ। অগ্নিপক্ষে কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা জিহ্বাঃ ॥ ৪৯ ॥

আবর্ত্তানাং বৃত্তির্ভ্রমণং তৎসহিতাঃ ॥ ৫০ ॥

দংষ্ট্রালক্ষণৈর্ব্বিসাঙ্কুরৈর্ম্মৃণালৈরাক্রান্তৈর্ম্মুখৈঃ পঙ্কৈর্ম্মলিনৈরক্ষৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ কর্দ্দমৈঃ পদ্মবীজৈশ্চোপলক্ষিতদেহকাঃ। লোমান্যেব জম্বালানি শৈবালা যেষাম্ ॥ ৫১ ॥

নিগিরন্তো জনান্। জলদপক্ষে জ্যোতীংষি। জগন্নিগরণার্থমেব সর্জ্জিতাঃ সৃষ্টা ইব। নিবৃত্তপ্রেষণাদ্ধাতোঃ প্রাকৃতের্থে ণিচ্ ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে। প্রদদে প্রযোক্তুমাদদে ॥ ৫৩-৫৫ ॥

প্রমুষ্টরাক্ষসানীকমভবদ্ভুবনত্রয়ম্ ।
শরদীব গতাম্ভোদং ব্যোমনির্ম্মলমাবভৌ ॥ ৫৫ ॥
অথ সিন্ধুর্ম্মুমোচাস্ত্রমাগ্নেয়ং জ্বলিতাম্বরম্ ।
জজ্বলুঃ ককুভস্তেন কল্পাগ্নিজ্বলিতা ইব ॥ ৫৬ ॥
ধূমাম্বুদভরাচ্ছন্না বভূবুঃ সকলা দিশঃ ।
গগনে প্রোতপাতালতিমিরাকুলিতা ইব ॥ ৫৭ ॥
বভূবুর্জ্জ্বলিতাকারা গিরয়ঃ কাঞ্চনা ইব ।
প্রফুল্লবননীরন্ধ্রচম্পকৌঘবনা ইব ॥ ৫৮ ॥
যযুর্ব্ব্যোমাদ্রিদিক্কুঞ্জা জ্বালাজালজটালতাম্ ।
কুঙ্কুমেনোৎসবে মৃত্যোঃ সমালব্ধা ইব স্রজঃ ॥ ৫৯ ॥
জ্বলিতা জনতা চৈকশঙ্কিনী সা নভঃস্পৃশা ।
সহস্রাকৃতিনৌবেগচলিতেনেব সাগরাৎ ॥ ৬০ ॥
জিত্বা রিপুং পুনরসৌ যথা প্রহরতে তথা ।
বারুণং বিসসর্জ্জাস্ত্রং পূজয়িত্বা বিদূরথঃ ॥ ৬১ ॥
আযযুঃ সলিলাপূরাস্তমঃপূরা ইবাভিতঃ ।
অধস্তাদূর্দ্ধতোদিগ্ভ্যো দ্রবরূপা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৬২ ॥
ভাগা ইব শরব্যোম্নি ধৃতযানা ইবাম্বুদাঃ ।

ককুভোদিশঃ ॥ ৫৬ ॥

গগনে প্রোতেন পাতালসম্বন্ধিনা তিমিরেণাকুলিতা ব্যাকুলীকৃতাঃ ॥ ৫৭-৫৮ ॥

জ্বালাজালৈর্জ্জটালতাং জটিলতাম্। মৃত্যোঃ ক্ষ্বেলিকা সেচনোৎসবে কুঙ্কুমেন সমালব্ধাঃ সিক্তাঃ স্রজ ইব ॥ ৫৯ ॥

সাগরাৎ সহস্রাকৃতিভিন্নাবাং বেগৈশ্চলিতেন আগতেন বড়বাগ্নিনেব জনতা একশঙ্কিনী বহ্ন্যদ্বৈতমেব জগতঃ সম্ভাবয়ন্তী সতী জ্বলিতা ॥ ৬০ ॥

অসৌ বক্ষ্যমাণাস্ত্রবিশেষঃ। আগ্নেয়মস্ত্রং জিত্বা। অপ্যর্থে পুনঃশব্দঃ। রিপুং সিন্ধুমপি যথা প্রহরতে তথা বারুণং অস্ত্রং পূজয়িত্বা বিসসর্জ্জ ॥ ৬১-৬২ ॥

মহার্ণবা ইবোচ্চস্থাঃ কুলশৈলশিলা ইব ॥ ৬৩ ॥
তমালৌঘা ইবোড্ডীনাঃ সঙ্কিতা ইব রাত্রয়ঃ।
কজ্জলৌঘা ইবোদ্ভূতা লোকালোকতটাদিব ॥ ৬৪ ॥
রসাতলগুহাভোগা ইব ব্যোমদিদৃক্ষবঃ।
মহাঘুরঘুরারাবরংহোবৃংহিতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
তামগ্নিসন্ততিং মত্তামাচচামাম্বুসন্ততিঃ।
ভুবনব্যাপিনী সন্ধ্যামাশু কৃষ্ণেব যামিনী ॥ ৬৬ ॥
তামগ্নিসন্ততিং পীত্বা পূরয়ামাস ভূতলম্।
জলশ্রীর্জ্জটিতং দেহং নিদ্রেব ব্যক্তিমেযুষী ॥ ৬৭ ॥
এবম্বিধানস্ত্রমোহান্ বিদধুর্দ্ধাবনেতরে।
মিথোমায়াময়ানগ্রে পশ্যন্ত্যনুভবন্তি চ ॥ ৬৮ ॥
হেতিভারবরাঃ সিন্ধোশ্চক্ররক্ষাস্ততোম্ভসা।
তৃণানীব গতাঃ প্রোহ্য রথশ্চাস্যাভবৎ প্লুতঃ ॥ ৬৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে সিন্ধুরস্ত্রং সস্মার শোষণম্।

শরব্যোম্নি শরমার্গাবকাশে তদীয়ভাগা অবয়বা ইব। ধৃতযানানি বদ্ধগতয়ঃ। উচ্চস্থা ঊর্দ্ধদেশাদ্বিলুঠিতাঃ কুলশৈলানাং বৃহচ্ছিলা ইব ॥ ৬৩ ॥

লোকালোকস্য গিরেস্তটাদন্ধকারকজ্জলৌঘা ইব ॥ ৬৪ ॥

ব্যোম ঊর্দ্ধাকাশং দিদৃক্ষব ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। সূর্ম্ময় ইতি পাঠে সূর্ম্মিঃ প্রতিমামূর্ত্তিরিত্যেবার্থঃ ॥ ৬৫-৬৭ ॥

ধাবনাঃ পূর্ব্বাস্ত্রকৃতমালিন্যবিশোধকাস্তদিতরে তদ্বিরুদ্ধাশ্চান্যেপ্যস্ত্রবিদঃ। বিভাষা জসীতি বৈকল্পিকী সর্ব্বনামতা। মিথ্যাভূতানামপ্যস্ত্রমোহানামর্থক্রিয়াসামর্থ্যং দর্শয়তি মিথ ইতি। অনুভবন্তি শত্রুবিধ্বংসাদিফলমুখেনাপি জনা ইতি শেষঃ ॥ ৬৮ ॥

চক্রং স্ববলং রক্ষন্তীতি চক্ররক্ষাঃ হেতীনামায়ুধানাং ভারা বরাঃ শ্রেষ্ঠা যোধাশ্চ ॥ ৬৯ ॥

আপত্ত্রাণকরং দৈবং দদৌ চ শররূপিণম্ ॥ ৭০ ॥
শশামাম্বুময়ী মায়া তেন যামেব ভাস্বতা ।
যে মৃতাস্তে মৃতা এব বভূবুঃ শোষিতা ভুবঃ ॥ ৭১ ॥
অথ মূর্খরুষাতুল্যস্তাপঃ সন্তাপয়ন্ প্রজাঃ ।
জজৃম্ভে ঝর্ঝরাকীর্ণবনবিস্তারকর্কশঃ ॥ ৭২ ॥
কচৎকনকনিঃস্যন্দসুন্দরাঙ্গচ্ছবির্দ্দিশাম্ ।
আসীদ্রাজবরস্ত্রীণামিবালেপোঙ্গসঙ্গতঃ ॥ ৭৩ ॥
তেন ঘর্ম্মময়ীং মূর্চ্ছামাজগ্মুস্তদ্বিরোধিনঃ ।
গ্রীষ্মদাবানলোত্তপ্তা মৃদবঃ পল্লবা ইব ॥ ৭৪ ॥
বিদূরথোরণোদ্রেকে তাবৎক্রেঙ্কারমাততম্ ।
কোদণ্ডং কুণ্ডলীকৃত্য পর্জ্জন্যাস্ত্রমথাদদে ॥ ৭৫ ॥
উদণ্ডঃ পংক্তয়োব্দানাং যামিন্য ইব সঞ্চিতাঃ ।
তমালবিপিনোড্ডীনসংরম্ভাদম্বুমন্থরাঃ ॥ ৭৬ ॥
বামনা বারিপূরেণ গর্জ্জনোদ্দামসঞ্চরাঃ ।
মহিম্না মন্থরাশেষককুম্মণ্ডলকুণ্ডলাঃ ॥ ৭৭ ॥

শররূপিণং শোষণাস্ত্রং দদৌ ধনুষি সন্দধে ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

নামৈকদেশেন নাম্নো গ্রহণাৎ যামা ত্রিযামা রাত্রিরিব । ভাস্বতা সূর্য্যেণ । ভুবো ভূপ্রদেশাঃ শোষিতা বভূবুঃ ॥ ৭১ ॥

তাপস্তীব্রাতপঃ । ঝর্ঝরৈঃ শুষ্কপর্ণৈরাকীর্ণৈর্ব্বনবিস্তারৈঃ কর্কশঃ ॥ ৭২ ॥

দিশামালেপোঙ্গরাগ ইব আসীৎ ॥ ৭৩-৭৪ ॥

ক্রেঙ্কারো জ্যাস্বনস্তস্য বা শ্রীস্তয়া ততম্ ॥ ৭৫ ॥

তমালবিপিনস্য যদুড্ডীনমাকাশে গমনং তদিব সংরম্ভাৎ বিভ্রমাৎ । উদণ্ডঃ উদ্যযুঃ ॥ ৭৬ ॥

বারিপূরেণ নম্রত্বাৎ বামনা অপ্রাংশবঃ । মহিম্না তির্য্যগ্বিস্তারেণ অমন্থরাণি স্বাভাবিকবিস্তারে কুণ্ঠিতগতীনীব সঙ্কুচিতানি অশেষদিঙ্মণ্ডলানি কুণ্ডলানীব সম্পন্নানি যেষাম্ ॥ ৭৭ ॥

ববুরাবলিতাসারা মেঘাড়ম্বরভেদিনঃ।
কীর্ণসীকরনীহারভারোদারাঃ সমীরণাঃ ॥ ৭৮ ॥
প্রপুস্ফুরুঃ স্বসৌবর্ণসর্পাপৎসরণোপমাঃ।
বিদ্যুতোদিবি দৈব্যস্ত্রী-কটাক্ষবলনা ইব ॥ ৭৯ ॥
জুঘূর্ণু র্গর্জ্জনোচ্ছূনপ্রতিশ্রুদ্ঘনকন্দরাঃ।
দিশশ্চলিতমাতঙ্গসিংহর্ক্ষরবঘর্ঘরাঃ ॥ ৮০ ॥
মহামুসলধারাভিঃ পেতুরাসারবৃষ্টয়ঃ।
কষ্টটঙ্কারকঠিনাঃ কৃতান্তস্যেব দৃষ্টয়ঃ ॥ ৮১ ॥
উদভূৎ প্রথমং বাষ্প উষ্ণোনলনিভোভুবঃ।
পাতালাদভ্রবৃন্দানাং যুদ্ধায়েবাত্তবিভ্রমঃ ॥ ৮২ ॥
ততোনিমেষমাত্রেণ প্রশেমুর্ম্মৃগতৃষ্ণিকাঃ।
পরবোধরসাপূরৈর্যথাসংসারবাসনাঃ ॥ ৮৩ ॥
আসীৎ পঙ্কাঙ্কমখিলং ভূমণ্ডলমসঞ্চরম্।

কীর্ণৈঃ শীকরৈরম্বুকণৈর্নীহারভারেণ শৈত্যোৎকর্ষেণ উদারাঃ সুখদাঃ সমীরণা বায়বো ববুঃ ॥ ৭৮ ॥

সৌবর্ণানাং সর্পাণাং প্রাগুক্তসন্তাপলক্ষণা যা আপদঃ সকাশাৎ সরণং বহির্নিঃসরণং যৎ পর্ব্বতাদৌ প্রসিদ্ধং তদেব উপমা যাসাম্। দৈব্যো দেববিষয়িণ্যঃ। অর্থাদ্দিব্যস্ত্রীকটাক্ষা ইতি গম্যতে ॥ ৭৯ ॥

উচ্ছূনৈঃ প্রবৃদ্ধৈঃ প্রতিশ্রুদ্ভিঃ প্রতিধ্বনিভির্ঘনা নিবিড়িতা গিরিকন্দরা যাসু। রোষাচ্চলিতানামভিমুখপ্রস্থিতানাং মাতঙ্গাদীনাং প্রতিগর্জ্জিতরবৈর্ঘর্ঘরা মুখরাঃ ॥ ৮০ ॥

কষ্টৈষ্টঙ্কারৈঃ করকনিপাতধ্বনিভির্ম্মর্ম্মশিরাভেদনধ্বনিভিশ্চ কঠিনাঃ ॥৮১॥

অভ্রবৃন্দানাং সম্বন্ধিনে যুদ্ধায় আত্তঃ স্বীকৃতো বিভ্রমঃ শৌর্য্যবিলাসো যেন তথাবিধ ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৮২ ॥

মৃগতৃষ্ণিকাশব্দেন তদ্ধেতব আতপা লক্ষ্যন্তে। পরস্যাত্মনোবোধঃ সাক্ষাৎকারস্তল্লক্ষণৈর্নিরতিশয়ানন্দরসাপূরৈঃ ॥ ৮৩ ॥

পূরিতঃ পূর্ণধারাভিঃ সিন্ধুঃ সিন্ধুরিবাম্বুনা ॥ ৮৪ ॥
বায়ব্যমস্ত্রমসৃজৎ পূরিতাকাশকোটরম্ ।
কল্পান্তনৃত্তসংমত্তরটভৈরবভীষণম্ ॥ ৮৫ ॥

ববুরশনিনিপাতপীড়িতাঙ্গা
দলিতশিলাশকলাঃ ককুম্মুখেষু ।
প্রলয়সময়সূচকা ভটানাং
কৃতপটুটাঙ্কৃতটঙ্কিনঃ সমীরাঃ ॥ ৮৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে আয়ুধবর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

অসঙ্করং সঙ্কারাক্ষমম্ । সিন্ধুঃ রাজা সিন্ধুঃ সমুদ্র ইব পূরিতঃ ॥ ৮৪-৮৫ ॥

অশনিনিপাতেনেব পীড়িতানি প্রাণিনামঙ্গানি যৈঃ । ভটানাং প্রতিযোদ্ধৃভিরিব কৃতৈঃ পটুভিষ্টাঙ্কৃতৈঃ শিলাদ্যভিঘাতধ্বনিভিঃ টঙ্কঃ পাষাণদারণায়ুধবিশেষঃ তদ্বন্ত ইব সমীরা বায়বঃ ককুভাং দিশাং মুখেষু ববুঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

ববুর্ব্বলিতনীহারা বিকীর্ণবনপল্লবাঃ।
বায়বোধূতবৃক্ষৌঘাঃ সল্লীলাপীড়পাংসবঃ ॥ ১ ॥
পক্ষিবদ্ভ্রান্তবৃক্ষৌঘাঃ পতনোৎপাতনোদ্ভটাঃ।
বিকুট্টিতাট্টালখণ্ডাশ্চাভ্রভিত্তিবিভেদিনঃ ॥ ২ ॥
তেনাতিভীমবাতেন বিদূরথরথোপ্যথ।
উহ্যমানোভবন্নদ্যা যথা জর্জ্জরপল্লবঃ ॥ ৩ ॥
বিদূরথোথ তত্যাজ পার্ব্বতাস্ত্রং মহাস্ত্রবিৎ।
ব্যোমাপি ঘনতোয়েন সমাদাতুমিবোদ্যতম্ ॥ ৪ ॥
তেন শৈলাস্ত্রঘাতেন বিরাট্প্রাণসমীরণঃ।
শমং চৈতন্যশান্ত্যেব প্রযযৌ বায়ুরাততঃ ॥ ৫ ॥
অন্তরিক্ষগতা বৃক্ষপংক্তয়ঃ পতিতা ভুবি।
নানাজনশবব্যূহে কাকানামিব কোটয়ঃ ॥ ৬ ॥

পর্ব্বতাস্ত্রঞ্চ বজ্রাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাত্র বর্ণ্যতে।
বিস্তরেণ পিশাচাস্ত্রং পিশাচচরিতান্বিতম্ ॥ ১ ॥

সতাং মূর্ত্তিমতাং লীলয়া আপীড়াঃ শিরোভূষণীকৃতাঃ পাংসবো যৈঃ ॥ ১ ॥
পক্ষিবদ্ভ্রান্তা ভ্রমিতা বৃক্ষৌঘা যৈঃ। বিকুট্টিতাশ্চূর্ণিতাঃ ॥ ২ ॥
উহ্যমানঃ প্রবাহ্যমাণঃ ॥ ৩ ॥
ঘনতোয়েন মেঘোদকেন সমং ব্যোমাপি সমাদাতুং গ্রসিতুমিবোদ্যতং উদ্যুক্তম্ ॥ ৪ ॥
তত্ত্বাববোধাচ্চৈতন্যস্য মায়ালক্ষণকারণশান্ত্যা তৎকার্য্যভূতোবিরাট্ প্রাণ সমীরণঃ সূত্রাত্মেব বায়ুঃ শমং যযৌ ॥ ৫-৬ ॥

শেমুঃ সূৎকারডাৎকারভাঙ্কারোৎকারকা দিশাম্।
প্রলাপা ইব বিধ্বস্তাঃপূর্গ্রামবনবীরুধাম্ ॥ ৭ ॥
গিরীনপশ্যন্নভসঃ পততঃ পত্রবর্ণবৎ।
সিন্ধুঃ সিন্ধুরিবোৎপক্ষান্ মৈনাকাদীনিতস্ততঃ ॥ ৮ ॥
বজ্রাস্ত্রমসৃজদ্দীপ্তং চেরুর্ব্বজ্রগণাস্ততঃ।
পিবন্তোদ্রীন্দ্রতিমিরমগ্নিদাহমিবাগ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥
তে গিরীণাং তথা ক্ষিপ্তাঃ কোটিতুণ্ডাবখণ্ডনৈঃ।
শিরাংসি পাতয়ামাসুঃ ফলানীবোল্বণানিলাঃ ॥ ১০ ॥
বিদূরথোথ বজ্রাস্ত্রশান্ত্যৈ ব্রহ্মাস্ত্রমত্যগাৎ।
ততোব্রহ্মাস্ত্রবজ্রাস্ত্রে সমং প্রশমমাগতে ॥ ১১ ॥
শ্যামাশ্যামং পিশাচাস্ত্রমথ সিন্ধুরচোদয়ৎ।
তেনোদগুঃ পিশাচানাং পংক্তয়োত্যন্তভীতিদাঃ ॥ ১২ ॥
সন্ধ্যায়ামথ ভীত্যেব দিবসঃ শ্যামতাং যযৌ।
পিশাচা ভুবনং জগ্মুরন্ধকারভরা ইব ॥ ১৩ ॥

নিঃশ্বাসশব্দাঃ সূৎকারা ডাংকারা লুণ্ঠনারবাঃ। ভাঙ্কারা ভীষণাঃ শব্দা উৎকারা উদ্ভটা রবাঃ। পুরাং গ্রামাণাং বনানাং বীরুধাং বল্লীনাঞ্চ প্রলাপা নিরর্থকবর্ণনবাক্যানীব ॥ ৭ ॥

সিন্ধুঃ রাজা। সিন্ধুঃ সমুদ্রঃ স্বস্মিন্ উৎপততোমৈনাকাদীনিব ॥ ৮ ॥

অগ্নিভির্দ্দহ্যত ইত্যগ্নিদাহং ইন্ধনম ॥ ৯ ॥

কোটয়ঃ অগ্রভাগাস্তল্লক্ষণৈস্তৈশ্চঞ্চুভিরবখণ্ডনৈশ্ছেদনৈঃ। গিরীণাং শিরাংসি শিখরাণি ॥ ১০ ॥

অত্যগাৎ ইতরাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য প্রযোক্তুং অগাৎ প্রাপৎ। সমং এককালম্ ॥ ১১ ॥

শ্যামা তমিস্রেব শ্যামম্ ॥ ১২ ॥

ইব কার আবৃত্ত্যোভয়ত্র সম্বধ্যতে। তেন সন্ধ্যায়ামিবেত্যুপমা ভীত্যেবেতি হেতুৎপ্রেক্ষা। জগ্মুঃ আজগ্মুঃ ॥ ১৩ ॥

ভস্মনস্তম্ভসদৃশাস্তালোত্তালবিলাসিনঃ।
দৃশ্যমানমহাকারা মুষ্টিগ্রাহ্যা ন কিঞ্চন ॥ ১৪ ॥
ঊর্দ্ধকেশাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ কেচিচ্চ শ্মশ্রুলা অপি।
কৃষ্ণাঙ্গা মলিনাঙ্গাশ্চ গ্রাম্যা ইব নভশ্চরাঃ ॥ ১৫ ॥
সভয়া মূঢ়দৃষ্টাশ্চ যৎকিঞ্চন করাশ্চলাঃ।
দীনা বজ্রাসিনঃ ক্রূরা দীনা গ্রাম্যজনা ইব ॥ ১৬ ॥
তরুকর্দ্দমরথ্যান্তঃশূন্যগেহগৃহাশ্চলাঃ।
লেলিহানাঃ প্রেতরূপাঃ কৃষ্ণাঙ্গাশ্চপলা ইব ॥ ১৭ ॥
জগৃহুস্তে তদা মত্তা হতশিষ্টমরের্ব্বলম্।
আসংস্তৎসৈনিকাস্তত্র ভিন্নাস্ত্রক্ষুব্ধচেতনাঃ ॥ ১৮ ॥
ত্যক্তায়ুধতনুত্রাণা স্রস্তপ্রাণাঃ স্খলদ্গমাঃ।
নেত্রৈরঙ্গৈর্ম্মুখৈঃ পাদৈর্ব্বিকারভরকারিণঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্তকৌপীনবসনা নিমগ্না বসনোত্তরাঃ।
বিষ্ঠাং মূত্রঞ্চ কুর্ব্বন্তঃ স্থিরমারব্ধনর্ত্তনাঃ ॥ ২০ ॥
পিশাচরাজী রাজানং তস্য যাবৎ বিদূরথম্।

ভস্মনঃ সম্বন্ধী স্তম্ভো দগ্ধস্তম্ভ ইতি যাবৎ। অসমর্থসমাসশ্ছান্দসঃ। মুষ্টিগ্রাহ্যা হস্তপ্রাপ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

গ্রাম্যাঃ গ্রামীণা দরিদ্রজনা ইব। নভশ্চরা আকাশসঞ্চারিণঃ ॥ ১৫ ॥

মূঢ়ৈর্ম্মুখৈরশুচ্যনাচারৈর্দৃষ্টাঃ। যৎকিঞ্চনাস্থিকপালাদি করে যেষাম্। বজ্রঞ্চাসিশ্চোভয়োঃ সমাহারো বজ্রাসি তস্মাদপি ক্রূরা নিষ্ঠুরাঃ। সমাহারনপুংসকত্বে ইকোচি বিভক্তাবিতি নুম্ ॥ ১৬ ॥

লেলিহানাঃ সৃক্কিণী। চপলা বিদ্যুত ইব দৃশ্যাদৃশ্যস্বভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

তৎসৈনিকা বিদূরথসৈনিকাঃ ॥ ১৮ ॥

বিকারভরা ভূতাবিষ্টচেষ্টাঃ ॥ ১৯ ॥

তা এব দর্শয়তি ত্যক্তেতি। নিমগ্নানি সঙ্কুচিতান্যবসনান্যুত্তরাণ্যধরাঙ্গানি যেষাম্ ॥ ২০ ॥

সমাক্রামতি তাবৎ তাং মায়াং স বুবুধে বুধঃ ॥ ২১ ॥
পিশাচসংগ্রামকরীং মায়াং বেত্তি স ভূমিপঃ।
তয়া পিশাচসৈন্যং তৎ পরসৈন্যে ন্যযোজয়ৎ ॥ ২২ ॥
ততঃ স্বসৈনিকাঃ স্বস্থাঃ পরযোধাঃ পিশাচিনঃ।
তস্যাশু রূপিকাস্রুক্ষ দদাবন্যদসৌ রুষা ॥ ২৩ ॥
উদগুর্ভূতলাদ্ব্যোম্নো রূপিকা ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজাঃ।
নির্ম্মগ্নবিকরালাক্ষ্যশ্চলচ্ছ্রোণিপয়োধরাঃ ॥ ২৪ ॥
উন্মিষযৌবনা বৃদ্ধাঃ পীবরাঙ্গ্যোথ জর্জ্জরাঃ।
স্বরূপারূপজঘনা দুর্ন্নাভ্যোবিকসদ্ভগাঃ ॥ ২৫ ॥
নররক্তশিরোহস্তাঃ সন্ধ্যাভ্রারুণগাত্রিকাঃ।
অর্দ্ধচর্ব্বিতমাংসাসৃক্স্রবৎসৃক্ক্যাকুলাননাঃ ॥ ২৬ ॥
নানাঙ্গবলনা নানানমন্নমনসম্ভ্রমাঃ।
শিলাভুজগবক্রোরুকটিপার্শ্বকরাঙ্গিকাঃ ॥ ২৭ ॥
নারীকৃতার্ভকশবা হস্তাকৃষ্টান্ত্ররজ্জবঃ।
শ্বকাকোলূকবদনা নিম্নবক্তহনূদরাঃ ॥ ২৮ ॥
জগৃহুস্তান্ পিশাচাংস্তা দুর্ব্বলান্ দুঃশিশূনিব।

পিশাচানাং রাজিঃ পংক্তিঃ ॥ ২১ ॥

পরপ্রযুক্তানাং পিশাচানাং স্ববশীকারেণ পরসৈন্যসংগ্রামকরীম্ ॥ ২২ ॥

তস্য পিশাচসৈন্যস্য সহায়ভূতম্। রূপিকাঃ পূতনাভেদাঃ। অসৌ বিদূরথঃ ॥ ২৩-২৫ ॥

রক্তপদেন তৎপূর্ণকপালানি লক্ষ্যন্তে। স্রবদ্ভ্যাং সৃক্কিভ্যামোষ্ঠপ্রান্তাভ্যামাকুলাননাঃ ॥ ২৬ ॥

নানাবিধান্যঙ্গবলনান্যবয়বচেষ্টা যাসাম্। নানাবিধানামনমতামুদ্ভুঙ্গানামপি নমনে প্রহ্বীকরণে সম্ভ্রমাঃ সমর্থাঃ। শিলা ইব কঠিনা ভুজগ ইব বক্রাশ্চ বক্ত্রাদয়ো যাসাম্ ॥ ২৭ ॥

নরাণামিয়ং নারী নরমালা তথাকৃতাঃ অর্ভকশবা যাভিঃ ॥ ২৮ ॥

পিশাচরূপিকাসৈন্যং তদাসীদেকতাং গতম্ ॥ ২৯ ॥
নির্ম্মগ্ননর্ত্তনোত্তানবদনাঙ্গবিলোচনম্ ।
পরস্পরাক্রান্তিকরং প্রধাবচ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥
নিষ্কাসিতমহাজিহ্বং নানামুখবিকারদম্ ।
শরভারাঢ্যমন্যোন্যং হ্রিয়মাণশবাঙ্গকম্ ॥ ৩১ ॥
রুধিরাম্ভসি মজ্জন্ত-মুন্মজ্জদঘৃল্লসত্তনু ।
লম্বোদরং লম্বভুজং লম্বকর্ণোষ্ঠনাসিকম্ ॥ ৩২ ॥
রক্তমাংসমহাপঙ্কেম্বন্যোন্যং বেল্লনাভ্যসৎ ।
মন্দরোদ্ধৃতদুগ্ধাব্ধিলসৎকলকলাকুলম্ ॥ ৩৩ ॥
যথৈব মায়াসঞ্চারস্তেন তস্য কৃতঃ পুরা ।
তেনাপি তস্যাশু তথা কৃতোবুদ্ধা স লাঘবাৎ ॥ ৩৪ ॥
বেতালাস্ত্রং ততোদত্তে তেনোত্তস্থুঃ শবব্রজাঃ ।
অমূর্দ্ধানঃ সমূর্দ্ধানো বেতালাবেশবল্লিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

জগৃহুঃ পতিত্বেন স্বীচক্রুঃ। দুষ্কৃতকারিশিশূনিব। উপভোগ্যতাংশে সাম্যাৎ দৃষ্টান্তঃ ॥ ২৯ ॥

একতাং গতং তদ্বর্ণয়তি নির্ম্মগ্নেত্যাদিনা। ক্রীড়ারসাবেশে নিতরাং মগ্নম্ ॥ ৩০ ॥

শরো রুধিরমণ্ডস্তদ্ভারাঢ্যম্। অন্যোন্যপ্রীতয়ে হ্রিয়মাণানি শবাঙ্গানি যেন ॥ ৩১ ॥

মজ্জৎ উন্মজ্জৎ পুনঃপুনর্নিমজ্জ্যোন্মজ্জৎ। আভীক্ষ্ণে ণমুলি দ্বির্বচনাভাবশ্ছান্দসঃ। ঘৃৎ ক্ষরৎ রক্তং তেন লসৎ তনুঃ শরীরম্ ॥ ৩২ ॥

বেল্লনান্যালিঙ্গনান্যভ্যসৎ আবর্ত্তয়ৎ। মন্দরেণোদ্ধৃতস্য মথ্যমানস্য দুগ্ধাব্ধেরিব লসতা কলকলেন কোলাহলেন আকুলম্ ॥ ৩৩ ॥

মায়ায়াঃ সঞ্চারঃ পরাবৃত্ত্য প্রেষণম্। তেন বিদূরথেন। তস্য সিন্ধোঃ। সঃ মায়াসঞ্চারঃ কৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

ততস্তৎসহায়ার্থং দত্তে দদাবিতি যাবৎ। বেশেন পরমর্দ্দনাবেশেন

ততঃ পিশাচবেতালরূপিকোগ্রকবন্ধবৎ।
তৎ বভূব বলং ভীমমুর্ব্বীনিগরণক্ষমম্ ॥ ৩৬ ॥
অথেতরোপি ভূপালোমায়াং সঞ্চার্য্য তাং গুরৌ।
রাক্ষসাস্ত্রং সসর্জ্জাথ ত্রৈলোক্যগ্রহণোন্মুখম্ ॥ ৩৭ ॥
উদগুঃ পর্ব্বতাকারাঃ সর্ব্বতঃ স্থূলরাক্ষসাঃ।
দেহমাশ্রিত্য নিষ্ক্রান্তাঃ পাতালান্নরকা ইব ॥ ৩৮ ॥
অথোদভূদ্বলং ভীমং সসুরাসুরভীতিদম্।
গর্জ্জদ্রক্ষোমহানাদবাদ্যনৃত্যৎকবন্ধকম্ ॥ ৩৯ ॥
মেদোমাংসোপদংশাঢ্যং রুধিরাসবসুন্দরম্।
ক্ষীবকূষ্মাণ্ডবেতাল-যক্ষতাণ্ডবসুন্দরম্ ॥ ৪০ ॥

কূষ্মাণ্ডকোভাণ্ডবদণ্ডপাদ
ক্ষুব্ধাসৃগুৎক্ষিপ্ততরঙ্গসিক্তৈঃ।
সন্ধ্যাভ্ররাগোৎকরকোটিকান্তি
ভূতৈরসৃক্স্রোতসি দত্তসেতু ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে তৃতীয়াস্ত্রযুদ্ধং নাম একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

বল্লিতাঃ সঙ্কলিতাঃ। বল বল্ল সম্বরণে সঙ্কলনে চ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ইতরোবিদূরথঃ। গুরৌ পূর্ব্বপ্রয়োগেণোপদেষ্টরীব সিদ্ধৌ ॥ ৩৭-৩৯ ॥

ক্ষীবাণাং মত্তানাম্ ॥ ৪০ ॥

দণ্ডপাদো নাট্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ পাদাঘাতবিশেষঃ। সিক্তৈর্ভূতৈঃ। দত্তসেতু নিবদ্ধসেতু। বলং উদভূদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে ঘোরে সমরবিভ্রমে ।
সর্ব্বারিসৈন্যনাশার্থমেকং স্ববলশান্তয়ে ॥ ১ ॥
সস্মার স্মৃতিমানন্তো মহোদারোধিধৈর্য্যভৃৎ ।
অস্ত্রমস্ত্রেশ্বরং শ্রীমদ্বৈষ্ণবং শঙ্করোপমম্ ॥ ২ ॥
অথ যোসৌ শরস্তেন বৈষ্ণবাস্ত্রাভিমন্ত্রিতঃ ।
মুক্তস্তস্য ফলপ্রান্তাদুল্মূকাদি বিনির্যযৌ ॥ ৩ ॥
পঙ্‌ক্তয়ঃ স্ফারচক্রাণাং শতার্কীকৃতদিক্‌তটাঃ ।
গদানামভিযান্তীনাং শতবংশীকৃতাম্বরাঃ ॥ ৪ ॥
বজ্রাণাং শতধারাণাং তৃণরাজীকৃতাম্বরাঃ ।
পট্টিশানাং সপদ্মানাং দীনবৃক্ষীকৃতাম্বরাঃ ॥ ৫ ॥

অত্রাস্ত্রয়োর্ব্বৈষ্ণবয়োর্যুদ্ধং বিরথতা দ্বয়োঃ ।
মৃতির্ব্বিদূরথস্যাপি গৃহানীতস্য বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

একমসাধারণম্ । স্ববলস্য স্বসৈন্যস্য । শান্তয়ে রক্ষঃপিশাচপীড়াশান্তয়ে ॥ ১ ॥

অন্তঃ কালোচিতপ্রতিভাবতামবধিভূতঃ সিন্ধুঃ মহোদারঃ সন্ অধিকধৈর্য্যভৃৎ অধিকধৈর্য্যবান্ । শঙ্করোপমং কালরুদ্রবৎ সংহারকম্ ॥ ২ ॥

ফলপ্রান্তাৎ শল্যপ্রদেশাৎ ॥ ৩ ॥

উল্মূকাদীত্যুক্তমাদিশব্দার্থং প্রপঞ্চয়তি পঙ্‌ক্তয় ইত্যাদিনা । ত্রিষু শ্লোকেষু পঙ্‌ক্তয় এব বিশেষ্যাঃ । বংশপদেন গদাকারাণি বংশশরীরাণি গৃহ্যন্তে ॥ ৪ ॥

সপদ্মানাং পদ্মদলমুকুলাকারানেকশাখাশালিনাং পট্টিশানাং পঙ্‌ক্তয়ঃ ।

শরাণাং শিতধারাণাং পুষ্পজালীকৃতাম্বরাঃ।
খড়্গানাং শ্যামলাঙ্গানাং পত্ররাশীকৃতাম্বরাঃ ॥ ৬ ॥
অথ রাজা দ্বিতীয়োপি বৈষ্ণবাস্ত্রস্য শান্তয়ে।
দদৌ বৈষ্ণবমেবাস্ত্রং শক্রনিষ্ঠাবপূরকম্ ॥ ৭ ॥
ততোপি নির্যযুর্নদ্যোহেতীনাং হতহেতয়ঃ।
শরশক্তিগদাপ্রাসপট্টিশাদিপয়োময়াঃ ॥ ৮ ॥
শস্ত্রাস্ত্রসরিতাং তাসাং ব্যোম্নি যুদ্ধমবর্ত্তত।
রোদোরন্ধ্রক্ষয়করং কুলশৈলেন্দ্রদারণম্ ॥ ৯ ॥
শরপাতিতশূলাসিখড়্গকুট্টিতপট্টিশম্।
মুসলপ্রতনাপ্রাসশূলশাতিতশক্তিকম্ ॥ ১০ ॥
শরাম্বুরাশিমথনমত্তমুদ্গরমন্দরম্।
গদাবদনতোযুক্তং দুর্ব্বারাস্ত্রিনিভাসিনম্ ॥ ১১ ॥

দীনা লূনা যে বৃক্ষাস্তদ্ব্যাপ্তপ্রায়ং কৃতমম্বরং যাভিরিত্যর্থঃ। ষাদিভ্য ইতি নিষ্ঠানত্বম্ ॥ ৫-৬ ॥

দ্বিতীয়োরাজা বিদূরথঃ শত্রোর্নিষ্ঠা পরাক্রমস্থিতিঃ তস্যাঃ অবপূরকং পূর্ত্তিকরং তদনুরূপমিতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

হতাশ্ছিন্নাঃ পূর্ব্বাস্ত্রপ্রযুক্তহেতয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ৮-৯ ॥

শস্ত্রাস্ত্রসরিতাং যুদ্ধমেব বিস্তরাদ্বর্ণয়তি শরেত্যাদিনা। শরেভ্য আপতিতৈর্নির্গতৈঃ শূলাদিভিঃ কুট্টিতানি চূর্ণিতানি পট্টিশানি যত্র। অসিখড়্গয়োরবান্তরজাতিভেদবিবক্ষয়া পৃথক্ গ্রহণম্। মুসলানাং প্রতননং প্রতনা বিস্তারঃ। ভিদাদিত্বাদঙ্। তয়া প্রাসাদিভিশ্চ শাতিতাঃ খণ্ডিতাঃ শক্তয়ো যত্র ॥ ১০ ॥

শরলক্ষণস্যাম্বুরাশের্ম্মথনে মত্তাঃ প্রহৃষ্টাঃ সমর্থা ইতি যাবৎ। মুদ্গরা এব মন্দরপর্ব্বতা যত্র। গদানাং বদনতঃ। সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। মুখসদৃশৈরগ্রভাগৈর্যুক্তং সজ্ঘট্টিতম্। দুর্ব্বারাঃ অস্ত্রং যেষামস্তি তেঽস্ত্রিণঃ প্রতিযোদ্ধারঃ তন্নিভাস্তৎসমানপ্রমাণপ্রভাবা অসয়ঃ খড়্গজাতিভেদা যত্র। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি ঙীপোহ্রস্বঃ ॥ ১১ ॥

রিষ্টারিষ্টপ্রশমনভ্রমৎকুন্তেন্দুমণ্ডলম্ ।
প্রাসপ্রসরসংরব্ধপ্রোদ্যতান্তকৃতান্তকম্ ॥ ১২ ॥
চক্রাবকুণ্ঠিতোর্দ্ধাস্ত্রং সর্ব্বায়ুধক্ষয়ঙ্করম্ ।
শব্দস্ফুটদ্বিরিঞ্চাণ্ডং ঘাতভগ্নকুলাচলম্ ॥ ১৩ ॥
ধারানিকৃত্তশস্ত্রৌঘমস্ত্রয়োর্যুধ্যমানয়োঃ ।
মদস্ত্রবারণেনৈব বজ্রাবিজরপর্ব্বতম্ ॥ ১৪ ॥
শঙ্কুশঙ্কিতসূৎকারকাশিশূলশিলাশতম্ ।
ভুশুণ্ডীনির্জ্জিতোদ্দণ্ডভিন্দিপালোগ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥
পরশূলকরাভৈকপরশূলৈকলম্পিতম্ ।
বহুচ্ছিন্নচঞ্চূরচারণং শক্রবারণম্ ॥ ১৬ ॥
স্ফুটচ্চটচটাস্ফোটরুদ্ধত্রিপথগারয়ম্ ।
হেত্যস্ত্রীচূর্ণসম্ভারমহাধূমবিতানকম্ ॥ ১৭ ॥

রিষ্টম্। রিষহিংসায়াং ভাবে ক্তঃ। স্বস্বসৈন্যহিংসনং তল্লক্ষণস্যারিষ্ট-স্যাশুভতমসঃ প্রশমনায় ভ্রমন্তি কুন্তলক্ষণানীন্দুমণ্ডলানি যত্র। প্রাসানাং প্রসরৈঃ সংরব্ধঃ কুপিতঃ অতএব প্রোদ্যতান্তঃ প্রারব্ধজনবিনাশ ইব কৃতান্তো যমোযত্র ॥ ১২-১৩ ॥

মৎকৃতেন বিশ্বামিত্রাস্ত্রনিবারণেনেব পরস্পরপ্রতিবদ্ধকার্য্যয়োর্যুধ্যমান-য়োর্ম্নারায়ণাস্ত্রয়োঃ সম্বন্ধিভির্ব্বজ্রৈঃ অবিজরাঃ জরয়িতুমশক্যাঃ পর্ব্বতা যত্র। অসমর্থসমাসশ্ছান্দসঃ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কবঃ কীলানীব কার্য্যাৎ শঙ্কিতানি সম্ভাবিতানি সূৎকারশব্দমাত্র-কাশীনি শূলানি শিলাশতানি চ যত্র ॥ ১৫ ॥

পর উৎকৃষ্টঃ সর্ব্বসংহারসমর্থঃ শূলকরোরুদ্রস্তদাভং একৈকমায়ুধং পরং শ্রেষ্ঠং যৎ রুদ্রশূলং তৎসদৃশেনৈকৈকেন লম্পিতং কুণ্ঠিতং যত্র। বহুতাং নিঃসরু-তামেবোচ্ছিন্নানাং খণ্ডিতানামায়ুধানাং চঞ্চূরাণি কুটিলবিষমগতিকলানি চ চারণানি প্রবর্ত্তনানি যত্র। চরতের্ম্নিত্যং কৌটিল্যে গতাবিতি যঙি পচা-দ্যচি যঙোচি চেতি লুকি উৎপরস্যাত ইত্যুত্বে ছান্দসোদীর্ঘঃ ॥ ১৬ ॥

হেতীনামস্ত্রানাঞ্চ সমাহারো হেত্যস্ত্রী। স্ত্রীত্বং ছান্দসম্ ॥ ১৭ ॥

অন্যোন্যশস্ত্রসঙ্ঘট্টাভ্রমজ্জালোল্লসত্তড়িৎ।
শব্দস্ফুটদ্দিরিঞ্চাণ্ডং ঘাতমগ্নকুলাচলম্ ॥ ১৮ ॥
ধারানিকৃত্তশস্ত্রৌঘমস্ত্রয়োর্যুধ্যমানয়োঃ।
মদস্ত্রবারণেনৈব কালোপায়োচলাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
অয়ং কিয়দ্বল ইতি সিন্ধৌ তিষ্ঠতি হেলয়া।
বিদূরথোস্ত্রমাগ্নেয়ং তত্যাজাশনিশব্দবৎ ॥ ২০ ॥
জ্বালয়ামাস সরথং সিন্ধোঃ কক্ষমিবারসম্।
এতস্মিন্নন্তরে ব্যোম্নি হেতিনির্ব্বিবরোদরে ॥ ২১ ॥
সসন্নাহ ইব প্রাবৃট্পয়োদতটিনীরয়ঃ।
অস্ত্রে রাজ্ঞোঃ ক্ষণং কৃত্বা যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২২ ॥
অন্যোন্যং শমমায়াতে সবীর্য্যে সুভটাবিব।
এতস্মিন্নন্তরে সোগ্নীরথং কৃত্বা তু ভস্মসাৎ ॥ ২৩ ॥
প্রাপ দগ্ধ্বা বনং সিন্ধুং মৃগেন্দ্রমিব কন্দরাৎ।
সিন্ধুরভ্যাসতোগ্ন্যস্ত্রং বারুণাস্ত্রেণ শাময়ন্ ॥ ২৪ ॥
রথং ত্যক্ত্বাবনিং প্রাপ্য খড়্গাস্ফোটকবানভূৎ।

ভ্রমৎ জ্বালমানায় ইবোল্লসন্ত্যস্তড়িতো যত্র ॥ ১৮ ॥

পুনরুক্তং শ্লোকার্দ্ধদ্বয়ং ব্যাখ্যাতম্। অচলাত্মনঃ যুদ্ধে অচলবজ্জড়ীভূতস্য বিদূরথস্য মদীয়াস্ত্রনিবারণমাত্রেণাবস্থিতিরিয়ং কালস্য কালক্ষেপমাত্রস্য উপায়ঃ ॥ ১৯ ॥

অয়ন্তু মদগ্রে কিয়দ্বল ইতি হেলয়া অবজ্ঞাবুদ্ধ্যা সিন্ধৌ তিষ্ঠতি সতি ॥২০॥

কক্ষং তৃণগুচ্ছম্। অরসং শুষ্কম্ ॥ ২১ ॥

যোরাজ্ঞা সসন্নাহঃ প্রাবৃড়িব যশ্চান্যোরাজা পয়োদবর্দ্ধিতা তটিনী নদীব শরান্ বর্ষতি বহতি চ তয়োরাজ্ঞোঃ অস্ত্রে প্রাক্ প্রযুক্তে দ্বে নারায়ণাস্ত্রে ॥২২॥

স আগ্নেয়াস্ত্রসম্বন্ধী অগ্নিঃ ॥ ২৩ ॥

বনং দগ্ধ্বা। বনকন্দরান্নির্গতং মৃগেন্দ্রমিব ॥ ২৪ ॥

অক্ষোর্ন্নিমেষমাত্রেণ রথাশ্বানাং রিপোঃ খুরান্ ॥ ২৫ ॥
লুলাব করবালেন মৃণালানীব লাঘবাৎ।
বিদূরথোপি বিরথো বভূবাস্ফোটকাসিমান্ ॥ ২৬ ॥
সমায়ুধৌ সমোৎসাহৌ চেরতুর্ম্মণ্ডলানি তৌ।
খড়্গৌ ক্রকচতাং যাতৌ মিথঃ প্রহরতোস্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥
দন্তমালেয়মস্ত্বেব বলে চর্ব্বয়তঃ প্রজাঃ।
শক্তিমাদায় চিক্ষেপ খড়্গং ত্যক্ত্বা বিদূরথঃ ॥ ২৮ ॥
সিন্ধ্বম্বুঘর্ঘরারাবো মহোৎপাত ইবাশনিঃ।
অবিচ্ছিন্না সমায়াতা পতিতা সাস্য বক্ষসি ॥ ২৯ ॥
অপ্রিয়স্য যথা ভর্ত্তুরনিচ্ছন্তী স্বকামিনী।
তেন শক্তিপ্রহারেণ নাসৌ মরণমাপ্তবান্ ॥ ৩০ ॥
কেবলং রুধিরব্রাতং নাগোজলমিবাত্যজৎ।
তদ্দেশলীলা তং দৃষ্ট্বা ভগ্নং তম ইবেন্দুনা ॥ ৩১ ॥
সবিকাশঘনানন্দা পূর্ব্বলীলামুবাচ হ।
দেবি পশ্য নৃসিংহেন হতোভর্ত্রায়মাবয়োঃ ॥ ৩২ ॥
শক্তিকোটিনখৈর্দ্দৈত্যঃ সিন্ধুরুদ্ধূরকন্ধরঃ।
সরঃস্থলস্থনাগেন্দ্রকরফূৎকৃতবারিবৎ ॥ ৩৩ ॥

আস্ফোটকং চর্ম্ম তদ্বান্ অভূৎ ॥ ২৫-২৬ ॥

ক্রকচতাং ক্রকচবৎ কঠিনতরচর্ম্মাদিবিদারণসমর্থতাং যাতৌ প্রাপ্তৌ ॥২৭॥

বলে সৈন্যদ্বয়ে ॥ ২৮ ॥

সিন্ধোঃ সমুদ্রস্তাম্বু জলমিব ঘর্ঘরারাবঃ মহাপ্রলয়াদিসূচক উৎপাতঃ। সা শক্তিরস্য সিন্ধোর্ব্বক্ষসি ॥ ২৯-৩০ ॥

নাগোগজো জলং মদজলমিবাত্যজৎ অস্রবৎ ॥ ৩১ ॥

আবয়োর্ভর্ত্রা নৃসিংহেন সিন্ধুঃ দৈত্যোহিরণ্যকশিপুর্হত ইতি ব্যস্তরূপকম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

পিষ্টোরসোস্য নির্যাতি রক্তং চুলচুলারবৈঃ।
হা কষ্টং রথমানীতং সিন্ধূরারোঢ়ুমুদ্যতঃ ॥ ৩৪ ॥
সৌবর্ণং মৈরবং শৃঙ্গং পুষ্করাবর্ত্তকোযথা।
পশ্য দেবি রথোস্যাসৌ মুদ্গরেণ বিচূর্ণিতঃ॥ ৩৫ ॥
ভ্রমৎপার্থনিপাতেন সৌবর্ণং নগরং যথা।
প্রবৃত্তোরথমারোঢ়ুমানীতং পতিরেষ মে ॥ ৩৬ ॥
কষ্টং বজ্রমিবেন্দ্রেণ মুসলং সিন্ধূনেক্ষিতম্।
জবাৎ পতিঃ প্রয়াতোমে সৈন্ধবং মুসলায়ুধম্ ॥ ৩৭ ॥
বঞ্চয়িত্বা বিলাসেন রথমারুহ্য লাঘবাৎ।
হা ধিক্ কষ্টমসৌ সিন্ধূরার্য্যপুত্ররথং রয়াৎ ॥ ৩৮ ॥
হরি শ্বভ্রমিবারূঢ়ং প্লবেনোর্দ্ধমিব দ্রুমম্।
ক্রীড়িত্বা পীড়য়ামাস শরবর্ষৈর্ব্বিদূরথম্ ॥ ৩৯ ॥
ছিন্নধ্বজং ছিন্নরথং ছিন্নাশ্বং ছিন্নসারথিম্।
ছিন্নকার্ম্মুকবর্ম্মাণং ভিন্নসর্ব্বাঙ্গমাকুলম্ ॥ ৪০ ॥

পিষ্টাৎ সঞ্চূর্ণিতাৎ উরসঃ সকাশাৎ রক্তং সরঃ স্থলস্থস্য সরোমধ্যস্থস্য গজেন্দ্রস্য করাৎ ফূৎকৃতং বারীব নির্যাতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

মৈরবং মেরোঃ সম্বন্ধি শৃঙ্গম্। পুষ্করাবর্ত্তকো মেঘরাজঃ। অস্য সিন্ধো-রথঃ ॥ ৩৫ ॥

পার্থস্যার্জ্জুনস্য শরনিপাতেন ভ্রমন্নিবাতকবচানাং সৌবর্ণং নগরং যথা তথা ভ্রমস্তমর্থাৎ তং রথং পশ্যেত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেপি পার্থাদিজন্মসম্ভবান্না প্রসিদ্ধো-পমা ॥ ৩৬ ॥

ঈক্ষিতং প্রহরণার্থমিতি শেষঃ। সৈন্ধবং বঞ্চয়িত্বা ॥ ৩৭-৩৮ ॥

ধ্বজলাঞ্ছিতত্বাৎ প্লবেন পক্ষিবিশেষেণ উপলক্ষিতম্। শৈবলাদিনা হরি হরিতবর্ণং শ্বভ্রং পল্বলমিব। তথাবিধমূর্দ্ধমুচ্ছ্রিতং দ্রুমমিব বা স্থিতং রথমারূঢ়-মার্য্যপুত্রং স্বভর্ত্তারং বিদূরথং পীড়য়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

হৃদি স্ফোটশিলাপট্টদৃঢ়ে পীবরমূর্দ্ধনি।
ভিত্ত্বা বজ্রসমৈর্ব্বাণৈঃ পাতয়ত্যেষ ভূতলে ॥ ৪১ ॥
অথান্যং রথমানীতং কৃচ্ছ্রেণ প্রাপ্য চেতনাম্।
খড়্গেনারোহতোঽস্যাংসং ছিন্নং ভর্ত্তুর্ব্বিলোকয় ॥ ৪২ ॥
পদ্মরাগগিরিদ্যোত-মিবর্দ্ধাসৃখিমুঞ্চতি।
হা হা ধিক্! কষ্টমেতেন সিন্ধুনা খড়্গধারয়া ॥ ৪৩ ॥
জঙ্ঘয়োর্ম্মে পতিশ্ছিন্নঃ ক্রকচেনেব পাদপঃ।
হা হা হতাস্মি দগ্ধাস্মি মৃতাস্ম্যুপহতাস্মি চ ॥ ৪৪ ॥
মৃণালে ইব পত্যুর্ম্মে লূনে দ্বে অপি জানুনী।
ইত্যুক্ত্বা সা তদালোক্য ভর্ত্তুর্ভাবভয়াতুরা ॥ ৪৫ ॥
লতাপরশুকৃত্তেব মূর্চ্ছিতা ভুবি সাপতৎ।
বিদূরথোপি নির্জ্জানুঃ প্রহরন্নেব বিদ্বিষি ॥ ৪৬ ॥
পপাত স্যন্দনস্যাধশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।

স্ফোটে স্ফোটনবিষয়ে শিলাপট্টবৎ দৃঢ়ে অশক্যস্ফোটনে ইতি যাবৎ। পীবরে স্থূলে মূর্দ্ধনি চ ভিত্ত্বা ॥ ৪১ ॥

রথং কৃচ্ছ্রেণারোহতোঽস্য মে ভর্ত্তুঃ সিন্ধুনা ছিন্নং অংসং স্কন্ধদেশং বিলোকয় ॥ ৪২ ॥

অতএব ভর্ত্তারং ভিন্নস্য পদ্মরাগগিরের্নিঃসৃতং দ্যোতমারক্তপ্রভামিব ঋদ্ধং সমৃদ্ধমসৃক্ রক্তং বিমুঞ্চতি। পশ্যেত্যত্রাপ্যনুষজ্যতে ॥ ৪৩ ॥

হতা হননব্যাপারবিষয়ীকৃতা। মৃতা তৎফলমরণভাগিনীতি ভেদঃ ॥৪৪॥

ভর্ত্তুর্ব্বিষয়ে ভাবঃ স্নেহাতিশয়ঃ তেন ভয়েন চ আতুরা। সীদতীতি সা। সদের্ডপ্রত্যয়ে টাপ্ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

পপাত পতনোন্মুখোবভূবেত্যর্থঃ। পতন্ পতনোন্মুখ এবৈষ সূতেন বিষ্টভ্য রথেনৈবাপবাহিতো গৃহং প্রতীতি শেষঃ। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ"ইতি স্মৃতেঃ রণে অভিমুখমরণে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনো ব্রহ্মলোকাবাপ্তৌ বিরক্তস্য "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"ইতি

পতন্নেবৈষ সূতেন রথেনৈবাপবাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥
যদা তদাহতিং তস্য কণ্ঠেঽদাৎসিন্ধুরুদ্ধতঃ।
অর্দ্ধবিচ্ছিন্নকণ্ঠোসাবনুযাতোথ সিন্ধুনা ॥ ৪৮ ॥
স্যন্দনেনাবিশৎ সদ্ম পদ্মং রবিকরোযথা। *
সরস্বত্যাঃ প্রভাবাঢ্যং তৎ প্রবেষ্টুমসৌ গৃহম্।
নাশকন্মশকোমত্তো মহাজ্বালোদরং যথা ॥ ৪৯ ॥

খড়্গাবকৃত্তগলগর্ত্তগলৎসবাত-
রক্তচ্ছটাচ্ছুরিতবস্ত্রতনুত্রগাত্রম্।
তত্যাজ তং ভগবতীমভিতোগৃহান্তঃ
সূতঃ প্রবেশ্য মৃতিতল্পতলে গতোরিঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিদূরথমরণবর্ণনং নাম পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

বচনাৎ ক্রমমুক্তিপ্রসক্তৌ অবিরক্তস্য "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত" ইতিশ্রুতেঃ কল্পান্তরে পুনরাবৃত্তৌ বা প্রাক্তনপদ্মশরীরেণ প্রারব্ধশেষভোগাসিদ্ধেস্তদনুগুণ-সরস্বতীসঙ্কল্পবরদানবলাদেব সূতস্য রাজযশঃশ্রেয়োবিনাশে অপবাহনে প্রবৃত্তি-রাসীদিতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

যদা অপবাহিতস্তদা আহতিং খড়্গাঘাতং অদাৎ। অপবাহ্যমানে অস-ম্মুখে শত্রৌ প্রহারঃ শূরবিগর্হিতঃ কৃত ইতি সূচয়ন্ বিশিনষ্টি উদ্ধত ইতি ॥৪৮॥

অসৌ সিন্ধুঃ পদ্মগৃহং প্রবেষ্টুং নাশকৎ ॥ ৪৯ ॥

খড়্গেন অবকৃত্তস্য গলস্য গর্ত্তাৎ ছিদ্রাৎ গলন্তিঃ সবাতাভিঃ রক্তস্য ছটা-ভির্ধারাভিশ্ছুরিতানি সিক্তানি বস্ত্রাদীনি যস্য তথাবিধং তং বিদূরথং সূতো গৃহং প্রবেশ্য গৃহান্তর্ভগবতীং সরস্বতীমভিতঃ অভিমুখে মৃতিতল্পতলে সুখমরণ-যোগ্যমৃদ্বাস্তরণোপরি তত্যাজ। অভিতঃ পরিতঃ সময়ানিকষাহাপ্রতিযোগে-ষ্বীতি ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া। অরিঃ শত্রুঃ সিন্ধুশ্চ গৃহপ্রবেশাসামর্থ্যাৎ গতঃ পরাবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

হতোরাজা হতোরাজা প্রতিরাজেন সংযুগে।
ইতি শব্দে সমুদ্ভূতে রাষ্ট্রমাসীদ্ভয়াকুলম্ ॥ ১ ॥
ভাণ্ডোপস্করভারাঢ্যং বিদ্রবচ্ছকটব্রজম্।
সাক্রন্দার্ত্তকলত্রাঢ্যং দ্রবন্নাগরদুর্গমম্ ॥ ২ ॥
পলায়মানসাক্রন্দং মার্গাহৃতবধূগণম্।
অন্যোন্যলুণ্ঠনব্যগ্র-লোকলগ্নমহাভয়ম্ ॥ ৩ ॥
পররাষ্ট্রজনানীক-তাণ্ডবোল্লাসসারবম্।
নিরধিষ্ঠিতমাতঙ্গ-হয়বীরপতজ্জনম্ ॥ ৪ ॥
কপাটপাটনোড্ডীনকোশান্তরবঘর্ঘরম্।
লুণ্ঠিতাসংখ্যকৌশেয়প্রাবৃতাভিভটোদ্ভটম্ ॥ ৫ ॥
ক্ষুরিকোৎপাটিতার্দ্রান্ত্রমৃতরাজগৃহাঙ্গনম্।
রাজান্তঃপুরবিশ্রান্তচণ্ডালশ্বপচোৎকরম্ ॥ ৬ ॥

অত্র রাজবধোদন্তাদ্বর্ণ্যতে রাষ্ট্রবিপ্লবঃ।
সিন্ধৌ প্রতিষ্ঠিতে ভূয়ো দেশস্বাস্থ্যঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

রাজা বিদূরথঃ। প্রতিরাজেন সিন্ধুনা। সংযুগে যুদ্ধে ॥ ১-৩ ॥

শত্রুরাষ্ট্রজনান্তরাণাং সিন্ধুনীকস্ত চ জয়তাণ্ডবোল্লাসেন সারবং সশব্দম্ ॥৪॥

কপাটানাং পাটনেন উড্ডীন ইব বহিরাকাশে নির্গতো যঃ কোশগৃহস্থাস্তে বিনাশে রবঃ তেন ঘর্ঘরম্। কৌশেয়প্রাবৃতা অভিভূতকোশপালভটা উদ্ভটা যত্র ॥ ৫ ॥

চৌরৈঃ ক্ষুরিকাভিঃ শস্ত্রীভিরুৎপাটিতৈরার্দ্রৈরান্ত্রৈরুপলক্ষিতা মৃতা রাজগৃহাঙ্গনা যত্র ॥ ৬ ॥

গৃহাপহৃতভোজ্যান্নভোজনোন্মুখপামরম্ ।
সহেমহারবীরৌঘপাদাহতরুদচ্ছিশু ॥ ৭ ॥
অপূর্ব্বতরুণাক্রান্তকেশান্তঃপুরিকাঙ্গনম্ ।
চোরহস্তচ্যুতানর্ঘ্যরত্নদন্তুরমার্গগম্ ॥ ৮ ॥
হয়েভরথসজ্ঘট্টব্যগ্রসামন্তমণ্ডলম্ ।
অভিষেকোদ্যমাদেশং পরমন্ত্রিপুরঃসরম্ ॥ ৯ ॥
রাজধানীবিনির্ম্মাণসারম্ভস্থপতীশ্বরম্ ।
কৃতবাতায়নশ্বভ্রনিপতদ্রাজবল্লভম্ ॥ ১০ ॥
জয়শব্দশতোদ্ঘোষসিন্ধুরাজন্যনির্ভরম্ ।
অসংখ্যনিজরাজৌঘধৃতসিন্ধুকৃতা স্থিতি ॥ ১১ ॥
গ্রামান্তরসমাক্রান্তবিদ্রবদ্রাজবল্লভম্ ।
মণ্ডলান্তরসঞ্জাতনগরগ্রামলুণ্ঠনম্ ॥ ১২ ॥
অনন্তচোরমোষার্থরুদ্ধমার্গগমাগমম্ ।

ভোজ্যানাং রাজভোজনযোগ্যানামন্নানাং ভোজনে উন্মুখাঃ পামরাঃ পৃথগ্‌জনা যত্র ॥ ৭ ॥

রত্নৈর্দন্তুরা উন্নতদন্তা ইব ধবলিতা মার্গগা যত্র ॥ ৮ ॥

সজ্ঘট্টনং সজ্ঘট্টঃ অপঙ্গত্য মেলনং তত্র ব্যগ্রং সামন্তমণ্ডলং যত্র। সিন্ধুসুতপট্টাভিষেকোদ্যমস্য আদেশে আজ্ঞাপনে পরাস্তৎপরাঃ ॥ ৯ ॥

স্থপতীশ্বরাঃ কারুশ্রেষ্ঠাঃ। কারুকৃতেষু বাতায়নশ্বভ্রেষু অপূর্ব্বনগরসৌন্দর্য্যদর্শনায় নিপতন্ত্যঃ প্রবিশন্ত্যঃ সিন্ধুরাজবল্লভা যত্র ॥ ১০ ॥

জয়শব্দশতোদ্ঘোষৈঃ প্রবেশিতস্য সিন্ধুরাজন্যস্য সিন্ধুরাজপুত্রস্য অভিষিক্তস্য নির্ভরঃ প্রভাবাতিশয়ো যত্র। নিজৈঃ স্বপক্ষীয়ৈরাজৌঘৈঃ শিরসা ধৃতা সিন্ধুনা কৃতা স্থিতীরাষ্ট্রমর্য্যাদা যত্র ॥ ১১ ॥

গ্রামান্তরপ্রচ্ছন্নাঃ পরৈঃ পরিজ্ঞাতাস্ততোপি বিদ্রবন্তঃ পূর্ব্বরাজবল্লভজনা যত্র ॥ ১২ ॥

অনন্তৈশ্চোরৈর্ম্মোষার্থং রুদ্ধা মার্গেষু গমাগমা জনসঞ্চারা যত্র। মহাম্ব-

মহানুভাববৈধুর্য্যসনীহারদিনাতপম্ ॥ ১৩ ॥
মৃতবন্ধুজনাক্রন্দৈর্ম্মৃততূর্য্যরবৈরপি।
হয়েভরথশব্দৈশ্চ পিণ্ডগ্রাহ্যঘনধ্বনি ॥ ১৪ ॥
সিন্ধুদেবো জয়ত্যেকচ্ছত্রভূমণ্ডলাধিপঃ।
ইত্যনন্তরমারেভে ভের্য্যঃ প্রতিপুরং তদা ॥ ১৫ ॥
রাজধানীং বিবেশাথ সিন্ধুরুদ্ধুরকন্ধরঃ।
প্রজাঃ স্রষ্টুং যুগস্যান্তে মনুর্জ্জগদিবাপরঃ ॥ ১৬ ॥
প্রবৃত্তা দশদিগ্ভ্যোথ প্রবেষ্টুং সৈন্ধবং পুরম্।
করাঃ করিহয়াকারৈরত্নপূরা ইবাম্বুধিম্ ॥ ১৭ ॥
নিবন্ধনানি চিহ্নানি শাসনানি দিশং প্রতি।
ক্ষণান্নিবেশয়ামাসুর্ম্মণ্ডলং প্রতিমন্ত্রিণঃ ॥ ১৮ ॥
উদভূদচিরেণৈব দেশে দেশে পুরে পুরে।
জীবিতে মরণে মানে নিয়মোযমতোযথা ॥ ১৯ ॥
অথ শেমুর্ন্নিমেষেণ দেশোপপ্লববিভ্রমাঃ।
প্রশান্তোৎপাতপবনাঃ পদার্থাবৃত্তয়োযথা ॥ ২০ ॥
সৌম্যতামাজগামাশু দেশোদশদিগন্বিতঃ।
ক্ষীরোদঃ ক্ষুভিতাবর্ত্তো দ্রাগিবোদ্ধৃতমন্দরঃ ॥ ২১ ॥

ভাবোঃবিদূরথস্তদ্বৈধুর্য্যেণ সনীহারা দিনেষু আতপা যত্র ॥ ১৩ ॥

পিণ্ডবৎ করে গ্রহীতুং শক্যা ইত্যোৎপ্রেক্ষিকম্। ঘনা ধ্বনয়ো যত্র ॥১৪॥

ইতি উদ্ঘোষয়ন্ ভের্য্যঃ ভেরীঃ। ছান্দসঃ সুব্ব্যত্যয়ঃ। বাদয়িতুমারেভে জন ইতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

অথ পুত্রস্য রাজ্যাভিষেকানন্তরং সিন্ধুঃ স্বরাজধানীং বিবেশ ॥ ১৬-১৭ ॥

নিবন্ধনানি মর্য্যাদাঃ। চিহ্নানি মুদ্রাদিষু সিন্ধুনামাঙ্কণানি ॥ ১৮-১৯ ॥

পবনে শান্তে পবনকৃতাস্তৃণপর্ণধূল্যাদিপদার্থানামাবৃত্তয়ো ভ্রমণানি যথা শাম্যন্তি তদ্বৎ ॥ ২০-২১ ॥

ববুরলকচয়ান্ বিলোলয়ন্তো-
মুখকমলালিকুলানি সৈন্ধবীনাম্ ।
জললববলনাকুলাঃ সমীরা-
অশিবগুণানিব সর্ব্বতঃ ক্ষণেন ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সিন্ধুরাষ্ট্রবর্ণনং নাম
একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

সমীরা বায়বঃ সৈন্ধবীনাং মুখকমলে অলিকুলানি ভ্রমৎপংক্তিভূতানলকচয়ান্ বিলোলয়ন্তঃ । তন্মধুপ্রায়াণাং তৎস্বেদজললবানাং বলনেন মত্তা ইব মন্দগতিত্বাদাকুলাঃ সন্তস্তৈচ্ছৈত্যসৌরভ্যাদিমঙ্গলগুণৈঃ সর্ব্বদেশতঃ সন্তাপদৌর্গন্ধ্যাদ্যশিবগুণান্ বিলোলয়ন্তো ডলয়োরভেদাৎ বিলোড়য়ন্ত উপঘ্নন্ত ইব ববুঃ ॥ ২২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠউবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে রাম লীলোবাচ সরস্বতীম্ ।
শ্বাসাবশেষমালোক্য মূঢ়ং ভর্ত্তারমগ্রগম্ ॥ ১ ॥
প্রবৃত্তোদেহমুৎস্রষ্টুং মদ্ভর্ত্তায়মিহাম্বিকে ।

জ্ঞপ্তিরুবাচ ।

এবংরূপমহারম্ভে সংগ্রামে রাষ্ট্রসম্ভ্রমে ॥ ২ ॥
সম্পন্নেপি স্থিতেপ্যুচ্চৈর্ব্বিচিত্রারম্ভমন্থরে ।
ন কিঞ্চিদপি সম্পন্নং রাষ্ট্রং ন চ মহীতলম্ ॥ ৩ ॥
ন স্থিতং ক্বচনাপ্যেবং স্বপ্নাত্মকমিদং জগৎ ।
তস্য তন্মণ্ডপস্যান্তঃশবস্য নিকটাম্বরে ॥ ৪ ॥
ইদং ভূরাষ্ট্রমাভাতি ভর্ত্তৃজীবস্য তেহনঘে ।
অন্তঃপুরগৃহান্তে তদিদং রাষ্ট্রান্বিতোদরম্ ॥ ৫ ॥
বশিষ্ঠবিপ্রগেহেন্তর্ব্বিন্ধ্যদ্রিগ্রামকে স্থিতম্ ।
বশিষ্ঠবিপ্রগেহেন্তঃ শবগেহজগৎ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

রাজ্ঞোঽত্র মরণং তস্য সংসারস্য মৃষাত্মতা ।
তথা তৎপুরলীলায়া বর্ণ্যতে বাসনাত্মতা ॥ ১ ॥

মূঢ়ং মূর্চ্ছিতম্ ॥ ১-২ ॥

সম্পন্নে উৎপন্নে স্থিতে অপি শব্দাৎ বিনষ্টেপি কচন ক্বচিদপি । কচনেত্য-খণ্ডমব্যয়ম্ । ন সম্পন্নং ন স্থিতং ন নষ্টঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তন্মণ্ডপস্য প্রাগদৃষ্টতাদৃশান্তরমণ্ডপস্যান্তঃ পদ্মশবস্য ॥ ৪ ॥

তদ্বিদূরথব্রহ্মাণ্ডং পদ্মান্তঃপুরগৃহান্তে স্থিতং রাষ্ট্রৈরন্বিতমুদরং যস্য তথাভূত-মিদং পাদ্মব্রহ্মাণ্ডং বশিষ্ঠবিপ্রগেহেন্তঃস্থিতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

শবগেহজগৎকুক্ষাবিদং গেহজগৎ স্থিতম্ ।
এবমেষ মহারম্ভোজগত্রয়ময়োভ্রমঃ ॥ ৭ ॥
ত্বয়া ময়ানয়ানেন সংযুক্তঃ সার্ণবাবনিঃ ।
গিরিগ্রামকদেহান্তস্মধ্যে গগনকোশকে ॥ ৮ ॥
স্বাত্মৈব কচতি ব্যর্থো ন কচত্যেব বা ক্বচিৎ ।
তৎ পদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৯ ॥
স্বয়ং কচিতমাভাতং শান্তং পদমনাময়ম্ ।
কিল মণ্ডপগেহেন্তঃ স্বস্বভাবোদিতাত্মনি ॥ ১০ ॥
এবমারম্ভঘনয়োরপি মণ্ডপয়োস্তয়োঃ ।
উদরে শূন্যমাকাশমেবাস্তি ন জগদ্ভ্রমঃ ॥ ১১ ॥
ভ্রমদ্রষ্টুরভাবে হি কীদৃশী ভ্রমতা ভ্রমে ।
নাস্ত্যেব ভ্রমসম্ভাতো যদস্তি তদজং পদম্ ॥ ১২ ॥
ভ্রমোদৃশ্যমসত্তস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যদশা কুতঃ ।

উক্তমেব ব্যতিহারেণ দ্রঢ়য়তি বশিষ্ঠেতি ॥ ৬-৭ ॥

অনয়া দ্বিতীয়লীলয়া । অনেন স্বভর্ত্রা ॥ ৮ ॥

এতৈকৈকান্তরপরমুৎপন্নমিত্যপি কল্পনৈব বস্তুতশ্চৈতন্য এব নাকাশে আকাশাদিসহিতত্রিতয়াধ্যাসাদিত্যাশয়েনাহ স্বাত্মৈবেতি । বিষয়মিথ্যাত্বে চিতি তৎসম্বলিতরূপমপি নাস্ত্যেবেত্যাশয়েনাহ ন কচত্যেবেতি । তথাচ নির্ব্বিষয়-চিন্মাত্রমেবাবশিষ্যতে তদেব মুখ্যং জ্ঞেয়মিত্যাহ তদিতি ॥ ৯ ॥

স্বয়ং কচিতং স্বপ্রকাশং তদেব মণ্ডপগেহান্তঃ স্বেন চিন্মাত্রস্বভাবেনোদিতে স্বাত্মনি আভাতং ন বস্বন্তরমিত্যর্থঃ । কিলেতি বিদ্বৎপ্রসিদ্ধৌ ॥ ১০ ॥

মণ্ডপান্তর্গতে ভূতাকাশেপি ন জগদস্তি কিং বাচ্যং শুদ্ধচিদাকাশ ইত্যাশয়েনাহ এবমিতি ॥ ১১ ॥

নম্বল্পান্তে বৃহতোহসমাবেশাৎ তৎপ্রত্যয়ো যদি ভ্রমস্তর্হ্যতিবৃহতোব্রহ্মণো-মণ্ডপদ্বয়াদ্যাকাশেষ্বসমাবেশাৎ তত্র শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাৎ তৎপ্রত্যয়োহপি ভ্রমঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোপজীব্যবিরোধান্নৈবমিত্যাহ ভ্রমদ্রষ্টুরিতি ॥ ১২ ॥

নন্থ তর্হি ভ্রম এব ভ্রমং পশ্যতু নাস্তীত্যাহ ভ্রম ইতি । দ্রষ্টৃব্যাপারফলা-

দ্রষ্টৃদৃশ্যক্রমাভাবাদদ্বয়ং সহজং হি তৎ ॥ ১৩ ॥
তৎ পদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদবিবর্জ্জিতম্।
স্বয়ং কচিতমাভাতং শান্তমাদ্যমনাময়ম্ ॥ ১৪ ॥
কিল মণ্ডপগেহান্তঃ স্বস্বভাবোদিতাত্মনি।
বিহরন্তি জনাস্তত্র স্বগেহে স্বব্যবস্থয়া ॥ ১৫ ॥
ন জগত্তত্র নোসর্গঃ কশ্চিদপ্যনুভূয়তে।
তেনাহমজমাকাশং জগদিত্যেব বর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বং শূন্যাত্মবিজ্ঞানং মের্ব্বাদিগিরিজালকম্।
নেদং কুড্যময়ং কিঞ্চিদ্‌যথা স্বপ্নে মহাপুরম্ ॥ ১৭ ॥
দেশে প্রাদেশমাত্রেপি গিরিজালময়ান্যপি।
বজ্রসারাণি খান্যেব লক্ষাণি জগতোবিদুঃ ॥ ১৮ ॥

ধায়োহি দৃশ্যঃ। ন চ স্বাত্মনি কেন চিৎ ব্যাপারয়িতুং শক্যতে একত্র কর্ত্তৃ-কর্ম্মতাবিরোধাৎ। ন চ দ্রষ্টর্যসতি দৃশ্যস্য সত্তাস্ফূর্ত্তী সিধ্যত ইতি ভাবঃ। অয়ং দ্রষ্টৃদৃশ্যক্রমাভাবোদ্বৈতস্যৈব দূষণম্। অদ্বৈতস্য তু সহজস্য ভূষণমেবেত্যাশয়েনাহ দ্রষ্টিতি ॥ ১৩-১৪ ॥

এবমল্পতরে বৃহত্তরাসমাবেশোঽপি দৃশ্যস্যৈব দূষণং ন সর্ব্বাধিষ্ঠানচৈতন্য-স্যেত্যাশয়েনাহ কিলেত্যাদিনা। স্বস্বব্যবহারানুকূলদেশবৈপুল্যব্যবস্থয়া বিহরন্তি সঞ্চরন্তি। কিলেত্যাশ্চর্য্যে ॥ ১৫ ॥

অনুভূয়তে তত্ত্বজ্ঞৈরিত্যর্থঃ। তেনানুভবাত্মকপ্রত্যক্ষপ্রমাণেনাহঙ্কার-সাক্ষিভূতং মচ্চিদাকাশং তদেবাজ্ঞদৃশা জগদিতি রূপেণ বর্ত্তত ইতি নিশ্চিত-মিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

এবমনুমানেনাপি তন্নিশ্চয়ং সাধয়তি সর্ব্বমিতি। মের্ব্বাদিগিরিজাল-কোপলক্ষিতং সর্ব্বমিদং দৃশ্যং শূন্যাত্মস্বরূপজ্ঞানমাত্রমেব ন কুড্যময়ং ন যথা-দৃষ্টস্থূলস্বভাবম্। তৎসমাবেশাযোগ্যে অল্পপ্রদেশে প্রতীতত্বাৎ দেহান্তঃস্বপ্নদৃষ্ট-মহাপুরবদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

স্বপ্নে সর্ব্বানুভবসিদ্ধাং ব্যাপ্তিং দর্শয়তি দেশে ইতি। কণ্ঠে স্বপ্নঃ সমাবিশেদিতি শ্রুতেঃ কণ্ঠাদিহৃদয়ান্তে প্রাদেশমাত্রে খানি তৎপ্রদেশাবচ্ছিন্নাত্ম-

জগন্তি সুবহূন্যেব সম্ভবন্ত্যণুকেপি চ।
কদলীপল্লবানীব সন্নিবেশেন ভূরিশঃ ॥ ১৯ ॥
ত্রিজগচ্চিদণাবন্তরস্তি স্বপ্নপুরং যথা।
তস্যাপ্যন্তশ্চিদণবস্তেষ্বপ্যেকৈকশোজগৎ ॥ ২০ ॥
তেষাং যস্মিন্ জগত্যেষ পদ্মোরাজা শবঃ স্থিতঃ।
লীলা তব সপত্নীয়ং প্রাপ্তা পূর্ব্বতরা শুভে ॥ ২১ ॥
যদৈব মূর্চ্ছামায়াতা লীলেয়ং পুরতস্তব।
তদৈব ভর্ত্তুঃ পদ্মস্য শবস্য নিকটে স্থিতা ॥ ২২ ॥

লীলোবাচ।

কথমেষা পুরা দেবি সম্পন্না তত্র দেহিনী।
কথঞ্চ তৎসপত্নীকভাবমাপ্তবতী স্থিতা ॥ ২৩ ॥
তে চাস্যা বদ কিং রূপং পশ্যন্ত্যথ বদন্তি কিম্।
তদ্গেহবরবাস্তব্যাঃ সমাসেনেতি মে বদ ॥ ২৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণু সর্ব্বং সমাসেন যথা পৃষ্টং বদামি তে।
লীলে লীলাস্ববৃত্তান্তমন্তদং দৃশ্যচুর্দ্দশম্ ॥ ২৫ ॥

চৈতন্যান্যেব। ঔপাধিকং বহুবচনম্। গিরিজালময়ানি বিদুঃ পশ্যন্তি সর্ব্বে স্বপ্নে ॥ ১৮ ॥

তথা দার্ষ্টান্তিকেপি সম্ভবমুপনয়েন দর্শয়তি জগন্তীতি ॥ ১৯ ॥

নিগমনেন প্রসাধিতং দ্রঢ়য়তি ত্রিজগদিতি ॥ ২০ ॥

পৃষ্টং সমাধায় তৎপুরলীলাতত্ত্বং বক্তুকামা প্রস্তুতকথামাদত্তে তেষামিত্যাদিনা। পূর্ব্বরাজগমনাপেক্ষয়া পূর্ব্বতরা ॥ ২১-২২ ॥

সা সপত্নী যস্য ভাবস্য স্থিতে স্তং তৎ সপত্নীকং ভাবম্ ॥ ২৩ ॥

তস্য পদ্মস্য বরগেহলক্ষণে বাস্তুনি ভবা বাস্তব্যা স্তে জনা অস্যাঃ কিংরূপং পশ্যন্তি অথবা কিং বদন্তি ইত্যেতৎ সর্ব্বং সমাসেন সংক্ষেপেণ বদ ॥ ২৪ ॥

লীলাস্বরভূতায়াঃ স্বস্যা এব বৃত্তান্তম্। অন্তং নির্ণয়ং দদাতীত্যন্তদম্।

পদ্মস্তব স ভর্ত্তৈষ ভ্রান্তিং তাবৎ ততামিমাম্।
ইয়ং জগন্ময়ী তস্মিন্নেব সদ্মনি পশ্যতি ॥ ২৬ ॥
ভ্রান্তিযুদ্ধমিদং যুদ্ধমেষা ভ্রান্তির্জ্জনোঽজনঃ।
ভ্রান্ত্যৈবাস্তীহ মরণমেষ চৈবং ভ্রমাত্মকঃ ॥ ২৭ ॥
ভ্রমক্রমেণানেনৈব লীলাস্য দয়িতা স্থিতা।
ত্বঞ্চৈষা চ বরারোহে স্বপ্নমাত্রং বরাঙ্গনে ॥ ২৮ ॥
যথা ভবত্যাবেতস্য স্বপ্নমাত্রং বরাঙ্গনে।
তথা ভবত্যোর্ভর্ত্তৈষ তথৈবাহমপি স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
জগচ্ছোভৈবেদৃশীয়ং দৃশ্যমেতদিহোচ্যতে।
এতদেব পরিজ্ঞাতং দৃশ্যশব্দার্থমুজ্ঝতি ॥ ৩০ ॥
এবমেষাৎ তমেষা চ সম্পন্নৈবমসৌ নৃপঃ।
অহঞ্চাত্মনি সত্যত্বং গতা সর্ব্বতয়াত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
ইমে বয়মিহান্যোন্যং সম্পন্নাশ্চোদিতা ইতি।
ইত্থং সর্ব্বাত্মকতয়া মহাচিদ্ঘনসংস্থিতেঃ ॥ ৩২ ॥
এবমেষা স্থিতা রাজ্ঞী হারিহাসবিলাসিনী।
লীলাবিলোলবদনা নবযৌবনশালিনী ॥ ৩৩ ॥

দৃশ্যাঃ সম্যগ্ দ্রষ্টুং শক্যা মরণপরলোকগমনাদিচ্ছর্দশা যেন তম্ ॥ ২৫ ॥

ইয়মেতন্নগরাদিভাবেন দৃশ্যমানা জগন্ময়ী ভ্রান্তি স্তাং ভ্রান্তিমেব বিদূরথ ভূতস্তব স পদ্মো ভর্ত্তা তস্মিন্নেব শবাশ্রয়ে সদ্মনি পশ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

ইদং ত্বয়া দৃষ্টং যুদ্ধং স্বাপ্নযুদ্ধবদ্ভ্রান্তিযুদ্ধমেব। এষা ত্বৎপৃষ্টলীলাপি ভ্রান্তিরেব। এষ জনশ্চাঽজনো জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতাত্মৈব। এষঃ সংসারঃ ॥২৭-২৯॥

দৃশ্যশব্দস্যার্থং দৃশিকর্ম্মতামুজ্ঝতি ত্যজতি ॥ ৩০ ॥

এষা সংসারস্থিতিঃ। এবং ভ্রান্তিরূপৈব। আত্মনঃ সর্ব্বতয়া পূর্ণতয়া ॥৩১॥

ইমে নৃপাদয়োবয়মন্যোন্যমনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবেন চোদিতাঃ প্রেরিতা ইতীত্থং মহাচিদ্ঘনস্য সংস্থিতের্ম্মিথ্যাকল্পনাস্থিতের্যথাসম্পন্না এবমেষাপি রাজ্ঞী সম্পন্না স্থিতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

পেশলাচারমধুরা-মধুরোদারভাষিণী।
কোকিলাস্বরসঙ্কাশা মদমন্মথমন্থরা ॥ ৩৪ ॥
অসিতোৎপলপত্রাক্ষী বৃত্তপীনপয়োধরা।
কান্তা কাঞ্চনগৌরাঙ্গী পক্কবিম্বফলাধরা ॥ ৩৫ ॥
ত্বৎসঙ্কল্পাত্মকস্ত্যেষা যদা ভর্ত্তুর্ম্মনঃকলা।
তদা ত্বৎসদৃশাকারা স্থিতৈষা চিচ্চমৎকৃতৌ ॥ ৩৬ ॥
ত্বদ্ভর্ত্তুর্ম্মরণে ক্ষিপ্রং সমনন্তরমেব হি।
ত্বদ্ভর্ত্রৈষা পুরোদৃষ্টা ত্বৎসঙ্কল্পাত্মনামুনা ॥ ৩৭ ॥
যদাধিভৌতিকং ভাবং চেতোনুভবতি স্বয়ম্।
চেত্যং সম্ময়মেবাত আতিবাহিককল্পনম্ ॥ ৩৮ ॥
যদাধিভৌতিকং ভাবং চেতোবেত্তি ন সম্ময়ম্।
আতিবাহিকসঙ্কল্পস্তদা সত্যোপজায়তে ॥ ৩৯ ॥
অথোমরণসম্বিত্ত্যা পুনর্জ্জন্মময়ে ভ্রমে।
ত্বং হি সম্বিদিতানেন ত্বয়া চ গত এব সঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্থং ত্বাং দৃষ্টবানেষ দৃষ্টশ্চৈষ ত্বয়েতি চ।

পেশলা দক্ষা। আচারেণ মধুরা হৃদ্যা। কোকিলায়াঃ স্বরেণ সঙ্কাশা সদৃশস্বরা ॥ ৩৪-৩৫ ॥

মনঃকলামনোবৃত্তিস্তদ্বাসনা চ। জাতেতি শেষঃ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যদি বাসনাময়ীয়ং কথং তর্হি সত্যতয়া তেনানুভূতা তত্রাহ যদেতি। বস্তুত আতিবাহিককল্পনং প্রাতিভাসিকমেব। চেত্যং দৃশ্যম্। তত্র চেতশ্চিত্তং যদাভ্যাসদৃঢ়বাসনয়া আধিভৌতিকং ব্যাবহারিকং ভাবমনুভবতি তদা অতোঽনুভবাচ্চেত্যং সম্ময়ং পরমার্থসত্যমিত্যেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যদা তু বিবেকজ্ঞানাভ্যাসেনাধিভৌতিকং ভাবং ন সম্ময়ং অনৃতং বেত্তি তদা সত্যা দৃঢ়য়া তদ্বাসনয়া প্রপঞ্চে আতিবাহিকসঙ্কল্পঃ প্রাতিভাসিকনির্ণয় উপজায়তে ॥ ৩৯ ॥

বাসনাময়লীলান্তররূপয়া ত্বয়া গতঃ সঙ্গত এব ॥ ৪০ ॥

স্বমপ্যাত্মনি সম্পন্না সর্ব্বগত্বাচ্চিদাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বগতং যৎ স্যাৎ যথা যত্র যদোদিতম্।
ভবত্যাশু তথা তত্র স্বপ্নশক্ত্যৈব পশ্যতি ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তিত্বাৎ যত্র যা শক্তিরুন্নয়েৎ।
আস্তে তত্র তথা ভাতি তীব্রসম্বেগহেতুতঃ ॥ ৪৩ ॥
মৃতিমোহক্ষণেনৈব যদৈতৌ দম্পতী স্থিতৌ।
তদৈবাভ্যামিদং বুদ্ধং প্রতিভাসবশাদ্ধৃদি ॥ ৪৪ ॥
আবয়োঃ পিতরাবেতাবিমে বৈ চাপি মাতরৌ।
দেশ এষ ধনঞ্চেদং কর্ম্মেদং পূর্ব্বমীদৃশম্ ॥ ৪৫ ॥
আবাং বিবাহিতাবেবমেবং নামৈকতাং গতৌ।
এতয়োঃ সাপি জনতা যাতা তত্রৈব সত্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥
তথৈবাত্রাস্তি দৃষ্টান্তঃ প্রত্যক্ষং স্বপ্নবেদনম্।
ইত্যেবং ভাবয়া লীলে লীলয়াহমথার্চ্চিতা ॥ ৪৭ ॥

স্বয়াপ্যসৌ স্ববাসনাময় এব দৃষ্ট ইতি প্রাগ্দর্শিতব্রহ্মাণ্ডত্রয়তয়া পরিণতা। সর্ব্বগত্বাৎ সর্ব্ববাসনানুগতত্বাৎ সর্ব্বাকারবিবর্ত্তোপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ ব্রহ্মেতি। স্বপ্নশক্ত্যা বিক্ষেপশক্ত্যা। স্বস্বশক্ত্যেতি পাঠে তত্তদ্বাসনাশক্ত্যা ॥ ৪২ ॥

যথা যথা যদ্যদ্রূপেণ উন্নয়েৎ ভোজকাদৃষ্টবলাদাবির্ভাবয়েৎ। তীব্রসম্বেগো দৃঢ়াভিনিবেশবাসনা তস্মাদ্ধেতোঃ ॥ ৪৩ ॥

মৃতিমোহঃ স্বস্বমরণানুকূলমূর্চ্ছা তৎক্ষণেনোপলক্ষিতৌ যদা স্থিতৌ তদৈবাভ্যামিদং বক্ষ্যমাণং সর্ব্বং বুদ্ধং স্বকল্পনয়াহনুভূতম্। প্রতিভাসো বাসনোদ্বোধস্তদ্বশাৎ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বং ঈদৃশং কর্ম্ম কৃতমিতি শেষঃ ॥ ৪৫ ॥

সা কল্পনাত্মিকাপি জনতা ভোজকাদৃষ্টবলাৎ সত্যতামর্থক্রিয়াসমর্থতাং যাতা ॥ ৪৬ ॥

যৎ পৃষ্টং পূর্ব্বং তত্র কথং প্রাপ্তেতি তস্যোত্তরমাহ ইত্যেবমিতি। ইতি

নাহং স্যাং বিধবেত্যেবং বরোদত্তোময়াপ্যসৌ ।
ইত্যর্থেন মৃতা পূর্ব্বমেবেহ খলু বালিকা ॥ ৪৮ ॥
ভবতাং চেতনাংশানামহং চেতনধর্ম্মিণী ।
কুলদেবী সদা পূজ্যা স্বত এব করোম্যহম্ ॥ ৪৯ ॥
অথাস্যা জীবকোদেহাৎ প্রাণমারুতরূপধৃক্ ।
মনসা চলতাং প্রাপ্তো মুখাগ্রত্যক্তদেহকঃ ॥ ৫০ ॥
ততোমরণমূর্চ্ছান্তে গৃহেস্মিন্নেব চৈতয়া ।
বুদ্ধৌ ভাবিত আকাশে দৃষ্টোজীবাত্মনা ততঃ ॥ ৫১ ॥

এবম্বক্ষ্যমাণপ্রকারোভাবোভিসন্ধির্যস্যাঃ সা তয়া ॥ ৪৭ ॥
ইত্যর্থেনৈতস্মাদ্ধেতোঃ পূর্ব্বমেব মৃতা ॥ ৪৮ ॥

অস্যা মম চ ত্বদারাধনে ত্বৎপ্রসাদে চ কোহেতুস্তত্রাহ ভবতামিতি। চেতনাংশানাং ব্যষ্টিচেতনানাং চেতনধর্ম্মিণী হৈরণ্যগর্ভচেতনা ত্বৎসমষ্টিচেতনাত্মিকা ॥ ৪৯ ॥

পুরা কথং প্রাপ্তেত্যস্য প্রশ্নাংশস্যোত্তরমুক্ত্বা দেহিনী কথং সম্পন্নেতি তদংশস্যোত্তরমাহ অথেত্যাদিনা। অথ দেহাদূর্দ্ধচিক্রমিষুরস্যা অঙ্গুষ্ঠপরিমিতলিঙ্গদেহমাত্রত্বাদল্পোজীবো জীবকঃ "প্রাণ স্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি"ইতি শ্রুতেরুৎক্রমণস্য প্রাণাধীনত্বাৎ "প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতী"ত্যাদিশ্রুত্যা সর্ব্বকরণানাং প্রাণেপ্যয়াচ্চ প্রাণমারুতরূপধৃগ্ বভূবেত্যর্থঃ। "যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তী"তি শ্রুতেঃ "যং যং বাপি স্মরন্ ভাব"মিত্যাদিস্মৃতেশ্চ ভাব্যর্থসঙ্কল্পপ্রধানেন মনসা চলতাং তত্তদর্থপ্রাপ্ত্যুৎসুকতাং "তস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিক্রামতি চক্ষুষ্টোবা মূর্দ্ধ্নোবা অন্যেভ্যোবা শরীরদেশেভ্য" ইতি শ্রুত্যুক্তক্রমেণ নাড়ীমার্গেণ ত্যক্তদেহকঃ অভূদিতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥

ততস্তদনন্তরং জীবাত্মনা অনয়া অস্মিন্নেব গৃহে ব্রহ্মাকাশে ভূতাকাশে বা বুদ্ধৌ ভাবিতঃ সঙ্কল্পিতো বক্ষ্যমাণশরীরগমনকুমারীপ্রাপ্ত্যাদিরূপোর্থো-দৃষ্টঃ ॥ ৫১ ॥

সম্পন্নৈষা হরিণনয়না চন্দ্রবিম্বাননশ্রী-
র্ম্মানোন্মদ্ধা দয়িতললিতা কান্তমাভোক্তুকামা।
পূর্ব্বস্মৃত্যা সরভসমুখী সংযুতা মণ্ডলান্তঃ
স্বপ্নান্তেবাপ্রকৃতিবিভবা পদ্মিনী চোদিতেব ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে মরণসমনন্তরদেহপ্রতিভাবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

ততোভাবনাবশাৎ পূর্ব্বদেহস্মৃত্যা স্বপ্নান্তে স্বপ্নমধ্যে ইব। ইবার্থেঽত্র বশব্দো বাশব্দোবা বোধ্যঃ। রবিকরৈশ্চোদিতা পদ্মিনীব বিকাসিতবাসনা-মুকুলা এষা লীলা দয়িতস্য স্বয়ং ললিতা উপভোগযোগ্যা স্বয়ঞ্চ কান্তং মনো-হরং ভর্ত্তারমাভোক্তুমনুভবিতুং কামোযস্যাস্তথাবিধা। তুং কামমনসোরপীতি তুমুনোমলোপঃ। সরভসং লাবণ্যকান্তিবেগসহিতং মুখং যস্যাস্তথাবিধা সতী পদ্মব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলান্তর্গত্বা ভর্ত্রা সংযুতা সম্পন্নেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥
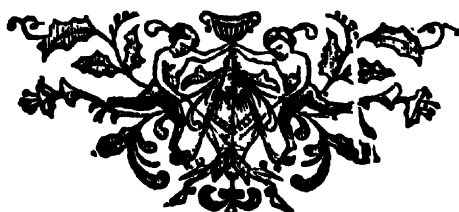
ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ লব্ধবরা দেহেনানেনৈব মহীপতিম্।
পতিমাপ্তুং প্রয়াত্যেষা নভোমার্গেণ বিষ্টপম্॥ ১॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সানন্দমুদ্দামমকরধ্বজা।
পুপ্লুবে পেলবাকারা পক্ষিণীব নভস্তলে॥ ২॥
কুমারীং তত্র সা প্রাপ জ্ঞপ্ত্যেব প্রহিতাং হিতাম্।
স্বসঙ্কল্পমহাদর্শাৎ পুরতোনির্গতামিব॥ ৩॥

কুমার্য্যুবাচ।

দুহিতাস্মি সখি জ্ঞপ্তেঃ স্বাগতন্তেঽস্তু সুন্দরি।
প্রতীক্ষমাণা ত্বামেব স্থিতাস্মীহ নভঃপথি॥ ৪॥

লীলোবাচ।

দেবি ভর্ত্তুঃ সমীপং মাং নয় নীরজলোচনে।
মহতাং দর্শনং যস্মান্ন কদাচন নিষ্ফলম্॥ ৫॥

গতিমার্গোঽত্র লীলায়া ভর্ত্তৃপ্রাপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে।
অজ্ঞানযোগসিদ্ধানামগতিশ্চ নভঃপথি॥ ১॥

অনেন প্রাগ্বর্ণিতবাসনাময়েনৈব দেহেন। বিষ্টপং বক্ষ্যমাণভুবনানি। জাত্যবেকবচনম্॥ ১॥

ইতি উক্তপ্রকারেণ সঞ্চিন্ত্য স্মরণেন দেহাদিভাবং সম্পাদ্য পতিপ্রাপ্ত্যুৎসাহেন সানন্দং যথা স্যাৎ তথা পুপ্লুবে। পেলবাকারা লঘুশরীরা॥ ২॥

কুমারীং স্বকন্যাম্॥ ৩॥

হে জ্ঞপ্তেঃ সখি ইতি মাতুঃসম্বোধনম্॥ ৪॥

পূর্ব্বমাগমনাম্মার্গানভিজ্ঞতাং তস্যা নিশ্চিত্য লীলোবাচ দেবীতি। দেবি

বশিষ্ঠউবাচ।

এহি তত্রৈব গচ্ছাব ইত্যুক্ত্বা সা কুমারিকা।
পুরস্তস্যাঃ স্থিতা ব্যোম্নি মার্গদর্শনতৎপরা ॥ ৬ ॥
ততস্তদনুযাতা সা প্রাপ কোটরমম্বরম্।
নির্ম্মলং করমালাগ্রং যথা লক্ষণলেখিকা ॥ ৭ ॥
মেঘমার্গমথোল্লঙ্ঘ্য বাতস্কন্ধান্তরে গতা।
সূর্য্যমার্গাদভিগতা তারামার্গমতীত্য চ ॥ ৮ ॥
বায়িন্দ্রসুরসিদ্ধানাং লোকানুল্লঙ্ঘ্য লাঘবাৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং প্রাপ ব্রহ্মাণ্ডখর্পরম্ ॥ ৯ ॥
হিমশৈত্যং যথান্তঃস্থং কুম্ভেঽভিন্নে বহির্ভবেৎ।
তথা সঙ্কল্পসিদ্ধা সা ব্রহ্মাণ্ডান্নির্গতা বহিঃ ॥ ১০ ॥
স্বচিত্তমাত্রদেহৈষা স্বসঙ্কল্পস্বভাবজম্।
অন্তরেবানুভবতি কিলৈবং নাম বিভ্রমম্ ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মাদিস্থানমাক্রম্য প্রাপ্য ব্রহ্মাণ্ডখর্পরম্।
ততোব্রহ্মাণ্ডপারস্থা জলাদ্যাবরণানি চ ॥ ১২ ॥

দেবতাশরীরং প্রাপ্তে। মম ভর্ত্তুস্তৎপিতুঃ। নমু তবৈব কান্তার্থিন্যা মম কিং পিতৃসমীপগমনেন তত্রাহ মহতামিতি। তথাচ মৎপ্রিয়ার্থং মদুক্তং সম্পাদয়েত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

কোটরং ব্রহ্মাণ্ডচ্ছিদ্রভূতম্। করমালানাং প্রাণিহস্তসমূহানামগ্রং তলং যথা ভাবিশুভাশুভলক্ষণভূতা বিধাতৃকৃতা লেখিকা রেখা ॥ ৭ ॥

অভিগতা নির্গতা ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং লোকাংশ্চোল্লঙ্ঘ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হিমস্য জলস্য শৈত্যং অভিন্নে অচ্ছিদ্রে অপি কুম্ভে যথা বহির্ভবেন্নিঃসরেৎ ॥ ১০ ॥

ইদঞ্চ গমনং চিত্তকল্পনামাত্রমিতি স্মারয়তি স্বচিত্তেতি ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্দ্ধমনুবাদঃ ॥ ১২ ॥

সমুল্লঙ্ঘ্য পুরঃ প্রাপ মহাচিদ্গগনান্তরম্ ।
অদৃষ্টপারপর্য্যন্তমতিবেগেন ধাবতা ।
সর্ব্বতোগরুড়েনাপি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৩ ॥
তত্র ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি সন্ত্যসঙ্খ্যানি ভূরিশঃ ।
তান্যন্যোন্যমদৃষ্টানি ফলানীব মহাবনে ॥ ১৪ ॥
তত্রৈকস্মিন্ পুরঃ সংস্থে বিততাবরণান্বিতে ।
বেধয়িত্বা বিবেশান্তর্ব্বদরং কৃমিকোযথা ॥ ১৫ ॥
পুনর্ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণ্বাদিলোকানুল্লঙ্ঘ্য ভাস্বরান্ ।
তন্মহীমণ্ডলং শ্রীমৎ প্রাপ তারাপথাদধঃ ॥ ১৬ ॥
তত্র তন্মণ্ডলং প্রাপ্য তৎপুরং তচ্চ মণ্ডপম্ ।
প্রবিশ্য পুষ্পগুপ্তস্য শবস্য নিকটে স্থিতা ॥ ১৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে সা চ ন দদর্শ কুমারিকাম্ ।
মায়ামিব পরিজ্ঞাতাং ক্বাপি যাতাং বরাননা ॥ ১৮ ॥
মুখমালোক্য সা তস্য স্বভর্ত্তুঃ শবরূপিণঃ ।
ইদং বুদ্ধবতী সত্যং প্রতিভাবশতঃ স্বতঃ ॥ ১৯ ॥
অয়ং স ভর্ত্তা সংগ্রামে নিহতোমম সিন্ধুনা ।
বীরলোকানিমান্ প্রাপ্য ক্ষণং শেতে যথাসুখম্ ॥ ২০ ॥
অহং দেব্যাঃ প্রসাদেন সশরীরৈরমীদৃশম্ ।
ইহ প্রাপ্তবতী ধন্যা মৎসমা নাস্তি কাচন ॥ ২১ ॥

চিদ্গগনং মায়াসম্বলিতচিদাকাশঃ অতিবেগেন ধাবতা গরুড়েনাপি সর্ব্বতঃ অদৃষ্টপারপর্য্যন্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

বেধয়িত্বা ছিদ্রীকৃত্যোবেত্যোৎপ্রেক্ষিকম্ । বাস্তবচ্ছিদ্রানপেক্ষণাৎ ॥ ১৫ ॥

তারাপথান্নভসঃ অধ স্তস্য পশ্চস্ত মহীমণ্ডলম্ ॥ ১৬-১৮ ॥

স্বতঃ প্রতিভাবশতঃ স্বতর্কতঃ ॥ ১৯-২০ ॥

প্রাপ্তবতী ভর্ত্তারমিতি শেষঃ ॥ ২১ ২২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা হস্তে গৃহীত্বা চারুচামরম্।
বীজয়ামাস চন্দ্রেণ দ্যৌরিবাবনিমণ্ডলম্ ॥ ২২ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

তে ভৃত্যাস্তাশ্চ বৈ দাস্যঃ স রাজা চ প্রবুদ্ধবান্।
বক্ষ্যন্তি বদ তাং দেবি কিং কয়ৈব কথং ধিয়া ॥ ২৩ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

স রাজা সা চ তে ভৃত্যাঃ সর্ব্ব এব পরস্পরম্।
চিদাকাশৈকতাবেশাদাবয়োশ্চ প্রভাবতঃ ॥ ২৪ ॥
মহাচিৎপ্রতিভাসত্বাৎ মহানিয়তিনিশ্চয়াৎ।
অন্যোন্যমেব পশ্যন্তি মিথঃ সম্প্রতিবিম্বিতাৎ ॥ ২৫ ॥
ইয়ং মে সহজা ভার্য্যা মমেয়ং সহজা সখী।
মমেয়ং সহজা রাজ্ঞী ভৃত্যোঽয়ং সহজোমম ॥ ২৬ ॥
কেবলং ত্বমহং সা চ যথাবৃত্তমখণ্ডিতম্।
জ্ঞাস্যাম ইদমাশ্চর্য্যং নন্বু কশ্চিদপীতরঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বপ্রশ্নশেষসহিতং পুনঃপৃচ্ছতি তে ভৃত্যা ইতি। কয়া ধিয়া কিং বক্ষ্যন্তি তচ্চ কথমুপপদ্যতে। রাজ্ঞঃ পূর্ব্ববৃত্তান্তস্য বিস্মরণে কেয়ং কস্তেয়মিতি শঙ্কয়া স্মরণেঽপি শিষ্টলোকবিগর্হিতত্বয়া তৎপরিগ্রহাসিদ্ধেরিতি ভাবঃ। তাং কথাং বদ ॥ ২৩ ॥

অপূর্ব্বা কাচিদিয়মিতি সর্ব্বেষাং প্রতীতৌ হি উক্তদোষঃ স্যাৎ সৈব তাবৎ সত্যসঙ্কল্পাস্মদাদিপ্রভাবান্ন ভবিষ্যতীতি দেবী সমাধত্তে স রাজেত্যাদিনা। রাজাদয়ঃ সর্ব্ব এবান্যোন্যমৈকমত্যেন পরস্পরমেবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ পশ্যন্তীত্যন্বয়ঃ। ঐকমত্যে হেতবশ্চিদাকাশেত্যাদয়ঃ। মিথঃ স্বস্ববুদ্ধৌ সম্প্রতিবিম্বিতাৎ প্রতিবিম্ববদন্তর্নিবিষ্টাৎ সাক্ষিচিদাকাশস্যৈকত্বৈকমত্যানুগুণ্যেন আবেশাৎ স্ফুরণাৎ। মহাচিৎ ব্রহ্মচৈতন্যং তৎপ্রতিভাসত্বাত্তোজকাদৃষ্টানুগুণতদ্বিবর্ত্তত্বাৎ মহানিয়তিরনেনেত্থমেব ভাব্যমিতীশ্বরসঙ্কল্পস্তৎসংশ্রয়াত্তদধীনত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৪-২৬ ॥

সা বিদূরথলীলা চ ইতরঃ ন তু জ্ঞাস্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

অমুনৈব শরীরেণ কিমর্থং ন গতা পতিম্।
এষা বরেণ সম্প্রাপ্তা লীলা ললিতবাদিনী ॥ ২৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অপ্রবুদ্ধধিয়ঃ সিদ্ধলোকান্ পুণ্যবশোদিতান্।
ন সমর্থাঃ স্বদেহেন প্রাপ্তুং ছায়া ইবাতপান্ ॥ ২৯ ॥
আদিসর্গে চ নিয়তিঃ স্থাপিতেতি প্রবোধিভিঃ।
যথা সত্যমলীকেন ন মিলত্যেব কিঞ্চন ॥ ৩০ ॥
যাবদ্বেতালসঙ্কল্পো বালস্য কিল বিদ্যতে।
নির্ব্বেতালধিয়স্তাবতুদয়স্তস্য কঃ কথম্ ॥ ৩১ ॥
অবিবেকজ্বরোষ্ণত্বং বিদ্যতে যাবদাত্মনি।
তাবদ্বিবেকশীতাংশুশৈত্যং কুত উদেত্যলম্ ॥ ৩২ ॥
অহং পৃথ্ব্যাদিদেহঃ খে গন্তির্নাস্তি মমোত্তমা।
ইতি নিশ্চয়বান্ যোন্তঃ কথং স্যাৎ সোন্যনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
অতোজ্ঞানবিবেকেন পুণ্যেনাথ বরেণ চ।
পুণ্যদেহেন গচ্ছন্তি পরং লোকমনেন তু ॥ ৩৪ ॥
শুষ্কপর্ণং কিলাঙ্গারে এতদেবাশু দহ্যতে।

পতিং সম্প্রাপ্তেতি বর্ণিতা এষা লীলা স্ববরবলেনামুনা স্থূলেন শরীরেণ কিমর্থং ন গতেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অপ্রবুদ্ধধিয়ঃ অস্থূলাত্মপ্রবোধহীনাঃ ॥ ২৯ ॥

প্রবোধিভিঃ সত্যসঙ্কল্পৈর্ব্রহ্মহিরণ্যগর্ভাদিভিরিতি নিয়তির্ম্মর্য্যাদা স্থাপিতা। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথেতি। তথাচ ভাষ্যম্—যত্র হি যদধ্যাসস্তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বা অণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যত ইতি ॥ ৩০ ॥

নন্বস্যাস্ববরাদস্থূলাত্মনিশ্চয়ঃ কুতোনাভূত্তত্রাহ যাবদিত্যাদিনা ॥ ৩১-৩৩ ॥

অনেন স্বদেহসদৃশেন ॥ ৩৪ ॥

আতিবাহিকদেহপ্রাপ্তৌ বা কথং স্থূলাহন্তাবনিবৃত্তিস্তত্রাহ শুষ্কেতি।

অয়ং দেহমহং দেহঃ প্রাপ্ত এব বিশীর্য্যতে ॥ ৩৫ ॥
এতাবদেব ভবতি বরশাপবিজৃম্ভিতৈঃ।
যথা সঞ্চিন্ত্য এবাহং তথা স্মৃত ইতি স্মৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥
যঃ সর্পপ্রত্যয়োরজ্জ্বাং স কথং সর্পকার্য্যকৃৎ।
আত্মন্যেব হি যো নাস্তি তস্য কা কার্য্যকারিতা ॥ ৩৭ ॥
যস্ত্বেতন্মৃত ইত্যেব মিথ্যা সমনুভূয়তে।
প্রাগভ্যাসস্য পুষ্টস্য নাম্নৈতৎ প্রবিজৃম্ভতে ॥ ৩৮ ॥
স্বানুভূতে জগজ্জালে সুগমাঃ সংস্মৃতিভ্রমাঃ।
নান্যসঙ্কল্পিতোনাম সর্গাদ্যভ্যাস ঈদৃশঃ ॥ ৩৯ ॥
অন্তরনুভূয়মানাঃ সংস্থতয়ো বাহ্যভূতজালানাম্।

অঙ্গারে জলদগ্নৌ পতদ্দহ্যতে এতদেব নিদর্শনমিতি। অয়ং স্থূলোদেহঃ অহন্দেহং অহঙ্কারবাসনামাত্রময়মাতিবাহিকদেহং প্রাপ্ত এব সন্ বিশীর্য্যতে ॥ ৩৫ ॥

বরশাপাবপি প্রাক্তনবাসনাকর্ম্মানুসারিণাবেব তদুদ্বোধকতয়া প্রাণিভির্নভোতে ইতি স্মৃতিদৃষ্টান্তেনাহ এতাবদেবেতি। যথা প্রাগভ্যস্তেঽপি ঝটিতিসংস্কারানুদ্বোধাৎ সঞ্চিন্ত্যে চিরচিন্তনযোগ্যে অনুবাকাদ্যর্থে কেনচিৎ প্রতীকোদাহরণেন স্মারিতে সতি যথা ত্বয়াহং স্মারিতস্তথা স স্মৃত ইতি স্মৃতির্ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

নন্বর্থক্রিয়াকারী স্থূলোদেহঃ কথং তত্ত্ববোধেন বাধ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তত্ত্বদৃশা অর্থক্রিয়ৈব নাস্তীত্যাহ য ইতি। আত্মনি স্বস্বরূপে ॥ ৩৭ ॥

যদ্যসন্নেব দেহস্তর্হি কথং মৃতোঽয়ং দেহ ইতি সর্ব্বানুভবস্তত্রাহ যস্ত্বিতি। যত্ত্ব ভ্রমোমিথ্যা মিথ্যার্থঃ সমনুভূয়তে এতদনুভবনং পুষ্টস্যোপচিতস্য প্রাক্তনাভ্যাসস্য সংস্কারাৎ প্রবিজৃম্ভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্যেন বরশাপাদিপ্রদেন হিরণ্যগর্ভেণেশ্বরেণ বা সম্যকল্পিতঃ অন্যবাসনাদিনিরপেক্ষতয়ৈব রচিত ইতি ন ॥ ৩৯ ॥

নন্বু সংসারস্যান্তরবাসনাময়ত্বে কথং বাহ্যতাপ্রত্যয় ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন

অবিদিতবেদ্যদৃশামপি দূরে পুংসামিবৈন্দবং বিম্বম্ ॥৪০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সংসৃতিবিদিতবেদ্যং নাম ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

সমাধত্তে অন্তরিতি। অবিদিততত্ত্বদৃশামজ্ঞানামপ্যন্তরেব সংসৃতয়ো ন বহিঃ। অধ্যস্তং দ্বিতীয়মৈন্দবং বিম্বং দূরে ভাসমানমপি যথা আন্তরভ্রান্তিকল্পনাত্মাত্মান্তর-মেব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

তস্মাদ্‌যে বেদ্যবেত্তারো যে বা ধর্ম্মং পরং শ্রিতাঃ।
আতিবাহিকলোকাংস্তে প্রাপ্নুবন্তীহ নেতরে॥ ১॥
আধিভৌতিকদেহত্বং মিথ্যাভ্রমময়াত্মকম্।
কথং সত্যে স্থিতিং যাতি চ্ছায়াস্তে কথমাতপে॥ ২॥
লীলা বিদিতবেদ্যা নো পরমং ধর্ম্মমাশ্রিতা।
কেবলং তেন সা ভর্ত্তুঃ কল্পিতং নগরং গতা॥ ৩॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

এবমেষা প্রয়াতাস্তু ভর্ত্তা পশ্য মমাম্বিকে।

নিয়তিঃ সর্ব্বভাবানাং তথাত্র মরণক্রমঃ।
ভোগঃ কর্ম্মগুণাচারাদায়ুষ্মানঞ্চ বর্ণ্যতে॥ ১॥

প্রস্তুতপ্রশ্নোত্তরমুক্তানুবাদেনোপসংহরতি তস্মাদিত্যাদিনা। বেদ্যবেত্তারস্তত্ত্বজ্ঞাঃ। পরং যোগাভ্যাসজম্॥ ১॥

নন্বাতিবাহিকব্রহ্মাদিলোকেষপ্যত্রৈব চিরাভ্যাসাদাধিভৌতিকদেহত্বোদয়ঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ আধিভৌতিকেতি। "অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিষু স্থূলস্য সূক্ষ্মে ত্রিবৃৎকরণাদিনা অধ্যস্তত্বোক্তেঃ স্থূলাপেক্ষয়া সত্যে আতিবাহিকভাবে পুণ্যোৎকর্ষাৎ প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ॥ ২॥

নতু তর্হি লীলায়াঃ কথং পদ্মপ্রাপ্ত্যুত্তরমাধিভৌতিকদেহত্বোত্তরস্তত্রাহ লীলেতি। নো ইতি নঞর্থকমব্যয়ং দেহলীদীপকন্যায়েনোভয়তঃ সম্বধ্যতে। পরমং যোগজম্॥ ৩॥

দেব্যুক্তমভ্যুপগম্য রাজমরণদর্শনসূচিতাং জীবননিয়ত্যনিয়তিমনুপপদ্যমানাং মন্যমানা লীলোবাচ এবমিত্যাদিনা। এষা প্রয়াতেতি বহুপবর্ণিতং

প্রবৃত্তঃ প্রাণসন্ত্যাগে কর্ত্তব্যং কিমিহাধুনা ॥ ৪ ॥
ভাবাভাবেষু ভাবানাং কথং নিয়তিরাগতা ।
কথং ভূয়োপ্যনিয়তির্ম্মৃতিজন্মাদিসূচিতা ॥ ৫ ॥
কথং স্বভাবসংসিদ্ধিঃ কথং সত্তা পদার্থগা ।
কথমগ্ন্যাদিষূষ্ণত্বং পৃথ্ব্যাদৌ স্থিরতা কথম্ ॥ ৬ ॥
হিমাদিষু কথং শৈত্যং কা সত্তা কালখাদিষু ।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গস্থূলসূক্ষ্মদৃশঃ কথম্ ॥ ৭ ॥
কথমত্যন্তমুচ্ছ্রায়ং তৃণগুল্মনরাদিকম্ ।
বস্তু নায়াত্যনিষ্টেপি স্থিতে স্বোচ্ছ্রায়কারণে ॥ ৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ সর্ব্বার্থাস্তময়ে সতি ।
অনন্তাকাশমা শান্তং সদ্ব্রহ্মৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

তদেবং স্বহৃৎকরীত্যা অস্য উপপদান্তাম্ । ভর্ত্তা প্রাণসন্ত্যাগে প্রবৃত্তঃ প্রত্যক্ষং পশ্য ইহাস্মিন্ বিষয়ে তু অধুনা কিং কর্ত্তব্যং কাত্রোপপত্তিরিতি যাবৎ । ময়া ইদানীং কিং কর্ত্তব্যমিতি তু ন প্রশ্নাশয়ঃ প্রশ্নান্তরৈরসঙ্গতেঃ । উত্তরে কর্ত্তব্য-কার্য্যানুপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

ভাবানাং দেহাদীনাং জীবনসৌখ্যাদিভাবেষু দুঃখদৌর্ভাগ্যাদ্যভাবেষু চ পূর্ব্বং কথং নিয়তিরাগতা ভূয়ঃ পুনরনিয়তিরপ্যাগতা কথম্ ॥ ৫ ॥

নন্বু মাস্ত নিয়তিরনিয়ম এবাস্ত তত্রাহ কথমিতি । স্বভাবোজলস্য শৈত্যমগ্নেরৌষ্ণ্যমেবেত্যাদিঃ । ঘটাদিপদার্থগা সত্তা ভাবরূপতানিয়মঃ ॥ ৬ ॥

ভাবস্য সত্যরজতাদের্গ্রহঃ সংগ্রহঃ অভাবস্য শুক্তিরজতাদেরুৎসর্গঃ ভূম্যাদেঃ স্থূলতা মন ইন্দ্রিয়াদেঃ সূক্ষ্মত্বেবেত্যাদিনিয়মস্য দৃশোদর্শনানি কথম্ ॥ ৭ ॥

শালতালাদিবদত্যন্তমুচ্ছ্রায়মূর্দ্ধদৈর্ঘ্যম্ । স্বোচ্ছ্রায়কারণে স্থিতেপি । ইষ্টে অনিষ্টেপি সর্ব্বত্রানিয়মাৎ সর্ব্ববস্তুঘনাশ্বাস এব কিং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

ভবেৎ সর্ব্বত্রৈবংরূপৈব নিয়তির্যদি জগৎ সত্যৈকস্বভাবং স্যাৎ তবেষা

তচ্চিদ্রূপতয়া তেজঃকণোঽহমিতি চেততি।
স্বপ্নে সম্বিৎ যথা হি স্বমাকাশগমনাদি চ ॥ ১০ ॥
তেজঃকণোসৌ স্থূলত্বমাত্মনাত্মনি বিন্দতি।
অসত্যমেব সত্যাভং ব্রহ্মাণ্ডং তদিদং স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥
তত্রান্তর্ব্রহ্ম তদ্বেত্তি ব্রহ্মায়মহমিত্যথ।
মনোরাজ্যং স কুরুতে স্বাত্মৈবং তদিদং জগৎ ॥ ১২ ॥
তস্মিন্ প্রথমতঃ সর্গে যা যথা যত্র সম্বিদঃ।
কচিতাস্তাস্তথা তত্র স্থিতা অদ্যাপি নিশ্চলাঃ ॥ ১৩ ॥
যৎ যথা স্ফুরিতং চিত্তং তত্তথা হ্যাত্মচিন্তবেৎ।
স্বয়মেবানিয়ন্তৃত্বত্তৎ স্থান্নেহ কিঞ্চন ॥ ১৪ ॥

অত্যন্তানিয়তির্যদ্যনৃতং মায়ামাত্রপ্রকৃতিকং স্যাৎ সত্যানৃতসম্বলিতা ব্যক্তপ্রকৃতিকত্বাত্তু সত্যানৃতস্বভাবা ভোজকাদৃষ্টানুগুণচিদ্বিবর্ত্তব্যবস্থয়ৈব ব্যবতিষ্ঠত ইতি সমাধিৎসুর্দ্দেবী তদর্থং শুদ্ধচিদ্বিবর্ত্তক্রমমাহ মহাপ্রলয়েত্যাদিনা ॥৯॥

তেজঃকণশব্দেন শুদ্ধচিদ্ব্যাপ্তত্বাৎ ভাস্বরাণি সূক্ষ্মভূতান্যুচ্যন্তে। চেততামুভবতি ॥ ১০ ॥

তেজঃকণভূতশ্চাসাবাত্মা অনাত্মনি আত্মভিন্নত্বেন কল্পিতে জলাদ্যাবরণে অন্তঃস্থূলত্বং বিন্দতি কল্পনয়া লভতে তদ্যৎ স্থূলং তদেবেদং পরিদৃশ্যমানং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র ব্রহ্মাণ্ডেঽন্তঃস্থিতং হিরণ্যগর্ভাখ্যং তদ্ব্রহ্ম সহসিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি প্রাগুক্তস্মৃতেরস্তর্ম্মুখাংশেন ব্রহ্মাহমিতি বেত্তি বাহ্যবাসনাদূষিতাংশেনৈবং প্রাণিকর্ম্মানুগুণসৃষ্টিসঙ্কল্পরূপেণ মনোরাজ্যঞ্চ কুরুতে তদেব সত্যসঙ্কল্পং মনোরাজ্যমিদং জগদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সম্বিদঃ সঙ্কল্পবৃত্তয়ো যা যথা যাদৃশনিয়মা নিয়মরূপাঃ কচিতা অদ্যাপি তথৈব নিশ্চলাঃ অব্যত্যস্তাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥

নন্বু মনসোবৈচিত্র্যাকারবাসনাময়ত্বাৎ তথা সঙ্কল্পোদয়েপ্যাত্মচৈতন্যস্য তদনুসারী বিবর্ত্তঃ কুতস্তত্রাহ যদিতি। স্বয়মেবেতি। আত্মচিত্তঃ স্বচ্ছোপাধ্যনুবিধায়িত্বস্বাভাব্যাৎ। অতো ন কিঞ্চিদনিয়তস্বভাবমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ন চ নাম ন কিঞ্চিত্ত্বং যুজ্যতে বিশ্বরূপিণঃ।
ত্যক্ত্বা সমস্তসংস্থানং হেম তিষ্ঠতি বৈ কথম্ ॥ ১৫ ॥
সর্গাদৌ স্বয়মেবান্তশ্চিৎ যথা কচিতাত্মনি।
হিমাগ্ন্যাদিতয়াদ্যাপি সা তথাস্তে স্বসত্তয়া ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ স্বসত্তাসন্ত্যাগঃ সতঃ কর্ত্তুং ন যুজ্যতে।
যদা চিদাস্তে তেনেয়ং নিয়তির্ন্ন বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥
যৎ যথা কচিতং যত্র ব্যোমরূপ্যপি পার্থিবম্।
সর্গাদৌ তস্য চলিতুমদ্য যাবন্ন যুজ্যতে ॥ ১৮ ॥
যা যথা চিৎ প্রকচিতা প্রতিপক্ষবিদং বিনা।
ন সা ততঃ প্রচলতি বেদনাভ্যাসতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
জগদাদাবনুৎপন্নং যচ্চেদমনুভূয়তে।
তৎ সম্বিদ্ব্যোমকচনং স্বপ্নস্ত্রীস্মরতং যথা ॥ ২০ ॥

মায়াশবলে ব্রহ্মণি অনাদিনিয়তরূপেণ স্থিতস্যৈব বিশ্বস্য আবির্ভাবাদপি নিয়তিসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ ন চেতি। ন কিঞ্চিত্ত্বং সর্ব্ববস্তুশূন্যত্বং ন যুজ্যতে প্রলয়েপীতি শেষঃ। তথাসতি কারণত্বব্যাঘাত ইত্যর্থাস্তরন্যাসেন দর্শয়তি ত্যক্তেতি। কটককচকপিণ্ডত্বাদিসমস্তসংস্থানং ত্যক্ত্বা হেম কথং তিষ্ঠতি সর্ব্বসংস্থানানাং তত্রান্তর্ভাবেণ কস্যাপি ত্যক্তুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

যথা শৈত্যোষ্ণ্যাদিস্বভাবেন কচিতা আবির্ভূতা সা চিৎ তথা তেন স্বভাবেন নিয়তা অদ্যাপ্যাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ মায়াশবলং ব্রহ্ম যদি স্বাধিষ্ঠানসত্তাং জহ্যাৎ তদা মায়ান্তর্গতনিয়তী-নামসত্ত্বং ভবেৎ তত্ত্বশক্যমেবেতি দর্শয়ন্নুপসংহরতি তস্মাদিতি। সতো মায়া-শবলব্রহ্মণঃ। ন বিনশ্যতি নাপহ্নোতুং শক্যেতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

নিয়ত্যবিপর্য্যাসে পৃথিব্যাদিস্থিতিরেব নিদর্শনমিত্যাশয়েনাহ যদিতি ॥১৮॥

জীবননিয়তের্ম্মরণনিয়ত্যা বিপর্য্যাসদর্শনাদাহ প্রতিপক্ষবিদং বিনেতি ॥১৯॥

ইদঞ্চ সর্ব্বং মায়িকদৃশোক্তং পরমার্থদৃশা তু জগদেব নাস্তীতি ক নিয়ত্যা-ক্ষেপ ইত্যাশয়েনাহ জগদিতি ॥ ২০ ॥

অসত্যমেব সত্যাভং প্রতিভানমিদং স্থিতম্।
ইতি স্বভাবসম্পত্তিরিতি ভূতানুভূতয়ঃ ॥ ২১ ॥
সর্গাদৌ যা যথারূঢ়া সম্বিৎ কচনসন্ততিঃ।
সাদ্যাপ্যচলিতান্যেন স্থিতা নিয়তিরুচ্যতে ॥ ২২ ॥
গৃহীতব্যোমসম্বিত্তিচিদ্ব্যোম ব্যোমতাং গতম্।
গৃহীতকালতাসম্বিচ্চিন্নভঃকালতাং গতম্ ॥ ২৩ ॥
গৃহীতজলসম্বিত্তিচিদ্ব্যোম বারিবৎ স্থিতম্।
স্বপ্নে যথা হি পুরুষঃ পশ্যত্যাত্মনি বারিতাম্ ॥ ২৪ ॥
স্বপ্নচিৎ সম্বিদাভাতি ভবত্যেষা যথাস্থিতা।
চিচ্চমৎকারচাতুর্য্যাদসদেতৎ সমূহতে ॥ ২৫ ॥
খত্বঞ্জলত্বমূর্ব্বীত্বমগ্নিবায়ুত্বমপ্যসৎ। -
বেত্ত্যন্তঃ স্বপ্নসঙ্কল্পধ্যানেম্বিব চিতিঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইতিনিশ্চয়া এব স্বভাবসম্পত্তিঃ স্বরূপাবাপ্তিঃ। ভূতানুভূতয়ো যথাস্থিতবোধা ইত্যর্থঃ। অথবা ইতি প্রাগ্বর্ণিতরীত্যা নিয়তিস্বভাবসম্পত্তিভূ´তানুভূতয়ো জীবনমরণাদিপদার্থানুভবাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নিয়তিশব্দার্থপর্য্যালোচনেপ্যয়মেবার্থঃ প্রসিধ্যতীত্যাশয়েনাহ সর্গাদাবিতি। অন্যেন বিরোধিনা অচলিতা অবিপর্য্যস্তা। আবলিতেতি পাঠে অন্যেন পদার্থান্তরেণ আবলিতা মিলিতা। যথা জন্মজীবনে মরণেন মিলিতে এব নিয়তেন স্বাতন্ত্র্যেণ যথা শৈত্যোষ্ণ্যে বিরোধিত্বেনৈব মিলিতে ক্রিয়াকারকে সাধ্যসাধনভাবেনেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

উক্তমর্থমুদাহৃত্য দর্শয়তি গৃহীতেতি। গৃহীতা সর্গাদৌ স্বীকৃতা ব্যোমসম্বিত্তির্ব্যোমাকারেণ কচনং যেন চিদ্ব্যোম্না তত্তথোক্তম্। এবমগ্রেপি ॥২৩॥

দ্রষ্ট্রাত্মনি দৃশ্যকল্পনা স্বাত্মন্যেব প্রসিদ্ধেত্যাহ। স্বপ্নে ইতি ॥ ২৪ ॥

তথাভাবেপি যথা স্থিতাস্বরূপাদপ্রচ্যুতৈব ভবতি। তৎ কুতঃ। চিচ্চমৎকারঃ অসঙ্গস্বভাবতা তল্লক্ষণাচ্চাতুর্য্যাৎ। অথবা চিচ্চমৎকারোমায়া তচ্চাতুর্য্যাদসদেব যস্মাৎ সমূহতে সত্যতয়া বিতর্কয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

মরণানন্তরং কর্ম্ম ফলানুভবনক্রমম্ ।
সর্ব্বসন্দেহশান্ত্যর্থং মৃতিশ্রেয়স্করং শৃণু ॥ ২৭ ॥
রূঢ়াদিসর্গে নিয়তির্যৈকদ্বিত্রিচতুঃশতা ।
পূর্ব্বাদিম্বায়ুষঃ পুংসাং তস্যা মে নিয়তিং শৃণু ॥ ২৮ ॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যশুদ্ধ্যশুদ্ধী স্বকর্ম্মণাম্ ।
ন্যূনত্বে চাধিকত্বে চ নৃণাং কারণমায়ুষঃ ॥ ২৯ ॥
স্বকর্ম্মধর্ম্মে হ্রসতি হ্রসত্যায়ুর্নৃণামিহ ।
বৃদ্ধে বৃদ্ধিমুপায়াতি সমমেব ভবেৎ সমে ॥ ৩০ ॥
বালমৃত্যুপ্রদৈর্ব্বালো যুবা যৌবনমৃত্যুদৈঃ ।
বৃদ্ধমৃত্যুপ্রদৈর্বৃদ্ধঃ কর্ম্মভির্মৃতিমৃচ্ছতি ॥ ৩১ ॥
যো যথাশাস্ত্রমারব্ধং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি ।
ভাজনং ভবতি শ্রীমান্ স যথাশাস্ত্রমায়ুষঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্থমিতরনিয়তীর্ব্ব্যবস্থাপ্য জীবননিয়তিরপি কর্ম্মানুসারেণ যুগভেদেন চ কালবিশেষপরিচ্ছিন্নৈরেবেশ্বরসঙ্কল্পেন ক্লৃপ্তেতি ন মরণেন তত্তজ্জ ইতি বক্তুং কর্ম্মফলানুভবক্রমনিরূপণং প্রতিজানীতে মরণানন্তরমিতি। যাবৎ মরণং প্রারব্ধফলৈঃ প্রতিবন্ধাৎ ন তদ্দেহসঞ্চিতকর্ম্মাণি ফলারম্ভায় ক্ষমন্তে মরণে তু সতি প্রতিবন্ধকাপগমাৎ যথাযোগং ফলারম্ভায়োপক্রমন্ত ইতি সূচনায় মরণানন্তরমিত্যুক্তিঃ। এতচ্ছ্রবণং তব সর্ব্বসন্দেহশান্ত্যর্থং ত্বন্মুখেন লোকে বিখ্যাতং সদন্যেষামপ্যাস্তিক্যবুদ্ধিজননান্ মৃতৌ শ্রেয়স্করম্ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বং কৃতযুগং তদাদিষু যুগেষু কলাবেকশতং দ্বাপরে দ্বিশতং ত্রেতায়াং ত্রিশতং কৃতে চতুঃশতমিতি সংখ্যাতা পুংসামায়ুষো যা নিয়তিঃ সা আদিসর্গে রূঢ়া তস্যা ন্যূনাধিকভাবেপ্যবান্তরনিয়তিং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

আয়ুর্নিমিত্তভূতানাং কর্ম্মণাং দেশাদ্যশুদ্ধ্যা বৈগুণ্যে ফলস্য ন্যূনতা তচ্ছুদ্ধ্যতিশয়েন ফলাধিক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এবং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানমপ্যায়ুঃক্ষয়হেতুরিত্যাহ স্বকর্ম্মেতি। সমং তত্তৎ যুগনিয়তসংখ্যম্ ॥ ৩০ ॥

বিহিতাকরণমিব নিষিদ্ধাচরণমপ্যায়ুঃক্ষয়হেতুরিত্যাহ বালেতি ॥ ৩১-৩২ ॥

এবং কর্ম্মানুসারেণ জন্তুরন্ত্যাং দশান্বিতঃ।
ভবত্যন্তং গতবতো দৃঢ়মর্ম্মচ্ছেদবেদনাঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

মরণং মে সমাসেন কথয়েন্দুসমাননে।
কিং সুখং মরণং কিং বা দুঃখং মৃত্বা চ কিং ভবেৎ ॥৩৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ত্রিবিধাঃ পুরুষাঃ সন্তি দেহস্যান্তে মুমূর্ষবঃ।
মূর্খোথ ধারণাভ্যাসী যুক্তিমান্ পুরুষস্তথা ॥ ৩৫ ॥
অভ্যস্য ধারণানিষ্ঠো দেহং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্।
প্রয়াতি ধারণাভ্যাসী যুক্তিযুক্তস্তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥
ধারণা যস্য নাভ্যাসং প্রাপ্তা নৈব চ যুক্তিমান্।
মূর্খঃ স্বমৃতিকালেসৌ দুঃখমেত্যবশাশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
বাসনাবেশবৈবশ্যং ভাবয়ন্ বিষয়াশয়ঃ।

অন্তমায়ুঃসমাপ্তিং গতবতঃ প্রাপ্তবতঃ পুরুষস্য দৃশ্যন্তে প্রত্যক্ষমনুভূয়ন্ত ইতি দৃশস্তথাবিধা মর্ম্মচ্ছেদবেদনা ভবন্তি। সর্ব্বশরীরনাড়ীভ্যঃ প্রাণানাং হৃদ্যুপসংহারকালে সহস্রবৃশ্চিকদংশবেদনাসমং দুঃখং ভবতীতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥

বর্ণিতং মরণদুঃখং কিং সর্ব্বেষাং সমমুত কেষাঞ্চিৎ সুখমপ্যস্তি মরণোত্তরঞ্চ কিং সর্ব্বেষাং তুল্যা গতিরুত যোগিনাং বিশিষ্টেতি প্রশ্নাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রশ্নাশয়ানুরূপমেবোত্তরং বক্তুং পুরুষান্ বিভজতে—ত্রিবিধা ইতি। প্রাণমনসোরভিহৃদয়কণ্ঠভ্রূমধ্যব্রহ্মরন্ধ্রান্তেষু নিয়তকালং নিরোধো ধারণা তদভ্যাসী। যুক্তিমান্ স্বেচ্ছোৎক্রমণে পরকায়প্রবেশে স্বাভিমতলোকপ্রাপ্তিমার্গভূতনাড়ীদ্বারা বিশেষনির্গমনপ্রবেশাদৌ চাভ্যস্তকৌশলো যোগী ॥ ৩৫ ॥

তত্র ধারণানিষ্ঠোমধ্যমঃ ক্রমেণ যুক্তিমভ্যস্য সুখং প্রয়াতি। যুক্তিযুক্তস্তু তথৈব স্থিতঃ সুখং প্রয়াতীতি বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মূর্খং লক্ষয়ংস্তস্য দুঃখমাহ ধারণেতি ॥ ৩৭ ॥

দীনতাং পরমামেতি পরিলূনমিবাম্বুজম্ ॥ ৩৮ ॥
অশাস্ত্রসংস্কৃতমতিরসজ্জনপরায়ণঃ।
মৃতাবনুভবত্যন্তর্দ্দাহমগ্নাবিব চ্যুতঃ ॥ ৩৯ ॥
যদা ঘর্ঘরকণ্ঠত্বং বৈরূপ্যং দৃষ্টিবর্ণজম্।
গচ্ছত্যেষোবিবেকাত্মা তদা ভবতি দীনধীঃ ॥ ৪০ ॥
পরমান্ধ্যমনালোকো দিবাপ্যুদিততারকঃ।
সাভ্রদিগ্মণ্ডলাভোগো ঘনমেচকিতাম্বরঃ ॥ ৪১ ॥
মর্ম্মব্যথাবিচ্ছুরিতঃ প্রভ্রমদ্দৃষ্টিমণ্ডলঃ।
আকাশীভূতবসুধো বসুধাভূতখান্তরঃ ॥ ৪২ ॥
পরিবৃত্তককুব্চক্র উহ্যমান ইবার্ণবে।
নীয়মান ইবাকাশে ঘননিদ্রোন্মুখাশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
অন্ধকূপ ইবাপন্নঃ শিলান্তরিব যোজিতঃ।
স্বয়ং জড়ীভবদ্বর্ণো বিনিকৃত্ত ইবাশয়ে ॥ ৪৪ ॥
পততীব নভোমার্গাত্তৃণাবর্ত্ত ইবার্পিতঃ

বাসনাবেশেন বৈবশ্যমস্বাধীনচিত্ততাং প্রাপ্তঃ। অতএব বিষয়াশয়ো ন পরমার্থাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তত্রাপি বিহিতাকর্ত্তুর্দ্দুঃখাতিশয়মাহ অশাস্ত্রেতি ॥ ৩৯ ॥

তাদৃশতুঃখকালোপলক্ষকলিঙ্গান্যাহ যদেতি ॥ ৪০ ॥

পরমান্ধ্যং প্রাপ্য দিবাপ্যুদিতাস্তারকা যস্য তথাবিধোঽনালোকো নিষ্প্রকাশোঽতএব ঘনং মেচকিতং শ্যামীভূতমম্বরমাকাশং যস্য তথাবিধঃ সাভ্রোদিগ্মণ্ডলাভোগোযস্য তথাবিধ ইব ভবতীতি সর্ব্বত্র শেষঃ ॥ ৪১ ॥

বিচ্ছুরিতোব্যাপ্তঃ ॥ ৪২ ॥

পরিবৃত্তং ভ্রমৎককুব্চক্রং দিঙ্মণ্ডলং যস্য ॥ ৪৩ ॥

আপন্নঃ পতিতঃ যোজিতঃ প্রবেশিতঃ। স্বদুঃখং বক্তুকামোঽপি বাক্স্তম্ভাজ্জড়ীভবন্ত উচ্চরিতুমশক্যা বর্ণা অক্ষরাণি যস্য। আশয়ে হৃদয়ে বিনিকৃত্তশ্ছিন্ন ইব ॥ ৪৪ ॥

রথে দ্রুত ইবারূঢ়ো হিমবদ্গলনোন্মুখঃ ॥ ৪৫ ॥
ব্যাকুর্ব্বন্নিব সংসারং বান্ধবানস্পৃশন্নিব।
ভ্রামিতক্ষেপণেনেব বাতযন্ত্র ইবাস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥
ভ্রমিতোবা ভ্রম ইব কৃষ্টোরসনয়েব বা।
ভ্রমন্নিব জলাবর্ত্তে শস্ত্রযন্ত্র ইবার্পিতঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রোহ্যমানস্তৃণমিব বহৎপর্জ্জন্যমারুতে।
আরুহ্য বারিপূরেণ নিপতন্নিব চার্ণবে ॥ ৪৮ ॥
অনন্তগগনে শ্বভ্রে চক্রাবর্ত্তে পতন্নিব।
অব্ধিরুর্ব্বীবিপর্য্যাস-দশামনুভবন্ স্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥
পতন্নিবানবরতং প্রোৎপতন্নিব চাভিতঃ।
সূৎকারাকর্ণনোদ্ভ্রান্তপূর্ণসর্ব্বেন্দ্রিয়ব্রণঃ ॥ ৫০ ॥
ক্রমাচ্ছ্যামলতাং যান্তি তস্য সর্ব্বাক্ষসম্বিদঃ।
যথাস্তং গচ্ছতি রবৌ মন্দালোকতয়া দিশঃ ॥ ৫১ ॥
পূর্ব্বাপরং ন জানাতি স্মৃতিস্তানবমাগতা।
যথা পাশ্চাত্যসন্ধ্যান্তে নষ্টা দৃষ্টির্দ্দিগষ্টকে ॥ ৫২ ॥

তৃণান্যাবর্ত্তয়তীতি তৃণাবর্ত্তোবাত্যা তত্রার্পিত ইব। হিমং তুষারশিলা তদ্বদ্গলনে বিলীনায়ামুন্মুখঃ ॥ ৪৫ ॥

সংসারশব্দেন তদ্দুঃখং লক্ষ্যতে। তদ্ব্যাকুর্ব্বন্ স্বাত্মানমুদাহৃত্যাস্তেভ্যঃ প্রথ্যাপয়ন্নিব। ক্ষেপণেন শিলাপ্রক্ষেপযন্ত্রেণ ॥ ৪৬ ॥

ভ্রমে ভ্রমিযন্ত্রে। রসনয়া রজ্জ্বাকৃষ্ট আকৃষ্ট ইব ॥ ৪৭ ॥

বহতি পর্জ্জন্যমারুতে আরুহ্য বারিপূরেণ সহ অর্ণবে নিপতন্নিব ॥ ৪৮ ॥

উর্ব্বীবিপর্য্যাসদশামনুভবন্নব্ধিরিবানবরতং পতন্নিত্যোৎপ্রেক্ষিকোপমা ॥৪৯॥

সূৎকারো নিঃশ্বাসধ্বনিঃ ॥ ৫০ ॥

তস্য মূর্চ্ছোপক্রমে চক্ষুরাদ্যুপরমমাহ ক্রমাদিতি। তস্য মুমূর্ষোঃ সর্ব্বা-অক্ষসম্বিদঃ। শ্যামলতাং মালিন্যম্ ॥ ৫১ ॥

তানবং কৃশতাম্ ॥ ৫২-৫৩ ॥

মনঃকল্পনসামর্থ্যং ত্যজত্যস্থ বিমোহতঃ।
অবিবেকেন তেনাসৌ মহামোহে নিমজ্জতি ॥ ৫৩ ॥
যদৈবামোহমাদত্তে নাদত্তে পবনস্তদা।
ন স্বাদত্তে যদা প্রাণান্মোহমায়াত্যলং তদা ॥ ৫৪ ॥
অন্যোন্যপুষ্টতাং যাতৈর্মোহসম্বেদনভ্রমৈঃ।
জন্তুঃ পাষাণতামেতি স্থিতমিত্যাদিসর্গতঃ ॥ ৫৫ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

ব্যথাং বিমোহং মূর্চ্ছান্তং ভ্রমং ব্যাধিমচেতনম্।
কিমর্থময়মায়াতি দেহোঽষ্টাঙ্গবানপি ॥ ৫৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

এবং সম্বিহিতং কর্ম্ম সর্গাদৌ স্পন্দসম্বিদা।
যদযস্মিন্ সময়ে দুঃখং কালেনৈতাবতেদৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
স্যান্মে ইত্যেব সম্বিশ্য গুল্মবত্তৎস্বভাবজম্।
বেত্তি চিত্তবিজৃম্ভোত্থং নান্যদত্রাস্তি কারণম্ ॥ ৫৮ ॥

আমোহমীষন্মূর্চ্ছাম্। পবনঃ প্রাণোনাদত্তে ন গৃহ্লাত্যঙ্গানি ন বিষ্টভ্নাতীত্যর্থঃ। যদা প্রাণানপ্যসৌ ন স্বাদত্তে ন চালয়িতুং শক্নোতি তদা মোহং গাঢ়মূর্চ্ছাম্ ॥ ৫৪ ॥

মোহঃ স্বরূপাপরিচয়ঃ সম্বেদনানি বিষয়বাসনাঃ ভ্রমাঃ অন্যথাপ্রতিভাসাস্তৈঃ। পাষাণতাং পাষাণবজ্জড়তাম্। আদিসর্গত আরভ্য ইতি এবং নিয়তং সর্ব্বং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

শিরঃপাণিপাদগুহ্যনাভিহৃদয়াখ্যষ্টাঙ্গানি তদ্বানপি ॥ ৫৬ ॥

স্পন্দসম্বিদা ক্রিয়াশক্তিপ্রধানেনেশ্বরেণ এবং বক্ষ্যমাণরূপং সঙ্কল্পলক্ষণং কর্ম্ম সম্বিহিতম্। যৎ যস্মিন্ সময়ে বাল্যে যৌবনে বৃদ্ধত্বে বা এতাবতা কালেন ভোগ্যমীদৃশং দুঃখং মে নদত্তিয়ন্ত জীবস্য স্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

তৎ স্বসঙ্কল্পস্বভাবজমেব চিত্তপরিকল্পিততরুগুল্মবচ্চিত্তবিজৃম্ভোত্থং দুঃখং স্বয়মেব জীবো ভাবেনোপাধৌ সম্বিশ্য বেত্তি ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

যদা ব্যথাবশান্নাড্যঃ স্বসঙ্কোচবিকাসনৈঃ।
গৃহ্ণন্তি মারুতোদেহে তদোজ্ঝতি নিজাং স্থিতিম্॥৫৯॥
প্রবিষ্টা ন বিনির্যান্তি গতাঃ সম্প্রবিশন্তি নো।
যদা বাতা বিনাডীত্বাৎ তদাস্পন্দাৎ স্মৃতির্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
ন বিশত্যেব বাতোন নির্যাতি পবনো যদা।
শরীরনাড়ীবৈধুর্য্যান্ মৃত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ৬১ ॥
আগন্তব্যোময়া নাশঃ কালেনৈতাবতেতি যা।
পূর্ব্বসম্বিদিতা সম্বিদযাতি তচ্চোদিতা মৃতিম্ ॥ ৬২ ॥
ঈদৃশেন ময়েহেত্থং ভাব্যমিত্যাদিসর্গজা।
সম্বিদ্বীজকলানাশং ন কদাচন গচ্ছতি ॥ ৬৩ ॥
সম্বিদোবেদনং নাম স্বভাবোব্যতিরেকবান্।

পৃষ্টং সমাধায় প্রস্তুতমেবাহ যদেত্যাদিনা। নাড্যঃ প্রতপ্তপিত্তাদিরসপূরিতত্বাৎ যথা সঞ্চলনং তদ্বশাৎ স্বসঙ্কোচবিকাসনৈর্ভুক্তান্নপানরসং বৈষম্যেণ গৃহ্ণন্তি তদা মারুতঃ সমানবায়ুর্নিজাং ভুক্তান্নপানাদিসমীকরণস্থিতিমুজ্ঝত্যুৎসৃজতি ॥ ৫৯ ॥

যদা নাড়ীদ্বারেষু প্রবিষ্টা বাতা ন বিনির্যান্তি নির্গতাশ্চ ন প্রবিশন্তি তদা নাড়ীব্যাপারোপরমে বিনাড়ীত্বাচ্চক্ষুরাদেরস্পন্দাৎ স্মৃতিরেবান্তর্ভবেন্নৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

তচ্চ নাড়ীবৈধুর্য্যং প্রাণসঞ্চাররোধেন মরণে হেতুরিত্যাহ ন বিশত্যেবেতি। বাতঃ অপানো দেহে ন বিশত্যেব যদা পবনঃ প্রাণশ্চ মুখনাসিকাভ্যাং ন নির্যাতি তদাবশ্যং লিঙ্গস্যোৎক্রমণাৎ মৃত ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

তত্রাপি প্রাক্তনচিৎসঙ্কল্পরূপা নিয়তিরেব হেতুরিত্যাহ আগন্তব্য ইতি। পূর্ব্বসম্বিদিতা প্রাক্তনসঙ্কল্পবতী। তচ্চোদিতা তাদৃশনিয়তিপ্রেরিতা ॥ ৬২ ॥

নম্বু তস্যা নিয়তের্নাশে জগদ্ব্যবস্থা ভজ্যেত তত্রাহ সম্বিদিতি। সত্যসঙ্কল্পসম্বিদোবীজকলা তৎসংস্কারবতী মায়া সা কদাচিদপি কালে ন নশ্যতি মুক্তৌ কালেন সহৈব তন্নিবৃত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

আবিদ্যকজীবসম্বিৎস্বরূপপর্য্যালোচনেপি যাবন্মোক্ষং জন্মমরণাদ্যনিবৃত্তি-

তস্মাৎ স্বভাবসম্বিত্তের্মোক্ষে মরণজন্মনী ॥ ৬৪ ॥
ক্বচিদাবৃত্তিমৎ সৌম্যং ক্বচিন্নদ্যাং জলং যথা ।
ক্বচিৎ সৌম্যং ক্বচিজ্জীব-ধর্ম্মেদং চেতনং তথা ॥ ৬৫ ॥
যথা লতায়াঃ পর্ব্বাণি দীর্ঘায়ামধ্যমধ্যতঃ ।
তথা চেতনসত্তায়া জন্মানি মরণানি চ ॥ ৬৬ ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে চেতনঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ ।
স্বপ্নসম্ভ্রমবদ্ভ্রান্তমেতৎ পশ্যতি কেবলম্ ॥ ৬৭ ॥
পুরুষশ্চেতনামাত্রং স কদাচিন্ন নশ্যতি ।
চেতনব্যতিরিক্তত্বে বদান্যৎ কিম্পুমান্ ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥
কোদ্য যাবন্মৃতং ব্রূহি চেতনং কস্য কিং কথম্ ।
ম্রিয়ন্তে দেহলক্ষাণি চেতনং স্থিতমক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥
অমরিষ্যন্ন বৈ চিত্তমেকস্মিন্নেব তন্মৃতে ।

রেবেত্যাশয়েনাহ সম্বিদ ইতি । অব্যতিরেকবান্ ব্যতিরেকোবিশ্লেষস্তদভাববান্ ॥ ৬৪ ॥

সাংসারিকজীবসম্বিৎপ্রবাহং বর্ণয়তি ক্বচিদিতি । যথা নদ্যাং জলং ক্বচিদাবৃত্তিমৎ কালুষ্যবৎ ক্বচিত্তু সৌম্যং স্থিরনির্ম্মলং তথা ইদং চেতনমপি ক্বচিৎ সৌম্যং ক্বচিত্তু জীবধর্ম্মাচ্ছরাগদ্বেষাদিকলুষমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

দূর্ব্বাদিলতায়াঃ পর্ব্বাণি গ্রন্থয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

ইদঞ্চ সর্ব্বমাবিদ্যকদৃশা পরমার্থদৃশা ত্বাহ ন জায়ত ইতি । ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

অমরণধর্ম্মতাং তস্য যুক্ত্যাপ্যুপপাদয়তি পুরুষ ইত্যাদিনা । চেতনব্যতিরিক্ত এব পুরুষ ইতি পক্ষে অন্যৎ কিং দেহঃ পুরুষোভবেদুত প্রাণ উতেন্দ্রিয়াণি কিং বা মনঃ উত বুদ্ধিরুতাহঙ্কারচিত্তে উত তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা উতাহবিদ্যা । সর্ব্বেষপি পক্ষেষু জড়ৈঃ পুরুষকার্য্যপ্রকাশাধীনসর্ব্বব্যবহারানির্ব্বাহাৎ পরিশেষাচ্চেতনামাত্রমেব পুরুষ ইতি পক্ষঃ স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

চেতনস্য তু মরণং ন সিধ্যতি নিঃসাক্ষিকমরণাসিদ্ধেরিত্যাশয়েনাহ কোহদ্যেতি । অদ্য যাবদদ্যতনাবধিকে অনাদিসংসারে চেতনং মৃতং কোদৃষ্ট-

অভবিষ্যৎ সর্ব্বভাবমৃতিরেকমৃতাবিহ ॥ ৭০ ॥
বাসনামাত্রবৈচিত্র্যং যজ্জীবোঽনুভবেৎ স্বয়ম্।
তস্যৈব জীবমরণে নামনী পরিকল্পিতে ॥ ৭১ ॥
এবং ন কশ্চিন্ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন।
বাসনাবর্ত্তগর্ত্তেষু জীবোলুঠতি কেবলম্ ॥ ৭২ ॥
অত্যন্তাসম্ভবাদেব
দৃশ্যস্যাসৌ চ বাসনা।
নাস্ত্যেবেতি বিচারেণ
দৃঢ়জ্ঞাতৈব নশ্যতি ॥ ৭৩ ॥
অনুদিতমুদিতং জগৎপ্রবন্ধম্,
ভবভয়তোভ্যসনৈর্ব্বিলোক্য সম্যক্।

বানিতি শেষঃ। এবং কিং তন্মরণং বিনাশ উত দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। আদ্যোপি কথং চেতনস্য নাশঃ কিং স্বত উত পরতঃ। নাদ্যঃ। স্বাত্মনি বিরোধাভাবাৎ। অসঙ্গস্য পরতস্তদপ্রসক্তেরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে ত্বাহ ম্রিয়স্ব ইতি ॥ ৬৯ ॥

অনিষ্টপ্রসঞ্জনেনাপি চেতনমরণং বারয়তি—অমরিষ্যদিতি। প্রতিদেহং চেতনভেদে মানাভাবাৎ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদিশ্রুতেশ্চৈকস্মিংস্তৎ তস্মিংশ্চেতনে মৃতে সতি তদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং সমষ্টিব্যষ্টিচিত্তং নামরিষ্যদ্বৈ। কিমর্থে কাকা বৈশব্দঃ। নামরিষ্যৎ কিমিত্যর্থঃ। তস্মিংশ্চ মৃতে সতি নিরুপাদানজগৎসত্তাঽযোগাদেকমৃতৌ সর্ব্বভাবমৃতিদোষোনাভবিষ্যৎ কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

কে তর্হি প্রতীয়মানে জীবনমরণে তত্রাহ বাসনেতি। জীবোজীবনম্ ॥৭১॥

উপপাদিতমুপসংহরতি—এবমিতি ॥ ৭২ ॥

অভিমানেন দৃঢ়তরোজ্ঞাতা অন্তঃকরণাত্মা নশ্যতোবেত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

ভবভয়তোবৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্নোঽধিকারিজীবো গুরুপূর্ব্বকশ্রবণাদ্যভ্যাসনৈর্ভ্রাস্ত্যা উদিতং জগৎপ্রবন্ধং পরমার্থতোঽনুদিতমেবেতি সম্যক্তত্ত্বদর্শনতো বিলোক্য মূলোচ্ছেদাদলমত্যন্তমরুদিতদ্বৈতবাসনঃ সন্ বিমুক্তোভব-

অলমনুদিতবাসনো হি জীবো,
ভবতি বিমুক্ত ইতীহ সত্যবস্তু ॥ ৭৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে মরণবিচারো নাম
চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

তীতি বিমুক্তাত্মস্বরূপমেবেহ সত্যবস্তু নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

যথৈব জন্তুর্ম্রিয়তে জায়তে চ যথা পুনঃ।
তন্মে কথয় দেবেশি পুনর্ব্বোধবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

নাড়ীপ্রবাহে বিধুরে যদা বাতবিসংস্থিতিম্।
জন্তুঃ প্রাপ্নোতি হি তদা শাম্যতীবাস্য চেতনা ॥ ২ ॥
শুদ্ধং হি চেতনং নিত্যং নোদেতি ন চ শাম্যতি।
স্থাবরে জঙ্গমে ব্যোম্নি শৈলেঽগ্নৌ পবনে স্থিতম্ ॥ ৩ ॥
কেবলং বাতসংরোধাৎ যদা স্পন্দঃ প্রশাম্যতি।
মৃত ইত্যুচ্যতে দেহস্তদাসৌ জড়নামকঃ ॥ ৪ ॥
তস্মিন্ দেহে শবীভূতে বাতে চানিলতাং গতে।

ইহ জীবস্য সংসারং গতিবৈচিত্র্যমুচ্যতে।
আদিসর্গাত্তথেশস্য তৎকর্ম্মানুগুণা স্থিতিঃ ॥ ১ ॥

কথিতমেব পুনর্ব্বিস্তরেণ কথয়েত্যর্থঃ। তৎ ফলং বৈরাগ্যাতিশয়েন বোধবিবৃদ্ধিঃ ॥ ১ ॥

প্রাণবাতানাং বিসংস্থিতিং চলনস্বভাববিরুদ্ধাং সংস্থিতিং প্রশান্তিমিতি যাবৎ। বাঙ্মকান্তঃকরণোপাধিবিলয়াচ্ছাম্যতীব। "এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তী"তি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বস্তুতস্তু ন কাপি শাম্যতীত্যাহ শুদ্ধমিতি। "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মেতি"শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

এবঞ্চ দেহধর্ম্ম এব মরণং নাত্মধর্ম্ম ইত্যাহ কেবলমিতি ॥ ৪ ॥

বাতে শরীরবায়ৌ। অনিলতাং স্বপ্রকৃতিমহাবায়ুতাম্। প্রাণস্য সহ তেজসা প্রাজ্ঞাত্মন্যেব লীয়তে উপাধিবিলয়ে জীবোঽপি সহ বাসনাভিঃ পর-

চেতনং বাসনাযুক্তং স্বাত্মতত্ত্বেবতিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥
জীব ইত্যুচ্যতে তস্য নামাণোর্ব্বাসনাবতঃ।
তত্রৈবাস্তে স চ শবা-গারে গগনকে তথা ॥ ৬ ॥
ততোসৌ প্রেতশব্দেন প্রোচ্যতে ব্যবহারিভিঃ।
চেতনং বাসনামিশ্রমামোদানিলবৎ স্থিতম্ ॥ ৭ ॥
ইদং দৃশ্যং পরিত্যজ্য যদাস্তে দর্শনান্তরে।
স স্বপ্ন ইব সঙ্কল্প ইব নানাকৃতিস্তদা ॥ ৮ ॥
তস্মিন্নেব প্রদেশেস্তঃ পূর্ব্ববৎ স্মৃতিমান্ ভবেৎ।
তদৈব মৃতিমূর্চ্ছান্তে পশ্যত্যন্যশরীরকম্ ॥ ৯ ॥
আত্মন্যস্তি ঘটাপুষ্টমন্যস্য ব্যোম কেবলম্।
আকাশভূতলে সাকং সাকাশশশিবাসরম্ ॥ ১০ ॥

মাত্মভাবে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যাহ চেতনমিতি। তথাচ শ্রুতিঃ"অথাস্য প্রয়তোবাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়া”মিতি ॥ ৫ ॥

নন্থ যদি স্বাত্মতত্ত্বেবতিষ্ঠতে তর্হি মুক্তো ব্রহ্মৈব স্যাদসৌ ন জীবস্তত্রাহ জীব ইতি। পুনর্জ্জন্মবীজবাসনাবত্তস্তদুপাধিকত্বাদণোঃ সূক্ষ্মস্য তৎপরিচ্ছিন্নস্য তস্য জীব ইতি নাম উচ্যতে ন তু বস্তুতোজীবোনাম ব্রহ্মাণ্যোস্তীত্যর্থঃ। অতএব তস্য বাসনাবশাৎ স্বস্থান এব পরলোকগমনাদ্যধ্যাসোন বাস্তবং গমনাদ্যস্তীত্যাশয়েন মণ্ডপাকাশন্যায়ং স্মারয়তি তত্রৈবাস্তইতি ॥ ৬ ॥

ততোদেহমরণাদেব। নন্বসঙ্গে কথং বাসনাস্থিতিস্তত্রাহ চেতনমিতি। যথা সূক্ষ্মতরপুষ্পরেণুনিষ্ঠ এবামোদঃ। অনিলস্য তত্তাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসাদামোদমিশ্রঃ স্থিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ইদং প্রাক্তনং দেহাদি দৃশ্যং পরিত্যজ্য দেহান্তরাদিদর্শনান্তরে যদা আস্তে তদা স জীবঃ স্বপ্ন ইব স্বয়মেব স্ববাসনাময়গমনপরলোকতত্রত্যভোগ্যাদিনানাকৃতির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তমেবাধ্যাসং ক্রমেণ বক্তুমুপক্রমতে তস্মিন্নেবেতি। পূর্ব্ববৎ প্রাগ্জন্মবৎ ॥৯॥

নন্থ তস্মিন্নন্তরে মরণপ্রদেশে দেহান্তরকল্পনঘটনেঽপি কথং দূরগমনবিস্তৃতপরলোকাদিসমাবেশঘটনং তত্রাহ আত্মনীতি। পুষ্টং বিপুলং কেবলং

ভবন্তি ষড়্বিধাঃ প্রেতাস্তেষাং ভেদমিমং শৃণু।
সামান্যপাপিনোমধ্য-পাপিনঃ স্থূলপাপিনঃ ॥ ১১ ॥
সামান্যধর্ম্মা মধ্যমধর্ম্মা চোত্তমধর্ম্মবান্।
এতেষাং কস্যচিদ্ভেদো দ্বৌ ত্রয়োপ্যথ কস্যচিৎ ॥ ১২ ॥
কশ্চিন্মহাপাতকবান্ বৎসরং স্মৃতিমূর্চ্ছনম্।
বিমূঢ়োঽনুভবত্যন্তঃ পাষাণহৃদয়োপমঃ ॥ ১৩ ॥
ততঃ কালেন সম্বুদ্ধো বাসনাজঠরোদিতম্।
অনুভূয় চিরং কালং নারকং দুঃখমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ভুক্ত্বা যোনিশতান্যুচ্চৈর্দুঃখাদ্দুঃখান্তরং গতঃ।
কদাচিচ্ছমমায়াতি সংসারস্বপ্নসম্ভ্রমে ॥ ১৫ ॥

ব্যোম একং আকাশভূতলে দ্বে বা সাকাশশশিবাসরং ব্রহ্মাণ্ডকোটিলক্ষং বা সাকং যুগপদেবান্তর্নিবিশতু তথাপি আত্মন্যস্য সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য ঘটা ঘটনমস্ত্যেব আত্মনোঽনন্তত্বাৎ মায়ায়াশ্চাঘটিতঘটনাসামর্থ্যসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচাত্মস্বরূপপর্য্যালোচনয়া অল্পপ্রদেশেপি জগদন্তরসমাবেশ উক্তো ন তৎপ্রদেশমাত্রমপেক্ষ্যেতি ভাবঃ। অথবা যদি তস্মিন্ প্রদেশে মার্গপরলোকাদিকমস্তি তর্হ্যন্যেনাপি কুতোনোপলভ্যতে তত্রাহ—আত্মনীতি। আকাশভূতলে দ্বে সাকাশশশিবাসরং সর্ব্বং জগচ্চ মৃতপুরুষস্যাত্মনি মেঘঘটেব পুষ্টমস্তি অন্যস্য দৃশ্যা তু কেবলং ব্যোমগৃহাকাশমেবাস্তীতি ন দর্শনপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

গতিভেদান্ বক্তুং প্রেতান্ বিভজতে ভবন্তীতি ॥ ১১ ॥

এতেষাং মধ্যে কস্যচিদ্ভেদোবিশেষঃ। স কঃ। কস্য চিদ্দ্বৌ ভেদৌ। যথা কঞ্চিৎ কালং সামান্যপাপী তদুত্তরমধ্যমপাপ্যতিপাপী বেতি। উক্তরীত্যা কস্যচিৎ ত্রয়োপি ক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ বা ভেদাঃ ॥ ১২ ॥

তত্র প্রথমং তৃতীয়স্য গতিমাহ। কশ্চিদিতি। বৎসরং সম্বৎসরমাত্রম্ ॥ ১৩।১৪ ॥

ভুক্ত্বেতি। তথাচ শ্রুতিঃ। "অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা"ইতি। শমং মহাপাপফলোপরমম্ ॥ ১৫ ॥

অথবা মৃতিমোহান্তে জড়দুঃখশতাকুলাম্।
ক্ষণাদ্বৃক্ষাদিতামেব হৃৎস্থামনুভবন্তি তে ॥ ১৬ ॥
স্ববাসনানুরূপাণি দুঃখানি নরকে পুনঃ।
অনুভূয়াথ যোনীষু জায়ন্তে ভূতলে চিরাৎ ॥ ১৭ ॥
অথ মধ্যমপাপো যো মৃতিমোহাদনন্তরম্।
স শিলাজঠরং জাড্যং কঞ্চিৎ কালং প্রপশ্যতি ॥ ১৮ ॥
ততঃ প্রবুদ্ধঃ কালেন কেনচিদ্বা তদৈব বা।
তির্য্যগাদিক্রমৈর্ভুক্ত্বা যোনীঃ সংসারমেষ্যতি ॥ ১৯ ॥
মৃত এবানুভবতি কশ্চিৎ সামান্যপাতকী।
স্ববাসনানুসারেণ দেহং সম্পন্নমক্ষতম্ ॥ ২০ ॥
স স্বপ্ন ইব সঙ্কল্প ইব চেততি তাদৃশম্।
তস্মিন্নেব ক্ষণে তস্য স্মৃতিরিত্থমুদেতি চ ॥ ২১ ॥
যে তূত্তমমহাপুণ্যা মৃতিমোহাদনন্তরম্।
স্বর্গবিদ্যাধরপুরং স্মৃত্যা স্বনুভবন্তি তে ॥ ২২ ॥
ততোন্যকর্ম্মসদৃশং ভুক্ত্বান্যত্র ফলং নিজম্।
জায়ন্তে মানুষে লোকে সশ্রীকে সজ্জনাস্পদে ॥ ২৩ ॥

ক্ষণাদিতি। ইদঞ্চান্তদৃশা ॥ ১৬ ১৭ ॥

দ্বিতীয়স্তু গতিমাহ অথেতি। শিলাজঠরমিব শিলাজঠরম্। জাড্যং মূর্চ্ছাম্ ॥ ১৮ ॥

তদৈবেতি পরদৃষ্ট্যুক্তিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রথমস্তু গতিমাহ মৃত ইতি। দেহং মনুষ্যাদিশরীরম্। "উভাভ্যামেব মনুষ্যলোক"মিতি শ্রুতেঃ ॥ ২০ ॥

চেততি অনুভবতি। ইত্থং প্রাগুক্তদিশা ॥ ২১ ॥

ষষ্ঠস্তু গতিমাহ যেত্বিতি। স্মৃত্যা পুণ্যবাসনোদ্বোধেন ॥ ২২ ॥

ততো মহাপুণ্যভোগানন্তরম্। অন্যৎ কিঞ্চিদল্পং পুণ্যং পাপং বা সম্ভাবিতং তৎসদৃশং তদনুরূপং ফলম্। অন্যত্র ইলাবৃতকিংপুরুষাদিবর্ষেষু ॥ ২৩ ॥

যে চ মধ্যমধর্ম্মাণোমৃতিমোহাদনন্তরম্।
তে ব্যোমবায়ুবলিতাঃ প্রয়ান্ত্যোষধিপল্লবম্ ॥ ২৪ ॥
তত্র চারু ফলং ভুক্ত্বা প্রবিশ্য হৃদয়ং নৃণাম্।
রেতসামধিতিষ্ঠন্তি গর্ভে জাতিক্রমোচিতে ॥ ২৫ ॥
স্ববাসনানুসারেণ প্রেতা এতাং ব্যবস্থিতিম্।
মূর্চ্ছান্তেনুভবন্ত্যন্তঃ ক্রমেণৈবাক্রমেণ চ ॥ ২৬ ॥
আদৌ মৃতা বয়মিতি বুধ্যন্তে তদনুক্রমাৎ।
বন্ধুপিণ্ডাদিদানেন প্রোৎপন্না ইতি বেদিনঃ ॥ ২৭ ॥
ততোযমভটা এতে কালপাশান্বিতা ইতি।
নীয়মানঃ প্রয়াম্যেভিঃ ক্রমাদ্যমপুরং স্থিতি ॥ ২৮ ॥
উদ্যানানি বিমানানি শোভনানি পুনঃ পুনঃ।
স্বকর্ম্মাভিরূপাভানি দিব্যানীত্যেব পুণ্যবান্ ॥ ২৯ ॥

পঞ্চমস্য গতিমাহ যে চেতি। ওষধিপল্লবং ওষধিপল্লবপ্রধানং নন্দনচৈত্ররথাদিবনং কিন্নরকিংপুরুষযক্ষাদিশরীরেণ প্রয়ান্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

চারু স্বকর্ম্মফলং ভুক্ত্বাং তে বায়ুবৃষ্ট্যাদিদ্বারা ভূমৌ ব্রীহিযবাদিষু প্রবিশ্যান্নভূতা নৃণাং ব্রাহ্মণাদীনাং হৃদয়ং প্রবিশ্য রেতসাং নিষেকে তদ্দ্বারা স্ত্রীণাং গর্ভে অধিতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। "অথ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা"ইতিশ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

এতেন চতুর্থস্যাপি গতিরুক্তপ্রায়ৈবেতি মন্যমান উপসংহরতি স্ববাসনেতি ॥ ২৬ ॥

ইদানীং মরণপ্রভৃতি তেষামারোপক্রমং বিশেষ্য দর্শয়তি আদাবিত্যাদিনা। তদনুক্রমাৎ দাহদশাহকৃত্যক্রমাৎ প্রোৎপন্না নিষ্পন্নশরীরা ইতি বুধ্যন্ত ইতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে ॥ ২৭ ॥

এভির্যমভটৈঃ ক্রমাৎ পাথেয়শ্রাদ্ধতর্পিতঃ সম্বৎসরেণ যমপুরং প্রয়ামি ইতি ॥ ২৮ ॥

পুণ্যবান্ উত্তমপুণ্যবান্ ॥ ২৯-৩০ ॥

হিমানীকণ্টকশ্বভ্রশস্ত্রপত্রবনানি চ।
স্বকর্ম্মতুষ্কৃতোত্থানি সম্প্রাপ্তানীতি পাপবান্ ॥ ৩০ ॥
ইয়ং মে সৌম্যসম্পাতা সরণিঃ শীতশাদ্বলা।
স্নিগ্ধচ্ছায়া সবাপীকা পুরঃ সংস্থেতি মধ্যমঃ ॥ ৩১ ॥
অয়ং প্রাপ্তোযমপুরমহমেষ স ভূতপঃ।
অয়ং কর্ম্মবিচারোত্র কৃত ইত্যনুভূতিমান্ ॥ ৩২ ॥
ইতি প্রত্যেকমভ্যেতি পৃথুঃ সংসারখণ্ডকঃ।
যথা সংস্থিতনিঃশেষপদার্থাচারভাস্বরঃ ॥ ৩৩ ॥
আকাশ ইব নিঃশূন্যে শূন্যাত্মৈব বিবোধবান্।
দেশকালক্রিয়াদৈর্ঘ্যভাস্বরোপি ন কিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥
ইতোয়মহমাদিষ্টঃ স্বকর্ম্মফলভোজনে।
গচ্ছাম্যাশু শুভং স্বর্গমিতোনরকমেব চ ॥ ৩৫ ॥
যঃ স্বর্গোয়ং ময়াভুক্তোভুক্তোয়ং নরকোথ বা।
ইমাস্তা যোনয়ো ভুক্তা জায়েহং সংস্থতৌ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥

সৌম্যসম্পাতা পন্থ্যাং সুখেন গন্তুং যোগ্যেত্যর্থঃ। সরণির্মার্গঃ। মধ্যমঃ পুণ্যবান্ ইতি বুধ্যতে ॥ ৩১ ॥

অয়মহং যমপুরং প্রাপ্তঃ। স সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধো যমঃ। এষ পুরঃস্থঃ। অত্র যমসভায়াং চিত্রগুপ্তাদিভির্মম কর্ম্মবিচারঃ কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

অয়ঞ্চারোপক্রমঃ প্রতিপুরুষং স্বপ্নবদ্ভিন্ন ইত্যাহ ইতীতি। যথা প্রতীয়স্তে তথৈব সংস্থিতাঃ সত্যা ইব যে নিঃশেষপদার্থাস্তদাচারাস্তত্তদর্থক্রিয়াশ্চ তৈর্ভাস্বরঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বরূপদৃষ্ট্যাবলোকনে তু ন কিঞ্চিদাত্মাতিরিক্তমস্তীত্যাহ আকাশ ইবেতি। নিঃশূন্যে নিঃস্বরূপে স্থিতঃ প্রপঞ্চোদেশকালাদিদৈর্ঘ্যেণ ভাসমানোপি ন কিঞ্চন কিন্তু সর্ব্বারোপশূন্য আত্মৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অহং যমেন স্বকর্ম্মফলভোজনে ইতোঽন্যাং দিশি আদিষ্ট আজ্ঞপ্তঃ। ইতো যমসভাতঃ ॥ ৩৫ ॥

যো যমেন নির্দ্দিষ্টঃ স্বর্গঃ অয়ং ময়া ভুক্তঃ। তা যমনির্দ্দিষ্টাঃ পশ্বাদি-

অয়ং শালিরহং জাতঃ ক্রমাৎ ফলমহং স্থিতঃ।
ইত্যুদর্কপ্রবোধেন বুদ্ধ্যমানোভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
সংসুপ্তকরণস্ত্বেবং বীজতাং যাত্যসৌ নরে।
তদ্বীজং যোনিগলিতং গর্ভোভবতি মাতরি ॥ ৩৮ ॥
স গর্ভোজায়তে লোকে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারতঃ।
ভব্যোভবত্যভব্যো বা বালকোললিতাকৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥
ততোনুভবতীন্দ্বাভং যৌবনং মদনোন্মুখম্।
ততোজরাং পদ্মমুখে হিমাশনিমিব চ্যুতম্ ॥ ৪০ ॥
ততোপি ব্যাধিমরণং পুনর্ম্মরণমূর্চ্ছনাম্।
পুনঃস্বপ্নবদায়াতং পিণ্ডৈর্দ্দেহপরিগ্রহম্ ॥ ৪১ ॥
যাম্যং যাতি পুনর্লোকং পুনরেব ভ্রমক্রমম্।
ভূয়োভূয়োনুভবতি নানাযোন্যন্তরোদয়ে ॥ ৪২ ॥

যোনয় ইমাঃ প্রত্যক্ষা ময়া ভুক্তাঃ। অহং সংসৃতৌ মনুষ্যসংসারে পুনর্জ্জাৎের সাম্প্রতং প্রাদুর্ভবামি ॥ ৩৬ ॥

তৎক্রমমাহ অয়মিতি। শালিঃ শাল্যঙ্কুরঃ। কাণ্ডপত্রগর্ভমঞ্জরীক্রমাৎ ফলং ভূত্বা অহং স্থিতঃ। নন্বু স্বর্গনরকনানাযোনিভোগ ইব ব্রীহ্যাদিভাবোপি কিমস্যাহনুভবসিদ্ধো নেত্যাহ ইত্যুদর্কেতি। উদর্কে ঔত্তরকালিকে মনুষ্যশরীরে শ্রুতিপুরাণাদিজন্যপ্রবোধেন বুধ্যমানোয়ং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুতস্তদানীমসৌ ব্রীহ্যাদিভাবং নানুভবতি তত্রাহ সংসুপ্তকরণ ইতি। শরীরাভাবাৎ সংমূর্চ্ছিতবাহ্যান্তঃকরণঃ। তু শব্দ এতদ্বিশেষসূচনায়। এবমেবাসৌ নরে পিতৃশরীরে ভুক্তান্নদ্বারা প্রবিষ্টো বীজতাং রেতোভাবং যাতি ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বকর্ম্মানুসারমেব প্রপঞ্চয়তি ভব্য ইতি। ভব্যঃ সুখসৌভাগ্যারোগ্যসাধুবৃত্তসম্পন্নস্তদ্বিপরীতোহভব্যঃ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্বাভং চন্দ্রবদুপচয়াপচয়ধর্ম্মিণং চলং কান্তঞ্চ ॥ ৪০ ॥

বন্ধুদত্তৈরৌর্দ্ধদেহিকপিণ্ডৈঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

ইত্যাজীবং জবীভাবমামোক্ষমতিভাস্বরম্।
ভূয়োভূয়োনুভবতি ব্যোম্নেব ব্যোমরূপবান্ ॥ ৪৩ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

আদিসর্গে যথা দেবি ভ্রম এষ প্রবর্ত্ততে।
তথা কথয় মে ভূয়ঃ প্রসাদাদ্বোধবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

পরমার্থঘনং শৈলাঃ পরমার্থঘনং দ্রুমাঃ।
পরমার্থঘনং পৃথ্বী পরমার্থঘনং নভঃ ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাত্মকত্বাৎ স যতো যথোদেতি চিদীশ্বরঃ।
পরমাকাশশুদ্ধাত্মা তত্র তত্র ভবেৎ তথা ॥ ৪৬ ॥
সর্গাদৌ স্বপ্নপুরুষন্যায়েনাদিপ্রজাপতিঃ।
যথা স্ফুটং প্রকচিতস্তথাদ্যাপি স্থিতা স্থিতিঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি উক্তপ্রকারং আজীবং জবীভাবং পরিবর্ত্তনম্। জু গতাবিতি ধাতো-রানুপূর্ব্বাৎ পচাদ্যচি চিঃ। দ্বিত্বগুকৌ তু বাহুলকাৎ পৃষোদরাদিত্বাচ্ছান্দসত্বাদ্বা বোধ্যৌ ॥ ৪৩ ॥

ননু ত্বং পদার্থে জীবে ভ্রান্তিসম্ভবাদয়মধ্যারোপক্রমস্তৎপদার্থে ত্বীশ্বরে ভ্রান্ত্যযোগাৎ কথং জগদধ্যারোপক্রম ইতি তৎপরিশুদ্ধিজ্ঞানায় লীলা পৃচ্ছতি আদিসর্গে ইতি ॥ ৪৪ ॥

নেশ্বরস্য ভ্রান্ত্যা জগদধ্যারোপঃ কিন্তু স্বতঃ পরমার্থঘনরূপস্যৈব স্বতো-মায়াধ্যারোপিতরূপেণ বিবর্ত্তঃ। অনাবৃতস্বচৈতন্যেনাধ্যস্তভানং ন চ ভ্রমঃ কিন্তু সত্যত্বেনাসত্যপ্রতিভানঃ। ঈশ্বরস্য সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রতি-ভাসেঽপি স্বরূপাপ্রচ্যুতিবোধনানিত্যত্বাৎ ন জগতি সত্যতাপ্রতিভাস ইতি ন কশ্চিদ্দোষ ইত্যভিপ্রেত্য দেবী তৎপদার্থেঽধ্যারোপমুপপাদয়িতুমাহ পরমার্থ-ঘনমিত্যাদিনা ॥ ৪৫ ॥

উদেতি বিবর্ত্ততে। তথা ভবতি অস্মদৃশা ন স্বদৃশা ॥ ৪৬ ॥

স ঈশ্বর এব স্বপ্নকল্পয়িতৃপুরুষন্যায়েন জীবসমষ্ট্যাত্ম আদিপ্রজাপতির্ভূত্বা স্বজ্যসঙ্কল্পাত্মনা যথা ভুরাদিলোকাত্মনা বিবর্ত্তেন প্রকচতি তথৈবাদ্যাপি তা

প্রথমোসৌ প্রতিস্পন্দঃ পদার্থানাং হি বিম্বকম্।
প্রতিবিম্বিতমেতস্মাৎ যত্তদদ্যাপি সংস্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥
যস্মাম সুষিরং স্থানং দেহানাং তদ্গতোনিলঃ।
করোত্যঙ্গপরিস্পন্দং জীবতীত্যুচ্যতে ততঃ ॥ ৪৯ ॥
সর্গাদাবেবমেবৈষা জঙ্গমেষু স্থিতা স্থিতিঃ।
চেতনা অপি নিস্পন্দাস্তেনৈতে পাদপাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥
চিদাকাশোয়মেবাংশং কুরুতে চেতনোদিতম্।
স এব সম্বিদ্ভবতি শেষং ভবতি নৈব তৎ ॥ ৫১ ॥
নরোপাধিপুরং প্রাপ্তং চেতত্যক্ষিপুটং নয়ৎ।
তত্তস্যা নাক্ষিচিজ্জীবং নোজীবত্যেব সর্গতঃ ॥ ৫২ ॥

দৃশ্যস্থিতিসঙ্কল্পসত্তয়া স্থিতির্ব্ব্যবস্থা স্থিতা ॥ ৪৭ ॥

সাঙ্কল্পিকজগৎসত্তায়া ইয়ং জগৎসত্তা ভিন্নেতি পক্ষেপি তৎপ্রতিবিম্বতুল্যত্বান্মিথ্যৈবেত্যাহ প্রথমমিতি। অসৌ সাঙ্কল্পিকপ্রকচনরূপঃ পরিস্পন্দোবিবর্ত্তঃ ॥ ৪৮ ॥

তত্র স্থাবরজঙ্গমবিভাগে নিমিত্তমাহ যস্মামেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥

নিস্পন্দা নিশ্চেষ্টাঃ ॥ ৫০ ॥

এবং চেতনাচেতনবিভাগকল্পনেঽপি নিমিত্তমাহ চিদাকাশ ইতি। অয়ং চিদাকাশ ঈশ্বর এব চেতনা বুদ্ধ্যুপাধিসূত্রাবচ্ছেদাৎ প্রতিবিম্বনাদ্বা উদিতমাবির্ভূতমংশমিবাংশমৌপাধিকং জীববিভাগং কুরুতে স এবাংশঃ সম্বিচ্চেতনং ভবতি শেষং ত্বধ্যারোপিতং তচ্চেতনং ন ভবতি কিন্বচেতনমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তস্য বুদ্ধিদ্বারৈব স্থূলানুপ্রবেশং তত্র চক্ষুরাদিপ্রাপ্ত্যা বাহ্যব্যবহারযোগ্যতাঞ্চাহ নরেতি। তদ্বুদ্ধ্যনুপ্রবিষ্টচিদাকাশং তস্যাঃ বুদ্ধের্নির্মিত্তাৎ নরশরীরাদিরূপং দ্বিতীয়ং সোপাধিভূতং পুরং নগরং প্রাপ্তং প্রবিষ্টং সৎ স্বাধিরূঢ়াং বুদ্ধিমক্ষিপুটং চক্ষুরাদিগোলকস্থানং নয়ৎ প্রাপয়ৎ সৎ চাক্ষুষাদিবুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বাহ্যার্থাংশ্চেতিতি। নন্বু চক্ষুরাদ্যেব সাক্ষাচ্চিদধ্যস্তত্বেন চিত্বাৎ জীবভূতং শরীরমধিষ্ঠায় ব্যবহরতু কিং বুদ্ধ্যুপাধিকজীবকল্পনয়া নেত্যাহ নাক্ষীতি। অক্ষি চক্ষুস্তদুপলক্ষিতমিন্দ্রিয়জাতং স্বয়মেব চিৎ চেতনং জীবভূতং ন। কুতঃ। যতঃ

তথা খং খং তথাভূমির্ভূমিত্বেনাপ্ত্ববজ্জলম্ ।
যৎ যথা চেততি স্বৈরং তত্তত্ত্যেব তথা বপুঃ ॥ ৫৩ ॥
ইতি সর্ব্বশরীরেণ জঙ্গমত্বেন জঙ্গমম্ ।
স্থাবরং স্থাবরত্বেন সর্ব্বাত্মা ভাবয়ন্ স্থিতঃ ॥ ৫৪ ॥
তস্মাৎ যজ্জঙ্গমং নাম তৎস্ববোধনরূপবৎ ।
তেন বুদ্ধং ততস্তদ্বৎ তদেবাদ্যাপি সংস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥
যদ্বৃক্ষাভিধমাবুদ্ধং স্থাবরত্বেন বৈ পুনঃ ।
জড়মদ্যাপি সংসিদ্ধং শিলা তরুতৃণাদি চ ॥ ৫৬ ॥
ন তু জাড্যং পৃথক্কিঞ্চিদস্তি নাপি চ চেতনম্ ।
নাত্র ভেদোঽস্তি সর্গাদৌ সত্তাসামান্যকেন চ ॥ ৫৭ ॥
বৃক্ষাণামুপলানাং যা নামান্তঃস্থাঃ স্বসম্বিদঃ ।
বুদ্ধ্যাদিবিহিতান্যেব তানি তেষামিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৮ ॥

সর্গতঃ চিত্তাধ্যারোপমাত্রত এব কিঞ্চিদপি ন জীবতি। তথা সতি ঘটাদীনামপি জীবনপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

বৃক্ষেরেব জীবোপাধিতা নাস্তস্তেতি নিয়মে তু সর্ব্ববস্তুশক্তিব্যবস্থাপকচিৎসঙ্কল্প এব হেতুরিত্যাশয়ং স্ফুটয়ন্নাহ তথেতি। খমাকাশং খং শূন্যতাশক্তিমৎ। ভূমির্ভূমিত্বেন সর্ব্বধারণশক্ত্যা স্থিতা। জলঞ্চ আপ্ত্ববৎ সর্ব্বাপ্যায়নশক্তিমৎ স্থিতমিত্যর্থঃ। চেততি সঙ্কল্পয়তি ॥ ৫৩ ॥

ভাবয়ন্ সঙ্কল্পয়ন্ সন্ তৎকালমেব তথা বিবৃত্তঃ স্থিতঃ ॥ ৫৪ ॥

যথাভাবনসিদ্ধং তদদ্যাপ্যনুবর্ত্তত এবেত্যাহ তস্মাদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৫ ৫৬॥

ইত্থং তৎ ত্বং পদার্থয়োরধ্যারোপিতভেদজাতমপবদন্নাহ—ন ত্বিত্যাদিনা। চেতনং চিদ্বিশিষ্টং জড়ম্। অত্র পদার্থজাতে। সর্গ উৎপত্তিঃ। আদিপদাৎ স্থিতিনাশৌ। তেষু ভেদোনাস্তি। অসত্তোভেদাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। অস্তু তর্হ্যনুগতে সদ্বস্তুনি স নেত্যাহ—সত্তাসামান্যকে ইতি ॥ ৫৭ ॥

নন্বু যদি চিদেকরসমেব সর্ব্বং তর্হি কথং তত্রৈব তদ্বিরুদ্ধজাড্যরূপনামভেদানুভবঃ সর্ব্বেষামিত্যাশঙ্ক্য তত্তদান্তরপ্রত্যক্‌সম্বিদি অবিদ্যাধ্যস্তবুদ্ধিকৃতকল্পনাবশাদেবেতি রহস্যং প্রথমং স্থাবরেষু দর্শয়তি বৃক্ষাণামিতি। উপলানাং

বিদোন্তঃস্থাবরাদের্যাস্তস্যা বুদ্ধ্যাস্তথা স্থিতেঃ।
অন্যাভিধানাস্থানার্থাঃ সঙ্কেতৈরপরৈঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
কৃমিকীটপতঙ্গানাং যা নামান্তঃস্বসম্বিদঃ।
তান্যেব তেষাং বুদ্ধ্যাদীন্যভিধার্থানি কানিচিৎ ৬০
যথোত্তরাব্ধিজনতা দক্ষিণাব্ধিজনং স্থিতম্।
ন কিঞ্চিদপি জানাতি নিজসম্বেদনাদৃতে ॥ ৬১ ॥
স্বসংজ্ঞানুভবে লীনাস্তথা স্থাবরজঙ্গমাঃ।
পরস্পরং যদা সর্ব্বে স্বসঙ্কেতপরায়ণাঃ ॥ ৬২ ॥
যথা শিলান্তঃ সংস্থানাং বহিষ্ঠানাঞ্চ বেদনম্।
অসত্ত্বজড়ঞ্চ ভেকানাং মিথোন্তস্তস্থুষাং তথা ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বং সর্ব্বগতং চিত্তং চিদ্ব্যোম্না যৎ প্রচেতিতম্।

শৈলানাম্। তানি জাড্যভেদনামরূপাণি তেষাং বৃক্ষাদীনাম্। বুদ্ধ্যাদিভিরেব বিহিতানি কল্পিতানি ন বস্তুত ইতি পরমার্থস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

উক্তার্থমেব স্পষ্টং পুনরাহ বিদ ইতি। বিদঃ প্রত্যক্সম্বিদঃ। উপাধিকৃতভেদাৎ বহুবচনম্। তস্যাঃ স্থাবরাদিবুদ্ধেস্তথা স্থাবরোহহমিত্যাদিব্যবস্থিতরূপেণৈব স্থিতত্বাৎ চরেভ্যোন্যে ইত্যভিধানস্য তথা আস্থানস্য অভিমানস্য চ অর্থা বিষয়ভূতাঃ সন্তোঽপরৈরন্যৈর্ব্বৃক্ষাঃ পর্ব্বতা ইত্যাদিশব্দসঙ্কেতৈঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

এবং জঙ্গমেষপ্যুক্তং রহস্যং দর্শয়তি কৃমিকীটেতি। যাঃ স্বসম্বিদস্তান্যেব বুদ্ধ্যাদীনি অভিধার্থানি শব্দার্থভূতানি তত্তদন্যানি জাতানীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

চিতি বক্ষ্যমাণজাড্যকল্পনশ্লোকার্থস্য চোপপাদকং দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। উত্তরাব্ধিতীরস্থা জনতা জনসমূহঃ ॥ ৬১ ॥

যথায়ং দৃষ্টান্তস্তথা সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ স্বপ্রত্যক্সাক্ষিকে অনুভবে লীনাঃ পর্য্যবসন্না নান্যবুদ্ধিকল্পিতং জানন্তীত্যর্থঃ। অতএব সমুদিতব্যবহারে পরস্পরসঙ্কেতমপেক্ষন্ত ইত্যাহ পরস্পরমিতি ॥ ৬২ ॥

অতএব সচ্চিদ্রূপে ব্রহ্মণ্যসত্ত্বজাড্যবায়্বাকাশাদিকল্পনমপ্যুপপন্নমিত্যেতদপি দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি যথেতি ॥ ৬৩ ॥

সর্গাদৌ চোপনং বায়ুঃ স ইহাদ্যাপি সংস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥
চেতিতং যত্তু সৌষির্য্যং তন্নভস্তত্র মারুতঃ ।
স্পন্দাত্মেত্যাদিসর্গেহাঃ পদার্থেষ্বিব চোপনম্ ॥ ৬৫ ॥
চিত্তস্তু পরমার্থেন স্থাবরে জঙ্গমে স্থিতম্ ।
চোপনাম্ভনিলৈরেব ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৬৬ ॥
এবং ভ্রান্তিময়ে বিশ্বে পদার্থাঃ সম্বিদং শবঃ ।
সর্গাদিষু যথৈবাসংস্তথৈবাদ্যাপি সংস্থিতাঃ ॥ ৬৭ ॥
যথা বিশ্বপদার্থানাং স্বভাবস্থ বিজৃম্ভিতম্ ।
অসত্যমেব সত্যাভং তদেতৎ কথিতং তব ॥ ৬৮ ॥
অয়মন্তং গতঃ প্রায়ঃ পশ্য রাজা বিদূরথঃ ।
মালা শবস্থ পদ্মস্থ পত্ন্যস্তে যাতি হৃদগতম্ ॥ ৬৯ ॥

যথায়ং দৃষ্টান্তস্তথা প্রলয়কালে মায়ায়ং লীনং সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বগতঞ্চ সমষ্টি-চিত্তং জগতঃ সূক্ষ্মাবস্থারূপং সর্ব্বপ্রত্যগ্‌ভূতেন চিদ্ব্যোম্না সর্গাদৌ যদ্ যদ্ যথা প্রচেতিতং তৎ তৎ তথা তথা অদ্যাপি স্থিতমিত্যর্থঃ । তদেব প্রপঞ্চয়তি চোপনং বায়ুরিত্যাদিনা । চোপনং স্পন্দনম্ ॥ ৬৪ ॥

সুষিরমেব সৌষির্য্যং ছিদ্রম্ । তত্র স্পন্দাত্মা সর্ব্বক্রিয়াশক্তিরূপো মারুতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ । ইতি উক্তলক্ষণেন বায়ুনা সর্ব্ববস্তূনাং ঈহাশ্চলনানি । যথা শুষ্কতৃণপর্ণাদিপদার্থেষ্বনিলেন চোপনং তদ্বৎ ॥ ৬৫ ॥

অতএব স্থাবরজঙ্গমযোর্ব্বস্তুতশ্চিত্তসাম্যেপি বায়ুকৃতচোপনাচোপনাভ্যাং বিশেষ ইত্যাহ চিত্তং স্থিতি । জঙ্গমে ভবন্তি স্থাবরে ন ভবন্তি চ ॥ ৬৬ ॥

অস্মিন্নপি নিয়মে প্রাক্তনী নিয়তিরেব হেতুরিত্যাহ এবমিতি । সর্গাদৌ আদিসর্গে । এবং সক্রিয়ত্বেনাক্রিয়ত্বেন বা সম্বিদি অংশবঃ কিরণা ইব স্ফুরিতা অদ্যাপি তথৈব সংস্থিতাঃ ॥ ৬৭ ॥

প্রস্তুতং বক্তুং পৃষ্টপ্রসঙ্গাগতং তত্ত্বাববোধনমুপসংহরতি যথেতি ॥ ৬৮ ॥

প্রায় ইতি বিতর্কে । অন্তঙ্গতো মৃতঃ সন্ পুষ্পমালাপিহিতস্য শবভূতস্য পদ্মস্য হৃদগতং পদ্মকোশং বিবিক্ষুর্যাতি গচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

প্রবুদ্ধলীলোবাচ।

কেন মার্গেণ দেবেশি যাত্যেষ শবমণ্ডপম্।
এনমেবাশু পশ্যন্ত্যাবাবাং গচ্ছাব উত্তমে ॥ ৭০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মনুষ্যবাসনান্তঃস্থং মার্গমাশ্রিত্য গচ্ছতি।
এষোহমপরং লোকং দূরং যামীতি চিন্ময়ঃ ॥ ৭১ ॥
মার্গে নৈবমনেনৈব যাবস্তে যেন সম্মতম্।
পরস্পরেচ্ছাবিচ্ছিত্তির্ম্মি হি সৌহার্দ্দবন্ধনী ॥ ৭২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি বিহিতকথাগতক্রমায়াং
পরমদৃশি প্রসৃতে বিবোধভানৌ।
নৃপতিবরসুতামনস্যুদারে
বিগলিতচিত্তজড়োবিদূরথোভূৎ ॥ ৭৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সংসারমরণাবস্থাবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

এনং পশ্যন্ত্যাবেব আবাং আশু গচ্ছাবোগমিষ্যাবঃ ॥ ৭০ ॥

মনুষ্যবাসনা পদ্মশরীরাহম্বাসনা। অন্যথা তৎপ্রাপ্ত্যযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

সৌহার্দ্দং স্নেহঃ তেন বন্ধনী সম্বন্ধহেতুঃ ॥ ৭২ ॥

নৃপতিবরসুতায়া লীলায়া উদারে বিশুদ্ধে মনসি পরমদৃশি পরমার্থদৃগ্রূপে স্বতত্ত্বে ইতি বিহিতয়া কথয়া গতক্রমায়াং নিরস্তসর্ব্বসন্তাপে সতি বিবোধলক্ষণে ভানৌ সূর্য্যে প্রসৃতে আবির্ভূতে সতি বিদূরথোবিগলিতেন কারণে প্রাজ্ঞাত্মনি বিলীনেন চিত্তেন জড়ঃ প্রতিসন্ধানশূন্যোমরণায় মূর্চ্ছিতোহভূদিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে রাজা পরিবৃত্তাক্ষিতারকঃ ।
বভূবৈকতনুপ্রাণশেষঃ শুষ্কসিতাধরঃ ॥ ১ ॥
জীর্ণপর্ণসবর্ণাভঃ ক্ষীণপাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ ।
ভৃঙ্গধ্বনিতমচ্ছায়শ্বাসকূজাবিকূণিতঃ ॥ ২ ॥
মহামরণমূর্চ্ছান্ধকূপে নিপতিতাশয়ঃ ।
অন্তর্ম্মিলীননিঃশেষনেত্রাদীন্দ্রিয়বৃত্তিমান্ ॥ ৩ ॥
চিত্রন্যস্ত ইবাকারমাত্রদৃশ্যোবিচেতনঃ ।
নিঃস্পন্দসর্ব্বাবয়বঃ সমুৎকীর্ণ ইবোপলে ॥ ৪ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তন্নুদেশেন তং জহৌ ।
প্রাণঃ পিপতিষুং বৃক্ষং স্বং পক্ষীবান্তরিক্ষগঃ ॥ ৫ ॥
তে তং দদৃশতুর্ব্বালে দিব্যদৃষ্টী নভোগতম্ ।

ইহ তন্ন্ পত্নীনস্ত বাসনাদমপূর্গতিঃ ।
তয়োরনুগমঃ পূর্ব্বং পুরপ্রাপ্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

সর্ব্বেষু করণেষু মূর্চ্ছিতেষ্বেকতনুঃ সূক্ষ্মঃ প্রাণ এব শেষোদেহে অবশিষ্টো-যস্য স তথাবিধোবভূব ॥ ১ ॥

ভৃঙ্গস্য ধ্বনিতঃ ধ্বনিস্তৎসচ্ছায়য়া শ্বাসকূজয়া বিকূণিতোধ্বনিতঃ ॥ ২ ॥

মহতি মরণমূর্চ্ছালক্ষণে অন্ধকূপে নিপতিত ইব নিমগ্ন আশয়োমনো-যস্য ॥ ৩ ॥

তদুত্তরাবস্থামাহ চিত্রেতি । উপলে সমুৎকীর্ণঃ প্রতিমাদিরিব ॥ ৪ ॥

তন্নুদেশেন অল্পেনৈব প্রদেশেনোৎক্রান্ত্যর্থমাশ্রিতেন । তং রাজদেহং প্রাণোজহৌ । স্বং স্বালয়ভূতং বৃক্ষম্ ॥ ৫ ॥

জীবং প্রাণময়ী সম্বিদ্গন্ধলেশমিবানিলে ॥ ৬ ॥
সা জীবসম্বিদ্গগনে বাতেন মিলিতা সতী।
খে দূরং গন্তুমারেভে বাসনানুবিধায়িনী ॥ ৭ ॥
তামেবানুসসারাথ স্ত্রীদ্বয়ং জীবসম্বিদম্।
ভ্রমরীযুগলং বাতলগ্নাং গন্ধকলামিব ॥ ৮ ॥
ততোমুহূর্ত্তমাত্রেণ শান্তে মরণমূর্চ্ছনে।
অম্বরে বুবুধে সম্বিদ্গন্ধলেখেন বায়ুনা ॥ ৯ ॥
অপশ্যৎ পুরুষান্ যাম্যান্নীয়মানঞ্চ তৈর্ব্বপুঃ।
বন্ধুপিণ্ডপ্রদানেন শরীরং জাতমাত্মনঃ ॥ ১০ ॥
মার্গে কর্ম্মফলোল্লাসগতিদূরতরে স্থিতম্।
বৈবস্বতপুরং প্রাপ জন্তুভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১১ ॥
প্রাপ্তং বৈবস্বতপুরমাদিদেশ ততো যমঃ।
অস্য কর্ম্মাণ্যশুভ্রাণি নৈব সন্তি কদাচন ॥ ১২ ॥
নিত্যমেবাবদাতানাং কর্ত্তায়ং শুভকর্ম্মণাম্।
ভগবত্যাঃ সরস্বত্যা বরেণায়ং বিবর্দ্ধিতঃ ॥ ১৩ ॥

তে বালে নভোগতং তং জীবং দদৃশতুঃ। প্রাণময়ী ঘ্রাণজবৃত্ত্যুপহিতা সম্বিৎ অনিলে স্থিতং গন্ধলেশং সূক্ষ্মগন্ধমিব ॥ ৬ ॥

বাতেন আতিবাহিকপ্রাণেন ॥ ৭-৮ ॥

সম্বিৎ জীবসম্বিৎ। বাসনাময়দেহেন স্বপ্ন ইব বুবুধে ॥ ৯ ॥

বপুর্ব্বাসনাদেহম্। শরীরং স্থূলদেহং ঔর্দ্ধদেহিকেন বন্ধুপিণ্ডপ্রদানেন জাতমিবাপশ্যৎ ॥ ১০ ॥

অতিদূরতরে সম্বৎসরগম্যে দক্ষিণমার্গে স্থিতং প্রাণিকর্ম্মফলানুল্লাসয়তি প্রকটয়তীতি কর্ম্মফলোল্লাসং বৈবস্বতপুরং যমনগরং প্রাপ ॥ ১১ ॥

আদিদেশ আজ্ঞপ্তবান্। কর্ম্মাণি বিমৃশ্যেত্যর্থাদ্গম্যতে। অশুভ্রাণি শ্যামানি পাপানীতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

অবদাতানাং লোভাদিদোষাকলুষাণাম্ ॥ ১৩ ॥

প্রাক্তনোঽস্য শবীভূতোদেহোঽস্তি কুসুমাম্বরে।
প্রবিশত্বেষ তং গত্বা ত্যজ্যতামিতি চেতসা ॥ ১৪ ॥
ততস্ত্যক্তোনভোমার্গে যন্ত্রোপল ইব চ্যুতঃ।
অথ জীবকলা লীলা জ্ঞপ্তিশ্চেতি ত্রয়ং নভঃ ॥ ১৫ ॥
পুপ্লুবে জীবলেখা তু রূপিণ্যৌ তে ন পশ্যতি।
তামেবানুসরন্ত্যৌ তে সমুল্লঙ্ঘ্য নভস্তলম্ ॥ ১৬ ॥
লোকান্তরাণ্যতীত্যাশু বিনির্গত্য জগদ্গৃহাৎ।
দ্বিতীয়ং জগদাসাদ্য ভূমণ্ডলমুপেত্য চ ॥ ১৭ ॥
তে দ্বে সঙ্কল্পরূপিণ্যৌ সঙ্গতে জীবলেখয়া।
পদ্মরাজপুরং প্রাপ্য লীলান্তঃপুরমণ্ডপম্ ॥ ১৮ ॥
ক্ষণাদ্বিবিশতুঃ স্বৈরং বাতলেখা যথাম্বুজম্।
সূর্য্যভাসোযথাম্ভোজং সুরভিঃ পবনং যথা ॥ ১৯ ॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মন্ প্রাপ্তঃ কথমসৌ শবস্য নিকটং গৃহম্।
কথং তেন পরিজ্ঞাতোমার্গোমৃতশরীরিণা ॥ ২০ ॥

ইতি মদুক্তপ্রকারানুসারিণা চেতসা চিত্তেন ভটৈরেষ ত্যজ্যতাম্। অত্র লীলা সরস্বত্যাবন্তর্হিতে যমপুরং প্রবিষ্টে বহিরেব বা তদাগমনপ্রতীক্ষে স্থিতে ইত্যর্থাদ্গম্যতে ॥ ১৪ ॥

ক্ষেপণীযন্ত্রাচ্চ্যুতো যন্ত্রোপল ইব নভোমার্গে ত্যক্তঃ ॥ ১৫ ॥

রাজ্ঞোজীবলেখা রূপিণ্যৌ রূপবত্যাবপি তে জ্ঞপ্তিলীলে ন পশ্যতি। তে তু তাং পশ্যত এবেতি তুশব্দাল্লভ্যতে ॥ ১৬ ॥

জগদ্গৃহং ব্রহ্মাণ্ডগুহ্যাদ্বিনির্গত্য দ্বিতীয়ং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডমাসাদ্য ॥ ১৭-১৮ ॥

অম্বুজমম্ভোজমিতি প্রবেশকর্ম্মণঃ শব্দমাত্রভেদেপি প্রবেশকর্ত্রোর্ব্বাত লেখাসূর্য্যভাসোর্ভেদাদুপমানভেদেন মালোপমেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

বিদূরথলীলাজীবস্য দুহিত্রা মার্গপ্রদর্শনং প্রাগুক্তং রাজজীবস্য তু নোক্ত-মিতি তস্য মার্গপরিজ্ঞানে সন্দিহানো রামঃ পৃচ্ছতি ব্রহ্মন্নিতি ॥ ২০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

তস্য স্ববাসনান্তঃস্থ-
শবস্য কিল রাঘব।
তৎ সর্ব্বং হৃদ্গতং তস্মাৎ
নাসৌ প্রাপ্নোতি তদ্গৃহম্ ॥ ২১ ॥

ভ্রান্তিমাত্রমসংখ্যেয়ং জগজ্জীবকণোদরে।
বটধানা তরুমিব স্থিতং কোবা ন পশ্যতি ॥ ২২ ॥
যথা জীবদ্বপুর্ব্বীজমঙ্কুরং হৃদি পশ্যতি।
স্বভাবভূতং চিদণুস্ত্রৈলোক্যনিচয়ং তথা ॥ ২৩ ॥
নরোযথৈকদেশস্থোদূরদেশান্তরস্থিতম্।
সম্পশ্যতি নিধানং স্বং মনসানারতং সদা ॥ ২৪ ॥
তথা স্ববাসনান্তঃস্থমভীষ্টং পরিপশ্যতি।
জীবোজাতিশতাঢ্যোপি ভ্রমে পরিগতোপি সন্ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বশরীরবাসনায়ামনপগতায়ামেব বলবতা প্রারব্ধেন মধ্যে জন্মান্তরবিভাবনাং ভোগেন তৎক্ষয়ে পূর্ব্ববাসনোদ্ভবাৎ যথাগতমার্গস্ফুরণোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ বশিষ্ঠস্তস্তেতি। স্ববাসনায়া অন্তঃস্থঃ শবঃ পদ্মশরীরাহন্তাবোযস্ত তথাবিধস্য তস্য জীবস্য তন্মার্গাদি সর্ব্বং হৃদ্গতং হৃদি স্ফুরিতম্ ॥ ২১ ॥

জীবকণস্য জীবোপাধেঃ সূক্ষ্মস্যান্তঃকরণস্যোদরে আবির্ভূতবাসনাত্মনা স্থিতম্। যথা জীববদ্বটধানা ভূজলাদ্যঙ্কুরোদয়সামগ্রীপ্রাপ্তৌ স্বতঃ অঙ্কুরাত্মনা জায়মানং বটতরুং পশ্যতি স্বান্তরেবানুভবতি তদ্বৎ ॥ ২২ ॥

উক্তং দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বংস্তদেব স্ফুটমাহ যথেতি। ত্রৈলোক্যনিচয়মিতি। জ্ঞানাজ্ঞানান্যতরব্যবধানেন সর্ব্বস্য জগতঃ সাক্ষিভাস্যত্বমিতি সিদ্ধান্তরহস্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

স্বং স্বীয়ং নিধানং নিখাতধনং সদা পশ্যতি মনসা অনারতং ভাবয়ন্নিতি শেষঃ। তথাচ বিধুরপরিভাবিতকামিনীসাক্ষাৎকারবৎ ভাবনাপ্রচয়বলাদপি তদ্দর্শনসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ পিণ্ডদানাদিবাসনারহিতাকৃতিঃ।
কীদৃক্ সম্পদ্যতে জীবঃ পিণ্ডোযস্মৈ ন দীয়তে ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পিণ্ডোথ দীয়তে মা বা পিণ্ডোদত্তোমমেতি চেৎ।
বাসনা হৃদি সংরূঢ়া তৎপিণ্ডফলভাঙ্নরঃ ॥ ২৭ ॥
যচ্চিত্তং তন্ময়োজন্তুর্ভবতীত্যনুভূতয়ঃ।
সদেহেষু বিদেহেষু ন ভবত্যন্যথা ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥
সপিণ্ডোস্মীতি সম্বিত্ত্যা নিষ্পিণ্ডোপি সপিণ্ডবান্।
নিষ্পিণ্ডোস্মীতি সম্বিত্ত্যা সপিণ্ডোপি ন পিণ্ডবান্ ॥২৯॥
যথাভাবনমেতেষাং পদার্থানাং হি সত্যতা।
ভাবনা চ পদার্থেভ্যঃ কারণেভ্য উদেতি হি ॥ ৩০ ॥
যথা বাসনয়া জন্তোর্ব্বিষমপ্যমৃতায়তে।

যৎ প্রাগুক্তং বন্ধুপিণ্ডপ্রদানেন শরীরং জাতমাত্মনঃ অপশ্যদিতি তস্যা-ঽসার্ব্বত্রিকত্বং রামঃ শঙ্কতে ভগবন্নিতি। যস্মৈ পিণ্ডো ন দীয়তে তস্য তদ্বাস-নাহেত্বভাবাৎ স বাসনারহিতাকৃতির্জীবঃ কীদৃক্ কথং সশরীরঃ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তৎ পিণ্ডফলং শরীরসিদ্ধিস্তদ্ভাক্। পিণ্ডদানাদিবিধিস্তু বন্ধুকৃত্যবোধকো বস্তুতোবন্ধুফলহেতুরপি মৃতবাসনাফলসম্বাদাদুভয়গামিফলঃ প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

চিত্তমেব হি সংসারঃ তচ্চ যত্নেন শোধয়েৎ। যচ্চিত্তস্তন্ময়ো ভবতি। গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ইত্যাদিপ্রত্যক্ষশ্রুতয়োবিদ্বদনুভবাশ্চেত্যর্থঃ। সদেহেষু বিদেহেষু চ যোগিষু প্রসিদ্ধাঃ। অথবা সদেহেষু জীবৎসু বিদেহেষু মৃতেষু চ জীবেষু ক্বচিদপি অয়ং নিয়মোঽন্যথা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

এতাবাংস্তু শাস্ত্রকৃতোবিশেষঃ। বন্ধুভিঃ পিণ্ডেষু দত্তেষ্ববশ্যং মৃতস্য পিণ্ড-দানবাসনা উদ্ভবত্যেবেত্যাশয়েনাহ ভাবনা চেতি ॥ ৩০ ॥

সর্পাদিবিষমপি গরুড়োপাসকস্য গরুড়াহম্ভাবনয়া অমৃতায়তে জীর্য্যতীতি

অসত্যঃ সত্যতামেতি পদার্থোভাবনাৎ তথা ॥ ৩১ ॥
কারণেন বিনোদেতি ন কদাচন কস্যচিৎ।
ভাবনা কাচিদপি নো ইতি নিশ্চয়বান্ ভব ॥ ৩২ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যমা মহাপ্রলয়ং কচিৎ।
ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কিঞ্চিৎ স্বয়ং ত্বেকোদয়াদৃতে ॥ ৩৩ ॥
চিদেব বাসনা সৈব ধত্তে স্বপ্ন ইবার্থতাম্।
কার্য্যকারণতাং যাতি সৈবাগত্যেব তিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥

রাম উবাচ।

ধর্ম্মোনাস্তি মমেত্যেব যঃ প্রেতোবাসনান্বিতঃ।
তস্য চেৎ সুহৃদা ভূরি ধর্ম্মঃ কৃত্বা সমর্পিতঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্তদাত্র স কিং ধর্ম্মো নষ্টঃ স্যাদুত বা ন বা।

যাবৎ। কণ্টকাদিবেধে সর্পদংশভ্রান্তাবসত্যেऽপি স তথা সত্যতয়া ভাবনাৎ সত্যতাং মরণাদ্যর্থক্রিয়াকারিতাং গচ্ছতি ॥ ৩১ ॥

কারণসত্যত্বে হি কার্য্যসত্যতা স্যাৎ ভাবনা তু ন বস্তুসতীতি সত্যকারণেন বিনা জাতং কার্য্যং নাস্ত্যেবেতি শুদ্ধং ব্রহ্মৈব বস্তুতোঽস্তীতি নিশ্চয়বান্ ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কারণাসত্ত্বেঽপি কার্য্যোদ্ভবঃ কিং ন স্যাত্তত্রাহ কারণেনেতি। সর্ব্বথা কার্য্যসত্তায়াঃ কারণসত্তাধীনত্বস্যৈব প্রমাণৈঃ সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ব্রহ্মসত্তাপি তর্হি কিং কারণাধীনা নেত্যাহ স্বয়ং ত্বিতি। স্বয়ং স্বতো যদেকোদয়ং নিত্যস্বপ্রকাশং ব্রহ্ম তস্মাদৃতে। অনিত্যসত্তায়ামেব কারণসত্তাপেক্ষণাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

এবঞ্চ শুদ্ধচিন্মাত্রমেব ভ্রান্ত্যা বাসনাদিজগদ্রূপেণ ভাসতে ইতি যঃ সিদ্ধান্তঃ স প্রতিষ্ঠিত ইত্যাহ চিদেবেতি ॥ ৩৪ ॥

সপিণ্ডোঽস্মীতি সম্বিত্যেতি যৎ প্রাগুক্তং প্রেতবাসনানুসার্য্যেব প্রেতস্য শরীরারম্ভাদিফলমিতি তত্র করিষ্যমাণাক্ষেপোপযোগিতয়া রামঃ পৃচ্ছতি ধর্ম্ম ইতি ॥ ৩৫ ॥

নষ্টঃ প্রেতবাসনাবিরোধাৎ নিষ্ফলঃ স্যাৎ বা উত সুহৃদ্বাসনাপ্রাবল্যাৎ ন

সত্যার্থা বাপ্যসত্যার্থা ভাবনা কিং বলাধিকা ॥ ৩৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যসম্পত্ত্যোদেতি ভাবনা।
যত্রৈবাভ্যুদিতা সা স্যাৎ স দ্বয়োরধিকোজয়ী ॥ ৩৭ ॥
ধর্ম্মদাতুঃ প্রবৃত্তা চেদ্বাসনা তত্তয়া ক্রমাৎ।
আপূর্য্যতে প্রেতমতির্ন চেৎ প্রেতধিয়া শুভা ॥ ৩৮ ॥
এবং পরস্পরজয়াৎ জয়ত্যত্রাতিবীর্যবান্।
তস্মাচ্ছুভেন যত্নেন শুভাভ্যাসমুদাহরেৎ ॥ ৩৯ ॥

রাম উবাচ।

দেশকালাদিনা ব্রহ্মন্ বাসনা সমুদেতি চেৎ।

বা নিষ্ফল ইত্যর্থঃ। তত্র সুহৃদ্বাসনা ধর্ম্মসত্ত্বাৎ সত্যার্থা প্রেতবাসনা ত্বসত্যার্থা। তত্র বাসনায়াং প্রাবল্যে কিং ভোক্তৃনিষ্ঠতা প্রযোজিকা উত সত্যার্থতা। আদ্যে কৃতহানদোষঃ। দ্বিতীয়ে ত্বর্থসত্যতা স্যাদিতি পূর্ব্বোক্তব্যাঘাত ইত্যুভয়তস্পাশারজ্জুরিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শাস্ত্রোক্তে দেশে কালে যথোক্তানুষ্ঠানেন শাস্ত্রানুসারিণী সুহৃদ্বাসনা শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ প্রবলা প্রেতবাসনা তু কেবললৌকিকত্বাৎ দুর্ব্বলেতি শাস্ত্রমেব প্রাবল্যপ্রয়োজকং নার্থসত্যত্বমিতি গূঢ়াভিসন্ধির্ব্বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে দেশেতি। যত্রৈব ফলরূপে বিষয়ে সা অভ্যুদিতা স বিষয়োজয়ী। স এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্মদানশাস্ত্রবলাৎ প্রেতান্তঃকরণে বা তৎকালে তাদৃশধর্ম্মবানহমিতি বাসনোৎপত্তিঃ কল্প্যত ইত্যাহ ধর্ম্মদাতুরিতি। অবশ্যঞ্চ শাস্ত্রবলাদেব প্রেতস্য ফললাভ ইতি বাচ্যম্। পাষণ্ডস্য তস্য বেদপ্রদ্বেষনাস্তিকত্বাদ্যশুভবাসনাদূষিতধিয়ঃ সুহৃদ্ভির্ধর্ম্মদানেপি তৎফলাপ্রাপ্তেরিত্যাশয়েনাহ ন চেদিতি। প্রাবল্যস্যার্থসত্যত্বপ্রযুক্তত্বে তস্যাপি ধর্ম্মফলাপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অতএব প্রাক্ ময়া পুরুষপ্রযত্নপ্রাবল্যং প্রসাধ্য শুভাভ্যাস এব সদা কার্য্য ইত্যুক্তমিত্যাশয়েনাহ এবমিতি ॥ ৩৯ ॥

যদি দেশকালাদিকারণসহকারিসম্পত্ত্যা ধর্ম্মতদ্বাসনোদয়োঽভ্যুপগম্যতে

তন্মহাকল্পসর্গাদৌ দেশকালাদয়ঃ কুতঃ ॥ ৪০ ॥
কারণে সমুদেতীদং তৈস্তদা সহকারিভিঃ।
সহকারিকারণানামভাবে বাসনা কুতঃ ॥ ৪১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো সত্যাত্মন্ ন কদাচন।
মহাপ্রলয়সর্গাদৌ দেশকালৌ ন কৌচন ॥ ৪২ ॥
সহকারিকারণানামভাবে সতি দৃশ্যধীঃ।
নেয়মস্তি ন চোৎপন্না ন চ স্ফুরতি কাচন ॥ ৪৩ ॥
দৃশ্যস্যাসম্ভবাদেব কিঞ্চিদ্‌যদ্দৃশ্যতে ত্বিদম্।
তদ্ব্রহ্মৈব স্বচিদ্রূপং স্থিতমিত্থমনাময়ম্ ॥ ৪৪ ॥
এতচ্চাগ্রে যুক্তিশতৈঃ কথয়িষ্যাম এব তে।
এতদর্থং প্রযত্নোঽয়ং বর্ত্তমানকথাং শৃণু ॥ ৪৫ ॥

তর্হি "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়"মিতি শ্রুতেরাদিসর্গে দেশকালাদিসহকার্য্যভাবাৎ বাসনোৎপত্ত্যযোগাৎ তন্ময়জগদুৎপত্তিরেব ন স্যাৎ তথাচ "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"ইত্যাদ্যুত্তরশ্রুতিবিরোধ ইত্যাশয়েন রামঃ শঙ্কতে দেশেতি ॥ ৪০ ॥

তদা বাসনা কুতঃ? কারণে সতি হি ইদং বাসনাদি কার্য্যং সমুদেতি ॥৪১॥

ইষ্টমেবেদং ত্বয়া মাং প্রত্যাপাদিতম্। "ন নিরোধোনচোৎপত্তিঃ" "তদেতৎ ব্রহ্মাঽপূর্ব্বমনপরমস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্।" "অথাত আদেশোনেতি নেতি" "যৎতদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি"ইত্যাদিশ্রুতিশতস্য তত্রৈব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ মহতা চ প্রযত্নেনাদ্বৈতার্থস্য বুবোধয়িষিতত্বাচ্চ "সোঽকাময়ত" ইত্যাদিসৃষ্টিশ্রুতীনামপি প্রতীয়মানদ্বৈতানৃতত্বোপপাদনেনোপক্রান্তমুক্তিফলকনিষ্প্রপঞ্চাত্মব্যুৎপাদন এব তাৎপর্য্যেণ সৃষ্ট্যাদৌ তাৎপর্য্যাভাবাদিত্যাশয়েনানুমোদমানোবশিষ্ঠ উবাচ এবমেতদিত্যাদিনা। মহাপ্রলয়রূপে সর্গস্যাদৌ পূর্ব্বভূতে সত্যাত্মন্ পরমার্থসত্যে আত্মনি। সুপাং সুলুগিতি ছান্দসে ঙিলুকিন ঙিসম্বুদ্ধ্যোরিতি ন লোপপ্রতিষেধঃ ॥ ৪২-৪৫ ॥

এবং দদৃশতুঃ প্রাপ্তে মন্দিরং সুন্দরোদরম্ ।
কীর্ণং পুষ্পোপহারেণ বসন্তমিব শীতলম্ ॥ ৪৬ ॥
প্রশান্তাচারসংরম্ভরাজধান্যা সমন্বিতম্ ।
মন্দারকুন্দমাল্যাদি শবং তত্র সমং স্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥
মন্দারকুন্দস্রগ্দামবৃতাম্বরবৃহচ্ছবম্ ।
শবশয্যাশিরঃস্থাগ্র্যপূর্ণকুম্ভাদিমঙ্গলম্ ॥ ৪৮ ॥

অনিবৃত্তগৃহদ্বার-
গবাক্ষকঠিনার্গলম্ ।
প্রশাম্যদ্দীপকালোক-
শ্যামলামলভিত্তিকম্ ।
গৃহৈকদেশসংসুপ্ত-
মুখশ্বাসসমীকৃতম্ ॥ ৪৯ ॥
সম্পূর্ণচন্দ্রসকলোদয়কান্তিকান্তম্,
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিতপুরন্দরমন্দিরর্দ্ধি ।

এবং প্রাগ্বর্ণিতরীত্যা পদ্মনগরং প্রাপ্তে জ্ঞপ্তিলীলে পদ্মমন্দিরং দদৃশতুঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রশান্তরাজকার্য্যাচরণসংরম্ভয়া রাজধান্যা লক্ষণয়া রাজধানীস্থজনেন তত্র গৃহে তৈর্জ্জনৈঃ সমং সাকং স্থিতং মন্দারকুন্দমাল্যাদিপিহিতং শবঞ্চ দদৃশতু-রিত্যত্রোত্তরত্র চানুকৃষ্যতে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

পুনস্তদ্গৃহমেব বর্ণয়তি অনিবৃত্তেত্যাদিনা । অনিবৃত্তান্যনুদ্ঘাটিতানি বৃহদ্দ্বারগবাক্ষাণাং কঠিনার্গলানি দৃঢ়বিরুদ্ধা যত্র । প্রশাম্যন্ মলিনীভবন্ যো দীপকানামালোকস্তেন শ্যামলা মলিনা বস্তুতস্ত্বমলা ভিত্তয়ো যস্য ॥ ৪৯ ॥

বহিঃ সম্পূর্ণচন্দ্রস্য কলা সহিতেনোদয়েন প্রকাশিতত্বাৎ কান্তম্ । অন্তস্তু বৈরিঞ্চস্য বিরিঞ্চালয়স্য ভগবন্নাভিপদ্মমুকুলস্য আন্তরং গর্ভ ইব চারু শোভা যস্য । নিঃশব্দতয়া মন্দং মূকমিব স্থিতম্ । ইন্দুরিব কান্তং রম্যং গৃহং দদৃ-

বৈরঞ্চপদ্মমুকুলান্তরচারুশোভম্,
নিঃশব্দমন্দমিব নির্ম্মলমিন্দুকান্তম্ ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে মরণশয়নানন্তরপ্রেতব্যবস্থা নাম ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

শভুরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ততোদদৃশতুস্তত্র শবশয্যৈকপার্শ্বগাম্ ।
লীলাং বিদূরথস্যাগ্রে মৃতাং তে প্রথমাগতাম্ ॥ ১ ॥
প্রাগেবেষাং প্রাক্‌সমাচারাং প্রাগ্দেহাং প্রাক্‌স্ববাসনাম্ ।
প্রাক্তনাকারসদৃশীং সর্ব্বরূপাঙ্গসুন্দরীম্ ॥ ২ ॥
প্রাগ্রূপাবয়বস্পন্দাং প্রাগম্বরপরীবৃতাম্ ।
প্রাগ্‌ভূষণভরচ্ছন্নাং কেবলং তত্র সংস্থিতাম্ ॥ ৩ ॥
গৃহীতচামরাং চারু বীজয়ন্তীং মহীপতিম্ ।
উদ্যচ্চন্দ্রামিব দিবং ভূষয়ন্তীং মহীতলম্ ॥ ৪ ॥
মৌনস্থাং বামহস্তস্থবদনেন্দুতয়ানতাম্ ।
ভূষণাংশুলতাপুষ্পৈঃ ফুল্লামিব বনস্থলীম্ ॥ ৫ ॥
কুর্ব্বাণাং বীক্ষিতৈর্দ্দিক্ষু মালত্যুৎপলবর্ষণম্ ।
সৃজন্তীমাত্মলাবণ্যাদিন্দুমিন্দুং নভোদিতম্ ॥ ৬ ॥
নরপালাত্মনোবিষ্ণোর্লক্ষ্মীমিব সমাগতাম্ ।

লীলান্তরেক্ষা লীলায়ৈ দেহমিথ্যাত্বমুচ্যতে ।
যোগিনাঞ্চ শরীরস্য আতিবাহিকতোদয়ঃ ॥ ১ ॥

অগ্রে পূর্ব্বং মৃতাং বিদূরথস্য লীলাং তে জ্ঞপ্তিলীলে দদৃশতুঃ ॥ ১ ॥

প্রাগেবত্বাদৌ হেতুঃ প্রাক্‌স্ববাসনামিতি ॥ ২ ॥

কেবলং তত্র পদ্মগৃহে সংস্থিতাম্ । তত্র স্থিতিমাত্রমপূর্ব্বমন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্বতনমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

ভূষণানামংশুভিঃ কিরণৈঃ । পত্রলতাভিঃ পুষ্পৈশ্চ ফুল্লাং বনস্থলীমিব স্থিতাম্ ॥ ৫ ॥

ইন্দু মিন্দুমিতি বীপ্সা । সর্ব্বানিন্দূন্ আত্মলাবণ্যাৎ সৃজন্তীমিবেত্যুৎ-

উদিতাং পুষ্পসম্ভারাদিব পুষ্পাকরশ্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
ভর্ত্তুর্ব্বদনকে ন্যস্তদৃষ্টিমিষ্টবিচেষ্টিতাম্।
কিঞ্চিৎপ্রম্লানবদনাং ম্লানচন্দ্রাং নিশামিব ॥ ৮ ॥
তাভ্যাং সা ললনা দৃষ্টা তয়া তে তু ন লক্ষিতে।
যস্মাত্তে সত্যসঙ্কল্পে সা ন তাবৎ তথোদিতা ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ।

তস্মিন্ প্রদেশে সা পূর্ব্ব-লীলা সংস্থাপ্য দেহকম্।
ধ্যানেন জ্ঞপ্তিসহিতা গতাভূদিতি বর্ণিতম্ ॥ ১০ ॥
কিমিদানীং স লীলায়াদেহস্তত্র ন বর্ণিতঃ।
কিংসম্পন্নঃ ক্ব বা যাত ইতি মে কথয় প্রভো ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ক্বাসীল্লীলাশরীরং তৎ কুতস্তস্যাস্তি সত্যতা।
কেবলা ভ্রান্তিরেবাভূজ্জলবুদ্ধির্ম্মরাবিব ॥ ১২ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং কুতোদেহাদিকল্পনা।
ব্রহ্মৈবানন্দরূপং সৎ যৎ পশ্যসি তদেব চিৎ ॥ ১৩ ॥
যথৈব বোধে লীলাসৌ পরিণামমিতা ক্রমাৎ।

প্রেক্ষা। নভোদিতমিতি সন্ধিরার্ষঃ। নভসি দিতং ক্ষয়েণ খণ্ডিতং পুনঃ স্বজন্তীমিতি বা ॥ ৬-৮ ॥

তথা সত্যসঙ্কল্পতয়া সা নোদিতা নাবির্ভূতা ॥ ৯ ॥

লীলায়া আবশ্যকং প্রাক্ত্যক্তস্বশরীরান্বেষণং বিহায় বিদূরথলীলাদর্শনমেব প্রথমং কুতোবর্ণিতমিতি সন্দেহাৎ রামঃ পৃচ্ছতি তস্মিন্নিতি ॥ ১০-১১ ॥

আতিবাহিকতাবুদ্ধ্যুদয়েন তত্ত্বাববোধেন চ বাধিতত্বাদেব লীলায়াঃ স্বদেহদর্শনং ন চ বর্ণিতম্ যেষাং ত্বজ্ঞানাং দৃষ্ট্যা ন বাধিতং তদ্দৃষ্ট্যোত্তরসর্গে তদ্দেহমরণদাহাদি বক্ষ্যতে ইতি বক্ষ্যমাণং নিগূহ্য তত্ত্বাববোধনায় তন্মিথ্যাত্বমেব প্রপঞ্চয়ন্ বশিষ্ঠ উবাচ ক্বাসীদিত্যাদিনা ॥ ১২-১৩ ॥

পরে তথৈব তস্মাৎ ত-দ্ধিমবদ্গলিতং বপুঃ ॥ ১৪ ॥
আতিবাহিকদেহেন দৃশ্যং যদবলোকিতম্ ।
ভূম্যাদি নাম তস্যৈব কৃতং তচ্চাধিভৌতিকম্ ॥ ১৫ ॥
বাস্তবেন তু রূপেণ ভূম্যাদ্যাত্মাধিভৌতিকঃ ।
ন শব্দেন ন চার্থেন সত্যাত্মা শশশৃঙ্গবৎ ॥ ১৬ ॥
পুংসোহহরিণকোস্মীতি স্বপ্নে যস্যোদিতা মতিঃ ।
স কিমন্বিষ্যতি মৃগং স্বমৃগত্বপরিক্ষয়ে ॥ ১৭ ॥
উদেত্যসত্যমেবাশু তথা সত্যং বিলীয়তে ।
ভ্রান্তির্ভ্রমবতোরজ্জ্বামপি সর্পভ্রমে গতে ॥ ১৮ ॥
সমস্তস্যাপ্রবুদ্ধস্য মনোজাতস্য কস্যচিৎ ।
বীজং বিনা মৃষৈবেয়ং মিথ্যারূঢ়িমুপাগতা ॥ ১৯ ॥

যথা যেন ক্রমেণৈব পরিণামং পরিপাকলক্ষণং উপাগতা প্রাপ্তা তথা তেন ক্রমেণৈব। তস্মাৎ বোধাৎ পরে ব্রহ্মণি। গলিতং বাধিতম্ ॥ ১৪ ॥

ন কেবলং স্বদেহস্যাধিভৌতিকত্বং গলিতং কিন্তু ভূম্যাদিসর্ব্ববস্তূনামপি "অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্য"মিতি শ্রুত্যা তেষামপি স্থৌল্য-বাধেন আতিবাহিকত্বপরিশেষণাদিত্যাশঙ্কেনাহ আতিবাহিকেতি। আতি-বাহিকতাবুদ্ধ্যা সূক্ষ্মতমসমষ্টিমনোমাত্রত্ববুদ্ধ্যা তত্ত্বদৃশা তয়া যদ্দৃশ্যমবলোকিতং তস্যৈব প্রাক্ ভ্রান্ত্যা ভূম্যাদি নাম কৃতং স্থিতং তদেব আধিভৌতিকম্ ॥ ১৫ ॥

অতোন বস্তুত আধিভৌতিকং নাম কিঞ্চিদস্তীত্যাহ বাস্তবেনেতি ॥ ১৬ ॥

তথাচ বাধিতস্যান্বেষণপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ পুংস ইতি ॥ ১৭ ॥

যথা ভ্রমতঃ অসত্যমেবোদেতি লীয়তে চ তথা ভ্রমে গতেঽপি উদেতি কিমিতি কাকা যোজ্যম্ ॥ ১৮ ॥

তথাচাস্মমনঃসমষ্টিকল্পিত আধিভৌতিকপ্রপঞ্চ ইতি ফলিতমিত্যাহ সমস্তস্যেতি। জাতশব্দঃ সমূহবচনঃ। ইয়মেতদ্ব্রহ্মাণ্ডগতস্থূলভ্রান্তিঃ প্রতি-ব্রহ্মাণ্ডভিন্নানন্তাজ্ঞমনোজাতানাং মধ্যে কস্যচিৎমনোজাতস্য মিথ্যারূঢ়িং বৃথা-প্রসিদ্ধিমুপাগতা মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্বপ্নোপলম্ভং সর্গাখ্যং স সর্ব্বোঽনুভবন্ স্থিতঃ।
চিরমাবৃত্তদেহাত্মা ভূচক্রভ্রমণং যথা ॥ ২০ ॥

রাম উবাচ।

ব্রহ্মন্ লোকৈঃ পুরস্থস্য গচ্ছতোযোগিনোনিজম্।
আতিবাহিকতাং দেহঃ কীদৃশোঽয়ং বিলোক্যতে ॥ ২১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বদেহং বিনা সদা।
আতিবাহিকদেহেঽস্মিন্ স্বপ্নেষ্বিব বিনশ্বরী ॥ ২২ ॥
যথাতপে হিমকণঃ শরদ্ব্যোম্নি সিতোম্বুদঃ।
দৃশ্যমানোঽপ্যদৃশ্যত্বমিত্যেবং যোগিদেহকঃ ॥ ২৩ ॥
দ্রাগিত্যেবাথবা কশ্চিদ্যোগিদেহো ন লক্ষ্যতে।

স সর্ব্বোঽহঙ্কশ্চিরং আগমাপায়েন আবৃত্তদেহ এবাত্মা যস্য স তথাবিধঃ সন্ বালোগণা ভূচক্রভ্রমণমনুভবতি তদ্বৎ ॥ ২০ ॥

ননু যোগিদেহস্যাধিভৌতিকত্বং যদি নাস্তি তর্হি তস্য পুরস্থস্য জীবতো নিজং স্বাত্মরূপং গচ্ছতো মৃতস্য বা আতিবাহিকতাং প্রাপ্তো দেহো লোকৈ-জ্জনৈর্ব্বিলোক্যতে অয়ং কীদৃশঃ। ন হি আতিবাহিকোলোকৈর্দ্রষ্টুং শক্যো-মুক্তিকালে পরিশিষ্যতেবেতি রামপ্রশ্নার্থঃ ॥ ২১ ॥

যোগিনাং দ্বিবিধং মরণম্। একং প্রারব্ধভোগার্থৈচ্ছিকং নানাদেহ-কল্পনম্। অপরং সর্ব্বপ্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহকৈবল্যম্। তত্রাদ্যে তাবৎ ন পূর্ব্ব-শেষোঽস্তীত্যাহ দেহাদিতি। যথা স্বপ্নেষু আতিবাহিকদেহে একং মৃগাদি-ভাবং ত্যক্ত্বা অপরমনুষ্যাদিভাবকল্পনা পূর্ব্বদেহপরিশেষং বিনৈব বিনশ্বরী অনিত্যা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়েঽপি স নাস্তীতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তথাচ শরন্মেঘাদিবৎ মন্দং ক্ষীয়মাণে তস্মিন্ কঞ্চিৎ কালং পরিশেষভ্রম ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মন্দং ক্ষীয়তে অবশ্যং পরৈর্দৃশ্যতে ইত্যপি ন নিয়মঃ। কেষাঞ্চিৎ সদ্যো বিনাশসঙ্কল্পেন তথৈব নাশসম্ভবাদিত্যাহ দ্রাগিতি। অন্যৈর্যোগিভিশ্চ ন

যোগিভিশ্চ পুরোবেগাৎ প্রোড্ডীন ইব খে খগঃ ॥ ২৪ ॥
স্ববাসনাভ্রমেণৈব কচিৎ কেচিৎ কদাচন।
মৃতোয়মিতি পশ্যন্তি কেচিদ্যোগিনমগ্রগাঃ ॥ ২৫ ॥
ভ্রান্তিমাত্রস্তু দেহাত্মা তেষাং তদুপশাম্যতি।
সত্যবোধেন রজ্জূনাং সর্পবুদ্ধিরিবাত্মনি ॥ ২৬ ॥
কোদেহঃ কস্য বা সত্তা কস্য নাশঃ কথং কুতঃ।
স্থিতং তদেব যদভূদবোধঃ কেবলং গতঃ ॥ ২৭ ॥

রাম উবাচ।

আতিবাহিকতামেতি আধিভৌতিক এব কিম্।
উতান্য ইতি মে ব্রূহি যেনোহ্ন ইব ভোঃ প্রভো ॥ ২৮ ॥

লক্ষ্যতে কিং পুনঃ পৃথগ্জনৈরিত্যর্থঃ। তথাচ জীবদ্দশায়ামপি জনৈস্তদ্দেহ-দর্শনমেতে মামিথং পশ্যন্ত্বিতি তদীয়সত্যসঙ্কল্পবশাদেব ন দেহস্যাধিভৌতিক-ত্ববশাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

অথবা যোগিনাং স্বদৃষ্ট্যা স্বদেহস্যাতিবাহিকত্বানুভবেপি তদুপভোক্তাদৃ-ষ্টসহকৃতাজ্ঞজনবাসনয়া তস্য ভৌতিকত্বমরণাদিকল্পনসম্ভবাৎ ন কশ্চিদ্বিরোধ ইত্যাশয়েনাহ স্ববাসনেতি। কেচিদগ্রগাঃ কচিৎ মৃতোয়মিতি পশ্যন্তি কচিত্তু কেচিদ্যোগিনং জীবন্তং পশ্যন্তীত্যর্থঃ। অতএব হি প্রাক্ বিদেহমুক্ত-স্যাপি শুকস্য পরিক্ষিৎসভায়াং পুনর্দ্দর্শনং ভাগবতোপদেশাদিকঞ্চ ন বিরুধ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ যোগিনাং জ্ঞানোদয়কালে এব দেহাদের্ব্বাধাৎ ন জীবনদশায়ামপি তদ্দৃষ্ট্যা দেহোস্তীত্যাহ ভ্রান্তিমাত্রমিতি ॥ ২৬ ॥

যদেব পরমার্থতঃ স্থিতং তদেব জ্ঞানেনাভূৎ ॥ ২৭ ॥

নন্থ যদি যোগিনাং দেহোবাধ্যতে তর্হি বাধিতস্য পরিণামাযোগাৎ প্রার-ব্ধভোগায়াতিবাহিকশরীরমন্যদেবোৎপদ্যত ইতি স্যাৎ তথাচ তস্য জন্মান্তর-ত্বাজ্জীবন্মুক্তত্বানুপপত্তিঃ "ন স ভূয়োহভিজায়তে" ইত্যাদিশাস্ত্রবিরোধশ্চেতি মন্যমানো রামঃ পৃচ্ছতি আতিবাহিকতামিতি। কিং যোগিন আধিভৌতিক-দেহ এবাতিবাহিকতামেত্যুতান্য এবাতিবাহিকদেহ উৎপদ্যতে। আদ্যে

বশিষ্ঠ উবাচ।

বহুশোহ্যুক্তমেতত্তে ন গৃহ্ণাসি কিমুত্তম।
আতিবাহিক এবাস্তি নাস্ত্যেবেহাধিভৌতিকঃ ॥ ২৯ ॥
তস্মিন্বোধ্যাসতোপ্যেতি সাধিভৌতিকতা মতিঃ।
যদা শাম্যতি সৈবাস্য তদা পূর্ব্বা প্রবর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥
তদা গুরুত্বং কাঠিন্যমিতি যশ্চ মুধাগ্রহঃ।
শাম্যেৎ স্বপ্নরস্যেব বোদ্ধুর্ব্বোধাম্নিরাময়াৎ ॥ ৩১ ॥
লঘুতূলসমাপত্তিস্ততঃ সমুপজায়তে।
স্বপ্নে স্বপ্নপরিজ্ঞানাদিব দেহস্য যোগিনঃ ॥ ৩২ ॥
স্বপ্নে স্বপ্নপরিজ্ঞানাদ্যথা দেহোলঘুর্ভবেৎ।
তথা বোধাদয়ং দেহঃ স্থূলবৎ প্লুতিমান্ ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
অনেকদিনসঙ্কল্পদেহে পরিণতাত্মনাম্।
অস্মিন্ দেহে শবে দগ্ধে তত্রৈবাস্থিতিমীযুষাম্ ॥ ৩৪ ॥

বাধিতস্য পরিণামান্তরং সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধম্। দ্বিতীয়ে তু জ্ঞানস্য মুক্তিফলত্বহানিরিত্যুভয়থাপ্যনুপপত্তেঃ সংশয়প্রবাহে অহং উহ্যে প্রবাহ্যমান ইব ন স্থৈর্য্যং প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

নাসৌ পরিণামঃ কিন্তু স্থূলবাধে প্রাক্সিদ্ধতদধিষ্ঠানসূক্ষ্মপরিশেষ এব ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যা সূক্ষ্মদেহোপহিতে ব্রহ্মণি স্থূলাধ্যাসবোধনাৎ "ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্"ইতি স্থূলবাধেন সূক্ষ্মপরিশেষোক্তেশ্চ নোক্তদোষাবকাশ ইতি প্রাগুক্তস্মারণেন সমাধত্তে বহুশ ইত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বা প্রাক্তনী। সৈব আতিবাহিকতা ॥ ৩০ ॥

নন্ন পরিণামান্তরং বিনা দেহস্য গুরুত্ব-কাঠিন্যাদেঃ কথং নিবৃত্তিস্তত্রাহ তদেতি। স্বপ্নগরগুরুত্বকাঠিন্যাদয় ইব তেহপি বাধ্যন্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩২ ॥

প্লুতিমান্ আকাশগমনাদিযোগ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

যত্র দৃঢ়তরস্থূলবাসনানামজ্ঞানাং স্থূলদেহস্য শবীভাবদাহাদিনা কারণে তিরোভাবলক্ষণে নাশেহপি প্রাক্তনসূক্ষ্মদেহপ্রাপ্তিস্তত্র কিং বাচ্যং জ্ঞানিনাং

লঘুদেহানুভবনমবশ্যং ভাবি বৈ তথা।
প্রবোধাতিশয়াদেতি জীবতামপি যোগিনাম্ ॥ ৩৫ ॥
উদিতায়াং স্মৃতৌ তত্র সঙ্কল্পাত্মাহমিত্যলম্।
যাদৃশঃ স ভবদ্দেহস্তাদৃশোঽয়ং প্রবোধতঃ ॥ ৩৬ ॥
ভ্রান্তিরেবমিয়ং ভাতি রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গতা।
কিং নষ্টমস্যাং নষ্টায়াং জাতায়াং কিং প্রজায়তে ॥৩৭॥

রাম উবাচ।

অনন্তরং যে বাস্তব্যা লীলাং পশ্যন্তি তে যদি।
তৎসত্যসঙ্কল্পতয়া বুধ্যন্তে কিমতঃ প্রভো ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং জ্ঞাস্যন্তি তে রাজ্ঞী স্থিতেয়মিহ দুঃখিতা।
বয়স্যা কাচিদন্যেয়ং কুতোঽপ্যস্যা উপাগতা ॥ ৩৯ ॥

নির্ব্বাসনানাং মূলোচ্ছেদনলক্ষণে তদ্বাধে বাধে জাতে স্বাভাবিকসৌক্ষ্ম্যপ্রাপ্তি-র্ভবতীতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ অনেকেতি দ্বাভ্যাম্। আস্থিতিমাস্থাং দৃঢ়াভি-মানলক্ষণাম্ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তত্র স্বপ্নে অহং সঙ্কল্পাত্মৈব ন স্থূলাত্মা ইতি স্মৃতৌ উদিতায়াং সত্যাম্। ঈদৃশী চ স্মৃতিঃ স্বপ্নে ধ্যায়িনামনুভবসিদ্ধা ন পামরাণাম্। যাদৃশঃ স্বেচ্ছয়া-নভোবিহারক্ষমঃ ॥ ৩৬ ॥

নন্বু সর্ব্বজনপ্রিয়স্য দেহস্য বাধকং জ্ঞানমনর্থ এব নেত্যাহ ভ্রান্তিরিতি। কিং নষ্টমিতি। ন হি শুক্তিরজতবাধে কশ্চিচ্ছোচতীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইত্থং প্রাসঙ্গিকে নির্ণীতে প্রস্তুতকথাবিষয় এব রামঃ পৃচ্ছতি অনন্তর-মিতি। পূর্ব্বলীলায়া অভিনবলীলায়াশ্চ পদ্মগৃহে সমাগমানন্তরং যে পদ্মগৃহ-বাস্তব্যা জনাঃ তাং লীলামাতিবাহিকদেহস্থাদ্দ্রষ্টুমশক্যামপি ইমে জনা মাং পশ্যন্ত্বিতি তস্যাঃ সত্যসঙ্কল্পতয়া হেতুনা যদি পশ্যন্তি তর্হি কিং বুধ্যন্তে কিং সৈবেয়মত্রৈব স্থিতেতি কিং বা অপূর্ব্বা দেবতা কাচিদিয়মাগতেতি জ্যেষ্ঠশর্ম্মা-দিবৎ সবিস্ময়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তত্রাদ্যমেব কল্পমাশ্রিত্য বশিষ্ঠ উবাচ এবমিতি। দ্বিতীয়লীলাং তর্হি

সন্দেহঃ ক ইবাত্রৈষাং পশবোহ্যবিবেকিনঃ।
যথাদৃষ্টং বিচেষ্টন্তে কুত এষাং বিচারণা॥ ৪০॥
যথা লোষ্ট্রোলুঠদ্বৃক্ষং বঞ্চয়িত্বাশুগচ্ছতি।
অজ্ঞানত্বেহজপশবস্তথা হ্নন্তি পুরাদিকম্॥ ৪১॥
যথা স্বপ্নবপুর্ব্বোধায় জানে ক্বেব গচ্ছতি।
অসত্যমেব তদযস্মাৎ তথৈবেহাধিভৌতিকম্॥ ৪২॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ স্বপ্নশিখরী প্রবোধে ক্বেব গচ্ছতি।

কিং বুধ্যন্তে তত্রাহ বয়স্তেতি॥ ৩৯॥

নম্ন দ্বিতীয়লীলায়া অপূর্ব্বত্বাৎ কেয়ং কুত আয়াতা কিং সুচরিত্রোত পুংশ্চলী সত্যা অসত্যা বেত্যাদিসন্দেহস্তেষাং কুতোনাভূৎ তত্রাহ সন্দেহ ইতি। দৃষ্টমনতিক্রম্য যথাদৃষ্টং পুরা দৃষ্টপদার্থানুসারেণৈব বিচেষ্টন্তে ব্যবহরন্তীত্যর্থঃ॥ ৪০॥

তেষাং বিচারানুদয়ে কোহেতুরিতি চেৎ স্থূলাভিনিবিষ্টতাসারদার্ঢ্যসৌক্ষ্ম্যাদিশূন্যতা চ হেতুরিতি দৃষ্টান্তেন স্থচয়ন্নাহ যথেতি। যথা বলেন বৃক্ষোপঘাতায় প্রক্ষিপ্তোলোষ্ট্রঃ শুষ্কপাংসুপিণ্ডঃ লুঠন্তং স্বমুপঘ্নন্তং বৃক্ষং বঞ্চয়িত্বা প্রাপ্য ন শরবদন্তর্নিবিশতে ন বা কর্দ্দমপিণ্ডবৎ সংশ্লিষ্যতে ন বা অশ্মবদীষৎ ক্ষতং কৃত্বা স্বয়ং বা পুনরুপঘাতক্ষমোবতিষ্ঠতে কিন্তু আশু শীঘ্রমেব গচ্ছতি বিশীর্য্যতে তথা তে জনা অপি ন বিদ্যতে জ্ঞানং যেষাং তে অজ্ঞানাস্তভাবে বস্তুতঃ অজা অপি পশব ইবেত্যজপশবঃ পেলবত্বাদন্তর্নিবেশবিচারাক্ষমা ইত্যর্থঃ। "অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোসাবন্যোহমস্মীতি ন স বেদ যথা স পশুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তেষাং বিচারানুদয়ে ন কেবলমজ্ঞানমেব হেতুঃ কিন্তু তথা পুরাণি শরীরাণি আদিপদাৎ কামকর্ম্মবাসনাদিকং চৈষাং তথা তদনুরূপমেব পশুবদেব বাস্তীতি যুক্ত এব বিচারানুদয় ইত্যর্থঃ। অজপশব ইতি পাঠে স্বয়মজা অজ্ঞানাং দেবানাং পশবশ্চেতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ৪১॥

যে তু বিচারয়ন্তি তেষাং ক্রমেণ তত্ত্ববোধোদয়েন বাধিতত্বাৎ তেষাধিভৌতিকতাপ্রত্যয় এব নাস্তি দূরে সন্দেহাদিপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনোপসংহরতি যথেতি। বোধাজ্জাগরণাৎ॥ ৪২॥

ইতি মে সংশয়ং ছিন্ধি শরদভ্রমিবানিলঃ ॥ ৪৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বপ্নভ্রমেথ সঙ্কল্পে পদার্থাঃ পর্ব্বতাদয়ঃ।
সম্বিদোন্তর্ম্মিলন্ত্যেতে স্পন্দনান্যনিলে যথা ॥ ৪৪ ॥
অস্পন্দস্থ যথা বায়োঃ সম্পন্দোন্তর্ব্বিশত্যলম্।
অনন্যাত্মা তথৈবায়ং স্বপ্নার্থঃ সম্বিদোমলম্ ॥ ৪৫ ॥
স্বপ্নাদ্যর্থাবভাসেন সম্বিদেব স্ফুরত্যলম্।
অস্ফুরন্তী তু তেনৈব যাত্যেকত্বং তদাত্মিকা ॥ ৪৬ ॥
সম্বিৎ-স্বপ্নার্থয়োর্দ্বিত্বং ন কদাচন লভ্যতে।
যথা দ্রবত্ব-পয়সোর্যথা বা স্পন্দ-বাতয়োঃ ॥ ৪৭ ॥
যস্তত্র স্যাদিবাবোধস্তদজ্ঞানমনুত্তমম্।
সৈষা সংসৃতিরিত্যুক্তা মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকোদিতা ॥ ৪৮ ॥
সহকারিকারণানামভাবে কিল কীদৃশী।
সম্বিৎস্বপ্নপদার্থানাং দ্বিতা স্বপ্নে নিরর্থিকা ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্টান্তপ্রসঙ্গাৎ রামঃ স্বাপ্নবিষয়স্য মূলাজ্ঞানবাধমন্তরেণাত্যন্তিকবাধাসত্ত্বাৎ কচিত্তিরোহিতস্যাবস্থানমস্তি তৎ ক্কেতি পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি ॥ ৪৩ ॥

স্বাপ্নস্য মানোরথিকস্য চ প্রপঞ্চস্য জাগ্রদ্বাসনাসংভৃতাবিদ্যোপহিতজীবসম্বিৎকার্য্যত্বাৎ তত্রৈব তিরোধানমিতি বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে স্বপ্নেতি ॥ ৪৪ ॥

অনন্যাত্মা তাত্ত্বিকস্বরূপান্তরশূন্যঃ। সম্বিদোমলং মলবদাবরকমজ্ঞানমেব স্বোপাদানং বিশতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ইত্থঞ্চ সম্বিদেবাজ্ঞাতা কর্ম্মবশাৎ কদাচিৎ স্বাপ্নার্থাত্মনা স্ফুরতীতি ফলিতমিত্যাহ স্বপ্নেতি ॥ ৪৬ ॥

বিবেকে তু ন স্বাপ্নার্থোনাম সম্বিদন্যোস্তীত্যাহ সম্বিদিতি ॥ ৪৭ ॥

তত্রান্যদিব ভাসমানং তু কেবলমবিদ্যৈব সৈব সংসার ইত্যাহ য ইতি ॥ ৪৮ ॥

লোকপ্রসিদ্ধদণ্ডচক্রাদিসহকারিকারণাজন্যত্বাদপি স্বাপ্নার্থানামসত্ত্বমিত্যাহ সহকারীতি ॥ ৪৯ ॥

যথা স্বপ্নস্তথা জাগ্রদিদং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বপ্নে পুরমসদ্ভাতি সর্গাদৌ ভাত্যসজ্জগৎ ॥ ৫০ ॥
ন চার্থোভবিতুং শক্যঃ সত্যত্বে স্বপ্নতোদিতঃ।
সম্বিদোনিত্যসত্যত্বং স্বপ্নার্থানামসত্যতা ॥ ৫১ ॥
ঝটিত্যেব যথাকাশং ভবতি স্বপ্নপর্ব্বতঃ।
ক্রমেণ বা তথা বোধে খং ভবত্যাধিভৌতিকম্ ॥ ৫২ ॥
উড্ডীনোয়ং মৃতোবেতি পশ্যন্তি নিকটস্থিতাঃ।
জ্ঞমাতিবাহিকীভূতং স্বস্বভাবহতা যতঃ ॥ ৫৩ ॥
মিথ্যাদৃষ্টয় এবেমাঃ সৃষ্টয়োমোহদৃষ্টয়ঃ।
মায়ামাত্রদৃশোভ্রান্তিঃ শূন্যাঃ স্বপ্নানুভূতয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নমু তর্হি সহকারিকারণবতোজাগ্রৎপ্রপঞ্চস্য সত্যত্বং প্রাপ্তং নেত্যাহ যথেতি। সর্গাদাবিতি। যদ্যপীদানীং সহকার্য্যাদয়ঃ সন্তি তথাপ্যাদিসর্গে অজ্ঞানোপহিতহৈরণ্যগর্ভসম্বিদতিরিক্তং নাস্তীতি স্বপ্নসাম্যমেবেত্যর্থঃ ॥৫০॥

প্রপঞ্চস্য সত্যত্বে সম্বিদ্বচ্চিত্বাপত্ত্যা চিদ্বিষয়ত্বব্যাঘাতোপি স্যাদিত্যাহ ন চেতি। স্বপ্নতায়াঃ স্বরূপাববোধাদুদিতঃ প্রপঞ্চঃ অর্থ্যতে ভাস্যতে সম্বিদেত্যর্থস্তথা ভবিতুং সম্ভাবয়িতুং শক্যঃ। কিঞ্চ সম্বিৎ সত্তাং ন ব্যভিচরতি অর্থাস্তু ব্যভিচরন্তীতি ন সত্যা ইত্যাহ সম্বিদ ইতি ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানবাধ্যত্বাদপি ন সত্যতেত্যাহ ঝটিত্যেবেতি। আকাশং শূন্যং ভবতি নাণুমাত্রমপি পরিশিষ্যত ইত্যর্থঃ। বোধে জাগরণে তত্ত্বজ্ঞানে চ। বোধাভ্যাসক্রমেণ ঈশ্বরাদ্যনুগ্রহাৎ সহসৈব বা। খং শূন্যমসম্ভবতীত্যর্থঃ ॥৫২॥

কথং তর্হি লোকৈঃ শুকস্যোড্ডীয় সূর্য্যমণ্ডলগমনদর্শনং দধীচিপ্রভৃতীনাং মৃতদেহদর্শনঞ্চ তত্রাহ উড্ডীন ইতি। জ্ঞং তত্ত্বজ্ঞম্। আতিবাহিকীভূতং বাধিতাধিভৌতিকশরীরম্। স্বেষাং স্বভাবঃ অনাগন্তুকমজ্ঞানং তেন হতা হিংসিতপ্রায়া জনাঃ। তথাচ স্বস্বাজ্ঞানকল্পিতদেহ এব তৈর্দৃশ্যতে ন জ্ঞানিদেহঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

উক্তমর্থমনুমানেনাপি দ্রঢ়য়ন্নুপসংহরতি দ্বাভ্যাম্। ইমা দ্বৈতদৃষ্টয়োমিথ্যাদৃষ্টয় এব। যতোমোহদৃষ্টয়ঃ। তথাহি ঐন্দ্রজালিকমায়ামাত্রদৃশো-

স্বপ্নানুভূতয় ইমা মরণান্তবোধে
ভ্রান্ত্যেতরভ্রমদৃশঃ স্ফুটসর্গভাসঃ।
ভান্ত্যাতিবাহিকশরীরগতাঃ সমস্তা
মিথ্যোদিতা মৃগনদীসরণক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে স্বপ্নার্থস্ত বিচারো নাম সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

ভ্রান্তিঃ প্রসিদ্ধা অর্থশূন্তাঃ স্বপ্নানুভূতয়শ্চ প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতরভ্রমদৃশঃ পূর্ব্বপূর্ব্বভেদভ্রমদর্শিনঃ পুরুষস্ত দৃঢ়তরভেদসংস্কারোদয়াৎ মরণান্তবোধে প্রাণোৎক্রমণপূর্ব্বক্ষণোৎপন্নে ভাবিভোগানুকূলার্থপ্রতিভাসে সমস্তাঃ স্বপ্নানুভূতিসদৃশা ইমাঃ স্ফুটসর্গভাস আতিবাহিকশরীরগতা মনোমাত্রনিষ্ঠা অপি ভ্রান্ত্যা মৃগনদ্যাঃ সরণং প্রবাহস্তৎক্রমেণ তদ্রীত্যৈব মিথ্যোদিতা বাহ্যা ইব ভান্তি ন তু বস্তুতোমনসোবহিঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে জ্ঞপ্তির্জ্জীবং বৈদূরথং পুনঃ।
সঙ্কল্পেন রুরোধাশু মনসঃ স্পন্দনং যথা॥ ১॥

লীলোবাচ।

বদ দেবি কিয়ান্ কালোগতোস্যামিহ মন্দিরে।
সমাধৌ ময়ি লীনায়াং মহীপালে শবে স্থিতে॥ ২॥

জ্ঞপ্তিরুবাচ।

ইহ মাসস্ত্বতিক্রান্ত ইহ দাস্যাবিমে তব।
রক্ষার্থং বাসগৃহকে স্বপতোবহিতে স্থিতে॥ ৩॥
শৃণু দেহস্য কিং বৃত্তং তবেহ বরবর্ণিনি।
শরীরং তব পক্ষেণ তৎ ক্লিন্নং বাস্পতাং গতম্॥ ৪॥

ইহ কালঃ সমাধিস্থলীলাদেহবিনাশনম্।
লীলাসম্ভাষণং রাজ্ঞোজীবনঞ্চেতি বর্ণ্যতে॥ ১॥

এবং রামপ্রশ্নান্ সমাধায় প্রস্তুতকথাশেষং বর্ণয়িষ্যন্ বশিষ্ঠঃ সর্গান্তবক্তব্যার্থে ভূমিকাং রচয়তি এতস্মিন্নিতি। অমূর্ত্তস্যাপি সঙ্কল্পমাত্রেণ নিরোধসম্ভাবনায় দৃষ্টান্তমাহ মনস ইতি॥ ১॥

অস্যাং পাদ্মসৃষ্টৌ॥ ২॥

ইহাস্যাং সৃষ্টৌ ইহ বাসগৃহকে তব স্বদেহস্য রক্ষার্থং দাস্যৌ স্থিতে ইমে ইদানীং স্বপতঃ। ইড়ভাবশ্ছান্দসঃ॥ ৩॥

পূর্ব্বং লীলায়াঃ স্বাজ্ঞানকল্পিতস্য স্বানুভবসিদ্ধস্য দেহস্য তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতস্যাপি প্রারব্ধশেষভোগায় প্রতিভাসমানস্যাতিবাহিকভাবোবর্ণিতঃ। সম্প্রতি পরকীয়াজ্ঞানকল্পিতস্য পরানুভবসিদ্ধস্য বৃত্তান্তং শ্রাবয়তি শৃণ্বিতি।

নির্জ্জীবং পতিতং ভূমৌ সংশুষ্কমিব পল্লবম্ ।
কাষ্ঠকুড্যোপমোজাতঃ শবস্তু হিমশীতলঃ ॥ ৫ ॥
ততোমন্ত্রিভিরাগত্য মৃতৈবেয়মিতি স্বয়ম্ ।
ক্লেদালোকাদ্বিনির্ণীয় ভূয়োনিষ্কাসিতং গৃহাৎ ॥ ৬ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন নীত্বা চন্দনদারুভিঃ ।
চিতৌ সংক্ষিপ্য সঘৃতং সহসা ভস্মসাৎকৃতম্ ॥ ৭ ॥
ততোরাজ্ঞী মৃতেত্যুচ্চৈঃ কৃত্বা রোদনমাকুলম্ ।
পরিবারস্তবাশেষং কৃতবানৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৮ ॥
ইদানীং ত্বামিহালোক্য সশরীরামুপাগতাম্ ।
পরলোকাদাগতেতি মহচ্চিত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
ত্বন্তু তেন শরীরেণ সত্যসঙ্কল্পতঃ সুতে ।
দৃশ্যসে স্ববদাতেন চিত্রং তত্র তবোপরি ॥ ১০ ॥
যদ্বাসনা ত্বমভবোদেহং প্রতি তদেব তে ।
রূপমভ্যুদিতং বালে তেন প্রাক্সদৃশং তব ॥ ১১ ॥
স্ববাসনানুসারেণ সর্ব্বঃ সর্ব্বং হি পশ্যতি ।

কিং বৃত্তং বৃত্তান্তঃ। পক্ষেণ পঞ্চদশভির্দ্দিনৈঃ ক্লিন্নং স্বেদার্দ্রং সৎ প্রাণনিরোধপ্রদীপ্তজঠরাগ্নিনা তপ্যমানং বাষ্পতাং সার্দ্রধূমতাং গতং প্রাপ্তম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ ক্রমেণ শুষ্কং নির্জ্জীবং সৎ শবোজাতঃ ॥ ৫ ॥

ভূয়ঃ ক্লেদালোকাৎ বিশরণোন্মুখত্বাদর্শনাৎ মৃতেতি নিশ্চিত্য ॥ ৬-৭ ॥

রাজশরীরস্য বিকারাহ্রদয়স্য জ্ঞপ্তিসঙ্কল্পাৎ তদীয়াদৃষ্টবশাচ্চ বোধ্যঃ ॥ ৮ ॥

চিত্রমাশ্চর্য্যং ভবিষ্যতি জনানামিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

ত্বদীয়দিব্যশরীরদর্শনাদপি পরমাশ্চর্য্যং ভবিষ্যতীত্যাহ ত্বং ত্বিতি। তেন আতিবাহিকেন স্ববদাতেন স্বচ্ছতরেণ মনুষ্যৈর্দ্রষ্টুমশক্যেনাপি দৃশ্যসে ইতি তদুপরি তব তত্র দর্শনবিষয়ে চিত্রং ভবিষ্যতীত্যনুষজ্যতে ॥ ১০ ॥

নন্নু দিব্যশরীরস্য পূর্ব্বদেহাকারত্বাভাবে তেষাং প্রত্যভিজ্ঞাযোগাৎ তদাকারমাবশ্যকং তত্র কোহেতুস্তমাহ যদিতি। যদ্বাসনা যাদৃশাকার-

দৃষ্টান্তোত্রাবিসম্বাদী বালবেতালদর্শনম্ ॥ ১২ ॥
আতিবাহিকদেহাসি সম্পন্না সিদ্ধসুন্দরী ।
বিস্মৃতস্ত্বেব দেহোসৌ প্রাক্তনোনপবাসনঃ ॥ ১৩ ॥
রূঢ়াতিবাহিকদৃশঃ প্রশাম্যত্যাধিভৌতিকঃ ।
বুধস্য দৃশ্যমানোপি শরন্মেঘ ইবাম্বরে ॥ ১৪ ॥
রূঢ়াতিবাহিকীভাবঃ সর্ব্বোভবতি দেহকঃ ।
নির্জ্জলাম্ভোদসদৃশো নির্গন্ধকুসুমোপমঃ ॥ ১৫ ॥
সদ্বাসনস্য রূঢ়ায়ামাতিবাহিকসম্বিদি ।
দেহোবিস্মৃতিমায়াতি গর্ভসংস্থেব যৌবনে ॥ ১৬ ॥
একত্রিংশেহদ্য দিবসে প্রাপ্তা বয়মিহাম্বরে ।
প্রভাতে মোহিতে দাস্যৌ ময়ৈতে নিদ্রয়াধুনা ॥ ১৭ ॥
তদেহি যাবল্লীলায়ৈ লীলে সঙ্কল্পলীলয়া ।
আত্মানং দর্শয়াবোস্যৈ ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

আবাং তাবদিমে লীলা পশ্যত্বিত্যেব চিন্তিতে ।
জ্ঞপ্ত্যা দেব্যা ততস্তত্র দৃশ্যে দীপ্তে বভূবতুঃ ॥ ১৯ ॥

বাসনা ॥ ১১-১২ ॥

নমু তদ্দেহবাসনত্বে ময়া স এব দেহো রাজ্ঞেব কুতো ন প্রাপ্তস্তত্রাহ আতিবাহিকেতি। সিদ্ধা তত্ত্বজ্ঞানপরিনিষ্ঠিতা সুন্দরী। যদি সর্ব্বথা বিস্মৃতস্তর্হ্যাতিবাহিকদেহে তদাকারত্বাসিদ্ধিরিত্যত উক্তমনপবাসন ইতি। নাত্যন্তং তদ্বাসনোচ্ছিন্নেত্যাশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তর্হ্যস্যাধিভৌতিকতাপি কুতোনাভূৎ তত্রাহ রূঢ়েতি। পরৈরাধিভৌতিক ইতি দৃশ্যমানোঽপি ॥ ১৪ ১৫ ॥

বাসনায়া অত্যন্তোচ্ছেদে তু নাতিবাহিকদেহকল্পনাপ্যস্তীতি সূচনায় সদ্বাসনস্যেত্যুক্তম্। দেহ আধিভৌতিকঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

সঙ্কল্পলীলয়া সত্যসঙ্কল্পবিলাসেন ॥ ১৮ ॥

সা বিদূরথলীলাথ সমাকুলবিলোচনা ।
গৃহমালোকয়ামাস তত্তেজঃপুঞ্জভাস্বরম্ ॥ ২০ ॥
চন্দ্রবিম্বাদিবোৎকীর্ণং ধৌতং হেমদ্রবৈরিব ।
জ্বালায়া দ্রবশীতায়াস্তৎপ্রভাদ্রবভিত্তিমৎ ॥ ২১ ॥
গৃহমালোক্য পুরতো লীলাজ্ঞপ্তী বিলোক্যতে ।
উত্থায় সম্ভ্রমবতী তয়োঃ পাদেষু সাপতৎ ॥ ২২ ॥
মজ্জয়ায়াগতে দেব্যৌ জয়তাং জীবনপ্রদে ।
ইহ পূর্ব্বমহং প্রাপ্তা ভবত্যোর্ম্মার্গশোধিনী ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্তবত্যাং তস্যাং তা মানিন্যো মত্তগৌদনাঃ ।
উপাবিশন্ বিষ্টরেষু লতা মেরুশিরঃস্বিব ॥ ২৪ ॥

জ্ঞপ্তিরুবাচ ।

সুতে বদ কথং প্রাপ্তা ত্বমিমং দেশমাদিতঃ ।
কিং বৃত্তং তে ত্বয়া দৃষ্টং কিমিবাধ্বনি কুত্র বা ॥ ২৫ ॥

বিদূরথলীলোবাচ ।

দেবি তস্মিন্ প্রদেশে সা জাতমূর্চ্ছা তদাভবম্ ।
দ্বিতীয়েন্দোঃ কলেবাহং কল্পান্তজ্বালয়া হতা ॥ ২৬ ॥

ইমে আবাং বিদূরথলীলা পশ্যতু ইতি জ্ঞপ্ত্যা দেব্যা চিন্তিতে সতি দীপ্তে প্রকাশমানে জ্ঞপ্তিলীলে দৃশ্যে বভূবতুঃ ॥ ১৯ ২০ ॥

দ্রবশীতায়া জ্বালায়া দীপ্তের্ব্বশাৎ চন্দ্রবিম্বাদুৎকীর্ণমিব স্থিতম্ । তদঙ্গ-প্রভাদ্রবব্যাপ্তভিত্তিমত্বাদ্ধেতোর্হেমদ্রবৈর্লিপ্তমিব স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সম্ভ্রমোঽত্র হর্ষনির্ভরঃ ॥ ২২ ॥

মম জয়ায় কল্যাণোৎকর্ষায় । মার্গশোধিনী পরিচারিকেবেতি যাবৎ ॥ ২৩-২৪ ॥

আদিত আরভ্য বদ । তে কুত্র বা অধ্বনি কিং বা আশ্চর্য্যং বৃত্তং তৎ ত্বয়া কুত্র বা দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ বিদূরথগৃহপ্রদেশে সাহং দ্বিতীয়া তিথিস্তৎসম্বন্ধিন ইন্দোঃ কলা

ন চেতি তং ময়া কিঞ্চিৎ সমং বিষমমেব চ।
ততস্তরলপক্ষ্মান্তে বিনিমীল্য বিলোচনে ॥ ২৭ ॥
ততোমরণমূর্চ্ছান্তে পশ্যামি পরমেশ্বরি।
যাবদভ্যুদিতাস্ম্যাশু প্লুতা চ গগনোদরে ॥ ২৮ ॥
ভূতাকাশেনিলরথং সমারূঢ়াস্ম্যহং ততঃ।
আনীতা গন্ধলেখেব তেনাহমিমমালয়ম্ ॥ ২৯ ॥
দেবি পশ্যামি সদনং নায়কেনাভ্যলঙ্কৃতম্।
দীপ্তদীপং বিবিক্তঞ্চ মহার্হশয়নান্বিতম্ ॥ ৩০ ॥
পতিমালোকয়ামীমং যাবদেষ বিদূরথঃ।
শেতে কুসুমগুপ্তাঙ্গো মধুঃ পুষ্পবনে যথা ॥ ৩১ ॥
অথ সংগ্রামসংরম্ভশ্রমার্ত্তোয়ং স্বপিত্যলম্।
ইতি নিদ্রা ময়া সেয়ং দেবেশ্বরি ন বারিতা ॥ ৩২ ॥
অনন্তরমিমং দেশং প্রাপ্তে দেব্যাবিমে স্থিতি।
যথানুভূতং কথিতং মদনুগ্রহকারিণি ॥ ৩৩ ॥

কল্পান্তজ্বালয়া হতেব মূর্চ্ছিতা অভবম্ ॥ ২৬ ॥

বিলোচনে বিনিমীল্য মূর্চ্ছায়াং ন চেতি তং ন কিঞ্চিৎ জ্ঞাতম্। ন চেতি তমিত্যননুভূতস্যাভিলাপাযোগাৎ সাক্ষিভাবেনাজ্ঞানঞ্চেতি তমেবেতি ন চিদাত্মলোপাশঙ্কাবসরঃ ॥ ২৭ ॥

বাসনাপরিকল্পিতপূর্ব্বদেহসদৃশদেহরূপেণ যাবদভ্যুদিতা অধ্যাসেনাবির্ভূতাহস্মি তাবচ্চিদাগগনোদরে ভূতাকাশে প্লুতা উৎপ্লুতা চাস্মি ॥ ২৮ ॥

অনিলঃ প্রাণো বাতস্কন্ধো বা তদ্রূপং রথম্। তেনানিলরথেন ॥ ২৯-৩০ ॥

যাবচ্ছেতে তাবৎ প্রতীক্ষমাণা আলোকয়ামীত্যর্থঃ। মধুর্ব্বসন্তঃ ॥ ৩১ ॥

অয়ং সংগ্রামশ্রমার্ত্তঃ স্বপিতীত্যনেনাভিপ্রায়েণ অথ ময়া অস্য নিদ্রা ন বারিতা ॥ ৩২ ॥

দেব্যৌ যুবাং ইমং দেশং গৃহং প্রাপ্তে ইতি ময়া যথানুভূতং

জ্ঞপ্তিরুবাচ।

হে হংসহারিগামিন্যৌ লীলে ললিতলোচনে।
উত্থাপয়াবো নৃপতিং শবতল্পতলাদিমম্ ॥ ৩৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা মুমুচে জীবমামোদমিব পদ্মিনী।
স সমীরলতাকারস্তন্নাসানিকটং যযৌ ॥ ৩৫ ॥
ঘ্রাণকোশং বিবেশান্তর্ব্বংশরন্ধ্রমিবানিলঃ।
স্ববাসনাশতান্যন্তর্দ্দধদব্ধিরূর্ম্মিণীরিব ॥ ৩৬ ॥
অন্তঃস্থজীবং বদনং তস্য তৎকান্তিমাযযৌ।
পদ্মস্যাবগ্রহে পদ্মং সুবৃষ্ট ইব বারিণি ॥ ৩৭ ॥
ক্রমাদঙ্গানি সর্ব্বাণি সরসানি চকাশিরে।
তস্য পুষ্পাকর ইব লতাজালানি ভূভৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
অথাবভৌ কলাপূর্ণঃ সরাকায়ামিবোড়ুরাট্।
ভাসয়ন্ ভুবনং ভূরি বদনেন্দুমরীচিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
স্ফুরয়ামাস সোঙ্গানি রসবন্তি মৃদূনি চ।
কনকোজ্জ্বলকান্তীনি পল্লবানীব মাধবঃ ॥ ৪০ ॥
উন্মীলয়ামাস দৃশৌ বিমলালোলতারকে।

কথিতম্ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা জ্ঞপ্তিঃ প্রাক্ সঙ্কল্পেন নিরুদ্ধং রাজ্ঞোজীবং মুমোচ। স জীবঃ সমীরবদদৃশ্যোঽপি রাগাদিবাসনাপল্লবিতত্বাল্লতাকারঃ ॥ ৩৫ ॥

তদেবাহ স্ববাসনাশতান্যন্তর্দ্দধদিতি ॥ ৩৬ ॥

তস্য পদ্মস্য। অবগ্রহে বৃষ্টিপ্রতিবন্ধে ম্লানং পদ্মং বারিণি সুবৃষ্টে সতীব ॥ ৩৭ ॥

পুষ্পাকরে বসন্তকালে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

স্ফুরয়ামাস সঞ্চালয়ামাস। চিরস্ফুরোর্গাবিতাদস্য শুণস্য চাভাবস্পান্দসঃ ॥ ৪০ ॥

হারিণ্যৌ মনোহরে সুভগাভোগে সৌভাগ্যলক্ষণশালিসংস্থানবত্যৌ

হারিণ্যৌ সুভগাভোগে চন্দ্রার্কৌ ভুবনং যথা ॥ ৪১ ॥
উত্তস্থৌ প্রোল্লসৎকায়ো বিন্ধ্যাদ্রির্ব্বৃদ্ধিমানিব।
উবাচ কঃ স্থিত ইতি ঘনগম্ভীরনিঃস্বনম্ ॥ ৪২ ॥
লীলাদ্বয়মথাস্যাগ্রে প্রোবাচাদিশ্যতামিতি।
স দদর্শ পুরোনম্রং লীলাদ্বয়মবস্থিতম্ ॥ ৪৩ ॥
সমাচারং সমাকারং সমরূপং সমস্থিতি।
সমবাক্যং সমোদ্যোগং সমানন্দং সমোদয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
কা ত্বং কেয়ং কুতশ্চেয়মিত্যাহ স বিলোকয়ন্।
তস্মৈ লীলাহ হে দেব শ্রূয়তাং যদ্বদাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥
মহিলা তব লীলাহং প্রাক্তনী সহধর্ম্মিণী।
বাগর্থস্যেব সংপৃক্তা স্থিতা সংশ্লেষশালিনী ॥ ৪৬ ॥
ইয়ং লীলা দ্বিতীয়া তে মহিলা হেলয়া ময়া।
উপার্জ্জিতা ত্বদর্থেন প্রতিবিম্বময়ী শুভা ॥ ৪৭ ॥
শিরোভাগোপবিষ্টেয়ং পাহি হৈমমহাসনে।
এষা সরস্বতী দেব ত্রৈলোক্যজননী শিবা ॥ ৪৮ ॥
অস্মাকং পুণ্যসম্ভারৈরিহ সাক্ষাদুপাগতা।
অনয়েমে পরাল্লোকাদিহানীতে মহীপতে ॥ ৪৯ ॥
ইত্যাকর্ণ্য সমুত্থায় রাজা রাজীবলোচনঃ।

দৃশৌ। ভুবনং সর্ব্বভুবনাত্মা বিরাট্ স্বনেত্রভূতৌ চন্দ্রার্কাবিবোন্মীলয়ামাস ॥ ৪১-৪২ ॥

লীলাদ্বয়ং কর্ত্তৃ আদিশ্যতাং আজ্ঞাপ্যতাং মহারাজেনেত্যুবাচ ॥ ৪৩ ৪৪ ॥

লীলা পূর্ব্বলীলা আহ ॥ ৪৫ ॥

যথা বাক্ শব্দোঽর্থস্য বাচকতয়া সংপৃক্তা তদ্বৎ ॥ ৪৬ ॥

ত্বদর্থেন ত্বদুপভোগার্থম্ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

লম্বমাল্যাম্বরধরঃ পপাত জ্ঞপ্তিপাদয়োঃ ॥ ৫০ ॥
সরস্বতি নমস্তুভ্যং দেবি সর্ব্বহিতপ্রদে।
প্রযচ্ছ বরদে মেধাং দীর্ঘমায়ুর্ধনানি চ ॥ ৫১ ॥
ইত্যুক্তবন্তং হস্তেন পস্পর্শ জ্ঞপ্তিদেবতা।

সরস্বত্যুবাচ।

ত্বং পুত্রাভিমতার্থাঢ্যো ভবেতি ভবনান্বিতঃ ॥ ৫২ ॥
সর্ব্বাপদঃ সকলদুষ্কৃতদৃষ্টয়শ্চ
গচ্ছন্তু বঃ শমমনন্তসুখানি সম্যক্।
আয়ান্তু নিত্যমুদিতা জনতা ভবন্তু
রাষ্ট্রে স্থিরাশ্চ বিলসন্তু সদৈব লক্ষ্ম্যঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে পদ্মজীবনং নাম অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

ইমে আবাঃ পরালোকাদ্ব্রহ্মাণ্ডান্তরাৎ ॥ ৪৯-৫০ ॥

মেধাং শ্রুতপরমার্থধারণাবতীং বুদ্ধিম্ ॥ ৫১ ॥

ঐহিকেন দীর্ঘায়ুর্ধনাদ্যভিমতার্থেন আঢ্যঃ সম্পন্নতমঃ। তত্ত্বমেধাভিব্যক্তেন ভবনেন পারমার্থিকাত্মস্বরূপস্থিত্যা চান্বিতোভব ॥ ৫২ ॥

দুষ্কৃতদৃষ্টয়ঃ পাপবুদ্ধয়শ্চ শমং বিনাশং গচ্ছন্তু। অনন্তানন্তসংখ্যাহত্ত্বাদয়সুখানি আয়ান্তু। তথা বঃ রাষ্ট্রে জনতা জনসমূহা নিত্যং মুদিতা ভবন্তু। লক্ষ্ম্যঃ সম্পদঃ সদৈব বিলসন্ত্বিত্যাশিষি লোটঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সরস্বতী তথেত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তর্ধিমাযযৌ ।
প্রভাতে পঙ্কজৈঃ সার্দ্ধং বুবুধে সকলোজনঃ ॥ ১ ॥
আলিলিঙ্গ চ তাং লীলাং লীলা চ দয়িতং ক্রমাৎ ।
পুনঃ পুনর্ম্মহানন্দাম্মৃতং প্রোজ্জীবিতং পুনঃ ॥ ২ ॥
তদাসীদ্রাজসদনং মদমন্মথমন্থরম্ ।
আনন্দমত্তজনতং বাদ্যগেয়রবাকুলম্ ॥ ৩ ॥
জয়মঙ্গলপুণ্যাহঘোষঘুঙ্ঘুমঘর্ঘরম্ ।
তুষ্টপুষ্টজনাপূর্ণং রাজলোকবৃতাঙ্গণম্ ॥ ৪ ॥
সিদ্ধবিদ্যাধরোন্মুক্তপুষ্পবর্ষসহস্রভৃৎ ।
ধ্বনন্মৃদঙ্গমুরজকাহলাশংখদুন্দুভি ॥ ৫ ॥
ঊর্দ্ধীকৃতবৃহদ্ধস্তহাস্তিকস্তনিতোৎকটম্ ।

রাজ্ঞঃ সঞ্জীবনাদ্ধর্ষাৎ তৎপুরান্তঃপুরোৎসবঃ ।
রাজ্যঞ্চ জীবন্মুক্তানাং চিরং মুক্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

সরস্বতী ইতি উক্তপ্রকারেণ প্রাক্ রাজ্ঞা প্রার্থিতং তত্তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বা তত্র রাজগৃহে এব অন্তর্দ্ধিমন্তর্দ্ধানমাযযৌ ॥ ১ ॥

লীলা চ প্রাম্মৃতং পুনঃ প্রোজ্জীবিতং পুনঃ পুনর্ম্মহানন্দাদালিলিঙ্গ ॥ ২ ॥

তদা রাজসদনমানন্দেন মত্তা পরবশচিত্তা জনতা যস্মিংস্তথাবিধমাসীৎ ॥৩॥

রাজ্ঞোলোকাঃ সেবকজনাঃ রাজানং লোকয়ন্তীতি রাজলোকাঃ পৌরজানপদাশ্চ তৈর্বৃতাঙ্গণম্ ॥ ৪ ॥

কাহলাশব্দঃ কার্ণালসংজ্ঞকবাদ্যবিশেষার্থঃ ॥ ৫ ॥

উত্তালতাণ্ডবৈঃ স্ত্রৈণৈঃ স্ত্রীসমূহৈঃ পূর্ণাঙ্গণে লসৎ তৌর্য্যত্রিকধ্বনি-

উত্তালতাণ্ডবস্ত্রৈণপূর্ণাঙ্গণলসৎধ্বনি ॥ ৬ ॥
মিথঃ সঙ্ঘট্টনিপতজ্জনোপায়নদস্তরম্ ।
পুষ্পশেখরসম্ভারময়সংসারসুন্দরম্ ॥ ৭ ॥
বিকীর্ণাপাদিতক্ষৌমং মন্ত্রিসামন্তনাগরৈঃ ।
স্থূলপদ্মময়ং ব্যোমরক্তৈস্তাণ্ডবিনীকরৈঃ ॥ ৮ ॥
মত্তস্ত্রীকন্ধরাবৃত্তলীলান্দোলিতকুণ্ডলম্ ।
প্রবৃত্তপাদসম্পাতপ্রোল্লসৎপুষ্পকর্দ্দমম্ ॥ ৯ ॥
পট্টবাসঃশরন্মেঘবিতানকবিতানকম্ ।
বরাঙ্গনামুখৈর্নৃত্যচ্চন্দ্রলক্ষগৃহাজিরম্ ॥ ১০ ॥
পরলোকাদুপানীতা রাজ্ঞী সা পতিরেব চ ।
ইতি নির্ব্বৃত্তগাথাভির্জ্জগুর্দ্দেশান্তরে জনাঃ ॥ ১১ ॥
পদ্মোভূমিপতিঃ শ্রুত্বা বৃত্তান্তং কথিতং মনাক্ ।
চক্রে স্নানং সামানীতৈশ্চতুঃসাগরবারিভিঃ ॥ ১২ ॥

র্যস্মিন্ ॥ ৬ ॥

পুষ্পশেখরাণামোৎসবিকসম্ভারপ্রচুরাণাং জনানাং সংসারেণ সঞ্চারেণ সুন্দরং শোভমানম্ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রিভিঃ সামন্তৈর্নাগরৈশ্চ বিকীর্ণৈঃ কুসুমলাজমৌক্তিকৈঃ সর্ব্বতশ্ছন্নত্বাদাপাদিতানি সম্পাদিতানি ক্ষৌমাম্বরাণীব যস্ম তৎ। ব্যোম্নি রক্তৈস্তাণ্ডবিনীনাং নর্ত্তকীনাং করৈঃ স্থূলপদ্মময়ং দীর্ঘপদ্মপ্রচুরং সর ইব স্থিতমিত্যাশয়ঃ ॥ ৮ ॥

মত্তানাং হৃষ্টানাং স্ত্রীণাং কন্ধরাণাং গ্রীবাণামাবৃত্তলীলাভিঃ পরিবর্ত্তনবিলাসৈরান্দোলিতানি কুণ্ডলানি যত্র ॥ ৯ ॥

পট্টবাসসাং শরন্মেঘবিতানকসদৃশানি বিতানকানি যত্র। নৃত্যন্তি চন্দ্রলক্ষাণি যত্র তথাবিধানি গৃহাজিরাণি যত্র ॥ ১০ ॥

সা রাজ্ঞী দ্বিতীয়লীলা পরলোকাদুপানীতা পূর্ব্বলীলয়েত্যর্থাদাগম্যতে। পতিরেব চ উপানীত ইতি প্রবন্ধশতাত্মনা নির্ব্বৃত্তাভির্গাথাভির্জ্জগুঃ ॥ ১১ ॥

বৃত্তান্তং স্বমরণাদিকথাং মনাক্ সংক্ষেপেণ কথিতং শ্রুত্বা ॥ ১২ ॥

ততোভিষিষিচুর্ব্বিপ্রা মন্ত্রিণোভূভুজশ্চ তম্।
লব্ধোদয়মনন্তেহমমরেন্দ্রমিবামরাঃ ॥ ১৩ ॥
লীলা লীলা চ রাজা চ জীবন্মুক্তমহাধিয়ঃ।
রেমিরে পূর্ব্ববৃত্তান্তকথনৈঃ স্মরতৈরিব ॥ ১৪ ॥
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন স্বপৌরুষকৃতেন তৎ।
প্রাপ্তং লোকত্রয়শ্রেয়ঃ পদ্মেনেতি মহীভুজা ॥ ১৫ ॥
স জ্ঞপ্তিজ্ঞানসম্বুদ্ধো রাজা লীলাদ্বয়ান্বিতঃ।
চক্রে বর্ষাযুতান্যষ্টৌ তত্র রাজ্যমনিন্দিতঃ ॥ ১৬ ॥
জীবন্মুক্তাস্ত ইত্যেবং রাজ্যং বর্ষাযুতাষ্টকম্।

চিরপ্রবাসাদাগতস্যেব পরলোকাদাগতস্য পুনঃ পদাভিষেকো মঙ্গলার্থঃ। অমরেন্দ্রপক্ষে অনন্তা ঈহাঃ স্বরাজ্যলাভপ্রযত্না যস্য তম্। অতএব নহুষনিপাতেন পুনর্লব্ধঃ স্বরাজ্যোদয়ো যেন তথাবিধম্ ॥ ১৩ ॥

নন্থ লীলা লীলাচেত্যত্র সরূপৈকশেষঃ কিং ন স্যাদিতি চেৎ রামশ্চ রামশ্চ রামৌ ইত্যেকশেষবিগ্রহবাক্যবদিতি গৃহাণ। ন হ্যেকশেষবৃত্তের্ব্বিগ্রহ এব নাস্তি। পরস্পরনিরপেক্ষমেব সংস্কারেণ পরিনিষ্ঠিতয়োঃ পশ্চাৎ সহবিবক্ষায়াং তস্য নিরাবাধত্বাৎ। বিভক্ত্যুৎপত্তেঃ প্রাগেব প্রাতিপদিকার্থদ্বয়স্য সহ বিবক্ষায়ামেকশেষস্য সাবকাশতয়া পরিনিষ্ঠিতপদদ্বয়ে প্রসক্ত্যভাবাদিতি ॥ ১৪ ॥

নন্থ যদি রাজ্ঞা সরস্বতীপ্রসাদেন তৎ পুনর্জ্জীবনং রাজ্যঞ্চ প্রাপ্তং তর্হি দৈবেনৈব তৎ প্রাপ্তং ন স্বপৌরুষকৃতেনেতি রামাশঙ্কাং হৃদিস্থামুপলক্ষ্য তাং পরিহরন্নুপসংহরতি সরস্বত্যা ইতি। স্বপৌরুষকৃতেনেতি। সরস্বত্যারাধনাদিস্বপৌরুষকৃত এব তৎপ্রসাদোনাকস্মিক ইত্যর্থঃ। পদ্মেন ইতি বর্ণিতরীত্যা লোকত্রয়ে শ্রেয়ঃ প্রশস্ততমং পুনর্জ্জীবনং রাজ্যং জ্ঞানঞ্চ প্রাপ্তম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞপ্ত্যুপদিষ্টেন জ্ঞানেন সম্বুদ্ধঃ সম্যক্ বুদ্ধাত্মতত্ত্বঃ স রাজা অষ্টৌ বর্ষাণামযুতান্যশীতিসহস্রাণি রাজ্যং চক্রে। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে ইতি দ্বিতীয়া ॥ ১৬ ॥

কৃত্বা বিদেহমুক্তত্বমাসেতুঃ সিদ্ধসম্বিদঃ ॥ ১৭ ॥

যদুদয়বিশদং বিদগ্ধমুগ্ধং
সমুচিতমাত্মহিতঞ্চ পেশলঞ্চ।
তদখিলজনতোষদং স্বরাজ্যং
চিরমনুপাল্য সুদম্পতী বিমুক্তৌ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে পদ্মনির্ব্বাণং নাম একোনষষ্টিঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

সিদ্ধসম্বিদঃ পরিনিষ্ঠিতপ্রবোধাঃ ॥ ১৭ ॥

যৎ রাজ্যং প্রজানামুদয়ৈর্নির্ভাভ্যুদয়ৈর্বিশদং নির্দোষং বিদগ্ধানাং বিদুষাং শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ মুগ্ধং মনোহরং কুলপরম্পরায়াঃ সমুচিতং আত্মনঃ স্বস্য ভোগযশোধর্ম্মহেতুত্বাৎ হিতং জনানামনুরঞ্জনেন পেশলং চতুরঞ্চ অতএবাখিলজনতোষদং তৎ স্বরাজ্যং চিরমনুপাল্য সুদম্পতী লীলাপদ্মৌ প্রারব্ধফলভোগান্তে বিমুক্তৌ বিদেহকৈবল্যং প্রাপ্তৌ। ননু প্রাক্ ত্রয়াণাং জীবন্মুক্ততোক্তা কথমত্র দ্বয়োরেব মুক্তিরুপসংহৃতেতি চেৎ রাজবাসনাময্যা দ্বিতীয়লীলায়াঃ পূর্ব্বলীলাপ্রতিবিম্বপ্রায়তয়া তদন্তর্ভাববিবক্ষণাদিতি ॥ ১৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোনষষ্টিঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং রাম দৃশ্যদোষনিবৃত্তয়ে।
লীলোপাখ্যানমনঘং ঘনতাং জগতস্ত্যজ ॥ ১ ॥
শান্ত্যৈব দৃশ্যসত্তায়াঃ শমনং নোপযুজ্যতে।
সতোহি মার্জ্জনক্লেশো নাসতস্তু কদাচন ॥ ২ ॥
জ্ঞানেনাকাশরূপেণ দৃশ্যং জ্ঞেয়স্বরূপকম্।
ইত্যেকীভূতমালোক্য জ্ঞস্তিষ্ঠত্যম্বরোপমঃ ॥ ৩ ॥
পৃথ্ব্যাদিরহিতেনেদং চিত্তাসৈব স্বয়ম্ভুবা।
সাধিতং যদি সিদ্ধেন ততঃ স্বাত্মনি সাধিতম্ ॥ ৪ ॥
সম্বিদযথা যা যততে তথা সৈব ব্যবস্থিতা।

বিস্তরাৎ বর্ণ্যতেত্রাদৌ লীলাখ্যানপ্রয়োজনম্।
কালাদিসাম্যবৈষম্যহেতুশ্চাত্র নিগদ্যতে ॥ ১ ॥

দৃশ্যদোষনিবৃত্তয়ে তথাচ দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসোদৃশ্যমার্জ্জনং সম্পন্নং চেৎ তদা প্রাপ্তা পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিরিতি গ্রন্থোপক্রমে যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎসিদ্ধিরেবাস্য প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। ঘনতাং সত্যতাম্ ॥ ১ ॥

নমু সত্যতাত্যাগমাত্রেণ কথং দৃশ্যনিবৃত্তিস্তত্রাহ শান্ত্যৈবেতি। যাবৎ সত্যতাবুদ্ধিস্তাবদেব মার্জ্জনেনেতি নেত্যপবাদে ক্লেশোহস্যায়ৈর্মিথ্যাত্বনির্ণয়ে তু স নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইতি উক্তপ্রকারেণাপবাদেনৈকীভূতমখণ্ডৈকরসতাং প্রাপ্তম্। জ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ ॥ ৩ ॥

নমু জড়স্য দৃশ্যস্য কথং সম্বিদৈকরস্যমিত্যাশঙ্ক্য আদিসর্গে চিন্মাত্ররূপেণৈব স্বয়ম্ভুবা স্বাত্মন্যেব দৃশ্যবিবর্ত্তকল্পনাৎ করকাকাঠিন্যস্য দ্রবৈকরস্যাবিরোধবদুপপত্তেরিত্যাশয়েনাহ পৃথ্ব্যাদিরহিতেনেতি ॥ ৪ ॥

বিসৃষ্টা সৃষ্টিবিন্নদ্যাং যাবদযত্নান্নরোধিতা ॥ ৫ ॥
চিদাকাশাবভাসোঽয়ং জগদিত্যববুধ্যতে ।
চিদ্ব্যোম্ন্যেবাত্মনি স্বচ্ছে পরমাণুকণং প্রতি ॥ ৬ ॥
এবমস্যা মৃধা ভ্রান্তেঃ কা সত্তা কেব বাসনা ।
কা বাস্থা কা চ নিয়তিঃ কাবশ্যম্ভাবিতোচ্যতাম্ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বৈশ্চৈতদযথাদৃষ্টং স্থিতমিত্থমখণ্ডিতম্ ।
মায়ৈবেয়মনন্তেয়ং ন চ মায়াস্তি কাচন ॥ ৮ ॥

রাম উবাচ ।

অহো নু পরমাদৃষ্টির্দ্দর্শিতা ভগবংস্ত্বয়া ।

তর্হি বিনৈব প্রযত্নং করকাকাঠিন্যবদেব দৃষ্টবিলয়ঃ কিং ন স্যাত্তত্রাহ সম্বিদিতি। সৃষ্টিং বেত্তীতি সৃষ্টিবিৎ স্বয়ম্ভূচৈতন্যং তল্লক্ষণায়াং নদ্যাং তদেকদেশভূতায়া জীবসম্বিৎ যথা যাদৃশপ্রবৃত্তিপ্রবাহেণ যথা যাদৃশকার্য্যাকরণফলভাবায় যততে সা তথা তাদৃশকার্য্যাকরণফলভাবেন বিসৃষ্টা সতী স্বপ্রযত্নানুসারাৎ তথৈব ব্যবস্থিতা সা যাবদ্বিকল্পনিবৃত্তিপ্রযত্নাৎ ন রোধিতা তাবৎ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নন্বু ব্রহ্মসৃষ্টমিদং জগৎ কথং জীবপ্রযত্নেন নিরুধ্যেত ন হি মহারাজাজ্ঞাসিদ্ধং পৃথগ্‌জনপ্রযত্নেন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ চিদাকাশেতি। যদ্যপি চিদ্ব্যোম্ন্যেব স্বচ্ছে ব্রহ্মাত্মনি চিদাকাশস্য মায়িকোঽবভাসোঽয়ং জগদিত্যববুধ্যতে ইতি ব্রহ্মসৃষ্টং জগৎ তথাপি তন্নাপরিচ্ছিন্নব্রহ্মভাবং প্রতি তথাববুধ্যতে কিন্তু বুদ্ধ্যাদিপরিচ্ছিন্নোপাধিবশাৎ পরমাণুকণমত্যন্তপরিচ্ছিন্নং জীবং প্রতি। তদীয়প্রযত্নজন্যকর্ম্মভোগার্থমেব ব্রহ্মণি তদারোপাৎ। তথাচ তৎপ্রযত্নজন্যবোধেন দৃশ্যমার্জ্জনং সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ। ৬ ॥

এবঞ্চ সতি সত্তানিয়তিবাসনাদিভিরপি ন দৃশ্যত্রাণপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ এবমিতি ॥ ৭ ॥

মায়াদৃষ্টৌ সর্ব্বমেতৎ যথাদৃষ্টং স্থিতমপি ন পরমার্থদৃষ্টৌ সম্ভবতি যতো মায়াকার্য্যভূতেয়ং সৃষ্টির্ম্মায়ৈব। ন চ মায়া বস্তুসতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

দাবাগ্নিনা দগ্ধানাং কক্ষাণাং তৃণসজ্ঘানাং দাহশান্তৌ পুনর্হরিতাঙ্কুর-

দাবাগ্নিদগ্ধকক্ষাণাং দাহশান্তৌ কলৈন্দবী ॥ ৯ ॥
অহো নু সুচিরেণাদ্য জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমক্ষতম্।
ময়া যথেদং যচ্চেদং যাদৃগ্‌জ্ঞেয়ং যতোযদা ॥ ১০ ॥
শাম্যামীব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নির্ব্বামীব বিকল্পয়ন্।
এতদাখ্যানমাশ্চর্য্যং ব্যাখ্যানং শাস্ত্রদৃষ্টিষু ॥ ১১ ॥
ইমং মে ভগবন্ ব্রূহি সংশয়ং সর্ব্বকোবিদ।
তব পাতুং ন তৃপ্তোস্মি শ্রোত্রপাত্রৈর্ব্বচোমৃতম্ ॥ ১২ ॥
স সর্গত্রিতয়ে কালো লীলাভর্ত্তুর্হি যোগতঃ।
স ক্বচিৎ কিমহোরাত্রঃ ক্বচিৎ কিং মাসমাত্রকঃ ॥ ১৩ ॥
ক্বচিৎ কিং বহুবর্ষাণি কস্যচিৎ কিমু পেলবঃ।
কস্যচিৎ কিং মহাদীর্ঘঃ কস্যচিৎ কিং ক্ষণঃ স্থিতঃ ॥১৪॥
ইতি মে ভগবন্ ব্রূহি ত্বং যথাবদনুগ্রহাৎ।

প্ররোহায় ঐন্দবীকলেব সংসারতাপতপ্তানাং শান্তিবিবেকপ্ররোহায়েয়ং দৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পঞ্চভির্যদ্বৈস্তঃ ক্রমাৎ প্রকারস্বরূপদৃষ্টান্তপ্রমাণকালান্তত্ত্ববোধোচিতাঃ কীর্ত্ত্যন্তে। যাদৃগ্‌ভির্দ্দৃষ্টান্তৈস্তৈরধিকারিভির্ব্বা জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

বিকল্পয়ন্ জগত্তত্ত্বং বিচারয়ন্। উপাধিশান্ত্যা শাম্যামীব। নিত্যনির্ব্বাণস্বরূপাবাপ্ত্যা নির্ব্বামীব। শাস্ত্রাণি শ্রুতয়স্তৎপ্রদর্শিতা সুদৃষ্টিষু জ্ঞানেষু। ব্যাখ্যানমুপবৃংহণভূতম্ ॥ ১১ ॥

ইমং বক্ষ্যমাণম্ ॥ ১২ ॥

স প্রাগুক্তঃ সর্গত্রিতয়ে বাশিষ্ঠপাদ্মবৈদূরথসর্গেষু যঃ কালোগতঃ স ক্বচিৎগিরিগ্রামে অহোরাত্রঃ অহোরাত্রাষ্টকাত্মকঃ প্রাগুক্তঃ পাদ্মসর্গে তু মাসমাত্রকোবৈদূরথে তু বহুবর্ষাত্মক ইতি ব্রহ্মাণ্ডভেদঃ ॥ ১৩ ॥

একস্মিন্নপি ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যাণাং সম্বৎসরোদেবানাং দিনমিতি পেলবঃ কস্যচিৎ ক্ষুদ্রজন্তোঃ স এব মহাদীর্ঘঃ কস্যচিৎ স্বয়ম্ভুবঃ ক্ষণ ইতি এক এব কালোদেশলোকাদিভেদেন বিরুদ্ধরূপঃ কিং স্থিতঃ। অর্থসত্ত্বৈকরূপ্যে প্রতীতিবৈষম্যং কথমিত্যাশয়ঃ। ইতি ইমং সংশয়ং মে ব্রূহীতি সম্বন্ধঃ ॥১৪॥

সকৃৎ শ্রুতং ন বিশ্রান্তিমেতি লোষ্টে যথা জলম্ ॥ ১৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যেন যেন যথা যদ্যদ্যদা সম্বেদ্যতেনঘ।
তেন তেন তথা তৎ তৎ তদা সমনুভূয়তে ॥ ১৬ ॥
অমৃতত্বং বিষং যাতি সদৈবামৃতবেদনাৎ।
শত্রুর্মিত্রত্বমায়াতি মিত্রসম্বিত্তিবেদনাৎ ॥ ১৭ ॥
যথাভাবিতমেতেষাং পদার্থানাং নিজং বপুঃ।
তদেব হি চিরাভ্যাসান্নিয়তের্বশমাগতম্ ॥ ১৮ ॥
কচনৈকাত্মিকৈষা চিৎ যথা কচতি যাদৃশম্।
তথা তথাশু ভবতি তৎস্বভাবৈককারণাৎ ॥ ১৯ ॥
নিমেষে যদি কল্পৌঘসম্বিদং পরিবিন্দতি।
নিমেষ এব তৎকল্পোভবত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

নন্থ দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথৈব হীতি প্রাগেবাস্মোত্তরমুক্তপ্রায়ঃ তৎ কিং পুনঃ পৃচ্ছসি তত্রাহ সকৃদিতি। লোষ্টে শুষ্কমৃৎপিণ্ডে। জলং জলবিন্দুঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যর্থসত্তানুসারিণী প্রতীতিঃ স্যাৎ তদা স্যাদয়ং বিরোধঃ প্রতীত্যনুসারিণ্যাং ত্বনির্ব্বচনীয়ার্থসত্তায়াং প্রতি দ্রষ্টৃভেদান্ন কালবৈষম্যং দোষ ইত্যাশয়েনোত্তরমাহ যেন যেনেতি ॥ ১৬ ॥

তদেবোদাহরতি অমৃতত্বমিত্যাদিনা। অমৃতত্বং অমৃতবজ্জীবনহেতুত্বম্। অমৃতবেদনাজ্জীবনসাধনত্ববেদনাৎ। তথাহি। তাদৃশদৃঢ়সম্বেদনা বিষকৃমযোবিষেণৈব জীবন্তি। কথং তর্হি প্রমাদাত্তৌকাদৃষ্ট্যা বিষং ভুক্তবতাং মরণদর্শনমিতি চেৎ কৃমিবত্তেষাং বিষে চিরাভ্যস্তজীবনহেতুতা দৃঢ়সম্বেদনাভাবাৎ বিষে মরণহেতুতানিশ্চয়সংস্কারসত্বাচ্চেতি ॥ ১৭ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি তদেব হীতি। তথাচ নিয়তিবশীকারপর্য্যন্তচিরাভ্যস্তসম্বেদনানুসারিণী পদার্থেষর্থক্রিয়া নিয়তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ সম্বিদঃ স্ফুরণং স্বভাবঃ অর্থবিশেষাকারতা তু তস্যা দ্রষ্টৃসংস্কারানুরোধিনী। তথাচৈকস্যামেব সম্বিদি কস্যচিৎ সংস্কারানুসারেণ নিমেষারোপঃ

কল্পে যদি নিমেষত্বং বেত্তি কল্পোপ্যসৌ ততঃ।
নিমেষীভবতি ক্ষিপ্রং তাদৃগ্রূপাত্মিকা হি চিৎ ॥ ২১ ॥
দুঃখিতস্য নিশাকল্পঃ সুখিতস্যৈব চ ক্ষণঃ।
ক্ষণঃ স্বপ্নে ভবেৎ কল্পঃ কল্পশ্চ ভবতি ক্ষণঃ ॥ ২২ ॥
যথা চ মৃত্বা জাতোহহং তরুণোযৌবনস্থিতঃ।
যাতোস্মি যোজনশতং স্বপ্ন ইত্যনুভূয়তে ॥ ২৩ ॥
রাত্রিং দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রোনুভূতবান্।
লবণোভুক্তবানায়ুরেকরাত্র্যা সমাঃ শতম্ ॥ ২৪ ॥
যন্মুহূর্ত্তঃ প্রজেশস্য সমনোর্জ্জীবিতং মুনেঃ।
জীবিতং যদ্বিরিঞ্চস্য তদ্দিনং কিল চক্রিণঃ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোর্যজ্জীবিতং রাম তদ্বৃষাঙ্কস্য বাসরঃ।
ধ্যানপ্রক্ষীণচিত্তস্য ন দিনানি ন রাত্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ন পদার্থা ন চ জগৎ সত্যমাত্মনি যোগিনঃ।
মধুরং কটুতামেতি কটুভাবেন চিন্তিতম্ ॥ ২৭ ॥
কটু চায়াতি মাধুর্য্যং মধুরত্বেন চিন্তিতম্।

কস্যচিৎ কল্পাদ্যারোপশ্চ ন বিরুধ্যত ইত্যাহ কচনৈকেতি ত্রিভিঃ ॥ ১৯-২১ ॥

লোকেপ্যয়ং প্রকারঃ প্রসিদ্ধ এবেত্যাহ দুঃখিতস্যেতি ॥ ২২ ॥

ইতি স্বপ্নোনুভূয়তে কৈশ্চিদিতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

তদেবোদাহরতি হরিশ্চন্দ্র ইতি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং মার্কণ্ডেয়পুরাণাদৌ। লবণো রাজা। ইদঞ্চাগ্রে বক্ষ্যতি ॥ ২৪ ॥

মনোর্যজ্জীবিতমায়ুঃ সঃ মুনেরাত্মমননশীলস্য প্রজেশস্য মুহূর্ত্তঃ। মুনেরিত্যুত্তরেপি সম্বধ্যতে ॥ ২৫ ॥

নির্ব্বিকল্পসমাধৌ তু দিনরাত্রিভেদ এব নাস্তীত্যাহ ধ্যানেতি ॥ ২৬ ॥

মধুরং প্রিয়ং বিষয়জাতম্। কটুতাং অপ্রিয়তাম্। কটুভাবেন বৈরাগ্য বাসনয়া ॥ ২৭ ॥

কটু প্রাগপ্রিয়ং ইন্দ্রিয়মনঃপ্রাণনিরোধাদিমাধুর্য্যমাত্মসুখপ্রসাদনেন

মিত্রবুদ্ধ্যা দ্বিষন্মিত্রং রিপুবুদ্ধ্যা রিপুঃ সুহৃৎ ॥ ২৮ ॥
ভবতীতি মহাবাহো যথাসম্বেদনং জগৎ।
অনভ্যস্তাঃ পদার্থা যে শাস্ত্রপাঠজপাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
তেষাং সম্বেদনাভ্যাসান্নূনমভ্যেতি সাম্যতা।
নৌযায়িনাং ভ্রমার্ত্তানাং বেদনাদ্ভূর্ব্বিবর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥
অবেদনা ভ্রমার্ত্তানামপি নৈষাং বিবর্ত্ততে।
শূন্যমাকীর্ণতামেতি বেদনাৎ স্বপ্নদৃক্ষ্বিব ॥ ৩১ ॥
বেদনাৎ পীতমানীলং শুক্লং বাপ্যনুভূয়তে।
আপদ্বদুৎসবঃ খেদং করোতি পরিমোহতঃ ॥ ৩২ ॥
কুড্যেপি খ ইবাচারো দৃষ্টো নম্ববিচারিণঃ।
অসদ্যক্ষোবিমূঢ়ানাং প্রাণানপ্যপকর্ষতি ॥ ৩৩ ॥
বেদনাৎ স্বপ্নবনিতা জাগ্রতীব রতিপ্রদা।
যদযথাভাসমায়াতং তত্তথা স্থিরতাং গতম্ ॥ ৩৪ ॥
অসদেব নভশ্চৈব নভ এব চিদাত্মনি।

প্রিয়তমতাম্। বিষয়লম্পটতাং দ্বিষন্‌ কুণাস্ত্রাদিমিত্রবুদ্ধ্যা আপ্ততমত্ববুদ্ধ্যা সেবিতঃ সুহৃৎ পরমাপ্ততমো ভবতি। এবং প্রাক্তনো বিষয়ভোগসহায়ঃ সুহৃ-মূঢ়ঃ স্বজনো রিপুবুদ্ধ্যা পুরুষার্থবিঘাতীতি বুদ্ধ্যা ভাবিতস্তথৈব ভবতীতি ॥২৮॥

উক্তং ন্যায়ং জপোপাসনশ্রবণাদিষ্বপি দর্শয়তি অনভ্যস্তা ইতি ॥ ২৯ ॥

সমমেব সাম্যং তদ্ভাবঃ সাম্যতা অবৈষম্যং স্বাধীনতা অভ্যেতি প্রাপ্নোতি সম্পদ্যত ইতি যাবৎ। ভূর্ব্বিবর্ত্ততে চলতি ॥ ৩০ ॥

বেদনা ভ্রমার্ত্তিশূন্যানামেষাং তীরস্থানাস্ত দৃষ্ট্যা ন বিবর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

অনুভূয়তে নভঃ। পরিমোহত ইতি। তথাহি বালাঃ স্বোৎসবেষ্বপি কচিৎ রুদন্তো দৃশ্যন্তে ॥ ৩২ ॥

মিথ্যাভূতার্থানামর্থক্রিয়াসামর্থ্যমপি লোকপ্রসিদ্ধমিত্যাহ অসদ্যক্ষ ইত্যাদিনা ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অসদেবেতি। নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তর্হি কিমলীকং নেত্যাহ। নভশ্চৈ-বেতি। কার্য্যস্য কারণমাত্রত্বাদব্যাকৃতাকাশমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুত

শতহস্তাম্বুদচ্ছায়া নটনৃত্তমিবাততম্ ॥ ৩৫ ॥
গগনে মানসং স্পন্দং জগদ্বিদ্ধি ন বস্তু তৎ।
মিথ্যাজ্ঞানপিশাচস্য স্পন্দদর্শনমাকৃতি ॥ ৩৬ ॥
মায়ামাত্রকমেবেদমরোধকমভিত্তিমৎ।
ইদং ভাস্বরমাভাতং স্বপ্নসন্দর্শনং স্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥
অপূর্ব্বমেবাসুপ্তস্য নরস্যেবোদিতং বিদুঃ।
অচেতা চেততি স্তম্ভোযাদৃশং শালভঞ্জিকাম্ ॥ ৩৮ ॥
পরমার্থমহাস্তম্ভঃ সৃষ্টিং চেততি তাদৃশম্।
যাদৃশোমে নরঃ পার্শ্বে স্বপ্নে ক্ষুব্ধোমহাভটৈঃ ॥ ৩৯ ॥
তাদৃশোব্রহ্মণঃ সর্গো বুদ্ধ এব সুষুপ্তবৎ।
তৃণগুল্মলতাযুক্তঃ শিশিরান্তে যথা রসঃ ॥ ৪০ ॥

এব স্বাধিষ্ঠানচিদাত্মনি শতহস্তস্য অম্বুদচ্ছায়াকল্পিতমিথ্যানটস্য নৃত্তমভিনয়-বিশেষ ইব জগদ্বৈচিত্র্যভাবেনাততং বিস্তীর্ণমিতি কলিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বমনঃসমষ্টিব্যষ্টিকার্য্যত্বাদপি তস্যাসত্যত্বৈবেত্যাশয়েনাহ গগনে ইতি। বালস্য মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতপিশাচস্য যৎ স্পন্দদর্শনং তন্মা তদ্রূপমা মনোমাত্রাকৃতির্যস্য তৎ ॥ ৩৬ ॥

বাস্তবমূর্ত্তত্বাভাবাৎ স্বয়মন্যস্যারোধকং অভিত্তিমৎ স্বরোধকবস্ত্বন্তরশূন্যঞ্চ ভাস্বরং স্ফুটমাভাতমিদং জগৎ অসুপ্তস্য নরস্যাপূর্ব্বমেবোদিতং স্বপ্নসন্দর্শনং বিদুস্তত্ত্ববিদ ইতিপরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অচেতা স্বস্ফুরণানুকূলস্বব্যাপারশূন্যশ্চেততি স্বাত্মনি প্রথয়তি শালভঞ্জিকাং প্রতিমারূপম্। স্বয়ং যাদৃশোযাদৃশং যাদৃক্স্বরূপাং সৃষ্টিং চেততি সর্গকালে পশ্যতি পরমার্থমহাস্তম্ভঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানচিদাত্মাপি তাদৃশোভূত্বা তাদৃশীং সৃষ্টিং সর্গকালে পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্নে মে মম পার্শ্বে মহাভটৈঃ ক্ষুব্ধঃ ক্ষোভিতো নরো বুদ্ধোপি সুষুপ্তবদ-জ্ঞানমাত্রস্বভাবো ন বস্তুসন্ ব্রহ্মণঃ সর্গোপি তাদৃশ এবেতি পরেণান্বয়ঃ ॥৩৯॥

শিশিরস্যান্তে বৃক্ষাদীনাং পত্রশাতনকালে বাসন্তঃ অগ্রে বসন্তে পল্লব-পুষ্পাদ্যাত্মনা আবির্ভবিষ্যংস্তৃণগুল্মলতাযুক্তোরসো ভূমৌ উপাদানে যথা

বাসস্তঃ সংস্থিতোভূমৌ তথা সর্গঃ পরে পদে।
যথা দ্রবত্বং কনকে স্থিতমন্তরনুন্মিষৎ ॥ ৪১ ॥
তথা স্থিতঃ পরে সর্গ আত্মবর্গাদণাবণৌ।
সন্নিবেশোযথাঙ্গানামঙ্গিনোনন্য আত্মনঃ ॥ ৪২ ॥
জগদেবমনঙ্গস্য স্বাত্মনোব্রহ্মণস্তথা।
যাদৃগেকনরঃ স্বপ্নে যুদ্ধমন্যং নরং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
তাদৃশং সদসদ্রূপং স্বাত্মেদং ব্যোমগং জগৎ।
মহাকল্পান্তসর্গাদৌ চিৎস্বভাবমিদং জগৎ ॥ ৪৪ ॥
কারণত্বং মিথঃ পশ্চাদসদেতি ন বাস্তবম্।
মুক্তেস্মিন্ ব্রহ্মণি যদি ব্রহ্মান্যঃ স্মৃতিজোভবেৎ।
তৎস্মৃতিজ্ঞপ্তিজে সর্গে স্থিতৈব জ্ঞপ্তিমাত্রতা ॥ ৪৫ ॥

রাম উবাচ।

পৌরাণাং মন্ত্রিমুখ্যানাং বিদূরথকুলক্রমঃ।

সংস্থিতস্তথেত্যর্থঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

আত্মবর্গাৎ জীবসঙ্ঘাৎ নিমিত্তাৎ অণাবণৌ তস্তোগ্যঃ সর্গঃ পরে স্থিতঃ অস্তি ভবিষ্যতি চেত্যর্থঃ। অঙ্গানামবয়বানাং সন্নিবেশঃ সংস্থানভেদঃ অঙ্গিন আত্মনঃ স্বস্মাদনন্যঃ অব্যতিরেকতঃ অপৃথক্‌সত্তাক ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

তথা জগৎ স্বাত্মাভিন্নব্রহ্মণঃ সকাশাৎ এবং অব্যতিরেকত ইত্যর্থঃ। সম-সত্তাকত্ববারণায়ানঙ্গস্যেত্যুক্তিঃ। একস্য নরস্য স্বপ্নে অন্যেন নরেণ সহ যুদ্ধং তৎকালে তং প্রতি সদ্রূপমন্যং প্রত্যসদ্রূপমপি দ্রষ্টুঃ স্বাত্মৈব তথেদং মায়াব্যোমগং জগদপি মায়িকদৃষ্ট্যা সদপি তদন্যশুদ্ধদৃষ্ট্যা অসদে-বেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

আদ্যন্তকালয়োঃ সদ্ব্রহ্মমাত্রভাবেন পরিশেষাদপি তন্মাত্রস্বভাবত্বেত্যাহ। মহাকল্পান্তেতি ॥ ৪৪ ॥

কারণত্বং কার্য্যবিভাগে সতি মিথস্তৎসাপেক্ষকারণত্বকল্পনম্। সর্ব্ব-জগদাকারপরিণতপূর্ব্বপূর্ব্বহিরণ্যগর্ভাহন্তাবকল্পনাদ্ধকোপাসনসংস্কারজন্যস্মৃতি কল্পিতত্বাদপি জগতোধিষ্ঠানসন্মাত্রানতিরিক্তত্বেত্যাহ মুক্তে ইতি ॥ ৪৫ ॥

সমমেব কথং তত্র সর্ব্বেষাং প্রতিভাসিতঃ ॥ ৪৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিতঃ সমনুবর্ত্তন্তে মুখ্যায়াঃ সর্ব্বসম্বিদঃ।
যথা বিপুলবাত্যায়াঃ সামান্যা বাতলেখিকাঃ ॥ ৪৭ ॥
পরস্পরানুসারেণ তথা রূপেণ সম্বিদঃ।
কচিতাস্তাঃ প্রজাপাল প্রজা বাস্তব্যমন্ত্রিণঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং রূপাৎ কুলাজ্জাতো রাজাস্মাকময়ং ত্বসৌ।
কচিতা ইব বাস্তব্যবিদো বৈদূরথে পুরে ॥ ৪৯ ॥
কচনে চিৎস্বভাবস্য ন চ কারণমার্গণম্।
যুক্তং মহামণের্ভাসামিবান্যত্র স্বভাবতঃ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডান্তরস্থানামিবৈকনগরস্থানামপি প্রাণিনাং প্রত্যেকং বাসনাকর্ম্মাদিবৈচিত্র্যাৎ স্বপ্ন ইব জাগরেঽপি ক্রমবৈচিত্র্যাদ্যারোপঃ কিং ন স্যাদিত্যাশয়েন রামঃ পৃচ্ছতি পৌরাণামিতি। সমং একরূপমেব যথা স্যাত্তথা কথং প্রতিভাসিতো ভাতঃ। তত্র কোহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

স্রষ্টৃসঙ্কল্পকৃতা ইতর জীবসম্বিদাং প্রধানজীবসম্বিদনুবৃত্তিনিয়তিরেব তত্র হেতুরিত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উবাচ চিত ইত্যাদিনা। সামান্যা অল্পাঃ। তদনুরূপফলোন্মুখভোক্তকাদৃষ্টমেলনঞ্চ তত্র হেতুরিত্যাশয়েনাহ পরস্পরেতি। তথা ঐকরূপ্যেণ রূপয়তি সম্পাদয়তীতি তথারূপমদৃষ্টজাতং তেন প্রজাপালশ্চ প্রজাশ্চ বাস্তব্যাঃ পুরবাসিনশ্চ মন্ত্রিণশ্চ পরস্পরানুসারেণ কচিতাঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

কচনে বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়ংস্তস্য মিথ্যাত্বমাহ এবংরূপাদিতি। বৈদূরথে পুরে বাস্তষু বেশ্মভূমিষু ভবা বাস্তব্যাঃ পদার্থাস্তদ্বিদস্তদুপভোগিনোজনা ইতি কচিতা ইব ॥ ৪৯ ॥

নন্বু উদাসীনায়াঃ সম্বিদোঽধ্যস্তবিষয়প্রথালক্ষণে কচনে কোহেতুরিতি চেৎ নাত্র হেতুচিন্তা যুক্তা কচনস্যানাগন্তুকত্বাদতোঽন্যত্র আগন্তুকবিষয়েষ্বেব সা যুক্তা। যথা উদাসীনস্য চিন্তামণের্ভাসাং প্রসরেণ হেত্বন্তরাপেক্ষা কিন্তু বিচিত্রার্থজননে চিন্তকজনমনোরথবৈচিত্র্যাপেক্ষা তদ্বদিত্যাহ কচনে ইতি ॥ ৫০ ॥

অহমেবঙ্কুলাচারে রাজা স্যামেবমিত্যপি।
বিদূরথবিদোরত্নাত্তুদিতা প্রতিভা যথা ॥ ৫১ ॥
যাবন্তোজন্তবোযস্মিন্ যে যে সর্গে যদা যদা।
তে সর্ব্বগত্বাচ্চিদ্ধাতোরন্যোন্যাদর্শতাং গতাঃ ॥ ৫২ ॥
তীব্রবেগবতী যা স্যাৎ তত্র সম্বিদকম্পিতা।
সৈবায়াতি পরং স্থৈর্য্যমামোক্ষং ত্বেকরূপিণী ॥ ৫৩ ॥
বলবচ্চিদ্বিলাসানামনুবৃত্ত্যা পরস্পরম্।
স্বভাবাঃ প্রতিবিম্বন্তি চিদাদর্শে স্বভাবতঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্রাতিযত্নাজ্জয়তি সত্যাঃ সম্বিদ আত্মসাৎ।
কুর্ব্বন্তি সরিদম্ভোধিগামিনী সরিতোযথা ॥ ৫৫ ॥

প্রাক্ তদনুকূলসঙ্কল্পবৈচিত্র্যোৎপত্তিরপি যথোক্তরীত্যৈবেত্যাহ অহমিতি। বিদূরথস্য বিদো জীবচৈতন্যাৎ নির্মিতাং। তথাচ চিন্তামণিরিব চিন্মণিরপি যথামনোরথমেবার্থান্ প্রসূতে ইতি দর্শয়তি রত্নাদীতি। প্রতিভা মনোরথঃ ॥ ৫১ ॥

অনেকেষু জীবচৈতন্যেষু তুল্যাবিষয়ারোপক্রমেণ দর্পণানাং পরস্পরান্তর্গতপ্রতিবিম্বগ্রাহিত্বমিব সম্পন্নমিত্যাহ যাবন্ত ইতি ॥ ৫২ ॥

নন্বেবং সতি সতি বিশ্বে প্রতিবিম্বোদয়স্যাবর্জনীয়ত্বাৎ কথং নির্বিষয়তালক্ষণমোক্ষপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তীব্রবেগবতীতি। তত্র তাসু জীবসম্বিৎসু মধ্যে যৈব জীবসম্বিৎ ব্রহ্মাকারবৃত্তিতীব্রবেগবতী বিষয়দোষৈরকম্পিতা সতী আ মোক্ষং একরূপিণী ভবতি সৈব পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং স্বস্বভাবেন স্থৈর্য্যং মোক্ষলক্ষণমায়াতি নান্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তথাচ জগদাকারস্য ব্রহ্মাকারস্য বা জীবচিতিপ্রতিবিম্বনে তীব্রবেগবত্তালক্ষণবলবত্তদাকারচিদ্বিলাসা এব নিয়ামকাস্তৈরেব নিয়তিস্বভাবত ইত্যাহ বলবদিতি ॥ ৫৪ ॥

নন্বেবং সতি জগদুন্মুখস্য চিরাভ্যস্তত্বাৎ তস্যৈব তীব্রবেগোদয়েন মোক্ষং প্রত্যাশেত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। অযত্নজবেগাৎ যত্নজবেগস্য প্রাবল্যদর্শনাদতিযত্নাৎ সম্পাদিতোব্রহ্মাকারবেগ এব জয়তি জগদাকারচিদ্বিলাসবেগম্।

যে সমাস্তত্র তে তাবৎ যতন্তে চিৎস্বভাবতঃ।
যাবদেকোজয়ত্যত্র দ্বিতীয়ঃ স নিমজ্জতি ॥ ৫৬ ॥
জায়মানেষু নশ্যৎসু বর্ত্তমানেষু ভূরিশঃ।
এবং সর্গসহস্রেষু পরমাণুকণং প্রতি ॥ ৫৭ ॥
ন কিঞ্চিৎ কেনচিদ্ব্যাপ্তং ন কিঞ্চিৎ কেনচিৎ স্থিতম্।
চিদাকাশমিদং শান্তমতঃ সর্ব্বমভিত্তিমৎ ॥ ৫৮ ॥
অয়মাভাসতে স্বপ্নোনির্ম্মিদ্রোদৃষ্টিবর্জ্জিতঃ।
অবশ্যম্ভাবিবোধস্তু স্বনুভূতোপ্যসন্ময়ঃ ॥ ৫৯ ॥

কিঞ্চ। সত্যাসত্যগোচরসম্বিদোঃ সত্যগোচরাণাং প্রাবল্যদর্শনাৎ সত্যা ব্রহ্মাকারসম্বিদ এবৈত্রনমাত্মসাৎ আত্মাধীনং কুর্ব্বন্তি। যথা অম্ভোধিগামিনী মহাসরিৎ স্বমিলিতাঃ ক্ষুদ্রসরিতঃ স্বাধীনবৃত্তীঃ করোতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্তু ব্রহ্মাকারতায়াস্তীব্রবেগত্বে জয়ো যদা তু মন্দমধ্যমাধিকারাৎ চিত্তা-প্রতিষ্ঠিতের্ব্বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য ব্রহ্মাকারতোদয়ো বাহ্যাকারতোদয়শ্চ তদা সম-ত্বান্নৈকতরজয়ং প্রত্যাশেত্যাশঙ্ক্যাহ যে ইতি। যেধিকারিণ উক্তোভয়া-কারে সমাঃ সমবেগাস্তে ন তথৈবাবতিষ্ঠন্তে কিন্তু অত্র উক্তাকারদ্বয়মধ্যে যাবদেকো ব্রহ্মাকারঃ প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ জয়তি উৎকর্ষকাষ্ঠাং গচ্ছতি দ্বিতীয়ঃ স বাহ্যাকারশ্চ নিমজ্জতি তাবৎ যতন্তে শ্রবণাদ্যাবৃত্তিলক্ষণং যত্নং কুর্ব্বন্তি। তথাচ তেষামপ্যভ্যাসক্রমাৎ তীব্রবেগোদয়েনেতরজয়সিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকানির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গনিরাসমুপপাদ্য প্রস্তুতং প্রতিজীবং সম-বিষমসর্গবৈচিত্র্যমেবাবলম্ব্যাহ জায়মানেষ্বিত্যাদিনা। ঔপাধিকপরিচ্ছেদা-রোপাৎ পরমাণুকণং জীবজাতং প্রতি এবং উক্তপ্রকারেষু সমবিষমেষু সর্গসহ-স্রেষু ভ্রান্ত্যা জায়মানেষু বর্ত্তমানেষু নশ্যৎসু চ পরমার্থতো ন কিঞ্চিৎ কেন-চিৎ জীবকণেন ধাবতাপি প্রাপ্তং কেনচিদুদাসীনেনাপি স্থিতং ন প্রাপ্তম্। অবস্তুনঃ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্যুভয়াযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭-৫৮ ॥

দৃষ্টিবর্জ্জিতোবিবেকদৃষ্টিশূন্যঃ অবশ্যম্ভাবী বোধঃ অধিষ্ঠানাত্মসাক্ষাৎকারো যস্য তথাবিধস্তু সন্ প্রাগনুভূতোপ্যসন্ময়োহলীকসদৃশঃ ॥ ৫৯ ॥

পত্রপুষ্পফলাংশাত্মা
যথৈকঃ স্বাস্থিতোদ্রুমঃ।
অনন্তসর্ব্বশক্ত্যাত্মা
হ্যেক এব তথা বিভুঃ ॥ ৬০ ॥
মাতৃমেয়প্রমাণাদি-
মায়াত্মকমজং পদম্।
বুদ্ধং বিস্মৃতিমায়াতি
ন কদাচন কস্যচিৎ ॥ ৬১ ॥
শূন্যোদয়াস্তময়বস্তুতমঃ প্রকাশং
দিক্কালরূপ্যপি সদৈকমনাদিশুদ্ধম্।
আদ্যন্তমধ্যরহিতং স্থিতমচ্ছমম্বু
সৌম্যত্ববীচিবলনাঢ্যমিবৈকমেব ॥ ৬২ ॥
অহং ত্বমিত্যাদিজগৎস্বরূপা
বিশুদ্ধবোধৈকবিভা বিভাতি।

শুদ্ধদৃষ্ট্যা প্রপঞ্চস্যাপৃথক্সত্ত্বমুক্ত্বা মায়াশবলদৃশাপ্যাহ পত্রেতি ॥ ৬০ ॥

জীবদৃশাপি আ বোধং ভিন্নরূপমপি বোধে পুনর্ব্বিস্মৃতিহেত্বজ্ঞানাভাবাদেকমেবাবতিষ্ঠত ইত্যাহ মাত্রিতি ॥ ৬১ ॥

মায়াবভাসকত্বপ্রযুক্তে নানাত্বেপি শুদ্ধস্য ন বাস্তবৈকরূপ্যস্থিতিবিরোধ ইত্যাশয়েনোপসংহরতি শূন্যেতি। তমঃ প্রকাশয়তি সাক্ষিভাবেনেতি তমঃপ্রকাশং তথাবিধং সৎ দিক্কালরূপ্যপি পরমার্থতঃ সদা শুদ্ধম্। শূন্যৌ সর্ব্ববিকারোদয়াস্তময়ৌ যত্র তথাবিধমাস্থবস্ত আদ্যন্তমধ্যরহিতং সৎ একমেব স্থিতম্। যথা অচ্ছং নির্ম্মলমম্বু সৌম্যত্বাঢ্যং বীচিবলনাঢ্যং বা অম্বুস্বরূপৈকরূপ্যাদেকমেব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

বিশুদ্ধবোধৈকরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপভূতা বিভা প্রকাশ এব দ্বৈতৈক্যগোচরসঙ্কল্পবিকল্পনরূপান্মনসো নিমিত্তাৎ চকারাত্তন্মূলভূতাবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনাদিবশাৎ চ অহং মমেত্যাদ্যধ্যস্তজগৎস্বরূপা বিভাতি। যথা আকাশলক্ষণে কোশে নিজা শূন্যতৈব তলমালিন্যমৌক্তিককেশোণ্ড্রককটাহাদ্যাকারতয়া-

আকাশকোশে নিজশূন্যতেব
দ্বৈতৈক্যসঙ্কল্পবিকল্পনাচ্চ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে প্রয়োজনবর্ণনং নাম
ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

ভাতি তদ্বদিত্যর্থঃ। (দ্বৈতং ঐক্যঞ্চ তয়োঃ সঙ্কল্পনাৎ বিকল্পনাচ্চ-হেতোঃ) ॥ ৬৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

অহং জগদিতি ভ্রান্তিঃ পরস্মাৎ কারণং বিনা।
যথোদেতি তথা ব্রহ্মন্ ভূয়ঃ কথয় সাধু মে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সমস্তাঃ সমতৈবান্তাঃ সম্বিদোবুধ্যতে যতঃ।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমজস্ততঃ ॥ ২ ॥

প্রয়োজনপ্রসিদ্ধ্যর্থং বৈরাগ্যার্থঞ্চ সংসৃতেঃ।
অসারত্বমসত্বঞ্চ যুক্তিভেদেন বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অনহন্তূতদেহাদৌ অহম্ভাবকারণং বিনাপ্যহমিতি ভ্রান্তিঃ পরস্মাদ্ব্রহ্মণো-দরে বৈপুল্যচিত্রভাবলক্ষণজগৎসন্নিবেশকারণং বিনাপি জগদিতি ভ্রান্তির্যথা যাদৃশকল্পনাক্রমেণ যাদৃশোপপত্ত্যা চোদেতি তথা কথয়েত্যর্থঃ। ননু মহা-কল্পান্তসর্গাদৌ চিৎস্বভাবমিদং বপুরিত্যাদিনা প্রাক্কথিতমেবেদং কথং পুনঃ পৃচ্ছতে তত্রাহ ভূয় ইতি। সাধু যাভিরূপপত্তিভিরনুভবমারোহতি তাদৃশোপ-পত্তিপরিষ্কৃতং যথা স্যাৎ তথা কথয়েত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তত্র সর্ব্বভ্রান্তীনাং সম্বিদস্তঃপ্রথমানত্বমেব মুখ্যোপপত্তিরিতি প্রথমং শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ সমস্তা ইতি। যতঃ অসৌ বোদ্ধা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারাঃ সমস্তাঃ ভ্রান্তীঃ সম্বিদঃ স্বরূপচৈতন্যস্যৈব আন্তা অন্তর্নির্বিষ্টাঃ সর্ব্বদা বুধ্যতে ন কদা-চিদপি কাশ্চিদপি তদ্বহির্ভূতাঃ ততঃ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং সা চ সমতৈব। ন হি সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বে বৈষম্যং পরিশিষ্যতে। ন হি তদভাবে জন্মাদিবিক্রিয়া উপপদ্যন্ত ইত্যজঃ পরমাত্মৈব বস্তুতোস্তীতি জগদ্ভ্রান্তিঃ কারণং বিনৈবেতি যদুক্তং তদুপপন্নমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বাহি শব্দার্থদৃশো ব্রহ্মৈবৈতাঃ পৃথক্ ন তৎ।
সর্ব্বার্থশব্দার্থকলা-রূপমাসাং ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥
কটকত্বং পৃথক্ হেম্নস্তরঙ্গত্বং পৃথক্ জলাৎ।
যথা ন সম্ভবত্যেবং ন জগৎ পৃথগীশ্বরাৎ ॥ ৪ ॥
এষ এব জগদ্রূপং জগদ্রূপস্তু নেশ্বরে।
হেমৈব কটকাদিত্বং কটকত্বং ন হেমনি ॥ ৫ ॥
যথাবয়বিনোরূপমনেকাবয়বাত্মকম্।
তথানবয়বায়াস্তু চিতঃ সর্ব্বাত্মকঞ্চ যৎ ॥ ৬ ॥

নন্থ চৈতন্যান্তর্ব্বুধ্যমানত্বমাত্রেণ কথং সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মতাসিদ্ধিঃ। এক-চিত্তাদাত্ম্যাস্ফুরণাদিতি চেৎ ন। বিভিন্নবিষয়তাদাত্ম্যাৎ। ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞান-মিতি চিতোপি ভেদানুভবেন ভিন্নত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বা হীতি। ন চিতো-ভেদো যতঃ সর্ব্বাঃ শব্দানামর্থানাঞ্চ দৃশো বোধো ব্রহ্মৈব। ন হি ব্রহ্মাতিরিক্ত-চিদ্ধাতুরস্তি বিষয়ভেদোপরাগাদ্ধি চিতি ভেদো বিভাব্যতে। বিষয়নিকর্ষে তু তৎ চিদ্রূপাৎ ন পৃথক্ ন ভিদ্যত ইত্যর্থঃ। নন্থ বিষয়াকারতানুভবাৎ বিষয়-বদ্ভেদঃ কিং ন স্যাৎ তত্রাহ সর্ব্বার্থেতি। সর্ব্বে যে অর্থ্যন্ত ইত্যর্থা বিষয়ভূতাঃ শব্দার্থাস্তৎকলাস্তদংশভূতং যৎ পৃথুবুধ্নোদরাকাররূপং তদাসাং দৃশাং ন বিদ্যতে। চিতি জড়াকারসম্বন্ধে উপপত্ত্যভাবাৎ। যত্বনুভূয়তে আকারঃ স বৃত্তেরেবেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

এবং চিদ্ভেদে নিরস্তে জড়ভেদোপি তদপৃথক্সত্তাস্ফূর্ত্তিকত্বান্নিরসিতুং শক্য ইতি সদৃষ্টান্তমাহ কটকত্বমিতি ॥ ৪ ॥

তথাপি কথং কারণং বিনা উৎপন্নমিত্যুক্তেরূপপত্তিশ্চিত এব কনকবৎ কারণত্বাৎ তত্রাহ। এষ এবেতি। সতি হি জগতস্তস্মাদ্ভেদে তৎ প্রতি কারণতা স্যাৎ অত্যন্তাভেদে তু চিতোন কারণত্বমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং জগদ্রূপ-মেব ব্রহ্ম ? নেত্যাহ জগদ্রূপং ত্বিতি। ন হি বিবর্ত্তঃ পৃথক্ সন্নিত্যাশয়ঃ। এবঞ্চ কটককুণ্ডলাদয়োপি হেমাত্মকব্রহ্মবিবর্ত্তা এবেত্যাশয়েনাহ হেমৈ-বেতি ॥ ৫ ॥

নম্বেকস্যানেকাত্মতাবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য যত্র সমসত্তাকৈরপ্যনেকৈরবয়-

যত্তুল্যকালমখিলং তন্মাত্রাবেদনং পরে ।
অন্তঃস্থং তদিদং ভাতি জগদিত্যহমিত্যপি ॥ ৭ ॥
লেখৌঘানাং যথাভেদসন্নিবেশঃ শিলোদরে ।
তথানন্যজ্জগদহং চেত্যন্তশ্চিদ্ঘনে ঘনম্ ॥ ৮ ॥
স্থিতান্তরঙ্গাঃ সলিলে যথান্তরতরঙ্গিতে ।
সৃষ্টিশব্দার্থরহিতাস্তথান্তঃ সৃষ্টয়ঃ পরে ॥ ৯ ॥
ন সর্গে তিষ্ঠতি পরং সর্গস্তিষ্ঠতি নো পরে ।
অবয়বাবয়বিবৎসত্ত্বানবয়বৈবেস্তয়োঃ ॥ ১০ ॥

বৈরেকস্তাবয়বিনঃ সমসত্তাকং তাদাত্ম্যং লোকে ন বিরুদ্ধং তত্র কিং বাচ্যং কল্পিতৈরনেকৈর্ব্বাস্তবং ব্রহ্মৈক্যমবিরুদ্ধমিতীত্যাশয়েনাহ যথেতি। কিঞ্চৈকাত্ম্যে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মতালাভাদনেকত্বাপগমাদপ্যবিরোধ ইত্যাশয়েনাহ সর্ব্বাত্মকঞ্চেতি ॥ ৬ ॥

কিং তর্হি সর্ব্বানুভবসিদ্ধং জগদিত্যহমিতি চ নানাত্বং তত্রাহ যদিতি। পরে ব্রহ্মণি সর্ব্বপ্রাণিনামন্তঃস্থং তুল্যকালং যৎ ব্রহ্মমাত্রস্বরূপস্যাবেদনমজ্ঞানং তদেব জগদিত্যহমিতি নানাত্বেন ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

লেখাঃ রাজয়ঃ। যথা স্ফটিকশিলোদরে অভেদেপি বনলেখৌঘানাং প্রতিবিম্বানাং সন্নিবেশোঽবিরুদ্ধস্তদ্বদত্রাপীত্যাহ লেখৌঘানামিতি ॥ ৮-৯ ॥

ননু লীনাস্তরঙ্গা যথা মহাজলে অবয়বভাবেন তিষ্ঠন্তি অবয়বী বা সমবায়েনাবয়বেষু তিষ্ঠতি কিং তদ্বৎ ব্রহ্মণি জগৎস্থিতিরিত্যাহ নেতি। বস্তুতস্ত্ব অবয়বাবয়বিনোরপ্যন্যোন্যাধারতা নোপপত্তিমতীত্যাহ সত্ত্বেতি। তথাহি—অবয়বেষু তিষ্ঠন্নবয়বী কিং প্রত্যবয়বং কাৎস্ন্যের্ন তিষ্ঠত্যুতাবয়বৈঃ। আদ্যে প্রত্যবয়বমবয়বিনানাত্বাপত্তিঃ। গোঃ কর্ণাদিপ্রদেশেপি কৃৎস্না গৌরস্তীতি দোহনাদিকার্য্যাপত্তিঃ। অবয়ববিশ্লেষেপ্যবয়বিনো জাতিবন্নাশানাপত্তিশ্চ। দ্বিতীয়ে তু অনবস্থয়া অনন্তাবয়বত্বে মেরুসর্ষপয়োস্তুল্যপরিমাণাপত্তিঃ। এবমবয়বা অপ্যবয়বিনি কিমেকদেশে তিষ্ঠেয়ুরুত কৃৎস্নে। আদ্যেঽনবস্থা। দ্বিতীয়ে অবয়বান্তরস্যাসমাবেশাদন্যস্যাবয়বাযোগাৎ সর্ব্বদ্রব্যাণাং নিরবয়বত্বাপত্তিরিতি তয়োরবয়বাবয়বিনোরনবয়বৈবেরেব সত্তা পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

চিদ্রূপেণ স্বসম্বিত্ত্যা স্বচিন্মাত্রং বিভাব্যতে।
স্বমেব রূপহৃদয়ং বাতেন স্পন্দনং যথা ॥ ১১ ॥
তৎকালমেষ শব্দাণুশ্চিচ্চমৎকাররূপধৃক্।
চেত্যতে খমিবৈবান্তঃ সঙ্কল্প ইব চেতসা ॥ ১২ ॥
তদেবানিলতাং বেত্তি নিজসত্তাত্মিকাং স্বয়ম্।
অন্তর্গতস্পর্শরসাং পবনস্পন্দতামিব ॥ ১৩ ॥
তদেবাভাসতামেতি নিজসত্তাত্মিকাং স্বয়ম্।
কোষস্থিতালোকলবাস্তেজঃপ্রকটতামিব ॥ ১৪ ॥
তদেব জলতাং যাতি নিজসত্তাত্মিকাং স্বয়ম্।
অন্তঃস্থিতাস্বাদলবাং সলিলং দ্রবতামিব ॥ ১৫ ॥
তদেবাবনিতাং বেত্তি স্বচিত্তৈকাত্মতাময়ীম্।
অন্তঃস্থগন্ধতন্মাত্রামুর্ব্বীস্থৈর্য্যকলামিব ॥ ১৬ ॥

দৃষ্টিসৃষ্ট্যুপপাদনক্রমেণাপি জগতশ্চিদনন্যত্বমনুভাবয়িষ্যন্ নিষ্ক্রিয়স্যাপি চৈতন্যস্যাবিদ্যান্তঃ প্রতিফলনেনান্যথা স্ববিভাবনং প্রথমমাহ চিদ্রূপেণেতি। পরমার্থচিদ্রূপেণ ব্রহ্মণা প্রথমমবিদ্যাপ্রতিফলিতয়া দর্পণপ্রতিহতনয়নেন মুখমিব স্বসম্বিত্ত্যা স্বচিন্মাত্ররূপাত্মকপ্রপঞ্চস্য হৃদয়ং রহস্যভূতমজ্ঞানাবৃতং স্বমেব বিভাব্যতে কল্প্যতে। এবকারঃ প্রাক্তনপারমার্থিকস্বরূপবিস্মরণদ্যোতনার্থঃ ॥ ১১ ॥

তদানীমেব কারণে লীনস্য শব্দতন্মাত্রস্যাকাশাত্মনা আবির্ভাব ইত্যাহ তৎকালমিতি। শব্দাণুঃ শব্দতন্মাত্রম্। চিচ্চমৎকারঃ সর্ব্বশক্তিমন্মায়াসম্বলনং তদ্রূপধৃক্ ব্রহ্ম খং চিদ্রূপমিব চেত্যতে সৈবাকাশোৎপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

তদেবাকাশভূতং ব্রহ্ম অন্তর্গতস্পর্শরসাং স্বান্তরন্বিতস্পর্শতন্মাত্রসংস্কারাং স্বয়ং স্বাত্মন্যনিলতাং বেত্তি অনুভবতি। যথা স্থিরপবনঃ কালে স্পন্দতামনুভবতি তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

তৎ বায্বাত্মতাপন্নং ব্রহ্মৈব। আভাসতাং তেজস্তাম্। কোষে গর্ভে স্থিত আলোকলবো রূপতন্মাত্রং যস্যাস্তথাবিধাম্ ॥ ১৪ ॥

তত্তেজোভূতং ব্রহ্মৈব। আস্বাদলবোরসতন্মাত্রম্ ॥ ১৫ ১৬ ॥

তুল্যকালনিমেষাংশলক্ষভাগপ্রতীতিযৎ।
নিজং বিদঃ প্রকচনং তৎ সর্গৌঘপরম্পরা ॥ ১৭ ॥
শুদ্ধং সকৃৎ প্রভাতান্তর্দৃশ্যমধ্যমনাময়ম্।
উদয়াস্তময়োন্মুক্তং ব্রহ্ম তিষ্ঠত্যনিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥
বুদ্ধং সদপবর্গং তৎ সসর্গমপি সৎ সমম্।
অবুদ্ধং সর্গরূপাত্মবিসর্গমপি তৎ সদা ॥ ১৯ ॥
চিদ্ব্রহ্ম যৎ যথা যেন বুধ্যতে স্বাত্মনাত্মনি।
তত্তত্তথানুভবতি সর্ব্বং সর্ব্বাঙ্গশক্তিমৎ ॥ ২০ ॥
তৎ সত্যং চিদ্বিলাসত্বাম্নিত্যানুভবরূপতঃ।

নমু চক্ষুরুন্মেষক্ষণে ঝটিত্যেব জগন্তানাং নাত্রায়মারোপক্রমো বিভাব্যত ইতি কথং দৃষ্টিসৃষ্ট্যুপপত্তিস্তত্রাহ তুল্যকালেতি। ঈদৃশোঽয়ং চিতশ্চমৎকারো-যৎ তুল্যে তুলয়া সন্ধিতে ইব দুর্লক্ষ্যে ইতি যাবৎ। নিমেষাংশস্য লক্ষতমভাগে প্রতীতির্যস্য তাদৃশমপি বিদো জগদাকারপ্রকচনং তৎ কল্পকোটিবিস্তৃত-কালানাং সর্গৌঘানাং পরম্পরা.ভবতি। তথাচ চিৎকচনে কালাপরিচ্ছেদ্য-তত্তন্নিমেষাংশলক্ষতমভাগারোপঃ কল্পকোট্যারোপোবা মায়িকো ন বস্তুতো-বিরুধ্যত ইতি ক্রমকল্পনোপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্ধি অশুদ্ধং জড়ং দেশকালতঃ পরিচ্ছিন্নং সদোষমাদ্যন্তবৎ কালে নিষ্ঠিতং তৎ কালেন পরিচ্ছিদ্যতে ব্রহ্ম তু ন তথেত্যাহ শুদ্ধমিতি। সকৃৎ প্রভাতং ন পুনঃপুনর্ব্বিচ্ছিদ্য প্রভাতং নিত্যস্বপ্রকাশমিতি যাবৎ। অন্তর্গতা দৃশ্যাঃ সর্গা মধ্যাঃ প্রলয়াশ্চ যস্য তৎ। অনিষ্ঠিতং অনাধারম্। নমু যদ্যন্ত-র্দৃশ্যমধ্যং তৎ তর্হি সসর্গং সপ্রলয়ং বানৈকরূপাপবর্গো ভবিতুমর্হতি তত্রাহ বুদ্ধং সদিতি। সৎ পরমার্থসত্যম্। সমং বৈষম্যরহিতম্। বিসর্গং পর-মার্থতঃ সর্গশূন্যমপি ॥ ১৮-১৯ ॥

যথা যথা বোদ্ধৃভির্ব্বুধ্যতে তথা তথা তত্তৎপ্রকারবিশিষ্টং তত্তৎ ব্রহ্ম আত্মনি ভবতি তত্তদাকারং মায়য়া ধত্ত ইত্যর্থঃ। নু ইতি থল্বর্থে। যতঃ সর্ব্বাঙ্গ-শক্তিমৎ সর্ব্বানুগুণমায়াশক্তিমদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জগদপি শাস্ত্রীয়চিদ্বিলাসদৃষ্ট্যা দৃষ্টং পরমার্থসত্যং ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মাপি বহি-

তদসত্যং মনঃষষ্ঠাৎ সর্ব্বাখ্যানি গতং যতঃ ॥ ২১ ॥
যথৈতৎ সরণং বায়ৌ তথা সর্গঃ স্থিতঃ পরে।
অসৎকল্পেপি সৎকল্পঃ সত্যেঽসত্য ইবাপি চ ॥ ২২ ॥
অন্যরূপা যথানন্যা তেজস্যালোকতোদরে।
তথা ব্রহ্মণি বিশ্বশ্রীঃ সত্যাসত্যাত্মিকা চিতি ॥ ২৩ ॥
অনুৎকীর্ণা যথা পঙ্কে পুত্রিকা চাথ দারুণি।
যথা বর্ণা মসীকল্কে তথা সর্গাঃ স্থিতাঃ পরে ॥ ২৪ ॥
অনন্যান্যেব কচতি ব্রহ্মতত্ত্বমরুস্থলে।
অসত্যাত্মনি সত্যেব ত্রিজগন্মৃগতৃষ্ণিকা ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মণা চিন্ময়েনাত্মা সর্গাত্মৈব বিভাব্যতে।
ন ভাব্যতে চানন্যত্বাৎ বীজেনান্তরিব দ্রুমঃ ॥ ২৬ ॥

স্মৃখচক্ষুরাদিমনঃষষ্ঠজন্যদৃষ্ট্যাদৃষ্টমনৃতং জগদেবেত্যাহ তৎ সত্যমিতি। সত্যস্য কুতোঽসত্যতা তত্রাহ সর্ব্বাখ্যা ইতি। যতঃ সর্ব্বাখ্যাঃ সর্ব্বাণি নামানি নিতরাং গতং প্রাপ্তম্। ন হি বাগগোচরস্য তদ্গোচরং রূপং সত্যং [illegible]বিতুমর্হতীত্যর্থঃ। সর্ব্বার্থাতিগতমিতি পাঠে সর্ব্বান্ অর্থান্ অতিতরাং গতং ব্যাপ্তং তদ্রূপাপন্নং যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যথা বায়ৌ সরণং প্রাক্সরণাদসৎকল্পেপি আবির্ভাবাৎ সৎকল্পম্ সরণকালে বায়োঃ সত্ত্বাবগমাৎ সত্যে স্থৈর্য্যমাত্রাদসত্যমিব তথা সর্গেপি অসৎকল্পেপি মূলাজ্ঞানে অধিষ্ঠানসত্তয়া সৎকল্পঃ সত্যেপ্যধিষ্ঠানে অসত্যমায়াত্মকত্বাদসত্য ইবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তথা চ দৃষ্টিভেদেন সত্যাসত্যাত্মত্বং বিশ্বস্যেত্যাহ অন্যরূপেতি। আলোকতা ভাস্বরতা। অন্যরূপেণ দৃষ্টা অসত্যা অনন্যরূপেণ দৃষ্টা সত্যা স্থিতেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

স্বপ্নজাগ্রদুপাদানসৌষুপ্তাত্মদৃষ্টান্তাবাদ্যৌ বিশ্বসর্গোপাদানব্রহ্মদৃষ্টান্তস্তৃতীয়ঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

চিন্ময়েন ভ্রান্ত্যা চিদাভাসলক্ষণজীবভূতেন। তত্ত্বদৃশা তু পরব্রহ্মানন্য-

যথা ক্ষীরস্য মাধুর্য্যং তীক্ষ্ণত্বং মরিচস্য চ।
দ্রবত্বং পয়সশ্চৈব স্পন্দনং পবনস্য চ॥ ২৭॥
স্থিতোনন্যোযথান্যঃ সন্নাস্তি তত্র তথাত্মনি।
সর্গোনির্গলচিদ্রূপঃ পরমাত্মাত্মরূপভৃৎ॥ ২৮॥
কচনং ব্রহ্মরত্নস্য জগদিত্যেব যৎ স্থিতম্।
তদকারণকং যস্মাত্তেন ন ব্যতিরিচ্যতে॥ ২৯॥
বাসনাচিত্তজীবাদিবেদনং বেদনোদিতম্।
নোদেত্যবেদনাদেব যতনাদেব পৌরুষাৎ॥ ৩০॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন।
সর্ব্বং শান্তমজং ব্রহ্ম চিদ্ঘনং সুশিলাঘনম্॥ ৩১॥
পরাণুং প্রতি সর্গৌঘাশ্চিত্তাভ্রান্তিসহস্রশঃ।
তেষ্বপ্যণাবণাবন্তঃ কৈবাত্রা বাসনা কথম্॥ ৩২॥

ত্বাৎ ন ভাব্যতে॥ ২৬ ২৭॥

অনন্তঃ সন্ স্থিতঃ। অন্যঃ সন্নাস্তি অসন্নিত্যর্থঃ। নির্গলতীতি নির্গলঃ প্রবিলীনমাত্রশ্চিদ্রূপঃ সন্ পরমাত্মমাত্রপরিশিষ্টস্বরূপভৃদিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

অকারণোৎপন্নত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি কচনমিতি। যস্মাৎ তেন ব্রহ্মণা ন ব্যতিরিচ্যতে তৎ তস্মাদকারণকমিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

যদ্যকারণকং তর্হ্যজাতমেবেতি কথং তদ্বেদনানুভবস্তত্রাহ বাসনেতি। বাসনাচিত্তজীবাদের্যদ্বেদনমনুভবস্তদ্বেদ্যতেঽনেনেতি বেদনং মনস্তস্মাদুদিতম্। কস্তর্হি তদনুদয়ে উপায়স্তমাহ নোদেতীতি। অবেদনান্মনোনাশাৎ। তচ্চ কস্মাৎ তত্রাহ যতনাদেবেতি। জ্ঞানযোগদৃঢ়াভ্যাসলক্ষণাৎ পুরুষযত্নাদিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

কীদৃশঃ স জ্ঞানযোগস্তমভিনীয়াহ নাস্তমেতীতি॥ ৩১॥

সতি চিত্তে পরমাণূদরেঽপি সর্গপরম্পরাদুর্ব্বারেত্যাহ পরাণুং প্রতীতি। অত্র অণুষু সর্গৌঘস্ত আবসতিরাবাসনা। ণ্যন্তাচ্চাবে যুচ্। সমাবেশেন স্থিতিঃ কৈব কথং বা। ন কাপি ন কথঞ্চিদপি যুক্তেতি দিষ্ট্যৈবেত্যর্থঃ॥৩২॥

যথা জলান্তঃ ঊর্ম্ম্যাদ্যা গুপ্তাগুপ্তাশ্চ শক্তয়ঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাদ্যাস্তথা জীবেন্তরা স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
জাতা চেদরতির্জ্জন্তোর্ভোগান্ প্রতিমনাগপি।
তদসৌ তাবতৈবোচ্চৈঃ পদং প্রাপ্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥৩৪॥
যতোযতোবিরজ্যতে ততস্ততোবিমুচ্যতে।
অতোহমিত্যসম্বিদন্ ক এতি জন্মসম্বিদম্ ॥ ৩৫ ॥
চিতিং পরাপরামজামরূপিকামনামিকাম্।
চরাচরাধরাময়ীং বিদন্তি যে জয়ন্তি তে ॥ ৩৬ ॥

পরে চিতিঃ স্বপ্রকটাদ্বিতীয়া
স্বাবর্ত্তলেখেব জলে দ্রবান্তঃ।

অনির্ব্বচনীয়মায়াশক্তিরূপেণাবস্থানন্তু ঊর্ম্ম্যাদিদৃষ্টান্তেপি সমমিত্যাহ যথেতি ॥ ৩৩ ॥

তাদৃশপুরুষযত্নে চ বৈরাগ্যং হেতুরিত্যাশয়েন শ্রুতিমুদাহরতি জাতা চেদিতি। তথা অন্যাপি। "কামান্যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনশ্চ ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" ইতি ॥ ৩৪ ॥

স্মৃতিমপ্যুদাহরতি যত ইতি। নিবর্ত্তনাদ্ধি সর্ব্বতো ন বেত্তি দুঃখমণ্বপীতি স্মৃতিশেষোবোধ্যঃ। অতোজ্ঞানবৈরাগ্যদার্ঢ্যাদহমিতি দেহাদিকমসম্বিদন্ ন পশ্যন্ কোজন্মসম্বিদং জননমরণভ্রান্তিমেতি প্রাপ্নোতি ন কশ্চিদিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

তদেব জ্ঞানং তত্ত্বংপদার্থাখণ্ডৈক্যগোচরং দর্শয়তি চিতিমিতি। পরামীশ্বরচৈতন্যাত্মিকামপরাং জীবচৈতন্যাত্মিকাঞ্চ চিতিং ক্রমাৎ পরামনামিকামরূপিকাং নামরূপাত্মকজগৎকল্পনোপাধিশূন্যামপরান্তু চরাচরদেহাদিলক্ষণা যে অধরা নিকৃষ্টোপাধয়স্তন্ময়তাশূন্যাম্। ময়ডন্তেন নঞ্‌সমাসে অচরাচরাধরময়ীমিতি বক্তব্যে নঞ্‌ময়টঃ প্রাড়্‌নিবেশশ্ছান্দসঃ। তথাচ শোধিতত্ত্বম্পদলক্ষ্যার্থভূতামজাং জন্মাদিবিকারশূন্যাং চিতিমখণ্ডাং যে গুরুশাস্ত্রস্বানুভবৈর্ব্বিদন্তি তে জয়ন্তি সংসারমিত্যর্থঃ। চরাচরাত্মিকা অধরা যাস্তনবস্তন্ময়ীং

সাহং তয়েমানি জগন্তি ধত্তে
ন সন্তি নাসন্তি পরাত্মকানি ॥ ৩৭ ॥
অহংময়ী পদ্মজভাবনা চিৎ
সঙ্কল্পভেদাদ্বিতনোতি বিশ্বম্ ।
অন্তর্ম্মুখৈবানুভবত্যনন্ত
নিমেষকোট্যংশবিধৌ যুগান্তম্ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জগৎস্বরূপবর্ণনং নাম একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

তৎপ্রায়াং জীবভূতামনামিকামরূপিকাঞ্চ যে বিহ্বরিতি বা ॥ ৩৬-৩৭ ॥

ব্যষ্টাবিব সমষ্টাবপ্যহঙ্কারসঙ্কল্পোভয়বশাদেব স্বান্তঃ সংসারকল্পনেতি দর্শয়-ন্নুপসংহরতি অহংময়ীতি। সমষ্টৌ ব্যষ্ট্যপেক্ষয়া যোবিশেষস্তমাহ অন্ত-র্ম্মুখৈবেতি। নাস্মদাদিবদ্বহির্ম্মুখেত্যর্থঃ। অনন্তস্ত বিষ্ণোর্ন্নিমেষস্ত যঃ কোট্যংশভূতো বিদধাতীতি বিধিঃ কালস্তস্মিন্ যুগান্তং দ্বিসপ্ততিসহস্রসহস্র-সংখ্যাকদিব্যযুগান্তং স্বায়ুরনুভবতি। অহো মায়েতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

পরমাণুনিমেষাণাং লক্ষাংশকলনাস্বপি ।
জগৎকল্পসহস্রাণি সত্যানীব বিভান্ত্যলম্ ॥ ১
তেষ্বপ্যন্তস্তথৈবান্তঃ পরমাণুকণং প্রতি ।
ভ্রান্তিরেবমনন্তাহো ইয়মিত্যবভাসতে ॥ ২ ॥
বহন্তীমাঃ পরাঃ সত্তাঃ শান্তাঃ সর্গপরম্পরাঃ ।
সলিলদ্রবতেবান্তঃ স্ফুটাবর্ত্তবিবর্ত্তিকা ॥ ৩ ॥
মিথ্যাত্মিকৈব সর্গশ্রীর্ভবতীহ মহামরৌ ।
তীরদ্রুমলতোম্মুক্তপুষ্পালীব তরঙ্গিণী ॥ ৪ ॥
স্বপ্নেন্দ্রজালপুরবৎ সঙ্কথেহাপুরাদ্রিবৎ ।
সঙ্কল্পবদসত্যৈব ভাতি সর্গানুভূতিভূঃ ॥ ৫ ॥

ভ্রান্তিমাত্রত্বমুদিতং বিশ্বস্যাদৌ প্রপঞ্চ্যতে ।
মহানিয়তিশক্তিশ্চ জীবন্মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

পরমাণোর্লক্ষতমাংশস্য কল্পনায়াং তত্র জগচ্চক্রিতব্রহ্মাণ্ডসহস্রাণি নিমেষস্য লক্ষাংশকল্পনায়াং তত্র কল্পসহস্রাণি চ অলমত্যন্তং দৃশ্যমানব্রহ্মাণ্ডবদেব সত্যানীব ভান্তীতি ক্রমেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

তেষপি প্রত্যেকমেবম্বিধা কল্পনা সম্ভবতীত্যনবস্থিতস্বভাবত্বাৎ ভ্রান্তিরেবেয়মিত্যাহ তেষপীতি ॥ ২ ॥

ইমা বর্ত্তমানাঃ পরা আগামিন্যঃ শান্তা অতীতাশ্চ সর্গপরম্পরা অন্তঃস্ফুটা আবর্ত্তানাং বিবর্ত্তিকাঃ পরিবৃত্তয়োযস্যাং তথাবিধা সলিলদ্রবতেব প্রাতীতিকীঃ সত্তা বহন্তি ধারয়ন্তি প্রবহন্তি চ ॥ ৩ ॥

তীরদ্রুমৈর্লতাভিশ্চোম্মুক্তা অভিবৃষ্টা পুষ্পালির্যস্যাং তথা কল্পিতা তরঙ্গিণী মৃগতৃষ্ণিকানদীব ॥ ৪-৫ ॥

রাম উবাচ।

একাত্মৈকতয়ৈবং হি জাতে সম্যগ্‌বিচারণাৎ।
নির্ব্বিকল্পাত্মবিজ্ঞানে পরে জ্ঞানবতাম্বর ॥ ৬ ॥
কিমর্থমিহ তিষ্ঠন্তি দেহাস্তত্ত্ববিদামপি।
দৈবেনৈব সমাক্রান্তা দৈবমত্র চ কিং ভবেৎ ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্তীহ নিয়তির্ব্রাহ্মী চিচ্ছক্তিঃ স্পন্দরূপিণী।
অবশ্যভবিতব্যৈকসত্তা সকলকল্পগা ॥ ৮ ॥
আদিসর্গেহি নিয়তির্ভাববৈচিত্র্যমক্ষয়ম্।
অনেনেত্থং সদা ভাব্যমিতি সম্পদ্যতে পরম্ ॥ ৯ ॥
মহাসত্তেতি কথিতা মহাচিতিরিতি স্মৃতা।
মহাশক্তিরিতি খ্যাতা মহাদৃষ্টিরিতি স্থিতা ॥ ১০ ॥

তত্ত্বজ্ঞানোদয়েন সর্ব্বভ্রান্তিনাশে বিদুষাং দেহস্থিত্যসম্ভবং রামঃ শঙ্কতে একাত্মেতি। এবমুক্তপ্রকারাৎ সম্যক্ বিচারণাৎ একোঽদ্বিতীয় আত্মা ব্রহ্ম তদেকতয়া তদভেদেন. পরে উৎকৃষ্টে নির্ব্বিকল্পাত্মবিজ্ঞানে জাতে সতি ॥ ৬ ॥

দৈবেন সম্যগাক্রান্তা বলিপ্রভৃতয় ইব। অত্র তত্ত্বজ্ঞবিষয়ে দৈবং কিং ভবেৎ। "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি শ্রুত্যা তত্ত্ববিদি দৈবস্যাসামর্থ্যোক্তেঃ কিং তৎ প্রবলতরং সম্ভাবিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রাণ্যদৃষ্টবস্তুশক্তিসহকৃতেশ্বরসঙ্কল্পলক্ষণমহানিয়তিবশাদেব সর্ব্বব্যবহার-ব্যবস্থাবৎ বিদুষাং দেহধারণমপীত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উত্তরমাহ অস্তীত্যাদিনা। স্পন্দঃ সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থিতব্যবহারস্তেন রূপিণীব স্ফুটা ॥ ৮ ॥

কদা প্রভৃতি সা কিং রূপা বা তদাহ আদিসর্গে ইতি। অনেন বহ্ন্যাদিনা ইত্থমৌষ্ণ্যোর্দ্ধজ্বলনাদিস্বভাবেন সদা ভাব্যমিতি পরং ব্রহ্ম স্বয়ং সঙ্কল্পাত্মকবৃত্তিরূপমক্ষয়মপ্রতিহতং সম্পদ্যতে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বজগতাং স্থিতিপ্রথাসামর্থ্যবিবেকনিষ্মাণজন্মার্থক্রিয়াদিহেতুত্বাৎ ক্রমেণ

মহাক্রিয়েতি গদিতা মহোদ্ভব ইতি স্মৃতা।
মহাস্পন্দ ইতি প্রোঢ়া মহাত্মৈকতয়োদিতা ॥ ১১ ॥
তৃণানীব জগন্ত্যেবমিতি দৈত্যাঃ সুরা ইতি।
ইতি নাগা ইতি নগা ইত্যাকল্পং কৃতাস্থিতিঃ ॥ ১২ ॥
কদাচিৎ ব্রহ্মসত্তায়া ব্যভিচারোনুমীয়তে।
চিত্রমাকাশকোশে চ নান্যথা নিয়তেঃ স্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥
বিরিঞ্চ্যাদ্যাত্মভির্ব্বুদ্ধৈর্ব্বোধায়াবিদিতাত্মনাম্।
ব্রহ্মাত্মৈব সা নিয়তিঃ সর্গোয়মিতি কথ্যতে ॥ ১৪ ॥
অচলং চলবদ্দৃষ্টং ব্রহ্মাপূর্য্য ব্যবস্থিতঃ।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং সর্গোবৃক্ষ ইবাম্বরে ॥ ১৫ ॥
পাষাণোদরলেখৌঘন্যায়েনাত্মনি তিষ্ঠতা।

মহাসত্ত্বেত্যাদিনামভিঃ খ্যাতা ॥ ১০-১১ ॥

জগন্তি এবং দৃশ্যমানবিধয়া তৃণানীব পরিবর্ত্তয়ন্তীতি শেষঃ। দৈত্যা ইতি এবং ক্রূরাদিপ্রকারাঃ সুরা দেবা ইতি সৌম্যাদিপ্রকারা ইত্যাদিরূপা আকল্পং কৃতা আস্থিতির্ব্ব্যবস্থা যয়া ॥ ১২ ॥

পরমার্থদৃষ্টৌ ব্রহ্মসত্ত্বেব ব্যবহারে সাপ্যব্যভিচরিতেত্যাহ কদাচিদিতি। ব্রহ্মসত্তায়া ব্যভিচার আকাশকোশে চিত্রলেখনং চাত্যন্তাসম্ভাবিতমপ্যনুমীয়তে ন তু নিয়তেঃ স্থিতিরন্যথা জাতেত্যনুমাতুং শক্যমিত্যতিশয়োক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

ইদঞ্চ ব্যবহারিকদৃশোক্তং তত্ত্বজ্ঞদৃশা তু ন ব্রহ্মনিয়তিসর্গশব্দার্থা ভিদ্যন্ত ইত্যাশয়েনাহ বিরিঞ্চ্যাদীতি। বুদ্ধৈস্তত্ত্বজ্ঞৈঃ ॥ ১৪ ॥

নম্বচলং ব্রহ্ম চলঃ সর্গঃ কথমনয়োরৈক্যং তত্রাহ অচলমিতি। অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং ব্রহ্ম আপূর্য্য অজ্ঞদৃশা আপূর্য্যেব সর্গোব্যবস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

নম্বিয়ং নিয়তির্হিরণ্যগর্ভেণ কথং বুদ্ধা যেন তদনুরূপমেব সসর্জ্জ তত্রাহ পাষাণেতি। স্ফটিকপাষাণোদরপ্রতিবিম্বিতবনলেখৌঘন্যায়েনাত্মনি মায়াশবলে ব্রহ্মণি তিষ্ঠতা ব্রহ্মণা হিরণ্যগর্ভেণ অবোধবতা প্রসুপ্তপুরুষেণ আত্মনি

ব্রহ্মণা নিয়তিঃ সর্গো বুদ্ধোঽবোধবতেব খম্ ॥ ১৬ ॥
দেহে যথাঙ্গিনোঙ্গাদি দৃশ্যতে চিৎ স্বভাবতঃ ।
ব্রহ্মণা পদ্মজত্বেন নিয়ত্যাদ্যঙ্গকং তথা ॥ ১৭ ॥
এষা দৈবমিতি প্রোক্তা সর্ব্বং সকলকালগম্ ।
পদার্থমলমাক্রম্য শুদ্ধা চিদিতি সংস্থিতা ॥ ১৮ ॥
স্পন্দিতব্যং পদার্থেন ভাব্যং বা ভোক্তৃতাপদম্ ।
অনেনেত্থমনেনেত্থমবশ্যমিতি দৈবধীঃ ॥ ১৯ ॥
এষৈব পুরুষস্পন্দস্তৃণগুল্মাদি চাখিলম্ ।
এষৈব সর্ব্বভূতাদি জগৎ কালক্রিয়া দিবা ॥ ২০ ॥
অনয়া পৌরুষী সত্তা সত্তাস্যাঃ পৌরুষেণ চ ।
লক্ষ্যতে ভুবনং যাবদ্দ্বে একাত্মতয়ৈব হি ॥ ২১ ॥
নরেণ পৌরুষেণৈব কার্য্যে সত্তাত্মকে উভে ।
ঈদৃশ্যেতেন নিয়তিরেবং নিয়তিপৌরুষে ॥ ২২ ॥
প্রষ্টব্যোঽহং ত্বয়া রাম দৈবপৌরুষনির্ণয়ঃ ।

স্বাপ্নকল্পনাশ্রয়ং খমিব নিয়তিরেব ভাবিসর্গো বুদ্ধঃ ॥ ১৬ ॥

তথা নিয়ত্যাদিসংজ্ঞাতমঙ্গকং স্বাবয়বভূতং দৃষ্টমিতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

শুদ্ধা মোহানাকলিতা। চিৎ ঈশ্বরসঙ্কল্পচৈতন্যম্। ইতি জগদবস্থা-রূপেণ ॥ ১৮-২০ ॥

প্রাণাদৃষ্টনিয়ত্যোঃ পরস্পরসম্বন্ধমাহ অনয়েতি। পৌরুষী পুরুষদৃষ্টসম্বন্ধিনী সত্তা জগদবস্থানলক্ষণা স্থিতির্লক্ষ্যতে। সত্তা নিয়তিসত্তা। কিয়ৎকালমেবং ব্যবস্থা তত্রাহ ভুবনমিতি। ভুবনং ত্রিভুবনং যাবৎ কাল-মস্তি তাবদিত্যর্থঃ। প্রলয়ে তর্হি কথং তত্রাহ দ্বে ইতি। দ্বে এতে সত্তে একাত্মতয়ৈব তদা আসাতে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দ্বয়োরপি পুরুষপ্রাধান্যমাযিত্বা তয়োর্ব নিয়তিস্থিতেরিত্যাহ নরেণেতি। কার্য্যে নির্ব্বাহ্যে নিয়তিপৌরুষে অপি এবং প্রাণাদৃষ্টনির্ব্বাহ্যে। এতেন ক্রমেণ ঈদৃশী নিয়তিঃ স্থিতেতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

মদুক্তং পৌরুষং পাল্যং ত্বয়েতি নিয়তিঃ স্থিতা ॥ ২৩ ॥
ভোজয়িষ্যতি মাং দৈবমিতি দৈবপরায়ণঃ।
যস্তিষ্ঠত্যক্রিয়োমৌনং নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥
ন স্যাদ্বুদ্ধির্ন্ন কর্ম্মাণি ন বিকারাদি নাকৃতিঃ।
কেবলং ত্বিত্থমাকল্পং স্থিত্যা ভাব্যমিতি স্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥
অবশ্যং ভবিতব্যৈষা ত্বিদমিত্থমিতি স্থিতিঃ।
ন শক্যতে লঙ্ঘয়িতুমপি রুদ্রাদিবুদ্ধিভিঃ ॥ ২৬ ॥
পৌরুষং ন পরিত্যাজ্য-মেতামাশ্রিত্য ধীমতা।
পৌরুষেণৈব রূপেণ নিয়তির্হি নিয়ামিকা ॥ ২৭ ॥
অপৌরুষং হি নিয়তিঃ পৌরুষং সৈব সর্গগা।

কিং বহুনা তব শিষ্যভাবেন প্রষ্টৃত্বং মদুপদিষ্টার্থানুষ্ঠাতৃত্বঞ্চ নিয়তিকৃত-মেবেত্যাহ প্রষ্টব্য ইতি। নমু গৌণে কর্ম্মণি দুহ্যাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষ্বহা-মিতি কাত্যায়নবচনাৎ প্রচ্ছেরকথিতে গৌণে কর্ম্মণি তব্যপ্রত্যয়েন মুখ্যস্য কর্ম্মণোঽনভিহিতত্বাৎ দৈবপৌরুষনির্ণয়মিতি দ্বিতীয়য়া ভাব্যং তৎ কথং প্রথমাপ্রয়োগ ইতি চেৎ? সত্যম্। তত্রেদং বোধ্যং ত্বয়া অহং প্রষ্টব্যস্তত্রাপি দৈবপৌরুষনির্ণয় এব প্রষ্টব্য ইত্যাবৃত্ত্যা নিয়তিদ্বয়বোধনায় তন্ত্রেণ কর্ম্মদ্বয়-স্যাপি তব্যপ্রত্যয়েনাভিধানবিবক্ষোপপত্তেরিতি ॥ ২৩ ॥

যদপি কশ্চিদ্দৈবমেবাবলম্ব্য পৌরুষপ্রযত্নমকুর্ব্বন্নাজগরং ব্রতমাস্থায় তিষ্ঠতি তদপি তদনুগুণপ্রাক্তনকর্ম্মোদ্বোধিতনিয়তিনিশ্চয়াদেবেত্যাহ ভোজয়িষ্য-তীতি ॥ ২৪ ॥

প্রাগপি পুরুষোযদি কেবলমক্রিয় এব স্যাৎ তর্হি বুদ্ধিস্তৎপ্রযুক্তকর্ম্মতৎ-প্রযুক্তা ভূতভৌতিকবিকারা বিকৃতীনাঞ্চ গবাদিসংস্থানাকৃতিশ্চেত্যেতে ন স্যুঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "যদ্ধে্তন্ন কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হি"ইতি। ইত্থং পুরুষক্রিয়া-মূলতয়ৈব তু আকল্পব্যবহারস্থিত্যা ভাব্যমিতি নিয়তিবশাদেব সর্ব্বে ভাবাস্তথা স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইয়ঞ্চ নিয়তিরীশ্বরৈরপি দুরতিক্রমেত্যাহ অবশ্যমিতি ॥ ২৬ ॥

এতাং নিশ্চিতিমিতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥

নিষ্ফলাঽপৌরুষাকারা সফলা পৌরুষাত্মিকা ॥ ২৮ ॥
নিয়ত্যা মূকতামেত্য নিষ্পৌরুষতয়াক্রিয়ম্ ।
যস্তিষ্ঠতি প্রাণমরুৎ-স্পন্দস্তস্য ক গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
অথ প্রাণক্রিয়ারোধমপি কৃত্বা বিরামদম্ ।
যদি তিষ্ঠতি তৎ সাধুর্ম্মুক্ত এব কিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
পৌরুষৈকাত্মতা শ্রেয়ো মোক্ষোত্যন্তমকর্তৃতা ।
আভ্যাস্তু সবলঃ পক্ষো নির্দ্দুঃখৈব মহাত্মনাম্ ॥ ৩১ ॥
নিয়তির্ব্রহ্মসত্তাভা তস্যাং চেৎ পরিণম্যতে ।

ইদানীং নিয়তিপৌরুষশব্দার্থৈক্যমেব উপাধিভেদাদেব ব্যবহারভেদ ইত্যাহ অপৌরুষমিতি। অপৌরুষং পুরুষপ্রযত্নাত্মনা অবিবক্ষিতা ঈশ্বর-সঙ্কল্পনামাত্রেণ নিয়তিরিত্যুচ্যতে। সৈব তদাত্মনা সর্গগা সৃষ্টিফলোপহিতা পৌরুষমিত্যুচ্যতে। যতঃ অপৌরুষা পুরুষযত্নাকারেণাপরিণতা নিয়তি-র্নিষ্ফলা। পৌরুষাত্মিকা সফলেতি পৌরুষাদেব পুরুষার্থলাভ ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

ননু তর্হি নিষ্পৌরুষস্যাপ্যাজগরবৃত্তেস্তৃপ্ত্যাদিফললাভো দৃষ্টস্তত্রাহ নিয়-ত্যেতি। সত্যং দৃষ্টস্তথাপি স গ্রসনাদিপুরুষযত্নাদেব। যস্তু পুরুষো নিয়ত্যা তৃপ্তিঃ সেৎস্যতীতি মূকতাং বাগাদিক্রিয়াপ্রযত্নশূন্যতামেত্য নিষ্পৌরুষতয়া অক্রিয়ং গ্রসনাদিক্রিয়ারহিতং যথা স্যাৎ তথা তিষ্ঠতি ন স তৃপ্যতি। যদপি স ক্ষুধিতোপি কিঞ্চিৎ কালং জীবতি তদপি প্রাণচলনানুকূলপুরুষযত্নাদে-বেত্যাহ প্রাণেতি ॥ ২৯ ॥

যদি বিরামদং নির্ব্বিকল্পসমাধৌ চিত্তবিশ্রান্তিদং প্রাণনিরোধমধিকৃত্য স তিষ্ঠতি তৎ তস্মাৎ যত্নাৎ সাধুঃ তত্ত্ববিচ্চেৎ মুক্তঃ সর্ব্বপৌরুষফলাবস্থালক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্তো ভবতি তদপি প্রাণনিরোধাদিপৌরুষস্যৈব ফলমিত্যপৌরুষং ফলং কিমুচ্যতে ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তস্মাৎ পৌরুষৈকাত্মতা শাস্ত্রীয়পৌরুষৈকপরতা শ্রেয়োহেতুত্বাৎ সাধনতঃ শ্রেয়ঃ। অত্যন্তমকর্ত্তৃতালক্ষণো মোক্ষস্তু ফলতঃ শ্রেয়ঃ। আভ্যাং সাধ্য-সাধনশ্রেয়োভ্যাস্তু মহাত্মনাং জ্ঞানিনাং পক্ষঃ সবলঃ সকার্য্যাবিদ্যোপঘাত-সমর্থ ইতি নির্দ্দুঃখৈব তেষাং নিয়তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

নূনং পরমশুদ্ধাখ্যং তৎপ্রাপ্তৈব পরা গতিঃ ॥ ৩২ ॥

এতৈর্ম্মিয়ত্যাদিমহাবিলাসৈ-
র্ব্রহ্মৈব বিস্ফূর্জ্জতি সর্ব্বগাত্র।
তৃণাদিবল্লীতরুগুল্মজালৈঃ
সত্তেব তোয়স্য ধরান্তরস্থা ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে দৈবশব্দার্থনিরূপণং নাম দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

যা চেয়ং নির্দ্দুঃখা নিয়তিঃ সৈব ব্রহ্মসত্তায়া আভা স্ফূর্ত্তিস্তস্যাং চেৎ যত্নেন পরিণম্যতে স্থিরীভূয়তে তদেব পরমশুদ্ধাখ্যং পদং সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা পরমাগতিরপি তৎ তস্মাৎ প্রাপ্তৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এতৈরুক্তপ্রকারৈর্ম্মহদ্ভিরপ্রতিহতৈর্ব্বিলাসৈর্ব্রহ্মৈব ধরান্তরস্থা তোয়স্য সত্তা দ্রবতা তৃণকুশকাশাদিভেদৈর্ব্বল্লীতরুগুল্মজালাদিভাবৈশ্চ যথা বিস্ফূর্জ্জতি স্ফুরতি তথা বিস্ফূর্জ্জতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদেতদ্ব্রহ্মতত্ত্বং সর্ব্বথা সর্ব্বদৈব সর্ব্বত এব সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বাকারং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বগং সর্ব্বমেবেতি ॥ ১ ॥

এষ হ্যাত্মা সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ কচিচ্চিচ্ছক্তিং প্রকটয়তি কচিচ্ছান্তিং কচিজ্জড়শক্তিং কচিদুল্লাসং কচিৎ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিৎ প্রকটয়তি ॥ ২ ॥

যত্র যদা যদেবাসৌ যথা ভাবয়তি তত্র তদা তদেবাসৌ প্রপশ্যতি ॥ ৩ ॥

সর্ব্বশক্তেৰ্হি যা যৈব যথোদেতি তথৈব সা ॥ ৪ ॥

বিস্ফূর্জ্জতি যথা ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ সর্ব্বরূপতঃ।
মায়াশক্তিবিলাসেন তথাত্র প্রতিপাদ্যতে ॥ ১ ॥

নিয়ত্যাদিবিলাসৈর্ব্রহ্মৈব বিস্ফূর্জ্জতীত্যুক্তং তৎ কস্য হেতোস্তত্রাহ যদেতদিতি। যৎ যত এতৎমায়াশবলং ব্রহ্মতত্ত্বং সর্ব্বথা সর্ব্ববস্তুতঃ সর্ব্বদৈব কালতঃ সর্ব্বত এব দেশতশ্চ সর্ব্বশক্তিসর্ব্বভাবসমর্থমত এব সর্ব্বাকারম্ সর্ব্বজ্ঞতয়া সর্ব্বং নিয়ন্তুমীষ্ট ইতি সর্ব্বেশ্বরম্। বিপ্রকর্ষতাটস্থ্যয়োঃকারণায় সর্ব্বগং সর্ব্বমেবেতি বিশেষণে। ইতি অতোহেতোরিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কুতোন বিপ্রকর্ষতাটস্থ্যে তত্রাহ এষ হ্যাত্মেতি। স তর্হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র প্রকটয়েৎ নেত্যাহ কচিদিতি। কচিদন্তঃকরণোপাধৌ জীবভাবেন প্রবেশাৎ চিচ্ছক্তিং প্রকটয়তি সাত্ত্বিকোপাধৌ শান্তিং তামসোপাধৌ জড়শক্তিং রাজসোপাধৌ রাগলোভপ্রবৃত্ত্যাদ্যুল্লাসং কিঞ্চিন্মিশ্রিতং গুণকার্য্যত্বাৎ বিশেষতোদুর্ব্বচং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োস্তু ন কিঞ্চিৎ প্রকটয়তি ॥ ২ ॥

তত্র চাস্য সত্যসঙ্কল্পত্বৈব হেতুরিত্যাহ যত্রেতি ॥ ৩ ॥

শক্তীনামাবির্ভাবায়ুগুণৈব স্থিতির্বৈচিত্র্যং চেত্যাহ সর্ব্বশক্তেরিতি। যা যেতি বীপ্সা ॥ ৪ ॥

তদাস্তি শক্তির্ম্মানারূপিণী সা স্বভাবত ইমাঃ শক্তয়োয়্মাত্মেতি ॥ ৫ ॥

এবং বিকল্পজালং ব্যবহারার্থং ধীমদ্ভিঃ পরিকল্পিতং লোকে ন ত্বাত্মনি বিদ্যতে ভেদঃ ॥ ৬ ॥

যথোর্ম্মিতরঙ্গপয়সাং সাগরে কটকাঙ্গদকেনূরৈর্ব্বা হেম্নঃ অবয়বাবয়বিনোঃ সম্বিৎ কাল্পনিকী দ্বিতা ন বাস্তবী ॥ ৭ ॥

যথা যচ্চেত্যতে হি তথৈব তন্ন বাহ্যতোনান্তরতশ্চৈতৎ সমুদেতি হি ॥ ৮ ॥

সর্ব্বাত্মত্বাৎ সমাভাসং ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ প্রপশ্যতি ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাকারময়ং ব্রহ্মৈবেদং ততং মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিঃ শক্তিশক্তিমত্ত্বে অবয়বাবয়বিরূপে কল্পিতে ন পারমার্থিকে ॥১০॥

সদ্বা ভবত্বসদ্বা চিৎ যৎ সঙ্কল্পয়ত্যভিনিবিশতি তৎ তৎ

শক্তিশক্তিমদ্ভেদকল্পনেয়ং ব্যবহারদৃশৈব ন পরমার্থত ইত্যাহ ইমা ইতি ॥ ৫-৬ ॥

ন ত্বাত্মনি বিদ্যতে ভেদ ইত্যত্রার্থে দৃষ্টান্তত্রয়প্রদর্শনপরোযথেত্যাদির্ন্ন বাস্তবীত্যন্তোগ্রন্থঃ। সম্বিৎ কাল্পনিকী ব্যুৎপাদকবুদ্ধিপরিকল্পিতা দ্বিতা ভিদা ॥ ৭ ॥

হি যস্মাৎ যৎ রজ্জ্বাদি যথা সর্পাদিপ্রকারেণ চেত্যতে বুধ্যতে তৎ তথৈব বিবর্ত্ততোভবতি ন পরমার্থতঃ। কুতঃ? যত এতৎ সর্পাদি রজ্জ্বাদের্ন্ন বাহ্যং সমুদেতি নাপ্যন্তরতঃ ॥ ৮ ॥

সমাভাসং সর্ব্বসাধারণপ্রথারূপং সাক্ষিচৈতন্যং ভোজকাদৃষ্টোদ্বুদ্ধং ক্বচিৎ কিঞ্চিদেব ভ্রান্ত্যা প্রপশ্যতি ন সর্ব্বত্র নাপি স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পরমার্থতস্তু ততং বিস্তৃতমিদং সর্ব্বাকারময়ং ব্রহ্মৈব। তৎ কিং শক্তিবিশিষ্টং জগদবয়বকং পরমার্থতো ব্রহ্ম নেত্যাহ মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরিতি ॥ ১০ ॥

এবঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানোপহিতা চিৎ সৎশাস্ত্রানুগুণমসৎশাস্ত্রপ্রতিকূলং বা যদেব কর্ত্তব্যতয়া সঙ্কল্পয়তি তদভিনিবিশতি তদ্বিষয়ে উদ্যুক্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। অভিনিবেশেন চ তৎ তদনুরূপং বিহিতং নিষিদ্ধং বা কৃত্বা ফলভোগকালেপি তৎ

পশ্যতি সকলা তৎ সদ্ব্রহ্মৈব চিৎ ভাতি ॥ ১১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে চিন্ত্যাবিকারো নাম
ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

তৎ পশ্যতীতি আদ্যসর্গসঙ্কল্পমারভ্য ভূতভৌতিকদেহভোগ্যাদিসর্গেণ পুরুষ-ভোগান্তসকলপ্রপঞ্চরূপা ব্রহ্মচিদেব ভাতি বিস্ফূর্জ্জতি নান্যদিতি ॥ ১১ ॥

চিন্ত্যাবশিষ্টত্বা তস্যা অবিকারঃ সর্গার্থঃ।

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যোঽয়ং সর্ব্বগতোদেবঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ।
স্বচ্ছঃ স্বানুভবানন্দস্বরূপোঽন্তাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১ ॥
এতস্মাৎ পরমানন্দাচ্ছুদ্ধচিন্মাত্ররূপিণঃ ।
জীবঃ সঞ্জায়তে পূর্ব্বং সচিত্তং চিত্ততোজগৎ ॥ ২ ॥

রাম উবাচ ।

স্বানুভূতিপ্রমাণেঽস্মিন্ ব্রহ্মণি ব্রহ্মবৃংহিতে ।
কথং সত্তামবাপ্নোতি জীবকোদ্বৈতবর্জ্জিতে ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অসদাভাসমচ্ছাত্মব্রহ্মাস্তীহ প্রবৃংহিতম্ ।

ভোগ্যস্ত শক্তিবৈচিত্র্যাদ্যাবির্ভাবোনিরূপিতঃ ।
ভোক্তৃজীবত্বসম্পত্তিক্রমোঽত্র প্রতিপাদ্যতে ॥ ১ ॥

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুতের্নামরূপ-ব্যাকরণলক্ষণজগৎসর্গাৎ পূর্ব্বং জীবোপাধিলিঙ্গসমষ্ট্যুৎপত্ত্যা জীবঃ সঞ্জায়তে স এবোপাধিপ্রাধান্যেন চিত্তমিত্যুচ্যতে ॥ ২ ॥

অখণ্ডাদ্বিতীয়স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণি সখণ্ডসদ্বিতীয়জীবসত্তানুপপত্তিং রামঃ শঙ্কতে স্বানুভূতীতি। ব্রহ্মণি ব্রহ্মত্বাদেব বৃংহিতে নিরতিশয়াপরিচ্ছেদ-লক্ষণাং বৃদ্ধিং প্রাপ্তে। অন্যোজীবোজীবকঃ সত্তাং পূর্ব্বসিদ্ধব্রহ্মতাবিরোধিনীং পৃথক্‌সত্তাং কথমবাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সত্যং নিরবিদ্যে ব্রহ্মণি পরমার্থদৃশা ন জীবসত্তাসম্ভবঃ সাবিদ্যে তু সম্ভবো ন বিরুধ্যত ইতি বিভজ্য বিবক্ষুঃ প্রথমং সাধারণং তৎস্বরূপমাহ অস-দিতি। অসন্ত আভাসা দ্বৈতপ্রত্যয়া যত্র। প্রবৃংহিতমিত্যস্যৈব বিবরণং বৃহচ্ছিদ্রৈরবপুরিতি। অনাত্মযোগিনাং ভীষণত্বাৎ ভৈরবং বপুঃ স্বরূপং যস্য।

বৃহচ্চিদ্বৈরবপুরানন্দাভিধমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥
তস্য যৎ সমমাপূর্ণং শুদ্ধং সত্ত্বমচিহ্নিতম্ ।
তদ্বিদামপ্যনির্দ্দেশ্যং তচ্ছান্তং পরমং পদম্ ॥ ৫ ॥
তস্যৈবোদ্যদিবাশান্তি যৎ সত্ত্বং সম্বিদাত্মকম্ ।
স্বভাবাৎ স্পন্দনং তত্তু জীবশব্দেন কথ্যতে ॥ ৬ ॥
তত্রেমাঃ পরমাদর্শে চিদ্ব্যোম্ন্যনুভবাত্মিকাঃ ।
অসংখ্যাঃ প্রতিবিম্বন্তি জগজ্জালপরম্পরাঃ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মণঃ স্ফুরণং কিঞ্চিৎ যদবাতাম্বুধেরিব ।
দীপস্যেবাপ্যবাতস্য তং জীবং বিদ্ধি রাঘব ॥ ৮ ॥
শান্তত্বাপগমেঽচ্ছস্য মনাক্ সম্বেদনাত্মকম্ ।
স্বাভাবিকং যৎ স্ফুরণং চিদ্ব্যোম্নঃ সোঽঙ্গ জীবকঃ ॥ ৯ ॥
যথা বা তস্য চলনং কৃশানোরুষ্ণতা যথা ।
শীততা বা তুষারস্য তথা জীবত্বমাত্মনঃ ॥ ১০ ॥
চিদ্রূপস্যাত্মতত্ত্বস্য স্বাভাববশতঃ স্বয়ম্ ।

যথাহুর্বৃদ্ধাঃ । "অস্পর্শযোগোনামৈষ দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিনাং । যোগিনো-বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিন" ইতি ॥ ৪ ॥

আদ্যং দর্শয়তি তস্যেতি ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয়ং দর্শয়তি তস্যৈবেতি । অশান্তি অমোক্ষং উদ্ভববীজসত্ত্বাদুদ্যদিব যদ্রূপং তস্যোপাধিস্বভাবাৎ যৎ স্পন্দনং চলনশক্ত্যাত্মকপ্রাণধারণম্ ॥ ৬ ॥

তত্রৈব সর্ব্বনামরূপব্যাকরণমিত্যাহ তত্রেতি ॥ ৭ ॥

জগদ্বৈচিত্র্যকল্পনানুকূলক্রিয়াশক্তিপ্রধানপ্রাণভাব এব জীবভাবশ্চিত্ত ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ ব্রহ্মণ ইতি ॥ ৮ ॥

অচ্ছস্য ব্রহ্মণঃ প্রাণাদীনচলনাধ্যাসে শান্তত্বস্য নিষ্ক্রিয়ত্বস্যাপগমে তিরোধানে সতি মনাগল্পং যৎ সম্বেদনং তদাত্মকম্ ॥ ৯ ॥

তচ্চ জীবত্বমামোক্ষং জীবস্য স্বাভাবিকমিবেত্যাহ যথেতি ॥ ১০ ॥

স্বস্য অভাবনমভাবোঽজ্ঞানং তদ্বশতো মনাক্ সম্বেদনং জ্ঞানস্বরূপস্য পরি-

মনাক্ সম্বেদনমিব যত্তজ্জীব ইতি স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥
তদেব ঘনসম্বিত্ত্যা যাত্যহন্তামনুক্রমাৎ।
বহ্ন্যণুঃ স্বেন্ধনাধিক্যাৎ স্বাং প্রকাশকতামিব ॥ ১২ ॥
যথা স্বতারকামার্গে ব্যোম্নঃ স্ফুরতি নীলিমা।
শূন্যস্যাপ্যস্য জীবস্য তথাহন্তাবভাবনা ॥ ১৩ ॥
জীবোহংকৃতিমাদত্তে সঙ্কল্পকলয়েদ্ধয়া।
স্বয়ৈতয়া ঘনতয়া নীলিমানমিবাম্বরম্ ॥ ১৪ ॥
অহন্তাবোহি দিক্কালব্যবচ্ছেদীকৃতাকৃতিঃ।
স্বয়ং সঙ্কল্পবশতোবাতস্পন্দ ইব স্ফুরন্ ॥ ১৫ ॥
সঙ্কল্পোন্মুখতাং যাতস্ত্বহঙ্কারাভিধঃ স্থিতঃ।
চিত্তং জীবোমনোমায়াপ্রকৃতিশ্চেতি নামভিঃ ॥ ১৬ ॥

চ্ছেদ ইব যৎ তৎ ॥ ১১ ॥

তস্যাহঙ্কারাত্মকরুদ্রভাবমাহ তদেবেতি। ঘনসম্বিত্ত্যা বাসনাদার্ঢ্যেন। অহন্তাং অহঙ্কারতাম্। বহ্ন্যণুরগ্নিকণঃ স্বস্য ইন্ধনং দীপনং যদ্ঘৃততৈলাদি তদাধিক্যাৎ ॥ ১২ ॥

স্বস্য দ্রষ্টুস্তারকা কনীনিকোপলক্ষিতং চক্ষু স্তস্যাঃমার্গে অবিষয়ে ভাগে ব্যোম্নি প্রসৃতং হি চক্ষুর্যাবৎ দূরং গন্তুং শক্নোতি তাবন্নীলিমানং ন পশ্যতি। যত্র তু গত্বাগ্রে কুণ্ঠীভবতি ততঃ প্রভৃতি তস্যামাগস্তত্র নৈল্যশূন্যেপি নীলিমা স্ফুরতি। তথা অহন্তাশূন্যস্যাপ্যস্য জীবস্য স্বাবিষয়ে স্বাত্মন্যহন্তাবভাবনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সঙ্কল্পকলা পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কারস্তয়া ইদ্ধয়া উদ্বুদ্ধয়া স্বয়া স্বাধ্যস্তয়া এতয়া প্রত্যক্ষয়া ঘনতয়া স্নিগ্ধেন্দ্রনীলশিলাকল্পয়া নিবিড়তয়া ॥ ১৪ ॥

দিক্কালব্যবচ্ছেদী আত্মনোদৈশিককালিকপরিচ্ছেদকারী। স্বয়ং সংকল্পবশতঃ কৃতদেহাদ্যাকৃতিঃ ॥ ১৫ ॥

অহন্তাবাধ্যাসমূলাশ্চিত্তাদিভেদা ইত্যাহ চিত্তমিত্যাদিনা। সোহঙ্কারো রুদ্রশ্চিত্তং বিষ্ণুর্জীবো ব্রহ্মা তেষামেব ক্রমাৎ মনোমায়াপ্রকৃতিরিতি ক্রিয়ানামানি ॥ ১৬ ॥

তৎসঙ্কল্পাত্মকং চেতোভূততন্মাত্রকল্পনম্ ।
কুর্ব্বংস্ততোব্রজত্যেব সঙ্কল্পাদ্যাতি পঞ্চতাম্ ॥ ১৭ ॥
তন্মাত্রপঞ্চকাকারং চিত্তং তেজঃকণোভবেৎ ।
অজাতজগতি ব্যোম্নি তারকা পেলবা যথা ॥ ১৮ ॥
তেজঃকণত্বমাদত্তে চিত্তং তন্মাত্রকল্পনাৎ ।
শনৈঃ স্বস্মাৎ পরিস্পন্দাৎ বীজমঙ্কুরতামিব ॥ ১৯ ॥
অসৌ তেজঃকণোণ্ডাখ্যঃ কল্পনাৎ কশ্চিদণ্ডতাম্ ।
প্রয়াত্যন্তঃস্ফুরদ্ব্রহ্মা জলমাপিণ্ডতামিব ॥ ২০ ॥
কশ্চিদ্দ্রাগিতি দেহাদিকলনাদ্যাতি দেহতাম্ ।
ভ্রান্তিত্বং তদতদ্রূপং গন্ধর্ব্বৈশ্চ বসৎপুরম্ ॥ ২১ ॥
কশ্চিৎ স্থাবরতামেতি কশ্চিজ্জঙ্গমতামপি ।

তৎ তত্র সঙ্কল্পাত্মকং চেতো ব্রহ্মা সঙ্কল্পাৎ ভূততন্মাত্রকল্পনাং কুর্ব্বংস্তত-শ্চেতনাত্মকপূর্ব্বাবস্থাতো ব্রজতি প্রচ্যবত এব জড়াং পঞ্চতাং চ যাতি ॥ ১৭ ॥

তস্য পঞ্চীকরণেন হৈমাণ্ডপ্রকৃতিতেজোভাবমাহ তন্মাত্রেতি। ব্রহ্মভাব-দৃষ্ট্যা অল্পত্বাৎ কণ ইত্যুক্তম্। পেলবা অস্ফুটপ্রকাশা ॥ ১৮ ॥

উক্তমেব স্পষ্টমাহ তেজঃকণত্বমিতি ॥ ১৯ ॥

তত্র পূর্ব্বকল্পে বিরাডাত্মোপাসনসংস্কৃতস্য স্থূলসমষ্টিবিরাড্ভাবঃ তদঙ্গস্য ব্যষ্টিস্থূলদেহাহম্ভাবসংস্কারাৎ তদ্ভাব ইতি বিশেষমাহ অসাবিত্যাদিনা। কল্প-নাৎ প্রাক্তনোপাসনাত্মকাণ্ডাত্মাহম্ভাবকল্পনাৎ। তস্য সহ সিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি স্মৃতিসিদ্ধমাত্মজ্ঞানমিত্যাশয়েন বিশিনষ্টি অন্তঃস্ফুরদিতি। অথবা অন্তর্গ-র্ভভূপদ্মকর্ণিকায়াং স্ফুরন্ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখো যস্মিন্নিত্যর্থঃ। আপিণ্ডতাং করকাদি-ঘনীভাবম্ ॥ ২০ ॥

কশ্চিদন্যুপাসকস্তু পুণ্যকৃৎ ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ দিব্যদেহাদেঃ কলনাৎ দ্রাক্ শীঘ্রমেব দেবাদিদেহতাং তত্র দেহে অতদ্রূপং অনহমি অহম্ভাবলক্ষণ-ভ্রান্তিত্বং যাতি। গন্ধর্ব্বৈঃ চাদৃষ্টৈর্ব্বা দেবৈর্ব্বসৎ পালিতং পুরমমরাবত্যাদি যাতি ॥ ২১ ॥

কশ্চিৎ পাপকৃত্তু স্থাবরতাম্। খচারিণঃ পক্ষিণোরক্ষঃপিশাচাদয়শ্চ।

কশ্চিদ্যাতি খচার্য্যাদিরূপং সঙ্কল্পতঃ স্বতঃ ॥ ২২ ॥
সর্গাদাবাদিজোদেহো জীবঃ সঙ্কল্পসম্ভবঃ।
ক্রমেণ পদমাসাদ্য বৈরিঞ্চং কুরুতে জগৎ ॥ ২৩ ॥
আত্মভূকলনাত্মাসৌ যৎ সঙ্কল্পয়তি ক্ষণাৎ।
তৎ স্বভাববশাদেব জাতমেব প্রপশ্যতি ॥ ২৪ ॥
চিৎস্বভাবাৎ সমায়াতং ব্রহ্মত্বং সর্ব্বকারণম্।
সংসৃতৌ কারণং পশ্চাৎ কর্ম্ম নির্ম্মায় সংস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥
চিত্তং স্বভাবাৎ স্ফুরতি চিতঃ ফেন ইবাম্ভসঃ।
কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে পশ্চাড্ডিণ্ডীরমিব রজ্জুভিঃ ॥ ২৬ ॥
সঙ্কল্পঃ কলনাবীজং তদাত্মৈব হি জীবকঃ।
কর্ম্ম পশ্চাৎ তনোচ্যুচ্চৈরুত্থায়াকর্ম্মতঃ ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥
ক্রোড়ীকৃতাঙ্কুরং পূর্ব্বং জীবোধত্তে স্বজীবিতম্।

আদিপদাজ্জলচরা গৃহ্যন্তে ॥ ২২ ॥

প্রথমজং সূক্ষ্মদেহসমষ্ট্যুপাধিক এবাত্মা বিরিঞ্চিজীবঃ স্বসঙ্কল্পাদণ্ডান্তর্জ্জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তস্য সত্যসঙ্কল্পতায়াং পূর্ব্বতনসত্যসঙ্কল্পাত্মভূতাদাত্ম্যোপাসনাহেতুরিত্যাশয়েন বিশিনষ্টি আত্মভূকলনাত্মেতি ॥ ২৪ ॥

প্রথাচলনোভয়ধর্ম্মকস্য জগতশ্চিদাত্মা প্রথমং প্রথায়াং হেতুশ্চলনবিকারাদৌ তু পশ্চাত্তনং কর্ম্মেত্যাহ চিৎস্বভাবাদিতি। আদ্যঃ কারণশব্দোভাবপ্রধানঃ ॥ ২৫ ॥

উক্তমেব মূলতঃ স্ফুটয়তি চিত্তমিতি। ডিণ্ডীরং ফেনপিণ্ডো নৌকাদিনিবন্ধনরজ্জুভির্ব্বধ্যতে নিরুধ্যতে ন জলং তদ্বচ্চিত্তমেব দেহনিবন্ধনৈঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে ন চিদাত্মেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

লোকেপি সঙ্কল্পপূর্ব্বকং কর্ম্মণা ঘটাদিরচনদর্শনাদুক্তক্রমসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ সঙ্কল্প ইতি। অকর্ম্মতঃ নিষ্ক্রিয়াত্মসন্নিধানাদিতি যাবৎ ॥ ২৭ ॥

পশ্চাত্তনৈরপি কর্ম্মভিঃ প্রাগ্‌জীবে বীজান্তরঙ্কুরবদ্বাসনাত্মনা স্থিতমেবাবিক্রিয়তে নাপূর্ব্বমিত্যাশয়েনাহ ক্রোড়ীকৃতাঙ্কুরমিতি। যথা বীজস্থোজীবঃ

পশ্চান্নানাত্বমায়াতি পত্রাঙ্কুরফলক্রমৈঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যে স্ব এব যে জীবা এবমেবাকৃতিং গতাঃ।
পূর্ব্বোৎপন্নে জগতি তে যান্তি ভূতাশ্রয়াং স্থিতিম্ ॥২৯॥

স্বকর্ম্মভিস্ততোজন্মমৃতিকারণতাং গতৈঃ।
প্রয়ান্ত্যূর্দ্ধমধস্তাদ্বা কর্ম্ম চিৎস্পন্দ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

চিৎস্পন্দনং ভবতি কর্ম্ম তদেব দৈবং
চিত্তং তদেব ভবতীহ শুভাশুভাদি।
তস্মাজ্জগন্তি ভুবনানি ভবন্তি পূর্ব্বং
ভূত্বা নিজাঙ্গকুসুমানি তরোরিবাদ্যাৎ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বীজাঙ্কুরযোগনির্ণয়ো নাম চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বং ক্রোড়ীকৃতঃ সূক্ষ্মতয়াস্তর্হিতঃ অঙ্কুরো যেন তথাবিধং স্বজীবিতং ধত্তে পশ্চাৎ অঙ্কুরপত্রকাণ্ডশাখাপল্লবপুষ্পফলক্রমৈর্নানাত্বমায়াতি তথা হিরণ্যগর্ভজীবোপীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যষ্টিজীবা অপ্যেবমেব স্বে স্বস্মিন্ বাসনাত্মনা স্থিতামেবাকৃতিং দেহাদ্যাকারং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। তে হিরণ্যগর্ভজীবসঙ্কল্পাৎ পূর্ব্বোৎপন্নে জগতি ব্রহ্মাণ্ডে মাতাপিত্রাদিরূপভূতাশ্রয়াং প্রাণিনিমিত্তাং স্থিতিং দেহলাভং যান্তীতি ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মশব্দং ব্যাচষ্টে চিৎস্পন্দ উচ্যত ইতি ॥ ৩০ ॥

কর্ম্মশব্দার্থমেব বিবৃণ্বন্ সর্গদ্বয়বর্ণিতভোক্তৃভোগ্যসর্গমুপসংহরতি চিৎস্পন্দনমিতি। তরোর্নিজাঙ্গানি শাখাদীনি কুসুমানি চ যথা প্রাগ্ ভূত্বা পুনর্ভবন্তি তথা আদ্যাৎ কারণাদ্ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ তস্মাৎ চিৎস্পন্দনলক্ষণাৎ শুভাশুভলক্ষণাৎ কর্ম্মণোনিমিত্তাৎ জগন্তি ভোক্তৃপ্রাণিনিকায়াস্তদাধারস্তদ্ভোগ্যভুবনানি চ পুনঃপুনর্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরস্মাৎ কারণাদেব মনঃ প্রথমমুত্থিতম্।
মননাত্মকমাভোগি তৎস্থমেব স্থিতিং গতম্ ॥ ১ ॥
ভাবাভাবলসদ্দোলং তেনায়মবলোক্যতে।
সর্গঃ সদসদাভাসঃ পূর্ব্বগন্ধ ইবেচ্ছয়া ॥ ২ ॥
ন কশ্চিদ্বিদ্যতে ভেদোদ্বৈতৈক্যকলনাত্মকঃ।
ব্রহ্মজীবমনোমায়াকর্ত্তৃকর্ম্ম জগদ্দৃশাম্ ॥ ৩ ॥
অপারাবারবিস্তারসম্বিৎসলিলবল্গনৈঃ।
চিদেকার্ণব এবায়ং স্বয়মাত্মা বিজৃম্ভতে ॥ ৪ ॥
অসত্যমস্থৈর্য্যবশাৎ সত্যং সম্প্রতি ভাসতঃ।

মনসোভোগ্যবর্গস্য ভোক্তুর্ম্মূলস্য চাধুনা।
বিমৃশ্য তত্ত্বং চিন্মাত্রপরিশেষঃ প্রদর্শ্যতে ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ সর্ব্বকল্পনানাং চিদনতিরেকং বক্তুং মূলভূতস্য মনস উৎপত্তি-স্থিত্যোঃ কারণানন্যসত্তাকত্বাৎ তন্মাত্রত্বমাহ পরস্মাদিতি ॥ ১ ॥

দ্বৈতাভাসস্য মনোধীনত্বমাহ ভাবাভাবেতি। ইদমিত্থং ভবতি ইত্থং নেত্যেবং ভাবাভাবয়োর্ব্বিষয়য়োর্লসন্তী দোলেব পরিবৃত্তির্যস্যেতি পূর্ব্বাম্বয়ি। তেন চিত্তেন পূর্ব্বানুভূতভোগগন্ধঃ স্মর্য্যমাণো যথা ইচ্ছয়া মনোরথেনাসন্নপ্যব-লোক্যতে তদ্বৎ ॥ ২ ॥

তথা চ মনঃকল্পিতোভেদো মনোঽপগমাদপগচ্ছতীত্যাহ ন কশ্চি-দিতি ॥ ৩ ॥

ভেদাপগমে শিষ্টমাত্মস্বরূপং দর্শয়তি অপারেতি। সম্বিল্লক্ষণস্য সলিলস্য বল্গনৈরপরিচ্ছেদেন প্রসারৈঃ ॥ ৪ ॥

নমু চিত্তজগতোর্ব্বাধে কুতঃ সৎপরিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য স্থিরাস্থিরোভয়সত্ব-

যথা স্বপ্নস্তথা চিত্তং জগৎ সদসদাত্মকম্ ॥ ৫ ॥
ন সন্নাসন্নসঞ্জাতশ্চেতসোজগতোভ্রমঃ।
অথ ধীসমবায়ানামিন্দ্রজালমিবোত্থিতঃ ॥ ৬ ॥
দীর্ঘঃ স্বপ্নঃ স্থিতিং যাতঃ সংসারাখ্যোমনোবলাৎ।
অসম্যগ্দর্শনাৎ স্থাণাবিব পুংপ্রত্যয়োমুধা ॥ ৭ ॥
অনাত্মালোকনাচ্চিত্তং চিত্তত্বং নানুশোচতি।
বেতালকল্পনাদ্বাল ইব সঙ্কল্পিতে ভয়ে ॥ ৮ ॥
অনাখ্যস্য স্বরূপস্য সর্ব্বাশাতিগতাত্মনঃ।
চেত্যোন্মুখতয়া চিত্তং চিত্তাজ্জীবত্বকল্পনম্ ॥ ৯ ॥
জীবত্বাদপ্যহন্তাবস্ত্বহন্তাবাচ্চ চিত্ততা।
চিত্তত্বাদিন্দ্রিয়াদিত্বং ততোদেহাদিবিভ্রমাঃ ॥ ১০ ॥

লিতত্বেন জগতঃ সদসদাত্মকত্বাদস্থিরাংশবাধে স্থিরপরিশেষোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ অসত্যমিতি। স্বপ্নে অস্থিরবিষয়াংশবাধেপি স্থিরতদ্দ্রষ্টৃপরিশেষদর্শনাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নন্বত্যন্তাসতোপি ন বাধোদৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্য তয়োর্ব্বাধযোগ্যামনির্ব্বচনীয়তামাহ ন সদিতি। নন্বু মিথ্যাত্বে কথং বহূনামেকাকারতা তত্রাহ অথেতি। অথেতি তথাপীত্যর্থে। তথাপি সাংবাদিকধীসমূহানামিন্দ্রজালমায়াকুব্বানামেকাকারতাভ্রমবদুত্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কুতস্তর্হি চিরকালস্থায়িতা অস্য তত্রাহ দীর্ঘ ইতি। মনোবলাৎ মনঃকৃতাসক্তিবলাৎ ॥ ৭ ॥

নন্বাত্মা স্বপূর্ণানন্দভাবপ্রচ্যুতিহেতুং সর্ব্বদুঃখনিদানং স্বস্য মনোভাবমেব কুতোনানুশোচতি তত্রাহ অনাত্মালোকনাদিতি। ন আত্মালোকনমনাত্মালোকনমাত্মবিষয়কমজ্ঞানং অনাত্মনামালোকনং দর্শনঞ্চ তস্মাৎ নিমিত্তাৎ, চিত্তং চিত্তভাবমাপন্নোপ্যাত্মা চিত্তত্বং চিত্তভাবকৃতানর্থং নানুশোচতি যথা বালোবেতালকল্পনাৎ ভয়ে সম্যক্কল্পিতে সম্যক্নিরূঢ়ে সতি তদভিনিবিষ্টচিত্তত্বাৎ তদ্ধেতুং বেতালকল্পনাং নানুশোচতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তথাচ চিত্তস্চেত্যোন্মুখস্বভাব এবানর্থপরম্পরামূলমিত্যাহ অনাখ্যস্যে-

দেহাদিমোহতঃ স্বর্গনরকৌ মোক্ষবন্ধনে।
বীজাঙ্কুরবদারম্ভসংরূঢ়ে দেহকর্ম্মণোঃ ॥ ১১ ॥
দ্বৈতং যথা নাস্তি চিদাত্মজীবয়োঃ
তথৈব ভেদোস্তি ন জীবচিত্তয়োঃ।
যথৈব ভেদোস্তি ন জীবচিত্তয়োঃ
তথৈব ভেদোস্তি ন দেহকর্ম্মণোঃ ॥ ১২ ॥
কর্ম্মৈব দেহোননু দেহ এব
চিত্তং তদেবাহমিতীহ জীবঃ।
স জীব এবেশ্বরচিৎ স আত্মা
সর্ব্বঃ শিবস্ত্বেকপদোক্তমেতৎ ॥ ১৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জীববিচারো নাম পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

ত্যাদিনা ॥ ৯-১০ ॥

দেহাদৌ মোহতোঽহং মমেত্যভিমানতঃ ॥ ১১ ॥

ইয়ং সর্ব্বাপ্যনর্থপরম্পরা জীবব্রহ্মভেদভ্রমমূলত্বাৎ তদৈক্যবোধেন তদ্ভ্রমবাধে বাধ্যত ইত্যাশয়েন ভেদমপবদতি দ্বৈতমিতি। চিদাত্মা ব্রহ্ম জীবশ্চ্ তয়োর্দ্বৈতং ভেদঃ ॥ ১২ ॥

সকলশাস্ত্রবিচাররহস্যমেকোক্ত্যৈব সংক্ষিপ্য স্ফুটমাহ কর্ম্মৈবেতি ॥ ১৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেকং পরং বস্তু রাম নানাত্বমেত্যলম্।
নানাত্বমিব সঞ্জাতং দীপাদ্দীপশতং যথা ॥ ১ ॥
যথাভূতমসদ্রূপমাত্মানং যদি পশ্যতি।
বিচার্য্যতেস্তস্তদনু-ভাবহীনং ন শোচতি ॥ ২ ॥
চিত্তমাত্রং নরস্তস্মিন্ গতে শান্তমিদং জগৎ।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য নমু চর্ম্মাস্তৃতৈব ভূঃ ॥ ৩ ॥
পত্রমাত্রাদৃতে নান্যৎ কদল্যা বিদ্যতে যথা।

মনোমাত্রবিলাসত্বং দ্বৈতস্যাত্র প্রপঞ্চ্যতে।
ইষ্টত্যাগাৎ প্রবোধাচ্চ সাজ্ঞানমনসঃ ক্ষয়ঃ ॥ ১ ॥

এবং চেত্যোন্মুখতয়া চিত্তমিত্যাদিবর্ণিতক্রমেণ তত্র দৃষ্টান্তমাহ নানাত্বমিতি। নানাত্বং সঞ্জাতং সম্প্রাপ্তং দীপশতম্। অথবা ন কেবলং চেত্যস্যৈব নানাত্বং সঞ্জাতং কিন্তু এবমুক্তদিশা চিতোপি প্রত্যুপাধিভেদং নানাত্বমিব সঞ্জাতম্। তত্র "অগ্নির্যথৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতি শ্রুত্যুক্তং দৃষ্টান্তমাহ দীপাদিতি ॥ ১ ॥

যথাহস্য চিত্তাধীনজীবত্বকল্পনয়া বন্ধ এবং চিত্তাধীনাভ্যামেব বিচারতত্ত্ববোধাভ্যাং মুক্তিরপীতি গূঢ়াশয়েনাহ যথাভূতমিতি। আদৌ যদি বিচার্য্যতে তদনুভাবো দ্বৈতাভিনিবেশস্তদ্ধীনং অতএব যথাভূতং যথাস্থিতং অসদ্রূপম্। রূপগ্রহণং নাম্নোপ্যুপলক্ষণম্। নামরূপশূন্যমিত্যর্থঃ। তথাবিধমাত্মানং পশ্যতি তদা ন শোচতি। "তরতি শোকমাত্মবি" দিতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নমু বিচারেণ চিত্তোপশমেপি কথং সর্ব্বদ্বৈতোপশমস্তত্রাহ চিত্তমাত্রমিতি। নরোজীবঃ। তস্য অচেত্যমানদ্বৈতসত্তাভাবাৎ চিত্তোপরমে দ্বৈতোপরমসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভ্রমমাত্রাদৃতে নান্যজ্জগতো বিদ্যতে তথা ॥ ৪ ॥
জায়তে বালতামেতি যৌবনং বার্দ্ধকং ততঃ।
মৃতিং স্বর্গং চ নরকং ভ্রমাচ্চেতোহি নৃত্যতি ॥ ৫ ॥
বিচিত্রবুদ্বুদোল্লাসে স্বাত্মনোব্যতিরেকিণি।
যথা সুরায়াঃ সামর্থ্যং তথা চিত্তস্য সংস্থতৌ ॥ ৬ ॥
যথা দ্বিত্বং শশাঙ্কাদৌ পশ্যত্যক্ষি মলাবিলম্।
চিচ্চেতনকলাক্রান্তা তথৈব পরমাত্মনি ॥ ৭ ॥
যথা মদবশাদ্ভ্রান্তান্ ক্ষীবঃ পশ্যতি পাদপান্।
তথা চেতনবিক্ষুব্ধান্ সংসারাংশ্চিৎ প্রপশ্যতি ॥ ৮ ॥
যথা লীলাভ্রমাদ্বালাঃ কুম্ভকৃচ্চক্রবজ্জগৎ।
ভ্রান্তং পশ্যন্তি চিত্তাত্তু বিদ্ধি দৃশ্যং তথৈব হি ॥ ৯ ॥
যদা চিচ্চেততি দ্বিত্বং তদা দ্বৈতৈক্যবিভ্রমঃ।
যদা ন চেততি দ্বৈতং তদা দ্বৈতৈক্যয়োঃ ক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥
যচ্চেত্যতে তদিতরদ্ব্যতিরিক্তং চিতোঽস্তি ন।

চিত্তভ্রমোপাদানকস্য জগতস্তদতিরিক্তস্বরূপাভাবাদপ্যপরমসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ পত্রমাত্রাদিতি। পত্রগ্রহণং ত্বকাণ্ডমূলানামপ্যুপলক্ষণম্। অন্তৎ স্বরূপমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি জায়ত ইতি ॥ ৫ ॥

বুদ্বুদোল্লাসে নভসি অনেকসহস্রবুদ্বুদাকারভ্রমজননে। তথা চিত্তস্য ব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদোল্লাসে ॥ ৬ ॥

মলেন তিমিরেণাবিলং কলুষমক্ষি চক্ষুঃ পশ্যতি। চেতনং চিত্তং তস্য কলা ভ্রান্তিজননশক্তিস্তয়া আক্রান্তা পরবশীকৃতা জীবচিৎ ॥ ৭ ॥

ক্ষীবোমদিরামত্তঃ ॥ ৮ ॥

লীলয়া ভ্রমাৎ ভ্রমণাৎ। কুম্ভকৃৎ কুলালস্তদীয়চক্রবৎ ॥ ৯ ॥

চিত্তাধীনপ্রতীতিকালিকৈব দ্বৈতসত্তা চিত্তোপরমে উপরমতীত্যাহ যদেতি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চিন্নাস্তীতি সংশাস্ত্যা চিত্তঃ শাম্যতি চেতনম্ ॥ ১১ ॥
চিদ্ঘনেনৈকতামেত্য যদা তিষ্ঠতি নিশ্চলঃ।
শাম্যন্ ব্যবহরন্ বাপি তদা সংশান্ত উচ্যতে ॥ ১২ ॥
তন্বী চেতয়তে চেত্যং ঘনা চিন্নাঙ্গ চেততি।
অল্পক্ষীবঃ ক্ষোভমেতি ঘনক্ষীবোহি শাম্যতি ॥ ১৩ ॥
চিদ্ঘনৈকপ্রপাতস্থ রূঢ়স্থ পরমে পদে।
নৈরাত্ম্যশূন্যবেদ্যাদ্যৈঃ পর্য্যায়ৈঃ কথনং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
চিচ্চেতনেন চেত্যত্বমেত্যেবং পশ্যতি ভ্রমম্।
জাতোজীবামি পশ্যামি সংসরামীত্যসন্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥
স্বভাবাদ্ব্যতিরিক্তন্তু ন চিত্তস্যাস্তি চেতনম্.।

প্রতীতিকালেপি সা ন পৃথগস্তীত্যাহ যদিতি। তস্তাশ্চিত ইতরজ্জড়-রূপম্। চিত্তস্ত তর্হি কুতঃ শান্তিস্তত্রাহ কিঞ্চিদিতি। বিষয়াপহ্নবে নিরিন্ধ-নাগ্নিরিব চিত্তং স্বয়মেব শাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

জীবন্মুক্তস্তর্হি কদা ভবতি তত্রাহ চিদ্ঘনেনেতি। শাম্যন্ সমাধি-লীনঃ ॥ ১২ ॥

নম্বস্নজ্ঞচিতশ্চিদ্ঘনৈক্যে সর্ব্বজ্ঞতৈব স্যাৎ ন নির্ব্বিষয়তালক্ষণা সংশান্তি-রিতি চেৎ তত্রাহ তন্বীতি। অঙ্গেতি সম্বোধনে। ঘনক্ষীবোহত্যন্তমত্তঃ শাম্যতি নির্ব্ব্যাপারোভবতি। অয়ং ভাবঃ। চিতঃ সবিষয়তা ন কেবলচিত্ত্বপ্রযুক্তা কিন্ত্ববিদ্যাবিক্ষিপ্তচিত্ত্বপ্রযুক্তা। সা চ জ্ঞানসমাধিদার্ঢ্যাভিব্যক্তচিদ্ঘনৈক্যে-হনাবিদ্যাবিক্ষেপাপগমে অপৈত্যেব। যাত্বীশ্বরাদীনাং সর্ব্বজ্ঞতা সাপি মায়ি-ক্যেব ন বাস্তবীতি ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ॥ ১৩ ॥

এতদেবাভিপ্রেত্যাহ চিদ্ঘনৈকেতি। চিদ্ঘনেন একপ্রপাতোঽনন্তবিষ-য়তা নৈরন্তর্য্যঞ্চ যস্ত তথাবিধস্ত অতএব পরমে পদে তস্মিন্ রূঢ়স্তেতি নির্ব্বি-কল্পসমাধিসাক্ষাৎকারাবুক্তৌ। তথাবিধস্ত চিত্তস্ত নৈরাত্ম্যং স্বরূপশূন্যতা শূন্যবেদ্যং নির্ব্বিষয়ত্বেত্যাদিপর্য্যায়ৈঃ ॥ ১৪ ॥

চিতি চেত্যজড়সংসরণক্রমস্বরূপতাকল্পনাপি চিত্তনিমিত্তৈবেতি তদুপশমে তদপগমোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ চিদিতি ॥ ১৫ ॥

স্পন্দাদৃতে যথা বায়োরন্তঃ কিং নাম চেত্যতে ॥ ১৬ ॥
চেত্যত্বং সম্ভবত্যেবং কিঞ্চিৎ যচ্চেত্যতে চিতা।
রজ্জুসর্পভ্রমাভাসং তমবিদ্যাভ্রমং বিদুঃ ॥ ১৭ ॥
সম্বিন্মাত্রচিকিৎস্যেস্মিন্ ব্যাধৌ সংসারনামনি।
চিত্তমাত্রপরিস্পন্দে সংরম্ভো ন চ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥
যদি সর্ব্বং পরিত্যজ্য তিষ্ঠস্যুৎক্রান্তবাসনঃ।
অমুনৈব নিমেষেণ তন্মুক্তোসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
যথা রজ্জ্বাং ভুজঙ্গাভা বিনশ্যত্যেব বীক্ষণাৎ।
সম্বিন্মাত্রবিবর্ত্তেন নশ্যত্যেব হি সংসৃতিঃ ॥ ২০ ॥
যত্রাভিলাষস্তমূনং সন্ত্যজ্য স্থীয়তে যদি।
প্রাপ্ত এবাঙ্গ তন্মোক্ষঃ কিমেতাবতি দুষ্করম্ ॥ ২১ ॥
অপি প্রাণাংস্তৃণমিব ত্যজন্তীহ মহাশয়াঃ।
যত্রাভিলাষস্তন্মাত্রত্যাগে কৃপণতা কথম্ ॥ ২২ ॥

নন্থ চেতনং চিত্তব্যাপারঃ সমাধিজ্ঞানাভ্যাসাদুপরমতু চিত্তং ত্বনুপরত-মেবেত্যাশঙ্কায়ামাহ স্বভাবাদিতি। ঔক্ষ্যোপরমে বহ্নিপরিশেষবদ্ব্যাপারো-পরমেন চিত্তং পরিশিষ্যতে ন হি তদন্তর্গতং স্বরূপান্তরং কেনচিদনুভূয়ত ইত্যাহ অন্তরিতি ॥ ১৬ ॥

এবং চিত্তাপগমে চিতি চেত্যাপ্রথনাদপ্রথমানস্য চ সাধকান্তরাভাবাদ-সিদ্ধেশ্চ তদপ্যপগতমেবেত্যাশয়েনাহ চেত্যত্বমিতি। প্রাক্ তর্হি চেত্যপ্রতি-ভাসঃ কীদৃক্ তমাহ রজ্জ্বিতি ॥ ১৭ ॥

এবঞ্চ রজ্জুসর্পস্পন্দ ইব চিত্তস্পন্দাত্মকঃ সংসারোবোধমাত্রেণ চিকিৎসিতুং শক্য ইত্যাহ সম্বিদিতি। সংরম্ভ আয়াসঃ। কিঞ্চন কশ্চন ॥ ১৮ ॥

উৎক্রান্তবাসনোবাসনাময়চিত্তশূন্যঃ ॥ ১৯ ॥

সম্বিন্মাত্রস্য বিবর্ত্তঃ প্রত্যঙ্মুখতয়া পরাবৃত্ত্য স্বতত্ত্বদর্শনং তেন ॥ ২০ ॥

সম্বিৎপরাবৃত্তৌ চেন্দ্রিয়নিগ্রহোহেতুস্তত্র চ বিষয়াভিলাষত্যাগোহেতু-রিত্যাশয়েনাহ যত্রাভিলাষ ইতি ॥ ২১ ॥

বিষয়ত্যাগং প্ররোচয়তি অপীতি ॥ ২২ ॥

যত্রাভিলাষস্তস্ত্যক্ত্বা চেতসা নিরবগ্রহম্ ।
প্রাপ্তং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্ণংস্ত্যজন্নষ্টঞ্চ তিষ্ঠ ভোঃ ॥ ২৩ ॥
যথা করতলে বিল্বং যথা বা পর্ব্বতঃ পুরঃ ।
প্রত্যক্ষমেব তস্যালমজত্বং পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

আত্মৈব ভাতি জগদিত্যুদিতস্তরঙ্গৈঃ
কল্পান্ত এক ইব বারিধিরপ্রমেয়ঃ ।
জ্ঞাতঃ স এব হি দদাতি বিমোক্ষসিদ্ধিং
ত্বজ্ঞাত এব মনসে চিরবন্ধনায় ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সংসৃতিপরমযোগো নাম ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

নিরবগ্রহং নিরাসঙ্গম্ । কথং তর্হি জীবনং তত্রাহ প্রাপ্তমিতি । নষ্টং ত্যজন্ নানুশোচন্নিতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

তস্য উক্তলক্ষণস্য তত্ত্ববিদঃ অজত্বং জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্যব্রহ্মত্বং অলমত্যন্তং প্রত্যক্ষমেব ন তিরোহিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

উক্তার্থত্রয়ং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি । আত্মৈবেতি । আত্মৈবাজ্ঞদৃশাং জগদিতি বেষেণ উদিত আবির্ভূতঃ সন্ ভাতি । যথা কল্পান্তবারিধিস্তরঙ্গভেদৈর্ভাতি তদ্বৎ । স এব জ্ঞাতোজ্ঞানাভিব্যক্তঃ সন্ বিমোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং পুরুষার্থং দদাতি । অজ্ঞাতস্ত প্রথমং মনসে সর্ব্বানর্থনিদানমনোভাবায় তৎপ্রযুক্তচিরবন্ধনায় চ ভবতীতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

মনস্ত্বযোগ্যোজীবোয়ং কোভবেৎ পরমাত্মনঃ ।
কথং বাস্মিন্ সমুৎপন্নঃ কোবায়ং বদ মে পুনঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সমস্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরং সদা ।
যয়ৈব শক্ত্যা স্ফুরতি প্রাপ্তাং তামেব পশ্যতি ॥ ২ ॥
স্বয়ং যাং বেত্তি সর্ব্বাত্মা চিরং চেতনরূপিণীম্ ।
সা প্রোক্তা জীবশব্দেন সৈব সঙ্কল্পকারিণী ॥ ৩ ॥

ভোক্তা যঃ কথিতোজীবস্তৎস্বরূপমিহোচ্যতে ।
ব্যষ্টিপ্রাধান্যতস্তস্য করণাদেশ্চ সম্ভবঃ ॥ ১ ॥

সমষ্টিপ্রাধান্যেনোক্তং জীবং ব্যষ্টিপ্রাধান্যেন স্ফুটং জিজ্ঞাসুঃ শ্রীরামঃ পুনঃ পৃচ্ছতি । মনস্ত্বিতি । মনঃ স্বষ্টা তত্তাদাত্ম্যস্য স্বস্মিন্ অধ্যাসাৎ মনস্ত্বযোগ্যঃ পরমাত্মনঃ সম্বন্ধী কোভবেৎ । কিমংশ উত কার্য্যমুত স এব । যদি স এব তর্হি কথং বাস্মিন্ সমুৎপন্নঃ । কিং পরিণামেনোত বিবর্ত্তেন । আদ্যে অনিত্যতা দ্বিতীয়ে বাধ্যতা । যদ্যনুৎপন্নস্তর্হি ভোক্তুরসিদ্ধিঃ । ব্রহ্মণোহংশনাম্নাদ্যতায়শ্রুতেঃ । যদ্যন্যস্তর্হি কো বা । তৎসজাতীয় উত তদ্বিজাতীয় ইতি বিকল্পে নৈকোপি পক্ষোঘটত ইতি সন্দেহপরিহারায় পুনর্ব্বদেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অচিন্ত্যানন্তশক্তিসম্পন্নমায়াশক্তিশবলং ব্রহ্ম পরমার্থত আবিকৃতমভিন্নমপি স্বস্মিন্নেব মায়য়া দ্বিতীয়তামিবাপন্নে ঔপাধিকবিকারানারোপ্যাহনন্তজীববেষেণ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরভাবেন চ ক্রীড়িতুং সমর্থমিতি নকশ্চিদ্দোষ ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধাতুমুপক্রমতে সমস্তেতি । সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বসমর্থম্ ॥ ২ ॥

চিরমনাদিকালাচ্চেতনরূপিণীং চিত্তসংস্কারোপহিতচিদ্রূপাম্ ॥ ৩ ॥

স্বভাবাৎ কারণং দ্বিত্বং পূর্ব্বসঙ্কল্পচিৎ স্বয়ম্ ।
নানাকারণতাং পশ্চাৎ যাতি জন্মমৃতিস্থিতেঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

এবংস্থিতে মুনিশ্রেষ্ঠ দৈবং নাম কিমুচ্যতে ।
কিমুচ্যতে তথা কর্ম্ম কারণঞ্চ কিমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

স্পন্দাস্পন্দস্বভাবং হি চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে ।
খে বাত ইব তৎস্পন্দাৎ সোল্লাসং শান্তমন্যথা ॥ ৬ ॥
চিত্ত্বং চিত্তং ভাবিতং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
দৃশ্যত্বাভাবিতং চৈতদস্পন্দনমিতি স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥
স্পন্দাৎ স্ফুরতি চিৎসর্গো নিঃস্পন্দাৎ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।

আত্মনি স্বাভাবিকঃ দ্বিতীয়ত্বমেবোত্তরসংসারপ্রবৃত্তেমুখ্যং কারণং পূর্ব্ব-পূর্ব্বসঙ্কল্পবাসনাবাসিতজীবচৈতন্যস্য পশ্চাত্তনৈর্বিচিত্রমাত্রহেতুরিত্যাহ স্বভাবাদিতি ॥ ৪ ॥

এতাবতৈব প্রশ্নশেষস্যাপ্যুত্তরমুক্তপ্রায়মিতি মন্যমানো রাম উক্তজীবস্য জন্মাদিনিমিত্তদৈবকর্ম্মকারণানি তত্ত্বতো জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি এবমিতি। এবমুক্তবিধয়া জীবস্বরূপে স্থিতে সতি দৈবাদিকং কিং পৃচ্ছামীতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

স্পন্দস্বভাবং রজঃপ্রধানমযোগাধিকৃতম্। অস্পন্দস্বভাবং শুদ্ধম্। সোল্লাসং সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতীতি শেষঃ। অন্যথা স্পন্দাভাবে তু শান্তমেবাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তত্রাদ্যং বিবৃণোতি চিত্ত্বমিতি। স্বীয়ং স্বাভাবিকং চিত্ত্বমেব চিত্তং চেত্যাকারং স্বাবিদ্যয়া ভাবিতং কল্পিতং চেৎ তদাকারং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং বিবৃণোতি দৃশ্যত্বেতি ॥ ৭ ॥

স্পন্দাস্পন্দাভ্যামেব চিতঃ প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চাত্মতেতি নিয়মে স্পন্দস্যৈব জীব-কারণকর্ম্মদৈবাদিনাম্না ব্যপদেশ ইতি ফলিতমিত্যাহ স্পন্দাদিতি। চিদিতি পৃথক্পদম্। তত্র প্রাণস্পন্দবিবক্ষয়া জীবঃ স্বান্তর্গতকার্য্যাণামাবিভাবন-লক্ষণস্পন্দবিবক্ষয়া কারণং শরীরাদিস্পন্দবিবক্ষয়া কর্ম্ম তদেব স্থূলাবস্থং চির-

জীবকারণকর্ম্মাদ্যা চিৎস্পন্দস্যাভিধা স্মৃতা ॥ ৮ ॥
য এবানুভবাত্মায়ং চিৎস্পন্দোঽস্তি স এব হি।
জীবকারণকর্ম্মাখ্যো বীজমেতদ্ধি সংস্থতেঃ ॥ ৯ ॥
কৃতদ্বিত্বচিদাভাস-বশাদ্দেহমুপস্থিতম্।
সঙ্কল্পাৎ বিবিধার্থত্বং চিৎস্পন্দো যাতি সৃষ্টিষু ॥ ১০ ॥
নানাকারণতাং যাতশ্চিৎস্পন্দোঽমুচ্যতে চিরাৎ।
কশ্চিজ্জন্মসহস্রেণ কশ্চিদেকেন জন্মনা ॥ ১১ ॥
স্বভাবাৎ কারণাদ্দ্বিত্বং চিৎসমেত্যাধিগচ্ছতি।
স্বর্গাপবর্গনরক-বন্ধকারণতাং শনৈঃ ॥ ১২ ॥
হেম্নীব কটকাদিত্বং কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্থিতৌ।
দেহে তিষ্ঠতি নানাত্বং জড়ে ভাববিকারজম্ ॥ ১৩ ॥

স্থিতং ফলারম্ভোন্মুখং দৈবমিতি ভেদ ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

তেষাঞ্চানুভবসত্তালম্বনেনৈব সত্তা স্বকার্য্যক্ষমতা চেত্যাহ যএবেতি ॥ ৯ ॥

যৎ পৃষ্টং কথং বাস্মিন্ সমুৎপন্ন ইতি তস্যোত্তরমাহ কৃতদ্বিত্বেতি। তত্তৎ-কর্ম্মানুসারেণ প্রাগুৎক্রমণকালে বুদ্ধাবুপস্থিতং দেবনরতির্য্যগাদিদেহং পূর্ব্ব-সঙ্কল্পানুসারি বিবিধভোগ্যপদার্থভাবঞ্চ যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

নানাবিধানি যোনিসহস্রাণি কারণানি জন্মহেতূনি যস্ত তদ্ভাবং চিরাৎ যাতঃ সন্ কশ্চিৎ মন্দশাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিশ্চিৎস্পন্দশ্চিরান্মুচ্যতে। সম্পন্নজ্ঞানাধি-কারস্ত্বেকেন জন্মনা ॥ ১১ ॥

যদুক্তং নানাকারণতাং যাত ইতি তৎপ্রকারমাহ স্বভাবাদিতি। চিতঃ স্বভাবো যেনোপাধিনা সম্বধ্যতে তদ্রূপেণ স্ফুরণম্। যথা আলোকো নীলপটে নীলরূপো রক্তপটে রক্তরূপঃ পীতে চ তদ্রূপ ইতি। তাদৃশস্বভাববশাদেব দেহজন্মকারণৈরন্নরসৈস্তদ্দ্বারা পিত্রাদিশরীরৈশ্চাদ্বিত্বমৈক্যং সমেত্য সংপ্রাপ্য ক্রমেণ শুক্রশোণিতাদিরূপেণ পরিণতং শনৈঃ স্বর্গমোক্ষনরকবন্ধাদিকারণ-দেহতামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অপগচ্ছতীতি পাঠে স্বর্গাদিহেতুং দেহ-ভাবং প্রাপ্তুং শুক্রাদিরূপেণ পিতৃদেহাদপগচ্ছতি নির্গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তথাচোপাধীনাং মেলনেনৈক্যে পিতাপুত্রজীবয়োর্ভেদো ন লক্ষ্যতে

অজাতমপ্যসদ্রূপং পশ্যতীদং মনোভ্রমঃ।
জাতঃ স্থিতোমৃতোস্মীতি ভ্রমার্ত্তঃ পতনং যথা ॥ ১৪ ॥
অহং মমেত্যসদ্রূপ-মেব চেতঃ প্রপশ্যতি।
অদৃষ্টপরমার্থত্বাদাশাবিবশসংস্থিতি ॥ ১৫ ॥
মথুরাধিপতেরাজ্ঞো যথা শ্বপচসম্ভ্রমঃ।
আসীদেবং হি চিত্তস্য স্ফুরতীয়ং জগৎস্থিতিঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বমেব মনোমাত্রভ্রান্ত্যুল্লাসবিজৃম্ভণম্।
ইদং জগত্ত্বয়া রাম প্রস্ফুরত্যম্বুভঙ্গবৎ ॥ ১৭ ॥
শিবাৎ প্রাক্কারণাৎ পূর্ব্বং চিচ্চেত্যকলনোন্মুখী।
উদেতি সৌম্যাজ্জলধেঃ পয়ঃস্পন্দোমনাগিব ॥ ১৮ ॥
স্ফুরণাজ্জীবচক্রত্বমেতি চিত্তোর্ম্মিতাং দধৎ।
চিদ্বারিব্রহ্মজলধৌ কুরুতে সর্গবুদ্বুদান্ ॥ ১৯ ॥
স্বস্থঃ সৌম্য সমস্যৈতৎ যৎ সিংহস্য বিজৃম্ভণম্।

উপাধিপৃথগ্ভাবে তু ভেদঃ প্রতীয়ত ইতি জীবানাং পরস্পরভেদ উপাধে-রেব ধর্ম্মো ন চৈতন্যস্যেত্যাহ হেম্নীবেতি। উপাধীনামপি ভূতবিকারত্বাৎ ভূতানাঞ্চোত্তরোত্তরং পূর্ব্বপূর্ব্বভূতবিকারত্বাদখণ্ডাকাশমাত্রত্বেন সত্যভেদাব-কাশ ইত্যাশয়েন হেমকটকদৃষ্টান্তোপন্যাসঃ। জন্মাদয়ঃ ষড়্ভাববিকারা-স্তেভ্যো জাতং নানাত্বং ভেদঃ ॥ ১৩ ॥

এবং ভেদস্য মৃষাত্বেপি জন্মাদিভেদপ্রতীতিস্মনোভ্রম এবেত্যাহ অজাত মপীতি ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বভেদপ্রত্যয়ানামহং মমেতি ভেদকল্পনামূলং তস্যা অপি পূর্ণাত্মস্বরূপা-জ্ঞানং ভোগাশাসংস্কারাশ্চ ক্রমেণ মূলমিত্যাশয়েনাহ অহমিতি ॥ ১৫ ॥

উক্তেঽর্থে বক্ষ্যমাণলবণোপাখ্যানাখ্যোনিদর্শনমিত্যাহ মথুরেতি ॥ ১৬-১৭ ॥

উক্তমেবারোপক্রমং পুনঃ প্রত্যেকং দৃষ্টান্তৈর্বোধয়তি শিবাদিত্যা-দিনা ॥ ১৮ ॥

স্ফুরণাৎ স্পন্দনাৎ। জীবচক্রত্বং জীবস্বরূপানাবর্ত্ততাম্ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মণঃ সম্বিদাভাসস্তৎ সঞ্চেত্যমিব স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥
চিৎসম্বিত্ত্যোচ্যতে জীবঃ সঙ্কল্পাৎ সমনোভবেৎ।
বুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারোমায়েত্যাদ্যভিধং ততঃ ॥ ২১ ॥
তন্মাত্রকল্পনাপূর্ব্বং তনোতীদং জগন্মনঃ।
অসত্যং সত্যসঙ্কাশং গন্ধর্ব্বনগরং যথা ॥ ২২ ॥
যথা শূন্যে দৃশঃ স্ফারান্মুক্তাবল্যাদিদর্শনম্।
যথা স্বপ্নে ভ্রমশ্চৈব তথা চিত্তস্য সংস্থৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
শুদ্ধ আত্মা নিত্যতৃপ্ত ইব শান্তসমস্থিতঃ।
অপশ্যন্ পশ্যতীবেমং চিত্তাখ্যং স্বপ্নবিভ্রমম্ ॥ ২৪ ॥
সংস্থৃতির্জ্জাগ্রদিত্যুক্তং স্বপ্নং বিদুরহঙ্কৃতিম্।

হে সৌম্য স্ববোধমাত্রেণ সিং মায়াবন্ধনং হন্তীতি সিংহস্তথাবিধস্য সিংহবদচিন্ত্যশক্তিমতো বা ব্রহ্মণোযন্মায়য়া বিজৃম্ভণং গাত্রবিনমনং স এব স্বাস্থ্যঃ সম্বিদাভাসো জীব ইব স্থিতং তদেব সঞ্চেত্যং বিষয়রূপমিব স্থিতং ন পৃথগস্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যৈরুপাধিভিস্তৈর্হি জীবমনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাদিশব্দভেদস্তানাহ চিৎসম্বিত্ত্যেতি। চিৎসম্বিত্ত্যা চিদাভাসাত্মনা অধ্যবসায়াৎ বুদ্ধিঃ স্মরণাৎ চিত্তমভিমানাদহঙ্কারোবিক্ষেপশক্তিত্বাৎ মায়া। আদিপদাৎ প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুরিত্যাদিশ্রুত্যুক্তাভিধাসংগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

তত্র সঙ্কল্পপ্রধানস্য শব্দাদিসূক্ষ্মভূতকল্পনাপূর্ব্বকং জগৎকল্পকত্বমাহ তন্মাত্রেতি ॥ ২২ ॥

মনঃকল্পিতস্য চ মানোরথিকবস্তুবৎ মিথ্যাত্বমেবেত্যাহ যথেতি। শূন্যে আকাশে দৃশো দৃষ্টেঃ স্ফারাৎ বিস্তারাৎ ॥ ২৩ ॥

তৎসাক্ষিণস্তু নিত্যশুদ্ধত্বৈবেত্যাহ শুদ্ধ ইতি। অশনায়াদ্যভাবাৎ নিত্যতৃপ্ত ইব ॥ ২৪ ॥

তৈস্তৈরিন্দ্রিয়দ্বারৈর্ব্বহিঃসংস্থৃতির্জ্জাগ্রৎ অন্তরহন্তাববাসিতস্য হৃদয়াৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং সংস্থৃতিঃস্বপ্নঃ স্মৃতিবীজবাসনামাত্রশেষেণ হৃদি স্থিতিঃ সুষুপ্তিস্তদতি-

চিত্তং সুষুপ্তভাবঃ স্যাৎ চিন্মাত্রং তুর্য্যমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
অত্যন্তশুদ্ধে সন্মাত্রে পরিণামনিরাময়ম্ ।
তুর্য্যাতীতং পদং তৎ স্যাৎ তৎস্থোভূয়োন শোচতি ॥২৬॥
তস্মিন্ সর্ব্বমুদেতীদং তস্মিন্নেব প্রলীয়তে ।
ন চেদং ন চ তত্রেদং দৃষ্টৌ মুক্তাবলী যথা ॥ ২৭ ॥
অরোধকত্বাৎ খং হেতুর্যথা বৃক্ষসমুন্নতেঃ ।
অকর্ত্তাপি তথা কর্ত্তা চেতনাদ্ধির্জ্জগৎস্থিতেঃ ॥ ২৮ ॥
সন্নিধানাৎ যথা লৌহঃ প্রতিবিম্বস্য হেতুতাম্ ।
যাত্যাদর্শস্তথৈবায়ং চিন্ময়োপ্যর্থবেদনে ॥ ২৯ ॥
বীজমঙ্কুরপত্রাদিযুক্ত্যা যদ্বৎ ফলং ভবেৎ ।
চিন্মাত্রং চিত্তজীবাদি-যুক্ত্যা তদ্বন্মনোভবেৎ ॥ ৩০ ॥
স্বতোবীজফলা বিপ্রুড্ যথা বীজং পুনর্ভবেৎ ।

ক্রমস্তু তুর্য্যতেত্যাহ সংসৃতিরিতি ॥ ২৫ ॥

এবং শোধিতস্য প্রত্যক্তত্বস্য ব্রহ্মাত্মনি পরিণত্যা নিরাময়ং যথা স্যাৎ তথা স্থিতিরেব তুর্য্যাতীতত্বমিত্যাহ অত্যন্তেতি ॥ ২৬ ॥

অশোধিততৎপদার্থে প্রতিষ্ঠাশঙ্কাবারণায় তচ্ছোধনং তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীতেতি শ্রুতিদর্শিতদিশা দর্শয়তি তস্মিন্নিতি। ন চেদং তদিতি শেষঃ। আদ্যোব্রহ্মণি জগত্তাদাত্ম্যস্য নিষেধোদ্বিতীয়স্তু সংসর্গস্য ॥ ২৭ ॥

যদি জগৎসম্বন্ধশূন্যস্তর্হি কথং জগদ্ধেতুরিতি প্রত্যোক্তস্তত্রাহ অরোধকত্বাদিতি। সমুন্নতেরভিবৃদ্ধেঃ। মায়াকৃতসর্গে অনিবারকত্বমাত্রেণ কর্তৃত্বোপচার ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

লৌহো লোহবিকার আদর্শঃ ॥ ২৯ ॥

কথং তর্হি সর্ব্বং ন যুগপজ্জায়তে তত্রাহ বীজমিতি। যুক্তিরত্র ক্রমঃ। তথৈবানাদিনিয়তিস্থিতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নহু প্রলয়ে সর্ব্ববিলয়ে তথৈব স্বস্থা চিৎ সদা কুতোনাবতিষ্ঠতে তত্রাহ যথেতি। যথা অনুশয়িজীবসংযুক্তা বিপ্রুড্বৃষ্টিজলবিন্দুর্বৃক্ষশস্যাদ্যনুপ্রবিশ্য পুনর্ব্বীজং ভবত্যেব নোদাস্তে তথা জীববাসনাবাসিতা চিদপি চেত্যচিত্তাদি-

তথা চিচ্চেত্যচিত্তাদি ত্যক্ত্বা স্বস্থা ন তিষ্ঠতি ॥ ৩১ ॥
যদ্যপ্যবোধে বোধে বা বীজান্তস্তরুবীজয়োঃ।
ইয়ান্ ভেদোঽস্তি ন জগদ্ব্রহ্মণোরপি চিদ্বয়োঃ ॥ ৩২ ॥
তথাপি ব্যজ্যতে বোধে সত্যাত্মকমখণ্ডিতম্।
রূপশ্রীরিব দীপেন চিন্মাত্রালোকরূপি যৎ ॥ ৩৩ ॥
যৎ যৎ নিখন্যতে ভূমের্যথা তৎ তন্নভোভবেৎ।
যা যা বিচার্য্যতে বিদ্যা তথা সা সা পরং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
স্ফটিকান্তঃ সন্নিবেশঃ স্থাণুতাবেদনাৎ যথা।
শুদ্ধে নানাপি নানেব তথা ব্রহ্মোদরে জগৎ ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদ্বস্তু পিণ্ডমেকমখণ্ডিতম্।
ফলপত্রলতাগুল্মপীঠবীজমিব স্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥

সর্গাত্মনা পুনর্ভবত্যেব ন তত্ত্যক্ত্বা স্বস্থা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

নমু বীজে সূক্ষ্মতয়া স্থিতস্ত তরোস্তদ্বীজস্ত চ অবোধে বোধে বা ন তরু-জননশক্তিরপৈতি তথা চিত্তাত্মতাপন্নয়োর্জ্জগদ্ব্রহ্মণোরপি তত্ত্বতোবোধাবোধ-য়োর্ব্বিশেষো ন স্যাদিতি বোধবৈফল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। ইয়ান্ পরি-দৃশ্যমানস্তরুজননশক্তিভেদোঽস্তি তথাপি চিত্তভূতয়োর্জ্জগদ্ব্রহ্মণোঃ স নাস্ত্যেব। যতোবীজতরুবোধমাত্রেণ ন তাত্ত্বিকমখণ্ডিতং রূপং ব্যজ্যতে ব্রহ্মবোধেন তু দীপেন রূপশ্রীরিব তদ্ব্যজ্যতে ইতি ইয়ান্ ভেদোবৈলক্ষণ্যমস্তীত্যাবৃত্ত্যা পরেণ সহ যোজ্যম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

কুতোবোধস্তেদৃশসামর্থ্যমিতি চেৎ বিচারজন্যত্বেন তত্ত্বাবগাহিত্বাদিত্যা-শয়েনাহ যদ্যদিতি। অবিদ্যা আবিদ্যকং পটাদি। পরং অধিষ্ঠানসত্তামা-ত্রম্ ॥ ৩৪ ॥

স্ফটিকান্তর্ব্বনাদিসন্নিবেশঃ স্থাণুতা কৌটস্থ্যং তদবেদনাৎ যথা ভবতি তথা শুদ্ধে ব্রহ্মোদরে অনানাপি জগৎ নানেব ভাতীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

পিণ্ডং স্ফটিকঘনম্। স্বপ্রতিবিম্বিতবনফলপত্রলতাদয়স্তেষাং পীঠমাধার-ভূস্তদন্তর্গতং বীজঞ্চেত্যেবং রূপমিব ব্রহ্ম জগদ্রূপং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

অহোচিত্রং জগদিদমসৎ সদিব ভাসতে।
অহোবৃহদহোস্বস্থমহোস্ফুটমহোতনু ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মণি প্রতিভাসাত্মা তন্মাত্রগুণগোলকঃ।
অবশ্যায়কণাভাসো যথা স্ফুরতি তৎশ্রুতম্ ॥ ৩৮ ॥
যথাসৌ যাতি বৈপুল্যং যথা ভবতি চাত্মভূঃ।
যথা স্বভাবসিদ্ধার্থাত্তথা কথয় মে প্রভো ॥ ৩৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্যন্তাসম্ভবদ্রূপমনন্যৎ স্বস্বভাবতঃ।
অত্যন্তাননুভূতং সৎ স্বানুভূতমিবাগ্রতঃ ॥ ৪০ ॥
উল্লাসফুল্লোফুল্লাঙ্গ ইতি বাল হৃদি স্ফুটম্।
যথোদেতি তথোদেতি পরে ব্রহ্মণি জীবতা ॥ ৪১ ॥
মানমেয়াত্মিকা শুদ্ধা সত্যেবাসত্যবৎ স্থিতা।
ভিন্নে বচনভিন্না স্যাৎ ব্রহ্মণোবৃংহণাত্মিকা ॥ ৪২ ॥

ইত্থং বর্ণিতং জীবমনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারস্বরূপং তন্মাত্রকল্পনান্তং প্রাসঙ্গিকং জগতোমায়ামাত্রত্বং চ শ্রুত্বা বিস্মিতোগুরুবচনবিশ্বাসাৎ জগতোমায়ামাত্রত্ব-মনুবাদেনানুমোদমানস্তন্মাত্রাণাং সেন্দ্রিয়সমষ্টিব্যষ্টিস্থূলশরীরভাবোৎপাদক্রমং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি অহো ইত্যাদিনা ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বৈপুল্যং সমষ্টিব্যষ্টিস্থূলদেহভাবম্। যথার্থস্বভাবসিদ্ধাদর্থাদাত্মবস্তুনঃ সকা-শাৎ যথা আত্মভূর্ব্যষ্টিসমষ্টিস্থূলভুগ্বিশ্ববৈশ্বানরাত্মা যথা ভবতি তথা কথয় মে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

পৃষ্টং বর্ণয়িতুং প্রথমমত্যন্তাসম্ভাবিতানির্ব্বচনীয়স্থূলতান্তসর্ব্ববাসনা-বিজৃম্ভিতজীবভাবাবির্ভাবং সদৃষ্টান্তং দর্শয়তি অত্যন্তেত্যাদিদ্বাভ্যাম্। জীব-লক্ষণমত্যন্তাসম্ভবদ্রূপমফুল্লাঙ্গো বস্তুতঃ ফুল্লাঙ্গশূন্যোঽপি ফুল্লাঙ্গোবেতালো যথা বালহৃদি স্ফুটমুদেতি তথোদেতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

অননুভূতমননাযোগাদনুভবস্য চ মানমেয়াধীনত্বাৎ মনোভাবনিমিত্তং মানমেয়বাসনোদ্ভবমাহ মানেতি ॥ ৪২ ॥

যথা ব্রহ্ম ভবত্যাশু জীবঃ কলনজীবিতঃ।
তথা জীবোভবত্যাশু মনোমননবেদনাৎ ॥ ৪৩ ॥
চিত্তং তন্মাত্রমননং পশ্যত্যাশু স্বরূপবৎ।
এষ সদ্যোনিললব-প্রখ্যঃ স্ফুরতি খান্তরে ॥ ৪৪ ॥
অন্তর্নিমেষোনুভবত্যবশ্যায়কণোপমম্।
সম্বেদনাত্মকং কালকলিতং কান্তমাত্মনি ॥ ৪৫ ॥
অহং কিমিতি শব্দার্থবেদনাভোগসম্বিদম্।
সম্বিদং তত্ত্বশব্দার্থং জীবঃ পশ্যতি সার্থকম্ ॥ ৪৬ ॥
তাদৃক্ষবেদনাৎ সোথ রসশব্দার্থবেদনম্।
ভাবিজিহ্বার্থনাম্নৈকদেশেনুভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৪৭ ॥
তাদৃক্ষবেদনাৎ তেজঃ শব্দার্থোন্মুখতাং গতঃ।
ভবিষ্যন্নেত্রনাম্নৈকদেশে ভবতি ভাসনম্ ॥ ৪৮ ॥

মননবেদনান্মননবাসনোদ্ভবাৎ জীবোমনোভবতি। মত্বানো মন ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তচ্চিত্তং মনস্তন্মাত্রগোচরমননং স্বীয়ং স্বরূপবৎ তন্মাত্রাত্মনা আবির্ভূতং পশ্যতীত্যর্থঃ। অন্তর্নিমেষঃ অবিচ্ছিন্নদৃগ্রূপঃ অনিললবপ্রখ্যঃ অতিসূক্ষ্মঃ এষ তন্মাত্রাত্মা খান্তরে চিদাকাশে স্ফুরতি স্বতঃ প্রকাশমানে সতি তৎস্ফূর্ত্ত্যা সম্বেদনাত্মকং সৃষ্টিকালবশেন পঞ্চীকরণদ্বারোৎপাদিতং কান্তং হিরণ্ময়ত্বাৎ সূর্য্যবৎ প্রকাশমানং অপরিচ্ছিন্নচিদ্দৃষ্ট্যা অবশ্যায়কণোপমং ব্রহ্মাণ্ডরূপং মনুষ্যাদিদেহরূপং চাত্মনি পশ্যতীত্যনুষজ্জতে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তস্মিন্ প্রথমং শব্দার্থবিভাগাস্ফূর্ত্ত্যা সংমুগ্ধমহত্তাধ্যাসং ততঃ সংসারতত্ত্ব-স্মরণং চাহ অহমিতি। অহং কিমিতি তত্ত্বতোবা মনুষ্যাদ্যাকারতো বা বিশিষ্য বেদনাং ন ভুঙ্‌ক্তে তাং তথাবিধাং সম্বিদং প্রথমং ততঃ সার্থকং পুরু-ষার্থবিচারসহিতং প্রাক্তনজন্মসহস্রস্মৃত্যা গর্ভে জগত্তত্ত্বশব্দার্থং সম্বিদঞ্চ পশ্য-তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্তেন্দ্রিয়কল্পনাং ক্রমেণাহ তাদৃক্ষেত্যাদিনা। তাদৃক্ষবেদনাৎ পিণ্ডে স্ফুটাহন্তাববেদনাদিতি সর্ব্বত্রার্থঃ। জিহ্বাশব্দোরসনেন্দ্রিয়স্য রস্যদর্থস্য রসস্য

তাদৃক্ষবেদনাৎসোথ ঘ্রাণং তদ্দৃষ্টিবেদনাৎ ।
স্থিতোযস্মিন্ ভবতীতি তাবদ্দৃশ্যাদিতা স্থিতা ॥ ৪৯ ॥
এবং প্রায়ঃ স জীবাত্মা কাকতালীয়বচ্ছনৈঃ ।
বিশিষ্টসন্নিবেশত্বং ভাবিতং পশ্যতি স্বতঃ ॥ ৫০ ॥
স তস্য সন্নিবেশস্য ত্বসতোপি সতঃ সতঃ ।
শব্দভাবৈকদেশত্বং শ্রবণার্থেন বিন্দতি ॥ ৫১ ॥
স্পর্শভাবৈকদেশত্বং ত্বক্‌শব্দার্থেন বিন্দতি ।
রসভাবৈকদেশত্বং রসনাত্বেন বিন্দতি ॥ ৫২ ॥
রূপভাবৈকদেশত্বং নেত্রার্থাকৃতি পশ্যতি ।
গন্ধভাবৈকদেশত্বং নাসিকাত্বেন পশ্যতি ॥ ৫৩ ॥
এবম্ভাবময়ৈঃ সত্তা প্রকটীকরণক্ষমম্ ।
ভবিষ্যদিন্দ্রিয়াখ্যং স রন্ধ্রং পশ্যতি দেহকে ॥ ৫৪ ॥
ইত্যেবমাদিজীবস্য রাঘবাদ্যতনস্য চ ।
উদেতি প্রতিভাসাত্মা দেহ এবাতিবাহিকঃ ॥ ৫৫ ॥

নাম্না উপলক্ষিতমিতি শেষঃ । একদেশে মুখবিলাদিপ্রদেশে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

তদ্দৃষ্টির্ঘ্রাণদৃষ্টিঃ । ইতি অনয়া রীত্যা যস্মিন্ শ্রোত্রাদিভাবেঽপি যাবৎ কালঃ স্থিতোভবতি তাবৎ কালং শব্দাদি দৃশ্যং অস্তি উপভুঙ্‌ক্তে তচ্ছীলতা অস্য স্থিতেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্য সত্ত্বাত্মাভিমানমাহ বিশিষ্টেতি । ভাবিতং প্রাগ্বাসনাকল্পিতম্ ॥৫০॥

তস্য শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদিভোগে তত্তদিন্দ্রিয়তাদাত্ম্যাধ্যাসমাহ স তস্যেত্যাদিনা । অসতোঽপি সতঃ সতঃ সত্ত্বেন সম্পন্নস্য । শ্রবণক্রিয়ালক্ষণেনার্থেন প্রয়োজনেন শব্দান্ ভাবয়তি গ্রাহয়তি শব্দভাবঃ শ্রোত্রং তল্লক্ষণং দেহৈকদেশত্বং বিন্দতি লভতে ॥ ৫১-৫৩ ॥

এবমুক্তাম্নুক্তেন্দ্রিয়ময়ৈর্ব্বাহ্যার্থসত্তাপ্রকটীকরণক্ষমং ইন্দ্রস্য পরমাত্মনোলিঙ্গত্বেন ভাবিনা ভবিষ্যদিন্দ্রিয়াখ্যম্ ॥ ৫৪ ॥

জীবস্য সমষ্টিরূপস্যাদ্যতনস্য ব্যষ্টিরূপস্য চ ॥ ৫৫ ॥

অনাখ্যেয়ং পরা সত্তা হ্যস্যাতিবাহিকতামিব।
সা গচ্ছত্যপ্যগচ্ছন্তী তাদৃক্ সত্যাত্মভাবনাৎ॥ ৫৬॥
মাতৃমেয়প্রমাণাদি যদা ব্রহ্মৈব বেদনাৎ।
তদাতিবাহিকোক্তীনাং কঃ প্রসঙ্গস্তদেব তৎ॥ ৫৭॥
অন্যত্ববেদনাদন্যঃ পরস্মাদাতিবাহিকঃ।
ব্রহ্মত্ববেদনাৎ ব্রহ্ম সা সম্বিত্তির্হি নান্যজা॥ ৫৮॥

শ্রীরাম উবাচ।

অসম্ভবাদসম্বিত্তের্ব্রহ্মাত্মৈকতয়াথ বা।
কোমোক্ষঃ কোবিচারশ্চেত্যলং ভেদবিকল্পনৈঃ॥ ৫৯॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সিদ্ধান্তকাল এবৈষ প্রশ্নস্তে রাম রাজতে।
অকালপুষ্পমালা হি শোভনাপি ন শোভতে॥ ৬০॥
সার্থৈবানর্থিকাহকালমালা বিলসিতা যথা।

ব্রহ্মণ এবাজ্ঞানাৎ বিবিধাতিবাহিকদেহভাবো জ্ঞানাৎ তদপগমশ্চেতি দর্শয়তি অনাখ্যেতি। ইয়মিতি চ্ছেদঃ॥ ৫৬॥

আতিবাহিকদেহাদিমুখেনাধ্যারোপাপবাদকল্পনাপ্যাত্মব্যুৎপাদকব্যবহারদৃশৈব ন পরমার্থদৃশেত্যাশয়েনাহ মাত্রিতি॥ ৫৭॥

যদি যথাবেদনমেব বস্তু তর্হি কোবিশেষস্তত্রাহ সা সম্বিত্তিরিতি। সা ব্রহ্মত্ববেদনাখ্যা সম্বিত্তির্নান্যজা ন ভ্রান্তিজেত্যর্থঃ॥ ৫৮॥

যদ্যেবং তর্হি চিদেকরসে ব্রহ্মণ্যজ্ঞানস্যৈবাযোগাৎ তদভাবে জীবভেদকল্পকাভাবেন ব্রহ্মাত্মৈকত্বস্য স্বতঃ সিদ্ধের্বা ব্যতিরিক্তমোক্ষফলস্য তৎপ্রাপকবিচারাদেশ্চ সম্ভব এব নাস্তীতি কথং তৎপ্রবৃত্তিরিতি রামঃ শঙ্কতে অসম্ভবাদিতি॥ ৫৯॥

কিময়ং তত্ত্বং বুদ্ধ্বা প্রশ্ন উতাহবুদ্ধ্বা। আদ্যে বিচারানর্থক্যে ইষ্টাপত্তির্দ্বিতীয়ে তু নাস্যাবসর ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে সিদ্ধান্তকালে ইত্যাদিনা। ন শোভতে ঔৎপাতিকানর্থশঙ্কাকরহেতুত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৬০॥

তথৈবাকালমিজ্জন্তৌ সর্ব্বং কালে হি শোভতে ॥ ৬১ ॥
প্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞানাং কালোদাতেতি দৃশ্যতে ।
ননু সর্ব্বপদার্থানাং কালেন ফলযোগতঃ ॥ ৬২ ॥
এবমেব স জীবাত্মা স্বপ্নাত্মা সমুপস্থিতঃ ।
পিতামহত্বমুচ্ছূনং পশ্যন্নাত্মনি কালতঃ ॥ ৬৩ ॥
ওমুচ্চারণসম্বিত্তি-বেদনাচ্চ প্রপশ্যতি ।
যৎ করোতি মনোরাজ্যং ভবত্যাশু স তন্ময়ঃ ॥ ৬৪ ॥
ইদমেবমসৎ সর্ব্বমিব ব্যোম্নি ততাত্মনি ।
পর্ব্বতোচ্চাকৃতির্ব্ব্যোম জগদ্ব্যোম্নি বিজৃম্ভতে ॥ ৬৫ ॥

অর্থান্তরন্যাসোক্তমর্থমুপমানেনাপি স্পষ্টমাহ সাথৈবেতি। বিলসিতা শোভমানাপ্যকালপুষ্পমালা যথা তাৎকালিকোপভোগেন সাথৈব সতী ঔৎপাতিকানর্থহেতুত্বেন জনহর্ষাহেতুত্বাদনর্থিকা তথৈব অপরিপাকদশাপন্নে জন্তৌ অকালোৎপন্না মিনোত্যর্থং প্রমাপয়তীতি মিৎ উক্তিরপ্যনর্থিকেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ প্রতিবন্ধেতি। হেমন্তাদিকালঃ শাল্যাদ্যঙ্কুরোদয়প্রতিবন্ধস্য যবাদ্যঙ্কুরোদয়াভ্যনুজ্ঞানস্য আনুকূল্যস্য চ দাতেত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃশ্যতে লোকে। নন্বিত্যবধারণমিত্যর্থে ॥ ৬২ ॥

এবং রামস্য শঙ্কাং হেলনয়া সমাধায় অনাখ্যেয়ং পরং ব্রহ্মাহস্যাতিবাহিকতামিবেত্যন্তং যদুক্তং তদেবানুস্মৃত্যাতিবাহিকদেহসমষ্ট্যুপহিতে পিতামহত্বকল্পনামাহ এবমেবেতি। স্বপ্নাত্মা স্বপ্নসমষ্ট্যাত্মা। উপাসনাপরিপাকেনোপাস্যভাবেন ফলীভূতেন সমুপস্থিতঃ। কালতঃ কালেন তদ্ভাবোচিতেন ॥৬৩॥

তস্য প্রণবোচ্চারণেন তদর্থসম্বিত্ত্যা সর্ব্বপ্রপঞ্চস্রষ্টৃত্বং দর্শয়তি ওমুচ্চারণেতি ॥ ৬৪ ॥

এবঞ্চ ব্যষ্টিমনোরাজ্যবৎ সমষ্টিমনোরাজ্যভূতস্যাস্য জগতঃ অসত্ত্বমেবেতি ফলিতমিত্যাহ ইদমেবমিতি। ব্যোম্নি কল্পিতং সর্ব্বং তলমলিনত্বাদীব। তথা চ পর্ব্বতানাং মের্ব্বাদীনামুচ্চাকৃতিরুন্নতাকারোপি ব্যোমৈব কিং পুনরন্যন্নম্। যতোবায়্বাদিক্রমেণ জগদ্ব্যোম্ন্যেবারোপেণ বিজৃম্ভতে ততোস্য তলমালিন্যাদিসাম্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

নেহ প্রজায়তে কিঞ্চিন্নেহ কিঞ্চিদ্বিনশ্যতি।
জগদগন্ধর্ব্বনগর-রূপেণ ব্রহ্ম জৃম্ভতে ॥ ৬৬ ॥
যথৈব পদ্মজাদীনাং জীবানাং সদসন্ময়ী।
সত্তা তথৈব সর্ব্বেষামাসরীসৃপমাসুরম্ ॥ ৬৭ ॥
সম্বিৎসম্ভ্রম এবায়মেবমভ্যুত্থিতোপ্যসন্।
আব্রহ্মকীটসম্বিত্তেঃ সম্যক্ সম্বেদনাৎ ক্ষয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
যথা সম্পদ্যতে ব্রহ্মা কীটঃ সম্পদ্যতে তথা।
কীটস্তু রূঢ়ভূতৌঘবলনাৎ তুচ্ছকর্ম্মকঃ ॥ ৬৯ ॥
যদেব জীবনং জীবে চেত্যোন্মুখচিদাত্মকম্।
তদেব পৌরুষং তস্মিন্ সারং কর্ম্ম তদেব চ ॥ ৭০ ॥
ব্রহ্মণঃ সুকৃতাৎ পাপাৎ কীটকস্য সমুত্থিতেঃ।

এবঞ্চ সৃষ্টিব্যুৎপাদনং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞাপনায়ৈব ন বাস্তবসর্গপ্রদর্শনায়েত্যভিপ্রেত্য "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি"রিত্যাদিশ্রুত্যাশয়মুদ্ঘাটয়তি নেহেতি ॥ ৬৬ ॥

জীবত্বমপি জগৎকোটাবেবেতি দর্শয়িতুং জগতোজীবসমসত্তাকত্বং দর্শয়তি যথৈবেতি। যৌক্তিকদৃশা সদসন্ময়ী বিচারাসহা। অধঃ আ সরীসৃপং ঊর্দ্ধং আ সুরং সুরানভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

পরমার্থদৃশা ত্বাহ সম্বিদিতি। আ ব্রহ্মকীটং প্রসিদ্ধায়াঃ সম্বিত্তেরনুভবাভ্যুত্থিতোপ্যসন্। কুতঃ। যতোস্য সম্যক্ সম্বেদনাৎ ক্ষয়োবাধ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

আ ব্রহ্মকীটসম্বিত্তেরিত্যুক্ত্যংশমুপপাদয়তি যথেতি। তর্হি কথং কীটস্য ক্ষুদ্রকর্ম্মতা তত্রাহ কীটস্ত্বিতি। ভূতৌঘবলনাৎ চিত্তে ভৌতিকমালিন্যাধিক্যাদিতি যাবৎ ॥ ৬৯ ॥

উপাধ্যনুসারিণী জীবতা তদনুসারি পৌরুষং তদেব ফলপর্য্যবসিতং কর্ম্ম তচ্চ তদেব পৌরুষমেবেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

তত্র সুকৃতরূপসারোৎকর্ষপরমাবধিফলং ব্রহ্মতা দুষ্কৃতরূপসারোৎকর্ষপরমাবধি ফলং কীটকতেতি বৈচিত্র্যনিমিত্তভেদেপ্যজ্ঞাতচিন্মাত্রপ্রযুক্তাদ্বৈতভ্রান্তিজ্ঞানমাত্রপ্রযুক্তস্তদপগম ইত্যেতদুভয়ত্রাপি তুল্যমেবেত্যাহ। ব্রহ্মণ

চিত্তমাত্রাত্মিকা ভ্রান্তিঃ প্রেক্ষামাত্রং ভবেৎ ক্ষয়ঃ ॥৭১॥
মাতৃমানপ্রমেয়াণি ন চিন্মাত্রেতরৎ যতঃ।
ততোদ্বৈতৈক্যবাদার্থঃ শশশৃঙ্গাব্জিনীসমঃ ॥ ৭২ ॥
ভাবদার্ঢ্যাত্মকং মিথ্যা ব্রহ্মানন্দোবিভাব্যতে।
আত্মৈব কোশকারেণ লালাদার্ঢ্যাত্মকং যথা ॥ ৭৩ ॥
মনসা ব্রহ্মণা যৎ যৎ যথা দৃষ্টং বিভাবিতম্।
তৎ তথা দৃশ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ স্বভাবস্যৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
যথা যদুদিতং বস্তু তত্তত্তস্ম বিনা ভবেৎ।
নিমেষমপি কল্পং বা স্বভাবস্যৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি ॥ ৭১ ॥

নম্নু যাবন্মাতা মানেন প্রমেয়ং দ্বৈতং বেত্তি তাবদ্দ্বৈতং তদপগমে দ্বৈক্যমেবেতি ক্রমিকদ্বৈতৈক্যস্বভাবত্বমেব বস্তু নোবাস্তবং কিং ন স্যাত্তত্রাহ মাত্রিতি। ন দ্বৈতং মাতৃমানপ্রমেয়ং মাতৃমানপ্রমেয়দ্বৈতস্যাপি মাতৃমানান্তরাপেক্ষাপত্ত্যা অনবস্থাপাতাৎ। অতস্তেষাং চিন্মাত্রত্বে দ্বৈতৈক্যসাধকান্তরাভাবাৎ দ্বৈতৈক্যবাদার্থঃ শশশৃঙ্গনভোব্জিনীসম ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

যদি ন দ্বৈতং মানমেয়ং তর্হি কথং কুদ্দালকোটিদুর্ভেদভুবনাদিভাবদার্ঢ্যাত্মকং প্রতীয়তে তত্রাহ ভাবদার্ঢ্যাত্মকমিতি। ব্রহ্মানন্দাত্মক আত্মৈব বন্ধকভুবনাদিভাবদার্ঢ্যাত্মকং দ্বৈতমিতি ভ্রাস্ত্যানুভূয়তে। যথা কোশকারকীটেন স্বলালাদার্ঢ্যাত্মকং বন্ধনমনুভূয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

যদ্যাত্মকল্পিত এব বন্ধস্তর্হি প্রতিপুরুষং যথাভিলষিতকল্পনৈব স্যাৎ নানিষ্টকল্পনমিত্যাশঙ্ক্যাহ মনসেতি। সর্ব্বমনঃসমষ্ট্যাত্মনা ব্রহ্মণা ভোক্তৃকর্ম্মানুসারেণ যৎ যৎ বস্তু যথা স্রষ্টব্যত্বেন দৃষ্টং যাদৃশকার্য্যার্থং বিভাবিতঞ্চ তৎ তৎ অন্যৈরপি তজ্জ্ঞৈর্জীবৈস্তথা দৃশ্যতে। তৎ কুতঃ? যতঃ স্বভাবস্য নিয়তেরেব নিশ্চয়োব্যবস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

বটবীজাদেব বটাঙ্কুরো ন কুটজবীজাৎ। বুদ্বুদঃ কতিপয়নিমেষং তিষ্ঠতি ব্রহ্মাণ্ডস্তু মহাকল্পমিতি হেতুফলাদিনিয়ন্ত্রিবলাদপি ন যথেচ্ছং কল্পনপ্রসক্তিরিত্যাহ যথেতি ॥ ৭৫ ॥

অলীকমিদমুৎপন্নমলীকঞ্চ বিবর্দ্ধতে।
অলীকমেব স্বদতে তথালীকং বিলীয়তে ॥ ৭৬ ॥

শুদ্ধং সর্ব্বগতং ব্রহ্মানন্তমদ্বিতীয়ং দুঃখবোধবশাদশুদ্ধমিবাসদিবানেকমিবাসর্ব্বগমিবাববুধ্যতে ॥ ৭৭ ॥

জলমন্যত্তরঙ্গোন্য ইতি বালকুকল্পনয়া ভেদঃ কল্প্যত এবমবাস্তবস্তস্মাদেযোযোঽয়মাভাতি ভেদঃ স কেবলমতত্ত্ববিদ্ভিঃ পরিকল্পিতোরজ্জ্বাং সর্প ইব এবং ভেদাভেদশব্দ্যোররিমিত্রয়োরেব ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

তেনাত্মনাদ্বিতীয়েনৈব দ্বিত্বমিবাততং যথা সলিলেন তরঙ্গকল্পনয়া সুবর্ণেন কটককল্পনয়ৈবমিতি অতস্তেন স্বয়মেবাত্মনাত্মান্য ইব চেত্যতে ॥ ৭৯ ॥

অতঃ কলনা জাতা সৈব স্ফারতাং প্রাপ্য মনঃ সম্পন্নং তেনাহম্ভাবঃ কল্পিতোনির্ব্বিকল্পপ্রত্যক্ষরূপমেতৎ প্রথমং

ন চ অস্মদাদ্যস্বাতন্ত্র্যবলাৎ নিয়তিকৃতশক্তিকালাদিব্যবস্থাদর্শনাচ্চ সত্যমেবেদং জগদিতি ভ্রমিতব্যমিত্যাহ অলীকমিতি। অলীকশব্দোমিথ্যাবচনঃ। স্বদনে রোচতে ভোক্তৄণাং ভোগকালে ॥ ৭৬ ॥

সর্গত্রয়েণ পদ্যৈর্ব্বিস্তরেণোক্তমর্থজাতং. গদ্যৈঃ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি শুদ্ধমিত্যাদিনা। দুরববোধোভ্রান্তিস্তদ্বশাৎ ॥ ৭৭ ॥

যথা জলমন্যত্তরঙ্গোন্য ইতি বালানাং মূর্থাণাং কুকল্পনয়ৈবাঽবাস্তবোভেদ এবং জগদ্ভেদোপ্যবাস্তব এব কল্প্যতে। জলে তরঙ্গভেদস্য পরিণামত্বদৃষ্টৌ ন বিবর্ত্ততা স্ফুটেতি দৃষ্টান্তান্তরমাহ রজ্জ্বাং সর্প ইবেতি। ভেদাভেদশব্দ্যোঃ স্থিতিরিতি শেষঃ। অরিমিত্রয়োর্ব্বিরুদ্ধাবিরুদ্ধয়োরেব ন কদাচিদপি তৎস্বভাবত্যজোরিত্যেবকারার্থঃ ॥ ৭৮ ॥

তেন ব্রহ্মভূতেনাত্মনা প্রতীচা আততং বিস্তারিতম্ ॥ ৭৯ ॥

কলনা নির্ব্বিকল্পকজগৎস্ফূর্ত্তিঃ। স্ফারতাং সবিকল্পতাম্। তথৈব তদ্ব্যাচষ্টে নির্ব্বিকল্পপ্রত্যক্ষরূপমেতৎ প্রথমং তস্মনন্তদহম্ভবতীতি অহংশব্দার্থ-

তৎ মনস্তদহং ভবতি ক্ষিপ্রমহংশব্দার্থভাবনাৎ ॥ ৮০ ॥

ততোমনোহঙ্কারাভ্যাং স্মৃতিরনুসংহিতা তৈস্ত্রিভিস্তদনুভূততন্মাত্রাণি কল্পিতানি তন্মাত্রেষু জীবেন চিত্তাত্মনা স্বয়ং কাকতালীয়বৎ ব্রহ্মোপাদানাদিয়ান্ সন্নিবেশঃ কল্পিতো দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥

এবং যদেব মনঃ কল্পয়তি তদেব পশ্যতি ।

সদ্বা ভবত্বসদ্বা চিত্তং যৎ কল্পয়ত্যভিনিবিষ্টম্ ।
তৎ তৎ পশ্যতি যাস্যতি সদিব
প্রতিভাসমুপগতং সদ্যঃ ॥ ৮২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে সত্যোপদেশো নাম
সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

ভাবনাৎ তদুভয়গোচরসংস্কারোদ্ভবাৎ ॥ ৮০ ॥

অনুসংহিতা যথানুভবমুৎপাদিতা। তয়া স্মৃত্যা অনুভূতানি যথানুভবং স্মৃতানি। কল্পিতানি সৃষ্টানি। জীবেন ব্রহ্মলক্ষণাদুপাদানকারণাদিয়ান্ ব্রহ্মাণ্ডবিস্তৃতো জগৎসন্নিবেশঃ কল্পিতঃ। হস্তপাদাদিমানিতি পাঠান্তরে স্পষ্টম্ ॥ ৮১ ॥

উপবর্ণিতঃ সৃষ্টিক্রমোলোকেপ্যেবমেব স্বপ্নে প্রসিদ্ধ ইত্যাহ যদেবেতি। পশ্যতি স্বসম্ভ্রমাদাবিতি শেষঃ। ননু স্বাপ্নং প্রাতিভাসিকমসৎ কথং সতোব্যাবহারিকস্য দৃষ্টান্তস্তত্রাহ সদ্বেতি। চিত্তং মনঃ অভিনিবিষ্টং চিরং তদ্ভাবনোপচিতং স যদেব কল্পয়তি তদবস্তুং পশ্যতি দর্শনেন সৎ সত্যমিব প্রতিভাসমাগতং প্রাপ্তং সৎ সদ্যোযাস্যতি ব্যবহারোপযোগিতয়া প্রাপ্স্যতি চেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
রাক্ষস্যোক্তং মহাপ্রশ্ন-জালমাবলিতাখিলম্ ॥ ১ ॥
অস্তি কজ্জলপঙ্কাদ্রেরিবোগ্রা শালভঞ্জিকা।
হিমাদ্রেরুত্তরে পার্শ্বে কর্কটী নাম রাক্ষসী ॥ ২ ॥
বিষূচিকাভিধানা চ নাম্নাপ্যন্যায়বাধিকা।
বিন্ধ্যাটবীব দেহেন শুষ্কা কার্শ্যমুপাগতা ॥ ৩ ॥
মহাবলাগ্নিনয়না রোদোরন্ধ্রার্দ্ধপূরণী।
নীলাম্বরধরা কৃষ্ণা দেহবদ্ধেব যামিনী ॥ ৪ ॥
নীহারবসনচ্ছন্না মেদুরাভ্রশিরঃপটা।

বর্ণ্যতে বিস্তরেণাত্র কর্কটী নাম রাক্ষসী।
তস্যাশ্চোগ্রস্তপঃ সর্ব্ব-জন্তুজালজিঘাংসয়া ॥ ১ ॥

বিস্তরসংক্ষেপাভ্যাং বর্ণিতেঽর্থে দৃঢ়ীকারায় কর্কট্যুপাখ্যানাখ্যেতিহাস-মুখেন রাক্ষস্যাঃ কিরাতরাজমন্ত্রিসম্বাদং বিস্তরেণ বিবক্ষুস্তমবতারয়তি অত্রৈবেতি। আবলিতং তত্ত্বতোবিমর্শেন ব্যাপ্তমখিলং জগৎ যত্র ॥ ১ ॥

কজ্জলময়াৎ পঙ্কাদদ্রের্ব্বা নির্ম্মিতা শালভঞ্জিকা প্রতিমেব। বর্ণতঃ কর্ম্মতশ্চ উগ্রা ॥ ২ ॥

তস্যা দ্বে নামনী অন্যে দর্শয়তি বিষূচিকেতি ॥ ৩ ॥

অগ্নিরিব প্রজ্বলন্নয়না। রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথ্যো রন্ধ্রমন্তরালং তদর্দ্ধপূরণীতি বৈপুল্যাতিশয়োক্তিঃ ॥ ৪ ॥

নীহারৈর্ব্বসনেন পরিধানীয়েনেব ছন্না। মেদুরাণ্যভ্রাণ্যেব শিরঃপট উত্তরীয়ং যস্যাঃ। লম্বমানমভ্রবিম্বমিব উল্লসিতা। নিত্যোত্থতিমিরমিবোর্দ্ধজাঃ

লম্বাভ্রবিম্বোল্লসিতা নিত্যোত্থতিমিরোর্দ্ধজা ॥ ৫ ॥
স্থিরবিদ্যুল্লতানেত্রা তমালতরুজানুকা ।
বৈদূর্য্যশূর্পাগ্রনখী ভস্মনীহারহাসিনী ॥ ৬ ॥
নির্ম্মাংসনরদেহৌঘপুষ্পস্রগ্দামভূষিতা ।
সর্ব্বাঙ্গোদাত্তসম্প্রোতশবমালাবিরাজিতা ॥ ৭ ॥
বেতালাবেশবিচলৎকালকঙ্কালকুণ্ডলা ।
অর্কাদানোৎকদীর্ঘাগ্রভীমোগ্রভুজমণ্ডলা ॥ ৮ ॥
তস্যা বিপুলকায়ত্বাদ্দুর্লভত্বান্নিজান্ধসঃ ।
অতৃপ্তোর্ণবলেখায়া ইবাভুজ্জাঠরোনলঃ ॥ ৯ ॥
ন কদাচন সা তৃপ্তিমুপযাতা মহোদরী ।
বড়বানলজিহ্বেব চিন্তয়ামাস চৈকদা ॥ ১০ ॥
জম্বুদ্বীপগতান্ সর্ব্বান্নিগিরামি জনান্ যদি ।
অনারতমনুশ্বাসং জলরাশিমিবার্ণবঃ ॥ ১১ ॥
মেঘেন মৃগতৃষ্ণেব তন্মে ক্ষুদুপশাম্যতি ।
অবিরুদ্ধৈব সা যুক্তির্যয়াপদি হি জীব্যতে ॥ ১২ ॥
মন্ত্রৌষধতপোদানদেবপূজাদিরক্ষিতম্ ।
সমমেব জনং সর্ব্বং নির্ব্বাধং কঃ প্রবাধতে ॥ ১৩ ॥

কেশা যস্যাঃ ॥ ৫ ॥

বৈদূর্য্যবর্ণাঃ-শূর্পাগ্রাকারাশ্চ নখা যস্যাঃ ॥ ৬-৭ ॥

বেতালৈঃ সহ আবেশো নর্ত্তনাভিনিবেশস্তেন বিচলতী স্পন্দমানে কাল-বর্ণে কঙ্কালকুণ্ডলে যস্যাঃ । অর্কস্যাদানে গ্রহণে উৎকমুৎকণ্ঠিতমিব দীর্ঘাগ্রম্ ॥৮॥

নিজস্য স্বজাত্যুচিতস্যান্ধস ওদনস্য আহারস্যেতি যাবৎ ॥ ৯-১০ ॥

অনুশ্বাসং প্রতিশ্বাসম্ ॥ ১১ ॥

মেঘেন মৃগতৃষ্ণা স্বহেত্বাতপনিবারণে কৃতে যথা শাম্যতি তদ্বৎ । যয়া যুক্ত্যা আপদি জীব্যতে সা যুক্তির্হি অবিরুদ্ধা সম্মতা ॥ ১২ ॥

যুগপৎ সর্ব্বজনগ্রসনযুক্তিস্তু অশক্যত্বাৎ বিরুদ্ধৈবেত্যাশয়েনাহ মন্ত্রেতি ।

তপঃ করোমি পরমমখিন্নেনৈব চেতসা।
তপসৈব মহোগ্রেণ যদ্দুরাপং তদাপ্যতে ॥ ১৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা সর্ব্বজন্তুজাতজিঘাংসয়া।
তপোর্থমথ সস্মার পর্ব্বতং ভূতদুর্গমম্ ॥ ১৫ ॥
আরুরোহ চ তচ্ছৃঙ্গং স্থিরবিদ্যুদ্বিলোচনা।
হস্তপাদাদিমদ্দেহা শ্যামলেবাভ্রমণ্ডলী ॥ ১৬ ॥
তত্র গত্বাথ সা স্নাত্বা তপঃ কর্ত্তুং কৃতস্থিতিঃ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন চন্দ্রার্কাস্পন্দলোচনা ॥ ১৭ ॥
ক্রমেণ দিবসাঃ পক্ষাস্তস্যা মাসর্ত্তবোযযুঃ।
শীতাতপেষু লীনায়াঃ কৃতায়া ইব শৈলতঃ ॥ ১৮ ॥
সা বভূবাভ্রমালায়াঃ সমা সংস্তম্ভিতাকৃতিঃ।
কৃষ্ণোর্দ্ধগোর্দ্ধকেশী চ খমাহর্ত্তুমিবোদ্গতা ॥ ১৯ ॥
আলোক্য তাং পবনজর্জ্জরিতাঙ্গক ত্বক্
চীরাঙ্গণাকৃতিরণৎপবনাবধূতৈঃ।

সমং যুগপৎ ॥ ১৩ ॥

তর্হি কথং সর্ব্বজনগ্রসনমনোরথসিদ্ধিস্তত্রাহ তপ ইতি ॥ ১৪ ॥

পর্ব্বতং হিমবন্তম্ ॥ ১৫ ॥

দেহশব্দঃ স্বরূপপরঃ ॥ ১৬ ॥

চন্দ্রার্কাবিব দীপ্তে অস্পন্দে লোচনে যস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

শৈলতঃ কৃতায়া ইবেতি তপঃক্লেশসহনাদ্ভুৎপ্রেক্ষা ॥ ১৮ ॥

নৈল্যাদভ্রোপমা। আহর্ত্তুং আহারং কর্ত্তুং গ্রসিতুমিতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

পবনৈঃ শীতোষ্ণপাংসুরূক্ষবায়ুভির্জ্জর্জ্জরিতানাং শিথিলীকৃতানামঙ্গকানাং কৃশাঙ্গানাং লম্বমানা ত্বগেব চীরং বল্কলমিব যস্যাস্তথাভূতাম্। গণাঃ সেনাস্তদাকৃতি তদ্বদিতি যাবৎ। রণদ্ভিঃ পবনৈরবধূতৈঃ কম্পিতৈঃ ঊর্দ্ধদিক্স্থৈর্মূর্দ্ধজলক্ষণৈস্তমঃপটলৈঃ তারা নক্ষত্রাণি তৎসমূহরূপং মৌক্তিকং দধানাং তাং

ঊর্দ্ধস্থমূর্দ্ধজতমঃ পটলৈর্দ্দধানাং
তারৌঘমৌক্তিকমজঃ সমুপাজগাম ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীবর্ণনং নাম
অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

কর্কটীমালোক্য তস্যৈ বরং দাতুমজোব্রহ্মা সমুপাজগামেতি বক্ষ্যমাণস্য সংক্ষিপ্যোক্তিঃ ॥ ২০ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ বর্ষসহস্রেণ তাং পিতামহ আযযৌ ।
দারুণং হি তপঃ সিদ্ধ্যৈ বিষাগ্নিরপি শীতলঃ ॥ ১ ॥
মনসৈব প্রণম্যৈনং সা তথৈব স্থিতা সতী ।
কোবরঃ ক্ষুচ্ছমায়ালমিতি চিন্তান্বিতাভবৎ ॥ ২ ॥
আ স্মৃতং প্রার্থয়িষ্যেহহং বরমেকমিমং বিভুম্ ।
অনায়সী চায়সী চ স্যামহং জীবসূচিকা ॥ ৩ ॥
অন্যোক্ত্যা দ্বিবিধা সূচির্ভূত্বালক্ষ্যা বিশাম্যহম্ ।
প্রাণিনাং সহ সর্ব্বেষাং হৃদয়ং সুরভির্যথা ॥ ৪ ॥
যথাভিমতমেতেন গ্রসেয়ং সকলং জগৎ ।
ক্রমেণ ক্ষুদ্বিনাশায় ক্ষুদ্বিনাশঃ পরং সুখম্ ॥ ৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তীং তামুবাচ কমলালয়ঃ ।

দত্বাত্র ধাতুঃ কর্কট্যৈ যথাভিলষিতং বরম্ ।
মন্ত্রঞ্চ শুণিরক্ষার্থং স্বলোকে গতিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

কুতোহদুর্ব্বৃত্তায়ামপি তস্যাং দুর্লভতমোধাতুঃ প্রসাদস্তত্রাহ দারুণমিতি। সিদ্ধ্যৈ ভবত্যেবেতি শেষঃ। যতস্তপঃসিদ্ধৌ বিষসহিতোঽগ্নিরপি শীতলো-ভবতি। নাসাধ্যং তপসোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ১-২ ॥

স্মরণেঽহয়মাকারোনিপাতো ন ত্বাঙ্। অনায়সী রোগরূপা। জীবযুক্তা সূচিকা জীবসূচিকা ॥ ৩ ॥

অন্য ব্রহ্মণ উক্ত্যা বরেণ। সহ যুগপৎ সুরভির্ঘ্রাণাকৃষ্টং সৌগন্ধ্যং যথা ॥ ৪ ॥

এতেন ক্রমেণ উপায়েন ॥ ৫ ॥

অন্যাদৃশ্যাস্তথা দৃষ্ট্বা স্তনিতাভ্রারবোপমম্ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্রি কর্কটিকে রক্ষঃকুলশৈলাভ্রমালিকে।
উত্তিষ্ঠ ত্বং তু তুষ্টোঽস্মি গৃহাণাভিমতং বরম্ ॥ ৭ ॥

কর্কট্যুবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ স্যামহং জীবসূচিকা।
অনায়সী চায়সী চ বিধেহর্পয়সি চেৎ বরম্ ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তামুক্ত্বা পুনরাহ পিতামহঃ।
সূচিকা সোপসর্গা ত্বং ভবিষ্যসি বিষূচিকা ॥ ৯ ॥
সূক্ষ্ময়া মায়য়া সর্ব্বলোকহিংসাং করিষ্যসি।
দুর্ভোজনা দুরারম্ভা মূর্খা দুস্থিতয়শ্চ যে ॥ ১০ ॥
দুর্দ্দেশবাসিনোদুষ্টাস্তেষাং হিংসাং করিষ্যসি।
প্রবিশ্যাহৃদয়ং প্রাণৈঃ পদ্মপ্লীহাদিবাধনাৎ ॥ ১১ ॥
বাতলেখাত্মিকা ব্যাধির্ভবিষ্যসি বিষূচিকা।
সগুণং বিগুণঞ্চৈব জনমাসাদয়িষ্যসি ॥ ১২ ॥

শান্তিদান্তিদয়াদিতপস্বিধর্ম্মবিরুদ্ধলোকহিংসাভিলাষিণীত্বাদন্যা দৃশ্যাস্তথা-ঽভিলাষং দৃষ্ট্বা ॥ ৬ ॥

প্রশংসা ভাবিকল্যাণদ্যোতনার্থা ॥ ৭-৯ ॥

সূক্ষ্ময়া জনৈর্দুর্লক্ষ্যয়া। দুর্ভোজনা নিষিদ্ধাপক্বাকালভোজনা অতিভোজনাশ্চ। দুরারম্ভাঃ পরানিষ্টারম্ভকাঃ। দুঃস্থিতয়ঃ অশাস্ত্রীয়মার্গস্থাঃ ॥ ১০ ॥

প্রাণৈঃ প্রাণদ্বারা আ হৃদয়ং অপানমারভ্য হৃদয়পর্য্যন্তং প্রবিশ্য হৃদয়-পদ্মস্য প্লীহস্য তৎসন্নিহিতমাংসগ্রন্থেঃ আদিপদাদ্বস্তিশিরাদীনাঞ্চ বাধনাৎ পীড়নাৎ ॥ ১১ ॥

সগুণং শাস্ত্রসদাচারনিষ্ঠম্। তদন্যং বিগুণম্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গুণান্বিতচিকিৎসার্থং মন্ত্রোঽয়স্তু ময়োচ্যতে।
হিমাদ্রেরুত্তরে পার্শ্বে কর্কটীনাম রাক্ষসী ॥ ১৩ ॥
বিষূচিকাভিধানা সা নাম্নাপ্যন্যায়বাধিকা।

তস্যা মন্ত্রঃ।

ওঁহ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ।
ওঁ নমো ভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং
ওঁ হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ
উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা হিমবন্তং গচ্ছ
জীব সঃ সঃ সঃ চন্দ্রমণ্ডলগতোসি স্বাহা।
ইতি মন্ত্রী মহামন্ত্রং ন্যস্য বামকরোদরে ॥ ১৪ ॥

চিকিৎসা রোগপ্রতীকারস্তদর্থম্ ॥ ১৩ ॥

অন্যায়া ন্যায়পথাতিবর্ত্তিনস্তেষাং বাধিকা। দ্বিবিধা হি বিষ্ণুশক্তিরাদ্যা মায়া যদধীনা অন্যাঃ সর্ব্বাঃ শক্তয়ঃ। অপরা তু তদধীনা প্রতিবস্তুনিয়তা সাত্ত্বিকাদিভেদভিন্না চ। তত্র তামস্যাঃ সংহারশক্তেরংশাঃ প্রাণিদুষ্কর্ম্মফলজননশক্তিবিশেষা রোগাঃ। অতস্তন্নিবৃত্তয়ে আদ্যা মায়া শক্তিঃ প্রণবমায়াদিরহস্যবীজৈঃ পঞ্চভিঃ সম্বোধ্য নমস্কৃত্য প্রার্থ্যতে। ওমিতি চতুর্থ্যন্তম্ নমঃশব্দযোগাৎ। পরব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নম ইত্যর্থঃ। ভগোমাহাত্ম্যং সর্ব্বনিয়মনবীর্য্যং বা তদ্বতি আদ্যবিষ্ণুশক্তে ত্বং দ্বিতীয়াং এনাং ত্বদংশভূতাং রোগাত্মিকাং বিষ্ণুশক্তিং ওঁকারবাচ্যে কারণস্বরূপে হর হর ভৃশমুপসংহর। নিত্যবীপ্সয়োরিতি ভৃশার্থে দ্বির্ব্বচনম্। নয় স্বস্থানং প্রাপয়। পচ পাকেনেব সদ্যো মৃদূকুরু। মথ দধিবদ্বিলোড়য়। উৎসাদয় অস্মাৎ স্থানাদন্যতোনয়। উচ্চৈরন্যৈর্ব্বা প্রকারৈর্দূরে কুরু। স্বাহেতি হবির্দ্দানাদিনা পূজ্যত্বদ্যোতনার্থম্। এবমাদিশক্তিং সম্প্রার্থ্য তদধীনা রোগশক্তিঃ প্রার্থ্যতে। হিমবন্তং স্বস্থানং গচ্ছেতি। ততোরোগিণং প্রত্যাহ—সঃ প্রাক্তনদুষ্কর্ম্মণাভিভূতঃ সঃ রোগেণাভিভূতঃ সঃ মৃত্যুনা বাক্ষ্যমাণস্ত্বং মন্ত্রসামর্থ্যাৎ জীব মৃতোজ্জীবনসমর্থেনা-

মার্জ্জয়েদাতুরাকারং তেন হস্তেন সংযুতঃ।
হিমশৈলাভিমুখ্যেন বিক্রুতাং তাং বিচিন্তয়েৎ।
কর্কটীং কর্কশাক্রন্দাং মন্ত্রমুদ্গরমর্দ্দিতাম্ ॥ ১৫ ॥
আতুরং চিন্তয়েচ্চন্দ্রে রসায়নহ্রদি স্থিতম্।
অজরামরণং যুক্তং মুক্তং সর্ব্বাধিবিভ্রমৈঃ ॥ ১৬ ॥
সাধকোহি শুচির্ভূত্বা স্বাচান্তঃ সুসমাহিতঃ।
ক্রমেণানেন সকলাং প্রোচ্ছিনত্তি বিষূচিকাম্ ॥ ১৭ ॥
ইতি গগনগতস্ত্রিলোকনাথো
গগনগসিদ্ধগৃহীতসিদ্ধমন্ত্রঃ।
গত উপগতশক্রবন্দ্যমানো-
নিজপুরমক্ষয়মায়মুজ্জ্বলশ্রীঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে সূচ্যুপাখ্যানে বিষূচিকামন্ত্রকথনং নাম একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

হ্যমৃতেন সম্পূর্ণং চন্দ্রমণ্ডলং মদীয়ভাবনয়া গতঃ প্রাপ্তোসি। অন্তে স্বাহেতি দীপ্তেঽগ্নৌ হবির্ষ ইব পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলে রোগিণোভাবনয়া প্রক্ষেপঃ কার্য্য ইতি দ্যোতনার্থম্। ইতি ইমং মন্ত্রং মন্ত্রী লিখিত্বা বামকরস্তোদরে তলে স্বস্ত ॥১৪॥

তাং বিষূচিকাম্। বিক্রুতাং পলায়িতাম্ ॥ ১৫ ॥

রসায়নহ্রদি অমৃতগর্ভে। যুক্তং সমাহিতচিত্তম্ ॥ ১৬ ॥

পাঠক্রমাদার্থক্রমবলীয়স্ত্বাৎ শৌচাচমনাদিপূর্ব্বমেব কার্য্যম্। সুসমাহিতঃ অব্যগ্রচিত্তঃ ॥ ১৭ ॥

ত্রিলোকনাথোব্রহ্মা গগনগৈঃ সিদ্ধৈর্গৃহীতঃ সিদ্ধোঽব্যাহতোমন্ত্রো যস্ত তথাবিধঃ সন্ কার্য্যান্তরসিদ্ধয়ে উপগতেন শক্রেণ বন্দ্যমানঃ সন্ অক্ষয়াঃ পরৈরুপহন্তুমশক্যা মায়াঃ সত্যসঙ্কল্পসিদ্ধাঃ পরচিত্তসাঙ্কল্পিকপিতৃমাতৃভ্রাতৃগন্ধমাল্যাদিলোকরূপা বিচিত্রভোগ্যমায়া যত্র তথাবিধং নিজপুরং সত্যলোকং গতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ ভূধরশৃঙ্গাভা সা মহাকৃষ্ণরাক্ষসী ।
কজ্জলাম্বুদলেখেব তানবং গন্তুমুদ্যতা ॥ ১ ॥
বভূবাভ্রোপমাকারা ততোবিটপরূপিণী ।
পুম্প্রমাণা ততোপ্যাসীদথাভূদ্ধস্তমাত্রিকা ॥ ২ ॥
ততঃ প্রাদেশমাত্রা সা ততোপ্যঙ্গুলিরূপিণী ।
ততোমাসশমীতুল্যা ততঃ সূচী বভূব হ ॥ ৩ ॥
ততঃ কৌশেয়সূচিত্বং পদ্মকেসরসুন্দরী ।
প্রাপ সা শিখরাকারা সঙ্কল্পাদ্রিরিবাণুতাম্ ॥ ৪ ॥
ররাজ সূচিকা কৃষ্ণা সূক্ষ্মায়সমনায়সী ।
পুর্য্যষ্টকেন চলিতা ব্যোমগা ব্যোমবাসিনী ॥ ৫ ॥

ক্রমশস্তনুতা পূর্ব্বং সূচিরূপদ্বয়ং গতিঃ ।
সূচ্যাঃ প্রাণিশরীরেষু প্রবেশশ্চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তনু সূক্ষ্মং তদ্ভাবং তানবম্ ॥ ১ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি বভূবেত্যাদিনা । বিটপরূপিণী বৃক্ষশাখাপ্রমাণা ॥ ২ ॥

মাষশমী মাষশিম্বী । সূচী স্থূলসূচী ॥ ৩ ॥

কৌশেয়সীবনযোগ্যা সূক্ষ্মতমসূচী তদ্ভাবম্ । অয়ং চ স্থূলশরীরস্য ক্রমেণ সূক্ষ্মীভাবস্তস্যাঃ স্বসঙ্কল্পকল্পিতস্যৈব । পরাবিদ্যাকল্পিতস্য ত্বগ্রে তত্রৈব গলিতত্বং বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

সা সূক্ষ্মমায়সময়োবিকারং গত্বা কৃষ্ণা সূচিকা অনায়সী জীবসূচিকা চ সতী ররাজ । মহাভূতকর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়প্রাণান্তঃকরণাঽবিদ্যাকামকর্ম্ম-সঙ্ঘাতাত্মকপুর্য্যষ্টকেন ॥ ৫ ॥

সূচী দৃশ্যত এবাসৌ ন ত্বয়োনাম বিদ্যতে।
সম্বিদ্ভ্রমকুলে চৈষা স্বল্পসূচীব লক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥
রত্নসূচীব মসৃণা মনোমননসংযুতা।
বৈদূর্য্যরশ্মিলেখেব ভানুসন্তানসুন্দরী ॥ ৭ ॥
কজ্জলাম্ভোদসঙ্কল্কলতেব পবনাহৃতা।
সূক্ষ্মরন্ধ্রে ক্ষণস্বচ্ছদৃষ্টজ্যোতিঃকনীনিকা ॥ ৮ ॥
সুমুখগ্রাহ্যরূপেণ শ্লক্ষ্ণপুচ্ছশিখাণুনা।
তদা বৈপুল্যশান্ত্যর্থং পরং মৌনব্রতং গতা ॥ ৯ ॥
সুদূরাৎ দীপবদ্দৃষ্টং খতন্মাত্রত্বমাগতা।
দূরাদেব মনোজ্ঞেন প্রোদ্গিরন্তী মুখেন খম্ ॥ ১০ ॥

ইদঞ্চাস্যাঃ সূচিত্বং দৃশ্যভ্রান্তিকল্পিতমেব ন বাস্তবম্। বরশাপসহস্রৈরপি বস্তুনস্তথাভাবাযোগাদিত্যাশয়েনাহ সূচীতি। সম্বিদ্ভ্রমাণাং কুলে সমূহমধ্যে এষাপ্যেকা ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ভানূনাং সূর্য্যকিরণানাং সন্তানেনান্তঃপ্রবেশেন সুন্দরী রত্নসূচীব বৈদূর্য্যরশ্মিলেখেব চ লক্ষ্যতে। মনোমননসংযুতেত্যেতাবান্ দৃষ্টান্তাৎ বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সূর্য্যকিরণাসম্পর্কে ত্বাহ কজ্জলেতি। কজ্জলময়োহম্ভোদো মেঘস্তদ্রূপস্য সঙ্কল্কস্য পিণ্ডস্য লতা প্রতানো লেশঃ। পবনেনাহৃতা উপানীতা। সূক্ষ্মং যদ্রন্ধ্রং তত্র নিবিষ্টয়োরীক্ষণয়োর্দৃশোঃ স্বচ্ছদৃষ্টজ্যোতিষী ইব কনীনিকে কৃষ্ণতারে যস্যাঃ ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্ময়া পুচ্ছশিখয়া পুচ্ছাগ্রেণাণুনা পরমাণুকল্পেন সুমুখং প্রসন্নবদনং যথা স্যাৎ তথা বরদানাৎ গ্রাহ্যেণ অভীষ্টতমেন সূচীরূপেণ নিমিত্তেন পূর্ব্বতনদেহবৈপুল্যস্য শান্ত্যর্থং তদা প্রাক্কালে মৌনং মুনিসম্বন্ধি তপোব্রতং গতা পরং নূনং ইত্যুৎপ্রেক্ষা। অস্যাস্তপোব্রতং স্ববৈপুল্যশান্তাবেব পর্য্যবসন্নং ব্যর্থমিবাসীদিত্যাশয়ঃ ॥ ৯ ॥

কীদৃশং কথঞ্চ তৎ সূচীরূপং সা প্রাপ্তা তদাহ সুদূরাদিতি। সুদূরাৎ বীক্ষণে জনয়েত্রয়োঃ সন্ধ্যদর্শনাদেকদীপবদ্দৃষ্টং সূচীশরীরস্যাদর্শনাৎ খতন্মাত্রত্ব-

কুঞ্চিতেক্ষণসংদৃশ্যা দীর্ঘদীপাংশুকোমলা।
সদ্যঃস্নাতসমুৎসন্নবালবালবিলাসিনী ॥ ১১ ॥
তন্তুর্ব্বিসাদিবোড্ডীনা বাহ্যসঞ্চারকৌতুকাৎ।
ব্রহ্মনাড়িরিবোদ্যুক্তা বহীরন্ধ্রং সুসুন্দরী ॥ ১২ ॥
নিয়তেন্দ্রিয়শক্তিঃ সা জীবেনৈব বহিঃ স্থিতা।
বৌদ্ধতার্কিকবিজ্ঞানসন্তানবদলক্ষিতা ॥ ১৩ ॥
শূন্যসিদ্ধার্থসবিকা রন্ধ্রা নীলমথারবা।
অদৃশ্যয়া জীবসূচ্যা সন্ততামুশ্রিতা স্থিতা ॥ ১৪ ॥
কলাকলনধর্ম্মিণ্যা বাসনামাত্রসারয়া।

মাকাশসাম্যমাগতা প্রাপ্তা। দেহে অন্তর্গতস্যাকাশস্য সৌক্ষ্ম্যপ্রাপ্তৌ বহিরব-স্থানাৎ মনোজ্ঞেন বরপ্রাপ্তিপ্রসন্নেন মুখেন খং প্রোদ্গিরন্তী বমন্তীবেত্যুৎ-প্রেক্ষা ॥ ১০ ॥

পুনঃ সা কীদৃশী তত্রাহ কুঞ্চিতেত্যাদিনা। দীর্ঘা দূরপ্রসৃতা দীপাংশবো-দীপকিরণা ইব কোমলা সূক্ষ্মা অতএবৈকাগ্র্যায় কুঞ্চিতৈরীক্ষণৈর্দ্রষ্টৃদৃষ্টিভিঃ সংদৃশ্যা। সদ্যঃ স্নাতেন স্নানেন সমুৎসন্নোবালানামর্ভকাণাং বালঃ কেশ ইব বিলাসিনী বিলসনশীলা ॥ ১১ ॥

বিসাৎ মৃণালাদুড্ডীনা ঊর্দ্ধং নির্গতা ব্রহ্মনাড়িঃ সুষুম্না বহীরন্ধ্রং ব্রহ্ম-রন্ধ্রাৎ বহির্নির্গত্য উং ঊর্দ্ধং সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখতয়া যুক্তা ॥ ১২ ॥

নিয়তাঃ প্রতিনিয়তস্থাননিবিষ্টাশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়শক্তয়োযস্যাঃ। জীবেন লিঙ্গদেহেনৈব বহিঃ সূচ্যাকারাপন্নেন স্থিতা। যথা বৌদ্ধানামালয়বিজ্ঞান-সন্তানঃ স্বমাত্রগোচরোপি পরৈরলক্ষিতো যথা বা তার্কিকাণাং ধারাবাহিক-জ্ঞানসন্তানঃ সাক্ষ্যনভ্যুপগমাদলক্ষিতস্তদ্বৎ পরৈরলক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

অত্যন্তালক্ষ্যত্বাদেব শূন্যবাদিসিদ্ধার্থানাং সবিকা প্রসবিত্রীবেত্যুৎপ্রেক্ষা। রন্ধ্রস্য নভসো যথা নীলং নৈল্যং তন্ময়া তৎপ্রায়া। অরবা নিঃশব্দা। মন্ত্ত-টষ্টিত্বেপি ঙীব্ভাবশ্ছান্দসঃ। কর্ম্মধারয়ে পুম্বদ্ভাবোবা। এবমায়সীং সূচী-মুপবর্ণ্যাহনায়স্যা জীবসূচ্যাস্তদনুসারিত্বমাহ অদৃশ্যয়েতি ॥ ১৪ ॥

কলাঃ তত্তদ্বৃত্তিষু প্রতিফলিতচিদাভাসাঃ তৎকলনধর্ম্মিণ্যা। ক্ষীণস্য বিনষ্ট-

ক্ষীণদীপাংশুসূচীব তীক্ষ্ণয়ানুপলভ্যয়া ॥ ১৫ ॥
গ্রাসার্থং সূচিতাং যাতা সৈবাস্থা নোপযুজ্যতে ।
বিচারিতং তয়া নৈতদহোমৌর্খ্যবিজৃম্ভিতম্ ॥ ১৬ ॥
সা গ্রাসং চিন্তয়ামাস ন সূচীরূপতুচ্ছতাম্ ।
চিত্তমীহিতমেবৈকং পশ্যন্ত্যাস্তে নিরর্থকম্ ॥ ১৭ ॥
অবিচার্য্যৈব সূচিত্বং তয়া মূঢ়ধিয়া স্থিতম্ ।
নানর্থবুদ্ধেঃ স্ফুরতি পূর্ব্বাপরবিচারণা ॥ ১৮ ॥
স্বার্থক্রিয়োগ্রসামর্থ্যাৎ যাতি ভাবনয়ান্যতাম্ ।
পদার্থোভিমতাংশাঢ্যো নিঃশ্বাসেনেব দর্পণঃ ॥ ১৯ ॥
সূচীভাবং প্রপন্নায়াস্ত্যজন্ত্যাঃ পীবরং বপুঃ ।
মহামরণমপ্যস্যা রাক্ষস্যাঃ সুসুখং স্থিতম্ ॥ ২০ ॥
একবস্তুতিরাগাণামহোনু বিষমা গতিঃ ।
দেহোপি তৃণবত্ত্যক্তো রাক্ষস্যা নিজয়েচ্ছয়া ॥ ২১ ॥
একবস্ত্বতিগন্ধেন ভ্রশ্যন্ত্যন্যা হি সম্বিদঃ ।
রাক্ষস্যা গ্রাসগন্ধেন দেহনাশোপি নেক্ষিতঃ ॥ ২২ ॥

দবস্থস্য দীপস্যাংশুঃ কিরণস্তল্লক্ষণা সূচী যথা চক্ষুষানুপলভ্যাপি স্পৃশ্যমানা-দাহকত্বাৎ তীক্ষ্ণা তথা দৃশ্যা ॥ ১৫ ॥

ইদানীং তস্যাঃ সূচীভাবলক্ষণং তপঃফলমিষ্টানুপযোগাদুপহসতি গ্রাসার্থমিত্যাদিনা । সা গ্রাসাস্থৈব নিরুদরায়াঃ সূচ্যা নোপযুজ্যতে ॥ ১৬ ১৭ ॥

আস্থিতং অভিলষিতম্ । অনর্থবুদ্ধের্নিরর্থকবুদ্ধের্জন্তোঃ ॥ ১৮ ॥

বিমর্শযোগ্যে চিত্তে কুতোন স্ফুরতি তত্রাহ স্বার্থেতি । অভিমতে অভিলষিতেংহশে বিষয়ে আঢ্যোহভিনিবিষ্টশ্চিত্তপদার্থঃ । স্বার্থক্রিয়া অভিমতার্থে দৃঢ়প্রযত্নস্তস্যোগ্রাদনতিক্রমণীয়াৎ সামর্থ্যাৎ ভাবনয়া তদ্রাগানুরঞ্জনেনাহন্যতাং পূর্ব্বনৈর্ম্মল্যবৈপরীত্যং কালুষ্যমিতি যাবৎ । যাতি । যথা নিঃশ্বাসেন দর্পণঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ স্বার্থদৃঢ়ানুরাগাদস্যা মহদ্দুঃখমপি সুখায়িতমিত্যাহ সূচীতি ॥২০-২৩॥

নাশোপি সুখয়ত্যজ্ঞমেকবস্তুতিরাগিণম্।
সূচীভূতা বিদেহাপি পরিতুষ্টৈব রাক্ষসী ॥ ২৩ ॥
অন্যা বভূব লগ্নাশা তথা জীববিষূচিকা।
ব্যোমাত্মিকা নিরাকারা ব্যোমবৃত্তিশরীরকা ॥ ২৪ ॥
তেজস্তন্তুপ্রবাহাভা প্রাণতন্তুময়াত্মিকা।
মূলসম্বেদনাকারা চন্দ্রার্কাংশুকসুন্দরী ॥ ২৫ ॥
পৃথগেবাসিধারাভা পরমাণ্বলীয় সা।
কৌসুমী গন্ধলেখেব কলাকলনরূপিণী ॥ ২৬ ॥
পাপাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ সা হি তস্যাস্তথা স্থিতা।
পরপ্রাণবশাদেব পরমার্থপরায়ণা ॥ ২৭ ॥
এবমস্যাস্তনুর্জ্জাতা সূচীদ্বয়ময়ী হি সা।
নীহারাংশুকবত্তন্বী কার্পাসাংশুসুপেলবা ॥ ২৮ ॥
তনুদ্বয়েন তেনাসৌ প্রবিশ্য হৃদয়ং নৃণাম্।
বেধয়ন্তী ততঃ ক্রূরা প্রবভ্রাম দিশোদশ ॥ ২৯ ॥

প্রসঙ্গান্নীতিমুপবর্ণ্য প্রস্তুতমনুসরন্ জীবসূচ্যাখ্যব্যাধিস্বরূপমাহ অন্যেত্যাদিনা। ব্যোমবৃত্তি আকাশবৎ সূক্ষ্মস্বভাবং লিঙ্গশরীরং যস্যাঃ ॥ ২৪ ॥

মূলসম্বেদনং কুণ্ডলিনী শক্তিস্তদাকারা। চন্দ্রার্কয়োরন্না অংশবোংশুকানি অনীব সুন্দরী ॥ ২৫ ॥

তস্যাঃ কর্কট্যাঃ পাপাত্মিকা অতএব অসিধারাভা ক্রূরা মনোবৃত্তিঃ অয়ঃসূচ্যাঃ পৃথগেব তথা জীবসূচীরূপেণ স্থিতেতি পরেণান্বয়ঃ। কৌসুমী গন্ধলেখেব পরমাণুপরমসূক্ষ্মং যথা স্যাৎ তথা প্রাণিদেহেম্ববলীয়াহন্তঃপ্রবিশ্য হিংসাদিকলানাং চাতুরীণাং যৎ কলনং সম্পাদনং তেন রূপিণী প্রকটা স্থিতা ॥২৬॥

তদেব স্পষ্টমাহ পরেতি। পরেষাং প্রাণিনাং প্রাণবশাৎ প্রাণানমুসৃত্য পরমোঽর্থঃ স্বমনোরথসিদ্ধিস্তত্র পরায়ণা উদ্যুক্তা ॥ ২৭ ॥

তনুদ্বয়বর্ণনমুপসংহরতি এবমিতি ॥ ২৮ ॥

অথ তস্যাঃ সংক্ষেপতশ্চরিত্রমাহ তনুদ্বয়েনেতি ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বঃ স্বসঙ্কল্পবশাল্লঘুর্ভবতি বা গুরুঃ।
কর্কট্যোগ্রং বপুস্ত্যক্ত্বা সূচীত্বমুররীকৃতম্ ॥ ৩০ ॥
তুচ্ছোপ্যর্থোল্পসত্ত্বানাং গচ্ছতি প্রার্থনীয়তাম্।
সূচীবৃত্তপিশাচীত্বং রাক্ষস্যা তপসাশ্রিতম্ ॥ ৩১ ॥
অপি পুণ্যশরীরাণাং জাতিবন্ধোন শাম্যতি।
তনুসূচীপিশাচীত্বং রাক্ষস্যা তপসার্জ্জিতম্ ॥ ৩২ ॥
তস্যাং দিগন্তভ্রমণে প্রবৃত্তায়াং মহানিলৈঃ।
তত্রৈব সা তনুঃ স্থূলা গলিতা শরদভ্রবৎ ॥ ৩৩ ॥
কস্যচিদ্বিবশাঙ্গস্য ক্ষীণস্য বিপুলস্য চ।
প্রবিশ্যান্তর্ব্বাতসূচির্ভবত্যতিবিষূচিকা ॥ ৩৪ ॥
কস্যচিত্তনুদেহস্য স্বস্থস্য সুধিয়োপি বা।
প্রবিশ্য জীবসূচিস্থে ভবত্যন্তর্ব্বিষূচিকা ॥ ৩৫ ॥
এবং কচিৎ তৃপ্যতি সা দুর্ব্বদ্ধিহৃদয়া স্থিতা।
কচিদুচ্ছেদ্যতে পুণ্যৈর্ম্মন্ত্রৌষধিতপঃক্রমৈঃ ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্পস্যাঘটিতঘটনাসামর্থ্যে ইদমেব নিদর্শনমিত্যাহ সর্ব্ব ইতি ॥ ৩০ ॥

অল্পসত্ত্বানাং ক্ষুদ্রমনসাম্। সূচ্যা বৃত্তমিব বৃত্তং যস্মিংস্তথাবিধং পিশাচীত্বম্ ॥ ৩১ ॥

নমু সা তপসা পূতা পুণ্যশরীরা সম্পন্না তথাভূতায়াস্তস্যাঃ পরপীড়াহেতুসূচীশরীরপ্রার্থনং কথং যুক্তং তত্রাহ অপীতি। জাতিবন্ধো জাত্যনুসারিবাসনানিবন্ধঃ ॥ ৩২ ॥

সা স্থূলা সর্ব্বসাধারণাঽবিদ্যাকল্পিতা কর্কটীতনুর্ম্মঽস্তিরনিলৈর্ব্বায়ুভির্গলিতা বিশীর্ণা ॥ ৩৩ ॥

অথ বিষূচ্যাশ্চরিত্রং বিস্তরেণাহ কস্যচিদিত্যাদিনা। প্রাক্ রোগান্তরেণ বিবশাঙ্গস্য ক্ষীণস্য কৃশাঙ্গস্য বিপুলস্য পীনাঙ্গস্য। বাতলীনা অয়ঃসূচিরতিশয়িতা বিষূচিকা প্রবৃত্তিরোগোভবতি ॥ ৩৪ ॥

অন্তর্ব্বিষূচিকা দুর্ব্বুদ্ধিরূপা ॥ ৩৫ ॥

আসীদ্বহূনি বর্ষাণি ভ্রমণৈকপরায়ণা।
দেহদ্বয়েন গচ্ছন্তী ব্যোম্নি ভূমিতলে তথা ॥ ৩৭ ॥
রজস্তিরোহিতা ভূমৌ হস্তেঙ্গুলিতিরোহিতা।
প্রভাতি রোহিতা ব্যোম্নি বস্ত্রে সূত্রতিরোহিতা ॥ ৩৮ ॥
অন্তঃস্থস্নায়ুসরিতি দুর্ভগে পাংশুপাণ্ডুরে।
শুষ্করেখাসরিৎখাতে সূক্ষ্মরেখাজরতৃণে ॥ ৩৯ ॥
অর্থহীনে গতচ্ছায়ে শূন্যা উচ্ছ্বাসকারিণী।
মক্ষিকাবাতহরিতে শ্রীবৃক্ষপরিবর্জ্জিতে ॥ ৪০ ॥
স্থূলাস্থিগ্রন্থিবলিতে নিত্যকম্পস্ফুরত্তমে।
অনাত্মীয়াচ্ছনীহারেঽশুদ্ধাংশুককৃতভ্রমে ॥ ৪১ ॥
কিণস্থাণ্বঙ্গবিশ্রান্তমক্ষিকাপিকবায়সে।

ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে। উচ্ছেদ্যতে নিবার্য্যতে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

তস্যাস্তিরোধানস্থলবিশেষানাহ রজ ইত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

দেহমধ্যেপি তানাহ অন্তঃস্থেতি। ব্যভিচারাদিদোষদুষ্টে ভগে উপস্থেন্দ্রিয়ে। পাংসুভিরূষরাদিভূপাংসুভিঃ পাণ্ডুরে ধূসরাবয়বে। শুষ্কা রূক্ষা যা হস্তপাদাদিরেখাস্তল্লক্ষণে শুষ্কসরিৎখাতে। সূক্ষ্মা যা রোমাদিরেখাস্তল্লক্ষণে জরতৃণে ॥ ৩৯ ॥

অর্থ্যতে ইত্যর্থঃ সৌভাগ্যলক্ষণং তদ্ধীনেঽঙ্গে গতচ্ছায়ে নষ্টকান্তৌ শূন্যা অন্তঃসদ্ভাবশূন্যা উচ্ছ্বাসঃ পীড়িতানামূর্দ্ধনিঃশ্বাসঃ দেহাদ্বহির্দ্দেশেপি মক্ষিকাভিঃ রূক্ষদুর্গন্ধবাতৈশ্চ যুক্তে হরিততৃণাদ্যাবৃতপ্রদেশে শ্রিয়া বৃক্ষৈশ্চ শ্রীফলৈর্ব্বা বিল্বাম্রাদিবৃক্ষৈঃ পরিবর্জ্জিতে ॥ ৪০ ॥

স্থূলৈঃ পশুনরাদ্যস্থিগ্রন্থিভির্ব্বলিতে। বাত্যাদিনা নিত্যং কম্পেন স্ফুরত্তমে সঞ্চলত্তমে। আত্মীয়া আত্মনিষ্ঠাঃ ত এব অচ্ছাঃ স্বচ্ছা নীহারবৎ পরসন্তাপহারিণঃ ন বিদ্যন্তে আত্মীয়াচ্ছনীহারা যত্র। অশুদ্ধাস্তংশুকানি যেষাং তথাবিধৈরশিষ্টজনৈঃ কৃতসঞ্চারে ॥ ৪১ ॥

কিণেষু কোটরেষু স্থাণ্বঙ্গেষু ছিন্নাগ্রবৃক্ষেষু চ ক্রমাৎ বিশ্রান্তা মধুমক্ষিকাঃ পিকবায়সাশ্চ যত্র। শীতাতিশয়েন রূক্ষ এব রৌক্ষ্যো রূঢ়ঃ প্রাদুর্ভূতো রসন্

রৌক্ষরূঢ়রসন্বাতে বিলোলাঙ্গুলিশাখিনি ॥ ৪২ ॥
মালাভ্রলেখাসংসারে স্বাঙ্গুলিব্রণগর্ত্তকে ।
স্পন্দাবশ্যায়পৃষতি পদবল্মীকপর্ব্বতে ॥ ৪৩ ॥
কচত্যাশু জলভ্রান্তৌ নখাজগরকর্কশে ।
কাচিৎকবিসরদ্ভীতভীতযূককুপান্থকে ॥ ৪৪ ॥
বিরূপাশুক্ষসন্দষ্টবীটিকাপূতিপল্বলে ।
মধ্যস্থলে খমার্গৌঘশীতশ্বসনগোচরে ॥ ৪৫ ॥
গ্রস্তযূকা নরৌঘাসৃক্পূর্ণসৃক্কিনখাস্যতাম্ ।
দধতাঙ্গুষ্ঠপক্ষেণ ক্রান্তে সর্ব্বত্র যায়িনী ॥ ৪৬ ॥

শব্দায়মানোবাতো যত্র। অতএব কম্পবিলোলাঙ্গুলিশাখিনি ॥ ৪২ ॥

মালাভূতানামভ্রলেখানাং নীহারপটলানাং সংসারঃ সঞ্চারো যত্র। বিদীর্ণ-স্বাঙ্গুলিব্রণানাং জনানাং গর্ত্তপ্রায়ে নিবাসদেশে। স্পন্দমানা অবশ্যায়পৃষতো হিমবিন্দবো যত্র। পদে পুরুষপাদাঙ্কিতে দেশে বল্মীকে বা মসূরে পর্ব্বতে চ। সমাহারৈকত্বম্ ॥ ৪৩ ॥

আশু জলভ্রান্তৌ কচতি প্রকাশমানে মরুদেশে। নখৈর্নখপ্রধানৈর্ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদিভিরজগরাদিভিশ্চ কর্কশে কঠিনতমে অরণ্যে। কচিত্তবাঃ কাচিৎকা বিসরন্তঃ পলায়মানা ভীতেভ্যোপি ভীতা যূকাভিঃ কুৎসিতাঃ পান্থাঃ পথিক-জনা যত্র ॥ ৪৪ ॥

বিরূপৈরাশুষ্কৈশ্চ পিশাচাদিভিঃ সন্দষ্টানি তাম্বূলবীটিকাপ্রায়াণি শীর্ণ-পর্ণানি যত্র তথাবিধে পূতিপল্বলে দুর্গন্ধজলগর্ত্তে। মধ্যস্থা লেখাঃ কুল্যাদি-খাতানি যেষু তথাবিধমার্গৌঘানাং শীতস্য শ্বসনস্য গোচরে বিষয়ে পান্থ-বিশ্রান্তিস্থানে ॥ ৪৫ ॥

গ্রস্তানাং চর্ব্বিতানাং যূকানামুদরস্থনরৌঘাসৃগ্‌ভিঃ পূর্ণে সৃক্কিণী যেষাং তথাবিধানাং পামরনরবানরাদীনাং নখা এবাস্যানি মুখানি যস্য তত্তাবং দধতা অঙ্গুষ্ঠপক্ষেণ অঙ্গুষ্ঠপরিবারায়িতেনাঙ্গুলিজালেন ক্রান্তে আক্রান্তে সর্ব্বত্র দেহ-প্রদেশে ভূম্যাদিপ্রদেশে প্রাগুক্তস্থানেষু চ যায়িনী গমনশীলা সা অভূদিতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥

নানাবিরচনাচিত্রপটপত্তনগামিনী ।
গমাগমপরিশ্রান্তা তত্রাত্যন্তচিরাধ্বগা ॥ ৪৭ ॥
নগরানগরে ব্যস্তসূত্রভাণ্ডৈকভারিণী ।
তপ্তে কলেবরারণ্যে বলীবর্দ্দাপবর্ত্তিনী ॥ ৪৮ ॥
গুপ্তা বিশ্রমণায়ৈব মনাক্ করপরিচ্যুতা ।
তন্তপ্রোতা মুখাকৃষ্টিঃ খিন্না কাপি বিলীয়তে ॥ ৪৯ ॥
বেধনং কর্ম্মসংশ্লিষ্টা কঠিনাপি ন সাকরোৎ ।
ন হি তীক্ষ্ণোবহিঃ কার্য্যো নিজত্বং বিজহাতি চেৎ ॥৫০॥
সায়ঃসূচী মনঃসূচ্যা বলিতা বিজহার হ ।

তথা নানাবিধাভির্গজতুরগাদিবিরচনাভিশ্চিত্রাঃ পটা বস্ত্রাণি যেষু তথাবিধেষু পত্তনেষু নগরেষু গমনশীলা। তত্র গমাগমৈঃ সঞ্চারৈঃ পরিশ্রান্তা অভূদিতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

সূচীস্বভাবাদেব চ নগরেষ্বনগরেষু গ্রামেষু চ ব্যস্তানাং রথ্যাপ্রক্ষিপ্তানাং কার্পাসাদিসূত্রাণাং তৎপ্রোতানাং কাচমণ্যাদীনাং ভাণ্ডানামলঙ্কারাণাং চ একং ভর্ত্তুং শীলমস্যাঃ। সৌক্ষ্ম্যেণান্যহরণাশক্তেঃ। কিঞ্চ জ্বরাদিনা তপ্তে প্রাণিনাং কলেবরারণ্যে বলীবর্দ্দাপবর্ত্তিনী যথা হৃষ্টো বলীবর্দ্দঃ শৃঙ্গাভ্যাং বল্মীকাদ্যপস্কিরন্নপবর্ত্তয়তি তদ্বদিয়ং সূচ্যপি তচ্ছীলেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

কেনচিৎ সীবনায় গৃহীতা চিরং সীবনে তন্তপ্রোতমুখাকৃষ্টিঃ খিন্না শ্রান্তা সতী মনাক্ তৎকরপরিচ্যুতা সতী বিশ্রমণায়ৈব কাপি গুপ্তা প্রচ্ছন্না লীয়তে ॥ ৪৯ ॥

নমু সা সীবনকর্ত্তুঃ করবেধনং কুতোনাকরোদিত্যাশঙ্ক্যাহ বেধনমিতি। কঠিনা ক্রূরাপি সা স্বযোগ্যে সীবনকর্ম্মণি সূচীত্বাদেব সংশ্লিষ্টা কৌতুকাদাসক্তা সতী বেধনং নাকরোৎ। কুতঃ। সা সূচী নিজত্বং নিজস্বভাবং সীবনং বিজহাতি ত্যজতি ন প্রকটয়তি চেৎ তত্তুল্যযোগত্বাৎ স্বীয়স্তীক্ষ্ণঃ ক্রৌর্য্যস্বভাবোপি ন বহিঃ কার্য্যো বহিঃপ্রকটয়িতুং শক্যঃ। তস্যাপি নিজত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

সা অয়ঃসূচী মনঃচস্যা জীবসূচ্যা। গুর্ব্বী শিলা নাবেব। অল্পলি-

দিক্ষ্বাশেষবশিলাগুৰ্ব্বী নাবাঙ্গপলিতা সতী ॥ ৫১ ॥
বিসসার দিগন্তেষু সান্তঃকরণসত্ত্বয়া ।
তুষলেখেব পবন-শক্ত্যাসংস্থতিরূপয়া ॥ ৫২ ॥
মুখেন সূক্ষ্মসূত্রান্তং চরন্তীব পরোম্ভিতম্ ।
পরপূরোদ্যমেনাশু জাতেব হৃদয়াম্বিতা ॥ ৫৩ ॥
পরপূররসেনৈব সূচ্যা হৃৎস্থ বিকাসিতম্ ।
অনারতপতৎসূক্ষ্মসূত্রান্ত ইব স্তম্ভিতা ॥ ৫৪ ॥
তীক্ষ্ণৈরপি চিরক্ষীণং পূর্য্যতে নির্ব্বিচারণা ।
দৃষ্টান্তোত্র ক্ষণাৎ সূচ্যা পূরিতোজর্জ্জরঃ পটঃ ॥ ৫৫ ॥
সূত্রাংশুনির্গমে যোগ্যং সূচ্যা হৃদয়মর্জ্জিতম্ ।
পরপূরণয়েবাশু তেজশ্চ কবিতার্করুক্ ॥ ৫৬ ॥

তায়াং বৃদ্ধায়াং সতী স্থিতা আশেষ চ দিক্ষু বিজহার বভ্রাম। অঙ্গেতি সম্বোধনং বা ॥ ৫১ ॥

সংস্থতির্ভ্রমণং রূপয়তি প্রকটয়তীতি সংস্থতিরূপা তয়া ॥ ৫২ ॥

পরৈরুম্ভিতং গুম্ফিতং সূক্ষ্মং সূত্রান্তং চরন্তী ভক্ষয়ন্তীব অতএব হি পরপ্রযুক্তেনৈবোদরপূরণোদ্যমেন হৃদয়াম্বিতা স্বস্থচিত্তা জাতেবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৫৩ ॥

উচিতৈবেয়মুৎপ্রেক্ষেত্যাশয়েনাহ পরেতি। যতঃ সূচ্যা প্রাগপি পরপূররসেনৈব পরবধপ্রযুক্তোদরপূরণেচ্ছয়ৈব তপঃ ক্লেশিতং স্বং মনঃ সুবিকাসিতমুল্লাসিতং অতঃ সা অনারতং মুখে পততি সূক্ষ্মসূত্রান্তে স্বাভিলষিতপ্রায়ে স্তম্ভিতা নিরুদ্ধেবেত্যুৎপ্রেক্ষোচিতৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইদানীং সূচ্যা মৌঢ্যাচরিতং তপঃ সূত্রৈঃ পটচ্চরোদরপূরণায়ৈব সম্পন্নং ন স্বোদরপূরণায়েত্যুৎপ্রেক্ষিতার্থোলোকপ্রসিদ্ধসামান্যোক্তিদৃষ্টান্তঃ সম্পন্ন ইত্যাহ তীক্ষ্ণৈরপীতি। চিরায় ক্ষীণং দারিদ্র্যকার্শ্যাদিপীড়িতং কুলং তীক্ষ্ণৈঃ ক্রূরৈরপি পূর্য্যতে দয়য়া পোষ্যতে। নির্ব্বিচারণা নাস্মিন্নর্থে বিচারোঽস্তি। যতোদৃষ্টান্তোত্রার্থে সূচ্যা পূরিতো জর্জ্জরঃ পটঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কুতো ন সূচ্যা স্বোদরপূরণং কৃতং তত্রাহ সূত্রেতি। যতঃ সূচ্যা সূত্রস্যাংশোরগ্রভাগস্য নির্গমে অন্তরপ্রবেশে যোগ্যমচ্ছিদ্রমেব হৃদয়ং তপসা অর্জ্জিতং

অকস্মাৎ তেন রূঢ়েন ক্ষীণপূরেণ রূপিণী।
হৃদয়ে রাক্ষসী সূচিঃ কর্ম্মণা তপ্যতে চ সা ॥ ৫৭ ॥
বেধং পূররয়েণেব করোতি স্বং প্রচারিতা।
প্রকৃতেন নিজেনাপি বেধায় ব্যবহারিতা ॥ ৫৮ ॥
সঞ্চারয়তি বস্ত্রেষু সূত্রং চতুরবেধনাৎ।
আদীর্ঘবাসনাতন্তুঃ শরীরেম্বিব চেতনাম্ ॥ ৫৯ ॥
সঞ্চার্য্যমাণবেধেন ধাবন্তীবাক্ষিপাতনে।
অদর্শিতমুখাএব দুর্জ্জনা মর্ম্মবেধিনঃ ॥ ৬০ ॥

তথা তেজোবুদ্ধিপ্রকাশোঽপি তত্ত্বাববোধভাগ্যশালিত্বাৎ কবিতায়া অভিজ্ঞতায়া অর্করুক্ সূর্য্যকান্তিরিব প্রকাশস্বভাবমপি পরপূরণৈকেব পটাদিসীবনেনৈব আশু ব্যাপ্তুং ন তু স্বভোগোপযুক্তমর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। আঙ্পূর্ব্বাদশূ ব্যাপ্তাবিতি ধাতোরৌণাদিক উ প্রত্যয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

অতএব তস্যাঃ পশ্চাৎ তাপোঽভূদিত্যাহ অকস্মাদিতি। পূর্য্যত ইতি পূর উদরম্। ক্ষীণপূরেণ তেন তপঃকর্ম্মণা অকস্মাৎ রূঢ়েন প্রাদুর্ভূতেন তেন সূচীভাবেন রূপিণী। সা সূচিঃ ॥ ৫৭ ॥

যদি পশ্চাত্তপ্তা সা তর্হি কিং প্রাণিবেধনাদুপরতা নেত্যাহ বেধমিতি। তথাপি সা পূররয়েণেব নদীপ্রবাহবেগসদৃশেন নিজেন রাক্ষসস্বভাবেন প্রকৃতেন সূচীস্বভাবেনাপি প্রাণিবেধনাভিনিবেশেন বেধায়ৈব স্বং স্বানুরূপং প্রচারিতা প্রথমমুদ্যোজিতা পশ্চাৎ ব্যবহারিতা চ সতী বেধং করোত্যেব ॥ ৫৮ ॥

অতএব কেবলসূচীস্বভাবপ্রযুক্তং কার্য্যমপি করোতীতি প্রাগুক্তমর্থং সদৃষ্টান্তমাহ সঞ্চারয়তীতি। যথা পুত্রকলত্রাদিবিষয়েষ্বাদীর্ঘোবাসনারূপতন্তুর্ম্মরণকালে উদ্ভূত তত্তদ্বাসনানুরূপস্ত্র্যাদিশরীরেষু জীবচেতনাং সঞ্চারয়তি তদ্বৎ বস্ত্রেষু সূত্রং সঞ্চারয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অতএব তুন্নবায়ৈঃ পটেষু বেধেন সঞ্চার্য্যমাণা তেষামক্ষিপাতনে চক্ষুঃসন্নিকর্ষে মুখং পটে নিগূহ্য ধাবন্তীব বভূবেতি শেষঃ। দুর্যুক্তমেবেদং তস্যা কৃতমিত্যর্থান্তরন্যাসেন দ্রঢ়য়তি অদর্শিতেতি। পিশুনচোরাদয়ো হি দুর্জ্জনাঃ অদর্শিতস্বমুখা এব পরমর্ম্মভেদিনঃ প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

কণ্ঠবস্ত্রদলপ্রোতা বেধাক্ষা মুখমীক্ষতে।
কথমেতা ভিনদ্মীতি তীক্ষ্ণানামেতদীপ্সিতম্ ॥ ৬১ ॥
সমমেব চ কৌশেয়ে ক্ষৌমে চ বসনে সৃতা।
জড়ঃ ক ইব বা নাম গুণা গুণমপেক্ষতে ॥ ৬২ ॥
সা দধানা ততং সূত্রমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিপীড়িতা।
আন্ত্রতন্তুমিবামান্তমুদ্গিরন্তী নিরীক্ষতে ॥ ৬৩ ॥
তীক্ষ্ণাপ্যহৃদয়ত্বেন সরসেষ্বরসেষ্ববিৎ।
সূত্রিতাপি পদার্থেষু বিশত্যরসগামিনী ॥ ৬৪ ॥
অগর্দ্দতী মুখপ্রোতা সুতীক্ষ্ণাপি চ তাপিধীঃ।
সুবেধিতাপ্যহৃদয়া রাজপুত্র্যপি দুর্ভগা॥ ৬৫ ॥

কদাচিৎ কণ্ঠসক্তস্যোত্তরীয়বস্ত্রস্য গুণে প্রোতা সতী বেধাক্ষা স্বকীয়চ্ছিদ্র-লক্ষণেন নেত্রেণ নারীণাং মুখমীক্ষতে। কেনাভিপ্রায়েণেতি তমাহ কথ-মিতি ॥ ৬১ ॥

কৌশেয়ে মৃদুস্নিগ্ধত্বাদিগুণবতি পট্টবস্ত্রে ক্ষৌমে কাঠিন্যরূক্ষত্বাদিদোষ-বতি ক্ষুমাবল্কলে চ সমং তুল্যবৃত্ত্যৈব সৃতা প্রবিষ্টা। জড়োমূর্খঃ। অগুণং দোষম্। অপেক্ষতে বিমৃশতীতি যাবৎ ॥ ৬২ ॥

সীবনকালে সূচীচ্ছিদ্রাৎ তন্তুনির্গমনং সীবকাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতসূচ্যুদরান্তর্গ-তান্ত্রতন্তূদ্বমনত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। সেতি। অমান্তং নিরবকাশত্বাদন্তঃস্থিতি-মলভমানম্ ॥ ৬৩ ॥

সূত্রিতা সূত্রপ্রোতা তীক্ষ্ণাপি সা সরসেষ্বরসেষ্বপি পদার্থেষু অহৃদয়ত্বেন অন্তর্হৃদয়শূন্যত্বেন অবিৎ বিশেষানভিজ্ঞা অতএবারসগামিনী রসাস্বাদহীনা-সূচী স্বভাবাদেব বিশতি ॥ ৬৪ ॥

অনপরাধদণ্ডপ্রাপ্তেরহো অস্যা দুর্দ্দশেত্যাহ অগর্দ্দতীতি। নর্দ্দ গর্দ্দ শব্দে। অগর্দ্দতী নিষ্ঠুরভাষণাদিশব্দমকুর্ব্বাণাপি মুখে প্রোতা সূত্রেণ সুতীক্ষ্ণা পর সন্তাপসমর্থাপি স্বয়মেব তাপিনী সন্তাপবতী ধীর্যস্যাঃ সুষ্ঠু বেধিতা সঞ্জাত-চ্ছিদ্রাপি অহৃদয়া অহৃদরচ্ছিদ্রা যথা রাজপুত্র্যপি দুর্ভগা অভাগ্যা সম্পদ্যতে তদ্বদিয়মপি সম্পন্নেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

বিনা পরাপকারেণ তীক্ষ্ণা মরণমীহতে।
বেদনাদ্রোধিতা সূচী কর্ম্মপাশে প্রলম্বতে ॥ ৬৬ ॥
শেতে কিং শ্যামমৈত্র্যেব দূরে করপরিচ্যুতা।
স্বরূপসদৃশং মিত্রং কস্মৈ নাম ন রোচতে ॥ ৬৭ ॥
মিশ্রিতা মূঢ়চিত্তানাং বৃত্তিভিঃ প্রাকৃতে জনে।
তিষ্ঠত্যাত্মসমাং কোহি সঙ্গতিং ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥
ভবত্যয়স্কারবিত্তৌ সন্ত্যজ্যান্তর্দ্ধিগামিনী।
ভস্ত্রাবাতৈর্ব্বিচলিতা গগনাদুৎপতোন্মুখী ॥ ৬৯ ॥
প্রাণাপানপ্রবাহস্থ-হৃৎপদ্মান্তরচারিণী।
দুঃখশক্তির্ম্মহাঘোরা জীবশক্তিরিবোদিতা ॥ ৭০ ॥
সমানবৈপরীত্যেন সমানসমগামিনী।

যুক্তৈবাস্যাঃ সা দুর্দ্দশেত্যাহ বিনেতি। যতঃ সা পরেষাং স্বাপকারেণ বিনৈব মরণং বধমীহতে ইচ্ছতি অতস্তৎপাপবশাৎ বেদনাৎ স্ববুদ্ধিবশাদেব সূত্রে রোধিতা সতী স্বকর্ম্মপাশে এব প্রলম্বতে ইত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৬৬ ॥

দৈবাৎ সীবকস্য করাৎ পরিচ্যুতা সতী তস্যাঙ্গস্য বা অঙ্কে উৎসঙ্গে দূরে করস্পর্শাযোগ্যে স্থানে কিংশ্যামৈঃ কুৎসিতশ্যামবর্ণৈরধোরোমভিঃ সহ মৈত্র্যেব মিত্রত্ববশাদিব তেষু শেতে নিদ্রাতি। কুতোঽস্যাস্তৎসমাগমোরোচতে তত্রাহ স্বরূপসদৃশমিতি ॥ ৬৭ ॥

অতএব মূর্খচিত্তবৃত্ত্যাপি সহ সঙ্গতিস্তস্যা রোচতে ইত্যাহ মিশ্রিতেতি ॥ ৬৮ ॥

নন্বেবং তস্যা লোহসূচ্যন্তরৈঃ সহাপি সাম্যাৎ তন্মৈত্র্যা কদাচিৎ তৈঃ সহ দৈবাল্লোহকারপ্রাপ্তৌ কিং করোতি তত্রাহ ভবতীতি। অয়স্কারাণাং বিত্তৌ প্রাপ্তৌ সত্যাস্তৈঃ সন্তাপায়াগ্নৌ ক্ষিপ্যমানা তদীয়চর্ম্মভস্ত্রাবাতৈর্ব্বিচলিতা সতী তান্ সন্ত্যজ্যান্তর্দ্ধিগামিনী অন্তর্ধানগতা সতী গগনাদুৎপতোন্মুখী পলায়নপরা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

তস্যাঃ প্রাণিনাং প্রাণাদিদ্বারা দেহান্তঃসঞ্চারমাহ প্রাণেত্যাদিনা। দুঃখপ্রদা কর্ম্মশক্তিরেব জীবশক্তিঃ সজীবা উদিতা আবির্ভূতেব ॥ ৭০-৭১ ॥

উদানবিপরীতত্বাদুদানসমগামিনী ॥ ৭১ ॥
ব্যানস্থা ব্যাধিজননী সর্ব্বাঙ্গরসচারিণী ।
হৃৎকণ্ঠে শূলপবনে বৈবর্ণ্যোন্মাদকারিণী ॥ ৭২ ॥
প্রায়শোঽবিকহস্তস্থা সুপ্তোর্ণাগন্ধকোটরে ।
বালহস্তাঙ্গুলীতল্প-বেধনৈকবিলাসিনী ॥ ৭৩ ॥
পাদপ্রবিষ্টা রুধির-পানোপার্জ্জনবিস্মিতা ।
তুষ্যত্যতিতরাং গুচ্ছ-ভোজনা তুচ্ছভোজনৈঃ ॥ ৭৪ ॥
শেতে কর্দ্দমকোশস্থা চিরকালমধোমুখী ।
ইচ্ছানুরূপমাসাদ্য ক ইবাস্পদমুজ্ঝতি ॥ ৭৫ ॥
ক্রৌর্য্যেণাপহতাত্মানং দর্শয়ত্যুপবেধনৈঃ ।
উৎসবাদপি নীচানাং কলহোপি সুখায়তে ॥ ৭৬ ॥
কপর্দ্দকার্দ্ধলাভেন কৃপণোবহু মন্যতে ।
দুরুচ্ছেদা হি ভূতানামহঙ্কারচমৎকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥

শূলপবনে শূলরোগাত্মকে বায়ৌ প্রবিশ্যেতি শেষঃ ॥ ৭২ ॥

প্রায়শঃ কম্বলাদিসীবনকালে অবিকানাং অবিপালানাং হস্তস্থা কদাচিৎ তদীয়োর্ণানাং গন্ধস্য লেশস্য কোটরে সুপ্তা কদাচিৎ তু বালানাং হস্তাঙ্গুল্যাদিলক্ষণস্য স্বতল্পস্য বেধনে একবিলাসিনী মুখ্যকৌতুকবতী আসীদিতি শেষঃ ॥ ৭৩ ॥

পুষ্পগুচ্ছমালাগ্রথনকালে গুচ্ছভোজনা তুচ্ছভোজনৈরল্পভোজনৈস্তুষ্যতি তৃপ্যতি ॥ ৭৪ ॥

কর্দ্দমকোশো মলপঙ্কিলমূলাধারকোশঃ ॥ ৭৫ ॥

অপহতং দূষিতমাত্মানং স্বাম্ । উপবেধনৈঃ পরপ্রাণাপহারপর্য্যন্তৈর্ব্বেধনৈঃ । স্বার্থাভাবে কথং পরমারণে তস্যাঃ প্রবৃত্তিস্তত্রাহ উৎসবাদপীতি । যেষাং পরপীড়াঽসামর্থ্যেপি পরৈঃ সহ কলহোপি সুখায়তে তেষাং পরমারণং সুখায়তে ইতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

অল্পতররক্তকণাস্বাদলোভাৎ বাহস্যাঃ পরমারণে প্রবৃত্তিরুপপন্নেত্যাহ কপ-

সূচিকা যুগ্মলভ্যেন মোহিতেনাত্মনা নৃণাম্ ।
মৃতিমাশঙ্কতে চিত্রা স্বার্থে নোদেতি মূঢ়তা ॥ ৭৮ ॥
বস্ত্রতন্তুবিভেদেন পরমারণমাশু মে ।
ইদং সম্পদ্যত ইতি ভবত্যন্তর্হি নির্ম্মলা ॥ ৭৯ ॥
স্থাপিতা মলমাদত্তে যথা মৃদ্ঘর্ষণং বিনা ।
পরাপরাধবিরহাদ্ব্যাধিস্তস্যাঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮০ ॥
সূক্ষ্মা দৃশ্যা চৈব দাত্রী ক্ষণাদ্বিস্মৃতিমেতি সা ।
তীক্ষ্ণভেদকরী ক্রূরা সূচীচেষ্টেব দৈবিকী ॥ ৮১ ॥
তন্তুবেধনমাত্রেণ হতোঽন্য ইতি তোষিতা ।
দুর্জ্জনোযেন তেনৈব নাশিতেনৈতি হৃষ্টতাম্ ॥ ৮২ ॥
পঙ্কে মজ্জতি যাতি খং বিহরতি ব্যোমানিলৈর্দ্দিক্‌তটে
শেতে পাংসুষু ভূতলেম্বিব বনে পট্টে গৃহেঽন্তঃপুরে ।

র্দ্দকেতি। রাক্ষসকুলোচিতপরহিংসাবিহারাভিমানাৎ বা তদুপপত্তিরিত্যাহ হৃরুচ্ছেদেতি ॥ ৭৭ ॥

সা মোহিতেন মূঢ়েনাত্মনা ক্রিয়মাণেন জীবসূচী লোহসূচীতি স্বকীয়-সূচিকাদ্বয়লভ্যেন বেধনেন সর্ব্বেষাং নৃণাং মৃতিমাশঙ্কতে তর্কয়তি। মূঢ়া নামাবশ্যকে স্বার্থে মূঢ়তা নোদেতি সা চিত্রা আশ্চর্য্যভূতেত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

ইদানীং মে মম পরমারণং প্রাক্ সীবনকালে বস্ত্রতন্তুবিভেদেনাভ্যস্ত-মিতি হেতোরাশু সম্পদ্যতে ইতি স্বকৌশলানুসন্ধানেনান্তঃ অত্যন্তং নির্ম্মলা প্রসন্না ভবতি। হৃষ্যতীতি যাবৎ ॥ ৭৯ ॥

যথা লোকে প্রসিদ্ধা সূচিঃ সীবনেন মৃদোঘর্ষণং বিনা তূষ্ণীং স্থাপিতা মলমনৈর্ম্মল্যমাদত্তে স্বীকরোতি তথা তস্যা অপি পরাপরাধবিরহাৎ ব্যাধি-র্দুখং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

অদৃশ্যা দাত্রী খণ্ডয়িত্রী। দৈবিকী ঔৎপাতিকী চেষ্টেব ॥ ৮১ ॥

মর্ম্মস্থানাচ্ছাদনোত্তরীয়তন্তুবেধনমাত্রকৌশলেন ॥ ৮২ ॥

বিস্তরোক্তং সূচীচরিত্রং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি পঙ্কে ইতি। পঙ্কলাদি-পঙ্কে মজ্জতি। খমাকাশং যাতি। ব্যোমানিলৈঃ সহ দিক্‌তটে বিহরতি।

হস্তে শ্রোত্রসরোরুহেহথ মৃদুনি স্বেচ্ছোর্ণিকাখণ্ডকে
রন্ধ্রে কাষ্ঠমৃদাঞ্চ মাতি হৃদয়ে দ্রব্যাত্মশক্ত্যেব সা ॥৮৩॥

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৮৪ ॥

ষষ্ঠং দিনম্।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে সূচিব্যবহারবর্ণনং নাম
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

ইবকারো ভিন্নক্রমঃ। অন্তঃপুরে গৃহে পট্টে পর্য্যঙ্কপট্টাস্তরণ ইব ভূতলে বনে পাংসুম্বপি শেতে তথা নরাণাং হস্তে শ্রোত্রলক্ষণে শ্রোত্রহে বা সরোরুহে পদ্মে স্বেচ্ছয়া উর্ণিকানাং মেষরোম্ণাং খণ্ডকে রাশৌ চ শেতে। কাষ্ঠানাং মৃদাং কুড্যাদীনাং চ রন্ধ্রে অল্পতরেপি ছিদ্রে মাতি সংমীয়তে তথা প্রাণিনাং হৃদয়ে চ মাতি। যথা মণিমন্ত্রাদিদ্রব্যাত্মশক্ত্যা মায়াবী যোগী বা সর্ব্বত্র যথেচ্ছং বিহরতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩-৮৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

---*---

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ সা বহুকালেন কর্কটীনাম রাক্ষসী।
সর্ব্বেষাং নরমাংসানাং ন তু তৃপ্তিমুপাযযৌ ॥ ১ ॥
পূর্ব্বেণৈব কিলাহ্না সা তৃপ্তা রুধিরবিন্দুনা।
সূচ্যাঃ কিমিব মাত্যন্তস্তৃষ্ণা সূচী সুদুর্ভরা ॥ ২ ॥
চিন্তয়ামাস হা কষ্টং কিমহং সূচিতাং গতা।
সূক্ষ্মাস্মি হতশক্তিশ্চ অপি গ্রাসো ন মাতি চ ॥ ৩ ॥
ক্ব মে তানি বিশালানি গতান্যঙ্গানি দুর্ধিয়ঃ।
কালমেঘবিশালানি বনে শীর্ণানি পর্ণবৎ ॥ ৪ ॥
ময্যস্যাং মন্দভাগ্যায়াং মনাগপি ন মাতি হি।
স্বাদুমাংসরসগ্রাসো বসাবাসিত আসযন্ ॥ ৫ ॥
পঙ্কান্তর্ব্বিনিমজ্জামি পতামি ধরণীতলে।

কর্কট্যাঃ সূচিভূতায়াঃ পশ্চাত্তাপোত্র বর্ণ্যতে।
স্মরন্ত্যাঃ প্রাক্তনং দেহং বিস্তরাৎ পরিদেবনম্ ॥ ১ ॥

সর্ব্বেষাং সর্ব্বজাতীয়ানাং নরাণাং মাংসানামাস্বাদনেঽপীতি শেষঃ। তৃপ্তিমলং বুদ্ধিম্ ॥ ১ ॥

তৃপ্তা অপগতক্ষুধা ॥ ২ ॥

হতশক্তিঃ কুণ্ঠিতভক্ষণসামর্থ্যা। ন মাত্যুদরে ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

তানি প্রাক্তনানি। অঙ্গানি হস্তপাদাদীনি ॥ ৪ ॥

অস্যাং ময়ি তদ্দশাপন্নায়াম্। বসয়া বাসিতঃ সুগন্ধিঃ। আসনি আস্যে যন্ প্রবিশন্। ইতের্শতৃপ্রত্যয়ঃ। পদ্দন্নিতি সূত্রে প্রভৃতিগ্রহণস্য প্রকারার্থত্বাদাসন্নাদেশঃ ॥ ৫ ॥

হতাস্মি জনপাদৌঘৈঃ শুক্রেণ মলিনাস্মি চ ॥ ৬ ॥
হা হতাহমনাথাহমনাশ্বাসা নিরাস্পদা।
দুঃখাদ্দুঃখে নিমজ্জামি সঙ্কটাৎ সঙ্কটেপি চ ॥ ৭ ॥
ন সখী ন চ মে দাসী ন মে মাতা ন মে পিতা।
ন মে বন্ধুর্ন মে ভৃত্যা ন মে ভ্রাতা ন মে সুতঃ ॥ ৮ ॥
ন মে দেহো ন মে স্থানং ন মে কশ্চিৎ সমাশ্রয়ঃ।
নৈকস্থানে সমাবাসো ভ্রাম্যামি বনপর্ণবৎ ॥ ৯ ॥
আপদাং ধুরি তিষ্ঠামি নিবিষ্টাস্মি সুদারুণে।
অভাবমপি বাঞ্ছামি সোপি সম্পদ্যতে ন মে ॥ ১০ ॥
স্বকোদেহঃ পরিত্যক্তো মূঢ়চেতনয়া ময়া।
কাচবুদ্ধ্যা বিমূঢ়েন হস্তাচ্চিন্তামণির্যথা ॥ ১১ ॥
আপতদ্ধি মনোমোহং পূর্ব্বমাপৎ প্রযচ্ছতি।
পশ্চাদনর্থবিস্তাররূপেণ পরিজৃম্ভতে ॥ ১২ ॥
ধূমেষু পরিতিষ্ঠামি মার্গে বিলুলিতাস্মি চ।
তৃণেষু প্রেষিতাস্ম্যন্তর্হা মে দুঃখপরম্পরা ॥ ১৩ ॥
পরপ্রৈষকরী নিত্যং পরসঞ্চারচারিণী।

পঙ্কাস্তর্মজ্জনাদি প্রাক্ সর্গে বর্ণিতম্। শুক্রেণ চরমধাতুনা ॥ ৬ ॥
অনাশ্বাসা সখিবন্ধ্বাদ্যাশ্বাসনশূন্যা। সঙ্কটাৎ প্রাণসঙ্কটাৎ ॥ ৭ ॥
তৎ কুতস্তত্রাহ নেতি ॥ ৮ ॥
সমাশ্রয় উপজীব্যঃ ॥ ৯ ॥
অভাবং মরণম্ ॥ ১০-১১ ॥

ইদঞ্চ দুঃখং মোহাবিষ্টমনঃকৃতমেবেত্যাহ আপতদ্ধীতি। মনঃ কর্তৃ মোহমাপ তৎ সৎ পূর্ব্বমাপাদয়তি দুঃখসহস্রমিত্যাপদ্দূর্ব্বুদ্ধি স্তাম্। ব্যত্যয়েন প্রথমা ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ কদাচিদহং কৈশ্চিৎ সূত্রে প্রোতা ধূমপ্রদেশে বদ্ধা ধূমেষু পরি উপরি তিষ্ঠামি। কদাচিৎ মার্গে পতিতা খরোষ্ট্রাদিভির্বিলুলিতা উপ-

পরং কার্পণ্যমায়াতা জাতা পরবশাস্ম্যলম্ ॥ ১৪ ॥
ভ্রান্তিং করোমি তুচ্ছে চ সাপি বেধনরূপিণী।
অহোমমাল্পভাগ্যায়া দৌর্ভাগ্যমপি দুর্ভগম্ ॥ ১৫ ॥
উত্থিতঃ স্ফারবেতালঃ কুর্ব্বত্যাঃ শান্তিমদ্য মে।
সর্ব্বনাশেবদাতেন প্রবৃত্তায়া মমোদিতঃ ॥ ১৬ ॥
কিং মন্দয়া ময়া তাদৃক্ সন্ত্যক্তং তৎ মহাবপুঃ।
যথা নাশেন বা ভাব্যং তথোদেত্যশুভা মতিঃ ॥ ১৭ ॥
মামবান্তরনির্মগ্নাং সূক্ষ্মাং কীটতনোরপি।
উদ্ধরিষ্যতি কোনাম পাংসুরাশিভিরাবৃতাম্ ॥ ১৮ ॥
বিবিক্তমনসাং বুদ্ধৌ ক্ব স্ফুরন্তি হতাশয়াঃ।
গ্রামমার্গতৃণানীব গিরেরুপরি বাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥
স্থিতায়া অজ্ঞতাম্ভোধৌ ক্ব মমাভ্যুদয়োভবেৎ।

মর্দ্দিতা। কদাচিৎ কৈশ্চিন্নলিকাদিতৃণেষু নিধানায়ান্তঃপ্রেষিতা প্রবেশিতাস্মি ॥ ১৩-১৪ ॥

তুচ্ছেদাগুররক্তাদ্যাস্বাদবিষয়েষু ভ্রান্তিমভিলাষম্। সা ভ্রান্তিরপি বেধনরূপিণী বেধনমাত্রফলা নাস্বাদনফলা। নিরুদরজিহ্বত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সোঽয়ং বেতালশান্তিকর্ম্মণি বেতালোদয় ইতি লোকপ্রসিদ্ধ আভাণকঃ স্বস্যাং সম্পন্ন ইত্যাহ উত্থিত ইতি। অবদাতেন তপসা ॥ ১৬ ॥

তৎ প্রাক্তনং মহাবপুঃ। কিং কারণং ত্যক্তম্। বা অথ বা যেন প্রকারেণ বুদ্ধৌ সত্যাং নাশেন ভাব্যম্। আবশ্যকে কৃত্যঃ ॥ ১৭ ॥

নাপূজয়ং গণেশানং সূচীসৃষ্টৌ স বিশ্বসৃট্। নাপসূত্রাং ততঃ সূচীং নষ্টাং বিন্দতি মানব ইত্যাভাণকমনুস্মৃত্যাহ মামিতি। অবান্তরে পথি দৈবাৎ পাংসুনির্মগ্নাং কোবা উদ্ধরিষ্যতি দুর্লক্ষ্যত্বাৎ ন কশ্চিদুদ্ধরিষ্যতীত্যর্থঃ। হারিতামিতি পাঠে হাপিতাম্। আবৃতামিতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যপ্যস্মদৃশ উদ্ধর্ত্তুমশক্তাস্তথাপি বিবিক্তমনসঃ সূক্ষ্মদর্শিনোযোগিনস্ত্বামুদ্ধরিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ বিবিক্তেতি। হতাশয়া মাদৃশা ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

ননু ত্বয়ৈব স্বাত্মোদ্ধর্ত্তব্যস্তত্রাহ স্থিতায়া ইতি। প্রকাশয়তীতি প্রকাশস্ত-

অন্ধস্থোদেতি প্রাকাশ্যং ন খদ্যোতানুসেবিনঃ ॥ ২০ ॥
অতঃ কিয়ন্তং নোজানে কালমাবলিতাপদম্ ।
ময়াপচ্ছ্বভ্রগর্ত্তেষু লুঠিতব্যং হতেহয়া ॥ ২১ ॥
কদা স্যামঞ্জনমহাশৈলপুত্রকরূপিণী ।
দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বৈধুর্য্যে স্তম্ভতামনুতিষ্ঠতী ॥ ২২ ॥
মেঘমালাসমভুজা চিরং বিদ্যুৎপদেক্ষণা ।
নীহারজালবসনা প্রোচ্চকেশমিতাম্বরা ॥ ২৩ ॥
লম্বোদরাভ্রসন্দর্শপ্রনর্ত্তিতশিখণ্ডিনী ।
লম্বলোলস্তনী শ্যামা দেহবাতদ্রবৎস্তনী ॥ ২৪ ॥
হাসভস্মচ্ছটাচ্ছন্নসূর্য্যমণ্ডলরোধিনী ।
কৃতান্তগ্রসনোদ্যুক্তকৃত্যৈকাকৃতিধারিণী ॥ ২৫ ॥
কৃশানূলূখলদৃশা সূর্য্যস্রগ্দামহারিণী ।
পর্ব্বতাৎ পর্ব্বতে শৃঙ্গে ন্যস্য পাদৌ বিহারিণী ॥ ২৬ ॥

স্তাবঃ প্রাকাশ্যমর্থদর্শনম্ ॥ ২০ ॥

আবলিতা আপদা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্ যথা স্যাৎ তথা লুঠিতব্যম্ ॥ ২১ ॥

বৈধুর্য্যে প্রাণিসংহারেণাবষ্টম্ভেন চ ভারোত্তারণে ॥ ২২ ॥

বিদ্যুৎপদে বিদ্যুৎস্থানাপন্নে ঈক্ষণে চক্ষুষী যস্যাঃ । প্রোচ্চৈঃ কেশৈর্ম্মিতমম্বরং যস্যাঃ ॥ ২৩ ॥

উদরলক্ষণস্যাভ্রস্য সন্দর্শেন প্রেক্ষণেন প্রনর্ত্তিতাঃ শিখণ্ডিনোময়ূরা যয়া । দেহবাতেন শ্বাসেন দ্রবন্তৌ কম্পমানৌ স্তনৌ যস্যাঃ ॥ ২৪ ॥

হাসেনাট্টহাসবিলাসেন ভস্মচ্ছটাভির্দগ্ধারণ্যধূলিপটলৈশ্ছন্নস্য আচ্ছাদিতস্য সূর্য্যমণ্ডলস্য রোধিনী পিধানশীলা । কৃতান্ত ইব সর্ব্বপ্রাণিগ্রসনমেব উদ্যুক্তমারব্ধং কৃত্যং যয়া তথাবিধায়া একা আকৃতির্ভীষণাকারস্তদ্ধারিণী ॥ ২৫ ॥

কৃশানুরিব জ্বলন্ত্যৌ উলূখলমিব নিমগ্নে দৃশে নেত্রে যস্যাঃ । আ পঞ্চৈবহলন্তানামিতি ভাগুরিমতেন দৃশাশব্দঃ সাধুঃ । কদা 'ভবিষ্যামীতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে ॥ ২৬ ॥

কদা মে স্যাত্তুরু শ্বভ্রভাস্বরং তন্মহোদরম্।
কদা মে স্যাচ্ছরন্মেঘমেদুরা নখরাবলী ॥ ২৭ ॥
কদা মে স্যাৎ মহারক্ষোবিদ্রাবণকরং স্মিতম্।
স্বস্ফিগ্থাদ্যৈররণ্যান্যাং কদা নৃত্যেয়মুন্মদা ॥ ২৮ ॥
বসাসবমহাকুম্ভৈর্মৃতমাংসাস্থিসঞ্চয়ৈঃ।
কদা করিষ্যে বিরতং মেদুরোদরপূরণম্ ॥ ২৯ ॥
কদা পীতমহালোকরুধিরাক্ষীবতাং গতা।
ভবেয়ং মুদিতা দৃপ্তা মুদ্রিতা নিদ্রয়া ততঃ ॥ ৩০ ॥
ময়ৈব কৃতপোবহ্নৌ তদগ্র্যং ভাস্বরং বপুঃ।
ভস্মত্বং কনকেনেব সূচিত্বমুররীকৃতম্ ॥ ৩১ ॥
ক কিলাঞ্জনশৈলাভং বপুর্ভরিতদিকৃতটম্।
ক প্রাচিকাখুরসমং সুচীত্বং তৃণপেলবম্ ॥ ৩২ ॥
ত্যজত্যাশু মৃদিত্যজ্ঞঃ প্রাপ্যাপি কনকাঙ্গদম্।
ময়া সুচিত্বলাভেন সন্ত্যক্তং ভাস্বরং বপুঃ ॥ ৩৩ ॥
হা মহোদর বিন্ধ্যাদ্রিসনীহারগুহোপম।

নখরা নখাস্তেষামাবলী পংক্তিঃ ॥ ২৭ ॥

মহতাং প্রৌঢ়ানাং রক্ষসাং হৃদয়বিদ্রাবণকরং স্মিতং ঈষদ্ধসিতম্। স্ফিগ্থাদ্যৈঃ স্ফিজোবাদনৈঃ। অরণ্যান্যাং মহারণ্যে। ইন্দ্রবরুণেত্যাদিনা ঙীষ্যানুক ॥ ২৮-২৯-৩০ ॥

দুঃখফলপর্য্যবসিতত্বাৎ কুৎসার্হে তপোবহ্নৌ তৎ প্রাক্তনং ভাস্বরং বপুর্ভস্মত্বং নীতমিতি শেষঃ। যথা কনকেন স্বকনকত্বনাশকং ভস্মত্বং লোহসূচীত্বং বা উররীকৃতং স্যাৎ তত্তুল্যম্ ॥ ৩১ ॥

প্রাচিকা দীর্ঘপাদলূতা জাতিঃ তস্যাঃ খুরঃ পাদাগ্রং তৎসমম্ ॥ ৩২ ॥

মৃন্মলিনং কনকাঙ্গদং প্রাপ্যাপ্যবিচারেণ মৃদিতি ভ্রান্ত্যা ত্যজতি ॥ ৩৩ ॥

ইদানীমুদরাদ্যঙ্গানি প্রত্যেকং সম্বোধ্যানুশোচন্ত্যাহ হা ইত্যাদিনা। বিন্ধ্যাদ্রেঃ সনীহারগুহা উপমা যস্য তথাবিধ হে মহোদর ত্বং সিংহেন সিংহ-

অদ্য নান্তং করোষি ত্বং কথং সিংহেন হস্তিনাম্ ॥ ৩৪ ॥
হা ভুজৌ ভরনির্ভগ্নশিখরৌ শশভৃন্নখৈঃ।
পুরোডাশধিয়া চন্দ্রং কথমদ্য ন বাধতঃ ॥ ৩৫ ॥
হা বক্ষঃ কাচবৈধূর্য্যগিরীন্দ্রতটসুন্দর।
নাদ্য সিংহাদিযৌকং তৎ ধৃতং রোমবনং তথা ॥ ৩৬ ॥
হা নেত্রে কৃষ্ণরজনী রজঃশুক্লেন্ধনৈজনে।
কস্মান্ন মে ভূষয়তোদৃগ্জ্বালামালয়া দিশঃ ॥ ৩৭ ॥
হা স্কন্ধবন্ধো নষ্টোসি নিষিদ্ধোসি মহীতলে।
কালেন বিনিপিষ্টোসি নিঘৃষ্টোসি শিলাতলে ॥ ৩৮ ॥
হা মুখেন্দো তপসি কিং নাদ্য ত্বং মম রশ্মিভিঃ।
কল্পান্তদাবসংশান্তচন্দ্রবিম্বমনোহর ॥ ৩৯ ॥
হা হা হস্তৌ মহাকারৌ তাবদ্য ক গতৌ মম।

সদৃশেন স্বাবির্ভাবেন হস্তিসদৃশানাং ত্বদ্বিয়োগদুঃখানামন্তং নাশং কথং ন করোষি ॥ ৩৪ ॥

ভরেণাতিশয়েন নির্ভগ্নগিরিশিখরৌ। শশভৃৎসদৃশৈর্নখৈর্দেবভোগ্যত্বাৎ পুরোডাশমিব স্থিতং চন্দ্রং কথং ন বাধত ইতি দৈর্ঘ্যাতিশয়োক্তিঃ ॥ ৩৫ ॥

কাচমণিমালানাং বৈধূর্য্যেপি স্বত এব গিরীন্দ্রতটমিব সুন্দর হে বক্ষঃ ত্বয়া সিংহাদয় ইব সিংহাদয় এব বা সিংহানন্তুং শীলমস্য তথাবিধং বা যূকানাং সমূহো যৌকং যত্র তথাবিধং রোমবনং যথা পূর্ব্বং ধৃতং তথাদ্য ন ধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণরজন্যা কৃষ্ণপক্ষরাত্র্যা রজ্যতে আসজ্যত ইতি কৃষ্ণরজনী রজোন্ধকারস্তদ্রূপশুক্লেন্ধনস্য এজনে প্রদীপনে। এজৃ দীপ্তৌ ল্যুঃ। হে মে নেত্রে দৃক্‌দর্শনং তল্লক্ষণয়া জ্বালামালয়া দিশঃ কস্মাৎ ন ভূষয়তঃ ॥ ৩৭ ॥

নিষিদ্ধঃ পরিহৃতঃ পরিত্যক্ত ইতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥

কল্পান্তে দাবেন দাবাগ্নিনা সংশান্তং দগ্ধং চন্দ্রবিম্বমিব শ্যামত্বাৎ মনোহর ॥ ৩৯ ॥

সম্পন্নাস্মি মহাসূচির্মক্ষিকাখুরদোলিতা ॥ ৪০ ॥
হা ভগোগ্রকরং জাঢ্যসৎকন্দশ্বভ্রশোভন।
বিন্ধ্যাদ্বরেণ্যবিপুলনিতম্বামলবিম্বক ॥ ৪১ ॥
ক্কাকারোম্বরপূরকঃ ক্ক চ নবং তুচ্ছাত্মসূচীবপুঃ
উদোরন্ধ্রসমং ক্ক বাস্থ কুহরং ক্কেদং চ সূচীমুখম্।
ক্ক গ্রাসোবহুমাংসভারবহুলঃ কাব্বিন্দুনা ভোজনং
সূক্ষ্মাস্ম্যেতদহো ময়ৈব রচিতং স্বাত্মক্ষয়ে নাটকম্ ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্টমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে সূচীকাপরিদেবনং নাম
একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

মক্ষিকাণাং খুরৈঃ পাদাগ্রৈরপি দোলিতা চালিতা অতিক্ষুদ্রেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥
সৎ বিদ্যমানং কন্দং স্থূলতরুমূলং যস্মিন্ তথাবিধং শ্বভ্রং গর্ত্ত ইব শোভন ॥ ৪১ ॥
বহুভির্মাংসভারৈর্ব্বহুলো বিপুলো গ্রাস আহারঃ ॥ ৪২ ॥
ইতিশ্রীবাশিষ্টমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সূচী সাসম্ভবদ্বাণী চিন্তয়িত্বেত্যকম্পনম্।
পুনস্তদ্দেহলাভায় ভবাম্যাশু তপস্বিনী ॥ ১ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য চিত্তস্থং সংহৃত্য জনমারণম্।
তদেব হিমবচ্ছৃঙ্গং জগাম তপসে স্থিতম্ ॥ ২ ॥
অপশ্যদেব সূচীত্বং সা তন্মানসমাত্মনি।
প্রাণবাতাত্মিকা প্রাণৈঃ প্রবিশ্য হতমানসম্ ॥ ৩ ॥
অথাত্মন্যেব সূচীত্বং পশ্যত্যেব মনোময়ম্।
প্রাণবাতশরীরাসৌ জগাম হিমবচ্ছিরঃ ॥ ৪ ॥

বর্ণ্যতেত্র পুনঃ সূচ্যাস্তপ উগ্রং হিমাচলে।
তদ্বিস্মিতস্য শক্রস্য নারদোক্ত্যা বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১ ॥

সা শোকপরায়ণা সূচী অসম্ভবদ্বাণী মৌনমাস্থিতা সতী অকম্পনং নৈকাগ্র্য-নিশ্চলং যথা স্যাৎ তথা ইতি প্রাগুক্তরীত্যা স্বদেহাদিকং বক্ষ্যমাণপ্রকারং চ চিন্তয়িত্বা। তমেব প্রকারমাহ পুনরিতি ॥ ১ ॥

জগাম স্থিতং প্রাগাস্থিতম্ ॥ ২ ॥

কথং জগামেতি তদাহ অপশ্যদেবেতি। প্রথমমাত্মনি মানসং মনঃ-কল্পিতং সূচিত্বমেবাপশ্যৎ। ক্রিয়াশক্তিশূন্যে আত্মনি সূচীত্বদর্শনেপি কথং গমনসিদ্ধিস্তত্রাহ প্রাণেতি। যা প্রাণবাতাত্মিকা জীবসূচী সা স্বোপাধি-ভূতৈঃ প্রাণৈঃ সূচীত্বকল্পনাহতং মানসং প্রবিশ্য মনঃকল্পিতাং লোহসূচীং প্রবিশ্যেতি যাবৎ। হতমানবামিতি পাঠে হতা মানবা যয়া লোহসূচ্যা তাং প্রবিশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অথ জীবসূচ্যাত্মন্যেব মনোময়ং লোহসূচীভাবং পশ্যত্যেব। তথাচ লোহ-জীবসূচ্যোরন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাদসৌ কর্কটী প্রাণবাতাভিন্নশরীরা সতী

দৃঢ়দাবানলে তত্র সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিতে।
মহামহাশিলাভাভা-রূক্ষে পাংসুবিধূসরে ॥ ৫ ॥
তস্যাবভ্যুদিতেবাসৌ নিস্তৃণে বিপুলে স্থলে।
মহাবকস্মাৎ সঞ্জাতশুষ্কা তৃণশিখা যথা ॥ ৬ ॥
সুসূক্ষ্মস্যৈকপাদস্য সার্দ্ধেনৈবাশ্রিতোর্ব্বরা।
স্বসম্বিদেকপাদাত্মতপঃ কর্ত্তুং প্রচক্রমে ॥ ৭ ॥
সূক্ষ্মপাদতলেনৈষা বসুধারেণুসঙ্কটী।
নিবার্য্য ত্রিপদীং কৃৎস্নাৎ যত্নেনোর্দ্ধমুখী স্থিতা ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণত্বহিংস্রতাতৈক্ষ্যব্যাপ্ত্যাস্যপবনাশনৈঃ।
যত্নাৎ পদং নিবধ্নন্তী রেণূপলসঙ্কটে ॥ ৯ ॥

ক্রিয়াশক্তিং প্রাপ্য হিমবচ্ছিরোজগাম বক্ষ্যমাণরীত্যা গৃধ্রশরীরং প্রবিশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

মহতী বিশালা যা মহাশীলা গুণোৎকৃষ্টেন্দ্রনীলশিলা তদাভা আভা কান্তির্যস্যাঃ। আভাভিরাতপৈরূক্ষে ইতি বা ॥ ৫ ॥

অভ্যুদিতা তত্রৈবাঙ্কুরিতেব ॥ ৬ ॥

সুসূক্ষ্মস্য সূচ্যগ্ররূপস্যৈকপাদস্যার্দ্ধেন লেশেনৈব আশ্রিতা উর্ব্বরা ভূমির্যয়া। অতএব দ্বিপদামিবৈকপাদপরিহারেণৈকপাদাত্মত্বাসম্ভবেপি স্বসম্বিদা স্বীয়কল্পনয়ৈব কল্পিতভাগদ্বয়মধ্যে অগ্রার্দ্ধপরিহারেণৈকপাদাত্ম একপাদাবস্থিতিরূপং তপঃ ॥ ৭ ॥

পাদতলেন নিশিতাগ্রভাগেন বসুধায়া রেণুমপি সঙ্কটয়তি তুদতীতি বসুধারেণুসঙ্কটী। সঙ্কটশব্দাৎ তৎকরোতীতি ণিচি কর্ম্মণ্যণ। অল্লোপস্য স্থানিবত্ত্বাবান্নোপধাবৃদ্ধিঃ। ত্রিপদীং পুরঃপার্শ্বদ্বয়লক্ষণত্রিভাগপ্রসৃতাং দৃষ্টিং কৃৎস্নাৎ বিষয়াৎ নিবার্য্য ॥ ৮ ॥

নন্বূর্দ্ধমুখত্বে দৃষ্টেঃ সর্ব্বতোনিবারণে চ রেণূপলসঙ্কটে কথং তস্যাঃ পাদস্থৈর্য্যং সিদ্ধং তত্রাহ কৃষ্ণত্বেতি। দৃঢ়ত্বাদেব স্থৈর্য্যং সিদ্ধং দৃঢ়ত্বঞ্চাস্যাঃ কৃষ্ণত্বেন কৃষ্ণায়সত্বেন হিংস্রত্বেন তৈক্ষ্ণেন তীক্ষ্ণাগ্রত্বেন চ সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত্যা আস্যেন পবনস্যাশনৈর্গ্রসনৈস্তদ্বিষ্টম্ভলক্ষণযত্নাচ্চ সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অরণ্যে ক্ষুভিতাং সম্পদ্দূরালোকার্থমুত্থিতাম্।
পুচ্ছাকোটিস্থিতাং বাতালোলামনুচকার সা॥ ১০॥
মুখরন্ধ্রবিনিষ্ক্রান্তা তস্যা ভাস্করদীধিতিঃ।
সখী বভূব সূচ্যাভা পশ্চাদ্ভাগৈকরক্ষিণী॥ ১১॥
ক্ষুদ্রেঽপি স্বজনে ভূতেপ্যেতি বৎসলতাং জনঃ।
দীধিত্যাপি সখীবৃত্তং সূচ্যাংশুচিতয়া ভৃতম্॥ ১২॥
বভূব তস্যাঃ স্বচ্ছায়া দ্বিতীয়া তাপসী সখী।
এবংসূচীব মলিনা তয়া পশ্চাৎ কৃতেব সা॥ ১৩॥
সূচ্যা তয়া সুনির্গত্য সুপাতাক্ষ্যা স্ম কূণিতৈঃ।
পশ্চাৎ সখ্যাভয়া সাধুরন্যোন্যাচারকেবলম্॥ ১৪॥

সা সূচী অরণ্যে ক্ষুধাক্ষুভিতাং অতএব সম্যক্ পদ্যন্তে সমীপমুপসর্পন্তীতি সম্পদোরণ্যাধ্বগাঃ তেষাং দূরাদালোকনমালোকস্তদর্থমুত্থিতামূর্দ্ধীকৃত মুখভাগাং পুচ্ছেন আকোটৌ তৃণপর্ণাদ্যগ্রভাগে স্থিতাং পথিকব্যামোহায় বাতেনাপ্যলোলামচঞ্চলাং অর্থাত্তৃণজলৌকামনুচকার বিড়ম্বিতবতী। দূরালোকায়মিতি 'পাঠে দূরাদালোকায় আয়ং আয়তং দীর্ঘং যথা স্যাৎ তথা উত্থিতামিত্যর্থঃ॥ ১০॥

সূচীরন্ধ্রনিঃসৃতা তপস্যাপি সূচ্যাকারত্বাৎ তৎসখীত্বমুৎপ্রেক্ষতে মুখেতি দ্বাভ্যাম্॥ ১১-১২॥

সূচীচ্ছায়ামপি তৎসখ্যন্তরত্বেন কল্পয়তি বভূবেতি এবং দীধিতিবদেব। যোবিশেষস্তমাহ সূচীবেতি। তয়া সূচ্যা সা ছায়াসূচী পশ্চাৎ কৃতা পৃষ্ঠরক্ষিকা কৃতেব॥ ১৩॥

তাসাং তিসৃণাং সূচীনাং পরস্পরশিরোমূলগ্রন্থনে পরস্পরবিষ্টত্বাৎ পরস্পরানুকূল্যাচরণমিব বৃত্তমিত্যুৎপ্রেক্ষতে। সূচ্যেতি। পশ্চাৎ সখ্যা আভয়া সূর্য্যদীধিত্যা তয়া লোহসূচ্যা দ্বারভূতয়া সুষ্ঠু নির্গত্য সুপাতাক্ষ্যা দীধিতিসুপাত এব অক্ষি নেত্রং যস্যাঃ তয়া ছায়াসূচ্যা সহ কূণিতৈর্গ্রথনৈঃ। ছায়াসূচীমূলগ্রথনেন সহ গণনাদ্বহুত্বম্। অন্যোন্যাচারকে পরস্পরাচরণীয়ে স্থৈর্য্যসাহায্যে বলং দার্ঢ্যং কৃতমিতি শেষঃ। স্ম কিল। অতঃ স আচারঃ সাধু-

সূচ্যভিপ্রেক্ষিতে যাতা মতিং ক্রমলতাদয়ঃ।
মহাতপস্বিনীং সূচীং দৃষ্ট্বা নোৎকণ্ঠয়ন্তি কে ॥ ১৫ ॥
স্থিরবদ্ধপদামেনাং স্বমনোবৃত্তিমুত্থিতাম্।
অনিলং ভোজয়াঞ্চক্রুর্মুখনির্গতভাংকৃতৈঃ ॥ ১৬ ॥
প্রসূতানি ভবিষ্যাণি গীর্ব্বাণান্যানি বা চিরম্।
কৌসুমানি রজাংস্যস্যা ইত্যাস্যং পর্য্যপূরয়ন্ ॥ ১৭॥
ততোমহেন্দ্রপ্রহিতং বাতসূন্নামিষং রজঃ।
তয়া ত্বভ্রত্বব্যাজেন ন নিগীর্ণং মুখে বিশৎ ১৮ ॥
ন নিগীর্ণবতী তানি রজাংসি দৃঢনিশ্চয়াৎ।
অন্তঃসারতয়া কার্য্যং লঘবোপ্যাপ্নুবন্তি হি ॥ ১৯ ॥
ন পিবত্যাস্যসংস্থানি তথা পুষ্পরজাংস্যপি।

রিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

এবং তপস্যন্ত্যাঃ সূচ্যাঃ অভিপ্রেক্ষিতে পুরোদর্শনবিষয়ে ক্রমলতাদয়োপি মতিং সদ্বুদ্ধিং যাতাঃ প্রাপ্তাঃ। রতিমিতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ১৫ ॥

তপোবিষয়ে স্থিরাং স্বমনসোবৃত্তিমিবোত্থিতামেনাং সূচীং ক্রমলতাদয়ঃ স্বপুষ্পফলাদিবাসিতমনিলং বায়ুং ভোজয়াঞ্চক্রুরিত্যুৎপ্রেক্ষা। তস্যাস্তদ্ভোজন-সম্ভাবনে হেতুর্মুখনির্গতভাংকৃতৈরিতি। সশব্দং হি ভোজনং পামরেষু প্রসিদ্ধ-মিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

দৈবাৎ ক্রমলতাভিঃ কুসুমরজোভিঃ কৃতং সূচীবিলপিধানমুৎপ্রেক্ষতে। প্রসূনানীতি। যানি প্রাক্ প্রসূতানি যানি চ ভবিষ্যানি যানি গীর্ব্বাণে-ভ্যোদেবেভোঽন্যানি অদেবতার্থানীত্যর্থঃ। তানি সর্ব্বাণি কৌসুমানি রজাংসি অস্যৈ সূচ্যৈ দেয়ানীত্যুৎসাহেনেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

দৈবাৎ ছিদ্রে বাতসূন্নামিষাদ্যপবিত্ররজসাং প্রবেশং মহেন্দ্রকৃতবিঘ্নত্বেন প্রবিষ্টানাং যদ্বহির্নির্গমনং তত্তদীয়ানিগরণত্বেন চোৎপ্রেক্ষতে তত ইতি দ্বাভ্যাম্। অভ্রত্বব্যাজেন ছিদ্রত্বচ্ছলেন স্থিতে মুখে বিশদপি তয়া ন নিগী-র্ণম্ ॥ ১৮ ॥

কার্য্যং তপোবিঘ্ননিবারণলক্ষণং প্রয়োজনম্ ॥ ১৯-২০ ॥

বিস্ময়ং পবনঃ প্রাপ সুমেরুন্মূলনাধিকম্ ॥ ২০ ॥
আ শিরঃ পিহিতা পঙ্কৈঃ পূরিতাপি মহাজলৈঃ।
বিধূতাপি বৃহদ্বাতৈর্দগ্ধাপি বনবহ্নিভিঃ ॥ ২১ ॥
ভিন্নাপি করকাপাতৈর্ভ্রামিতাপি তড়িদ্ভ্রমৈঃ।
উদ্বেজিতাপি জলদৈঃ ক্ষোভিতাপ্যতিগর্জ্জিতৈঃ ॥ ২২ ॥
অপি বর্ষসহস্রৈঃ সা চিত্তস্থদৃঢ়নিশ্চয়া।
পাদাগ্রস্তু কুসুপ্তেব নাকম্পত তপস্বিনী ॥ ২৩ ॥
নিবৃত্তায়া বহিস্পন্দাদ্দেশকালে বহৌ গতে।
বিচারয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ স্বমাত্মা সত্যং সুচেতনম্ ॥ ২৪ ॥
জ্ঞানালোকঃ সমুদভূৎ সা পরাবরদর্শিনী।
বভূব নির্ম্মলা সূচির্ব্বিসূচীপাবনং পরম্ ॥ ২৫ ॥ *
জাতা বিদিতবেদ্যা সা স্বয়মেব তয়া ধিয়া।
তপসা দুষ্কৃতে ক্ষীণে সূচী স্বসুখসূচিনী ॥ ২৬ ॥
ইতি বর্ষসহস্রাণি সাকরোদ্দারুণং তপঃ।
সপ্তসপ্তমহালোকসন্তাপকরমুন্মুখী ॥ ২৭ ॥
তস্যাঃ কল্পাগ্নিভীমেন তপসা হি মহাগিরিঃ।
বভূব তেন জ্বলিতোজজ্বালেব ততোজগৎ ॥ ২৮ ॥

এবং বিঘ্নান্তরৈরপি সা ন ক্ষুভিতেত্যাহ আশির ইত্যাদিনা ॥ ২১-২২ ॥

কুসুপ্তা বিষমূর্চ্ছাদিসুপ্তেব। পাদাগ্রং সূচ্যগ্রমাত্রমণুমাত্রমপীত্যর্থঃ। তু শব্দোপ্যর্থে ॥ ২৩ ॥

তপস্তস্তাস্তস্যাঃ পাপক্ষয়াৎ চিরং চিত্তৈকাগ্র্যাচ্চ বিচারপূর্ব্বকং জ্ঞানমুৎপন্নমিত্যাহ নিবৃত্তায়া ইত্যাদিনা। সত্যং সুচেতনং স্বং বিচারয়ন্ত্যাস্তস্যা আত্মৈব জ্ঞানালোক স্তৎসাক্ষাৎকারবৃত্তীদ্ধবোধাত্মা সমুদভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৪-২৫-২৬ ॥

সপ্তবর্ষসহস্রাণি। সপ্তসপ্তানাং চতুর্দশানাং মহতাং ভূরাদিলোকানাং

---

* সূচী-শব্দঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ। হ্রস্বান্তোদীর্ঘান্তোপি দৃশ্যতে।

কস্যেদং তপসাক্রান্তং জগদিত্যথ বাসবঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ স তস্যাকথয়চ্চ তৎ ॥ ২৯ ॥
সপ্তবর্ষসহস্রাণি সূচী দীর্ঘতপস্বিনী।
মহাবিজ্ঞানদেহাসৌ তেনেদং জ্বলিতং জগৎ ॥ ৩০ ॥

নাগাঃ শ্বসন্তি বিচলন্তি নগাঃ পতন্তি
বৈমানিকা জলধিবারিধরাঃ প্রয়ান্তি।
শোষং দিশোর্কসহিতা মলিনীভবন্তি
সূচ্যাঃ সুরেন্দ্র তপসা ক্ষয়মাযযেব ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে সূচীতপঃপ্রভাবো নাম দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

সন্তাপকরং তপঃ। উন্মুখী উৰ্দ্ধমুখী ॥ ২৭-২৮ ॥

তৎ সূচীতপঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

জলধয়ো বারিধরাশ্চ শোষং প্রয়ান্তি। ক্ষয়প্রধানয়া মায়য়া রুদ্রস্য জগদুপসংহারশক্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কর্কটীকটুবৃত্তান্তং সর্ব্বমাকর্ণ্য বাসবঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ পুনর্জ্জাতকুতূহলঃ॥ ১॥

শক্র উবাচ।

সূচীবৃত্তপিশাচত্বং তপসোপার্জ্জ্য তৎ ত্বয়া।
কর্কট্যা হিমমর্কট্যা কে ভুক্তা বিভবা মুনে॥ ২॥

নারদ উবাচ।

জীবসূচ্যাঃ পিশাচত্বং গতায়াঃ শক্র পেলবম্।
আসীৎ কার্ষ্ণায়সী সূচী তস্যাঃ সমবলং বনম্॥ ৩॥

তৎসমালম্বনং ত্যক্ত্বা ব্যোমবাতরথস্থয়া।
প্রাণমারুতমার্গেণ তয়া দেহপ্রবিষ্টয়া॥ ৪॥

সর্ব্বেষামান্ত্রতন্ত্রীণাং স্নায়ুমেদোবসাসৃজাম্।

জীবসূচ্যা ইহ পুনর্ব্বর্ণ্যতে ভোগবিস্তরঃ।
তপশ্চান্বেষণং বায়োঃ সর্ব্বতঃ শক্রচোদনাৎ॥ ১॥

কর্কট্যাঃ কটুমপ্রিয়ং তপোবৃত্তান্তম্। জীবসূচীভোগপ্রকারশ্রবণে জাত-কুতূহলঃ॥ ১॥

সূচীব বৃত্তং পিশাচত্বমিব অদৃশ্যং জীবসূচিত্বম্। হিমসম্বন্ধাদিব প্রাপ্ত-জাড্যবুদ্ধ্যা মর্কটীব তুচ্ছভোগচপলয়া কর্কট্যা॥ ২॥

সমবলং বনমাশ্রয়ঃ॥ ৩॥

কদাচিৎ তস্যা লোহসূচ্যাঃ সমালম্বনং ত্যক্ত্বা ব্যোমবাত আকাশগোবায়ু-স্তদ্রূপরথারূঢ়য়া তয়া॥ ৪॥

তয়া জীবসূচ্যা মলিনাত্মনাং পাপিনামান্ত্রতন্ত্র্যাদীনাং রন্ধ্রেণ প্রবিশ্য

রন্ধ্রেণ পক্ষিণেবান্তর্নিলীনং মলিনাত্মনাম্ ॥ ৫ ॥
যস্যাং নাড্যাং নভোবায়ুর্যাতি তত্তামুপেতয়া।
তত্র শূলং কৃতং স্থূলন্যগ্রোধাগ্র ইবোৎকটম্ ॥ ৬ ॥
তচ্ছরীরেন্দ্রিয়ৈস্তানি তথান্যানি বহূনি চ।
ভুক্তানি নরমাংসানি ভোজনান্যুচিতানি চ ॥ ৭ ॥
সুপ্তং বিবলিতানল্প-মালয়া মুগ্ধবালয়া।
কান্তবক্ষঃস্থলস্যূত-সৃষ্টপত্রকপোলয়া ॥ ৮ ॥
বিদ্রুতং বীতশোকাসু বিহঙ্গ্যা বনবীথিষু।
কল্পদ্রুমৌঘপুষ্পাগ্র-দ্বিগুণাম্ভোজপংক্তিষু ॥ ৯ ॥
পীত আমোদমন্দারমকরন্দকণাসবঃ।
বনেম্বমরশৈলানামলিন্যামলিলীলয়া ॥ ১০ ॥
চর্ব্বিতানি শবাঙ্গানি গৃধ্র্যাগর্ত্তানি বৃদ্ধয়া।
খড়্গপৃষ্ঠ্যেব সংগ্রামে বীরাঙ্গানি জবেদ্ধয়া ॥ ১১ ॥

দেহান্তর্নিলীনং চিরং নিলীয় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নাড্যাং শিরায়াম্। নভোবায়ুঃ রোগাশ্রয়বাহ্যবায়ুর্যাতি সম্মিতোভবতি। তত্তাং তাদৃশপ্রবহতাম্। তত্র নাড্যাম্। শূলং শূলাখ্যা বেদনা। যথা স্থূলস্ত শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তের্ন্যগ্রোধস্থ নাড়ীনামগ্রে শৈবং শূলং কৃতং বিষক্তং তদ্বৎ ॥ ৬ ॥

তেষাং প্রাণিনাং শরীরেন্দ্রিয়ৈঃ। তৎ প্রাপ্ত্যুচিতভোজনানি ভুক্তানি ॥ ৭ ॥

বিবলিতাঃ কান্তাশ্লেষমৃদিতা অনল্পা মালাঃ স্রজো যস্যাস্তয়া মুগ্ধবালয়া তদ্ভাবাপন্নয়েত্যর্থঃ। কান্তবক্ষঃস্থলে স্যূতং কৃতং সৃষ্টং সঙ্ক্রামিতং পত্রং যাভ্যাং তথাবিধৌ কপোলৌ তস্যাস্তয়া। তথাচ মুগ্ধবালাসুখমপ্যনুভূতমেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

বিহঙ্গ্যা বিহঙ্গশরীরপ্রবিষ্টয়া বনবীথিষু পদ্মবনশ্রেণিষু কল্পদ্রুমপুষ্পশ্রেষ্ঠেভ্যোদ্বিগুণামোদাদিশালিপদ্মপংক্তিষিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অলিন্যাং প্রবিষ্টয়েতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

গৃধ্র্যা গৃধ্রদেহপ্রবিষ্টয়া আগর্ত্তাস্তাপাদিতগর্ত্তানি শবাঙ্গানি। খড়্গপৃষ্ঠ্যা

সর্ব্বাঙ্গকোশনাড়ীষু দিক্ষ্বিবানিললেখয়া।
উড্ডীনমবডীনঞ্চ কাচৌঘব্যোমবীথিষু॥ ১২॥
বিরাডাত্মহৃদি প্রাণবাতস্পন্দাঃ স্ফুরন্তি তু।
যথা তথা প্রস্ফুরিতং প্রতিদেহগৃহং তয়া॥ ১৩॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু ভান্তি চিচ্ছক্তয়স্তথা।
দীপপ্রভাভাসিতয়া গৃহিণ্যেব স্বসদ্মসু॥ ১৪॥
বিহৃতং রুধিরেম্বন্তর্দ্রবশক্ত্যেব বারিষু।
অব্ধিম্বাবর্ত্তবৃত্ত্যেব জঠরেষু বিবল্গিতম্॥ ১৫॥
সুপ্তং মেদঃসু শুভ্রেষু স্বোপাঙ্গেম্বিব শৌরিণা।
স্বাদিতশ্চাঙ্গগন্ধোঽন্তঃ পীতশক্ত্যামৃতং যথা॥ ১৬॥
তরুগুল্মৌষধাদীনাং হৃদোজান্যনিলশ্রিয়া।
পরিভুক্তান্যশুক্লানি হিংসয়াধীকৃতানি চ॥ ১৭॥
অথোজীবময়ী সূচী স্যামিতি স্থাবরেণ সা।
সম্পন্না তাপসী সূচী চেতনা পাবনী সিতা॥ ১৮॥

খড়্গাধারয়া। খড়্গাগ্রেণৈবেতি পাঠে স্পষ্টম্॥ ১১॥

কাচৌঘনীলাসু ব্যোমবীথিষু॥ ১২॥

সমষ্টিপ্রাণবাতস্পন্দা যথা স্বচ্ছন্দং স্ফুরন্তি তথা প্রস্ফুরিতম্॥ ১৩॥

ননু প্রতিদেহগৃহং তয়া কেন প্রকাশেন ব্যবহৃতং তত্রাহ সর্ব্বপ্রাণীতি। সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু যথা প্রাণবাতাঃ স্পন্দন্তে তথা চিচ্ছক্তয়োঽপি ভান্তি। অন্তঃকরণোপাধিভেদাদ্বহুবচনম্। অর্থাৎ তাদৃশচিচ্ছক্তিপ্রভাভাসিতয়া তয়া দীপপ্রভাভাসিতয়া গৃহিণ্যা স্বসদ্মস্বিব ব্যবহৃতমিত্যর্থঃ॥ ১৪-১৫॥

পীতশক্ত্যা পানশক্ত্যা॥ ১৬॥

হৃদি ওজয়ন্তি বলারোগ্যাদি জনয়ন্তীতি হৃদোজানি রসনির্য্যাসাদীনি। অনিলশ্রিয়া বায়ুরূপয়া। অশুক্লানি শুক্লেতরবর্ণানি॥ ১৭॥

সৈবেয়ং সসঙ্কল্পা তপসি স্থৈর্য্যেণ তাপসী সতী পরমপাবনী সম্পন্নেত্যাহ অথো ইতি। স্থাবরেণ স্থাণুবন্নিশ্চলত্বেন। সিতা নিষ্কল্মষা॥ ১৮॥

অদৃশ্যয়া তয়া চেহ মারুতোগ্রভুজঙ্গয়া।
অয়ঃ সূচ্যানিলতয়া বহন্ত্যা দিক্ষুরুদ্ধয়া ॥ ১৯ ॥
পীতং ভুক্তং বিলসিতং দত্তং দাপিতমাহৃতম্।
নর্ত্তিতং গীতমুষিতমনন্তৈঃ প্রাণিদেহকৈঃ ॥ ২০ ॥
অদৃশ্যয়া শরীরিণ্যা মনঃপবনদেহয়া ॥
কৃতমাকাশরূপিণ্যা ন তদস্তি ন যৎ তয়া ॥ ২১ ॥
মত্তয়া শক্তয়া স্বাদরসাচ্চলিতমেতয়া।
কালমালানমাশ্রিত্য করিণ্যেব বিবল্গিতম্ ॥ ২২ ॥
কল্লোলবহুলাধূতদেহদৃষ্টনদীম্বলম্।
বেগৈর্বৈধুর্য্যকারীণ্যা মত্তয়া মকরায়িতম্ ॥ ২৩ ॥
অশক্তয়া নিগিরিতুং মেদোমাংসং তথা হৃদি।
নূনং রুদিতমর্থাঢ্যবৃদ্ধাতুরধিয়া যথা ॥ ২৪ ॥
অজোষ্ট্রমৃগহস্ত্যশ্বসিংহব্যাঘ্রাদিনর্ত্তিতম্।
নর্ত্তক্যেব চিরং রঙ্গে বলয়াঙ্গদমঙ্গকে ॥ ২৫ ॥

অয়ঃসূচ্যা করণেন অনিলতয়া বায়ুবেগেন বহন্ত্যা গচ্ছন্ত্যা ॥ ১৯-২০ ॥

জীবসূচ্যাঃ পারমার্থিকরূপং মনসি নিধায়াহ অদৃশ্যয়েতি। সমষ্টিব্যষ্টি-মনঃপবনদেহয়া সর্ব্বং জগদেব কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

যদ্যেবং প্রভাবা সা তর্হি তয়া সূচীভাবে সর্ব্বেপি কুতোন হিংসিতাস্তত্রাহ শক্তয়েতি। শক্তয়াপি তয়া কতিপয়প্রাণিরক্তাদ্যাস্বাদরসাদেব মত্তয়া প্রাণ্যায়ুর্নিয়তিলক্ষণং কালমালানং বন্ধনস্তম্ভমাশ্রিত্য করিণ্যেবান্নপ্রদেশেষেব বিবল্গিতং ভ্রান্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দেহরূপাসু দৃষ্টনদীষু প্রত্যক্ষনদীষু। বৈধুর্য্যং প্রাণিনাং দেহবৈধুর্য্যং তৎকারিণ্যা ॥ ২৩ ॥

হৃদি স্বমনসি। অর্থেন ধনেন আঢ্যানাং বৃদ্ধানামাতুরানাঞ্চ ধিয়া যথা ভোজনাশক্তয়া রুদিতং তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

যথা নর্ত্তক্যা স্বাঙ্গকে বলয়াঙ্গদাদি নর্ত্তিতং তথা স্বপীড়িতমজোষ্ট্রাদ্যপ্যনয়া

বহিরন্তশ্চ বায়ুনামেকত্বমনুজাতয়া।
গন্ধলেখিকয়েবান্তঃ স্থিতং দুর্ব্বলয়া তয়া ॥ ২৬ ॥
মন্ত্রৌষধিতপোদানদেবপূজাদিভির্হৃতা।
বহির্গিরিনদীতুঙ্গতরঙ্গবদুপদ্রুতা ॥ ২৭ ॥
দীপপ্রভেবাবিজ্ঞাতগতির্গত্যাশু লীয়তে।
অয়ঃ সূচ্যাং মাতরীব তত্র নির্ব্বৃত্তিমেতি সা ॥ ২৮ ॥
স্ববাসনানুসারেণ সর্ব্ব আস্পদমীহতে।
সূচীত্বমেব রাক্ষস্যা সূচীত্বেনাস্পদীকৃতম্ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বা বিহৃত্যাপি দিশঃ স্বমেবাস্পদমাপদি।
জীবসূচী লোহসূচীমিবায়াতি জড়োজনঃ ॥ ৩০ ॥
এবম্প্রয়তমানা সা বিহরন্তী দিশোদশ।
মানসীং তৃপ্তিমায়াতা ন শারীরীং কদাচন ॥ ৩১ ॥
সতি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা হি সম্ভবন্তীহ নাসতি।
শরীরং বিদ্যতে যস্য তস্য তৎ কিল তৃপ্যতি ॥ ৩২ ॥
অথ তৃপ্তস্য দেহস্য স্মরণাৎ প্রাক্তনস্য সা।
বভূব দুঃখিতস্বান্তা পূর্ণোদরসুখার্থিনী ॥ ৩৩ ॥
ততঃ প্রাক্তনদেহার্থং করিষ্যে বিপুলং তপঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তপসে দেশং নির্ণীয় সাত্মনা ॥ ৩৪ ॥

নর্ত্তিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বহির্ব্বাতস্কন্ধেষু। অন্তঃ প্রাণীষু। দুর্ব্বলয়া বায়ুগতিপরবশয়েতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

বহিঃ উপ সমীপদেশে দ্রুতা পলায়িতা ॥ ২৭ ॥

গত্যা অন্তর্দ্ধানশক্ত্যা অবিজ্ঞাতগতিঃ। অয়ঃ সূচ্যাং লীয়তে। নির্ব্বৃত্তিং বিশ্রান্তিসুখম্ ॥ ২৮-২৯-৩০-৩১-৩২ ॥

পূর্ণোদরজন্যং যত্তৃপ্তিসুখং তদর্থিনী ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিবেশাকাশগৃধ্রস্য হৃদয়ং তরুণস্য সা।
প্রাণমারুতমার্গেণ খং খগীব বিলেশয়া ॥ ৩৫ ॥
গৃধ্রঃ স্বাময়সূচিত্বং কশ্চিদেতৎ সমাশ্রিতঃ।
নিতান্তপ্রেরিতঃ সূচ্যা কর্ত্তুং মন উপাদদে ॥ ৩৬ ॥
সূচীমাদায় গৃধ্রোসৌ যযৌ তচ্চিন্তিতং গিরিম্।
অন্তঃসূচীপিশাচ্যন্তে সুম্মোব্দ ইব বায়ুনা ॥ ৩৭ ॥
তত্রাজনে মহারণ্যে স্থাপয়ামাস তামসৌ।
সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতে পদে যোগীব চেতনাম্ ॥ ৩৮ ॥
একেনৈবাশু সা তেন পাদপ্রান্তেন সুস্থিতা।
সম্প্রতিষ্ঠাপিতেবাদ্রির্মূর্দ্ধ্নি গৃধ্রেণ দেবতা ॥ ৩৯ ॥
রজঃকণগৃহস্থাণুশিরস্যেকেন সাণুনা।
পাদেনাতিষ্ঠদুদগ্রীবং শিখীব গিরিমূর্দ্ধনি ॥ ৪০ ॥
উত্থিতাং স্থাপিতাং সূচীং গৃধ্রেন জীবসূচিকা।
দৃষ্ট্বা বহির্ব্বিনির্গন্তুং খগদেহাৎ প্রচক্রমে ॥ ৪১ ॥
খগদেহান্নির্জ্জগাম সূচী প্রোম্মুখচেতনা।

আকাশগামিনোগৃধ্রস্য। সা জীবসূচীঃ। কেন মার্গেন বিবেশ তমাহ প্রাণেতি। খং নীড়চ্ছিদ্রম্। বিলেশয়া নীড়বিলশায়িনী ॥ ৩৫ ॥

স্বাময়সূচিত্বং স্বান্তর্গতরোগসূচীভাবমাশ্রিতঃ কশ্চিৎ প্রাগুক্তগৃধ্রঃ স্বপ্রবিষ্টসূচ্যভিলষিতং কর্ম্ম কর্ত্তুং মন উপাদদে ॥ ৩৬ ॥

সূচীং লোহসূচীম্। অন্তর্গতসূচীপিশাচ্যা। অন্তে নিবৃত্তিকালে উপস্থিতে সতি ॥ ৩৭ ॥

চেতনাং বুদ্ধিবৃত্তিম্ ॥ ৩৮ ॥

গৃধ্রেণাদ্রিমূর্দ্ধ্নি সম্প্রতিষ্ঠাপিতা দেবতাপ্রতিমেব সুস্থিতা লোহসূচী বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

রজঃকণ এব গৃহং তৎস্থস্থাণোঃ শিরসি একেন অণুনা সূক্ষ্মতমেন পাদেনাগ্রেণ শিখী অগ্নিরিব উদগ্রীবং শিখীবেতি পাঠে তু ময়ূর ইব ॥ ৪০-৪১ ॥

পবনাদ্‌গন্ধলেখেব ঘ্রাণবাতলবোন্মুখী ॥ ৪২ ॥
জগাম গৃধ্রঃ স্বং দেশং ভারং ত্যক্ত্বেব ভারিকঃ।
নিবৃত্তব্যাধিরিব স বভূবান্তরনাকুলঃ ॥ ৪৩ ॥
অতঃ সূচী তয়াধারস্তপসে পরিকল্পিতা।
দৃঢ়ঃ সুসদৃশোর্থানাং বিনিয়োগোহি রাজতে ॥ ৪৪ ॥
ন হ্যমূর্ত্তস্ত সিধ্যন্তি বিনাধারং কিল ক্রিয়াঃ।
ইত্যাধারৈকনিষ্ঠত্বমাশ্রিত্যাসৌ তপঃস্থিতা ॥ ৪৫ ॥
জীবসূচী লোহসূচীং পিশাচী শিংশপামিব।
সর্ব্বতোবলয়ামাস বাত্যেবামোদলেখিকাম্‌ ॥ ৪৬ ॥
ততস্ততঃ প্রভৃত্যেষা সূচী দীর্ঘতপস্বিনী।
অরণ্যান্যাং স্থিতা শক্র তত্র বর্ষগণান্‌ বহূন্‌ ॥ ৪৭ ॥
তস্যা বরার্থং যত্নং ত্বং কুরু কর্ত্তব্যকোবিদ।
চিরেণ সম্ভৃতং লোকমলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥ ৪৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নারদতঃ শ্রুত্বা শক্রঃ সূচীনিরীক্ষণে।
মারুতং প্রেষয়ামাস দশদিগ্মণ্ডলান্যথ ॥ ৪৯ ॥
জগামাথ মরুৎসম্বিদাত্মনা তামবেক্ষিতুম্‌।
অথামুচ্য নভোমার্গং বিচচার ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥

প্রোন্মুখী নির্গমনোৎসুকা চেতনা বুদ্ধির্যস্যাঃ ॥ ৪২ ॥
নিবৃত্তব্যাধিঃ পুরুষ ইব অনাকুলঃ স্বস্থঃ ॥ ৪৩ ॥
অতো বক্ষ্যমানহেতুতঃ সূচী লোহসূচী তয়া জীবসূচ্যা ॥ ৪৪-৪৫ ॥
বলয়ামাস ব্যাপ্তবতী ॥ ৪৬-৪৭ ॥
বরার্থং তুচ্ছবরেণ বঞ্চনার্থম্‌ ॥ ৪৮-৪৯ ॥
মরুতঃ সম্বিৎ দিব্যদৃষ্টিলক্ষণং জ্ঞানং তামবেক্ষিতুং দিশো জগাম। স্বয়ং দিব্যদৃশা দিশঃ পর্য্যালোচিতবানিত্যর্থঃ। নভোমার্গমামুচ্য বিচচার ভূম্যামিতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥

সা তস্য সম্বিৎ ক্ষিপ্রার্দ্ধেনৈব সর্ব্বগতা সতী।
পরমার্চ্চিরিবাবিঘ্নং সহসৈব দদর্শ হ ॥ ৫১ ॥
ভূমেঃ সপ্তসমুদ্রান্তে নিবদ্ধাং বিপুলস্থলীম্।
লোকালোকাদ্রিরসনাং ততোমণিময়োপমম্ ॥ ৫২ ॥
স্বাদূদকাব্ধিবলয়ং সকোটরককুব্‌গণম্।
পুষ্করদ্বীপবলয়ং তদন্তর্গিরিমণ্ডলম্ ॥ ৫৩ ॥
মদিরাম্ভোধিবলয়ং তজ্জলেচরসংস্থিতম্।
গোমেদদ্বীপকটকং তন্মধ্যবিষয়ব্রজম্ ॥ ৫৪ ॥
ইক্ষূদকাব্ধিপরিখং শান্তং গিরিগণান্তরম্।
ক্রৌঞ্চদ্বীপোর্ব্বরাপীঠং শান্তং গতগিরিক্রমম্ ॥ ৫৫ ॥
ক্ষীরাব্ধিমুক্তাবলয়ং সমধ্যগতনায়কম্।
শ্বেতাখ্যদ্বীপবলয়ং সভূতপ্রবিভাগকম্ ॥ ৫৬ ॥
ততোঘৃতোদবলয়স্বান্তঃ স্থপুরমন্দিরম্।
কুশদ্বীপবৃতিব্যাপ্তং সমহাশৈলকোটরম্ ॥ ৫৭ ॥
দধ্যম্ভোরাশিরশনাসান্তাম্বরপুরোদরম্।

ক্ষিপ্রা ত্বরাবতী অর্দ্ধেনৈকাংশেনৈব সর্ব্বগতা সর্ব্বদিক্‌পর্য্যালোচনপরা সতী পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং অর্চ্চির্ব্রহ্মজ্যোতিরিব। অবিঘ্নমপ্রতিবন্ধম্ ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বং দদর্শেত্যুক্তমেব প্রপঞ্চয়তি ভূমেরিত্যাদিনা। বিপুলস্থলীং প্রাণি-শূন্যকাঞ্চনভূমিম্। অত্র দ্বীপাম্ভোধিক্রমঃ প্রাগুক্তক্রমেণ বা ব্রহ্মাণ্ডান্তরত্বা-দত্রত্যক্রমেণ বা বোধ্যঃ ॥ ৫২ ॥

কোটরশব্দেন পর্ব্বতসন্ধিস্থা দিশা উচ্যন্তে ॥ ৫৩ ॥

তৎ জলেচরৈঃ সংস্থিতমাশ্রিতম্। অনেন তত্রত্যপ্রাণিনাং জলস্থলোভয়-সঞ্চারসামর্থ্যং গম্যতে ॥ ৫৪ ॥

শান্তং নিরুপদ্রবম্ ॥ ৫৫ ॥

ক্ষীরাব্ধিরেব মুক্তাখচিতবলয়োযস্য তৎ। মধ্যগতেন ত্রৈলোক্যনায়কেন বিষ্ণুনা সহিতম্। প্রবিভাগা অবান্তরখণ্ডভেদাঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

শাকদ্বীপোর্ব্বরাকারং সান্তস্থবিষয়ান্তরম্ ॥ ৫৮ ॥
ক্ষারাম্ভোরাশিপরিধিং সান্তস্থবিষয়ান্তরম্ ।
জম্বুদ্বীপে মহামেরুং কুলপর্ব্বতসঙ্কুলম্ ॥ ৫৯ ॥
বাতস্কন্ধেভ্য এবাদৌ পতিতানিলবেদনা ।
ক্রমেণানেন পর্য্যন্তে তেনৈব প্রসৃতোঞ্জসা ॥ ৬০ ॥
বায়ুরালোকয়ন্নদ্ধা জম্বুদ্বীপং নিরীক্ষ্য চ ।
তৎ প্রাপ হিমবচ্ছৃঙ্গং যত্র সূচী তপস্বিনী ॥ ৬১ ॥
শৃঙ্গমূর্দ্ধি মহত্যুগ্রে সারণ্যানীমবাপ তাম্ ।
দ্বিতীয়াকাশবিততাং বর্জ্জিতাং প্রাণিকর্ম্মভিঃ ॥ ৬২ ॥
অসঞ্জাততৃণব্যূহাং নিকটত্বাদ্বিবস্বতঃ ।
রজোময়ীমেব ততাং সংসাররচনামিব ॥ ৬৩ ॥
মৃগতৃষ্ণানদীসার্থ-পূরণীয়াঙ্কিতাং গতাম্ ।
শক্রকোদণ্ডসঙ্কাশমৃগতৃষ্ণাসরিচ্ছতাম্ ॥ ৬৪ ॥
অমিতানন্তপর্য্যন্তাং লোকপালেক্ষিতৈরপি ।

রশনয়া সান্তং সাবধিকমম্বরং পুরোদরং যস্য ॥ ৫৮ ॥

বিষয়শব্দেন তদ্বাসিনোজনা লক্ষ্যন্তে ॥ ৫৯ ॥

পতিতা অবতীর্ণা প্রাগুক্তা বায়োঃ সম্বিৎ। অনেন স্বসম্বিদবতার-ক্রমেণ প্রসৃতোঽবতীর্ণো বায়ুঃ ॥ ৬০ ॥

যত্র সা তপস্বিনী সূচী স্থিতা তামরণ্যানীং বায়ুরবাপ। প্রাণিকর্ম্মভিঃ প্রাণিসঞ্চারৈঃ ॥ ৬১-৬২ ॥

নিকটত্বাদিতি অনেন শিখরৌন্নত্যাতিশয়োগম্যতে। রজোময়ীং পাংশু-প্রচুরাং রজোগুণবিকারভূতাঞ্চ। এবমন্যে অপি বিশেষণে অরণ্যানীসংসার-রচনাসাধারণে বোধ্যে ॥ ৬৩-৬৪ ॥

লোকপালানামিন্দ্রাদীনামীক্ষিতৈর্দৃষ্টিভিরপ্যমিতা ইয়ত্তয়া অনবধারিতা অনন্তাঃ পর্য্যন্তা অবান্তরপ্রদেশভেদা যস্যাম্। পার্শ্বদ্বয়ে বাত্যাপবনস্পন্দেন প্রবহদ্ধূলিপটলে এব কুণ্ডলে যস্যাঃ। এতদাদিবিশেষণৈররণ্যানীব্যোম

কেবলং পবনস্পন্দপ্রবহদ্ধূলিকুণ্ডলাম্ ॥ ৬৫ ॥
সূর্য্যাংশুকুঙ্কুমালিপ্তাং লগ্নচন্দ্রাংশুচন্দনাম্।
বিলাসিনীমিব ব্যোম্নোবাতসূৎকারপায়িনীম্ ॥ ৬৬ ॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রমুদ্রণসমুচ্ছন্নৈকদেশাশ্রয়ং
ভূপীঠং পরিতোবিহৃত্য পবনোদীর্ঘাধ্বনা জর্জ্জরঃ।
তাং প্রাপ্যোগ্রগিরিস্থলীমলিবপুর্ব্ব্যোমাঙ্গলগ্নামিব
ব্যাপ্তানন্তদিগন্তপূরকবৃহদ্দেহোবিশশ্রাম সঃ ॥ ৬৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে সূচীতপোবর্ণনং নাম ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

বিলাসিনীত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৬৫ ॥

কান্তালিঙ্গনসুখব্যঞ্জকোধ্বনিঃ সূৎকারঃ তং পায়য়তি শ্রাবয়তি তচ্ছীলাম্ ॥ ৬৬ ॥

ব্যাপ্তানন্তদিগন্তপূরকবৃহদ্দেহঃ স পবনঃ সপ্তভির্দ্বীপৈঃ সসমুদ্রৈশ্চ মুদ্রণেন লাঞ্ছনেন সম্যক্ উৎ উপরিভাগে ছন্নস্য ব্যাপ্তস্য একদেশস্যাশ্রয়ং ভূলক্ষণং পীঠং পরিতোবিহৃত্য দীর্ঘেণাধ্বনা জর্জ্জরঃ শ্রান্তঃ সন্ অলিসদৃশবপুষোব্যোম্নঃ অঙ্গে লগ্নামিব স্থিতাং তামুগ্রগিরিস্থলীং প্রাপ্য বিশশ্রাম বিশ্রান্তিং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

তস্য তত্রোর্দ্ধশৃঙ্গস্য তস্যাস্তুবি মহাবনৌ।
দদর্শ মধ্যমাং সূচীং প্রোত্থিতাং সশিখামিব ॥ ১ ॥
একপাদং তপস্যন্তীং শুষ্যন্তীং শির উষ্মণা।
সততানশনাং শুষ্কপিণ্ডীভূতোদরত্বচম্ ॥ ২ ॥
সকৃদ্বিকসিতাস্যেন গৃহীত্বেবাতপানিলান্।
পশ্চাদ্ব্যজন্তীং হৃদয়ে মে ন মান্তীত্যনারতম্ ॥ ৩ ॥
শুষ্কাং চণ্ডাংশুকিরণৈর্জ্জর্জ্জরাং বনবায়ুভিঃ।
অচলন্তীং নিজাৎ স্থানাৎ স্নাপিতামিন্দুরশ্মিভিঃ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বং রজোণুনৈকেন সম্বিষ্টচ্ছন্নমস্তকাম্।
কৃতার্থত্বং কথয়তীং দদতান্যস্য নাস্পদম্ ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বা তাং তাপসীং সূচীং বায়োঃ শক্রান্তিকে গতিঃ।
বরার্থং প্রার্থনং ধাতুর্জ্ঞানং. সূচ্যাশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তস্যেতি। মহতী বনী প্রাগ্‌বর্ণিতারণ্যানী যস্যাং সা মহাবনিস্তথাবিধায়াং ভুবি গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি হ্রস্বঃ। শৃঙ্গস্য মধ্যমাং শিখামিব ॥ ১ ॥

সতত ইতি পাঠে সততোদদর্শেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। পিণ্ডীভূতোদরত্বচমিব। সূচ্যা উদরত্বগসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

আতপাননিলাংশ্চ তে ময়া বেকবচনস্যেত্যত্র অপাদাদাবিত্যধিকারাৎ পাদাদৌ মে ইত্যাদেশশ্ছান্দসঃ ॥ ৩-৪ ॥

সূচীমস্তকে রজোন্তরাঽসমাবেশাদন্যস্য রজোজাতীয়স্য রজোগুণস্য তৎসহচরিততমসোপ্যাস্পদং ন দদতা রজোণুনালিঙ্গেন কৃতার্থত্বং কথয়ন্তীমিবানুমাপয়ন্তীম্ ॥ ৫ ॥

অরণ্যান্যেব দত্বার্থং চিরং জাতশিখামিব।
মূর্দ্ধ্যবস্থাপিতপ্রাণ জটাজূটবলীমিব ॥ ৬ ॥
তাম্প্রেক্ষ্য পবনঃ সূচীং বিস্ময়াকুলচেতনঃ।
প্রণম্যালোক্য সুচিরং ভীত ভীত ইবাগতঃ ॥ ৭ ॥
মহাতপস্বিনী সূচী কিমর্থং তপ্যতে তপঃ।
নেতি প্রষ্টুং শশাকাসৌ তত্তেজোরাশিনির্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥
ভগবত্যা মহাসূচ্যা অহো চিত্রং মহাতপঃ।
ইত্যেব কেবলং ধ্যায়ন্ মারুতোগগনং যযৌ ॥ ৯ ॥
সমুল্লঙ্ঘ্যাভ্রমার্গস্তু বাতস্কন্ধানতীত্য চ।
সিদ্ধবৃন্দানধঃ কৃত্বা সূর্য্যমার্গমুপেত্য চ ॥ ১০ ॥
উর্দ্ধমেত্য বিমানেভ্যঃ প্রাপ শক্রপুরান্তরে।
সূচীদর্শনপুণ্যং ত-মালিলিঙ্গ পুরন্দরঃ ॥ ১১ ॥
পৃষ্টশ্চ কথয়ামাস দৃষ্টং সর্ব্বং ময়েত্যসৌ।
সহ দেবনিকায়ায় শক্রায় স্থানবাসিনা ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তয়া অরণ্যান্তা স্বীয়তরুগুল্মমৃগাদিরূপমর্থং স্ববিভবং অরণ্যান্তরেভ্যো দত্বা চিরং তপসা সূচ্যাত্মনা জাতাং জনিতাং শিখাং চূড়ামিব স্থিতাম্। ততোপি যোগপরিপাকাৎ মূর্দ্ধ্নি অবস্থাপিতপ্রাণানাং জটাজূটস্য বলীং সম্বলনামিব স্থিতাম্। সূচ্যাস্তপ উপক্রমে সূক্ষ্মত্বাদরণ্যানীশিখাত্বেনোৎপ্রেক্ষা। চিরেণ তপস্তেজসোবহুলীভাবেন পুঞ্জীভাববিবক্ষয়া তু তজ্জটাজূটবলীত্বেনোৎপ্রেক্ষেতি বোধ্যম্। আদ্য ইব শব্দ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতক ইতরৌ তু ঔৎপ্রেক্ষিকোপমানার্থৌ ॥ ৬ ॥

দেবানামপি ব্রহ্মবিদো বন্দ্যা ইতি দ্যোতনায়োক্তং প্রণম্যেতি। ভীতভীতো ভৃশং ভীত ইব ॥ ৭ ॥

ইতি প্রষ্টুং ন শশাকেতি যোজনা ॥ ৮-১০ ॥

বিমানেভ্যোবৈমানিকপ্রধাননক্ষত্রলোকেভ্যঃ। সূচীদর্শনেন পুণ্যং পবিত্রীভূতম্ ॥ ১১-১৩ ॥

বায়ুরুবাচ।

জম্বুদ্বীপেঽস্তি শৈলেন্দ্রো হিমবান্নাম সুব্রতঃ।
যামাতা যস্য ভগবান্ সাক্ষাচ্ছশিকলাধরঃ॥ ১৩॥
তস্যোত্তরে মহাশৃঙ্গ-পৃষ্ঠে পরমরূপিণী।
স্থিতা তপস্বিনী সূচী তপশ্চরতি দারুণম্॥ ১৪॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন বাতাদ্যশনশান্তয়ে।
যয়া স্বোদরসৌষির্য্যং পিণ্ডীকৃত্বা নিবারিতম্॥ ১৫॥
শান্তসঙ্কোচসূক্ষ্মার্থং বিকাস্যাস্যং রজোগুনা।
তয়াদ্য স্থগিতং শীতবাতাশননিবৃত্তয়ে॥ ১৬॥
তস্যাস্তীব্রেণ তপসা তুহিনাকরমুৎসৃজন্।
অগ্ন্যাকারময়োগৃহ্নন্ দেব দুঃসেব্যতাং গতঃ॥ ১৭॥
তদুত্তিষ্ঠাশু গচ্ছামঃ সর্ব্ব এব পিতামহম্।
তদ্বরার্থমনর্থায় বিদ্ধি তৎ সুমহত্তপঃ॥ ১৮॥
ইতি বাতেরিতঃ শক্রঃ সহ দেবগণেন সঃ।
জগাম ব্রহ্মণোলোকং প্রার্থয়ামাস তং বিভুম্॥ ১৯॥
সূচ্যা বরমহং দাতুং গচ্ছামি হিমবচ্ছিরঃ।

পরমরূপিণী মহাতেজস্বিনী॥ ১৪॥

পিণ্ডীকৃত্বা লোহঘনতাং সম্পাদ্য। সমাসস্তাবিবক্ষণায় ল্যপ্॥ ১৫॥

তয়া শীতস্য বাতস্যাপ্যশনস্য গ্রসনস্য নিবৃত্তয়ে শান্তসঙ্কোচং নিবারিতসঙ্কোচনং সূক্ষ্মার্থং অত্যল্পচ্ছিদ্রমাস্যং বিকাস্য রজোগুনা স্থগিতং পিহিতম্॥ ১৬॥

তুহিনাকরমিতি ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ। তপোগ্নিদ্রাবিতশিলানাময়ঃপিণ্ডাম্নতাসম্পত্তেরগ্ন্যাকারং অয়ো গৃহ্নন্ সশপথং তুহিনাকরতাং ত্যজন্নিতিভাবঃ। দুঃসেব্যতাং গতো হিমবানিতি শেষঃ। অগোগৃহন্নিতি পাঠে তু স্পষ্টম্॥ ১৭॥

অনর্থায় উপেক্ষিতমিতি শেষঃ॥ ১৮-২০॥

ব্রহ্মণেতি প্রতিজ্ঞাতে শক্রঃ স্বর্গমুপাযযৌ ॥ ২০ ॥
এতাবতাথ কালেন সা বভূবাতিপাবনী।
সূচী নিজতপস্তাপতাপিতামরমন্দিরা ॥ ২১ ॥
মুখরন্ধ্রস্থিতার্কাংশুদৃশা স্বচ্ছায়য়ৈব সা।
বিকাসিন্যা বিবর্ত্তিস্থা চোদিতাস্তমবেক্ষিতা ॥ ২২ ॥
কৌশেয়রূপয়া সূচ্যা মেরুঃ স্থৈর্য্যেণ নির্জ্জিতঃ।
মজ্জনং নৈতি বৃদ্ধেবং মুক্তমাদ্যন্তয়োর্দ্দিনে ॥ ২৩ ॥
মধ্যাহ্নে তাপভীত্যেব বিশন্ত্যা মারুতান্তরম্।
অন্যদা গৌরবাৎ দৃষ্ট্বা দূরতঃ প্রেক্ষমাণয়া ॥ ২৪ ॥
সা তামবেক্ষতে ক্ষারাৎ তাপাদঙ্গে নিমজ্জতি।
সঙ্কটে বিস্মরত্যেব জনোগৌরবসৎক্রিয়াম্ ॥ ২৫ ॥

এতাবতা সপ্তসহস্রবর্ষপরিমিতেন ॥ ২১ ॥

আসর্গসমাপ্তেস্তপ এব বর্ণয়িষ্যন্ নির্জ্জনে কৃতস্য সূচীতপসঃ তচ্ছায়ৈব সাক্ষিণীত্যাহ মুখেতি। বিবর্ত্তিনি বিজৃম্ভমাণে তপসি স্থা স্থিতা সা সূচী স্বচ্ছায়য়ৈব চোদিতাং তত্তৎসঙ্কল্পবিহিতকালমর্য্যাদাং তং অবেক্ষিতা। কেন করণেন। বিকাসিন্যা প্রসৃতয়া মুখরন্ধ্রে স্থিতোয়োরর্কাংশুরাতপস্তল্লক্ষণয়া দৃশা দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ ॥ ২২

তর্হি তচ্ছায়য়া সন্ধ্যয়োর্নিশি চ কিমর্থং তদ্দর্শনং মুক্তং তত্রাহ কৌশেয়েতি। কৌশেয়তন্তুবত্তুচ্ছরূপয়া লব্ধ্যা চ সূচ্যা স্থৈর্য্যেণ গুণেন নির্জ্জিতো-মেরুর্লজ্জয়াম্বুধৌ মজ্জনং নৈতি ন প্রাপ্নোতি কিং ইতি কাকুনা দ্যোত্যতে। এবমনেনাভিপ্রায়েণ তদ্দ্রষ্টুমিব দিনে আদ্যন্তয়োর্ভাগয়োর্বৃদ্ধ্যা-দৈর্ঘ্যমালম্ব্য তদ্দর্শনাৎ মুক্তমুপরতমিতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

তর্হি মধ্যাহ্নে কিমিতি মূলে নিলীনা তত্রাহ মধ্যাহ্নে ইতি। মারুতানাং সূচীপ্রাণানামন্তরমবকাশভূতংসূচ্যুদরং বিশন্ত্যা মুক্তমিত্যনুষজ্জতে। গৌরবাৎ সম্মানহেতোঃ ॥ ২৪ ॥

সা ছায়া তাং সূচীম্ ক্ষারাৎ তীক্ষ্ণাৎ তাপাদাতপাৎ। কথং তর্হি মধ্যাহ্নে গৌরবত্যাগস্তত্রাহ সঙ্কটে ইতি ॥ ২৫ ॥

ছায়াসূচী তাপসূচী যশ্চাত্মা সতৃতীয়য়া।
ত্রিকোণং তপসা পূতং বারাণস্যা সমং কৃতম্ ॥ ২৬ ॥
গতাস্তেন ত্রিকোণেন ত্রিবর্ণপরিখাবতা।
বায়বঃ পাংশবো যেপি তে পরাং মুক্তিমাগতাঃ ॥ ২৭ ॥
বিদিতপরমকারণাদ্য জাতা
স্বয়মনুচেতনসম্বিদং বিচার্য্য।
স্বমননকলনানুসার এক
স্ত্বিহ হি গুরুঃ পরমোন রাঘবান্যঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে সূচীতপঃপরিপাকবর্ণনং নাম চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

যশ্চ আত্মা লোহসূচী তেন সতৃতীয়য়া পরস্পরগ্রথনান্তরালদেশরূপং ত্রিকোণং অসীবরণাগঙ্গাগ্রথনান্তরালস্থয়া বারাণস্যা সমং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শুক্লত্বেনামূর্ত্তা শ্যামা শুক্লা চেতি ত্রিবর্ণসূচীসন্নিলক্ষণপরিখাবতা মুক্তিং স্বসংসর্গিজনমুক্তিপ্রয়োজনতাং দোষমুক্তিলক্ষণাং পাবনতাং বা ॥ ২৭ ॥

বিদিতং সাক্ষাৎকৃতং পরমকারণং ব্রহ্ম যয়া তথাবিধা জাতা। চেতনসম্বিদং প্রত্যগাত্মানং স্বয়মনুবিচার্য্য। নমু কস্তস্যা গুরুস্তত্রাহ স্বেতি। স্বস্য মননং যুক্তিভির্ব্বিচারস্তেন কলনাত্মাত্মপরিচয়স্তদনুসরণং তদনুসার এবৈকোমুখ্যোগুরুঃ। অন্যোগুরুস্তু ন মুখ্য ইত্যর্থঃ। যদ্যপ্যাচার্য্যবান্ পুরুষোবেদেতি শ্রুতিরাহ তথাপি সা "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভি" রিতি শ্রুত্যন্তরানুসারাৎ শিষ্যপ্রজ্ঞামেবানুসরতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ বর্ষসহস্রেণ তাং পিতামহ আযযৌ।
বরং পুত্রি গৃহাণেতি ব্যাজহার নভস্তলাৎ ॥ ১ ॥
সূচী কর্ম্মেন্দ্রিয়াভাবাজ্জীবমাত্রকলাবতী।
ন কিঞ্চিদ্ব্যাজহারাস্মৈ চিন্তয়ামাস কেবলম্ ॥ ২ ॥
পূর্ণাস্মি গতসন্দেহা কিং বরেণ করোম্যহম্।
শাম্যামি পরিনির্ব্বামি সুখমাসে চ কেবলম্ ॥ ৩ ॥
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলং শান্তা সন্দেহজালিকা।
স্ববিবেকোবিকসিতঃ কিমন্যেন প্রয়োজনম্ ॥ ৪ ॥
যথাস্থিতেয়মস্মীহ সন্তিষ্ঠেয়ং তথৈব হি।
সত্যাসত্যকলামেব ত্যক্ত্বা কিমিতরেণ মে ॥ ৫ ॥
এতাবন্তমহং কালমবিবেকেন যোজিতা।
স্বসঙ্কল্পসমুত্থেন বেতালেনেব বালিকা ॥ ৬ ॥

প্রসন্নেপি বিধৌ সূচ্যাঃ প্রবোধাজ্জোষমাসনম্।
তথাপ্যস্যা বরাদ্ধাতুর্দেহোস্তুতিশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

অথ প্রবোধানন্তরং বর্ষসহস্রেণ ॥ ১ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াভাবে বাগিন্দ্রিয়স্যাপ্যভাবাৎ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াভাবশ্চাস্যা সূচীত্বাৎ প্রবোধবাধিতত্বাচ্চ ॥ ২ ॥

চিন্তাপ্রকারমেব স্ফুটমাহ পূর্ণেত্যাদিনা ॥ ৩ ॥

অখিলং জ্ঞাতম্। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ ॥ ৪ ॥

সত্যা পরমার্থরূপা। তাং সত্যকলামেব ত্যক্ত্বা ইতরেণ মিথ্যার্থেন কিং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

ইদানীমুপশান্তোসৌ স্ববিচারণয়া স্বয়ম্ ।
ঈপ্সিতামীপ্সিতৈরর্থঃ কোভবেৎ কলিতৈর্ম্মম ॥ ৭ ॥
ইতি নিশ্চয়যুক্তাং তাং সূচীং কর্ম্মেন্দ্রিয়োজ্ঝিতাম্ ।
তুষ্ণীং স্থিতাং স নিয়তিঃ স পশ্যন্ ভগবান্ স্থিতঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মা পুনরুবাচেদং বীতরাগাং প্রসন্নধীঃ ।
বরং পুত্রি গৃহাণ ত্বং কিঞ্চিৎ কালঞ্চ ভূতলে ॥ ৯ ॥
ভোগান্ ভুক্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ গমিষ্যসি পরং পদম্ ।
অব্যাবৃত্তিস্বরূপায়া নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১০ ॥
তপসানেন সঙ্কল্পঃ সফলোস্তু তবোত্তমে ।
পীনা ভব পুনঃ শৈলে হিমকাননরাক্ষসী ॥ ১১ ॥
যয়া পূর্ব্বং বিযুক্তাসি তস্যা জলদরূপয়া ।
বীজান্তর্ব্বৃক্ষতা পুত্রি বৃহদ্বৃক্ষতয়া যথা ॥ ১২ ॥
যোগমেষ্যসি ভূয়শ্চ তস্যান্তর্ব্বীজরূপিণী ।
তয়ৈব রসসেকেন লভয়েবাঙ্কুরস্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥
বাধাং বিদিতবেদ্যত্বাৎ ন চ লোকে করিষ্যসি ।

অসৌ অবিবেকঃ। কলিতৈঃ প্রাপ্তৈঃ ॥ ৭ ॥

নিয়ত্যা কর্ম্মকলাবশ্যম্ভাবনিয়ামকেশ্বরসঙ্কল্পেন সহিতঃ। স নিয়তিঃ স পিতামহঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চিদিতি পদসংস্কারপক্ষে সামান্যেন নপুংসকম্ ॥ ৯ ॥

অব্যাবৃত্তিস্বরূপায়াঃ অস্মদাদিভিরপি নিবর্ত্তয়িতুমশক্যায়াঃ প্রাগুক্ত-নিয়তেঃ ॥ ১০ ॥

অনেন তপসা ফলিতেনেতি শেষঃ। পীনা অভিবৃদ্ধশরীরা ॥ ১১ ॥

বীজান্তর্লীনা বৃক্ষতা জাতির্বৃহদ্বৃক্ষতয়া ব্যক্ত্যা যথা বিযুক্তা তথা যয়া তস্যা বিযুক্তাসি তয়া যোগমেষ্যসীতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

নন্থ নষ্টায়াঃ কথং পুনরুদ্ভব ইত্যাশঙ্ক্যাহ অন্তর্ব্বীজরূপিণীতি। ন সা নষ্টা কিন্তু সূচ্যন্তরেব বীজভাবেন লীনেতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অন্তঃশুদ্ধাস্পন্দবতী শারদীবাভ্রমণ্ডলী ॥ ১৪ ॥
অশ্রান্তধ্যাননিরতা কদাচিল্লীলয়া যদি।
ভবিষ্যসি বহীরূপা সর্ব্বাত্মধ্যানরূপিণী ॥ ১৫ ॥
ব্যবহারাত্মকধ্যানধারণাধাররূপিণী।
বাতস্বভাববদ্দেহপরিস্পন্দাৎ বিলাসিনী ॥ ১৬ ॥
তদা বিরোধিনী পুত্রি স্বকর্ম্মস্পন্দরোধিনী।
ন্যায়েন ক্ষুন্নিবৃত্ত্যর্থং ভূতবাধাং করিষ্যসি ॥ ১৭ ॥
ভবিষ্যসি ন্যায়বৃত্তির্লোকে ত্বন্যায়বাধিকা।
জীবন্মুক্ততয়া দেহে স্ববিবেকৈকপালিকা ॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বা গগনতলাজ্জগাম দেবঃ
সূচী সা ভবতু মমেতি কিং বিরোধঃ।
রাগোবাজ্জবচনার্থবারণেস্মিন্
ইত্যন্তঃ স্বতনুময়ী মনাক্ বভূব ॥ ১৯ ॥
প্রাদেশঃ প্রথমমভূত্ততোপি হস্তো
ব্যামশ্চাপ্যথ বিটপস্ততোভ্রমালা।

লোকবাধাহেতুনা মম কিং তয়া তত্রাহ বাধামিতি ॥ ১৪ ॥

যদি কদাচিদ্বহীরূপা নির্ব্বিকল্পসমাধিব্যুত্থিতা ভবিষ্যসি তদা ন্যায়েন ভূতবাধাং করিষ্যসীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

কিং ধ্যানধারণাদীনাং সত্যতা নেত্যাহ ব্যবহারেতি। এবং স্পন্দাদি ব্যবহারোঽপি ন বাস্তব ইত্যাশয়েনাহ বাতস্বভাববদ্দেহেতি ॥ ১৬ ॥

স্বকর্ম্ম রাক্ষসোচিতমশাস্ত্রীয়হিংসাদি তদেব স্পন্দস্তস্য রোধিনী ॥ ১৭-১৮ ॥

দেবোব্রহ্মা জগাম। সা সূচী অচিন্তয়ৎ। ইতি ব্রহ্মণোক্তং মম ভবতু নাম কিং বিরোধোস্তি নাস্তীত্যর্থঃ। অজ্জবচনার্থস্য বরস্য বারণে মম রাগোবা কিং কিমর্থ ইতি বিচিন্ত্য অন্তর্ম্মনসি মনাক্ স্বতনুময়ী প্রাক্তনস্বশরীরাকারা বভূব ॥ ১৯ ॥

মানসকল্পনাক্রমেণৈব স্থূলদেহাবির্ভাবমাহ প্রাদেশ ইতি। প্রাদেশঃ

সোদ্যৎস্বাবয়বলতা বভৌ নিমেষাৎ
সঙ্কল্পদ্রুমকণিকাঙ্কুরক্রমেণ ॥ ২০ ॥
তদ্গাত্রাণ্যবিকলশক্তিমন্তি দেহাৎ
উদ্ভূতান্যথ করণেন্দ্রিয়াণি সম্যক্।
সঙ্কল্পদ্রুমবনপুষ্পবৎ সমস্তাণ
দ্বীজৌঘান্যলমভবংস্তিরোহিতানি ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তি-
প্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে সূচ্যুপাখ্যানে সূচীশরীরলাভোনাম
পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

প্রাদেশপ্রমাণোদেহঃ। প্রমাণে ল ইতি দ্বয়সচোলুক্। এবমগ্রেপি বোধ্যম্। বিটপোবৃক্ষশাখাগ্রপ্রমাণঃ। ততোবিস্তৃতঃ। অভ্রমালা তৎপ্রমাণঃ। এবং ক্রমেণ সা সূচী নিমেষাৎ স্বসঙ্কল্পদ্রুমকণিকায়া বীজস্যাঙ্কুরক্রমেণ উদ্যৎ স্বাবয়বলতা সতী বভৌ ॥ ২০ ॥

গাত্রাণি অঙ্গানি করণানীন্দ্রিয়স্থানানি ইন্দ্রিয়াণি চ উদ্ভূতানি। প্রাক্ তিরোহিতানি বীজৌঘভূতানি সন্তি তদা অলং পর্য্যাপ্তানি পুনরাবির্ভূতানি অভবন্। তথাচ মনঃকল্পনামূলকত্বানি মিথ্যাভূতান্যে-বেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাভবদসৌ সূচী কর্কটী রাক্ষসী পুনঃ।
সূক্ষ্মৈব স্থৌল্যমায়াতা মেঘলেখেব বার্ষিকী ॥ ১ ॥
নিজমাকাশমাসাদ্য কিঞ্চিৎ প্রমুদিতা সতী।
বৃহদ্রাক্ষসভাবং তদ্বোধাৎ কঞ্চুকবজ্জহৌ ॥ ২ ॥
তত্রৈব ধ্যায়তী তস্থৌ বদ্ধপদ্মাসনস্থিতিঃ।
ব্যালম্ব্য সম্বিদং শুদ্ধাং সংস্থিতা গিরিকূটবৎ ॥ ৩ ॥
অথ সা মাসষট্‌কেন ধ্যানাদ্বোধমুপাগতা।
মহাজলদনাদেন প্রাবৃষীব শিখণ্ডিনী ॥ ৪ ॥
প্রবুদ্ধা সা বহির্ব্বৃত্তির্ব্বভূব ক্ষুৎপরায়ণা।
যাবদ্দেহং স্বভাবোস্য দেহস্য ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
অথ সা কিং গ্রস ইতি চিন্তয়ামাস চিন্তয়া।

লব্ধ্বা দেহং সমাধিস্থা ষণ্মাসাৎ ক্ষুধিতোত্থিতা।
কর্কটী বায়ুবচসা কিরাতবিষয়ং যযৌ ॥ ১ ॥

অথ সর্ব্বাবয়বপ্রাদুর্ভাবানন্তরম্ ॥ ১ ॥

নিজং স্বাত্মভূতং ব্রহ্মাকাশং আসাদ্য পুনঃ প্রতিসন্ধায় তস্য বোধাৎ সাক্ষাৎকারাৎ চিরপ্ররূঢ়ত্বাৎ বৃহদ্রাক্ষসভাবং জহৌ ॥ ২ ॥

শুদ্ধাং নিষ্প্রপঞ্চাং সম্বিদমাত্মানং বৃত্তিধারয়া ব্যালম্ব্য আশ্রিত্য ॥ ৩ ॥

মহাজলদনাদেন বোধং সমাধিব্যুত্থানম্। শিখণ্ডিনীপক্ষে কামোদ্বোধম্ ॥ ৪ ॥

অস্য দেহস্য যাবৎ যাবদবস্থানং তাবৎ অস্য দেহস্য ক্ষুধাদিস্বভাবো ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

ভোক্তব্যঃ পরজীবশ্চ ন্যায়েন ন বিনা ময়া ॥ ৬ ॥
যদার্য্যগর্হিতং যন্বাহন্যায়েন ন সমর্জ্জিতম্ ।
তস্মাৎ গ্রাসাৎ বরং মন্যে মরণং দেহিনামিদম্ ॥ ৭ ॥
যদি দেহং ত্যজামীদং তন্ন্যায়োপার্জ্জিতং বিনা ।
ন কিঞ্চিদস্তি নির্ন্যায়ং ভুক্তোর্থোহি গরায়তে ॥ ৮ ॥
যত্র লোকক্রমপ্রাপ্তং তেন ভুক্তেন কিং ভবেৎ ।
ন জীবিতেন নোমৃত্যা কিঞ্চিৎ কারণমস্তি মে ॥ ৯ ॥
মনোমাত্রমহং হ্যাসং দেহাদিভ্রমভূষণম্ ।
তচ্ছান্তং স্বাববোধেন দেহাদেহদৃশৌ কুতঃ ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবং স্থিতা মৌনবতী শুশ্রাব গগনাদ্গিরম্ ।
রক্ষঃস্বরূপসন্ত্যাগতুষ্টেনোক্তাং নভস্বতা ॥ ১১ ॥
গচ্ছ কর্কটি মূঢ়াংস্ত্বং জ্ঞানেনাশ্ববোধয় ।
মূঢ়োত্তারণমেবেহ স্বভাবোমহতামিতি ॥ ১২ ॥

চিন্তয়া চিন্তনহেতুনা চিত্তেন ॥ ৬ ॥

আর্য্যৈঃ পূজ্যৈঃ। মহদ্ভির্যৎ গর্হিতং নিন্দিতম্ ॥ ৭ ॥

ন্যায়োপার্জ্জিতং গ্রাসং বিনা দেহং যদি ত্যজামি তদা নির্ন্যায়মন্যায্যং ন কিঞ্চিদস্তি। অন্যায়োপার্জ্জিতস্বর্থোভুক্তঃ সন্ গরায়তে বিষমবদাচরতি অনর্থকোটীষু পর্য্যবস্যতীতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

লোকসম্মতঃ ক্রমো লোকক্রমস্তেন যৎ ন প্রাপ্তম্। মৃত্যা মরণেন। কারণং ইষ্টমনিষ্টং বা প্রয়োজকম্ ॥ ৯ ॥

দেহাদেহদৃশৌ জীবনমরণভ্রমৌ ॥ ১০ ॥

রক্ষঃস্বরূপস্য তদ্দেহাভিমানস্য সন্ত্যাগাৎ হেতোস্তুষ্টেন। নভস্বতা বায়ুনা ॥ ১১ ॥

তাং গিরং দর্শয়তি গচ্ছেত্যাদিনা। মূঢ়াননাত্মজ্ঞান্। মহতাং তত্ত্ববিদাম্। ইতি হেতোঃ ॥ ১২ ॥

বোধ্যমানোভবত্যাপি যো ন বোধমুপৈষ্যতি।
স্বনাশায়ৈব জাতোসৌ ন্যায্যোগ্রাসোভবেৎ তব ॥ ১৩ ॥
শ্রুত্বেত্যনুগৃহীতাস্মি ত্বয়েত্যুক্তবতী শনৈঃ।
উত্তস্থৌ শৈলশিখরাৎ ক্রমাদবরুরোহ চ ॥ ১৪ ॥
অধিত্যকামতীত্যাশু গত্বা চোপত্যকাতটান্।
বিবেশ শৈলপাদস্থং কিরাতজনমণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥
বহ্বন্নপশুলোকৌঘদ্রব্যশষ্পৌষধামিষম্।
অনন্তমূলপানান্নমৃগকীটখগাদিকম্ ॥ ১৬ ॥

প্রচলিতবলিতাঞ্জনাচলাভা
হিমগিরিপাদনিবেশিতং সুদেশম্।
তদনুগতবতী নিশাচরী সা
নিশি সুঘনান্ধতমিস্রমার্গভূমৌ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে অন্যায়বাধিকো নাম
ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

অসৌ মূঢ়ঃ। ন্যায্যোন্যায়াদনপেতঃ। গ্রাসঃ কবলঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি গিরং শ্রুত্বা। ত্বয়া বায়ুনা। পরমার্থদৃশা অনুগ্রহাভাবাৎ তথা বক্তুং লজ্জমানেব শনৈরুক্তবতী ॥ ১৪ ॥

অধিত্যকাং পর্ব্বতোর্দ্ধভাগম্। উপত্যকা পর্ব্বতাসন্নভূমিস্তত্তটান্। শৈলস্য হিমবতঃ পাদেষু প্রত্যন্তপর্ব্বতেষু স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্নাদীনাং সপ্তানাং দ্বন্দ্বে বহুব্রীহিঃ। এবং মূলাদীনামপি। শষ্পাণি বালতৃণানি। আমিষাণি মাংসানি ॥ ১৬ ॥

প্রচলিতঃ প্রস্থিতোযোবলিতাঞ্জনঃ কজ্জললিপ্তোঽচলঃ তদাভাসা নিশাচরী হিমগিরেঃ পাদেষু নিবেশিতং সুদেশং গতবতীতি সংবন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র কিরাতজনমণ্ডলে।
হস্তহার্য্যতমঃপিণ্ডা বভূবাসিতযামিনী ॥ ১ ॥
নীলমেঘপটচ্ছন্না নিরিন্দুগগনান্তরা।
তমালবনসম্পিণ্ডা মাংসলোড্ডীনকজ্জলা ॥ ২ ॥
লতাঘনতয়া গ্রামকোটরৈকান্ধ্যমন্থরা।
গৃহচত্বরসম্বাধে নগরে নবযৌবনা ॥ ৩ ॥
চত্বরেষু তমঃপিণ্ডী প্রজিহ্মীকৃতদীপিকা।

তমিস্রা বর্ণ্যতে পশ্চাদ্ দর্শনং রাজমন্ত্রিণোঃ।
কর্কট্যাস্তৎপরীক্ষার্থং প্রশ্নেচ্ছা চাত্র বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

তমঃ পিণ্ড ইব তমঃপিণ্ডঃ। হস্তেন হর্ত্তুং শক্যোহস্তহার্য্যঃ। হস্তহার্য্যস্তমঃপিণ্ডোহস্যাম্। যামিনী রাত্রিঃ ॥ ১ ॥

তাং রাত্রিং কর্কটীসখীভূতরাক্ষস্যন্তরন্নপেণ বর্ণয়তি নীলমেঘেত্যাদিনা। নিরিন্দু অমৃতলুণ্ঠনভয়াৎ পলায়িতেন্দুগগনান্তরং যয়া। তমালবনানি সম্পিণ্ডয়তি একঘনীকরোতীব তমালবনসম্পিণ্ডাং। মাংসলা পুষ্টা। সর্ব্বত্রোড্ডীনং শ্যামীকুর্ব্বৎ নেত্রকজ্জলং যস্যাঃ ॥ ২ ॥

গিরিগ্রামেষু লতানাং ঘনতয়া নক্ষত্রজ্যোতিষোপ্যপ্রসরাৎ মুখোনান্ধ্যেন-জরতীব মন্থরা কুণ্ঠিতগতিঃ। গৃহচত্বরৈঃ সম্বাধে নিবিড়িতে নগরে নব-যৌবনেব দীপিকাভিঃ সঞ্চরন্তী ॥ ৩ ॥

বহিশ্চত্বরেষু বায়ুনা প্রজিহ্মীকৃতা বক্রীকৃতা দীপিকা যয়া। অতএব তমাংসি পিণ্ডয়তীতি তমঃপিণ্ডী। কুঞ্চিতানাং কুটিলগবাক্ষাণাং ছিদ্রেভ্যো-নিষ্ক্রান্তৈরীষদ্দীপিকারোচির্ভিঃ রাজিতা শোভমানা। আদীপিকা রোচি-

কুঞ্চিতছিদ্রনিষ্ক্রান্তা দীপিকারোচিরাজিতা ॥ ৪ ॥
স্ববয়স্যেব কর্কট্যাঃ পরিনৃত্যৎপিশাচিকা।
মত্তবেতালকঙ্কালকাষ্ঠমৌনমিবাস্থিতা ॥ ৫ ॥
সুষুপ্তমৃগভূতৌঘঘননীহারহারিণী।
মন্দমন্দমরুৎস্পর্শলসৎপ্রালেয়সীকরা ॥ ৬ ॥
সরঃসু বিবটদ্বারি কাকভেকতরঙ্গিকা।
অন্তঃপুরেষু রমণরণন্নারীনরাননা ॥ ৭ ॥
জঙ্গলেষু জগজ্জ্বালাজটালজ্বলনোজ্জ্বলা।
কেদারেষ্বম্বুসংসেকপৃষ্ঠপাকমিলচ্ছলা ॥ ৮ ॥
নভস্থলেক্ষিতস্পন্দ-প্রবিবিক্তর্ক্ষচক্রিকা।
বনেষু বিসরদ্বাত-পতৎপুষ্পফলদ্রুমা ॥ ৯ ॥
শ্বভ্রেষু কৌশিকস্যান্তর্ব্বায়সব্যাহতারবা।
তস্করাক্রান্তপর্য্যন্তগ্রাম্যাক্রন্দনকর্কশা ॥ ১০ ॥

রিতীষদর্থে আঙ্ ঢ্রলোপ ইতি দীর্ঘাভাবশ্ছান্দসঃ ॥ ৪ ॥

স্ববয়স্যা শোভমানা সখীব। মত্তবেতালানাং কঙ্কালাদিহরণপ্রসঙ্গে নিবারণাভাবাৎ কাষ্ঠমৌনং ব্রতমাস্থিতেব ॥ ৫ ॥

সুষুপ্তৈর্মৃগাদিপ্রাণিনিকায়ৈর্ঘনৈর্নীহারৈশ্চ হারিণী অলঙ্কৃতা ॥ ৬ ॥

ইতঃ পরং রাক্ষসীরূপকং বিহায় স্বরূপেণৈব বর্ণয়তি সরঃস্বিত্যাদিনা। বিবটানাং গর্ত্তানাং বিরূদ্ধবটানাঞ্চ দ্বারি কাকৈর্ভেকৈশ্চ তরঙ্গিতা ব্যাপ্তা। রমণে ক্রীড়নে রণন্তি নারীন্‌রাননানি যস্যাম্ ॥ ৭ ॥

জগতোজ্বালা প্রলয়ানল ইব জটালেন জ্বলনেনোজ্জ্বলা। অম্বুসেকেন আর্দ্রীভাবেন শল্যকপৃষ্ঠে পাকেন পরিপকদশয়া চোন্মূলনাৎ কেদারেষু মিলন্তি শলানি শললীকণ্টকা যস্যাম্ ॥ ৮ ॥

অক্ষীণীব সঞ্জাতাঙ্কিতানি স্পন্দাদিব প্রবিবিক্তানি বিভক্তানি ঋক্ষ-চক্রাণি নক্ষত্রবৃন্দানি যস্যাম্ ॥ ৯ ॥

শ্বভ্রেষু বৃক্ষকোটরেষন্তঃ কৌশিকস্য রবং শ্রূয়েতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

বিপিনে বিপিনা মৌনা নগরে সুপ্তনাগরা।
বনেষু বিসরদ্বাতা নীড়েষ্বস্পন্দপক্ষিকা ॥ ১১ ॥
গুহাসু সুপ্তসিংহাঢ্যা কুঞ্জেষু স্বপদেণকা।
খে সাবশ্যায়নিকরা বিপিনে মৌনচারিণী ॥ ১২ ॥
কজ্জলাম্ভোদমধ্যাভা কাচশৈলোদরোপমা।
পঙ্কপিণ্ডান্তরঘনা খড়্গচ্ছেদ্যান্ধমাংসলা ॥ ১৩ ॥
প্রলয়ানিলবিক্ষুব্ধকজ্জলাচলচঞ্চলা।
একার্ণবমহাপঙ্কপর্ব্বতোদরমেদুরা ॥ ১৪ ॥
অঙ্গারকোটরঘনা সৌষুপ্তপদসুন্দরী।
অজ্ঞাননিদ্রা নিবিড়া ভৃঙ্গপৃষ্ঠচ্ছদচ্ছবিঃ ॥ ১৫ ॥
তস্যাং রজন্যাং ভীমায়াং কিরাতজনমণ্ডলে।
মন্ত্রিণা সহ ভূপালস্তস্মিন্নবসরে তদা ॥ ১৬ ॥
নির্জ্জগাম সুধীরাত্মা নগরাৎ সুপ্তনাগরাৎ।
অটবীং বিক্রমোনাম বিষমাং বীরচর্য্যয়া ॥ ১৭ ॥
অটব্যাং কর্কটী সা তৌ চরন্তৌ রাজমন্ত্রিণৌ।

বিপিনমিব আমৌনা ঈষদশব্দা ॥ ১১-১২ ॥

পঙ্কপিণ্ডোমৃৎপিণ্ডঃ তস্যান্তরমিব ঘনা নিবিড়া ॥ ১৩ ॥

বিক্ষুব্ধোবিচূর্ণিতো বিচলিতোবা। একার্ণবমহাপঙ্কমিব পর্ব্বতোদরমিব চ মেদুরা ॥ ১৪ ॥

অঙ্গারস্য দগ্ধকাষ্ঠস্য কোটরমিব শ্যামঘনা। সৌষুপ্তপদং গাঢ়াজ্ঞানমিব সুন্দরী। অজ্ঞাননিদ্রা মূলাজ্ঞানমিব নিবিড়া ঘনা। ভৃঙ্গানাং পৃষ্ঠানীব চ্ছদাঃ পক্ষা ইব চ ছবির্যস্যাস্তথাবিধা। অসিক্তযামিনী বভূবেত্যপক্রমে-ণান্বয়ঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

বীরোচিতয়া তস্করাদিবধার্থয়া ॥ ১৭ ॥

ধৃতানি ধৈর্য্যঞ্চ অস্ত্রাণি চ যাভ্যাং তৌ। গ্রামাদ্বহিষ্ঠস্য গ্রামদৈবতস্য

অপশ্যদ্ধৃতধৈর্য্যাস্ত্রৌ বেতালালোকনোন্মুখৌ ॥ ১৮ ॥
অথ সা চিন্তয়ামাস লব্ধোভক্ষোঽহহো ময়া।
মূঢ়াবেতাবনাত্মজ্ঞৌ ভারো দেহঃ কিলানয়োঃ ॥ ১৯ ॥
ইহামুত্র চ নাশায় মূঢ়োদুঃখায় জীবতি।
যত্নাৎ বিনাশনীয়োসৌ নানর্থঃ পরিপাল্যতে ॥ ২০ ॥
অপশ্যতঃ স্বমাত্মানং মৃতির্মূঢ়স্য জীবিতম্।
মরণেনোদয়োস্যাস্তি পাপাসম্পত্তিহেতুতঃ ॥ ২১ ॥
আদিসর্গে চ নিয়মঃ কৃতঃ পঙ্কজজন্মনা।
হিংস্রাণাং ভোজনায়াস্তু মূঢ়াত্মা নাত্মবানিতি ॥ ২২ ॥
তস্মাদিমৌ ময়ৈবাদ্য ভোক্তব্যৌ ভোজ্যতাং গতৌ।
অভব্য এব নির্দ্দোষং প্রাপ্তমর্থমুপেক্ষতে ॥ ২৩ ॥
কদাচিত্তাবিমৌ স্যাতাং গুণযুক্তৌ মহাশয়ৌ।
তাদৃগ্নরবিনাশোহি স্বভাবাম্মে ন রোচতে ॥ ২৪ ॥
তদেতৌ সম্পরীক্ষেহং যদি তাদৃগ্গুণান্বিতৌ।
তদ্ভক্ষং ন করম্যেতৌ ন হিংস্যাং গুণিনঃ ক্বচিৎ ॥ ২৫॥
অকৃত্রিমং সুখং কীর্ত্তিমায়ুশ্চৈবাভিবাঞ্ছতা।

বেতালস্য আলোকনে উন্মুখৌ ॥ ১৮ ॥

সা কর্কটী ॥ ১৯ ॥

ইহ লোকে অমুত্র পরলোকে চ। মূঢ়োঽনাত্মজ্ঞঃ ॥ ২০ ॥

মৃতিরেব জীবিতং জীবিতাৎ বরমিতি যাবৎ। তদেবোপপত্ত্যা দর্শয়তি মরণেনেতি ॥ ২১-২২ ॥

অভব্যঃ অভাগ্য এব ॥ ২৩ ॥

আত্মজ্ঞানলক্ষণগুণেন যুক্তৌ ॥ ২৪ ॥

তৎ তর্হি ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বেষামভিমতানামিষ্টানাং দানেন ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাভিমতদানেন পূজনীয়া গুণান্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥
অপি নঙ্ক্ষ্যামি দেহেন নৈব ভোক্ষ্যে গুণান্বিতম্ ।
সুখয়ন্তি হি চেতাংসি জীবিতাদপি সাধবঃ ॥ ২৭ ॥
অপি জীবিতদানেন গুণিনং পরিপালয়েৎ ।
গুণবৎসঙ্গমৌষধ্যা মৃত্যুরপ্যেতি মিত্রতাম্ ॥ ২৮ ॥
যত্রাহমপি রক্ষামি রাক্ষসী গুণশালিনম্ ।
তত্রান্যঃ কো ন কুর্য্যাত্তং হৃদি হারমিবামলম্ ॥ ২৯ ॥
উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহ দেহিনঃ ।
ধরাতলেন্দবঃ সঙ্গাৎ ভৃশং শীতলয়ন্তি তে ॥ ৩০ ॥
মৃতিগু´ণিতিরস্কারো জীবিতং গুণিসংশ্রয়ঃ ।
ফলং স্বর্গাপবর্গাদি জীবিতাদ্গুণিসংশ্রিতাৎ ॥ ৩১ ॥
তস্মাদিমৌ পরীক্ষেহং কয়াচিৎ প্রশ্নলীলয়া ।
কিংমাত্রজ্ঞানকাবেতা বিতি তামরসেক্ষণৌ ॥ ৩২ ॥

আদৌ বিচার্য্য সগুণাগুণলেশযুক্তিং
পশ্চাৎ স্বতোধিকতরঞ্চ গুণৈর্যদি স্যাৎ ।
কুর্য্যাৎ ততঃ সমুপপত্তিবশেন দণ্ডং

দেহেন ন ত্বাত্মনা অবিনাশিত্বাৎ ॥ ২৭ ॥
বশীকরণৌষধ্যা ॥ ২৮ ॥
তং গুণিনম্ ॥ ২৯ ॥
ধরাতলে ইন্দবশ্চন্দ্রাঃ ॥ ৩০ ॥
ফলং সিধ্যতীতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥
পরীক্ষে পরীক্ষিষ্যে ॥ ৩২ ॥

আদৌ সগুণোহয়মগুণোবেতি গুণলেশেনাপি যুক্তিং যোগং বিচার্য্য পশ্চাৎ স্বতঃ স্বস্মাদধিকতরঞ্চ গুণিনং বিচার্য্য যদি গুণৈর্হীনঃ স্যাৎ তত্তদনন্তরং সম্যক্ শাস্ত্রোক্তদৃশা উপপত্তিবশেন যুক্তিসদৃশং দণ্ড্যস্য দণ্ডং

দণ্ড্যস্ত যুক্তিসদৃশং ঘনসম্ভবে ন ॥ ৩৩ ॥
ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীবিচারো নাম
সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

কুর্য্যাৎ বতোগুণৈর্ঘনসম্ভবে অতিশয়স্ত সম্ভবে তু ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ সা রাক্ষসী রক্ষঃ-কুলকাননমঞ্জরী ।
তমস্যেবাভ্রলেখেব গম্ভীরং বিননাদ হ ॥ ১ ॥
নাদান্তে সমুবাচেদং হুঙ্কারাপরুষং বচঃ ।
গর্জ্জিতানন্তরং জাত-করকাশনিশব্দবৎ ॥ ২ ॥
ভো ভো ঘোরাটবীব্যোমপদবীশশিভাস্করৌ ।
মহামায়াতমঃপীঠশিলাকোটরকীটকৌ ॥ ৩ ॥
কৌ ভবন্তৌ মহাবুদ্ধী দুর্ব্বুদ্ধী বা সমাগতৌ ।
মদ্গ্রাসপদমাপন্নৌ ক্ষণাৎ মরণকোচিতৌ ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ ।

ভো ভো ভূতক কিং স্যাত্বং ক তিষ্ঠসি চ দেহকম্ ।

ভীষণোক্ত্যাপ্যভীতস্য রাজ্ঞঃ কর্কটিদর্শনম্ ।
মন্ত্রিবাক্যানুনীতায়াঃ প্রশ্নারম্ভশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

রক্ষোবংশলক্ষণস্য কাননস্য বোধসৌরভমকরন্দমধুরত্বাৎ পুষ্পমঞ্জরীব স্থিতা ॥ ১ ॥

শব্দতো হুঙ্কারভীষণত্বেপ্যর্থতোঽপরুষমনিষ্ঠুরম্ ॥ ২ ॥

ঘোরাটবীলক্ষণায়া ব্যোমপদব্যাঃ প্রকাশকত্বাৎ শশিভাস্করৌ । তথা মহা-মায়াতমোলক্ষণায়াঃ সর্ব্বভূতাধারপীঠভূতায়াঃ কোটরান্তর্গতকীটকৌ । অনেন স্বস্যা আত্মজ্ঞতা সূচিতা ॥ ৩ ॥

আত্মজ্ঞানে সতি বুদ্ধেঃ সাফল্যাৎ মহাবুদ্ধী পূজ্যবুদ্ধী । তদভাবে বুদ্ধিবৈফল্যাদ্দুর্ব্বুদ্ধী । কুৎসিতং মরণং মরণকং তদুচিতৌ ॥ ৪ ॥

অল্পং দেহং দেহকং দর্শয় । অলিনীধ্বনেঃ ভ্রমরিকাধ্বনিতুল্যায়া অস্যা-

দর্শয়াস্মাস্তব গিরঃ কো বিভেত্যলিনীধ্বনেঃ ॥ ৫ ॥
সিংহবৎ সর্ব্ববেগেন পতন্ত্যর্থে কিলার্থিনঃ।
ত্যজ সংরম্ভমারম্ভং স্বসামর্থ্যং প্রদর্শয় ॥ ৬ ॥
কিং প্রার্থয়সি মে ব্রূহি দদামি তব সুব্রত।
কিং বা সংরম্ভশব্দাভ্যাং ভীষয়াস্মান্ বিভেষি কিম্ ॥ ৭ ॥
ক্ষিপ্রমাকারশব্দাভ্যাং মায়য়া সম্মুখীভব।
ন কিঞ্চিদ্দীর্ঘসূত্রাণাং সিদ্ধ্যত্যাত্মক্ষয়াদৃতে ॥ ৮ ॥
রাজ্ঞেত্যুক্তে রম্যমুক্তমিতি সঞ্চিন্ত্য সা তয়োঃ।
প্রকাশায়াপ্যধৈর্য্যায় ননাদ চ জহাস চ ॥ ৯ ॥
ততোদদৃশতুস্তাং তৌ শব্দপূরিতদিগ্‌গণাম্।
সাট্টহাসপ্রভাপিণ্ডপূরপ্রকটিতাকৃতিম্ ॥ ১০ ॥
কল্লাভ্রাশনিকাষেণ ঘৃষ্টামদ্রিতটীমিব।
স্বনেত্রবিদ্যুদ্বলয়বলাকোজ্জ্বলিতাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥
তিমিরৈকার্ণবৌর্ব্বাগ্নি-জ্বালাবিবলনামিব।
গর্জ্জদ্ঘনঘটাটোপপীবরাসিতকন্ধরাম্ ॥ ১২ ॥
রণদ্দশনসংরম্ভহাহাহতনিশাচরাম্

তব গিরঃ সকাশাৎ কো বিভেতি ন কশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৫
সংরম্ভং কোপম্। আরম্ভং ভীষণোদ্যোগম্ ॥ ৬ ॥
ত্বৎসূচিতা আত্মজতা ময়া জ্ঞাতেতি দ্যোতনায় সুব্রতেতি সম্বোধনম্। অস্মান্ প্রতি সংরম্ভশব্দাভ্যাং ভীষয়া বা কিম্। ত্বমেব বা কিং বিভেষি ॥ ৭ ॥
মায়য়া পরদৃষ্টশরীরকল্পনশক্ত্যা। দীর্ঘসূত্রাণামক্ষিপ্রকারিণাম্ ॥ ৮-৯ ॥
অট্টহাসদশনপ্রভাপিণ্ডপূরৈঃ প্রকাশিতস্বাকারাম্ ॥ ১০ ॥
অশনিকাষেন বজ্রনিষ্পেষেণ ঘৃষ্টাং নিষ্পিষ্টাম্। স্বনেত্রবিদ্যুত্ত্যাং শঙ্খ-বঙ্কলক্ষণবলাকাভিশ্চ দীপিতাকাশাম্ ॥ ১১ ॥
তিমিরলক্ষণস্তৈকার্ণবস্ত ॥ ১২ ॥
রণদ্ভ্যঃ কটকটায়মানেভ্যোদশনেভ্যঃ সংরম্ভাৎ ভয়াৎ হাহাকারপূর্ব্বকং

রোদসীকজ্জলস্তম্ভাং লীলয়োল্লসিতাং পুনঃ ॥ ১৩ ॥
ঊর্দ্ধকেশীং শিরালাঙ্গীং কপিলাক্ষীং তমোময়ীম্ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচানামপ্যনর্থভয়প্রদাম্ ॥ ১৪ ॥
দেহরন্ধ্রবিশচ্ছ্বাসবাতভাঙ্কারভীষণাম্ ।
মুষলোলূখলালাতহলশূর্পকশেখরাম্ ॥ ১৫ ॥
স্ফুরন্তীমিব কল্পান্তে বৈদূর্য্যশিখরস্থলীম্ ।
হাসঘট্টিতবিশ্বেশাং কালরাত্রিমিবোদিতাম্ ॥ ১৬ ॥
শরদ্ব্যোমাটবীং সাভ্রাং কৃতদেহামিবাগতাম্ ।
শরীরিণীং মহাভ্রাঢ্যাং যামিনীমিব মাংসলাম্ ॥ ১৭ ॥
শরীরসন্নিবেশেন পঙ্কপীঠমিবোত্থিতাম্ ।
তন্বং চন্দ্রার্কযুদ্ধায় তমসেব সমাশ্রিতাম্ ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রনীলমহাশুভ্রলম্বাভ্রযুগলোপমৌ ।
উলূখলাদিহারৌঘৌ দধানামসিতৌ স্তনৌ ॥ ১৯ ॥
লগ্নামঙ্গারকাষ্ঠেন সমানাঞ্চ মহাতনুম্ ।
ক্রমাভাস্পন্দসশির-লসদ্ভুজলতাতনুম্ ॥ ২০ ॥
তামবেক্ষ্য মহাবীরৌ তথৈবাক্ষুভিতৌ স্থিতৌ ।

হতা মারিতা নিশাচরাশ্চোরব্যাঘ্রজম্বুকাদয়ো যয়া । রোদস্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ কজ্জলৈঃ স্তম্ভয়তি বিষ্টভ্নাতীতি তথোক্তাম্ ॥ ১৩-১৪ ॥

হলং শূর্পকাণি ভয়শূর্পাণি শেখরে যস্যাঃ ॥ ১৫ ॥

কল্পান্তে বিদীর্ণামিতি শেষঃ । হাসৈর্ঘট্টিতা হিংসিতা বিশ্বেশা দানবা যয়া তথাবিধাং কালরাত্রিং শিবদূতীমিব ॥ ১৬-১৭ ॥

পঙ্কপীঠং পৃথিবীপীঠম্ । তমসা রাহুণা ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রনীলমিব মহাশুভ্রং নীলং যৎ লম্বাভ্রযুগলং তদুপমৌ ॥ ১৯ ॥

লগ্নাং লাঞ্ছিতাং সমানাং সবর্ণাং চ । ক্রমাভাভ্যাং স্পন্দাভ্যাং শিরা-সহিতাভ্যাং লসদ্ভ্যাং ভুজলতাভ্যাং অতনুং অনল্পাম্ ॥ ২০ ॥

ন তদস্তি বিমোহায় যদ্বিবিক্তস্য চেতসঃ ॥ ২১ ॥

মন্ত্রী উবাচ।

মহারাক্ষসি সংরম্ভো মহাত্মা কিময়ং তব।
লঘবোহ্যথবা কার্য্যে লঘাবপ্যতিসম্ভ্রমাঃ ॥ ২২ ॥
ত্যজ সংরম্ভমারম্ভো নায়ং তব বিরাজতে।
বিষয়ে হি প্রবর্ত্তন্তে ধীমন্তঃ স্বার্থসাধকাঃ ॥ ২৩ ॥
ত্বাদৃশানাং সহস্রাণি মশকানামিবাবলে।
অস্মাকং ধীরতাবাত্যা ব্যূঢ়ানি তৃণপর্ণবৎ ॥ ২৪ ॥
সংরম্ভদ্বারমুৎসৃজ্য সমতা স্বচ্ছয়া ধিয়া।
যুক্ত্যা চ ব্যবহারিণ্যা স্বার্থঃ প্রাজ্ঞেন সাধ্যতে ॥ ২৫ ॥
স্বেনৈব ব্যবহারেণ কার্য্যং সিধ্যতু বা ন বা।

বিবিক্তস্য সত্যমিথ্যাবিবেকশালিনঃ ॥ ২১ ॥

যদি ত্বং মহত্যসি তর্হ্যল্পকার্য্যে নৈতাবান্ সংরম্ভো যুক্ত ইতি সাম্না সমাধিৎসুর্মন্ত্রী উবাচ মহারাক্ষসীতি। হে মহারাক্ষসি তব স্বাভিমতসিদ্ধৌ মহাত্মা নিরতিশয়স্বরূপোঽয়ং সংরম্ভঃ কোপঃ কিং কিমর্থ ইত্যর্থঃ। স্বাত্মাল্পলভ্যে আহারলাভলক্ষণে কার্য্যে ন ক্রোধসাহসাদেঃ প্রয়োজনমস্তীতি ভাবঃ। অথবা যদি লঘুরসি তর্হি ন ত্বংসংরম্ভেণ বিভীব ইত্যাশয়েনাহ লঘবোহীতি ॥ ২২ ॥

সাম্না পুনঃ প্রথমকল্পমেবাশ্রিত্যাহ ত্যজেতি। বুদ্ধিমন্তঃ সামসাধ্যেঽর্থে ন দণ্ডমনুসরন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

পুনর্দ্বিতীয়কল্পমাশ্রিত্য দণ্ডোদ্যোগবৈয়র্থ্যমাহ ত্বাদৃশানামিতি। ধীরতালক্ষণয়া বাত্যা বাতয়া। বাতশব্দাৎ পাশাদিত্বাৎ সমূহে য প্রত্যয়ে ব্যত্যয়েন ঙীপি 'হলস্তদ্ধিতস্যেতি যলোপে তৃতীয়াস্তোঽত্র বাত্যেতি। ব্যূঢ়ানি নিরস্তানি ॥ ২৪ ॥

তর্হি কথং স্বার্থসিদ্ধিস্তত্রাহ সংরম্ভেতি। ব্যবহারিণ্যা প্রাজ্ঞব্যবহারোচিতয়া ॥ ২৫ ॥

কার্য্যসিদ্ধিসংশয়েঽপ্যনাদিনিয়তিসিদ্ধঃ সামোপায়ো ন হেয়ঃ কিং বাচ্যং

মহানিয়তিরিত্যেব ভ্রমস্থাবসরোহি কঃ ॥ ২৬ ॥
কথয়াভিমতং কিং তে কিমর্থয়সি চার্থিনী।
অর্থী স্বপ্নেপি নাস্মাকমপ্রাপ্তার্থঃ পুরোগতঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা তেন চিন্তয়ামাস রাক্ষসী।
অহোস্থু বিমলাচারং সত্বং পুরুষসিংহয়োঃ ॥ ২৮ ॥
ন সামান্যাবিমৌ মন্যে বিচিত্রেয়ং চমৎকৃতিঃ।
বচোবক্ত্রেক্ষণেনৈব বদত্যন্তর্বিনিশ্চয়ম্ ॥ ২৯ ॥
বচোবক্ত্রেক্ষণদ্বারৈর্ধীমতামাশয়া মিথঃ।
একীভবন্তি সরিতাং পয়াংসি বলনৈরিব ॥ ৩০ ॥
আভ্যাং প্রায়ঃপরিজ্ঞাতো মম ভাবোনয়োর্ময়া।
ন বিনাশ্যৌ ময়া চেমৌ স্বয়মেবাবিনাশিনৌ ॥ ৩১ ॥
মন্যে ভবেতামাত্মজ্ঞৌ নাত্মজ্ঞানাদৃতে মতিঃ।
প্রমৃষ্টসদসদ্ভাবাৎ ভবত্যন্তভয়া মৃতৌ ॥ ৩২ ॥
তদেতৌ পরিপৃচ্ছামি কিঞ্চিৎ সন্দেহমুত্থিতম্।
প্রাজ্ঞং প্রাপ্য ন পৃচ্ছন্তি যে কেচিৎ তে নরাধমাঃ ॥ ৩৩ ॥
ইতি সংচিন্ত্য পৃচ্ছায়ৈ তত্বানাবসরং ততঃ।
অকালকল্পাভ্ররবং হাসং সংযম্য সাব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

তন্নিশ্চয়ে ইত্যাশয়েনাহ স্বৈনৈবেতি। ভ্রমস্থ ভ্রান্তোচিতসংরম্ভস্থ ॥ ২৬ ॥

কথং তর্হি সায়া সিদ্ধিস্তত্রাহ কথয়েতি ॥ ২৭ ॥

স ত্বং ধৈর্য্যং বুদ্ধিবলঞ্চ ॥ ২৮ ॥

বক্ত্রেক্ষণেন মুখদর্শনেনৈব প্রসাদাদিলিঙ্গৈরন্তস্তত্ত্ববিনিশ্চয়ং বদতি সূচ-য়তি ॥ ২৯ ॥

বলনৈঃ সঙ্গমৈঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

মিথ্যাত্বনিশ্চয়েন প্রমৃষ্টৌ সদসদ্ভাবৌ জীবনমরণপ্রত্যয়ৌ যস্মাৎ তথা-বিধাদাত্মজ্ঞানাদৃতে ॥ ৩২-৩৩ ॥

কৌ ভবন্তৌ নরৌ ধীরৌ কথ্যতামিতি মেনঘৌ।
জায়তে দর্শনাদেব মৈত্রীবিশদচেতসাম্ ॥ ৩৫ ॥

মন্ত্রী উবাচ।

অয়ং রাজা কিরাতানামস্যাহং মন্ত্রিতাং গতঃ।
উদ্যতৌ রাত্রিচর্য্যেণ ত্বাদৃগ্জনবিনিগ্রহে ॥ ৩৬ ॥
রাজ্ঞোরাত্রিন্দিবং ধর্ম্মো দুষ্টভূতবিনিগ্রহঃ।
স্বধর্ম্মত্যাগিনো যে তু তে বিনাশানলেন্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

রাক্ষস্যুবাচ।

রাজংস্ত্বমসি দুর্ম্মন্ত্রী দুর্ম্মন্ত্রী ন নৃপোভবেৎ।
সদ্রূপশ্চ ভবেম্মন্ত্রী রাজা সম্মন্ত্রিণা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
রাজা চাদৌ বিবেকেন যোজনীয়ঃ সুমন্ত্রিণা।
তেনার্য্যতামুপায়াতি যথা রাজা তথা প্রজাঃ ॥ ৩৯ ॥
সমস্তগুণজালানামধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
তদ্বিদ্রাজা ভবেদ্রাজা তদ্বিম্মন্ত্রী চ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪০ ॥
প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বং তচ্চ স্যাৎ রাজবিদ্যয়া।
তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী ন সোধিপঃ ॥ ৪১ ॥

হাসং হাস্যম্। সংযম্য নিরুধ্য ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তাদৃগ্জনানাং হিংস্রাণাং বিনিগ্রহে উদ্যতৌ উদ্যুক্তৌ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

করিষ্যমাণপ্রশ্নস্তোপোদ্বাতং রচয়ন্ত্যাহ রাজন্নিতি। দুষ্টোমন্ত্রী যস্ত স তথা অসি সম্ভাবিত ইতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥

আর্য্যতাং শ্রেষ্ঠতাম্ ॥ ৩৯ ॥

সমস্তেতি। অধ্যাত্মজ্ঞানং আত্মতত্ত্বজ্ঞানং উত্তমং শ্রেষ্ঠম্। তথা চাহুঃ "তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। আয়াসায়াহপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্প-নৈপুণ"মিতি। মন্ত্রবিৎ বিচারয়হস্তবিৎ ॥ ৪০ ॥

প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বাধীনত্বাদায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ তাদ্রূপ্যারোপাৎ সমদৃষ্টিত্বং বিদ্যানাং রাজা রাজবিদ্যা আত্মবিদ্যা তয়া স্যাৎ। " তানি চৈব শ্বপাকে-

ভবন্তৌ তদ্বিদৌ সাধূ যদি তচ্ছ্রেয় আপ্নুথঃ।
নোচেদনর্থদৌ স্বস্যাঃ প্রকৃতেরদ্ম্যহং যুবাম্ ॥ ৪২ ॥
একোপায়েন মৎপার্শ্বাদ্বালকাবুত্তরিষ্যথঃ।
মৎপ্রশ্নপঞ্জরং সারং চেদ্বিচারয়থো ধিয়া ॥ ৪৩ ॥
প্রশ্নানিমান্ কথয় পার্থিব বা চ মন্ত্রিন্
তত্রার্থিনী ভৃশমহং পরিপূরয়ার্থ্যম্।
অঙ্গীকৃতার্থমদদৎ ক ইবাস্তি লোকে
দোষেণ সংক্ষয়করেণ ন যুজ্যতে যঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীপ্রশ্নবর্ণনং নাম অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" ইতি ভগবদ্বচনাৎ ॥ ৪১ ॥

যথা রাজা তথা প্রজা ইতি প্রাগুক্তত্বাৎ রাজ্ঞোমৌর্খ্যে প্রজানামপি তদনিবারণাৎ তৎপ্রযুক্তানর্থদৌ যুবাং অদ্মি ভক্ষয়ামি ॥ ৪২ ॥

বালকাবিব পিত্রোঃ প্রীতিবিষয়ৌ ॥ ৪৩ ॥

হে পার্থিব ত্বমিমান্ প্রশ্নান্ পৃষ্টানর্থান্ কথয় অথবা হে মন্ত্রিন্ ত্বং বা কথয়। তত্র তস্মিন্ বিষয়ে অহং ভৃশমর্থিনী উপযাচনবতী অস্মি। অর্থ্যং মদভিলষিতং পরিপূরয়। যোঽঙ্গীকৃতং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাতমর্থমদদদপ্রযচ্ছন্ সন্ সজ্জয়করেণ দোষেণ ন যুজ্যতে স তাদৃশঃ ক ইবাস্তি কোঽস্তি ন কশ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী প্রশ্নান্ সা বক্তুমুপচক্রমে ।
উচ্যতামিতি রাজ্ঞোক্তে তানিমান্ শৃণু রাঘব ॥ ১ ॥

রাক্ষস্যুবাচ ।

একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব ।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব ॥ ২ ॥
কিমাকাশমনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিম্ ।
কোহমেবাসি সম্পন্নঃ কোভবানপ্যহং স্থিতঃ ॥ ৩ ॥
গচ্ছন্ন গচ্ছতি চ কঃ কোহতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতি ।
কশ্চেতনোপি পাষাণঃ কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃৎ ॥ ৪ ॥
বহ্নিতামজহচ্চৈব কশ্চ বহ্নিরদাহকঃ ।
অবহ্নের্জ্জায়তে বহ্নিঃ কস্মাদ্রাজন্নিরন্তরম্ ॥ ৫ ॥
অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোপি কোহবিনাশঃ প্রকাশকঃ ।
অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাচ্চ প্রকাশঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

অনাত্মবিদ্বজ্রসমানাত্মবিদ্ধৃদয়ঙ্গমান্ ।
চক্রে দ্বিসপ্ততিপ্রশ্নান্ ক্রমাৎ সর্গেত্র কর্কটী ॥ ১ ॥

উচ্যতামিতি রাজ্ঞা উক্তে অভ্যনুজ্ঞাতে সতি সা বক্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥

প্রশ্নানামাশয় উত্তরসর্গয়োঃ স্ফুটোভবিষ্যতীতি নেহাতিবিস্তরঃ ক্রিয়তে। উপাধিভেদাদনেকসংখ্যস্য দুর্লক্ষ্যত্বাদণোরপরিচ্ছেদাচ্চাম্বুধেরিব ॥ ২ ॥

অনাকাশমশূন্যম্। লৌকিকপ্রসিদ্ধং ন কিঞ্চিৎ তত্ত্ববিৎপ্রসিদ্ধং কিঞ্চি-দেব ॥ ৩ ॥

অতিষ্ঠন্ গতিনিবৃত্তিমকুর্ব্বন্। পাষাণ ইব চৈতন্যানাশ্রয়ঃ ॥ ৪-৫ ॥

অবিনাশঃ সন্ প্রকাশকঃ ॥ ৬ ॥

লতাগুল্মাঙ্কুরাদীনাং জাত্যন্ধানাং তথৈব চ।
অন্যেষামপ্যনক্ষাণামালোকঃ ক ইবোত্তমঃ ॥ ৭ ॥
জনকঃ কোম্বরাদীনাং সত্তায়াঃ কঃ স্বভাবদঃ।
কোজগদ্রত্নকোশঃ স্যাৎ কস্য কোশোমণের্জ্জগৎ ॥ ৮ ॥
কোণুস্তমঃ প্রকাশঃ স্যাৎ কোণুরস্তি চ নাস্তি চ।
কোণুর্দূরেপ্যদূরে চ কোণুরেব মহাগিরিঃ ॥ ৯ ॥
নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোপি নিমেষকঃ।
কিং প্রত্যক্ষমসদ্রূপং কিং চেতনমচেতনম্ ॥ ১০ ॥
কশ্চ বায়ুরবায়ুশ্চ কঃ শব্দোঽশব্দ এব কঃ।
কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
কিং প্রযত্নশতপ্রাপ্যং লব্ধ্বাপি বহুজন্মনি।
লব্ধং ন কিঞ্চিদ্ভবতি কিন্তু সর্ব্বং ন লভ্যতে ॥ ১২ ॥
স্বস্থেন জীবিতেনোচ্চৈঃ কেনাত্মৈবাপহারিতঃ।
কেনাণুনান্তঃক্রিয়তে মেরুস্ত্রিভুবনং তৃণম্ ॥ ১৩ ॥
কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনী।
কোণুরেব ভবন্মাতি ন যোজনশতেষ্বপি ॥ ১৪ ॥
কেনালোকনমাত্রেণ জগদ্বালঃ প্রনাট্যতে।

অনক্ষাণামনাবির্ভূতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৭ ॥

স্বভাবদঃ সত্তাপ্রদঃ ॥ ৮-৯ ।

প্রত্যক্ষং ভাসমানমপি মূঢ়দৃশা অসদ্রূপম্ ॥ ১০-১১ ॥

প্রাগ্বহুজন্মনি স্বাত্মত্বাদেব লব্ধ্বাপ্যজ্ঞানাবৃতত্বাদলব্ধপ্রায়ত্বাৎ প্রযত্নশতপ্রাপ্যম্। সর্ব্বং পূর্ণম্ ॥ ১২ ॥

আত্মা স্বাত্মৈব কেনাপহারিতোনাশিতপ্রায়ঃ কৃতঃ। ত্রিভুবনং তৃণং ক্রিয়ত ইতি পৃথক্ প্রশ্নঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

প্রনাট্যতে প্রনর্ত্ত্যতে অণদ্রাটীতি গোপদেশপর্য্যাসায় ণঃ। অবনীভূতাং

কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনিভৃতাং ঘটাঃ ॥ ১৫ ॥
অণুত্বমজহৎ কোণুর্ম্মেরোঃ স্থূলতরাকৃতিঃ।
বালাগ্রশতভাগাত্মা কোণুরুচ্চৈঃ শিলোচ্চয়ঃ ॥ ১৬ ॥
কোণুঃ প্রকাশতমসাং দীপঃ প্রকটনপ্রদঃ।
কস্যাণোরুদরে সন্তি সমগ্রানুভবাণবঃ ॥ ১৭ ॥
কোণুরত্যন্তনিঃস্বাদুরপি সংস্বদতেনিশম্।
কেন সন্ত্যজতা সর্ব্বমণুনা সর্ব্বমাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥
কেনাত্মাচ্ছাদনাশক্তেনাণুনাচ্ছাদিতং জগৎ।
জগল্লয়েন কস্যাণোঃ সম্ভূতমপি জীবতি ॥ ১৯ ॥
অজাতাবয়বঃ কোণুঃ সহস্রকরলোচনঃ।
কোনিমেষোমহাকল্পঃ কল্পকোটিশতানি চ ॥ ২০ ॥
অণৌ জগন্তি তিষ্ঠন্তি কস্মিন্ বীজ ইব দ্রুমঃ।
বীজানি নিষ্কলান্তানি স্ফুটান্যনুদিতান্যপি ॥ ২১ ॥
কল্পঃ কস্য নিমেষস্য বীজস্যেবান্তরস্থিতঃ।
কঃ প্রয়োজনকর্ত্তৃত্বমপ্যনাশ্রিত্য কারকঃ ॥ ২২ ॥

পর্ব্বতানাং ঘটাঃ সমূহাঃ ॥ ১৫ ॥

শিলোচ্চয়ঃ পর্ব্বতনিভঃ ॥ ১৬ ॥

অনুভবাণবো বৃত্ত্যবচ্ছিন্নজ্ঞানলবাঃ ॥ ১৭ ॥

নিঃস্বাদুর্ম্মধুরাদিরসশূন্যঃ। আশ্রিতং স্বীকৃতমিতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

লয়েন তিরোহিতমপি জগৎ কস্যাণোঃ সত্তয়া সম্ভূতং পুনঃ সর্গে জীবত্যপি ॥ ১৯-২০ ॥

জগন্তি অনুৎপন্নান্যপি প্রলয়ে কস্মিংস্তিষ্ঠন্তি। সর্গকালে চ নিষ্কলং নিরবয়বমব্যক্তমন্তো বীজপরম্পরাবধির্যেষাং তানি সর্ব্বাণি বীজানি সর্গকালে জগদাত্মনা স্ফুটানি বিকশিতান্যপি কস্মিন্ সদৈবানুদিতানি ॥ ২১ ॥

এবং কল্পঃ প্রলয়োপি কস্যান্তঃস্থিতঃ। প্রয়োজনং তত্তৎকারকপ্রবর্ত্তনং তত্র কর্ত্তৃত্বং অক্রিয়ত্বাৎ কারকব্যাপারপরিতৃপ্তমনাশ্রিত্যাপি কঃ কারকঃ

দৃশ্যসম্পত্তয়ে দ্রষ্টা স্বাত্মানং দৃশ্যতাং নয়ন্‌।
দৃশ্যং পশ্যন্‌ স্বমাত্মানং কো হি পশ্যত্যনেত্রবান্‌ ॥ ২৩ ॥
অন্তর্গলিতদৃশ্যঞ্চ ক আত্মানমখণ্ডিতম্‌।
দৃশ্যাসম্পত্তয়ে পশ্যন্‌ পুরোদৃশ্যং ন পশ্যতি ॥ ২৪ ॥
আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কোভাসয়তি দৃশ্যবৎ।
কটকাদীনি হেম্নেব বিকীর্ণং কেন চ ত্রয়ম্‌ ॥ ২৫ ॥
কস্মান্ন কিঞ্চিচ্চ পৃথগূর্ম্ম্যাদীব মহাম্ভসঃ।
কস্যেচ্ছয়া পৃথক চাস্তি বীচিতেব মহাম্ভসঃ ॥ ২৬ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নাদেকস্মাদসতঃ সতঃ।
দ্বৈতমপ্যপৃথক কস্মাৎ দ্রবতেব মহাম্ভসঃ ॥ ২৭ ॥
আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং সদসচ্চ জগত্রয়ম্‌।
কোন্তর্ব্বীজমিবান্তঃস্থং স্থিতঃ কৃত্বা ত্রিকালগঃ ॥ ২৮ ॥
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ জগদ্বৃন্দং বৃহদ্ভ্রমম্‌।
নিত্যং সমস্য কস্যান্তর্ব্বীজস্যান্তরিব ক্রমঃ ॥ ২৯ ॥
বীজং ক্রমতয়েবাশু ক্রমোবীজতয়েব চ।

কর্ত্তেত্যর্থঃ। অথবা প্রয়োজনকর্ত্তৃত্বং ক্রিয়াফলনিষ্পাদকত্বম্‌ ॥ ২২ ॥

দৃশ্যসম্পত্তয়ে ভোগ্যসিদ্ধয়ে। বহির্দৃশা দৃশ্যং পশ্যন্‌ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানেনান্তর্গলিতদৃশ্যং যথা স্যাৎ তথা পশ্যন্‌ ॥ ২৪ ॥

আত্মানং দ্রষ্টারম্‌। দর্শনং বৃত্তিম্‌। দৃশ্যবচ্চক্ষুর্দৃশ্যমিবাপরোক্ষং কো ভাসয়তি। বিকীর্ণং বিক্ষিপ্তং বিক্ষেপশক্ত্যা প্রকটিতমিতি যাবৎ। তৎ ত্রয়ং দ্রষ্টা দর্শনং দৃশ্যম্‌ ॥ ২৫-২৬ ॥

অসতঃ অস্থূলত্বাদসংকল্পাৎ সতঃ ॥ ২৭ ॥

সৎ উদ্ভূতাবস্থং অসৎ তিরোহিতাবস্থঞ্চ অন্তঃস্থং কৃত্বা স্থিতঃ। ত্রিকালগঃ সদৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কস্যান্তর্নিত্যমস্তীতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

দৃষ্টান্তদ্বয়াৎ দার্ষ্টান্তিকে বিশেষমাহ স্বমেকমিতি। অতিকৃত এবেতি

স্বমেকমজহদ্রূপমুদেত্যনুদিতোপি কঃ ॥ ৩০ ॥
বিসতন্তুর্মহামেরুর্ভো রাজন্ যদপেক্ষয়া।
তস্য কস্যোদরে সন্তি মেরুমন্দরকোটয়ঃ ॥ ৩১ ॥
কেনেদমাততমনেকচিদেব বিশ্বং
কিং সার এবমতিবল্গসি হংসি পাসি।
কিং দর্শনেন ন ভবস্যথবা সদৈব
নূনং ভবস্য মলদৃগ্বদনঃ স্বশান্ত্যৈ ॥ ৩২ ॥
এষোসৌ প্রগলতু সংশয়োমমোচ্চৈ-
শ্চিত্তশ্রীমুখমিহিকামলানুলেপঃ।
যস্যাগ্রে ন গলতি সংশয়ঃ সমূলো
নৈবাসৌ ক্বচিদপি পণ্ডিতোক্তিমেতি ॥ ৩৩ ॥
এবং মে যদি ন বিনেষ্যথঃ ক্রমোক্তং
সংশান্তং লঘুতরসংশয়ং স্ববুদ্ধী।

যাবৎ। উদেতি জগদ্বিকারাত্মনেতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

যদপেক্ষয়া যদ্দার্ঢ্যমপেক্ষ্য মহামেরুর্ব্বিসতন্তুরত্যন্তাদৃঢ়তম ইত্যর্থঃ। অথবা যস্যাপেক্ষয়া সঙ্কল্পেন বিসতন্তুরপি মহামেরুরিব দৃঢ় ইত্যর্থঃ। তস্য তথাবিধস্য বস্তুন উদরে অন্তঃ ॥ ৩১ ॥

অনেকাশ্চিতশ্চেতনা যস্মিংস্তথাবিধমিদং বিশ্বং কেন আততং সৃষ্ট্যা বিস্তারিতম্। ত্বঞ্চ কঃ সারো বাস্তবং রূপং যস্য তথাবিধঃ সন্ সর্ব্বব্যবহারেষ্বতিশয়েন বল্গসি ব্যবহরসি পাসি প্রজা হংসি চ বধ্যান্। তথাচ সৃষ্ট্যাদিনির্ব্বাহাঃ সর্ব্বেষাং কিং নিমিত্তকা ইত্যর্থঃ। কস্য দর্শনং কিং দর্শনং তেন স্বমমলদৃগ্রূপঃ সংস্তদোস্তোন ভবসি। অথবা তদ্রূপ এব সদৈব নূনং ভবসি তদ্বস্তুনঃ অস্মভ্যং স্বশান্ত্যৈ স্বমৃত্যুমোক্ষার্থং বদেত্যুপসংহারঃ ॥ ৩২ ॥

এষ উক্তলক্ষণোহসৌ চিত্তশ্রিয়ো মুখং স্বাত্মাকারবৃত্তিঃ তস্যাশ্চন্দ্রস্যেব মিহিকালক্ষণস্য মলস্যানুলেপ আবরণোভূতো মম সংশয়ো গলতু। সমূলো মূলাজ্ঞানসহিতঃ। পণ্ডিতোক্তিং পণ্ডিতশব্দযোগ্যতাং নৈবৈতি ॥ ৩৩ ॥

এবং রূপং মে লঘুতরসংশয়ং যদি ন বিনেষ্যথো নাপাকরিষ্যথঃ তৎ

তদ্রক্ষোজঠরহুতাশনেন্ধনত্বং
নির্ব্বিঘ্নং ঝটিতি গমিষ্যথঃ ক্ষণেন ॥ ৩৪ ॥
পশ্চাত্তাং জনপদমণ্ডলীং সমস্তাৎ
ভাবৎকীমুরুজঠরা ক্ষণাৎ গ্রসেহম্ ।
এবং তে ভবতু সুরাজতেতি মন্যে
মূর্খাণামতিরস এব সংক্ষয়ায় ॥ ৩৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা বিপুলগভীরমেঘনাদ-
প্রোল্লাসপ্রকটগিরা নিশাচরী সা ।
তূষ্ণীয়প্যতিবিকটাকৃতিস্তদাসীৎ
শুদ্ধান্তঃশরদমলাভ্রমণ্ডলীব ॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীপ্রশ্নোনাম একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

তর্হি রক্ষোজাতেঃ স্বদেহস্য জঠরহুতাশনেন্ধনত্বং ভক্ষ্যতামিতি যাবৎ। ঝটিতি ক্ষণেন নির্ব্বিঘ্নং গমিষ্যথঃ। অনাত্মজ্ঞানাং দেহমাত্রাত্মভাবানাং রক্ষোহন্নভাবস্য দুর্ব্বারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

ন কেবলং যুবয়োরেবানর্থঃ কিন্তু সর্ব্বস্য জনপদস্যাপ্যুপস্থিত ইত্যাহ পশ্চাদিতি। উরুজঠরা বৃহৎকুক্ষিঃ। এবমুক্তপ্রশ্নোত্তরদানেন তে স্বাত্মনা সহ সর্ব্বপ্রজাপালনাৎ সুরাজতা স্যাদিতি মন্যে। মূর্খাণামনাত্মজ্ঞানামতিরসো ভোগলাম্পট্যাতিশয়ো রাজত্বনিমিত্তঃ সংক্ষয়ায়ৈব ভবতি। মন্তক্ষণাভাবেপি রাজ্যান্তে নরকাবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিপুলগভীরমেঘনাদপ্রোল্লাস ইব প্রকটয়া তয়া গিরা সা নিশাচরীত্যুক্ত্বা বহিরতিবিকটাকৃতিরপি অন্তঃশুদ্ধা শরদমলাভ্রমণ্ডলীব তূষ্ণীমাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মহানিশি মহারণ্যে মহারাক্ষসকন্যয়া ।
ইতি প্রোক্তে মহাপ্রশ্নে মহামন্ত্রী গিরং দদৌ ॥ ১ ॥

মন্ত্রী উবাচ ।

শৃণু তোয়দসঙ্কাশে প্রশ্নমেতং ভিনদ্মি তে ।
অনুক্রমাত্মকং মত্তং গজেন্দ্রমিব কেসরী ॥ ২ ॥
ভবত্যা পরমাত্মৈষ কথিতঃ কমলেক্ষণে ।
অনয়ৈব বচোভঙ্গ্যা প্রশ্নবিদ্বোধযোগ্যয়া ॥ ৩ ॥
অনাখ্যত্বাদগম্যত্বান্মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থিতেঃ ।
চিন্মাত্রমেবমাত্মাণুরাকাশাদপি সূক্ষ্মকঃ ॥ ৪ ॥
চিদণোঃ পরমস্যান্তঃ সদিবাসদিবাপি বা ।
বীজেন্তর্দ্রুমসত্ত্বেব স্ফুরতীদং জগৎ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥

সমাদধেঽত্র প্রথমং মন্ত্রী প্রশ্নগণান্ ক্রমাৎ ।
ব্যুৎক্রমাচ্চ যথান্যায়ং সূক্ষ্মাভিরুপপত্তিভিঃ ॥ ১ ॥

গিরং বক্ষ্যমাণপ্রতিজ্ঞানলক্ষণাম্ ॥ ১ ॥

প্রশ্নং প্রশ্নগণং ভিনদ্মি উপপত্তিভির্ব্বিদারয়ামি ॥ ২ ॥

সর্ব্বান্ প্রশ্নান্ শিথিলীকর্ত্তুং সর্ব্বপ্রশ্নহৃদয়ং তাবৎ প্রথমং দর্শয়তি ভবত্যেতি। স্বর্ণকমলমিব পিঙ্গলেক্ষণে ॥ ৩ ॥

কস্যাণোরম্বুধেরিবেতি প্রথমপ্রশ্নবিশেষ্যো হণুশব্দপ্রয়োগস্যাভিপ্রায়মুদ্ঘাটয়তি অনাখ্যত্বাদিতি। তথা চাণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণ ইত্যাদিশ্রুতিষু প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণীতি পৃষ্টাংশং দর্শয়তি চিদণোরিতি। এতেন, অণৌ

সৎ কিঞ্চিদনুভূতিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকতয়া স্বতঃ।
তদাত্মকতয়া পূর্ব্বং ভাবাঃ সত্তাং কিলাগতাঃ ॥ ৬ ॥
আকাশং বাহ্যশূন্যত্বাদনাকাশস্তু চিত্বতঃ।
অতিন্দ্রিয়ত্বাম্নো কিঞ্চিৎ স এবাণুরনন্তকঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ভুক্তে চ তেন কিঞ্চিন্ন কিঞ্চন।
চিদণোঃ প্রতিভাসা স্যাদেকস্যানেকতোদিতা ॥
অসত্যেব যথা হেম্নঃ কটকাদি তথাপরে ॥ ৮ ॥
এষোণুঃ পরমাকাশঃ সূক্ষ্মত্বাদপ্যলক্ষিতঃ।
মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াতীতঃ স্থিতঃ সর্ব্বাত্মকোপি সন্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাত্মকত্বান্নৈবাসৌ শূন্যোভবতি কর্হিচিৎ।

জগন্তি তিষ্ঠন্তি কস্মিন্ বীজ ইব ক্রম ইতি প্রশ্নোপ্যুত্তরিতঃ ॥ ৫ ॥

সদিবাঽসদিবাপি বেত্ত্যুক্ত্যা সূচিত সত্তায়াঃ কঃ স্বভাবঃ ইতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ সৎ কিঞ্চিদিতি। সর্ব্ববস্তুসত্তায়া অনুভবসত্তাধীনত্বাৎ তৎসত্তায়া অন্যাধীনত্বেঽনবস্থাপাতাৎ স্বতঃসিদ্ধসত্তাকানুভবাদেব সর্ব্বে ভাবাঃ সত্তাং আগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কিমাকাশমনাকাশমিতি প্রশ্নতাৎপর্য্যমুদ্ঘাটয়তি আকাশমিতি। ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিমিতি প্রশ্নোত্তরমাহ অতীন্দ্রিয়ত্বাদিতি। নেন্দ্রিয়গম্যং কিঞ্চিদেব বৎ তদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদি তু কিঞ্চিদপি ন কিঞ্চিৎ যদাত্মভাবে তদিতি প্রশ্নার্থস্তদাপ্যাহ সর্ব্বাত্মকত্বাদিতি। স্বস্যৈব সর্ব্বাত্মকত্বাৎ স্বাত্মনৈব সাক্ষাৎকৃতেন সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তে নিগীর্ণে সতি তদেব কিঞ্চিৎ ন কিঞ্চনাত্মনা পরিশিষ্যত ইত্যাশয় ইত্যর্থঃ। একস্যানেকসংখ্যস্যেতি প্রশ্নোপক্রমাভিপ্রায়মাহ চিদণোরিতি। একস্যৈব চিদণোস্বদ্দিতানেকতাপ্রতিভামাত্রং প্রাতীতিকী ন বাস্তবীত্যর্থঃ। এতেন কটকাদীনি হেম্নেবেতি প্রশ্নোপ্যুক্তপ্রায় এবেত্যাশয়েনাহ যথা হেম্ন ইতি ॥ ৮ ॥

কোণুস্তমঃপ্রকাশঃ স্যাদিত্যাদিপ্রশ্নেষু পুনঃ পুনরণুশব্দপ্রয়োগস্যাপি প্রাগুক্ত এবাভিপ্রায় ইত্যাহ এষোণুরিতি ॥ ৯ ॥

যদস্তি ন তদস্তীতি বক্তা মন্তা ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥
কয়া চিদপি যুক্ত্যেহ সতোসত্ত্বং ন যুজ্যতে।
সর্ব্বাত্মা স্বাত্মগুপ্তেন কর্পূরেণেব দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥
চিন্মাত্রাণুঃ স এবেহ সর্ব্বং কিঞ্চিন্মনঃস্থিতম্।
ন কিঞ্চিদিন্দ্রিয়াতীতরূপত্বাদমলঃ স্থিতঃ ॥ ১২ ॥
স এব চৈকোনেকশ্চ সর্ব্বসত্ত্বাত্মবেদনাৎ।
স এবেদং জগদ্ধত্তে জগৎকোশস্তথৈব হি ॥ ১৩ ॥
ইমাশ্চিত্তমহাম্ভোধৌ ত্রিজগল্লবণবীচয়ঃ।
প্রজ্ঞাস্তস্মিন্ কচন্ত্যপ্সু দ্রবত্বাচ্চক্রতা ইব ॥ ১৪ ॥

কোণুরস্তি চ নাস্তি চেতি প্রশ্নে নাস্তি চেত্যংশোবাধিত এবেতি দূষয়তি সর্ব্বাত্মকত্বাদিত্যাদিনা। কথং বাধিতস্তত্রাহ যদস্তীতি। যৎ যস্মাচ্চেতোস্তদস্তি নাস্তীতি চ বক্তা মন্তা চ পুরুষঃ স আত্মৈবেতি বক্তৃমন্ত্রাদিরূপেণ স্মৃতঃ প্রসিদ্ধঃ তথাচ স্বাত্মাপলাপাযোগান্নাস্তিতাস্য ন ঘটত এবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সতোঽসত্ত্ববিরোধাদপি ন যুক্তমিদমিত্যাহ কয়া চিদপীতি। যদ্যস্ত্যেব তর্হি কুতো ন দৃশ্যত ইত্যাশঙ্ক্য নিকৃষ্টরূপেণাদর্শনেপি সর্ব্বানুগতসদ্রূপেণাপি পিধানগুপ্তেনাপি কর্পূরেণ স্বগন্ধাত্মনেব দৃশ্যত এবেত্যাহ সর্ব্বাত্মেতি। স্বাত্মনা প্রত্যক্‌রূপেণ গুপ্তেন চ্ছন্নেন সর্ব্বাত্মা সর্ব্বানুগতসদাত্মা দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চেত্যস্যোত্তরমাহ চিন্মাত্রাণুরিতি। নব্বপরিচ্ছিন্নং কথং পরিচ্ছিন্ন সর্ব্বরূপং তত্রাহ কিঞ্চিদিতি। মন ইন্দ্রিয়বৃত্তিভির্নানাত্মতাপ্রত্যয়াৎ কিঞ্চিৎ মনঃপরিচ্ছিন্নরূপেণৈব সর্ব্বমিত্যর্থঃ। অতএব মন ইন্দ্রিয়াদ্যপরিচ্ছিন্নস্বাভাবিকরূপেণ ন কিঞ্চিদপীত্যাশয়েন ত্বয়া তথোক্তমিত্যাহ ন কিঞ্চিদিতি ॥ ১২ ॥

এতদস্তিপ্রায়েণ বা তব একস্তানেকসংখ্যস্তেত্যুপক্রম ইত্যাহ স এবৈক ইতি। নিত্যং সমস্ত কস্তান্তরিতি প্রশ্নস্য কোজগদ্রত্নকোশঃ স্তাদিত্যস্য চোত্তরমাহ সএবেতি ॥ ১৩ ॥

কস্মাৎ ন কিঞ্চিচ্চ পৃথগূর্ম্ম্যাদীব মহাস্তস ইত্যস্যোত্তরমাহ ইমা ইতি। চিত্তাত্মনা মহাম্ভোধিবৎ বিকারিণি। প্রজ্ঞাশ্চিত্তবিকল্পমাত্ররূপাঃ। এতেন কস্যেচ্ছয়া পৃথক চাস্তীত্যেতদপি সমাহিতমেব ॥ ১৪ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়াদ্যলভ্যত্বাৎ সোণুঃ শূন্যস্বরূপবৎ।
স্বসম্বেদনলভ্যত্বাদশূন্যং ব্যোমরূপ্যপি ॥ ১৫ ॥
সোহং ভবানেব ভবান্ সম্পন্নোঽদ্বৈতবেদনাৎ।
স ভবান্ন ভবেন্নাহং জাতোবোধবৃহদ্বপুঃ ॥ ১৬ ॥
ত্বন্তাহন্তাত্মকং সর্ব্বং বিনিগীর্য্যাববোধতঃ।
ন ত্বং নাহং ন সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বং বা ভবতি স্বয়ম্ ॥ ১৭ ॥
গচ্ছন্ন গচ্ছত্যেযোণুর্যোজনৌঘগতোপি সন্।
সম্বিত্ত্যা যোজনৌঘত্বং তস্যাণোরন্তরে স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥
ন গচ্ছত্যেষ যাতোপি সম্প্রাপ্তোপি চ নাগতঃ।
স্বসত্তাকাশকোশান্তর্ব্বাসিত্বাদ্দেশকালয়োঃ ॥ ১৯ ॥
গম্যং যস্য শরীরস্থং ক কিলাসৌ প্রয়াতি হি।
কুচকোটরগঃ পুত্রঃ কিং মাত্রান্যত্র বীক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥
গম্যোযস্য মহাদেশোযাবৎ সম্ভবমক্ষয়ঃ।
অন্তঃস্থঃ সর্ব্বকর্ত্তুর্হি স কথং কেব গচ্ছতি ॥ ২১ ॥

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নাদেকস্মাদসতঃ সত ইতি শূন্যাশূন্যোভয়াত্মতোক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ চিত্তেন্দ্রিয়াদীতি ॥ ১৫ ॥

কোভবানেব সম্পন্ন ইত্যস্যোত্তরমাহ সোহমিতি। অহমদ্বৈতবেদনাৎ স আত্মৈব সম্পন্নঃ সন্ ভবান্ ত্বদাত্মৈব ভবান্ স সম্পন্নঃ অহমেব। ইদমপি অহন্তাভবত্তাপ্রতিসন্ধানব্যবহারে। অব্যবহারদৃশা তু স আত্মা ন ভবান্নাহঞ্চ কিন্তু বোধবৃহদ্বপুরেব জাতঃ প্রাদুর্ভূতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তার্থমেব স্ফুটমাহ ত্বন্তেতি ॥ ১৭ ॥

গচ্ছন্ ন গচ্ছতি চ ক ইত্যস্যোত্তরমাহ গচ্ছন্নিতি। যোজনৌঘগত আকাশবৎ যোজনৌঘব্যাপ্যপি সন্। সম্বিত্ত্যা স্বপ্ন ইব কল্পনয়া ॥ ১৮ ॥

কোতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতীত্যস্যোত্তরমপি তয়ৈব দিশা আহ ন গচ্ছতীতি ॥ ১৯ ॥

উক্তমুভয়ং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি গম্যমিত্যাদিনা। গম্যং গমনেন প্রাপ্তব্যং দেশান্তরম্ ॥ ২০-২১ ॥

যথা দেশান্তরপ্রাপ্তে কুম্ভে বক্ত্রসমুদ্রিতে।
তদাকাশস্য গমনাগমনে ন তথাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
চিত্ততা স্থাণুতা স্বান্তর্যদাস্তোহনুভবাত্মিকে।
চেতনস্য জড়স্যৈব তদাসৌ দ্বয়মেব চ ॥ ২৩ ॥
যদা চেতনপাষাণসত্ত্বৈকাত্মৈকচিদ্বপুঃ।
তদাচেতন এবাসৌ পাষাণ ইব রাক্ষসি ॥ ২৪ ॥
পরমব্যোম্ন্যনাদ্যন্তে চিন্মাত্রপরমাত্মনা।
বিচিত্রং ত্রিজগচ্চিত্রং তেনেদমকৃতং কৃতম্ ॥ ২৫ ॥
তৎসম্বিত্ত্যা বহ্নিসত্তা তেনাত্যক্তানলাকৃতিঃ।
সর্ব্বগোপ্যদহত্যেব স জগদ্দ্রব্যপাবকঃ ॥ ২৬ ॥
প্রজ্বলম্ভাস্বরাকারান্নির্ম্মলাদ্গগনাদপি।

স্ফুটং দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথেতি। বক্ত্রসমুদ্রিতে বদ্ধমুখে। গমনাগমনে ন স্তস্তথেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

কশ্চেতনোপি পাষাণ ইত্যস্য প্রশ্নস্য যদি চিদ্রূপোজড়রূপশ্চেতি বিরুদ্ধো-ভয়াত্মক ইত্যর্থস্তদাহ চিত্ততেতি। যদা জড়স্যৈব দেহাদেরাত্মতাদাত্ম্যাধ্যা-সাচ্চেতনস্য চিত্ততা প্রকাশস্বভাবতা স্থাণুতা জড়তা চানুভবাত্মিকে স্বানুভব-সাক্ষিকে স্ত স্তদা সাববিমর্শাদ্দ্বয়ং জড়বোধোভয়রূপোভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যদা তু চেতনোপি পাষাণ ইব ঘনরূপঃ ক ইতি প্রশ্নার্থস্তদা পার-মার্থিকমাত্মরূপমেব চিদ্ঘনঃ স ইত্যাহ যদা চেতি ॥ ২৪ ॥

কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃদিত্যস্যোত্তরমাহ পরমব্যোম্নীতি। মিথ্যাত্বাদকৃত-মেব কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

বহ্নিতামজহচ্চৈব কশ্চঃ বহ্নিরদাহক ইত্যস্যোত্তরমাহ তৎসম্বিত্ত্যেতি। আত্মসত্তায়া এব বহ্নিসত্তাত্বে তস্যাঃ সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বগোপি সঃ অ দহতি ন দহত্যেবেতি যাবৎ। অ মা নো নাঃ প্রতিষেধে ইতি নঞর্থকোনিপাতোঽ-কারঃ। নৈতাবতা স সর্ব্বগতো নেতি মন্তব্যম্। যতঃ স সর্ব্বদ্রব্যাণাং পাবক ইব প্রকাশক ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অবহ্নের্জ্জায়তে বহ্নিঃ কস্মাদিতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজ্বলদিতি ॥ ২৭ ॥

প্রজ্বলচ্চেতনৈকাত্মা তস্মাদগ্নিঃ স জায়তে ॥ ২৭ ॥
সম্বেদনাদযদর্কাদিপ্রকাশস্য প্রকাশকঃ ।
ন নশ্যত্যাত্মভারূপো মহাকল্পাম্বুদৈরপি ॥ ২৮ ॥
অনেত্রলভ্যোঽনুভব-রূপোহৃদগৃহদীপকঃ ।
সর্ব্বসত্তাপ্রদোনন্তঃ প্রকাশঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥
প্রবর্ত্ততেস্মাদালোকো মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াতিগাৎ ।
যেনান্তরাপি বস্তূনাং দৃষ্টা দৃশ্যচমৎকৃতিঃ ॥৩০ ॥
লতাগুল্মাঙ্কুরাদীনামনক্ষাণাঞ্চ পোষকঃ ।
উৎসেধবেদনাকারঃ প্রকাশোঽনুভবাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥
কালাকাশক্রিয়াসত্তা জগত্ত্রান্তি বেদনে ।
স্বামী কর্ত্তা পিতা ভোক্তা আত্মত্বাচ্চ ন কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥
অণুত্বমজহৎ সোণুর্জ্জগদ্রত্নসমুদ্গকঃ ।
মাতৃমানপ্রমেয়াত্মজগন্নাস্তীতি কেবলে ॥ ৩৩ ॥

অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোপি কোঽবিনাশঃ প্রকাশক ইত্যস্যোত্তরমাহ সম্বেদনাদিতি ॥ ২৮ ॥

অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাচ্চ প্রকাশঃ সম্প্রবর্ত্ততে ইত্যস্যোত্তরমাহ অনেত্রলভ্য ইতি ॥ ২৯ ॥

তস্য স্বয়ঞ্জ্যোতিষ্ট্বমনুভাবয়তি প্রবর্ত্তত ইতি । অস্মদালোকোঽহঙ্কারাদিপ্রথা মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াতিগাদাত্মনঃ সকাশাৎ প্রবর্ত্ততে । যথা গাঢ়ান্ধকারস্থিতোপি ত্বং কাসীতি পৃষ্টোঽহমিহাস্মীতি প্রত্যুত্তরয়সি । যেন হেতুনা অন্তরা আলোকদীপাদিকমিতি শেষঃ । বস্তূনাং স্বদেহেন্দ্রিয়াদীনাং বিষয়ে দৃশ্যচমৎকৃতিরপরোক্ষপ্রথা দৃষ্টা সর্ব্বানুভবপ্রসিদ্ধেতি যাবৎ ॥ ৩০ ॥

লতাগুল্মেত্যাদিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ লতেতি । পোষকঃ স্বসন্নিধানেন বৃদ্ধিনিমিত্তম্ । উৎসেধস্য চ তৎফলস্য বেদনমেব আকারোযস্য তৎসাক্ষিণঃ ॥৩১ ॥

জনকঃ কোম্বরাদীনামিত্যস্যোত্তরমাহ কালাকাশেতি । ব্যবহারদৃশা চেদং পরমার্থদৃশা ত্বাহ আত্মত্বাদিতি ॥ ৩২ ॥

কোজগদ্রত্নকোশঃ স্যাদিত্যস্যোত্তরং পুনরাহ অণুত্বমিতি । সমুদ্গকঃ সম্পু-

স এব সর্ব্বজগতি সর্ব্বত্র কচতি স্ফুটম্।
যদা জগৎসমুদেগেস্মিংস্তদাসৌ পরমোমণিঃ ॥ ৩৪ ॥
দুর্ব্বোধত্বাৎ তমঃ সোণুশ্চিন্মাত্রত্বাৎ প্রকাশদৃক্।
সোস্তি সম্বিত্তিরূপত্বাদক্ষাতীতস্তথা ন সন্ ॥ ৩৫ ॥
দূরে সোনক্ষলভ্যত্বাচ্চিদ্রূপত্বান্ন দূরগঃ।
সর্ব্বসম্বেদনাচ্ছৈলো হ্যসাবেবাণুরেব সন্ ॥ ৩৬ ॥
তৎসম্বেদনমাত্রং যত্তদিদং ভাসতে জগৎ।
ন সত্যমস্তি শৈলাদি তেনাণাবেব মেরুতা ॥ ৩৭ ॥
নিমেষপ্রতিভাসোহি নিমেষ ইতি কথ্যতে।
কল্পেতি প্রতিভাসোহি কল্পশব্দেন কথ্যতে ॥ ৩৮ ॥
কল্পক্রিয়াবিলাসোহি নিমেষঃ প্রতিভাসতে।
বহুযোজনকোটিস্থং মনস্যেব মহাপুরম্ ॥ ৩৯ ॥
নিমেষজঠরে কল্পসম্ভবঃ সমুদেতি হি।
মহানগরনির্ম্মাণং মুকুরেন্তরিবামলে ॥ ৪০ ॥

টকঃ। কস্ত কোশোমণের্জ্জগদিত্যস্তোত্তরমাহ মাত্রিত্যাদিসার্দ্ধেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

কোণুস্তমঃপ্রকাশঃ স্যাদিত্যস্তোত্তরমাহ দুর্ব্বোধত্বাদিতি। কোণুরস্তি চ নাস্তি চেত্যস্তোত্তরমাহ সোস্তীতি ॥ ৩৫ ॥

কোণুর্দূরেপ্যদূরে চেত্যস্তোত্তরমাহ দূরে স তি। কোণুরেব মহাগিরিরিত্যস্তোত্তরমাহ সর্ব্বসম্বেদনাদিতি। বিনৈব করণং সর্ব্বৈরপ্যহমহমিতি পুরোবর্ত্তিশৈল ইবাপরোক্ষতয়া 'সম্বেদনাদিতি স্বয়োক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রাণুরেব সন্ ইত্যংশস্ত তাৎপর্য্যমাহ তৎসম্বেদনেতি ॥ ৩৭ ॥

নিমেষ এব কঃ কল্প ইত্যস্তোত্তরমাহ নিমেষেত্যাদিনবভিঃ ॥ ৩৮ ॥

উক্তার্থমুপপাদয়তি কল্পেতি। নিমেষ এব কল্পে যাবত্যঃ ক্রিয়াস্তৈর্ব্বিলসতীতি কল্পক্রিয়াবিলাসঃ প্রতিভাসত ইত্যর্থঃ। অন্নান্তর্ব্বিস্তৃতস্ত প্রতিভাসে দৃষ্টান্তমাহ বহ্বিতি ॥ ৩৯ ॥

তদসম্ভাবনাবারণায় দৃষ্টান্তান্তরমাহ নিমেষেতি। মুকুরে দর্পণে ॥ ৪০ ॥

নিমেষকল্পশৈলাদি-পুরযোজনকোটয়ঃ ।
যত্রাণাবেব বিদ্যন্তে তত্র দ্বৈতৈক্যতে কুতঃ ॥ ৪১ ॥
কৃতবান্ প্রাগিদমহমিতি বুদ্ধাবুদেতি হি ।
ক্ষণাৎ সত্যমসত্যঞ্চ দৃষ্টান্তঃ স্বপ্নবিভ্রমঃ ॥ ৪২ ॥
দুঃখে কালঃ সুদীর্ঘোহি সুখে লঘুতরঃ সদা ।
রাত্রির্দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রস্য চোদিতা ॥ ৪৩ ॥
নিশ্চয়োয উদেত্যন্তঃ সত্যাত্মা সত্য এব চ ।
হেম্নীব কটকাদিত্বং স এব চিতি রাজতে ॥ ৪৪ ॥
ন নিমেষোস্তি নোকল্পোনাদূরং ন চ দূরতা ।
চিদণুপ্রতিভৈবৈবং স্থিতান্যান্যবস্তুবৎ ॥ ৪৫ ॥
প্রকাশতমসোর্দূরাদূরয়োঃ ক্ষণকল্পয়োঃ ।
একচিদ্দেহয়োরেব ন ভেদোস্তি মনাগপি ॥ ৪৬ ॥
প্রত্যক্ষমক্ষসারত্বাদপ্রত্যক্ষং ততোতিগম্ ।
দৃশ্যত্বেনৈষ বোদেতি চেতা দ্রষ্টৈব সদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥

নিমেষাঃ কল্পাঃ শৈলাদিপুরা যোজনকোটয়শ্চ স্বসত্যত্বে বিরোধাদাশ্রয়ভেদকা যত্র অণাবতিসূক্ষ্মেপি বিদ্যন্তে মিথ্যাত্বমালম্ব্য সমাবিশন্তি তত্র দ্বৈতৈক্যয়োরপি তথৈব মিথ্যাত্বেনৈব সমাবেশাদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

সত্যং ব্যাবহারিকমসত্যং প্রাতিভাসিকঞ্চ ॥ ৪২ ॥

উক্তেৰ্থে লোকানুভবমাখ্যায়িকাং চোদাহরতি দুঃখ ইতি। উদিতা আবির্ভূতা ॥ ৪৩ ॥

চিত্তবৃত্ত্যনুসারেণৈব চিতঃ প্রতিভাসোন বস্তুবৃত্ত্যনুসারেণেত্যাহ নিশ্চয় ইতি ॥ ৪৪ ॥

কিং তর্হি বস্তুবৃত্তং তদাহ নেতি ॥ ৪৫ ॥

এবমন্যেষপি বিরুদ্ধেষধিষ্ঠানচিদভেদাদেব ভেদোনেত্যাহ প্রকাশেতি ॥ ৪৬ ॥

কিং প্রত্যক্ষমসদ্রূপমিতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রত্যক্ষমিতি। অক্ষাণাং বাহ্যস্বরকরণানাং সারত্বাৎ স্বস্ববিষয়াপরোক্ষপ্রথানির্ব্বাহকত্বাৎ। ততোতিগং তদবিষয়ঃ। অথবা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্যদৃশ্যারোপেণোদয়াদপ্যস্য প্রত্যক্ষ-

যাবৎ কটকসম্বিত্তিস্তাবন্নাস্তীব হেমতা।
যাবচ্চ দৃশ্যতাপত্তিস্তাবন্নাস্তীব সাকলা ॥ ৪৮ ॥
কটকত্বেঽকৃতেঽদৃষ্টে সুবর্ণত্বমিবাততম্।
কেবলং নির্ম্মলং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব পরিদৃশ্যতে ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বত্বাদেব সদ্রূপোদুর্লক্ষ্যত্বাদসদ্বপুঃ।
চেতনশ্চেতনাত্মত্বাচ্চেত্যাসম্ভবতস্ত্বচিৎ ॥ ৫০ ॥
চিচ্চমৎকারমাত্রাত্মন্যস্মিংশ্চিৎপ্রতিভাত্মনি।
জগত্যনিলবৃক্ষাভে চিচ্চেত্যকলনে কুতঃ ॥ ৫১ ॥
যথা তাপস্য পীনস্য ভাসনং মৃগতিষ্ণিকা।
এবং পীবরমদ্বৈতং তথা চিদ্ভাসনং জগৎ ॥ ৫২ ॥

মিত্যাহ দৃশ্যত্বেনেতি। এষঃ বা ইতি চ্ছেদঃ। দৃশ্যত্বেনৈব উদেতীতি বা সদ্বপুঃ প্রত্যক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

যদি স এব দৃশ্যাত্মা তর্হি কুতোদৃশ্যস্য হেয়তা তত্রাহ যাবদিতি। সাকলা বাস্তবী চিদেকরসতা। তথাচ ন দৃশ্যরূপেণ পরমপুরুষার্থতেতি হেয়ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

অতএব দৃশ্যাত্মনা অকল্পনে কল্পিতস্য বা অদর্শনে তস্য ব্রহ্মরূপত্বাৎ পুরুষার্থত্বেত্যাশয়েনাহ কটকত্বে ইতি। অকৃতে অদৃষ্টে চেতি চ্ছেদঃ ॥ ৪৯ ॥

অসদ্রূপমিতি প্রশ্নাংশাশয়মাহ সর্ব্বত্বাদিতি। সর্ব্বানুবিদ্ধসদ্রূপেণ প্রথনাৎ সদ্রূপঃ। নিকৃষ্টরূপেণ দুর্লক্ষ্যত্বাচ্চাঽসদ্বপুরসদ্রূপঃ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীত্ততোবৈ সদজায়ত" ইতি শ্রুতৌ তথাব্যবহারদর্শনাদিত্যাশয়ঃ। কিং চেতনমচেতনমিতি প্রশ্নোত্তরমাহ চেতন ইতি। অচিৎ অচেতন ইত্যুক্তস্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

চেত্যাভাবমুপপাদয়তি চিচ্চমৎকারেত্যাদিনা। চিৎপ্রতিভাত্মনি চিৎপ্রতিভারূপে অনিললোলিতবৃক্ষবদস্থিরে অনিলময়বৃক্ষবদত্যন্তাসতি চ। চিচ্চেত্যকলনে চৈতন্যাশ্রয়বিষয়তাকল্পনে ॥ ৫১ ॥

চিচ্চমৎকারমাত্রে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তাপস্যাতপস্য। পীনস্য প্রচুরস্য ॥ ৫২ ॥

অর্কাংশুভিঃ সূক্ষ্মতর-নির্ম্মাণং যদনাময়ম্ ।
অস্তিতানাস্তিতে তত্র কল্পাদেরিব কৈব ধীঃ ॥ ৫৩ ॥
মায়য়াংশুকণাঙ্কে খে যথা কচতি কাঞ্চনম্ ।
তথা জগদিদং ভাতি চিচ্চেত্যকলনে কুতঃ ॥ ৫৪ ॥
স্বপ্নগন্ধর্ব্বসঙ্কল্প-নগরে কুড্যবেদনম্ ।
ন সন্নাসৎ যথা তদ্বৎ বিদ্ধি দীর্ঘভ্রমং জগৎ ॥ ৫৫ ॥
তথাচৈবম্বিধন্যায়-ভাবনাভ্যাসনির্ম্মলাৎ ।
চিদাকাশে ন নির্যাতি যথাভূতার্থদর্শিনঃ ॥ ৫৬ ॥
ন কুড্যাকাশয়োর্ভেদো দৃশ্যসম্বেদনাদৃতে ।
আব্রহ্মজীবকলনাদ্ যদ্রূঢ়ং রূঢ়মেব চ ॥ ৫৭ ॥
প্রতিভাসাচ্চিদাকাশে সত্ত্বশূন্যং ভবন্তি তাঃ ।
প্রকচন্তি হ্যনির্ভাব্যাঃ প্রভাপিণ্ড ইব প্রভাঃ ॥ ৫৮ ॥

যথা অর্করশ্মিভির্নিষ্পাদ্যমানকাঞ্চনাদিনির্ম্মাণং তত্র নির্ম্মাণে অস্তিতা নাস্তিতে ব্রাহ্মকল্পাদিরূপস্য জগত ইবেত্যসত উপমাভূতস্য অসত্ত্বং স্ফুটমেব। এবঞ্চ চিচ্চেত্যভেদধীঃ কৈব নির্ব্বিষয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

মায়য়া অবিদ্যয়া যথা অংশুকণাঙ্কে সূর্য্যাংশুলেশাঙ্কিতে খে আকাশে কাঞ্চনং কচতি প্রথতে ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অস্ত্বেবং জগৎ ভ্রান্তিসিদ্ধং কিং ততস্তত্রাহ তথাচেতি। তথাচ এবম্বিধানাং মিথ্যাত্বোপপাদকন্যায়ানাং পুনঃপুনর্ভাবনালক্ষণেনাভ্যাসেন নির্ম্মলাত্মনসো যথাভূতার্থদর্শিনঃ পারমার্থিকং ব্রহ্ম দৃষ্টবতঃ পুংসোঽবিদ্যানাশে সতি চিদাকাশে পুনঃ সংসারো ন নির্যাতি পুনরাবৃত্তির্নাস্তীতি সিদ্ধমিত্যর্থঃ। অথবা ন্যায়-পরিষ্কৃততত্ত্বদৃশা সৃষ্টিরেব নাভূদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অথবা বিষয়রূপভেদকসম্বেদনভেদাদেব ভিন্নমিব ন বস্তুতস্তথৈব আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তনিরূঢ়জীবানুভবাদিত্যাহ নেতি ॥ ৫৭ ॥

যদি ন ভেদস্তর্হি কথং কুড্যাদিভেদকলনা জায়স্তে তত্রাহ প্রতিভাসাদিতি। তাঃ কলনাঃ সত্ত্বশূন্যং যথা স্যাৎ তথা ভবন্তীত্যর্থঃ। অত্যন্তাসত্ত্বে

পৃথক্তামতিভাসস্য স্বচমৎকারযোগতঃ।
সর্ব্বাত্মিকা হি প্রতিভা পরা বৃক্ষাত্মবীজবৎ॥ ৫৯॥
বীজমন্তঃস্থবৃক্ষত্বং নানানানা যথৈকদৃক্।
তথাঽসংখ্যজগৎ ব্রহ্ম শান্তমাকাশকোশবৎ॥ ৬০॥
বীজস্যান্তঃস্থবৃক্ষস্য ব্যোমাদ্বৈতা স্থিতির্যথা।
ব্রহ্মণোন্তঃস্থজগতঃ সাক্ষিত্বাচ্চিৎস্থিতিস্তথা॥ ৬১॥
শান্তং সমস্তমজমেকমনাদিমধ্যং
নেহাস্তি কাচন কলাকলনা কথঞ্চিৎ।

খপুষ্পবত্তানানুপপত্তেরাহ অনির্ভাব্যা ইতি। যৌক্তিকদৃশা অনির্ব্বচনীয়া ইত্যর্থঃ॥ ৫৮॥

এবং সোপপত্তিপ্রাসঙ্গিকং কিং চেতনমচেতনমিতি প্রশ্নোত্তরমুক্ত্বা শিষ্টানাং প্রশ্নানামুত্তরং রাজার্থে পরিশেষয়ংস্তদজ্ঞানশঙ্কানিবৃত্তয়ে তেষবয়ুত্যাদিত্রাণামুত্তরং বিবক্ষুর্দ্বৈতমিথ্যাত্বোপবর্ণনপ্রসক্তিতং দ্বৈতমপ্যপৃথক্ কস্মাদিত্যস্যোত্তরমাহ পৃথক্তেতি। পৃথক্তা সংস্কারসংস্কৃতায়া মতের্ব্বুদ্ধিবৃত্তের্যোতাসোঽন্তর্গত আত্মপ্রকাশঃ তস্য যঃ স্বচমৎকারঃ পৃথক্তা প্রকটনশক্তিলক্ষণ স্তদ্যোগতোদ্বৈতং প্রতিভাতমপি অপৃথগেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ সর্ব্বাত্মিকেতি। প্রতিভা আত্মপ্রকাশঃ॥ ৫৯॥

বৃক্ষাত্মবীজবদিতি দৃষ্টান্তং বিবৃণ্বন্ কোন্তর্ব্বীজমিবান্তঃস্থং স্থিতঃ কৃত্বা ত্রিকালগ ইত্যস্যোত্তরমাহ বীজমিতি। একদৃক্ একরূপং বীজং নানা পৃথগভূতং অনানা অপৃথগভূতঞ্চ অন্তঃস্থবৃক্ষত্বং অন্তর্গতবৃক্ষাকারং কৃত্বা স্থিতং তথা ব্রহ্মাপ্যসংখ্যজগদিত্যর্থঃ॥ ৬০॥

আকাশকোশবদিত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যং স্ফুটয়তি বীজস্যেতি। ব্যধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ। বীজান্তর্গতবৃক্ষস্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ স্থিতির্যথা ব্যোমাদ্বৈতা আকাশতুল্যা তথা ব্রহ্মান্তর্গতজগতোপ্যাত্মসাক্ষিত্বাৎ তৎসাক্ষিণঃ পৃথগনুপলম্ভাৎ চিদ্রূপেণৈব স্থিতিরিতি চিতি ভেদকাভাবাদাকাশকোশসাম্যমিত্যর্থঃ॥ ৬১॥

এতাবতৈব সর্ব্বপ্রশ্নানামুত্তরমুক্তপ্রায়মিতি সূচয়ন্ সর্ব্বপ্রশ্নপরমতাৎপর্য্যবিষয়াদ্বিতীয়চিন্মাত্রপরমার্থস্থিতি প্রদর্শনেনোপসংহরতি শান্তমিতি। নিষ্কৈবঃ

নির্দ্বন্দ্বশান্তমতিরেকমনেকমচ্ছ-
মাভাসরূপমজমেকবিকাসমাস্তে ॥ ৬২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যাপাখ্যানে প্রশ্নভেদনং নাম
অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

শান্তমতিভিরেব রিচ্যতে মায়া তৎকার্য্যমলনিষ্কাসেন পরিশোধ্যত ইতি নির্দ্ব-ন্দ্বশান্তমতিরেকম্। অনেকমেকত্বাখ্যগুণেনাপি শূন্যম্। একমেব পরিতো নিরঙ্কুশং বিকসতি বৃহত্তমত্বাদিত্যেকবিকাসম্। আভাসরূপং চিন্মাত্রমাস্তে পরমার্থত ইত্যর্থঃ। অজপদাভ্যাং জন্মাদিবিকারাণাং তদ্বতাঞ্চ নিরাসঃ ॥ ৬২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

রাক্ষস্যুবাচ ।

অহোনু পরমার্থোক্তিঃ পাবনী তব মন্ত্রিণঃ ।
রাজা রাজীবপত্রাক্ষ ইদানীমেষ ভাষতাম্ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

জাগতপ্রত্যয়াভাবো যস্যাহুঃ প্রত্যয়ং পরম্ ।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসশ্চেতসা যৎ পরিগ্রহঃ ॥ ২ ॥
যৎসঙ্কোচবিকাসাভ্যাং জগৎপ্রলয়সৃষ্টয়ঃ ।
নিষ্ঠা বেদান্তবাক্যানামথ বাচামগোচরঃ ॥ ৩ ॥
কোটিদ্বয়ান্তরালস্থং মধ্যে কোটিদ্বয়ীময়ম্ ।

ইহ রাজাঽবশিষ্টানাং প্রশ্নানামুত্তরং ক্রমাৎ ।
বদন্ বক্তি বিশেষজ্ঞো যুক্তিমুক্তেষপি কচিৎ ॥ ১ ॥

মন্ত্রিবচনচমৎকারদর্শনাদেব রাজ্ঞোপি তত্ত্বজ্ঞত্বে পরিজ্ঞাতেপি রাজোক্তৌ চমৎকারাতিশয়ং সম্ভাব্য শ্রোতুকামা রাক্ষস্যুবাচ অহো ইতি ॥ ১ ॥

রাজা চ তদভিপ্রায়মালক্ষ্য সর্ব্বপ্রশ্নমুখ্যতাৎপর্য্যবিষয়ং ব্রহ্ম বিরোধাভাসোক্তিমুখচমৎকারাতিশয়েন দর্শয়তি জাগতেত্যাদিচতুর্ভিঃ । অবস্থাত্রয়দর্শনলক্ষণস্য জাগতপ্রত্যয়স্যাভাবোবোধলক্ষণা নিবৃত্তিরেব স্বতঃ স্ফুরদধিষ্ঠানরূপতুরীয়লক্ষণা যস্য দর্শনমিত্যর্থঃ । স চ তদেকনিষ্ঠতারূপেণ তৎপরিগ্রহেণ ভবতীতি তৎপরিগ্রহং লক্ষণেন দর্শয়তি সর্ব্বেতি ॥ ২ ॥

যস্য মায়িকাভ্যাং সঙ্কোচবিকাসাভ্যাম্ । বাচামগোচরো য ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

সত্ত্বাসত্ত্বভানাভানকোটিদ্বয়স্যান্তরালস্থমনির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ । অতএবাদ্যং তয়োরসৎকোটৌব গ্রস্তত্বেপি মধ্যে দৈশিকপরিচ্ছেদেন কচিদস্তি কচিন্নাস্তীতি কোটিদ্বয়ীময়ম্ । এবমাদ্যন্তয়োরভানগ্রস্তত্বেপি মধ্যে তত্তদিন্দ্রিয়যোগ্যরূপেণ ভাতি রূপান্তরেণ তত্ত্বতশ্চ ন ভাতীতি মধ্যে কোটিদ্বয়ীময়ম্ । অতএব

যস্য চিত্তময়ী লীলা জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪ ॥
যস্য বিশ্বাত্মকত্বেপি খণ্ড্যতে নৈকপিণ্ডতা ।
সন্মাত্রং তৎ ত্বয়া ভদ্রে কথ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৫ ॥
এষোণুর্ব্বেদনাদ্বায়ুঃ স্বভ্রান্তির্দৃগদৃশ্যত ।
অতোন কিঞ্চিদ্বায্বাদি কেবলং শুদ্ধচেতনম্ ॥ ৬ ॥
শব্দসম্বেদনাচ্ছব্দঃ শব্দস্য ভ্রান্তিদর্শনম্ ।
ততোত্র শব্দশব্দার্থদৃষ্টের্দূরতরং গতঃ ॥ ৭ ॥
সোণুঃ সর্ব্বং ন কিঞ্চিচ্চ সোহং নাহং স এব চ ।
সর্ব্বশক্ত্যাত্মনোস্তৈব প্রতিভৈকাত্র কারণম্ ॥ ৮ ॥
আত্মা যত্নশতপ্রাপ্যো লব্ধেস্মিন্ ন চ কিঞ্চন ।
লব্ধং ভবতি তচ্চৈতৎ পরমং বা ন কিঞ্চন ॥ ৯ ॥

সদসৎসদ্রিরূপস্য চিজ্জড়সন্ধিরূপস্য চ হিরণ্যগর্ভাত্মকস্য যদীযচিত্তস্য বিকারত্বাৎ লীলাভূতমেতজ্জগদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

একপিণ্ডতা অখণ্ডবস্তুতা । কথ্যতে পৃচ্ছ্যতে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রাকেশিষ্টৈঃ প্রথমং কস্য বায়ুরবায়ুশ্চেতি প্রশ্নং সমাধত্তে এষ ইতি । এষ ব্রহ্মাণুঃ স্বাত্মন্যেব বায়ুত্ববেদনাৎ ভ্রান্তিরন্যথাগ্রহোযস্য তথাবিধঃ সন্ বায়ুরদৃশ্যত । পরমার্থতস্ত্ববায়ুরেবেত্যাহ অত ইতি ॥ ৬ ॥

কঃ শব্দোঽশব্দ এব চেত্যস্যাপ্যেবমেবোত্তরং বোধ্যমিত্যাহ শব্দেতি ॥ ৭ ॥

কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চেত্যস্যোত্তরমাহ সোণুরিতি । কোহং নাহং চ কিং ভবেদিত্যেতৎ সমাধত্তে । সোহমিতি । অহঙ্কারনিকর্ষে সোহং তদ্রূপেণ তু নাহম্ । অথবা অহঙ্কারতত্ত্বাভ্যামুপলক্ষণে সোহম্ তাভ্যামনুপলক্ষণে তু নাহম্ স চ নৈবেত্যর্থঃ । এবং বাস্তবাবাস্তববৈচিত্র্যে কিং কারণং তদাহ সর্ব্বেতি । ভ্রান্তিপ্রতিভাশক্তিরবাস্তবরূপস্ফূর্ত্তৌ বাস্তবপ্রতিভাশক্তির্বাস্তবরূপপ্রাপ্তৌ চ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিং প্রযত্নশতপ্রাপ্যং লব্ধং ন কিঞ্চিদ্ভবতীত্যনয়োরুত্তরমাহ আত্মেতি । লব্ধেঽস্মিন্ ন চ কিং চ নেত্যেতদুপপাদয়তি লব্ধমিতি । তদেতদাত্মরূপত্বাদেব প্রাগেব লব্ধং ভবতীতি যত্নস্তেন ন সফলঃ । ততঃ পরমমুৎকৃষ্টমন্য

তাবজ্জন্মবসন্তেষু সংসৃতিব্রততিশ্চিরম্।
বিকসত্যুদিতোযাবৎ ন বোধো মূলকাষকৃৎ ॥ ১০ ॥
অণুনানেন রূপত্বং দৃশ্যতামিব গচ্ছতা।
তাপেনাম্বুধিরেবেদং স্বম্বেনৈবাপহারিতম্ ॥ ১১ ॥
অনেন সম্বিদণুনা মেরুস্ত্রিভুবনং তৃণম্।
বসিত্বা বহিরন্তঃস্থং মায়াত্মকমবেক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥
চিদণোরন্তরে যদ্যদস্তি তদ্দৃশ্যতে বহিঃ।
সঙ্কল্পেষ্টালিঙ্গনাদি দৃষ্টান্তোত্র হি রাগিণঃ ॥ ১৩ ॥
আদিসর্গে সর্ব্বশক্তিশ্চিদযথৈবোদিতাত্মনা।
তথাশু পশ্যত্যখিলং সঙ্কল্পে পর্ব্বতঃ স্বতঃ ॥ ১৪ ॥

যত্নফলং ন কিঞ্চনেত্যাশয়েন ত্বয়া তথা পৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তর্হি কিং জ্ঞানপ্রযত্নোব্যর্থ এবেতি শঙ্কাং পরিহরন্ কিং তু সর্ব্বং ন লভ্যত ইত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ তাবদিতি। তথাচ যাবৎ সংসারমূলাজ্ঞাননাশো ন বৃত্তস্তাবল্লব্ধমপ্যাত্মতত্ত্বং সর্ব্বং পূর্ণরূপং ন লব্ধম্। বোধেন তু পূর্ণং লভ্যত ইতি ন তদ্যত্নবৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্বপ্নেন জীবিতেনোচ্চৈঃ কেনাম্বেবাপরিহারিত ইত্যস্যোত্তরমাহ অণুনেতি। রূপত্বং সাকারতাবং প্রাপ্যেতি শেষঃ। তাপেন মরুভূম্যাতপেন ইদং বাস্তবাত্মরূপম্ ॥ ১১ ॥

কেনাণুনান্তঃক্রিয়তে মেরুস্ত্রিভুবনং তৃণমিত্যনয়োরুত্তরমাহ অনেনেতি। মেরুরন্তঃক্রিয়তে ত্রিভুবনঞ্চ তৃণমিব ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্যন্তঃক্রিয়তে তর্হি বহিঃ কথমবেক্ষ্যতে তত্রাহ বসিত্বেতি। বহির্ব্বসিত্বেব অন্তরেব বাহ্যমিব কল্পয়িত্বেতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

আন্তরীমপি সাঙ্কল্পিকাঙ্গনাং তদালিঙ্গনঞ্চ বাহ্যসংস্কারবীজত্বাৎ বহিরিব পশ্যামীতি রাগিনামনুভবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ঈদৃশনিয়মে কোহেতুস্তত্রাহ আদিসর্গ ইতি। আদিসর্গে প্রবৃত্তা নিয়তিরেব হেতুরিত্যর্থঃ। যথা ইক্ষোর্ব্বেণ্বাদেশ্চ প্রথমপর্ব্বতো যাদৃশশাখাপত্রাঙ্কুরাদ্যুদ্গমস্তথৈব দ্বিতীয়াদিপর্ব্বভ্যোপীতি স্বতো নিয়মঃ তথা আদিসর্গসঙ্কল্পে পর্ব্ব-

অভিজ্ঞাতস্য যস্যান্তর্যৎ যথা প্রতিভাসতে।
তৎ তথা পশ্যতীবাসৌ দৃষ্টান্তোত্র শিশোর্ম্মনঃ ॥ ১৫ ॥
পরমাণুতয়ৈবাপি চিন্মাত্রেণাণুনামুনা।
পরিসূক্ষ্মতমেনৈব বিষ্বগ্বিশ্বং প্রপূরিতম্ ॥ ১৬ ॥
অণুরেব ন মাত্যেষ যোজনানাং শতেষ্বপি।
সর্ব্বগত্বাদনাদিত্বাদরূপত্বাদনাকৃতিঃ ॥ ১৭ ॥
যথা ধূর্ত্তেন খিঙ্গেন পুংসা বালঃ প্রতার্য্যতে।
স্বভ্রূবিকারনয়ন-নিরীক্ষণবিচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥
চিদালোকেন শুদ্ধেন সপর্ব্বততৃণং জগৎ।
নাট্যতেবিরতং তদ্বৎ বিবৃত্যাভিনয়ং সদা ॥ ১৯ ॥
তেনৈবানন্তরূপত্বাদণুনা বাসসা যথা।
সম্বিদা তন্তুবদ্বাহে কৃত্বা মের্ব্বাদিবেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্ন-রূপত্বাৎ মেরুতোবৃহৎ।
বালাগ্রশতভাগাত্মাপ্যেষ সূক্ষ্মঃ পরোণুকঃ ॥ ২১ ॥

তোপি ইদানীন্তনসময়ে স্বতোনিয়ম ইতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥
অভিজাতস্য আবির্ভূতচিত্তস্য চ ॥ ১৫ ॥

কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনীত্যস্যোত্তরমাহ পরমাণুতয়েতি। দেশতঃ পরমাণুতয়া বস্তুতশ্চিন্মাত্রেণাণুনা কালতঃ পরিসূক্ষ্মতমেনেতি ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদকল্পনস্যাপ্যবধিভূতেনাপি ত্যর্থঃ। বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ ॥ ১৬ ॥

কোণুরেব ভবন্ মাতি ন যোজনশতেষ্বপীত্যস্যোত্তরমাহ অণুরেবেতি ॥ ১৭ ॥

খিঙ্গেন বিটেন (লম্পটেন) বালোমুগ্ধঃ স্ত্রীজনঃ শোভনৈর্ভ্রূবিকারৈর্নয়-নাভ্যাং নিরীক্ষণৈর্ব্বিচেষ্টিতৈশ্চ প্রতার্য্যতে বশীকৃত্যাকৃষ্যতে ॥ ১৮ ॥

যথায়ং দৃষ্টান্তস্তদ্বৎ চিদালোকেনাপি অভিনয়ং ব্যঞ্জকচেষ্টাং বিবৃত্য জগন্নাট্যতে সদেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনিভৃতাং ঘটা ইত্যেতৎ প্রত্যাহ তেনেতি। যথা বাসসা স্বান্তর্ভবৎ মের্ব্বাদিচিত্রং বাহ্যে ইব কৃত্বা বেষ্টিতং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অণুকমহৎ কোণুর্ম্মেরোঃ স্থূলতরাকৃতিরিত্যস্যোত্তরমাহ দিক্কালেতি ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসম্বেদনাকাশ-রূপস্য পরমাণুনা।
শোভতে ন হি সাম্যোক্তির্মেরুসর্ষপয়োরিব ॥ ২২ ॥
মায়াকলাপিনাণুত্বং নির্ম্মায় পরমাত্মনি।
হেম্নীব কটকত্বেন নানাত্র সমতা ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
প্রকটোনেন দীপেন প্রকাশোনুভবাত্মনা।
স্বসত্তানাশপূর্ব্বোহি বিনানেন ভবেত্ততঃ ॥ ২৪ ॥
যদি সূর্য্যাদিকং সর্ব্বং জগদেকং জড়ং ভবেৎ।
ততঃ কিমাত্মকং রূপং প্রকাশঃ স্যাৎ ক্বাথ কিম্ ॥ ২৫ ॥
শুদ্ধসন্মাত্রচিত্ত্বং যৎ স্বতঃ স্বাত্মনি সংস্থিতং।

প্রতিপ্রশ্নমাত্মস্যাণুশব্দপ্রয়োগস্য মন্ত্রিণা যোক্তিপ্রায় উক্তঃ অনাখ্যত্বাদগম্যত্বাৎ মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থিতেঃ। চিন্মাত্রমেবমাত্মাণুরাকাশাদপি সূক্ষ্ম ইতি কর্কট্যা চ স এবাভিপ্রেতোভ্যুপগতশ্চেতি নিশ্চিত্য রাজা স্বস্য বিশেষজ্ঞতাং দর্শয়িতুং তং দূষয়তি শুদ্ধেতি। সৌক্ষ্ম্যমাত্রেণ নাপরিচ্ছিন্নঃ পরিচ্ছেদোৎকর্ষাবধিপরমাণুসাদৃশ্যমালম্ব্য গৌণ্যাঽণুরিতি ব্যপদেষ্টুং শক্য ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

কথং তর্হি “ অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ান্ এষোণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ ” ইত্যাদিশ্রুতিষু তথাব্যপদেশ ইতি চেৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ মহত্ত্বমিবাণুত্বমপি আত্মনি মায়য়া নির্ম্মায় স্থিতত্বাৎ মুখ্যবৃত্তিরেবাত্রাণুশব্দো নাত্র সমতানিমিত্তমিত্যাহ মায়েতি। মায়য়া কলাপিনা ভূষিতেন শবলেনেতি যাবৎ। হেম্নি স্বনির্ম্মিতকটকাদিত্বেনেব অত্র সমতা ন ভবেৎ। নানেত্যনেক বিনার্থয়োরিত্যনুশাসনাৎ নঞো নাঞঃ স্বার্থে বিধানাচ্চ নানাশব্দোনিষেধার্থঃ। ইত্থমেব হি “ বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয় ” ইত্যাদিশ্রুতয়ো বালাগ্রশতভাগাদ্যেতি যদুক্তিশ্চ সমঞ্জসেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

কোণুঃ প্রকাশতমসাং দীপ ইত্যস্যোত্তরমাহ প্রকট ইতি। যদ্যনেনাত্মদীপেন বিনৈব প্রকাশোঽস্তোবা ভবেৎ ততোহি তর্হি স্বস্য সত্তায়া নাশোঽদর্শনং তৎপূর্ব্বঃ অসন্নেব ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চৈবং সতি জগদান্ধ্যমপি স্যাদিত্যাহ ॥ ২৫ ॥

যদিতি। চিদণুনা স্বান্তরেব তেজস্তম আদেঃ কল্পিতত্বাদপি তস্য তদধীনঃ

তদেতদণুনা তেজোদৃষ্টং বহিরবস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥
তেজাংস্যর্কেন্দুবহ্নীনাং ন ভিন্নানি তমোঘনাৎ।
এতাবানেব ভেদোঽস্তি যদ্বর্ণে শৌক্ল্যকৃষ্ণতে ॥ ২৭ ॥
যাদৃক্ কজ্জলনীহারে মেঘনীহারয়োর্ভবেৎ।
তাদৃক্ প্রকাশতমসোর্ভেদোনেতি তয়োঃস্থিতিঃ ॥ ২৮ ॥
জড়য়োরুপলম্ভায় চিদাদিত্যঃ কিলৈতয়োঃ।
যদা তপতি তেনৈতে লব্ধসত্তৈকতাং গতে ॥ ২৯ ॥
তপত্যেকশ্চিদাদিত্যো রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতঃ।
অন্তর্ব্বহিঃশিলাদ্যন্তরপ্যনস্তময়োদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
ত্রিলোকী ভাতি তেনেয়ং জীবস্থ প্রথিতাত্মনঃ।
নানোপলম্ভভাণ্ডাঢ্যা কুটীকঠিনকোটরা ॥ ৩১ ॥
তমস্ত্বং তমসোদেহমবিনাশয়তামুনা।
তপ্যতে ভাসয়া ভাসা সর্ব্বমাভাস্যতে তমঃ ॥ ৩২ ॥

প্রকাশ ইত্যাহ শুদ্ধেতি। তদেতদণুনা তেন তেনাণুনা ॥ ২৬ ॥

নহু অর্কেন্দ্বাদিভিরেব প্রকাশসিদ্ধেঃ কিং চিদণুনা তত্রাহ তেজাংসীতি। তমোঘনাৎ স্বকারণাজ্ঞানাৎ। এতাবানিতি। জাড্যাংশেন তু ন ভেদ ইত্যাশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

কজ্জলবর্ণে নীহারে সতি মেঘ ইতি ব্যপদেশাৎ মেঘনীহারযোর্যাদৃগ্‌-ভেদোভবেৎ প্রকাশতমসোরপি তাদৃগেবেতি তয়োর্ন স্বতোভেদোঽস্তীতি স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

চিদধীনপ্রকাশসত্তাকত্বেনাপি তয়োর্ন ভেদ ইত্যাহ। জড়য়োরিতি ॥ ২৯ ॥

চৈতন্যস্য তু ন কচিদপ্যপ্রকাশপ্রসক্তিরিত্যাহ তপতীতি ॥ ৩০ ॥

নানাবিধৈরুপলম্ভৈর্ভোগৈর্ভাণ্ডৈস্তৎসাধনৈশ্চাঢ্যা কুটীব কঠিনকোটরা ॥৩১॥

নহু যদ্যাত্মনা তমঃ প্রকাশ্যতে তর্হি তত্ত তমস্ত্বমেব নশ্যেৎ ন হ্যপ্রথা-স্বভাবং তমঃতদনাশে প্রথমানং কর্ত্তুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তমস্ত্বমিতি। অমুনা অভাসয়া স্বতন্ত্রপ্রতিভাসশূন্যয়া ভাসা চৈতন্যেন তমসোদেহং স্বরূপভূতং তমস্ত্বমবিনাশয়তা তমস্তপ্যতে কার্য্যভাবায় ক্ষোভ্যতে। ততঃ সর্ব্বজগদ্ভূতং

পদ্মোৎপলে যথার্কেণ তপতা প্রকটীকৃতে।
প্রকাশতমসোঃ সত্তে চিতৈবং প্রকটীকৃতে ॥ ৩৩ ॥
অর্কঃ কুর্ব্বন্নহোরাত্রে দর্শয়ত্যাকৃতিং যথা।
চিতিঃ সদসতীকৃত্বা দর্শয়ত্যাকৃতিং তথা ॥ ৩৪ ॥
চিদণোরন্তরে সন্তি সমগ্রানুভবাণবঃ।
যথা মধুরসস্যান্তঃপুষ্পপত্রফলশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
উদ্যন্তি চিদণোরেতে সমগ্রানুভবাণবঃ।
মধুমাসরসাচ্চিত্রা ইব খণ্ডপরম্পরাঃ ॥ ৩৬ ॥
পরমাত্মাণুরত্যন্তনিঃস্বাদুঃ সূক্ষ্মতাবশাৎ।
সমগ্রস্বাদুসত্তৈকজনকঃ স্বদতে স্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
যোযোনাম রসঃ কশ্চিৎ সমস্তোপ্যপ্স্ববস্থিতঃ।
প্রতিবিম্বমিবাদর্শে তং বিনা নাস্ত্যসৌ স্বতঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্যজতা সংস্থিতং সর্ব্বং চিন্মাত্রপরমাণুনা।
ত্যক্তং জগদসম্বিত্ত্যা সম্বিত্ত্যা সর্ব্বমাশ্রিতম্ ॥ ৩৯ ॥

তম আভাস্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

তৎসত্তাপ্রকটনহেতুত্বাদপ্যসৌ ন তন্নিবর্ত্তক ইত্যাশয়েনাহ—পদ্মোৎপলে- ইতি ॥ ৩৩ ॥

সদসতী আবির্ভাবতিরোভাবলক্ষণে প্রকাশতমসী ॥ ৩৪ ॥

কস্যাণোরুদরে সন্তি সমগ্রানুভবাণব ইত্যস্যোত্তরমাহ চিদণোরিতি। যথেতি। মধুকরৈঃ পত্রফলাদিরসস্যাপ্যাহরণেন মধূৎপাদনসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ অথবা মধুরসস্য বসন্তশোভায়াস্তাৎকালিকবৃক্ষাদিরসস্য বা ॥ ৩৫ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ উদ্যন্তীতি। খণ্ডপরম্পরা বনখণ্ডসৌন্দর্য্যক্রমাঃ ॥ ৩৬ ॥

কোণুরত্যন্তনিঃস্বাদুরপি সংস্বদতেঽনিশমিত্যস্যোত্তরমাহ পরমাত্মেতি ॥৩৭॥

সর্ব্বজলান্তর্গতরসাবির্ভাবস্যাত্মনিমিত্তত্বাদপি স স্বদত ইতি বক্তুং শক্যমিত্যাহ যোয ইতি। অসৌ রসঃ ॥ ৩৮ ॥

কেন সন্ত্যজতা সর্ব্বমণুনা সর্ব্বমাশ্রিতমিত্যস্যোত্তরমাহ ত্যজতেতি। অসম্বিত্ত্যা অস্ফুরণেন ॥ ৩৯ ॥

অশক্তয়া স্বাত্মগুপ্তৌ সর্ব্বমাচ্ছাদিতং জগৎ।
চিতাণুতামেব পরাং সম্প্রসার্য্য বিতানবৎ ॥ ৪০ ॥
আত্মগুপ্তৌ ন শক্নোতি পরমাত্মাম্বরাকৃতিঃ।
মনাগপি ক্ষণমপি গজোদূর্ব্বাবনে যথা ॥ ৪১ ॥
তথাপ্যাক্রান্তবান্ বিশ্বং জ্ঞাতোগোপায়তি ক্ষণাৎ।
জগদ্ধানাকণং বাল ইবাহো ঘনমায়িতা ॥ ৪২ ॥
চিন্মাত্রাম্নুনয়েনেদং জগৎ সন্নপি জীবতি।
বসন্তরসবোধেন বিচিত্রেব বনাবলী ॥ ৪৩ ॥
চিত্তসত্ত্বৈবমখিলং স্বতোজগদিবোদিতম্।
মধুমাসরসোল্লাসাচ্চিত্রোহি বনখণ্ডকঃ ॥ ৪৪ ॥
সত্যং চিন্ময়মেবেদং জগদিত্যেব বিদ্ধ্যলম্।
বসন্তরসমেব ত্বং বিদ্ধি পল্লবগুল্মকম্ ॥ ৪৫ ॥

কেনাত্মাচ্ছাদনাশক্তেন অণুনাচ্ছাদিতং জগদিত্যেতস্যোত্তরমাহ অশক্তয়েতি। গুপ্তৌ পরিচ্ছিদ্য তিরোধানে ॥ ৪০ ॥

উক্তস্যাশয়ং স্ফুটমাহ আত্মগুপ্তাবিতি ॥ ৪১ ॥

জগৎ জগদন্তঃপাতিজীবজাতং জ্ঞাতঃ সন্ স্বাত্মলাভেন গোপায়তি রক্ষতি। যথা বালোজ্ঞাতঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ ধানাকণং গোপায়তি ন সুপ্তস্তদ্বৎ। নন্বীদৃশস্যপ্রকাশপূর্ণাত্মনঃ কথং বালবৎ স্বাত্মবিস্মৃতিস্তত্রাহ অহোঘনমায়িতেতি। মায়াসামর্থ্যমিদমাশ্চর্য্যভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

জগন্নয়েন কস্যাণোঃ সম্ভৃতমপি জীবতীত্যস্যোত্তরমাহ চিন্মাত্রাম্নুনয়েনেতি। সন্নপি সন্নমপি জগৎ। ছান্দসোমলোপঃ। প্রলয়েন লীনমপীত্যর্থঃ। চিন্মাত্রস্যাম্নুনয়েনাবলম্বেন জীবতি। প্রলয়েপি চিৎসত্ত্বয়ৈব জগৎসংস্কারশেষং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। বসন্তকালে পল্লবাদিহেতুরসোদ্বোধেন নিমিত্তেন ॥ ৪৩ ॥

যদি প্রলয়ে সর্গে চ ব্রহ্মসত্তয়ৈব জগৎ জীবতি তর্হি সর্গে কোবিশেষো-যেনাবির্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ চিত্তসত্ত্বেতি। প্রলয়ে চ ন চিত্তসত্তা পৃথগস্তীতি বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

এবঞ্চ ন চিজ্জগতোস্তত্ত্বতোভেদ ইত্যাহ সত্যমিতি ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বাবয়বিসারত্বাৎ সহস্রকরলোচনঃ।
পরমাণুরসাবেব নিত্যানবয়বোদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
নিমেষাংশাববোধো হি চিদণোঃ প্রতিভাসতে।
যতঃ কল্পসহস্রৌঘঃ স্বপ্নে বার্দ্ধকবাল্যবৎ ॥ ৪৭ ॥
ততঃ সোপি নিমেষোণুঃ কল্পকোটিশতান্যলম্।
সর্ব্বসত্তাবিলাসেন প্রতিভৈকা বিজৃম্ভতে ॥ ৪৮ ॥
অভুক্তবত্যেব যথা ভুক্তবানহমিত্যলম্।
জায়তে প্রত্যয়স্তদ্বন্নিমেষে কল্পনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
অভুক্ত্বা ভুক্তবানস্মীত্যেবং প্রত্যয়শালিনঃ।
দৃশ্যন্তে বাসনাবিষ্টাঃ স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ৫০ ॥
জগন্তি পরিতিষ্ঠন্তি পরমাণৌ চিদাত্মনি।
প্রতিভাসাঃ প্রবর্ত্তন্তে তত এব হি জাগতাঃ ॥ ৫১ ॥
যদস্তি যত্র তত্তস্মাৎ সমুদেতি তদেব তৎ।
আকারিণী বিকারাদি দৃষ্টং ন গগনেঽমলে ॥ ৫২ ॥
চিতি ভূতানি ভূতানি বর্ত্তমানানি সম্প্রতি।
ভবিষ্যন্তি চ ভূতানি সন্তি বীজে দ্রুমা ইব ॥ ৫৩ ॥
নিমেষকল্পাবেতেন ভুষেণাম্ন কণাবিব।

অজ্ঞাতাবয়বঃ কোণুঃ সহস্রকরলোচন ইত্যস্তোত্তরমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বে যেঽবয়বিনশ্চতুর্ব্বিধা ভূতগ্রামা স্তৎসারত্বাত্তদাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

কোনিমেষোমহাকল্পঃ কল্পকোটিশতানি চেত্যস্তোত্তরমাহ নিমেষেতি। ইদঞ্চ লীলোপাখ্যানেন দর্শিতমেব ॥ ৪৭-৪৮-৪৯-৫০ ॥

অণৌ জগন্তি তিষ্ঠন্তি কস্মিন্ বীজ ইব দ্রুম ইত্যস্তোত্তরমাহ জগন্তীতি ॥ ৫১ ॥

যদযত্রাস্তি তৎ ততঃ সমুদেতি যথা স্তম্ভাৎ পুত্রিকা তদেব চ তদ্ভবতি ॥ ৫২ ॥

বীজানি নিষ্কলাস্তানীত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ চিতীতি। ভূতাস্তীতানি সম্প্রতি বর্ত্তমানানি অগ্রে ভবিষ্যন্তি চ ভূতানি চিতি সদা তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

বলিতা বিব চেত্যাভ্যামণুঃ স্বাত্মাঙ্গকং শ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥
উদাসীনবদাসীনোন সংস্পৃষ্টোমনাগপি ।
এষ ভোক্তৃত্বকর্ত্তৃত্বৈঃ স্বাত্মা সর্ব্বজগত্যপি ॥ ৫৫ ॥
জগৎসত্তোদিতেয়ং হি শুদ্ধচিৎপরমাণুতঃ ।
পরমাণোশ্চ ভোক্তৃত্বকর্ত্তৃত্বে কেবলং স্থিতে ॥ ৫৬ ॥
জগন্ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে সর্ব্বদৈব ন কেনচিৎ ।
বিলীয়তে চ নোকিঞ্চিৎ মানুষ্যাদ্দৃশ্যখণ্ডনম্ ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বং সমসমাভাসমিদমাকাশকোশকম্ ।
জগত্তয়োপশব্দঞ্চ বিদ্ধ্যনাদ্যং নিশাচরি ॥ ৫৮ ॥
চিদণুর্দৃশ্যসিদ্ধ্যর্থমান্তরীং চিচ্চমৎকৃতিম্ ।
বহীরূপতয়া ধত্তে স্বাত্মন্যপরিসংস্থিতাম্ । ৫৯ ॥
এতদ্বহিষ্ঠমন্তঃস্থমস্তিশব্দেন বস্তুনি ।

কল্পঃ কস্ত নিমেষস্ত বীজস্যেবান্তরস্থিত ইত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ নিমেষেতি। অন্নকণৌ তণ্ডুলতদবয়বৌ তুষেণ ব্রীহিত্বচেব বলিতৌ পরিতো বেষ্টিতৌ। এবোণুশ্চেত্যাভাং কল্পনিমেষাভ্যাং স্বাত্মাঙ্গকং স্বৈকদেশং শ্রিত আশ্রিতঃ। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ" ইতি ভগবদ্বচনাদিতি ভাবঃ ॥৫৪॥

কঃ প্রয়োজনকর্ত্তৃত্বমপ্যনাশ্রিত্য কারক ইত্যস্তোত্তরমাহ উদাসীনবদিত্যাদিনা ॥ ৫৫

কেবলং বিনৈব ক্রিয়াভোগসম্বন্ধং স্থিতে ॥ ৫৬ ॥

কুতোন ক্রিয়াভোগসম্বন্ধস্তত্রাহ জগদিতি। ক্রিয়াবিষয়স্যাত্যন্তাসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। কিমর্থং তর্হ্যসতোদৃশ্যস্য খণ্ডনং বেদান্তেষু ক্রিয়তে তত্রাহ মানুষ্যাদিতি। মনুষ্যভাবাৎ ব্যাবহারিকলৌকিকদৃষ্টবশাৎ ন পরমার্থদৃষ্টিবলাদিত্যর্থঃ ॥৫৭॥

কীদৃশী তর্হি পরমার্থদৃষ্টিস্তাং দর্শয়তি সর্ব্বমিতি। জগত্তয়া উপশব্দং শব্দমাত্রেণ ব্যবহৃতম্। "বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়" মিতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥৫৮॥

দৃশ্যসম্পত্তয়ে দ্রষ্টা স্বাত্মানং দৃশ্যতাং নয়ন্। দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং কোহি পশ্যত্যনেত্রবানিতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ চিদণুরিতি। চিচ্চমৎকৃতিং চিদ্ব্যাপ্তমায়াশক্তিম্। বহীরূপতয়া বাহ্যপ্রপঞ্চতয়া ॥ ৫৯ ॥

উপদেশায় সত্বানাং চিদ্রূপত্বাজ্জগত্ত্রয়ে ॥ ৬০ ॥
দ্রষ্টাঽদৃষ্টপদং গচ্ছন্ নাত্মানং সম্প্রপশ্যতি।
নেত্রদৃশ্যাভিপাতীব সদেবাসদিব স্থিতম্ ॥ ৬১ ॥
ন চ গচ্ছতি দৃশ্যত্বং দ্রষ্টা হ্যসদবাস্তবম্।
আত্মন্যেব নয়ৎ কিঞ্চিৎ তত্তামেতি কথং পরঃ ॥ ৬২ ॥
দৃগেব লোচনে সা চ বাসনাস্তং নিজং বপুঃ।
বহীরূপতয়া দৃশ্যং কৃত্বা দ্রষ্টৃতয়োদিতা ॥ ৬৩ ॥
ন বিনা দ্রষ্টৃতামস্তি দৃশ্যসত্তা কথঞ্চন।
পিতৃতেব বিনা পুত্রং দ্বিতেবৈক্যপদং বিনা ॥ ৬৪ ॥
দ্রষ্টৈব দৃশ্যতামেতি ন দ্রষ্টৃত্বং বিনাস্তি তৎ।
বিনা পিত্রেব তনয়ো বিনা ভোক্ত্রেব ভোগ্যতা ॥ ৬৫ ॥

নন্থ "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্য" মিতি শ্রুত্যা অন্তর্ব্বহির্ভেদশূন্যত্বেনাবগতে ব্রহ্মণি কথমুচ্যতে আন্তরীং চিচ্চমৎকৃতিং বহীরূপতয়া ধত্তে ইতি তত্রাহ এতদিতি। বহিষ্টমন্তঃস্থমিত্যেতজ্জগত্ত্রয়ে সত্বানামধিকারিপ্রাণিনামুপদেশায় কল্পিতং শব্দে এবাস্তি ন বস্তুনি তস্য চিদেকরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

দৃশ্যতাং নয়ন্নিত্যন্তস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রশ্নশেষস্য তদাহ দ্রষ্টেতি। নিত্যাপরোক্ষোপ্যাত্মা অবিদ্যানাবৃতত্বাদন্তঃকরণাবচ্ছেদেন সদৈব স্ফুরংস্তদভিমানেন দ্রষ্টা বহির্ব্বিষয়াবচ্ছেদেনাবৃতত্বাদদৃষ্টং পদং বিষয়ে নেত্রদৃশ্যাভিপাতীব ভূত্বা নেত্রদ্বারা নির্গতান্তঃকরণপ্রণাড্যা বহির্গচ্ছন্ সদেবাত্মরূপমসদ্ঘটাদিরূপমিব স্থিতমাত্মানং সম্প্রপশ্যতি স্বাত্মচিতৈব প্রকাশয়তি ন নেত্রেণ। তস্য দ্বারমাত্রত্বাদিত্যনেত্রবানিত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

সদেবাসদিব স্থিতমিত্যেতদুপপাদয়তি ন চেতি। কুতোন গচ্ছতি তত্রাহ আত্মনীতি। সতোঽসদ্রূপেণ ভবিতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

এবং দ্রষ্টৃতাপি মিথ্যাদৃশ্যসাপেক্ষত্বান্ মিথ্যৈবেত্যাহ দৃগেবেতি। ন চক্ষুষী লোচনে দ্বারমাত্রত্বাৎ কিং তু দৃক্ অপরোক্ষাত্মচৈতন্যমেব লোচনে। "চক্ষুদ্যাশ্চক্ষু" রিতি শ্রুতেঃ। সা চ দৃক্ আবির্ভাবাবরভ্য পুনস্তিরোভাবেন বাসনাভাবাস্তং দৃশ্যং কৃত্বা তদ্দ্রষ্টৃতয়া স্বয়মুদিতা আত্মানং কল্পিতবতীত্যর্থঃ ॥৬৩॥

দ্রষ্টুর্দৃশ্যবিনির্ম্মাণে চিত্ত্বাদস্ত্যেব শক্ততা।
কনকস্যাবদাতস্য কটকাদিকৃতাবিব ॥ ৬৬ ॥
দৃশ্যস্য দ্রষ্টৃনির্ম্মাণে জড়ত্বান্নাস্তি শক্ততা।
কটকস্য তু হৈমস্য যথা কনকনির্ম্মিতৌ ॥ ৬৭ ॥
চেতনাদৃশ্যনির্ম্মাণং চিৎ করোত্যসদেব সৎ।
অকারণং মোহহেতুং হৈমেব কটকভ্রমম্ ॥ ৬৮ ॥
কটকস্যাবভাসে হি যথা হেম্নোন হেমতা।
সত্যেব প্রকচত্যেবং দ্রষ্টৃদৃশ্যস্থিতৌ বপুঃ ॥ ৬৯ ॥
দ্রষ্টা দৃশ্যতয়া তিষ্ঠন্ দ্রষ্টৃতামুপজীবতি।
সত্যাং কটকসংস্থিত্যৌ হেমকাঞ্চনতামিব ॥ ৭০ ॥
একস্মিন্ প্রতিভাসে হি ন সত্তা দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।
পুংপ্রত্যয়প্রকচনে ক পশুপ্রত্যয়োদয়ঃ ॥ ৭১ ॥

এবঞ্চ পরস্পরসাপেক্ষকল্পনয়োর্দ্বয়োরপি মিথ্যাত্বমিত্যাহ ন বিনেত্যাদিনা ॥ ৬৪-৬৫-৬৬-৬৭ ॥

চিদ্বস্তুশ্চেতনা চেত্যপ্রকাশনাদিসমর্থা অতোদৃশ্যনির্ম্মাণং করোতি মোহহেতুমজ্ঞানমাত্রহেতুকম্ ॥ ৬৮ ॥

যদি দ্রষ্টৈব দৃশ্যতাং গচ্ছতি তর্হি দ্রষ্টৈবেদমিতি দৃশ্যং কুতোন বিভাব্যতে তত্রাহ কটকস্যেতি। ন হেমতা সত্যেব স্ফুটং কচতি কল্পিতব্যামূঢ়বুদ্ধৌ সত্যাস্ফুরণাৎ। এবং দৃশ্যাত্মনা দ্রষ্টুঃ স্থিতৌ দ্রষ্টৃবপুর্ন কচতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

তর্হি দ্রষ্টৃস্ফুরণে তন্নিরপেক্ষসত্তাকমেব কিং ন স্যাদিতি চেৎ তদুপজীব্যতাভাবপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাশয়েনাহ দ্রষ্টেতি। সত্যাং পূর্ব্বসিদ্ধাং কাঞ্চনতামিব ॥ ৭০ ॥

কটকস্যাবভাসে হি যথা হেম্নোন হেমতা সত্যেব প্রকচতীত্যেতদযুক্তম্ কটকমিদং হেমেতি সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে উভয়সত্ত্বপ্রতিভানাৎ এবমহং দ্রষ্টেতি প্রত্যয়েঽপীতি চেৎ তত্রাহ একস্মিন্নিতি। যথা দূরস্থে বিষয়ে পুমান্ পশুর্ব্বেতি সংশয়ে পুম্প্রত্যয়কোটৌ ন পশুত্বং প্রতিভাসতে পশুপ্রত্যয়াংশে চ ন পুংস্ত্বম্ এবং সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়েঽপি নোভয়াংশস্যৈকপ্রত্যয়প্রমেয়তা-

দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং ন দ্রষ্টা সম্প্রপশ্যতি।
দ্রষ্টুর্হি দৃশ্যতাপত্তৌ সত্তাঽসত্তেব তিষ্ঠতি ॥ ৭২ ॥
বোধাদ্গলিতদৃশ্যস্য দ্রষ্টুঃ সত্তৈব ভাসতে।
অবুদ্ধে কটকে স্বস্য হেম্নোঽকটকতা যথা ॥ ৭৩ ॥
দৃশ্যে সত্যস্তি বৈ দ্রষ্টা দৃশ্যং দ্রষ্টরি ভাসতে।
দ্বয়েন চ বিনা নৈকং নৈকমপ্যস্তি চানয়োঃ ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্বং যথাবৎ বিজ্ঞায় শুদ্ধসম্বিন্ময়াত্মনা।
বাচামবিষয়ং স্বচ্ছং কিঞ্চিদেবাবশিষ্যতে ॥ ৭৫ ॥
আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং দীপেনেবাবভাসিতম্।
কৃতঞ্চ সর্ব্বমেতেন চিন্মাত্রপরমাণুনা ॥ ৭৬ ॥
মাতৃমানপ্রমেয়াখ্যং বুধোনিগিরতি ত্রয়ম্।
হেমেব কটকাদিত্ব-মসম্ময়মুপস্থিতম্ ॥ ৭৭ ॥

মস্তব ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

বাহির্মুখতয়া হি দৃশ্যং পশ্যেৎ অন্তর্মুখতয়া চ দ্রষ্টারম্। ন চোভয়মুখতা চিত্তোযুগপৎ সম্ভবতীত্যাশয়েনাহ দৃশ্যমিতি। সত্তা দ্রষ্টৃসত্তা অসত্তেব অসতী-বেতি যাবৎ ॥ ৭২ ॥

অন্তর্গলিতদৃশ্যশ্চ ক আত্মানমখণ্ডিতম্। দৃশ্যাসম্পত্তয়ে পশ্যন্ পুরোদৃশ্যং ন পশ্যতীতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ বোধাদিতি। অবুদ্ধে হেমৈকতত্ত্বপরীক্ষণে দত্তদৃষ্টিতয়া উপেক্ষণাদপ্রতিসংহিতে ॥ ৭৩ ॥

দৃশ্যাদর্শনেঽপি দ্রষ্টুর্দর্শনমপরিহার্য্যমিতি কথমাত্যন্তিকং দৃশ্যাদর্শনং সিধ্যে-দিত্যত আহ দৃশ্যে ইতি। দ্রষ্টরি সতীতি শেষঃ। বোধাদ্গলিতদৃশ্যস্য পুংসঃ অনয়োর্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্ম্মধ্যে একমপি নাস্তি। ছত্রাপায়ে ছায়াপায়বৎ দৃশ্যাপায়ে দ্রষ্টুরপ্যপায়াৎ দৃঙ্মাত্রপরিশেষাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কো ভাসয়তি দৃশ্যবদিত্যস্যোত্তরমাহ আত্মানমিতি। আত্মানং দ্রষ্টারম্। এতেন চিন্মাত্রপরমাণুনা চ ভাসিতং প্রথমানং কৃতং দ্রষ্ট্রাদি সর্ব্বং মাতৃমানপ্রমেয়াখ্যং ত্রয়ং বুধো নিগিরতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

কটকাদীনি হেম্নেব বিকীর্ণং কেন চ ত্রয়মিতি প্রশ্নং প্রাক্তনোক্তিদৃষ্টান্তো-

যথা ন জলভূম্যাদেঃ পৃথক্ কিঞ্চিন্মনাগপি।
তথৈতস্মাৎ স্বভাবাণোর্ন কিঞ্চিৎ পৃথগস্তি হি ॥ ৭৮ ॥
সর্ব্বগানুভবাত্মত্বাৎ সর্ব্বানুভবরূপতঃ।
একত্বানুভবন্যায়ে রূঢ়ে সর্ব্বৈকতাস্য হি ॥ ৭৯ ॥
অন্যেচ্ছয়া পৃথগ্ভাস্তি বীচিতেব মহাম্ভসঃ।
ইচ্ছানুরূপসম্পত্তের্ভাবিতার্থৈকতা কিল ॥ ৮০ ॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ পরমাত্মাস্তি কেবলঃ।
সর্ব্বাত্মত্বাৎ স সর্ব্বাত্মা সর্ব্বানুভবতঃ স্বতঃ ॥ ৮১ ॥
সন্নেব চেতনাত্মত্বাদ্দর্শনানববোধতঃ।
দ্বৈতৈক্যে নাত্র বিদ্যেতে সর্ব্বরূপে মহাত্মনি ॥ ৮২ ॥
যদি কশ্চিদ্দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ তদৈকস্যৈকতা ভবেৎ।
দ্বৈতৈক্যয়োর্মিথঃ সিদ্ধিরাতপচ্ছায়য়োরিব ॥ ৮৩ ॥
যত্র নাস্তি দ্বিতীয়োহি তত্রৈকস্যৈকতা কথম্।

পক্ষাসৈনৈবার্থাৎ পরিহরতি হেমেতি ॥ ৭৭ ॥

কস্মান্ন কিঞ্চিচ্চ পৃথগিতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ যথেতি। কিঞ্চিৎ ভৌতিকম্ ॥৭৮॥

অপৃথক্ত্বং যুক্ত্যাপ্যনুভাবয়তি সর্ব্বগেতি ॥ ৭৯ ॥

কস্যেচ্ছয়া পৃথক্ চাস্তীত্যোতদ্দূষয়তি অন্যেতি। কিলেতি হেতৌ। ইচ্ছানুরূপস্য ফলস্য সম্পত্তেরিচ্ছাভাবিতার্থস্য চ একতা অপৃথক্তা যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নাদেকস্মাদসতঃ সতঃ। দ্বৈতমপ্যপৃথক্কস্মাদিত্যস্যোত্তরমাহ দিক্কালেতি দ্বাভ্যাম্। সঃ সর্ব্বেষামাত্মত্বাৎ সর্ব্বমাত্মা অপৃথগ্ভূতং যস্য স সর্ব্বাত্মা স্বতস্ত সর্ব্বানুভব এব ন জড়ঃ ॥ ৮১ ॥

অসতঃ সত ইত্যেতদর্থমাহ সন্নেব ইতি। অসন্দিগ্ধাত্মসত্ত্বানাং চেতনানামাত্মত্বাৎ দর্শনে চক্ষুরাদিভিরালোচনে হনববোধতো হত্রাত্মনি. দ্বৈতমৈক্যঞ্চ লৌকিকসদ্রূপেণ বিদ্যেতে ইত্যসন্নিত্যুচ্যতে শ্রুতৌ ন বাস্তবাসত্ত্বাভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

নহু দ্বৈতং সাপেক্ষরূপত্বাৎ মিথ্যাহস্তু ঐক্যন্তু দ্বিতীয়নিরপেক্ষত্বাৎ বাস্তবমেবেতি তৎ কথং ন বিদ্যত ইত্যুচ্যতে তত্রাহ যদীতি ॥ ৮৩ ॥

একতায়ামসিদ্ধায়াং দ্বয়মেব ন বিদ্যতে ॥ ৮৪ ॥
এবং স্থিতে তু যস্তিষ্ঠংস্তত্তাদৃক্ তদিবাস্তি হি।
তস্মান্ন ব্যতিরিক্তং তদ্রূপং দ্রব ইবাম্ভসঃ ॥ ৮৫ ॥
নানারম্ভবিভাসশ্চ সাম্যেনাঙ্কুররূপিণঃ।
বীজস্যান্তস্তরুরিব ব্রহ্মণোন্তঃ স্থিতং জগৎ ॥ ৮৬ ॥
দ্বৈতমপ্যপৃথক্ তস্মাদ্ধেম্নঃ কটকতা যথা।
সম্যগ্বুদ্ধাববোধোহি দ্বৈতং তচ্চ ন সন্ময়ম্ ॥ ৮৭ ॥
যথা দ্রবত্বং পয়সঃ স্পন্দনং মাতরিশ্বনঃ।
ব্যোম্নঃ শূন্যত্বমেবং হি ন পৃথগ্দ্বৈতমীশ্বরাৎ ॥ ৮৮ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতোপলম্ভোহি দুঃখায়ৈব ক্রিয়াত্মনে।
নিপুণোনুপলম্ভোযস্তেতয়োস্তৎ পরং বিদুঃ ॥ ৮৯ ॥
মাতৃমানপ্রমেয়াদি দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যতা।
এতাবজ্জগদেতচ্চ পরমাণৌ চিতি স্থিতম্ ॥ ৯০ ॥

দ্বিতীয়ব্যাবর্ত্তনায় কল্পিতং সখ্যারূপমপি দ্বিতীয়সাপেক্ষং দ্বিত্বাদিতুল্য-মেবেত্যাশয়েনাহ যত্রেতি ॥ ৮৪ ॥

দ্বৈতমপ্যপৃথক্ কস্মাৎ দ্রবত্বেব মহাম্ভস ইত্যংশং বিবৃণোতি এবং স্থিতে-ত্বিতি। এবং দ্বৈতৈক্যশূন্যত্বেন তত্ত্বে স্থিতে সতি যত্তাদৃগ্দ্বৈতৈক্যবানিব দ্বৈতৈক্যমিব চ যস্তিষ্ঠন্ প্রতিভাসতে তস্মাৎ তদ্দ্বৈতৈক্যরূপমম্ভসো দ্রবত্বেব ন ব্যতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং সদসচ্চ জগত্রয়ম্। কোন্তর্বীজমিবান্তঃস্থং স্থিতঃ কৃত্বা ত্রিকালগ ইত্যস্যোত্তরমাহ নানেতি। বীজপক্ষে ভূজলাদীনাং ব্রহ্মপক্ষে সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যেন অঙ্কুররূপিণঃ পূর্ব্বাবস্থাতোঽপ্রচ্যুতস্য ॥ ৮৬ ॥

সম্যগবুদ্ধস্যাঽবগতবতোঽববোধোজ্ঞানাত্মকমেব দ্বৈতম্। তচ্চ জ্ঞানং সদেব ন সন্ময়ম্ ॥ ৮৭-৮৮ ॥

ক্রিয়াত্মনে প্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে এব ন নিবৃত্তয়ে ॥ ৮৯ ॥

ভূতং ভবৎ ভবিষ্যচ্চেত্যস্যোত্তরমাহ মাত্রিতি। যদ্ভূতভব্যাদি জগৎ শাস্ত্রীয়-মাতৃমানপ্রমেয়ং আদিপদাৎ প্রমিতিশ্চেত্যেতাবৎ লৌকিকসাধারণস্ত দ্রষ্ট্রাদি-

অয়ং জগদণুর্নিত্যমেতেনাণুসুমেরুণা।
স্পন্দনং পবনেনেব স্বাঙ্গ এব কৃতাকৃতঃ ॥ ৯১ ॥
অহোনু ভীমা মায়েয়মথবা মায়িনাং পরা।
পরমাণ্বন্তরে বাস্তি যত্ত্রৈলোক্যপরম্পরা ॥ ৯২ ॥
অথাসম্ভবমায়িত্বমেবৈতৎ সর্ব্বদা স্থিতম্।
চিন্মাত্রপরমাণুত্বমাত্রমেব জগৎস্থিতিঃ ॥ ৯৩ ॥
অন্তর্গতজগজ্জালোপ্যেযোণুঃ সাম্যমত্যজন্।
স্থিতোন্তঃস্থবৃহদ্বৃক্ষং বীজং ভাণ্ডোদরে যথা ॥ ৯৪ ॥
বীজেন্তর্ব্বৃক্ষবিস্তারঃ স্থিতঃ সফলপল্লবঃ।
পরয়া দৃশ্যতে দৃষ্ট্যা জগচ্চ চিদণূদরে ॥ ৯৫ ॥
সশাখাফলপুষ্পং স্ব-মজহদ্বীজকোটরে।

ত্রিপুটীত্যোতাবদেব নাতোধিকমস্তি। তৎ সর্ব্বং তৎসাক্ষিচিতি পরমাণৌ স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

এতেনাত্মরূপেণাণুসুমেরুণা পবনেন স্পন্দনমিবাহয়ং জগল্লক্ষণোহণুঃ স্বাঙ্গে এব বহুশঃ কৃতঃ অকৃত উপসংহৃতশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

বৃহদ্দ্রুমমিত্যংশমুপপাদয়তি অহো ইতি। ইয়মাত্মচিতির্মায়াশবলত্বাৎ মায়া। অথবা মায়িনাং জনব্যামোহকানাং পরা শ্রেষ্ঠা। যদি অস্মাদ্ধেতোঃ পরমাণ্বন্তরেব ত্রৈলোক্যপরম্পরাহস্তীতি দর্পণোদরপ্রতীতোগিরিরিব নাস্ত্যেবেতি বৃহদ্দ্রুম এবেত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

যদি তু একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিশ্রুত্যা মায়ায়া অপ্যসত্বং তদাপি জগচ্চিদণুরেব ন বস্ত্বন্তরমস্তীতি জগৎপ্রত্যয়োবৃহদ্দ্রুম এবেত্যাশয়েনাহ অথেতি। অথেতি পক্ষান্তরে। ন সম্ভবতীত্যসম্ভবং মায়িত্বং যস্মিংস্তথাবিধমেবৈতদাত্মরূপং সর্ব্বদা স্থিতমিতি পক্ষেপীত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

নিত্যং সমস্ত কস্তাস্তর্ব্বীজস্থাস্তরিব দ্রুম ইত্যস্তোত্তরমাহ অন্তর্গতেতি। বীজং ভাণ্ডোদরে যথেতি দৃষ্টান্তপরমা এবাদ্যন্তর্গতব্রহ্মচিত্যাপি সর্ব্বজগদুৎপাদনশক্তিসম্ভৃতত্বলাভায় ॥ ৯৪ ॥

বীজস্থান্তরিব দ্রুম ইত্যংশং বর্ণয়তি বীজেন্তরিতি দ্বাভ্যাম্। পরয়া

যথা তরুঃ স্থিতস্তদ্বৎ বিকাসি চিদণোর্জ্জগৎ ॥ ৯৬ ॥
সংস্থিতং দ্বৈতমদ্বৈতং বীজকোশ ইব দ্রুমঃ।
জগচ্চিৎপরমাণুস্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৯৭ ॥
ন দ্বৈতং নৈব চাদ্বৈতং ন চ বীজং ন চাঙ্কুরঃ।
ন স্থূলং ন চ বা সূক্ষ্মং নাজাতং জাতমেব চ ॥ ৯৮ ॥
ন চাস্তি ন চ নাস্তীদং ন সৌম্যং ক্ষুভিতং ন চ।
ত্রিজগচ্চিদণোরন্তঃ খবায়্বপি ন কিঞ্চন ॥ ৯৯ ॥
ন জগন্নাজগচ্চাস্তি বিদ্যতে চিৎ পরা শুভা।
সর্ব্বাত্মিকা যদা যত্র সা যথোদেতি তৎ তথা ॥ ১০০ ॥
উদেত্যনুদিতোপ্যেষ স্বয়ং বেদনজৃম্ভিতঃ।
পরমাত্মাণুরেকাত্মা সমগ্রাত্মতয়ৈব খে ॥ ১০১ ॥
দ্রুমোভূমৌ স্ববীজত্বমিবোদেত্যনুদেত্যপি।
পরং তত্ত্বং জগদ্ভঙ্গ্যা জগত্তাং স্বোদয়েন চ ॥ ১০২ ॥
দ্রুমোবীজতয়ৈবাশু ন সন্ত্যক্তসমস্থিতিঃ।

যোগপরিক্লৃতয়া ব্রাহ্ম্যা চ ॥ ৯৫-৯৬ ॥

স্বমেকমজহদ্রূপমুদেত্যনুদিতোপি ক ইতি প্রশ্নে স্বমেকমজহদ্রূপমিত্যংশমুপপাদয়িতুমধ্যারোপিতং স্থূলসূক্ষ্মাদিপ্রপঞ্চমপবদতি সংস্থিতমিত্যাদিসার্দ্ধত্রয়েণ ॥ ৯৭-৯৮-৯৯ ॥

উদেত্যনুদিতোপি ক ইত্যংশমুপপাদয়তি। সর্ব্বাত্মিকেত্যাদিনা। সা চিৎ যথা যাদৃশপ্রাগ্বাসনানুগুণ্যেন উদেতি সৃষ্টিপ্রতিভাত্মনা আবির্ভবতি ॥ ১০০ ॥

স্বয়ম্বেদনেন স্বাত্মরূপেণ সর্গপ্রতিভাসেন জৃম্ভিতোবৃংহিতঃ তথা জৃম্ভিতোপি খে নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপাকাশে একাত্মা সন্ সমগ্রাত্মতয়ৈবাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ দ্রুম ইতি। যথাবৃক্ষো বীজানি জনয়ন্ বৃক্ষস্বভাবং অনুৎ (ন নুদতি ক্ষিপতি ইত্যনুৎ) অনপনয়ন্ (অপরিত্যজন্) স্ববীজত্বং উদেতি ততোভূমৌ এতি প্রাপ্নোত্যপি তথা পরং তত্ত্বমপি জগদ্ভঙ্গ্যা উদেতি তথা স্বোদয়েন জগত্তাং জন্মমরণাদিকল্পনাঞ্চ এতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

এতাবাংস্তু বিশেষোযৎ দ্রুমোবীজতয়ৈব সংত্যক্তা সমস্থিতির্যেন তথা-

তিষ্ঠত্যপগতস্পন্দস্ত্যাগাত্ত্যাগপরোণুকঃ ॥ ১০৩ ॥
বিসতন্তুর্মহামেরুঃ পরমাণোরপেক্ষয়া ।
দৃশ্যং কিল বিশেত্তন্তুরদৃশ্যাক্ষা পরাণুতা ॥ ১০৪ ॥
বিসতন্তুর্মহামেরুঃ পরমাণোঃ কিলাত্মনঃ ।
তস্যৈব তদ্বনাঃ স্বান্তঃস্থিতা মের্ব্বাদিকোটয়ঃ ॥ ১০৫ ॥

একেন তেন মহতা পরমাণুনা চ
ব্যাপ্তং ততং বিরচিতং জনিতং কৃতঞ্চ ।
দৃশ্যং প্রপঞ্চরচিতং নভসেব বিশ্বং
শূন্যত্বমচ্ছমভিতঃ পরিলব্ধমেব ॥ ১০৬ ॥

বিষোবিকারী ন কিন্তু বৃক্ষতয়াপি উভয়াত্মনা বিকারবৈষম্যদর্শনাৎ। আত্মাণুকস্তু ত্যাগাৎ ত্যাগপরঃ অসঙ্গাদ্বিতীয়ত্বাৎ সর্ব্বত্যাগপরঃ সর্ব্বানুগতসঙ্কল্পত্বাচ্চ সর্ব্বাত্যাগপরশ্চ সন্ অপগতস্পন্দো নির্ব্বিকার এব সদা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

বিসতন্তুর্মহামেরুর্ভো রাজন্ যদপেক্ষয়েত্যস্যোত্তরমাহ বিসতন্তুরিতি। পরমাণোরপেক্ষয়া স্থূলত্বাদিতি শেষঃ। তত্র যুক্তিমাহ দৃশ্যমিতি। ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ। দৃগ্‌গোচরতাং বিশেদাবিশেৎ ॥ ১০৪ ॥

দৃষ্টান্তোক্তং দার্ষ্টান্তিকেপ্যুপপাদয়ন্ তস্য কস্যোদরে সন্তি মেরুমন্দরকোটয় ইত্যস্যোত্তরমাহ বিসতন্তুরিতি। পরমাণোরপ্যান্তরস্যাত্মনোব্রহ্মণোঽপেক্ষয়া বিসতন্তুরপি মেরুস্তস্যৈব স্বান্তস্তদ্বনাশ্চিদ্বনাঃ পরমার্থস্বভাবা মেরুমন্দরকোটয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১০৫ ॥

কেনেদমাততমিতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ একেনেতি। আততমিত্যস্য যদি ব্যাপ্তমিত্যর্থস্তর্হি ব্যাপ্তমিত্যুত্তরম্। যদি জগদ্রূপেণ বিস্তারিতমিত্যর্থস্তদা ততং বিরচিতং কৃতঞ্চেতি চতুর্দ্ধা উত্তরম্। অপঞ্চীকৃতভূতাত্মনা ততম্ পঞ্চীকরণেন ব্রহ্মাণ্ডভুবনাত্মনা বিরচিতম্ তত্র দেবনরাসুরতির্য্যগ্‌ভেদেন জনিতম্। তেষাং ভোগায় তত্তদ্বিষয়ভেদেন কৃতঞ্চেত্যর্থঃ। যথা নভসা গন্ধর্ব্বনগরাদিদৃশ্যং নানাবৈচিত্র্যপ্রপঞ্চেন রচিতমপি অভিতঃ অচ্ছং শূন্যত্বং আকাশৈকস্বভাবতাং পরিলব্ধমেব তদ্বদিত্যর্থঃ। এতেন কিং সার এব পরিবল্গসি পাদি হংসি ইত্যেদপি বিশ্বান্তর্গতত্বাৎ তৎসার এবেত্যর্থাৎ সমাহিতমেব ॥ ১০৬ ॥

দ্বৈতেন সুন্দরতরং স্বমনুজ্ঝিতেন
রূপং সুষুপ্তসদৃশেন যথাববোধাৎ।
ঐক্যং গতং স্থিতিগমাগমমুক্তমেব-
মিত্থং স্থিতং তনু জগৎ পরমার্থপিণ্ডঃ॥ ১০৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে পরমার্থপিণ্ডীকরণং নাম
একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥

কিং দর্শনেন ন ভবস্তথবা সদৈব নূনং ভবসীত্যস্তোত্তরমাহ দ্বৈতেনেতি। যদা যথাস্থিতাত্মতত্ত্বাববোধাৎ চিৎসত্তিন্নজড়াবিদ্যামাত্ররূপত্বাৎ সুষুপ্তসদৃশেন স্বকালেপি সত্তাস্ফূর্ত্তিব্যবহারসিদ্ধয়ে সচ্চিদানন্দৈকরসত্বাৎ সুন্দরতরং স্বং রূপমধিষ্ঠানাত্মতত্ত্বমনুজ্ঝিতেনাহত্যজৎতা দ্বৈতেন স্থিতিগমাগমৈঃ সত্তা ক্রিয়া তন্নিবৃত্তিভির্মুক্তমৈক্যং গতং প্রাপ্তং তদা তনু ক্ষুদ্রং জগদিত্থং পরমার্থপিণ্ড এব স ইত্থং ব্রহ্মৈকস্বাভাব্যেন স্থিতমিতি সংসাররূপেণ (সংসার দ্বৈতম্) ভবামি সদৈবাদ্বিতীয়ব্রহ্মৈকরূপশ্চ ভবামিত্যর্থঃ॥ ১০৭॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি রাজমুখাচ্ছ্রুত্বা কর্কটী বনমর্কটী।
অববুদ্ধপদাস্তং স্বং জহৌ মৎসরচাপলম্ ॥ ১ ॥
অন্তঃশীতলতামেত্য বিশ্রান্তিমপতাপতাম্।
প্রাপ্তা প্রাবৃণ্ময়ূরীব সজ্যোৎস্নেব কুমুদ্বতী ॥ ২ ॥
তথা রাজগিরা তস্যা আনন্দ উদভূদ্ভৃশম্।
গর্ভেন্তঃ খে বলাকায়া রবেণেব পয়োমুচঃ ॥ ৩ ॥

রাক্ষস্যুবাচ।

অহোবত পবিত্রেয়ং ভবতোর্ভাতি শেমুষী।
অনস্তমিতসারেণ প্রবোধার্কেন ভাসিতা ॥ ৪ ॥
শীতা সমরসা শুদ্ধা জ্যোৎস্নেব শশিমণ্ডলাৎ।
বিবেককণিকাং শ্রুত্বা ভবতোহৃদয়াদিয়ম্ ॥ ৫ ॥
বিবেকিনোজগৎপূজ্যাঃ সেব্যা মন্যে ভবাদৃশাঃ।

প্রসন্নয়া মন্ত্রদানং বর্ণ্যতেত্রানয়া তয়োঃ।
বধ্যভোজ্যার্পণঞ্চাস্তে ব্যুত্থিতায়ৈ সমাধিতঃ ॥ ১ ॥

অববুদ্ধং ব্রহ্ম পদমেবান্তোমূলোচ্ছেদেন নাশোযস্য তথাবিধং স্বং স্বজাত্যুচিতং মৎসরচাপল্যং জহৌ ॥ ১ ॥

অপতাপতাং অপগতবাহ্যদৃষ্টিসন্তাপতাম্ ॥ ২ ॥

খে পয়োমুচোরবেণ বলাকায়া অন্তর্গর্ভে সতীব ॥ ৩ ॥

শেমুষী বুদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

শশিমণ্ডলাৎ প্রবৃত্তা জ্যোৎস্নেব ভাতীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ভবতোহৃদয়াৎ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ বাগ্দ্বারা প্রসৃতাং বিবেকামৃতস্য কণিকাং শ্রুত্বা কর্ণপুটেন পীত্বা

সৎসঙ্গাৎ সবিকাসাস্মি চন্দ্রেণেব কুমুদ্বতী ॥ ৬ ॥
সৌরভং কুসুমাসঙ্গাদেব সৎসঙ্গমাচ্ছুভম্ ।
বর্ত্ততে হ্যর্কসম্পর্কাদ্বিকাসোম্বুরুহামিব ॥ ৭ ॥
মহতামেব সম্পর্কাৎ পুনর্দ্দুঃখং ন বাধতে ।
কোহি দীপশিখাহস্তস্তমসা পরিভূয়তে ॥ ৮ ॥
ময়েমৌ জঙ্গলপ্রাপ্তৌ ভবন্তৌ ভূমিভাস্করৌ ।
পূজনীয়াবতঃ শীঘ্রমীহিতং কথ্যতাং শুভম্ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ ।

অস্মিন্ জনপদে রক্ষঃকুলকাননমঞ্জরি ।
জনস্য বাধতেত্যন্তং সদা হৃদয়শূলনম্ ॥ ১০ ॥
যতঃ সর্ব্বৈব জনতা তপ্তা দৃঢ়বিষূচিকা ।
মণ্ডলে নন্থ তেনাহং নির্গতোরাত্রিচর্য্যয়া ॥ ১১ ॥
শূলাদি হৃদয়ে নৃণাং ন শাম্যতি যদৌষধৈঃ ।
ততোহং ত্বদ্বিধপ্রোক্তমন্ত্রার্থেন বিনির্গতঃ ॥ ১২ ॥
ত্বাদৃশস্য চ লোকস্য মুগ্ধলোকাভিঘাতিনঃ ।
নিগ্রহার্থং প্রবৃত্তির্ম্মে সা চ সম্পত্তিমেত্যলম্ ॥ ১৩ ॥
এতাবদেব চ শুভে ত্বয়াঙ্গীক্রিয়তাং বচঃ ।

ইয়মহং ভবাদৃশা বিবেকিনো জগৎপূজ্যাঃ সেবনযোগ্যাশ্চ মুমুক্ষুভিরিতি মন্যে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫-৬ ॥

কুসুমাসঙ্গাদেব যথেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

সকৃদেকবারং বিবেকবাধিতং দুঃখং পুনর্ন বাধতে ॥ ৮ ॥

পূজনীয়ৌ ইষ্টার্থদানেন প্রীণনীয়ৌ । ঈহিতং বাঞ্ছিতম্ ॥ ৯-১০ ॥

জনতা জনসমূহোদৃঢ়বিষূচিকা সতী যতস্তপ্তা সন্তপ্তা ॥ ১১ ॥

ত্বদ্বিধৈঃ প্রোক্তস্য মন্ত্রস্য অর্থনমর্থোঽভিলাষস্তেন হেতুনা ॥ ১২ ॥

সম্পত্তিমেতি তত্বজ্ঞমনোরথস্য মোঘত্বাসম্ভবাৎ যং যং লোকমিতি প্রাক্ প্রদর্শিতশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

ভূয়োভবত্যা প্রাণা হি হিংসনীয়া ন কস্যচিৎ ॥ ১৪ ॥

রাক্ষস্যুবাচ ।

বাঢ়মেবং করোম্যদ্য প্রভৃত্যবিতথং প্রভো ।
সত্যমেব ন কিঞ্চিদ্ধি হিংসনীয়ং ময়াধুনা ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ ।

যদ্যেবং ফুল্লপদ্মাক্ষি পরদেহৈকভোজনে ।
কিং স্যাচ্ছরীরবৃত্ত্যৈ তে স্থিতায়া মৎসমীহিতে ॥ ১৬ ॥

রাক্ষস্যুবাচ ।

ষড়্‌ভির্মাসৈর্গিরৌ রাজন্ প্রবুদ্ধায়াঃ সমাধিতঃ ।
জাতা ভোজনসঙ্কল্পাদ্ভোজনেচ্ছেয়মদ্য মে ॥ ১৭ ॥
ইদানীং শিখরং গত্বা তদেব ধ্যাননিশ্চলা ।
যাবদিচ্ছং সুখেনাসে সজীবা শালভঞ্জিকা ॥ ১৮ ॥
আমৃতীং ধারণাং বদ্ধা ধারয়ামি শরীরকম্ ।
যথেচ্ছমথ কালেন ত্যক্ষ্যামীতি মতির্মম ॥ ১৯ ॥
আশরীরপরিত্যাগমিদানীং ন ময়া নৃপ ।
হিংসনীয়াঃ পরপ্রাণাস্তেনেদং মদ্বচঃ শৃণু ॥ ২০ ॥
হিমবান্নাম শৈলোঽস্তি শরচ্চন্দ্রাংশুনির্ম্মলঃ ।
য উত্তরাশাহৃদয়ে স্পৃষ্টপূর্ব্বাপরার্ণবঃ ॥ ২১ ॥
তত্রাহং নিবসাম্যগ্রে হেমশৃঙ্গদরীগৃহে ।
আয়সী মেঘলেখেব কর্কটীনাম রাক্ষসী ॥ ২২ ॥

ততোমন্ত্রপ্রাপ্তিমসম্ভাবয়ন্নঙ্গদৃণীতে এতাবদেবেতি ॥ ১৪-১৫ ॥

মৎসমীহিতে অহিংসনে ব্রতে স্থিতায়াঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

শালভঞ্জিকা দার্ব্বাদিপুত্রিকেব ॥ ১৮ ॥

আমৃতীং অমৃতাত্মভাবনারূপাম্ ॥ ১৮ ২০ ॥

উত্তারাশায়া উত্তরদিশো হৃদয়ে মধ্যমে ভাগে। স্পৃষ্টৌ অবগাঢ়ৌ পূর্ব্বাপরার্ণবৌ যেন ॥ ২১ ২২ ॥

তপসোপার্জ্জিতোব্রহ্মা জনতামারণেচ্ছয়া।
বিষূচিকা প্রাণহরা স্বাং সূচ্যাত্মেতি ভো ময়া॥ ২৩॥
তস্মাৎ সম্প্রাপ্তবরয়া বহূন্ বর্ষগণান্ ময়া।
ভুক্তা বিষূচিকাত্বেন জনতা জীববাধনৈঃ॥ ২৪॥
ত্বয়া ন গুণিনোহিংস্যা ইতি মে ব্রহ্মণা ততঃ।
নিয়মার্থং মহামন্ত্রস্তদায়ত্তাস্মি সংস্থিতা॥ ২৫॥
সোয়ং প্রগৃহ্যতাং তেন সর্ব্বং হৃদয়শূলনম্।
শমমেষ্যতি লোকেস্মাৎ কা কথা মৎকৃতে ভ্রমে॥ ২৬॥
বিততৈবাস্মি হিংসায়াং যৎ পুরা হিংসিতং ময়া।
জনস্য হৃদয়ং তেন নাড্যোবৈধুর্য্যমাগতাঃ॥ ২৭॥
হিংসিত্বা রক্তমাংসানি সংত্যক্তা যে মহাজনাঃ।
তেভ্যোবিধুরনাডীভ্যো যে জাতাস্তেপি তাদৃশাঃ॥ ২৮॥
রাজন্ বিষূচিকামন্ত্রঃ সোয়ং সম্পন্ন এব তে।
ন হি সত্ত্ববতামস্তি দুঃসাধ্যমিহ কিঞ্চন॥ ২৯॥
অতোদুর্নাডিকোশেষু শূলানাং পরিশান্তয়ে।
মন্ত্রোযো ব্রহ্মণা প্রোক্তো রাজন্ শীঘ্রং গৃহাণ তম্॥৩০॥
আগচ্ছ নিকটং নদ্যা গচ্ছামস্তত্র ভূমিপ।
স্বাচান্তাভ্যাং সংযতাভ্যাং ভবদ্ভ্যাং স্বনতা দদে॥ ৩১॥

উপার্জ্জিতঃ স্ববশীকৃতঃ। ইতাস্ত ইচ্ছাভিলাপঃ॥ ২৩-২৪॥
নিয়মার্থং মর্য্যাদার্থং দত্ত ইতি শেষঃ। অতস্তদায়ত্তা মন্ত্রাধীনা॥ ২৫॥
সর্ব্বং মৎকৃতাদন্যদপি সর্ব্বম্॥ ২৬॥
বিততা বিস্তৃতা চিরং প্রবৃত্তেতি যাবৎ। হৃদয়ং হিংসিতং রক্তচোষণেন শোষিতং তেন হেতুনা জনস্য নাড্যো বৈধুর্য্যং রক্তবিধুরতাম্॥ ২৭॥
কথঞ্চিৎ তেষাং জীবনেপি তদ্বংশ্যানামপি নীরক্তৈব সম্পন্নেত্যাহ হিংসিত্বেতি। তস্মাৎ হিংসা মহাননর্থ ইত্যর্থঃ॥ ২৮।
সম্পন্নঃ প্রাপ্তোভবিষ্যতীতি সিদ্ধবৎকারেণ সূচয়তি॥ ২৯-৩০॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি তস্যাং তদা রাত্র্যাং রাক্ষসীমন্ত্রীভূভৃতঃ।
জগ্মুস্তে সরিতস্তীরং মিথঃ সংজাতসৌহৃদাঃ ॥ ৩২ ॥
অন্বয়ব্যতিরেকেণ রাক্ষস্যাঃ সৌহৃদং তদা।
জ্ঞাত্বা স্থিতৌ তৌ স্বাচান্তাবুভাবন্তেনিবাসিনৌ ॥ ৩৩ ॥
তয়া ব্রহ্মোপদিষ্টোসৌ ততস্তাভ্যাং যথাক্রমম্।
স্নেহাৎ বিষূচিকামন্ত্রঃ প্রদত্তোজপসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ সঞ্জাতসৌহার্দ্দৌ তৌ বিসৃজ্য নিশাচরী।
যদা গন্তুং প্রবৃত্তাসৌ তদা রাজাব্রবীৎ বচঃ ॥ ৩৫ ॥

রাজোবাচ।

গুরুস্ত্বং নৌ মহাদেহে বয়স্যা চ সুনির্ব্বৃতা।
নিমন্ত্রয়াবহে যত্নাদ্গ্রাসায় তব সুন্দরি ॥ ৩৬ ॥
ন চাস্মৎপ্রণয়ং প্রীতা বিতথীকর্ত্তুমর্হসি।
সৌহার্দ্দং সুজনানাং হি দর্শনাদেব বর্দ্ধতে ॥ ৩৭ ॥
লঘু সৌভাগ্যসংযুক্তং কৃত্বাকারং মনোরমম্।
আগচ্ছাস্মদগৃহং ভদ্রে তত্র তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ৩৮ ॥

সুমতা সুপ্রীতা অহং দদে ॥ ৩১-৩২ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকেণ ভাবপরীক্ষণলিঙ্গেন। অন্তেনিবাসিনৌ শিষ্যৌ ভূত্বেতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মণা প্রাগুপদিষ্টোসৌ মন্ত্রঃ ॥ ৩৪ ॥

সৌহার্দ্দং সুহৃদ্ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

হে মহাদেহে ইতি রাক্ষসীসম্বোধনম্। গুরুর্ব্বয়স্যা সখী চ। হৃদয়সৌন্দর্য্যাৎ সুন্দরীতি সম্বোধনম্ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

লঘু অল্পপ্রমাণং সৌভাগ্যেন সৌন্দর্য্যালঙ্কারাদিনা যুক্তং। আকারং দেহম্ ॥ ৩৮ ॥

রাক্ষস্যুবাচ।

মুগ্ধস্ত্রীরূপধারিণ্যৈ দাতুং শক্নোসি ভোজনম্।
সন্তর্পয়সি মাং কেন রাক্ষসাকারধারিণীম্ ॥ ৩৯ ॥
রক্ষোময়েব সন্তুষ্ট্যৈ ন সামান্যজনাশনম্।
পূর্ব্বসিদ্ধস্বভাবোয়মাদেহং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ।

হেমস্রগ্দামবলিতা দিনানি কতিচিদ্গৃহে।
মম স্ত্রীরূপিণী তিষ্ঠ যাবদিচ্ছমনিন্দিতে ॥ ৪১ ॥
ততোহ্নুকৃতিনশ্চৌরান্ বধ্যাংস্তসহস্রশঃ।
মণ্ডলেভ্যঃ সমানীয় দদে তুভ্যং সুভোজনম্ ॥ ৪২ ॥
কান্তারূপং পরিত্যজ্য গৃহীত্বা রাক্ষসং বপুঃ।
আদায় বধ্যাংস্তশঃ পুরুষাংস্তান্ সুসঞ্চিতান্ ॥ ৪৩ ॥
নয়স্ব হিমবচ্ছৃঙ্গং তত্র ভুংক্ষ্ব যথাসুখম্।
মহাশনানামেকান্তে ভোজনং হি সুখায়তে ॥ ৪৪ ॥
তৃপ্তা নিদ্রাং মনাক্ কৃত্বা ভব ভূয়ঃ সমাধিভাক্।
সমাধিবিরতা ভূয়োপ্যাগত্য পুনরন্যদা ॥ ৪৫ ॥
নেষ্যস্যন্যান্ বধ্যজনান্ হিংসা নৈষাঞ্চ ধর্ম্মতঃ।
স্বধর্ম্মেণ চ হিংসৈব মহাকরুণয়া সমা ॥ ৪৬ ॥
ত্বং সমেষ্যসি চাবশ্যং মাং সমাধিবিরাগিণী।
অসতামপি সংরূঢ়ং সৌহার্দ্দং ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪৭ ॥

রাক্ষস্যুবাচ।

যুক্তমুক্তং ত্বয়া রাজন্ করোম্যেবমহং সখে।

ভোজনমন্নপানাদিমনুষ্যযোগ্যম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥
মম গৃহে। যাবদিচ্ছং দদে ইতি পদচ্ছেদঃ ॥ ৪১ ॥
বধ্যান্ বধার্হান্ ॥ ৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬ ॥

সৌহার্দ্দেন প্রবৃত্তস্য কোবাক্যং নাভিনন্দতি ॥ ৪৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী তত্র সম্পন্না সুবিলাসিনী।
হারকেয়ূরকটকপট্টস্রগদামধারিণী ॥ ৪৯ ॥
রাজন্নাগচ্ছ গচ্ছাম ইত্যুক্ত্বা ভূপমন্ত্রিণৌ।
অগ্রে গন্তুং প্রবৃত্তৌ তৌ রাত্রাবনুসসার সা ॥ ৫০ ॥
অথ তে পার্থিবগৃহং প্রাপ্য তাং রজনীং মিথঃ।
কথয়ৈকগৃহে রম্যে ক্ষপয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ৫১ ॥
প্রভাতেন্তঃপুরে তস্থৌ পুরন্ধ্রীজনলীলয়া।
রাক্ষসী মন্ত্রিরাজানৌ স্বব্যাপারৌ বভূবতুঃ ॥ ৫২ ॥
ততোদিবসষট্‌কেন সঞ্চিতানি মহীভৃতা।
নৃপঃ পরপুরেভ্যোপি স্বমণ্ডলগণাত্তথা ॥ ৫৩ ॥
ত্রীণি বধ্যসহস্রাণি তানি তস্যৈ তদা দদৌ।
সা বভূব নিশাকালে সৈবোগ্রা কৃষ্ণরাক্ষসী ॥ ৫৪ ॥
তানি বধ্যসহস্রাণি জগ্রাহ ভুজমণ্ডলে।
ধারানিকরজালানি মেঘমালেব কোটরে ॥ ৫৫ ॥
যযৌ রাজানমাপৃচ্ছ্য তদেব হিমবচ্ছিরঃ।

সমাধৌ বিরাগিণী অপগতেচ্ছা ব্যুত্থিতেতি যাবৎ। সংরূঢ়ং প্ররূঢ়ম্ ॥৪৭-৪৮॥

সুবিলাসিনী সুন্দরস্ত্রী। পট্টং কৌশেয়ং কাঞ্চীপট্টং বা ॥ ৪৯ ॥

অনু পশ্চাৎ সসার জগাম ॥ ৫০ ॥

একগৃহে একস্যাং শালায়াম্। রজনীং ক্ষপয়ামাসুঃ ॥ ৫১ ॥

স্বস্বোচিতোব্যাপারোজনপালনবধ্যসম্পাদনব্যাপারোযয়োস্তৌ ॥ ৫২ ॥

নৃপোদদাবিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

কোটরে লম্বমানানীতি শেষঃ ॥ ৫৫ ॥

এষেষু পূতনারক্ষঃপিশাচাদিষু মধ্যে উগ্রশরীরিণী বৃহচ্ছরীরত্বেন শ্রেষ্ঠেতি যাবৎ ॥ ৫৬ ॥

দরিদ্রা লব্ধহেমেব গ্রহেম্বুগ্রশরীরিণী ॥ ৫৬ ॥
তত্র তৃপ্তা ভৃশং ভুক্ত্বা সুখং সুপ্ত্বা দিনত্রয়ম্।
আসীৎ প্রবোধসুস্বস্থা সা সমাধিমতিঃ পুনঃ ॥ ৫৭ ॥
পঞ্চভির্ব্বা চতুর্ভির্ব্বা বর্ষৈঃ সা সম্প্রবুধ্যতে ॥
ততস্তোমণ্ডলং যাতি তেন রাজসভাজনে ॥ ৫৮ ॥
তত্র বিশ্রম্ভগর্ভাভিঃ কথাভিঃ কঞ্চিদেব সা।
স্থিত্বা কালং গৃহীত্বা তান্ বধ্যান্ স্বাস্পদমেত্যথ ॥ ৫৯ ॥
জীবন্মুক্ততয়ৈবমেব বিপিনে সাদ্যাপি রক্ষোঙ্গনা
তস্মিন্নেব গিরৌ স্থিতা বিচলিতধ্যানৈকতানাশয়া।
তস্মিন্ রাজনি শান্তিমাগতবতি ত্যক্তৈষণেনাত্মনা
তদ্রাষ্ট্রাধিপসৌহৃদৈঃ স্বকবলানাস্বাদয়ন্তী চিরম্ ॥৬০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যুপাখ্যানে রাক্ষসীসৌহার্দ্দং নাম দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

সমাধৌ পরিণতা মতির্যস্যাঃ সা ॥ ৫৭ ॥

ততঃ প্রবোধানন্তরম্। তেন প্রাক্তনরাজবচনেন হেতুনা। রাজ্ঞঃ সভাজনে প্রীতিসঙ্গমে চিকীর্ষিতে সতি তৎ কিরাতমণ্ডলং যাতি ॥ ৫৮ ॥

বিশ্রম্ভগর্ভাভির্ব্বিশ্বাসযুক্তাভিঃ। স্বাস্পদং স্বস্থানং হিমবচ্ছিখরম্ ॥ ৫৯ ॥

সা রক্ষোঙ্গনা কর্কটী অদ্যাপি পূর্ব্বোক্তরীত্যৈব জীবন্মুক্ততয়া তস্মিন্নেব গিরৌ বিপিনে বিচলিতঃ কদাচিৎ বুত্থানে ব্যবহারভাক্ কদাচিৎ সমাধৌ ধ্যানৈকতানশ্চ আশয়শ্চিত্তং যস্যাস্তথাভূতা স্থিতা। তস্মিন্ কিরাতানাং রাজনি কালেন ত্যক্তসর্ব্বৈষণেনাত্মনা মনসা বিদেহকৈবল্যলক্ষণাং পরমাং শান্তিমাগতবতি সতি তৎসন্ততিজানাং তদ্রাষ্ট্রাধিপানাং সৌহৃদৈঃ পূর্ব্ববদেব স্বকবলাৎ বধ্যাংশ্চিরমাস্বাদয়ন্তী চিরং স্থিতেত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কিরাতমণ্ডলে তস্মিন্ যে ভবন্তি মহীভৃতঃ ।
তৈস্তৈঃ সহ পরা মৈত্রী তস্যাঃ সমভিজায়তে ॥ ১ ॥
সর্ব্বাংস্তত্র মহোৎপাতান্ পিশাচাদিভয়ান্যপি ।
রোগাংশ্চ যোগসংসিদ্ধা নিবারয়তি রাক্ষসী ॥ ২ ॥
বহুবর্ষগণেনৈষা ধ্যানাদ্বিরতিমাগতা ।
তত্রাগত্য সমস্তাংস্তান্ বধ্যান্ জন্তূন্ সুসঞ্চিতান্ ॥ ৩ ॥
অদ্যাপি তত্র যে বধ্যাস্তে তদর্থং মহীভুজা ।
নীয়ন্তে মিত্রসম্মানে কে হি নাধ্যবসায়িনঃ ॥ ৪ ॥
তস্যাং ধ্যাননিমগ্নায়াং কিরাতজনমণ্ডলে ।
অনায়াস্ত্যাং চিরং কালং জনৈর্দ্দোষপ্রশান্তয়ে ॥ ৫ ॥
সা দেবী কন্দরা নাম্নী মঙ্গলেতরনামিকা ।
সম্প্রতিষ্ঠাপিতা মূর্ত্ত্যা পুরে গগনকোটরে ॥ ৬ ॥

অব্যুত্থিতা সমাধেঃ সা চিরাৎ কৈরাতমণ্ডলে ।
প্রতিষ্ঠিতাভবদ্দেবী কন্দরেত্যত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তত্রাত্রাধিপসৌহৃদৈঃ স্বকবলানাস্বাদয়ন্তীতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি কিরাতমণ্ডলে ইত্যাদিনা ॥ ১ ॥

উৎপাতাদিশমনসামর্থ্যোপপাদনায় বিশিনষ্টি যোগসংসিদ্ধেতি ॥ ২ ॥

বধ্যান্ ভুংক্তে ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

নাধ্যবসায়িনো নোদ্যুক্তাঃ ॥ ৪ ॥

দোষাণাং প্রাগুক্তোৎপাতাদীনাং প্রশান্তয়ে জনৈঃ সা কং শিরোদারয়তি বধ্যানামিতি মঙ্গলেতরনামাস্যা অস্তীতি মঙ্গলেতরনামিকা । অথবা মঙ্গলা ইতি ইতরনাম যস্যাঃ সা । গগনকোটরে গগনস্পর্শিপ্রাসাদোদরে ॥ ৫-৬ ॥

ততঃ প্রভৃতি তত্রত্যো যোযোভবতি ভূমিপঃ।
স কন্দরাং ভগবতীং প্রতিষ্ঠাপয়তি স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
যঃ কন্দরাপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ন করোতি নৃপাধমঃ।
তস্যোপতাপনিচয়াঃ প্রজা নিম্নন্তি যত্নতঃ ॥ ৮ ॥
তৎ পূজনাদবাপ্নোতি জনস্তস্মিখিলং ফলম্।
স্ববাসনাবশোচ্ছূনমনর্থং যাত্যপূজনাৎ ॥ ৯ ॥
বধ্যলোকোপহারেণ সা দেবী পরিপূজ্যতে।
প্রতিমা সা স্থিতাদ্যাপি চিত্রস্থা ফলদায়িনী ॥ ১০ ॥

সকলকোমলমঙ্গলকারিণী
কবলিতাখিলবধ্যমহাজনা।
জয়তি সাত্র কিরাতজনাস্পদে
পরমবোধবতী চিরদেবতা ॥ ১১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্কট্যাপাখ্যানে কন্দরাপূজনং নাম ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

প্রতিষ্ঠাপয়তি কালেন পূর্ব্বপ্রতিমায়াং গতায়ামন্যাং প্রতিমাং কারয়িত্বেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কিমর্থং প্রতিষ্ঠাপয়তীত্যত্র হেতুং ব্যতিরেকমুখেনাহ য ইতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়মুখেনাপ্যাহ তদিতি। তৎ উৎপাতরোগশান্ত্যাদিফলম্। কুতোনিয়মেনোৎপাতাদিপ্রসক্তিস্তত্রাহ স্ববাসনেতি। স্বস্ববাসনাবশেন উচ্ছূনমাবির্ভূতম্ ॥ ৯ ॥

সা প্রতিমা অদ্যাপি স্থিতা। অন্যত্রাপি চিত্রস্থা চিত্রলিখিতা ফলদায়িনীতি বা ॥ ১০ ॥

সকলজনানাং কোমলস্য বালবৎসশস্যাদিবিভবস্য মঙ্গলানাং সম্পাদক কারিণী। চিরকালানুবৃত্তা দেবতা ॥ ১১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং ময়াখ্যানমনিন্দিতম্।
কর্কট্যা হিমরাক্ষস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ১॥

রাম উবাচ।

হিমবদ্গহ্বরে প্রোথ্বা সা কথং কৃষ্ণরাক্ষসী।
বভূব কর্কটী নাম্না যথাবৎ বদ মে প্রভো॥ ২॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কুলানি সন্ত্যনেকানি রাক্ষসানাং স্বভাবতঃ।
তানি শুক্লানি কৃষ্ণানি হরিতাম্যুজ্জ্বলানি চ॥ ৩॥
কর্কটপ্রাণিসাদৃশ্যাৎ কর্কটোনাম রাক্ষসঃ।
বভূব তজ্জা সা কৃষ্ণা কর্কটী কর্কটাকৃতিঃ॥ ৪॥
কর্কটীপ্রশ্নসংস্মৃত্যা ময়ৈষা কথিতা তব।
অধ্যাত্মোক্তিপ্রসঙ্গেন বিশ্বরূপনিরূপণে॥ ৫॥

নিমিত্তং কর্কটীনাম্ন উপদেশার্থকল্পনম্।
দৃষ্টান্তোক্ত্যুপযোগশ্চ বিস্তরাদত্র বর্ণ্যতে॥ ১॥

হিমশব্দেন হিমবান্নুচ্যতে নাম্নৈকদেশে নামগ্রহণন্যায়াৎ॥ ১॥

তস্যাঃ কৃষ্ণবর্ণত্বে কর্কটীনামপ্রাপ্তৌ চ কিং নিমিত্তমিতি রামঃ পৃচ্ছতি হিমবদিতি॥ ২॥

তত্রাদ্যস্য নিমিত্তমাহ কুলানীতি॥ ৩॥

দ্বিতীয়স্য নিমিত্তমাহ কর্কটেতি। কর্কটঃ কুলীরঃ স এব প্রাণী তৎসাদৃশ্যাৎ। বৃহদুদরদীর্ঘহস্তপাদাদিমত্বাৎ কর্কটাকৃতিঃ॥ ৪॥

বিশ্বরূপস্য জগত্তত্ত্বস্য নিরূপণে প্রস্তুতে অধ্যাত্মোক্তিপ্রসঙ্গেন কর্কটীকৃতানাং প্রশ্নানাং সংস্মৃত্যা এষা আখ্যায়িকা কথিতা॥ ৫॥

সম্পন্নমেবমেকস্মাদসম্পন্নমিব স্ফুটম্।
ইদং জগদনাদ্যন্তাৎ পদাৎ পরমকারণাৎ ॥ ৬ ॥
প্লাবিন্যোবীচয়ো বারিণ্যন্যানন্যাঃ স্থিতা যথা।
বর্ত্তমানা অপি পরে সৃষ্টয়ঃ সংস্থিতাস্তথা ॥ ৭ ॥
অজ্বলমেব কাষ্ঠেষু বহ্নিরর্থক্রিয়াং যথা।
করোতি মর্কটাদীনাং শীতাপহরণাদিকম্ ॥ ৮ ॥
সমং সৌম্যত্বমজহদেব নিত্যোদয়স্থিতি।
তথা ব্রহ্ম করোতীদং নানাকর্ত্তেব সজ্জগৎ ॥ ৯ ॥
অপ্যনাগত এবায়মেবং সর্গ উপাগতঃ।
ভোঃ শালভঞ্জিকাসম্বিদ্ দারুণ্যেব মুধোদিতা ॥ ১০ ॥
বীজে যথাহনন্যদপি ফলাদ্যন্যদিবোদিতম্।
চিতৌ তথাহনন্যদপি চেত্যমন্যদিবোদিতম্ ॥ ১১ ॥
অচ্ছেদাদেকসত্তায়া ন ভেদঃ ফলবীজয়োঃ।
চিচ্চেত্যয়োশ্চ বায়ূর্ম্ম্যোরিব বস্তুনি কশ্চন ॥ ১২ ॥
অবিচারাৎ কুতোভেদোনৈতয়োরুপপদ্যতে।
যতঃ কুতশ্চিদুদিতঃ স বিচারেণ নশ্যতি ॥ ১৩ ॥

উদাহৃতামাধ্যাত্মিকাং প্রকৃতে যোজয়তি সম্পন্নমিতি ॥ ৬ ॥
প্লাবিন্য উৎপ্লবনবত্যঃ। অপিশব্দাদতীতানাগতসমুচ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥
যদি বর্ত্তমানানামপ্যতীতানাগতসাম্যং তর্হি কথমর্থক্রিয়াকারিত্বং বিশেষস্তত্রাহ অজ্বলন্নিত্যাদিনা। প্রজ্বলন্নিতি পাঠে মর্কটাদীনাং বুদ্ধ্যা প্রজ্বলন্ ন তু বস্তুতঃ ॥ ৮ ॥
কর্ত্তেব সৎ নানা জগৎ করোতি ॥ ৯ ॥
ভো ইতি রামসম্বোধনম্। শালভঞ্জিকাসম্বিৎ প্রতিতা বুদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥
ফলাদি অঙ্কুরাদিফলান্তং ব্যুৎক্রমেণ ফলাদীত্যুচ্যতে ॥ ১১ ॥
বীজাদি ফলান্তে অনুস্যূতৈকদ্রব্যসত্তায়া অবিচ্ছেদাৎ ন ভেদঃ ॥ ১২ ১৩ ॥

ভ্রান্তিরেষা যথায়াতা তথা যাতু রঘূদ্বহ।
জাস্তসে তৎ প্রবুদ্ধস্ত্বমেনাং কেবলমুৎসৃজ ॥ ১৪ ॥
ভ্রান্তিগ্রন্থৌ বিক্রুটিতে মদুক্তিশ্রবণাত্ততঃ।
জ্ঞানশব্দার্থভেদানাং বস্তু জ্ঞাস্যস্যলং স্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥
চিত্তাদিয়মনর্থশ্রীস্তচ্চ সা চেতরা চ তে।
মদুক্তিশ্রবণাদেব শান্তিমেষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মণঃ সর্ব্বমুৎপন্নং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবমেতি চ।
মদগীর্ভিঃ সম্প্রবুদ্ধঃ সন্ জ্ঞাস্যস্যলমনিন্দিতম্ ॥ ১৭ ॥

রাম উবাচ।

তস্মাদিয়মিতি ব্রহ্মন্ ব্যতিরেকার্থপঞ্চমী।
নম্বু কিং বিদ্ধি দেবেশাদভিন্নং সর্ব্বমিত্যপি ॥ ১৮ ॥

যথা নির্হেতুকতয়ৈব আয়াতা তথা যাতু গচ্ছতু। কিং তর্হি ময়া কার্য্যং তত্রাহ এনামিতি। এনাং ভ্রান্তিম্। তৎ ব্রহ্ম প্রবুদ্ধঃ সন্ জ্ঞাস্তসে ॥ ১৪ ॥

যদি ভ্রমমুৎসৃজামি তর্হি কথং ত্বদুক্তশ্রবণে শব্দার্থবোধভেদঃ প্রতিপৎস্যে তত্রাহ ভ্রান্তীতি। যদ্যপি ন ভেদং প্রতিপৎস্যসে তথাপি তত্তাৎপর্য্যগোচরং বস্তু স্বয়মেব জ্ঞাস্যসীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তথাপি কথমনর্থনিবৃত্তিসিদ্ধিস্তত্রাহ চিত্তাদিতি। তৎ চিত্তম্। সা চিত্তজা অনর্থশ্রীঃ। ইতরা চিত্তহেতুরবিদ্যা চ ॥ ১৬ ॥

জগত উৎপত্ত্যাদিনিরূপণস্যাপি নিষ্প্রপঞ্চবস্তুবোধ এব প্রয়োজনমিত্যাশয়েনাহ ব্রহ্মণ ইতি। সর্ব্বং জগৎ বিলয়েন ব্রহ্ম এতি প্রাপ্নোতি চ। অলং পূর্ণম্ ॥ ১৭ ॥

যদি ভেদোঽসন্নেব তর্হি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বমুৎপন্নমিতি ত্বদুক্তৌ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" ইত্যাদিশ্রুতিষু চ তস্মাদিতীয়ং ব্যতিরেকার্থভেদপ্রতিপাদিকা পঞ্চমী কিং সর্ব্বং দেবেশাদভিন্নং বিদ্ধীত্যপি কিম্। লক্ষ্যাঽলক্ষ্যভেদস্য তৎপ্রতিযোগ্যাদীনাঞ্চাসত্ত্বে শব্দাপ্রসরাসম্ভবেন লক্ষ্যবোধনব্যবহারাসিদ্ধেরুপদেশাসিদ্ধিশ্চেতি শঙ্কাশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

উপদেশায় শাস্ত্রেষু জাতঃ শব্দোথ বার্থজঃ।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদসংখ্যালক্ষণপক্ষবান্ ॥ ১৯ ॥
ভেদো দৃশ্যত এবায়ং ব্যবহারায় বাস্তবঃ।
বেতালোবালকস্যেব কার্য্যার্থং পরিকল্পিতঃ ॥ ২০ ॥
দ্বৈতৈক্যমপি নো যস্যাং তথা ভূতার্থসংস্থিতৌ।
অস্তি তস্যামীদৃশঃ স্যাৎ কুতঃ সঙ্কল্পবিপ্লবঃ ॥ ২১ ॥
কার্য্যকারণভাবোহি তথা স্বস্বামিলক্ষণম্।
হেতুশ্চ হেতুমাংশ্চৈবাবয়বাবয়বিক্রমঃ ॥ ২২ ॥
ব্যতিরেকাব্যতিরেকৌ পরিণামাদিবিভ্রমঃ।
তথা ভাববিলাসাদি বিদ্যাবিদ্যে সুখাসুখে ॥ ২৩ ॥
এবমাদিময়ী মিথ্যাসঙ্কল্পকলনা মিতা।
অজ্ঞানামববোধার্থং ন তু ভেদোস্তি বস্তুনি ॥ ২৪ ॥
অবিবোধাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।

তাৎকালিকভেদকল্পনয়া ব্যবহারিকদৃষ্টিসিদ্ধভেদাদ্ব্যপাদানাৎ বা শব্দপ্রসরাৎ বিম্বপ্রতিবিম্বলক্ষণব্যবহারবদুপদেশোপপত্তের্ন কোপি দোষ ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ পরিহরতি উপদেশায়েত্যাদিনা। জাতঃ কল্পিতঃ। অথবা লোকসিদ্ধার্থজোব্যবহারিকভেদোপজীবী শব্দঃ প্রসরিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

কল্পিতেন প্রয়োজনবদ্ব্যবহারসিদ্ধির্লোকেপি প্রসিদ্ধেত্যাহ ভেদ ইতি ॥২০॥

যত্র স্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরাদিসংস্থিতৌ দ্বৈতমৈক্যঞ্চ নাস্তি তস্যামপীদৃশো লক্ষণাদিব্যবহারোস্তি সত্যসঙ্কল্পানামুপদেশাদিব্যবহারে সঙ্কল্পবিপ্লবঃ কুতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বত্বুপদেশাদিব্যবহারে চ মথৈব সঙ্কল্পাৎ কার্য্যকারণাদিভেদঃ কল্পিত ইত্যাহ কার্য্যকারণেত্যাদিনা ॥ ২২-২৩ ॥

মিতা কল্পিতা ॥ ২৪ ॥

অয়ঞ্চ ব্যবহার উপদেশ্যতাজ্ঞদশায়ামেব ন প্রবোধদশায়ামিতি নাদ্বৈত-

জ্ঞাতে সংশান্তকলনং মৌনমেবাবশিষ্যতে ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বমেকমনাদ্যন্তমবিভাগমখণ্ডিতম্ ।
ইতি জ্ঞাস্যসি সিদ্ধান্তং কালে বোধমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥
বিবদন্তে হ্যসম্বুদ্ধাঃ স্ববিকল্পবিজৃম্ভিতৈঃ ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ২৭ ॥
বাচ্যবাচকসম্বোধো বিনা দ্বৈতং ন সিদ্ধ্যতি ।
ন চ দ্বৈতং সম্ভবতি মৌনং বাপাদয়ত্যলম্ ॥ ২৮ ॥
মহাবাক্যার্থনিষ্ঠাং তাং বুদ্ধিং কৃত্বা রঘূদ্বহ ।
বচোভেদমনাদৃত্য যদিদং বচ্মি তে শৃণু ॥ ২৯ ॥
যতঃ কুতশ্চিচ্ছচ্ছায়ং গন্ধর্ব্বপুরবন্মনঃ ।
ভ্রান্তিমাত্রং তনোতীদং জগদাখ্যং স্বজৃম্ভণম্ ॥ ৩০ ॥
যথা চেতস্তনোতীমাং জগন্মায়াং তথানঘ ।
শৃণু ত্বং কথয়ামীদং দৃষ্টান্তং দৃষ্টিবেদনম্ ॥ ৩১ ॥
যং শ্রুত্বা সর্ব্বমেবেদং ভ্রান্তিমাত্রমিতি স্বয়ম্ ।

হানিরিত্যাহ অবিবোধাদিতি । মৌনমশব্দঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

অসম্বুদ্ধা অজ্ঞাততত্ত্বাঃ পুরুষাঃ স্ববিকল্পবিজৃম্ভিতৈস্তর্কৈঃ । অয়ং বাদঃ সর্ব্বোপি বেদান্ততত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব যতো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মাস্তু দ্বৈতং তথাপি কথং বিবাদাসম্ভবস্তত্রাহ বাচ্যেতি । তর্হ্যস্তু দ্বৈতং তত্রাহ ন চেতি । বেত্যবধারণে । অতোমৌনমেবাপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যতোবেত্যাদিলক্ষণবাক্যে তর্হি পঞ্চম্যাদ্যর্থো ন প্রতিপত্তব্যস্তত্রাহ মহাবাক্যেতি । পঞ্চম্যাদ্যাপাতং বচোভেদমনাদৃত্য তাং লক্ষণবাক্যোত্থাং বুদ্ধিমখণ্ডে মহাবাক্যার্থে এব নিষ্ঠা পদবাচ্যলক্ষ্যার্থব্যুৎপত্তিদ্বারা পর্য্যবসানং যস্তাস্তথাবিধাং কৃত্বা যদিদং বক্ষ্যমাণং বচ্মি তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যতঃ কুতশ্চিদনির্ব্বাচ্যাদ্ধেতোরুচ্ছায় আবির্ভাবো যস্ত ॥ ৩০ ॥

উক্তার্থে বক্ষ্যমাণাখ্যায়িকাং দৃষ্টান্তত্বেনাবতারয়তি যথেতি । স্বদৃষ্ট্যৈব বে-

রাম নিশ্চয়বান্ ভূত্বা দূরে ত্যক্ষ্যসি বাসনাম্ ॥ ৩২ ॥
মনোমননির্ম্মাণমাত্রমেব জগত্রয়ম্ ।
সর্ব্বমুৎসৃজ্য শান্তাত্মা সাত্মন্যেব নিবৎস্যসি ॥ ৩৩ ॥
মদ্বাক্যার্থাবধানস্থো মনোব্যাধিচিকিৎসনে ।
বিবেকৌষধলেশেন প্রযত্নঞ্চ করিষ্যসি ॥ ৩৪ ॥
এবং স্থিতে জগদ্রূপং চিত্তমেবেহ জৃম্ভতে ।
ন বিদ্যতে শরীরাদি সিকতান্তরতৈলবৎ ॥ ৩৫ ॥
চিত্তমেব হি সংসারোরাগাদিক্লেশদূষিতম্ ।
তদেব তৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তং ভবান্ত ইতি কথ্যতে ॥ ৩৬ ॥
চিত্তং সাধ্যং পালনীয়ং বিচার্য্যং কার্য্যমার্য্যবৎ ।
আহার্য্যং ব্যবহার্য্যঞ্চ সঞ্চার্য্যং ধার্য্যমাদরাৎ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বমভ্যন্তরে চিত্তং বিভর্ত্তি ত্রিজগন্নভঃ ।
অহমাপূরমিব তৎ যথাকালং বিজৃম্ভতে ॥ ৩৮ ॥

দ্যতে দার্ষ্টান্তিকং যেন তদ্দৃষ্টিবেদনম্ ॥ ৩১-৩২-৩৩-৩৪ ॥

এবং বক্ষ্যমাণাখ্যায়িকারীত্যা স্থিতে ॥ ৩৫ ॥

ভবস্ত সংসারস্তান্তো নাশঃ ॥ ৩৬ ॥

লৌকিকশাস্ত্রীয়সাধ্যপালনীয়াদিসর্ব্বপদার্থরূপেণ চিত্তমেব বিজৃম্ভতে নান্য-দিত্যাহ চিত্তমিতি। সিদ্ধেষু সাধনেষসিদ্ধং সাধ্যম্। পূর্ব্বসিদ্ধং পালনীয়ম্। অসিদ্ধেষু নানাসাধনেষু প্রসক্তেষু প্রযত্নগুরুলাঘববিমর্শেন সাধনানি সম্পাদ্য পশ্চাৎ সাধ্যং বিচার্য্যং তত্রাপি শিষ্টৈকসম্মতোপায়সাধ্যমার্য্যবৎ কার্য্যম্ দেশান্তরে সিদ্ধমেব স্বগৃহে আনেতুং যোগ্যমাহার্য্যম্ স্বগৃহস্থমেব ক্রয়বিক্রয়া-দ্যুপযুক্তং ব্যবহার্য্যম্। তেজপ্যশ্বরথাদি সঞ্চার্য্যম্। ভূষণাদি তু ধার্য্যম্। আদরাদিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। এতৎ সর্ব্বং চিত্তমেব। ন হি নিশ্চিত্তস্য কিঞ্চিৎ সাধ্যাদিকং প্রসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্রিজগৎকল্পনায়া নভ আকাশভূতং চিত্তং সর্ব্বং দৃশ্যমভ্যন্তরে বিভর্ত্তি। তদেব চিত্তং যথাকালং দেহপ্রাণেন্দ্রিয়াদিষু ব্যাপৃতেষু অহমেব ব্যাপৃতো-স্মীত্যহমাপূরমহন্তাপ্রবাহ ইব বিজৃম্ভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যোঽয়ং চিত্তস্য চিদ্ভাগঃ সৈষা সর্ব্বার্থবীজতা ।
যশ্চাস্য জড়ভাগশ্চ তজ্জগৎ সোঙ্গ সভ্রমঃ ॥ ৩৯ ॥
অবিদ্যমানমেবেদমাদিসর্গে ধরাদিকম্ ।
নিরাকৃতিরজঃ স্বপ্নং পশ্যতীব ন পশ্যতি ॥ ৪০ ॥
সর্গাদিদীর্ঘসম্বিত্ত্যা শৈলাদিজড়সম্বিদা ।
সূক্ষ্মং সূক্ষ্মবিদা চেতি দেহং শূন্যং ন বাস্তবম্ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বগেনাত্মনা ব্যাপ্তং স্বচেত্যাত্মবপুর্ম্মনঃ ।
আততং সৌম্যবিমলং বারীব রবিতেজসা ॥ ৪২ ॥
চিত্তবালোজগদ্যক্ষং মিথ্যা পশ্যত্যবোধতঃ ।
বোধিতোঽসৌ পরং রূপং স্বং পশ্যতি নিরাময়ম্ ॥ ৪৩ ॥
যথাত্মা দৃশ্যতামেতি দ্বিত্বৈক্যভ্রমদায়িনীম্ ।
শৃণু তত্তে প্রবক্ষ্যামি বক্ষ্যমাণকথাগমৈঃ ॥ ৪৪ ॥
যৎ কথ্যতে হি হৃদয়ঙ্গময়োপমান-

তত্র চিদংশপ্রাধান্যেন দ্রষ্টৃতাপরপর্য্যায়া সর্ব্বকল্পনাবীজভূতা অহন্তা জড়াংশপ্রাধান্যেন তু দৃশ্যত্রাস্থিরূপতেতি বিভাগমাহ যোঽয়মিতি ॥ ৩৯ ॥

উক্তমর্থং প্রাগুক্তসৃষ্টিক্রমস্মারণেনোপপাদয়তি অবিদ্যমানমেবেতি । অজো ব্রহ্মা ॥ ৪০ ॥

কথং পশ্যতি তদাহ সর্গাদীতি । শৈলাদিস্থূলং বিরাড্‌দেহং দীর্ঘসম্বিত্ত্যা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কোটীসাধারণ্যা সাক্ষিসম্বিদা সর্গাদিজড়সম্বিদা জড়াহন্তাবনারূপয়া বৈশ্বানরসম্বিদা সূক্ষ্মং লিঙ্গসমষ্টিসূত্রাত্মকহিরণ্যগর্ভদেহং সূক্ষ্মবিদা তদহন্তাবসম্বিদা চেতি শূন্যমেব দেহত্রয়ং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যোঽয়ং চিত্তস্য চিদ্ভাগঃ সৈষা সর্ব্বার্থবীজতেত্যেতদুপপাদয়তি সর্ব্বগেনেতি । তথাচ চিদ্ব্যাপ্তিবলাদেব বীজতেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

চিদ্ব্যাপ্তিবলাদেব চিত্তস্য অবিচারে জগদ্দ্রষ্টৃতা বিচারে আত্মদর্শনকেত্যাহ চিত্তবাল ইতি ॥ ৪৩ ॥

এবঞ্চ তত্তাত্মৈব চিত্তভাবদ্বারা দৃশ্যভাবং প্রাপ্ত ইবেতি কলিতং তৎসম্ভাবনার্থং বক্ষ্যমাণকথামবতারয়তি যথেতি ॥ ৪৪ ॥

যুক্ত্যা গিরা মধুরয়ুক্তপদার্থয়া চ।
শ্রোতুস্তদঙ্গ হৃদয়ং পরিতোবিসারি
ব্যাপ্নোতি তৈলমিব বারিণি বার্য্য শঙ্কাম্॥ ৪৫॥
ত্যক্তোপমানমমনোজ্ঞপদং দুরাপং
ক্ষুব্ধং ধরাবিধুরিতং বিনিগীর্ণবর্ণম্।
শ্রোতুর্ন যাতি হৃদয়ং প্রবিনাশমেতি
বাক্যং কিলাজ্যমিব ভস্মনি হূয়মানম্॥ ৪৬॥
আখ্যানকানি ভুবি যানি কথাশ্চ যা যা
যদ্যৎ প্রমেয়মুচিতং পরিপেলবং বা।

ঐন্দবোপাখ্যানোপমানযুক্ত্যা কথং জগতোমনোমাত্রত্বনিশ্চয়স্তত্রাহ য-দিতি। হৃদয়ঙ্গময়া মনোহরঞ্জিন্যা। শঙ্কাং বার্য্য নিরস্য। ল্যপ্ ছান্দসঃ। শ্রোতুর্হৃদয়ং ব্যাপ্নোতি॥ ৪৫॥

উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেনাপ্যুপপাদয়তি ত্যক্তোপমানমিতি। যৎ বাক্যং ত্যক্তোপমানং দৃষ্টান্তোপন্যাসরহিতম্। অমনোজ্ঞানি শব্দশাস্ত্রাসংমতানি কঠোরবর্ণাদিঘটিতানি বা পদানি যস্মিংস্তথাবিধম্ দুরাপমনভিব্যক্তবর্ণত্বাৎ স্ফুটতয়া শ্রোত্রেণ প্রাপ্তুমশক্যম্ ক্রোধাবেশাদিবশাৎ ক্ষুব্ধং সৎ ধরাবিধুরিতং স্বস্থানবিচ্যুতবর্ণম্। বিনিগীর্ণবর্ণং গ্রস্তাক্ষরম্। সংবৃতঃ কলোধ্মাত ইত্যাদি-মহাভাষ্যোক্তস্বরবর্ণদোষাণামুপলক্ষণমেতৎ। তথাচাহুঃ। “গ্রস্তং নিরস্তং প্রবিলম্বিতং দ্রুতমব্যক্তং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্। বিস্রস্তমেণীকৃতমর্দ্ধকং হতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনা” ইতি। এতাদৃশং উদ্বাক্যং শ্রোতুর্হৃদয়ং ন যাতি নানুরঞ্জয়তি। মহতাপি শ্রমেণোপন্যস্তং প্রবিনাশং নৈষ্ফল্যং বাচাট-ত্বাদিদোষপ্রত্যয়ফলতাং বা এতি। কিলেতি প্রসিদ্ধোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইতি দর্শ-য়তি আজ্যমিবেতি॥ ৪৬॥

ব্যতিরেকমুখোপপাদিতমর্থং পুনরন্বয়োক্ত্যা নিগময়তি আখ্যানকানীতি। নানাকথান্তিরূপেতা মহত্যোভারতাদিকথা। আখ্যানকানি অন্যাস্তু কথাঃ। উচিতং অভিজ্ঞানুরঞ্জনোপযুক্তং যৎ যৎ কাব্যনাটকাখ্যায়িকানিবন্ধাদিরূপম্। পরিপেলবং শব্দতোঽর্থতশ্চ কোমলঞ্চ যৎ যৎ শ্রোত্রপ্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং

দৃষ্টান্তদৃষ্টিকথনেন তদেতি সাধো
প্রাকাশ্যমাশু ভুবনং সিতরশ্মিনেব ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মনোঙ্কুরোৎপত্তিকথনং নাম
চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

দৃষ্টান্তানাং লোকপ্রসিদ্ধপ্রমাণদৃষ্টীনাঞ্চ কথনেন প্রাকাশ্যং স্ফুটত্বদ্যার্থতামেতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পুরা মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং সর্ব্বং তৎকথয়ানঘ।
যদিদং তৎ প্রবক্ষ্যামি ত্বয়ি পৃচ্ছতি রাঘব ॥ ১ ॥
পুরা ময়া হি ভগবান্ পৃষ্টঃ কমলসম্ভবঃ।
ইমে কথমুপায়ান্তি ব্রহ্মন্ সর্গগণা ইতি ॥ ২ ॥
তদুপাশ্রুত্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ঐন্দবাখ্যানসহিতং মামুবাচ বৃহদ্বচঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সর্ব্বং হি মন এবেদমিত্থং স্ফুরতি ভূতিমৎ।
জলং জলাশয়স্ফারৈর্ব্বিচিত্রৈশ্চক্রকৈরিব ॥ ৪ ॥
দিনাদৌ সম্প্রবুদ্ধস্য সংসারং স্রষ্টুমিচ্ছতঃ।
পুরাকল্পে হি কস্মিংশ্চিচ্ছৃণু কিং বৃত্তমঙ্গ মে ॥ ৫ ॥
কদাচিদখিলং সর্গং সংহৃত্য দিবসক্ষয়ে।

স্বষ্টিং চিকীর্ষতোধাতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডদর্শনম্।
তত্রৈকরবিণা তেষাং তত্ত্বোক্তিশ্চাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

প্রতিজ্ঞাতমৈন্দবোপাখ্যানং বক্তুমুপক্রমতে পুরেত্যাদিনা। হে অনঘ! ব্রহ্মণা মে পুরা যদিদং প্রোক্তং জগতোমনোমাত্রত্বং তৎ সর্ব্বং তৎকথয়া তেন ব্রহ্মণোক্তয়ৈন্দবোপাখ্যানকথয়া প্রবক্ষ্যামীতি যোজনা ॥ ১ ॥

তদর্থং তদানীং স্বকৃতং প্রশ্নমাহ পুরেতি ॥ ২ ॥

তৎ মৎপৃষ্টং উপ আশ্রুত্য বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায়। বৃহৎ মহার্থম্ ॥ ৩ ॥

ভূতিমজ্জগদ্ভাবধারণশক্তিমৎ। চক্রকৈরাবর্ত্তৈরিব ॥ ৪ ॥

হে অঙ্গ! মে মম পুরাকল্পে দিনাদৌ কল্পাদৌ সম্প্রবুদ্ধস্য সংসারং জগৎ স্রষ্টুমিচ্ছতঃ কিং বৃত্তং যৎ সম্পন্নং তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

এক এবাহমেকাগ্রঃ স্বস্থস্তামনয়ং নিশাম্ ॥ ৬ ॥
নিশান্তে সম্প্রবুদ্ধাত্মা সন্ধ্যাং কৃত্বা যথাবিধি।
প্রজাঃ স্রষ্টুং দৃশৌ স্ফারে ব্যোম্নি যোজিতবানহম্ ॥ ৭ ॥
যাবৎ পশ্যামি গগনং ন তমোভির্ন তেজসা।
ব্যাপ্তমত্যন্তবিততং শূন্যমন্তবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮ ॥
সর্গং সঙ্কল্পয়ামীতি মতিং নিশ্চিত্য তন্ময়া।
সমবেক্ষিতুমারব্ধং শুদ্ধং সূক্ষ্মেণ চেতসা ॥ ৯ ॥
অথাহং দৃষ্টবাংস্তত্র মনসা বিততেম্বরে।
পৃথক্ স্থিতান্ মহারম্ভান্ সর্গান্ স্থিতিনিরর্গলান্ ॥ ১০ ॥
তেষু মৎপ্রতিবিম্বাভাঃ পদ্মকোশনিবাসিনঃ।
রাজহংসান্ সমারূঢ়াঃ সংস্থিতা দশ পদ্মজাঃ ॥ ১১ ॥
পৃথক্ স্থিতেষু সর্গেষু তেষূদ্যদ্ভূতপঙ্ক্তিষু।
জলজালেষু শুদ্ধেষু জগৎসু জলদায়িষু ॥ ১২ ॥
প্রবহন্তি মহানদ্যঃ প্রধ্বনন্তি যথাব্ধয়ঃ।
প্রতপন্ত্যর্কা রুচয়ঃ প্রস্ফুরন্ত্যম্বরেঽনিলাঃ ॥ ১৩ ॥
দিবি ক্রীড়ন্তি বিবুধা ভুবি ক্রীড়ন্তি মানবাঃ।

সন্ধ্যাং সন্ধ্যোপাস্তিম্। যোজিতবান্ প্রসারিতবানিতি যাবৎ ॥ ৭ ॥
বিদ্যমানস্যাপি তমসোদিব্যস্বদৃষ্টিপ্রসরাবিঘাতিত্বাৎ ন তমোভিরিত্যুক্তম্॥৮॥
তৎ স্রষ্টব্যবস্তুসমবেক্ষিতুং পর্য্যালোচয়িতুম্ ॥ ৯ ॥
অম্বরে অব্যক্তাকাশে। সর্গান্ ব্রহ্মাণ্ডান্। স্থিত্যা তত্রত্যবিষ্ণ্বাদিকৃত-পালনাদিব্যবস্থয়া নিরর্গলান্ নিষ্প্রতিবন্ধান্ ॥ ১০-১১ ॥
উদ্যন্ত্য উৎপদ্যমানা ভূতপংক্তয়শ্চতুর্ব্বিধপ্রাণিনিকায়া যেষু। জলজালেষু জলদজালেষু। ছান্দসোদলোপঃ। অথবা জলানাং জালমিব বন্ধনেষু মেঘেষু শুদ্ধেষ্বগ্রহাদিদোষনির্ম্মুক্তেষু ॥ ১২ ॥
প্রকর্ষেণ স্ফুরন্তি সঞ্চলন্তি ॥ ১৩ ॥
বিবুধা দেবাঃ ॥ ১৪ ॥

দানবা ভোগিনশ্চৈব পাতালেষু চ সংস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥
কালচক্রপরিপ্রোতা যদ্ভাবাঃ সকলর্ত্তবঃ।
যথাকালং ফলাপূর্ণা ভূষয়ন্ত্যভিতোমহীম্‌ ॥ ১৫ ॥
প্রৌঢ়্যং শুভাশুভাচারস্মৃতয়ঃ ককুভং প্রতি।
নরকস্বর্গফলদাঃ সর্ব্বত্র সমুপাগতাঃ ॥ ১৬ ॥
ভোগমোক্ষফলার্থিন্যঃ সমস্তা ভূতজাতয়ঃ।
স্বমীহিতং যথাকালং প্রযতন্তে যথাক্রমম্‌ ॥ ১৭ ॥
সপ্ত লোকাস্তথা দ্বীপাঃ সমুদ্রা গিরয়স্তথা।
অপ্যেষ্যমাণাঃ কল্পান্তং স্ফুরন্ত্যরুতরারবম্‌ ॥ ১৮ ॥
ক্বচিৎ হ্রাসিত্বমায়াতং ক্বচিৎ স্থিরতরং স্থিতম্‌।
স্থিতং সর্ব্বত্র কুঞ্জেষু তমস্তেজোলবাদৃতম্‌ ॥ ১৯ ॥
নভোনীলোৎপলস্যান্তর্ভ্রমদভ্রমধুব্রতম্‌।
প্রস্ফুরত্তারকাজালকেসরাপূর্ণতাং গতম্‌ ॥ ২০ ॥
কল্পান্তঘননীহারোমেরুকুঞ্জেষু সংস্থিতঃ।
শাল্মলেরমলং তূলমষ্ঠিলাকোটরেষ্বিব ॥ ২১ ॥

যদ্ভাবাঃ যাদৃশশীতাতপবর্ষাদিস্বভাবাঃ। সকলা ঋতবোবসন্তাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শুভা বিহিতা অশুভা নিষিদ্ধা আচারা স্তদ্বিভাজকস্মৃতিগ্রন্থাশ্চ ককুভং প্রতি প্রতিদিশং সর্ব্বত্র সর্ব্ববর্ণেষু প্রৌঢ়্যং প্রৌঢ়তাং সমুপাগতাঃ ॥ ১৬ ॥

যথাক্রমং যাদৃশোযাসাং প্রবৃত্তিক্রমঃ স্বসর্গে কৃপ্তস্তমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কল্পান্তং প্রলয়ম্‌। কালেন এষ্যমাণা অপি স্বকালে উরুতরারবং যথাস্যাৎ তথা স্ফুরন্তি ॥ ১৮ ॥

তমঃ ক্বচিদনাবৃতদেশে হ্রাসিত্বমপক্ষয়ম্‌। ক্বচিৎ গিরি গুহাদৌ। কুঞ্জেষু তু তেজোলবৈরাতপচ্ছিদ্রৈরাদৃতং স্নেহাৎ মিলিতমিবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থাৎ সরন্ধেন জগৎ বর্ণয়তি নভ ইতি ॥ ২০ ॥

মেরুরিবোচ্ছ্রয়ান্‌ মেরুর্হিমবান্‌ তৎকুঞ্জেষু। অষ্ঠিলা ফলকর্পরং তৎকোটরেষ্বিব ॥ ২১ ॥

লোকালোকাদ্রিরসনা রণদর্ণবঘুঙ্ঘুমা।
তমঃখণ্ডেন্দ্রনীলাভা নিজরত্নবিরাজিতা ॥ ২২ ॥
ধানাধরসুধাভূতরবকাকলিঘুঙ্ঘুমা।
সংস্থিতা ভুবনাভোগে স্বান্তঃপুর ইবাঙ্গনা ॥ ২৩ ॥
গৌরাঙ্গপঙ্‌ক্তির্মধ্যস্থা রজনীরাজিরঞ্জিতা।
পদ্মোৎপলস্রজ ইব লক্ষ্যতে বৎসরশ্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥
বহুগর্ত্তবিভাগস্থভূতালোকাঃ পৃথক্ পৃথক্।
জাতারুণা বিলোক্যন্তে দাড়িমানীব কান্তিকাঃ ॥ ২৫ ॥
ত্রিপ্রবাহা ত্রিপথগা কৃতোর্দ্ধাধোগমাগমা।
জগদ্‌যজ্ঞোপবীতাভা স্ফুরতীন্দুকলামলা ॥ ২৬ ॥
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তি শীর্য্যন্তে প্রোত্তবন্তি চ।
দিগ্‌লতাসু তড়িৎপুষ্পা বাতার্ত্তা মেঘপল্লবাঃ ॥ ২৭ ॥

লোকা লোকাদ্রিরেব রসনা কাঞ্চী যস্যাঃ। রণন্তোঽর্ণবা এব ঘুঙ্ঘুমা ভূষণধ্বনয়ো যস্যাঃ। তমঃখণ্ডা এবেন্দ্রনীলমণিপ্রভা যস্যাঃ। নিজৈঃ স্বান্তর্গতৈরত্নৈশ্চ বিরাজিতা ॥ ২২ ॥

ধানাঃ শাল্যাদিবীজান্যেব প্রাণিনামাস্বাদনীয়ত্বাদধরসুধা যস্যাঃ। ভূতানাং প্রাণিনাং রবা ধ্বনয় এব কাকলিঘুঙ্ঘুমা মধুরাস্ফুটবাগ্‌বিলাসা যস্যাঃ সা তথাবিধা অর্থাৎ ভূঃ তস্মিন্ ভুবনাভোগে স্বান্তঃপুরে অঙ্গনেব সংস্থিতেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বৎসরশ্রিয়ঃ সম্বৎসরলক্ষ্ম্যাঃ কণ্ঠধৃতা বাত্তমঃপ্রকাশলক্ষণপদ্মোৎপলনির্ম্মিতায়াঃ স্রজো মধ্যস্থা অন্তর্নির্ব্বিষ্টা অতএব তদীয়পরাগসদৃশবিস্তারক্তাদিব্যাপ্তত্বাৎ রজনীরাজ্যা হরিদ্রালেপনপ্রায়েণ রাত্রিসমূহাঙ্গরাগেণ রঞ্জিতা গৌরাণাং কণ্ঠকুচোদরবলিনাভ্যাদ্যঙ্গানাং পংক্তিরিব অর্থাৎ দ্যৌ র্লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বহূনি ভুবনগর্ত্তবিভাগেষু স্থিতানি ভূতানি বীজস্থানীয়ানি যেষু তথাবিধা লোকা ব্রহ্মাণ্ডা জাতারুণানি তেজাংসি যেষু তথাবিধাঃ সন্তঃ কান্তিকাঃ প্রকাশমানা দাড়িমফলানীব বিলোক্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

তড়িৎ এব পুষ্পাণি যেষাং তথাবিধা মেঘপল্লবা দিগ্‌লতা সুবাতার্ত্তাঃ সন্ত ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তি শীর্য্যন্তে প্রোত্তবন্তীতি যোজনা ॥ ২৭ ॥

গন্ধর্ব্বনগরোদ্যানলতাবিতানমালিনী।
সমুদ্রভূমিনভসাং পদবী প্রবিরাজতে ॥ ২৮ ॥
লোকান্তরেষু সঙ্ঘেন দেবাসুরনরোরগাঃ।
উদুম্বরেষু মশকা ইব ঘুঙ্ঘুমিতাঃ স্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥
যুগকল্পক্ষণলবকলাকাষ্ঠাকলঙ্কিতঃ।
কালোবহত্যকলিতসর্ব্বনাশপ্রতীক্ষকঃ ॥ ৩০ ॥
এবমালোক্য শুদ্ধেন পরেণ স্বেন চেতসা।
ভৃশং বিস্ময়মাপন্নঃ কিমেতৎ কথমিত্যলম্ ॥ ৩১ ॥
কথং মাংসময়েনাক্ষ্ণা যন্ন পশ্যামি কিঞ্চন।
তন্মায়াজালমতুলং পশ্যামি মনসাম্বরে ॥ ৩২ ॥
অথালোক্য চিরং কালং মনসৈবাহমম্বরাৎ।
অর্কং তস্মাৎ জগজ্জালাদেকমানীয় পৃষ্টবান্ ॥ ৩৩ ॥
আগচ্ছ দেবদেবেশ ভো ভাস্কর মহাদ্যুতে।
স্বাগতং তেস্ত্বিতি প্রোক্তো ময়াসৌ কথিতোপ্যথ ॥ ৩৪ ॥
কস্ত্বং কথমিদং জাতং জগদেব জগন্তি চ।

তচ্চ প্রতিভাতং জগন্মিথ্যৈবেতি দর্শয়তি গন্ধর্ব্বেতি। সা সমুদ্রভূমিনভসাং পদবী বিতানশালিনী গন্ধর্ব্বনগরোদ্যানলতেব প্রতিরাজতে ন বাস্তবীত্যর্থঃ ॥২৮॥

লোকান্তরেষু ভুবনগর্ভেষু ॥ ২৯ ॥

তেষু লোকান্তরেষু যুগাদিলক্ষণঃ কালোপি প্রবহতীত্যর্থঃ। অকলিতস্য অতর্কিতস্য সর্ব্বনাশস্য প্রতীক্ষকঃ ॥ ৩০ ॥

বিস্ময়মাপন্নঃ অহমিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

বিস্ময়মেব সহেতুকমভিলপ্য দর্শয়তি কথমিতি। মাংসময়েন চক্ষুর্গোলকনিবিষ্টেনাক্ষ্ণা যৎ ন পশ্যামি তন্মনসা পশ্যামি ইদং কথং সম্পন্নমিতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অম্বরাৎ তদ্ভুবনাকাশাৎ। আনীয় সত্যসঙ্কল্পেন পুরঃ সন্নিধাপ্য ॥ ৩৩ ॥

স্বাগতং তেঽস্ত্বিতি প্রথমং প্রোক্তঃ অথ বক্ষ্যমাণমর্থং কথিতঃ পৃষ্টশ্চ ॥৩৪॥

তমেবার্থং দর্শয়তি ক ইতি। ইদং ত্বদীয়ং জগৎ কথং জাতম্। এব-

যদি জানাসি ভগবংস্তদেতৎ কথয়ানঘ ॥ ৩৫ ॥
ইত্যুক্তোমাং সমালোক্য সম্পরিজ্ঞাতবানথ।
নমস্কৃত্বাভ্যুবাচেদমনিন্দ্যপদয়া গিরা ॥ ৩৬ ॥

ভানুরুবাচ।

অস্য দৃশ্যপ্রপঞ্চস্য নিত্যং কারণতামসি।
গতঃ কস্মান্ ন জানীষে কিং মামীশ্বর পৃচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥
অথ মদ্বাক্যসন্দর্ভে লীলা চেৎ তব সর্ব্বগ।
অচিন্তিতাং মদুৎপত্তিং তচ্ছৃণুষ্ব বদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥

সদসদিতিকলাভিরাততং যৎ
সদসদবোধবিমোহদায়িনীভিঃ।
অবিরতরচনাভিরীশ্বরাত্মন্
প্রবিলসতীহ মনোমহন্মহাত্মন্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানোপক্রমে ব্রহ্মাদিত্যসমাগমোনাম পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

মদ্ভানি নব জগন্তি কথং জাতানি কৈঃ স্রষ্টৃভিঃ সৃষ্টানীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

মাং সংপরিজ্ঞাতবান্ অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্রহ্মা অয়মিতীতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

নিত্যং শশ্বৎ ॥ ৩৭ ॥

লীলাশ্রবণে কৌতূহলম্। অচিন্তিতাং ত্বয়া অসঙ্কল্পিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যবহারে সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদীশ্বরাত্মন্ পরমার্থদৃশা তু মহাত্মন্ অবিরতা জগদ্রচনা যাভ্যস্তথাবিধাভিঃ সদিতি বা অসদিতি বা তত্ত্বতোঽবোধেন বিমোহদানশীলাভিঃ কদাচিৎ সৎ কদাচিদসৎ ক্বচিৎ সৎ ক্বচিদসদিতি কালদেশপরিচ্ছিন্নজগৎসত্তাপ্রদর্শনকৌশলরূপাভিঃ কলাভির্যদিহ আ সমন্তাৎ ততং বিস্তৃতং তৎ মন এব তথা প্রবিলসতীতি বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

ভানুরুবাচ।

কল্পনাম্নি মহাদেব হ্যস্তনে দিবসে তব।
তলে কৈলাসশৈলস্য জম্বুদ্বীপৈককোণকে ॥ ১ ॥
সুবর্ণজটনাম্না যস্তৎপুত্রৈর্জ্জনিতপ্রজৈঃ।
মণ্ডলং কল্পিতং শ্রীমদনল্পসুখসুন্দরম্ ॥ ২ ॥
তত্রাভূদতিধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণোব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইন্দুনামাতিশান্তাত্মা কশ্যপস্য কুলোদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥
তস্মিংস্তদা নিবসতো নিত্যং স্বজনমণ্ডলে।
তস্য প্রাণসমা ভার্য্যা কাচিৎ তস্যাং মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
ন বভূবাত্মজস্তস্য মরুভূমৌ তৃণং যথা।
ন ব্যরাজত সা ভার্য্যা তস্য নিষ্ফলপুষ্পিতা ॥ ৫ ॥
ঋদ্ধী গৌরী সুশুদ্ধাপি শূন্যা শরলতা যথা।
তৌ ততোদম্পতী খিন্নৌ পুত্রার্থং তপসে গিরেঃ ॥ ৬ ॥

ইহেন্দোঃ সহভার্য্যস্য তপসৈন্দবসম্ভবঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠোপদেশেন ধাত্রহন্তাবনের্য্যতে ॥ ১ ॥

ভানুরুবাচ আহ—জম্বুদ্বীপৈককোণকে বিদ্যমানস্য কৈলাসশৈলস্যাবয়বভূতে তলে সমভূপ্রদেশে ॥ ১ ॥

যঃ প্রদেশঃ সুবর্ণজটনাম্না প্রসিদ্ধ ইতি শেষঃ। যত্র প্রদেশে জনিতা প্রজা সন্ততির্যৈস্তথাবিধৈস্তৎপুত্রৈর্গ্মরীচ্যাদিভিঃ প্রজানাং নিবাসার্থং মণ্ডলং কল্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তত্র মণ্ডলে। ব্রহ্মবিত্তমো বেদবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ ॥ ৩-৪-৫ ॥

শূন্যা ফলশূন্যা। শরলতা কাশস্তম্বঃ ॥ ৬ ॥

কৈলাসস্থাংশমারূঢ়ৌ রূঢ়াবিব নবদ্রুমৌ।
ভূতৈরনাবৃতে শূন্যে তস্মিন্ কৈলাসকুঞ্জকে ॥ ৭ ॥
তেপতুস্তৌ তপোঘোরং জলাহারৌ তরুস্থিতী।
একং পানীয়চুলকং পীত্বা দিবসপর্য্যয়ে ॥ ৮ ॥
নিস্পন্দমুত্থিতৌ বার্ক্ষীং বৃত্তিমাশ্রিত্য সংস্থিতৌ।
তস্থতুস্তৌ তদা তত্র তাবৎ কালং তরুব্রতৌ ॥ ৯ ॥
যাবৎ ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগে দ্বে এব তে গতে।
ততস্তুষ্টোভবদ্দেবস্তয়োঃ শশিকলাধরঃ ॥ ১০ ॥
দিনাতপাতাপিতয়োরিন্দুং কুমুদয়োরিব।
আজগাম তমুদ্দেশং যত্র তৌ বিপ্রদম্পতী ॥ ১১ ॥
সলতাপাদপং দেশং পুষ্পাকর ইবেশ্বরঃ।
দম্পতী তৌ বৃষারূঢ়ং সোমং সোমার্দ্ধশেখরম্ ॥ ১২ ॥
ফুল্লাননৌ দদৃশতুঃ কুমুদে শশিনং যথা।
তৌ তং প্রণেমতুর্দ্দেবং তুষারামলগীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যাবুদিতং পরিপূর্ণমিবোড়ুপম্।
তর্জ্জয়ন্ পবনাধূতনববৃক্ষাননস্বরম্ ॥ ১৪ ॥

অংশমূর্দ্ধভাগম্। ভূতৈঃ প্রাণিভিঃ। তরোঃ স্থিতিরিব স্থিতিঃ স্থৈর্য্যং যয়োস্তৌ। তরুস্থিতিমেবোপপাদয়তি একমিতি। দিবসপর্য্যয়ে দিনচরমভাগে ॥ ৭-৮ ॥

বার্ক্ষীং বৃক্ষসম্বন্ধিনীং তৎসদৃশীমিতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

দ্বে যুগে গতে এবেতি যোজনা। চিরং তপস্ত বিশিষ্টপুত্রলাভার্থম্ ॥ ১০ ॥

উদ্দেশং প্রদেশম্ ॥ ১১ ॥

পুষ্পাকরো বসন্ত ইব। উময়া সহিতং সোমম্ ॥ ১২ ॥

কুমুদে কৈরবে। বিকাস এব দৃষ্টান্তে দর্শনম্ ॥ ১৩ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যনেন তৎস্থা জনা লক্ষ্যন্তে। উড়ুপং চন্দ্রম্। পবনেন মলয়ানিলেন আধূতানাং ঈষৎকম্পিতপল্লবানাং রসালাদিবৃক্ষাণাং আনন-

মৃদুদ্দামস্মিতস্পন্দি প্রোবাচাথ বচঃ শিবঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

বরং বিপ্র গৃহাণাশু তুষ্টোস্মি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫ ॥

মধুমাসরসাক্রান্তবৃক্ষবন্মুদিতোভব।

বিপ্র উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ দশ পুত্রা মহাধিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ভব্যা ভবন্তু মে ভূয়ঃ শোকোযেন ন বাধতে।

ভানুরুবাচ।

অথৈবমস্ত্বিতি প্রোচ্য জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যোম্নি বারিনিধির্হ্রাদং কৃত্বেবোর্ম্মি মহাবপুঃ।

ততস্তৌ দম্পতী তুষ্টৌ শিবলব্ধবরৌ গৃহম্ ॥ ১৮ ॥

গতৌ গীর্ব্বাণসদৃশৌ খমিবোমামহেশ্বরৌ।

তত্রাসৌ ব্রাহ্মণী গেহে বভূবোদারগর্ভিণী ॥ ১৯ ॥

বভৌ পূর্ণোদরা শ্যামা মেঘলেখেব বারিণা।

কালেথ সুষুবে পুত্রান্ প্রতিপচ্চন্দ্রকোমলান্ ॥ ২০ ॥

দশ বালাংস্ততোমুগ্ধান্ বসুধেব নবাঙ্কুরান্।

মিব কুজতাং ভ্রমরকোকিলাদিনাং স্বরং স্ববচোমাধুর্য্যাতিশয়েন তর্জ্জয়ন্ নির্ভৎর্সয়ন্নিব ॥ ১৪ ॥

মৃদুনা উদ্দামেন সৌন্দর্য্যোৎকৃষ্টেন স্মিতেন স্পন্দি ঈষচ্চলিতাধরং যথাস্যাৎ তথা। তব বাঞ্ছিতমিষ্টং বরং গৃহাণ ॥ ১৫-১৬ ॥

ভব্যাঃ কল্যাণগুণাচারশালিনঃ। যেন পুত্রলাভেন ॥ ১৭ ॥

ব্যোম্নীতি পূর্ব্বাম্বয়ি। অথবা বারি নিধীয়তে অস্মিন্নিতি বারিনিধির্ম্মেঘঃ। ঊর্ম্মিভিরিব বিভক্তৈরবয়বৈর্ম্মহদ্বপুর্যস্য ॥ ১৮ ॥

গীর্ব্বাণা দেবাস্তৎসদৃশৌ তৌ দম্পতী। অথবা মায়িকদিব্যশরীরকল্পনাদ্গীর্ব্বাণসদৃশাবুমামহেশ্বরৌ খং বাস্তবং ব্রহ্মাকাশমিব ॥ ১৯-২০ ॥

মুগ্ধান্ সুন্দরান্। কৃতা জাতকর্ম্মনামকরণান্নপ্রাশনচৌলোপনয়নবেদব্রতা-

কৃতব্রাহ্মণসংস্কারা বৃদ্ধিমীয়ুর্মহৌজসঃ ॥ ২১ ॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন প্রাবৃষেব নবাম্বুদাঃ ।
তে সপ্তবর্ষবয়সো বভূবুর্জাতবাঙ্ময়াঃ ॥ ২২ ॥
বিরেজুস্তেজসা তত্র নভসীবামলা গ্রহাঃ ।
অথ কালেন মহতা তেষাং তৌ পিতরৌ তদা ॥ ২৩ ॥
সংজগ্মতুস্তনুং ত্যক্ত্বা স্বাং গতিং গতিকোবিদৌ ।
মাতাপিতৃভ্যাং রহিতা দশ তে ব্রাহ্মণাস্ততঃ ॥ ২৪ ॥
যযুঃ কৈলাসশিখরং গৃহং সন্ত্যজ্য খেদিনঃ ।
তত্র সঞ্চিন্তয়ামাসুরুদ্বিগ্নাস্তে বিবান্ধবাঃ ॥ ২৫ ॥
কিং স্যাদিহ পরং শ্রেয় ঊচুশ্চেদং পরস্পরম্ ।
কিমিহ স্যাৎ সমুচিতং ভ্রাতরঃ কিমদুঃখদম্ ॥ ২৬ ॥
কিং মহত্ত্বং কিমৈশ্বর্য্যং কিং মহা বিভবং শুভম্ ।
কিং তদেতজ্জনৈশ্বর্য্যং সামন্তোহি মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
সামন্তসম্পৎ কিং নাম রাজানোহি মহেশ্বরাঃ ।

ধ্যয়নাদয়ো ব্রাহ্মণসংস্কারা যেষাম্ ॥ ২১ ॥

প্রাবৃষা বর্ষর্ত্তুনা ॥ ২২-২৩ ॥

স্বাং গতিং বিদেহকৈবল্যং যত্তোমুখ্যতমগতিভূতব্রহ্মকোবিদৌ ॥ ২৪ ॥

খেদিনো দুঃখিতাঃ । তেষাং ভাগ্যবশাৎ ভাবিহৈরণ্যগর্ভৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যনু-সারী বিচার উৎপন্ন ইত্যাহ তত্রেতি । বিবান্ধবাঃ পিত্রাদিবন্ধুহীনাঃ ॥ ২৫ ॥

পরং বিত্তবোৎকৃষ্টং শ্রেয়ঃ সুখম্ । ইতি সঞ্চিন্ত্য ইদং বক্ষ্যমাণমোচুঃ ।

ঐহিকামুষ্মিকসুখোপায়তয়া স্বীকর্ত্তুং সমুচিতম্ । হে ভ্রাতরঃ ! ঐহিক-সুখাহেতুত্বেপি পরিণামে অদুঃখদং কিম্ ॥ ২৬ ॥

এবং সামান্যতোবিমৃশ্য বিশেষতোপি বিমৃশন্তি কিমিতি । তদেতজ্জনা-নামৈশ্বর্য্যং কিমুৎকৃষ্টং গৃহগ্রামাধিপতিভ্যঃ । হি যস্মাৎ সামন্তোমণ্ডলাধি-পতির্মহানীশ্বরঃ ঐশ্বর্য্যবান্ ॥ ২৭ ॥

কিং নাম কিয়দ্বা । রাজানো দেশাধিপতয়ঃ ॥ ২৮ ॥

কা নাম সম্পত্তুপানাং সত্রাস্তিহ মহেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥
কিং নাম তন্মহেন্দ্রত্বং যন্মুহূর্ত্তং প্রজাপতেঃ।
বিনশ্যতি ন যৎ কল্পে কিং স্যাত্তদিহ শোভনম্ ॥ ২৯
ভাষমাণেম্বথৈতেষু জ্যেষ্ঠোভ্রাতা মহামতিঃ।
গম্ভীরবাগুবাচেদং মৃগযূথান্ মৃগোযথা ॥ ৩০ ॥
ঐশ্বর্য্যাণাং হি সর্ব্বেষামাকল্পং ন বিনাশি যৎ।
রোচতে ভ্রাতরস্তন্মে ব্রহ্মত্বমিহ নেতরৎ ॥ ৩১ ॥
এতদুক্তং তদখিলা দ্বিজপুত্রাস্ত উত্তমাঃ।
বচোভিরৈন্দবাস্তত্র সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ৩২ ॥
উচুশ্চেদং কথং তাত সর্ব্বদুঃখোপমার্জ্জনম্।
পদ্মাসনং জগৎপূজ্যং বিরঞ্চিত্বমবাপ্নুমঃ ॥ ৩৩ ॥
ভ্রাত্রা তেন পুনঃ প্রোক্তা ভ্রাতরোভূরিতেজসঃ।
মদুক্তং সর্ব্ব এবেমে ভবন্তঃ পালয়ন্তু বৈ ॥ ৩৪ ॥

মহেন্দ্রস্তর্হি মহেশ্বরঃ স্যাং তত্রাহ কিং নামেতি ॥ ২৯ ॥

এবং ভাষমাণেষু ভ্রাতৃষু জন্মান্তরে কৃতহিরণ্যগর্ভোপাস্তিরন্তরা বৈরন্তরাবিপন্নত্বাৎ প্রাপ্তোত্তমজন্মা ভ্রাতৃসম্বাদাদেবোদ্বুদ্ধপ্রাক্তনোপাস্তিসংস্কারোমহামতির্নাম জ্যেষ্ঠোভ্রাতা প্রাক্ স্বানুষ্ঠিতোপাস্তিক্রমং তদধিকৃতেভ্যোভ্রাতৃভ্য উপদেষ্টুকাম উবাচেত্যাহ ভাষমাণেম্বিতি। মৃগোযূথপঃ ॥ ৩০ ॥

আকল্পং আ প্রাকৃতপ্রলয়ম্। হে ভ্রাতরঃ! ব্রহ্মত্বং হিরণ্যগর্ভতা ॥ ৩১ ॥

ভাগ্যবশাদিতরেষামপি তত্রাভিরুচিরুৎপন্নেত্যাহ এতদিতি। তদুত্তমা ইতি পাঠে স মহামতিরেবোত্তমোজ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ যেষাম্ ॥ ৩২ ॥

অতএব তদুপায়মপৃচ্ছন্নিত্যাহ উচুরিতি। সর্ব্বাণি জরামরণসাতিশয়ত্বাদিপ্রযুক্তদুঃখান্যুপমৃজ্যন্তে যস্মিন্ ইত্যধিকরণে ল্যুট্। অবাপ্নুমঃ শীঘ্রং প্রাপ্স্যামঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যবিবক্ষয়া লট্ ॥ ৩৩ ॥

তেভ্য উপাগতেভ্যোহিরণ্যগর্ভাহংগ্রহোপাস্তিং সপরিকরামুপদেক্ষ্যংস্তদঙ্গমাস্তুতের্ধারণাদার্ঢ্যং বিধত্তে মদুক্তমিতি। বৈ ইতি তত্র দৃঢ়নিশ্চয়াপেক্ষাদ্যোতনার্থম্ ॥ ৩৪ ॥

পদ্মাসনগতোভাস্বান্ ব্রহ্মাহমিতি তেজসা ।
সৃজামি সংহরামীতি ধ্যানমস্তু চিরায় বঃ ॥ ৩৫ ॥
অগ্রজেনেতি কথিতে বাঢ়ং কৃত্বা ত উত্তমাঃ ।
ধ্যানাধীনধিয়স্তস্থুঃ সহৈব জ্যায়সা রসাৎ ॥ ৩৬ ॥
লিপিকর্ম্মার্পিতাকারা ধ্যানাসক্তধিয়শ্চ তে ।
অন্তঃস্থেনৈব মনসা চিন্তয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
অথ উৎফুল্লকমলকোশবক্ত্রোন্নতাসনঃ ।
ব্রহ্মাহং জগতাং স্রষ্টা কর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥
যজ্ঞক্রিয়াক্রমবতঃ সাঙ্গোপাঙ্গা মহর্ষয়ঃ ।
সরস্বত্যাথ গায়ত্র্যা যুক্তা বেদা নরা ইমে ॥ ৩৯ ॥
লোকপালপরাক্রান্তঃ সঞ্চরৎসিদ্ধমণ্ডলঃ ।
অয়মুদ্দামসৌভাগ্যঃ স্বর্গঃ স্বরবিভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥
পর্ব্বতদ্বীপজলধিকাননৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
ইদং ভূমণ্ডলঞ্চৈব ত্রিলোকীকর্ণকুণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥
এতৎ পাতালকুহরং দৈত্যদানবভোজিতম্ ।

সৃজামি সংহরামীতি লিঙ্গাৎ সর্ব্বগবিদ্যেয়মুপদিষ্টেতি গম্যতে। ইতি শব্দাৎ বক্ষ্যমাণপ্রকারক্রমঃ সর্ব্বোপ্যুপদিষ্টোবোধ্যঃ। চিরায়েতি ভ্রমরকীট-ন্যায়েন আ তদ্ভাবোদয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বাঢ়ং কৃত্বা দৃঢ়মঙ্গীকৃত্য। জ্যায়সা জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা সহৈব। রসাৎ কল-রাগাতিশয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

লিপিকর্ম্ম চিত্রলেখস্তদর্পিতাকারাঃ ॥ ৩৭ ॥

তৎ কথং চিন্তনপ্রকারং বক্তুমুপক্রমতে অথেত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞক্রিয়াক্রমবতো যজ্ঞমূর্ত্তের্মম যাজকা মহর্ষয়ঃ সাঙ্গোপাঙ্গা অঙ্গৈঃ শিক্ষাদিভিরুপাঙ্গৈঃ পুরাণাদিভিশ্চ সহিতাঃ সরস্বত্যা গায়ত্র্যা চ যুক্তা বেদা নরা মূর্ত্তিমন্ত ইমে মদন্তঃস্থা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

ত্রিলোকীলক্ষণায়াঃ স্ত্রিয়ঃ কর্ণকুণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥

অমৃতস্ত্রীগণাকীর্ণং গৃহং গগনকোটরম্ ॥ ৪২ ॥
অয়মিন্দ্রোমহাবাহুঃ প্রজালঙ্কৃতদোত্তমঃ।
ত্রৈলোক্যনগরীমেকঃ পাতি পাবনযজ্ঞভুক্ ॥ ৪৩ ॥
দীপ্রজালবরত্রাভিরবষ্টভ্যাথ দিগ্‌গণম্।
ক্রমেণ প্রপতন্ত্যেতে ভানবোভূরিভানবঃ ॥ ৪৪ ॥
লোকপালা ইমে লোকং রক্ষন্তি শুদ্ধবৃত্তয়ঃ।
মর্য্যাদাভিরতুচ্ছাভির্গোপালা গোগণং যথা ॥ ৪৫ ॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রস্ফুরন্তি পতন্তি চ।
তরঙ্গা ইব তোয়ানামিমাঃ প্রতিদিনং প্রজাঃ ॥ ৪৬ ॥
সৃজামীমমহং সর্গং সংহরামি তথাদৃতঃ।
অয়মাত্মনি তিষ্ঠামি শাম্যামি ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥
অয়ং সম্বৎসরোযাত ইদং পরিণতং যুগম্।
সৃষ্টেরয়মসৌ কালঃ স্বয়ং সংহরণস্য চ ॥ ৪৮ ॥
অয়মেব গতঃ কল্পো ব্রাহ্মী রাত্রিরিয়ং ততা।

দৈত্যের্দানবৈশ্চ ভোজিতং পূরিতোদরম্। অমৃতানামর্মত্যানাং স্ত্রীগণৈরপ্সরোভিঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং গৃহমিব গৃহমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অয়ং মদন্তঃস্থঃ প্রজানাং অলঙ্কৃতমলঙ্কারং শোভমানতাং দদতীতি প্রজালঙ্কৃদো রাজানঃ। রাজভির্হি প্রজাঃ শোভন্তে। তেষূত্তম ॥ ৪৩ ॥

দীপ্রাভিঃ কান্তিজাললক্ষণবরত্রাভিঃ পাশৈর্দিগ্‌গণমবষ্টভ্য যথা ন পলায়ন্তে তথা বদ্ধা রসাদানায় প্রতপন্তি ভানবো দ্বাদশাদিত্যাঃ। ভূরিভানবঃ প্রচুরকিরণাঃ। ক্রমেণ চৈত্রাদিমাসক্রমেণ ॥ ৪৪ ॥

অতুচ্ছাভির্ন্যায্যত্বান্মহতীভিঃ ॥ ৪৫ ॥

উন্মজ্জন্ত্যাবির্ভবন্তি নিমজ্জন্তি তিরোভবন্তি প্রস্ফুরন্তি বিবিধবিভবাদিনা বিরাজন্তে। দারিদ্র্যদোষাদিনা পতন্তি চ ॥ ৪৬ ॥

আত্মনি পারমার্থিকে স্বরূপে তিষ্ঠামি। অতএব শাম্যাম্যুপরমে ॥ ৪৭ ॥

উক্তমেব স্পষ্টং বদন্নুপসংহরতি অয়মিত্যাদিষাত্যাম্ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অয়মাত্মনি তিষ্ঠামি পূর্ণাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
ইতি ভাবিতয়া বুদ্ধ্যা তে দ্বিজা অথ ঐন্দবাঃ ॥
দশাদ্রিবৃত্তয়স্তস্থুঃ সমুৎকীর্ণা ইবোপলাৎ ॥ ৫০ ॥

অধিগতকমলাসনক্রমাস্তে
পরিগলিতেতরতুচ্ছবৃত্তিজালাঃ।
সততমতিতরাস্কুশাসনস্থা-
শ্চিরমিতি পঙ্কজকল্পনে বিরেজুঃ ॥ ৫১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানে ঐন্দবসমাধানং নাম ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

অথ ঐন্দবা ইত্যসন্ধিঃ সংহিতাহনিত্যত্বাৎ। অদ্রিবৃত্তয়োদৃঢ়বদ্ধাসনাঃ ॥৫০॥ কুশাসনস্থাস্তে পঙ্কজাসনকল্পনে সতি পরিগলিতেতরতুচ্ছবৃত্তিজালাঃ সন্তঃ অধিগতকমলাসনক্রমাশ্চ সন্তো বিরেজুঃ ॥ ৫১ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

ভাসুরুবাচ।

পিতামহক্রমে তস্মিংস্ততস্তে বহুভাবনাৎ।
কর্ম্মভিস্তৈঃ সমাক্রান্তমনস্কাস্তস্থুরাদৃতাঃ ॥ ১ ॥
যাবত্তে দেহকাস্তেষাং তাপেন পবনৈস্তথা।
কালেন শোষমভ্যেত্য গলিতাঃ শীর্ণপর্ণবৎ ॥ ২ ॥
জক্ষুস্তান্ দেহকাংস্তত্র ক্রব্যাদা বনবাসিনঃ।
ইতশ্চেতশ্চ লুঠিতান্ সুফলানীব মর্কটাঃ ॥ ৩ ॥
অথ তে হৃস্তবাহ্যার্থা ব্রহ্মত্বে কৃতভাবনাঃ।
তস্থুশ্চতুর্যুগস্যান্তে যাবৎ কল্পঃ ক্ষয়ং গতঃ ॥ ৪ ॥
ক্ষীয়মাণে ততঃ কল্পে তপত্যাদিত্যসঞ্চয়ে।
পুষ্করাবর্ত্তকেষূচ্চৈর্ব্বর্ষস্তু কঠিনারবম্ ॥ ৫ ॥
বহৎসু কল্পবাতেষু স্থিত একমহার্ণবে।

মনসা ব্রহ্মভূতানাং ক্রব্যাদৈর্দেহভক্ষণে।
প্রতিসর্গেঽথ সর্গে চ তথাবস্থিতিরীর্য্যতে ॥ ১ ॥

হে পিতামহ তে ঐন্দবাস্তস্মিন্ উপাস্তিক্রমে তৈস্তৈর্ভূবনভূতগ্রামাদি-সৃষ্টিপরিপালনসংহারাদিকর্ম্মভি স্বমিব সমাক্রান্তমনস্কা তত্রৈবাদৃতা অত্যাসক্তাঃ সন্তস্তাবত্তস্থুর্যাবত্তেষাং কৃশা দেহা দেহকাঃ শোষমভ্যেত্য গলিতা ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১-২ ॥

জক্ষুর্ব্বভক্ষুঃ। ক্রব্যাদা মাংসাশিনোমৃগপক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥

শরীরনাশে চ তেষামাত্যন্তিকী বাহ্যার্থপ্রত্যয়নিবৃত্তিঃ সম্পন্নেত্যাহ অথেতি। চতুর্যুগস্য শিষ্টত্বাত্তে ॥ ৪-৫ ॥

ক্ষীণেষু ভূতবৃন্দেষু তে তথৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥
ততোরাত্রিক্রমপরে সর্ব্বাং সংহৃত্য তাং স্থিতিম্ ।
স্থিতে ত্বয্যাত্মনি বিভো তে তথৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
অদ্য প্রবুদ্ধে ভবতি স্রষ্টুমিচ্ছতি সংস্থিতিম্ ।
সুখেনৈব ক্রমেণোচ্চৈস্তে তথৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥
তথৈতে ভগবন্ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণোব্রাহ্মণা দশ ।
ত এতে দশ সংসারা মনোব্যোমনি সংস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥
তেষামেকতমস্যাহময়মাকাশমন্দিরে ।
ভানুর্ভুবি বিভো কালকলাকর্ম্মণি যোজিতঃ ॥ ১০ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্গোদিশানামব্জসম্ভব ।
ব্রহ্মণাং সম্ভবোব্যোম্নি যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১১ ॥

বিবিধকল্পনয়া বলিতাম্বরং
যদিদমুত্তমজাগতমুত্থিতম্ ।
করণজালকমাহিতমোহনং

তে ঐন্দবাস্তথৈব স্বমনঃকল্পিতব্রহ্মাণ্ডে সর্গাদিব্যাপৃতত্তয়ৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥৬॥

রাত্রেঃ ক্রমণং ক্রমোঽতিক্রমস্তৎপরে তৎপ্রতীক্ষে ত্বয়ি যোগনিদ্রয়া আত্মনি স্থিতে সতি ॥ ৭-৮-৯ ॥

এতাবতা গ্রন্থেন কথমিদং জাতমিতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা কম্বমিত্যস্যোত্তরমাহ তেষামিত্যাদিনা। তেষামৈন্দবসর্গাণাং মধ্যে একতমস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য ছিদ্রভূতাকাশলক্ষণে মন্দিরে। ভুবীতি ত্রৈলোক্যোপলক্ষণম্। ভূলোক এব কর্ম্মাপতয়া কালবিভাগজ্ঞানস্য বিশেষোপযোগাৎ ॥ ১০ ॥

এষু সর্গেষু সংস্বপি ন তব সর্গে কোপি বিরোধ ইত্যাশয়েনাহ যথেচ্ছসীতি ॥ ১১ ॥

কুতোন বিরোধ ইতি চেৎ মনঃকল্পনামাত্রত্বেনাসত্যত্বাদিত্যাশয়েনাহ বিবিধেতি। হে উত্তমকরণানাং বাহ্যাভ্যন্তরাণাং জালকমিব বন্ধনভূতম্। আহিতেন আসঙ্গেন মোহনং যদিদং জাগতং দৃশ্যজাতমুত্থিতং তদখিলং

তদখিলং নিজচেতসি বিভ্রমঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানে দশজগদ্বর্ণনং নাম
সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

তেষাং নিজচেতসি স্বচিত্তে ;বিভ্রমোভ্রান্তিমাত্রং ন বস্তুসদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণা ভানুরিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণোমম।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ তুষ্ণীমেব বভূব সঃ ॥ ১ ॥
তত উক্তং ময়া তস্য চিরং সঞ্চিন্ত্য চেতসা।
ভানো ভানো বদাশু ত্বং কিমন্যৎ সংসৃজাম্যহম্ ॥ ২ ॥
এতানি দশ বিদ্যন্তে কিল যত্র জগন্তি বৈ।
তত্রাস্যোমম সর্গেণ কোর্থঃ কথয় ভাস্কর ॥ ৩ ॥
ইত্যুক্তোথ ময়া ভানুঃ সঞ্চিন্ত্য সুচিরং ধিয়া।
ইদমত্র বচোযুক্তমুবাচ স মহামুনে ॥ ৪ ॥

ভানুরুবাচ।

নিরীহস্য নিরিচ্ছস্য কোর্থঃ সর্গেণ তে প্রভো।
বিনোদমাত্রমেবেদং সৃষ্টিস্তব জগৎপতে ॥ ৫ ॥
নিষ্কামাদেব ভবতঃ সর্গঃ সম্পাদ্যতে প্রভো।
অর্কাদিব জলাদিত্যপ্রতিবিম্বমিবাধিয়ঃ ॥ ৬ ॥

ইহ ধাতুরনাসক্ত্যা সর্গসিদ্ধিরুদীর্য্যতে।
মনসা দৃঢ়সিদ্ধস্য তথান্যৈরনিবর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

উক্তাং কথামুপসংহরতি ব্রহ্মাণ ইতি। ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠেতি ভানুকৃতং ব্রহ্মসম্বোধনং ব্রহ্মকৃতং বশিষ্ঠসম্বোধনঞ্চ। তে দশ ব্রহ্মাণঃ প্রাগুক্তা ব্রাহ্মণা এব নান্যে ইতি স ভানুর্ব্রহ্মণোমম পুর উক্ত্বা তুষ্ণীমেব বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১॥

ভানো ভানো ইত্যাদরাদ্বিরুক্তিঃ ॥ ২ ॥

কোর্থঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩ ॥

যুক্তং মৎপ্রশ্নোচিতম্ ॥ ৪-৫ ॥

অর্কাৎ জলাদিত্যাত্মকং প্রতিবিম্বমিব। অধিয়ো নির্ম্মনস্কাৎ ॥ ৬ ॥

শরীরসন্নিবেশস্য ত্যাগে রাগে চ তে যদা।
নিষ্কামোভগবন্ ভাবো নাভিবাঞ্ছতি নোজ্ঝতি ॥ ৭ ॥
সৃজসীদং তথা দেব বিনোদায়ৈব ভূতপ।
পুনঃ সংহৃত্য সংহৃত্য দিনং দিনপতির্যথা ॥ ৮ ॥
তব নিত্যমসংসক্তং বিনোদায়ৈব কেবলম্।
ইদং কর্ত্তব্যমেবেতি জগৎ ন তূদ্যমেচ্ছয়া ॥ ৯ ॥
সৃষ্টিঞ্চেৎ ন করোষি ত্বং মহেশ পরমাত্মনঃ।
নিত্যকর্ম্মপরিত্যাগাৎ কিমপূর্ব্বমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
যথাপ্রাপ্তং হি কর্ত্তব্যমসক্তেন সদা সতা।
মুকুরেণাকলঙ্কেন প্রতিবিম্বক্রিয়া যথা ॥ ১১ ॥
যথৈব কর্ম্মকরণে কামনা নাস্তি ধীমতাম্।
তথৈব কর্ম্মসন্ত্যাগে কামনা নাস্তি ধীমতাম্ ॥ ১২ ॥
অতঃ সুষুপ্তোপময়া ধিয়া নিষ্কাময়া তয়া।
সুষুপ্তবুদ্ধসময়া কুরু কার্য্যং যথাগতম্ ॥ ১৩ ॥
সর্গৈরথেন্দুপুত্রাণাং তোষমেষি জগৎপ্রভো।

সর্গে নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢ়য়তি শরীরেতি। শরীরাত্মকস্বাবয়বসন্নিবেশস্য ত্যাগে রাগে অহমভিমানেন স্বীকৃত্য রঞ্জনে চ তে ভাবো-নিষ্কামঃ ॥ ৭ ॥

দিনং দিনপতির্যথা সৃজতি তথা সৃজসি ॥ ৮ ॥

কর্ত্তব্যং সর্গার্হম্। উদ্যমঃ স্বার্থাভিলাষেণোদ্যোগস্তদিচ্ছয়া তু ন ॥ ৯ ॥

আত্মনঃ স্বস্য নিত্যকর্ম্মপরিত্যাগাৎ পরমন্তদপূর্ব্বমদৃষ্টং কিমবাপ্স্যসি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তর্হি কিমুপরমোযুক্তো নেত্যাহ। যথাপ্রাপ্তমিতি ॥ ১১ ॥

অপ্রাপ্তকরণ ইব প্রাপ্তত্যাগেঽপি হেত্বভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

পরমার্থতোঽকরণাৎ সুষুপ্তোপময়া প্রতীতিতঃ করণাত্তু সুষুপ্তের্বুদ্ধঃ স্বপ্ন স্তৎসময়া ॥ ১৩ ॥

তদেতে তোষয়িষ্যন্তি তং ত্বাং সর্গাৎ সুরেশ্বর ॥ ১৪ ॥
চিত্তনেত্রৈর্ভবানেতান্ সর্গানস্যস্য নো দৃশা ।
অবশ্যং চক্ষুষা সর্গং সৃষ্টমিত্যেব বেত্তি কঃ ॥ ১৫ ॥
যেনৈব মনসা সর্গো নির্ম্মিতঃ পরমেশ্বর ।
স এব মাংসনেত্রেণ তং পশ্যতি হি নেতরঃ ॥ ১৬ ॥
ন চৈতান্ দশ সংসারান্ দশ নীরজসম্ভবান্ ।
কশ্চিন্নাশয়িতুং শক্তশ্চিত্তদার্ঢ্যাচ্চিরস্থিতান্ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্যৎ ক্রিয়তে তদ্রোদ্ধুং কিল যুজ্যতে ।
ন মনোনিশ্চয়কৃতং কশ্চিদ্রোধয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ১৮ ॥
যো বদ্ধপদতাং যাতো জন্তোর্ম্মনসি নিশ্চয়ঃ ।
স তেনৈব বিনা ব্রহ্মন্নান্যেন বিনিবার্য্যতে ॥ ১৯ ॥
বহুকালং যদভ্যস্তং মনসা দৃঢ়নিশ্চয়ম্ ।
শাপেনাপি ন তস্যাস্তি ক্ষয়োনষ্টেপি দেহকে ॥ ২০ ॥

কিঞ্চৈতৈরৈন্দবসর্গৈস্তুঃ স্বপুত্রপৌত্রাদীনাং সম্পদ্বৃদ্ধিদর্শনাদিব যদি তোষমেষি তং তর্হি এতে ঐন্দবা অগ্রেঽপি সর্গাৎ তং তোষশীলং ত্বাং তোষয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অস্তু তোষস্তথাপি মৎসর্গত্বেন কুতো ন গতার্থস্তত্রাহ চিত্তনেত্রেণেতি। ভবান্ অস্যস্য সর্গং চিত্তরূপেণ নেত্রেণ পশ্যতি দৃশা চক্ষুষা তু নো পশ্যতি। কস্তৎস্রষ্টা তু স্বকৃতং সর্গং ময়েদং সৃষ্টমিতি চক্ষুষৈবাবশ্যং বেত্তি অতস্তে স্বচক্ষুর্দর্শনার্হঃ সর্গো নান্যেন গতার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তর্হ্যৈন্দবকৃতসর্গ এব ময়া চক্ষুষা দ্রষ্টব্যস্তত্রাহ যেনৈবেতি ॥ ১৬ ॥

যদ্যেবং তর্হি বৃথা মন্মনসা দৃষ্টো হ্যয়মৈন্দবসর্গো মৎপ্রতিকূল এবেতি ময়া নাশনীয়স্তত্রাহ ন চৈতানিতি। দশৈতান্ সংসারান্ তৎকর্তৄন্ দশ নীরজসম্ভবান্ পদ্মজান্ বা কশ্চিন্নাশয়িতুং শক্তঃ ॥ ১৭ ॥

রোদ্ধুং রোধয়িতুমিত্যনয়োর্নাশয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বদ্ধপদতাং রূঢ়মূলতাম্ ॥ ১৯ ॥

শাপেন তর্হি স ময়া নিরসনীয়স্তত্রাহ বহুকালমিতি ॥ ২০ ॥

যদ্বদ্ধপীঠমভিতোমনসি প্ররূঢ়ং
তদ্রূপমেব পুরুষোভবতীহ নান্যৎ।
তদ্বোধনাদিতরমত্র কিলাভ্যুপায়ং
শৈলৌঘসেকমিব নিষ্ফলমেব মন্যে॥ ২১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানে ঐন্দবনিশ্চয়কথনং নাম
অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥
ঐন্দবোপাখ্যানং সম্পূর্ণম্।

বদ্ধপীঠং স্থিরীভূতম্। অতএব হি মূঢ়ানাং সংসারনিবারণে তদ্বোধন-মেবোপায়ো ন বরশাপাদিরন্য ইত্যাহ তদ্বোধনাদিতি। শৈলৌঘানাং শিলাশকলসমূহানামঙ্কুরোদয়েচ্ছয়া সেকমিব নিষ্ফলমেবাহহং মন্যে॥ ২১॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৮॥

একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

ভানুরুবাচ।

মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষঃ পরঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম্ ॥১॥
সামান্যব্রাহ্মণা ভূত্বা মনোভাবনয়া কিল।
ঐন্দবা ব্রহ্মতাং যাতা মনসঃ পশ্য শক্ততাম্ ॥ ২
মনসা ভাব্যমানোহি দেহতাং যাতি দেহকঃ।
দেহভাবনয়াঽযুক্তো দেহধর্ম্মৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৩ ॥
বাহ্যদৃষ্টির্হি নিয়তং সুখদুঃখাদি বিন্দতি।
নান্তর্ম্মুখতয়া যোগি-দেহে বেত্তি প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ৪
মনঃকারণকং তস্মাজ্জগদ্বিবিধবিভ্রমম্।
ইন্দ্রস্যাহল্যয়া সার্দ্ধং বৃত্তান্তোঽত্র নিদর্শনম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কাহল্যা ভগবন্ ভানো কোবাত্রেন্দ্রস্তমোনুদ।
যয়োরুদন্তশ্রবণে পাবনী স্থষ্টিরেতি হি ॥ ৬ ॥

মনসোবদ্ধপীঠস্য পরৈর্যন্ত্রৈরচাল্যতা।
ইন্দ্রাহল্যামনোবৃত্তিকথয়াত্র প্রকাশ্যতে ॥ ১ ॥

সমষ্টিভাবাপন্নং মন এব পরঃ পুরুষো হিরণ্যগর্ভঃ ॥ ১-২ ॥

দেহভাবনয়া অযুক্ত ইতি চ্ছেদঃ। মুক্ত ইতি পাঠঃ স্পষ্টঃ। দেহধর্ম্মৈর্জন্মমরণাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

বাহ্যে দৃষ্টির্দেহাদাবাত্মাত্মীয়দৃষ্টির্যস্য সঃ ॥ ৪ ॥

বক্ষ্যমাণকথাং বক্তুমুক্তমুপসংহরতি মনঃকারণকমিতি ॥ ৫ ॥

উদন্তোবৃত্তান্তস্তস্য শ্রবণে সতি ॥ ৬ ॥

ভানুরুবাচ।

শ্রূয়তে হি পুরা দেব মাগধেষু মহীপতিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতিখ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্ন ইবাপরঃ ॥ ৭ ॥
তস্যেন্দুবিম্বপ্রতিমা ভার্য্যা কমললোচনা।
অহল্যানাম তত্রাসীচ্ছশাঙ্কস্যেব রোহিণী ॥ ৮ ॥
তস্মিন্নেব পুরে ষিঙ্গঃ ষিঙ্গপ্রকরশেখরঃ।
ইন্দ্রনামাপরঃ কশ্চিদ্ধীমান্ বিপ্রকুমারকঃ ॥ ৯ ॥
অহল্যা পূর্ব্বমিন্দ্রস্য বভূবেষ্টেত্যহল্যয়া।
শ্রুতং রাজমহিষ্যাথ কথাপ্রস্তাবতঃ কচিৎ ॥ ১০ ॥
আকর্ণ্যৈবমহল্যা সা বভূবেন্দ্রানুরাগিণী।
অহল্যাং মাং স নো কস্মাৎ সঙ্কোভ্যেতীত্যথোৎসুকা॥১১॥
মৃণালভারকদলী পল্লবাস্তরণেষু সা।
অতপ্যত ভৃশং বালা লতা লূনা বনেষ্বিব ॥ ১২ ॥
খেদমাপ সমগ্রাসু তাসু ভূপবিভূতিষু।
মৎসী নিদাঘতপ্তাসু পরিলোলা স্থলীষ্বিব ॥ ১৩ ॥
অয়মিন্দ্রোয়মিন্দ্রশ্চেত্যেবং জাতপ্রলাপয়া।
লজ্জাপি হি তয়া ত্যক্তা বৈবশ্যমনুযাতয়া ॥ ১৪ ॥

অপরঃ পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রদ্যুম্ন ইব ॥ ৭-৮ ॥

ষিঙ্গোবিটঃ (শৃঙ্গার=লম্পটঃ)। ষিড়্গ ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ধীমান্ বিটবিদ্যাকুশলঃ ॥ ৯ ॥

অহল্যা গৌতমপত্নী ॥ ১০ ॥

স ইন্দ্রঃ সক্ত আসক্তঃ সন্ কুতোনো এতি নাগচ্ছতীত্যুৎসুকা উৎকণ্ঠিতা ॥ ১১-১২ ॥

নিদাঘেন গ্রীষ্মেণ তপ্তাসু স্থলীষু পরিলোলা মৎসীব। সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যমৎস্যানাং য উপধায়া ইতি যলোপঃ ॥ ১৩ ॥

তথা লজ্জাপি ত্যক্তা। অনুযাতয়া অনুসৃতয়া ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ত্তয়া ঘনস্নেহমথ তস্যা বয়স্যয়া ।
উক্তং তয়া প্রিয়েবিঘ্নমিন্দ্রমভ্যানয়াম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
ইষ্টং তবানয়ামীতি শ্রুত্বা বিকসিতেক্ষণা ।
পপাত পাদয়োঃ সখ্যা নলিন্যা নলিনী যথা ॥ ১৬ ॥
ততঃ প্রয়াতে দিবসে সমায়াতে নিশাগমে ।
সা বয়স্যা তমিন্দ্রাখ্যং যযৌ দ্বিজকুমারকম্ ॥ ১৭ ॥
বোধয়িত্বা যথাযুক্তং সা তমিন্দ্রমথাঙ্গনা ।
অহল্যানিকটং রাত্র্যামানয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৮ ॥
ততঃ সা তেন যিঙ্গেন সহেন্দ্রেণ রতিং যযৌ ।
কস্মিংশ্চিৎ সদনে গুপ্তে বহুমাল্যবিলেপনা ॥ ১৯ ॥
হারাঙ্গদমনোজ্ঞেন তরুণী তেন সা তদা ।
রতেনাবর্জ্জিতা বল্লী রসেন মধুনা যথা ॥ ২০ ॥
ততস্তদনুরক্তা সা পশ্যন্তী তন্ময়ং জগৎ ।
ন সমস্তগুণাকীর্ণম্ভর্ত্তারং বহ্বমন্যত ॥ ২১ ॥
কেনচিত্ত্বথ কালেন তস্যা ইন্দ্রানুরাগিতা ।
সা জ্ঞাতা রাজসিংহেন তন্মুখব্যোমচন্দ্রিকা ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রং [illegible] ভাবভঙ্গ্যা বিরাজতে ।
মুখং পূর্ণেন চন্দ্রেণ প্রবুদ্ধমিব কৈরবম্ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রোপি চ তদা সক্তসমস্তকরণাকুলঃ ।
ন তিষ্ঠতি ক্ষণমহো তয়া বিরহিতঃ ক্বচিৎ ॥ ২৪ ॥

অথানন্তরং তস্যা বয়স্যয়া এবম্বিধাং দৃষ্ট্বা আর্ত্তয়া তয়া ইতি উক্তম্। হে প্রিয়ে সখি অহমিন্দ্রমভিমুখমবিঘ্নং যথাস্যাৎ তথা আনয়ামি ॥ ১৫ ॥

নলীনী পদ্মিনী ম্লানা অস্বস্থা নলিন্যা মূলে যথা পততি তদ্বৎ ॥১৬-১৭-১৮-১৯॥

রতেন সুরতোচিতক্রীড়নেন আবর্জ্জিতা বশীকৃতা মধুনা বসন্তেন ॥২০-২১॥

তন্মুখব্যোম্নশ্চন্দ্রিকেব প্রকাশহেতুঃ ॥ ২২ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ ইন্দ্রমিতি ॥ ২৩-২৪ ॥

অথাতিসুঘনস্নেহনিরাবরণচেষ্টয়োঃ।
তয়োরনয়বৃত্তান্তো রাজ্ঞাকর্ণি কটুব্যথঃ॥ ২৫॥
এবমন্যোন্যমাসক্তং ভাবমালক্ষ্য ভূপতিঃ।
চকার বহুভির্দ্দণ্ডৈঃ স দ্বয়োরথ শাসনম্॥ ২৬॥
তাবুভাবপি সন্ত্যক্তৌ হেমন্তে সলিলাশয়ে।
তুষ্টৌ জহসতুস্তত্র ন খেদং সমুপাগতৌ॥ ২৭॥
অপৃচ্ছত ততোরাজা খিন্নৌ স্থো ন তু দুর্ম্মতী।
তাবূচতুর্মহীপালং জলাশয়সমুদ্ধৃতৌ॥ ২৮॥
সংস্মৃত্যাবামিহান্যোন্যমুখকান্তিমনিন্দিতাম্।
আত্মানং ন বিজানীবো রূঢ়ভাবং পরস্পরম্॥ ২৯॥
শাসনেষু চ যৎ সঙ্গো নিঃশঙ্কস্তেন হর্ষিতৌ।
মুহ্যাবো ন মহীপাল স্বাঙ্গৈরপি বিকর্ত্তিতৈঃ॥ ৩০॥
ততোভ্রাষ্ট্রে পরিক্ষিপ্তাবখিন্নাবেবমেব তৌ।
ঊচতুর্মুদিতাত্মানাবন্যোন্যস্মৃতিহর্ষিতৌ॥ ৩১॥
গ্রথিতৌ গজপাদেষু ন খিন্নাবেব সংস্থিতৌ।

অতিশয়িতেন সুঘনেন নিরন্তরেণ চ স্নেহেন নিরাবরণা অপ্রচ্ছন্না-চেষ্টা যয়োস্তয়োঃ। কট্বী দুঃসহা ব্যথা যস্মাৎ সঃ॥ ২৫॥

শাসনং পীড়নম্॥ ২৬॥

তদেব বিশিষ্য দর্শয়তি তাবিত্যাদিনা। তত্র লৌকিকেঽসত্যে কুৎসিতেপি বিষয়ে চিত্তস্থৈর্য্যে যদা ন দুঃখং সুখসম্পত্তিশ্চ তদা পরমাত্মনি তৎস্থৈর্য্যে তৎপ্রসক্তিসম্ভাবনাপি দূরং নিরস্তা নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তিশ্চ স্বতঃ সিদ্ধেতি তাৎপর্য্যরহস্যং সূচয়ংস্তয়োশ্চিত্তস্থৈর্য্যফলদ্বয়ং প্রপঞ্চয়তি তুষ্টাবিত্যাদিনা॥ ২৭-২৮॥

আত্মানং স্বদেহম্। রূঢ়ভাবমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্॥ ২৯॥

যৎ যস্মাদাবয়োঃ সঙ্গো মনঃসম্বন্ধো নিঃশঙ্কো ভেদশঙ্কাশূন্যস্তেন হেতুনা শাসনেষু ত্বৎকৃতেষু পীড়নেষু হর্ষিতৌ স্বো ন মুহ্যাবশ্চ॥ ৩০॥

এবমেবোচতুর্ভূপমন্যোন্যস্মৃতিহর্ষিতৌ ॥ ৩২ ॥
কশাহতাবথিন্নৌ তা-বেবমেব কিলোচতুঃ।
অন্যস্মাচ্ছাসনাদ্রাজ্ঞা কল্পিতাচ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৩ ॥
উদ্ধৃতাবূচতুঃ পৃষ্টৌ তমেবার্থং পুনঃপুনঃ।
উবাচেন্দ্রোমহীপালং জগন্মে দয়িতাময়ম্ ॥৩৪ ॥
ন শাতনানি ত্বঃখানি বাধন্তে কিঞ্চিদেব মে।
অস্যাশ্চৈব জগৎ রাজন্ সর্ব্বং মন্ময়মেব চ ॥ ৩৫ ॥
তেনান্যশাসনাদ্দুঃখং কিঞ্চিদেব ন বিদ্যতে।
মনোমাত্রমহং রাজন্ মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রপঞ্চমাত্রমেবায়ং দেহোদৃশ্যত এব হি।
সমকালপ্রযুক্তেন সহসা দণ্ডরাশিনা ॥ ৩৭ ॥
বীরং মনোভেদয়িতুং মনাগপি ন শক্যতে।
কা নাম তা মহারাজ কীদৃশ্যঃ কস্য শক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
যাভির্মনাংসি ভিদ্যন্তে দৃষ্টনিশ্চয়বন্ত্যপি।
বৃদ্ধিমায়াতু বা দেহো যাতু বা বিশরারুতাম্ ॥ ৩৯ ॥
ভাবিতার্থাভিপতিতং মনস্তিষ্ঠতি পূর্ব্ববৎ।
ইষ্টেঽর্থে চিরমাবিষ্টং দধানং তৎ স্থিতং মনঃ ॥ ৪০ ॥
ভাবাভাবাঃ শরীরস্থা নৃপ শক্তা ন বাধিতুম্।

এবং পূর্ব্বোক্তরীত্যৈবোচতুঃ ॥ ৩১-৩২-৩৩-৩৪ ॥

দুঃখানি দুঃখহেতূন্যপি শরীরশাতনানি কিঞ্চিন্ন বাধন্ত এবেতি যোজনা ॥৩৫॥

অন্যশাসনাদন্যস্মাৎ পীড়নাদপি। ন বিদ্যতে আবয়োরিতি শেষঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রপঞ্চঃ কল্পিতোবিস্তারোমনস এবেত্যর্থঃ। মন এব তর্হি দণ্ডৈর্ভেৎস্যামি তত্রাহ সমকালেতি। সমশব্দ একপরঃ ॥ ৩৭ ॥

বীরং ইষ্টার্থস্থৈর্য্যশূরম্ ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্টোঽনুভূয়মানস্তত্ত্বাবাপত্তিপর্য্যন্তো নিশ্চয়ো দৃষ্টনিশ্চয়স্তদ্বন্ত্যপি মনাংসি। বিশরারুতাং বিশীর্ণতাম্ ॥ ৩৯ ॥

ভাবিতং তীব্রবেগেন মনসা যন্মহীপতে ॥ ৪১ ॥
তদেব পশ্যত্যচলং ন শরীরবিচেষ্টিতম্।
ন কাশ্চন ক্রিয়া রাজন্ বরশাপাদিকা অপি ॥ ৪২ ॥
তীব্রবেগেন সম্পন্নং শক্তাশ্চালয়িতুং মনঃ।
তীব্রবেগেন সংযুক্তং পুরুষা হ্যভিবাঞ্ছিতাৎ ॥ ৪৩ ॥
মনশ্চালয়িতুং শক্তা ন মহাদ্রিং মৃগা ইব।
মমেয়মসিতাপাঙ্গী মনঃকোশে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪৪ ॥
দেবাগারে মহোৎসেধে দেবী ভগবতী যথা।
ন দুঃখমনুগচ্ছামি প্রিয়য়া জীবরক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥
গিরিগ্রীষ্মদশাদাহং লগ্নয়েবাব্দমালয়া।
যত্র যত্র যথা রাজংস্তিষ্ঠাম্যভিপতামি বা ॥ ৪৬ ॥
তত্রেষ্টসঙ্গমাদন্যৎ কিঞ্চিন্নানুভবাম্যহম্।
অহল্যা দয়িতা নাম্না মনসেন্দ্রাভিধং মনঃ ॥ ৪৭ ॥
সংসক্তমিদমায়াতি ন স্বভাবাদৃতে পরম্।
এককার্য্যনিবিষ্টং হি মনোধীরস্য ভূপতে ॥ ৪৮ ॥
ন চাল্যতে মেরুরিব বরশাপবলৈরপি।
দেহোহি বরশাপাভ্যামন্যত্বমিব গচ্ছতি।

আবিষ্টমভিনিবেশং দধানম্ ॥ ৪০-৪১ ॥

অচলং স্থিরম্ ॥ ৪২ ॥

তীব্রবেগেন দৃঢ়াভিনিবেশেন। অভিবাঞ্ছিতাৎ ইষ্টার্থাৎ চালয়িতুম্ ॥ ৪৩-৪৪-৪৫-৪৬ ॥

ইষ্টসঙ্গমাদভিলষিতার্থলাভাদন্যৎ কিঞ্চিদণুমাত্রমপি নানুভবামি। তথাচ মন এব বেষয়েন দৃঢ়সঙ্গতং স্বভাবাৎ স্বভাবান্তরং বরশতৈরপি গময়িতুমশক্যমিত্যাশয়েনাহ অহল্যেতি ॥ ৪৭ ॥

এককার্য্যনিবিষ্টমেকাগ্রম্। পরং বিষয়ান্তরম্ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্ববিক্ষেপবিজিগীষুতয়া স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

নন্বু ধীরং মনোরাজন্ বিজিগীষুতয়া স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

এতানি চাত্র মনসাং ন চ কারণানি
রাজন্ শরীরশকলানি বৃথোত্থিতানি।
চেতোহি কারণমমীষু শরীরকেষু
বারীব সর্ব্ববনখণ্ডলতা রসেষু ॥ ৫০ ॥
আদ্যং শরীরমিহ বিদ্ধি মনোমহাত্মন্
সঙ্কল্পিতোজগতি তেন শরীরসঙ্ঘঃ।
আদ্যং শরীরমধিতিষ্ঠতি যত্র যত্ত-
দ্ভৃশং ফলতি নেতরদস্য পুংসঃ ॥ ৫১ ॥
মুখ্যাঙ্কুরং সুভগ বিদ্ধি মনোহিপুংসো
দেহান্ততঃ প্রবিসৃতাস্তরুপল্লবাভাঃ।
নষ্টেঙ্কুরে পুনরুদেতি ন পল্লবশ্রী
র্নৈবাঙ্কুরঃ ক্ষয়মুপৈতি দলক্ষয়েষু ॥ ৫২ ॥
দেহে ক্ষতে বিবিধদেহগণং করোতি
স্বপ্নাবনাবিব নবং নবমাশু চেতঃ।
চিত্তে ক্ষতে তু ন করোতি হি কিঞ্চিদেব

নন্বু দেহ এব মনসঃ কারণং দেহপীড়নে কুতোন পীড্যতে তত্রাহ এতানীতি। এতানি পরিদৃশ্যমানানি প্রাণিনাং শরীরলক্ষণানি শকলানি কল্পনৈকদেশা মনসাং ন কারণানি কিন্তু চেতোমন এবামীষু শরীরকেষু কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আদ্যং আত্মনঃ প্রথমভোগায়তনম্। অধিতিষ্ঠতি অহমিত্যভিমানেনা-বির্ভবতি। তেনাধিষ্ঠানেন তত্তচ্ছরীরাদ্যাকারং ফলতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ মুখ্যাঙ্কুরমিতি ॥ ৫২ ॥

অতএব দেহনাশেপি পুনঃপুনর্দ্দেহোদ্ভবশ্চিত্তনাশে তু কৈবল্যমেব ন পুনর্ভব ইতি প্রসিদ্ধমিত্যাহ দেহ ইতি। ততশ্চিত্তলক্ষণং রত্নং সর্ব্বার্থ-হেতুভূতং চিন্তামণিং সময়ুপালয় পরমপুরুষার্থসমাধানেন রক্ষ ন তুচ্ছক্রোধা-

দেহস্ততঃ সমনুপালয় চিত্তরত্নম্ ॥ ৫৩ ॥
দিশি দিশি হরিণাক্ষীমেব পশ্যামি রাজন্
প্রিয়যুবতিমনস্থাম্নিত্যমানন্দিতোস্মি।
তব পুরপ্রকৃতীনাং যৎফলং দুঃখদায়ি
ক্ষণমথ সুচিরং তৎ তন্ন পশ্যামি কিঞ্চিৎ ॥৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রাহল্যাখ্যানে কৃত্রিমৈন্দ্রবাক্যং নামৈকোন নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

দিবশতয়া বিনাশয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

উক্তার্থং পিণ্ডীকৃত্যায়ুদ্যোপসংহরন্ দণ্ডনপ্রযত্নবৈকল্যমাহ দিশি দিশীতি। তব পুরস্ত তদন্তর্গতপ্রকৃতীনাং সেবকাদিপ্রজানাং বা মধ্যে যৎ মম দুঃখদায়ি কশাশস্ত্রঘাতাদি যচ্চ তৎফলং দুঃখং তত্তৎ কিঞ্চিৎ ক্ষণকালমথবা সুচিরং ন পশ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫৪

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একোননবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমঃ সর্গঃ।

ভানুরুবাচ।

অথেন্দ্রেণৈবমুক্তোসৌ রাজা রাজীবলোচনঃ।
মুনিং ভরতনামানং পার্শ্বসংস্থমুবাচ হ॥ ১॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পশ্যামি সুহৃরাত্মনঃ।
ভৃশমস্য মুখে স্ফারং ধার্ষ্ট্যং মন্দারহারিণঃ॥ ২॥
পাপানুরূপমস্যাশু শাপং দেহি মহামুনে।
যদবধ্যবধাৎ পাপং বধ্যত্যাগাৎ তদেব হি॥ ৩॥
ইত্যুক্তোরাজসিংহেন ভরতোমুনিসত্তমঃ।
যথাবৎ প্রবিচার্য্যাশু পাপং তস্য দুরাত্মনঃ॥ ৪॥
সহানয়া দুষ্কৃতিন্যা ভর্ত্তৃদ্রোহাভিভূতয়া।
বিনাশং ব্রজ দুর্ব্বদ্ধে ইতি শাপং বিসৃষ্টবান্॥ ৫॥
ততস্তৌ রাজভরতৌ প্রত্যূচতুরিদং বচঃ।
সুহৃর্ম্মতী যুবাং যাভ্যাং ক্ষপিতং দুশ্চরং তপঃ॥ ৬॥

ভরতস্য মুনেঃ শাপান্নষ্টয়োরপি দেহয়োঃ।
ন মানসী তন্ময়তা তয়োর্নষ্টেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১॥

রাজীবং পদ্মমিব লোচনে যস্য॥ ১॥

অস্যেন্দ্রস্য মুখে। স্ফারং প্রচুরম্॥ ২॥

বধ্যস্য বধার্হস্য ত্যাগাদবধাদপি তদেব পাপং ভবতীতি হি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ৩-৪॥

অনয়া অহল্যয়া সহ। বিনাশং মৃত্যুম্॥ ৫॥

রাজভরতৌ প্রতি ইদং বচ উচতুঃ॥ ৬॥

অনেন শাপদানেন কিঞ্চিন্নভবতি নাবয়োঃ।
দেহে নষ্টে ন নৌ কিঞ্চিন্নশ্যতি স্বান্তরূপয়োঃ ॥ ৭ ॥
স্বান্তং হি ন হি কেনাপি শক্যতে নাশিতুং ক্বচিৎ।
সূক্ষ্মত্বাচ্চিন্ময়ত্বাচ্চ তুর্লক্ষ্যত্বাচ্চ বিদ্ধি নৌ ॥ ৮ ॥

ভানুরুবাচ।

সুঘনস্নেহসম্বন্ধমনস্কাবেব শাপতঃ।
পতিতৌ ভূতলে বৃক্ষ-বিচ্যুতাবিব পল্লবৌ ॥ ৯ ॥
অথ ব্যসনসংসক্তৌ মৃগযোনিমুপাগতৌ।
ততোদ্বাবপি সংসক্তৌ ভূয়োজাতৌ বিহঙ্গমৌ ॥ ১০ ॥
অথাস্মাকং বিভো সর্গে মিথস্সম্বন্ধভাবনৌ।
তপঃপরৌ মহাপুণ্যৌ জাতৌ ব্রাহ্মণদম্পতী ॥ ১১ ॥
ভারতোপি তয়োঃ শাপঃ স সমর্থোবভূব হ।
শরীরমাত্রাক্রমণে ন মনোনিগ্রহে প্রভো ॥ ১২ ॥
তাবদ্যাপি হি তেনৈব মোহসংস্কারহেতুনা।
যত্র যত্র প্রজায়েতে ভবতস্তত্র দম্পতী ॥ ১৩ ॥

অকৃত্রিমপ্রেমরসাম্বুবিদ্ধং
স্নেহং তয়োস্তং প্রতি বীক্ষ্য কান্তম্।
বৃক্ষা অপি প্রেমরসাম্বুবিদ্ধাঃ

নৌ আবয়োঃ কিঞ্চিদপি ন নশ্যতি। তত্র হেতুঃ। স্বান্তরূপয়োরিতি ॥ ৭ ॥
নাশিতুং নাশয়িতুম্। সেটি ণিলোপঃছান্দসঃ। পরৈর্দুর্লক্ষ্যত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥
পতিতৌ মৃতাবিতি যাবৎ ॥ ৯ ॥
ব্যসনেন দৃঢ়বিষয়রাগেণ সংসক্তৌ বদ্ধৌ ॥ ১০ ॥
অথ বহুজন্মপরম্পরানন্তরম্। অস্মাকং সর্গে অস্মদীয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১১ ॥
ভারতো ভরতেন দত্তঃ শাপস্তয়োঃ শরীরমাত্রস্তাক্রমণে নাশে সমর্থো-
বভূব ন তু মনোনিগ্রহে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৩ ॥

শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিতা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কৃত্রিমেন্দ্রাহল্যানুরাগোনাম নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

বৃক্ষা অপি শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিতা ভবন্তি কিং পুনরন্যে ইত্যাতিশয়োক্তিঃ ॥১৪॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমঃ সর্গঃ।

ভাস্তুরুবাচ।

তেনৈতদ্বচ্মি ভগবন্ যথাকালং মনোমুনে।
অনিগ্রাহ্যমভেদ্যঞ্চ শাপৈরপি দুরাসদৈঃ ॥ ১ ॥
ঐন্দবানামতঃ সৃষ্টিক্রমাণাং প্রবিনাশনম্।
যুজ্যতে ন চ তদ্ব্রহ্মন্ যুক্তমেতন্মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
কিং তদস্তি জগত্যস্মিন্ বিবিধেষু জগৎসু চ।
তবাপি নাথনাথস্য যদ্দৈন্যায় মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
যন্মনোনিশ্চয়কৃতং তদ্দ্রব্যৌষধিদণ্ডনৈঃ ॥ ৪ ॥
হর্তুং ন শক্যতে জন্তোঃ প্রতিবিম্বং মণেরিব।
তস্মাদেতেত্র তিষ্ঠন্তু ভাস্বরৈঃ সর্গসম্ভ্রমৈঃ ॥ ৫ ॥
ত্বং সৃষ্ট্বেহ প্রজাস্তিষ্ঠ বুদ্ধ্যাকাশোহ্যনন্তকঃ।
চিত্তাকাশশ্চিদাকাশ আকাশশ্চ তৃতীয়কঃ ॥ ৬ ॥
অনন্তাস্ত্রয় এবৈতে চিদাকাশপ্রকাশিতাঃ।

ইহ ভানুং মনুং কৃত্বা ধাতুঃ সর্গো নিরূপ্যতে।
মনোমাত্রবিলাসত্বং বিশ্বস্যৈন্দবসর্গবৎ ॥ ১ ॥

তেন ভারতঃ শাপেন মনোনিগ্রহে সমর্থোঽবভূবেত্যুক্তেন হেতুনা ॥ ১ ॥

অতোহেতোরৈন্দবানাং সৃষ্টিক্রমাণাং প্রবিনাশনং ত্বয়া কর্ত্তুং ন যুজ্যতে ন পার্য্যতে মহাত্মনস্তব তদ্যুক্তমুচিতঞ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি বৃথা মম সর্গঃ স্যাদিতি দৈন্যমাশঙ্ক্যাহ কিং তদিতি ॥ ৩-৪ ॥

এতে ঐন্দবাঃ ॥ ৫ ॥

ক তর্হি মৎসর্গস্যাবকাশস্তত্রাহ ত্বমিতি। ইহ স্বচিত্তাকাশে। অনন্তং বৈ মন ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ। প্রথমশ্চিদাকাশশ্চিদাভাসাকাশঃ ॥ ৬ ॥

একং দ্বৌ ত্রীন্ বহূন্ বাপি কুরু সর্গান্ জগৎপতে ॥ ৭ ॥
স্বেচ্ছয়াত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিং গৃহীতং তবৈন্দবৈঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

অথৈন্দবজগজ্জালে ভানুনৈবমুদাহৃতে ॥ ৮ ॥
ময়া সঞ্চিন্ত্য সুচিরমিদমুক্তং মহামুনে।
যুক্তমুক্তং ত্বয়া ভানো বিততং হি কিলাম্বরম্ ॥ ৯ ॥
মনশ্চ বিততং বাপি চিদাকাশশ্চ বিস্তৃতঃ।
তদযথাভিমতং সর্গং নিত্যকর্ম্ম করোম্যহম্ ॥ ১০ ॥
কল্পয়ামি বহূন্যাশু ভূতজালানি ভাস্কর।
তত্ত্বমেবাশু ভগবন্ প্রথমোমে মনুর্ভব ॥ ১১ ॥
কুরু সর্গং যথাকামং ময়া সমভিচোদিতঃ।
অথৈতৎ স মহাতেজা মম বাক্যং প্রভাকরঃ ॥ ১২ ॥
অঙ্গীকৃত্য দ্বিধাত্মানং চকার তপতাম্বর।
একেন প্রাক্তনেনাস্মিন্ বপুষা সূর্য্যতাং গতঃ ॥ ১৩ ॥
ব্যোমাধ্বগতয়া সর্গে ততান দিবসাবলিম্।
মন্মনুত্বং দ্বিতীয়েন কৃত্বা স্ববপুষা ক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥
সসর্জ্জ সকলাং সৃষ্টিং তাং তামভিমতাং মম ॥ ১৫ ॥

সাক্ষিকূটস্থচিদাকাশপ্রকাশিতাঃ। চিত্তাকাশে অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানাম-প্যবকাশোঽস্তি কিং পুনরেকস্তেত্যাশয়েনাহ একমিতি ॥ ৭-৮ ॥

অম্বরং প্রাগুক্তমাকাশচতুষ্টয়মপি ॥ ৯ ॥

তত্র দ্বয়োরেব সর্গাধারতা মুখ্যেত্যাশয়েনাহ মনশ্চেতি। চিদাকাশো-মনোবচ্ছিন্নঃ। ভূতাকাশস্ত স্বপ্রাতঃপাতাৎ ব্রহ্মাকাশস্তাসঙ্গতয়া সর্গাঽনা-ধারত্বাদিতি ॥ ১০ ॥

তৎ তস্মিন্ সর্গে প্রথমোমনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ ॥ ১১ ॥

সমভিচোদিতঃ আজ্ঞপ্তঃ সন্ ॥ ১২ ॥

তপতাম্বরেতি বশিষ্ঠসম্বোধনম্। অস্মিন্ ঐন্দবসর্গে ॥ ১৩-১৪-১৫ ॥

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং বশিষ্ঠ মনসোমুনে।
স্বরূপং সর্ব্বকর্তৃত্বঞ্চ শক্তত্বঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥
প্রতিভাসমুপায়াতি যদ্যদস্য হি চেতসঃ।
তত্তৎ প্রকটতামেতি স্থৈর্য্যং সফলতামপি ॥ ১৭ ॥
সামান্যব্রাহ্মণা ভূত্বা প্রতিভাসবশাৎ কিল।
ঐন্দবা ব্রহ্মতাং যাতা মনসঃ পশ্য শক্ততাম্ ॥ ১৮ ॥
যথা চৈন্দবজীবাস্তে চিত্তত্বাদ্ব্রহ্মতাং গতাঃ।
বয়ং তথৈব চিন্তাবাচ্চিত্তত্বাৎ ব্রহ্মতাং গতাঃ ॥ ১৯ ॥
চিত্তং হি প্রতিভাসাত্ম যচ্চ তৎ প্রতিভাসনম্।
তদিদং ভাতি দেহাদিস্বান্তং নান্যাস্তি দেহদৃক্ ॥ ২০ ॥
চিত্তমাত্মচমৎকারং তচ্চ তৎ কুরুতে স্বতঃ।
যথাবৎ সম্ভবং স্বাত্মন্যেবান্তর্ম্মরিচাদিবৎ ॥ ২১ ॥
তদেতচ্চিত্তবস্তাতমাতিবাহিকনামকম্।
তদেবোদাহরন্ত্যেবং দেহনাম্না ঘনভ্রমম্ ॥ ২২ ॥

উপসংহরতি এতদিতি। মহাত্মনোমনসঃ ॥ ১৬ ॥

সফলতাং ভোগব্যবহারপ্রয়োজকতামপি ॥ ১৭-১৮ ॥

স্বস্যাপি হিরণ্যগর্ভতা ঐন্দববন্মনস্তেবেত্যাহ যথেতি। চিন্তাবাচ্চিত্তত্বং প্রাপ্য চিত্তত্বাৎ ব্রহ্মতাং হিরণ্যগর্ভতাম্ ॥ ১৯ ॥

তদেব স্বান্তং মন এবাস্তি। দেহদৃক্ দেহপ্রতীতিশ্চিত্তাদন্যা নাস্তি ॥ ২০ ॥

আত্মনি স্বস্মিংশ্চমৎকারাঃ কল্পনা যস্য তথাবিধং ভবতি। আত্মচমৎকারত্বং বিবৃণোতি তচ্চ তৎ কুরুতে ইতি। তর্হি সর্ব্বেষাং মনস্তুল্যাং কুতোন কল্পয়তি তত্রাহ যথাবৎ সম্ভবমিতি। যথাবৎ কামকর্ম্মবাসনানুসারাৎ যাবৎ যদা সম্ভবতি তদা তাবদেবেত্যর্থঃ। যথা মরিচং কটুতয়েবান্তঃপরিণমতে নিম্বস্ত তিক্ততয়া দ্রাক্ষা মধুরতয়েতি স্বস্বসংস্কারাৎ ব্যবস্থিতং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অতএব দেবোহং মনুষ্যোহমিত্যাদিদেহনাম্না প্রতিনিয়তং জনা উদাহরন্তি নৈকরূপমিত্যাহ তদেতদিতি। চিত্তবস্তাতমাতিবাহিকনামকং সূক্ষ্ম-

কথ্যতে জীবনাম্নৈতচ্চিত্তং প্রতনুবাসনম্ ।
শান্তদেহচমৎকারং জীবং বিদ্ধি ক্রমাৎ পরম্ ॥ ২৩ ॥
নাহং ন চান্যদস্তীহ চিত্রং চিত্তমিদং স্থিতম্ ।
বশিষ্ঠৈন্দবসম্বিদ্বদসৎ সত্তামিবাগতম্ ॥ ২৪ ॥
যথৈন্দবমনোব্রহ্মা তথৈবায়মহং স্থিতঃ ।
তৎকৃতঞ্চাহমেবেদং সঙ্কল্পাত্মৈব ভাসতে ॥ ২৫ ॥
কশ্চিচ্চিত্তবিলাসোয়ং ব্রহ্মাহমিহ সংস্থিতঃ ।
স্বভাব এব দেহাদি বিদ্ধি শূন্যতরাত্মথাৎ ॥ ২৬ ॥
শুদ্ধচিৎপরমার্থৈকরূপিণীত্যেব ভাবনাৎ ।
জীবোভূয়োমনোভূত্বা বেত্তীত্থং দেহতাং মুধা ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বমৈন্দবসংসারবদিদং ভাতি চিদ্বপুঃ ।
সম্পন্নসম্প্রবোধাত্মা স্বপ্নোদার্যঃ স্বশক্তিজঃ ॥ ২৮ ॥
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাকারং তন্মাত্রাভাসপূর্ব্বকম্ ।

দেহমেব ঘনভ্রমং স্থৌল্যভ্রান্তিযুক্তং তত্তদ্দেহনাম্না উদাহরন্তি ॥ ২২ ॥

যদি চিত্তং দেহস্তর্হি ইদমেব জীব ইতি কথং প্রাগুক্তং তত্রাহ কথ্যতে ইতি প্রতনুবাসনং জীবোঘনভ্রমস্তু দেহ ইত্যুচ্যত ইতি ভেদক্রমাৎ শান্ত-দেহভ্রমচমৎকারস্তু পরং ব্রহ্ম বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবঞ্চ তত্ত্বতঃ পট ইব ন কস্যাপি দেহোনাম পৃথগস্তীত্যাহ নাহ-মিতি ॥ ২৪ ॥

তৎকৃতং সর্গান্তরমিত্যপি মচ্চিত্তকল্পনৈবেত্যাহমেব তদপীত্যাহ তৎ-কৃতমিতি ॥ ২৫ ॥

স্বভাবঃ পরমাত্মৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্যতরাদাত্মথাৎ পৃথগিব দেহাদিভাবেন ভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

মুধেতি নিপাতোনর্থে ॥ ২৭ ॥

চিদ্বপুঃ পরমাত্মৈব ঐন্দবসংসারবৎ সর্ব্বাত্মা ভাতি। যথা স্বাজ্ঞান-শক্তিজঃ স্বপ্নোদার্যঃ সন্ সম্পন্ন জাগ্রদাত্মা ভাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যতঃ সূক্ষ্মতরবাসনাময়শব্দতন্মাত্রাভাসপূর্ব্বকং ভবতি জগৎ তত ঐন্দব-

ঐন্দবাম্বরবদ্রূঢ়ং চিত্তাদেবাখিলং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
ন সন্নাসদহংরূপং সত্তাসত্তে তদেব চ।
উপলম্ভেন সদ্রূপমসত্যং তদ্বিরোধতঃ ॥ ৩০ ॥
জড়াজড়ং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্মবৃহদ্বপুঃ।
অজড়ং ব্রহ্মরূপত্বাৎ জড়ং দৃশ্যাত্মতাবশাৎ ॥ ৩১ ॥
দৃশ্যানুভবসত্যাত্মসদ্ভাবে বিলাসি তৎ।
কটকত্বং যথা হেম্নি তথা ব্রহ্মণি সংস্থিতম্ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বং জড়ং চিন্ময়মেব চ।
অস্মদাদিশিলান্তাত্ম ন জড়ং ন চ চেতনম্ ॥ ৩৩ ॥
দার্ব্বাদীনামচিত্ত্বেন নোপলম্ভস্য সম্ভবঃ।

চিত্তাকাশবদেব রূঢ়মিতি সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যত্ত্যদাসীনচিত্তাদেব সর্ব্বং রূঢ়ং তর্হি কথং দেহাদিষহন্তয়াভিমানাদনু-দাসীনরূপং ভাতীতি তত্রাহ ন সদিতি। যদহংরূপমভিনিবেশরূপমনুদাসীনস্বভাবমনুভূয়তে তৎ ন সৎ। সর্ব্বত্র চিত্তকার্য্যে অদর্শনাৎ। নাপ্যসৎ। অসত উপলম্ভাদর্শনাৎ। যতঃ সত্তাসত্ত্বে তদেব। সত্তা সদেকরূপত্বাৎ সদেব। অসত্তা চাসদেকরূপত্বাদসদেব। অহংরূপন্তু নৈকস্বভাবনিয়তম্। যতঃ কচিত্নুপলম্ভেন হেতুনা সদ্রূপমিব কচিৎ তু তদ্বিরোধতোঽনুপলম্ভাদসত্যমসদ্রূপমিতি বিরুদ্ধস্বভাবং ভাসত ইতি মায়িকমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এবং মনসোজড়াজড়বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদপি মায়িকত্বমিত্যাহ জড়াজড়মিতি ॥ ৩১ ॥

তস্য কদা দৃশ্যাত্মতা কদা বা ব্রহ্মরূপত্বং তত্রাহ দৃশ্যেতি। তৎ মনোদৃশ্যানুভবকালে দৃশ্যমিব সত্যাত্মসদ্ভাবে ব্রহ্মানুভবে ন বিলাসি ন পৃথগ্বিলসনশীলমিতি ব্রহ্মৈব। যথা হেম্নি কটকত্বং করালঙ্কৃতিকার্য্যদৃশা হেম্নঃ পৃথক্ সদিব কনকদৃশা তু তদেব তদ্বৎ সংস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এবং জগতোপি জড়াজড়বিরুদ্ধস্বভাবত্বান্মায়িকত্বমেবেত্যাশয়েনাহ সর্ব্বত্বাদিতি। অস্মদাদিশিলান্তাত্ম ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তং যৌক্তিকদৃশা বিরুদ্ধস্বভাবমপি পরমার্থদৃশা ন জাড্যচৈতন্যধর্ম্মকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

উপলম্ভোহি সদৃশসম্বন্ধাদেব জায়তে ॥ ৩৪ ॥
উপলব্ধেঽজড়ং বিদ্ধি তেনেদং সর্ব্বমেব হি।
উপলম্ভোহি সদৃশ-সম্বন্ধাৎ স্যাৎ সমাত্মনোঃ ॥ ৩৫ ॥
জড়চেতনভাবাদিশব্দার্থশ্রীর্ন বিদ্যতে।
অনির্দ্দেশ্যপদে পত্র-লতাদীব মহামরৌ ॥ ৩৬ ॥
চিতোযচ্চেত্যকলনং তন্মনস্ত্বমুদাহৃতম্।
চিন্তাগোত্রাজড়োভাগো জাড্যমত্র হি চেত্যতা ॥ ৩৭ ॥
চিন্তাগোত্রাববোধাংশো জড়ং চেত্যং হি দৃশ্যতে।
ইতি জীবোজগদ্ভ্রান্তিং পশ্যন্ গচ্ছতি লোলতাম্ ॥ ৩৮ ॥
চিৎস্থ এব ভাবোসৌ শুদ্ধ এব দ্বিধাকৃতঃ।
অতঃ সর্ব্বং জগৎ সৈব দ্বৈতলব্ধঞ্চ সৈব তৎ ॥ ৩৯ ॥

জড়ঞ্চেতনমিতি বা ব্যবস্থা অনুপলম্ভে উপলম্ভোত্তরং বা স্যাৎ। আদ্যো উপলম্ভস্যৈবাসম্ভবাৎ সত্ত্বৈব ন সিধ্যতি দূরে জড়াজড়ত্বচিন্তেত্যাশয়েনাহ দার্ব্বাদীনামিতি। সদৃশয়োঃ প্রমাতৃপ্রমেয়চিদ্ধাত্বোর্ব্বৃত্তিদ্বারকাদৈক্যসম্বন্ধাদ্ব্যুপলম্ভঃ প্রসিদ্ধঃ। জড়ৈকরূপত্ববাদে তু ন প্রমেয়চৈতন্যমস্তীতি নোপলম্ভসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্বিতীয়েপ্যাহ উপলব্ধে ইতি। অজড়ং বিদ্ধীতি চ্ছেদঃ। উপলব্ধে প্রমেয়স্যোপলম্ভেন্তর্ভাবাৎ তদ্বিষয়স্যাজড়ৈকস্বভাবতা পরিশিষ্যতে যতঃ প্রাগুক্তচিতোরৈক্যলক্ষণসম্বন্ধাদেবোপলম্ভোজায়তে। তথাচানুপলব্ধে উপলব্ধে চ জড়চেতনদ্বৈবিধ্যং দুর্ঘটমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

উভয়দুর্ঘটত্বে যৎ ফলিতং তদাহ জড়েতি ॥ ৩৬ ॥

তস্যাশ্রিতশ্চেত্যাকারকলনৈব মনস্তা তত্রৈব জড়াজড়বিকল্পতদ্বিবেক এব নির্ম্মনস্কতেত্যাশয়েনাহ চিত ইত্যাদিনা ॥ ৩৭ ॥

তত্র চিদাত্মতাপবিস্মরণেন জড়াত্মজীবজগদ্ভ্রমঃ সম্পন্ন ইত্যাহ ইতি জীব ইতি ॥ ৩৮ ॥

তত্তোজীবশ্চিৎস্বভাব এব চিত্তং জগদিতি দ্বিধা কৃতঃ। অতশ্চিদেকবুদ্ধ্যোপলব্ধং সর্ব্বং জগৎ সা চিদেব দ্বৈতবুদ্ধ্যা লব্ধমপি তৎ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বমেবাস্ততয়া দৃষ্ট্বা চিতির্দৃশ্যতয়া বপুঃ।
নির্ভাগাপ্যেকভাগাভং ভ্রমতীব ভ্রমাতুরা ॥ ৪০ ॥
ন ভ্রান্তিরস্তি ভ্রমভাঙ্ না নৈবেতীহ নিশ্চয়ঃ।
পরিপূর্ণার্ণবপ্রখ্যা বেত্তীত্থং সংস্থিতা চিতিঃ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বং স্যাজ্জাড্যমপ্যস্যাশ্চিতেশ্চিত্ত্বঞ্চ বেৎসি তৎ।
চিদ্ভাগোংশোববোধস্য ত্বহন্তা জড়তোদয়ঃ ॥ ৪২ ॥
অহন্তাদিপরে তত্ত্বে মনাগপি ন বিদ্যতে।
ঊর্ম্ম্যাদীব পৃথক্তোয়ে সম্বিৎসারং হি তদ্যতঃ ॥ ৪৩ ॥
অহংপ্রত্যয়সংদৃশ্যং চেত্যং বিদ্ধি সমুত্থিতম্।
মৃগতৃষ্ণাবিম্ববাস্তঃস্থং নূনং বিদ্যত এব নো ॥ ৪৪ ॥
অহন্তাপদমস্তাত্মপদং বিদ্ধি নিরাময়ম্।
বিদং বিদুরহন্তাদি শৈত্যমেব যথা হিমম্ ॥ ৪৫ ॥
চিতৈব চেত্যতে জাড্যং স্বপ্নে স্বমরণোপমম্।
সর্ব্বাত্মত্বাৎ সর্ব্বশক্তীঃ কুর্ব্বতী নৈতি সাম্যতাম্ ॥ ৪৬ ॥

নির্ভাগা নির্ব্বিভাগা। একভাগাভং স্বগতবিভাগতুল্যম্ ॥ ৪০ ॥

ভ্রমভাক্ না পুরুষো নৈব ॥ ৪১ ॥

অস্যাশ্চিতেঃ সর্ব্বরূপং জাড্যমপি চিতিরেব স্যাৎ যত তস্মিন্ জাড্যে চিত্বঞ্চ বেৎসি। অচিদেকস্বভাবত্বে স্ফূরণাযোগাদস্ফূরণে জাড্যস্যাপ্যসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। যথা জড়ে অববোধোক্তি এবং চেতনে জড়ভাগোপ্যস্তীতি দর্শয়তি অহন্তেতি ॥ ৪২ ॥

কথমহন্তায়া জড়ত্বমিতি চেৎ ব্রহ্মব্যাবৃত্তত্বাদিত্যাহ অহন্তাদীতি। সম্বিৎসারং চিদেকরসম্ ॥ ৪৩ ॥

অতএব তস্যাসত্ত্বমপীত্যাহ। অহংপ্রত্যয়েতি ॥ ৪৪ ॥

অস্তাত্মপদং সর্ব্বদ্বৈতবাধাবধ্যাত্মবস্তু অহন্তায়া অপদমনাশ্রয়ং বিদ্ধি। বিদং চিৎস্বভাবমেব বাসনয়া ঘনীভূতমহন্তাদিরূপং জনা বিদুঃ পশ্যন্তি। যথা শৈত্যমেব ঘনীভাবাদ্ধিমং পশ্যন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বশক্তীঃ কুর্ব্বতী আবিষ্কুর্ব্বাণা চিৎ বিনা জ্ঞানদার্ঢ্যং সাম্যতাং নৈতি ॥ ৪৬ ॥

মনঃ পদার্থাদিতয়া সর্ব্বরূপং বিজৃম্ভতে ।
নানাত্মা চিত্তদেহোঽয়মাকাশবিশদাকৃতিঃ ॥ ৪৭ ॥
দেহাদিদেহপ্রতিভা-রূপাত্ম্যং ত্যজতা সতা ।
বিচার্য্যং প্রতিভাসাত্ম-চিত্তং চিত্তেন বৈ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
চিত্ততাম্রে শোধিতে হি পরমার্থসুবর্ণতাম্ ।
গতেঽকৃত্রিম আনন্দঃ কিং দেহোল্মুলখণ্ডকৈঃ ॥ ৪৯ ॥
যদ্বিদ্যতে শোধ্যতে তৎ বোধঃ কে চ খপাদপাঃ ।
দেহাদ্যবিদ্যা সত্যা চেৎ যুক্ত এতাং প্রতিগ্রহঃ ॥ ৫০ ॥
অসত্যবিনিবিষ্টানাং দেহবাচিতয়া ত্বিহ ।
যে নামোপদিশন্ত্যজ্ঞাঃ কিং চিত্তে পুরুষৈড়কাঃ । ৫১ ॥

নানাত্মকশ্চিত্তলক্ষণোদেহ আতিবাহিকঃ ॥ ৪৭ ॥

কথমিদং বোদ্ধুং শক্যং তত্রোপায়মাহ দেহাদীতি । স্থূলদেহাদিদেহত্রয়-প্রতিভারূপাত্মতাঞ্চ ত্যজতা সতা অধিকারিণা চিত্তেনৈব চিত্তং প্রতিভাসাত্ম-প্রাতিভাসিকং বিচার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

কিং তদ্বিচারলক্ষণে শোধে কৃতে চিত্তং ভবতি তদাহ চিত্তেতি । অকৃত্রিমোনিত্যনিরতিশয় আনন্দঃ । প্রাপ্যত ইতি শেষঃ । তর্হি দেহা-দয়োপি শোধ্যস্তাং ততোপি পুরুষার্থঃ কিং ন লভ্যতে তত্রাহ কিমিতি । বৃথা তচ্ছোধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চাসত্ত্বাদপি দেহাদের্ন শোধনার্হত্বেত্যাহ যদিতি । তদ্বোধঃ ফলবা-নিতি শেষঃ । খে কল্পিতাঃ পাদপাঃ কে শোধ্যমানা দৃষ্টা ইত্যর্থঃ । এতা-মবিদ্যাং প্রতিগ্রহঃ । শোধনাগ্রহোযুক্ত উচিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

অতএব হ্যাত্মাদিশব্দা দেহে প্রযুক্তা অপি শ্রুতৌ ন দেহবাচিনঃ । শ্রুতেরসত্যার্থনিষ্ঠত্বাযোগাৎ । যে ত্বসত্যবিনিবিষ্টা দেহাত্মদৃঢ়নিশ্চয়াশ্চার্ব্বাক-পামরাদয়ো দেহবাচিন এবাত্মাদিশব্দা ইতি মন্তন্তে তেষাং যে কিঞ্চিদপি প্রামাণিকং বস্তু উপদিশন্তি তেঽজ্ঞাঃ পুরুষৈড়কাঃ পুংপশব এব । আত্মাদি-সত্যবস্তুনিষ্ঠশব্দানাং দেহাদ্যসত্যবাচিতয়া বিপরীতব্যুৎপন্নান্ প্রতি সত্যার্থ-বোধনাশক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

যথৈতদ্ভাবয়েৎ স্বান্তং তথৈব ভবতি ক্ষণাৎ।
দৃষ্টান্তোঽত্রৈন্দবাহল্যা কৃত্রিমেন্দ্রাদিনিশ্চয়াঃ ॥ ৫২ ॥
যদ্যদ্যথা স্ফুরতি সুপ্রতিভাত্মচিত্তং
তত্তত্তথা ভবতি দেহতয়োদিতাত্ম।
দেহোঽয়মস্তি ন ন চাহমিতি স্বরূপং
বিজ্ঞানমেকমবগম্য নিরিচ্ছমাস্ব ॥ ৫৩ ॥
দেহোঽয়মেষ চ কিলায়মিতি স্বভাবাৎ
দেহোঽয়মেতদখিলং তত এতি নাশম্।
যক্ষাদিকল্পনবশাদ্ভয়মেতি বালো
নির্যক্ষদেহগত এব কয়াপি যুক্ত্যা ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে জীবাবতরণক্রমোপদেশোনাম একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

কথন্তর্হ্যমূর্ত্তস্য চিত্তস্য মূর্ত্তদেহভাবঃ সম্পন্ন ইতি চেত্তাবনয়ৈবেত্যাশয়েনাহ। যথৈতদিতি ॥ ৫২ ॥

উক্তমেবার্থং স্ফুটং বদন্ উপসংহরতি যদ্যদিতি। অয়ং দেহোনাস্তি। অহমিতি প্রসিদ্ধো হহঙ্কারশ্চ নাস্তি। অত একরসং বিজ্ঞানং স্বস্বরূপমবগম্য নিরিচ্ছং যথা স্যাৎ তথা আস্ব তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

দেহোমানুষাদিরয়ং প্রত্যক্ষ এব দেহভোগ্যঃ প্রপঞ্চোঽয়মিতি স্বভাবাৎ স্বকল্পনাবশাদয়মাত্মা দেহ এব ভবতি এতদখিলং ভোগ্যঞ্চ ভবতি তত স্তত্ত্বাবাৎ দেহনাশমনু নাশমেতি প্রাপ্নোতি। যথাঽয়ং বালঃ কয়াপি যুক্ত্যা নির্যক্ষদেহগত এব সন্ অপি যক্ষতত্তীর্ণত্বপ্রসিদ্ধ্যাদিকল্পনবশাৎ যক্ষেপ্রস্তো যক্ষদেহগতঃ স্বপ্নাদৌ ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইত্যুক্তবান্ স ভগবান্ ময়া কমলসম্ভবঃ ।
রঘূদ্বহ পুনঃ পৃষ্টোবাক্যমাক্ষিপ্য ভূতপঃ ॥ ১ ॥
ত্বয়ৈব ভগবন্ প্রোক্তাঃ শাপমন্ত্রাদিশক্তয়ঃ ।
অমোঘা ইতি তা এব কথং মোঘাঃ কৃতাঃ পুনঃ ॥ ২
শাপেন মন্ত্রবীর্য্যেণ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যপি ।
সর্ব্বাণ্যেব বিমূঢ়ানি দৃষ্টানি কিল জন্তুষু ॥ ৩ ॥
যথৈতৌ পবনস্পন্দৌ যথা স্নেহতিলৌ যথা ।
অভিন্নৌ তদ্বদেবৈতৌ মনোদেহৌ স এব তৎ ॥ ৪ ॥
অথ নাস্তীহ বা দেহঃ কেবলং চেতসৈব সঃ ।
মুধানুভূয়তে স্বপ্ন-মৃগতৃষ্ণাদ্বিচন্দ্রবৎ ॥ ৫ ॥

ইহাক্ষিপ্য মনঃশক্তিরমোঘা স্থাপ্যতে দৃঢ়া ।
দার্ঢ্যে পুরুষযত্নস্য যথেষ্টারোপণক্ষমা ॥ ১ ॥

প্রাক্তনং বাক্যমনুপপত্ত্যুদ্ভাবনেনাক্ষিপ্য পুনর্ময়া পৃষ্টঃ ॥ ১ ॥

আক্ষেপপ্রকারমেব দর্শয়তি ত্বয়ৈবেতি । অতস্বদুক্তিস্বদুক্তিবিরুদ্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এবং লোকদৃষ্টবিরোধোপীত্যাহ শাপেনেতি । তথাচ নহুষস্য শাপাদজগরত্বং প্রাপ্তস্য মনোমোহাৎ স্ববংশজস্য ভীমস্য গ্রসনে প্রবৃত্তিঃ । তথৈব ধার্ম্মিকস্যাপি সৌদাসস্য শাপাৎ রাক্ষসতাং গতস্য বুদ্ধিমোহাৎ ব্রহ্মবধাদৌ প্রবৃত্তিঃ । গন্ধর্ব্বরাজস্য চ শাপাৎ ধৃতরাষ্ট্রজন্মনি চক্ষুরিন্দ্রিয়নাশঃ । এবমন্যত্রাপি দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

এবং কার্য্যবিরোধোপ্যস্তীত্যাশয়েনাহ যথেত্যাদিনা । তৃতীয়যথাশব্দো বহ্ন্যৌষ্ণ্যাদিদৃষ্টান্তান্তরসংগ্রহার্থঃ । কার্য্যকারণয়োর্ভেদানিরূপণাৎ । তথাচ

একনাশে দ্বয়োরেব নাশোত্রাত্যুপপদ্যতে।
অবশ্যং ভবিতুং মনোনাশে দেহপরিক্ষয়ঃ ॥ ৬ ॥
মনঃ শাপাদিভির্দ্দোষৈঃ কথং নাক্রম্যতে প্রভো।
কথমাক্রম্যতে বাপি ব্রূহি মে পরমেশ্বর ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ন তদস্তি জগৎকোশে শুভকর্ম্মানুপাতিনা।
যৎ পৌরুষেণ শুদ্ধেন ন সমাসাদ্যতে জনৈঃ ॥ ৮ ॥
আ ব্রহ্মস্থাবরান্তঞ্চ সর্ব্বদা সর্ব্বজাতয়ঃ।
সর্ব্ব এব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ ॥ ৯ ॥
একং মনঃশরীরস্তু ক্ষিপ্রকারি সদাচলম্।
অকিঞ্চিৎকরমন্যত্তু শরীরং মাংসনির্ম্মিতম্ ॥ ১০ ॥
তত্র মাংসময়ঃ কায়ঃ সর্ব্বস্যৈব চ সঙ্গতঃ।

মনসোবরশাপাদ্যনাক্রমণে তদভিন্নে দেহেপি তদনাক্রমণং স্যাদিত্যাদ্যাশয়ঃ॥৪॥

নমু দেহস্য মনোন্যূনসত্তাকত্বাদেব শাপাদ্যাক্রমণেপি ন মনসস্তৎপ্রসক্তিরিতি বিবর্ত্তবাদেন পরিহারমাশঙ্কতে অথেতি ॥ ৫ ॥

তত্রাপি দোষান্তরমাহ একনাশে ইতি। একনাশে দ্বয়োর্নাশোত্তবিতুমবশ্যমুপপদ্যতে। যথা মনোনাশে দেহপরিক্ষয়োদৃষ্ট এবং দেহনাশে মনঃপরিক্ষয়োপি সম্ভাবিত ইতি ন দেহস্য মনোন্যূনসত্তাকতা কিন্তু সমসত্তাকতা। প্রত্যুত চক্ষুরাদ্যাগম্যত্বে সত্যপরোক্ষবিষয়ত্বাৎ স্বপ্নাদিবৎ মনস এব দেহন্যূনসত্তাকতেতি রজ্জুনাশে সর্পস্যেব দেহনাশেন মনোহবস্থানসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ৬-৭ ॥

তত্র প্রথমং বিরোধং পরিহর্ত্তুং বরশাপপ্রাবল্যোক্তেরৌৎসর্গিকত্বং বহুতরদৃষ্টানুসারাদবশ্যমভ্যুপেয়মিত্যুপপাদয়িতুং বরশাপয়োরপ্যুপজীব্যং কর্ম্মোপবলিতপৌরুষপ্রাবল্যং তাবৎ স্মারয়তি ন তদিতি ॥ ৮ ॥

স্থূলস্যৈবোপঘাতো দৃষ্টো ন সূক্ষ্মস্যেতি লোকদৃষ্টানুসারং দোষোক্তের্বক্তুং ভিন্নস্বভাবৌ দ্বৌ দেহৌ দর্শয়তি আ ব্রহ্মেত্যাদিনা ॥ ৯-১০ ॥

বিদ্যা অভিচারকৃত্যাদয়ঃ। আদিপদাচ্ছত্রবিষাদয়ো গৃহ্যন্তে। তেষাং

সর্ব্বৈরাক্রম্যতে শাপৈস্তথা বিদ্যাদিসঙ্কয়ৈঃ ॥ ১১ ॥
মূকপ্রায়োহ্যশক্তোসৌ দীনঃ ক্ষণবিনশ্বরঃ।
পদ্মপত্রাম্বুচপলো দৈবাদিবিবশস্থিতিঃ ॥ ১২ ॥
মনোনাম দ্বিতীয়োয়ং কায়ঃ কায়বতামিহ।
স আয়ত্তোপি নায়ত্তো ভূতানাং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩ ॥
পৌরুষং স্বমবষ্টভ্য ধৈর্য্যমালম্ব্য শাশ্বতম্।
যদি তিষ্টত্যগম্যোসৌ দুঃখানাং তদনিন্দিতঃ ॥ ১৪ ॥
যথা যথাসৌ যততে মনোদেহোহি দেহিনাম্।
তথা তথাসৌ ভবতি স্বনিশ্চয়ফলৈকভাক্ ॥ ১৫ ॥
সকলোমাংসদেহস্য ন কশ্চিৎ পৌরুষক্রমঃ।
মনোদেহস্য সফলং সর্ব্বমেব স্বচেষ্টিতম্ ॥ ১৬ ॥
পবিত্রমনুসন্ধানং চেতঃ স্মরতি সর্ব্বদা।
নিষ্ফলাস্তত্র শাপাদ্যাঃ শিলায়ামিব সায়কাঃ ॥ ১৭ ॥
পতত্বম্ভসি বহ্নৌ বা কর্দ্দমে বা শরীরকম্।
মনোযদনুসন্ধত্তে তদেবাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥
পুরুষাতিশয়ঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বভাবোপমর্দ্দনে ॥

সঙ্কয়ৈঃ সমূহৈঃ ॥ ১১ ॥

দৈবাদীত্যাদিপদাৎ রাজপিত্রাদিসংগ্রহঃ ॥ ১২ ॥

আয়ত্তঃ স্বাধীনঃ। নায়ত্তোঽস্বাধীনঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র স্বাধীনতাং হেতূক্ত্যোপপাদয়তি পৌরুষমিতি। অগম্যোঽনাক্রমণীয়ঃ। তৈর্দুঃখহেতুভিরনিন্দিতঃ অদূষিতঃ ॥ ১৪ ॥

দুঃখানুপঘাত ইব সুখোপচয়োপ্যস্য বর্দ্ধত ইত্যাহ যথেতি ॥ ১৫ ॥

স্থূলদেহস্য তু নায়ং ক্রম ইত্যাহ সকল ইতি ॥ ১৬ ॥

বিষয়দোষৈর্হি মনো দুষ্যেন্নাঙ্গদোষেণেত্যাশয়েনাহ পবিত্রমিতি। তথাচ ন লোকদৃষ্টবিরোধশঙ্কাবসর ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

কার্য্যবিরোধমপি পরিহরতি পতত্বিতি ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বেষাং দেহাদিভাবানামুপমর্দ্দনেপি পুরুষাতিশয়ঃ প্রবন্ধঃ সর্ব্বঃ সমৃদ্ধঃ

দদাত্যবিঘ্নেন ফলং মনোহি মনসোমুনে ॥ ১৯ ॥
পৌরুষেণ বলেনান্তশ্চিত্তং কৃত্বা প্রিয়াময়ম্।
কৃত্রিমেন্দ্রেণ দুঃখার্ত্তির্ন দৃষ্টা সা মনাগপি ॥ ২০ ॥
পৌরুষেণ মনঃ কৃত্বা নীরাগং বিগতজ্বরম্।
মাণ্ডব্যেন জিতাঃ ক্লেশাঃ শূলপ্রান্তেপি তিষ্ঠতা ॥ ২১ ॥
অন্ধকূপস্থিতেনাপি মানসৈর্যজ্ঞসঞ্চয়ৈঃ।
ঋষিণা দীর্ঘতমসা সম্প্রাপ্তং বৈবুধং পদম্ ॥ ২২ ॥
ইন্দুপুত্রৈর্নরৈরেব পুরুষাধ্যবসায়তঃ।
ধ্যানেন ব্রহ্মতা প্রাপ্তা সা ময়াপি ন খণ্ড্যতে ॥ ২৩ ॥
অন্যেপি সাবধানা যে ধীরাঃ সুরমহর্ষয়ঃ।
চিত্তাৎ স্বমনুসন্ধানং ন ত্যজন্তি মনাগপি ॥ ২৪ ॥
আধয়োব্যাধয়শ্চৈব শাপাঃ পাপদৃশস্তথা।
ন খণ্ডয়ন্তি তচ্চিত্তং পদ্মঘাতাঃ শিলামিব ॥ ২৫ ॥
যে চাপি খণ্ডিতাঃ কেচিচ্ছাপাদ্যৈরাধিসায়কৈঃ।

সমবিঘ্নেন ফলং দদাতি তৎ যৎ দদাতি তন্মন এব মনসঃ ফলং দদাতি। পৌরুষস্যাপি মনোভেদত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যত্র বিষয়দোষেঽপি মনোদার্ঢ্যে দুঃখাদর্শনং তত্র পবিত্রে বিষয়ে কিং বাচ্যমিত্যাশয়েনেন্দ্রোপাখ্যানাদি স্মারয়তি পৌরুষেণেতি ॥ ২০ ॥

মাণ্ডব্যস্য কথা মহাভারতাদৌ প্রসিদ্ধা ॥ ২১ ॥

দীর্ঘতমা অপি যষ্টুকামো যাগোপকরণোপার্জ্জনায় নির্গতো দৈবাদন্ধকূপে নিপতিতস্তত্র যাগকালাতিক্রমে প্রসক্তে মনসৈবেজে তেনেন্দ্রঃ প্রসন্নস্তং কূপাদুদ্ধৃত্য স্বপদং নিনায়েতি ভারতাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥ ২২-২৩ ॥

অনুসন্ধানমুপাসনং জ্ঞানং বা ॥ ২৪ ॥

পাপদৃশো রক্ষঃপিশাচাদয়ঃ। তচ্চিত্তং ধ্যেয়ার্থৈকাগ্রচিত্তং ন খণ্ডয়ন্তি ন পরিভবন্তি। পদ্মেন ঘাতাস্তাড়নানি ॥ ২৫ ॥

যে সৌদাসনাহুষবিশ্বামিত্রাদয়ঃ। আদিপদাৎ কামক্রোধাভিমানাদিসংগ্রহঃ। তেষাং মনোবিপৌরুষমদৃঢ়পৌরুষমিত্যুপাসনায়াং স্ববিবেকাক্ষম-

স্ববিবেকাক্ষমস্তেষাং মনোমন্যে বিপৌরুষম্ ॥ ২৬ ॥
ন কদাচন সংসারে সাবধানমনা মনাক্ ।
স্বপ্নেপি কশ্চিদ্দৃশ্যে বা দোষজালৈঃ খিলীকৃতঃ ॥ ২৭ ॥
মনসৈব মনস্তস্মাৎ পৌরুষেণ পুমানিহ ।
স্বকমেব স্বকেনৈব যোজয়েৎ পাবনে পথি ॥ ২৮ ॥
প্রতিভাতং যদেবাস্য যথাভূতং ভবত্যলম্ ।
ক্ষণাদেব মনঃ পীনং বালবেতালবন্মুনে ॥ ২৯ ॥
প্রতিভাসস্যানুপদং প্রাক্তনীং স্থিতিমুজ্ঝতি ॥
কুলালকর্ম্মানুপদং ঘটোমৃৎপিণ্ডতামিব ॥ ৩০ ॥
প্রতিভাসার্থতামেতি ক্ষণাদেব মনোমুনে ।
স্পন্দমাত্রাত্মকং বারি যথা তুঙ্গতরঙ্গতাম্ ॥ ৩১ ॥
অনুসন্ধানমাত্রেণ সূর্য্যবিম্বেপি যামিনীম্ ।
মনঃ পশ্যত্যশুদ্ধাক্ষশ্চন্দ্রবিম্বে দ্বিতামিব ॥ ৩২ ॥

মিতি জ্ঞানে চাসমর্থমিতি তর্কয়ামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বিবেকপৌরুষদৃঢ়ে তু মনসি নাভিলষিতক্ষতিরিত্যাহ ন কদাচিদিতি। দৃশ্যে জাগ্রতি বা ॥ ২৭-২৮ ॥

ঈষৎ প্রতিভাতমপি মনসি চিরনিরূঢ়ং পীনং সৎ যথাভূতং সত্যমিবোপভোগক্ষমং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

নমু পূর্ব্বতনমনুষ্যাদিভাবপ্রতিভাদার্ঢ্যাদৈন্দবাদেস্তৎস্থিতিরপি কুতোনাভূৎ তত্রাহ প্রতিভাসস্যেতি। উত্তরদৃঢ়বাসনয়া পূর্ব্ববাসনোপমৃদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্ববাসনোপমর্দ্দনোপক্ষীণস্যোপাসনস্য কথং কার্য্যান্তরক্ষমতা তত্রাহ প্রতিভাসেতি। বিরোধিতপ্রনপর্য্যন্তমেব স্বকার্য্যে বিলম্বস্তদ্বুত্তরন্ত ক্ষণাদেব নিপ্রত্যূহত্বাদৌপাসনিকপ্রতিভাসগোচরোপাস্যার্থতামেতি প্রাগেবোক্তোযেতি নোপক্ষয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

নমু তথাপি প্রলয়কালে কথং তদ্বিরুদ্ধসর্গকল্পনং তেষাং তত্রাহ অনুসন্ধানমাত্রেণেতি। ন তদীয়সর্গে স্বদীয়সর্গস্থং কিঞ্চিদনুকূলং প্রতিকূলং বা

যৎ পশ্যতি তদেবাশু ফলীভূতমিদং মনঃ।
সহ হর্ষবিষাদাভ্যাং ভুংক্তে তস্মাত্তদেব তৎ॥ ৩৩॥
প্রতিভানুপদং চেতশ্চন্দ্রেপ্যগ্নিশিখাশতম্।
দৃষ্ট্বা দাহমবাপ্নোতি দগ্ধঞ্চ পরিতপ্যতে॥ ৩৪
প্রতিভানুপদং চেতঃ ক্ষারেপি হি রসায়নম্।
দৃষ্ট্বা পীত্বা পরাং তৃপ্তিং যাতি বল্গতি নৃত্যতি॥ ৩৫॥
প্রতিভানুপদং চেতোব্যোমন্যপি মহাবনম্।
দৃষ্ট্বা লুনাতি লূত্বা চ পুনরারোপয়ত্যলম্॥ ৩৬॥

ইত্থং যদেব পরিকল্পয়তীন্দ্রজালং
ক্ষিপ্রং তদেব পরিপশ্যতি তাত চেতঃ।
নাসজ্জগন্ন চ সদিত্যবগম্য নূনং
লূনাং দৃশং বিবিধভেদবতীং জহীহি॥৩৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মনোমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯২॥

তত্র তদীয়ানুসন্ধানমাত্রস্যাপেক্ষণাদিতি ন প্রলয়কালেপি তদ্বিরোধ ইতি ভাবঃ। অগুহ্মাক্ষঃ অঙ্গুল্যবষ্টব্ধদৃষ্টিঃ॥ ৩২॥

স্রষ্টৃত্ববৎ তস্তোক্তৃত্বমপি মনস এবেত্যাহ যদিতি। তদেব তৎ যৎ কর্ত্তৃ তদেব ভোক্তৃ ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

উক্তমর্থমুদাহরণেন দর্শয়তি প্রতিভেতি। প্রতিভা অনুসন্ধানং তোজকাহদৃষ্টোদ্বোধিতসংস্কারস্তদনুপদং তদনুসারি। তথাচ তৎ বিরহিণাং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

ক্ষারে উষরদেশে। ক্ষীর ইতি পাঠে জলে। রসায়নং মধুরাদিরসভেদান্। তথা চোষ্ট্রছাগাদয়ো হর্কনিম্বাদিপর্ণান্যপি মধুরীকৃত্য ভক্ষয়ন্তীতি দৃশ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৩৫-৩৬॥

উক্তমুপসংহরতি ইত্থমিতি। লূনাং পরিচ্ছিন্নাং দৃশং দৃষ্টিং জহীহি ত্যজ॥৩৭॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতমঃ সর্গ।

—•—

বশিষ্ঠউবাচ।

ইতি মে ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং তদেতদদ্য তুভ্যং কথিতম্ ॥১॥

তস্মাদনাখ্যানাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বমনাখ্যানমুৎপদ্যতে।
স্বয়মেব তদ্ঘনতাং প্রাপ্য মনঃ সম্পদ্যতে ॥ ২ ॥

তন্মনস্তন্মাত্রকল্পনপূর্ব্বকসন্নিবেশং ভবতি ততস্তৈজসঃ
পুরুষঃ সম্পদ্যতে সোয়ং ব্রহ্মেত্যাত্মনি নাম কৃতবান্ ॥৩॥

তেন রাম যোয়ং পরমেষ্ঠী তন্মনস্ত্বং বিদ্ধি ॥ ৪ ॥

স মনস্তত্ত্বাকারোভগবান্ ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বাৎ
যদেব সঙ্কল্পয়তি তদেব পশ্যতি ॥ ৫ ॥

ততস্তেনেয়মবিদ্যাপরিকল্পিতা
অনাত্মন্যাত্মাভিমানময়ীতি

মনোত্র ব্রহ্মণোজজ্ঞে ততোভূত্তৈজসোবিধিঃ।
ততোমোহাদহঙ্কারস্ততোবিশ্বমিতীর্য্যতে ॥ ১ ॥

মন উপক্রমমেব সর্গক্রমং প্রাগুক্তং প্রপিপঞ্চয়িষুর্ব্বিধিসম্বাদমুপসংহরতি ইতীতি। ভগবতা পরমেষ্ঠিনা ॥ ১ ॥

অনাখ্যানাদব্যাকৃতনামরূপাৎ। অনাখ্যানং সূক্ষ্মত্বান্নামসম্বন্ধানর্হং সর্ব্বং প্রপঞ্চরূপং চলনাত্মকং নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানপ্রকাশিতমুৎপদ্যতে। তৎ কালেন স্বয়মেব সঙ্কল্পবিকল্পনাত্মকমননসামর্থ্যোদ্ভবেন ঘনতাং প্রাপ্য ॥ ২ ॥

তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মভূতানি তৎকল্পনাপূর্ব্বকং সন্নিবেশং স্বাপ্নশরীরমিব বাসনাময়পুরুষাকারম্। ততঃ সন্নিবেশোপাধেস্তদুপহিতঃ পুরুষ আত্মা তৈজসঃ তেজঃপ্রধানলিঙ্গসমষ্ট্যুপাধিত্বাৎ। সোয়ং ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী ॥ ৩ ॥

তস্য জগৎসর্গসঙ্কল্পকতামনোরূপত্বাদেবেত্যাহ তেনেতি ॥ ৪-৫ ॥

নন্তু তৎসঙ্কল্পাজ্জগদুৎপদ্যতাং জীবানাং তদভিমানস্তু কুতস্তত্রাহ তত-

তেন ব্রহ্মণা গিরিতৃণজলধিনয়মিদং
ক্রমেণ জগৎ পরিকল্পিতম্ ॥ ৬ ॥
ইত্থং ক্রমেণ ব্রহ্মতত্ত্বাদিয়মাগতা
সৃষ্টিরন্যত এবাগতেয়মিতি লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপদার্থানাং ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিনাম্।
উৎপত্তির্ব্রহ্মণো রাম তরঙ্গাণামিবার্ণবাৎ ॥ ৮
য এবমনুৎপন্নে জগতি যা ব্রহ্মণশ্চিন্মনোরূপিণী
নাহঙ্কারে পরিকল্প্য ব্রহ্ম ব্রহ্মতামেতি ॥ ৯ ॥
যাস্ত্বন্যাশ্চিচ্ছক্তয়ঃ সর্ব্বশক্তেরভিন্না এব কল্প্যন্তে ॥ ১০ ॥
জগতি স্ফারতাং নীতে
পিতামহরূপেণ মনসা সমুল্লসন্তি ॥ ১১ ॥

তেনেতি। অত্রাবিদ্যা অন্যথাগ্রহণলক্ষণাধ্যাসরূপা কার্য্যাবিদ্যা। ইতি অনয়া রীত্যা ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বাচ্চিদেকরসাদাগতাপি অন্যতোজড়াৎ প্রধানপরমাণ্বাদেঃ সকাশাদাগতেতি তার্কিকৈর্লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

এবৈকস্যানেকোপাদানকল্পনাগৌরবাৎ ন পরমাণুকারণতাবাদোযুক্তঃ। বিনা কর্ত্তারং জড়স্য জগদ্বৈচিত্র্যরচনানুপপত্তেরসঙ্গোদাসীনস্য কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেশ্চ ন প্রধানকারণতাবাদোযুক্তঃ। চিতোজড়াকারপরিণামাযোগান্ন বিজ্ঞানবিপরিণামবাদোযুক্তঃ। শূন্যস্য চ কাপি কারণত্বাদর্শনাৎ ন তৎকারণতাবাদোপি যুক্তঃ। সর্ব্বেষপি কল্পেষু প্রমাণাভাবাচ্চ নান্যত ইয়মাগতা সৃষ্টিরিতি নিশ্চিতে শ্রুতিপ্রামাণ্যাল্লাঘবাচ্চানির্ব্বচনীয়মায়াশক্তিকব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ এব পরিশিষ্ট ইত্যাশয়েনোপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৮ ॥

য উৎপত্তিপ্রকার এবমনয়া রীত্যা। তামেবাহ অনুৎপন্নে ইত্যাদিনা।

বিবর্ত্তত্বাদেব পরমার্থতোঽনুৎপন্নে জগতি অহঙ্কারসমষ্ট্যুপাধৌ ব্রহ্ম প্রবিষ্টমিব পরিকল্প্য ব্রহ্মতাং পরমেষ্ঠিতামেতি ॥ ৯ ॥

অন্যা ব্যষ্ট্যহঙ্কারোপহিতাশ্চিচ্ছক্তয়শ্চিদাভাসাঃ ॥ ১০ ॥

তাঃ পিতামহরূপেণ মনসা সমষ্টিমনোভাবেন প্রথমং সমুল্লসন্তীত্যর্থঃ॥১১-১২॥

এতে সহস্রশোপি পরিবর্ত্তমানজীবা উচ্যন্তে ॥ ১২ ॥
তেভ্যুত্থিতা এব চিন্নভসোনভসি
তন্মাত্রৈরাবলিতা গগন-
পবনান্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চতুর্দ্দশবিধা
যে ভূতজাতমধ্যতয়াভ্যাসে তিষ্ঠন্তি
তস্থা এব প্রাণশক্তিদ্বারেণ প্রবিশ্য
শরীরং স্থাবরং জঙ্গমং বাপি জীবতাং গচ্ছন্তি ॥ ১৩ ॥
তদনু যোনিতোজগতি জায়ন্তে
তদনু কাকতালীয়যোগেনোৎপন্নবাসনা-
প্রবাহানুরূপকর্ম্মফলভাগিনোভবন্তি ॥ ১৪ ॥
ততঃ কর্ম্মরজ্জুভির্ব্বাসনাবলিতাভির্ব্বদ্ধশরীরা
ভ্রমন্তঃ প্রোৎপতন্তি নিপতন্তি চ ॥ ১৫ ॥
ইচ্ছৈবৈতা ভূতজাতয়ঃ ॥ ১৬ ॥
কাশ্চিজ্জন্মসহস্রান্তাঃ পতন্তি বনপর্ণবৎ।
কর্ম্মবাত্যাপরিভ্রান্তা লুঠন্তি গিরিকুক্ষিষু ॥ ১৭ ॥

তে হি চিন্নভস এব সমুত্থিতা নভসি মায়াকাশে তন্মাত্রৈর্ভূতমাত্রো-পাধিভিরাবলিতাঃ সন্তো গগনস্থপবনস্থাবহোদ্বহাদিভেদভিন্নস্ত বাতস্কন্ধভেদস্ত চান্তর্ব্বর্ত্তিনো যে চতুর্দ্দশবিধা লোকান্তেষু যাদৃশভূতজাতমধ্যবর্ত্তিতয়া যাদৃশ-বাসনাকর্ম্মাভ্যাসে যে জীবাস্তিষ্ঠন্তি তস্থা এব ভূতজাতেঃ প্রাণশক্তিদ্বারেণ শরীরং স্থাবরং জঙ্গমং বা প্রবিশ্য রেতোরক্তাদিরূপাং বীজতাং গচ্ছন্তি ॥১৩-১৪॥

ততঃ সাধ্বসাধুবাসনাসম্বলিতাভিঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মরজ্জুভির্ব্বদ্ধং শরীরং লিঙ্গশরীরং যেষাং তথাবিধাঃ সন্তঃ প্রোৎপতন্তি। উত্তমলোকান্নিপতন্তি নিরয়েষু বা ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মতদ্বাসনয়োশ্চ কামরাগ এব বীজমিতি তন্ময়া এব জীবা ইত্যাহ ইচ্ছৈবৈতা ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ "কামময় এবায়ং পুরুষঃ" ইতি ॥ ১৬ ॥

কামানুসারিজন্মপরম্পরামেব মোক্ষাবসানাং চতুর্ভিঃ পদ্যৈঃ প্রপঞ্চয়তি

অপ্রমেয়ভবাঃ কাশ্চিচ্চিৎসত্তাজ্ঞানমোহিতাঃ।
চিরজাতা ভবন্তীহ বহুকল্পশতান্যপি ॥ ১৮ ॥
কাশ্চিৎ কতিপয়াতীতা মনোরমভবান্তরাঃ।
বিহরন্তি জগত্যস্মিন্ শুভকর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১৯ ॥
কাশ্চিদ্বিজ্ঞাতবিজ্ঞানাঃ পরমেব পদং গতাঃ।
বাতোদ্ধৃতাঃ পয়োমধ্যং সামুদ্রা ইব বিন্দবঃ ॥ ২০ ॥
উৎপত্তিঃ সর্ব্বজীবানামিতীহ ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
আবির্ভাবতিরোভাবভঙ্গুরা ভবভাবিনী ॥ ২১ ॥
বাসনাবিমবৈষম্যবৈধুর্য্যজ্বরধারিণী।
অনন্তসঙ্কটানর্থকার্য্যসংকারকারিণী ॥ ২২ ॥
নানাদিগ্দেশকালান্তশৈলকন্দরচারিণী।
রচিতোত্তমবৈচিত্র্যবিহিতা সম্ভ্রমা সতী ॥ ২৩ ॥

কাশ্চিদিত্যাদিনা। কাশ্চিদ্ভূতজাতয়স্তজ্জীবা জননং জনঃ। জনা জন্মানি তৎসহস্রাণ্যন্তোঽবধিস্তত্ত্ববোধস্য যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ সংসারে পতন্তি ততো-মুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। বনপর্ণবদিত্যাদি পূর্ব্বোক্তরীত্যা ॥ ১৭ ॥

কাশ্চিত্তু চিৎসত্তায়া অজ্ঞানেন মোহিতা অতএবাপ্রমেয়া গণনাদ্যপরি-চ্ছেদ্যা ভবা জন্মানি যাসাং তথাবিধাশ্চিরজাতাঃ সত্য ইহ সংসারে বহু-কল্পশতান্যপি ভবন্তি ॥ ১৮ ॥

কতিপয়ান্যতীতান্যমনোরমাণি ভবান্তরাণি জন্মানি যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ সাম্প্রতং শুভকর্ম্মপরায়ণা বিহরন্তি তা অল্পৈরেব জন্মভির্মোক্ষ্যন্ত ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

কাশ্চিদিতঃ পূর্ব্বমেব মুক্তা ইত্যাহ কাশ্চিদিতি। বাতোদ্ধৃতাঃ সামুদ্রা বিন্দব পয়োমধ্যং সমুদ্রমিব প্রবিশন্তি ॥ ২০ ॥

উক্তমুপসংহরতি উৎপত্তিরিত্যাদিনা ॥ ২১-২২ ॥

নানাদিক্ষু নানাদেশেষু নানাকালেষু নানাশৈলকন্দরেষু চ চারিণী কর্ম্ম-ফলভোগসঞ্চারবতী। রচিতৈরুত্তমৈর্বৈচিত্র্যৈর্বিহিতা। আ সম্ভ্রমাঃ সর্ব্ব-তোভ্রমা যয়া। পরমার্থতত্ত্বসতী ॥ ২৩ ॥

এষা জগজ্জাঙ্গলজীর্ণবল্লী
সম্যক্ সমালোককুঠারকৃত্তা।
বল্লীব বিক্ষুব্ধমনঃশরীরা
ভূয়োন সংরোহতি রামভদ্র ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে উৎপত্তিদর্শনং নাম
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

ইত্থং সংসারবল্লীং প্রপঞ্চ্য তচ্ছেদোপায়মাহ এষেতি। বিক্ষুব্ধং বিক্ষেপবহুলং মন এব শরীরং স্বরূপং যস্তাস্তথাবিধা এষা জগল্লক্ষণা মোহজাঙ্গলস্ত জীর্ণবল্লী জগল্লতা সম্যক সমালোক স্তত্ত্বসাক্ষাৎকার স্তল্লক্ষণেন কুঠারেণ কৃত্তা ছিন্না সতী। বল্লীবেতি ব্যতিরেকদৃষ্টান্তঃ। ভূয়োন সংরোহতি মূলাজ্ঞানোচ্ছেদাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠউবাচ।

উত্তমাধমমধ্যানাং পদার্থানামিতস্ততঃ।
উৎপত্তীনাং বিভাগোয়ং শৃণু বক্ষ্যামি রাঘব ॥ ১ ॥
ইদং প্রথমতোৎপন্নোযোস্মিন্নেব হি জন্মনি।
ইদং প্রথমতা নাম্নী শুভাভ্যাসমুদ্ভবা ॥ ২ ॥
শুভলোকাশ্রয়া সা চ শুভকার্য্যানুবন্ধিনী।

ইহ দ্বাদশধা ভিন্না বর্ণ্যন্তে জীবজাতয়ঃ।
উপাধিগুণবৈচিত্র্যাচ্চিরাচিরবিমুক্তিগাঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্তে জীবানাং চিরাচিরমুক্তিবিভাগে রামস্য বিশেষজিজ্ঞাসাং লিঙ্গৈ-রুপলক্ষ্য তৎ বিস্তরেণ বক্তুং বশিষ্ঠ উবাচ উত্তমেত্যাদিনা। সাত্ত্বিকতামস-রাজসভেদেনোত্তমাধমমধ্যমানাং পদার্থানাং জীবোপাধীনামিতস্ততোভুবনভে-দেষু যা উৎপত্তয়ঃ প্রাক্‌কথিতা স্তাসাময়ং বক্ষ্যমাণোবিভাগোস্তি তং বক্ষ্যামি শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইদং প্রথমতা ১ গুণপীবরী ২ সসত্ত্বা ৩ অধমসত্ত্বা ৪ অত্যন্ততামসী ৫ রাজসী ৬ রাজসসাত্ত্বিকী ৭ রাজসরাজসী ৮ রাজসতামসী ৯ রাজসাত্যন্ত-তামসী ১০ তামসী ১১ তামসসত্ত্বা ১২ তমোরাজসী ১৩ অত্যন্ততামসী ১৪ তিবক্ষ্যমাণভেদেষু অন্ত্যযোর্ভেদয়োঃ পঞ্চমনবময়োরন্তর্ভাবাৎ দ্বাদশ ভেদাঃ পরিশিষ্যন্তে তেষ্বাদ্যাং দর্শয়তি ইদং প্রথমতোৎপন্ন ইতি। যোজীবঃ পূর্ব্বকল্পে চরমজীবজন্মনি শমদমাদিসর্ব্বসাধনগুণসম্পত্তাবপি শ্রবণাদ্যলাভাৎ বলবৎ প্রতিবন্ধাদ্বা অনুৎপন্নজ্ঞানোস্মিন্ কল্পে ইদং প্রথমতয়া প্রথমে জন্ম-ন্যেব শমাদিসর্ব্বগুণসম্পন্নোজ্ঞানযোগ্য উৎপন্নঃ তস্য সা জীবজাতিরিদং প্রথ-মতা নাম্নীত্যর্থঃ। প্রাক্তনীয়শুভাভ্যাসসমুদ্ভবা হি সা। তস্মিন্নেব জন্মনি মুক্তিভাগিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সৈব চেৎ প্রাক্তনবৈরাগ্যমান্দ্যাচ্ছুভলোকেচ্ছাক্রতোপাসনকর্ম্মাদিসম্বলিতা

সা চেদ্বিচিত্রসংসারবাসনাব্যবহারিণী ॥ ৩ ॥
ভবৈঃ কতিপয়ৈর্ম্মোক্ষমিত্যুক্তা গুণপীবরী ।
তাদৃক্‌ফলপ্রদানৈককার্য্যা কার্য্যানুমানদা ॥ ৪ ॥
তেন রাম সসত্ত্বেতি প্রোচ্যতে সা কৃতাত্মভিঃ ।
অথ চেচ্চিত্রসংসারবাসনাব্যবহারিণী ॥ ৫ ॥
অত্যন্তকলুষা জন্মসহস্রৈর্জ্ঞানভাগিনী ।
তাদৃক্‌ফলপ্রদানৈকধর্ম্মা ধর্ম্মানুমানদা ॥ ৬ ॥
অসাবধমসত্ত্বেতি তেন সাধুভিরুচ্যতে ।
সৈব সংখ্যাতিগানন্তজন্মবৃন্দাদনন্তরম্ ॥ ৭ ॥
সন্দিগ্ধমোক্ষা যদি তৎ প্রোচ্যতেত্যন্ততামসী ।
অনদ্যতনজন্মা তু জাতিস্তাদৃশকারিণী ॥ ৮ ॥

অতএব বিচিত্রসংসারবাসনয়া ভোগব্যবহারিণী ভোগৈর্ব্বাসনাক্ষয়ে কতি-পয়ৈর্দ্দশ পঞ্চভিরেব ভবৈর্জ্জন্মভির্ম্মোক্ষং প্রাপয়তীতি শেষঃ। ইতি হেতোঃ সা শান্তিরাগাহ্যাভয়গুণোপচিতত্বাদ্গুণপীবরীত্যুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয়ামাহ তাদৃগিতি। তাদৃক্ শব্দোবীপ্সিতব্যঃ। তাদৃশানি তাদৃশানি যানি সুখদুঃখফলানি তৎপ্রদানলক্ষণৈরেকৈকস্মু খ্যৈর্লিঙ্গৈঃ প্রাক্তনীয়য়োঃ কার্য্যাকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োরনুমানদা অনুমাপয়িত্রী সাপি ক্রমাৎ সত্ত্বোপচয়ে শতাবধিজন্মভির্ম্মোক্ষভাগিত্যর্থাদ্গম্যতে ॥ ৪ ॥

চতুর্থীমাহ অথেতি ॥ ৫ ॥

অত্যন্তকলুষা প্রাক্তনকল্পসঞ্চিতবহুদুষ্কর্ম্মদুর্ব্বাসনামালিন্যবতী। তাদৃগিত্যাদি প্রাগ্বৎ ॥ ৬ ॥

পঞ্চমীমাহ সৈবেতি। সৈব তাদৃগ্লক্ষণৈব সতী অধ্যাত্মশাস্ত্রবৈমুখ্যাদস্মিন্ কল্পে সন্দিগ্ধমোক্ষা কথঞ্চিৎ সম্ভাবিতমোক্ষা ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠীং লক্ষয়তি অনদ্যতনেতি। যা তু জাতিরনদ্যতনজন্মা পূর্ব্বকল্পীয়বাসনানুসারিণী অতএব তাদৃশচরিত্রকারিণী বিভ্রিতবাস্তরা এতৎকল্পীয়ত্রিজন্মমধ্যে মধ্যমা মনুষ্যাদিরূপা যা উৎপত্তিঃ তাদৃক্কার্য্যা তদনুরূপস্বর্গনরকাদিপ্রাপিকা সন্দিগ্ধমোক্ষা সা রাজসীত্যর্থঃ ॥ ৮-৯ ॥

যোৎপত্তির্মধ্যমা পুংসোরাম দ্বিত্রিভবান্তরা।
তাদৃকার্য্যা তু সা লোকে রাজসী রাজসত্তম ॥ ৯ ॥
অবিপ্রকৃষ্টজন্মাপি সোচ্যতে কৃতবুদ্ধিভিঃ।
সা হি তৎস্মৃতিমাত্রেণ মোক্ষযোগ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১০ ॥
তাদৃকার্য্যানুমানেন প্রোক্তা রাজসসাত্ত্বিকী।
সৈব চেদিতরৈরল্পৈর্জন্মভির্মোক্ষভাগিনী ॥ ১১ ॥
তত্তাদৃশী হি সা তজ্জ্ঞৈঃ প্রোক্তা রাজসরাজসী।
সৈব জন্মশতৈর্মোক্ষভাগিনী চেচ্চিরৈষিণী ॥ ১২ ॥
তদুক্তা তাদৃগারম্ভা সন্তীরাজসতামসী।
সৈব সন্দিগ্ধমোক্ষা চেৎ সহস্রৈরপি জন্মনাম্ ॥ ১৩ ॥
তদুক্তা তাদৃশারম্ভা রাজসাত্যন্ততামসী।
মুক্তজন্মসহস্রা তু যোৎপত্তির্ব্রহ্মণোনৃণাম্ ॥ ১৪ ॥
চিরমোক্ষা হি কথিতা তামসী সা মহর্ষিভিঃ।
তজ্জন্মনৈব মোক্ষস্য ভাগিনী চেত্তদুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

সপ্তমীং লক্ষয়তি অবিপ্রকৃষ্টেতি। সা যদা রাজসদুঃখানুভবপ্রবুদ্ধ-বৈরাগ্যাদিসম্পত্ত্যা অবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানজন্মাপি ভবতি তদা তত্রত্যস্মৃতিমাত্রেণ মোক্ষযোগ্যা মুমুক্ষুভিঃ প্রোচ্যতে। সৈব ময়া তাদৃকার্য্যলিঙ্গকানুমানেন রাজসসাত্ত্বিকী প্রোক্তেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অষ্টমীং লক্ষয়তি সৈব চেদিতি। ইতরৈরুক্তমানুষাতিরিক্তৈরল্পৈর্যক্ষ-গন্ধর্ব্বাদিজন্মনি ক্রমাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা মোক্ষভাগিনী চেৎ রাজসরাজসীত্যর্থঃ॥১১॥

নবমীং লক্ষয়তি সৈব জন্মশতৈরিতি ॥ ১২ ॥

তাদৃগারম্ভা রাজসতামসফলোপভোজককর্ম্মোপাসনাদ্যারম্ভবতী। দশমীং লক্ষয়তি সৈবেতি ॥ ১৩ ॥

একাদশীমাহ মুক্তেতি। ব্রহ্মণোহিরণ্যগর্ভাদ্যা উৎপত্তিঃ কল্পাদাবা-বির্ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

চিরমোক্ষা কল্পান্তরমোক্ষা। দ্বাদশীমাহ তজ্জন্মনৈবেতি। তজ্জন্মনা তামসপ্রথমজন্মনা। তামসে দানবরক্ষঃপিশাচাদিজন্মনি সদ্যোৎকর্ষাৎ প্রহ্লাদ

তজ্জৈস্তামসসত্ত্বেতি তাদৃশারম্ভশালিনী।
ভবৈঃ কতিপয়ৈর্ম্মোক্ষভাগিনী চেত্তদুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
তমোরাজসরূপেতি তাদৃশৈগুর্ণবৃংহিতৈঃ।
পূর্ব্বজন্মসহস্রাঢ্যা পুরোজন্মশতৈরপি ॥ ১৭ ॥
মোক্ষাযোগ্যা ততঃ প্রোক্তা তজ্জৈস্তামসতামসী।
পূর্ব্বস্তু জন্মলক্ষাঢ্যা জন্মলক্ষৈঃ পুরোপি চেৎ ॥ ১৮ ॥
সন্দিগ্ধমোক্ষা তদসৌ প্রোচ্যতেত্যন্ততামসী।
সর্ব্বা এতা সমায়ান্তি ব্রহ্মণোভূতজাতয়ঃ ॥ ১৯ ॥
কিঞ্চিৎ প্রচলিতাভোগাৎ পয়োরাশেরিবোর্ম্ময়ঃ।
সর্ব্বা এব বিনিক্রান্তা ব্রহ্মণোজীবরাশয়ঃ ॥ ২০ ॥
স্বতেজঃস্পন্দিতাভোগাদ্দীপাদিব মরীচয়ঃ।
সর্ব্বা এব সমুৎপন্না ব্রহ্মণোভূতপংক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
স্বমরীচিবলোদ্ভূতা জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বা এবোত্থিতাস্তস্মাৎ ব্রহ্মণোজীবরাশয়ঃ ॥ ২২ ॥
মন্দারমঞ্জরীরূপাশ্চন্দ্রবিম্বাদিবাংশবঃ।
সর্ব্বা এব সমুৎপন্না ব্রহ্মণোদৃশ্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৩ ॥
যথা বিটপিনশ্চিত্রাস্তদ্রূপা বিটপশ্রিয়ঃ।
সর্ব্বা এব সমুৎপন্না ব্রহ্মণোজীবপংক্তয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কর্কট্যাদীনাং জ্ঞানং প্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

রাজসতামসী প্রাক্ প্রোক্তা তস্যা এব কার্য্যপৌর্ব্বাপর্য্যেণ ত্রয়োদশীমাহ ভবৈরিতি ॥ ১৬ ॥

গুণবৃংহিতৈরজস্তমোবহুলফলৈরুপলক্ষিতৈঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

চতুর্দ্দশীং বিধামাহ পূর্ব্বমিতি ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বাসামুপাধিদ্বারা ব্রহ্মপ্রভবত্বং ব্রহ্মাভেদসম্ভাবনায় দৃষ্টান্তভেদৈর্দ্রঢ়য়মাহ সর্ব্বা এতা ইতি ॥ ১৯-২০-২১ ॥

কণাঃ স্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ২২-২৩ ॥

কটকাঙ্গদকেয়ূরমুক্তয়ঃ কনকাদিব।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম ব্রহ্মণোজীবরাশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
নির্ঝরাদমলোদ্যোতাৎ পয়সামিব বিন্দবঃ।
অজস্রৈবাখিলা রাম ভূতসন্ততিকল্পনাঃ ॥ ২৬ ॥
আকাশস্য ঘটস্থালীরন্ধ্রাকাশাদয়ো যথা।
সর্ব্বা এবোত্থিতা লোক-কলনা ব্রহ্মণঃ পদাৎ ॥ ২৭ ॥
শীকরাবর্ত্তলহরীবিন্দবঃ পয়সোযথা।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম ব্রহ্মণোদৃশ্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যো যথা ভাস্করতেজসঃ।
সর্ব্বা দৃশ্যদৃশোদ্রষ্টুর্ব্ব্যতিরিক্তা ন রূপতঃ॥ ২৯ ॥
শীতরশ্মেরিব জ্যোৎস্না স্বালোক ইব তেজসঃ।
এবমেতা হি ভূতানাং জাতয়োবিবিধাশ্চ যাঃ ॥ ৩০ ॥
যস্মাদেব সমায়ান্তি তস্মিন্নেব বিশন্তি চ।
কাশ্চিজ্জন্মসহস্রান্তে জাতয়শ্চিরকালিকাঃ।
কাশ্চিৎ কতিপয়াতীতজন্মরূপা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩১ ॥
ইত্থং জগৎসু বিবিধেষু বিচিত্ররূপাঃ
তস্যেচ্ছয়া ভগবতোব্যবহারবত্যঃ।

বিটপশ্রিয়ঃ শাখাশোভাঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

এবমংশাংশিভাবকল্পনয়া অভেদযোগ্যতাং প্রদর্শ্য উপাধিমিথ্যাত্বপ্রদর্শনেনাভেদং দর্শয়তি অজস্রৈবেতি ॥ ২৬ ॥

উপাধিমিথ্যাত্বং তদনন্যত্বন্যায়োপপাদনেন দৃষ্টান্তে দর্শয়িতুং জগতোব্রহ্মকার্য্যত্বমাহ সর্ব্বা এবেত্যাদিনা ॥ ২৭-২৮-২৯ ॥

স্বস্য আলোকঃ প্রভেব। উপসংহরত্যেবমিত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥

সমায়ান্তি আবির্ভবন্তি। বিশন্তি উপাধিবিলয়েনৈক্যমাপদ্যন্তে। কাশ্চিদিত্যাদিঃ প্রাগুক্তস্যানুবাদঃ ॥ ৩১ ॥

তস্যেশ্বরাত্মনো ভগবতোব্রহ্মণো ব্যবহারবত্যো রূপশ্রিয়ঃ উপাধিরূপা-

আয়ান্তি যান্তি নিপতন্তি তথোৎপতন্তি
রূপশ্রিয়ঃ কণঘটা ইব পাবকোত্থাঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি কথনং নাম চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

ণ্যেব শ্রীর্ভাসাং তথাবিধাঃ প্রাগুক্তজীবজাতয়ো নিপতন্তি ভবান্তবান্তরে ভ্রমন্তি। পাবকোত্থাঃ কণঘটাঃ স্ফুলিঙ্গসমূহা ইব ॥ ৩২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অভিন্নৌ কর্ম্মকর্ত্তারৌ সমমেব পরাৎ পদাৎ ।
স্বয়ং প্রকটতাং যাতৌ পুষ্পামোদৌ তরোরিব ॥ ১ ॥
সর্ব্বসঙ্কল্পনামুক্তে জীবা ব্রহ্মণি নির্ম্মলে ।
স্ফুরন্তি বিততে ব্যোম্নি নীলিমেবাজ্ঞচক্ষুষঃ ॥ ২ ॥
অপ্রবুদ্ধজনাচারোযত্র রাঘব দৃশ্যতে ।
তত্র ব্রহ্মণ উৎপন্না জীবা ইত্যুক্তয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
সম্প্রবুদ্ধজনাচারে বক্তুমেতন্ন শোভনম্ ।

অপ্রবুদ্ধজনৌঘস্য প্রবোধায় ন বস্তুতঃ ।
কর্ম্মকর্ত্রোঃ সহোদ্ভূতিরাক্ষিপ্যেহ সমর্থতে ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণ এব কল্পাদৌ সর্ব্বা জীবজাতয় আবির্ভবন্তীত্যুক্তিব্যাজেন ব্রহ্মৈবোপাধিষু জীবভাবেন প্রবিষ্টমিতি দর্শিতম্। এবঞ্চ আগন্তুকে জীবভাবে ন প্রাক্তনং কর্ম্মনিমিত্তং কল্পং শক্যম্ তস্য প্রাক্তনকর্তৃসাপেক্ষত্বাৎ। তদর্থং জীবস্যানাদিত্বাভ্যুপগমে তু ন ব্রহ্মণঃ প্রাগুক্ত ঔপাধিকোজীবভাবঃ সমর্থয়িতুং শক্য ইত্যুভয়থাপি দোষং প্রসক্তং দৃষ্টিভেদাশ্রয়েণ পরিহরিষ্যন্ গূঢ়াভিসন্ধিঃ পরিশেষাৎ যৌক্তিকদৃশা সহোৎপত্তিপক্ষং দর্শয়তি অভিন্নাবিতি। অন্যোন্যতাদাত্ম্যকল্পনাদভিন্নৌ অতঃ সমং যুগপদেব পরাৎ পদাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ স্বয়ং স্বস্বভাববশাদেব সর্গাদৌ প্রকটতাং যাতৌ। তথাচ ভগবতোবাক্যম্। "ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" ইতি ॥ ১ ॥

তদাবির্ভাবে তাদাত্ম্যাধ্যাসে চ জীবানাং স্বভাবশব্দিতং স্বাজ্ঞানমেব হেতুরিতি সদৃষ্টান্তমাহ সর্ব্বেতি ॥ ২ ॥

অতএব সৃষ্টিবাদোয়মজ্ঞসম্মতব্যবহারভূমাবেব ন পরমার্থপদে ইত্যাহ অপ্রবুদ্ধেতি ॥ ৩ ॥

তদ্ব্রহ্মণ ইদং জাতং ন জাতং চেতি রাঘব ॥ ৪ ॥
কাচিৎ বা কলনা যাবৎ ন নীতা রাঘব প্রথাম্ ।
উপদেশ্যোপদেশশ্রীস্তাবল্লোকে ন শোভতে ॥ ৫ ॥
অতোভেদদৃশাদীনামঙ্গীকৃত্যোপদিশ্যতে ।
ব্রহ্মেদমেতে জীবা বৈ বেতি বাচাময়ং ক্রমঃ ॥ ৬ ॥
ইতি দৃষ্টোনিরাসঙ্গাৎ ব্রহ্মণোজায়তে জগৎ ।
তজ্জং তদেব তদ্ধেতুগতং দুরববোধতঃ ॥ ৭ ॥
মেরুমন্দরসঙ্কাশা বহবোজীবরাশয়ঃ ।
উৎপত্যোৎপত্য সংলীনাস্তস্মিন্নেব পরে পদে ॥ ৮ ॥
অথানন্তাঃ স্ফুরন্ত্যেতে জায়মানাঃ সহস্রশঃ ।
নানাঃ ককুব্নিকুঞ্জেষু পাদপেম্বিব পল্লবাঃ ॥ ৯ ॥

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তিরিত্যেষা পরমার্থতা।" "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" "অয়-মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যাদি শ্রৌতপারমার্থিকদৃশা তু ন জগতোজীবানাং কর্ম্মণাং বা উৎপত্ত্যাদিকং তন্নিরোধো বা বক্তুং শক্য ইত্যাহ সম্প্রবুদ্ধেতি ॥ ৪ ॥

তর্হি পরমার্থোপদেশকে শাস্ত্রে কিমজ্ঞদৃষ্ট্যুপপাদ্য সর্গাদ্যুক্তেঃ প্রয়ো-জনং তত্রাহ কাচিদ্বেতি। কলনা দ্বিতীয়কল্পনা ॥ ৫ ॥

দীনাং শোচ্যাং দ্বৈতকল্পনাং যাবৎ ব্যবহারকালমঙ্গীকৃত্যেত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে বা ইতি সংশয়ে ইতিশব্দঃ প্রকারে। যাবৎ প্রমাণপরি-শোধং নিশ্চয়েন যাবৎ প্রমেয়নির্ণয়ং সংশয়েন প্রকারেণাঙ্গীকৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

লোকেপ্যন্ত্যাপগমা বাদো বহুশঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ। ইতিদৃষ্ট ইতি। বন্ধ্য-ভ্যুপগতং দ্বৈতং তর্হি কথমপোদ্যতে তত্রাহ নিরাসঙ্গাদিতি। নিরাসঙ্গাৎ অসঙ্গাদদ্বিতীয়াদ্ব্রহ্মণো জগজ্জায়তে ইতি প্রথমং ব্যুৎপাদিতে বস্তুজং তদু-পাদানকং তত্তদেব যতস্তদুৎপত্তেঃ প্রাক্ হেতুগতমুপাদানস্থং তদেব আবি-র্ভাবদশায়ামপি হেতুগতত্বাৎ তাবন্মাত্রমপি দুরববোধতো ভ্রান্তিজ্ঞানাৎ পৃথ-গিব ভাতীতি বাধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তদুপাদানকত্বঃ তু কালত্রয়েপি তত্রৈবোৎপদ্য লীয়মানত্বাৎ সিদ্ধমিত্যাহ

জীবৌঘাশ্চোল্লবিষ্যন্তি মধাবিব নবাঙ্কুরাঃ।
তত্রৈব লয়মেষ্যন্তি গ্রীষ্মে মধুরসা ইব ॥ ১০ ॥
তিষ্ঠন্ত্যজস্রং কালেষু ত এবান্যে চ ভূরিশঃ।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে পরস্মিন্ জীবরাশয়ঃ ॥ ১১ ॥
পুষ্পামোদাবিবাভিন্নৌ পুমান্ কর্ম্ম চ রাঘব।
পরমেশাৎ সমায়াতে তত্রৈব বিশতঃ শনৈঃ ॥ ১২ ॥
দৃষ্টমেতে জগত্যস্মিন্ দৈত্যোরগনরামরাঃ।
উদ্ভবন্ত্যভবাভাবৈঃ প্রস্ফুরন্তি পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥
হেতুর্ব্বিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তরফলপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥

মের্ব্বিত্যাদিচতুর্ভিঃ। জীবশব্দেন তদুপাধয়োগৃহ্যন্তে ॥ ৮-৯-১০-১১ ॥

শুদ্ধাভিসন্ধিমুপসংহরতি পুষ্পামোদাবিতি। অভিন্নাবিতি। পুষ্পামোদাবিতি দৃষ্টান্তবিশেষণত্বাৎ পুংস্ত্বম্। সমায়াতে ইতি তু দার্ষ্টান্তিকবিশেষণমিতি নপুংসকমনপুংসকেনেতি নপুংসকৈকশেষঃ ॥ ১২ ॥

সহোৎপত্তিকল্পনায়াং দৃষ্টানুসারোপপত্তীত্যাহ দৃষ্টমিতি। বস্তুবৃত্ত্যা অভবা অপি ভাবৈর্ব্বাসনাভূতমাত্রোপাধিভিরুদ্ভবন্তি তৎকালং প্রস্ফুরন্তি সঙ্কলন্তি চেতি সহোৎপত্তিতাদাত্ম্যয়োঃ প্রত্যক্ষং দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তথাচ তদুৎপত্তৌ ন কর্ম্মাণি ন বা অন্যন্নিমিত্তং কর্ত্তৃপূর্ব্বকত্বাৎ তেষামতঃ পরিশেষাৎ প্রাগুক্তাজ্ঞানমেকমেবেত্যাহ হেতুরিতি। অয়মভিসন্ধিঃ—ন তাবৎ কর্ত্তুরনাদিতা বক্তুং শক্যা। কর্ত্তৃত্বস্য স্বাভাবিকত্বে অনাদিস্বভাবস্যাগ্ন্যৌষ্ণ্যাদেরিবোপায়সহস্রৈরপ্যপরিহার্য্যতয়াঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ঔপাধিকত্বে স উপাধিরবিদ্যৈব বা স্যাদন্যো বা স্যাৎ। আদ্যে ফলতঃ সৈদ্ধান্তিকপরিশেষপক্ষান্তর্গতিঃ। কিঞ্চ অবিদ্যায়া আত্মনি কর্ত্তৃতাপাদকত্বং স্বত এব বা অন্যসাপেক্ষতয়া বা। ন স্বতঃ। সুষুপ্তিমূর্চ্ছাপ্রলয়েষপ্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাপাদনাপত্তেঃ। অন্যসাপেক্ষতয়া চেৎ যৎ সাপেক্ষা সত্যবিদ্যা কর্ত্তৃতামাপাদয়তি স এবোপাধিঃ স্যান্নাবিদ্যা। ন হ্যুপাধেরুপাধির্ভবতীতি। দ্বিতীয়েপি স উপাধিরবিদ্যাকার্য্যং স্বতন্ত্রো বা। স্বাতন্ত্র্যে যত্নাদিবর্হি সুষুপ্তি-

রাম উবাচ।

অবিসম্বাদিনার্থে যৎ যৎ প্রামাণিকদৃষ্টিভিঃ।
বীতরাগৈর্ব্বিনির্ণীতং তচ্ছাস্ত্রমিতি কথ্যতে ॥ ১৫ ॥
মহাসত্ত্বগুণোপেতা যে ধীরাঃ সমদৃষ্টয়ঃ।
অনির্দ্দেশ্যকলোপেতাঃ সাধবস্ত উদাহৃতাঃ ॥ ১৬ ॥
স্বয়ং হি দৃষ্টির্ব্বালানাং সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
সাধুবৃত্তং তথা শাস্ত্রং সর্ব্বদৈবানুবর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥
সাধুসংব্যবহারার্থং শাস্ত্রং যো নানুবর্ত্ততে।

প্রলয়য়োরপি কর্ত্তৃতামাপাদয়েৎ। যদি সাদিস্তর্হি তদুপহিতকর্ত্তৃরূপমপি স্যাদেবেতি নানাদিকর্ত্তৃসিদ্ধিঃ। অবিদ্যাকার্য্যোপাধিপক্ষেপ্যয়মেব দোষ ইতি নিত্যস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্র্যুপাধিসম্বন্ধস্য প্রতিকল্পং প্রতিদিনং চ ভেদাৎ তদধীনস্যোপহিতকর্ত্তৃরূপস্য কর্ম্মসহোৎপত্তিঃ কর্ম্মশক্তিমদুপাধিতাদাত্ম্যরূপতা চ। তত্র চাত্মবিস্মরণমেব বীজমিতি পক্ষ এব যৌক্তিকদৃশা পরিশিষ্যতে। "এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতী"তি শ্রুতিরপ্যত্রানুকূলেতি ॥ ১৪ ॥

অস্মিন্ পক্ষে অনুপপত্তিমুপপাদয়িষ্যন্ রামস্তদুপযোগিনীং ভূমিকাং রচয়িতুং শাস্ত্রলক্ষণমাহ অবিসম্বাদিনেতি। অলৌকিকে ধর্ম্মে ব্রহ্মণি চ প্রমাণং শ্রুতিঃ তৎপ্রভবা দৃষ্টির্যেষাং তৈঃ প্রামাণিকদৃষ্টিভির্ব্বীতরাগৈশ্চ মম্বাদিভির্ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে অর্থে স্বমূলশ্রুত্যবিসম্বাদিনা জৈমিনীয়াদিতন্ত্রসিদ্ধন্যায়কলাপেন যদ্যদ্বিনির্ণীতং নির্ণীয় নিবদ্ধং স্মৃতিপুরাণকল্পসূত্রেতিহাসাদি তচ্ছাস্ত্রমিতি কথ্যতে। তথাচ শ্রুতয়স্তন্মূলস্মৃত্যাদয়শ্চালৌকিকার্থে মানমিত্যাশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

এবং সদাচারোপি মানমিতি বক্তুং সতাং লক্ষণমাহ মহাসত্ত্বেতি। মহতা অত্যন্তবিশুদ্ধেন সত্ত্বগুণেনোপেতাঃ ধীরা বিষয়ৈর্দুঃখস্থানৈশ্চাপ্রকম্প্যাঃ। সমদৃষ্টয়ঃ অরাগদ্বেষাঃ অনির্দ্দেশ্যা শব্দেনাভিলপিতুমশক্যা যা নিরতিশয়ানন্দব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপা তদুপেতাঃ তে সাধবঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সাধুবৃত্তমুক্তলক্ষণানাং সতামাচারঃ শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতী চেতি দ্বয়ং বালানামজ্ঞাততত্ত্বানাং শিষ্টানাং দৃষ্টির্নেত্রদ্বয়ং ধর্ম্মব্রহ্মতত্ত্বদর্শনায়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সাধুঃ সর্ব্বলোকোপযোগী যঃ সদ্ব্যবহারস্তদর্থং তৎপ্রয়োজনং শাস্ত্রম্।

বহিঃ কুর্ব্বন্তি তং সর্ব্বে স চ দুঃখে নিমজ্জতি ॥ ১৮ ॥
ইহ লোকে চ বেদে চ শ্রুতিরিত্থং সদা প্রভো।
যথা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ পর্য্যায়েণেহ সঙ্গতৌ ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মণা ক্রিয়তে কর্ত্তা কর্ত্রা কর্ম্ম প্রণীয়তে।
বীজাঙ্কুরাদিবন্ন্যায়ো লোকবেদোক্ত এব সঃ ॥ ২০ ॥
কর্ম্মণোজায়তে জন্তুর্ব্বীজাদিব নবাঙ্কুরঃ।
জন্তোঃ প্রজায়তে কর্ম্ম পুনর্ব্বীজমিবাঙ্কুরাৎ ॥ ২১ ॥
যথা বাসনয়া জন্তুর্নীয়তে ভবপিঞ্জরে।
তদ্বাসনানুরূপেণ ফলং সমনুভূয়তে ॥ ২২ ॥
এবং স্থিতে কথং নাম জন্মবীজেন কর্ম্মণা।
বিনোৎপত্তিস্ত্বয়া প্রোক্তা ভূতানাং ব্রহ্মণঃ পদাৎ ॥ ২৩ ॥
পক্ষেণানেন ভগবন্ ভবতা জন্মকর্ম্মণোঃ।

সর্ব্বে শিষ্টাঃ সঃ শাস্ত্র সদাচার বর্জ্জিতঃ। ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

ইহ অস্মিন্ লোকে প্রামাণিকজনে বেদে চ ইত্থং শ্রূয়ত ইতি শ্রুতির্নিরূঢ়প্রবাদঃ অস্তীতি শেষঃ। প্রবাদমেবাভিলপ্য দর্শয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ যথেত্যাদিনা। পর্য্যায়েণ অযৌগপদ্যেন হেতুফলভাবেনেতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ কর্ম্মণেতি। প্রণীয়তে নিষ্পাদ্যতে ॥ ২০-২১ ॥

কর্ম্মেব বাসনাপি প্রাক্তনী কর্ত্তৃহেতুরিত্যাহ যথেতি। সমনুভূয়তে তেন জন্তুনেতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

এবং ভূমিকাং কৃত্বা কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ সহোৎপত্তিপক্ষমাক্ষিপতি এবং স্থিতে ইতি। সহোৎপত্তিপক্ষে হি প্রাক্তনং কর্ম্ম বিনৈবোৎপত্তিরিতি ফলিতং তচ্চায়ুক্তম্। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন কর্ম্মণা জায়তে] জন্তুরিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিশিষ্টপ্রবাদবিরোধাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনেন সহোৎপত্তিপক্ষেণৈতয়োর্জীবকর্ম্মণোর্জ্জগতি জাতা প্রমাণনিরূঢ়া অবিনাভাবিতা অন্বয়ব্যতিরেকশালিনী পরম্পরহেতুফলতা তিরস্কৃতা ভবতেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তিরস্কৃতা জগজ্জাতা সা বিনা ভাবিতৈতয়োঃ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মণ্যকারণে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাদিষু ফলেষু চ ।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি স্বয়ং লোকে প্রমার্জ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥
সঞ্জাতে সঙ্করে লোকে কর্ম্মস্বফলদায়িষু ।
মাৎস্যন্যায়ে বিলসতি নাশ এবাবশিষ্যতে ॥ ২৬ ॥
কিং তৎ কৃতং ভবত্যেব ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ ।
এনং মে সংশয়ং স্ফারং ছিন্ধি বেদ্যবিদাম্বর ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সাধু রাঘব পৃষ্টোস্মি ত্বয়া প্রশ্নমিমং শুভম্ ।
শৃণু বক্ষ্যামি তে যেন ভৃশং জ্ঞানোদয়োভবেৎ ॥ ২৮ ॥
মানসোয়ং সমুন্মেষঃ কলাকলনরূপতঃ ।

কর্ম্মণাং অকারণে অদ্বয়ত্বাৎ স্বাতিরিক্তকারণশূন্যে মায়াশবলে ব্রহ্মণি বিয়দাদিস্থূলদেহান্তভোগায়তনসর্গরূপং ফলমস্তি তৎফলেষু ব্রহ্মাদিষু হিরণ্যগর্ভাদিস্থূলসূক্ষ্মোপাধিষু ভোগতৎসামগ্রীসর্গরূপং ফলমস্তীতি লোকে প্রসিদ্ধং প্রবাদস্বয়ং ত্বয়া প্রমার্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

দোষান্তরমপ্যাহ সঞ্জাত ইতি। কর্ম্মস্বফলদায়িষু নিষ্ফলেষু সৎসু নরকাদিভয়াভাবান্মৎস্যৈরিব বলবদ্ভির্হিংসনভক্ষণৈর্মাৎস্যন্যায়ে বিলসতি সতি ॥ ২৬ ॥

তৎ তস্মাৎ হে ব্রহ্মন্ তত্ত্বতোযথার্থতোব্রূহি। কৃতং কর্ম্ম ফলাত্মনা ভবত্যেব কিং বা নেতি এনং সংশয়ং ছিন্ধি ॥ ২৭ ॥

ইত্থমাক্ষিপ্তোবশিষ্ঠঃ প্রামাণিকমাক্ষেপং প্রশংসংস্তৎসমাধিং প্রতিজানীতে সাধ্বিতি ॥ ২৮ ॥

সহোৎপত্তিপক্ষেপি যথা ন কশ্চিদ্দোষস্তথোপপাদয়িতুং ভূমিকাং রচয়তি মানস ইতি। যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি তৎ কর্ম্মণা করোতীতি শ্রুতের্ম্মনঃসম্বন্ধী যঃ কলাকলনরূপতঃ ক্রিয়াকৌশলপ্রতিসন্ধানরূপেণ সমুন্মেষোবিকাসঃ এতৎ তৎ প্রসিদ্ধং কর্ম্মণাং বীজম্। কথং জায়তে। যতঃ অচৈতন্যোত্তরত্র ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপং ফলং বিদ্যতে ন অমনঃপূর্ব্বকদেহচেষ্টামাত্রস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এতত্তৎ কর্ম্মণাং বীজং ফলমস্যৈব বিদ্যতে ॥ ২৯ ॥
যদৈব হি মনস্তত্ত্বমুত্থিতং ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
তদৈব কর্ম্ম জন্তুনাং জীবোদেহতয়া স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥
কুসুমাশয়য়োর্ভেদো ন যথাভিন্নয়োরিহ।
তথৈব কর্ম্মমনসোর্ভেদোনাস্ত্যবিভিন্নয়োঃ ॥ ৩১ ॥
ক্রিয়াস্পন্দোজগত্যস্মিন্ কর্ম্মেতি কথিতোবুধৈঃ।
পূর্ব্বং তস্য মনোদেহং কর্ম্মাতশ্চিত্তমেব হি ॥ ৩২ ॥
ন স শৈলোন তদ্ব্যোম ন সোব্ধিশ্চ ন বিষ্টপম্।

ফলমস্যৈব বিদ্যতে ইতি যদুক্তং তদুদাহৃত্য দর্শয়তি যদৈবেতি। আদি-সর্গে পরব্রহ্মণঃ পদাৎ যদৈব মনোলক্ষণং তত্ত্বং বস্তু স্থিতং তদৈব জন্তুনাং তদুপাধ্যাবির্ভূতসমষ্টিব্যষ্টিজীবানাং কর্ম্মাপ্যুত্থিতম্। জীবশ্চ প্রাক্তনবাসনা-নুসারিদেহতয়া দেহাহংভাবেন স্থিতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "তন্মনোকুরুত আত্মন্বী স্যাম্" ইতি "সোর্চ্চন্নচরৎ" ইতি চ মনোজন্মাধীনমেবাত্মবিভাগদিতদেহিত্বং সঙ্কল্পণলক্ষণং কর্ম্ম চ তস্য দর্শয়তি। "যং যং ভবন্তি তং তদা ভব-ন্তীতি" চ শ্রুত্যন্তরম্। তথাচ মন এব কর্তৃ নান্যেতি দর্শয়িতুং ময়া সহোৎ-পত্তিপক্ষোদর্শিত ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

এবং কর্তৃকর্ম্মাভেদোক্তেরপি কর্ম্মণোমনোধর্ম্মতৈব নাত্মধর্ম্মতা কৌটস্থ্য-স্বভাববিরোধাদিতি প্রদর্শনে তাৎপর্য্যমিতি সদৃষ্টান্তমাহ কুসুমেতি। আশ-য়োত্রান্তঃস্থ আমোদঃ ॥ ৩১ ॥

নমু কর্ম্মশব্দেন যজ্ঞাদিতজ্জন্যমদৃষ্টং বোচ্যতে। তত্রাদ্যোদেহধর্ম্মোদ্বিতী-য়স্ত ভোক্তৃগমবায়ী। তৎ কথং মনোধর্ম্মতানয়োস্তত্রাহ ক্রিয়েতি। ক্রিয়ৈব হি কর্ম্মসংস্কারাত্মনা মনসি স্থিতা অদৃষ্টং ফলাত্মনা আবির্ভূতা দেহদর্শনয়-কাদিরূপা ভবতি। এবঞ্চ তস্য কর্ম্মণ আশ্রয়োদেহমপি পূর্ব্বং মন এব। "সবিজ্ঞানোভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি" ইতি শ্রুত্যা মনসোভাবিদেহা-কারাভিমানং প্রাপ্তস্যৈব পূর্ব্বদেহাদুৎক্রমণশ্রুতেঃ। আতিবাহিকদেহস্যৈব বাসনাবলেন স্থূলদেহতা কল্পনমিতি প্রাক্ ব্যুৎপাদনাচ্চ। অতশ্চিত্তং মন এব কর্ম্মধর্ম্মকত্বাৎ কর্ম্মেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এবঞ্চ যদুক্তঃ কর্ম্মনৈষ্ফল্যদোষোপি পরিহৃতো মনঃ কার্য্যস্য সর্ব্বস্যাপি

অস্তি যত্র ফলং নাস্তি কৃতানামাত্মকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৩ ॥
ঐহিকং প্রাক্তনং বাপি কর্ম্ম যদ্রচিতং স্ফুরৎ।
পৌরুষোসৌ পরোযত্নো ন কদাচন নিষ্ফলঃ ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণতাসংক্ষয়ে যদ্বৎ ক্ষীয়তে কজ্জলং স্বয়ম্।
স্পন্দাত্মকর্ম্মবিগমে তদ্বৎ প্রক্ষীয়তে মনঃ ॥ ৩৫ ॥
কর্ম্মনাশে মনোনাশোমনোনাশোহ্যকর্ম্মতা।

প্রপঞ্চস্য কর্ম্মফলত্বোপপত্তেরিত্যাশয়েনাহ ন স ইতি। ফলশব্দোভাবপ্রধানঃ। ফলত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

রচিতং সাবধানমনুষ্ঠিতং সাঙ্গতয়া চ স্ফুরৎ বিরাজমানং যৎ কর্ম্ম অসৌ পৌরুষঃ প্রযত্ন এব। স চ কদাচন কদাচিদপি নিষ্ফলো নেত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ। অবিদ্যোপাধিঃ মন এব ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ চিদাত্মোপাধিত্বাচ্চ কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ চ। তচ্চান্নময়ং সৌম্য মনস্তন্মনোকুরুত ত্রীণ্যাত্মনেহ্ কুরুত মনোবাচং প্রাণমিত্যাদিশ্রুতেঃ প্রাগুক্তযুক্তেশ্চ। যদ্যপি প্রতিকল্পং প্রতিদিনং-চোৎপদ্য প্রলীয়তে তথাপি প্রত্যহমাবির্ভূয় নিশি তমসি তিরোভবন্তী কুড্যচ্ছায়েব প্রতিদর্পণসন্নিধানমাবির্ভূয় দর্পণাপসরণে তিরোভবন্ মুখপ্রতিবিম্বমিব চ তদেবেদমিত্যবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞাপ্রামাণ্যাদুপহিতাত্মৈক্যাৎ চ ন ভিদ্যতে ইত্যনাদ্যপি ভবতি। ন হি নাশোনাম শূন্যতাপত্তিরুৎপত্তির্বা অসতঃ সত্ত্বং যেন প্রত্যহং সুষুপ্তৌ নাশাচ্ছেদঃ স্যাৎ। সৎকার্য্যবাদাশ্রয়ণাচ্চাবিদ্যাবীজাত্মনা সতোরেব প্রাক্তনকর্ত্তৃকর্ম্মণোস্তৎফলবিষয়াদিপ্রপঞ্চস্য চ সহোৎপত্ত্যভ্যুপগমেপি ন কৃতহানাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ ইতি ন শাস্ত্রপ্রামাণ্য-বাধোন বা মাৎস্যন্যায়প্রসক্তির্ন বা জন্মকর্ম্মণোরবিনাভাবনিয়মপ্রযোজনং মন এব তিরোভূতাবস্থমাবির্ভাবস্থঞ্চাবিদ্যেত্যভ্যুপগমাচ্চাত্মবিস্মরণৈকহেতু-পরিশেষোক্তিরপ্যবিরুদ্ধেতি তত্ত্বমিতি ॥ ৩৪ ॥

সহোৎপত্ত্যৈক্যপক্ষাভ্যুপগমস্য কিং ফলং তদাহ কৃষ্ণতেতি। তথাচ কর্ম্মমনসোরন্যতরনাশার্থিনা স্পন্দাত্মকস্য প্রাণস্য মনসোবা নিরোধলক্ষণো-হঠযোগোরাজযোগোবাভ্যসনীয় ইতি তৎফলমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

যোগজস্যসাক্ষাৎকারেণাবিদ্যানাশে চাত্যন্তিক উভয়নাশোভবতি নান্য-থেত্যাশয়েন মুক্তস্তেত্যুক্তিঃ ॥ ৩৬ ॥

মুক্তস্যৈব ভবত্যেব নামুক্তস্য কদাচন ॥ ৩৬ ॥
বহ্ন্যৌষ্ণ্যয়োরিব সদা শ্লিষ্টয়োশ্চিত্তকর্ম্মণোঃ।
দ্বয়োরেকতরাভাবে দ্বয়মেব বিলীয়তে ॥ ৩৭ ॥

চিত্তং সদাস্পন্দবিলাসমেত্য
স্পন্দৈকরূপং ননু কর্ম্ম বিদ্ধি।
কর্ম্মার্থচিত্তং কিল ধর্ম্মকর্ম্ম
পদং গতে রাম পরস্পরেণ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে কর্ম্মপুরুষয়োরৈক্যপ্রতিপাদনং নাম পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

শ্লিষ্টয়োস্তাদাত্ম্যেন সঙ্গতয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

একনাশে অপরনাশ ইত্যত্রোপপত্তিং দর্শয়নুপসংহরতি চিত্তমিতি। যতশ্চিত্তং স্পন্দবিলাসমেত্য বিহিতনিষিদ্ধনিষ্পাদনেন পুণ্যপাপাত্মকধর্ম্মাধর্ম্মাকারপরিণামি ভবতি। অথ কর্ম্ম চ তৎফলভোগানুরূপস্পন্দাত্মকবিলাসমেত্য চিত্তং ভবতি। অতস্তে পরস্পরেণ নিমিত্তেন ধর্ম্মপদং কর্ম্মপদঞ্চ গতে বাচকত্বেন প্রাপ্তে ধর্ম্মকর্ম্মশব্দাভ্যাং লোকে ব্যবহ্রিয়েতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মনোহি ভাবনামাত্রং ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী ।
ক্রিয়া তদ্ভাবিতা রূপং ফলং সর্ব্বোনুধাবতি ॥ ১ ॥

রাম উবাচ ।

বিস্তরেণ মম ব্রহ্মন্ জড়স্যাপ্যজড়াকৃতেঃ ।
রূপমারূঢ়সঙ্কল্পং মনসোবক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ ।
সঙ্কল্পশক্তিরচিতং যদ্রূপং তন্মনোবিদুঃ ॥ ৩ ॥
ভাবঃ সদসতোর্ম্মধ্যে নৃণাং চলতি যশ্চলঃ ।
কলনোন্মুখতাং যাতস্তদ্রূপং মনসোবিদুঃ ॥ ৪ ॥

মনসঃ কর্ম্মবৈচিত্র্যাদিহ নানাবিধাকৃতেঃ ।
ব্যাখ্যায়ন্তেঽভিধাভেদাস্তস্য চাস্য বিশুদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

উক্তার্থপ্রপঞ্চনার্থস্য সর্গস্যার্থং সংক্ষিপ্যাদৌ দর্শয়তি মন ইতি। অদ্ভুতানামর্থানাং ভাবনা বিভাবনাখ্যং বিকল্পনং তন্মাত্রম্। সা ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী সতী বিহিতনিষিদ্ধক্রিয়া ভবতি। তস্যাঃ ক্রিয়ায়া এব সৌক্ষ্যাদদৃষ্টভাবাপন্নায়া জন্মান্তরাদ্যাত্মকং যৎ ভাবিতারূপং তদেব ফলং সর্ব্বো জন্তুরনুধাবতি অনুসরতি। মন এব ক্রমেণোক্তত্রয়ভাবমাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বশক্তিমন্মায়াশবলস্য রচিতং প্রথমনিষ্পাদিতং সঙ্কল্পশক্তিরূপং তন্মন ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সাম্প্রতিকেপি নৃণাং ব্যবহারে তৎপ্রসিদ্ধমিত্যাহ ভাব ইতি। স্থাণুর্ব্বা পুরুষোবেতি বিকল্পে সদসতোঃ কোট্যোর্মধ্যেভাবশ্চলো দোলায়মানশ্চলতি

নাহং বেদাবভাসাত্মা কুর্ব্বাণোস্মীতি নিশ্চয়ঃ।
তস্মাদেকান্তকলনস্তদ্রূপং মনসোবিদুঃ ॥ ৫ ॥
কল্পনাত্মিকয়া কর্ম্ম-শক্ত্যা বিরহিতং মনঃ।
ন সম্ভবতি লোকেস্মিন্ গুণহীনোগুণী যথা ॥ ৬ ॥
যথা বহ্ন্যৌষ্ণ্যয়োঃ সত্তা ন সম্ভবতি ভিন্নয়োঃ।
তথৈব কর্ম্মমনসোস্তথাত্মমনসোরপি ॥ ৭ ॥
স্বেনৈব চিদ্রূপেণ কর্ম্মণা ফলধর্ম্মিণা।
সঙ্কল্পৈকশরীরেণ নানাবিস্তরশালিনা ॥ ৮ ॥
ইদং ততমনেকাত্ম-মনাময়মকারণম্।
বিশ্বং বিগতবিন্যাসং বাসনাকল্পনাকুলম্ ॥ ৯ ॥
যা যেন বাসনা যত্র সতেবারোপিতা যথা।
সা তেন ফলতস্তত্র তদেব প্রাপ্যতে তথা ॥ ১০ ॥
কর্ম্মবীজং মনঃস্পন্দঃ কথ্যতেথানুভূয়তে।
ক্রিয়াস্তু বিবিধাস্তস্য শাখাশ্চিত্রফলাস্তরোঃ ॥ ১১ ॥
মনোযদনুসন্ধত্তে তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।

সঙ্করতীত্যর্থঃ। কলনোন্মুখতাং কোটিদ্বয়স্য স্মৃতিপূর্ব্বকতাম্ ॥ ৪ ॥

সদা চিদ্রূপত্বাৎ ভাসমানেপ্যাত্মনি নাহং বেদেতি প্রত্যয়ঃ অকর্ত্তর্য্যপি কর্ত্তৃতাপ্রত্যয়শ্চ যেন ভবতি তন্মন ইত্যাহ নাহমিতি। একান্তকলনো নিয়তং জায়মানঃ ॥ ৫ ॥

নিঃস্পন্দে মনস্তেতস্য লক্ষণস্যাব্যাপ্তিমাশঙ্ক্যাহ কল্পনাত্মিকয়েত্যাদিনা ॥ ৬ ॥

আত্মমনসোর্জীবমনসোঃ ॥ ৭ ॥

ফলেন ধর্ম্মিণা সাধ্যবতা ॥ ৮-৯ ॥

বাসনা কল্পনা কলনাকুলাস্মিত্যেতৎ স্ফুটয়তি যা যেনেতি। যত্র সতেব যথৈশ্বৈবৈরিঞ্চৈহৈরেব সত্যলোকস্থা বয়মিতি কল্পিতেনেত্যর্থঃ। সতেবেতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥

তস্য বাসনাতরোঃ কর্ম্ম বীজং মনঃ স্পন্দঃ শরীরং ক্রিয়াঃ শাখা ইতি শাস্ত্রে কথ্যতে ফলঞ্চানুভূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বাঃ সম্পাদয়ন্ত্যেতাস্তস্মাৎ কর্ম্ম মনঃ স্মৃতম্ ॥ ১২ ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং কর্ম্মাথ কল্পনা ।
সংস্মৃতির্ব্বাসনাবিদ্যা প্রযত্নঃ স্মৃতিরেব চ ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রিয়ং প্রকৃতির্ম্মায়া ক্রিয়া চেতীতরা অপি ।
চিত্রাঃ শব্দোক্তয়োব্রহ্মন্ সংসারভ্রমহেতবঃ ॥ ১৪ ॥
কাকতালীয়যোগেন ত্যক্তস্ফারদৃগাকৃতেঃ ।
চিত্তেশ্চত্যানুপাতিন্যাঃ কৃতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥

রাম উবাচ ।

পরায়াঃ সম্বিদোব্রহ্মন্নেতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়ঃ ।
কল্প্যমানবিচিত্রার্থাঃ কথং রূঢ়িমুপাগতাঃ ॥ ১৬ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

গতেব সকলঙ্কত্বং কদাচিৎ কল্পনাত্মকম্ ।
উন্মেষরূপিণী নানা তদৈব হি মনঃ স্থিতা ॥ ১৭ ॥

নমু কর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ কর্ম্ম কথং তৎ মনসঃ স্যাৎ তত্রাহ মন ইতি ॥ ১২ ॥

মন এব সর্ব্বেন্দ্রিয়ভাবং ধত্ত ইতি নায়ং দোষ ইতি দর্শয়ংস্তন্নামান্যাহ মন ইত্যাদিনা ॥ ১৩ ॥

নৈতাবত্যঃ কিন্ত্বিতরা অপি সন্তি। ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণি। ছান্দসঃ সপ্তম্যা লুক্। নস্তি সম্বুদ্ধ্যোরিতি নলোপনিষেধঃ। সংসারভ্রমঃ সংসারকল্পিতোবক্ষ্যমাণপ্রবৃত্তিনিমিত্তভেদঃ স এব হেতুর্যাসাম্ ॥ ১৪ ॥

কাকতালীয়মাকস্মিকং স্বরূপবিস্মরণং তদ্যোগেন ত্যক্তৈবানন্তকূটমানাস্ফারা হপরিচ্ছিন্না দৃগাকৃতিশ্চিদেকরসাকারো যয়া তথাভূতায়াশ্চিত্তেশ্চেত্যানুপাতিন্যা বাহ্যকল্পনোন্মুখায়াঃ ॥ ১৫ ॥

উক্তানাং মনোবুদ্ধ্যাদিনাম্নাং চেত্যোন্মুখচিতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেন যোগরূঢ্যা পর্য্যায়বৃত্তিতাং প্রত্যেকং নির্ব্বচনেন বিশিষ্য জিজ্ঞাসমানোরামঃ পৃচ্ছতি পরায়া ইতি। কল্প্যমানোবিচিত্রোযোগার্থো যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পৃষ্টো বশিষ্ঠঃ ক্রমেণ পঞ্চদশাপি নামানি ব্যাচিকীর্ষুঃ প্রথমং মন ইতি নাম ব্যাচষ্টে গতেবেতি। পরা সম্বিদবিদ্যয়া সকলঙ্কত্বং গতেব

ভাবনানন্বনুসন্ধানং যদা নিশ্চিত্য সংস্থিতা।
তদৈষা প্রোচ্যতে বুদ্ধিরিয়ত্তাগ্রহণক্ষমা ॥ ১৮ ॥
যদা মিথ্যাভিমানেন সত্তাং কল্পয়তি স্বয়ম্।
অহঙ্কারাভিমানেন প্রোচ্যতে ভববন্ধনী ॥ ১৯ ॥
ইদং ত্যক্ত্বেদমায়াতি বালবৎ পেলবা যদা।
বিচারং সম্পরিত্যজ্য তদা সা চিত্তমুচ্যতে ॥ ২০ ॥
যদা স্পন্দৈকধর্ম্মত্বাৎ কর্ত্তুর্যা শূন্যশংসিনী।
আধাবতি স্পন্দফলং তদা কর্ম্মেত্যুদাহৃতা ॥ ২১ ॥
কাকতালীয়যোগেন ত্যক্ত্বৈকঘননিশ্চয়ম্।
যদেহিতং কল্পয়তি ভাবং তেনেহ কল্পনা ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বদৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রাগ্দৃষ্টমিতি নিশ্চয়ৈঃ।

সতী কদাচিদ্মেষরূপিণী ভূত্বা যদাহমিত্থমনিত্থং বেতি বিকল্পাত্মনা নানা-ভবতি তদৈব সা মনোরূপেণ স্থিতেতি তন্নামিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদা তু প্রথমং বিকল্পোত্তরং বা বিশেষভাবনাং প্রাপ্য একতরকোট্যা-নুসন্ধানং নিশ্চিত্য সুস্থিরা স্থিতা তদৈষা সম্বিদ্ বুদ্ধিরিতি প্রোচ্যতে। ইয়ত্তা ঈদৃশমেবেদং বস্থিতি পরিচ্ছিত্তিস্তদগ্রহণসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

যদা তু মিথ্যাভূতদেহাদ্যাত্মতাভিমানেন স্বয়ং সত্তাং কল্পয়তি মন্যতে তদাহঙ্কারাভিমানেন নিমিত্তেন সা অহঙ্কার ইতি প্রোচ্যতে। সৈব সর্ব্বা-নর্থবীজত্বাৎ ভববন্ধনীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদা ত্বেকং বিষয়ং ত্যক্ত্বা অপরং বিষয়ং স্মরতি বিচারং পূর্ব্বাপর-প্রতিসন্ধানং পরিত্যজ্য তদা সা সম্বিৎ চিত্তমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সৈব সম্বিৎ কর্ত্তুঃ স্পন্দৈকধর্ম্মত্বাৎ বস্তুতঃ শূন্যমসদেব স্পন্দং শংসন্তি গোচরয়তি তচ্ছীলা সতী স্পন্দফলং শরীরতদবয়বাদের্দ্দেশান্তরসংযোগং সম্পা-দয়িতুমাধাবতীব তদা কর্ম্মেত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

একমেব ঘনং বস্ত্বন্তরাবকাশশূন্যং যৎ স্বরূপং তন্নিশ্চয়ং ত্যক্ত্বা স্বপূর্ণ-ভাবং বিস্মৃত্য যদা ঈহিতং বাঞ্ছিতং পরিচ্ছিন্নভাবং কল্পয়তীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

স্মৃতিঃ সংস্মৃতিঃ ॥ ২৩ ॥

যদৈবেহাং বিধত্তেস্তুস্তদা স্মৃতিরুদাহৃতা ॥ ২৩ ॥
যদাপদার্থশক্তীনাং সম্ভুক্তানামিবাম্বরে।
বসত্যস্তমিতাস্থেহা বাসনেতি তদোচ্যতে ॥ ২৪ ॥
অস্ত্যাত্মতত্ত্বং বিমলং দ্বিতীয়া দৃষ্টিরক্ষিতা।
জাতা হ্যবিদ্যমানৈব তদা বিদ্যেতি কথ্যতে ॥ ২৫ ॥
স্ফুরত্যাত্মবিনাশায় বিস্মারয়তি তৎপদম্।
মিথ্যাবিকল্পজালেন তন্মলং পরিকল্প্যতে ॥ ২৬ ॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা বিমৃশ্য চ।
ইন্দ্রমানন্দয়ত্যেষা তেনেন্দ্রিয়মিতি স্মৃতম্ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বস্য দৃশ্যজালস্য পরমাত্মন্যলক্ষিতে।
প্রকৃতত্বেন ভাবানাং লোকে প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ২৮ ॥

যদা সম্ভুক্তানাং প্রস্তানামিব তিরোভূতানাং পদতদর্থতচ্ছক্তীনাং স্বরূপেণ অম্বরে শূন্যপ্রায়ে অতিসূক্ষ্মভাবে বসতি অস্তমিতাস্থচেষ্টা চ ভবতি তদা বাসনেত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অক্ষিতা জাতেত্যেকপদম্। অক্ষোঽবিদ্যাকলঙ্কস্তদ্বৈশিষ্ট্যমক্ষিতা তদ্বশাজ্জাতা দ্বিতীয়া দৃষ্টিঃ প্রপঞ্চপ্রতিভা কালত্রয়েপ্যবিদ্যমানৈবেতি যদা প্রবুধ্যতে তদা বিদ্যেতি কথ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিস্মৃতির্মলমেব চেতি পাঠে তে দ্বে নামনী সহৈব ব্যাচষ্টে স্ফুরতীতি। আত্মনোবিনাশোঽত্যন্তাদর্শনম্। যতোবিস্মারয়তি তস্মাদ্বিস্মৃতিরিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। অথবা মিথ্যাবিকল্পজালেন বিবিধং স্মারয়তি বিক্ষিপতীত্যর্থঃ। তথা চাবরণশক্তিপ্রাধান্যেন মলং বিক্ষেপপ্রাধান্যেন বিস্মৃতিরিতি ভাবঃ। প্রযত্নঃ স্মৃতিরেব চেতি পাঠে তু আত্মনোবিনাশায়াদর্শনায় স্ফুরতি সঙ্কল্পতি যতত ইবেতি প্রযত্ন ইতি বিবিধং স্মারয়তীতি স্মৃতিরিতি চ মলং মলিনং তৎ সবিক্রূপমেব নাম্না পরিকল্প্যতে ইতি ক্রমেণ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

এষা মনোভূতা সম্বিৎ যদা শ্রবণাদিক্রিয়য়া ইন্দ্রং কার্য্যকরণস্বামিনং জীবভাবাপন্নং পরমেশ্বরমানন্দয়তি ভোগৈঃ প্রীণয়তি তদেন্দ্রিয়মিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রিয়মিতি হি পাণিন্যনুশাসনম্ ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতত্বেনোপাদানাতিরিক্তকর্ত্রা ঘ্ননা নির্ম্মিতত্বেন ॥ ২৮ ॥

সদসত্তাং নয়ত্যাশু সত্তাং বা সত্ত্বমঞ্জসা।
সত্তাসত্তাবিকল্পোয়ং তেন মায়েতি কথ্যতে ॥ ২৯ ॥
দর্শনশ্রবণস্পর্শরসনঘ্রাণকর্ম্মভিঃ।
ক্রিয়েতি কথ্যতে লোকে কার্য্যকারণতাং গতা ॥ ৩০ ॥
চিতেশ্চেত্যানুপাতিন্যা গতায়াঃ সকলঙ্কতাম্।
প্রস্ফুরদ্রূপধর্ম্মিণ্যা এতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়ঃ ॥ ৩১ ॥
চিত্ততামুপযাতায়া গতায়াঃ প্রকৃতং পদম্।
স্বৈরেব সঙ্কল্পশতৈর্ভৃশং রূঢ়িমুপাগতাঃ ॥ ৩২ ॥
চেতনীয়কলঙ্কাঙ্কাৎ জাড্যজালানুপাতিনী।
সংখ্যাবিভাগকলনা স্ববৈকল্পাকুলেব চিৎ ॥ ৩৩ ॥
জীব ইত্যুচ্যতে লোকে মন ইত্যপি কথ্যতে।
চিত্তমিত্যুচ্যতে সৈব বুদ্ধিরিত্যুচ্যতে তথা ॥ ৩৪ ॥
নানাসঙ্কল্পকলিলং পর্য্যায়নিচয়ং বুধাঃ।
বদন্ত্যস্যাঃ কলঙ্কিন্যাশ্চ্যুতায়াঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

রাম উবাচ।

মনঃ কিং স্যাৎ জড়ং ব্রহ্মংস্তথা বাপি চ চেতনম্।

স্পষ্টম্ ॥ ২৯ ॥

কার্য্যকরণতাং সংস্বৃতিতদ্বীজাত্মকতাম ॥ ৩০ ॥

নামব্যাখ্যামুপসংহরতি চিতেরিতি ॥ ৩১ ॥

প্রকৃতং প্রস্তুতং সংসারপদম্। স্বৈঃ স্বীয়ৈরেব সঙ্কল্পাদিকল্পনাশতৈঃ। এতাঃ পর্য্যায়বৃত্তয়োরূঢ়িং যোগরূঢ়িম্ ॥ ৩২ ॥

একস্যাশ্চিতঃ কুতোমনোবুদ্ধ্যাদিসঙ্খ্যাবিভাগকলনা তত্রাহ চেতনীয়েতি। চিৎ চেতনীয়ঃ অহমজ্ঞ ইতি স্বয়মনুভবনার্হো যোঽজ্ঞানকলঙ্কশ্চেতনীয়েভ্যো-বিষয়েভ্যঃ প্রাপ্তোবা যো দ্বৈতবাসনাকলঙ্কস্তদঙ্কাৎ তৎসন্নিধানাৎ পূর্ব্বস্বরূপ-বৈকল্যেনাকুলেব ভূত্বা দেহাদিজাড্যজালানুপাতিনী যতঃ অত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

উক্তামেব বিভাগকলনাং পুনর্ব্বিবিচ্যাহ জীব ইত্যাদিষাভ্যাম্ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ইত্যেকোমম তত্ত্বজ্ঞ নিশ্চয়োন্তর্ন জায়তে ॥ ৩৬ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনোহি ন জড়ং রাম নাপি চেতনতাং গতম্।
ম্লানাঽজড়া তদা দৃষ্টির্ম্মন ইত্যেব কথ্যতে ॥ ৩৭ ॥
মধ্যে সদসতোরূপং প্রতিভূতং যদাখিলম্।
জগতঃ কারণং নাম তদেতচ্চিত্তমুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
শাশ্বতেনৈকরূপেণ নিশ্চয়েন বিনা স্থিতিঃ।
যেন সা চিত্তমিত্যুক্তা তস্মাজ্জাতমিদং জগৎ ॥ ৩৯ ॥
জড়াজড়দৃশোর্ম্মধ্যে দোলারূপং স্বকল্পনম্।
যশ্চিতোম্লানরূপিণ্যাস্তদেতন্মন উচ্যতে ॥ ৪০ ॥
চিন্নিঃস্পন্দোহি মলিনঃ কলঙ্কবিকলান্তরম্।
মন ইত্যুচ্যতে রাম ন জড়ং ন চ চিন্ময়ম্ ॥ ৪১ ॥
তস্যেমানি বিচিত্রাণি নামানি কলিতান্যলম্।
অহঙ্কারমনোবুদ্ধিজীবাদ্যানীতরাণ্যপি ॥ ৪২ ॥

জীব ইত্যুচ্যতে ইত্যুক্ত্যা চেতনত্বপ্রাপ্তের্দর্শনান্তরে লোকে চ জাড্য-প্রসিদ্ধেঃ সন্দিহানোরামঃ পৃচ্ছতি মন ইতি ॥ ৩৬ ॥

চিদচিদুভয়সবণনরূপত্বান্নৈকতররূপং মনঃ। পরমার্থতত্ত্ব মন্বানোমন ইতি তান্যেতানি কর্ম্মনামান্যেবেতি শ্রুতাবাত্মন এব কল্পপ্রযুক্তনামধেয়েষু মনঃশব্দপরিগণনাদজড়া দৃষ্টিশ্চিদেব তদা সংসারদশায়াং ম্লানা উপাধিমালিন্যানুভাবিনী মন ইতি কথ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

চিদচিদ্বৈলক্ষণ্যবৎ সদসদ্বৈলক্ষণ্যমপি তস্যাস্তীত্যাহ মধ্যে ইতি। প্রতিভূতং প্রতিপ্রাণিভেদম্। প্রতিভাতমিতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

অথবা আত্মনোঽজ্ঞাতসত্ত্বৈব মন ইত্যাহ শাশ্বতেনেতি। যেন হেতুনা ॥৩৯॥

পূর্ব্বোক্তমেব স্ফুটয়ংস্তস্য চলস্বভাবতামাহ জড়েতি। যচ্চিতোরূপমিতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

চিত্তোনিঃস্পন্দ ঔপাধিকচলতাবো বহির্ম্মলিনস্তথা অন্তঃসাক্ষিচিত আবরণবিরহাৎ কলঙ্কবিকলান্তরং যদ্রূপং তন্মন ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

যথা গচ্ছতি শৈলূষোরূপাণ্যলং তথৈব হি।
মনোনামান্যনেকানি ধত্তে কর্ম্মান্তরং ব্রজৎ ॥ ৪৩ ॥
চিত্রাধিকারবশতোবিচিত্রাবিকৃতাভিধাঃ।
যথা যাতি নরঃ কর্ম্ম-বশাৎ যাতি তথা মনঃ ॥ ৪৪ ॥
যা এতাঃ কথিতাঃ সংজ্ঞা ময়া রাঘব চেতসঃ।
এতা এবান্যথা প্রোক্তা বাদিভিঃ কল্পনাশতৈঃ ॥ ৪৫ ॥
স্বভাবাভিমতাং বুদ্ধিমারোপ্য মনসা কৃতাঃ।
মনোবুদ্ধিন্দ্রিয়াদীনাং বিচিত্রা নামরীতয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
মনোহি জড়মন্যস্য ভিন্নমন্যস্য জীবতঃ।
তথাহঙ্কৃতিরন্যস্য বুদ্ধিরন্যস্য বাদিনঃ ॥ ৪৭ ॥
অহঙ্কারমনোবুদ্ধিদৃষ্টয়ঃ সৃষ্টিকল্পনাঃ।
একরূপতয়া প্রোক্তা যা ময়া রঘুনন্দন ॥ ৪৮ ॥
নৈয়ায়িকৈরিতরথা তাদৃশৈঃ পরিকল্পিতাঃ।

শৈলূষো নটজাতিবিশেষঃ। রূপাণি নানাবেশানলমত্যর্থং গচ্ছতি ক্রমেণ ধারয়তি। কর্ম্মান্তরং ক্রিয়াভেদম্ ॥ ৪৩ ॥

যথা নরঃ পাকাধিকারাৎ পাচক ইতি পাঠাধিকারাৎ পাঠক ইতি গ্রামাধিপত্যাৎ গ্রামণীরিতি বিচিত্রাধিকারবশতোবিচিত্রা বিকৃতা তত্তৎ-ক্রিয়া প্রকাশিকা অভিধা নামানি যাতি ধারয়তি তথা মনোপি কর্ম্মবশাৎ তাস্তাঃ যাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্যথা কল্পনাশতৈঃ স্বকপোলোন্নীতযুক্তিশতৈঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বেষাং ভাবা বিভাবনাস্তর্কাস্তদভিমতাং দ্রব্যত্বাণুত্বাদিবুদ্ধিং মনস্যারোপ্য মনসা স্বেচ্ছয়া মনোবুদ্ধ্যাদীনাং বিচিত্রা নামরীতয়ঃ সংজ্ঞাভেদাস্তৈঃ কৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

তেষাং কল্পনাপ্রকারান্ বিভজ্য দর্শয়তি মনোহীত্যাদিনা ॥ ৪৭ ॥

অন্তঃকরণস্যৈকরূপতয়া তস্য সৃষ্টিকল্পনাঃ সঙ্কল্পাদিবৃত্তিভেদসৃষ্টিনিমিত্তা অহঙ্কারমনোবুদ্ধিনামভেদদৃষ্টয়স্তে ময়া যাঃ প্রোক্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রানুসারিভিস্তাস্তাদৃশৈরেব স্ববুদ্ধিবিকল্পৈরিতরথা কল্পিতাঃ।

অন্যথা কল্পিতাঃ সাঙ্খ্যৈশ্চার্ব্বাকৈরপি চান্যথা ॥ ৪৯ ॥
জৈমিনীয়ৈশ্চার্হতৈশ্চ বৌদ্ধৈর্ব্বৈশেষিকৈস্তথা ।
অন্যৈরপি বিচিত্রৈস্তৈঃ পাঞ্চরাত্রাদিভিস্তথা ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বৈরেব চ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকম্ ।
বিচিত্রং দেশকালোত্থৈঃ পুরমেকমিবাধ্বগৈঃ ॥ ৫১ ॥
অজ্ঞানাৎ পরমার্থস্য বিপরিতাববোধতঃ ।
কেবলং বিবদন্ত্যেতে বিকল্পৈরারুরুক্ষবঃ ॥ ৫২ ॥
স্বমার্গমভিশংসন্তি বাদিনশ্চিত্রয়া দৃশা ।

যথাহঙ্কারো দ্রব্যবিশেষো বিভুর্জীবাত্মেতি মনস্তু তৎসাক্ষাৎকারে করণমিতি । বুদ্ধিস্তু তদীয়োগুণস্ত্রিক্ষণাবস্থায়িনীতি । ন তু বস্তুতস্তথেত্যর্থঃ । সাঙ্খ্যৈস্ততোপ্যন্যথা কল্পিতাঃ । যথা বুদ্ধিঃ সাক্ষাত্ত্রিগুণাত্মকপ্রকৃতিকার্য্যং মহত্তত্ত্বং অহঙ্কারস্তু তৎকার্য্যং তত্ত্বান্তরং মনস্ত্বেকাদশেন্দ্রিয়গণান্তর্গতং ষোড়শবিকারান্তঃপাতীতি । চার্ব্বাকৈস্তু চৈতন্যগুণঃ কায়স্যৈব বুদ্ধিঃ কায় এবাহঙ্কার আত্মা তস্য পূর্ব্বাপরপ্রতিসন্ধানং মন ইতি ॥ ৪৯ ॥

জৈমিনীয়ৈস্তু কৈশ্চিন্মনোবিভু দ্রব্যম্ । কৈশ্চিদণুময়ম্ । বুদ্ধিস্তু জড়বোধাত্মকাহঙ্কাররূপস্যাত্মনশ্চিদংশ ইতি । আর্হতৈস্তু মধ্যমপরিমাণশ্চিদ্রূপো জীবাস্তিকায় এবাহঙ্কারঃ তস্য বিষয়াভিলাষোমনঃ অর্থপ্রথা চ বুদ্ধিরিতি । বৌদ্ধৈঃ ক্ষণিকী আলয়বিজ্ঞানাখ্যা বুদ্ধিধারা সৈবাত্মা হহঙ্কারশ্চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানাত্মকঃ বুদ্ধিস্তু বাহ্যার্থাকারস্তৎপরিণামঃ অতীতঃ সমনন্তরপ্রত্যয়োমন ইতি । বৈশেষিকৈস্তু নৈয়ায়িকবদেবাহঙ্কারমনসী বুদ্ধিস্তু স্মৃতিপ্রত্যক্ষানুমানতর্কবিপর্য্যয়বিকল্পভেদভিন্না পঞ্চধেতি । অন্যৈঃ পাঞ্চরাত্রৈর্ব্বাসুদেবাখ্যাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণাখ্যোজীবঃ স এবাহঙ্কারস্ততঃ প্রদ্যুম্নাখ্যং মনস্ততোহনিরুদ্ধাখ্যা বুদ্ধিরিতি । আদিপদাৎ যোগিমাহেশ্বরনাকুলীশাদীনামপ্যন্যথান্যথা কল্পনা গৃহ্যতে ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বেষামপি স্বস্ববুদ্ধ্যনুসারেণ পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয় এব ক্রমেণ কল্পিষ্যতীত্যাহ সর্ব্বৈরিতি । বিচিত্রমিত্যনেন তত্তদ্বুদ্ধ্যনুসারিকল্পনা হাতুং শক্যং তৎপদমিতি সূচিতম্ ॥ ৫১ ॥

যদি একমেব প্রাপ্যন্তে তর্হি কিমর্থং বিবদন্তে তত্রাহ অজ্ঞানাদিতি ॥ ৫২ ॥

বিচিত্রদেশকালোত্থা মার্গং স্বং পথিকা ইব ॥ ৫৩ ॥
তৈর্মিথ্যা রাঘব প্রোক্তাঃ কর্ম্মমানসচেতসাম্।
স্ববিকল্পার্পিতৈরর্থৈঃ স্বাঃ স্বা বৈচিত্র্যযুক্তয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
যথৈব পুরুষঃ স্নানদানাদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কুর্ব্বংস্তৎকর্ত্তৃবৈচিত্র্যমেতি তদ্বদিদং মনঃ ॥ ৫৫ ॥
বিচিত্রকার্য্যবশতোনামভেদেন কর্ত্তৃতা।
মনঃ সম্প্রোচ্যতে জীববাসনাকর্ম্মনামভিঃ ॥ ৫৬ ॥
চিত্তমেবেদমখিলং সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে।
অচিত্তোহি নরোলোকং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৫৭ ॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা শুভাশুভম্।
অন্তর্হর্ষং বিষাদঞ্চ সমনস্কোহি বিন্দতি ॥ ৫৮ ॥
আলোক ইব রূপাণামর্থানাং কারণং মনঃ।
বধ্যতে বদ্ধচিত্তোহি মুক্তচিত্তোহি মুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥
তজ্জড়ানাং পরং বিদ্ধি জড়ং যেনোচ্যতে মনঃ।

বিচিত্রদেশকালোত্থাঃ রাজসতামসমলিনার্দ্ধমলিনসত্ত্বপ্রধানজনোচিতদেশ-কালোৎপন্নাঃ। তথা চ কালাদ্যনুসারিণাং তেষাং স্বস্বপক্ষাভিরুচিরিতি তত্তৎপ্রশংসা যুক্তেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

তর্হি কিং মুমুক্ষুভিরপি তদুক্তযুক্তয় উপাদেয়া নেত্যাহ তৈরিতি। তৈঃ কর্ম্মমানসচেতসাং ফলেচ্ছয়া তৎসাধনকর্ম্মণি মানসং বাহ্যং যত্ন তথা-বিধং চেতোযেষাং তেষামর্থে স্বা স্বাঃ স্বকপোলনির্ম্মিতা বৈচিত্র্যযুক্তয়ো মিথ্যৈব প্রোক্তা ন প্রমাণমূর্দ্ধন্যোপনিষৎসম্মতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

পরিশেষাৎ স্বোক্তযুক্তয় এব প্রামাণিক্য ইত্যাশয়েন তাঃ পুনরাহ বিচিত্রেত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥

স্বোক্তযুক্তিষু লোকানুভবং সম্বাদয়তি চিত্তমেবেত্যাদিনা ॥ ৫৭-৫৮ ॥

রূপাণাং রূপপ্রকাশানাম্। পঞ্চীকৃতে পৃথিব্যাদৌ প্রতীয়মানানি রূপা-ণ্যালোকভাগস্তৈবেত্যাশয়ো বা। মুক্তচিত্তোনির্ব্বাসনচিত্তো মুক্তোহস্মিতি নিশ্চয়বান্ বা ॥ ৫৯ ॥

ন চাবগচ্ছতি জড়ং মনোযস্য হি চেতনম্ ॥ ৬০ ॥
ন চেতনং ন চ জড়ং যদিদং প্রোত্থিতং মনঃ।
বিচিত্রসুখদুঃখেহং জগদভ্যুদিতং তদা ॥ ৬১ ॥
একরূপে হি মনসি সংসারঃ প্রবিলীয়তে।
উপাবিলং কারণং তৈর্ভ্রান্ত্যা জগদুপস্থিতম্ ॥ ৬২ ॥
অজড়ং হি মনোরাম সংসারস্য ন কারণম্।
জড়ঞ্চোপলধর্ম্মাপি সংসারস্য ন কারণম্ ॥ ৬৩ ॥
ন চেতনং ন চ জড়ং তস্মাজ্জগতি রাঘব।
মনঃ কারণমর্থানাং রূপাণামিব ভাসনম্ ॥ ৬৪ ॥
চিত্তাদৃতেস্তৎ যদস্তি তদচিত্তস্য কিং জগৎ।
সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৬৫ ॥
নানাকর্ম্মবশাবেশান্মনোনানাভিধেয়তাম্।
একং বিচিত্রতামেতি কালোনানা যথর্ত্তুভিঃ ॥ ৬৬ ॥
যদি নামামনস্কারমহঙ্কারেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

অতএব হি মনসোপি বাদিনাং স্বস্ববাসনানুসারী জাড্যানুভবশ্চৈতন্যানুভবশ্চোপপন্ন ইত্যাহ তদিতি ॥ ৬০-৬১ ॥

একরূপে অদ্বিতীয়ব্রহ্মাকারে সতি আবিলং কলুষোদকং তস্য সমীপে উপাবিলং তৎ সদৃশং মলিনচিদ্রূপস্য কারণং সংসারস্য তৈস্তথাবিধৈর্ম্মনোভিঃ সমষ্টিভূতৈর্হেতুভিরিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

উপাবিলমিত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যরহস্যমুদ্ঘাটয়তি অজড়মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬৩ ॥

যথা নীলপীতাদিরূপভেদানাং ন কেবলং ভাসনশব্দিতং তেজঃ কারণং ন পৃথিব্যাদি কিন্তু ত্রিবৃৎকরণেন মলিনং তেজস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

মনসোঽসত্ত্বে জগৎসত্তায়া নিরূপণাদর্শনাদপি জগতোমনোমাত্রত্বমিত্যাহ চিত্তাদিতি। তৎ তর্হি অচিত্তস্য দৃষ্ট্যা জগৎ কিং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। যস্মাচিত্তলয়ে সর্ব্বস্য প্রাণিনিকায়স্য সমগ্রং জগৎ প্রবিলীয়তে তস্মাচ্চিত্তমাত্রং তদিত্যর্থঃ ॥ ৬৫-৬৬ ॥

অমনস্কারং চিত্তাভোগং বিনা। তৎ তর্হি। পরে মনোঽতিরিক্তাঃ ॥ ৬৭ ॥

ক্ষোভয়ন্তি শরীরং তৎ সন্তু জীবাদয়ঃ পরে ॥ ৬৭ ॥
দর্শনেষু তু যে প্রোক্তা ভেদা মনসি তর্কতঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্বাদকরৈরপবাদকরৈঃ কিল ॥ ৬৮ ॥
তে হি রাম ন বুধ্যন্তে বিশ্লিষ্যন্তে ন চ ক্বচিৎ।
সর্ব্বা হি শক্তয়োদেবে বিদ্যন্তে সর্ব্বগা যতঃ ॥ ৬৯ ॥
যদৈব খলু শুদ্ধায়া মনাগপি হি সম্বিদঃ।
জড়েব শক্তিরুদিতা তদা বৈচিত্র্যমাগতম্ ॥ ৭০ ॥
ঊর্ণনাভাৎ যথা তন্তুর্জ্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিস্তথা ॥ ৭১ ॥
অবিদ্যাবশতশ্চিত্তভাবনাঃ স্থিতিমাগতাঃ।
চিতিপর্য্যায়শব্দা হি ভিন্নাস্তেনেহ বাদিনাম্ ॥ ৭২ ॥

তর্হি কথং প্রাগুক্তবাদিভিরন্যে সন্তীত্যুক্তং তত্রাহ দর্শনেষ্বিতি। বাদকরৈর্ব্বাদিভিঃ। ক্বচিৎ ক্বচিৎ কেষু চিদ্দর্শনেষু স্বশাস্ত্রেষু যে ভেদা উক্তাস্তে অপবাদাঃ কুতর্কাস্তৎকরৈরুক্তা ন প্রামাণিকৈর্ব্ব্যাসাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তেষাং কুতর্কোদ্ভবে কারণান্যাহ তে হীতি। ক্বচিৎ কদাচিদপি তত্ত্বজ্ঞৈর্ব্ব্যাসাদিভির্ন বিশিষ্যন্তে নানুশাস্যন্তে। তথা চাজ্ঞানং সাম্প্রদায়িকশিক্ষাশূন্যত্বং মনোদেবস্য স্বাভাবিককুতর্কশক্তয়শ্চ তত্র কারণানীত্যর্থঃ॥ ৬৯ ॥

তর্হি তর্কাপ্রতিষ্ঠানাত্তেষাং সদা সংশয় এব স্যাৎ কথং ব্যবস্থিতৈকৈকপক্ষনির্ণয়বৈচিত্র্যং তত্রাহ যদৈবেতি। স্বস্বোৎপ্রেক্ষিততর্কে শ্রদ্ধাজাড্যাদ্বৈচিত্র্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ত্বৎপক্ষেপি তর্হি তব শ্রদ্ধাজাড্যমেব কুতোন হেতুরিত্যাশঙ্ক্য নায়ং মম স্ববুদ্ধ্যোৎপ্রেক্ষিতঃ কিন্তু "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্ব" মিত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধোয়ং পক্ষ ইত্যাশয়েনাহ ঊর্ণনাভাদিতি। প্রকৃতির্ম্মনঃ ॥ ৭১ ॥

বাদিনাস্তু ন শ্রুত্যাদয় ইত্যবিদ্যাবশাৎ স্বস্বভাবনৈব স্থিরীভূতা তত্ত্ব এব তৈর্দর্শনস এব নামরূপভেদা ভ্রান্ত্যা কল্পিতা ইত্যাহ অবিদ্যেতি।

জীবোমনশ্চ ননু বুদ্ধিরহঙ্কৃতিশ্চে
ত্যেবং প্রথামুপগতেয়মনির্ম্মলা চিৎ।
সৈষোচ্যতে জগতি চেতনচিত্তজীব
সংজ্ঞাগণেন কিল্ব নাস্তি বিবাদ এষঃ ॥ ৭৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মনঃসঙ্ক্ষাবিচারোনাম
ষন্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

চিতি চিত্তভাবাপন্নে চৈতন্তে ॥ ৭২ ॥

উক্তমেব স্ফুটয়ন্নুপসংহরতি জীব ইতি ॥ ৭৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ষন্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ।

রাম উবাচ ।

ব্রহ্মন্ মনস এবেদমন্তশ্চাড়ম্বরং স্থতম্ ।
যতস্তদেব কর্ম্মেতি বাক্যার্থাদুপলভ্যতে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

দৃঢ়ভাবোপরক্তেন মনসৈবোররীকৃতম্ ।
মরুচণ্ডাতপেনেব ভাস্বরাবরণং পুনঃ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাত্মনি জগত্যস্মিন্ মন এবাকৃতিং গতম্ ।
ক্বচিন্নরতয়ারূঢ়ং ক্বচিৎ সুরতয়োত্থিতম্ ॥ ৩ ॥
ক্বচিদ্দৈত্যতয়োল্লাসি ক্বচিদযক্ষতয়োদিতম্ ।
ক্বচিদগন্ধর্ব্বতাং প্রাপ্তং ক্বচিৎ কিন্নররূপি চ ॥ ৪ ॥
নানাচারনভোভাগপুরপত্তনরূপয়া ।

সর্ব্বাকারেণ সংস্থানং মনসোত্র নিরূপ্যতে ।
চিত্তাকাশচিদাকাশভূতাকাশাশ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

এবং কর্ত্তৃকর্ম্মমনঃস্বরূপং তন্নামভেদঞ্চ বহুভিঃ প্রকারৈঃ প্রতিবোধিতো-রামঃ স্ববুদ্ধং তদ্‌গুরুবুদ্ধিসম্বাদায়াভিলপ্য দর্শয়তি ব্রহ্মন্নিতি। হে ব্রহ্মন্ প্রাগদর্শিতত্বদ্বাক্যার্থাদিদমাড়ম্বরং ব্রহ্মাণ্ডপটহং মনস এব সকাশাৎ স্থতমা-বির্ভূতং যতোঽতস্তজ্জগদেব মনসঃ কর্ম্মেতি তাৎপর্য্যমুপলভ্যতে বুধ্যতে ময়েত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রামেণ বুদ্ধং তাৎপর্য্যং তথৈবেত্যনুমোদনায় স্বয়ং বশিষ্ঠঃ পুনঃ সংক্ষেপ-বিস্তরাভ্যামাহ দৃঢ়েত্যাদিনা। ভাস্বরস্ত তেজস্বস্তাবরণমপ্রথাহেতুর্ম্মরুতো-দকমিব ভাস্বরস্তাত্মনোঽপ্রথাহেত্বজ্ঞানজাড্যমুররীকৃতমঙ্গীকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতাং মুখ্যামাকৃতিং জগৎসংস্থানং গতং প্রাপ্তম্। তদেব প্রপঞ্চয়তি ক্বচিদিত্যাদিনা ॥ ৩-৪ ॥

মন্যে বিততয়াকৃত্যা মন এব বিজৃম্ভতে ॥ ৫ ॥
এবং স্থিতে শরীরৌঘস্তৃণকাষ্ঠলতোপমঃ ।
তদ্বিচারণয়া কোর্থোবিচার্য্যং মন এব নঃ ॥ ৬ ॥
তেনেদং সর্ব্বমাভোগি জগদিত্যাকুলং ততম্ ।
মন্যে তদ্ব্যতিরেকেণ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ৭ ॥
আত্মা সর্ব্বপদাতীতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ।
তৎপ্রসাদেন সংসারে মনোধাবতি বল্গতি ॥ ৮ ॥
মনোমন্যে মনঃ কর্ম্ম তচ্ছরীরেষু কারণম্ ।
জায়তে ম্রিয়তে তদ্ধি নাত্মনীদৃগ্বিধা গুণাঃ ॥ ৯ ॥
মন এব বিচারেণ মন্যে বিলয়মেষ্যতি ।
মনোবিলয়মাত্রেণ ততঃ শ্রেয়োভবিষ্যতি॥ ১০ ॥
মনোনাম্নি পরিক্ষীণে কর্ম্মণ্যাহিতসম্ভ্রমে ।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে জন্তুঃ পুনর্নাম ন জায়তে ॥ ১১ ॥

রাম উবাচ ।

ভগবন্ ভবতা প্রোক্তা জাতয়স্ত্রিবিধা নৃণাম্ ।
প্রথমং কারণং তাসাং মনঃ সদসদাত্মকম্ ॥ ১২ ॥

বিততয়া বিস্তীর্ণয়া আকৃত্যা সংস্থানবৈচিত্র্যেণ ॥ ৫ ॥

যথা পৃথিব্যাদিভূততত্ত্বজিজ্ঞাসুনাং তৃণকাষ্ঠাদিকং প্রত্যেকং ন বিচারণার্হং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এবং কর্ত্তৃকর্ম্মস্বরূপে মনসি তদ্বিশোধনেন তদধিষ্ঠানাত্মানং দর্শয়িতুমাহ মন্যে ইতি ॥ ৭ ॥

মনআদিস্পন্দাত্মবলেনৈব ন স্বত ইত্যাহ তৎপ্রসাদেনেতি ॥ ৮ ॥

শোধনপ্রকারমাহ মন ইতি । ঈদৃগ্বিধা ইত্যনেনাস্তরালিকা অপি ভাববিকারা উপলক্ষ্যন্তে ॥ ৯ ॥

শ্রেয়োমোক্ষঃ ॥ ১০-১১ ॥

অস্ত্বেবং মনসঃ সকাশাজ্জগদুৎপত্তিস্তস্য কূটস্থচিন্মাত্রস্বভাবাৎ ব্রহ্মণো-নোৎপত্তুর্নর্থতি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা হি তৎসৃষ্টিঃ শ্রূয়তে "তস্মানো কুরুত আত্মথী

তৎ কথং শুদ্ধচিন্মাত্রস্তত্ত্বাদ্বুদ্ধিবিবর্জ্জিতাৎ।
উত্থিতং স্ফারতাং যাতং জগচ্চিত্রকরং মনঃ॥ ১৩॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

আকাশা হি ত্রয়োরাম বিদ্যন্তে বিততান্তরাঃ।
চিত্তাকাশশ্চিদাকাশো ভূতাকাশস্তৃতীয়কঃ॥ ১৪॥
এতে হি সর্ব্বসামান্যাঃ সর্ব্বত্রৈব ব্যবস্থিতাঃ।
শুদ্ধচিত্তত্ত্বশক্ত্যা তু লব্ধসত্তাত্মতাং গতাঃ॥ ১৫॥
সবাহ্যাভ্যন্তরস্থো যঃ সত্তাসত্তাববোধকঃ।
ব্যাপী সমস্তভূতানাং চিদাকাশঃ স উচ্যতে॥ ১৬॥
সর্ব্বভূতহিতঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কালকলনাত্মকঃ।
যেনেদমাততং সর্ব্বং চিত্তাকাশঃ স উচ্যতে॥ ১৭॥
দশদিঙ্মণ্ডলাভোগৈরব্যুচ্ছিন্নবপুর্হি যঃ।

স্থা।" মিতি, ন চ মন উৎপত্তেঃ প্রাগ্ বুদ্ধিঃ সম্ভবতি অমতেঽর্থেঽধ্যবসায়াদর্শনাদিতি রামঃ শঙ্কতে ভগবন্নিতি দ্বাভ্যাম্। ত্রিবিধা ইতি। যদ্যপি দ্বাদশবিধা উক্তাস্তথাপি তাসাং সাত্ত্বিকরাজসতামসলক্ষণৈস্ত্রৈবিধ্যেন্তর্ভাবমভিপ্রেত্য ত্রিবিধা ইত্যুক্তিঃ। নৃণাং জীবানাম্॥ ১২-১৩॥

ইমামপ্যাশঙ্কাং বক্ষ্যমাণদৃষ্টিভেদাভিপ্রায়েণ সৎকার্য্যবাদমাশ্রিত্য সমাধিৎসুর্ব্বশিষ্ঠস্তদুপযুক্তামাকাশত্রয়কল্পনাং দর্শয়তি আকাশা হীতি। বিততান্তরা বিস্তীর্ণজঠরাঃ॥ ১৪॥

সর্ব্বস্বকার্য্যসাধারণাঃ। সর্ব্বস্বকার্য্যে ব্যবস্থিতা অনুগতা ইতি তদ্ধেতুঃ। ন চৈবমদ্বৈতহানিঃ সত্তাভেদানভ্যুপগমাদিত্যাশয়েনাহ শুদ্ধেতি॥ ১৫॥

ত্রয়াণামেকসত্তাকত্বে চিদাকাশে কোতিশয় ইত্যাশঙ্ক্য তং দর্শয়ংশ্চিদাকাশং মায়াশবলং লক্ষয়তি সবাহ্যেতি। আভ্যন্তরবুদ্ধ্যাদীনাং বাহ্যবস্তূনাঞ্চ সত্তাসত্ত্বয়োরাগমাপায়য়োরববোধকঃ সাক্ষী॥ ১৬॥

চিত্তাকাশং লক্ষয়তি সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বব্যবহারহেতুত্বাদ্ধিতঃ। সর্ব্বকার্য্যকারণনিয়ন্তৃত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ। আততং স্বকল্পনয়া বিস্তারিতম্॥ ১৭॥

ভূতাকাশং লক্ষয়তি দশেতি। অব্দা মেঘাঃ সম্বৎসরাত্মা সূর্য্যোবা॥ ১৮॥

ভূতাত্মাসৌ য আকাশঃ পবনাদ্যাদিসংশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
আকাশচিত্তাকাশৌ দ্বৌ চিদাকাশবলোদ্ভবৌ।
চিৎ কারণং হি সর্ব্বস্য কার্য্যৌঘস্য দিনং যথা ॥ ১৯ ॥
জড়োস্মি ন জড়োস্মীতি নিশ্চয়োমলিনশ্চিতঃ।
যস্তদেব মনোবিদ্ধি তেনাকাশাদি ভাব্যতে ॥ ২০ ॥
অপ্রবুদ্ধাত্মবিষয়-মাকাশত্রয়কল্পনম্।
কল্প্যতে উপদেশার্থং প্রবুদ্ধবিষয়ং ন তু ॥ ২১ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং সর্ব্বাবপূরকম্।
প্রবুদ্ধবিষয়ং নিত্যং কলাকলনবর্জ্জিতম্ ॥ ২২ ॥
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈর্ব্বাক্যসন্দর্ভগর্ভিতৈঃ।
উপদেশ্যত এবাজ্ঞোন প্রবুদ্ধঃ কথঞ্চন ॥ ২৩ ॥
যাবদ্রামাপ্রবুদ্ধস্ত্ব-মাকাশত্রয়কল্পনা।
তাবদেবাববোধার্থং ময়া ত্বমুপদিশ্যসে ॥ ২৪ ॥
আকাশচিত্তাকাশাদ্যাশ্চিদাকাশকলঙ্কিতাৎ।
প্রসৃতা দাবদহনাৎ যথা মরুমরীচয়ঃ ॥ ২৫ ॥
চিনোতি মলিনং রূপং চিত্তত্বাৎ সমুপাগতম্।

তত্র চিদাকাশে চিদংশস্য সন্নিধিমাত্রেণ নিমিত্ততেতি প্রদর্শয়তি দিনং যথেতি ॥ ১৯ ॥

জড়াংশস্য তু মন আদ্যাকারপরিণামিত্বাৎ মনঃ প্রতি মুখ্যোপাদানত্বেপি মনসি চিজ্জাড্যোভয়াংশভবাৎ সম্বলিতস্যৈব মনোভাবাপত্তিরিত্যাহ জড়োস্মীতি ॥ ২০ ॥

ইয়ঞ্চ মনঃসৃষ্ট্যাদিকল্পনা অজ্ঞবোধনার্থা ন বাস্তবীতি পরমার্থদৃশা ন শুদ্ধচিতঃ কিঞ্চিদুৎপন্নং বিনষ্টং বেতি ন কশ্চিদাক্ষেপাবকাশ ইত্যাশয়েনাহ অপ্রবুদ্ধেত্যাদিনা ॥ ২১-২২-২৩-২৪ ॥

দাবদহনাৎ মরুভূমিপ্রতাপনাৎ দাবাগ্নিতুল্যাৎ বা আতপাৎ ॥ ২৫ ॥

কার্য্যেষু মালিন্যদর্শনাদপি চিতস্য ন শুদ্ধচিৎকার্য্যতেত্যাশয়েনাহ

ত্রিজগন্তীন্দ্রজালানি রচয়ন্ত্যাকুলাত্মকম্ ॥ ২৬ ॥

চিত্তত্বমস্য মলিনস্য চিদাত্মকস্য
তত্ত্বস্য দৃশ্যত ইদং নমু বোধহীনৈঃ।
শুক্তৌ যথা রজততা ন তু বোধবদ্ভি-
র্মৌর্খ্যেণ বন্ধ ইহ বোধবলেন মোক্ষঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিদাকাশমাহাত্ম্যং নাম
সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

চিনোতীতি ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞৈকদৃশ্যত্বাদপি চিত্তস্যাজ্ঞানকার্য্যত্বং অতএবাতত্ত্বজ্ঞদৃশৈব বন্ধস্তত্ত্বজ্ঞদৃশা ত্বাত্মনোনিত্যমুক্তৈতবেত্যাহ চিত্তত্বমিতি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ।

যতঃ কুতশ্চিদুৎপন্নং চিত্তং যৎকিঞ্চিদেব হি।
নিত্যমাত্মবিমোক্ষায় যোজয়েদ্‌যত্নতোনঘ ॥ ১ ॥
সংযোজিতং পরে চিত্তং শুদ্ধং নির্ব্বাণনং ভবেৎ।
ততস্তু কল্পনাশূন্যমাত্মতাং যাতি রাঘব ॥ ২ ॥
চিত্তায়ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থিরচরাত্মকম্।
চিত্তাধীনাবতোরাম বন্ধমোক্ষাবপি স্ফুটম্ ॥ ৩ ॥
অত্রার্থে কথ্যমানং মে চিত্তাখ্যানমনুত্তমম্।
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং শৃণু রামাতিযত্নতঃ ॥ ৪ ॥
অস্তি রামাটবী স্ফারা শূন্যা শান্তাতিভীষণা।
যোজনানাং শতং যস্যাং লক্ষ্যতে কণমাত্রকম্ ॥ ৫ ॥

উক্তার্থপ্রতিবোধার্থং চিত্তাখ্যানমিহোচ্যতে।
চিত্তত্ত্ববিমর্শশ্চ নাশশ্চিত্তস্য বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

নিত্যমুক্তস্যাপ্যাত্মনোঽজ্ঞানাৎ মনোভ্রান্তিকৃতোবন্ধপ্রত্যয় ইত্যেবং নির্ণয়ায় মনসোঽজ্ঞাতাৎ আত্মন উৎপত্তিরীশ্বরেণোক্তা রোগতত্ত্বনির্ণয়ায়েব রোগনিদানাপথ্যাশনোক্তিরিব। নির্ণীতে তু মনস্তত্ত্বে সাম্প্রতং তচ্চিকিৎসাপ্রবন্ধ এবাবশ্যং কার্য্যো ন পুনঃ পুনর্নিদানচিন্তায়াঃ প্রয়োজনমস্তীত্যাশয়েনাহ যতঃ কুতশ্চিদিতি। যোজয়েৎ আত্মনি সমাদধ্যাৎ ॥ ১ ॥

সমাধেঃ ফলমাহ সংযোজিতমিতি ॥ ২ ॥

ন তু চিত্তনিরোধমাত্রেণ কথং বাহ্যাভ্যন্তরসর্ব্বদ্বৈতবন্ধনিবৃত্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ চিত্তায়ত্তমিতি ॥ ৩ ॥

উক্তেঽর্থে উপপাদকমাখ্যানমবতারয়তি অত্রেতি ॥ ৪ ॥

অটব্যাদিশব্দানাং তাৎপর্য্যার্থমুত্তরসর্গে স্বয়মেব বক্ষ্যতি। শূন্যা মৃগ-

তস্মাদেকো হি পুরুষঃ সহস্রকরলোচনঃ।
পর্য্যাকুলমতির্ভীমঃ সংস্থিতোবিততাকৃতিঃ ॥ ৬ ॥
স সহস্রেণ বাহূনামাদায় পরিঘান্ বহূন্।
প্রহরত্যাত্মনঃ পৃষ্ঠে স্বাত্মনৈব পলায়তে ॥ ৭ ॥
দৃঢ়প্রহারৈঃ প্রহরন্ স্বয়মেবাত্মনাত্মনি।
প্রবিদ্রবতি ভীতাত্মা স যোজনশতান্যপি ॥ ৮ ॥
ক্রন্দন্ পলায়মানোসৌ গত্বা দূরমিতস্ততঃ।
শ্রমবান্ বিবশাকারো বিশীর্ণচরণাঙ্গকঃ ॥ ৯ ॥
পতিতোবশ এবাশু মহত্যন্ধোন্ধকূপকে।
কৃষ্ণরাত্রিতমোভীমে নভোগম্ভীরকোটরে ॥ ১০ ॥
ততঃ কালেন বহুনা সোন্ধকূপাৎ সমুত্থিতঃ।
পুনঃ প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
পুনর্দ্দূরতরং গত্বা করঞ্জবনগুল্মকম্।
প্রবিষ্টঃ কণ্টকব্যাপ্তং শলভঃ পাবকং যথা ॥ ১২ ॥
তস্মাৎ করঞ্জগহনাদ্বিনিঃসৃত্য ক্ষণাদিব।
পুনঃ প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
পুনর্দ্দূরতরং গত্বা শশাঙ্ককরশীতলম্।
কদলীকাননং কান্তং সম্প্রবিষ্টোহসন্নিব ॥ ১৪ ॥
কদলীখণ্ডকাৎ তস্মাৎ বিনিঃসৃত্য ক্ষণাৎ পুনঃ।

পক্ষ্যাদিরহিতা মিথ্যাভূতা চ। অশান্তা বিক্ষেপবহুলা। শূন্যা আশান্তা দিগন্তা যস্তামিতি বা। কণমাত্রকং অণুমাত্রমিব ॥ ৫-৬ ॥

আত্মনঃ স্বস্য। স্বাত্মনা স্বেনৈব ॥ ৭ ৮-৯ ॥

অন্ধোবিবেকদৃষ্টিশূন্যঃ। কৃষ্ণরাত্রিরিব তমসা ভীমে ॥ ১০ ॥

আত্মনঃ স্বস্মাদেব নিমিত্তাৎ ॥ ১১ ॥

করঞ্জকণ্টকলতানিবিড়ং বনগুল্মকমল্পচ্ছায়ং দুঃখবহুলমিতি যাবৎ। অন্যৈশ্চ কণ্টকৈর্ব্যাপ্তম্ ॥ ১২ ১৩ ॥

স্বয়ং প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনি ॥ ১৫ ॥
পুনর্দ্দূরতরং গত্বা তমেবান্ধোন্ধকূপকম্ ।
স সম্প্রবিষ্টস্ত্বরয়া বিশীর্ণাবয়বাকৃতিঃ ॥ ১৬ ॥
অন্ধকূপাৎ সমুত্থায় প্রবিষ্টঃ কদলীবনম্ ।
কদলীকাননাচ্ছ্বভ্রং করঞ্জবনগুল্মকম্ ॥ ১৭ ॥
করঞ্জকাননাৎ কূপং কূপাদ্রম্ভাবনান্তরম্ ।
প্রবিশন্ প্রহরংশ্চৈব স্বয়মাত্মনি সংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
এবংরূপনিজাচারঃ সোবলোক্য চিরং ময়া ।
অবষ্টভ্য বলাদেব মুহূর্ত্তং রোধিতঃ পথি ॥ ১৯ ॥
পৃষ্টঃ স কস্ত্বং কিমিদং কেনার্থেন করোষি বা ।
কিং নামাভিমতং তেত্র কিং মুধা পরিমুহ্যসি ॥ ২০ ॥
ইতি পৃষ্টেন কথিতং তেন মে রঘুনন্দন ।
নাহং কশ্চিন্ন চৈবেদং মুনে কিঞ্চিৎ করোম্যহম্ ॥ ২১ ॥
ত্বয়াহমবভগ্নোস্মি ত্বং মে শত্রুরহো বত ।
ত্বয়া দৃষ্টোস্মি নষ্টোস্মি দুঃখায় চ সুখায় চ ॥ ২২ ॥
ইত্যুক্ত্বা বিরুবাণ্যঙ্গান্যালোক্য স্বান্যতুষ্টিমান্ ।
রুরোদাতিরবং দীনো মেঘোবর্ষন্নিবাটবীম্ ॥ ২৩ ॥
ক্ষণমাত্রেণ তত্রাসাবুপসংহৃত্য রোদনম্ ।
স্বান্যঙ্গানি সমালোক্য জহাস চ ননাদ চ ॥ ২৪ ॥
অথাট্টহাসপর্য্যন্তে স পুমান্ পুরতোমম ।

হসন্ আনন্দিত ইব ॥ ১৪-১৫-১৬ ॥
শ্বভ্রং গর্ত্তমিব গম্ভীরম্ ॥ ১৭ ॥
কূপং প্রাগুক্তান্ধকূপম্ । রম্ভাবনান্তরং কদলীবনমধ্যম্ ॥ ১৮ ॥
অবলোক্য বিবেকদৃশা দৃষ্ট্বা । অবষ্টভ্য যোগবলেন ধৃত্বা ॥ ১৯ ॥
ইথং আত্মপ্রহরণকূপপতনানি কিং কিমর্থম্ । অভিমতমভিলষিতম্ ॥২০-২১-২২ ॥

ক্রমেণ তানি তত্যাজ স্বান্যঙ্গানি সমস্ততঃ ॥ ২৫ ॥
প্রথমং পতিতং তস্য শিরঃ পরমদারুণম্ ।
ততস্তে বাহবঃ পশ্চাৎ বক্ষস্তদনু চোদরম্ ॥ ২৬ ॥
অথ ক্ষণেন স পুমাংস্তান্যঙ্গানি যথাক্রমম্ ।
সন্ত্যজ্য নিয়তেঃ শক্ত্যা কাপি গন্তুমুপস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥
দৃষ্টবানহমেকান্তে পুনরন্যং তথা নরম্ ।
সোপি প্রহারাৎ পরিতঃ প্রযচ্ছন্ স্বয়মাত্মনি ॥ ২৮ ॥
বাহুভিঃ পীবরাকারৈঃ স্বয়মেব পলায়তে ।
কূপে পততি কূপাত্তু সমুত্থায়াভিধাবতি ॥ ২৯ ॥
পুনঃ পততি কুণ্ডেন্তঃ পুনরার্ত্তঃ পলায়তে ॥
পুনঃ প্রবিশতি শ্বভ্রং ক্ষণং শিশিরকাননম্ ॥ ৩০ ॥
কষ্টে পুনঃ পুনস্তুষ্টঃ পুনঃ প্রহরতি স্বয়ম্ ।
এবম্প্রায়নিজাচারশ্চিরমালোক্য সস্ময়ম্ ॥ ৩১ ॥
স ময়া সমবষ্টভ্য পরিপৃষ্টস্তথৈব হি ।
তেনৈবাসৌ ক্রমেণাদ্য রুদিত্বা সম্প্রহস্য চ ॥ ৩২ ॥
অঙ্গৈর্ব্বিশীর্ণতামেত্য যথাবলমলক্ষ্যতাম্ ।
বিচার্য্য নিয়তেঃ শক্তিং ততোগন্তুমুপস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥

অতুষ্টিমান্ ভোগেভ্যোঽসংতৃপ্তঃ ॥ ২৩-২৪-২৫ ॥

সঙ্কল্পাত্মকং শিরঃ তদেব সর্ব্বানর্থমূলত্বাৎ পরমদারুণম্। বাহবোবিকল্পাশয়াঃ। বিষয়াভিনিবেশো বক্ষঃ। তৃষ্ণা উদরমিতি যোগ্যতয়া কল্প্যম্ ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানেনাজ্ঞানতৎকার্য্যবাধনিয়তেঃ শক্ত্যা। কাপি গন্তুমিত্যনেন গন্তব্যস্থলান্তরাপরিশেষাৎ বাধিতস্য নিঃস্বরূপাপত্তিরুক্তা ॥ ২৭ ॥

স্বমনস ইবান্যমনসামপ্যেষৈব রীতিরিতি প্রদর্শনায়াহ দৃষ্টবানিত্যাদিনা ॥ ২৮-২৯ ॥

কুণ্ডে অন্ধকূপে। শ্বভ্রং করঞ্জবনগর্ত্তম্। শিশিরকাননং কদলীবনম্ ॥ ৩০-৩১ ৩২ ॥

দৃষ্টবানহমেকান্তে পুনরন্যং তথা নরম্ ।
প্রহরংস্তদ্বদেবাসৌ স্বয়মেব পলায়তে ॥ ৩৪ ॥
পলায়মানঃ পতিতোমহত্যন্ধেন্ধকূপকে ।
তত্রাহং সুচিরং কালমবসং তৎপ্রতীক্ষকঃ ॥ ৩৫ ॥
যাবৎ স সুচিরেণাপি কূপান্নাভ্যুদিতঃ শঠঃ ।
অথাহমুত্থিতোগন্তুং দৃষ্টবান্ পুরুষং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
তাদৃশং তাদৃশাকারং প্রপতন্তং তথৈব চ ॥
অবষ্টভ্য তথৈবাশু তস্য প্রোক্তং পুনর্ম্ময়া ॥ ৩৭ ॥
তথৈবোৎপলপত্রাক্ষ নাসৌ তদববুদ্ধবান্ ।
কেবলং মামসৌ মূঢ়ো নৈব জানাসি কিঞ্চন ॥ ৩৮ ॥
আঃ পাপ দুর্দ্বিজেত্যুক্ত্বা স্বব্যাপারপরোযযৌ ।
অথ তস্মিন্ মহারণ্যে তথা বিহরতা ময়া ॥ ৩৯ ॥
বহবস্তাদৃশা দৃষ্টাঃ পুরুষা দোষকারিণঃ ।
সংপৃষ্টাঃ কেচিদায়ান্তি স্বপ্নসম্ভ্রমবচ্ছমম্ ॥ ৪০ ॥
মদুক্তং ন্যভিনন্দন্তি কেচিচ্ছবতন্তুং যথা ।
বিনিপত্যান্ধকূপেভ্যঃ কেচিৎ তৎপ্রোত্থিতাঃ পুনঃ ॥৪১॥
কদলীখণ্ডকাৎ কেচিচ্চিরেণাপি ন নির্গতাঃ ।

অলক্ষ্যতাং অদৃশ্যতাম্ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অন্ধবতীত্যন্ধে অন্ধকূপকে তমোবৃতে কূপে ॥ ৩৫ ৩৬-৩৭ ॥

উৎপলপত্রাক্ষেতি রামসম্বোধনম্। কেবলং স্বব্যাপারপরোভবদিত্যন্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ন কেবলং স্বয়ং বিবেকানভিজ্ঞঃ কিন্তু বিবেকিজনতিরস্কারপরোপীতি সূচনায় আঃ পাপেত্যাদ্যুক্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

সংপৃষ্টা ময়া বোধিতাঃ সন্তঃ শমং প্রাগুক্তস্বরূপনাশলক্ষণমুপরমম্ ॥ ৪০ ॥

নাভিনন্দন্ত্যপেক্ষন্তে জুগুপ্সন্তি চ ॥ ৪১ ॥

ন নির্গতাঃ তত্রৈব জ্ঞানং প্রাপ্য মুক্তা ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

কেচিদন্তর্হিতাঃ স্ফারে করঞ্জবনগুল্মকে ॥ ৪২ ॥
ন ক্বচিৎ স্থিতিমায়ান্তি কেচিদ্ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
এবম্বিধা সা বিততা রঘূদ্বহ মহাটবী ॥ ৪৩ ॥
অদ্যাপি বিদ্যতে যস্যামিত্থং তে পুরুষাঃ স্থিতাঃ।
সা চ দৃষ্টা ত্বয়া রাম ত্বয়েহ ব্যবহারিণী।
বাল্যাত্তু বুদ্ধিতত্ত্বস্য ন তাং স্মরসি রাঘব ॥ ৪৪ ॥

সা ভীষণা বিবিধকণ্টকসংকটাঙ্গী
ঘোরাটবী ঘনতমোগহনাপি লোকে ॥
আগত্য নির্ব্বৃতিমলব্ধপরাববোধৈ
রাসেব্যতে কুসুমগুল্মকবাটিকেব ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তোপাখ্যানং নাম
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

ধর্ম্মপরায়ণাঃ কাম্যধর্ম্মপরাঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্বয়া হেতুনা ব্যবহারিণী সর্ব্বব্যবহারবতী সা মহাটবী ত্বয়া দৃষ্টা। বুদ্ধিতত্ত্বস্য বুদ্ধিসারস্য বিবেকস্য। বাল্যাদপ্রাগল্ভ্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

উপসংহরতি সেতি। লোকে লোক্যতে বিবেকদৃশা ধর্ম্মব্রহ্মতত্ত্বমস্মিং স্তথাবিধে অধিকারিজন্মনি নির্ব্বৃতিং সাধনসম্পত্তিসুখমাগত্য প্রাপ্যাপি অভাগ্যবশাদলব্ধপরমাত্মবোধৈরাসেব্যতে বিষয়াসক্ত্যা সেব্যতে। কুসুমকাননবাটিকেবেত্যাপাতরম্যত্বে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

একোনশততমঃ সর্গঃ।

রাম উবাচ।

কাসৌ মহাটবী ব্রহ্মন্ কদা দৃষ্টা কথং ম .।।
কে চ তে পুরুষাস্তত্র কিং তৎ কর্ত্তুং কৃতোদ্যমাঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রঘুনাথ মহাবাহো শৃণু বক্ষ্যামি তেখিলম্।
ন সা মহাটবী রাম দূরে নৈব চ তে নরাঃ ॥ ২ ॥
যেয়ং সংসারপদবী গম্ভীরা পারকোটরা।
তাং তাং শূন্যাং বিকারাঢ্যাং বিদ্ধি রাম মহাটবীম্ ॥ ৩ ॥
বিচারালোকলভ্যেয়ং যদেকেনৈব বস্তুনা।
পূর্ণা নান্যেন সংযুক্তা কেবলেব তদৈব সা ॥ ৪ ॥

উক্তস্য চিত্তাখ্যানস্য ক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ চ।
রামপ্রশ্নমুখেনাত্র তাৎপর্য্যার্থোঽনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

কিং কিমর্থং বা তৎ পরিঘৈঃ স্বদেহপ্রহারং কূপকরঞ্জবনাদিপ্রবেশঞ্চ কর্ত্তুং কৃতোদ্যমাস্তে জাতাঃ। কিং তৎ কর্ত্তৃকৃতোদ্যমা ইতি পাঠে স্বতঃ স্বানিষ্টে প্রবৃত্তেরযোগাৎ পরতঃ সা বাচ্যেতি কেন তৎকর্ত্রা তাদৃশানিষ্টে বলান্নিয়োজকেন হেতুনা স্বপ্রহারাদৌ কৃতোদ্যমাস্তে সম্পন্না ইত্যর্থঃ। কশ্চাসৌ তৎকর্ত্তা চ কিং তৎকর্ত্রা তেন কৃতোদ্যমা ইতি বিগ্রহঃ ॥ ১ ॥

বস্তুতোব্রহ্মৈব মিথ্যাভূতস্বর্গনরকাদিবৈচিত্র্যকল্পনয়া সংসারাটবী তৎকল্পকানি মনাংস্যেব তে নরা ইতি ন তে দূরস্থা ময়োক্তা ইত্যাহ রঘুনাথেত্যাদিনা ॥ ২ ॥

যা ইয়ং প্রসিদ্ধা সংসারপদবী তাং পরমার্থদৃশা অসত্বাৎ শূন্যাং ভ্রান্তিদৃশা তু সত্বাদিবিকারাঢ্যাং তাং প্রাগুক্তাং মহাটবীং বিদ্ধি জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কদা সা শূন্যা কেন বা উপায়েন লভ্যতে তত্রাহ বিচারালোকেতি।

তত্র যে তে মহাকারাঃ পুরুষাঃ প্রভ্রমন্তি হি।
মনাংসি তানি বিদ্ধি ত্বং দুঃখে নিপতিতান্যলম্ ॥ ৫ ॥
দ্রষ্টা যোয়মহং তেষাং স বিবেকোমহামতে।
বিবেকেন ময়া তানি দৃষ্টান্যন্যেন নানঘ ॥ ৬ ॥
ময়া তান্যেব বোধ্যন্তে বিবেকেন মনাংসি হি।
সততং সুপ্রকাশেন কমলানীব ভানুনা ॥ ৭ ॥
মৎপ্রবোধং সমাসাদ্য মৎপ্রসাদান্মহামতে।
মনাংসি কানি চিত্তানি গতান্যুপশমাৎ পরম্ ॥ ৮ ॥
কানিচিন্মাভিনন্দন্তি মাং বিবেকং বিমোহতঃ।
মতিরেস্কারবশতঃ কূপেষ্বেব পতন্ত্যধঃ ॥ ৯ ॥
যে তেন্ধকূপা গহনা নরকাস্তে রঘূদ্বহ।
কদলীকাননং যানি সম্প্রবিষ্টানি তানি তু ॥ ১০ ॥
স্বর্গৈকরসিকানি ত্বং মনাংসি জ্ঞাতুমর্হসি।
প্রবিষ্টান্যন্ধকূপান্তর্নির্গতানি ন যানি তু ॥ ১১ ॥
মহাপাতকযুক্তানি তানি চিত্তানি রাঘব।
কদলীকাননস্থানি নির্গতানি ন যানি তু ॥ ১২ ॥
পুণ্যসম্ভারযুক্তানি তানি চিত্তানি রাঘব।
করঞ্জবনজাতানি নির্গতানি ন যানি তু ॥ ১৩ ॥

যদা একেনাদ্বিতীয়েনৈব বস্তুনা পূর্ণা অন্যেন ন সংযুক্তা ভবতি তদা কেবলা শূন্যেব ভবতি। ইব শব্দঃ কেবলশূন্যাদিশব্দানামপি তত্রোপচারিকী প্রবৃত্তিঃ প্রতিযোগ্যনিরূপণে শূন্যত্বাদের্নিরূপণাসম্ভবাদিতি দ্যোতনায়। তাদৃশী চেয়ং তত্ত্বং পদার্থশোধনলক্ষণেন বিবেকালোকেন লভ্যেতেত্যর্থঃ॥ ৪-৫ ॥

বিবেকোত্র বিচারঃ ॥ ৬-৭ ॥

মৎপ্রবোধং তত্ত্বজ্ঞানম্ মৎপ্রসাদাৎ বিবেকপ্রসাদাৎ। উপশমাৎ মনোভাবনাশাৎ। পরং মোক্ষং গতানি ॥ ৮ ॥

মতিরস্কারোবিচারোপেক্ষা ॥ ৯ ১০-১১-১২-১৩ ॥

তানি মানুষ্যজাতানি চিত্তানি রঘুনন্দন।
কানিচিৎ সম্প্রবুদ্ধানি তত্র মুক্তানি বন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥
কানিচিৎ বহুরূপাণি যোনের্যোনিং বিশন্তি হি।
মনাংসি তানি তিষ্ঠন্তি নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ১৫ ॥
যত্তৎ করঞ্জগহনং তৎ কলত্ররসং বিদুঃ।
দুঃখকণ্টকসম্বাধং মানুষ্যং বিবিধৈষণম্ ॥ ১৬ ॥
করঞ্জগহনং যানি প্রবিষ্টানি মনাংসি তু।
মানুষ্যে তানি জাতানি তত্রৈব রসিকানি চ ॥ ১৭ ॥
কদলীকাননং যৎ তৎ শশাঙ্ককরশীতলম্।
তন্মনোহ্লাদনকরং স্বর্গং বিদ্ধি রঘূদ্বহ ॥ ১৮ ॥
কানিচিৎ পুণ্যভূতেন তপসা ধারণাত্মনা।
ধারয়ন্তি শরীরাণি সংস্থিতান্যুদিতান্যপি ॥ ১৯ ॥
যৈরহং পুষ্টিরবুদ্ধৈর্ব্বুদ্ধিচিন্তৈতিরস্কৃতঃ।
তৈর্ম্মনোভিরনাত্মজ্ঞৈঃ স্ববিবেকস্তিরস্কৃতঃ ॥ ২০ ॥
ত্বয়া দৃষ্টোবিনষ্টোঽস্মি ত্বং মে শত্রুরিতি দ্রুতম্।

মানুষ্যে মনুষ্যভাবে জাতানি পরিণতানি। সম্প্রবুদ্ধানীতি মনুষ্যদেহে বৈরাগ্যাদিবিশেষসম্ভবাৎ মুখ্যোজ্ঞানাধিকার ইতি দ্যোতনায় ॥ ১৪ ॥

নিপতন্তি নরকেষু। উৎপতন্তি স্বর্গে ॥ ১৫ ॥

কলত্ররসং কুটুম্বস্নেহবং অতএব দুঃখকণ্টকসম্বাধং বিবিধৈষণঞ্চ মানুষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

রসিকানি অভিনিবিষ্টানি বিষয়রসাস্বাদপরাণি বা ॥ ১৭-১৮ ॥

পুণ্যভূতেন শাস্ত্রবিহিতেন। অশাস্ত্রবিহিতস্য বারণার্থং বিশেষণম্। ধারণাত্মনা ধ্যেয়দেশে মনোনিবন্ধরূপধারণা প্রধানেন উপাসনেন হেতুনা যানি গ্রহসপ্তর্ষিধ্রুবাদিশরীরাণি ধারয়ন্তি তানি ইতরাপেক্ষয়া তেজোভোগাদ্যতিশয়েন তত্ত্বাববোধেন চ উদিতানি অভ্যুদয়বন্ত্যপি ভূত্বা সংস্থিতানি চিরং স্থিতানীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বুদ্ধিভিশ্চিন্তৈর্ব্বা তিরস্কৃতঃ উপেক্ষিতঃ। নাধ্যবসিতো ন স্মৃতশ্চেত্যর্থঃ ॥২০॥

যদুক্তং তদ্ধি চিত্তেন গলতা পরিদেবিতম্ ॥ ২১ ॥
রুদিতং যন্মহাক্রন্দং পুংসা বহ্বাশু রাঘব।
তদ্ভোগজালং ত্যজতা মনসা রোদনং কৃতম্ ॥ ২২ ॥
অর্দ্ধপ্রাপ্তবিবেকস্য ন প্রাপ্তস্যামলং পদম্।
চেতসস্ত্যজতোভোগাৎ পরিতাপোভৃশং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
রুদতাঙ্গানি দৃষ্টানি কারুণ্যেনাববোধিনা।
কষ্টমেতানি সন্ত্যজ্য কিং প্রয়ামীতি চেতসা ॥ ২৪ ॥
অর্দ্ধপ্রাপ্তবিবেকস্য ন প্রাপ্তস্যামলং পদম্।
চেতসস্ত্যজতোঙ্গানি পরিতাপোহি বর্দ্ধতে ॥ ২৫ ॥
হসিতং তু যদানন্দি পুংসামদববোধতঃ।
পরিপ্রাপ্তবিবেকেন তত্তুষ্টং রাম চেতসা ॥ ২৬ ॥
পরিপ্রাপ্তবিবেকস্য ত্যক্তসংসারসংস্থিতেঃ।
চেতসস্ত্যজতোরূপমানন্দোহি বিবর্দ্ধতে ॥ ২৭ ॥
হসতাঙ্গানি দৃষ্টানি পুংসা যান্যুপহাসতঃ।
তানি দৃষ্টানি মনসা বিপ্রলম্ভপদানি হ ॥ ২৮ ॥
মিথ্যাবিকল্পরচিতৈর্ব্বিপ্রলব্ধমহোচিরম্।
ইত্যঙ্গান্যুপহাসেন দৃষ্টানি স্বানি চেতসা ॥ ২৯ ॥
মনঃ প্রাপ্তবিবেকং হি বিশ্রান্তং বিততে পদে।

গলতা তত্ত্বাববোধাৎ বিশীর্য্যতা। পরিদেবিতং বিলপিতম্ ॥ ২১-২২-২৩ ॥
স্বাঙ্গানি সমালোক্য জহাস চ ননাদ চেত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ রুদতেতি। অববোধিনা ঈষদ্বিবেকবতা। কারুণ্যেন স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহেন ॥ ২৪ ॥
অঙ্গানি স্নেহলোভাদীনি ॥ ২৫ ॥
তত্তুষ্টং আনন্দিতম্। তুষের্নপুংসকে ভাবে ক্তঃ ॥ ২৬ ॥
তদেব স্পষ্টয়তি পরিপ্রাপ্তেতি ॥ ২৭ ॥
বিপ্রলম্ভপদানি স্ববঞ্চননিমিত্তানি ॥ ২৮ ॥
মিথ্যাবিকল্পেন রচিতৈঃ কল্পিতৈর্ব্বিষয়ৈর্ব্বিপ্রলব্ধং বঞ্চিতমিত্যুপহাসেন॥২৯॥

প্রাক্তনাদীনতাধারং হসন্ পশ্যতি দূরতঃ ॥ ৩০ ॥
যদসৌ সমবষ্টভ্য ময়া পৃষ্টঃ প্রযত্নতঃ।
তদ্বিবেকোবলাচ্চিত্তমাদত্ত ইতি দর্শিতম্ ॥ ৩১ ॥
যদঙ্গানি বিশীর্ণানি গতান্যন্তর্দ্ধিমগ্রতঃ।
তচ্চিত্তেন বিনার্থাশা শাম্যতীতি প্রদর্শিতম্ ॥ ৩২ ॥
সহস্রনেত্রহস্তত্বং যৎ পুংসঃ পরিবর্ণিতম্ ।
তদনন্তাকৃতিত্বং হি চেতসঃ পরিদর্শিতম্ ॥ ৩৩ ॥
যদাত্মনি প্রহারৌঘৈঃ পুমান্ প্রহরতি স্বয়ম্ ।
তত্তৎকুকল্পনাঘাতৈঃ প্রহরত্যাত্মনোমনঃ ॥ ৩৪ ॥
পলায়তে যৎ পুরুষঃ স্বাত্মনঃ প্রহরন্ স্বয়ম্।
স্ববাসনাপ্রহারেভ্যস্তন্মনঃ প্রপলায়তে ॥ ৩৫ ॥
স্বয়ং প্রহরতি স্বাস্তং স্বয়মেব স্বয়েচ্ছয়া।
পলায়তে স্বয়ং চৈব পশ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥
স্ববাসনোপতপ্তানি সর্ব্বাণ্যেব মনাংসি হি।
স্বয়মেব পলায়ন্তে গন্তুং যুক্তানি তৎ পদম্ ॥ ৩৭ ॥
যদিদং বিততং দুঃখং তত্তনোতি স্বয়ং মনঃ।
স্বয়মেবাতিখিন্নন্তু পুনস্তস্মাৎ পলায়তে ॥ ৩৮ ॥

প্রাক্তন্যা আদীনতায়া আধারমালম্বনং বিষয়জাতম্। দূরতঃ অসঙ্গাখ্যা-সংস্পর্শিতয়েতি যাবৎ ॥ ৩০ ॥

অসৌ প্রাগুক্তঃ পুরুষঃ। আদত্তে বিষ্টভ্নাতি ॥ ৩১ ॥

অর্থসহিতা আশা অর্থাশা। মনোবাধে সহ বিষয়ৈর্ব্বিষয়তৃষ্ণাপি বাধ্যত ইতি দর্শিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩২-৩৩-৩৪-৩৫ ॥

স্বাস্তং মনঃ ॥ ৩৬ ॥

উপতপ্তানি বিক্ষোভিতানি। তৎ ব্রহ্মপদং গন্তুমবগন্তুং যুক্তানি স্বরূপযোগ্যানি। অথবা যুক্তানি যোগেন নিরুদ্ধান্যপি ॥ ৩৭ ॥

উপতপ্তমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে যদিদমিতি ॥ ৩৮ ॥

সঙ্কল্পবাসনাজালৈঃ স্বয়মায়াতিবন্ধনম্।
মনোলালাময়ৈর্জ্জালৈঃ কোশকারকৃমির্যথা ॥ ৩৯ ॥
যথানর্থমবাপ্নোতি তথা ক্রীড়তি চঞ্চলম্।
ভাবিদুঃখমপশ্যৎ স্বং দুর্লীলাভিরিবার্ভকঃ ॥ ৪০ ॥
অপশ্যৎ কাষ্ঠরন্ধ্রস্থবৃষণাক্রমণং যথা।
কীলোৎপাটী কপির্দুঃখমেতীদং হি তথা মনঃ ॥ ৪১ ॥
চিরপালনয়া চৈব চিরভাবনয়া তথা।
অভ্যাসাত্তুচ্ছতামেত্য ন ভূয়ঃ পরিশোচতি ॥ ৪২ ॥
মনঃ প্রমাদাদ্বর্দ্ধন্তে দুঃখানি গিরিকূটবৎ।
তদ্বশাদেব নশ্যন্তি সূর্য্যস্যাগ্রে হিমং যথা ॥ ৪৩ ॥
যাবজ্জীবমনিন্দ্যয়া চ রমতে শাস্ত্রার্থসঞ্জাতয়া
তুল্যং বাসনয়া মনোহি মুনিবন্মৌনেন রাগাদিযু।

লালাস্বমুখদ্রব স্তন্ময়ৈস্তদ্বিকারৈঃ। কোশকারকৃমিঃ কৌশেয়োৎপত্তিভূমৌ প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৯ ৪০ ॥

উক্তের্থে লৌকিকীং গাথামুদাহরতি অপশ্যন্নিতি। যথা কিলারণ্যে তক্ষসু মহাকাষ্ঠমর্দ্ধং বিদার্য্য মধ্যে কীলং দত্বা দৈবাদপগতেষু কশ্চিৎ কপিঃ তৎকাষ্ঠোপবিষ্টঃ কাষ্ঠরন্ধ্রস্থস্ববৃষণাক্রমং ভাবিনমপশ্যৎ স্বচাপলাৎ বিষ্টম্ভকীলোৎপাটী বৃষণসন্দংশেন মরণাদিদুঃখমেতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যদি নিরুদ্ধমপি বিক্ষেপৈঃ পলায়তে তর্হি কথমিষ্টসিদ্ধিস্তত্রাহ চিরেতি। ন সকৃন্নিরোধাদিষ্টসিদ্ধিঃ কিন্তু তস্য চিরপালনয়া চিরমসঙ্গাত্মভাবনয়া চেত্যর্থঃ। তুচ্ছতাং জ্ঞানবাধ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

তথাচ মন এব প্রমাদবিবেকাভ্যাং বন্ধমোক্ষয়োর্হেতুরিতি ফলিতমিত্যাহ মন ইতি ॥ ৪৩ ॥

যদ্যর্থে চ শব্দঃ। যদি মনঃ শাস্ত্রার্থসঞ্জাতয়া অনিন্দ্যয়া বাসনয়া তুল্যং সমরসং সৎ রাগাদিষু বিষয়েষু মৌনেন নিরোধেন যাবজ্জীবং মুনিবৎ রমতে তৎ তর্হি পশ্চাৎ তত্ত্ববোধেন পাবনপাবনং পরমপবিত্রমজং জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতমতএব শীতলং তাপত্রয়াস্পৃষ্টমলং পূর্ণং তৎ ব্রহ্মপদং প্রাপ্য তৎ

পশ্চাৎ পাবনপাবনং পদমজং তৎ প্রাপ্য তচ্ছীতলং
তৎসংস্থেন ন শোচ্যতে পুনরলং
পুংসা মহাপৎস্বপি ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তোপাখ্যানং নাম
ঊনশততমঃ সর্গঃ ॥ ৯৯ ॥

চিত্তোপাখ্যানং সম্পূর্ণম্।

সংস্থেন জীবন্মুক্তেন পুংসা মহাপৎসু প্রলয়াদিষ্বপি পুনর্ন শোচ্যতে। তরতি শোকমাত্মবিদিত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ।

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একোনশততমঃ সর্গঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিত্তমেতদুপায়াতং ব্রহ্মণঃ পরমাৎ পদাৎ।
অতন্ময়ং তন্ময়ঞ্চ তরঙ্গঃ সাগরাদিব ॥ ১ ॥
প্রবুদ্ধানাং মনোরাম ব্রহ্মৈবেহ হি নেতরৎ।
জলসামান্যবুদ্ধীনামব্ধের্নান্যস্তরঙ্গকঃ ॥ ২ ॥
মনোরামাপ্রবুদ্ধানাং সংসারভ্রমকারণম্।
অপশ্যতোম্বুসামান্যমন্যতাম্বুতরঙ্গয়োঃ ॥ ৩ ॥
অপ্রবুদ্ধদৃশাং পক্ষে তৎ প্রবোধায় কেবলম্।
বাচ্যবাচকসম্বন্ধকৃতোভেদঃ প্রকল্প্যতে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বশক্তিপরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।
ন তদস্তি ন তস্মিন্ যৎ বিদ্যতে বিততাত্মনি ॥ ৫ ॥
সর্ব্বশক্তির্হি ভগবান্ যৈব তস্মৈ হি রোচতে।

বর্ণ্যতেত্র মনঃ শক্ত্যা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিতা।
অজ্ঞানমাত্রাদদ্বৈতে বন্ধমোক্ষাদিকল্পনা ॥ ১ ॥

মনোধীনৈব বন্ধমোক্ষকল্পনেতি যদুক্তং তত্রোপপত্তিমাহ চিত্তমিত্যাদিনা। অতন্ময়মব্রহ্মভূতাজ্ঞানবিকারঃ। তন্ময়ং শুদ্ধব্রহ্মবিবর্ত্তশ্চ। যথা তরঙ্গো জলবিকারস্তৎসত্তা বিবর্ত্তশ্চ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

জলসামান্যং জলসত্তা ॥ ২-৩ ॥

অতএব হি উপদেশ্যোপদেশকশব্দার্থাদিশাস্ত্রীয়ব্যবহারকল্পনাপি অজ্ঞ-পক্ষমবলম্ব্যৈব ন তত্ত্বদৃশেতি প্রাগুক্তমিত্যাহ অপ্রবুদ্ধেতি ॥ ৪ ॥

সর্ব্বজগৎকারণত্বমপ্যজ্ঞাতস্যৈব ব্রহ্মণোন জ্ঞাতস্যেত্যাশয়েন তস্যৈব সর্ব্ব-শক্তিশালিতামুপপাদয়তি সর্ব্বশক্তীত্যাদিনা ॥ ৫ ॥

প্রকাশয়তি কার্য্যাত্মনা প্রকটয়তি ॥ ৬ ॥

শক্তিস্তামেব বিততাং প্রকাশয়তি সর্ব্বগঃ ॥ ৬ ॥
চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণোরাম শরীরেষ্বভিদৃশ্যতে ।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু জড়শক্তিস্তথোপলে ॥ ৭ ॥
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু তেজঃশক্তিস্তথানলে ।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে ভাবশক্তির্ভবস্থিতৌ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তির্হি দৃশ্যতে দশদিগ্‌গতা ।
নাশশক্তির্ব্বিনাশেষু শোকশক্তিশ্চ শোকিষু ॥ ৯ ॥
আনন্দশক্তির্মুদিতে বীর্য্যশক্তিস্তথা ভটে ।
সর্গেষু সর্গশক্তিশ্চ কল্পান্তে সর্ব্বশক্তিতা ॥ ১০ ॥
ফলপুষ্পলতাপত্রশাখাবিটপমূলবান্ ।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥
প্রতিভাসবশাদেব মধ্যস্থং চিত্তজাড্যয়োঃ ।
জীবেতরাভিধং চিত্তমন্তর্ব্রহ্মণি দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥
নানাতরুলতাগুল্ম জালপল্লবশালয়ঃ ।
নির্ব্বিকল্পকচিন্মাত্রং নানানির্জ্জাতকল্পনা ॥ ১৩ ॥

শরীরেষু চতুর্ব্বিধভূতগ্রামেষু ॥ ৭ ॥

শূন্যশক্তিরনাবরকত্বাং সর্ব্বাবরণশক্তিঃ । ভাবশক্তিঃঅস্তীতি ব্যবহার-যোগ্যতা ॥ ৮ ॥

নাশশক্তিঃ কারণে তিরোভাবশক্তিঃ । শোকশক্তিরাশোকজদেহজনন-শক্তির্ব্বিষাদশক্তির্ব্বা (শোকজদাহজননশক্তিরিতি বা পাঠঃ) ॥ ৯ ॥

কল্পান্তে প্রাকৃতপ্রলয়ে প্রকৃতৌ সর্ব্বশক্তিতা তস্যাঃ সর্ব্বকার্য্যবীজ-ত্বাৎ । শর্ব্বশক্তিতেতি পাঠে সংহারশক্তিতা ॥ ১০ ॥

তদেবাহ ফলেতি ॥ ১১ ॥

প্রথমকার্য্যস্য চিত্তস্য চিজ্জাড্যোভয়রূপত্বাদর্শনাদপ্যজ্ঞাতমেব লক্ষ্য জগ-বীজমিত্যাশয়েনাহ প্রতিভাসেতি । প্রতিভাসোঽজ্ঞানসাক্ষী তদ্বশাদেব ন তত্ত্ববশাৎ ॥ ১২ ॥

যত্তোঽহং তরুগুল্মাদিরূপপঞ্চাজ্ঞাতচিদ্বিবর্ত্তোঽহংশ্চিন্মাত্রমেব তদ্বদি-

ব্রহ্মৈবেদমহং তৎ ত্বং জগৎ পশ্যাদ্য রাঘব।
স আত্মা সর্ব্বগোনাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ॥ ১৪॥
যন্মনাগ্মননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে।
পিচ্ছভ্রান্তির্যথাব্যোম্নি পয়স্যাবর্ত্তবীর্যথা॥ ১৫॥
প্রতিভাসকলামাত্রং মনোজীবস্তথাত্মনি।
যদেতন্মনসোরূপমুদিতং মননাত্মকম্॥ ১৬॥
ব্রাহ্মী শক্তিরসৌ তস্মাৎ ব্রহ্মৈব তদরিন্দম।
ইদং তদহমিত্যেব বিভাগঃ প্রতিভাসজঃ॥ ১৭॥
মনসোব্রহ্মণোস্ত্যর্শ্চ মোহে পরমকারণম্।
যদযচ্চৈতন্মনস্যেব কিঞ্চিৎ সদসদাত্মকম্॥ ১৮॥
ব্যাশব্দিতং সর্ব্বশক্তেস্তাং শক্তিং ব্রহ্মতাং বিদুঃ।
মনঃ সত্তাত্মকং নাম যথৈতন্মনসি স্থিতম্॥ ১৯॥

ত্যাহ নানেতি অনির্জ্ঞাতকল্পনা অজ্ঞাতে তত্ত্বে যত ইয়ং কল্পনেত্যর্থঃ॥ ১৩॥

জগৎ অহং তত্ত্বং অহমিতি ভাসমানজীবতত্ত্বং প্রত্যক্চিদ্রূপং ব্রহ্মৈবেতি পশ্যেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

ব্রহ্মৈব তত্তচ্ছক্তিপুরস্কারেণ ভ্রান্ত্যা মন আদিশব্দৈরুচ্যতে নান্যদিত্যাহ যদিত্যাদিনা॥ ১৫-১৬॥

শক্তিতৎকার্য্যয়োরভেদাদিদমিতি পুরোবর্ত্তিতয়া তদিতি পরোক্ষতয়া অহমিতি প্রত্যক্তাদাত্ম্যেন চ ভাসমানস্ত্রিবিধোদৃশ্যবিভাগঃ প্রতিভাসজঃ প্রাতিভাসিক এব ন বাস্তব ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

নমু কামকর্ম্মবাসনাদিকমপি দ্বৈতপ্রপঞ্চহেতুঃ শ্রূয়তে তৎ কথং ব্রহ্মশক্তিরেব তদ্ধেতুরুচ্যতে তত্রাহ মনস ইতি। মনসো জীবস্য ব্রহ্মণশ্চ মোহে ভেদাদিভ্রমে অন্যচ্চ কামাদি যৎ যৎকিঞ্চিৎ পরমকারণং ব্যাশব্দিতং লোকে তৎ সর্ব্বং মনস্যেবাবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাং সদসদাত্মকং সর্ব্বশক্তেব্র্হ্মণস্তাং প্রাগুক্তাং ব্রহ্মতাং বৃংহণশক্তিমেব বিদুর্ন তদন্যদিতি পরেণান্বয়ঃ॥ ১৮॥

নমু মনোধর্ম্মাঃ কামাদিশক্তয়ঃ কথং ব্রহ্মণি স্থিতা যেন তচ্ছক্তয়ঃ

যথর্ত্তোঃ শক্তয়স্তদ্বজ্জীবেহা ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ।
ব্যাপ্তসর্ব্বর্ত্তুকুসুমা ক্ষ্মাদেশবিধিভেদতঃ ॥ ২০ ॥
যথা দধাতি পুষ্পাণি তথা চিত্রাণি লোককৃৎ ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্ধি তস্মাদায়ান্তি শক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
দেশকালাদিবৈচিত্র্যাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ ।
ন জাতং প্রতিভানেন তেনৈবান্যেন পশ্যতি ॥ ২২ ॥
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদসংখ্যারূপাদয়শ্চ যে ।
মনঃশব্দৈঃ প্রকল্প্যন্তে ব্রহ্মজান্ ব্রহ্ম বিদ্ধি তান্ ॥ ২৩ ॥
যথা যথাস্য মনসঃ প্রতিভাসঃ প্রবর্ত্ততে ।
তথা তথৈব ভবতি দৃষ্টান্তোঽত্র কিলৈন্দবাঃ ॥ ২৪ ॥
স্বয়মক্ষুব্ধবিমলে যথা স্পন্দো মহাম্ভসি ।
সংসারকারণং জীবস্তথায়ং পরমাত্মনি ॥ ২৫ ॥

দৃষ্টান্তমাহ মন ইতি। যথা মনঃ সত্ত্বাত্মকং নাম একরূপং মনসি সংসর্গাধ্যাসাৎ স্থিতং যথা বা ঋতোর্ব্বসন্তাদেঃ শক্তয়ো বৃক্ষাদিষু স্থিতা স্তদ্বৎ জীবেহা মনোধর্ম্মা অপি ব্রহ্মণি স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদি সর্ব্বা জীবেহা ব্রহ্মশক্তয়স্তর্হি কুতো ন সর্ব্বাঃ সর্ব্বজীবেষু সঙ্কীর্য্যন্তে তত্রাহ ব্যাপ্তেতি। যথা ব্যাপ্তসর্ব্বর্ত্তুকুসুমশক্তিরপি ক্ষ্মা ভূমিস্তত্তৎপ্রদেশেষু বীজসংস্কারাদিবিধিভেদতোঽবস্থয়ৈব পুষ্পাদি দধাতি ন সঙ্করেণ তথা লোককৃৎ ব্রহ্মাপি চিত্রশক্তীর্ব্যবস্থয়া দধাতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আয়ান্তি ব্যবস্থিতফলাত্মনা আবির্ভবন্তি ক্ষ্মাতলাৎ শালিশক্তয় ইবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অভ্যুপেত্য চেদং প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদসংখ্যারূপাদিভেদরূপং জগদ্বৈচিত্র্যমসঙ্করোদর্শিতঃ পরমার্থতস্তৎপ্রতিভাসমাত্রস্য কারকত্বাযোগাৎ প্রতিভাসপৃথক্কৃতকারকান্তরাসিদ্ধেশ্চ প্রাতিভাসিকং ন কিঞ্চিৎ জাতং ন বা কিঞ্চিৎ কেনচিৎ পশ্যতীতি মনঃশব্দকল্পিতব্রহ্মজাতং ব্রহ্মৈবেতি বুধ্যস্বেত্যাহ ন জাতমিতি সার্দ্ধেন ॥ ২২-২৩-২৪ ॥

জগৎকল্পকো জীব এব ব্রহ্মাত্মা নাস্তি দূরে তৎকল্পিতং জগদিত্যাশয়েনাহ স্বয়মিতি ॥ ২৫ ॥

জ্ঞস্য সর্ব্বাশ্রিতং রাম ব্রহ্মৈবাবর্ত্ততে সদা।
কল্লোলোর্ম্মিতরঙ্গৌঘৈরব্ধের্জ্জলমিবাত্মনি ॥ ২৬ ॥
দ্বিতীয়া নাস্তি সত্তৈকা নামরূপক্রিয়াত্মিকা।
পরে নানাতরঙ্গেব্ধৌ কল্পনেব জলেতরা ॥ ২৭ ॥
জায়তে নশ্যতি তথা যদিদং যাতি তিষ্ঠতি।
তদিদং ব্রহ্মণি ব্রহ্ম ব্রহ্মণা চ বিবর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥
স্বাত্মন্যেবাতপস্তীব্রো মৃগতৃষ্ণিকয়া যথা।
বিচিত্রেণ বিচিত্রোপি প্রস্ফুরত্যাত্মনা তথা ॥ ২৯ ॥
করণং কর্ম্ম কর্ত্তা চ জননং মরণং স্থিতিঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ন হ্যস্তি তদ্বিনা কল্পনেতরা ॥ ৩০ ॥
ন লোভোস্তি ন মোহোস্তি ন তৃষ্ণাস্তি ন রঞ্জনা।
ক আত্মন্যাত্মনোলোভস্তৃষ্ণা মোহোথ বা কুতঃ ॥ ৩১ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমাত্মৈব কলনাক্রমঃ।
হেমাঙ্গদতয়েবায়মাত্মোদেতি মনস্তয়া ॥ ৩২ ॥
অবুদ্ধং যৎ পরং ধাম তচ্চিত্তং জীব উচ্যতে।
অপরিজ্ঞাত এবাশু বন্ধুরায়াত্যবন্ধুতাম্ ॥ ৩৩ ॥
চিন্ময়েনাত্মনাজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পনয়া স্বয়ম্।

চিতং উপচিতং পূর্ণমিত্যর্থঃ। আ সমন্তাৎ বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥
পরে ব্রহ্মণি দ্বিতীয়া সত্তা নাস্তি কিন্ত্বেকৈব ॥ ২৭ ॥
বিবর্ত্ততে অতাত্ত্বিকরূপেণ প্রতিভাসতে ॥ ২৮ ॥
মৃগতৃষ্ণিকয়া মৃগতৃষ্ণানদ্যাত্মনা। বিচিত্রো বিগতনামরূপোপি ॥ ২৯-৩০ ॥
দ্বিতীয়াভাবে লোভমোহাদীনাং প্রসক্তিরেব নাস্তীত্যাহ নেতি। রঞ্জনা অত্যাশক্তিঃ ॥ ৩১ ॥
মনস্তয়া মনোভাবেন ॥ ৩২ ॥
অবুদ্ধমজ্ঞানাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
অজ্ঞেনাজ্ঞানবিষয়ীকৃতেন যথা অশূন্যেনাপি গগনে ন শূন্যতা প্রকটী-

শূন্যতা গগনেনেব জীবতা প্রকটীকৃতা ॥ ৩৪ ॥
আত্মৈবানাত্মবদিহ জীবোজগতি রাজতে।
দ্বীন্দুত্বমিব দুর্দ্দৃষ্টেঃ সচ্চাসচ্চ সমুত্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
মোহার্থশব্দার্থদৃশোরেতয়োরত্যসম্ভবাৎ।
সত্যত্বাদাত্মনশ্চৈব কাত্মা বদ্ধঃ ক মুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
নিত্যাসম্ভববন্ধস্য বন্ধোঽস্তীতি কুকল্পনা।
যস্য কাল্পনিকস্তস্য মোক্ষোমিথ্যা ন তত্ত্বতঃ ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ।

মনোয়ং নিশ্চয়ং যাতি তত্তস্তবতি নান্যথা।
তেন কাল্পনিকোনাস্তি বন্ধঃ কথমিহ প্রভো ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মিথ্যাকাল্পনিকীবেয়ং মূর্খাণাং বন্ধকল্পনা।
মিথ্যৈবাভ্যুদিতা তেষামিতরা মোক্ষকল্পনা ॥ ৩৯ ॥

কৃতা তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

অনাত্মবৎ অনাত্মভূতাহঙ্কারাদিতাদাত্ম্যেনাহম্প্রত্যয়বিষয়বৎ। বিষয়রূপেণ দ্বিতীয়রূপেণ চাসৎ পরমার্থৈকরূপেণ সচ্চ ॥ ৩৫ ॥

মোহার্থয়োর্ব্ব্যামোহনিমিত্তয়োঃ। এতয়োর্ব্বন্ধমোক্ষশব্দার্থদৃশোরত্যন্তমসম্ভবাৎ ॥ ৩৬ ॥

নিত্যং ন সম্ভবতীত্যসম্ভবোবন্ধো যস্য। তথাচ পরমার্থদৃষ্ট্যা কাল্পনিকাবপি। বন্ধমোক্ষৌ তুচ্ছৌ। "ন নিরোধোন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতেতি" শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥৩৭॥

যৌক্তিকদৃশা কাল্পনিকানির্ব্বচনীয়বন্ধস্য প্রাগ্‌বিস্তরেণোপপাদিতত্বাৎ কাল্পনিকেঽপি বন্ধো নাস্তীতি তুচ্ছতোক্তিমসহমানো রামঃ পৃচ্ছতি মন ইতি ॥ ৩৮ ॥

যৌক্তিকদৃষ্টিরিয়ং লৌকিকদৃষ্টিদার্ঢ্যবিঘটনায় পরমার্থদৃষ্টিদ্বারত্বেন কল্পিতেতি ন তত্রৈব বিশ্রান্তিঃ কিন্তু শ্রৌততুচ্ছতাদৃষ্টাবেবেত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ প্রত্যাহ মিথ্যেত্যাদিনা। যথা কাল্পনিকী স্বাপ্নী কল্পনা জাগ্রদ্দৃশা মিথ্যা তুচ্ছা তদ্বৎ। অনীর্ব্বচনীয়তা ন বস্তুতত্ত্বং কিন্তু যুক্তিভির্নির্ব্বচনাশক্তিঃ সা

এবমজ্ঞানকাদেব বন্ধমোক্ষদৃশোঽস্মৃতেঃ।
বস্তুতস্তু ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি মহামতে ॥ ৪০ ॥
কল্পনায়া অবস্তুত্বং সম্প্রবুদ্ধমতিং প্রতি।
রজ্জ্বহেরিব হে প্রাজ্ঞ তত্ত্ববুদ্ধমতিং প্রতি ॥ ৪১ ॥
বন্ধমোক্ষাদিসংমোহো ন প্রাজ্ঞস্যাস্তি কশ্চন।
সংমোহবন্ধমোক্ষাদি হ্যজ্ঞস্যৈবাস্তি রাঘব ॥ ৪২ ॥

আদৌ মনস্তদনুবন্ধবিমোক্ষদৃষ্টিঃ
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা
মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব॥৪৩॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তচিকিৎসাপূর্ব্বকং চিত্তোৎপত্তিবর্ণনং নাম শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

চ মূর্খপুরুষধর্ম্মো ন বস্তুস্বভাব ইতি সূচনায় মূর্খাণামিত্যুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

এবং প্রাগুক্তরীত্যা তুচ্ছমজ্ঞানমজ্ঞানকং তস্মাদেব বন্ধমোক্ষদৃশঃ। "নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভি" রিতি স্মৃতিবিরোধেন সদসদান্তরালিকানির্ব্বচনীয়তা বিশ্রাস্ত্যযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অবস্তুত্বং তুচ্ছত্বম্। তৎপ্রাগুক্তমনির্ব্বচনীয়ত্বন্তু অবুদ্ধমতিমজ্ঞং পরীক্ষকং প্রতি ন প্রাজ্ঞং প্রতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেব স্পষ্টতরমাহ বন্ধেতি ॥ ৪২ ॥

উক্তেঽর্থে বালকাখ্যায়িকামবতারয়নুপসংহরতি আদাবিতি। হে সুভগ ইত্যাদিকা ইয়ং বন্ধস্থিতিঃ। প্রতিষ্ঠাং দৃঢ়মূলতাম্। বালজনায় ধাত্র্যা উদিতা উক্তা বক্ষ্যমাণা আখ্যায়িকেব ॥ ৪৩ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

রাম উবাচ ।

কিমুচ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ বালকাখ্যায়িকাক্রমঃ ।
ক্রমেণ কথয়ৈতন্মে মনোবর্ণনকারণম্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কোপি মুগ্ধমতির্ব্বালো ধাত্রীং পৃচ্ছতি রাঘব ।
কাঞ্চিদ্বিনোদিনীং ধাত্রি বর্ণয়াখ্যায়িকামিতি ॥ ২ ॥
সা বালস্য বিনোদায় ধাত্রী তস্য মহামতে ।
আখ্যায়িকাং কথয়তি প্রসন্নমধুরাক্ষরাম্ ॥ ৩ ॥
ক্বচিৎ সন্তি মহাত্মানো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ ।
ধার্ম্মিকাঃ শৌর্য্যমুদিতা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ৪ ॥
বিস্তীর্ণে শূন্যনগরে ব্যোম্নীব জলতারকাঃ ।
দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভ এব ন সংস্থিতঃ ॥ ৫ ॥

সঙ্কল্পাদর্থশূন্যায়া বিকল্পশতসংস্থতেঃ ।
দৃষ্টান্তোবর্ণ্যতেত্রৈব বালকাখ্যায়িকাক্রমঃ ॥ ১ ॥

সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকস্য মনসঃ সঙ্কল্পোমূলং তন্নিরোধে মূলোচ্ছেদাৎ বিকল্পাস্থগানে নির্ব্বিকল্পপদপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধিরিতি সূচনায় প্রাগবতারিতাং বালকাখ্যায়িকাং শ্রোতুকামোরামঃ পৃচ্ছতি কিমুচ্যত ইতি। পদসংস্কারপক্ষমাশ্রিত্য কিমেতদিত্যনয়োঃ সামান্যেন নপুংসকত্বম্ । বালকাখ্যায়িকালক্ষণঃ ক্রমো দৃষ্টান্তঃ কিংপ্রকারোলোকে উচ্যতে এতৎ ক্রমেণ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মুগ্ধমতিঃ যুক্তাযুক্তবিবেকশূন্যঃ ॥ ২-৩ ॥

অত্যন্তাসতি পত্তনে ইতি প্রধানরাজধান্যুক্তিঃ ॥ ৪ ॥

শূন্যানি নগরাণি শাখানগরাণি যস্মিন্নিতি তদ্বিশেষণম্ । জলময্যস্তারকাশ্চন্দ্রাংশবঃ ॥ ৫ ॥

অথাত্যুত্তমলাভার্থং কদাচিৎ সমবায়তঃ।
বিবন্ধবঃ খিন্নমুখাঃ শোকোপহতচেতসঃ॥ ৬॥
তে তস্মাচ্ছূন্যনগরান্নির্গতা বিততাননাঃ।
গগনাদিব সংশ্লিষ্টা বুধশুক্রশনৈশ্চরাঃ॥ ৭॥
শিরীষসুকুমারাঙ্গাঃ পৃষ্ঠতোর্কেন তাপিতাঃ।
মার্গেঽহনি গতা গ্রীষ্মতাপার্ত্তাঃ পল্লবা ইব॥ ৮॥
সন্তপ্তমার্গসিকতা দগ্ধপাদসরোরুহাঃ।
হা তাত চেতি শোচন্তো মৃগা যূথচ্যুতা ইব॥ ৯॥
দর্ভাগ্রভিন্নচরণাস্তাপখিন্নাঙ্গসন্ধয়ঃ।
উল্লঙ্ঘ্য দূরমধ্বানং ধূলিধূসরমূর্ত্তয়ঃ॥ ১০॥
মঞ্জরীজালজটিলং ফলপল্লবমালিতম্।
মৃগপক্ষিগণাধারং প্রাপুর্ম্মার্গে তরুত্রয়ম্॥ ১১॥
যস্মিন্ বৃক্ষত্রয়ে বৃক্ষৌ দ্বৌ ন জাতৌ মনাগপি।
বীজমেব তৃতীয়স্য স্বারোহস্য ন বিদ্যতে॥ ১২॥
বিশ্রান্তাস্তে পরিশ্রান্তাস্তত্রৈকস্য তরোরধঃ।
পারিজাততলে স্বর্গে শক্রানিলযমা ইব॥ ১৩॥
ফলান্যমৃতকল্পানি ভুক্ত্বা পীত্বা চ তদ্রসম্।
কৃত্বা গুলুচ্ছকৈর্ম্মালাং চিরং বিশ্রম্য তে যযুঃ॥ ১৪॥
পুনর্দূরতরং গত্বা মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে।

তে কদাচিৎ বিবন্ধবোদৈবাৎ মৃতবান্ধবা দুর্ভিক্ষাদিনা খিন্নমুখাশ্চ সন্তঃ সমবায়তঃ স্বনাগরসমাজাৎ পরস্পরৈকমত্যতো বা উত্তমস্য নগরান্তরস্য লাভার্থং নির্জ্জগ্মুরিতি শেষঃ॥ ৬॥

সংশ্লিষ্টা মিলিতাঃ॥ ৭॥

গতাঃ ম্লানতামিতি শেষঃ॥ ৮-৯-১০-১১॥

বৃক্ষত্রয় ইতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। স্বারোহস্য সুখেনারোঢ়ুং শক্যস্য॥ ১২-১৩॥

গুলুচ্ছকৈস্তল্লতাবিশেষমঞ্জরীভিঃ॥ ১৪-১৫॥

সরিত্রিতয়মাসেদুস্তরঙ্গতরলারবম্ ॥ ১৫ ॥
তত্রৈকা পরিশুষ্কৈব মনাগপ্যম্বু ন দ্বয়োঃ ।
বিদ্যতে সরিতোর্দৃষ্টিরন্ধলোচনয়োরিব ॥ ১৬ ॥
পরিশুষ্কা ভৃশং বাসৌ তস্যান্তে সস্নুরাদৃতাঃ ।
ঘর্ম্মার্ত্তা ইব গঙ্গায়াং ব্রহ্মবিষ্ণুহরা ইব ॥ ১৭ ॥
চিরং কৃত্বা জলক্রীড়াং পীত্বা ক্ষীরোপমং পয়ঃ ।
জগ্মুস্তে রাজতনয়াঃ প্রহৃষ্টমনসঃ স্বরম্ ॥ ১৮ ॥
অথাসেদুর্দিনস্যান্তে লম্বমানে দিবাকরে ।
ভবিষ্যন্নির্ম্মাণং নগরং নগসন্নিভম্ ॥ ১৯ ॥
পতাকাপক্ষিণীব্যাপ্তং নীলাকাশজলাশয়ম্ ।
দূরশ্রুতসমুল্লাপগায়নাগরমণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
দদৃশুস্তত্র রম্যাণি ত্রীণি সদনানি তে ।
মণিকাঞ্চনগেহানি শৃঙ্গাণীব মহাগিরেঃ ॥ ২১ ॥
অনির্ম্মিতে দ্বে সদনে একং নির্ভিত্তি তত্র বৈ ।
অভিত্তিমন্দিরং চারু প্রবিষ্টাস্তে নরাত্মজাঃ ॥ ২২ ॥
সম্প্রবিশ্যোপবিশ্যাশু বিহরন্তো বরাননাঃ ।
প্রাপুঃ স্থালীত্রয়ং তত্র তপ্তকাঞ্চনকল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

সরিতোরিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী । দৃষ্টির্দর্শনম্ । অন্ধলোচনয়োরন্ধলোচনাভ্যামিবাত্যন্তাসত্ত্বতাৎপর্য্যম্ । করণত্বাশক্তেরেব সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠী । অন্ধস্য লোচনয়োর্গোলকয়োর্দৃষ্টিরিন্দ্রিয়মিব সরিতোরম্বু ন বিদ্যত ইতি বা ॥ ১৬ ॥

ঘর্ম্মার্ত্তা জনা ইব ব্রহ্মবিষ্ণুহরা গঙ্গায়ামিব চেতি পৃথক্কৃত্য যোজ্যম্ ॥ ১৭ ॥

অভিলষিতনগরপ্রাপ্তৌ প্রহৃষ্টমনসঃ ॥ ১৮ ॥

নগসন্নিভং পর্ব্বতপ্রাংশু ॥ ১৯ ॥

ঊর্দ্ধ্বং পতাকাভিরধঃ পক্ষিণীভিশ্চ ব্যাপ্তম্ । নীলাকাশা ইব সুন্দরাঃ শুভ্রা বা জলাশয়া যত্র । সমুল্লাপাঃ স্বরমূর্চ্ছনাঃ ॥ ২০-২১ ॥

তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে অভিত্তিমন্দিরং তে প্রবিষ্টাঃ ॥ ২২-২৩ ॥

তত্র কর্পরতাং যাতে দ্বে একা চূর্ণতাং গতা।
জগৃহুশ্চূর্ণরূপাং তাং স্থালীং তে দীর্ঘবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৪ ॥
দ্রোণৈর্নবনবত্যা তৈস্তস্যাং দ্রোণেন চান্ধসঃ।
তত্র দ্রোণশতং হীনং রন্ধিতং বহুভোজিভিঃ ॥ ২৫ ॥
নিমন্ত্রিতাস্ত্রয়স্তৈস্তু ব্রাহ্মণা রাজসূনুভিঃ।
দ্বৌ নির্দেহাবথৈকস্য মুখমেব ন বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥
নির্মুখেনাশ্নতস্তত্র ভুক্তং দ্রোণশতং সুত।
নিঃশেষভুক্তাবশেষন্তু ভুক্তমক্ষোনৃপাত্মজৈঃ ॥ ২৭ ॥
তৃপ্তিং ভক্তে রাজপুত্রাশ্চ পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ।
ভবিষ্যন্নগরে তস্মিন্ রাজপুত্রাস্ত্রয়োহি তে।
সুখমদ্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৮ ॥
আখ্যায়িকেয়ং কথিতা ময়া রম্যা তবানঘ।
এতাং হৃদি কুরু প্রাজ্ঞ বিদগ্ধস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২৯ ॥
ধাত্র্যেতি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা।
তুষ্টিং জগাম বালশ্চ শুভাখ্যায়িকয়ানয়া ॥ ৩০ ॥
এষা হি কথিতা রাম চিত্তাখ্যানকথাং প্রতি।
বালকাখ্যায়িকা তুভ্যং ময়া কমললোচন ॥ ৩১ ॥
ইয়ং সংসাররচনা স্থিতিমেবমুপাগতা।

কর্পরতাং কপালতাম্ ॥ ২৪ ॥

তত্র তস্যাং স্থাল্যাম্। অন্ধসঃ ওদনপ্রকৃতেস্তণ্ডুলস্য নবনবত্যা দ্রোণৈরেকেন চ দ্রোণেন হীনং ন্যূনং দ্রোণশতং রন্ধিতং পক্বম্। ভাবে ক্তঃ॥২৫-২৬-২৭॥

নির্বৃতিং তৃপ্তিম্। মৃগয়াভিধ্যাবহারিণঃ ক্রীড়মানাঃ ॥ ২৮ ॥

বিদগ্ধঃ পণ্ডিতঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

চিত্তাখ্যানানন্তরং প্রবৃত্তা যা জগৎপ্রত্যয়স্য বিকল্পমাত্রত্বকথা তাং প্রতি তদুদাহরণত্বেনেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্থিতিং দার্ঢ্যম্। এবং বিকল্পমাত্ররূপা। বালকাখ্যায়িকাশব্দেন তজ্জন্ত-

বালকাখ্যায়িকেবোগ্রৈঃ সঙ্কল্পৈর্দৃঢ়কল্পিতৈঃ ॥ ৩২ ॥
বিকল্পজালকৈষেয়ং প্রতিভাসাত্মিকানঘ ।
বন্ধমোক্ষাদিকলনা রূপেণ পরিজৃম্ভতে ॥ ৩৩ ॥
সঙ্কল্পমাত্রাদিতরদ্বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন ।
সঙ্কল্পবশতঃ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব বা ॥ ৩৪ ॥
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ পরিতোদিশঃ ।
সঙ্কল্পকচিতং সর্ব্বমেবং স্বপ্নপ্রদাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥
রাজপুত্রাস্ত্রয়োনদ্যোভবিষ্যন্নগরে যথা ।
যথা সঙ্কল্পরচনা তথেয়ং হি জগৎস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥
সঙ্কল্পমাত্রসম্ভিতঃ পরিস্ফুরতি চঞ্চলঃ ।
পয়োমাত্রাত্মকোম্ভোধিরম্ভসীবাত্মনাত্মনি ॥ ৩৭ ॥
সঙ্কল্পমাত্রং প্রথমমুত্থিতং পরমাত্মনঃ ।
তদিদং স্ফারতাং যাতং ব্যাপারৈর্দ্দিবনং যথা ॥ ৩৮ ॥
সঙ্কল্পজালকলনৈব জগৎ সমগ্রং
সঙ্কল্পমেব ননু বিদ্ধি বিলাসচেত্যম্ ।

বালপ্রতীতির্লক্ষণয়া গৃহ্যতে ॥ ৩২ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ বিকল্পেতি। বিকল্পা এব জালকানি যস্যামিতি বিগ্রহে সমাসাদুৎপন্নস্ত টাপঃ সুপঃ পরত্বাৎ প্রত্যয়স্থাৎ কাৎপূর্ব্বস্থেত্যস্যাপ্রবৃত্তিঃ॥৩৩॥

বিকল্পানাঞ্চ সঙ্কল্পকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্বমিত্যাশয়েনাহ সঙ্কল্পমাত্রাদিতি। যতো যৎকিঞ্চিদ্বিকল্পরূপং ভাতি তৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পবশতো ভাতি। বিকল্পভাতঞ্চ কিঞ্চিন্নৈব কিঞ্চিৎ বা ভবতি। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প ইতি পতঞ্জলিনা তথা তল্লক্ষণোক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

যুক্তমেব বিশিষ্য প্রপঞ্চয়তি দ্যৌরিতি। ক্ষমা পৃথ্বী ॥ ৩৫-৩৬ ॥

চঞ্চলঃ অম্ভোধিঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাপারৈঃ সূর্য্যব্যাপারৈর্জ্জনব্যাপারৈশ্চ ॥ ৩৮ ॥

তথাচ সঙ্কল্পত্যাগমাত্রেণ নির্ব্বিকল্পস্বরূপাবস্থিতিরিতি দর্শয়ন্নুপসংহরতি

সঙ্কল্পমাত্রমলমুৎসৃজ নির্বিকল্প
মাশ্রিত্য নিশ্চয়মবাপ্নুহি রাম শান্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে বালকাখ্যায়িকানামৈ
কাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

সঙ্কল্পেতি। মনোবিলাসা রাগাদিবৃত্তয়শ্চেত্যানি চ তেষাং সমাহারম্। সঙ্কল্পত্যাগে চ নির্বিকল্পাত্মনিশ্চয় এব হেতুরিত্যাহ আশ্রিত্যেতি ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বসঙ্কল্পবশান্মূঢ়োমোহমেতি ন পণ্ডিতঃ।
অক্ষয়ে ক্ষয়সঙ্কল্পান্মুহ্যতে শিশুরেব হি ॥ ১ ॥

রাম উবাচ।

কোঽসৌ সঙ্কল্পিতঃ কেন ক্ষয়োব্রহ্মবিদাম্বর।
অসতৈব মহামোহং যেনাদাৎ তৎ সদৈব হি ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অসতা ভূতসঙ্ঘেন ক্ষয়োঽহঙ্কারনামধৃক্।
বেতালঃ শিশুনেবেহ মিথ্যৈব পরিকল্পিতঃ ৩ ॥

ইহাহঙ্কারসঙ্কল্পক্ষয়োপায়োনিরূপ্যতে।
বিবেকোনাস্থবর্গস্ত নিত্যতা চ পরাত্মনঃ ।১।

মূঢ়োঽজ্ঞঃ। অক্ষয়ে পরমাত্মনি ক্ষীয়ত ইতি ক্ষয়োনশ্বরাত্মা তৎসঙ্কল্পাৎ। শিশুর্বালঃ। মুহ্যতে বিভেতি ॥ ১ ॥

ক্ষয়সঙ্কল্পাদিতি হেতূক্তৌ সঙ্কল্পকর্তৃকর্ম্মণী বিশিষ্য জিজ্ঞাসমানোরামঃ পৃচ্ছতি কোঽসাবিতি। অসৌ সঙ্কল্পিতঃ ক্ষয়ঃ কঃ কেন চ সঙ্কল্পিতো যেনায়মাত্মা অসতৈব নিমিত্তেন মহামোহঃ সংসারভ্রমঃ স্বা অদাৎ উপাত্তবান্। অয়ং ভাবঃ। কিং নিত্যাত্মা নশ্বরাত্মানং সঙ্কল্পয়তি উত নশ্বরাত্মৈব। নাদ্যঃ তস্য স্বাত্মস্বভাববিরুদ্ধসঙ্কল্পকত্বাযোগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ। তথা সঙ্কল্পিতোনশ্বরাত্মাপি কিং জড় উত চিদ্রূপঃ। নাদ্যঃ। আত্মতাদাত্ম্যানাপাতাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। চিতঃ সঙ্কল্পবিষয়ত্বাযোগাদিতি ॥ ২ ॥

যং যং ভবন্তি তদা ভবন্তীতি শ্রুতেঃ প্রাক্তনসিংহব্যাঘ্রাদিভূতসঙ্ঘাত্মভাবসংস্কারসংভৃতাসচ্ছব্দবাচ্যাবিদ্যোপহিতেন পরমাত্মনা চিদচিৎসম্বলনাত্মকসিংহব্যাঘ্রাদ্যহঙ্কারাত্মকনশ্বরাত্মসঙ্কল্পনাৎ ন কশ্চিদনন্বয়বিত্তোদোষ ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে অসতেতি। ভূতসঙ্ঘেন সিংহব্যাঘ্রাদিপ্রাণ্যহন্ত্বাভিমানিত্বেন

একস্মিন্নেব সর্ব্বস্মিন্ স্থিতে পরমবস্তুনি।
কুতঃ কোয়মহং নাম কথং নাম কিলোদিতঃ ॥ ৪ ॥
বস্তুতোনাস্ত্যহঙ্কারঃ পরমাত্মন্যভেদিনি।
অসম্যগ্দর্শনান্মার্গী সরিত্তীব্রাতপে যথা ॥ ৫ ॥
মনোমণিমহারম্ভঃ সংসার ইতি লক্ষ্যতে।
আত্মনাত্মানমাশ্রিত্য স্ফুরত্যন্তর্যথাম্ভসা ॥ ৬ ॥
অসম্যগ্দর্শনং তেন ত্যজ রাম নিরাশ্রয়ম্।
সাশ্রয়ং সত্যমানন্দি সম্যগ্দর্শনমাশ্রয় ॥ ৭ ॥
ধিয়া বিচারধর্ম্মিণ্যা মোহসংরম্ভহীনয়া।
বিচারয়াধুনা সত্যমসত্যং সম্পরিত্যজ ॥ ৮ ॥
অবদ্ধোবদ্ধ ইত্যুক্ত্বা কিং শোচসি মুধৈব হি।
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য কিং কথং কেন বধ্যতে ॥ ৯ ॥
নানাহনানাত্বকলনা স্ববিভিন্নমহাত্মনি।
সর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বেস্মিন্ কিং বদ্ধং কিং বিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥
অনার্ত্তোপ্যার্ত্তিমান্ ভাতি চ্ছিন্নেঙ্গে কিঞ্চ তাম্যতি।

অসতা অবিদ্যোপহিতেন পরমাত্মনা তত্তদহঙ্কারনামধৃক্ ক্ষয়োনশ্বরাত্মা ॥ ৩ ॥

নন্বহঙ্কারস্যাত্মস্বভাবত্বৈব কিং ন স্যাৎ কুতোমিথ্যাত্বং তত্রাহ একস্মিন্নিতি। সর্ব্বস্মিন্ পূর্ণে ॥ ৪ ॥

মার্গী সরিৎ মৃগতৃষ্ণানদী ॥ ৫ ॥

মনোলক্ষণস্য মণেশ্চিন্তামণের্ম্মহান্ আরম্ভঃ কার্য্যজাতসর্গঃ। তর্হি কিং মনস এব স্বাতন্ত্র্যং নেত্যাহ আত্মানমাশ্রিত্যেতি। অম্ভসা অম্ভ ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

অসম্যগ্দর্শনং ভ্রান্তিম্। নিরাশ্রয়ং অসদ্বিষয়ম্। সাশ্রয়ং সত্যার্থবিষয়ম্ ॥৭॥

তত্র ক উপায়স্তত্রাহ ধিয়েতি ॥ ৮-৯ ॥

নানাহনানাত্বকলনা ভেদাভেদভ্রান্তিঃ। অস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ বাধেন ব্রহ্মতত্ত্বে তন্মাত্রপরিশেষে সতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অচ্ছেদ্যাভেদ্যাত্মদর্শনে দেহচ্ছেদভেদাদিপ্রযুক্তদুঃখস্যাপি নাবসরঃ কিং-

ভেদাভেদবিকারার্ত্তিঃ কাচিন্নাত্মনি বিদ্যতে ॥ ১১ ॥
দেহে নষ্টে ক্ষতে ক্ষীণে কাত্মনঃ ক্ষতিরাগতা।
ভস্ত্রায়াং পরিদগ্ধায়াং ভস্ত্রাপূরোন নশ্যতি ॥ ১২ ॥
দেহঃ পততু বোদেতু কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা।
কোনষ্টঃ প্রক্ষতে পুষ্পে আমোদোব্যোমসংশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥
আপতস্তু বপুঃ পদ্মে সুখদুঃখহিমশ্রিয়ঃ।
আকাশোড্ডয়নালীনাং কা নঃ ক্ষতিরুপস্থিতা ॥ ১৪ ॥
দেহঃ পততু বোদেতু যাতু বা গগনান্তরম্।
তদ্বিলক্ষণরূপস্থ কাসৌ ভবতি মে ক্ষতিঃ ॥ ১৫ ॥
যথা পয়োদমরুতোর্যথা ষট্পদপদ্মযোঃ।
তথা রাঘব সম্বন্ধস্ত্বচ্ছরীরত্বদাত্মনোঃ ॥ ১৬ ॥
মনোরাম শরীরং হি জগতঃ সকলস্থ চ।
আদ্যা শক্তিশ্চিদধ্যাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ১৭ ॥

পুনরন্তস্তেত্যাশয়েনাহ অনার্ত্ত ইতি। আর্ত্তিমতি দেহে তথা ভাতি ॥ ১১ ॥

ভস্ত্রাগাপূরয়তীতি ভস্ত্রাপূরোবায়ুঃ ॥ ১২ ॥

প্রক্ষতে নষ্টে। আমোদো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

উড্ডীয়তে অস্মিন্নিত্যুড্ডয়নম্। অধিকরণে ল্যুট্। আকাশ উড্ডয়নং যেষাং তথাবিধানামলীনাং ভ্রমরাণাম্। নঃ অস্মাকম্। উডুপনালীনামিতিপাঠে আকাশস্থানাং উডুপাশ্চন্দ্রশুক্রবৃহস্পত্যাদয়স্তারাশ্রেষ্ঠাস্তল্লক্ষণানাং নালীনাং পদ্মানাং। রলয়োরভেদাতুডুপস্থ চন্দ্রস্থ নারীণামশ্বিন্যাদিসর্ব্বতারাণাঞ্চ ॥১৪-১৫॥

অভ্যুপগতেপি সম্বন্ধে অলেপকে আত্মনি ন তৎপ্রযুক্তদুঃখপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ যথেতি। পয়োদমরুতোঃ মেঘবায়্বোঃ ॥ ১৬ ॥

শরীরাদিসর্গজগতোমনোমাত্রত্বাদপি সতি মনসি ন শরীরাদিনাশপ্রযুক্তঃ শোকৌযুক্তঃ কিং পুনরাত্মমাত্রত্বাদিত্যাশয়েনাহ মন ইতি। শরীরশব্দঃ স্বরূপবচনঃ। তত্র হেতুরাদ্যাশক্তিরিতি। যতোমনোজগৎ আদ্যা কারণীভূতা শক্তিশ্চিদাত্মা তু মনসোপি অপি উপরি অতস্তন্নাশভ্রান্তিঃ সর্ব্বথা ন যুক্তেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

যোসাবাত্মা মহাপ্রাজ্ঞ ন নশ্যতি ন গচ্ছতি।
ন নশ্যতি কদাচিচ্চ কিং মুধা পরিতপ্যসে ১৮॥
বিশীর্ণেভ্রে যথা বাতঃ শুষ্কেজে যট্পদোযথা।
যাত্যনন্তপদং ব্যোম তথাত্মা দেহসংক্ষয়ে॥ ১৯॥
সংসারেস্মিন্ বিহরতো মনোপি হি ন নশ্যতি।
জ্ঞানাগ্নিনা বিনা জন্তোরাত্মনাশে তু কা কথা॥ ২০॥
যঃ কুণ্ড-বদর-ন্যায়ো যো ঘটাকাশয়োঃ ক্রমঃ।
স্থিতির্দ্দেহাত্মনোঃ সৈব সবিনাশাবিনাশয়োঃ॥ ২১॥
বদরং হস্তমায়াতি যথা স্ফুটতি কুণ্ডকে।
আত্মা গগনমায়াতি তথা চলতি দেহকে॥ ২২॥
কুম্ভে গচ্ছত্যকুম্ভত্বং কুম্ভাকাশো যথাম্বরে।
তিষ্ঠত্যেবময়ং ক্ষীণে দেহে দেহী নিরাময়ঃ॥ ২৩॥
মনোদেহোহি জন্তূনাং দেশকালতিরোহিতঃ।
মুহুর্ম্মৃতিপটাচ্ছন্নঃ শঠে কিং পরিদেবনা॥ ২৪॥
দেশকালতিরোধানে মূঢ়োপি মরণে নরঃ।

আত্মনাশাদিভ্রান্তেরেব সর্ব্বশোকাদিমূলত্বাৎ তাং পুনঃ পুনর্ব্বারয়ন্নাহ যোসাবিত্যাদিনা॥ ১৮-১৯-২০॥

আত্মনোদেহাগুরবস্থিতির্ব্বস্ততোনাস্ত্যেব অভ্যুপগমেপি ন দেহনাশাৎ তন্নাশপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ য ইতি। ক্রমোন্যায়ঃ। স্থিতিরপি ন্যায়ঃ। সা তাদৃশ্যেব॥ ২১॥

আদ্যং কুণ্ডবদরন্যায়ং প্রকৃতে উপপাদয়তি বদরমিতি। আত্মা জীবঃ গগনং বাসনাকাশম্। চলতি নশ্যতি সতি। তথাচ শ্রুতিঃ "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবোম্রিয়তে" ইতি॥ ২২॥

দ্বিতীয়মুপপাদয়তি কুম্ভে ইতি। অকুম্ভত্বং নাশম্॥ ২৩॥

মরণং মৃতিস্তল্লক্ষণেন পটেন মুহুরাচ্ছন্নোভবতি। শঠে বঞ্চকে অস্মিন্ মনসি কিং কা পরিদেবনা। অযুক্তেত্যর্থঃ॥ ২৪॥

কিং বিভেতি মহাবাহো নেহ পশ্যতি কশ্চন ॥ ২৫ ॥
অতস্ত্বং বাসনাং রাম মিথ্যৈবাহমিতি স্থিতাম্ ।
ত্যজ পক্ষীশ্বরোব্যোম গমনোৎক ইবাণ্ডকম্ ॥ ২৬ ॥
এষা হি মানসী শক্তিরিষ্টানিষ্টনিবন্ধনী ।
অনয়ৈব মুধা ভ্রান্ত্যা স্বপ্নবৎ পরিকল্পনা ॥ ২৭ ॥
অবিদ্যৈষা দুরন্তৈষা দুঃখায়ৈষা বিবর্দ্ধতে ।
অপরিজ্ঞায়মানৈষা তনোতীদমসন্ময়ম্ ॥ ২৮ ॥
এষা তুচ্ছবদাকাশং তুষারমলিনং যথা ।
পরিপশ্যতি বিভ্রান্তা স্বরূপস্য স্বভাবতঃ ॥ ২৯ ॥
অসদেবেদমারম্ভমম্বরং সদিবোত্থিতম্ ।
কল্পিতং জগদাভোগি দীর্ঘস্বপ্ন ইবৈতয়া ॥ ৩০ ॥
ভাবনামাত্র এবাস্যাঃ স্বরূপং কর্ত্তৃতাং গতম্ ।
জগন্মায়াবিলং চক্ষুর্ব্যোম্নি বিম্বরুচামিব ॥ ৩১ ॥

কিং তর্হি মরণং তদাহ দেশেতি। গৃহাদিদেশে চরমশ্বাসকালে পরেষাং দৃষ্ট্যা আত্মনস্তিরোধানমাত্রং মরণমিত্যর্থঃ। নেহ পশ্যতি কশ্চনাত্মনাশমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

পক্ষী সঞ্জাতপক্ষঃ পক্ষিশিশুঃ। স্বপরিচ্ছেদকমণ্ডকং শিথিলমণ্ডমিব ॥ ২৬ ॥

ইষ্টানিষ্টয়োঃ রাগদ্বেষাভ্যাং নিবন্ধনী অভিনিবেশবন্ধনকরী ॥ ২৭ ॥

অবিদ্যাবিলাসত্বাদবিদ্যা ॥ ২৮ ॥

তুষারৈর্মলিনং ধূসরিতম। তথাদর্শনং মনসঃ স্বভাব ইত্যাহ স্বরূপস্যেতি ॥ ২৯-৩০ ॥

নন্বু মনোব্যাপারাণাং সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষত্বাৎ জগন্নির্ম্মাতৃতা কুতঃ সর্ব্বৈর্নানুভূয়তে তত্রাহ ভাবনেতি। অস্যাঃ স্বরূপং জগদাকারভাবনামাত্রে এব কর্ত্তৃতাং গতং ন তদতিরিক্তনির্ম্মাণে। মিথ্যার্থানাং দর্শনাতিরিক্তনির্ম্মাণাপ্রসিদ্ধেঃ। তদেব জগন্নাম প্রসিদ্ধম্। যথা আবিলং তিমিরাদিদুষ্টং চক্ষুর্ব্যোম্নি পিচ্ছকেশোণ্ডুকাদ্যাকারাণাং সূর্য্যচন্দ্রাদিবিম্বরুচাং বিভাবনামাত্রেণ কর্ত্তৃ তদ্বদিত্যর্থঃ। বিভাবনঞ্চ প্রত্যক্ষমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

লয়মস্যাঃ স্বরূপং ত্বং নয় রাম বিচারণাৎ।
যথা হিমশিলায়াস্তু তপনাদ্দিবসাধিপঃ ॥ ৩২ ॥
হিমাভাবার্থিনোর্কস্য স্বোদয়েনেপ্সিতং যথা।
সিধ্যত্যেবং বিচারেণ মনোনাশার্থিনোর্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অবিদ্যাসম্প্রবুদ্ধ্যা হি বিততানর্থদুর্গমা।
নানেন্দ্রজালকলনাং শম্বরো হেম বর্ষতি ॥ ৩৪ ॥
স্ববিনাশক্রিয়াং চৈতাং মন এব করোত্যলম্।
মনোহ্যাত্মবধং নাম নাটকং পরিনৃত্যতি ॥ ৩৫ ॥ .
আত্মানমীক্ষতে চেতঃ স্ববিনাশায় কেবলম্।
ন হি জানাতি দুর্ব্বদ্ধির্ব্বিনাশং প্রত্যুপস্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥
স্বয়ং সঙ্কল্পমাত্রেণ স্ববিনাশদৃশামিদম্।
মনঃ সংসাধয়ত্যাশু ক্লেশোনাত্রোপযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥
স্বসঙ্কল্পবিকল্পাংশং বিবেকোপহিতং মনঃ।

অতএব স্ববিচারৈদ্বৈতভাবনামাত্রসিদ্ধস্য বিচারজন্যজ্ঞানমাত্রাল্লয়সিদ্ধিরিতি বিচারঃ কার্য্য ইত্যাহ লয়মিতি। যথা দিবসাধিপঃ সূর্য্য স্তপনাৎ স্বাতপাৎ হিমশিলায়াঃ স্বরূপং লয়ং নাশং নয়তি তদ্বৎ ॥ ৩২ ॥

অর্থিতমভিলষিতো মনোনাশঃ ॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্ মনসি নষ্টেপি পুনরবিদ্যয়া মনআদিবন্ধজন্মপ্রসক্তিমাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যেতি। হি যস্মাৎ অবিদ্যাকাদম্বিনী অসম্প্রবুদ্ধা অবিজ্ঞাতাত্মতত্ত্বা যদা তদৈব শম্বরোঽসুরবিশেষ ইব নানেন্দ্রজালকলনারূপমসদেব হেম বর্ষতি ন তু সম্প্রবুদ্ধা। তদা নিঃস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এবঞ্চ মন এব চিরং জগদ্রূপেণ নৃত্যদন্তে বিদ্যাত্মকপরিণামেন সাবিদ্য-স্ববিনাশং করোতীতি ফলিতমিত্যাহ স্ববিনাশক্রিয়ামিতি। আত্মবধং স্বসংহারং নাম নাটকং স্বরচিতগ্রন্থং পরিতঃ লক্ষীকৃত্য নৃত্যতি ॥ ৩৫-৩৬ ॥

স্ববিনাশাদৃশাং মনোনাশোপায়মন্বিষ্যতাং বিবেকিনামিদং মনোনাশনং মনঃ স্বয়মেব সঙ্কল্পনমাত্রেণ আশু সংসাধয়তি ॥ ৩৭ ॥

বিবেকেন উপহিতং সংস্কৃতং মনঃ প্রাক্তনং স্বসঙ্কল্পবিকল্পাংশং সন্ত্যজ্য

সন্ত্যজ্য রূপমাভোগি করোত্যাত্মাববোধনম্ ॥ ৩৮ ॥
মহোদয়োমনোনাশো মহোচ্ছেদস্থ তূদয়ঃ ।
মনোনাশে প্রযত্নং ত্বং কুরু মা মনসোদ্ভবে ॥ ৩৯ ॥

অবিরলসুখদুঃখবৃক্ষখণ্ডে
বিষমকৃতান্তমহোরগে বনেস্মিন্ ।
প্রভুরিদমখিলে বিবেকহীনং
সুভগ মনোমহদাপদেকহেতুঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম ।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৪১ ॥

ইত্যষ্টমোদিবসঃ ।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে উপদেশকরণং নাম
দ্ব্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

আভোগি ব্রহ্মাকারবিস্তারং আত্মাববোধনং স্বাত্মসাক্ষাৎকারবৃত্ত্যাত্মকরূপং স্বং পরিণামং করোতি ॥ ৩৮ ॥

মহোদয়ঃ পরমপুরুষার্থলাভঃ । মহোচ্ছেদঃ সর্ব্বপুরুষার্থোচ্ছেদঃ । ভবে বহির্ব্ব্যাপারে ॥ ৩৯ ॥

উক্তার্থোপেক্ষণে অনর্থাপাতং দর্শয়ন্ পদ্যাহ্বয়তি অবিরলেতি । অবিরলা নিবিড়াঃ সুখদুঃখাত্মকা বৃক্ষখণ্ডা যস্মিন্ । বিষমঃ কৃতান্তো মৃত্যুর্মহোরগো যস্মিংস্তথাবিধে অখিলে অঙ্গচ্ছেদ্যে অস্মিন্ সংসারলক্ষণে অসিপত্রবনে ইদং বিবেকহীনং মন এব প্রভুর্দুরন্তদুঃখহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৪০-৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
দ্ব্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরস্মাদুত্থিতং চেতস্তৎকল্লোল ইবার্ণবাৎ।
স্ফারতামেত্য ভুবনং তনোতীদমিতস্ততঃ ॥ ১ ॥
হ্রস্বং দীর্ঘং করোত্যাশু দীর্ঘং নয়তি খর্ব্বতাম্।
স্বতাং নয়ত্যন্যদলং স্বং তথৈবান্যতামপি ॥ ২ ॥
প্রাদেশমাত্রমপি যৎ বস্তুভাবনয়ৈব তৎ।
স্বয়ং সম্পন্নয়েবাশু করোত্যদ্রীন্দ্রভাস্বরম্ ॥ ৩ ॥
লব্ধপ্রতিষ্ঠং পরমাৎ পদাদুল্লসিতং মনঃ।
নিমেষেণৈব সংসারান্ করোতি ন করোতি চ ॥ ৪ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং চিত্তাদেতদুপাগতম্ ॥ ৫ ॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্য-শক্তিপর্য্যাকুলীকৃতম্।

অবিবেকস্য মনসো যা যাঽত্রাঽনর্থকারিতা।
মুমুক্ষূণাং বিবেকায় সা সর্ব্বাঽত্র প্রপঞ্চ্যতে ॥ ১ ॥

অনর্থার্থমেব পরস্মাৎ মনস উৎপত্তিরিতি দর্শয়তি পরস্মাদিতি ॥ ১ ॥

মনসোবস্তুস্বভাববিরুদ্ধকল্পনসামর্থ্যং দর্শয়তি। হ্রস্বমিত্যাদিনা। হ্রস্বং নেত্রসন্নিহিতাঙ্গুল্যাদি অতিবিস্তৃতসূর্য্যমণ্ডলাদ্যাচ্ছাদকত্বকল্পনেন দীর্ঘং আশু করোতি। দীর্ঘং সূর্য্যমণ্ডলাদি খর্ব্বতাং হ্রস্বতাম্। এবমাত্মানাত্মনোঃ স্বরূপ-বিনিময়কল্পনমপি মন এব করোতীত্যাহ স্বতামিতি ॥ ২ ॥

স্বয়মাত্মভাবেন সম্পন্নয়েব ভাবনয়া কল্পনয়া ॥ ৩ ॥

কুতোঽস্যেদৃশং সামর্থ্যং তত্রাহ লব্ধপ্রতিষ্ঠমিতি। ব্রহ্মসত্তয়া বিচিত্র-শক্ত্যাপবৃংহিতত্বেন লব্ধসত্তাকমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ৫ ॥

ভাবাদ্ভাবান্তরং যাতি লোলত্বাৎ নটবন্মনঃ ॥ ৬ ॥
সদসত্তাং নয়ত্যাশু সত্তাং বা সময়ত্যলম্ ।
তাদৃশান্যেব চাদত্তে সুখদুঃখানি ভাবিতম্ ॥ ৭ ॥
যদাপ্তং স্বয়মাদত্তে যথৈব চঞ্চলং মনঃ ।
হস্তপাদাদিসঙ্ঘাতস্তদা প্রযততে তথা ॥ ৮ ॥
ততঃ সৈব ক্রিয়াচিত্তসমাহিতফলাফলম্ ।
ক্ষণাৎ প্রযচ্ছতি লতা কালসিক্তেব তাদৃশম্ ॥ ৯ ॥
চিত্রাং ক্রীড়নকশ্রেণীং যথা পঙ্কাৎ গৃহে শিশুঃ ।
করোত্যেবং মনো রাম বিকল্পং কুরুতে জগৎ ॥ ১০ ॥
মনঃসর্ব্বজনক্রীড়ানৃজম্বাললবেম্বতঃ ।
কিমেতদ্ধি পদার্থেষু রূঢ়ং জগতি কল্প্যতে ॥ ১১ ॥
করোত্যৃতুকরঃ কালোযথারূপান্যথা তরোঃ ।
চিত্তমেবং পদার্থানামেষামেবান্যতামিব ॥ ১২ ॥

ভাবাৎ ভাবান্তরং একবস্ত্বাকারাদপরবস্ত্বাকারং নাট্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং সঞ্চারিভাবভেদং চ ॥ ৬-৭ ॥

চঞ্চলং মনঃ আপ্তং কর্ম্মোপস্থাপিতং ভোগং যদা যথা যেনৈব কল্পনাপ্রকারেণানুকূলতয়া প্রতিকূলতয়া বা আদত্তে তদা হস্তপাদাদিসঙ্ঘাতস্তথা তদনুসারেণৈব উপাদানে হানে বা প্রবর্ত্তত ইতি মনস এব সর্ব্বব্যবহারস্বাতন্ত্র্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সা ভোগ্যার্থোপস্থাপিকা ক্রিয়া চিত্তেন সমাহিতং কল্পিতং ফলাফলং সুখদুঃখম্ ॥ ৯ ॥

পঙ্কাৎ আর্দ্রমৃৎপিণ্ডাৎ ॥ ১০ ॥

মনঃকল্পনামাত্রে জগতি ন কিঞ্চিদপি রূপং বাস্তবং সম্ভবতীত্যাহ মন ইতি । অতোহেতোর্ম্মনসো যাঃ সর্ব্বজনাত্মনাক্রীড়াস্তত্রত্যানৃদেহাদিলক্ষণেষু পঙ্কলেশেষু সর্ব্বপদার্থেষু যদ্রূপং রূঢ়ং সত্যং কল্প্যতে এতৎ কিং হি স্যাৎ ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ঋতুকরো বসন্তাদিবিভাগকারী । রূপাণামন্যথা অন্যতান । পুনঃ গুণেতি

মনোরথে তথা স্বপ্নে সঙ্কল্পকলনাসু চ।
গোষ্পদং যোজনব্যূহঃ স্বাসু লীলাসু চেতসঃ ॥ ১৩ ॥
কল্পং ক্ষণীকরোত্যন্তঃ ক্ষণং নয়তি কল্পতাম্।
মনস্তদায়ত্তমতো দেশকালক্রমং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥
তীব্রমন্দত্বসম্বেগাৎ বহুত্বাল্পত্বভেদতঃ।
বিলম্বনেন চ চিরং ন তু শক্তিমশক্তিতঃ ॥ ১৫ ॥
ব্যামোহসম্ভ্রমানর্থদেশকালগমাগমাঃ।
চেতসঃ প্রভবন্ত্যেতে পাদপাদিব পল্লবাঃ ॥ ১৬ ।
জলমেব যথাম্ভোধিরৌষ্ণ্যমেব যথানলঃ।
তথা বিবিধসংরম্ভঃ সংসারশ্চিত্তমেব বা ॥ ১৭ ॥
সকর্ত্তৃকর্ম্মকরণং যদিদং চেত্যমাগতম্।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাঢ্যং তৎ সর্ব্বং চিত্তমেব চ ॥ ১৮ ॥

নিষেধেপি চ্ছান্দসত্বাৎ পূর্ব্বোত্তরসাহচর্য্যেণ কৃদব্যয়স্যৈব তত্র গ্রহণাদ্বা ষষ্ঠীসমাসঃ ॥ ১২ ॥

মনসশ্চাঘটিতঘটনাশক্তিঃ প্রসিদ্ধৈবেতি দর্শয়তি মনোরথে ইত্যাদিনা। যোজনানাং ব্যূহঃ সমূহোপি গোষ্পদমিবাল্পমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অতোদেশকালক্রমং সর্ব্বং তদায়ত্তং মনোধীনং বিদুঃ সর্ব্বেপীত্যর্থঃ ॥১৪॥

নমু যদি মনঃ সর্ব্বনির্ম্মাণসমর্থং তর্হি কথমীদানীমস্মাকং সর্ব্বসর্গাশক্তিস্তত্রাহ তীব্রেতি। রজোগুণোৎকর্ষে তীব্রতা তমস উৎকর্ষে তু মন্দতেতি সম্বেগভেদাৎ আহারোপচয়াদ্যুপচয়ে বহুত্বমপচয়েঽল্পত্বমিতি ভেদতস্তত্তত্ত্বস্তসর্গানুকূলোপাসনাদিবিলম্বনেন চ প্রাপ্তসর্গাশক্তিতোন মনসো বাস্তবীং সর্ব্বসর্গশক্তিমপহাতুং শক্নুম ইত্যধ্যাহৃত্য যোজ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অতএব ব্যামোহাদিসম্ভবোপীত্যাহ ব্যামোহেতি ॥ ১৬ ॥

কার্য্যস্য কারণানন্যত্বাৎ চিত্তমাত্রমেব সর্ব্বমিত্যাহ জলমেবেতি। বাশব্দঃ পাদপূরণার্থম্ ॥ ১৭ ॥

চেত্যং ভোক্তৃভোগাভোগরূপানর্থাত্মকম্। তথাচ নববিধোপি সংসারশ্চিত্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

চিত্তং জগন্তি ভুবনানি বনান্তরাণি
সংলক্ষ্যতে স্বয়মুপাগতমাত্মভেদৈঃ।
কেয়ূরমৌলিকটকৈশ্চ লসৎস্বরূপং
ত্যক্ত্বৈব কাঞ্চনধিয়ৈব জনেন হেম ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তমাহাত্ম্যং নাম
ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বং চিত্তমেবেতি যেনোপায়েন সংলক্ষ্যতে তং দর্শয়ন্নুপসংহরতি চিত্ত-মিতি। যথা কাঞ্চনতত্ত্বপরীক্ষকজনেন কেয়ূরমৌলিভূষণকটকৈঃ চাদৈন্যৈশ্চ রুচকাদ্যাকারৈর্লসৎ কল্পিতনানাস্বরূপং ত্যক্ত্বৈব শুদ্ধকাঞ্চনমাত্রপ্রণিহিতধিয়া পরীক্ষ্যমাণং তত্ত্বতো হেম লক্ষয়িতুং শক্যতে ন কেয়ূরাদিরচনাবৈচিত্র্য-ব্যামূঢ়ধিয়া তথা বিবেকিনাপি জগতি তদন্তর্গতভুবনানি তদন্তর্গতবনান্তরাদি সর্ব্ববস্তূনি চ আত্মভেদৈঃ স্ববৈচিত্র্যৈশ্চিত্তমেব স্বয়মুপাগতং চিত্তমাত্রমেব ন চিত্তাৎ বস্ত্বন্তরমিতি তত্ত্বং সংলক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি বৃত্তান্তমিমমুত্তমম্।
জাগতীহৈন্দ্রজালশ্রীশ্চিত্তায়ত্তা যথা স্থিতা ॥ ১ ॥
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে নানাবনসমাকুলঃ।
উত্তরাপাণ্ডবোনাম স্ফীতোজনপদোমহান্ ॥ ২ ॥
নীরন্ধ্রঘনগম্ভীরবনবিশ্রান্ততাপসঃ।
বিদ্যাধরীকৃতলতা-দোলোপবনপত্তনঃ ॥ ৩ ॥
বাতোদ্ধূতাব্জকিঞ্জল্ক-পুঞ্জপিঞ্জরপর্ব্বতঃ।
লসৎকুসুমসম্ভার বনমালাবতংসকঃ ॥ ৪ ॥
করঞ্জমঞ্জরীকুঞ্জ গুচ্ছপর্য্যন্তজঙ্গলঃ।
খর্জ্জূরান্তরিতগ্রামোঘুঙ্ঘুমধ্বনিতাম্বরঃ ॥ ৫ ॥
একপিঙ্গশিলাশ্রেণী-শালিকেদারপিঙ্গলঃ।
নীলকণ্ঠারবোদ্দাম-বনজঙ্গলমণ্ডিতঃ ॥ ৬ ।
সারসারবসংরম্ভ রণৎকনককাননঃ।

অত্রাদৌ লবণাখ্যানে দেশরাজসভাস্থিতিঃ।
তত্রেন্দ্রজালিকাপেক্ষা বিস্ময়স্থিতিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

বৃত্তান্তমাখ্যানম্ ॥ ১-২ ॥

নীরন্ধ্রঘনেষু অতএব গম্ভীরেষু বনেষু বিশ্রান্তাস্তাপসা যস্য। অনেন ব্যাঘ্রচোরাদ্যুপপ্লবাভাব উক্তঃ ॥ ৩-৪ ॥

পর্য্যন্তজঙ্গলানি গ্রামপর্য্যন্তারণ্যানি। খর্জ্জূরবৃক্ষৈরন্তরিতা অন্তর্হিতা গ্রামা যত্র ॥ ৫ ॥

একপিঙ্গশিলা উৎকৃষ্টপিঙ্গলবর্ণা মণিবিশেষাস্তচ্ছ্রেণিসদৃশৈঃ পক্কশালি-কেদারৈঃ পিঙ্গলঃ ॥ ৬-৭ ॥

তমালপাটলীনীল গিরিগ্রামককুণ্ডলঃ ॥ ৭ ॥
বিচিত্রবিহগব্যূহ বিরাবকৃতকাকলিঃ ।
নদীপরিসরোন্নিদ্র পারিভদ্রদ্রুমারুণঃ ॥ ৮ ॥
গায়ৎকলমকেদার দারিকাহৃতমন্মথঃ ।
ফলপুষ্পাচলব্বাত ব্যাধূতকুসুমাম্বুদঃ ॥ ৯ ॥
দরীগৃহবিনিষ্ক্রান্ত সিদ্ধচারণবন্দিকম্ ।
স্বর্গাদিব সমানীয় লাবণ্যমভিনির্ম্মিতঃ ॥ ১০ ॥
গায়ৎকিন্নরগন্ধর্ব্ব কদলীখণ্ডমণ্ডপঃ ।
মন্দানিলরবোদ্ভূতঃ পুষ্পোপবনপাণ্ডুরঃ ॥ ১১ ॥
তত্রাস্তি লবণোনাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।
হরিশ্চন্দ্রকুলোদ্ভূতো ভূমাবিব দিবাকরঃ ॥ ১২ ॥
যদ্যশঃকুসুমোত্তংস পাণ্ডুরস্কন্ধমণ্ডলাঃ ।
তত্র শৈলা বিরাজন্তে হরাঃ প্রোল্লসিতা ইব ॥ ১৩ ॥
কৃপাণশকলোৎকৃত্ত নিঃশেষারাতিমণ্ডলঃ ।
অরাতিলোকঃ প্রাপ্নোতি যদনুস্মরণাজ্জ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

উন্নিদ্রাঃ কুসুমিতাঃ পারিভদ্রতরবো নিম্বা তৈররুণঃ ॥ ৮ ॥

পুষ্পেষু ফলেষু চ শিথিলিতবৃন্তানাং পাতনায় চলতা বাতেন ব্যাধূতাঃ কুসুমলক্ষণাঃ অম্বুদা যত্র ॥ ৯ ॥

মেরুদরীগৃহেভ্যোবিনিষ্ক্রান্তঃ সিদ্ধচারণবন্দিকং যস্য তথাবিধং স্বর্গলাবণ্যং স্বর্গাৎ ভুবি সমানীয় নির্ম্মিত ইবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

মন্দৈরনিলরবৈরুদ্ভূত উৎকৃষ্টতয়া স্থিতঃ। পুষ্পযুক্তৈরুপবনৈঃ পাণ্ডুরঃ এতাদৃশ উত্তরাপাণ্ডবো নাম জনপদোঽস্তীতি প্রাক্তনেন সম্বন্ধঃ ॥ ১১ ॥

ভূমাববতীর্ণো দিবাকর ইব ॥ ১২ ॥

কুসুমলক্ষণৈরুত্তংসৈঃ কুসুমানামুত্তংসৈরজোভির্ব্বা ॥ ১৩ ॥

কৃপাণৈঃ শকলানি খণ্ডানি যথা স্যুস্তথা উৎকৃত্তানি অতএব নিঃশেষাণি প্রধানারাতিমণ্ডলানি যস্য স তথাভূতোঽহরাতীনাং লোকঃ সেবকজনঃ ॥ ১৪ ॥

যস্যোদারসমারম্ভ মার্য্যলোকানুপালনম্।
চরিতং সংস্মরিষ্যন্তি হরেরিব চিরং জনাঃ ॥ ১৫ ॥
যস্যাপ্সরোভিরদ্রীন্দ্র মূর্দ্ধস্বমরসদ্মসু।
বিকাসিপুলকোল্লাসং গীয়ন্তে গুণগীতয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যস্য স্বঃসুন্দরীগীতা লোকপালচিরশ্রুতাঃ।
বিরিঞ্চিহংসৈর্দ্ধ্বন্যন্তে সভ্যাসাদ্গুণগীতয়ঃ ॥ ১৭ ॥
স্বপ্নেহপি ন সামান্যা যস্যোদারচমৎকৃতিঃ।
রাম দৃষ্টা শ্রুতা বাপি দৈন্যদোষময়ী ক্রিয়া ॥ ১৮ ॥
জিহ্মতাং যো ন জানাতি ন দৃষ্টা যেন ধৃষ্টতা।
উদারতা যেন ধৃতা ব্রহ্মণেবাক্ষমালিকা ॥ ১৯ ॥
দিনাষ্টভাগমাকাশ মাগতে দিবসাধিপে।
স কদাচিৎ সভাস্থানে সিংহাসনগতোহভবৎ ॥ ২০ ॥
সুখোপবিষ্টে তত্রাস্মিন্ রাজনীন্দাবিবাম্বরে।
প্রবিশন্তীষু সামন্ত-সেনাসু চ সসম্ভ্রমম্ ॥ ২১ ॥
গায়ন্তীষ্বথ কান্তাসু সূপবিষ্টেষু রাজসু।
মনোহরতি সাহ্লাদে বীণাবংশকলারবে ॥ ২২ ॥
চারুচামরহস্তাসু সবিলাসাসু রাজনি।
দেবাসুরগুরুপ্রখ্যে বিশ্রান্তে মন্ত্রিমণ্ডলে ॥ ২৩ ॥

আর্য্যলোকানাং ধার্ম্মিকজনানামনুপালনং রক্ষকং চরিতম্ ॥ ১৫-১৬ ॥

স্বঃসুন্দরীভিরপ্সরোভির্গীতা গুণগীতিপ্রবন্ধা বিরিঞ্চেব্র্হ্মণোহংসৈর্দ্ধ্বন্যন্তে ধ্বনিভিরনুক্রিয়ন্ত ইতি যাবৎ ॥ ১৭ ॥

সামান্যা ইতরনৃপসাধারণী ॥ ১৮ ॥

জিহ্মতাং কৌটিল্যম্। ধৃষ্টতা অবিনীততা। গৃধ্নুতেতি পাঠে পরস্বাভিলাষিতা ॥ ১৯ ॥

অষ্টভাগমষ্টমভাগং মুহূর্ত্তদ্বয়মিতি যাবৎ ॥ ২০-২১ ॥

রাজসু সামন্তেষু ॥ ২২ ॥

প্রস্তুতেষু প্রবিষ্টেষু রাজকার্য্যেষু মন্ত্রিভিঃ।
প্রোক্তাসু দেশবার্ত্তাসু নিপুণৈশ্চারুমন্ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥
ইতিহাসময়ে পুণ্যে বাচ্যমানে চ পুস্তকে।
পঠৎসু চ স্তুতীঃ পুণ্যাঃ পুরঃপ্রহ্বেষু বন্দিষু ॥ ২৫ ॥
সভাং বিবেশ সাটোপঃ কশ্চিদ্ভাবৈন্দ্রজালিকঃ
বর্ষেণাহিতসংরম্ভো বসুধামিব বারিদঃ ॥ ২৬ ॥
স ননাম মহীপালং শিখরোদারকন্ধরম্।
পাদোপান্তগতঃ কান্তং শৈলং ফলতরুর্যথা ॥ ২৭ ॥
সচ্ছায়স্যোন্নতাংসস্য ফলিনঃ পুষ্পভাসিনঃ।
স বিবেশ পুরোরাজ্ঞস্তরোরগ্রং কপির্যথা ॥ ২৮ ।
চপলোলম্পটৌর্থানা-মামোদসুখমারুতম্।
উবাচোৎকন্ধরং ভূপং স পদ্মমিব ষট্পদঃ ॥ ২৯ ॥
বিলোকয় বিভো তাবদেকামিহ খরোলিকাম্।
পীঠস্থ এব সাশ্চর্য্যাং ব্যোম্নি চন্দ্র ইবাবনিম্ ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা পিচ্ছিকা তেন ভ্রামিতা ভ্রমদায়িনী।
নানাবিরচনাবীজং মায়েব পরমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
তাং দদর্শ মহীপালস্তেজোরেণুবিরাজিতাম্।

সবিলাসাসু সবিলাসং বীজয়ন্তীষু। দেবাসুরগুরু গুরুশুক্রৌ তৎ-প্রখ্যে ॥ ২৩-২৪-২৫ ॥

সাটোপঃ ঐন্দ্রজালিকোচিতবেশালঙ্কারবিরুদাড়ম্বরসম্পন্নঃ। ভাবিনা বর্ষেণ আহিতো বিদ্যুদ্বিস্ফূর্জিতাদিসংরম্ভো যস্য ॥ ২৬ ॥

শিখরেণ কিরীটকূটেন শৃঙ্গেশ্চোদারা কন্ধরা কণ্ঠোঽধিত্যকা চ যস্য। ফলভারযুক্তস্তরুঃ ফলতরুঃ ॥ ২৭ ॥

কপিবিদ্যাযুক্তত্বেচ্ছাকারিণ উচিতোদৃষ্টান্তঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

খরোলিকাং মিথ্যাকৌতুকক্রীড়াম্ ॥ ৩০ ॥

পিচ্ছিকা ময়ূরবর্হমুষ্টিঃ ॥ ৩১ ॥

শক্রঃ সুরবিমানস্থঃ স্বকার্ম্মুকলতামিব ॥ ৩২ ॥
সভাং সৈন্ধবসামন্তো বিবেশাস্মিন্ ক্ষণে তদা।
তারাপরিকরাপূর্ণাং ব্যোমবীথিমিবাম্বুদঃ ॥ ৩৩ ॥
তশ্চৈবানুজগামাশ্বঃ সৌম্যঃ পরমবেগবান্।
দেবলোকোন্মুখং তুষ্টং শক্রমুচ্চৈঃশ্রবা ইব ॥ ৩৪ ॥
স তমশ্বমুপাদায় পার্থিবং সমুবাচ হ।
সোচ্চৈঃশ্রবা ইব ক্ষীর-সাগরোমরুতাং পতিম্ ॥ ৩৫ ॥
ইদমুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং হয়রত্নং মহীপতে।
জবোড্ডয়নশীলেন মূর্ত্তিমানিব মারুতঃ ॥ ৩৬ ॥
অশ্বোয়মস্মৎপ্রভুণা প্রভো সম্প্রহিতস্ত্বয়ি।
রাজতে হি পদার্থশ্রীর্ম্মহতামর্পণাচ্ছুভা ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্তবতি তস্মিংস্তু প্রত্যুবাচৈন্দ্রজালিকঃ।
জলদস্তনিতে শান্তে চাতকোন্মুখরং যথা ॥ ৩৮ ॥
সদশ্বমেনমারুহ্য ভুবনং বিহর প্রভো।
স্বপ্রতাপাহিতানল্পশোভামুর্ব্বীং রবির্যথা ॥ ৩৯ ॥
অশ্বমালোকয়ামাস তেনোক্ত ইতি পার্থিবঃ।

তেজোরেণুভির্নানাবর্ণকাষ্ঠৈঃ পটলৈঃ ॥ ৩২ ॥

সৈন্ধবসামন্তো হশ্বপালকঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সঃ অশ্বপালকঃ ॥ ৩৫ ॥

হয়রত্নং পশ্যেতি শেষঃ। জবেত্যাদ্যুত্তরান্বয়ি ॥ ৩৬ ॥

মহতামর্পণাৎ যোগ্যেভ্যোমহদ্ভ্যোদানাৎ ॥ ৩৭ ॥

রাজানং প্রতি উবাচ ॥ ৩৮ ॥

স্বস্য প্রতাপেন শৌর্য্যেণাতপেন চ আহিতানল্পা শোভা শ্রীঃ কান্তিশ্চ যস্যাং তাম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি তেনোক্তঃ পার্থিবঃ। সুষ্ঠু উৎ উর্দ্ধং করোতি শির ইতি সুৎকরো ধ্বনিবিশেষকারী বা ॥ ৪০ ॥

নির্ঘাতস্তনিতং মেঘং ময়ূর ইব সূৎকরঃ ॥ ৪০ ॥
অথানিমেষয়া দৃষ্ট্যা রাজা চিত্রোপগাকৃতিঃ।
বভূবালোকয়ন্নশ্বং লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ ॥ ৪১ ॥
ক্ষণমালোক্য পীঠস্থস্তস্থৌ সংস্থগিতেক্ষণঃ।
দৃষ্ট্যা ক্ষুব্ধঃ সমুদ্রোদ্রির্মীনকৈঃ করবোযথা ॥ ৪২ ॥
তস্থৌ মুহূর্ত্তযুগ্মং স ধ্যানসক্ত ইবাত্মনি।
বীতরাগোমুনিঃ ক্ষুব্ধঃ পরানন্দ ইব স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
বোধিতঃ কেনচিন্নাসৌ স্বপ্রতাপজিতোজ্জিতঃ।
ধিয়া কামপ্যয়ং ভূয়শ্চিন্তাং চিন্তয়তীতি চ ॥৪৪ ॥
বভূবুঃ কেবলং তত্র নিঃস্পন্দগিতচামরাঃ।
চামরিণ্যোহি শর্ব্বর্য্যঃ স্তম্ভিতেন্দুকরা ইব ॥ ৪৫ ॥
বিরেজুর্ব্বিস্ময়াপূর্ণা নিঃস্পন্দাস্তে সভাসদঃ।
নিঃস্পন্দকিঞ্জল্কদলাঃ পদ্মাঃ পঙ্ককৃতা ইব ॥ ৪৬ ॥
প্রশশাম সভাস্থানে জনকোলাহলঃ শনৈঃ।
প্রশান্তপ্রাবৃষি ব্যোমন্যম্ভোদমিব গর্জ্জিতম্ ॥ ৪৭ ॥
সন্দেহসাগরে মগ্না জগ্মুশ্চিন্তাং স্বমন্ত্রিণঃ।

লিপিকর্ম্মার্পিতশ্চিত্রস্তম্ভতদুপমোনিশ্চলঃ। এতদাদিঃ সভাজনপ্রতীতিসিদ্ধার্থানুবাদঃ রাজপ্রতীতিদৃষ্টস্তু অগ্রেবাচৈব বক্ষ্যতি ॥ ৪১ ॥

যথা কেন জলেন বৌতি ধ্বনতীতি করবঃ সমুদ্রঃ পানোচ্ছাক্তাগস্তাদৃষ্ট্যা আক্ষুব্ধঃ সন্ স্বান্তর্গতৈরদ্রিমীনকৈঃ সহ সংস্থগিতো ভবতি তথাং সংস্তম্ভিতস্তস্থৌ তদ্বৎ। আক্ষুব্ধসন্নাদ্রিমানকৈরিতি সমস্তপাঠে তু করবঃ কস্য জলস্য রবো যথা সংস্থগিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

ক্ষুব্ধোবাহ্যদৃষ্টৈরগ্রঃসঙ্কলিতঃ। বাহ্যদৃষ্টিশূন্য ইতি যাবৎ ॥ ৪৩ ॥

স্বপ্রতাপেন জিতা উর্জ্জিতা বলবন্তো যেন হেতুগর্ভং বিশেষণম্ ॥৪৪-৪৫॥

পঙ্ককৃতা মৃন্ময়াঃ ॥ ৪৬ ॥

অম্ভোদমম্ভোদস্যাদোনম ॥ ৪৭

বিষীদতি গদাপাণাবস্থরাজাবিবামরাঃ ॥ ৪৮ ॥

বিততবিস্মিতজিহ্মিতয়া তয়া
জনতয়া ভয়মোহবিষণ্ণয়া।
স্তিমিতচক্ষুষি ভূমিপতৌ স্থিতে
মুকুলিতাম্বুজবনস্য ধৃতা দ্যুতিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে নৃপব্যামোহোনাম চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

অসুরৈঃ সহ আজিঃ সংগ্রামস্তস্মিন্ ॥ ৪৮ ॥

বিততেন বিস্তৃতেন বিস্ময়েন জিহ্মিতয়া কুটিলিতয়া নিরুৎসাহীকৃতয়েতি যাবৎ। তয়া আস্থানজনতয়া সভাস্থজনসমূহেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুরুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মুহূর্ত্তদ্বিতয়েনাথ বোধমাপ মহীপতিঃ।
প্রাবৃষেণ্যাম্বুনির্ম্মুক্তমম্ভোরুহমিবোত্তমম্ ॥ ১ ॥
আসনাৎ সাঙ্গদোত্তংসঃ প্রবুদ্ধোসাবকম্প্যয়ৎ।
সবনাভোগশৃঙ্গাগ্রো ভূকম্প ইব পর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥
বভূবাথ প্রবুদ্ধোসা বাসনোপরি কম্পিতঃ।
বিক্ষুব্ধ ইব পাতালবারণে শঙ্করাচলঃ ॥ ৩ ॥
পতন্তং ধারয়ামাসুস্তং পুরোগা নৃপং ভুজৈঃ।
মেরুং প্রলয়বিক্ষুব্ধং কুলশৈলাস্তটৈরিব ॥ ৪ ॥
পুরোগৈর্দ্ধার্য্যমাণোসৌ পর্য্যাকুলমতির্নৃপঃ।
বীচিবিক্ষোভিতস্যেন্দোর্ব্বিভার বনমাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
কোয়ং প্রদেশঃ কস্যেয়ং সভেতি স নৃপঃ শনৈঃ।
দধ্বান মর্জ্জদম্ভোজ-কোশস্থ ইব ষট্পদঃ ॥ ৬ ॥

বিমোহঃ স্বস্থঃসদয়ং নৃপং প্রতি সভাসদাম্।
মোহহেতোঃ পরিপ্রশ্নাৎ তদুক্ত্যারম্ভ ঈর্য্যতে ॥ ১ ॥

প্রাবৃষি ভবেন প্রাবৃষেণ্যোনাঽম্বুনা জলেন ॥ ১ ॥

অকম্পয়ৎ অর্থাৎ স্বদেহমিতি গম্যতে ॥ ২ ॥

বিক্ষুব্ধে সঙ্কলিতে পাতালবারণে ভূবিধারকে দিগ্গজে। শঙ্করাচলঃ কৈলাসঃ ॥ ৩ ॥

কুলশৈলা মন্দরাদয়ো বিষ্টম্ভপর্ব্বতাঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দোঃ লক্ষণয়া ইন্দূদয়োদ্রিক্তস্যার্ণবস্য বনং জলং মিমন্তি উপমিমন্তীতি বনমাঃ শ্রিয়ঃ শোভা বভার। বপুমা শ্রিয় ইতি পাঠঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫ ॥

দধ্বান অস্ফুটমুক্তবান্ ॥ ৬ ॥

অথোবাচ সভা দেব কিমেতদিতি সাদরম্।
রণন্মধুকরী ভানুং দৃষ্ট্বা রাহুমিবাজিনী ॥ ৭ ॥
অথৈনং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুরোগা মন্ত্রিণস্তথা।
প্রলয়োল্লাসসন্ত্রস্তং মার্কণ্ডেয়মিবামরাঃ ॥ ৮ ॥
ত্বয়ীত্থং সংস্থিতে দেব বয়মত্যন্তমাকুলাঃ।
অভেদ্যমপি ভিন্দন্তি নির্নিমিত্তং ভ্রমা মনঃ ॥ ৯ ॥
আপাতরমণীয়েষু পর্য্যন্তবিরসেষু চ।
ভোগেম্বিব বিকল্পেষু কেষু তে লুলিতং মনঃ ॥ ১০ ॥
সততোদারবৃত্তাসু কথাসু পরিশীতলম্।
মনস্তে নির্ম্মলং কস্মাৎ সম্ভ্রমেষু নিমজ্জতি ॥ ১১ ॥
তুচ্ছালম্বনমালূন-বিশীর্ণং লোকবৃত্তিষু।
মনোমোহমুপাদত্তে ন মহত্ত্ববিজৃম্ভিতম্ ॥ ১২ ॥
সাত্তত্যেন হি যৈবাস্য মনসোবৃত্তিরুত্থিতা।
শরীরমদমত্তাসু তামেবৈতদ্বিধাবতি ॥ ১৩ ॥

সভাশব্দেন জনা উচ্যন্তে। অজিন্যা ভানুং প্রতি বক্তৃত্বমোৎপ্রেক্ষিক-মত্রোপমানম্। রণন্মধুকরীত্যুৎপ্রেক্ষোপপাদকং বিশেষণম্ ॥ ৭-৮ ॥

ভ্রমা ভ্রান্তিপ্রত্যয়া নির্নিমিত্তং বিনৈব বাহ্যং কারণং মনো ভিন্দন্তি ক্ষোভয়ন্তি ভয়বিষাদাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ভোগেষু রাগাদিনা পৃথগ্জনানামিব তে কেন হেতুনা মনোলুলিতং ব্যামূঢ়মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কথাসু বিবেকচর্চ্চাসু পরিশীলনেন শীতলম্। সম্ভ্রমেষু ভয়েষু ॥ ১১ ॥

কীদৃশং তর্হি মনো মোহযোগ্যং তত্রাহ তুচ্ছালম্বনমিতি। যতস্তুচ্ছবিষয়ালম্বনমতো বিষয়ে আলূনে আলূনমিব বিশীর্ণে বিশীর্ণমিব লোকবৃত্তিষু মোহমুপাদত্ত ইত্যর্থঃ। মহত্ত্ববিজৃম্ভিতং বিবেকপরিষ্কৃতম্ ॥ ১২ ॥

শরীরমদোদেহাভিমানস্তেন মত্তাসু অস্পৃষ্টবিবেকাসু দশাসু অস্য মনসো যৈব স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ে বৃত্তিরুত্থিতা তামেব বিধাবতি ॥ ১৩ ॥

অতুচ্ছালম্বনং ধীরং প্রবুদ্ধং গুণহারি চ।
তথাপি হি মনশ্চিত্রমালানমিব লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥
অনভ্যস্তবিবেকং হি দেশকালবশানুগম্ ।
মন্ত্রৌষধিবশং যাতি মনো নোদারবৃত্তিমৎ ॥ ১৫ ॥
নিত্যমাত্তবিবেকস্য কথমানূনশীর্ণতা।
ধুনোতি বিততং চেতো বাত্যেব বিবুধাচলম্ ॥ ১৬ ॥
ইতি জাতানুশীর্ণস্য ভূপতেঃ কান্তিরাননম্ ।
ভূষয়ামাস শীতাংশুং মাসান্ত ইব পূর্ণতা ॥ ১৭ ॥
ররাজ রাজা সৌম্যাস্যমুন্মীলিতবিলোচনঃ ।
গতে হিমর্ত্তাবুল্লাসি পুষ্পৌঘ ইব মাধবঃ ॥ ১৮ ॥
অথাত্তিসম্ভ্রমাশ্চর্য্য-খিন্না স্মিতমুখোদভৌ ।
আসন্নমৃত্যুরালোক্য রাহুমিন্দুরিবাম্বরে ॥ ১৯ ॥
ঐন্দ্রজালিকমালোক্য প্রোবাচাথ হসন্নিব ।
বভ্রুং হিংসাত্মকং দৃষ্ট্বা সর্পরূপীব তক্ষকঃ ॥ ২০ ॥
জাল্ম জালজটালেন কিমেতদ্ভবতা কৃতম্ ।

তব মনস্তু ন তথেত্যাহতুরস্বেতি ॥ ১৪ ১৫ ॥

বিততং বিবেকবিস্তৃতম্ । বিবুধাচলং মেরুম্ ॥ ১৬ ॥

জাতেন স্বজনসমূহেন অনুশীর্ণস্য অনুকূলগীর্ভিরাশ্বাসিতস্য । মাসান্তে পৌর্ণমাস্যাম্ ॥ ১৭ ॥

হিমর্ত্তৌ শিশিরে। মাধবো বসন্তঃ ॥ ১৮ ॥

অথাসন্নমৃত্যুঃ সন্নিহিতাস্তময় ইন্দুঃ রাহুমিবৈন্দ্রজালিকমালোক্য অতিসম্ভ্রমেণ ভয়েন আশ্চর্য্যেণ চ খিন্নঃ আস্থিতা আখ্যানেন পূর্ব্বাপরসর্ববৃত্তান্ত-প্রতিসন্ধানেনোপলক্ষিতং মুখং যস্য তথাবিধো বভৌ। আসন্নোমৃত্যুগ্রসনং যস্য ॥ ১৯ ॥

বভ্রুং নকুলম্ । সর্পরূপী ক্ষুদ্রসর্পবেশপ্রচ্ছন্নস্তক্ষকো নাগরাজঃ ॥ ২০ ॥

হে জাল্ম অসমীক্ষ্যকারিন্ । জালেন মায়াবাগুরয়া জটালেনেব । অভি-

যেনাস্পন্দপ্রসন্নোক্তিঃ ক্ষণাদেত্যপ্রসন্নতাম্ ॥ ২১ ॥
চিত্রং চিত্রা হি দেবস্য পদার্থশতশক্তয়ঃ।
সুশক্তমপি মে চিত্তং যাভির্মোহে নিবেশিতম্ ॥ ২২ ॥
ক বয়ং লোকপর্য্যায়-কৃতান্তপদবেদিনঃ।
ক মনোমোহদায়িন্যো বিততাঃ প্রকৃতাপদঃ ॥ ২৩ ॥
অপ্যভ্যস্তমহাজ্ঞানং মনস্তিষ্ঠতি দেহকে।
কদাচিন্মোহমাদত্তে ক্ষণং মতিমতামপি ॥ ২৪ ॥
ইদমাশ্চর্য্যমাখ্যানং শ্রূয়তাং রে সভাসদঃ।
মম শাম্বরিকেণেহ যন্মুহূর্ত্তং প্রদর্শিতম্ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্টবানহমেতস্মিন্ বহ্বীঃ কার্য্যদশাশ্চলাঃ।
মুহূর্ত্তং প্রার্থিতো ধ্বস্তশক্রসৃষ্টিরিবাব্জজঃ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তোন্মুখনেত্রেষু সভ্যেষু স হসন্নিব।
রাজা বর্ণয়িতুং চিত্রং বৃত্তান্তমুপচক্রমে ॥ ২৭ ॥

পদেন তৎসদৃশঃ স্বমনো গৌণ্যোচ্যতে ॥ ২১ ॥

চিত্রমিত্যস্য নিবেশিতমিত্যত্রান্বয়ঃ ॥ ২২ ।

চিত্রতামেবাভিনয়ন্নাহ কেতি। লোকপর্য্যায়া লোকপ্রসিদ্ধসর্ব্বব্যবহারাস্তেষাং কৃতান্তপদস্য সিদ্ধান্তরহস্যস্য বেদিনো বোদ্ধারঃ। প্রকৃতাঃ সাম্প্রতমনুভূতা আপদঃ ॥ ২৩ ॥

অভ্যস্তমহাজ্ঞানমপি মনঃ কদাচিদ্দেহকে তিষ্ঠতি বিদ্যমানেপি স্বপ্নেন্দ্রজালানাং মোহং আদত্তে ॥ ২৪ ॥

শম্বরস্য মায়া শাম্বরী সাস্যাস্তীতি শাম্বরিকস্তেন ॥ ২৫ ॥

অধ্বস্তশক্রসৃষ্টিরিতি চ্ছেদঃ। পুরা কিল বলিঃ কচিদসহায়ং শক্রমাসাদ্য বৈলনিগৃহ্যাহর্ত্তুকামঃ শক্রেণ মায়য়া স্বসৈন্যং সৃষ্ট্বা বলিং মায়াবন্ধেন মোহয়ামাস। তদা বলিনা স্ববন্ধনমোক্ষণায় স্তুত্যা প্রসাদিতো ব্রহ্মা তত্রাগত্য শাক্রীং সৃষ্টিং ধ্বংসয়িতুং প্রবৃত্তঃ শক্রপ্রার্থনয়া অধ্বস্তশক্রসৃষ্টির্মুহূর্ত্তমাত্রং তন্মায়াকৌতুকং যথা দৃষ্টবাংস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

রাজোবাচ।

ইহ বিবিধপদার্থসঙ্কুলায়াং
হ্রদনদপত্তনপর্ব্বতাকুলায়াম্।
কুলশিখরিসমুদ্রসঙ্করায়াং
ভুবি বিভবাবলিতোস্ত্যয়ং প্রদেশঃ॥ ২৮॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে রাজ্ঞাববোধো নাম পঞ্চোত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৫॥

বক্ষ্যমাণোপোদ্ঘাতেন প্রথমং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধভূম্যন্তর্গতস্বদেশসত্তামনুবদতি ইহেতি। পর্ব্বতগ্রহণেন প্রাপ্তানামপি কুলশিখরিণাং পুনর্গ্রহণং ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায়েন শ্রৈষ্ঠ্যার্থম্। সঙ্কীর্য্যত ইতি সঙ্করা। কৃ-এঃ শচেতি কর্ম্মণি বাহুলকাৎ শঃ। সঙ্কটায়ামিতি পাঠে তু দুর্গমায়ামিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে পঞ্চোত্তরশততমঃ সর্গঃ। ১০৫।

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ।

রাজোবাচ।

অস্তি তাবদয়ং দেশো নানাবননদীযুতঃ।
বসুধামণ্ডলস্যাস্য সহোদর ইবানুজঃ॥ ১॥
অস্মিংশ্চায়মহং রাজা পৌরাভিমতবৃত্তিমান্।
ইন্দ্রঃ স্বর্গ ইবাস্যান্তু সভায়াং মধ্যসংস্থিতঃ॥ ২॥
যাবদভ্যাগতোদূরাৎ কশ্চিচ্ছাম্বরিকস্ত্বয়ম্।
রসাতলাদভ্যুদিতো মায়ী ময় ইব স্বয়ম্॥ ৩॥
অনেন ভ্রমিতাদ্যেহ পিচ্ছিকা তেজসোর্জ্জিতা।
কল্পান্তপবনাভ্রেণ শক্রচাপলতা যথা॥ ৪॥
আলোক্যৈতামহং লোলামস্যাশ্বস্য পুরঃ স্থিতঃ।
পৃষ্ঠমারূঢ়বানেক আত্মনা ভ্রান্তমানসঃ॥ ৫॥
ততোদ্রিং প্রলয়ক্ষুব্ধং পুষ্করাবর্ত্তকোযথা।
তথা চলন্তং চলিতঃ স্বশ্বমারূঢ়বানহম্॥ ৬॥
গন্তুং প্রবৃত্তোমৃগয়া-মেকোহমতিরংহসা।

ইহাশ্বেনাপনীতস্য বনে চণ্ডালকন্যয়া।
সময়াৎ পক্কণং নীত্বা বিবাহঃ স্বস্য বর্ণ্যতে॥ ১॥

সমানার্থঃ সহশব্দঃ। সহোদরঃ সমানোদরোদ্ভব ইবেত্যর্থঃ॥ ১-২॥

যাবদিতি প্রাকাণ্ডে নিপাতো ন তু বতুবন্তঃ। প্রত্যক্ষমধ্যাগত ইত্যর্থঃ॥৩॥

ভ্রমিতা। ভ্রমের্ণিচি মিতাং হ্রস্বঃ॥ ৪॥

একোহসহায়ঃ॥ ৫॥

প্রলয়ক্ষুব্ধং উৎপাতবশাদেব চলন্তমদ্রিমারূঢ়ঃ পুষ্করাবর্ত্তকো মেঘরাজো যথা চলিতস্তথা অহং চলিত ইত্যন্বয়ঃ॥ ৬॥

উৰ্ব্বরাং সর্ব্বশস্যাঢ্যভূমিম্। রংহসা বেগেন। নির্ভর্তুর্নির্ভরবতঃ প্রবৃদ্ধ-

উর্ব্বরামিব নির্ভর্ত্তুঃ কল্লোলঃ প্রলয়াম্বুধেঃ ॥ ৭ ॥
তেনানিলবিলোলেন দূরং নীতোঽস্মি বাজিনা।
ভোগাভ্যাসজড়েনাজ্ঞো মুগ্ধস্য মনসা যথা ॥ ৮ ॥
অকিঞ্চন মনঃ শূন্যং স্ত্রীচিত্তমিব নির্ভরম্।
ততঃ প্রলয়নির্দ্দগ্ধজগদাস্পদভীষণম্ ॥ ৯ ॥
নিস্পাক্ষিক্ষারনীহারং নির্ব্বৃক্ষমজলং মহৎ।
সম্প্রাপ্তোঽহমপর্য্যন্তমরণ্যং শ্রান্তবাহনঃ ॥ ১০ ॥
তদ্দ্বিতীয়মিবাকাশং তথাষ্টমমিবাম্বুধিম্।
পঞ্চমং সাগরমিব সংশুষ্কং শূন্যকোটরম্ ॥ ১১ ॥
জ্ঞস্যেব বিততং চেতো মূর্খস্যেব রুষা জবম্।
অদৃষ্টজনসংসর্গ মজাততৃণপল্লবম্ ॥ ১২ ॥
অরণ্যমিদমাসাদ্য মতিস্মে খেদমাগতা।
ললনেবৈত্য দারিদ্র্যং নিরন্নফলবান্ধবম্ ॥ ১৩ ॥
কচন্মরুমরীচ্যম্বু পুরঃপ্লুতককুম্মুখম্।
আসূর্য্যাস্তং দিনং তত্র প্রক্রান্তং সীদতা ময়া ॥ ১৪ ॥

হেতি যাবৎ। কল্লোলোদ্বৃত্ততরঙ্গঃ ॥ ৭ ॥

মুগ্ধঃ স্বমনসেতি পাঠঃ স্পষ্টঃ। মুগ্ধস্য মনসেতি পাঠে মুগ্ধস্যাপাততরমণী-যস্য বিষয়জাতস্য ভোগাভ্যাসেন জড়ত্বেনেত্যর্থঃ। অসমর্থসমাসশ্ছান্দসঃ ॥ ৮ ॥

অকিঞ্চনস্য দরিদ্রস্য ইব শূন্যং নিঃকিঞ্চনম্। নির্ভরং অত্যন্তং বিষমং বা। জগদাস্পদং ব্রহ্মাণ্ডম্ ॥ ৯ ॥

ক্ষারনীহারং তুষারশৈত্যম ॥ ১০ ॥

স্বাদূদকার্ণবাৎ পরতোঽষ্টমং অম্বুধিং প্রাগ্বর্ণিতভূপরিখাগর্ত্তমিব। জম্বু-দ্বীপাস্তশ্চতুর্দ্দিশং চতুঃসাগরপ্রতিক্ষেপেণ পঞ্চমং সাগরমিব ॥ ১১ ॥

জ্ঞস্য তত্ত্ববিদোঽবিদ্যাকারং চেত ইব বিততমপরিচ্ছেদাম্। মূর্খস্য রুষা ক্রোধ ইব অজবং দুর্গমং বিষমমিতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

দারিদ্র্যমেত্য প্রাপ্য স্থিতা ললনেব স্থিতমিতি শেষঃ। সীদতা গচ্ছতেতি ব্যবহিতেন বাধনঃ ॥ ১৩ ॥

তদরণ্যং ময়াতীতমতিকৃচ্ছ্রেণ খেদিনা।
বিবেকিনেব সংসারো মধ্যশূন্যততাকৃতি ॥ ১৫ ॥
যদেতেনাতিবাহ্যাহং প্রাপ্তবান্ জঙ্গলং ক্রমাৎ।
অস্তাদ্রিসানুং খিন্নাশ্বঃ শূন্যভ্রান্ত্যেব ভাস্করঃ ॥ ১৬ ॥
জম্বূকদম্বপ্রায়েষু কলালাপাঃ পতত্রিণঃ।
যত্র স্ফুরন্তি খণ্ডেষু পান্থানামিব বান্ধবাঃ ॥ ১৭ ॥
যত্র শষ্পশিখাশ্রেণ্যোদৃশ্যন্তে বিরলাঃ স্থলে।
কদর্থলক্ষ্ম্যা জিহ্মস্য হৃদীবানন্দবৃত্তয়ঃ ॥ ১৮ ॥
পূর্ব্বাদরণ্যাদরসাৎ তদ্ধি কিঞ্চিৎ সুখাবহম্।
অত্যন্তদুঃখান্মরণাৎ বরং ব্যাধির্হি জন্তুষু ॥ ১৯ ॥
তত্র জম্বীরখণ্ডস্য তলং সম্প্রাপ্তবানহম্।
মার্কণ্ডেয় ইবাগেন্দ্র মেকার্ণববিহারতঃ ॥ ২০ ॥
আলম্বিতা ময়া তত্র স্কন্ধসংসর্গিণী লতা।
নীলা জলদমালেব তাপতপ্তেন ভূভৃতা ॥ ২১ ॥
ময়ি প্রলম্বমানেস্যাং প্রযাতঃ স তুরঙ্গমঃ।
গঙ্গাবলম্বিনি নরে যথা দুষ্কৃতসঞ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥
চিরং দীর্ঘাধ্বগঃ খিন্নস্তত্র বিশ্রান্তবানহম্।
ভানুরস্তাচলোৎসঙ্গে তলে কল্পতরোরিব ॥ ২৩ ॥
যাবৎ সমস্তসংসারব্যবহারভরৈঃ সমম্।

মরুমরীচ্যম্বুভিঃ পুরোভাগে প্লুতানি আপ্লাবিতানি ককুম্মুখানি যত্র॥১৪-১৫॥

এতেনাশ্বেন। শূন্যভ্রান্ত্যা আকাশগমনেন। প্রাপ্তবানিত্যস্য যত্র স্ফুরন্তি তত্রেতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

কদর্থলক্ষ্ম্যা অধর্ম্মার্জ্জিতধনেন। জিহ্মস্য কুটিলজনস্য ॥ ১৮-১৯ ॥

অগেন্দ্রং বৃক্ষশ্রেষ্ঠং বিষ্ণুধিষ্ঠিতবটম্ ॥ ২০ ॥

আলম্বিতা অশ্বপরিত্যাগার্থমবলম্বিতা ॥ ২১-২২ ২৩ ॥

রবির্ব্বিশ্রমণায়েব নিবিষ্টোঽস্তাচলাঙ্গণে ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শ্যামিকয়া গ্রস্তে সমস্তে ভুবনোদরে ।
রাত্রিসব্যবহারেষু সম্প্রবৃত্তেষু চ জঙ্গলে ॥ ২৫ ॥
অহং তরুতৃণে তস্মিন্ পেলবে খণ্ডকোটরে ।
নিলীনশ্চিরলীনাস্যঃ স্বনীড়ে বিহগো যথা ॥ ২৬ ॥
বিষদষ্টবিবেকস্য কীনাশস্য গলৎস্মৃতেঃ ।
বিক্রীতস্যেব দীনস্য মগ্নস্যেবান্ধকূপকে ॥ ২৭ ॥
তত্র কল্পসমা রাত্রির্ম্মোহমগ্নস্য মে গতা ।
একার্ণবোহ্যমানস্য মার্কণ্ডেয়মুনেরিব ॥ ২৮ ॥
ন স্নাতবান্নার্চ্চিতবান্ ন তদা ভুক্তবানহম্ ।
কেবলং মে গতা রাত্রিঃ সাপদাং ধুরি তিষ্ঠতঃ ॥ ২৯ ॥
বিনিদ্রস্য বিধৈর্য্যস্য স্ফুরতঃ সহ পল্লবৈঃ ।
সমং ত্বষ্টাতিদৈর্ঘ্যেণ সা ব্যতীযায় শর্ব্বরী ॥৩০ ॥
ততস্তিমিরলেখাসু সহ তারেন্দুকৈরবৈঃ ।

যাবৎ সমস্তসংসারব্যবহারৈঃ সহ রবিরস্তাচলোপলক্ষিতে উদয়াদ্যস্তে গগনাঙ্গণে নিবিষ্টস্তাবদহং তস্মিংস্তরুগণে নিলীন ইতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

চিরং লীনং স্বপক্ষপুটে গোপিতমাস্যং চঞ্চুপুটং যেন তথাবিধোবিহগো-যথা তথা (তরুতৃণে তরুস্থে তৃণনির্ম্মিত নীড়ে) ॥ ২৬ ॥

বিষশব্দেন বিষধরঃ কীনাশশব্দেন মৃত্যুবশশ্চ লক্ষণয়োচ্যতে ॥ ২৭-২৮ ॥

সাপদাং আপদ্যুক্তজনানাং সা রাত্রিরিতি বা ॥ ২৯ ॥

পল্লবৈঃ সহ স্ফুরতঃ কম্পমানস্য । ত্বষ্টেন ত্বক্করেণাতিদৈর্ঘ্যেণ সমং সাকম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ পূর্ব্বাং দিশং প্রাপ্তমধুপানারুণামিব দৃষ্টবানিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ । তারেন্দুকৈরবৈঃ সহ তিমিরলেখাসু ম্লানতামপ্রসন্নতামাপাদ্যমানাসু । তাসামুপমানং মষীবেতি । তারকেন্দুকৈরবাণামুপমানমাননে ইত্যনেনার্থাদাননমিন্দোর্নেত্রে কৈরবাণাং তত্তারকে তারাণামুপমানমিতি গম্যতে ॥ ৩১ ॥

ময়ীবাপাদ্যমানাসু ম্লানতামলগাননে ॥ ৩১ ॥
শাম্যন্তীষু চ বেতাল ক্ষ্বেড়াসু জবজঙ্গলে।
সহ শীতার্ত্তিমদ্দন্তপংক্তিটাঙ্কারসীৎকৃতৈঃ ॥ ৩২ ॥
মামেবার্ত্তিবিনির্ম্মগ্নং হসন্তীমিব দৃষ্টবান্।
অহং পূর্ব্বাং দিশং প্রাপ্তো মধুপানারুণামিব ॥ ৩৩ ॥
ক্ষণাদজ্ঞ ইব জ্ঞানং দরিদ্র ইব কাঞ্চনম্।
দৃষ্টবানহমর্কং খে বারণারোহণোন্মুখম্ ॥ ৩৪ ॥
উত্থায়াস্তরণং বস্ত্রং তৎ তদাস্ফোটিতং ময়া।
হস্তিচর্ম্ম হরেণেব সন্ধ্যানৃত্যানুরাগিণা ॥ ৩৫ ॥
প্রবৃত্তস্তামহং স্ফারাং বিহর্ত্তুং জঙ্গলস্থলীম্।
কালো জগৎকুটীং কল্পদগ্ধভূতগণামিব ॥ ৩৬ ॥
ন কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে তত্র ভূতং জরঠজঙ্গলে।
অভিজাতোগুণলবো যথা মূর্খশরীরকে ॥ ৩৭ ॥
কেবলং বিগতাশঙ্কং খণ্ডভ্রমণচঞ্চলম্।
চীচীকূচীতিবচনা বিহরন্তি বিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৮ ॥
অথাষ্টভাগমাপন্নে ব্যোম্নো দিবসনায়কে।

ক্ষ্বেড়াসু সিংহনাদেষু। জবজঙ্গলে দীর্ঘারণ্যে। জঙ্গলেঽসহেতি প্রশ্লেষঃ। অসহা দুঃসহা যা শীতার্ত্তিস্তদ্বতাং প্রাণিনাং দন্তপংক্তিঘট্টনটাঙ্কারসীৎকারৈর্মামেব হসন্তীমিবেতি দিশো বিশেষণম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

বারণঃ প্রাচ্যামৈরাবতাখ্যো দিগ্গজ স্তদারোহণং তত ঊর্দ্ধভাবস্তন্মুখম্ ॥৩৪॥

আস্তরণং বস্ত্রমাস্ফোটিতং বিধূনিতম্ ॥ ৩৫ ॥

কালঃ কালরুদ্রঃ। কল্পঃ প্রলয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অভিজাতো হৃদ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

কেবলং নিষ্ফলবনখণ্ডভ্রমণেন চঞ্চলং জাতিচাপল্যং যথা স্যাৎ তথা বিহরন্তি তত্রেতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥

শুষ্কাবশ্যায়লেশাসু স্নাতাস্বিব লতাসু চ ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্টা ময়া প্রভ্রমতা দারিকৌদনধারিণী।
গৃহীতামৃতসংকুম্ভা দানবেনেব মাধবী ॥ ৪০ ॥
তরত্তারকনেত্রাং তাং শ্যামামধবলাম্বরাম্।
অহমভ্যাগতস্তত্র শর্ব্বরীমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪১ ॥
মহ্যমোদনমাশ্বেতৎ বালে বলবদাপদি।
দেহি দীনার্ত্তিহরণাৎ স্ফারতাং যান্তি সম্পদঃ ॥ ৪২ ॥
ক্ষুদন্তর্ম্মহতীয়ং মে বালে বৃদ্ধিমুপেযুষী।
কৃষ্ণসর্পা প্রসূতেব কোটরস্থা জরদ্দ্রুমে ॥ ৪৩ ॥
যাচ্ঞয়াপি তয়া মহ্যমিত্থং দত্তং ন কিঞ্চন।
যত্নপ্রার্থনয়া লক্ষ্ম্যা যথা দুষ্কৃতিনে ধনম্ ॥ ৪৪ ॥
কেবলং চিরকালেন ময়াত্যন্তানুগামিনা।
খণ্ডাৎ খণ্ডং নিপততি চ্ছায়াভূতে পুরঃ স্থিতে ॥ ৪৫ ॥

অবশ্যায়লেশা নীহারজলকণাঃ ॥ ৩৯ ॥

দারিকা কন্যা। মাধবী স্ত্রীবেষধরো হরিরিব ॥ ৪০ ॥

তরত্তারকে চপলকনীনিকে নেত্রে যস্যাঃ শর্ব্বরীপক্ষে চলত্তারকা এব নেত্রাণি যস্যাঃ ॥ ৪১ ॥

বলবত্যাং প্রাণাত্যয়পর্য্যন্তায়াম্। তথাচ স্মৃতিঃ। জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি "সর্ব্বান্নানুমতিঃ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ" ইতি বাদরায়ণসূত্রঞ্চেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

প্রসূতা জাতাপত্যা। সা হি স্বাণ্ডান্যপি প্রসতীতি ক্ষুধায়া অনুচিতকারিণীত্বদ্যোতনার্থং বিশেষণম্। তথা চাহুঃ। অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কো ন কুর্য্যাদসাম্প্রতমিতি ॥ ৪৩ ॥

যত্নযুক্তয়া প্রার্থনয়া যত্নপ্রার্থনয়া ॥ ৪৪ ॥

একস্মাদ্বনখণ্ডাদ্বনখণ্ডান্তরং নিপততি অনুগচ্ছতি। অতএব চ্ছায়াভূতে ॥ ৪৫ ॥

তয়োক্তং হারকেয়ূরিংশ্চণ্ডালীং বিদ্ধি মামিতি।
রাক্ষসীমিব সুক্রূরাং পুরুষাশ্বগজাশনাম্‌ ॥ ৪৬ ॥
রাজন্‌যাচনমাত্রেণ মন্তোনাপ্নোষি ভোজনম্‌।
গ্রাম্যাদনভিজাতেহাৎ সৌজন্যমিব সুন্দরম্‌ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্তবত্যা গচ্ছন্ত্যা খেলয়া চ পদে পদে।
কুঞ্জকেষু নিমজ্জন্ত্যা লীলাবনতয়োদিতম্‌ ॥ ৪৮ ॥
দদামি ভোজনমিদং ভর্ত্তা ভবসি চেন্মম।
লোকোনোপকরোত্যর্থৈঃ সামান্যঃ স্নিগ্ধতাং বিনা॥৪৯॥
বাহয়ত্যত্র মে দান্তান্‌ কেদারে পুল্কসঃ পিতা।
শ্মশান ইব বেতালঃ ক্ষুধিতোধূলিধূসরঃ ॥ ৫০ ॥
তস্যেদমন্নং ভবতে ভর্ত্তৃত্বে দীয়তে স্থিতে।
প্রাণৈরপি হি সম্পূজ্যা বল্লভাঃ পুরুষা যতঃ ॥ ৫১ ॥
অথোক্তা সা ময়া ভর্ত্তা ভবামি তব সুব্রতে।
কেনাপদি বিচার্য্যন্তে বর্ণধর্ম্মকুলক্রমাঃ ॥ ৫২ ॥
ততস্তয়োদনাদর্দ্ধং মহ্যমেকং সমর্পিতম্‌।
মাধব্যেবামৃতাদর্দ্ধ মিন্দ্রায়ার্ত্তিমহৎ পুরা ॥ ৫৩ ॥

হারকেয়ূরিন্নিত্যনেনোত্তমজাতিসূচনেন মদন্নমভোজ্যমিতি দ্যোতিতম্‌॥৪৬॥

অনভিজাতেহাৎ অসম্পন্নাভিলাষাৎ। গ্রাম্যাৎ গ্রামীণজনাৎ। সৌজন্যং সৌহার্দ্দমিব ॥ ৪৭ ॥

মজ্জন্ত্যা লীয়মানয়া। লীলাভিঃ স্বাভিপ্রেতার্থসূচককটাক্ষাদিচেষ্টাভির-বনতয়া প্রহ্বীভূতয়া ॥ ৪৮ ॥

সামান্যোলোকঃ পৃথগ্‌জনঃ ॥ ৪৯ ॥

দান্তান্‌ বলীবর্দ্দান্‌ বাহয়তি কর্ষতীতি যাবৎ ॥ ৫০ ॥

ত্বয়ি ভর্ত্তৃত্বে স্থিতে সতি দীয়তে ॥ ৫১-৫২ ॥

মাধব্যা ইন্দ্রায় দত্তমমৃতাদর্দ্ধমিব। আর্ত্ত্যা ক্ষুৎপীড়য়া মহৎ বহুমত-

জম্বূফলরসঃ পীতঃ সভুক্তঃ পক্কণৌদনঃ ।
বিশ্রান্তঞ্চ ময়া তত্র মোহাপহৃতচেতসা ॥ ৫৪ ॥
মাং তত্রার্কমিবাপূর্য্য সা প্রাবৃট্শ্যামলা গতা ।
হস্তেন সমুপাদায় প্রাণং বহিরিব স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥
দুরাকৃতিং দুরারম্ভগামসনাদ ভয়প্রদম্ ।
পিতরং পীবরাকারমবীচিমিব যাতনা ॥ ৫৬ ॥
তয়া মদনুষঙ্গিণ্যা স্বার্থস্তস্মৈ নিবেদিতঃ ।
মাতঙ্গায় ভ্রমর্য্যেব নিঃস্বনেনালিলগ্নয়া ॥ ৫৭ ॥
অয়ং মম ভবেদ্ভর্ত্তা তাত হে তব রোচতাম্ ।
স তস্যা বাঢ়মিত্যুক্ত্বা দিনান্তে সমুপস্থিতে ॥ ৫৮ ॥
মুমোচ দান্তাবাবদ্ধৌ কৃতান্তঃ কিঙ্করাবিব ।
নীহারাভ্রকড়ারাসু দিক্ষু প্রোজ্জ্বলিতাসু চ ।
বেতালবন্ধনাত্তস্মাদ্দিনান্তে চলিতা বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্ষণেন পক্কণং প্রাপ্তাঃ সন্ধ্যায়াং দীর্ঘজঙ্গলাৎ ।
শ্মশানাদিব বেতালাঃ শ্মশানমিতরন্মহৎ ॥ ৬০ ॥
বিকর্ত্তিতবিভাগস্থ কপিকুক্কুটবায়সম্ ।
রক্তসিক্তোর্ব্বিরাভাগ প্রভ্রমন্মক্ষিকাগণম্ ॥ ৬১ ॥
শোষার্থং প্রসৃতার্দ্রান্ত্র তন্ত্রীজালপতৎখগম্ ।

মিতি যাবৎ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

আপূর্য্য তিরোধায় ॥ ৫৫ ॥

অবীচিঃ নরকবিশেষম্ ॥ ৫৬ ॥

মাতঙ্গায় চাণ্ডালায় নিবেদিতঃ কথং ইতি শেষঃ । অতএবাহলিনা ভ্রমরাস্বরেণ লগ্নয়া ভ্রমর্য্যেবেত্যুপমা ॥ ৫৭-৫৮ ॥

কড়ারাসু কপিলাসু । বেতালবন্ধনাৎ পিশাচনিবাসাৎ তস্মাৎ বনাৎ ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিকর্ত্তিতা অপি পুনঃ কর্ত্তনেন বিভাগস্থাঃ ॥ ৬১ ॥

নিষ্কুটস্থিতজর্ম্মার খণ্ডলগ্নখগধ্বনি ॥ ৬২ ॥
শুস্যল্পুরুবসাপিণ্ড পূর্ণালিন্দলসংখগম্ ।
দৃষ্টিপ্রস্থতরক্তাক্ত চর্ম্মস্রবদসৃগ্নবম্ ॥ ৬৩ ॥
বালহস্তস্থিতক্রব্য পিণ্ডকণিতমক্ষিকম্ ।
জর্জ্জরাধিষ্ঠচণ্ডাল-তর্জ্জিতারটিতার্ভকম্ ॥ ৬৪ ॥
তৎ প্রবিষ্টা বয়ং কীর্ণ-সিরান্ত্রং ভীমপক্কণম্ ।
মৃতভূতং জগৎ কল্পে কৃতান্তানুচরা ইব ॥ ৬৫ ॥
সম্ভ্রমোপহিতানল্প কদলীদলপীঠকে ।
অহমাস্থিতবাংস্তত্র নবে শ্বশুরমন্দিরে ॥ ৬৬ ॥
শ্বশ্রূা মে কেকরাক্ষ্যা তু তেনাসৃগ্নবচক্ষুষা ।
জামাতায়মিতি প্রোক্তং তয়া সদভিনন্দিতম্ ॥ ৬৭ ॥
অথ বিশ্রম্য চণ্ডাল-ভোজনান্যজিনাসনে ।
সঞ্চিতান্যুপভুক্তানি দুষ্কৃতানীব ভূরিশঃ ॥ ৬৮ ॥
অনন্তদুঃখবীজানি ন মনোজ্ঞতরাণ্যপি ।
তানি প্রণয়বাক্যানি শ্রুতান্যসুভগান্যলম্ ॥ ৬৯ ॥
নিরভ্রাম্বরনক্ষত্রে কস্মিংশ্চিদ্দিবসে ততঃ ।
তৈস্তৈরারম্ভসংরম্ভৈ স্তৈর্ব্বস্ত্রবিভবার্পণৈঃ ॥ ৭০ ॥
দত্তাপ্যনেন সা মহ্যং কুমারী ভয়দায়িনী ।
সুকৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণেন দুষ্কৃতেনেব যাতনা ॥ ৭১ ॥

নিষ্কুটেষু গৃহারামেষু ॥ ৬২ ॥
অলিন্দো বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠঃ ॥ ৬৩ ॥
জর্জ্জরৈর্বৃদ্ধৈরধিষ্টৈঃ শ্রেষ্ঠৈশ্চণ্ডালৈঃ ॥ ৬৪ ॥
মৃতানি ভূতানি প্রাণিনো যত্র। কল্পে প্রলয়কালে ॥ ৬৫ ॥
সম্ভ্রমেণাদরাতিশয়েন উপহিতে আস্তীর্ণে পীঠকে আসনে ॥৬৬-৬৭-৬৮-৬৯॥
তৈস্তৈশ্চণ্ডালোৎসবোচিতৈঃ মদ্যমাংসাদিসঞ্চয়ারম্ভোদ্যোগৈঃ ॥ ৭০-৭১ ॥

সরভসমভিতোবিনেদুরত্র
প্রসৃতমহামদিরাসবাঃ শ্বপাকাঃ।
হতপটুপটহা বিলাসবন্তঃ
স্বয়মিব দুষ্কৃতরাশয়োমহান্তঃ ॥ ৭২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চাণ্ডালীবিবাহোনাম ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

অত্র অস্মিন্ বিবাহোৎসবে। মদিরাসবপানাভ্যাং তন্মদোদ্রেকাত্তে। মহান্তো ব্রহ্মহত্যাদয়ঃ ॥ ৭২ ॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

রাজোবাচ।

বহুনাত্র কিমুক্তেন সোৎসবাবর্জ্জিতাশয়ঃ।
তদাপ্রভৃতি তত্রাহং সম্পন্নঃ পুক্টপুল্‌কসঃ ॥ ১ ॥
সপ্তরাত্রোৎসবস্যান্তে ক্রমান্মাসাষ্টকে গতে।
পুষ্পিতা সাস্য সম্পন্না স্থিতা গর্ব্ভবতী ততঃ ॥ ২ ॥
প্রসূতা দুঃখদাং কন্যাং বিপদ্দুঃখক্রিয়ামিব।
সা কন্যা ববৃধে শীঘ্রং মূর্খচিন্তেব পীবরী ॥ ৩ ॥
পুনঃ প্রসূতা সা বর্ষৈস্ত্রিভিঃ পুত্রমশোভনম্।
অনর্থমিব দুর্ব্বুদ্ধিরাশাপাশবিধায়কম্ ॥ ৪ ॥
পুনঃ সূতা দুহিতরং পুনরপ্যর্ভকং ততঃ।
কলত্রবানহং জাতো বনে জরঠপুল্কসঃ ॥ ৫ ॥
তয়া সহ সমাস্তত্র ময়া বহ্ব্যোতিবাহিতাঃ।
নারকে চিন্তয়া সার্দ্ধং ব্রহ্মঘ্নেনেব যাতনাঃ ॥ ৬ ॥
শীতবাতাতপক্লেশ-বিবশেন বনান্তরে।
চিরং বিলুলিতং বৃদ্ধ-কচ্ছপেনেব পল্বলে ॥ ৭ ॥
কলত্রচিন্তাহতয়া ধিয়া সন্দহ্যমানয়া।
দৃষ্টাঃ কষ্টসমারম্ভা দিশঃ প্রজ্বলিতা ইব ॥ ৮ ॥

অত্র স্বস্য চিরং তত্র বসতঃ ষষ্টিহায়নান্।
চণ্ডালোচিতকৃত্যেন জীবনং যত্তদুচ্যতে ॥ ১ ॥

সোৎসবেনোৎসবসহিতেন বিবাহেন আবর্জ্জিতাশয়োবশীকৃতচিত্তঃ ॥ ১
সা ভার্য্যা অস্য মম। পুষ্পিতা ঋতুমতী ॥ ২-৩-৪ ॥
কলত্রবান্ কুটুম্বী ॥ ৫-৬ ৭ ৮ ॥

ক্ষৌমানেকসমাক্ষীণপটে চেণ্ডকধারিণা।
কাষ্ঠভারোবনে ব্যূঢ়স্তন্মূর্ত্তমিব দুষ্কৃতম্ ॥ ৯ ॥
যৌকাকীর্ণজরৎক্লিন্ন-গন্ধিকৌপীনবাসসা।
আশ্বস্য ধবলীকানাং তলে নীতা ঘনাঃ সমাঃ ॥ ১০ ॥
কলত্রাপূরণোৎকেন জর্জ্জরেণ হিমানিলৈঃ।
হেমন্তে দর্দ্দুরেণেব বিলীনং বনকুক্ষিষু ॥ ১১ ॥
নানাকলহকল্লোল তাপপ্রসরবিদ্রুতাঃ।
বাষ্পব্যাজেন নির্ম্মুক্তা নেত্রাভ্যাং রক্তবিন্দবঃ ॥ ১২ ॥
যামিন্যোবিপিনে ক্লিন্নে বরাহামিষভোজনাঃ।
শিলাতলকুটীকোশে নীতা জলদবিক্লবাঃ ॥ ১৩ ॥
কালে ক্ষয়ং গতে রোহে কালাভ্রঘনতাং গতে।
অসৌহার্দ্দেন বন্ধূনাং কলহৈশ্চাপি সন্তৈঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বত্র জাতশঙ্কেন কলাভিমুখরার্ভকৈঃ।
ময়া কৃপণচিত্তেন নীতাঃ পরগৃহে সমাঃ ॥ ১৫ ॥
চণ্ডালীকলহোদ্বিগ্ন চণ্ডচণ্ডালতর্জ্জনৈঃ।
মুখং জর্জ্জরতাং নাতমিন্দূ রাহুরদৈরিব ॥ ১৬ ॥

ক্ষৌমে অতসীবল্কলবিকারে অনেকসমাভিরাক্ষীণে জীর্ণে পটে। চেণ্ডকঃ তৃণাদিনির্ম্মিতং বলয়াকারং ভারোদ্বহনশিরস্ত্রাণম্ ॥ ৯ ॥

যূকানাং সমূহো যৌকম। জরজ্জীর্ণং দুর্গন্ধি চ কৌপীনমেব বাসো যস্য। আশ্বস্য বিশ্রম্য। ধবলীকানাং বৃক্ষবিশেষাণাম্ ॥ ১০ ॥

দর্দ্দুরেণ ভেকেন ॥ ১১ ॥

তাপপ্রসরাদিব বিদ্রুতা বিলীনাঃ ॥ ১২-১৩ ॥

কালবর্ণৈরভ্রৈর্ঘনতাং নিবিড়তাং গতে রোহে সস্যবীজপ্রাদুর্ভাবহেতৌ বর্ষাকালে ক্ষয়ং গতে সতি ॥ ১৪ ॥

অর্ভকৈঃ সহেতি শেষঃ। পরগৃহে চাণ্ডালাগ্রগেহে ॥ ১৫ ॥

রাহোঃ রদৈর্দন্তৈরিন্দুরিব ॥ ১৬

চর্ব্বিতাঃ খর্ব্বিতোষ্ঠেন দ্বীপিপিশিতপেশয়ঃ।
নারকাহৃতবিক্রীতা নারক্যোরশনা ইব ॥ ১৭ ॥
হিমবৎকন্দরোদ্গীর্ণাশ্চণ্ডা হেমন্তবীচয়ঃ।
শিশিরে শীকরাসারতুষারনিচয়াশ্চিরম্ ॥ ১৮ ॥
অঙ্গে নিরম্বরে সোঢ়া মৃত্যুমুক্তা ইবেষবঃ।
জরাজরঠমূঢ়েন মূলানি ক্ষীণভূরুহাম্ ॥ ১৯ ॥
সুকৃতানামিবৈকেন সমুৎখাতানি ভূরিশঃ।
শরাবকেম্বটব্যাঞ্চ পললং পক্বমাদরাৎ ॥ ২০ ॥
অস্পৃষ্টেন জনৈর্ভুক্তং কুকলত্রবতা ময়া।
গৃহীততেজঃ ক্ষতয়ে বহুবক্ত্রবিকারিণা ॥ ২১ ॥
মার্গাবিকমিবাত্মীয়ং বিক্রীতং পণ্যমন্যতঃ।
প্রাণ্যঙ্গবপুষস্তস্য প্রোৎকৃত্যোৎকৃত্য পেশলঃ ॥ ২২ ॥
আয়সং পরিবিক্রীতা বিন্ধ্যপঙ্কণভূমিষু।
জন্মান্তরসহস্রোত্থং স্বপাপমিব বৃদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥
অবকীর্ণমসংকীর্ণং চণ্ডালারামভূমিষু।
দৃষ্টঃ কুদ্দালকোদৃষ্ট্যা সন্ধ্যাস্নেহবিমুক্তয়া ॥ ২৪ ॥

নারকৈরাহৃতা নারকেভ্যোবিক্রীতাঃ। অনেন নরকেপি ক্রয়বিক্রয়ঃ পাতকিনাং তদনুরূপোব্যবহারোস্তীতি গম্যতে। রশনাঃ আন্ত্ররজ্জবঃ॥১৭-১৮-১৯ ২০॥

গৃহীতস্য তেজসঃ ক্ষতয়ে ॥ ২১ ॥

মৃগাণাং মাংসং মার্গম্। অবের্মাংসং আবিকম্। অন্যতঃ অন্যেভ্যঃ পণ্যং ক্রীতং তদাত্মীয়ং স্বদেহমাংসমিব ক্রীতমিতি জুগুপ্সোক্তিঃ ॥ ২২ ॥

আয়সং পরি অয়ঃ পাত্রে নিধায় সংস্কৃত্য বেত্যর্থঃ। বৃদ্ধয়ে অধিকমূল্যলাভার্থং বিক্রীতাঃ॥ ২৩ ॥

বিক্রীতশিষ্টস্তু চণ্ডালারামভূমিষু শোষণার্থমবকীর্ণম্। অসদ্ভিরপবিত্রৈর্ম্মলমূত্রাদিভিঃ কীর্ণং ব্যাপ্তম্। রৌরবাপতিতেনেবাত্যন্তদুর্দ্দশাং প্রাপ্তেন বিন্ধ্যপর্ব্বতগুল্মানাং বন্ধুতাং পোষ্যতাং গচ্ছতেব স্থিতেন ময়া সন্ধ্যায়াং স্নেহেন

রৌরবাপত্তিতেনেব তৎকালস্নিগ্ধতাং গতঃ।
বিন্ধ্যকন্দরগুল্মানাং বন্ধুত্বমিব গচ্ছতা ॥ ২৫ ॥
পুলিন্দবপুষা যত্র যুক্তযোগৈঃ সমর্পিতা।
তর্পিতা লগুড়াঘাত জিতকৌলেয়রংহসা ॥ ২৬ ॥
পুত্রদারাঃ কদন্নেন গ্রামকান্নোচিতেন চ।
ধারাসাররণৎপত্র শুষ্কতালতলে নিশাঃ ॥ ২৭ ॥
নীতা রণিতদন্তেন সার্দ্ধং বিপিনবানরৈঃ।
রোমভিঃ কোটিমুদ্রোদ্যৈঃ শীতেনাধ্যু ষতস্থ মে ॥ ২৮ ॥
বর্ষাস্থ মুক্তাকণবৎ ধৃতা বানলবিন্দবঃ।
অজাজীমূতখণ্ডার্থং ক্ষুৎক্ষুণ্ণক্ষীণকুক্ষিণা ॥ ২৯ ॥
কলত্রেণ সহাটব্যাং কৃতঃ কলহ আকুলঃ।
বনে রণিতদন্তেন শীতকেকরচক্ষুষা ॥ ৩০ ॥
মসীমলিনগাত্রেণ বেতালস্বজনায়িতম্।
সরিত্তীরেষু মৎস্যার্থং ভ্রান্তং বড়িশধারিণা ॥ ৩১ ॥

বিমুক্তয়া কন্দমূলমাংসাদ্যর্জ্জনবিঘ্নভূতসন্ধ্যাকালদ্বেষ্ট্রেতি যাবৎ। তথাবিধয়া দৃষ্ট্যা বুদ্ধ্যা কুদ্দালকঃ খনিত্রবিশেষ এব পোষকত্বাৎ তৎকালস্নিগ্ধতাং তৎকালোচিতমিত্রতাং গতো দৃষ্টো নান্য ইতি দ্বয়োরন্বয়েনার্থঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

যত্র যস্যাং ভূর্দ্দশায়াং যুক্তযোগৈঃ পরস্পরাসম্বন্ধৈর্দ্দৈবেন সমর্পিতাঃ পুত্রদারাদয়ো লগুড়াঘাতৈর্যষ্টিতাড়নৈর্জ্জিতকৌলেয়রংহসা নিবারিতশুনকোপদ্রবেণ ময়া কদন্নেন তর্পিতাঃ ॥ ২৬ ॥

গ্রামকাঃ কুগ্রামাস্তত্র যেঽন্নাস্তদুচিতেন কোদ্রবকণপিণ্যাকাদিনা ॥ ২৭ ॥

কোটির্ম্মুক্তাবেধনসূচ্যগ্রস্তস্য মুদ্রাং সাম্যমুদ্যন্তি ঊর্দ্ধভাগে প্রাপ্নুবন্তীতি কোটিমুদ্রোদ্যানি ॥ ২৮ ॥

বনং জলং লাতি আদদাতীতি বনলোমেঘ স্তৎসম্বন্ধিনো বানলা বিন্দবঃ। জীমূতখণ্ডোমেঘলেশ ইব তুচ্ছো মাংসখণ্ডস্তদর্থম্ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

বেতালস্য স্বজনো বন্ধুস্তদ্বদাচরিতং বেতালবৎ স্থিতমিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

কল্পে জগৎস্থ নাশার্থং কৃতান্তেনেব পাশিনা।
পীতং বহূপবাসেন সদ্যঃকৃত্তমৃগোরসঃ॥ ৩২॥
তৎকালকোষ্ণং রুধিরং মাতুস্তনপয়োযথা।
শ্মশানসংস্থিতান্মত্তো রক্তরক্তাম্মলাশিনঃ॥ ৩৩॥
বিদ্রুতা বনবেতালাশ্চণ্ডিকাভিদ্রুতা ইব।
বাগুরা বিপিনে ব্যাপ্তা বন্ধার্থং মৃগপক্ষিণাম্॥ ৩৪॥
আশা ইব বিবৃদ্ধ্যর্থং পুত্রদারকলত্রজাঃ।
ময়া মায়াময়ৈর্লোকাঃ সূত্রজালময়ৈঃ খগাঃ॥ ৩৫॥
জালৈর্জর্জরতাং নীতা দিশশ্চাস্থকৃতায়ুষা।
তত্রাপি দত্তঃ প্রসরো মনসোদুষ্কৃতোদয়ে॥ ৩৬॥
আশাপ্রসারিতা দূরং প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী।
করভ্যা ইব সর্পেণ বিদ্রুতং দূরতোধিয়া॥ ৩৭॥
দূরে ত্যক্তা দয়া দেহে ভুজঙ্গেনেব কঞ্চুকম্।
ক্রৌর্য্যং সুখেন সংরম্ভশরবর্ষি নিনাদি চ॥ ৩৮॥
অঙ্গীকৃতং নিদাঘান্তে নভসেবাসিতাম্বুদঃ।
বিকাসিন্যোক্ষতাঃ ক্ষারা দূরং পরিহৃতা জনৈঃ॥ ৩৯॥

সদ্যঃ কৃত্তস্য শরচ্ছিন্নস্য মৃগস্য উরসোবক্ষসঃ॥ ৩২॥

কোষ্ণং কবোষ্ণম্। রক্তেন রুধিরেণ রক্তাৎ রঞ্জিতাৎ মত্তোমলাশিনঃ অপবিত্রশ্মশানবলিমাংসাদ্যশনশীলাৎ॥ ৩৩॥

বিদ্রুতাঃ ভয়াৎ পলায়িতাঃ। ব্যাপ্তাঃ প্রসারিতাঃ॥ ৩৪॥ ৩৫॥

তত্র তাদৃশে পাপকর্ম্মণ্যপি। মনসঃ প্রসরোদত্তঃ॥ ৩৬॥

করভ্যাঃ ভল্লুক্যাঃ সকাশাৎ সর্পেণেব ধিয়া সদ্বুদ্ধ্যা দূরতোগতম্। ভাবে ক্তঃ। করভী হি সর্পং শ্বাসেন বিলাদাকৃষ্য ভক্ষয়তীতি প্রাগুক্তমেব॥ ৩৭॥

দেহে পরপ্রাণিদেহে। সংরম্ভেণ শরান্ বাণাম্বুদকানি চ বর্ষিতুং শীলমস্য। নিনাদি নিষ্ঠুরভাষি গর্জ্জনশীলং চেতি অম্বুদক্রৌর্য্যসাধারণে বিশেষণে। এবমগ্রেঽপি উপমানোপমেয়সাধারণানি বিশেষণানি বোধ্যানি॥ ৩৮॥

শ্বভ্রেণেব কুমঞ্জর্য্যশ্চিরমূঢ়া ময়াপদঃ।
স্বকালকুলকোণাস্থ নরকোদ্দামভূমিষু ॥ ৪০ ॥
উপ্তাঃ উষ্কৃতবীজানাং মুষ্টয়া মোহবৃষ্টয়ঃ।
বাগুরাভির্ম্ময়া বিষ্ক্য কন্দরস্থেন নির্দ্দয়ম্ ॥ ৪১ ॥
ভূতেম্বিব কৃতান্তেন মৃগেষু পরিবল্গিতম্।
পামরীকণ্ঠকুড্যেষু বিশ্রান্তশিরসা ময়া ॥ ৪২ ॥
সুপ্তমস্তবিবেকেন শেষাঙ্গেম্বিব শৌরিণা।
বিলোলচরণাম্বরয়া সরাবোল্লাসিধূম্রয়া ॥ ৪৩ ॥
মম তন্বা সনীহারবিন্ধ্যকচ্ছগুহায়িতম্।
কৃষ্ণদেহেন যৌকাঢ্যা কন্থা স্কন্ধে ময়া চিরম্ ॥ ৪৪ ॥
গ্রীষ্মে সোঢ়া চলদ্ভূতা বরাহেণ যথোর্ব্বরা।
বহুশোহহং বনোত্থাগ্নিনির্দ্দগ্ধপ্রাণিমণ্ডলঃ ॥ ৪৫ ॥
কল্পাগ্নিভুক্তজগতঃ কালস্যানুগতিং গতঃ।
লোভিলিঙ্গো যথা রোগমনর্থানিব দুর্গ্রহঃ।
প্রসূতাস্তত্র মে দারা দুঃখান্যথ সুখান্যপি ॥ ৪৬ ॥

ক্ষারা উগ্রগন্ধা দুঃসহাশ্চ ॥ ৩৯ ॥

স্বস্য এতাবং কালমিদং ভোক্তব্যমিতি নিয়তঃ কাল এব কুলকোণাঃ ক্ষেত্রভেদবিভাজকসেতবস্ত্রয়ো যাসু ॥ ৪০ ॥

মোহ এব বৃষ্টিরিব ফলবর্দ্ধনো যাসাং তাঃ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

বিভিঃ পক্ষিভির্লোলা নি চরণাঃ প্রত্যন্তপর্ব্বতা অম্বরমাকাশঃ চ যস্যাঃ। সরাবৈঃ সধ্বনিভির্ব্যাঘ্রাদিভিরুল্লাসি ধূম্রং রূপং যস্যামিতি চ গুহাপক্ষেহর্থঃ। তনুপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ৪৩ ॥

বিন্ধ্যস্য কচ্ছো জলপ্রায়দেশস্তত্রত্যগুহাবদাচরিতম্। উপমানাদাচারে ক্যঙি ভাবে ক্তঃ। যূকানাং সমূহো যৌকং তদাঢ্যা কন্থা ময়া গ্রীষ্মে সোঢ়া ধর্ষিতেতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

লোভিলিঙ্গো মৈথুনব্যসনী যথা ক্ষয়াদিরোগং প্রসূতে যথা বা দুর্গ্রহো

নৃপালপুত্রকেনৈকতনয়েন তদা ময়া।
নীতা নীরন্ধ্রদোষেণ ষষ্টিঃ কল্পসমাঃ সমাঃ ॥ ৪৭ ॥
আক্রুষ্টমুদ্ধুরতরং রুদিতং বিপৎসু
ভুক্তং কদন্নমুষিতং হত পক্কণেষু।
কালান্তরং বহু ময়োপহতেন তত্র
দুর্ব্বাসনানিগড়বন্ধগতেন সভ্যাঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে আপদ্বর্ণনং নাম সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

দুরাগ্রহো দুষ্টগ্রহোবা বৈরকলহাদ্যনর্থান্ প্রসূতে তদ্বৎ মে দারা দুঃখানি সুখান্যপি অপত্যানি প্রসূতাঃ ॥ ৪৬ ॥

উপসংহরতি নৃপালেতি। একতনয়েনেত্যত্যন্তানৌচিত্যসূচনার্থমুক্তম্ ॥৪৭॥

উক্তাং সর্ব্বাং দুর্দ্দশাং সঙ্ক্ষিপ্য বদন্নুপসংহরতি আক্রুষ্টমিতি। হে সভ্যাঃ ক্রোধাবেশেন আক্রুষ্টং বিপৎসু রুদিতম্। ভবদনুভূতকালাপেক্ষয়া কালান্তরম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

রাজোবাচ ।

অথ গচ্ছতি কালেত্র জরাজর্জ্জরিতায়ুসি ।
তুষারপূর্ণশষ্পৌঘ সমশ্মশ্রুভৃতে ময়ি ॥ ১ ॥
কর্ম্মবাতাপনুন্নেষু সরসেম্বরসেষ্বপি ।
পতৎসু বা সরৌঘেষু শীর্ণপর্ণগণেম্বিব ॥ ২ ॥
আজাবিব শরৌঘেষু সুখদুঃখেম্বনারতম্ ।
কলহেম্বপ্যকার্য্যেষু চাগচ্ছৎসু চ পতৎসু চ ॥ ৩ ॥
বিকল্পকল্পনাবর্ত্ত বর্ত্তিনি দ্বিজগে জড়ে ।
সমুদ্র ইব কল্লোলভরে ভ্রমিতচেতসি ॥ ৪ ॥
চলচ্চিন্তাচিতং চক্রমারূঢ়ে ভ্রান্ত আত্মনি ।
প্রোহ্যমানে তৃণ ইব সাবর্ত্তং কালসাগরে ॥ ৫ ॥
বিন্ধ্যোর্ব্বাবনকীটস্য গ্রাসৈকশরণস্য মে ।
দ্বিবাহোর্গর্দ্দভস্যাত্র ক্ষীণ ইত্থং সমাগণে ॥ ৬ ॥
বিস্মৃতে মম ভূপত্বে শবস্যেব মহাজবে ।
চাণ্ডালত্বে স্থিরীভূতে পক্ষচ্ছিন্ন ইবাচলে ॥ ৭ ॥

ইহ তস্মিন্ নিবসতশ্চিরং চণ্ডালপকণে।
অনাবৃষ্ট্যুত্থদুর্ভিক্ষাৎ বর্ণ্যতে দেশদুর্দ্দশা ॥ ১ ॥

শষ্পৌঘসমৈঃ শ্মশ্রুভির্ভৃতে সংভৃতমুখে ॥ ১ ॥
সরসেষু সসুখেষু অরসেষু সদুঃখেষু বাসরৌঘেষ্ পতৎসু গচ্ছৎসু ॥ ২ ॥
আজৌ যুদ্ধে । অকার্য্যেষু কর্ত্তুমযোগ্যেষু বধবন্ধস্তেয়াদিষু ॥ ৩ ॥
দ্বিজঃ পক্ষীব গচ্ছতি নিরালম্বনে ভ্রমতীতি দ্বিজগে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥
সমাগণে বর্ষপূগে ক্ষীণে গতে সতি ॥ ৬ ॥

সংসারমিব কল্পান্তোদাবাগ্নিরিব কাননম্।
সাগরোর্ম্মিস্তটমিব শুষ্কবৃক্ষমিবাশনিঃ ॥ ৮ ॥
অকাণ্ডে মরণোড্ডীনং চণ্ডচণ্ডালমণ্ডলম্।
নিরন্নতৃণপত্রাম্বু বিন্ধ্যকচ্ছং তদাযযৌ ॥ ৯ ॥
ন বর্ষতি ঘনব্রাতে দৃষ্টনষ্টে ক্বচিৎ স্থিতে।
পূতাঙ্গারকণোন্মিশ্র গতৌ বহতি মারুতে ॥ ১০
শীর্ণমর্ম্মরপর্ণাসু দাবাগ্নিবলিতাসু চ।
বনস্থলীষু শূন্যাসু চিরপ্রব্রজিতাস্বিব ॥ ১১ ॥
অকাণ্ডমভবদ্ভীম মুদ্দামদবপাবকম্।
শোষিতাশেষগহনং ভস্মশেষতৃণোপলম্ ॥ ১২ ॥
পাংসুধূসরসর্ব্বাঙ্গং ক্ষুধিতাশেষমানবম্।
নিরন্নতৃণপানীয়ং দেশাদুদ্দাবমণ্ডলম্ ॥ ১৩ ॥
কচন্মরুমরীচ্যম্বু মজ্জন্মহিষমণ্ডলম্।
বাতোত্থসীকরব্যূহ-পরিবাহবনাম্বরম্ ॥ ১৪ ॥
পানীয়শব্দমাত্রেক শ্রবণোৎকনরব্রজম্।

শবস্থ মৃতস্যেব ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ঘনব্রাতে ন বর্ষতি সতি অকাণ্ডে মরণেন উড্ডীনং পরলোকগমনং যস্মিন্ তথাবিধং দুর্ভিক্ষং কর্তৃ চণ্ডং চণ্ডালমণ্ডলং যস্মিন্ তথাবিধং বিন্ধ্যকচ্ছং নিরন্ন-তৃণপত্রাম্বু যথা স্যাৎ তথা আযযৌ প্রাপ। সংসারমিবেত্যাদিপ্রাক্তনানি ক্রমাৎ কর্ম্মকর্ত্রো্রূপমানানি বোধ্যানি। অথবা তচ্চণ্ডচণ্ডালমণ্ডলং বিন্ধ্যকচ্ছস্থলাখ্যং দেশান্তরং যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পূতৈর্ব্বস্ত্রশোধিতৈরিব সূক্ষ্মতমৈরঙ্গারকণৈরুন্মিশ্রা গতির্যস্য ॥ ১০ ॥

চিরপ্রব্রাজিতাস্বিবেতি পিঙ্গলজটিলত্বাদিনোপমা ॥ ১১ ॥

অকাণ্ডমনবসরোত্থং দুর্ভিক্ষম্ ॥ ১২ ॥

উদ্দাবং উৎকৃষ্টারণ্যভূতং মণ্ডলং জনপদো যস্মিন্ ॥ ১৩ ॥

বাতোত্থসীকরব্যূহমপি ন পরিবহতীত্যপরিবাহং বনাম্বরং যত্র ॥ ১৪ ॥

আতপাতপতিসংশোষ সীদৎসকলমানবম্ ॥ ১৫ ॥
পত্রগ্রসনসংরব্ধ ক্ষুধিতোত্থিতজীবিতম্ ।
স্বাঙ্গচর্ব্বণসংরম্ভ লুঠদ্দশনমণ্ডলম্ ॥ ১৬ ॥
মাংসশঙ্কানিগীর্ণোগ্র খদিরাগ্নিকণোৎকরম্ ।
মণ্ডুকাসারসংগ্রস্ত বনপাষাণখণ্ডকম্ ॥ ১৭ ॥
অন্যোন্যভূতসংসক্ত মাতৃপুত্রপিতৃব্রজম্ ।
গৃধ্রোদররটৎসার নিগীর্ণবরসারিকম্ ॥ ১৮ ॥
পরস্পরাঙ্গবিচ্ছেদ রক্তসিক্তধরাতলম্ ।
হরিগ্রসনসংরব্ধ মত্তক্ষুধিতবারণম্ ॥ ১৯ ॥
দরীনিগরণৈকৈক সিংহভ্রমণভীষণম্ ।
অন্যোন্যগ্রসনোদ্যুক্ত লোকমল্লকৃতং বহৎ ॥ ২০ ॥
নিষ্পত্রপাদপোড্ডীন প্রৌঢ়াঙ্গারময়ানিলম্ ।
রক্তপানোৎকমার্জ্জার লীঢ়ধাতুতটাবনি ॥ ২১ ॥
জ্বালাঘনঘটাটোপ সাবর্ত্তসবনানিলম্ ।
সর্ব্বস্থলরসদ্বহ্নি পুঞ্জপিঞ্জরজঙ্গলম্ ॥ ২২ ॥
দগ্ধাজগরকুঞ্জোত্থ ধূমমাংসলগুল্মকম্ ।
মারুতাবলিতজ্বালা সন্ধ্যাভ্রবলিতাম্বরম্ ॥ ২৩ ॥

আতপস্যাতিতির্বিস্তারঃ ॥ ১৫ ॥

পত্রগ্রসনোদ্যোগেন ক্ষুধিতেভ্য উত্থিতং প্রস্থিতং জীবিতং যত্র । স্বাঙ্গ-চর্বণে সংরম্ভেণাভিলাষেণ লুঠন্তি পরস্পরমুপরন্তি দশনমণ্ডলানি যত্র ॥ ১৬ ॥

মণ্ডুকা নিস্নেহপিষ্টকান্তদ্ভ্রান্ত্যা অসারা অপি সংগ্রস্তা বনপাষাণখণ্ডকা যত্র ॥ ১৭ ॥

সারনির্গীর্ণা সমগ্রনিগীর্ণা ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

দরীষু স্বস্য নিগরণশঙ্কয়া একৈকশঃ সিংহভ্রমণেন ভীষণম্ । অন্যোন্যস্য গ্রসনে হিংসনে উদ্যুক্তৈঃ লোকৈর্মল্লকৃতং মল্লচরিত্রম্ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

উদ্দামরবমুদ্ভ্রান্ত ভস্মনাস্তম্ভমণ্ডলম্।
সাক্রন্দনরদারাগ্র দীনার্ভককৃতারবম্ ॥ ২৪ ॥
সন্ত্রান্তপুরুষব্যূহ দন্তকৃত্তমহাশবম্।
মাংসগন্ধজবগ্রস্ত রক্তারক্তনিজাঙ্গুলি ॥ ২৫ ॥
নীলপত্রালতাশঙ্কা পীতধূমঘনচ্ছবি।
ভ্রমদ্গৃধ্রনিগীর্ণোগ্র নভোভ্রান্তোল্মুকাগ্নিনম্ ॥ ২৬ ॥
ইতরেতরভিন্নাঙ্গ লোকবিদ্রবণাকুলম্।
জ্বলিতাগ্নিটণৎকার বিদীর্ণহৃদয়োদরম্ ॥ ২৭ ॥
গর্ত্তমারুতক্রাঙ্কার ভীমদাবাগ্নিবল্গনম্।
ভীতাজগরফুৎকার পতদঙ্গারপাদপম্ ॥ ২৮ ॥
সদকাণ্ডস্ফুটদ্দেশং প্রাপ্য তচ্ছুষ্ককোটরম্।
দ্বাদশার্কাগ্নিদগ্ধস্য জগতোনুকৃতিং যযৌ ॥ ২৯ ॥
জ্বলদনলজটালবৃক্ষখণ্ড
প্রসরমরুৎপ্রসরাবমুন্নলোকঃ।

দগ্ধা অজগরা যত্র তথাবিধাৎ কুঞ্জাদুত্থিতেন ধূমেন দোহদেনেব মাংসলানি পুষ্টানীব গুল্মকানি যত্র ॥ ২৩ ॥

অস্তম্ভান্যদণ্ডানি ছত্রমণ্ডলানি যত্র ॥ ২৪ ॥

জবেন গ্রসনত্বরয়া গ্রস্তা রক্তৈরারক্তা নিজাঙ্গুলির্যত্র ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

গর্ত্তং প্রবিশতোমারুতস্য ক্রাঙ্কারোধ্বনিরিব ভীমং দাবাগ্নিবল্গনং যত্র। ভীতানামজগরাণাং ফুৎকারাৎ পতন্ত উৎপতন্তঃ অঙ্গারা যেষু তথাবিধাঃ পাদপা যত্র ॥ ২৮ ॥

সৎ প্রাক্রমণীয়মপি বিন্ধ্যকচ্ছস্থলং প্রাপ্য তৎ তাদৃশং দুর্ভিক্ষং প্রাগুক্তম-কাণ্ডস্ফুটদ্দেশং সৎ। অনুকৃতিং সাম্যম্ ॥ ২৯ ॥

জ্বলদনলেন জটালেষু বৃক্ষখণ্ডেষু প্রসরো যস্য তথাবিধস্য মরুতঃ প্রসরেণ

জ্বলনতপনভাস্করাত্মজানাং
রমণগৃহানুকৃতিং জগাম দেশঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকিয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে অকাণ্ডবর্ণনং নাম
অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

অবসন্নঃ পীড়িতোলোকোজনো যত্র। জ্বলনতপনয়োর্ভাস্করাত্মজস্য শনৈশ্চরস্য
চ রমণং ক্রীড়াস্থানভূতং যৎ গৃহং তস্যানুকৃতিং সাম্যম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

রাজোবাচ ।

তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে কষ্টে বিধিবিপর্য্যয়ে ।
অকালোল্বণকল্পান্তে নিতান্তং তাপদায়িনি ॥ ১ ॥
জনাঃ কেচন নিষ্ক্রম্য সকলত্রসুহৃজ্জনাঃ ।
গতা দেশান্তরং ব্যোম্নঃ শরদীব পয়োধরাঃ ॥ ২ ॥
দেহাবয়বসংলীন পুত্রদারাগ্র্যবন্ধবঃ ।
শীর্ণাঃ কেচন তত্রৈব চ্ছিন্না ইব বনে দ্রুমাঃ ॥ ৩ ॥
ভুক্তাঃ কেচন চ ব্যাঘ্রৈর্নির্গতাস্তু স্বমন্দিরাৎ ।
অজাতপক্ষকাঃ শ্যেনৈঃ খগা নীড়োদ্গতা ইব ॥ ৪ ॥
প্রবিষ্টাঃ কেচিদনলং জ্বলিতং শলভা ইব ।
কেচিচ্ছ্বভ্রেষু পতিতাঃ শিলাঃ শৈলচ্যুতা ইব ॥ ৫ ॥
অহস্তু তান্ পরিত্যজ্য শ্বশুরাদীন্ স্বকং ক্ষমম্ ।
কলত্রমাত্রমাদায় কৃচ্ছ্রাদ্দেশাদ্বিনির্গতঃ ॥ ৬ ॥
অনলাননিলাংশ্চৈব ভক্ষকাংস্তক্ষকানপি ।
বঞ্চয়িত্বা ভয়ান্মৃত্যোঃ সদারোহহং বিনির্গতঃ ॥ ৭ ॥

নির্গতস্য সদারস্য:দৃষ্ট্বা পুত্রাপদং চিতাম্ ।
বিবিক্তোঃ প্রতিবুদ্ধস্য সভ্যসম্বাদ ঈর্য্যতে ॥ ১ ॥

বিধিবিপর্য্যয়ে দৈবপ্রাতিকূল্যে ॥ ১ ॥ ২ ॥

দেহাবয়বা ইব সংলগ্নাস্ত্যক্তুমশক্যা ইতি যাবৎ ॥ ৩ ॥

চকারোভিন্নক্রমোহনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ । ব্যাঘ্রৈরন্যৈশ্চ শ্বাপদৈরিত্যর্থঃ ॥৪॥৫॥

ক্ষমং স্বানুগমনসমর্থম্ ॥ ৬ ॥

ভক্ষকান্ ব্যাঘ্রাদীন্ । তক্ষকান্ সর্পান্ ॥ ৭ ॥

প্রাপ্য তদ্দেশপর্য্যন্তং তত্র তালতরোস্তলে।
অবরোপ্য সুতান্ স্কন্ধান্নানানর্থানিবোল্বণান্ ॥ ৮ ॥
বিশ্রান্তোস্মি চিরং শ্রান্তো রৌরবাদিব নির্গতঃ।
দীর্ঘদাবনিদাঘার্ত্তো গ্রীষ্মে পদ্ম ইবাজলঃ ॥ ৯ ॥
অথ চণ্ডালকন্যায়াং বিশ্রান্তায়াং তরোস্তলে।
সুপ্তায়াং শীতলচ্ছায়ে দ্বৌ সমালিঙ্গ্য দারকৌ ॥ ১০ ॥
পৃচ্ছকোনাম তনয়োমমৈকঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
অত্যন্তবল্লভোস্মাকং কনীয়াম্মৌগ্ধ্যবানিতি ॥ ১১ ॥
স মামুবাচ দীনাত্মা বাস্পপূর্ণবিলোচনঃ।
তাত দেহ্যাশু মে মাংসং পাতুং চ রুধিরং ক্ষণাৎ ॥১২॥
পুনঃ পুনর্ব্বদন্নেবং স বালঃ স্তনয়োমম।
প্রাণান্তিকীং দশাং প্রাপ্তঃ সাক্রন্দোহি পুনঃ ক্ষুধা ॥১৩॥
তস্যোক্তস্তু ময়া পুত্র মাংসং নাস্তীতি ভূরিশঃ।
তথাপি মাংসং দেহীতি বদত্যেব সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ১৪ ॥
অথ বাৎসল্যমূঢ়েন ময়া দুঃখাতিভারিণা।
তস্যোক্তং পুত্র মন্মাংসং পক্কং সম্ভুজ্যতামিতি ॥ ১৫ ॥
তদপ্যঙ্গীকৃতং তেন দেহীতি বদতা পুনঃ।
মন্মাংসভক্ষণং ক্ষীণ বৃত্তিনাশ্লেষবৃত্তিনা ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বদুঃখাপনোদায় স্নেহকারুণ্যমোহিনা।
তস্য তামার্ত্তিমালোক্য ময়া দুঃখাতিভারিণা ॥ ১৭ ॥

তদ্দেশস্য:পর্য্যন্তং প্রান্তম্ ॥ ৮ ॥

অজলঃ পদ্মঃ কমলিনীব শুষ্যন্নিত্যর্থঃ। অথবা অজলো ভেকাদিঃ পদ্মে কমলিনীমূল ইব বিশ্রান্তোহস্মীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

ক্ষীণবৃত্তিনা অলব্ধভক্ষ্যেণ অত্যন্তক্ষুধিতেনেতি যাবৎ। আশ্লেষবৃত্তিনা আলিঙ্গনপরেণ ॥ ১৬ ॥

সোঢুং তামাপদং তীব্রামশক্তেন হতাত্মনা।
মরণায়াতিমিত্রায় কৃতোন্তর্নিশ্চয়ো ময়া ॥ ১৮ ॥
তত্র কাষ্ঠানি সঞ্চিত্য চিতাং রচিতবানহম্।
চিতা চটচটাস্ফোটৈঃ স্থিতা মদভিকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১৯ ॥
তস্যাস্তু যাবদাত্মানং চিতায়াং নিক্ষিপাম্যহম্।
চলিতোঽস্মি জবাদ্ভাব দস্মাৎ সিংহাসনান্নৃপঃ ॥ ২০ ॥
ততস্তূর্য্যনিনাদেন জয়শব্দেন বোধিতঃ।
ইতি শাম্বরিকেণায়ং মোহ উৎপাদিতো মম ॥ ২১ ॥
অজ্ঞানেনেব জীবস্য দশাশতসমন্বিতঃ।
ইত্যুক্তবতি রাজেন্দ্রে লবণে ভূরিতেজসি ॥ ২২ ॥
অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তত্র শাম্বরিকঃ ক্ষণাৎ।
অথেদমুচুস্তে সভ্যা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ২৩ ॥
নায়ং শাম্বরিকোদেব যস্য নাস্তি ধনৈষণা।
দৈবী কাচন মায়েয়ং সংসারস্থিতিবোধিনী ॥ ২৪ ॥
মনোবিলাসঃ সংসার ইতি যস্যাং প্রতীয়তে।
সর্ব্বশক্তেরনন্তস্য বিলাসো হি মনোজগৎ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বশক্তের্ব্বিচিত্রা হি শক্তয়ঃ শতশোবিধেঃ।

স্নেহকারুণ্যমোহশব্দানাং দ্বন্দ্বে ইনিঃ ॥ ১৭ ॥

অতিমিত্রায় তৎকালোচিতবন্ধবে ॥ ১৮ ॥

মদভিকাঙ্ক্ষিণীব ॥ ১৯ ॥

চলনাৎ সম্ভাবিতাং পতনক্রিয়াং তৎফলং বিভাগঞ্চ গম্যমানমপেক্ষ্য সিংহাসনাদিতি অপাদানে পঞ্চমী বোধ্যা ॥ ২০—২৩ ॥

দৈবী ত্বদনুগ্রহায় দেবৈঃ প্রযুক্তা অতএব সংসারস্যেদৃশী স্থিতিরিতি বোধিনী ॥ ২৪ ॥

অনন্তস্য বিষ্ণোঃ। মন এব জগৎ ॥ ২৫ ॥

যদ্বিবেকি মনোপ্যেষ বিমোহয়তি মায়য়া ॥২৬॥

বিজ্ঞাতলোকবৃত্তান্তঃ ক্ক নামায়ং মহীপতিঃ।
ক্ক সামান্যমনোবৃত্তি যোগ্যোবিপুলসম্ভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

ন চ শাম্বরিকেচ্ছেয়ং মায়া মনসি মোহিনী।
অর্থস্য সিদ্ধ্যৈ চেহন্তে নিত্যং শাম্বরিকাঃ কিল ॥ ২৮ ॥

যত্নেন প্রার্থয়ন্তেঽর্থং নান্তর্দ্ধানং ব্রজন্তি ভো।
ইতি সন্দেহবেলায়াং সংস্থিতা লুলিতা বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সভায়ামবসং তস্যা মহং রাম তদা কিল।
তেন প্রত্যক্ষতোদৃষ্টং ময়ৈতন্নান্যতঃ শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি বহুকলনা বিবর্দ্ধিতাঙ্গং,
জয়তি চিরং বিততং মনোমহাত্মন্।

এষঃ বিধিঃ ॥ ২৬ ॥

সামান্যানাং পৃথগ্‌জনানাং মনোবৃত্তের্যোগ্যঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থস্য ধনস্য সিদ্ধ্যৈ ঈহন্তে প্রীতিহেতুকৌতুকপ্রদর্শনায় চেষ্টন্তে ন ত্বীদৃশ-ভ্রান্তয়ে ॥ ২৮ ॥

ইতি উক্তালিঙ্গদ্বয়াৎ বয়ং সন্দেহসাগরস্য বেলায়াং কূলভূতে নির্ণয়ে স্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥

উক্তেয়মাখ্যায়িকা ন বালকাখ্যায়িকাবৎ কল্পিতকথা নাপ্যন্যতঃ শ্রুতা কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্টেত্যাহ সভায়ামিতি ॥ ৩০ ॥

উক্তামাখ্যায়িকাং প্রস্তুতে জগতোমনোমাত্রবিলাসত্বে যোজয়ংস্তৎফলমাহ ইতীতি। ইতি উক্তরীত্যা বহ্বীভিঃ কলনাভির্ব্বিরচনৈর্ব্বিবর্দ্ধিতাঙ্গং প্ররূঢ়ং চিরং বিততং ফলপল্লবশাখাভির্ব্বিস্তীর্ণং তরুশরীরমিব মনোজয়তি আত্মস্বরূপ-মভিভূয় স্বয়ং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যন্মনোবিচারজ্ঞানযোগেন শমং নির্ব্বা-

শমমুপগমিতে পরস্বভাবে,
পরমমুপৈষ্যসি পাবনং পদং যৎ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চাণ্ডালত্বব্যপগমো নাম নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

সমতালক্ষণং উপগমিতে প্রাপিতে পরস্বভাবে সতি ত্বং ভেদকোপাধিবাধাৎ পরমং পাবনং পূর্ণাত্মপদমুপৈষ্যসি অতস্তদর্থং বক্ষ্যমাণোপায়ৈর্যতস্বেত্যর্থঃ ॥৩১॥

ইতিশ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥
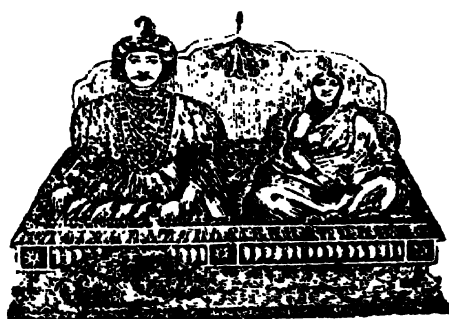
দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরমাৎ কারণাদাদৌ চিচ্চেত্যপদপাতিনী।
কলনাপদমাসাদ্য কলাকলিলতাং গতা॥ ১॥
অসৎস্বেব বিমোহেষু রূঢ়মেবম্প্রায়বৃত্তিষু।
ঘনেষু তুচ্ছতামেত্য চিরায় পরিমূর্চ্ছতি॥ ২॥
অনদেব মনোবৃত্তির্নানা বিস্তারয়ত্যলম্।
দুঃখং দোষসহস্রেণ বেতালানিব বালিকা॥ ৩

মনঃপ্রশমনোপায়ো মনোবৈভববর্ণনৈঃ।
প্রক্রম্যতেত্র গদিতুং রামায় বক্ষ্যসূচনা॥ ১॥

মনসো বাসনাময়ত্বাৎ আত্যন্তিকক্লেশবাসনোচ্ছেদ এব মনঃপ্রশমনোপায়স্তস্মিংশ্চ শাস্ত্রাচার্য্যাদ্যনুভবৈর্দৃশ্যজাতস্য মনোভ্রমমাত্রত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকঃ সপ্তমভূমিকারোহণপর্য্যন্তং জ্ঞানপরিপাচকো মনোনিরোধপ্রযত্ন এবোপায় ইতি বক্তুং মূলতো মনঃস্বরূপং পরিশোধয়ন্নাহ পরমাদিতি। পরমং কারণং চিৎসম্বলিতমজ্ঞানং তস্মাদেব নিমিত্তাৎ চিচ্চেত্যপদপাতিনী চেত্যগোচরা সম্পন্না ন বস্তুতঃ অবিকারত্বাৎ। আদাবিত্যনেন প্রাথমিকচেত্যপদপাতস্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বে তন্মূলদ্বৈতদর্শনানাং সুতরাং তন্নিমিত্তকত্বং সিদ্ধমিতি সূচ্যতে। চেত্যপদপাতাদেব কলনা অর্থপ্রণেয়মিতি পদং নাম আসাদ্য অর্থকলাভির্নানারূপবৈচিত্র্যৈঃ কলিলতাং কলুষীভাবং গতা। স এব বাসনা প্রথমাঙ্কুর ইতি ভাবঃ॥ ১॥

এবম্প্রায়া ঈদৃশ্যোঽস্বৃত্তয়ঃ স্থিতয়ো যেষাং তেষু বিমোহেষু অর্থকলাভাসভ্রমেষু ক্রমাদ্ঘনেষু উপচিতেষু সৈব চিৎ স্বাং পূর্ণতাং বিস্মৃত্য তুচ্ছতাং অসন্মনোরূপতামেত্য চিরায় অনাদিকালাদারভ্য মূর্চ্ছতি জন্মমরণাদিভ্রমৈর্মুহ্যতি। তথা চ চিৎস্বচ্ছেত্যানুখদ্বৈতানর্থমনোবীজমিতি সৈব নিরোদ্ধব্যেতি ভাবঃ॥২॥

সদেব হি মহাদুঃখমসত্তাং নয়তি ক্ষণাৎ।
নিষ্কলঙ্কা মনোবৃত্তি রন্ধকারমিবার্করুক্ ॥ ৪ ॥
নয়ত্যভ্যাশতাং দূরং দূরমভ্যাশতাং নয়েৎ।
মনোবল্গতি ভূতেষু বালোবালখগেষ্বিব ॥ ৫ ॥
অভয়ং ভয়মজ্ঞস্য চেতসো বাসনাবতঃ।
দূরতো মুগ্ধপান্থস্য স্থাণুর্যাতি পিশাচতাম্ ॥ ৬ ॥
শত্রুত্বং শঙ্কতে মিত্রে কলঙ্কমলিনং মনঃ।
মদাবিষ্টমতির্জন্তুর্ভ্রমৎ পশ্যতি ভূতলম্ ॥ ৭ ॥
পর্য্যাকুলে হি মনসি শশিনোজায়তে শনিঃ।
অমৃতং বিষভাবেন ভুক্তং যাতি বিষক্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥
সুরপত্তননির্ম্মাণ মসৎ সদিব পশ্যতি।
বাসনাবলিতং চেতঃ স্বপ্নবজ্জাগ্রদেব হি ॥ ৯ ॥
মোহৈককারণং জন্তোর্ম্মনসোবাসনোল্বণা।
উৎখাতব্যা প্রযত্নেন মূলোচ্ছেদেন সৈব চ ॥ ১০ ॥
বাসনাবাগুরাক্রান্তো মনোহরিণকোনৃণাম্।
পরাং বিবশতামেতি সংসারবনগুল্মকে ॥ ১১ ॥

এবং তুচ্ছবাসনাদোষসহস্রেণ ম্লানা মনোবৃত্তির্মনোভাবেন স্থিতা সা চিদসদেব দুঃখং বিস্তারয়তি ॥ ৩ ॥

যথা সকলঙ্কাহসম্মনোবৃত্তিশ্চিদ্দুঃখং বিস্তারয়তি এবং বাসনাক্ষয়ে নির্ব্বাসনাকলঙ্কা স্বাভাবিকসদ্রূপৈব সতী মহাদুঃখমসত্তাং শূন্যতাং নয়তি। বোধেন বাধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

উক্তার্থসম্ভাবনায় মনসোহঘটিতঘটনাসামর্থ্যমাহ নয়তীত্যাদিনা। অভ্যাশতাং সমীপতাম্। সামীপ্যার্থে অভ্যাশশব্দস্তালব্যান্তঃ ॥ ৫—৮ ॥

সুরপত্তনং গন্ধর্ব্বনগরম্ ॥ ৯ ॥

উৎখাতব্যা মূলত উচ্ছেত্তব্যা ॥ ১০—১১ ॥

যেন চ্ছিন্না বিচারেণ জীবস্য জ্ঞেয়বাসনা।
নিরভ্রস্যেব সূর্য্যস্য তস্যালোকোবিরাজতে ॥ ১২ ॥
অতস্ত্বং মন এবেদং নরং বিদ্ধি ন দেহকম্।
জড়োদেহোমনশ্চাত্র ন জড়ন্নাজড়ং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
যৎ কৃতং মনসা তাত তৎ কৃতং বিদ্ধি রাঘব।
যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি চানঘ ॥ ১৪ ॥
মনোমাত্রং জগৎ কৃৎস্নং মনঃ পর্য্যন্তমণ্ডলম্।
মনোব্যোম মনোভূমির্মনোবায়ুর্মনোমহান্ ॥ ১৫ ॥
মনোযদি পদার্থে তু তদ্ভাবেন ন যোজয়েৎ।
ততঃ সূর্য্যাদয়োপ্যেতে ন প্রকাশাঃ কদাচন ॥ ১৬ ॥
মনোমোহমুপাদত্তে যস্যাসৌ মূঢ় উচ্যতে।
শরীরে মোহমাপন্নে ন শবোমূঢ় উচ্যতে ॥ ১৭ ॥
মনঃ পশ্য ভবত্যক্ষি শৃণ্বচ্ছ্রবণতাং গতম্।
ত্বগ্‌ভাবং স্পর্শনাদেতি ঘ্রাণতামেতি জিঘ্রণাৎ ॥ ১৮ ॥
রসনাদ্রসতামেতি বিচিত্রাস্তত্র বৃত্তিষু।
নাটকে নটবদ্দেহে মন এবানুবর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥
লঘু দীর্ঘং করোত্যেব সত্যেহসত্তাং প্রগচ্ছতি।
কটুতাং নয়তি স্বাদু রিপুং নয়তি মিত্রতাম্ ॥ ২০ ॥

আলোকঃ প্রকাশঃ ॥ ১২ ॥

তত্র প্রথমং মন এব মে দেহো নান্য ইতি সদা ভাবনাভ্যাসঃ কার্য্য ইত্যাহ অত ইতি। উক্তার্থে উপপত্তীর্দর্শয়তি জড় ইত্যাদিনা ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

পর্য্যন্তো ভূপ্রান্ত স্তন্মণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥

তদ্ভাবেন প্রকাশাদিভাবেন ন যোজয়েৎ ন কল্পয়েৎ। দিবান্ধৈর্বৈপরীত্য-দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

মোহম্ অপ্রবোধম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

য এব প্রতিভাসোঽস্য চেতসোবৃত্তিবর্ত্তিনঃ।
ততস্তদেব প্রত্যক্ষং তথাত্রানুভবাদিহ ॥ ২১ ॥
প্রতিভাসবশাদেব স্বপ্নাকুলিতচেতসঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য সম্পন্না রাত্রির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ২২ ॥
চিন্তানুভাববশতো মুহূর্ত্তদ্বে গতং যুগম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য বৈরিঞ্চ্যপুরাভ্যন্তরবর্ত্তিনঃ ॥ ২৩ ॥
মনোজ্ঞয়া মনোবৃত্ত্যা সুখতাং যাতি রৌরবম্।
প্রাতঃ প্রাপ্তব্যরাজ্যস্য সুবদ্ধস্যেব বন্ধনম্ ॥ ২৪ ॥
জিতে মনসি সর্ব্বৈব বিজিতা চেন্দ্রিয়াবলিঃ।
শীর্য্যতে চ যথা তন্তৌ দগ্ধে মৌক্তিকমালিকা ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বত্র স্থিতয়া স্বচ্ছরূপয়া নির্ব্বিকারয়া।
স ময়া সূক্ষ্ময়া নিত্যং চিচ্ছক্ত্যা সাক্ষিভূতয়া ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বভাবানুগতয়া ন চেত্যার্থবিভিন্নয়া।
রামাত্মসত্তয়া মূকমপি দেহসমং জড়ম্ ॥ ২৭ ॥
মনোঽন্তশ্চলতি ব্যর্থং মননৈষণমুহ্যয়া।
বহির্গিরিসরিদ্ব্যোম সমুদ্রপুরলীলয়া ॥ ২৮ ॥

স্বাদু মধুরতাম্ ॥ ২০—২২ ॥

অনুভাবোত্র অনুভবঃ প্রভাবো বা। ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রেবতাপরনাম্নঃ ॥ ২৩ ॥

দুঃখস্য সুখত্বাপত্তিঃ ক দৃষ্টা তত্রাহ মনোজ্ঞয়েতি। মনোজ্ঞয়া হরিস্মরণাদিরূপয়া। রৌরবং নরকদুঃখমপি শ্বঃ প্রাতরবশ্যং রাজ্যং প্রাপ্তব্যমিতি প্রমাণৈঃ নিশ্চয়বতঃ করপাদনিগড়াদিনা সুষ্ঠু বদ্ধস্য বন্ধনমিবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

হে রাম কিমন্যন্মনসোঽর্থবিপরীতকল্পনসামর্থ্যং বাচ্যং যৎ সর্ব্বত্র স ময়া স্বচ্ছত্বনির্ব্বিকারত্বাদিস্বভাবচিন্মাত্ররূপয়া স্বসত্তয়া মূকং বাগাদিসর্ব্বক্রিয়াশূন্যমপি ব্রহ্ম দেহতাদাত্ম্যকল্পনয়া দেহসমং জড়ঞ্চ কৃত্বা অন্তর্মননম্ এষণং কামঃ সঙ্কল্প ইত্যাদিকয়া মুহ্যয়া ভ্রান্ত্যা বহিস্তু গিরিসরিদ্ব্যোমসমুদ্রপুরলীলয়া প্রকল্প্য ব্যর্থং ভ্রমতীতি সর্ব্বত্রেত্যাদিশ্লোকত্রয়স্যৈকোঽন্বয়ঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

জাগ্রচ্চাভিমতং বস্তু নয়ত্যমৃতমৃষ্টতাম্ ।
অনীহিতঞ্চ বিরতাং নয়ত্যমৃতমপ্যলম্ ॥ ২৯ ॥
অমৃষ্টসর্ব্বভাবানা মলমাত্মচমৎকৃতিম্ ।
মনঃ স্বাভিমতাকারং রূপং সৃজতি বস্তুষু ॥ ৩০ ॥
স্পন্দেষু বায়ুতামেতি প্রকাশেষু প্রকাশতাম্ ।
দ্রবেষু দ্রবতামেতি চিচ্ছক্তিস্ফুরিতং মনঃ ॥ ৩১ ॥
পৃথ্ব্যাং কঠিনতামেতি শূন্যতাং শূন্যদৃষ্টিষু ।
সর্ব্বত্রেচ্ছাস্থিতিং যাতি চিচ্ছক্তিস্ফুরিতং মনঃ ॥ ৩২ ॥
শুক্লং কৃষ্ণীকরোত্যেব কৃষ্ণং নয়তি শুক্লতাম্ ।
বিনৈব দেশকালাভ্যাং শক্তিং পশ্যাস্য চেতসঃ ॥ ৩৩ ॥
মনস্যন্যত্র সংসক্তে চর্ব্বিতস্যাপি জিহ্বয়া ।
ভোজনস্যাপি মৃষ্টস্য ন স্বাদোস্যানুভূয়তে ॥ ৩৪ ॥
যচ্চিত্তদৃষ্টং তদ্দৃষ্টং ন দৃষ্টং তদলোকিতম্ ।

নন্বমৃতং মনোজ্ঞং কঃ কুর্য্যাৎ বিচারজাগরূকস্তু নান্যথা করিষ্যতীতি কিং তন্নাশোপায়চিন্তয়া তত্রাহ জাগ্রচ্চেতি। বিবেকজাগরূকমপি মনোঽস্বাদুচ্ছিষ্টমপি যোষিদধরাদিবস্ত্বভিমতং রাগবশাদিষ্টমমৃতমিব মৃষ্টতাং স্বাদুতাং নয়তি অনীহিতমনভিলষিতং অমৃতমপি বিরতাং বিরবক্তৃত্বং নয়তি। বিরক্তানামমৃতেঽপি হেয়তাবুদ্ধিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তর্হি তত্ত্বজ্ঞানপি তৎকৃতেন ভ্রময়েৎ তত্রাহ অমৃষ্টেতি। ন মৃষ্টঃ সাক্ষাৎকৃতঃ সর্ব্বভাবঃ পূর্ণতা যৈস্তেষামেব মনঃ স্বাভিমতাকারমাত্মচমৎকারভূতং রূপং সৃজতি ন তু তত্ত্ববিদাম্। তেষাং মিথ্যাবুদ্ধিবাধিতমনো বিলাসেষু চমৎকারদৃষ্ট্যভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

রূপসর্গমেব প্রপঞ্চয়তি স্পন্দেষিত্যাদিনা ॥ ৩১ ॥

শূন্যতামভাবতাম্। শূন্যদৃষ্টিষু নাস্তীতি গৃহ্যমাণবস্তুষু। ইচ্ছাস্থিতিম্ অপ্রতিহতস্বৈরবৃত্তিম্ ॥ ৩২-৩৩-৩৪ ॥

তেন চিত্তেন নালোকিতমদৃষ্টং পুরঃস্থমপি ন দৃষ্টম্। তথাচ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়মপি

অন্ধকারে যথা রূপ-মিন্দ্রিয়ং নির্ম্মিতং তথা ॥ ৩৫ ॥
ইন্দ্রিয়েণ মনোদেহি মনসেন্দ্রিয়মুন্মনঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসূতানি মনসো নেন্দ্রিয়াত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
অত্যন্তভিন্নয়োরৈক্যং যেষাং চিত্তশরীরয়োঃ ।
জ্ঞাতজ্ঞেয়া মহাত্মানো নমস্তাস্তে সুপণ্ডিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
কুসুমোল্লাসিধর্ম্মিল্লা হেলাচলিতলোচনা ।
কাষ্ঠকুড্যোপমাঙ্গেষু লগ্নাপ্যমনসোঙ্গনা ॥ ৩৮ ॥
মনস্যন্যত্র সংসক্তে বীতরাগেণ কাননে ।
ক্রব্যাদচর্ব্বিতোঙ্কস্থঃ স্বকরোপি ন লক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥
সুখীকর্ত্তুং সুদুঃখানি দুঃখীকর্ত্তুং সুখানি চ ।
সুখেনৈবাশু যুজ্যন্তে মনসোতিশয়া মুনেঃ ॥ ৪০ ॥
মনস্যন্যত্র সংসক্তে কথ্যমানাপি যত্নতঃ ।
লতাপরশুকৃন্তেব কথা বিচ্ছিদ্যতে বত ॥ ৪১ ॥

তেনৈব স্বাত্মনি কল্পিতমিত্যাহ অন্ধকারে ইতি। যথান্ধকারে নৈল্যং ছায়াবৈচিত্র্যরূপং বা নির্ম্মিতং তদ্বৎ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপীন্দ্রিয়ালোচিতাকারধারণাৎ মন ইন্দ্রিয়েণ নিমিত্তেন দেহি সাকারম্ ইন্দ্রিয়ঞ্চ মনোধীনার্থালোচকত্বাৎ মনসা দেহীতি সাম্যং তথাপি মন উৎ উৎকৃষ্টং তৎ কুতস্তত্রাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ॥ ৩৬ ॥

তচ্চেদং মনো মূঢ়ৈরাত্মকোটৌ নিক্ষিপ্যাহমিত্যাত্মতয়া গৃহ্যতে তত্ত্বজ্ঞৈস্তু দেহকোটৌ নিক্ষিপ্য জড়দেহাত্মনা গৃহ্যতে। অত এব তে নির্ব্বিকারাত্মদর্শিনো বন্দ্যা ইত্যাহ অত্যন্তেতি। মূঢ়দৃষ্ট্যা অত্যন্তভিন্নয়োঃ ॥ ৩৭ ॥

অতএব তেষাং কামাদিবিকারো ন দৃশ্যত ইত্যাহ কুসুমেতি। অমনসো দেহে লগ্নাপ্যঙ্গনা কাষ্ঠকুড্যোপমা বিকারং জনয়িতুমক্ষমেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

এবং দুঃখনিমিত্তৈর্দুঃখাত্মকবিকারোপি তেষাং নাস্তীত্যাহ মনসীতি। বীতরাগেণ তদাখ্যমুনিনা। অঙ্কস্থোধ্যানকালেঽঙ্কে প্রসারিতঃ ॥ ৩৯ ॥

মুনের্মনসঃ অভ্যাসপাটবকৃতা ভাবনাতিশয়াঃ সুখেন অনায়াসেনৈব যুজ্যন্তে ক্ষমন্তে ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

মনস্তদ্রিতটারূঢ়ে গৃহস্থেনাপি জন্তুনা।
শুভ্রাভ্রকন্দরভ্রান্তি দুঃখং সমনুভূয়তে ॥ ৪২ ॥
মনস্যুল্লসিতে স্বপ্নে হৃদ্যেব পুরপর্ব্বতাঃ।
আকাশ ইব বিস্তীর্ণে দৃশ্যন্তে নির্ম্মিতাঃ ক্ষমাঃ ॥ ৪৩ ॥
মনোবিলুলিতে স্বপ্নে হৃদ্যেবাদ্রিপুরাবলিম্।
তনোতি চলিতাম্ভোধির্ব্বীচীচয়মিবাত্মনি ॥ ৪৪ ॥
অন্তরব্ধিজলাদ্যদ্বৎ তরঙ্গাপীড়বীচয়ঃ।
দেহান্তর্মনসস্তদ্বৎ স্বপ্নাদ্রিপুররাজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
অঙ্কুরস্য যথা পত্রলতাপুষ্পফলশ্রিয়ঃ।
মনসোস্য তথা জাগ্রৎস্বপ্নবিভ্রমভূময়ঃ ॥ ৪৬ ॥
ব্যতিরিক্তা যথাহেম্নো ন হেমবনিতা তথা।
জাগ্রৎস্বপ্নক্রিয়ালক্ষ্মীর্ব্যতিরিক্তা ন চেতসঃ ॥ ৪৭ ॥
ধারাকণোর্ম্মিফেনশ্রীর্যথা সংলক্ষ্যতেম্ভসঃ।
তথা বিচিত্রবিভবা নানাত্বেয়ং হি চেতসঃ ॥ ৪৮ ॥
স্বচিত্তবৃত্তিরেবেহ জাগ্রৎস্বপ্নদৃশোদিতম্।
রসাবেশাত্তুপাদত্তে শৈলূষ ইব ভূমিকাম্ ॥ ৪৯ ॥
চণ্ডালত্বং হি লবণে প্রতিভাসবশাদ্যথা।
তথেদং জগদাভোগি মনোমননমাত্রকম্ ॥ ৫০ ॥
যৎ যৎ সম্বেদ্যতে কিঞ্চিৎ তেন তেনাশু ভূয়তে।
মনোমননির্ম্মাণং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৫১ ॥

সমনুভূয়তে স্বপ্নে ইতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥
হৃদ্যেব নির্ম্মিতা অন্তঃকৃতাঃ স্বস্বকার্য্যক্ষমাশ্চ দৃশ্যন্তে ॥ ৪৩ ॥
মনঃ বিলুলিতে স্বেন বিক্ষিপ্তে আত্মনি তনোতি বিস্তারয়তি ॥ ৪৪-৪৬ ॥
হেমবনিতা স্বর্ণপ্রতিমা ॥ ৪৭ ॥
নানাত্বা নানাবৈচিত্র্যম্ ॥ ৪৮ ॥
উদিতমুদ্গমমাবির্ভাবমাদত্তে। রসোরাগঃ শৃঙ্গারাদিশ্চ তদাবেশাৎ। শৈলূষো

নানাপুরসরিচ্ছৈল-রূপতামেত্য দেহিনাম্।
তনোত্যন্তঃস্থমেবেদং জাগ্রৎস্বপ্নময়ং মনঃ ॥ ৫২ ॥
সুরত্বাদ্দৈত্যতামেত্য নাগত্বাম্নগতামপি।
প্রতিভাসবশাচ্চিত্তমাপন্নং লবণো যথা ॥ ৫৩ ॥
নরত্বাদেতি নারীত্বং পিতৃত্বাৎ পুত্রতাং গতঃ।
যথা ক্ষিপ্রং প্রতি নরঃ স্বসংকল্পাত্তথা মনঃ ॥ ৫৪ ॥
সংকল্পতঃ প্রম্রিয়তে সংকল্পাজ্জায়তে পুনঃ।
মনশ্চিরন্তনাভ্যস্তাজ্জীবতামেত্যনাকৃতি ॥ ৫৫ ॥
মনোমননসংমূঢ়-মূঢ়বাসনমাততম্।
সংকল্পাদ্যোনিমায়াতি সুখদুঃখে ভয়াভয়ে ॥ ৫৬ ॥
সুখং দুঃখঞ্চ মনসি তিলে তৈলমিব স্থিতম্।
তদ্দেশকালবশতোঘনং বা তনু বা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
তৈলং তিলস্য চাক্রান্ত্যা স্ফুটতামেতি শাশ্বতীম্।
চেতসা মননাসঙ্গাদ্ঘনীভূতে সুখাসুখে ॥ ৫৮ ॥
দেশকালাভিধানেন রাম সংকল্প এব হি।
কথ্যতে তদ্বশাদযস্মাদ্দেশকালৌ স্থিতিং গতৌ ॥ ৫৯ ॥

নটঃ। ভূমিকাঃ বেষবৈচিত্র্যম্ ॥ ৪৯ ॥ ৫২ ॥

নাগত্বাৎ গজত্বাৎ সর্পত্বাদ্বা। নগতাং বৃক্ষতাং গিরিতাং বা ॥ ৫৩ ॥

যথা পিতৃত্বাৎ পুত্রতাং গতঃ পুমান্ নরত্বান্নারীত্বমেতি তদ্বৎ ॥ ৫৪ ॥

অনাকৃতি স্বত আকারশূন্যমপি জীবতাং জীবাকারমেতি ॥ ৫৫ ॥

মননেন সম্যক্ মূঢ়া মোহাতিশয়ং প্রাপ্তা মূঢ়বাসনা যস্মিংস্তৎ। উঢ়বাসনমিতি বা ছেদঃ। যোনিং জন্মস্থানম্। মনঃ কৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে ইতি হি শ্রুতিঃ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

আক্রান্ত্যা যন্ত্রনিষ্পীড়নেন। চেতসোন্তর্ঘনীভূতে সুখাসুখে মননাসঙ্গাৎ স্ফুটতাম্ ইতোগচ্ছত ইতি বচনবিপরিণামেনানুষঙ্গঃ ॥ ৫৮ ॥

ননু দেশকালকর্ম্মবিষয়বৈচিত্র্যাদেব সুখদুঃখাদিবৈচিত্র্যং প্রসিদ্ধং তৎ কথং

প্রশাম্যত্যুল্লসত্যেতি যাতি নন্দতি বল্গতি।
মনঃ শরীরসংকল্পে ফলিতে ন শরীরকম্ ॥ ৬০ ॥
নানাস্ফারসমুল্লাসৈঃ স্বসংকল্পোপকল্পিতৈঃ।
মনোবল্গতি দেহেস্মিন্ সাধ্বীবান্তঃপুরাজিরে ॥ ৬১ ॥
চাপলে প্রসরস্তস্মাদন্তর্যেন ন দীয়তে।
মনোবিলয়মাদত্তে তস্যালান ইব দ্বিপঃ ॥ ৬২ ॥
ন স্পন্দতে মনো যস্য শস্ত্রস্তম্ভ ইবোত্তমঃ।
সদ্বস্তুতোসৌ পুরুষঃ শিষ্টাঃ কর্দ্দমকীটকাঃ ॥ ৬৩ ॥
যস্যাচপলতাং যাতং মন একত্র সংস্থিতম্।
অনুত্তমপদেনাসৌ ধ্যানেনানুগতোনঘ ॥ ৬৪ ॥
সংযমাম্মনসঃ শান্তিমেতি সংসারবিভ্রমঃ।
মন্দরেঽস্পন্দতাং যাতে যথা ক্ষীরমহার্ণবঃ ॥ ৬৫ ॥
মানস্যোবৃত্তয়ো যা যা ভোগসংকল্পবিভ্রমৈঃ।
সংসারবিষবৃক্ষস্য তা এবাঙ্কুরযোনয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

মননাসঙ্গাদিত্যুচ্যতে তত্রাহ দেশেতি। অল্পয়োরপি দেশকালয়োর্ম্মনসা বৈপুল্য-সংকল্পনে বৈপুল্যানুভবাৎ তুচ্ছেঽপি বিষয়ে মনসা বহুমতে রাগাতিশয়দর্শনাৎ চেতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

এবং শরীরমপি মনঃসঙ্কল্পাধীনমেবেত্যাহ প্রশাম্যতীতি। মনঃশরীরস্য সঙ্কল্পে ফলিতে সতি স্থূলং শরীরকং প্রশান্ত্যাদিবিকারভাক্ ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যে-ণেতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

মনসো নিগ্রহোপায়ং সফলং দর্শয়তি চাপলে ইতি। বিষয়ানুসন্ধানং চাপলম্ ॥ ৬২ ॥

শস্ত্রং স্তম্ভনাস্ত্রং তৎকৃতে স্তম্ভে যথা শক্রুর্ন স্পন্দতে তদ্বৎ। অসাবেব সদ্বস্তুতঃ পরমার্থতঃ পুরুষঃ ॥ ৬৩ ॥

ধ্যানেন হেতুনা অসৌ অনুত্তমপদেন অনুগতঃ সঙ্গতো ব্রহ্মীভূত এবে-ত্যর্থঃ ॥৬৪॥

অস্পন্দতামিতি চ্ছেদঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

চিত্তং চলৎকুবলয়ং বলয়ন্ত এতে
মূঢ়া মহাজড়জবে মদমোহমন্দাঃ।
আবর্ত্তবর্ত্তিনি বিলূনবিশীর্ণচিন্তা
চক্রভ্রমে পুরুষতুর্ভ্রমরাঃ পতন্তি ॥ ৬৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চিত্তবর্ণনং নাম দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

মদমোহমন্দা এতে পুরুষতুর্ভ্রমরাশ্চিত্তরূপং চলৎ কুবলয়ং সংসারদুর্নদী-প্রবাহমানোৎপলং বলয়ন্তঃ সম্বেষ্ট্য ভ্রমন্তঃ সন্তো মহাজড়জবে লড়য়োরভেদাৎ মহাজাড্যপ্রবাহরূপজলবেগে বাত্যাবর্ত্তবদ্বর্ত্তিনি পরিবর্ত্তমানে প্রবলচিন্তান্তরেণ বিলূনা চিরং নৈষ্ফল্যাৎ দেহেন সহ বিশীর্ণা চ যা চিন্তা তল্লক্ষণে চক্রভ্রমে চক্র-সদৃশে আবর্ত্তে পতন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অস্য চিত্তমহাব্যাধেশ্চিকিৎসায়া মহৌষধম্ ।
স্বায়ত্তং শৃণু বক্ষ্যামি সাধু সুস্বাদু নিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥
স্বেনৈব পৌরুষেণাশু স্বসংবেদনরূপিণা ।
যত্নেন চিত্তবেতালস্ত্যক্ত্বেষ্টং বস্তু জীয়তে ॥ ২ ॥
ত্যজন্নভিমতং বস্তু যস্তিষ্ঠতি নিরাময়ঃ ।
জিতমেব মনস্তেন কুদন্ত ইব দন্তিনা ॥ ৩ ॥
স্বসংবেদনযত্নেন পাল্যতে চিত্তবালকঃ ।
অবস্তুতোবস্তুনি চ যোজ্যতে বোধ্যতেপি চ ॥ ৪ ॥
শাস্ত্রসংসঙ্গধীরেণ চিন্তাতপ্তমতাপিনা ।
ছিন্ধি ত্বমায়সেনায়ো মনসৈব মনোমুনে ॥ ৫ ॥

যত্নাদভিমতত্যাগ স্ত্যাগোহস্তামমত্বয়োঃ ।
অত্র চিত্তজয়োপায়শ্চৈকাগ্র্যঞ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

স্বায়ত্তং স্বাধীনম্ । অবশ্যং সাধয়তি পুরুষার্থমিতি সাধু ॥ ১ ॥

ইষ্টং রাগবিষয়ং বাহ্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা স্বসম্বেদনং স্বাত্মমাত্রাকারবৃত্তিধারা তদ্রূপিণা পৌরুষেণ যত্নেন জীয়তে ॥ ২ ॥

তত্রেষ্টত্যাগঃ প্রথমপীঠিকা দৃঢ়াকার্যোত্যাশয়েনাহ ত্যজন্নিতি । অভিমতং ইষ্টম্ । নিরাময়োরাগাদিচিত্তরোগশূন্যঃ ॥ ৩ ॥

পাল্যতে রাগচাপলাদিরোগচিকিৎসয়া রক্ষ্যতে । অবস্তুতঃ প্রত্যাহৃত্যেতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

চিন্তালক্ষণে বহ্ন্যাবাতপ্তং মনোরূপম্ অয়ঃ অতপ্তেন শাস্ত্রতাপেন মনস্যৈবায়সা সাধনেন ছিন্ধি ॥ ৫ ॥

অযত্নেন যথা বাল ইতশ্চেতশ্চ যোজ্যতে।
ভাবৈস্তথৈব চেতোন্তঃ কিমিবাত্রাস্তি দুষ্করম্ ॥ ৬ ॥
সৎকর্ম্মণি সমাক্রান্ত-মুদর্কোদয়দায়িনি।
স্বপৌরুষেণৈব মনশ্চেতনেন নিয়োজয়েৎ ॥ ৭ ॥
স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম্।
যস্য দুষ্করতাং যাতং ধিক্ তং পুরুষকীটকম্ ॥৮॥
অরম্যং রম্যরূপেণ ভাবয়িত্বা স্বসংবিদা।
মল্লেনেব শিশুশ্চিত্তমযত্নেনৈব জীয়তে ॥ ৯ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন চিত্তমাশ্বেব জীয়তে।
অচিত্তেনাপ্রযত্নেন পদং ব্রহ্মণি দীয়তে ॥ ১০ ॥
স্বায়ত্তঞ্চ সুসাধ্যঞ্চ স্বচিত্তাক্রান্তিমাত্রকম্।
শক্নুবন্তি ন যে কর্ত্তুং ধিক্ তান্ পুরুষজম্বুকান্ ॥ ১১ ॥
স্বপৌরুষৈকসাধ্যেন স্বেপ্সিতত্যাগরূপিণা।
মনঃপ্রশমমাত্রেণ বিনা নাস্তি শুভা গতিঃ ॥ ১২ ॥
মনোমারণমাত্রেণ সাধ্যেন স্বাত্মসম্বিদা।
নিঃসপত্নমনাদ্যন্ত-মনিঙ্গনমিহোচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ভাবৈর্লালনভীষণাদ্যুপায়ৈঃ ॥ ৬ ॥

সৎকর্ম্মণি সমাধ্যভ্যাসলক্ষণে সমাক্রান্তমুপক্রান্তম্। চেতনেন চিদাত্মনা নিয়োজয়েদেকীকুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

অবিরক্তান্ নিন্দতি স্বায়ত্তমিতি। স্বেপ্সিতস্য ত্যাগস্তদ্বিষয়বেদনং বৈরাগ্য-বৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

অরম্যং বিষয়জাতং পরমার্থরম্যব্রহ্মরূপেণ ভাবয়িত্বা ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মণি পদমঙ্ঘ্রির্দীয়তে ব্রহ্ম প্রাপ্যত ইতি যাবৎ ॥ ১০ ॥

স্বচিত্তস্য আক্রান্তির্নিগ্রহস্তাবন্মাত্রম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

স্বাত্মসম্বিদা স্বাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ নিঃসপত্নং স্বসাম্রাজ্যসুখবিরোধি-

ইপ্সিতাবেদনাখ্যাত্তু মনঃপ্রশমনাদৃতে।
গুরূপদেশশাস্ত্রার্থমন্ত্রাদ্যা যুক্তয়স্তৃণম্ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
অসঙ্কল্পনশস্ত্রেণ ছিন্নচিত্তং গতং যদা ॥ ১৫ ॥
স্বসম্বেদনসাধ্যেঽস্মিন্ সংকল্পানর্থশাসনে।
শান্তায়ামত্র বপুষি পুংসঃ কৈব কদর্থনা ॥ ১৬ ॥
নূনং দৈবমনাদৃত্য মূঢ়সঙ্কল্পকল্পিতম্।
পুরুষার্থেন সংবিত্ত্যা নয় চিত্তমচিত্ততাম্ ॥ ১৭ ॥
তাং মহাপদবীমেকাং কামপ্যধিগতং চিরম্।
চিত্তং চিদ্ভক্ষিতং কৃত্বা চিত্তাদপি পরোভব ॥ ১৮ ॥
ভব ভাবনয়া যুক্তো যুক্তঃ পরময়া ধিয়া।
ধারয়াত্মানমব্যগ্রো গ্রস্তচিত্তং ততঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য নীত্বা চিত্তমচিত্ততাম্।

মোহাদিশত্রুরহিতম্ অতএবানিঙ্গনমচলমনাদ্যন্তং স্বারাজ্যসুখমিহাস্মিন্নেব জীবন্মুক্তদেহে উচ্যতাং নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞায়তামিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ঈপ্সিতস্য বাহ্যবিষয়স্যাবেদনমনবভাসঃ। ঈপ্সিতস্য মোক্ষসুখস্য আবেদনং নিবেদনসাধনং তদাখ্যাদ্বা। যুক্তয়ঃ সাধনানি। নাত্র গুরূপদেশনিন্দায়াং তাৎপর্য্যং কিন্তু মনঃস্তুতৌ ॥ ১৪ ॥

গতং সহ মূলেনোচ্ছিন্নং যদেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সঙ্কল্পরূপস্য অনর্থস্য শাসনে নিগ্রহে শান্তায়াং শান্ত্যাদিসাধনসম্পন্নায়াং জীবন্মুক্তৌ অত্র বপুষি অধিকারিশরীরে কদর্থনা ক্লেশঃ ॥ ১৬ ॥

নন্থু দৈবপ্রাতিকূল্যে কথং কার্য্যসিদ্ধিস্তত্রাহ নূনমিতি ॥ ১৭ ॥

অচিত্ততানয়নে ক উপায়স্তমাহ তামিতি। চিত্তং চিরং তাং মহাপদবীং ব্রহ্মরূপতামধিগতং প্রাপ্তং কৃত্বা অন্তে সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যাবির্ভূতচিতা সমনস্কাবিদ্যা-বাধাৎ চিদ্ভক্ষিতং কৃত্বা চিত্তাদপি পরঃ পূর্ণচিন্মাত্ররূপোভবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র প্রথমং চিন্মাত্রভাবনয়া যুক্তো ভব তৎস্থৈর্য্যার্থং পরময়া অতিসাবধা-

তাং মহাপদবীমেহি যত্র নাশো ন বিদ্যতে ॥ ২০ ॥
সংবেদনবিপর্য্যাস-রূপিণী ধীরিবাচলা।
জেতুমাশু মনোরাম পৌরুষেণৈব শক্যতে ॥ ২১ ॥
অনুদ্বেগঃ শ্রিয়োমূলমনুদ্বেগাৎ প্রবর্ত্ততে।
জন্তোর্মনোজয়ো যেন ত্রিলোকীর্বিজয়স্তৃণম্ ॥ ২২ ॥
ন শস্ত্রদলনোৎপাত-পাতা যস্যাং মনাগপি।
স্বভাবমাত্রব্যাবৃত্তৌ তস্যাং কৈব কদর্থনা ॥ ২৩ ॥
অপি স্ববেদনাক্রান্তৌ ন শক্তা যে নরাধমাঃ।
কথং ব্যবহরিষ্যন্তি ব্যবহারদশাসু তে ॥ ২৪ ॥
পুমান্ মৃতোহস্মি জাতোহস্মি জীবামীতি কুদৃষ্টয়ঃ।
চেতসোবৃত্তয়োভান্তি চপলস্যাসদুত্থিতাঃ ॥ ২৫ ॥
ন কশ্চনেহ ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন।
স্বয়ং বেত্তি মৃতং স্বস্য লোকমন্যং স্বকং মনঃ ॥ ২৬ ॥

নয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো ভব। ততোগ্রস্তচিত্তং ততশ্চিত্তাৎ পরমাত্মানং ধারয় স্থাপয় নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

যথা দিঙ্মোহে অচলা স্থিরাপি চলা তথা প্রতীচ্যাং প্রাচীতি সম্বেদনবিপর্য্যা-সধীর্ব্বিবেকস্থৈর্য্যলক্ষণেন পুরুষপ্রযত্নেন জেতুং শক্যতে তদ্বন্মনোপীত্যর্থঃ ॥২১॥

চিরং মনোনিগ্রহে প্রবৃত্তস্যোদ্বেগাৎ তৎপরিত্যাগোমাভূদিতি তদুৎসাহং বর্দ্ধয়ন্নাহ অনুদ্বেগ ইতি। শ্রিয়ো রাজ্যাদিসম্পদোমূলম্। দৃষ্টান্তার্থমিদম্। মনোজয়ঃ প্রবর্ত্ততে সিদ্ধ্যতীতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীসুখে যুদ্ধে শস্ত্রদলনকদর্থনা স্বর্গসুখে উৎপাতো মৃত্বা ঊর্দ্ধগমনং ততঃ পাত ইতি কদর্থনা মনোজয়সুখে তু ন কাপীত্যাহ ন শস্ত্রেতি ॥ ২৩ ॥

স্বস্য বেদনং মনঃ। করণে ল্যুট্। তস্যাক্রান্তৌ নিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

সমাধিসুপ্ত্যাদৌ জন্মমরণাদিদুঃখানামননুভবাদ্ব্যবহারকালে মনোবৃত্তিপূর্ব্ব-কমেব তদনুভবাচ্চ মনোবৃত্তিমাত্রত্বং সংসারস্যেতি দর্শয়তি পুমানিত্যাদিনা। অসত্য এবোত্থিতাঃ। কর্ম্মধারয়ত্বাৎ পূর্ব্বপদং পুংবৎ ॥ ২৫ ॥

ইতোযাতি পরং লোকং স্ফুরত্যন্ততয়া মনঃ।
তত্তস্যৈত্যেতদামোক্ষ মতোমৃতিভয়ং কুতঃ॥ ২৭॥
ইহ লোকে ন বিচরন্ত্বিহ লোকে পরত্র চ।
চিত্তমামোক্ষমাস্তেঽস্য রূপমন্যন্ন বিদ্যতে॥ ২৮॥
মৃতে ভ্রাতরি ভৃত্যাদৌ ক্লেশ আক্রিয়তেঽমৃতঃ।
তৎ স্বচিত্তং স্বচৈতন্য-ব্যাবৃত্তাত্মেতি মে মতিঃ॥ ২৯॥
সতি পথ্যে ততে শুভ্রে চিত্তোপশমনাদৃতে।
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ভূয়োভূয়োবিচারিতম্॥ ৩০॥
যাবন্নাস্তি কিলোপায়শ্চিত্তোপশমনাদৃতে।
ঋতে তথ্যে ততে শুভ্রে বোধে হৃদ্যুদিতে সতি॥ ৩১॥

অসত্ত্বমেব দশয়তি ন কশ্চনেতি॥ ২৬॥ ২৭॥

ইহ লোকে ইহ লোকেন ইহ লোকাত্মনা বিচরতু ভ্রামাতু পরত্র পর-লোকে চ পরলোকভাবেনেতি শেষঃ। তথাপি চিত্তমেব তথা তথা আস্তে। অস্য সংসারস্য চিত্তাদন্যদ্রূপং ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

এবং চ শোকাদয়োপ্যাত্মচৈতন্যব্যাবৃত্তচিত্তমাত্রধর্ম্মা ইত্যাহ মৃতে ইতি। ক্লেশঃ শোকঃ। নির্ব্বিকারস্বচৈতন্যা ব্যাবৃত্তাত্মবিভক্তং স্ববিকাররূপং স্বচিত্তমেব ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

অতঃ পরমাত্মনি সমূলচিত্তনাশ এব মুক্ত্যুপায়ো নান্য ইতি পরিশেষয়নুপ-সংহরতি সতীত্যাদিনা। সতি অন্যনিরপেক্ষসত্তাকে পথ্যে সর্ব্বহিতে শুভ্রে মায়ামালিন্যরহিতে ঋতে প্রমাণমূর্দ্ধন্য শ্রুতিবোধিতে পরমাত্মনি চিতোভাবশ্চিত্তা তয়া উপশমনাৎ তদ্ভাবমাত্রপরিশেষলক্ষণাৎ চিত্তস্যোপশমনাৎ ঋতে বিনা মুক্তেরুপায়োঽন্যো নাস্তি। যাবদিত্যবধারণে। নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। এতদূর্দ্ধমূর্দ্ধ-লোকেষু অধস্তাৎ পাতালাদিলোকেষু তির্য্যক্ পরিতো দ্বীপান্তরেষু চ তত্ত্বদর্শি-ভির্ব্বিচার্য্য নির্দ্ধারিতমিতি উত্তরেণ সহান্বয়ঃ॥ ৩০॥

মনোবিলয়ে চ সমাধিপরিপাকপরিষ্কৃতে মনস্যপরোক্ষতয়া আবির্ভূতব্রহ্মা-ত্মকবোধ এবোপায় ইত্যাশয়েনাহ ঋতে তথ্যে ইতি। তথ্যে অবাধ্যে॥৩১॥

মনোবিলয়মাত্রেণ বিশ্রান্তিরুপজায়তে ।
ব্যায়তে হৃদয়াকাশে চিতি চিচ্চক্রধারয়া ॥ ৩২ ॥
মনোমারয় নিঃশঙ্কং ত্বাং প্রবধ্নন্তি নাধয়ঃ ।
যদি রম্যমরম্যত্বে ত্বয়া সম্বিদিতং বিদা ॥ ৩৩ ॥
ছিন্নান্যেব তদঙ্গানি চিত্তস্যেতি মতির্মম ।
অয়ং সোহমিদং তন্ম এতাবন্মাত্রকং মনঃ ॥ ৩৪ ॥
তদভাবনমাত্রেণ দাত্রেণেব বিলূয়তে ।
ছিন্নাভ্রমণ্ডলং ব্যোম্নি যথা শরদি ধূয়তে ॥ ৩৫ ॥
বাতেনাকল্পনেনৈবং তথা তদ্‌ধূয়তে মনঃ ।
ভবন্তি যত্র শস্ত্রাগ্নিপবনাস্তত্র ভীর্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
স্বায়তে মৃদুনি স্বচ্ছে কিমসঙ্কল্পনে ভয়ম্ ।
ইদং শ্রেয় ইদং নেতি সিদ্ধমাবালমক্ষতম্ ॥ ৩৭ ॥
বালং পুত্রমিবোদারে মনঃ শ্রেয়সি যোজয়েৎ ।

ব্যায়তে অত্যন্তবিস্তীর্ণে হৃদয়াকাশে দহরাকাশরূপে ব্রহ্মচিতি চরমবৃত্তীদ্ধচিল্লক্ষণয়া চক্রধারয়া মনোমারয়েতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥

আধয়ো মানসদুঃখানি ত্বাং ন প্রবধ্নন্তি ন বন্ধয়িষ্যতি। আপাতরম্যেষু বিষয়েষু দোষানুসন্ধানেন অরম্যতাদর্শনং প্রথমং সম্পাদ্যমিত্যাশয়েনাহ যদীতি ॥ ৩৩ ॥

মনসশ্ছেদ্যাঙ্গান্যুক্ত্বা শরীরমাহ অয়ং সোহমিতি। অয়ং দৃশ্যমানঃ সঃ পিত্রা উৎপাদিতো দেহঃ অহং ইদং দেহসম্বন্ধি গৃহক্ষেত্রাদি তৎ প্রাক্ পিত্রাদ্যর্জিতং মে মদীয়ম্ ইতি যো ভ্রম এতাবন্মাত্রকম্ এতাবচ্ছরীরকং মন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

বাতেন যথা ছিন্নাভ্রমণ্ডলং ধূয়তে নিরস্যতে তথা এবং প্রাগুক্তেনাহহং মমেত্যকল্পনেন মনোধূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মৃদুনি অকঠিনে অনায়াসসাধ্যে ইতি যাবৎ। সিদ্ধং প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৭ ॥

কিং প্রসিদ্ধং তদাহ বালমিতি। অক্ষয়ং ক্ষেতুমশক্যম্ অনবম্ অবালম্

অক্ষয়ং চানবং চেতঃ সিংহং সংস্থিতিবৃংহণম্ ॥
ঘ্নন্তি যে তে জয়ন্তীহ নির্ব্বাণপদদায়িনঃ ॥ ৩৮ ॥
ভীমাঃ সদ্ভ্রমদায়িন্যঃ সঙ্কল্পকদনাদিমাঃ ।
বিপদঃ সম্প্রসূয়ন্তে মৃগতৃষ্ণা মরাবিব ॥ ৩৯ ॥
কল্পান্তপবনা বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবাঃ ।
তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ ॥ ৪০ ॥
মনোবীজাৎ সমুদ্যন্তি সুখদুঃখে শুভাশুভে ।
সংসারখণ্ডকা এতে লোকসপ্তকপল্লবাঃ ॥ ৪১ ॥
অসঙ্কল্পনমাত্রৈকসাধ্যে সকলসিদ্ধিদে ।
অসংকল্পনসাম্রাজ্যে তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপদঃ ॥ ৪২ ॥
প্রযচ্ছত্যুত্তমানন্দং ক্ষীয়মাণং মনঃ ক্রমাৎ ।
কাষ্ঠক্ষীণাঙ্গকাঙ্গারো যথাঙ্গারক্ষয়ার্থিনঃ ॥ ৪৩ ॥
অপি ব্রহ্মকুটীলক্ষং মনসশ্চেৎ সমীহিতম্ ।
তদণোরন্তরে ব্যক্তং বিভক্তং পরিদৃশ্যতে ॥ ৪৪ ॥

চেতোলক্ষণং সিংহং যে ঘ্নন্তি তে জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে । অন্যেভ্যোঽপি নির্ব্বাণপদদায়িনো ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

মন এব মহাভয়ং মনোজয় এবাভয়প্রাপ্তিরিত্যাহ ভীমা ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩৯-৪০

খণ্ডকা বনখণ্ডাঃ ॥ ৪১ ॥

অবষ্টব্ধমবলম্বিতং তৎ পরমাত্মপদসিংহাসনং যেন তথাবিধঃ সন্ অসঙ্কল্পন-সাম্রাজ্যে তিষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

নন্বসঙ্কল্পনমাত্রেণ কথং মনঃক্ষয়ানন্দসিদ্ধিস্তত্র দৃষ্টান্তমাহ কাষ্ঠেতি । যথা অঙ্গারক্ষয়ার্থিনো জ্বলদঙ্গারনাশেন তাপোপশমসুখার্থিনঃ পুরুষস্য কাষ্ঠাপসরণেন ক্ষীণাঙ্গকঃ ক্রমাৎ ভস্মীভাবাপন্নাবয়বঃ সোঽঙ্গারস্তাপোপশমনানন্দং প্রযচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সঙ্কল্পবৃদ্ধৌ ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণামপি চিদণূদরে কল্পনা সম্পাদ্যত ইত্যাহ অপীতি । ব্রহ্মকুটীনাং ব্রহ্মাণ্ডানাম্ । সমীহিতং সঙ্কল্পৈরভিলষিতং চেৎ ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কল্পমাত্রবিভবেন কৃতান্যনর্থং
সঙ্কল্পমাত্রবিভবেন সুসাধিতার্থম্।
সন্তোষমাত্রবিভবেন মনোবিজিত্য
নিত্যোদিতেন জয়মেহি নিরীপ্সিতেন ॥৪৫॥
পরমপাবনয়া বিমলস্তয়া
সমতয়া মতয়াত্মবিদামপি।
শমিতয়া মিতয়াস্তরহস্তয়া
যদবশিষ্টমজং পদমস্তু তৎ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকিয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানে চিত্তচিকিৎসা নাম
একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১১১॥

সঙ্কল্পমাত্রলক্ষণেন স্ববিভবেন সুসাধিতা ব্রহ্মাণ্ডকোট্যাদিপদার্থা যেন অত-এব সঙ্কল্পমাত্রবিভবেনৈব কৃতা অত্যনর্থা জন্মমরণনিরয়াদয়ো যেন তৎ তথাবিধং মনো নিত্যোদিতেন নিরন্তরভাবিতেন নিরীহিতেন নিঃসঙ্কল্পেন সন্তোষমাত্র-বিভবেন বিজিত্য বিজয়ং সর্ব্বোৎকর্ষং এহি প্রাপ্নুহি ॥ ৪৫ ॥

আত্মবিদাং মতয়া সম্মতয়া সমতয়া অবৈষম্যবৃত্ত্যা শমিতয়া নিরস্তয়া অমি-তয়া বহ্ব্যা অহন্তয়াপি অন্তঃ যৎ অজং জন্মাদিবিকারশূন্যং পদমবশিষ্টং তদেব তবাস্তু প্রাপ্যমিতি। আশিষি লোট্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যস্মিংস্তস্মিন্ পদার্থে হি যেন তেন যথা তথা ।
তীব্রসংবেগসম্পন্নং মনঃ পশ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১ ॥
জায়তে ম্রিয়তে চৈষা মনসস্তীব্রবেগিতা ।
সৌম্যাম্বুবুদ্বুদালীব নির্নিমিত্তা স্বভাবতঃ ॥ ২ ॥
শীততা তুহিনস্যেব কজ্জলস্যেব কৃষ্ণতা ।
লোলতা মনসোরূপং তীব্রা তীব্রৈকরূপিণী ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ ।

কথমস্যাতিলোলস্য বেগোবেগৈককারণম্ ।
চলতামনসো ব্রহ্মন্ বলতোবিনিবার্য্যতে ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

নেহ চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে ।
চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্মোবহ্নের্দ্ধর্ম্মোযথোষ্ণতা ॥ ৫ ॥

অত্র চিত্তক্ষয়োপায়ো বাসনাত্যাগ ঈর্য্যতে ।
চিন্মাত্রবাসনাভ্যাসাৎ তদেকদৃঢ়নিশ্চয়াৎ ॥ ১ ॥

বাসনাক্ষয়ার্থং দ্বৈতবিষয়ে মনসস্তীব্রবেগো নিরোদ্ধব্যশ্চিন্মাত্রাকারে তু সম্পাদ্য ইতি বক্তুং মনসঃ স্বতীব্রবেগানুসারিফলসম্পাদনস্বভাবতামাহ যস্মিন্নিতি । যস্মিন্ পদার্থে যেন যেন বাঞ্ছিতেন নিমিত্তেন যথা যথা প্রকর্ষেণ মনস্তীব্রবেগাভিসম্পন্নং ভবতি তস্মিন্ পদার্থে তত্তদ্বাঞ্ছিতং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

হে সৌম্য উপেক্ষণেন জায়তে নিরোধপ্রযত্নেন ম্রিয়তে শাম্যতি । যত উৎপত্তৌ নির্নিমিত্তেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

স্বভাবত ইতি যদুক্তং তদ্বিশদয়তি শীততেতি ॥ ৩ ॥

সৈষা হি চঞ্চলা স্পন্দশক্তিশ্চিত্তত্বসংস্থিতা।
তাং বিদ্ধি মানসীং শক্তিং জগদাড়ম্বরাত্মিকাম্ ॥৬॥
স্পন্দাস্পন্দাদৃতে বায়োর্যথা সত্তৈব নোহ্যতে।
তথা ন চিত্তসত্তাস্তি চঞ্চলস্পন্দনাদৃতে ॥ ৭ ॥
যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনোমৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তোমোক্ষ উচ্যতে ॥ ৮ ॥
মনোবিলয়মাত্রেণ দুঃখশান্তিরবাপ্যতে।
মনোমননমাত্রেণ দুঃখং পরমবাপ্যতে ॥ ৯ ॥
দুঃখমুৎপাদয়ত্যুচ্চৈরুত্থিতশ্চিত্তরাক্ষসঃ।
সুখায়ানন্তভোগায় তং প্রযত্নেন পাতয় ॥ ১০ ॥
তস্য চঞ্চলতা যৈষা ত্ববিদ্যা রাম সোচ্যতে।
বাসনাপদনাম্নীং তাং বিচারেণ বিনাশয় ॥ ১১ ॥
অবিদ্যয়া বাসনয়া তয়াস্তশ্চিত্তসত্তয়া।
বিলীনয়া ত্যাগবশাৎ পরং শ্রেয়োধিগম্যতে ॥ ১২ ॥
যত্তৎ সদসতোর্মধ্যং যন্মধ্যং চিত্ত্বজাড্যয়োঃ।
তন্মনঃ প্রোচ্যতে রাম দ্বয়োর্দ্দোলায়িতাকৃতি ॥ ১৩ ॥

বেগ ইত্যস্য ব্যাখ্যা চলত্তেতি। বেগস্য তীব্রবেগস্য একং মুখ্যং কারণম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

চিত্তত্বং জগৎকারণমায়াসম্বলিতচৈতন্যং তত্র সংস্থিতা স্পন্দশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ তাং মানসীং মনোরূপেণ পরিণতাং বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

সত্তা অস্তিতা। নোহ্যতে ন বিতর্ক্যতে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

অনন্তং ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতং যথা স্যাৎ তথা ভুজ্যত ইব প্রথত ইত্যনন্তভোগায় মোক্ষসুখায় ॥ ১০ ॥

অবিদ্যা রজঃশক্তিবীজকত্বাদবিদ্যা। বাসনাপদনাম্নীমিতি। মনঃ অনোবহুব্রীহেরিতি প্রতিষেধবিষয়ে অন উপধালোপিন ইতি ঙীপ্ পাক্ষিকঃ ॥ ১১ ॥

ত্যাগবশাৎ বাহ্যবিষয়ানুসন্ধানত্যাগবলাৎ ॥ ১২ ॥

জাড্যানুসন্ধানহতং জাড্যাত্মকতয়েদ্ধয়া ।
চেতোজড়ত্বমায়াতি দৃঢ়াভ্যাসবশেন হি ॥ ১৪ ॥
বিবেকৈকানুসন্ধানাচ্চিদংশাত্মতয়া মনঃ ।
চিদেকতামুপায়াতি দৃঢ়াভ্যাসবশাদিহ ॥ ১৫ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন ত্যস্মিন্নেব পদে মনঃ ।
পাত্যতে তৎ পদং প্রাপ্য ভবত্যভ্যাসতোহি তৎ ॥১৬॥
পুনঃ পৌরুষমাশ্রিত্য চিত্তমাক্রম্য চেতসা ।
বিশোকং পদমাশ্রিত্য নিরাশঙ্কঃ স্থিরোভব ॥ ১৭ ॥
ভবভাবনয়া মগ্নং মনসৈব ন চেন্মনঃ ।
বলাদুত্তার্য্যতে রাম তদুপায়োস্তি নেতরঃ ॥ ১৮ ॥
মন এব সমর্থং বো মনসোদৃঢ়নিগ্রহে ।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাৎ রাজ্ঞোরাঘব নিগ্রহে ॥ ১৯ ॥
তৃষ্ণাগ্রাহগৃহীতানাং সংসারার্ণবরংহসি ।
আবর্ত্তৈরুহ্যমানানা, দূরে স্বং মন এব নৌঃ ॥ ২০ ॥
মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা পাশং পরমবন্ধনম্ ।
উন্মোচিতোন যেনাত্মা নাসাবন্যেন মোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

এবং বক্তব্যোপযোগিতয়া চাঞ্চল্যধর্ম্মকতাং মনসঃ সমর্থ্য বাস্তবাবাস্তবরূপ-দ্বয়াত্মকতামবাস্তবাংশহেয়তাপ্রদর্শনায় বাস্তবরূপপ্রতিষ্ঠায়া বিনাশপ্রসক্তিবারণায় চাহ নত্বিদিতি । সদসতোর্মধ্যং নিগুণীভাবরূপমন্তরালম্ । অতএবান্যতররূপপ্রাধান্যে দোলায়িতাকৃতি অবিশ্রান্তস্থিতি ॥ ১৩ ॥

কস্মাৎ তর্হ্যেকতরকোটিবিশ্রান্তিস্তত্রাহ জাড্যেতি দ্বাভ্যাম্ । ইদ্ধয়া প্রবৃদ্ধয়া ॥ ১৪ ॥

চিদংশাত্মতয়া ইদ্ধয়েত্যনুষজ্যতে ॥ ১৫ ॥

প্রযত্নেন স্বাভাবিকেন শাস্ত্রীয়েণ বা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

তত্তত ইতরঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

দূরে উহ্যমানানাং প্রবাহ্যমাণানাম্ । নৌস্তরিঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

যা যোদেতি মনোনাম্নী বাসনাবাসিতান্তরা।
তাং তাং পরিহরেৎ প্রাজ্ঞস্ততোঽবিদ্যাক্ষয়োভবেৎ ॥২২॥
ভোগৌঘবাসনাং ত্যক্ত্বা ত্যজ ত্বং ভেদবাসনাম্।
ভাবাভাবৌ ততস্ত্যক্ত্বা নির্ব্বিকল্পঃ সুখী ভব ॥ ২৩ ॥
অভাবনং ভাবনায়াস্ত্বেতাবান্ বাসনাক্ষয়ঃ।
এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যানাশ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥
যদযৎ সম্বেদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাসম্বেদনং পরম্।
অসম্বিত্তিস্তু নির্ব্বাণং দুঃখং সম্বেদনাদ্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
স্বেনৈব তৎ প্রযত্নেন পুংসঃ সংবেদ্যতে ক্ষণাৎ।
ভাবস্যাভাবনং ভূত্যৈ তত্তস্মান্নিত্যমাহরেৎ ॥ ২৬ ॥
রাগাদয়ো যে মনসীপ্সিতাস্তে
বুদ্ধ্বেহ তাংস্তাংস্ত্বমবস্তুভূতান্।

মনোনাম্নী বাহ্যার্থমননাভিধানা। ঙীপ্ প্রাগ্বৎ। পরিহরেৎ মিথ্যাত্বা-নুসন্ধানেন নিরস্যেৎ। যথা ঐন্ধ্যে ক্ষীণে বহ্নিঃ শাম্যতি তদ্বৎ বাসনাক্ষয়ে সহ মনসাঽবিদ্যা ক্ষীয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

বাসনাত্যাগে ক্রমমাহ ভোগৌঘেতি। ভাবাভাবৌ চিত্তচেত্যৌ। কল্পনা-ব্যুৎক্রমেণ ত্যাগ ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

চিত্তচেত্যত্যাগেপি তদ্দ্বৈতজ্ঞানপরিশেষমাশঙ্ক্যাহ অভাবনমিতি। ন ভাব্যতে পূর্ণতয়ানুভূয়তে যেনাঽবিদ্যাবরণেন তদবিদ্যাবরণং ভাবনায়াস্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাৎ হেতোস্ত্যক্ত্বা সুখীভবেত্যনুষজ্জতে ॥ ২৪ ॥

অথবা সাক্ষাচ্চিত্তদ্বারা বা যদযৎকিঞ্চিৎ সাক্ষিণা সম্বেদ্যতে তত্র তত্র সম্বেদ্যতায়া অসম্বেদনং পরমুৎকৃষ্টমনোনাশনির্ব্বাণমিতি সংক্ষেপ ইত্যাহ যদ্যদিতি ॥ ২৫ ॥

তচ্চ বেদ্যাবেদনং পুরুষপ্রযত্নাৎ ভবতীত্যাহ স্বেনেতি। ভাবস্যাভাবনং বেদ্যস্যাবেদনম্। তৎ স্বপ্রযত্নং নিত্যমাহরেদভ্যসেৎ ॥ ২৬ ॥

উক্তমনূদ্যোপসংহরতি রাগাদয় ইতি। তে তব মনসি যে যে রজস্তে

ত্যক্ত্বা তদাস্থাঙ্কুরমস্তবীজং
মা হর্ষশোকং সমুপৈহি তৃপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মুখরবেণোপদেশাংশকথনং নাম
দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

যেষু তে রাগা বিষয়াঃ। আদিপদাৎ তদুপায়া ঈপ্সিতাস্তাং স্তাংস্ত্বমনর্থভূতান্ বুদ্ধ্বা তে রাগাদয়ঃ আস্থাঙ্কুরা বীজমুখনির্গচ্ছদঙ্কুরকল্পা যস্য তৎ তথাবিধং মনোপি অস্তবীজং অজ্ঞানবাসনাবীজৈঃ সহ ত্যক্ত্বা পূর্ণাত্মানুভবামৃততৃপ্তঃ সন্ হর্ষশোকং মা সমুপৈহি। "মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতীতি" শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥
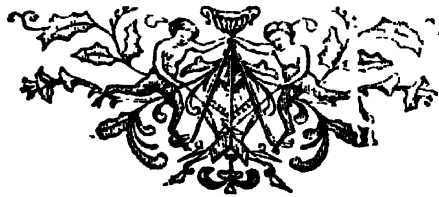
ত্রয়দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এষা হি বাসনা নিত্যমসত্যৈব যদুত্থিতা।
দ্বিচন্দ্রভ্রান্তিবত্তেন ত্যক্তুং রাঘব যুজ্যতে ॥ ১ ॥
অবিদ্যা বিদ্যমানেব নষ্টপ্রজ্ঞেষু বিদ্যতে।
নাম্নৈবাঙ্গীকৃতা ভাবাৎ সম্যক্প্রজ্ঞেষু সা কুতঃ ॥ ২ ॥
মা ভবাজ্ঞো ভব প্রাজ্ঞঃ সম্যক্ রাম বিচারয়।
নাস্ত্যেবেন্দুর্দ্বিতীয়ঃ খে ভ্রান্ত্যা সংলক্ষ্যতে মুধা ॥ ৩ ॥
নাত্র তত্ত্বাদৃতে কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বস্ত্ববস্তু চ।
ঊর্ম্মিমালিনি বিস্তীর্ণে বারিপূরাদৃতে যথা ॥ ৪ ॥
স্ববিকল্পাদৃতে নৈতান্ ভাবাভাবানসন্ময়ান্।
নিত্যে সিতে ততে শুদ্ধে মা সমারোপয়াত্মনি ॥ ৫ ॥
নাসি কর্ত্তা কিমেতাসু ক্রিয়াসু মমতা তব।

সর্ব্বদুর্ব্বাসনোচ্ছেদী বিচারৈর্ব্বিবিধৈর্ভৃতঃ।
দ্বৈতমিথ্যাত্বধীরূঢ়স্তত্ত্ববোধোত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

যদি অতো হেতোরসত্যৈবোত্থিতা তৎ ততঃ ত্যক্তুং বাধিতুং যুজ্যতে ॥১॥

নষ্টপ্রজ্ঞেষু বিবেকবিজ্ঞানশূন্যেষু বিদ্যমানা পরমার্থসত্যেব দৃঢ়তরা বিদ্যতে। সম্যক্প্রজ্ঞেষু তু অভাবাদপরমার্থত্বান্নাম্নৈবাঙ্গীকৃতা বন্ধ্যাপুত্রবৎ। অতঃ সা কুতঃ ॥ ২ ॥

অতস্তত্ত্বজ্ঞতামেব বিচারেণ সম্পাদয়েত্যাহ মা ভবেতি ॥ ৩ ॥

তত্ত্বাৎ পরমাত্মনঃ। বস্তু ভাবঃ। অবস্তু অভাবঃ ॥ ৪ ॥

অসিতে দেহাদিবন্ধনশূন্যে। ষিঞ্ বন্ধনে ক্তঃ ॥ ৫ ॥

একস্মিন্ বিদ্যমানে হি কিং কেন ক্রিয়তে কথম্ ॥৬॥
মা বা কর্ত্তা ভব প্রাজ্ঞ কিমকর্ত্তৃতয়েহিতে।
সাধ্যং সাধ্যমুপাদেয়ং তস্মাৎ স্বস্থোভবানঘ ॥ ৭ ॥
কর্ত্তা সংস্ত্বমসক্তত্বাৎ ভাবাভাবে রঘূদ্বহ।
অসক্তত্বাদকর্ত্তাপি কর্ত্তৃবৎ স্পন্দনং কুতঃ ॥ ৮ ॥
সত্যং স্যাচ্চেদুপাদেয়ং মিথ্যা স্যাদ্ধেয়মেব চেৎ।
উপাদেয়ৈকসক্তত্বাৎ যুক্তাসক্তির্হি কর্ম্মণি ॥ ৯ ॥
যত্রেন্দ্রজালমখিলং মায়াময়মবস্তুকম্।
তত্র কাস্থা কথং নাম হেয়োপাদেয়দৃষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
সংসারবীজকণিকা যৈষাবিদ্যা রঘূদ্বহ।
এসা হ্যবিদ্যমানৈব সতীব স্ফারতাং গতা ॥ ১১ ॥
যেয়মাভোগিনিঃসারা সংসারারম্ভচক্রিকা।
বিজ্ঞেয়া বাসনৈষা সা চেতসোমোহদায়িনী ॥ ১২ ॥

বন্ধস্য কর্ত্তৃতামূলত্বাৎ তামেব প্রথমং ত্যজেত্যাহ নাসীতি। একস্মিন্ অদ্বিতীয়ে ন হ্যেকমাত্রকারকসাধ্যা ক্রিয়া প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অকর্ত্তা অকর্ত্তৃত্বাভিমানী চ মা ভব। অকর্ত্তৃতয়া ঈহিতে অভিমানে কৃতে উপাদেয়ং প্রাপ্যং সাধ্যং স্বযত্ননিষ্পাদ্যং কিং সাধ্যং ফলমস্তি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভাবোঽভিমানস্তদভাবে সতি অসক্তত্বাদকর্ত্তাপি এবমকর্ত্তাপি সংস্তত্রাপ্যভিমানাভাবে অকর্ত্তৃত্বেপ্যসক্তত্বাৎ কর্ত্তাপি। তর্হি কিমজ্ঞবৎ কর্ত্তাহং নেত্যাহ কর্ত্তৃবদিতি। অস্পন্দাত্মদর্শিনস্তব নাজ্ঞকর্ত্তৃবদ্দেহস্পন্দনেনাত্মস্পন্দভ্রমলক্ষণকর্ত্তৃতা প্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ক্রিয়াফলমিথ্যাত্বে কর্ম্মাসক্তিরেব ন যুক্তেতি তর্কেণাপি দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নাহ সত্যমিতি ॥ ৯ ॥

দর্শিততর্কস্য বিপর্য্যয়পর্য্যবসানং দর্শয়তি যত্রেতি। যত্র তত্রেতি শব্দৌ যর্হি তর্হীত্যর্থে ॥ ১০ ॥

চারুবংশলতেবান্তঃ শূন্যা নিঃসারকোটরা।
সরিত্তরঙ্গমালেব ন ব্যুচ্ছিন্নাপি নশ্বরী ॥ ১৩ ॥
গৃহ্যমাণাপি হস্তেন গ্রহীতুং নৈব যুজ্যতে।
মৃদ্বপ্যত্যন্ততীক্ষ্ণাগ্রা নির্ঝরোর্ম্মিরিবোত্থিতা ॥ ১৪ ॥
দৃশ্যতে প্রকরাভাসা সদর্থেনোপযুজ্যতে।
তরঙ্গিণ্যতরঙ্গাভা স্বাকারপরিনিষ্ঠিতা ॥ ১৫ ॥
ক্বচিদ্বক্রাঃ ক্বচিৎ স্পষ্টা দীর্ঘাঃ খর্ব্বাঃ স্থিরাশ্চলাঃ।
যৎপ্রসাদোদ্ভবাস্তস্মাদ্ব্যতিরেকমুপাগতাঃ ॥ ১৬ ॥
অন্তঃশূন্যাপি সর্ব্বত্র দৃশ্যতে সারসুন্দরী।
ন ক্বচিৎ সংস্থিতাপীহ সর্ব্বত্রৈবোপলক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥
জড়ৈব চিন্ময়ীবাসা-বন্যস্পন্দোপজীবিনী।
নিমেষমপ্যতিষ্ঠন্তী স্থৈর্য্যাশঙ্কাং প্রযচ্ছতি ॥ ১৮ ॥
জ্বালাবচ্ছুদ্ধবর্ণাপি মসীমলিনকোটরা।

কুত ইন্দ্রজালতেতি চেদাবিদ্যকত্বাদিত্যাহ সংসারেতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অবিদ্যারূপাং সংসারারম্ভচক্রিকামেব বিস্তরেণ বর্ণয়তি চার্ব্বিত্যাদিনা। অন্তঃশূন্যেত্যস্য বিবরণং নিঃসারকোটরেতি। মূলনাশং বিনা ব্যুচ্ছিন্নাপি ন নশ্বরী ॥ ১৩ ॥

নির্ঝরোর্ম্মিপক্ষে কূলক্রমচ্ছেদিনীত্বাৎ তীক্ষ্ণাগ্রেতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রকরঃ কার্য্যসমর্থকারণকলাপস্তদ্বদাভাসঃ প্রথা যস্যাঃ। তথাপি সদর্থে সত্যপুরুষার্থে। তরঙ্গিণীপক্ষে স্নানপানাদিসত্যার্থক্রিয়ার্থে। অতরঙ্গাভা সত্যতরঙ্গশূন্যস্বপ্নতরঙ্গিণীসদৃশী মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণীব। স্বাকারঃ প্রতীতিমাত্রশোভমান আকারস্তত্রৈব পরিনিষ্ঠিতা পরিসমাপ্তা নার্থক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

স্বাকারানেব প্রপঞ্চয়তি ক্বচিদিতি। যস্যা বর্ণ্যমানচক্রিকায়াঃ প্রসাদাৎ উদ্ভবা আবির্ভূতা ব্যতিরেকং পরস্পরভেদমুপাগতাঃ সর্ব্বপদার্থা ইতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অন্যস্পন্দং মনশ্চাঞ্চল্যমুপজীবতি তচ্ছীলা ॥ ১৮ ॥

বল্গত্যন্তপ্রসাদেন দীয়তে তদবেক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥
আলোকে বিমলে ম্লানা তমস্যপি বিরাজতে।
মৃগতৃষ্ণেব শুক্লাভা নানাবর্ণবিলাসিনী ॥ ২০ ॥
বক্রা বিষময়ী তন্বী মৃদ্বী সঙ্কটকর্কশা।
ললনাচঞ্চলা লুব্ধা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব ভোগিনী ॥ ২১ ॥
স্বয়ং দীপশিখেবাশু ক্ষীয়তে স্নেহসঙ্ক্ষয়ে।
সিন্দূরধূলিলেখেব বিনা রাগং বিরাজতে ॥ ২২ ॥
ক্ষণপ্রকাশতরলা কৃতসংস্থা জড়াশয়া।
মুগ্ধানাং ত্রাসজননী বক্রা বিদ্যুদিবোদিতা ॥ ২৩ ॥
যত্নাদ্গৃহীত্বা দহতি ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
লভ্যতেঽপি হি নান্বিষ্টা বিদ্যুদ্বদতিভঙ্গুরা ॥ ২৪ ॥
অপ্রার্থিতৈবোপনতা রমণীয়াপ্যনর্থদা।
অকালপুষ্পমালেব শ্রেয়সে নাভিনন্দিতা ॥ ২৫ ॥
অত্যন্তবিস্মৃতৈবাতিসুখায় ভ্রমদায়িনী।
দুঃস্বপ্নকলনেবেয়মনর্থায়ৈব তর্কিতা ॥ ২৬ ॥

সত্বগুণেন শুদ্ধবর্ণাপি তমসা মসীমলিনকোটরা। অন্তস্থ পরমাত্মনঃ প্রসাদেন সান্নিধ্যেন বল্গতি চলতি। তস্যাবেক্ষণাৎ সাক্ষাৎকারাৎ দীয়তে খণ্ড্যতে। দো অবখণ্ডনে ॥ ১৯ ॥

বিমলে স্বাত্মালোকে আবরকত্বাৎ ম্লানা ॥ ২০ ॥

তৃষ্ণাদিরূপেণাপি তামেবাহ বক্রেতি। সঙ্কটহেতুত্বাৎ কর্কশা। ললনেব চঞ্চলা। ভোগিনী সর্পিণী ॥ ২১ ॥

রাগং স্নেহং বিনাপি সিন্দূরধূলিলেখেব রাগবতী বিরাজতে ॥ ২২ ॥

জড়য়া আশয়া কৃতসংস্থা সম্পাদিতস্থিতিঃ। বিদ্যুৎপক্ষে ডলয়োরভেদাজ্জলস্যাশয়া মেঘে কৃতস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

দহতি সন্তাপদুঃখে পর্য্যবস্যতীতি যাবৎ। বিদ্যুৎপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

অকালপুষ্পমালাপুংপাতত্বাদনর্থদা ॥ ২৫ ॥

প্রতিভাসবশাদেষা ত্রিজগন্তি মহান্তি চ।
মুহূর্ত্তমাত্রেণোৎপাদ্য ধত্তে গ্রাসীকরোতি চ ॥২৭॥
মুহূর্ত্তো বৎসরশ্রেণী লবণস্থানয়া কৃতা।
রাত্রির্দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রস্য নির্ম্মিতা ॥ ২৮ ॥
বিয়োগিনামথান্যেষাং কান্তাবিভবশালিনাম্।
রাত্রির্ব্বৎসরবদ্দীর্ঘা ভবেত্তস্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥
সুখিতস্যাল্পতামেতি দুঃখিতস্যেতি দীর্ঘতাম্।
কালোযস্যাঃ প্রসাদেন বিপর্য্যাসৈকশীলিনাম্ ॥ ৩০ ॥
অস্যাঃ স্বসত্তামাত্রেণ কর্ত্তৃতৈতাসু বৃত্তিষু।
দীপস্যালোককার্য্যাণাং যথা তদ্বন্ন বস্তুতঃ ॥ ৩১ ॥
সনিতম্বস্তনী চিত্রে ন স্ত্রী স্ত্রীধর্ম্মিণী যথা।
তথৈবাকারচিন্তেয়ং কর্ত্তুং যোগ্যা ন কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥
মনোরাজ্যমিবাকার-ভাস্বরা সত্যবর্জিতা।
সহস্রশতশাখাপি ন কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ ॥ ৩৩ ॥
অরণ্যে মৃগতৃষ্ণেব মিথ্যৈবাড়ম্বরান্বিতা।
বিড়ম্বয়তি তান্ মুগ্ধ-মৃগানেব ন মানুষান্ ॥ ৩৪ ॥
ফেনমালেব সঞ্জাত-ধ্বস্তা বিচ্ছেদবর্জিতা।

তর্ক্কিতা পুনঃ পুনস্তর্কৈরনুসন্ধীয়মানা ॥ ২৬—২৯ ॥

বিপর্য্যাসো ভ্রমস্তদেকশীলিনাং পুংসাম্ ॥ ৩০ ॥

অবিদ্যায়া অপি ব্রহ্মণি জগদ্বিবর্ত্তারোপে সন্নিধানমাত্রেণ নিমিত্ততা ন তু পরিণামিতেতি স্বমতং দর্শয়তি অস্যা ইতি ॥ ৩১ ॥

কুতোনাস্যা কর্ত্তৃতেতি চেদযোগ্যত্বাদিত্যাহ সনিতম্বেতি। স্ত্রীধর্ম্মিণী গৃহকার্য্যকরণাদিসমর্থেতি যাবৎ। আকারচিন্তা প্রাগনুভূতার্থবাসনারূপা ইয়মবিদ্যা ॥ ৩২ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ মনোরাজ্যমিতি ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

জড়েব চঞ্চলাকারা গৃহ্যমাণা ন কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥
অটত্ব্যড্ডামরাকারা রজঃপ্রসরধূসরা ।
বলাৎ কল্পান্তবাত্যেব স্বাক্রান্তভুবনান্তরা ॥ ৩৬ ॥
ধূমালীবাঙ্গসংলগ্না দাহখেদপ্রদায়িনী ।
গর্ভীকৃতরসাক্রম্য জগন্তি পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥
ধারা জলধরস্যেব সুদীর্ঘা জলনির্ম্মিতা ।
অসারসংসারদৃঢ়া রজ্জুস্তৃণগণৈরিব ॥ ৩৮ ॥
তরঙ্গোৎপলমালেব কল্পনামাত্রবর্ণিতা ।
মৃণালীব বহুচ্ছিদ্রা পঙ্কপ্রৌঢ়া জলাত্মিকা ॥ ৩৯ ॥
জনেন দৃশ্যতে বৃদ্ধি-তৎপরা ন চ বর্দ্ধতে ।
বিষাস্বাদ ইবাপাত মধুরান্তে সুদারুণা ॥ ৪০ ॥
নষ্টা দীপশিখেবৈষা ন জানে ক্বেব গচ্ছতি ।
মিহিকেবাগ্রদৃষ্টাপি গৃহ্যমাণা ন কিঞ্চন ॥ ৪১ ॥
পাংশুমুষ্টিরিবাকীর্য্য প্রেক্ষিতা পারমাণবী ।
আকাশনীলিমেবৈষা নির্নিমিত্তৈব দৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥
দ্বিচন্দ্রমোহবজ্জাতা স্বপ্নবদ্বিহিতভ্রমা ।

সঞ্জাতধ্বস্তা উৎপন্নপ্রধ্বংসিনী । বিচ্ছেদবর্জ্জিতা প্রবাহনিত্যা । জড়া নীহারপটলীব ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

গর্ভীকৃতোরসঃ পরমাত্মা জলঞ্চ যয়া । অতএব জগন্তি আক্রম্য প্রক্রম্য পরিভূয় চ পরিবর্ত্ততে ভ্রমতি ॥ ৩৭ ॥

অসারৈঃ পেলবৈঃ সংসারৈঃ সংসরণসংস্কারৈর্দৃঢ়া । তত্র দৃষ্টান্তঃ রজ্জু-রিতি ॥ ৩৮ ॥

কবিভিঃ কল্পনামাত্রেণ বর্ণিতা তরঙ্গমালেবোৎপলমালেব চ । পঙ্কে পাপে কর্দ্দমে চ প্রৌঢ়া বৃদ্ধিমতী । জলাত্মিকা জড়াত্মিকা । লড়য়োরভেদাৎ ॥ ৩৯ ॥

বিষাস্বাদঃ সবিষমোদকাস্বাদঃ ॥ ৪০ ॥

যথা নৌযায়িনঃ স্থাণুস্পন্দস্তদ্বদিহোত্থিতা ॥ ৪৩ ॥
অনয়োপহতে চিত্তে দীর্ঘকালমিবাকুলৈঃ।
জনৈরাকল্প্যতে দীর্ঘসংসারস্বপ্নবিভ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
অনয়োপহতে স্বস্মিংশ্চিত্রাশ্চেতসি বিভ্রমাঃ।
উৎপদ্যন্তে বিনশ্যন্তি তরঙ্গাস্তোয়ধেরিব ॥ ৪৫ ॥
মনোজ্ঞমপি সত্যঞ্চ দৃশ্যতে সদসত্তয়া।
অমনোজ্ঞমসত্যঞ্চ দৃশ্যতে সত্তয়াপ্যসৎ ॥ ৪৬ ॥
পদার্থরথমারূঢ়া ভাবনৈষা বলান্বিতা।
আক্রামতি মনঃ ক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথা ॥ ৪৭ ॥
করুণা স্যন্দমানাক্ষী স্রবৎক্ষীরলবস্তনী।
ভবত্যুল্লসিতানন্দং জননী গৃহিণী যথা ॥ ৪৮ ॥
বিষীকরোতি নিঃস্যন্দসন্তর্পিতজগত্রয়ম্।
সুধার্দ্রার্দ্রমপি ক্ষিপ্রং প্রবৃদ্ধং বিম্বমৈন্দবম্ ॥ ৪৯ ॥
উন্মত্তরববেতাল নর্ত্তনারম্ভসম্ভ্রমম্।
স্থাণবঃ সম্প্রযচ্ছন্তি মূকা অপ্যেতয়ান্ধয়া ॥ ৫০ ॥

ন জানে ইতি। বাধিতস্য বাদিসহস্রৈরপি স্বরূপনিরূপণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। মিহিকা নীহারধূমপটলীব ॥ ৪১ ॥ ৪৩ ॥

ইব শব্দো মিথ্যাত্বদ্যোতকঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বস্মিন্ স্বাত্মনি অনয়া উপহতে আবরণেনাসৎপ্রায়ে কৃতে সতীত্যর্থঃ ॥৪৫॥

তস্যা বিপর্য্যাসশক্তিমাহ মনোজ্ঞমিতি। সদ্ব্রহ্ম। অসৎ জগৎ ॥ ৪৬ ॥

পদার্থা বিষয়াস্তদ্রূপং রথং তদাকারতামিতি যাবৎ। ভাবনা উদ্ভূতবাসনারূপা এষা অবিদ্যা মনঃ আক্রামতি মোহয়িত্বা বধ্নাতি ॥ ৪৭ ॥

মাতৃপত্ন্যাদিরূপতামপ্যবিদ্যৈব ধারয়তীত্যাহ করুণেতি ॥ ৪৮ ॥

নিঃস্যন্দৈরমৃতদ্রবৈশ্চন্দ্রিকাদ্যাত্মনা পরিণতৈঃ সন্তর্পিতজগত্রয়ং ঐন্দবং বিম্বমপি বিষীকরোতি ॥ ৪৯ ॥

অন্ধয়তীত্যন্ধয়া এতয়া নিমিত্তভূতয়া মূকা বাগাদিসর্ব্বকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্যা

সন্ধ্যাদিষু চ কালেষু লোষ্টপাষাণভিত্তয়ঃ ।
অস্যাঃ প্রসাদাদ্দৃশ্যন্তে সর্পাজগরদৃষ্টিভিঃ ॥ ৫১ ॥
একোপি দ্বিতয়োদেতি যথা দ্বিশশিদর্শনে ।
দূরমভ্যাশতাং যাতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ৫২ ॥
আদীর্ঘং ক্ষণতামেতি কালস্যেষ্টা যথা নিশা ।
ক্ষণো বর্ষমিবাভাতি কান্তাবিরহিণামিব ॥ ৫৩ ॥
ন তদস্তীহ যন্নাম ন করোতীয়মুদ্ধতা ।
অস্যাস্ত্বকিঞ্চনায়াস্তু শক্ততাং পশ্য রাঘব ॥ ৫৪ ॥
সংরোধয়েৎ প্রযত্নেন সম্বিদেবাশু সম্বিদম্ ।
সরিৎস্রোতোনিরোধেন শুষ্যত্যেষা মনোনদী ॥৫৫॥

রাম উবাচ ।

অবিদ্যমানয়ৈবেদং পেলবাঙ্গ্যা সুতুচ্ছয়া ।
মিথ্যাভাবনয়া নাম চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৫৬ ॥
অরূপয়া নিরাকৃত্যা চারুচেতনহীনয়া ।
অসত্যেবাপ্যনশ্যন্ত্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ ॥ ৫৭ ॥

অপি স্থাণব উন্মত্তরববেতালনর্ত্তনারম্ভসম্ভ্রমং সম্প্রযচ্ছন্তি জনয়ন্তি বনে ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

সর্পাজগরদৃষ্টিভিস্তথা তথা ভ্রান্তিভিঃ ॥ ৫১ ॥

অভ্যাশতাং সামীপ্যম্ ॥ ৫২ ॥

কালস্য সংহাররুদ্রস্যেষ্টা নিশা প্রলয়রাত্রিরিব ॥ ৫৩ ॥

অকিঞ্চনায়াঃ স্বসত্তায়ামপি দরিদ্রায়াঃ ॥ ৫৪ ॥

সম্বিদা বিবেকবুদ্ধ্যা । সম্বিদং বিষয়বুদ্ধিম্ । সংরোধফলমাহ সরিদিতি । স্রোতোনিরোধেন সরিদিবেত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্থং বিস্মাপিতো রামোঽবিদ্যাস্বরূপপর্য্যালোচনেন বিস্মিতস্তাং বর্ণয়ন্ বিস্ময়মভিনয়তি অবিদ্যমানয়ৈবেত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥

আলোকেন বিনশ্যন্ত্যা স্ফুরন্ত্যা তমসোন্তরে।
কৌশিকেক্ষণধর্ম্মিণ্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৫৮॥
কুকর্ম্মৈকান্তকারিণ্যা ন সহন্ত্যা বিলোকনম্।
দেহমপ্যবিজানন্ত্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৫৯॥
সুদীনাচারধর্ম্মিণ্যা নিত্যং প্রাকৃতকান্তয়া।
অনারতান্তং গতয়া চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৬০॥
অনন্তদুঃখাকুলয়া সদৈব মৃতয়ানয়া।
সম্বোধহীনয়া যত্র চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৬১॥
কামকোপঘনাঙ্গিন্যা তমঃপ্রসরবক্রয়া।
অচিরেণাশরীরিণ্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৬২॥
স্বাত্মান্ধরূপাস্পদয়া জড়য়া জাড্যজীর্ণয়া।
দুঃখদীর্ঘপ্রলাপিন্যা চিত্রমন্ধীকৃতং জগৎ॥ ৬৩॥
পুরুষাসঙ্গসঙ্গিন্যা রাগিণ্যা ক্রিয়য়ানয়া।
বিদ্রবন্ত্যা বিবক্ষাসু চিত্রমন্ধীকৃতঃ পুমান্॥ ৬৪॥

আকৃতেঃ পৃথক গ্রহণাৎ রূপপদং নীলাদিপরম্। অসত্যা মৃগতৃষ্ণা ন দ্যোবানশ্যন্ত্যা অশুষ্যন্ত্যা॥ ৫৭॥

কৌশিকস্যেক্ষণং চক্ষুস্তদ্ধর্ম্মিণ্যা তৎসদৃশয়া॥ ৫৮॥

ক্রিয়াশক্তিমাত্রাশ্রয়ত্বাৎ কুকর্ম্মৈকান্তকারিণ্যা জ্ঞানশক্তিশূন্যত্বাদ্দেহমপ্যবিজানন্ত্যা॥ ৫৯॥

প্রাকৃতানাং মূঢ়ানাং কান্তয়া রম্যয়া। প্রাকৃতস্য পৃথগ্জনস্য কান্তয়া ভার্য্যয়া চ। অস্তঙ্গতয়া অসত্যা তমস্তিরোহিতয়া চ॥ ৬০॥

মৃতয়া মৃতকল্পয়া॥ ৬১॥

অচিরেণ জ্ঞানোদয়ে বধে চ অশরীরিণ্যা॥ ৬২॥

স্বাত্মবিষয়ে যেহন্ধরূপা মূঢ়াস্তদাস্পদয়া। ইহ শ্লোকপঞ্চকে শ্লিষ্টৈর্ব্বিশেষণৈঃ সমাসোক্ত্যা নিশাচরী দীনা স্ত্রী কাচিদুপমা গম্যতে॥ ৬৩॥

ইতস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈস্তাং পুরুষস্য প্রাতিকূলভার্য্যাত্বেন বর্ণয়তি পুরুষেতি।

পুরুষস্থা নয়া শক্তা সোঢুমীক্ষিতমপ্যলম্ ।
তয়া স্ত্রিয়াবরণয়া চিত্রমন্ধীকৃতঃ পুমান্ ॥ ৬৫ ॥
নয়স্থাশ্চেতনৈবাস্তি যাপ্যনষ্টৈব নশ্যতি ।
তয়া স্ত্রিয়া পরুষয়া চিত্রমন্ধীকৃতঃ পুমান্ ॥ ৬৬ ॥
অনন্তদুষ্প্রসরবিলাসকারিণী
ক্ষয়োদয়োন্মুখসুখদুঃখভাগিনী ।
ইয়ং প্রভো বিগলতি কেন বাসনা
মনোগুহানিলয়নিবদ্ধবাসনা ॥ ৬৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে অবিদ্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

পুরুষস্থ আসক্তিরাসঙ্গ ঐক্যাধ্যাসঃ তেন পুরুষসঙ্গিন্যা। নানাবিচিত্রবিষয়-কল্পনক্রিয়য়া পুরুষস্থ ভোগসম্পাদনাৎ পুরুষানুরাগিণ্যা। বিবক্ষাসু স্বতন্ত্র-বিচারেষু বিদ্রবন্ত্যা ॥ ৬৪ ॥

ঈক্ষিতং সাক্ষাৎকারম্। আবৃণোতীত্যাবরণা। নন্দ্যাদিত্বকল্পনাল্ল্যুঃ ॥৬৫-৬৬

বর্ণিতাং বাসনামরীমবিদ্যামুপসংহরংস্তদুচ্ছেদোপায়ং পৃচ্ছতি অনন্তেতি। দুষ্প্রসরবিলাসা দুশ্চেষ্টাবিভ্রমাঃ। ক্ষয়োদয়োন্মুখানি মরণজন্মপ্রভৃতীনি সুখ-দুঃখানি ভাজয়তি প্রাপয়তি তচ্ছীলা। অসমা বিষমা। কেনোপায়েন বিগ-লতি নশ্যতি ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
ত্রয়দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

রাম উবাচ ।

অবিদ্যাবিভবপ্রোত্থং নিবিড়ং পুরুষস্য হি ।
মহদান্ধ্যমিদং ব্রহ্মন্ কথং নাম বিনশ্যতি ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যথা তুষারকণিকা ভাস্করালোকনাৎ ক্ষণাৎ ।
নশ্যন্ত্যেবমবিদ্যেয়ং রাঘবাত্মাবলোকনাৎ ॥ ২ ॥
তাবৎ সংসারভৃগুষু স্বাত্মনা সহ দেহিনম্ ।
আন্দোলয়তি নীরন্ধ্রদুঃখকণ্টকশালিষু ॥ ৩ ॥
অবিদ্যা যাবদস্যাস্তু নোৎপন্না ক্ষয়কারিণী ।
স্বয়মাত্মাবলোকেচ্ছা মোহসঙ্ক্ষয়দায়িনী ॥ ৪ ॥
অস্যাঃ পরং প্রপশ্যন্ত্যাঃ স্বাত্মনাশঃ প্রজায়তে ।
আতপানুভবার্থিন্যা শ্ছায়ায়া ইব রাঘব ॥ ৫ ॥
দৃষ্টে সর্ব্বগতে বোধে স্বয়মেব বিলীয়তে ।

ইহাবিদ্যাক্ষয়োপায়ঃ স্বাত্মদর্শনমুচ্যতে ।
বিশুদ্ধাত্মস্বরূপং চাসঙ্কল্লাৎ বাসনাক্ষয়ঃ ॥ ১ ॥

বাসনাক্ষয়োপায়ং পৃষ্ট্বা তন্মূলাবিদ্যাবরণক্ষয়োপায়ং পৃচ্ছতি অবিদ্যেতি॥ ১ ॥
এবং পৃষ্টোবশিষ্ঠঃ প্রথমমবিদ্যাক্ষয়োপায়মাহ যথেত্যাদিনা ॥ ২ ॥
সংসারলক্ষণেষু ভৃগুষু গিরিপ্রপাতেষু । দেহিনং দেহাভিমানিনমহঙ্কারম্ ।
আন্দোলয়ত্যধোধঃ পাতনেনাপলোড়য়তি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥
পরম্পরমাত্মানম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাশাভ্যুদিতেচ্ছায়া দ্বাদশার্কগণে যথা ॥ ৬ ॥
ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
স চাসঙ্কল্পমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি রাঘব ॥ ৭ ॥
মনাগপি মনোব্যোম্নি বাসনারজনীক্ষয়ে।
কালিমা তনুতামেতি চিদাদিত্যমহোদয়াৎ ॥ ৮ ॥
যথোদিতে দিনকরে ক্বাপি যাতি তমস্বিনী।
তথা বিবেকেভ্যুদিতে ক্বাপ্যবিদ্যা বিলীয়তে ॥ ৯ ॥
দৃঢ়বাসনয়া বন্ধো ঘনতামেতি চেতসঃ।
বলাদ্বেতালসঙ্কল্পঃ সন্ধ্যাকালে যথা শিশোঃ ॥ ১০ ॥

রাম উবাচ।

যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং সাবিদ্যা ক্ষীয়তে চ সা।
আত্মভাবনয়া ব্রহ্মন্নাত্মাসৌ কীদৃশঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেত্যানুপাতরহিতং সামান্যেন চ সর্ব্বগম্।
যচ্চিত্তত্ত্বমনাখ্যেয়ং স আত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৃণাদি যদিদং জগৎ।

সর্ব্বাসু আশাসু দিক্ষু অভ্যুদিতে দ্বাদশার্কগণে ছায়া যথা তথা ॥ ৬ ॥

কারণাবিদ্যানাশোপায়মুক্ত্বা কার্য্যাবিদ্যাজয়োপায়মাহ ইচ্ছেতি। তন্নাশ ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত" ইতি ॥ ৭ ॥

বাসনা কামবাসনা। কালিমা অবিদ্যাবরণম্ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

শিশোর্দৃঢ়তরবেতালবাসনাবাসিতস্যেতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ১১ ॥

চেত্যানুপাতো বিষয়ব্যাপ্তিস্তদ্রহিতম্। সর্ব্বচেত্যানাং কারণত্বাৎ সামান্যমবিদ্যা তেন চ বর্জ্জিতং নির্ব্বিক্ষেপাবরণমিতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদাত্মৈব নাবিদ্যা বিদ্যতেনঘ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যং চিদ্ঘনমক্ষতম্ ।
কল্পনান্যা মনোনাম্নী বিদ্যতে ন হি কাচন ॥১৪॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্রয়ে ।
ন চ ভাববিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥
কেবলং কেবলাভাসং সর্ব্বসামান্যমক্ষতম্ ।
চেত্যানুপাতরহিতং চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্নিত্যে ততে শুদ্ধে চিন্মাত্রে নিরুপদ্রবে ।
শান্তে সমসমাভোগে নির্ব্বিকারোদিতাত্মনি ॥ ১৭ ॥
যৈষা স্বভাবাতিগতং স্বয়ং সঙ্কল্প্য ধাবতি ।
চিচ্চেত্যং স্বয়মাম্লানা সাম্লানা তন্মনঃ স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥
এতস্মাৎ সর্ব্বগাদ্দেবাৎ সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ ।
বিভাগকলনাশক্তির্লহরীবোত্থিতাম্ভসঃ ॥ ১৯ ॥
একস্মিন্ বিততে শান্তে যা ন কিঞ্চন বিদ্যতে ।
সঙ্কল্পমাত্রেণ গতা সা সিদ্ধিং পরমাত্মনি ॥ ২০ ॥
অতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধেয়ং সঙ্কল্পেনৈব নশ্যতি ।
যেনৈব জাতা তেনৈব বহ্নিজ্বালেব বায়ুনা ॥ ২১ ॥

তদসম্ভাবনাবারণায় সকার্য্যাবিদ্যায়া স্তত্র বাধং প্রপঞ্চয়তি অা ব্রহ্মেত্যাদিনা ॥ ১৩ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বসামান্যং সর্ব্বানুগতসদ্রূপম্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

তস্মিন্নাত্মনি যৈষা আম্লানা সাবরণা চিৎস্বভাবাতিগতং চিৎস্বভাববিরুদ্ধং জাড্যপরিচ্ছেদাদিস্বভাবং চেত্যং স্বয়ং সঙ্কল্প্য ধাবতি সা বিক্ষেপম্লানা তৎ প্রসিদ্ধং মনঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এতস্মাৎ মনোদেবাৎ ॥ ১৯ ॥

যা সংসৃতিঃ ॥ ২০ ॥

পৌরুষোদ্যোগসিদ্ধেন ভোগাশারূপতাং গতা ।
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ সাবিদ্যা প্রবিলীয়তে ॥ ২২ ॥
নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াৎ বধ্যতে মনঃ ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াৎ মুচ্যতে মনঃ ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পঃ পরমোবন্ধস্ত্বসঙ্কল্পোবিমুক্ততা ।
সঙ্কল্পং সম্বিজিত্যান্তর্যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২৪ ॥
দৃঢ়ানয়াম্বরেত্রাস্তি নলিনীহেমপঙ্কজা ।
লোলবৈদূর্য্যমধুপা সুগন্ধিতদিগন্তরা ॥ ২৫ ॥
উদ্দণ্ডৈঃ প্রকটাভোগৈর্ম্মৃণালভুজমণ্ডলৈঃ ।
বিহসন্তী প্রকাশস্য শশিনোরশ্মিমণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥
বিকল্পজালিকেবেত্থমসত্যেবাপি সৎসমা ।
মনঃ স্বার্থবিলাসার্থং যথা বালেন কল্প্যতে ॥ ২৭ ॥
তথৈবেয়মবিদ্যেহ ভববন্ধনবন্ধনী ।
চপলা ন সুখায়ৈব বালেন কলিতা দৃঢ়া ॥ ২৮ ॥
কৃশোতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপাদাদিমানহম্ ।

বায়ুনেতি । বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

নিদিধ্যাসনপরিপাকপৌরুষোদ্যোগাৎ সিদ্ধেন সাক্ষাৎকারপ্রতিষ্ঠিতেন অসঙ্কল্পনমাত্রেণ ॥ ২২ ॥

তথাচ বন্ধমোক্ষাবপি মনোধর্ম্মাবেব নাত্মধর্ম্মাবিত্যাহ নাহমিতি ॥ ২৩ ॥

নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পং সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিরোধিসঙ্কল্পপ্রতিষ্ঠিতজ্ঞানেন সম্বিজিত্যেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অত্রাম্বরে যা নাস্তি সা নলিনীব বালেন মনঃ স্বার্থোমনোরথস্তেন বিলাসার্থং যথা দৃঢ়া কল্প্যতে তথৈবেয়ং দ্বিবিধাপ্যবিদ্যা ইত্থং বিকল্পজালিকেবাসত্যেবাপি সৎসমা বালেন মূঢ়জনেন ন সুখায় অত্যন্তদুঃখায়ৈব দৃঢ়া কলিতা কল্পিতেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ । নলিনীবিশেষণানি স্পষ্টানি ॥ ২৫ ॥ ২৮ ॥

ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে ॥ ২৯ ॥
নাহং দুঃখী ন মে দেহোবন্ধঃ কস্যাত্মনঃ স্থিতঃ।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
নাহং মাংসং ন চাস্থীনি দেহাদন্যঃ পরোহ্যহম্।
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃ ক্ষীণাবিদ্য ইহোচ্যতে ॥ ৩১ ॥
প্রোত্তুঙ্গস্থরশৈলাগ্র-বৈদূর্য্যশিখরপ্রভা।
অথবার্কাংশুদুর্ভেদা তিমিরশ্রীঃ স্থিতোপরি ॥ ৩২ ॥
কল্প্যতে হি যথা ব্যোম্নঃ কালিমেতি স্বভাবতঃ।
পুংসা ধরণিসংস্থেন স্বসঙ্কল্পনয়েদ্ধয়া ॥ ৩৩ ॥
কল্পিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্মন্যাত্মভাবনা।
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥ ৩৪ ॥

রাম উবাচ।

মেরুনীলমণিচ্ছায়া নেয়ং নাপি তমঃপ্রভা।
তদেতৎ কিং কৃতং ব্রহ্মন্নীলত্বং নভসোবদ ॥৩৫॥

বন্ধকল্পনাভেদান্ প্রপঞ্চয়তি কৃশ ইতি ॥ ২৯ ॥

তন্মোক্ষোপায়কল্পনাং দর্শয়তি নাহমিতি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

অবিদ্যাদিকল্পনায়া দৃষ্টান্তান্তরমাহ প্রোত্তুঙ্গেত্যাদিনা। বৈদূর্য্যং নীলমণিবিশেষস্তন্ময়শিখরস্য প্রভা পরিতঃ প্রসৃতা ব্যোম্নঃ কালিমেতি যোগভাষ্যকারমতেনোক্তম্। জ্যোতিষিকমতেনাপ্যাহ অথবেতি। দূরত্বাদর্কাংশুভির্দুর্ভেদা নিরসিতুমশক্যা ব্রহ্মাণ্ডখর্পরসন্নিহিতপ্রাগ্বর্ণিততিমিরস্য শ্রীঃ কান্তিরেব ব্যোম্নঃ কালিমেতি যথা ধরণিসংস্থেন পুংসা কল্প্যতে এবমিয়মবিদ্যা ইদ্ধয়া স্বসঙ্কল্পনয়া কল্পিতেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৪ ॥

নীলমণিপ্রভাত্বে শরন্মেঘনীরপটলাদিষু অপি নীলিমপ্রতিভাসাপত্তেরুত্তরতোনৈল্যাধিক্যপ্রতীত্যাপত্তের্মেরোঃ পদ্মরাগাদিমণিময়শৃঙ্গপ্রভয়া রক্তিমাদিপ্রতিভাসস্যাপ্যবর্জনাৎ বিনিগমকাভাবাৎ ন যোগিকল্পনা যুক্তিমতী। ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধাধঃখর্পরয়োঃ স্বর্ণরজতময়ত্বাৎ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রার্কসমদ্যুতীতি পুরা-

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন নাম নীলতা ব্যোম্নঃ শূন্যস্য গুণবৎ স্থিতা।
অন্যরত্নপ্রভাভাবাৎ ন বাপ্যেষা চ মৈরবী ॥ ৩৬ ॥
তেজোময়ত্বাদণ্ডস্য স্ফারত্বাদিব তেজসঃ।
* প্রাকাশ্যাদণ্ডপারস্য তমসোনাত্র সম্ভবঃ ॥ ৩৭ ॥
কেবলং শূন্যতৈবৈষা বহ্বী সুভগ লক্ষ্যতে।
বয়স্যেবানুরূপায়া আবিদ্যায়া অসন্ময়ী ॥ ৩৮ ॥
স্বদৃষ্টিক্ষয়সম্পত্ত্যাবক্ষ্ণোরেবোদিতং তমঃ।
বস্তুস্বভাবাৎ তদ্ব্যোম্নঃ কার্ষ্ণ্যমিত্যবলোক্যতে ॥৩৯॥

ণেষু ব্রহ্মাণ্ডস্য মহাপ্রকাশতাশ্রবণাৎ ঊর্দ্ধাহর্দ্ধং সত্যলোকাদিলোকৈর্ভাস্বরত্মৈর্ব্ব্যাপ্তত্বাদাব্রহ্মাণ্ডখর্পরমসতি ব্যবধানে আদিত্যরশ্মিব্যাপ্তেহ্ র্ব্বারত্বাৎ মধ্যে তিমিরাসম্ভবাদতিদূরপাতিনামাদিত্যরশ্মীনামগম্যে দূরতমে দেশে অস্মদাদিচক্ষুঃপ্রসরকল্পনায়া অসম্ভাবনীয়ত্বাৎ নিশিনক্ষত্রাদিদর্শনে তমসো ব্যবধায়কত্বাদর্শনাৎ ব্রহ্মাণ্ডখর্পরস্যাপি দর্শনাপত্তেরান্তরালিকসত্যাদিলোকবিমানাদিদর্শনাবর্জ্জনপ্রসঙ্গাচ্চ ন জ্যোতিষিককল্পনাপি যুক্তেতি মন্যমানোরামস্তৎপক্ষাবাক্ষিপ্য নভোনৈল্যতত্ত্বং পৃচ্ছতি মের্ব্বিতি ॥ ৩৫ ॥

রামাভিপ্রেতযুক্তীরেবানূদ্য দর্শয়ন্ বশিষ্ঠঃ পক্ষদ্বয়াসম্ভবং স্বয়মপি দর্শয়তি নেতি। অন্যেষাং পদ্মরাগাদিরত্নানাং প্রভায়া অভাবাৎ তদ্বন্মৈরবী মেরুসম্বন্ধিনী নীলমণিপ্রভাপি নেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রথমপক্ষং নিরস্য দ্বিতীয়ং নিরস্যতি তেজোময়ত্বাদিতি। ইব শব্দোনর্থকঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকোবা। প্রাকাশ্যাৎ সর্ব্বতঃ প্রকাশব্যাপ্তত্বাৎ। অণ্ডপারস্য অণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনভঃপারস্য ॥ ৩৭ ॥

এবং পক্ষদ্বয়মনূদ্য সিদ্ধান্তমাহ কেবলমিতি। বহ্বী বিপুলা। অবিদ্যায়া অনুরূপা বয়স্যা সখীব যা লক্ষ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অক্ষ্ণোরেব স্বদৃষ্টেঃ স্বীয়দর্শনশক্তেঃ ক্ষয়স্য দূরে কুণ্ঠীভাবস্য সম্পত্তৌ সত্যাং যদ্বস্তুস্বভাবাৎ তমোঽদর্শনমুদিতং তদ্ব্যোম্নঃ কার্ষ্ণ্যং নৈল্যমিত্যবলোক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

এতদ্বুদ্ধা যথা ব্যোম্নি দৃশ্যমানোঽপি কালিমা।
ন কালিমেতি বুদ্ধিঃ স্যাদবিদ্যাতিমিরং তথা ॥ ৪০ ॥
অসঙ্কল্পোঽবিদ্যায়া নিগ্রহঃ কথিতোবুধৈঃ।
যথা গগনপদ্মিন্যাঃ স ভাতি সুকরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪১ ॥
ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্ ॥ ৪২ ॥
নষ্টোঽহমিতি সঙ্কল্পাৎ যথা দুঃখেন নশ্যতি।
প্রবুদ্ধোঽস্মীতি সঙ্কল্পাজ্জনোহেতি যথা সুখম্ ॥ ৪৩ ॥
তথা সংমূঢ়সঙ্কল্পাৎ মূঢ়তামেতি বৈ মনঃ।
প্রবোধোদারসঙ্কল্পাৎ প্রবোধায়ানুধাবতি ॥ ৪৪ ॥
ক্ষণাৎ সংস্মরণাদেষা হ্যবিদ্যোদেতি শাশ্বতী।
যস্মাদ্বিস্মরণাদন্তঃ পরিণশ্যতি নশ্বরী ॥ ৪৫ ॥
ভাবনী সর্ব্বভাবানাং সর্ব্বভূতবিমোহিনী।
ভারিণী স্বাত্মনোনাশে স্বাত্মবৃদ্ধৌ বিনাশিনী ॥ ৪৬ ॥

এতৎ নিদর্শনম্। তথেতি বুদ্ধ্যস্বেতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাসঙ্গিকং সমাধায় প্রকৃতমনুসন্ধত্তে অসঙ্কল্প ইত্যাদিনা। সঃ অসঙ্কল্পঃ সুকরোভাতি ন দুষ্কর.ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

এতদেবাভিপ্রেত্য প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতমিত্যাহ ভ্রমস্যেতি ॥ ৪২ ॥

দুঃখেন নশ্যতি স্বপ্নে। প্রবুদ্ধোজাগ্রদস্মীতি সঙ্কল্পাৎ সুখং স্বাপ্নদুঃখাপগমম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রবোধায় বোধৈকরসব্রহ্মভাবায় ॥ ৪৪ ॥

সংস্মরণাদজ্ঞোঽস্মীতি সঙ্কল্পনাৎ। শাশ্বতীতি অনাদ্যবিদ্যাবত্তদনাদিতাপি তৎপ্রতীতিক্ষণকল্পিতৈবেতি ন নিত্যমুক্তত্ববিরোধ ইতি সূচনায়। বিস্মরণাৎ সঙ্কল্পবাসনামূলোচ্ছেদাৎ নশ্বরী নিত্যনষ্টা ॥ ৪৫ ॥

স্বাত্মনোনাশে অদর্শনে ভারিণী গুরুতরা বৃদ্ধিশীলেতি যাবৎ। স্বাত্মনোবৃদ্ধৌ অপরিচ্ছিন্নস্বরূপাবাপ্তৌ ॥ ৪৬ ॥

মনোযদনুসন্ধত্তে তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ।
ক্ষণাৎ সম্পাদয়ন্ত্যেতা রাজাজ্ঞামিব মন্ত্রিণঃ ॥ ৪৭ ॥
তস্মান্মনোনুসন্ধানং ভাবেষু ন করোতি যঃ ।
অন্তশ্চেতনযত্নেন স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥
যদাদাবেব নাস্তীদং তদদ্যাপি ন বিদ্যতে ।
যদিদং ভাতি তদ্ব্রহ্ম শান্তমেকমনিন্দিতম্ ॥ ৪৯ ॥
মননীয়মতোনান্যৎ কদা কস্য কথং কুতঃ ।
নির্ব্বিকারমনাদ্যন্তমাস্যতামপযন্ত্রণম্ ॥ ৫০ ॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য যত্নাৎ পরময়া ধিয়া ।
ভোগাশাভাবনাং চিত্তাৎ সমূলামলমুদ্ধরেৎ ॥৫১॥
যতুদেতি পরোমোহো জরামরণকারণম্ ।
আশাপাশশতোল্লাসি বাসনা তদ্বিজৃম্ভতে ॥ ৫২ ॥
মম পুত্রা মম ধনময়ং সোহমিদং মম ।
ইতীয়মিন্দ্রজালেন বাসনৈব বিবল্গতি ॥ ৫৩ ॥
শূন্য এব শরীরেস্মিন্ বিলোলোজ্জলবাতবৎ ।
অনন্যয়া বাসনয়া ত্বহম্ভাবাহিরর্পিতঃ ॥ ৫৪ ॥

মনসোনিরোধেপি কথঞ্চিদিন্দ্রিয়ৈর্ব্বাসনোদ্ভবো ন স্যাৎ তত্রাহ মন ইতি ॥৪৭॥

অন্তশ্চেতনযত্নো ব্রহ্মাহম্ভাবনা ॥ ৪৮ ॥

তমেবান্তশ্চেতনযত্নপ্রকারং দর্শয়তি যদিত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

অতো ব্রহ্মণোন্যন্নাস্তি । চতুর্ভিঃ বৃত্তৈঃ কালসম্বন্ধিপ্রকারনিমিত্তানি ব্যাদস্তন্তে । অপযন্ত্রণমপগতসঙ্কোচং পূর্ণতয়েতি যাবৎ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

পরোমোহঃ স্বাজ্ঞানং তদেব জরামরণাদিকারণম্ । যৎ যৎ কার্য্যাত্মনা উদেতি তৎ সর্ব্বং বাসনৈব বিজৃম্ভতে ন বস্তুসদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

যথা জলে বাতেন তরঙ্গাহিঃ কল্পিতস্তথা বাসনয়া আত্মনি অহম্ভাবলক্ষণো হিঃ কল্পিতঃ ॥ ৫৪ ॥

পরমার্থেন তত্ত্বজ্ঞ মমাহমিদমিত্যলম্।
আত্মতত্ত্বাদৃতে সত্যং ন কদাচন কিঞ্চন ॥ ৫৫ ॥
খাদ্রিদ্যূর্ব্বীনদীশ্রেণ্যোদৃষ্টিস্থষ্ট্যা পুনঃ পুনঃ।
সৈবান্যেব বিচিত্রেয়মবিদ্যা পরিবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥
উদেত্যজ্ঞানমাত্রেণ নশ্যতি জ্ঞানমাত্রতঃ।
সন্মাত্রে পরিবিচ্ছেদ্যা রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গধীঃ ॥ ৫৭ ॥
খাদ্র্যর্ক্যুর্ব্বী নদী সেয়ং যাঽবিদ্যাজ্ঞস্য রাঘব।
নাবিদ্যা জ্ঞস্য তদ্ব্রহ্ম স্বমহিম্না ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥
রজ্জুসর্পবিকল্পৌ দ্বাবজ্ঞেনৈবোপকল্পিতৌ।
জ্ঞেন ত্বেকৈব নির্ণীতা ব্রহ্মদৃষ্টিরকৃত্রিমা ॥ ৫৯ ॥
মা ভবাজ্ঞো ভব প্রাজ্ঞো জহি সংসারবাসনাম্।
অনাত্মন্যাত্মভাবেন কিমজ্ঞ ইব রোদিষি ॥ ৬০ ॥
কস্তবায়ং জড়োমূকো দেহো ভবতি রাঘব।
যদর্থং সুখদুঃখাভ্যামবশঃ পরিভূয়সে ॥ ৬১ ॥
যথা হি কাষ্ঠজতুনোর্যথা বদরকুণ্ডয়োঃ।

হে তত্ত্বজ্ঞ বিবেকিন্ পরমার্থেন দর্শনেন মম অহমিতি দ্বয়মপি অলং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ খঞ্চ অদ্রয়শ্চ দ্যৌশ্চ উর্ব্বী চ নদীশ্রেণ্যশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। দৃষ্টিসমকালয়া সৃষ্ট্যা। জীবন্মুক্তানাং দৃষ্ট্যা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদস্যৈব শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠাপনাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

পরিতোবিচ্ছেদ্যা ত্রিবিধপরিচ্ছেদবতী ॥ ৫৭ ॥

খাদ্রীত্যাদিসমাহারদ্বন্দ্বঃ। আর্ষং স্ত্রীত্বম্। ইয়ং যা অবিদ্যা সা অজ্ঞস্য। জ্ঞস্য অবিদ্যা নাস্তি। তৎ খাদি ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

দ্বৌ ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকৌ বিকল্পৌ। অকৃত্রিমা স্বতঃ সিদ্ধা ॥৫৯॥৬০॥

অনাত্মনি দেহে আত্মতাভ্রান্তিরেব সর্ব্বদুঃখনিদানমিতি প্রথমং তাং বারয়তি ক ইতি। জড়ত্বাদেব মূকোবাগাদ্যনধিষ্ঠাতা ॥ ৬১ ॥

শ্লিষ্টয়োরপি নৈকত্বং দেহদেহবতোস্তথা ॥ ৬২ ॥
ভস্ত্রাদাহে যথা দাহো ন ভস্ত্রান্তরবর্ত্তিনঃ।
পবনস্য তথা দেহ-নাশেনাত্মা ন নশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
দুঃখিতোঽহং সুখাঢ্যোঽহমিতি ভ্রান্তিং রঘূদ্বহ।
মৃগতৃষ্ণোপমাং বুদ্ধ্বা ত্যজ সত্যং সমাশ্রয় ॥ ৬৪ ॥
অহো নু চিত্রং যৎ সত্যং ব্রহ্ম তৎ বিস্মৃতং নৃণাম্।
যদসত্যমবিদ্যাখ্যং তন্নূনং স্মৃতিমাগতম্ ॥ ৬৫ ॥
প্রসরং ত্বমবিদ্যায়া মা প্রযচ্ছ রঘূদ্বহ।
অনয়োপহিতে চিত্তে দুষ্পারেহ কদর্থনা ॥ ৬৬ ॥
মিথ্যৈবানর্থকারিণ্যা মনোমননশীলয়া।
অনয়া দুঃখদায়িন্যা মহামোহফলান্তয়া ॥ ৬৭ ॥
চন্দ্রবিম্বে সুধার্দ্রেঽপি কৃত্বা রৌরবকল্পনম্।
নারকং দাহসংশোষদুঃখং সমনুভূয়তে ॥ ৬৮ ॥
জলকল্লোলকহ্লারপুষ্পাসীকরবীচিষু।
সরঃস্থ মৃগতৃষ্ণাঢ্যং মরুত্বং পরিদৃশ্যতে ॥ ৬৯ ॥
নভোনগরনির্ম্মাণপাতোৎপাতনসম্ভ্রমাঃ।
স্বপ্নাদিষ্বনুভূয়ন্তে বিচিত্রাঃ সুখদুঃখদাঃ ॥ ৭০ ॥
সংসারবাসনাশ্চেত্তো যদি নাম ন পূরয়েৎ।

জতু লাক্ষা। শ্লিষ্টয়োরপীত্যপিশব্দাদত্যন্তাসংশ্লিষ্টয়োরধ্যস্তাসঙ্গয়োর্দূর-নিরস্তমেকত্বমিতি দ্যোত্যতে ॥ ৬২ ॥

বিদেহত্বাদেবাত্মনোজন্মমরণাদিসম্ভাবনাপি নাস্তীত্যাহ ভস্ত্রেতি ॥৬৩॥৬৫॥

অবিদ্যায়া আত্মবিস্মৃতেঃ। কদর্থনা দুরুক্তিঃ। দুষ্পারা দুরুত্তরা ॥ ৬৬ ॥

অবিদ্যায়া অসম্ভাবিতানর্থসহস্রকারিতাং প্রপঞ্চয়তি মিথ্যৈবেত্যাদিনা। অনয়া চন্দ্রবিম্বেঽপি দাহসংশোষদুঃখং সমনুভূয়তে ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ অনয়েত্যেতদগ্রোত্তরশ্লোকে চানুষজ্যতে ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

তজ্জাগ্রৎস্বপ্নসংরম্ভাঃ কিং নয়েয়ুরিহাপদম্ ॥ ৭১ ॥
দৃশ্যন্তে রৌরবাবীচিনরকানর্থশাসনা।
মিথ্যাজ্ঞানে গতে বৃদ্ধিং স্বপ্নোপবনভূমিবৎ ॥ ৭২ ॥
অনয়া বেধিতং চেতো বিগতস্ত্বাবপি ক্ষণাৎ।
পশ্যত্যখিলসংসারসাগরার্ণববিভ্রমম্ ॥ ৭৩ ॥
অনয়োপহতে চিত্তে রাজ্য এব হি সংস্থিতাঃ।
তাস্তাদৃশ্যোক্তনা যান্তি যা ন যোগ্যাঃ শ্বপাকিনঃ ॥৭৪॥
তস্মাৎ রাম পরিত্যজ্য বাসনাং ভববন্ধনীম্।
সর্ব্বরাগময়ী তিষ্ঠ নীরাগঃ স্ফটিকোযথা ॥ ৭৫ ॥
তিষ্ঠতস্তব কার্য্যেষু মাস্তু রাগেষু রঞ্জনা।
স্ফটিকস্যেব চিত্রাণি প্রতিবিম্বানি গৃহ্নতঃ ॥ ৭৬ ॥
বিদিতকৌতুকসজ্জসমিদ্ধয়া
যদি করোষি সদৈব সুশীলয়া।

ন পূরয়েৎ ইয়মিতি শেষঃ। তৎ তর্হিঃ। নয়েয়ুরাত্মানমিতি শেষঃ ॥৭১॥
শাসনা যাতনা। মিথ্যাজ্ঞানে বৃদ্ধিং গতে সতি ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥
ন যোগ্যাঃ নোচিতাঃ ॥ ৭৪ ॥
সর্ব্বরাগঃ সর্ব্বদ্বৈতাকাররঞ্জনং তন্ময়ীম ॥ ৭৫ ॥
কার্য্যেষু ব্যবহারেষু। রাগেষু রক্তিবিষয়েষু। রঞ্জনা আসক্তিঃ ॥ ৭৬ ॥
বিদিতং নিরতিশয়ানন্দরূপত্বাৎ পরমকৌতুকং ব্রহ্ম যৈস্তে বিদিতকৌতুকা তত্ত্ববিদ স্তেষাং সজ্যে সমাজে পুনঃ পুনর্ব্বিচারেণ সমিদ্ধয়া দৃঢ়তরব্রহ্মাহম্ভাবনিশ্চয়প্রদীপ্তয়া অতএব সর্ব্বত্র সমদর্শনাদিসুশীলয়া বরধিয়া অনাসঙ্গবুদ্ধ্যা যদি করোষি সদা ব্যবহরসি তৎ তর্হি গতা অপগতাঃ প্রাকৃতিকা অবিদ্যাপ্রযুক্তাঃ ক্রিয়া জন্মমরণাদিবিভ্রমা যস্য তথাবিধোসি নিত্যমুক্তস্বরূপোসীতি যাবৎ। তদা কেন জীবন্মুক্তেন মহাপ্রভাবেণ ব্রহ্মণা হরিণা হরেণ বা সহ অনুপমীয়সে নোপমাং গচ্ছসি। নঞ্ত্তিঙন্তেন সমাসশ্ছান্দসঃ। অনুপম আত্মা ইষ্যসে ইতি ক্যচি কর্ম্মণি অনুপম ইবাচরসীতি ক্যঙি বা ছান্দসেনেত্বেন

বরধিয়া গতপ্রাকৃতিকক্রিয়
স্তুদসি কেন মহানুপশ্মায়সে ॥ ৭৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে যথাকথিতদোষপরিহারোপদেশো নাম চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

কথঞ্চিদ্যোজ্যম্। মহানুপশমায়সে ইতি পাঠস্তু ঋজুঃ। সংযুক্তাৎ পূর্ব্বং গুরুরহস্বং যুক্তাদেবেতি ছন্দঃশিক্ষাবচনাৎ গতপ্রাকৃতিক ইত্যত্র ন বৃত্তভঙ্গঃ শঙ্ক্যঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে চতুর্দ্দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বাল্মীকিরুবাচ।

এবমুক্তোভগবতা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
রামঃ কমলপত্রাক্ষ উন্মীলিত ইবাবভৌ ॥ ১ ॥
বিকাসিতান্তঃকরণঃ শোভামলমুপাযযৌ।
আশ্বস্তস্তমসি ক্ষীণে পদ্মোঽর্কালোকনাদিব ॥ ২ ॥
বোধবিস্ময়সঞ্জাতসৌম্যস্মিতসিতাননঃ।
দন্তরশ্মিসুধাধৌতামিমাং বাচমুবাচ হ ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ।

অহো নু চিত্রং পদ্মোত্থৈর্ব্বদ্ধাস্তন্তুভিরদ্রয়ঃ।
অবিদ্যমানা যাবিদ্যা তয়া সর্ব্বে বশীকৃতাঃ ॥ ৪ ॥
ইদং তৎ বজ্রতাং যাতং তৃণমাত্রং জগত্ত্রয়ে।
অবিদ্যয়াপি যন্নামাসদেব সদিব স্থিতম্ ॥ ৫ ॥

রামস্য বোধাদাশ্চর্য্যং মায়াতন্নাশসংস্থিতিঃ।
লবণাপন্নিদানঞ্চ পৃষ্টমত্র প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

উন্মীলিতোবিকাসিতঃ। অর্থাৎ পদ্ম ইবেতি গম্যতে ॥ ১ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ বিকাসিতেতি। আশ্বস্তঃ সমাধানতোষিতঃ ॥ ২ ॥

বোধপ্রযুক্তবিস্ময়াৎ সঞ্জাতেন সৌম্যেন স্মিতেন সিতং ধবলিতমাননং যস্য ॥ ৩ ॥

অবিদ্যমানা অত্যন্তাসতী যা তয়া ॥ ৪ ॥

ইদং দৃশ্যমানং তৎ প্রসিদ্ধং সংসারদুঃখমবিদ্যয়োপাদানভূতয়াপি। নামেতি কিলার্থে ॥ ৫ ॥

অস্যাঃ সংসারমায়ায়া নদ্যাস্ত্রিভুবনাঙ্গণে।
রূপং মদববোধার্থং কথয়ানুগ্রহাৎ পুনঃ ॥ ৬ ॥
অন্যোযৎসংশয়োঽয়ং মে মহাত্মন্ হৃদি বর্ত্ততে।
লবণোসৌ মহাভাগঃ কিং নামাপদমাপ্তবান্ ॥৭॥
সংশ্লিষ্টয়োরাহতয়োর্দ্বয়োর্ব্বা দেহদেহিনোঃ।
ব্রহ্মন্ ক ইব সংসারী শুভাশুভফলৈকভাক্ ॥ ৮ ॥
লবণস্তু তথা দত্ত্বা তামাপদমনুত্তমাম্।
কিং গতশ্চঞ্চলারম্ভঃ কশ্চাসাবৈন্দ্রজালিকঃ ॥৯॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কাষ্ঠকুড্যোপমোদেহোন কিঞ্চন ইহানঘ।
স্বপ্নালোক ইবানেন চেতসা পরিকল্প্যতে ॥ ১০ ॥
চেতস্তু জীবতাং যাতং চিচ্ছক্তিপরিভূষিতম্।
বিদ্যাৎ সংসারসংরম্ভং কপিপোতকচঞ্চলম্ ॥ ১১ ॥

নদ্যা ইব প্রবাহবত্যাঃ সংসারনিদানভূতায়া মায়ায়াঃ। মদববোধার্থং মমাববোধদার্ঢ্যার্থং পুনঃ কথয় ॥ ৬ ॥

কিং কস্মান্নিমিত্তাৎ। নামেতি কিলার্থে ॥ ৭ ॥

তৃতীয়ং পৃচ্ছতি সংশ্লিষ্টয়োরিতি। জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লিষ্টয়োর্মল্লমেষবৎ পরস্পরাহতয়োর্ব্বা দেহদেহিনোর্মধ্যে কঃ শুভাশুভকর্ম্মফলয়োরেকভাক্ মুখ্যোভোক্তেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥

এবং পৃষ্টোবশিষ্ঠো বিবেকদার্ঢ্যহেতুত্বপ্রকর্ষাৎ তৃতীয়ং প্রশ্নং প্রথমং সমাদধানোর্থাৎ প্রথমমপি সমাধত্তে কাষ্ঠেত্যাদিনা। ন কিঞ্চ ন বস্তুসদিত্যর্থঃ। তথা চাচেতনত্বাদসত্ত্বাচ্চ ন দেহস্য কর্ম্মফলভোক্তৃতাপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কিং তর্হি ভোক্তৃ তদাহ চেতস্ত্বিতি। তস্য জাড্যদোষং পরিহরতি চিচ্ছক্তীতি। চিদাভাসতাদাত্ম্যাপন্নমিত্যর্থঃ। অনাবে ভোক্তৃত্বে সংরম্ভোঽভিনিবেশো যস্য তৎ ॥ ১১ ॥

দেহী হি কর্ম্মভাগ্যোহি নানাকারশরীরধৃক্।
অহঙ্কারমনোজীবনামভিঃ পরিকল্প্যতে॥ ১২॥
তস্যেমান্যপ্রবুদ্ধস্য ন প্রবুদ্ধস্য রাঘব।
সুখদুঃখান্যনন্তানি শরীরস্য ন কানিচিৎ॥ ১৩॥
অপ্রবুদ্ধং মনো নানা-সংজ্ঞাকল্পিতকল্পনম্।
বৃত্তীরনুপতচ্চিত্রা বিচিত্রাকৃতিতাং গতম্॥ ১৪॥
অপ্রবুদ্ধং মনোযাবন্নিদ্রিতং তাবদেব হি।
সম্ভ্রমং পশ্যতি স্বপ্নে ন প্রবুদ্ধং কদাচন॥ ১৫॥
অজ্ঞাননিদ্রাক্ষুভিতো জীবোযাবন্ন বোধিতঃ।
তাবৎ পশ্যতি দুর্ভেদং সংসারারম্ভবিভ্রমম্॥ ১৬॥
সম্প্রবুদ্ধস্য মনসস্তমঃ সর্ব্বং বিলীয়তে।
কমলস্য যথা হার্দ্দং দিনালোকবিকাসিনঃ॥ ১৭॥
চিত্তাবিদ্যামনোজীব বাসনেতি কৃতাত্মভিঃ।
কর্ম্মাত্মেতি চ যঃ প্রোক্তঃ স দেহী দুঃখকোবিদঃ॥১৮॥
জড়োদেহোন দুঃখার্হো দুঃখী দেহ্যবিচারতঃ।
অবিচারোঘনাজ্ঞানাদজ্ঞানং দুঃখকারণম্॥ ১৯॥
শুভাশুভানাং ধর্ম্মাণাং জীবোবিষয়তাং গতঃ।
অবিবেকৈকদোষেণ কোশেনেব হি কীটকঃ॥ ২০॥
অবিবেকাময়োন্নদ্ধং মনোবিবিধবৃত্তিমৎ।

তদেব জীব ইত্যাহ দেহীতি॥ ১২॥ ১৩॥
নানাবৃত্তীরনুপতদিতি নামভেদে নিমিত্তোক্তিঃ॥ ১৪॥
তস্য চাপ্রবোধোনিমিত্তমিত্যাহ অপ্রবুদ্ধমিতি॥ ১৫॥ ১৬
হার্দং হৃদয়স্থম্॥ ১৭॥
দুঃখস্য কোবিদো ভোক্তা॥ ১৮॥ ১৯॥
কীটকঃ কৌশেয়কোশকারাখ্যঃ ক্ষুদ্রকীটঃ॥ ২০॥

নানাকারবিহারেণ পরিভ্রমতি চক্রবৎ ॥ ২১ ॥
উদেতি রৌতি হন্ত্যত্তি গাতি বল্গতি নিন্দতি ।
মন এব শরীরেঽস্মিন্ন শরীরং কদাচন ॥ ২২ ॥
যথা গৃহপতির্গেহে বিবিধং হি বিচেষ্টতে ।
ন গৃহং তু জড়ং রাম তথা দেহে হি জীবকঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বেষু সুখদুঃখেষু সর্ব্বাসু কলনাসু চ ।
মনঃ কর্তৃ মনোভোক্তৃ মানসং বিদ্ধি মানবম্ ॥ ২৪ ॥
অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি বৃত্তান্তমিমমুত্তমম্ ।
লবণোঽসৌ যথা যাতশ্চণ্ডালত্বং মনোভ্রমাৎ ॥২৫॥
মনঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে শুভং বা শুভমেব বা ।
যথৈতদ্বুধ্যসে নূনং তথাকর্ণয় রাঘব ॥ ২৬ ॥
হরিশ্চন্দ্রকুলোত্থেন লবণেন পুরানঘ ।
একং তেনোপবিষ্টেন চিন্তিতং মনসা চিরম্ ॥ ২৭ ॥
পিতামহোমে সুমহান্ রাজসূয়স্য যাজকঃ ।
অহং তস্য কুলে জাতস্তং যজে মনসা মখম্ ॥২৮॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কৃত্বা সম্ভারমাদৃতঃ ।
রাজসূয়স্য দীক্ষায়াং প্রবিবেশ মহীপতিঃ ॥ ২৯ ॥
ঋত্বিজশ্চাহ্বয়ামাস পূজয়ামাস সন্মুনীন্ ।
দেবানামন্ত্রয়ামাস জ্বালয়ামাস পাবকম্ ॥ ৩০ ॥
যথেচ্ছং যজমানস্য মননোপবনান্তরে ।

অবিবেকলক্ষণেনাময়েন রোগেণোন্মত্তং বদ্ধম্ ॥ ২১ ॥
ভ্রমণনেব প্রপঞ্চয়তি উদেতীতি ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥
মানবং জীবম্ ॥ ২৪ ॥
তদুপপাদকত্বেন দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরমবতারয়তি অত্রেতি ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

যযৌ সম্বৎসরঃ সাগ্রো দেবর্ষিদ্বিজপূজয়া ॥ ৩১ ॥
ভূতেভ্যো দ্বিজপূর্ব্বেভ্যো দত্বা সর্ব্বস্বদক্ষিণাম্।
বিবুধ্যত দিনস্যান্তে স্ব এবোপবনে নৃপঃ ॥ ৩২ ॥
এবং স লবণোরাজা রাজসূয়মবাপ্তবান্।
মনসৈব হি তুষ্টেন যুক্তং তস্য ফলেন চ ॥ ৩৩ ॥
অতশ্চিত্তং নরং বিদ্ধি ভোক্তারং সুখদুঃখয়োঃ।
তন্মনঃ পাবনোপায়ে সত্যে যোজয় রাঘব ॥ ৩৪ ॥
পূর্ণে দেশে সুসম্পূর্ণঃ পুমান্নষ্টে বিনশ্যতি।
দেহোঽহমিতি যেষান্তু নিশ্চয়স্তৈরলং বুধাঃ ॥ ৩৫ ॥
উচ্চৈর্ব্বিবেকবতি চেতসি সম্প্রবুদ্ধে
দুঃখান্যলং বিগলিতানি বিবিক্তবুদ্ধেঃ।

বাহ্যসম্ভারাসামর্থ্যাৎ রাজাদিপীড়ানিমিত্তে রাজসূয়ে মন্ত্রিপুরোহিতাদ্যসম্মতে র্বা মনসা যজ্ঞকল্পনমিতি বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥ ৩১ ॥

বিবুধ্যত বাহ্যদৃষ্টিং প্রাপেত্যর্থঃ। অডভাবশ্ছান্দসঃ। স্বে স্বীয়ে ॥ ৩২ ॥

তস্য ফলেন যুক্তং ভবিতুমিতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ তস্মাৎ কারণাৎ মনসঃ পাবনে বিশোধনে উপায়ে বিচারনিরোধাদৌ। মন এব ক্রিয়াশক্তিপ্রাধান্যেন কর্ত্তৃ করণং ক্রিয়া চ। সৈব সুখদুঃখফলাত্মনা পরিণতা তৎফলং। মন এব চিদাভাসব্যাপ্ত্যা চিচ্ছক্তিপ্রাধান্যেন ভোক্তৃ ভোগশ্চেতি কর্ত্তৃভোক্তৃভাবপ্রবাহ এব মায়ানদ্যাঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ, প্রথমপ্রশ্নবিষয়োপ্যনেন সন্দর্ভেণ সন্দর্শিতো বোধ্যঃ। চতুর্থপ্রশ্নং তূত্তরসর্গে সমাধাস্যতি ॥৩৪॥

এবং রামং সমাধায় দেবাদীন্ সভ্যান্ প্রতি বিস্তরেণ বর্ণিতমর্থং পিণ্ডীকৃত্যাহ পূর্ণে ইতি। হে বুধাঃ অয়ং মনোরূপঃ পুমান্ পূর্ণে কালাদিপরিচ্ছেদশূন্যে দিশতি স্বাত্মাকারং দদাতীতি দেশ আলম্বনং তত্র প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ পূর্ণো ভবতি। নষ্টে নিত্যনশ্বরে পরিচ্ছিন্নে দেহাদিদেশে প্রতিষ্ঠিতস্তু তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যা বিনশ্যতি। অতো দেহোঽহমিতি যেষাং নশ্বরাহন্তাদৃঢ়নিশ্চয়ঃ তৈরলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাস্বৎকরপ্রকটিতে ননু পদ্মখণ্ডে
সঙ্কোচজাড্যতিমিরাণি চিরং ক্ষতানি ॥৩৬॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকিয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে সুখদুঃখভোক্তৃত্বোপোদেশো নাম
পঞ্চদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১১৫॥

উপসংহরতি উচ্চৈরিতি। শাস্ত্রাচার্য্যপুরস্কৃতসমাধিবিচারপরিপাকাদুচ্চৈর্বিবেকবতি নিরূঢ়সারাসারবিবেকে চেতসি সম্প্রবুদ্ধে নাস্ম্যহং কদাপি দেহাদিস্বভাবঃ কিন্তু পূর্ণানন্দস্বপ্রকাশৈকরসং ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি সম্যক্ প্রবুদ্ধে জাতে সতি বিবিক্তা বৃত্তীদ্ধবোধেন বাধিতা বুদ্ধিবৃত্তিরপি যেন তথাবিধস্য ব্রহ্মীভূতস্যাধিকারিণঃ সর্ব্বদুঃখানি অলং সমূলং চিরং বিগলিতানি কদাচিদপি ন ভবন্তীত্যর্থঃ। পদ্মখণ্ডে ভাস্বতঃ সূর্য্যস্য করৈঃ প্রকটিতে সঙ্কোচো মুকুলতা জাড্যং তুহিনম্লানতা তিমিরং কোশান্তর্ব্বাহ্যান্ধকারশ্চ চিরং যথা ক্ষতানি নষ্টানি ভবন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
পঞ্চদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

রাম উবাচ।

রাজসূয়ফলং প্রাপ্তং লবণেন কিল প্রভো।
প্রমাণং কিমিবাত্র স্যাৎ কল্পনাজালশাম্বরে॥ ১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদা শাম্বরিকঃ কালে সম্প্রাপ্তো লাবণীং সভাম্।
তদাহমবসং তত্র তৎ প্রত্যক্ষেণ দৃষ্টবান্॥ ২॥
অহং সভ্যৈস্ততস্তত্র গতে শাম্বরিকর্ম্মণি।
কিমেতদিতি যত্নেন পৃষ্টশ্চ লবণেন চ॥ ৩॥

তুর্য্যপ্রশ্নসমাধানে বর্ণিতার্থনিদর্শনাৎ।
সোপোদ্ঘাতাস্ততোযোগভূময়োত্রাবতারিতাঃ॥ ১॥

চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরং জিজ্ঞাসূরামস্তদুপোদ্বলকং দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরে প্রমাণং পৃচ্ছতি রাজসূয়ফলমিতি। লবণেন রাজ্ঞা চণ্ডালভাবাদিকল্পনারূপে কল্পনাজাল-শাম্বরে শাম্বরিকোপদর্শিতমায়াজালে রাজসূয়প্রযুক্তমনিষ্টফলং প্রাপ্তম্। কিলে-ত্যৈতিহ্যেন যদুক্তমত্রাস্মিন্নর্থে কিমিব প্রমাণং স্যাৎ। ইব শব্দস্তদসম্ভবদ্যোত-নার্থঃ। ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্। মদীয়মানসরাজসূয়স্যেদং ফলমিতি লবণেন স্বতোজ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। তদ্ব্যাপ্যলিঙ্গানামপ্যপ্রসিদ্ধেস্তেনান্যৈর্ব্বা জ্ঞাতুমশক্যা তন্মূলশব্দস্য ঐতিহ্যস্য বা তত্রাপ্রসরাদিত্যর্থঃ। কল্পনাজালমম্বরে ইতি পাঠে তু অম্বরে চিত্তাকাশে কল্পনাজালাত্মকং ফলমিত্যন্বয়ঃ॥ ১॥

যদ্যপ্যন্যেষাং তত্র প্রমাণাপ্রসরস্তথাপি যোগবলাৎ স্বস্য তৎ প্রত্যক্ষমিতি তন্মূলৈবান্যেষাং প্রসিদ্ধিরিতি বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে যদেত্যাদিনা॥ ২॥

শাম্বরমস্যাস্তীতি শাম্বরি তথাবিধং কর্ম্ম চরিত্রং যস্য তস্মিন্। সভ্যৈর্লবণেন চ পৃষ্টঃ॥ ৩॥

চিন্তয়িত্বা ময়া দৃষ্টা তত্র তৎ কথিতং ততঃ।
শৃণু তত্তে প্রবক্ষ্যামি রাম শাম্বরিকেহিতম্ ॥ ৪ ॥
রাজসূয়স্য কর্ত্তারো যে হি তে দ্বাদশাব্দিকম্।
আপদ্দুঃখং প্রাপ্নুবন্তি নানাকারব্যথাময়ম্ ॥ ৫ ॥
অতঃ শক্রেণ গগনাদ্দুঃখায় লবণস্য সঃ।
প্রহিতোদেবদূতোহি রাম শাম্বরিকাকৃতিঃ ॥ ৬ ॥
রাজসূয়ক্রিয়াকর্ত্তুস্তস্য দত্বা মহাপদম্।
অগচ্ছৎ স নভোমার্গং সুরসিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ প্রত্যক্ষমেবৈতৎ রাম নাত্র সন্দেহোঽস্তি। মনো হি বিলক্ষণানাং ক্রিয়াণাং কর্তৃ ভোক্তৃ চ তদেব নির্ঘৃষ্য সংশোধ্য চিত্তরত্নমিহ হিমকণমিবাতপেন বিলীনতাং বিবেকেন নীত্বা পরং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যসি। চিত্তমেব সকলভুতাডম্বরকারিণীমবিদ্যাং বিদ্ধি। সা বিচিত্রকেন্দ্রজালবশাদিদমুৎপাদয়তি। অবিদ্যাচিত্ত-জীববুদ্ধিশব্দানাং ভেদোনাস্তি বৃক্ষতরুশব্দয়োরিব। ইতি জ্ঞাত্বা চিত্তমেব বিকল্পনং কুরু। অভ্যুদিতে চিত্তৈমল্যার্কবিম্বে সকলং

দৃষ্টা যোগবলেনেতি শেষঃ। প্রাসঙ্গিকং প্রশ্ন সমাধায় প্রাক্তনং চতুর্থপ্রশ্ন-সমাধানং প্রতিজানীতে শৃণ্বিতি। শাম্বরিকস্যেহিতমভিপ্রায়ম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মহাপদং শারীররাজসূয়ফলদ্বাদশাব্দিকাপদপেক্ষয়া পঞ্চগুণাং ষষ্টিবর্ষকল্পনা-ত্মিকামিত্যর্থঃ ॥ অনেন মানসরাজসূয়াদেঃ স্বারাজ্যাদিসুখফলমপি শারীরা-পেক্ষয়া পঞ্চগুণমধিকমিতি গম্যতে ॥ ৭ ॥

উক্তমুপসংহরন্ প্রকৃতে যোজয়তি তস্মাদিত্যাদিনা গদ্যেন। হঠযোগেন নির্ঘৃষ্য রাজযোগেন সংশোধ্য নির্বিকল্পসমাধিনা বিলীনতাং নীত্বা বিবেকেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ পরং শ্রেয়ো মোক্ষং প্রাপ্স্যসি। বিচিত্রকঃ বিবিধচিত্ররচনা-প্রকৃতিভূতং যদিন্দ্রজালমিব বাসনারূপং তদ্বশাৎ। বিকল্পনং বিগতকল্পনং কুরু। তিমিরাপহরণং ভবিষ্যতীতি শেষঃ। নন্বস্বচিত্তলয়ে স্বাবিদ্যাক্ষয়ে

কবিকল্লোত্থদোষতিমিরাপহরণং। ন তদস্তি রাঘব যন্ন দৃশ্যতে যন্নাত্মীক্রিয়তে যন্ন পরিত্যজ্যতে যন্ন ম্রিয়তে যন্নাত্মীয়ং যন্ন পরকীয়ং সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বো ভবতীতি পরমার্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাবরাশিস্তথা বোধঃ সর্ব্বো যাত্যেকপিণ্ডতাম্।
বিচিত্রমৃদ্ভাণ্ডগণো যথাহপক্কোজলে স্থিতঃ ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ।

এবং মনঃপরিক্ষয়ে সকলসুখদুঃখানামন্তঃ প্রাপ্যত ইতি ভবতা প্রোক্তং তৎ কথং মহাত্মংশ্চপলবৃত্তিরূপস্যাস্য মনসোহসত্তা ভবতি ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রঘুকুলেন্দ্রো শৃণু মনঃ প্রশমনে যুক্তিং যাং জ্ঞাত্বা স্বস্বাচারদূরে মনঃসন্ধিরয়মেষ্যসি ॥ ১১ ॥

বা স্বাদৃষ্টার্জ্জিতস্য স্বাবিদ্যাকার্য্যস্যৈব নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ন সর্ব্বাদৃষ্টাবিদ্যাকার্য্যস্য স্বচিত্তাদেস্তদকারণত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বং সর্ব্বাদৃষ্টকার্য্যং সর্ব্বোপভোগ্যঞ্চেতি সর্ব্বাবিদ্যাকার্য্যং সর্ব্বাত্মকস্বাত্মদর্শনাৎ সর্ব্বং দৃষ্টং ভবতি সর্ব্বমপ্যাত্মীকৃতং ভবতি সর্ব্বমপি ত্যক্তং ভবতি সর্ব্বমপি মারিতং ভবতীতি নাত্রাসম্ভাবনা যুক্তেত্যাশয়েনাহ ন তদস্তীতি। তৎ কুতস্তত্রাহ যন্নাত্মীয়মিতি। যতঃ সর্ব্বমাত্মীয়ং সর্ব্বং পরকীয়ং যস্মাৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বদা সর্ব্বো ভবতীতি পরমার্থা স্থিতিরিত্যর্থঃ। তথাচ মধুব্রাহ্মণশ্রুতিঃ "ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু" ইত্যাদ্যা প্রসিদ্ধেত্যাশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অতঃ সমাধিপরিপাকজন্যবোধেন মনঃ তৎকার্য্যপ্রপঞ্চয়োরবিদ্যায়াশ্চৈকরসব্রহ্মাত্মভাবঃ পরিশিষ্যত ইতি পদ্যেনোপসংহরতি ভাবরাশিরিতি। ভাবরাশির্দৃশ্যপদার্থসমূহস্তথা তদ্বিষয়কবিচিত্রবৃত্তিরূপো বোধস্তদুপহিতঃ সর্ব্বো জীবশ্চৈকপিণ্ডতাং ব্রহ্মৈকরসতাং যাতি। যথা অপক্ক ইতি চ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

গুরূক্তেস্তাৎপর্য্যসর্ব্বস্বমনূদ্য দর্শয়ন্ রামো মনঃ সমুচ্ছেদং স্ববুদ্ধিতর্কিতোপায়ৈরশক্যং মন্যমানস্তদুপায়ান্তরং জিজ্ঞাসুর্গদ্যেন পৃচ্ছতি এবমিতি ॥ ১০ ॥

ইহ হি তাবৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানাং ত্রিবিধোৎপত্তিরিতি তৎ পূর্ব্বোক্তম্ ॥ ১২ ॥

তত্রেদং প্রথময়া মনঃকল্পনয়া দেহীতি সা ব্রহ্মরূপিণী সঙ্কল্পময়ী ভূত্বা যদেব সঙ্কল্পয়তি তদেব পশ্যতি তেনেদং ভুবনাড়ম্বরং কল্প্যতে ॥ ১৩ ॥

তত্র জননমরণসুখদুঃখমোহাদিকং সংসরণং কল্পয়ন্তী কল্পানুরচনা বহুনাম সম্বরং স্থিত্বা স্বয়ং বিলীয়তে হিমকণিকেবাতপগতা ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠস্তদুপায়ং বক্তুং প্রতিজানীতে রঘুকুলেন্দো ইতি। স্বানি স্বানি বহিঃপ্রচারদ্বারাণীন্দ্রিয়াণি তেষামাচারঃ সঞ্চারস্তস্য দূরে তদবিষয়ে ব্রহ্মণি মনঃসন্ধিরয়ং মনোবৃত্তিধারাম্। রলয়োরভেদাৎ মনসঃ সন্ধানেন লয়ং বা এষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ১১ ॥

নন্বনাদৌ সংসারে কদাপি নাশো ন প্রসিদ্ধঃ তস্য কথমুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে ইত্যাশঙ্কা তৎসম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে তস্য নাশপ্রসিদ্ধিং পরিণামিস্বভাবতয়া ইতরভূতাদিতুল্যতাঞ্চ দর্শয়িতুং প্রাগুক্তাং সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রিবিধাং জীবসৃষ্টিং স্মারয়তি ইহ হি ইত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তং স্মর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। যদ্যপি দ্বাদশধা জীবজাতয়ঃ প্রাগুক্তাস্তথাপি সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যে দ্বাদশানামন্তর্ভাবাত্রিবিধেত্যুক্তম্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকভেদাদ্বা ত্রিবিধা। তাসু ত্রিবিধাস্বপি সৃষ্টিষু মূলকারণং হৈরণ্যগর্ভং মনঃ তৎ সঙ্কল্পানুসারীণ্যন্যানি মনাংসীত্যপি প্রাগুক্তম্ ॥ ১২ ॥

তত্র হৈরণ্যগর্ভমনসঃ স্বসঙ্কল্পবৈচিত্র্যাব্রহ্মাণ্ডাকারপরিণতস্য কল্পান্তে বিলয়ঃ প্রসিদ্ধস্তৎকার্য্যাণাঞ্চ ভৌতিকানাং বিলয়দর্শনাৎ তস্যাপি বিলয়স্বভাবতানুমাতুং শক্যতে। এবং মূলকারণে মনসি বিলয়স্বভাবতানিশ্চয়ে তত্তুল্যস্বভাবতয়া অস্মদাদিমনঃস্বপি সা সম্ভাবয়িতুং শক্যত ইত্যাশয়েনাহ তত্রেদং প্রথময়েত্যাদিনা। ইদং প্রথময়া আদ্যয়া। দেহী চতুর্মুখাকারদেহবানহমিতি যা ব্রহ্মরূপিণী ধাতৃস্বরূপা কল্পনা সা তদেব পশ্যতি সত্যসঙ্কল্পত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অস্মদাদিজন্মমরণাদিসংসারোপি তদীয়কল্পনৈবেত্যাহ তত্রেতি। কল্পেষু

কালোদিতঃ সঙ্কল্পবশাৎ পুনরন্যতয়া জায়তে সাপি পুনর্ব্বিলীয়তে পুনরপ্যুদেতি সৈবেতি ভূয়োভূয়োনুসংসরন্তী স্বয়মুপশাম্যতি ॥ ১৫ ॥

ইত্থমনন্তা ব্রহ্মকোটয়োঽস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডেঽন্যেষু চ সমতীতা ভবিষ্যন্তীতি সন্তি চেতরা অনন্তা যাসাং সংখ্যাপি ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

এবমস্যাং তাদৃশি বর্ত্তমানায়ামীশ্বরাদাগত্য জীবো যথা জীব্যতে বিমুচ্যতে তৎ শৃণু ॥ ১৭ ॥

চতুর্যুগসহস্রমিতেষু স্বাহঃসু তত্তদনুকূলরচনাভিঃ রচিতানাং দেবতাসুরাদীনাং বহুভির্নামভির্ম্মন্থরং গুরুতরং যথা স্যাৎ তথা স্থিত্বা ভোগিপর্য্যঙ্কশায়িনি বিষ্ণৌ স্বয়ং বিলীয়তে আতপগতা হিমকণিকা যথা স্বকারণে তেজসি লীয়তে তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

পুনঃ সৃষ্টিকালে উদিতো ভগবন্নাভিপদ্মাদাবির্ভূতশ্চেৎ পুনরন্যতয়া কল্পান্তরসর্গান্তরতয়া সা প্রাক্তনী কল্পনা জায়তে সা পুনঃ কল্পান্তে বিলীয়তে পুনরপ্যুদেতি। ইতি যাবদধিকারপ্রারব্ধক্ষয়ং সংসরন্তী তৎক্ষয়ে স্বতঃ সিদ্ধাদাত্মবোধাৎ দ্বিপরার্দ্ধাবসানে সমূলং স্বয়মুপশাম্যতি ॥ ১৫ ॥

এবমন্যেষু অপি হৈরণ্যগর্ভমনঃসু নশ্বরস্বভাবতা প্রমাণসিদ্ধেত্যাহ ইত্থমিত্যাদিনা। অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডেঽপি প্রতিপরমাণুব্রহ্মাণ্ডকোটিকল্পনাস্তীতি প্রাগুক্তরীত্যা বোধ্যম ॥ ১৬ ॥

যথা সমষ্টিমনাংসি পুরুষযত্নসাধ্যোরেবোপাসনজ্ঞানৈরুপচীয়ন্তে শাম্যন্তি চৈবং ব্যষ্টিজীবমনাংস্যপি জন্মমরণবীজকামকর্ম্মবাসনাসঙ্কল্পৈরুপচীয়ন্তে নিরোধজ্ঞানাভ্যাসপ্রকর্ষৈঃ শাম্যন্তীতি নাসম্ভাবনীয়োমনোনাশ ইত্যাশয়েন সৃষ্ট্যাদিকালাদারভ্য মোক্ষকল্পনান্তাং জীবসংসৃতিং সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং প্রপঞ্চয়তি এবমস্যামিত্যাদিনা। অস্যাং প্রাগুক্তায়াং সমষ্টিকল্পনায়াং তাদৃশি পরমাত্মনি বর্ত্তমানায়াং সত্যাং জীবোব্যষ্টিজীবো জীব্যতে জীবতি। পদবিকরণব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণো মনঃশক্তিরভ্যুদিতা পুরঃস্থিতাকাশশক্তিমবলম্ব্য তত্রস্থপবনতানুপাতিনী ঘনসঙ্কল্পত্বং গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥

ততঃ পুরঃপ্রাপ্তভূততন্মাত্রপঞ্চকতামেত্যান্তঃকরণতাং নীত্বা সা ত্বসূক্ষ্মা প্রকৃতির্ভূত্বা গগনপবনতেজোরূপতাসঙ্কল্পাৎ প্রালেয়রূপতামুপেত্য শাল্যোষধিং বিশন্তী প্রাণিনাং গর্ভতাঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

জায়তে তস্মাৎ ততঃ পুরুষঃ সম্পাদ্যতে ॥ ২০ ॥

তেন পুরুষেণ জাতমাত্রেণৈব বাল্যাৎ প্রভৃতি বিদ্যাগ্রহণং কর্ত্তব্যং গুরবোনুগন্তব্যাঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ ক্রমাৎ পুংসস্তবেব চমৎকৃতির্জায়তে ॥ ২২ ॥

সঙ্ক্ষেপেণ সূত্রিতমর্থং বিবরীতুকামঃ প্রথমমীশ্বরাদাগতত্যেত্যংশং বিবৃণোতি মনঃ শক্তিরিতি। প্রলয়ে উপাধিবিলয়াদব্যাকৃতে লীনানাং জীবানাং সংস্কারমাত্রেণ পরিশিষ্টা মনঃশক্তিঃ প্রথমমব্যাকৃতাৎ শব্দতন্মাত্রাত্মকাকাশশক্ত্যাবির্ভাবে সতি পুরঃস্থিতাং প্রথমোৎপন্নাং তামবলম্ব্য স্বয়মপ্যভ্যুদিতা সতী পবনশক্ত্যাত্মকস্পর্শতন্মাত্রোৎপত্তৌ তত্রত্যপবনতানুপাতিনী ঈষচ্চলনযোগ্যতালক্ষণং ঘনসঙ্কল্পত্বং গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥

ততঃ পুরঃপ্রাপ্তরূপরসগন্ধাত্মকতন্মাত্রক্রমেণ পঞ্চকতামপঞ্চীকৃতপঞ্চভূতাত্মকতামেত্য অন্তঃকরণতাং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি ব্যবহারবীজজীবোপাধিতাং নীত্বা প্রাপ্য সা প্রাগুক্তমনঃশক্তিরসূক্ষ্মা উপচিতা পঞ্চীকৃতস্থূলপ্রকৃতির্ভূত্বা পঞ্চীকৃতগগনপবনতেজোরূপতাসঙ্কল্পাৎ ক্রমেণ প্রালেয়রূপতাং নীহারবৃষ্ট্যাদিজলরূপতামুপেত্য শালিগোধূমাদ্যোষধিং শস্যং বিশন্তী অন্নভূতা পুরুষৈর্ভুক্তা রেতোভাবং প্রাপ্য স্ত্রীযোনৌ নিষিক্তা কললবুদ্বুদাদিক্রমেণ প্রাণিনাং গর্ভতাঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

তস্মাজ্জায়তে প্রসূয়তে। ততো জন্মনঃ কদাচিৎ সুকৃতাধিক্যাৎ কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃতঃ পুরুষঃ সম্পাদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তেনেত্যাদি নিগদব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১ ॥

ততেব চমৎকৃতির্বিবেকবৈরাগ্যাদিসাধনসম্পত্তির্জায়তে ॥ ২২ ॥

স্বচ্ছদৃশা চিত্তবৃত্তেঃ পুরুষস্য হেয়োপাদেয়বিচার উৎপদ্যতে ॥ ২৩ ॥

তাদৃগ্বিবেকবতি সঙ্কলিতাভিমানে
পুংসি স্থিতে বিমলসত্ত্বময়াগ্র্যজাতৌ।
সপ্তাত্মিকাবতরতি ক্রমশঃ শিবায়
চেতঃপ্রকাশনকরী ননু যোগভূমিঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে সাধকজন্মাবতারো নাম ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৬ ॥

স্বচ্ছদৃশা চিত্তবৃত্তেঃ পুরুষস্য সংসারানর্থোহেয়ো মোক্ষোপায় উপাদেয় ইতি বিচার উৎপদ্যতে ॥ ২৩ ॥

গদ্যোক্তার্থসারং পদ্যেনোক্তোপসংহরংস্তাদৃশে পুরুষে যোগভূমিকামাত্যন্তিকমনোনাশোপায়ভূতামবতারয়তি তাদৃগিতি। তাদৃক্সাধনান্তরোপচিতো যোবিবেকস্তদ্বতি। বিমলসত্ত্বময়ী অগ্র্যজাতির্ব্রাহ্মণাদ্যুত্তমজাতির্যস্য স তাদৃশোহমিতি সঙ্কলিতঃ স্বীকৃতোভিমানো যেন তস্মিন্নধিকারিপুংসি স্থিতে অচলে সতি শিবায় পরমপুরুষার্থায় বক্ষ্যমাণসাপ্তবিধ্যাত্মিকা চেতসঃ প্রকাশনং জ্ঞানেনাভিজ্বলনং তৎকরণশীলা যোগভূমিঃ ক্রমশশ্চিত্তোপরমতারতম্যক্রমেণ অবতরতি বক্ষ্যমাণলক্ষণৈরাবির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে ষোড়শোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গ

রাম উবাচ।

কীদৃশ্যো ভগবন্ যোগ ভূমিকাঃ সপ্ত সিদ্ধিদাঃ।
সমাসেনেতি মে ব্রূহি সর্ব্বতত্ত্ববিদাম্বর ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অজ্ঞানভূঃ সপ্তপদা জ্ঞভূঃ সপ্তপদৈব হি।
পদান্তরাণ্যসঙ্খ্যানি ভবন্ত্যন্যান্যথৈতয়োঃ ॥ ২ ॥
স্বযত্নসাধকরসাৎ মহাসত্তাভরোন্নতেঃ।
এতে প্রতিপদং বদ্ধমূলে সম্ফলতঃ ফলম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানভূমিপ্রভেদানামুপোদ্ঘাতেন বর্ণ্যতে।
অজ্ঞানভূমিকা সপ্ত বিধা যদ্বা প্রসঙ্গতঃ ॥ ১ ॥

সমাসেন সংগ্রহেণ। ইতি শব্দো লক্ষণপ্রভেদানাং তদুপযোগ্যর্থান্তরাণাঞ্চ প্রশ্নস্য দ্যোতনায় ॥ ১ ॥

তত্র ইতিশব্দপৃষ্টং জ্ঞানভূমিকাবোধোপযুক্তমজ্ঞানভূমিকাভেদং প্রথমং বক্তুকামো বশিষ্ঠো জ্ঞানাজ্ঞানভূমিকে বিভজ্য দর্শয়তি অজ্ঞানেতি ॥২॥

স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিলক্ষণঃ পুরুষপ্রযত্নো ভোগরাগদার্ঢ্যলক্ষণো রসাবেশশ্চাজ্ঞানভূপ্রতিষ্ঠায়ামসাধারণহেতুঃ। শাস্ত্রীয়সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টঃ শ্রবণাদিপ্রযত্নো-মুমুক্ষাদার্ঢ্যলক্ষণরসাবেশশ্চ জ্ঞানভূপ্রতিষ্ঠায়াম্। অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্তোৎকর্ষাধীন-স্বসত্তালাভস্তু ভয়ত্র সাধারণো হেতুঃ। এতেভ্যো হেতুভ্য এতে ভূমিকে প্রতি-পদং স্বস্ববিষয়ে বদ্ধমূলে সত্যৌ স্বস্বোচিতং সংসারস্থিতিদুঃখলক্ষণং তন্মুক্তি-নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তিলক্ষণঞ্চ ফলং সম্ফলতঃ। যথা অধোভুবনভুবঃ সপ্তপদা উত্তরোত্তরং রজস্তমোদুঃখবহুলা নরকান্তাঃ ঊর্দ্ধভুবনভুবস্তু ত্তরোত্তরং সত্ত্বসুখ-জ্ঞানবহুলাঃ সত্যলোকান্তাঃ ক্রমমুক্তিফলাশ্চ তদ্বদিতি অর্থাৎ গম্যতে ॥ ৩ ॥

তত্র সপ্তপ্রকারাং ত্বমজ্ঞানস্য ভুবং শৃণু ।
ততঃ সপ্তপ্রকারাং ত্বং শ্রোষ্যসি জ্ঞানভূমিকাম্ ॥৪॥
স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তং ভ্রংশোহহন্ত্ববেদনম্ ।
এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং তজ্জ্ঞত্বাজ্ঞত্বলক্ষণম্ ॥৫॥
শুদ্ধসন্মাত্রসম্বিত্তেঃ স্বরূপান্ন চলন্তি যে ।
রাগদ্বেষোদয়াভাবাত্তেষাং নাজ্ঞত্বসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥
যৎস্বরূপপরিভ্রংশাচ্চেত্যার্থে চিতি মজ্জনম্ ।
এতস্মাদপরোমোহো ন ভূতোন ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥
অর্থাদর্থান্তরং চিত্তে যাতি মধ্যে হি যা স্থিতিঃ ।
নিরস্তমননা যাসৌ স্বরূপস্থিতিরুচ্যতে ॥ ৮ ॥
সংশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ ।
জাড্যনিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ স্মৃতা ॥ ৯ ॥
অহন্তাংশে ক্ষতে শান্তে ভেদে নিঃস্পন্দতাং গতে ।
অজড়া যা প্রকচতি তৎস্বরূপমিতি স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
তত্রারোপিতমজ্ঞানং তস্য ভূমীরিমাঃ শৃণু ।
বীজজাগ্রত্তথা জাগ্রন্মহাজাগ্রত্তথৈব চ ॥ ১১ ॥

তত্র তয়োর্ভূমিকয়োর্মধ্যে ॥ ৪ ॥

তত্র ভূমিদ্বয়স্য প্রত্যেকং ফলতঃ সামান্যলক্ষণমাহ স্বরূপেতি ॥ ৫ ॥

তত্রাদ্যলক্ষণং স্ফোরয়তি শুদ্ধেতি ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়ং স্ফোরয়তি যদিতি ॥ ৭ ॥

আদ্যস্যাপ্রসিদ্ধিং বারয়তি অর্থাদিতি । পূর্ব্ববিষয়াচ্যুতস্য বিষয়ান্তরমননাৎ প্রাক্ নিরস্তমননা স্বরূপাবস্থিতিঃ প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মূর্চ্ছাসুষুপ্ত্যোর্ব্বারণায় বিশিনষ্টি জাড্যনিদ্রেতি ॥ ৯ ॥

অন্তরহন্তাংশে বহির্ভেদে । উভয়ত্র নিস্পন্দতাং গতে । অজড়া স্বপ্রকাশা যা চিদিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নস্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎস্বষুপ্তকম্‌ ।
ইতি সপ্তবিধোমোহঃ পুনরেব পরস্পরম্‌ ॥ ১২ ॥
শ্লিষ্টোভবত্যনেকাখ্যঃ শৃণু লক্ষণমস্য চ ।
প্রথমে চেতনং যৎ স্যাদনাখ্যং নির্ম্মলং চিতঃ ॥ ১৩ ॥
ভবিষ্যচ্চিত্তজীবাদি নামশব্দার্থভাজনম্‌ ।
বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্বীজজাগ্রত্তদুচ্যতে ॥ ১৪ ॥
এষা জ্ঞপ্তের্নবাবস্থা ত্বং জাগ্রৎসংস্থিতিং শৃণু ।
নবপ্রসূতস্য পরাদয়ঞ্চাহমিদং মম ॥ ১৫ ॥
ইতি যঃ প্রত্যয়ঃ স্বস্থস্তজ্জাগ্রৎ প্রাগভাবনাৎ ।
অয়ং সোহমিদং তন্ম ইতি জন্মান্তরোদিতঃ ॥ ১৬ ॥
পীবরঃ প্রত্যয়ঃ প্রোক্তো মহাজাগ্রদিতি স্ফুটম্‌ ।

তত্র তস্যাং প্রত্যকৃচিতি । আরোপিতমনাদিতয়াধ্যস্তম্‌ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

পদান্তরাণ্যসংখ্যানীতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি পুনরেব পরস্পরং শ্লিষ্ট ইতি । অস্য সপ্তবিধস্য মোহস্য প্রত্যেকং লক্ষণং শৃণু ইত্যর্থঃ । বীজজাগ্রল্লক্ষণমাহ প্রথমমিতি । চিতোমায়াশবলচৈতন্যাৎ সকাশাৎ সর্গাদৌ জাগরাদৌ বা প্রথমং চেতনং চিদাভাসসম্বলিতরূপং যৎ স্যাৎ তৎ প্রাণধারণাদিক্রিয়োপাধিনা ভবিষ্যচ্চিত্তজীবাদিনামশব্দানাং তদর্থানাঞ্চ ভাজনং বক্ষ্যমাণজাগ্রদ্বীজভূতং স্থিতং বীজজাগ্রদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

জাগ্রল্লক্ষণং শ্রাবয়তি ত্বমিতি । নবপ্রসূতস্য বীজজাগ্রতঃ পরাৎ পরতঃ অয়ং স্থূলদেহোঽহম্‌ ইদং দেহভোগ্যজাতং মম ইতি যঃ প্রত্যয়স্তজ্জাগ্রদিত্যর্থঃ ॥১৫॥

অয়ং সোহমিদং তন্মে ইত্যুক্তলক্ষণস্য জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য জন্মান্তরমুদিতঃ । নকারলোপশ্ছান্দসঃ । অথবা সজাতীয়পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মসংস্কারোদ্বোধেন দৃঢ়তরোদিতঃ অতএব পীবরঃ অভ্যাসাদুপচিতঃ । তথাহি ব্রাহ্মণাদিজন্মসাধারণ্যেপি জন্মান্তরাভ্যাসাৎ কেষাঞ্চিৎ ব্রাহ্মণোচিতক্রিয়াস্বভিনিবেশঃ পাটবাতিশয়শ্চ দৃশ্যতে ন সর্ব্বেষাম্‌ । তথা ঐহিকাৎ প্রাক্তনাৎ বা দৃঢ়াভ্যাসপাটবাদুপচিতাভিনিবেশো জাগ্রৎপ্রত্যয়ো মহাজাগ্রদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অরূঢ়মথবা রূঢ়ং সর্ব্বথা তন্ময়াত্মকম্ ॥১৭॥
যজ্জাগ্রতোমনোরাজ্যং জাগ্রৎস্বপ্নঃ স উচ্যতে।
দ্বিচন্দ্রশুক্তিকারূপ্যমৃগতৃষ্ণাদিভেদতঃ ॥ ১৮ ॥
অভ্যাসাৎ প্রাপ্য জাগ্রত্ত্বং স্বপ্নোনেকবিধোভবেৎ।
অল্পকালং ময়া দৃষ্টমেবং নো সত্যমিত্যপি ॥ ১৯ ॥
নিদ্রাকালানুভূতেঽর্থে নিদ্রান্তে প্রত্যয়োহি যঃ।
স স্বপ্নঃ কথিতস্তস্য মহাজাগ্রৎস্থিতের্হৃদি ॥ ২০ ॥
চিরসন্দর্শনাভাবাদপ্রফুল্লবৃহদ্বপুঃ।
স্বপ্নোজাগ্রত্তয়া রূঢ়ো মহাজাগ্রৎপদং গতঃ ॥ ২১ ॥
অক্ষতে বা ক্ষতে দেহে স্বপ্নজাগ্রন্মতং হি তৎ।
ষড়বস্থাপরিত্যাগে জড়া জীবস্য যা স্থিতিঃ ॥ ২২ ॥
ভবিষ্যদ্দুঃখবোধাঢ্যা সৌষুপ্তী সোচ্যতে গতিঃ।

জাগ্রৎস্বপ্নং লক্ষয়তি অরূঢ়মিতি। অরূঢ়মনভ্যাসপেনবং রূঢ়মভ্যাসদৃঢ়ম্। যথা লবণস্য ॥ ১৭ ॥

দ্বিচন্দ্রশুক্তিরূপ্যাদিভ্রান্তয়োপি জাগ্রৎস্বপ্নভেদা এবেত্যাহ দ্বিচন্দ্রেতি ॥১৮॥

স্বপ্নং লক্ষয়তি অল্পকালমিতি। নিদ্রান্তে নিদ্রামধ্যে নিদ্রাবসানে বা প্রতীয়ত ইতি প্রত্যয়ঃ যঃ প্রত্যয়োঽনুসন্ধীয়তে স স্বপ্নঃ কথিত ইত্যর্থঃ। তস্যাজ্ঞস্য। স চ মহাজাগ্রৎস্থিতের্ম্মহাজাগ্রদন্তর্গতস্থূলশরীরস্য হৃদি কণ্ঠাদি-হৃদয়ান্তনাড়ীপ্রদেশে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

উক্তলক্ষণোপপাদনায় স্বপ্নমেব পুনর্ব্বিশিনষ্টি চিরসন্দর্শনাভাবাদিতি। স্বপ্নজাগ্রতোর্লক্ষণমাহ স্বপ্নোজাগ্রত্তয়েতি। রূঢ়োদৃঢ়াভিনিবেশাৎ চিরকাল-স্থায়িত্বকল্পনাৎ বা উপচিতঃ। যথা হরিশ্চন্দ্রস্য দ্বাদশবর্ষাত্মকঃ। মহাজাগ্রৎ পদং মহাজাগ্রৎসাম্যং গতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স চাস্য দৈবাদ্দেহনাশেপি তথৈবাগ্রেপ্যনুবর্ত্ততে ইতি সূচনায় ক্ষতে দেহে ইত্যুক্তম্। সুষুপ্তিং লক্ষয়তি ষড়বস্থেতি। পূর্ব্বাঃ ষড়বস্থাঃ কর্ম্মফলভোগ-ভূমিত্বাৎ কর্ম্মজাঃ। সুষুপ্তিস্তু পূর্ব্বোদ্ভূতকর্ম্মণাং ভোগেন ক্ষয়ে উত্তরেষামনু-

এতে তস্যামবস্থায়াং তৃণলোষ্টশিলাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥
পদার্থাঃ সংস্থিতাঃ সর্ব্বে পরমাণুপ্রমাণিনঃ।
সপ্তাবস্থা ইতি প্রোক্তা ময়াঽজ্ঞানস্য রাঘব ॥ ২৪ ॥
একৈকা শতশাখাত্র নানাবিভবরূপিণী।
জাগ্রৎস্বপ্নশ্চিরং রূঢ়োজাগৃতাবেব গচ্ছতি ॥ ২৫ ॥
নানাপদার্থভেদেন সবিকাসং বিজৃম্ভতে।
অস্যামপ্যুদরে সন্তি মহাজাগ্রদ্দশা দৃশঃ ॥ ২৬ ॥
তাসামপ্যন্তরে লোকো মোহান্মোহান্তরং ব্রজেৎ।
অন্তঃপাতিজলাবর্ত্ত ইব ধাবতি নৌভ্রমম্ ॥ ২৭ ॥
কাশ্চিৎ সংস্থতয়োদীর্ঘং স্বপ্নজাগ্রত্তয়া স্থিতাঃ।
কাশ্চিৎ পুনঃ স্বপ্নজাগ্রজ্জাগ্রৎস্বপ্নাস্তথেতরাঃ ॥ ২৮ ॥

স্তবেঽস্তরালে ছত্রাপায়বৎ সর্ব্বসূক্ষ্মস্থূলপ্রপঞ্চবিলয়ে তত্ত্বীজাজ্ঞানমাত্রপরিশেষাৎ তদুপহিতাত্মমাত্রপরিশেষরূপেত্যাশয়েনাহ জড়া জীবস্য যা স্থিতিরিতি ॥২২॥

ভবিষ্যদুঃখানি বোধয়ন্তি অনুভাবয়ন্তীতি ভবিষ্যদুঃখবোধানি বাসনা-কর্ম্মাণি তৈরাঢ্যা সম্পন্না সুষুপ্তিরেব সৌষুপ্তী। সুষুপ্তৌ কারণে বিলীনস্য জগতঃ সংস্কারাত্মনা সত্ত্বমেব নাসত্ত্বং পুনরুদ্ভবাভাবপ্রসঙ্গাদিত্যাশয়েনাহ এতে ইতি ॥ ২৩ ॥

উপসংহরতি সপ্তাবস্থা ইতি ॥ ২৪ ॥

তাস্বেকৈকান্তরন্যোন্যাবির্ভাবাৎ পরস্পরং সম্বলনাচ্চানন্তভেদাঃ সন্তবন্তী-ত্যাহ একৈকেতি। জাগৃতাবেব গচ্ছতি মিলতি ॥ ২৫ ॥

অস্যাং জাগ্রদ্ভাবাপন্নায়াং জাগ্রৎস্বপ্নদশায়াম্ উদরে অন্তঃ মহাজাগ্রদ্দশা-লক্ষণাঃ দৃশঃ প্রত্যয়াঃ। দৃশঃ সাক্ষিণোমহাজাগ্রদ্দশাঃ সন্তীতি পৃথক্পদচ্ছেদো বা ॥ ২৬ ॥

লোকোজনঃ জীব ইতি যাবৎ। নদ্যন্তঃপাতিজলাবর্ত্তে নৌরিব ভ্রমং ধাবতি গচ্ছতি ॥ ২৭ ॥

দীর্ঘং দীর্ঘকালম্। স্বপ্নজাগ্রদিতি জাত্যবেকবচনম্ ॥ ২৮ ॥

অজ্ঞানভূমিরিতি সপ্তপদা ময়োক্তা
নানাবিকারজগদন্তরভেদহীনা।
অস্যাঃ সমুত্তরসি চারুবিচারণাভিঃ
দৃষ্টে প্রবোধবিমলে স্বয়মাত্মনীতি ॥২৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকিয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে অজ্ঞানভূমিকাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৭॥

বর্ণিতামজ্ঞানভূমিকামুপসংহরংস্তদুত্তরণোপায়মাহ:অজ্ঞানভূমিরিতি। নানাবিকারৈর্জগদন্তরভেদৈশ্চ হীনা নিন্দ্যা অবশ্যহেয়েতি যাবৎ। ইতি উক্তবক্ষ্যমাণপ্রকারাভিশ্চারুবিচারণাভিঃ প্রবোধবিমলে স্বয়ং প্রত্যগাত্মৈকরসে আত্মনি দৃষ্টে সতি অস্যা অবিদ্যাভূমেঃ সকাশাৎ সমুত্তরসি নির্গত এবাসীত্যর্থঃ। স্বয়মুত্তরসীতি বা সম্বন্ধঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
সপ্তদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণয়ানঘ ।
নানয়া জ্ঞাতয়া ভূয়ো মোহপঙ্কে নিমজ্জসি ॥১॥
বদন্তি বহুভেদেন বাদিনো যোগভূমিকাঃ ।
মমত্বভিমতা নূনমিমা এব শুভপ্রদাঃ ॥ ২ ॥
অববোধং বিদুর্জ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকম্ ।
মুক্তিস্তু জ্ঞেয়মিত্যুক্তং ভূমিকাসপ্তকাৎ পরম্ ॥৩॥
সত্যাববোধো মোক্ষশ্চৈবেতি পর্য্যায়নামনী ।
সত্যাববোধো জীবোয়ং নেহ ভূয়ঃ প্ররোহতি ॥ ৪ ॥

ইহ সপ্তপদা জ্ঞানভূমিকালক্ষণৈঃ স্বকৈঃ ।
আরূঢ়লক্ষণৈশ্চৈব মোক্ষান্তা সাধু বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

ইমামিতি । জ্ঞাতয়া অভ্যাসক্রমেণানুভূতয়া ॥ ১ ॥

নন্থ যোগশাস্ত্রে যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গভেদভিন্না যোগভূমিকাঃ প্রসিদ্ধা এব কিং তা এবৈতা নেত্যাহ বদন্তীতি । বাদিনোযোগসাঙ্খ্যবাদিনঃ । তা যোগভূমিকা-স্তুচ্ছসিদ্ধিফলা অন্যেষামভিমতাঃ । মম তু ইমা জ্ঞানভূমিকা এবাভিমতাঃ । যতঃ পরমপুরুষার্থলক্ষণশুভপ্রদা ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জ্ঞেয়ং কিং বা জ্ঞানং যদ্ভূময়ো বর্ণ্যন্তে ইতি তে লক্ষয়তি অববোধ-মিতি । অথণ্ডস্বাকারবৃত্ত্যারূঢ়ং ব্রহ্ম অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাজ্জ্ঞানং নিবৃত্তাজ্ঞানন্তু তদেব জ্ঞেয়মিত্যুপচারাৎ দ্বিধোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তথাচ পূর্ব্বাপরাবস্থাকল্পিতাবান্তরপ্রবৃত্তিনিমিত্তভেদস্য মিথ্যাভূতস্যাপায়ে অববোধমোক্ষপদয়োরেকার্থমাত্রনিষ্ঠত্বাৎ পর্য্যায়নামতা ফলিতা । যতস্তাদৃশো জীবো ন ভূয়ঃ প্ররোহতি যেন ভেদাদপর্য্যায়তা স্যাদিত্যাশয়েনাহ সত্যাববোধ ইতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা ॥ ৫ ॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা স্মৃতা ॥ ৬ ॥
আসামন্তে স্থিতা মুক্তিস্তস্যাং ভূয়ো ন শোচতে।
এতাসাং ভূমিকানাং ত্বমিদং নির্ব্বচনং শৃণু ॥৭॥
স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যেহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৮॥
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্ক বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদাচারপ্রবৃত্তির্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ ৯ ॥
বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যা মিন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্ততা।
যাত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা ॥ ১০ ॥

উদ্দেশঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

উদ্দিষ্টানাং লক্ষণোক্তিং বক্তুং প্রতিজানীতে এতাসামিতি ॥ ৭ ॥

প্রেক্ষ্যে প্রেক্ষিষ্যে। ইডভাবশ্ছান্দসঃ। শাস্ত্রৈর্ব্বিচারিতবেদান্তবাক্যৈঃ সজ্জনৈর্গুরুভিশ্চ। বৈরাগ্যগ্রহণং সাধনচতুষ্টয়োপলক্ষণম্। তথাচ নিষিদ্ধ-বর্জ্জননিষ্কামযজ্ঞদানাদ্যনুষ্ঠানপ্রযুক্তা সন্ন্যাসসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিসহিতা মুক্তি-পর্য্যবসিতা শ্রবণাদিপ্রবৃত্তিফলোপহিতাত্মসাক্ষাৎকারোৎকটেচ্ছৈব প্রথমা ভূমিকেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

গুরুশুশ্রূষাভিক্ষাশনশৌচাদিতি ধর্ম্মপালনসহিতে শ্রবণমননে এবাত্র সদা-চারঃ। অন্যস্য চিত্তশুদ্ধিমাত্রহেতুত্বেন প্রাগেব সিদ্ধত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অভ্যর্হিতত্বাৎ বিচারণাশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। ভাবনং ভাবো নিদিধ্যাসনং তস্মাৎ। তথাচ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যাদিপূর্ব্বকশ্রবণমননাভ্যাং সহিতান্নিদিধ্যা-সনাৎ যা মনস ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু অসক্ততা অগ্রহণপর্য্যন্তা তনুতা সবিকল্পসমাধিরূপা সূক্ষ্মতা সা তনুমানসাখ্যা তৃতীয়া ভূমিকা প্রোক্তা। তনু সূক্ষ্মতমং মানসং যস্যামিতি ব্যুৎপত্তেরিত্যর্থঃ। অন্নস্যোপসর্জ্জনত্বান্ন ঙীপ্॥

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থে বিরতের্বশাৎ।
সত্যাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা॥ ১১॥
দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসঙ্গফলেন চ।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারাৎ প্রোক্তাসংসক্তিনামিকা॥ ১২॥
ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া দৃঢ়ম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ॥১৩॥
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেনার্থভাবনাৎ।
পদার্থাভাবনা নাম্নী ষষ্ঠী সঞ্জায়তে গতিঃ॥ ১৪॥

তথাচোক্তং যোগশাস্ত্রে। "শ্রোত্রাদিকরণৈর্যাবচ্ছব্দাদিবিষয়গ্রহঃ। তাবদ্ধ্যানমিতি প্রোক্তং সমাধিঃ স্যাত্ততঃ পরম্" ইতি॥ ১০॥

অর্থে বাহ্যার্থে বিষয়ে সংস্কারোচ্ছেদাদাত্যন্তিকী চিত্তে যা বিরতিস্তদ্বশাৎ তদ্দৈর্ঘ্যাৎ। শুদ্ধে মায়াতৎকার্য্যাদবস্থাত্রয়াচ্চ শোধিতে সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্ররূপে আত্মনি ক্ষীরোদকবদলিপ্তাবিলয়েন সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তা যা স্থিতির্নির্ব্বিকল্পক-সমাধিরূপা সা সত্ত্বাপত্তির্মনসঃ পরমাত্মসত্ত্বাত্মনৈবাপন্নত্বাদিত্যর্থঃ। অত্র হ্যসৌ ব্রহ্মবিদিত্যুচ্যতে॥ ১১॥

অসংসঙ্গশ্চিত্তস্য বাহ্যাভ্যন্তরাকারৈস্তৎসংস্কারৈশ্চাস্পর্শস্তল্লক্ষণেন সমাধি-পরিপাকফলেন চ হেতুনা রূঢ় উপচিতশ্চিত্তে নিরতিশয়ানন্দনিত্যাপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারলক্ষণশ্চমৎকারো যস্যাং সা। যদ্যপ্যুত্তমাধিকারিণাং দ্বিতীয়ভূমিকায়ামপি সাক্ষাৎকারঃ শাব্দাপরোক্ষ্যাৎ প্রসিদ্ধস্তথাপি পঞ্চমভূমি-কায়ামাত্যন্তিকদ্বৈতসংস্কারোচ্ছেদপ্রযুক্তোৎকর্ষাতিশয়স্য মন্দমধ্যমাধিকারিণা-মপি চতুর্থভূমিকান্তোৎপন্নসাক্ষাৎকারস্য পঞ্চম্যাং নিরূঢ়তরত্বোপপত্তেশ্চ সূচনায় রূঢ়েতি চমৎকারবিশেষণম্। অতএব চতুর্থভূমিকান্তে কচিৎ পঞ্চমীং ভূমিকাং প্রাপ্তো ব্রহ্মবিদ্বর ইত্যুচ্যতে। ন বিদ্যতে অবিদ্যাতৎকার্য্যসংসক্তিঃ সর্ব্বথা যস্যামিতি ব্যুৎপত্ত্যা অসংসক্তিনামিকা॥ ১২॥

অস্যা এব পরিপাকোৎকর্ষাদুত্তরে দ্বে ভূমিকে ভবত ইত্যাশয়েনাহ ভূমিকা-পঞ্চকেতি। বক্ষ্যমাণং নাম অন্বর্থতয়া নির্ব্বক্তি। আভ্যন্তরাণামিতি॥১৩॥

ভূমিষট্‌কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ ॥১৫ ॥
এষা হি জীবন্মুক্তেষু তুর্য্যাবস্থেহ বিদ্যতে।
বিদেহমুক্তিবিষয়স্তুর্য্যাতীতমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥
যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীং ভূমিকাং গতাঃ।
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহৎপদমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥
জীবন্মুক্তা ন সজ্জন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ।
প্রকৃতেনার্থকার্য্যাণি কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা নবা ॥১৮॥
পার্শ্বস্থবোধিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বাচারক্রমাগতম্।
আচারমাচরন্ত্যেব সুপ্রবুদ্ধবদক্ষতম্ ॥ ১৯ ॥
আত্মারামতয়া তাংস্তু সুখয়ন্তি ন কাশ্চন।

তর্হি কথং দেহযাত্রাসিদ্ধিস্তত্রাহ পরপ্রযুক্তেনেতি। অস্যাঞ্চ ভূমিকায়াং ব্রহ্মবিদ্বরীয়ানিত্যাখ্যায়তে ॥ ১৪ ॥

সপ্তমীং ভূমিকামাহ ভূমিষটকেতি। পরপ্রযত্নেনাপি ভেদস্যানুপলম্ভত ইত্যর্থাদগম্যতে। তুর্য্যং জাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়নির্মুক্তং "শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" ইতি শ্রুত্যা তাদৃশবিদ্বদনুভবসিদ্ধত্বেন প্রতিপাদিতং ব্রহ্ম গচ্ছতি আত্মতয়ানুভবতাখণ্ডিতং যস্যামবস্থায়াং সা তুর্য্যগা। তাস্তু প্রাপ্তো ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে। স চ ব্রহ্মবিৎপ্রভৃতিষু তুরীয়ত্বং গচ্ছতীতি তুর্য্যগা ॥ ১৫ ॥

ইহ অস্মিন্নেব দেহে বিদ্যতে। অতোঽস্যা অবস্থায়াঃ পরং বিদেহমুক্তিবিষয়স্তুর্য্যাতীতং ব্রহ্মৈবেতি ন ভূমিকাসু গণ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি ষষ্ঠভূমিকায়াং ন বা কুর্ব্বন্তি সপ্তমভূমিকায়ামিত্যাশয়ঃ ॥১৮ কুর্ব্বন্তি বা ন বেত্যুক্তে যথেষ্টাচারপরত্বাশঙ্কাং বারয়ন্ স্বাশয়ং প্রকটয়তি পার্শ্বস্থেতি। সর্ব্বেষাং তত্তাদাশ্রমনিষ্ঠানামাচারক্রমেণাগতমাচারং সদাচারমেবাচরন্তি আচরন্ত্যেবেতি দ্বিবিধোপি নিয়মোত্র বিবক্ষিতঃ। অক্ষতং আসঙ্গেনাদূষিতম্। অক্ষতা ইতি পাঠে ফলাসক্তিলক্ষণক্ষতরহিতা ইত্যর্থঃ। তথাচ ন যথেষ্টাচরণপ্রসক্তিরিতি ভাবঃ। তথা চাহুঃ। "বিদিতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্ববিদাঞ্চৈব কোভেদোঽশুচিভক্ষণে" ইতি ॥১৯ ॥

জগৎক্রিয়াঃ সুসংসুপ্তান্ রূপালোকাঃ স্ত্রিয়ো যথা ॥২০॥
ভূমিকাসপ্তকঞ্চৈতৎ ধীমতামেব গোচরঃ।
ন পশুস্থাবরাদীনাং ন চ ম্লেচ্ছাদিচেতসাম্ ॥২১॥
প্রাপ্তাজ্ঞানদশামেতাং পশুম্লেচ্ছাদয়োপি যে।
সদেহা বাপ্যদেহা বা তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥২২॥
জ্ঞপ্তির্হি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তস্মিন্ সতি হি মুক্ততা।
মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধ্যাদি শান্তিমাত্রাত্মকস্ত্বসৌ ॥ ২৩ ॥
যে তু মোহাৎ সমুত্তীর্ণা ন প্রাপ্তাঃ পাবনং পদম্।
আস্থিতা ভূমিকাস্বাসু স্বাত্মলাভপরায়ণাঃ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বভূমিগতাঃ কেচিৎ কেচিদ্দ্বিত্রৈকভূমিকাঃ।
ভূমিষট্‌কগতাঃ কেচিৎ কেচিৎ সপ্তকভূমিকাঃ ॥২৫॥

অনাসঙ্গব্যবহারেণ সুখদুঃখানুদয়ং সদৃষ্টান্তমাহ আত্মারামতয়েতি। জগৎক্রিয়া ব্যবহারাস্তান্ জীবন্মুক্তান্ন সুখয়ন্তি। যথা সুসংসুপ্তান্ গাঢ়নিদ্রাবশান্ রূপেণ সৌন্দর্য্যাতিশয়েন আলোক্যন্ত ইতি রূপালোকাঃ স্ত্রিয়ো ন সুখয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। জগৎক্রিয়াসু সংসুপ্তান্ রূপালোকঃ স্ত্রিয়ো যথেতি পাঠে তু যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেরিতি ভগবদুক্তদিশা জগদ্ব্যাপারেষু স্বপ্নবন্মিথ্যাত্বদর্শনাৎ সুপ্তপ্রায়াংস্তান্ ব্রহ্মাদিসম্পদোপি ন সুখয়ন্তি। যথা স্ত্রীরূপালোকোৎসুকাঃ স্ত্রিয়ো ন সুখয়ন্তি তত্র রাগাভাবাত্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ম্লেচ্ছাদিবচ্চেতোদেহাত্মবুদ্ধির্যেষাং তেষাং মনুষ্যাদীনাং চেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

পশবোহনুমৎপ্রভৃতয়ঃ। ম্লেচ্ছা ধর্ম্মব্যাধাদয়ঃ। আদিপদাদসুরাঃ প্রহ্লাদকর্কটীপ্রভৃতয়শ্চ গৃহ্যন্তে ॥ ২২ ॥

মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধেরাদিপদাচ্ছুক্তিরূপ্যবুদ্ধেশ্চ যা শান্তির্ব্বাধঃ সৈব মাত্রা তুল্যা যস্য তদাত্মকস্তত্তুল্য ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

যদ্যপি দ্বিতীয়াদিভূমিষু চতুর্থভূমৌ বা জ্ঞানোদয়েনাজ্ঞানাবরণভঙ্গাৎ মোহাৎ সম্যগুত্তীর্ণা এব তথাপি প্রবলপ্রারব্ধপ্রযুক্তবিক্ষেপাৎ পাবনমাত্যন্তিকমনোনাশোপলক্ষিতনিরতিশয়ানন্দপূর্ণতালক্ষণং বিদেহকৈবল্যং ন প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ভূমিত্রয়গতাঃ কেচিৎ কেচিদন্ত্যাং ভুবং গতাঃ।
ভূচতুষ্টয়গাঃ কেচিৎ কেচিদ্ভূমিদ্বয়ে স্থিতাঃ ॥২৬॥
ভূম্যংশভাজনাঃ কেচিৎ কেচিৎ সার্দ্ধত্রিভূমিকাঃ।
কেচিৎ সার্দ্ধচতুর্ভূর্গাঃ সার্দ্ধষড়্ভূমিকাঃ পরে ॥২৭॥
বিবেকিনো নরা লোকে চরন্তি ইতি ভূমিষু।
গ্রহায়তনতাপস্য দশাবেশেষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
তে হি ধীরাঃ সুরাজানো দশাস্বাসু জয়ন্তি যে।
তৃণায়তেত্র দিগ্দন্তিঘটাভটপরাজয়ঃ ॥ ২৯ ॥

যে তাসু ভূমিষু জয়ন্তি হি যে মহান্তো
বন্দ্যাস্ত এব হি জিতেন্দ্রিয়শত্রবস্তে।

একস্মিন্নেব জন্মনি ক্রমাৎ সর্ব্বভূমিগতাঃ। এবং সর্ব্বত্র। সপ্তৈকভূমিকাঃ সপ্তমৈকভূমিকাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

ভূচতুষ্টয়গাঃ কেচিদিত্যেতদগ্রস্য পূর্ব্বোক্তস্যৈবানুবাদঃ প্রপঞ্চার্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভূম্যংশঃ পাদভূম্যর্দ্ধভূম্যাদিঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি উক্তপ্রকারাসু ভূমিষু চরন্তঃ সন্তো দৃশা ভূমাত্মদৃষ্ট্যা গৃহ্ণন্তীতি গ্রহাঃ গ্রহাতিগ্রহাখ্যাঃ সান্তর্ব্বাহ্যকরণতদ্বিষয়াঃ আয়তনং তদাধারভূতং শরীরঞ্চ তৎপ্রযুক্তস্য তাপস্যাধ্যাত্মিকাদিভেদভিন্নস্য আবেশেষু বাধলক্ষণেষ্বাত্মান্তঃপ্রবেশনেষু সংস্থিতা উদ্যুক্তাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সেন্দ্রিয়মনোজয় এব সর্ব্বশত্রুজয়াদুৎকৃষ্টঃ স্বাত্মসাম্রাজ্যমেব সর্ব্বোৎকৃষ্টারাজতা নান্যেত্যাহ তে হীতি। শোভনাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টা রাজানঃ। ন পূজনাদিতি নটচ্। অত্র অস্যাগ্রে দিগ্দন্তিঘটাসহিতানাং সর্ব্বশত্রুভটানাং পরাজয়স্তৎপ্রযুক্তসপ্তদ্বীপরাজ্যঞ্চ তৃণায়তে তুচ্ছীভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

উক্তমেবার্থং স্ফুটং বদন্নুপসংহরতি এতাস্বিতি। যেনেষ্টং রাজসূয়েন যশ্চৈকঃ সর্ব্বভূমণ্ডলাধিপতিরন্যেষাং রাজ্ঞাং শাসিতা স সম্রাট্। "যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যাপকঃ আশিষ্ঠোদ্রঢ়িষ্ঠোবলিষ্ঠঃ তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দ" ইতি শ্রুত্যুক্তলক্ষণমানুষানন্দসম্পন্ন ইত্যর্থঃ।

সংস্রাড্ বিরাডপি চ যত্র তৃণায়তে বৈ
তস্মাৎ পরং জগতি তে সমবাপ্নুবন্তি ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে জ্ঞানভূমিকোপদেশো নাম
অষ্টাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮ ॥

বিরাট্ ব্রহ্মশরীরঃ প্রজাপতির্দৈবানন্দপরমাবধিরপি যত্র সপ্তমভূমৌ তৃণায়তে তস্মাৎ পরং বিদেহকৈবল্যসুখং জগতি ইহৈব যতন্তে সমবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
অষ্টাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮ ॥
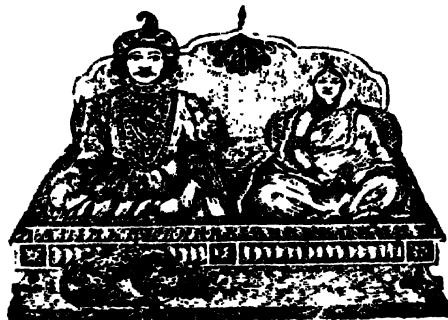
একোনবিংশাধিকশততমঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ।

ঊর্ম্মিকাসম্বিদা হেম যথা বিস্মৃত্য হেমতাম্।
বিরৌতি নাহং হেমেতি তথাত্মাহন্তয়ানয়া ॥১॥

রাম উবাচ।

ঊর্ম্মিকাসম্বিদুদয়ঃ কথং হেম্নো যথা মুনে।
অহন্তা চাত্মন ইতি যথাবৎ ব্রূহি মে প্রভো ॥২॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সত এবাগমাপায়ৌ প্রষ্টব্যৌ নাসতঃ সতা।
অহন্তমূর্ম্মিকাত্বঞ্চ সতী ভূ ন কদাচন ॥ ৩ ॥

নিরস্য মায়িকং রূপং সন্মাত্রৈকত্বদর্শনম্।
ভূমিকাসু স্থিরীকর্ত্তুং যুক্তিরত্র প্রপঞ্চ্যতে ॥১॥

তদর্থং পরমাত্মনঃ সহজস্বপূর্ণানন্দস্বপ্রকাশভাববিস্মরণে মায়িকজীবজগদ্ভাবারোপেণ নানাবিধদুঃখশোকাদিপ্রাপ্তৌ চ দৃষ্টান্তমাহ উর্ম্মিকেতি। যথা হেম স্বতঃ সর্ব্বতঃ কালত্রয়েপি স্বর্ণৈকস্বভাবং পরমার্থতো লেশতোপ্যস্বর্ণশূন্যমপি স্বাত্মন্যেব কল্পিতয়া উর্ম্মিকাসম্বিদা অঙ্গুলীয়কভ্রান্ত্যা স্বাং হেমতাং হৈমৈকরসতাং বিস্মৃত্য অদৃষ্ট্বা বাহ্যমলসম্পর্কপ্রযুক্তকাংস্যাদিভাবকল্পনয়া বিরৌতি রোদিতি। অচেতনস্য রোদনাযোগাৎ কাংস্যোর্ম্মিকাদিশব্দাভিলাপস্তৎস্বামিরোদনং বা তদীয়রোদনত্বেনোপচর্য্যতে। তথা আত্মাপ্যহন্তয়া রোদিতীত্যর্থঃ ॥১

যথা শব্দোপি কথমিত্যর্থে উত্তরান্বয়ী। তথাচ আত্মনঃ অহন্তা চ কথং ইতি দৃষ্টান্তং দার্ষ্টান্তিকঞ্চ যথাবদুপপত্তিভির্ব্রূহি ব্যক্তং বর্ণয়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আগমাপায়াবুৎপত্তিনাশৌ সতা স্বতঃসিদ্ধেন দ্রষ্টা দ্রষ্টুং শক্যৌ অতস্তাদৃশাবেব প্রষ্টব্যৌ ত্বয়েত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ষট্সু ভাববিকারেষু মধ্যমাশ্চত্বারঃ সত এব প্রসিদ্ধা নাসতস্তদ্বদুৎপত্তিনাশাবপি সত এব বাচ্যৌ। ন হ্যসদুৎপত্তিঃ

হেম হেম্ন্যূর্ম্মিকাঞ্চ ত্বং গৃহাণেত্যুদিতোযদি।
যদ্দীয়তে সোর্ম্মিকেণ তত্তদস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

রাম উবাচ।

এবঞ্চেৎ তৎ প্রভো কিং স্যাদূর্ম্মিকাত্বন্তু কীদৃশম্।
অনয়ৈবার্থনিশ্চিত্যা জ্ঞাস্যামি ব্রহ্মণোবপুঃ ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রূপং রাঘব নীরূপমসতশ্চেন্নিরূপ্যতে।
তদ্বন্ধ্যাতনয়াকারগুণাংস্ত্বং সমুদাহর ॥ ৬ ॥
ঊর্ম্মিকাত্বং মুধা ভ্রান্তির্ম্মায়েয়াসৎস্বরূপিণী।
রূপং তদেতদেবাস্যাঃ প্রেক্ষিতা যন্ন দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্ভসি দ্বীন্দাবহন্তারূপকাদিষু।

ক্রিয়াঃ কর্ত্তুং নাশক্রিয়াধারীভবিতুং বা শক্নোতি। যদ্যসত্তৎপদোত নষ্টেদ্বা তস্য সদ্ধর্ম্মাদুৎপত্তিনাশাবপ্যসন্তৌ স্যাতাম্। ন হি তৌ তদা দ্রষ্টুং শক্যৌ। সতোঽসদ্ভিঃ সম্বন্ধাভাবাৎ। তস্মাৎ সদেব হেম বস্তু বা উর্ম্মিকাহন্তাদিবেশে-ণোৎপদ্যতে প্রাকাশুমাপ্নোতি ইতি ॥ ৩ ॥

হানোপাদানাদিক্রিয়াসম্বন্ধোপি সত এব দৃষ্টো নাসত ইত্যাহ হেমেতি। গৃহাণ মূল্যেন ক্রীণীহি ইতি মূল্যে দাপিতে সোর্ম্মিকেণ বিক্রেত্রা যৎ হেম বহু-মূল্যেন দীয়তে তদস্তি সত্যম্। তথাচ সদ্বস্ত্বেব সকলব্যবহারগোচরো নাণুমাত্র-মপি তদন্যদ্ব্যবহারেপি নিরূপয়িতুং শক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

যদি হেমৈব ক্রয়াদিসর্ব্বব্যবহারগোচরস্তর্হি তদনুভাতস্যোর্ম্মিকাদ্যাকারস্য হেমস্বরূপাতিরিক্তং কিং স্বরূপং স্যাৎ কীদৃশং কিং প্রকারং বা যদূর্ম্মিকাদি-শব্দৈরভিলপ্যত ইতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৫ ॥

অবিচারিতরমণীয়ং তৎ বিচারিতে তু ন কিঞ্চিদিত্যাশয়েনোত্তরমাহ রূপ-মিতি ॥ ৬ ॥

যদ্যবশ্যং রূপং বাচ্যং তস্য বিচারকালমাত্রস্থিতিকত্বং মায়ায়া রূপমিত্যাশয়ে-নাহ রূপমিতি। প্রেক্ষিতা বিচার্য্য দৃষ্টা সতী ন দৃশ্যতে তূষ্ণীভবতীতি যৎ তৎ প্রসিদ্ধমেতদেবাস্যা রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

এতাবদেব রূপং যৎ প্রেক্ষ্যমাণং ন লভ্যতে ॥ ৮ ॥
যঃ শুক্তৌ রজতাকারং প্রেক্ষতে রজতস্য সঃ।
ন সম্প্রাপ্নোত্যণুমপি কণং ক্ষণমপি ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যালোকনেনৈব সদিবাসদ্বিরাজতে।
যথা শুক্তৌ রজততা জলং মরুমরীচিষু ॥ ১০ ॥
যন্নাস্তি তস্য নাস্তিত্বং প্রেক্ষ্যমাণং প্রকাশতে।
অপ্রেক্ষ্যমাণং স্ফুরতি মৃগতৃষ্ণাস্বিবাম্বুধীঃ ॥ ১১ ॥
অসদেব চ সৎকার্য্যকরং ভবতি চ স্থিরম্।
বালানাং মরণায়ৈব বেতালভ্রান্তিসম্ভ্রমঃ ॥ ১২ ॥
হেমতাং বর্জ্জয়িত্বৈকাং বিদ্যতে হেম্নি নেতরৎ।
ঊর্ম্মিকাকটকাদিত্বং তৈলাদি সিকতাস্বিব ॥ ১৩ ॥
নেহাস্তি সত্যং নো মিথ্যা যদ্‌যথা প্রতিভাব্যতে।
তত্তথার্থক্রিয়াকারি বালযক্ষবিকারবৎ ॥ ১৪ ॥
সদ্বা ভবত্বসদ্বাপি সুরূঢ়ং হৃদয়ে হি যৎ।
তত্তদর্থক্রিয়াকারি বিষস্যেবামৃতক্রিয়া ॥ ১৫ ॥
পরমৈষৈব সাবিদ্যা মায়ৈষা সংসৃতির্হ্যসৌ।
অসতোনিষ্প্রতিষ্ঠস্য যদহন্ত্বস্য ভাবনম্ ॥ ১৬ ॥

তথা প্রসিদ্ধিমেবান্যত্রাপি নাস্তিকে দর্শয়তি মৃগতৃষ্ণেত্যাদিনা ॥ ৮ ॥ ১০ ॥

অপ্রেক্ষ্যমাণং নাস্তিত্বং স্ফুরতি রজতাদিভাবেনেতি শেষঃ ॥ ১১ ॥

নম্বসতঃ সৎকার্য্যকারিতা স্থিরতা চ ক দৃষ্টা তত্রাহ বালানামিতি। ভ্রান্তি-প্রযুক্তঃ সম্ভ্রমো ভয়রোদনাদিঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

ন বস্তুসত্তা অর্থক্রিয়াব্যবস্থাহেতুঃ কিন্ত্বারোপে অধিষ্ঠানসত্তাপ্রতিভাস এবেত্যাশয়েনাহ নেহেতি। সত্যমেবার্থক্রিয়াকারি মিথ্যাভূতমেব বা অর্থ-ক্রিয়াকারীতি নিয়মোনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইদঞ্চ প্রাক্‌বহুশ উক্তমেবেতি স্মারয়তি সদ্বেতি ॥ ১৫ ॥

রাম উবাচ।

অববুদ্ধং মযং ব্রহ্ম সর্ব্বমেব ময়াধুনা।
তথাপি ভূয়ঃ কথয় সর্গঃ কিমিব লোক্যতে ॥২৪॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরেশান্তে পরং নাম স্থিতমিত্থমিদন্তয়া।
নেহ সর্গো ন সর্গাখ্যা কাচিদস্তি কদাচন ॥ ২৫ ॥
মহার্ণবাম্বুসীমাম্বু সংস্থিতা পরমেশ্বরে।
জলং দ্রবত্বাৎ স্পন্দীব নিস্পন্দং পরমং পদম্ ॥ ২৬ ॥
ভাঃ স্বাত্মনীব কচতি ন কচত্যেব তৎপদম্।
ভাসাং তত্ত্বং হি কচনং পদং ত্বকচনং বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অথ ঊর্দ্ধং বর্জয়িত্বা যথাব্ধেরুদরে পয়ঃ।
স্ফুরত্যেবং পরে চিত্ত্বাদিদং নানেব তৎপরম্ ॥ ২৮ ॥

ইত্থং নিষ্প্রপঞ্চে পরমার্থৈকরসে ব্রহ্মণি বোধিতেপি তত্র চিত্তবৃত্তিস্থিরীকরণাশক্তেঃ পরাবৃত্তঃ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাকাতরো রামঃ পৃচ্ছতি অববুদ্ধমিতি। কিমিব লোক্যত ইতি। জ্ঞানেনাজ্ঞানে নষ্টে তন্মূলজগতোপি বাধাৎ পুনর্ভানমনুপপন্নমিতি ভাবঃ॥ ২৪ ॥

যদি ত্বয়া তত্ত্বং বুদ্ধং তর্হি পুনর্জগদ্ভানং ব্রহ্মভানমেব। তত্র সকৃদ্ভেদস্য তদাখ্যায়াশ্চ নিমিত্তাপায়াদেব অসত্ত্বাদিত্যাশয়েন বশিষ্ঠঃ পরিহরতি পরে ইতি। পরং তত্ত্বং পরেশান্তে স্বস্বভাবে এব স্থিতং ন ততঃ প্রচ্যুতম্। ইত্থঞ্চ পূর্ণাত্মভাবাৎ সর্গস্তদাখ্যা চ ইদন্তয়া ইহ ব্রহ্মণি নাস্তি কিন্তু তৎস্বভাবেনৈবাস্তীত্যর্থঃ। কদাচনেত্যুক্তেস্তাদৃশস্থিতেঃ কাদাচিৎকত্বাভাব উক্তঃ। কিমিবলোক্যতে ইতি কিং দৃষ্টান্তস্য প্রশ্ন উত নিমিত্তস্য। আদ্যে বাধাৎ ব্রহ্মীভূতনামরূপস্য ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতৌ দৃষ্টান্তমুক্ত্বা যত্ততোবিশেষস্তমাহ জলমিতি॥২৫-২৬

তস্য স্বপ্রকাশত্বে দৃষ্টান্তমুক্ত্বা তত্রাপি পূর্ব্ববদ্বিশেষমাহ ভা ইতি। ভাঃ সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ কচতি দীপ্যতে। কচনং দীপ্তিক্রিয়া। ভাসাং সূর্য্যাদীনাং তত্ত্বং স্বভাবঃ। অকচনং নিষ্ক্রিয়ম্॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

ঈষদ্বিদঃ স্বয়ং চিত্ত্বাচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি ।
বুধ্যতে সর্গ ইত্যেব সমা স্থাস্যতি শাশ্বতম্ ॥ ২৯ ॥
সর্গস্তু পরমার্থস্য সংজ্ঞেত্যেবং বিনিশ্চয়ঃ ।
নানাস্তি নায়মত্যন্তমম্বরস্য যথাম্বরম্ ॥ ৩০ ॥
চিত্ত্বাৎ সর্গসমাপত্তিরচিত্ত্বাৎ সর্গসংক্ষয়ঃ ।
পরে পরমসংশান্তে হেম্নীব কটকভ্রমঃ ॥ ৩১ ॥
সন্নেব সর্গোসত্যত্বমেতি চিত্তশমোদয়ে ।
অসৎ সত্তামবাপ্নোতি স্বতঃ সম্বেদনোদয়ে ॥ ৩২ ॥
সম্বেদনমহন্তাবৎ সর্গসম্ভ্রমসম্ভ্রমঃ ।
অসম্বেদনমাশান্তং পরং বিদ্ধি ন তজ্জড়ম্ ॥ ৩৩ ॥
নানেব সর্গোনানায়ং জ্ঞস্যৈকান্তশিবাত্মকঃ ।
পুংস্ত্বকর্ম্মক্রিয়া সেনা মৃন্ময়ী শিল্পিনাং যথা ॥ ৩৪ ॥

দ্বিতীয়েপ্যাহ ঈষদিতি । ঈষদ্বিদঃ অপরিপক্ববোধস্য তব । চেত্যতামিব গচ্ছতীত্যস্য বিশদীকরণং বুধ্যতে সর্গ ইত্যেবেতি । স চ সর্গোজ্ঞানপরিপাকে শাশ্বতং ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিষ্ঠাস্যতি ॥ ২৯ ॥

যতস্তদা অয়মজ্ঞদৃষ্টৌ নানাভেদঃ অত্যন্তং নাস্তি । যথা অম্বরস্যাকাশস্যাম্বরমাকাশান্তরং নাস্ত্যনবস্থাপাতাদিতস্তথা পরমার্থে পরমার্থান্তরাভাবাৎ সর্গশব্দো ব্রহ্মণ এব সংজ্ঞেতি বিদ্বন্নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তথাচাত্যন্তিকচিত্তবিনাশাভাব এব তব পুনঃ সর্গালোকনে হেতুরিত্যাশয়েনাহ চিত্ত্বাদিতি ॥ ৩১ ॥

সম্বেদনং চিত্ত্বং তস্যোদয়ে ॥ ৩২ ॥

অহন্তাবৎ অভিমানযুক্তং সম্বেদনং চিত্তমেব সর্গভ্রমণভ্রান্তিঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানিনামপি ব্যুত্থানদশায়াং চিত্তাভাসোদয়ে কথং সর্গভানং তদাহ নানেবেতি । তত্ত্বদৃশা অনানাভূতোপি সর্গঃ । প্রাতিভাসিকো নানেব ভাসত ইতি শেষঃ । যথা শিল্পিনাং পুংস্ত্বং পুরুষচাতুরী তৎকর্ম্মণা ক্রিয়া নিষ্পত্তিযত্নাস্তথা বিধা মৃন্ময়ী সেনা বস্তুতোমৃদপি সেনেব ভাসতে তদ্বদিত্যর্থঃ । অথবা

ইদং পূর্ণমনারম্ভ মনন্তমনঘোদরম্।
পূর্ণে পূর্ণপরাপূরৈঃ পূর্ণমেবাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৫ ॥
যদয়ং লক্ষ্যতে সর্গস্তৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মণি স্থিতম্।
নভোনভসি বিশ্রান্তং শান্তং শান্তে শিবে শিবম্ ॥৩৬॥
মুকুরপ্রতিবিম্বস্থে নগরে নবযোজনে।
যথাদূরমদূরঞ্চ তথেশে তদতৎক্রমঃ। ৩৭ ॥
অসদভ্যুদিতং বিশ্বং সদপ্যভ্যুদিতং সদা।
প্রতিভাসাৎ সদাভাসমবস্তুত্বাদসন্ময়ম্ ॥ ৩৮ ॥
আদর্শনগরাকারে মৃগতৃষ্ণাম্বুভাস্বরে।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাভাসে সর্গেঽস্মিন্ কৈব সত্যতা ॥৩৯ ॥
মায়াচূর্ণপরিক্ষেপাৎ যথা ব্যোম্নি পুরভ্রমঃ।
তথা সম্বিদি সংসারঃ সারোসারশ্চ ভাসতে ॥৪০॥

মৃন্ময়ী পুরুষাদ্যাকারা সেনা পুংস্বকর্ম্মক্রিয়া যুদ্ধাদিপুরুষার্থকারিণীব ভাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষাং পারমার্থিকদৃষ্টৌ তু ইদং জগৎ পূর্ণং ব্রহ্মৈবাবতিষ্ঠতে ইত্যত্র "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ইতি শ্রুতিমর্থতোদশয়তি ইদমিতি। অনারম্ভমনুৎপত্তিকম্। অনন্তং নাশরহিতম্। অতএব বিকারান্তরদোষরহিতমুদরং মধ্যং যস্য তথাভূতম্। যতঃ পূর্ণৈস্যৈব পরমাত্মন আপূরৈঃ সর্ব্বতোব্যাপ্তিভিঃ পূর্ণমতঃ পূর্ণং সৎ পূর্ণমেবাবশিষ্যতে অবতিষ্ঠতে নাণুমাত্রমপ্যপূর্ণতাং যাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তদেব দৃঢ়ীকারায় পুনরাহ যদয়মিতি। সামান্যে নপুংসকম্ ॥ ৩৬ ॥

ঈশে ব্রহ্মণি। তস্য দূরত্বস্য অতস্য সামীপ্যস্য বা ক্রমঃ পরিপাটীত্যর্থঃ ॥৩৭

এবঞ্চ সত এবাসদ্বিশ্বাকারেণ ভানাৎ তত্ত্বদৃশা সদেবাভ্যুদিতমতত্ত্বদৃশা অসদেবাভ্যুদিতম্। যতোভেদপ্রতিভাসাৎ তৎ সদাভাসমসদ্ভেদদর্শনে ত্বসন্ময়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

ঐন্দ্রজালিকৈঃ পরমোহনায়াভিমন্ত্রিতমৌষধচূর্ণং মায়াচূর্ণম্। সারঃ সত্যোঽসারোমৃতশ্চ ॥ ৪০ ॥

যাবদ্বিচারদহনেন সমূলদাহং
দগ্ধা ন জর্জরলতেব বলাদবিদ্যা।
শাখাপ্রতানগহনানি বহূনি তাবৎ
নানাবিধানি সুখদুঃখবনানি সূতে ॥৪১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে হেমোল্মিকোপদেশো নাম
একোনবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯॥

সবাসনাবিদ্যানাশো যাবৎ সপ্তমভূমিকাধিরোহণপর্য্যান্তো ন সম্পন্নস্তাবদ্বিক্ষেপদুঃখং তত্ত্বজ্ঞানামপি ভাসত এবাতো জীবন্মুক্তিসুখাথিভিভূ মিকাভ্যাসঃ কার্য্য ইত্যাশয়েনোপসংহরতি যাবদিতি ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একোনবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৯ ॥

বিংশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

হেমোর্ম্মিকাদিবন্মিথ্যা কথিতায়াঃ ক্ষয়োন্মুখম্ ।
ত্বং মহত্ত্বমবিদ্যায়াঃ শৃণু রাঘব কীদৃশম্ ॥ ১ ॥
লবণোসৌ মহীপালস্তথা দৃষ্ট্বা তদা ভ্রমম্ ।
দ্বিতীয়ে দিবসে গন্তুং প্রবৃত্তস্তাং মহাটবীম্ ॥ ২ ॥
যত্র দৃষ্টং ময়া দুঃখমরণ্যানীং স্মরামি তাম্ ।
চিত্তাদর্শগতাং বিন্ধ্যাৎ কদাচিল্লভ্যতে হি সা ॥৩॥
ইতি নিশ্চিত্য সচিবৈঃ প্রযযৌ দক্ষিণাপথম্ ।
পুনর্দিগ্বিজয়ায়েব প্রাপ্য বিন্ধ্যমহীধরম্ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বদক্ষিণপাশ্চাত্য মহার্ণবতটস্থলীম্ ।
বভ্রাম কৌতুকাৎ সর্ব্বাং ব্যোমবীথীমিবোষ্ণগুঃ ॥৫॥
অথৈকস্মিন্ প্রদেশে তাং চিন্তামিব পুরোগতাম্ ।

লবণেন পুনর্গত্বা প্রাগ্‌দৃষ্টং বিন্ধ্যপক্কণম্ ।
চণ্ডালীশ্বশ্রসম্বাদঃ কৃতোত্র প্রতিপাদ্যতে ॥ ১ ॥

হেমোর্ম্মিকানিদর্শনেন বর্ণিতং বিশ্বস্য ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বং তৎপরীক্ষিতবতো লবণস্যানুভবসিদ্ধমিতি ত্বয়াপি বিমৃশ্য দ্রষ্টব্যমিত্যাশয়েনাহ হেমোর্ম্মিকেতি । মিথ্যাশব্দোত্তরমিতি শব্দোধ্যাহার্য্যঃ । বিমর্শমাত্রেণ ক্ষয়োন্মুখং মহত্ত্বমাশ্চর্য্যভূতত্বম্ ॥ ১ ॥

অসৌ প্রাগ্বর্ণিতো লবণঃ । তামৈন্দ্রজালিকোপদর্শিতাম্ ॥ ২ ॥

চিত্তমেবাদর্শো দর্পণস্তদ্গতাম্ । বিন্ধ্যাদিতি ল্যব্লোপে কর্ম্মণ্যধিকরণে বা পঞ্চমী । বিন্ধ্যং প্রাপ্য বিন্ধ্যে গত্বা বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

উষ্ণগুঃ সূর্য্যঃ ॥ ৫ ॥

অরণ্যানীং মহারণ্যম্ । অরণ্যান্মহত্ত্বে আনুক্ ॥ ৬ ॥

দদর্শোগ্রামরণ্যানীং পরলোকমহীমিব ॥ ৬ ॥
স তত্র বিহরংস্তাংস্তান্ বৃত্তান্তান্ সকলানথ।
দৃষ্টবান্ পৃষ্টবাংশ্চৈব জ্ঞাতবাংশ্চ বিসিস্মিয়ে ॥৭॥
তান্ পরিজ্ঞাতবাংশ্চাসীৎ ব্যাধান্ পুল্কসজান্ পুনঃ।
বিস্ময়াকুলয়া বুদ্ধ্যা ভূয়োবভ্রাম সম্ভ্রমী ॥ ৮ ॥
অথ প্রাপ্য মহাটব্যাং পর্য্যন্তে ধূমধূসরে।
তমেব গ্রামকং যস্মিন্ সোভবৎ পুক্টপুল্কসঃ ॥ ৯ ॥
তত্রাপশ্যজ্জনাংস্তাংস্তাংস্তাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ কুটীরকাঃ।
নানাকারান্ জনাধারাংস্তাংস্তাংশ্চ বসুধাতটান্ ॥১০॥
তাংশ্চাকাণ্ডপরিভ্রষ্টাংস্তান্ বৃক্ষাংস্তাংস্তনুব্রজান্।
তাংস্তথৈব সমুদ্দেশাংস্তান্ ব্যাধানেকলান্ সুতান্ ॥১১॥
অন্যাসু বৃদ্ধাসু সবাষ্পনেত্রা স্বার্ত্তার্ত্তিযুক্তাসু চ বর্ণয়ন্তী।
অকালকান্তারবিশীর্ণবন্ধু দুঃখান্যসংখ্যানি সখীযু বৃদ্ধা॥১২॥
বৃদ্ধা প্রবৃদ্ধোজ্জ্বলনেত্রবাষ্পা
কষ্টং বতাশুষ্ককুচা কৃশাঙ্গী।

তাংস্তান্ প্রাগনুভূতানিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সংভ্রমী কুতূহলী ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

কুটীরকাঃ অল্পাঃ কুটীঃ। কুটীশমীশুণ্ডাভ্যোরঃ স্বার্থে কন্ ॥ ১০ ॥

অকাণ্ডে দুর্ভিক্ষে পরিভ্রষ্টান্ দুর্দ্দশাক্রান্তান্। অনুব্রজান্ স্বানুগান্। এক-লান্ বন্ধুবর্জ্জিতান্ ॥ ১১ ॥

তত্রত্যং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি অন্যাস্বিত্যাদিনা। বৃদ্ধা অস্য শ্বশ্রূঃ। আর্ত্তানাং স্ববন্ধূনামার্ত্তিভির্যুক্তাস্বন্যাসু বৃদ্ধাসু সখীষু অকালে দুষ্কালে কান্তারেযু বিশীর্ণানাং স্ববন্ধূনাং দুঃখানি বর্ণয়ন্তী সতী ইদং বক্ষ্যমাণপ্রকারং পরিরোদিতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

তামেব বিশিনষ্টি বৃদ্ধেনেতি। ইতরবৃদ্ধাপেক্ষয়া প্রকর্ষেণ বৃদ্ধান্যুজ্জ্বলানি নেত্রবাষ্পাণি যস্যাঃ। অবগ্রহোঽনাবৃষ্টিস্তল্লক্ষণেনোগ্রাশনিনা দগ্ধপ্রায়ে দেশে॥১৩

অবগ্রহোগ্রাশনিদগ্ধদেশে
তত্রার্ত্তনাদা পরিরোদিতীদম্ ॥ ১৩ ॥
হা পুত্রি পুত্রাবৃতসর্ব্বগাত্রে
দিনত্রয়াভোজনজর্জ্জরাঙ্গী।
কৃত্বাসিনা বর্ম্মণি জীর্ণদেহাঃ
কথং ক মুক্তা ভবতাসবস্তে ॥ ১৪ ॥
তালীদলালম্বনমম্বুদাদ্রৌ
দন্তান্তরস্থারুণসৎফলস্য।
স্মরামি গুঞ্জাফলদামভর্ত্তুঃ
পুরস্থমুদ্রামরহাসিনস্তে ॥ ১৫ ॥
কদম্বজম্বীরলবঙ্গগুঞ্জা
কুঞ্জান্তরন্তস্ত চরত্তরক্ষোঃ।

রোদনপ্রকারমেবাহ হা পুত্রীত্যাদিনা। বর্ম্মণি স্বকোশে অসিনেব প্রবেশং কৃত্বা ভবতা স্থিতেন রাজ্ঞা অতএব প্রাণপ্রিয়াস্তে যূয়ং দুর্ভিক্ষজীর্ণদেহাঃ কথং মুক্তাস্ত্যক্তাঃ ক বা মুক্তা ইতি পুত্রৈঃ সহ বহুত্বোক্তিঃ। অথবা পূর্ব্ববদসিনা ভবতা রাজ্ঞা জীর্ণদেহা জর্জ্জরশরীরা অসবঃ স্বপ্রাণাঃ কথং মুক্তাঃ ক মুক্তা ইত্যর্থঃ। নির্ব্বিসর্গপাঠে তু জীর্ণদেহা ত্বং কথং মুক্তা অসবশ্চ তে কথং মুক্তা ইতি যোজ্যম্ ॥ ১৪ ॥

ইদানীং রাজ্ঞঃ কুটুম্বভরণায় কৃতং সাহসকৃত্যং স্মরন্ত্যাহ তালীতি। অম্বুদ বদ্ধয়তে অদ্রৌ তালবৃক্ষমারুহ্য ফলং গৃহীত্বা অবতরণকালে করদ্বয়স্যাপি ব্যাপৃতত্বাৎ ফলধারণাশক্তের্দ্দন্তান্তরস্থং দন্তাবষ্টব্ধং অরুণং সৎ পরিপক্কং ফলং যস্য তথাবিধস্য অতএব পুরস্থমুদ্রয়া তৎকালোপস্থিতবেষেণ অমরং মরণবর্জ্জিতং হনুমন্তং হাসিনঃ হসিতুং শীলস্য তে তব দৈবাৎ স্খলনে তালীদলস্য সন্নিহিত-তালান্তরশাখায়া আলম্বনং সাহসম্। তলালম্বনমিতি পাঠে তলে মূলে আল-ম্বনমবতরণং সাহসং স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কদম্বজম্বীরবৃক্ষাণাং লবঙ্গগুঞ্জাবল্লীনাঞ্চ কুঞ্জস্যান্তরন্তঃপ্রদেশে নিলীয় চরত-স্তরক্ষোর্ব্যাঘ্রজাতিভেদস্য ভয়ঙ্করাণি ভয়জনকানি পুত্রস্য পুত্রাৎ প্রিয়তমস্য

পশ্যামি পুত্রস্য কদানুভূয়ো
ভয়ঙ্করাণ্যুড্যতিবল্গিতানি ॥ ১৬ ॥
নতানি কামস্য বিলাসিনীহ
মুখেপি শোভা লসিতানি সন্তি।
তমালনীলে চিবুকৈকদেশে
সুতস্য চান্যাস্যগতামিষস্য ॥ ১৭ ॥
সুতাপনীতা সহ তেন ভর্ত্রা
যমেন যস্যা যমুনাসমানা। ·
তমালবল্লী সহ পুষ্পগুচ্ছা
সমীরণেনেব বনে বরেণ ॥ ১৮ ॥
হা পুত্রি গুঞ্জাফলদামহারে
সমুন্নতাভোগপয়োধরাঙ্গী।
বাতোল্লসৎকজ্জললোলবর্ণে
পর্ণাম্বরে বাদরজম্বুদন্তে ॥ ১৯ ॥
হা রাজপুত্রেন্দুসমানকান্ত
সন্ত্যজ্য শুদ্ধান্তবিলাসিনীস্তাঃ।

জামাতুঃ উড়াতিনা উড্ডয়নেন বল্গিতানি তদ্বৎপার্থং গমনানি ॥ ১৬ ॥

ইদানীং স্বপুত্র্যাং সকামস্য তস্য মুখশোভাং স্মৃত্বা বর্ণয়তি নতানীতি। পানাদিকালে অন্যস্যাঃ স্বপ্রেয়স্যা আস্যাং গতং প্রীত্যা প্রাপ্তমামিষং মাংসশকলং যেন তথাবিধস্য সুতস্য অনুকম্প্যস্য তে তচ্চর্ব্বণকালে তমালসদৃশশ্মশ্রুভির্নীলে চিবুকৈকদেশে যানি শোভাযুক্তানি লসিতানি বিলাসাঃ সন্তি তানি ইহ জগতি বিলাসানি কামস্য মন্মথস্য মুখে সম্পূর্ণেপি ন সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং ভর্ত্রা সহ পুত্র্যা মরণং সম্ভাবয়ন্ত্যাহ সুতেতি। যস্যাঃ যমুনাবর্ণেন সমানা সা মম সুতা তেন ভর্ত্রা সহ যমেন অপনীতা নূনমিত্যর্থঃ। বরেণ বলীয়সা ॥ ১৮ ॥

পর্ণান্যেব অম্বরাদিবস্ত্রবৎ পরিধানাদীনি যস্যাঃ। বাদরাণি বদরবীজানি

রতিং প্রয়াতোসি মমাত্মজায়াং
ন সাপি তে সুস্থিরতামুপেতা ॥ ২০ ॥
সংসারনদ্যাঃ সুতরঙ্গভঙ্গৈঃ
ক্রিয়াবিলাসৈর্ব্বিহিতোপহাসৈঃ।
কিং নাম তুচ্ছং ন কৃতং নৃপেশো
যদেবাজিতঃ পুক্কসকন্যকায়াম্ ॥ ২১ ॥
সা ত্রস্তসারঙ্গসমাননেত্রা
সদৃপ্তশার্দ্দূলসমানবীর্য্যঃ।
উভৌ গতাবেকপদেন নাশ-
মাশা সহার্থেন যথা মহেহা ॥ ২২ ॥
মৃতেশ্বরাশ্বস্তনিজাত্মজাস্মি
দুর্দ্দেশযাতাস্মি চ দুর্গতাস্মি।
দুর্জ্জাতিজাতাস্মি মহাপদেস্মি
সাক্ষাদ্‌দ্বয়ং ভোস্মি মহাপদস্মি ॥ ২৩ ॥
নীচাবমানপ্রভবস্য মন্যোঃ
ক্ষুধা প্রপন্নস্য কলত্রকস্য।

জম্বূনি তন্বীজানীব বা দন্তা যস্যাঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

বিহিতঃ উচিতঃ উপহাসোযেভ্যস্তথাবিধৈঃ ক্রিয়াবিলাসৈঃ কর্ম্মপরিপাকৈঃ। সুতরঙ্গভঙ্গৈরিতি ব্যস্তরূপকম্। কিং নাম তুচ্ছং নিন্দ্যং ফলং ন কৃতম্। তদেবাহ। নৃপেশ ইতি ॥ ২১ ॥

একপদেন যুগপৎ যথা মহেহা বহুমনোরথযুক্তা আশা অর্থেন ধনেন সহ নাশং গচ্ছতি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ইদানীং স্বাত্মানমনুশোচন্ত্যাহ মৃতেশ্বরেতি। আশু অস্তনিজাত্মজা মৃতস্বপুত্রী। দুর্গতা দরিদ্রাস্মি। মহতি অপদে বিষমস্থানে অস্মি। কিঞ্চ ভো সখ্যঃ সাক্ষাত্তয়মেবাহমস্মি। মহাপদেবাহমস্মীত্যতিশয়দ্যোতনায়াভেদারোপঃ ॥ ২৩ ॥

শোকস্য বৃত্তাবনিবার্য্যবৃত্তে
র্নার্য্যস্ম্যনেকায়তনং বিনাথা ॥ ২৪ ॥
দৈবোপতপ্তস্য বিবান্ধবস্য
মূঢ়স্য রূঢ়স্য মহাধিভূমৌ।
যৎ প্রাণনং যন্মরণং মহাপদ্
যস্যাত্মনি জীবিতমুত্তমং তৎ ॥ ২৫ ॥
জনৈর্ব্বিহীনস্য কুদেশবৃত্তে
র্দুঃখান্যনন্তানি সমুল্লসন্তি।
সহস্রশাখারসসঙ্কুলানি
তৃণানি বর্ষাস্বিব পর্ব্বতস্য ॥ ২৬ ॥
এবং লপন্তীং স্বকলত্রবৃদ্ধাং
দাসীভিরাশ্বাস্য নৃপঃ স্ত্রিয়ং তাম্।
পপ্রচ্ছ কিং বৃত্তমিহৈব কা চ
কা তে সুতা কশ্চ সুতস্তবেতি ॥ ২৭ ॥
উবাচ সা বাষ্পবিলোচনাথ
গ্রামস্ত্বয়ং পুক্কসঘোষনামা।

বিনাথা অহং নীচাবমানপ্রভবস্য মন্যোঃ কোপস্য ক্ষুধয়া প্রপন্নস্য কলত্রকস্য পোষ্যবর্গস্য বৃত্তৌ আহারবিষয়ে অনিবার্য্যবৃত্তেঃ শোকস্য চেত্যাদ্যনেকেষামায়তনং গৃহং নারীরূপং ধাত্রা নির্ম্মিতাস্মীতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

ইদানীং স্বসদৃশং জনমন্যমপি নিন্দন্ত্যাহ দৈবেতি। মহত্যাং আধির্ম্মানসদুঃখং তল্লক্ষণায়াং ভূমৌ রূঢ়স্য প্রাদুর্ভূতস্য ঈদৃশস্য যস্য জনস্য যৎ প্রাণনং জীবনং যন্মরণং যা চ মহাপৎ তৎ ততঃ আত্মনি জীবিতং স্বতোজীবশূন্যং পাষাণাদি উত্তমং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

জনৈঃ স্বজনৈর্ব্বিহীনস্য কুদেশে বৃত্তিঃ স্থিতির্যস্য তথাবিধস্য পুংসঃ। বিশেষণে পুংপর্ব্বতসাধারণে ॥ ২৬ ॥

লপন্তীং বিলপন্তীম্। স্বকলত্রবৃদ্ধাং পুক্কসীভূতস্বপোষ্যেষু বৃদ্ধাং শ্বশ্রূং

ইহাভবং পুক্কসকঃ পতির্ম্মে
বভূব তস্যেন্দুসমা সুতৈকা ॥ ২৮ ॥
সা দৈবযোগাৎ পতিমিন্দুতুল্য-
মিহাগতং দৈববশেন ভূপম্।
অয়ং বিশীর্ণং মধুকুম্ভমাপ
বনে বরাকী করভী যথৈকা ॥ ২৯ ॥
সা তেন সার্দ্ধং সুচিরং সুখানি
ভুক্ত্বা প্রসূতা তনয়াঃ সুতাংশ্চ।
বৃদ্ধিং গতা কাননকোটরেস্মিং
স্তুম্বীলতাপাদপসংশ্রিতেব ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চণ্ডালীশোচনং নাম
বিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২০ ॥

দাসীভিরাশ্বাস্যেতি সাক্ষাদসম্ভাব্যত্বদ্যোতনায় ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

দৈবযোগাদ্ভাগ্যবশাৎ। দৈববশেন দুরদৃষ্টবশেন। অয়ং শুভাবহং বিধিং প্রাপ্যেতি শেষঃ। বিশীর্ণং বিশীর্ণমুখপিধানং মধুকুম্ভং করভী গর্দ্দভী উষ্ট্রী বা আপ প্রাপ্তবতী ॥ ২৯ ॥

তুম্বীলতা অলাবুবল্লী ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
বিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২০ ॥

একবিংশাধিক শততমঃ সর্গঃ

চণ্ডাল্যুবাচ।

কেন চিত্বথ কালেন গ্রামকেস্মিন্ জনেশ্বর।
অবৃষ্টিদুঃখমভবদ্ভীষণং ভগ্নমানবম্ ॥ ১ ॥
মহতানেন দুঃখেন সর্ব্বে তে গ্রামকা জনাঃ।
বিনির্গত্য গতা দূরং সর্ব্বে পঞ্চত্বমাগতাঃ ॥ ২ ॥
তেনেমা দুঃখভাগিন্যঃ শূন্যা বয়মিহ প্রভো।
সৌম্য শোচাম সদ্বাষ্পমাচান্তেক্ষণধারয়া ॥ ৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্যাঙ্গনাবক্ত্রাদ্রাজা বিস্ময়মাগতঃ।
মন্ত্রিণাং মুখমালোক্য চিত্রার্পিত ইবাভবৎ ॥ ৪
ভূয়োবিচারয়ামাস তদাশ্চর্য্যমনুত্তমম্।
ভূয়োভূয়োথ পপ্রচ্ছ বভূবাশ্চর্য্যবানিতি ॥ ৫ ॥
তেষাং সমুচিতৈর্দানসন্মানৈর্দুঃখসঙ্ক্ষয়ম্।
কৃত্বা করুণয়াবিষ্টো দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥ ৬ ॥
স্থিত্বা তত্র চিরং কালং বিমৃশ্য নিয়তের্গতীঃ।

তৎ শ্রুত্বা বিস্মিতস্যাত্র লবণস্য গৃহাগমে।
বিনির্ণয়োবশিষ্ঠোক্ত্যা রামস্যাপ্যত্র কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

অবৃষ্টিপ্রযুক্তং দুর্ভিক্ষদুঃখম্। ভগ্না মানবা যেন তৎ ॥ ১ ॥

পঞ্চত্বং মরণম্ ॥ ২ ॥

তেন বন্ধুমরণেন দুর্ভিক্ষেণ চ সদ্বাষ্পঃ সবাষ্পম্ আচান্তবে বস্ত্রবত্যা ঈক্ষণ-ধারয়া অস্রধারয়া। সদ্বাষ্পা ইতি পাঠে বয়মিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ইতি শব্দঃ প্রশ্নপ্রকারবাহুল্যাদ্যোতকঃ ॥ ৫ ॥

তেষাং পক্বণজনানাম ॥ ৬ ॥

আজগাম গৃহং পৌরৈর্বন্দিতঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৭ ॥
প্রাতস্তত্র সভাস্থানে মামপৃচ্ছদসৌ নৃপঃ।
কথমেবং মুনে স্বপ্নঃ প্রত্যক্ষমিতি বিস্মিতঃ ॥ ৮ ॥
যথাবস্তু ময়া তস্য তত উক্তঃ স তাদৃশঃ।
সংশয়ো হৃদয়ান্নুন্নো বাতেনেবাম্বুদো দিবঃ ॥ ৯ ॥
ইত্যেবং রাঘবাবিদ্যা মহতী ভ্রমদায়িনী।
অসৎসত্তাং নয়ত্যাশু সচ্চাসত্তাং নয়ত্যলম্ ॥ ১০ ॥

রাম উবাচ।

কথমেবং বদ ব্রহ্মন্ স্বপ্নঃ সত্যত্বমাগতঃ।
ভ্রমোদার ইবৈষোর্থো ন মে গলতি চেতসি ॥ ১১॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বমেতদবিদ্যায়াং সম্ভবত্যেব রাঘব।
ঘটেষু পটতা দৃষ্টা স্বপ্নসম্ভ্রমিতাদিষু ॥ ১২ ॥
দূরং নিকটবদ্ভাতি মুকুরেন্তরিবাচলঃ।
চিরং শীঘ্রত্বমায়াতি পুনঃ শ্রেষ্ঠেব যামিনী ॥ ১৩ ॥
অসম্ভবচ্চ ভবতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা।
অসচ্চ সদিবাভাতি স্বপ্নেম্বিব নভোগতিঃ ॥ ১৪॥

নিয়তের্দ্দৈবস্য ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষং দৃষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

স তাদৃশঃ প্রশ্নো ময়া যথাবস্তু বস্তুযাথার্থ্যং তত্তাবেন উক্তঃ সমাহিতঃ। দিবঃ অন্তরিক্ষাৎ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

সত্যত্বং জাগ্রৎকালানুভবযোগ্যতাম্। ভ্রমোদার ইবৈষোর্থ ইতি পাঠে ন মে গলতীত্যেতদুত্তরং সংশয়পদমধ্যাহার্য্যম্। সংশয়োভগবন্ সোয়মিতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ১১ ॥

সম্ভবমেবোপপাদয়তি ঘটেম্বিত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠা সুখনিদ্রা প্রয়াতা যামিনী রাত্রিরিব ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সুস্থিতং সুষ্ঠু চলতি ভ্রমে ভূপরিবর্ত্তবৎ।
অচলং চলতামেতি মদবিক্ষুব্ধচিত্তবৎ ॥ ১৫ ॥
বাসনাবলিতং চেতো যদ্যথাভাবয়ত্যলম্।
তত্তথানুভবত্যাশু ন তদস্তি ন বাপ্যসৎ ॥ ১৬ ॥
যদৈবাভ্যুদিতাবিদ্যা ত্বহন্ত্বাদিময়ী মুধা।
তদৈবানাদিমধ্যান্তা ভ্রমস্যানন্ততোদিতা ॥ ১৭ ॥
প্রতিভাসবশাদেব সর্ব্বোবিপরিবর্ত্ততে।
ক্ষণঃ কল্পত্বমায়াতি কল্পশ্চ ভবতি ক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥
বিপর্য্যস্তমতির্জ্জন্তুঃ পশ্যত্যাত্মানমেড়কম্।
বিভর্ত্তি সিংহতামেড়ো বাসনাবশতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
বিষমভ্রমদাবিদ্যা মোহাহন্তাদয়ঃ সমাঃ।
সর্ব্বে চিত্তবিপর্য্যাসফলসম্পত্তিহেতবঃ ॥ ২০ ॥
কাকতালীয়বচ্চেতো বাসনাবশতঃ স্বতঃ।
সম্বদন্তি মহারম্ভা ব্যবহারাঃ পরস্পরম্ ॥ ২১ ॥
বৃত্তং প্রাক্ পক্কণে রাজ্ঞঃ কস্যচিল্লবণস্য যৎ।
প্রতিভাতং তদেতস্য সম্বাসম্বা মনোগতম্ ॥ ২২ ॥
বিস্মরত্যপি বিস্তীর্ণাং কৃতাং চেতঃক্রিয়াং যথা।

সুস্থিতং স্থিরম্। ভ্রমে ভ্রমণে। চিত্তশব্দেন তদ্দৃষ্টং লক্ষ্যতে ॥১৫॥১৬॥

অনন্ততা অসংখ্যেয়তা ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

আত্মানং স্বং এড়কং মেষম্ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

তথাচ কল্পিতত্বাবিশেষেপি সম্বাদবিসম্বাদাভ্যামেব লোকে সত্যত্বমিথ্যাত্বব্যবহারোন পরমার্থবিমর্শেনেত্যাশয়েনাহ কাকতালীয়বদিতি ॥ ২১ ॥

তর্হি লবণব্যবহারে কয়া রীত্যা সম্বাদস্তমাহ বৃত্তমিতি। পক্কণে প্রাক্ কস্যচিৎ যৎ বৃত্তং চাণ্ডালীবিবাহাদি তল্লবণস্য মনোগতং প্রতিভাতমিতি সম্বাদভ্রম ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুভূতবিস্মৃতিবদননুভূতস্মৃতিরপি ন দোষায়েত্যাশয়েনাহ বিস্মরতীতি।

তথাকৃতামপ্যকৃতামিতি স্মরতি নিশ্চিতম্ ॥২৩॥
তথা ন ভুক্তবানস্মি ভুক্তবানিতি চেতসি।
স্বপ্নে দেশান্তরগমে প্রাকৃতোপ্যববুধ্যতে ॥ ২৪ ॥
বিন্ধ্যপুক্কসসংগ্রামে ব্যবহারোয়মীদৃশঃ।
প্রতিভাসাগতস্তস্য স্বপ্নে পূর্ব্বকথা যথা ॥ ২৫ ॥
অথবা লবণেনাশু দৃষ্টো যঃ স্বপ্নবিভ্রমঃ।
স এব সম্বিদং প্রাপ্তো বিন্ধ্যপুক্কসচেতসি ॥ ২৬ ॥
লাবণী প্রতিভারূঢ়া বিন্ধ্যপুক্কসচেতসি।
বিন্ধ্যপুক্কসসম্বিদ্বা রূঢ়া পার্থিবচেতসি ॥ ২৭ ॥
যথা বহূনাং সদৃশং বচনং নাম মানসম্।
তথা স্বপ্নেপি ভবতি কালোদেশঃ ক্রিয়াপি চ ॥ ২৮ ॥
ব্যবহারগতেস্তস্যাঃ সত্তাস্তি প্রতিভাসতঃ।
সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সম্বেদনাদৃতে ॥ ২৯ ॥
সম্বেদনেতরাভাতি বীচির্ব্বা জলসঙ্গতিঃ।

যদ্যপি লবণস্য ভ্রান্তাবনুভব এব ন স্মৃতিস্তথাপ্যনুভবস্মৃত্যাদ্যবান্তরবৈলক্ষণ্যমপি কল্পনামাত্রত্বান্ন বিমর্শক্ষমমিতি সূচনায়েত্থমুক্তম্ ॥ ২৩ ॥ ॥ ২৪ ॥

প্রতিভাসসম্বাদয়োঃ পূর্ব্বাপরভাবোপি কল্পনামাত্রত্বাৎ ন ব্যবস্থিত ইত্যাশয়েনাহ বিন্ধ্যেতি দ্বাভ্যাম্। তস্য লবণস্য ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

প্রতিভাভেদকল্পনমপি তথা একত্র জাতায়া এবোভয়ত্র ভানসম্ভবাদিত্যাশয়েনাহ লাবণীতি। লবণস্যেয়ং লাবণী। উভয়ত্র আরূঢ়েতি চ্ছেদঃ ॥২৭॥

প্রতিভাতদ্বিষয়য়োঃ সম্বাদে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। বহূনাং কবীনাং মানসোৎপ্রেক্ষারচিতকাব্যার্থপ্রতিপাদকং বচনং কদাচিৎ সদৃশং সৎ শব্দতোঽর্থতশ্চ সম্বাদি ভবতি তথা লবণপুক্কসভ্রান্তিরূপে স্বপ্নেপি ভবতীত্যর্থঃ ॥২৮॥

তর্হি কিং সা ব্যবহারগতিরত্যন্তাসতী নেত্যাহ ব্যবহারেতি। অধিষ্ঠানচিৎসত্তয়ৈব সর্ব্ববস্তুসত্তা ন স্বাতন্ত্র্যেণেত্যাহ সত্তেতি ॥ ২৯ ॥

ইবার্থে বাশব্দঃ। সম্বেদনসত্তৈব ভূতভব্যভবিষ্যৎপ্রপঞ্চগতা সতী সম্বে-

ভূতভব্যভবিষ্যস্থা তরুবীজে তরুর্যথা ॥ ৩০ ॥
তস্যাঃ সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ ন সন্নাসদিতি স্থিতম্ ।
সৎ সদেব হি সম্বিত্তেরসম্বিত্তেরনন্বয়ন্ ॥ ৩১ ॥
নাবিদ্যা বিদ্যতে কিঞ্চিত্তৈলাদি সিকতাস্বিব ।
হেম্নঃ কিং কটকাদন্যৎ পদং স্যাদ্ধেমতাং বিনা ॥ ৩২ ॥
অবিদ্যয়াত্মতত্ত্বস্য সম্বন্ধো নোপপদ্যতে ।
সম্বন্ধঃ সদৃশানাঞ্চ যঃ স্ফুটঃ স্বানুভূতিতঃ ॥ ৩৩ ॥
জতুকাষ্ঠাদিসম্বন্ধো যঃ সমাসমযোগতঃ ।
নান্যোন্যানুভবায়াসৌ তদেকস্পন্দমাত্রকম্ ॥ ৩৪ ॥
পরমার্থময়ং সর্ব্বং যথা তেনোপলাদয়ঃ ।
চিতা সমভিচেত্যন্তে সম্বন্ধবশতঃ সমাঃ ॥ ৩৫ ॥
যদা চিন্মাত্রসন্মাত্রময়াঃ সর্ব্বে জগদ্গতাঃ ।
ভাবান্তদা বিভান্ত্যেতে মিথঃ স্বানুভবস্থিতেঃ ॥ ৩৬ ॥

দনাদিতরেব ভাতি জলে বীচিরিব বীজে তরুরিব চেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তস্যাঃ সম্বেদনেতরসত্তায়াঃ সত্ত্বদৃশা সম্বেদনাং সত্ত্বং তথা অসম্বিত্তেস্ত্ব-সন্ময়মিতি । তৎসত্ত্বাসত্ত্বে ভ্রান্তিসম্বেদনাধীনে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ভ্রান্তিগোচরস্য চাবিদ্যামাত্রত্বাদসত্ত্বমেব ফলিতমিত্যাশয়েনাহ নেতি । পদং বস্তু স্যাৎ কিং নেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বস্তুসম্বন্ধাৎ বস্তু কুতো ন স্যাৎ তত্রাহ অবিদ্যয়েতি ॥ ৩৩ ॥

পার্থিবত্বদ্রবত্বাভ্যাং সমাসমযোগতঃ যো জতুকাষ্ঠাদিসম্বন্ধঃ অসৌ অস-দৃশয়োরন্যোন্যয়োঃ সম্বন্ধোদাহরণায় ন যোগ্যো যতস্তদুভয়তত্ত্বস্য অবিদ্যায়া একস্যা এব স্পন্দো বিলাসস্তন্মাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

যদি তু চিন্ময়মেবাত্মাপগম্যেত তর্হি সর্বৈস্তৈশ্চিতঃ সম্বন্ধ উপপদ্যেত ইত্যাহ পরমার্থময়মিতি । যথা যেন প্রকারেণ পরমার্থময়াস্তেন হেতুনা চিতা সমা ইতি সম্বন্ধবশতশ্চেত্যন্তে চিতা প্রকাশ্যন্তে ইতি ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ পক্ষেপি দোষমাহ যদেতি । তদা স্বানুভবস্থিতেঃ স্বপ্রকাশতা-

ন সম্ভবতি সম্বন্ধো বিষমাণাং নিরন্তরঃ।
ন পরস্পরসম্বন্ধাদ্বিনানুভবনং মিথঃ ॥ ৩৭ ॥
সদৃশে সদৃশং বস্তু ক্ষণাদ্গত্বৈকতামলম্।
রূপসাক্ষাৎকারয়ত্যেকমেকত্বাদেব নান্যথা ॥ ৩৮ ॥
চিচ্চেত্যমিলিতা দৃশ্য-রূপয়োর্দেতি চেতনঃ।
(জড়ং জড়েন মিলিতং ঘনং সম্পাদ্যতে জড়ম্)
ন চ চিজ্জড়য়োরৈক্যং বৈলক্ষণ্যাৎ ক্বচিদ্ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
চিজ্জড়ৌ ভিন্ন একত্র ন তৌ সম্মিলতঃ ক্বচিৎ।
চিন্ময়ত্বাচ্চিদালম্বশ্চিদালম্বেন বেদনম্ ॥ ৪০ ॥
দারুপাষাণভেদানাং ন তু হ্যেতে চিদাত্মকাঃ।
পদার্থোহি পদার্থেন পরিণাম্যনুভূয়তে ॥ ৪১ ॥

বলাদেব বিভাতি ন চিদন্তরসম্বন্ধবলাৎ। দীপস্য স্বপ্রথায়াং দীপান্তরসম্বন্ধাপেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

উক্তমেব কল্পদ্বয়ং শ্লোকদ্বয়েন স্ফুটং পুনরাহ ন সম্ভবতীতি ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয়কল্পে অণুমাত্রস্যাপ্যচিদংশস্য ভেদকস্যাভাবাৎ অখণ্ডব্রহ্মস্বপ্রকাশতৈব ফলিতেত্যাশয়েন ক্ষণাৎ গত্বৈকতামলমিত্যুক্তম্ ॥ ৩৮ ॥

যো মূঢ়ানাং চেতনস্য চিচ্চেত্যচিতিতারূপেণ দৃশ্যয়া ত্রিপুট্যা উদিতত্বানুভবঃ স ন চিজ্জড়য়োরভেদসম্বন্ধমাদায়োপপাদয়িতুং শক্য ইত্যাশয়েনাহ চিদিতি ॥ ৩৯ ॥

নাপি ভেদসম্বন্ধমাদায়োপপাদয়িতুং শক্যত ইত্যাহ চিজ্জড়াবিতি। একত্র একস্মিন্ ত্রিপুটীপটচিত্রে। নাপি চিন্ময়ানাং চিতা সম্বন্ধ ইতি পক্ষমাদায়াপ্যুপপাদয়িতুং শক্যত ইত্যাহ চিন্ময়ত্বাদিতি। সাদৃশ্যাচ্চিদালম্বসম্ভবেপি ভেদকাভাবাৎ বেদ্যত্বাসিদ্ধের্ন দৃশ্যবেদনাংশোপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

নহু জড়ত্বেন সাম্যেপি যথা দারুপাষাণমৃদামেকগৃহঘটকত্বেন যোগো যথা বাপ্যত্বেন সাজাত্যেপি জিহ্বারসয়োর্যোগস্তথা চিত্বেন সাম্যেপি দৃশোদৃশ্যযোগোস্তু তত্রাহ দার্বিতি। দার্বাদিজড়পদার্থো গৃহাদিপদার্থভাবেন পরিণামী অনুভূয়তে ন তু চিদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

জিহ্বয়ৈব রসাস্বাদঃ সজাতীয়ামলোদয়ঃ ।
ঐক্যঞ্চ বিদ্ধি সম্বন্ধং নাস্ত্যসাবসমানয়োঃ ॥ ৪২ ॥
জড়চেতনয়োস্তেন নোপলাদি জড়ং মতম্ ।
চিদেবোপলকুড্যাদি রূপিণীতি মিতা চিতা ॥ ৪৩ ॥
একীভাবং গতা দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদি কুরুতে ভ্রমম্ ।
কাষ্ঠোপলাদ্যশেষং হি পরমার্থময়ং মতঃ ॥ ৪৪ ॥
তদাত্মনা তৎসম্বন্ধং দৃশ্যত্বেনোপলভ্যতে ।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যমনন্তমিব যত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥
বিশ্বং সন্মাত্রমেবৈতদ্বিদ্ধি তত্ত্ববিদাম্বর ।
অসত্তাত্যাগনিষ্ঠেন বিশ্বং লক্ষশতভ্রমৈঃ ॥ ৪৬ ॥
পূরিতং চিচ্চমৎকারো ন চ কিঞ্চন পূরিতম্ ।
সঙ্কল্পনাগরা নৃণাং মিথঃ স্পন্দতি নো যথা ॥ ৪৭ ॥
ন দেশকালবোধায় তথা সর্গেম্বিতি স্থিতিঃ ।
ভেদবোধে হি সর্গত্বমহন্ত্বাদিভ্রমোদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
হেমসম্বিৎপরিত্যাগে কটকাদিভ্রমো যথা ।

সজাতীয়াভ্যাং জিহ্বারসাভ্যামমলঃ স্ফুট উদয়ো যস্য তথাবিধো রসাস্বাদো রাসনচিত্তবৃত্তিরূপঃ পরিণামোঽনুভূয়তে ইত্যন্বয়ঃ ; কিং চিদভিন্নয়োরেকীভাবো হি সম্বন্ধঃ স চ পক্ষদ্বয়েপি দুর্ঘট ইত্যাহ—ঐক্যঞ্চেতি ॥ ৪২ ॥

জড়চেতনয়োরিতি পূর্ব্বান্বয়ি তেন কিং ফলিতং তদাহ । তেনেতি ইতি মিতা সতী ॥ ৪৩ ॥

পরমার্থতত্ত্বেকীভাবং গতা ॥ ৪৪ ॥

তর্হি পরমার্থচিদাত্মনাং কাষ্ঠপাষাণাদীনাং কথং গৃহভাবেন সম্বন্ধো দৃশ্যতে তত্রাহ তদাত্মনেতি । কল্পিতরূপেণৈব তেষাং সম্বন্ধো দৃশ্যতে ন বাস্তব চিদ্রূপেণেত্যর্থঃ । যৎ যস্মাৎ হেতোরনন্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং সর্ব্বমিব ভাতি ততো হেতোর্ব্বিশ্বং সন্মাত্রমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অসত্তাত্যাগো মিথ্যাত্বাগ্রহণং স এব চিচ্চমৎকারঃ ॥৪৬॥৪৭॥ ॥৪৮॥

কটকাদিভ্রমো হেম্নি দেশাদ্দেশং ভবাস্তবন্ ॥ ৪৯ ॥
দৃগ্দর্শনপরিত্যাগে নাবিদ্যাস্তি পৃথক্ সদা।
কটকাদিমহাভেদনেকং হেম যথামলম্ ॥ ৫০ ॥
বোধৈকত্বাদয়ং সর্গস্তদেবাসন্ময়ত্যলম্।
সেনাম্মৃৎসম্বিদা চিত্রা মৃন্মাত্রমিব মৃন্ময়ী ॥ ৫১ ॥
জলমেকং তরঙ্গাদি দার্ব্বেকং শালভঞ্জিকা।
মৃন্মাত্রমেকং কুম্ভাদি ব্রহ্মৈকং ত্রিজগদ্ভ্রমঃ ॥ ৫২ ॥
সম্বন্ধে দৃশ্যদৃষ্টীনাং মধ্যে দ্রষ্টুর্হি যদ্বপুঃ।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদি বর্জ্জিতং তদিদং পরম্ ॥ ৫৩ ॥
দেশাদ্দেশং গতে চিত্তে মধ্যে যচ্চেতসোবপুঃ।
অজাড্যসম্বিন্মননং তন্ময়োভব সর্ব্বদা ॥ ৫৪ ॥
অজাগ্রৎস্বপ্ননিদ্রস্য যত্তে রূপং সনাতনম্।
অচেতনঞ্চাজড়ঞ্চ তন্ময়োভব সর্ব্বদা ॥ ৫৫ ॥
জড়তাং বর্জ্জয়িত্বৈকাং শিলায়া হৃদয়ং হি তৎ।

কটকাদি হেম্নি ভ্রমো মিথ্যৈব। যতঃ তৎ হেমদেশাদেব দেশং হেমভবতে ভবনাদেব ভবং সত্যঞ্চ ইতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥

কটকাদিমহাভেদহেম যথা ভেদদৃগ্দর্শনপরিত্যাগে এক হেমৈব লভ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বোধবাক্যেরেকত্বাৎ সদেব বিশ্বং অসৎ নয়তি অসত্ত্বমাপাদয়তি অসদ্বিশ্বং বা সন্নয়তি সদৈকরস্যং প্রাপয়তি ॥ ৫১ ॥ ॥ ৫২ ॥

কুম্ভাদ্যনুস্যূতং নিকৃষ্টমৃৎস্বরূপমিব দ্রষ্ট্রাদিত্রিপুট্যানুস্যূতং তৎসাক্ষিচিন্মাত্রং ত্রিপুটীনিরাসেন দর্শয়তি সম্বন্ধে ইতি। তৎ প্রাগ্দর্শিতং যৎ পরং ব্রহ্ম তদিদং নিকৃষ্টপ্রত্যক্সরূপমেবেত্যখণ্ডোবাক্যার্থোদর্শিতো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫৩ ॥

তস্য ত্রিপুটীশূন্যতা কদা প্রসিদ্ধা তত্রাহ দেশাদিতি। প্রাগ্ ব্যাখ্যাতম্॥৫৪॥
অচেতনং চিত্তবৃত্তিরহিতম্। তন্ময়স্তদেকরসঃ ॥ ৫৫ ॥
শিলায়া হৃদয়ং ঘনং চিদেকঘনমিতি যাবৎ। অক্ষুব্ধঃ সমাধিস্থঃ।

অক্ষুব্ধোবাথ বা ক্ষুব্ধস্তন্ময়োভব সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
কস্যচিৎ কিঞ্চনাপীহ নোদেতি ন বিলীয়তে ।
অক্ষুব্ধোবাথ বা ক্ষুব্ধঃ স্বস্থস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ৫৭ ॥
নাভিবাঞ্ছতি নোদ্বেষ্টি দেহে কিঞ্চিৎ কচিৎ পুমান্ ।
স্বস্থস্তিষ্ঠ নিরাশঙ্কং দেহবৃত্তিষু মা পত ॥ ৫৮ ॥
ভবিষ্যদ্গ্রামকগ্রাম্যকার্য্যব্যবসিতোযথা ।
চিত্তবৃত্তিষু মা তিষ্ঠ তথা সত্যাত্মতাং গতঃ ॥ ৫৯ ॥
যথা দেশান্তরনরো যথা কাষ্ঠং যথোপলঃ ।
তথৈব পশ্য চিত্তং ত্বমচিত্তৈব যদাত্মনা ॥ ৬০ ॥
যথা দৃষদি নাস্ত্যম্বু যথাম্ভস্যনলস্তথা ।
স্বাত্মন্যেবাস্তি নোচিত্তং পরমাত্মনি তৎ কুতঃ ॥ ৬১ ॥
প্রেক্ষমাণং ন যৎ কিঞ্চিৎ তেন যৎ ক্রিয়তে কচিৎ॥।
কৃতং ভবতি তন্নেতি তত্ত্বাচিত্তাভিগোভবেৎ ॥ ৬২ ॥
অত্যন্তানাত্মভূতস্য যশ্চিত্তস্যানুবর্ত্ততে ।

ক্ষুব্ধোব্যবহরন্ ॥ ৫৬ ॥

নমু ক্ষুব্ধস্য কথং তন্ময়তা স্থিতিঃ তত্রাহ কস্যচিদিতি। ব্যবহারদশায়ামপি পরমার্থদৃষ্টিমেবানুবর্ত্তস্বেতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

সামান্যেনোক্তং বিশিন্যাহ নেতি। পুমান্ আত্মা ॥ ৫৮ ॥

যথা অনাগতে ব্যবহার্য্যে চিত্তগ্রাহনাসঙ্গঃ স্বতঃ সিদ্ধস্তথা বর্ত্তমানেপি মিথ্যাত্বদৃষ্ট্যা সম্পাদনীয় ইত্যাশয়েনাহ ভবিষ্যদিতি ॥ ৫৯ ॥

যথা দূরদেশস্থো নরঃ সম্বন্ধসংসর্গঃ। কাষ্ঠোপলস্তু সন্নিহিতমপ্যচেতনত্বাদেবাসঙ্গাভিমানাদ্যক্ষনং তথৈব চিত্তং পশ্যেত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ আত্মনা আত্মস্বরূপেণ বিবিচ্য দর্শনে অচিত্তৈব বিস্ময়ানুভবসিদ্ধেত্যর্থঃ। ছান্দসস্তলোপঃ ॥ ৬০ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ যথেতি ॥ ৬১ ॥

চিত্তস্যাবস্তুত্বে চিত্তকার্য্যাণাং সুতরামসত্ত্বমিত্যাহ প্রেক্ষমাণমিতি ॥৬২॥

শুদ্ধস্যাত্মনঃ অশুদ্ধচিত্তানুবৃত্তিরনুচিতত্বাদপি হেয়েত্যাশয়েনাহ অত্যন্তেতি।

পর্য্যন্তবাসিনঃ কস্মান্ন ম্লেচ্ছস্যানুবর্ত্ততে ॥ ৬৩ ॥
নিরন্তরমনাদৃত্য ত্বমারাচ্চিত্তপুক্কসম্।
স্বস্থমাস্ব নিরাশঙ্কং পঙ্কেনেব কৃতোজড়ঃ ॥ ৬৪ ॥
চিত্তং নাস্ত্যেব মে ভূতং মৃতমেবাদ্য বেত্তি বা।
ভব নিশ্চয়বান্ ভূত্বা শিলাপুরুষনিশ্চলঃ ॥ ৬৫ ॥
প্রেক্ষায়ামস্তি নোচিত্তং তদ্বিহীনোসি তত্ত্বতঃ।
স কিমর্থমনর্থেন তদ্ব্যর্থেন কদর্থ্যসে ॥ ৬৬ ॥
অসতা চিত্তযক্ষেণ যে মূধা স্ববশে কৃতাঃ।
তেষাং পেলববুদ্ধীনাং চন্দ্রাদশনিরুত্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
চিত্তং দূরে পরিত্যজ্য যোসি সোসি স্থিরোভব।
ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ৬৮ ॥
অসতোযেনুবর্ত্তন্তে চেতসোসত্যরূপিণঃ।
ব্যোমমারণকর্ম্মৈকনীতকালান্ ধিগস্তু তান্ ॥ ৬৯ ॥
ব্যপগলিতমনা মহানুভাবো
ভব ভবপারগতো ভবামলাত্মা।

পর্য্যন্তাঃ প্রত্যন্তদেশাস্তদ্বাসিনঃ। তস্মাৎ ন জননমিয়াৎ নাস্তমিয়াৎ নেৎ-পাম্পাসং মৃত্যুমযবাযানীতি শ্রুত্যা ম্লেচ্ছানুবর্ত্তেনির্ষিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

পঙ্কেন মৃদা কৃতোনির্ম্মিতঃ প্রতিমাদিরিব ॥ ৬৪ ॥

নাস্ত্যেবেতি মুখ্যঃ কল্পঃ। ভূতং মৃতমেব সৎ অদ্য বেত্তি মিথ্যা পশ্যতীতি গৌণঃ কল্পঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রেক্ষায়াং আত্মপ্রেক্ষায়াং চিত্তপ্রেক্ষায়াঞ্চ ॥ ৬৬ ॥

অশনির্বৈদ্যুতাগ্নিঃ ॥ ৬৭ ॥

যুক্ত্যা মননেন। ভাবনয়া ধ্যানেন ॥ ৬৮ ॥

মূঢ়নিন্দাত্র অধিকারিপ্রোৎসাহনায় ॥ ৬৯ ॥

মহানুভাবস্তত্ত্বাববোধকুশলঃ সন্ প্রথমং ব্যপগলিতমনা ভব ততস্তত্ত্ব-বোধেনামলাত্মা সন্ ভবপারগতোভব। উক্তার্থং দ্রঢ়য়িতুং বশিষ্ঠোবিচার-বিশুদ্ধং স্বানুভবমাহ সুচিরমিতি। ময়া সুচিরমপি মনস্তত্ত্বলাভায় বিচা-

স্থচিরমপি বিচারিতং ন লব্ধ-
মলমমলাত্মনি মানসাত্মকং কিঞ্চিৎ ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তাভাবপ্রতিপাদনং নামৈক
বিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥১২১॥

রিতং তথাপ্যমলাত্মনি মানসাত্মকং মলং কিঞ্চিদপি ন লব্ধং তস্মান্মাস্ত্যে-
বেতি মদ্বাক্যাদপি স্থিরোভবেত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রকরণে
একবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২১ ॥
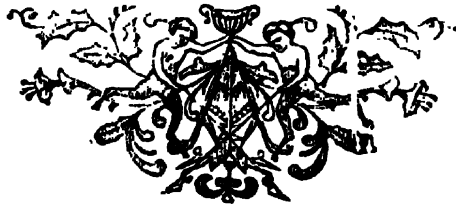
দ্বাবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রথমং জাতমাত্রেণ পুংসা কিঞ্চিদ্বিকসিতবুদ্ধিনৈবং সৎসঙ্গমপরেণ ভবিতব্যম্ ॥ ১ ॥

অনবরতপ্রবাহপতিতোয়মবিদ্যানদীনিবহঃ শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কাদৃতে ন তরিতুং শক্যতে ॥ ২ ॥

তেন বিবেকতঃ পুরুষস্য হেয়োপাদেয়বিচার উপজায়তে ॥ ৩ ॥

তদাসৌ শুভেচ্ছাভিধাং বিবেকভুবমাপতিতোভবতি ॥৪॥

ততোবিবেকবশতোবিচারণায়াম্ ॥ ৫ ॥

সম্যগ্‌জ্ঞানেনাসম্যগ্বাসনাং ত্যজতঃ সংসারভাবনাতোমনস্তনুতামেতি ॥ ৬ ॥

তেন তনুমানসাং নাম বিবেকভূমিমবতীর্ণোভবতি ॥ ৭ ॥

যদৈব যোগিনঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোদয়স্তদৈব সত্ত্বাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

ইহাদৌ বর্ণ্যতে পুংসো জ্ঞানভূম্যুদয়ক্রমঃ।
রামস্য শোকমোহাদিমিরাসৈর্ব্বোধনং ততঃ ॥ ১ ॥

তত্র জ্ঞানভূমিকাক্রমং গদ্যৈর্ব্বিবক্ষুস্তল্লাভোপায়েষু প্রথমপীঠিকামাহ প্রথমমিতি। কিঞ্চিদ্বিকসিতবুদ্ধিনা ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বানুষ্ঠিতৈর্নিষ্কামকর্ম্মভিঃ শুদ্ধচিত্তেনেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সৎসঙ্গাৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিসহিতোধ্যাত্মশাস্ত্রসম্বন্ধঃ সিধ্যতি সৈব প্রথমা ভূমিকেত্যাশয়েনাহ অনবরতেত্যাদিনা ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তজ্জয়াৎ দ্বিতীয়ভূমিকাবতারং দর্শয়তি তত ইত্যাদিনা ॥ ৫ ॥

তজ্জয়াৎ তৃতীয়ভূমিকাবতার ইত্যাহ সম্যগ্‌জ্ঞানেনেত্যাদিনা ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

চতুর্থভূমিকাবতারপ্রকারমাহ যদৈবেতি ॥ ৮ ॥

তদ্বশাদ্বাসনা তনুতাং গতা যদা তদৈবাসাবসংসক্ত ইত্যুচ্যতে কর্ম্মফলেন ন বধ্যত ইতি ॥ ৯ ॥

অথ তানববশাদসত্যে ভাবনাতানবমভ্যস্যতি ॥ ১০ ॥

যাবন্ন কুর্ব্বন্নপি ব্যবহরন্নপ্যসত্যেষু সংসারবস্তুষু স্থিতোপি স্বাত্মন্যবক্ষীণমনস্ত্বাদভ্যাসবশাৎ বাহ্যং বস্তু কুর্ব্বন্নপি ন পশ্যতি নালম্বনেন সেবতে নাভিধ্যায়তি তনুবাসনত্বাচ্চ কেবলং মূঢ়ঃ সুপ্তঃ প্রবুদ্ধ ইব কর্ত্তব্যং করোতি ॥ ১১ ॥

তনুভাবিতমনস্কস্তেন যোগভূমিকাং ভাবনামধিরূঢ়ঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যন্তর্লীনচিত্তঃ কতিচিৎ সম্বৎসরানভ্যস্য সর্ব্বথৈব কুর্ব্বন্নপি বাহ্যপদার্থান্ ভাবনাং ত্যজতি তুর্য্যাত্মা ভবতি ততো-জীবন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চমাবতারমাহ তদ্বশাদিতি। তন্নাম বাচেষ্টে। কর্ম্মফলেনেতি ॥ ৯ ॥

ষষ্ঠ্যাং ভূমৌ তদবতারমাহ অথেতি। অসত্যে বাহ্যেহর্থে ভাবনাতা-নব- [illegible] ব্রহ্মাহংভাবনাসমোপচয়েন বাহ্যেষু ক্রমেণ বিস্মরণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কিয়ংকালং তদভ্যাসস্তত্রাহ যাবদিতি। ন কুর্ব্বন্ সমাধিস্থোপি। ব্যবহরন্ ব্যুত্থিতোপি। বাহ্যং স্নানভোজনাদি কুর্ব্বন্নপি ন পশ্যতি। অতএব নালম্বনেন রুচ্যা সেবতে। নাভিধ্যায়তি ন স্মরতি। মূঢ়ঃ শিশুরুন্মত্তো বা সুপ্তঃ প্রবুদ্ধ ইব কর্ত্তব্যং স্নানভোজনাদি পরেচ্ছয়া করোতি ॥ ১১ ॥

তনুভাবিতমনস্কঃ সূক্ষ্মতমব্রহ্মৈকরসীকৃতচিত্তঃ তেনোক্তলক্ষণেন যোগভূমিকাং ভাবনাং পদার্থাভাবনাখ্যাং অধিরূঢ়োভবতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

সপ্তমভূমিকাবতারক্রমমাহ ইত্যন্তর্লীনেতি। ইতি উক্ত প্রকারেণ অন্ত ব্রহ্মণি লীনচিত্তঃ পরেচ্ছয়া কার্য্যমাত্রেণ কদাচিৎ বাহ্যপদার্থান্ স্নানভোজনাদীন্ কুর্ব্বন্নপি সর্ব্বথৈব তদ্ভাবনাং ত্যজতি। তুর্য্যাত্মা স্বয়মেব ভবতি। ষষ্ঠভূমিকাপর্য্যন্তং চিত্তস্য ব্রহ্মাকারতাস্থৈর্য্যে লেশতো ব্যুত্থানবৃত্তিরস্তি সপ্তম্যান্তু ভূমিকায়াং সর্ব্বথৈব তন্নিবৃত্ত্যা স্বারসিকী প্রতিষ্ঠেতি বিশেষ ইতি ভাবঃ। স এব জীবন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

নাভিনন্দতি সম্প্রাপ্তং নাপ্রাপ্তমভিশোচতি।
কেবলং বিগতাশঙ্কং সম্প্রাপ্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
ত্বয়াপি রাঘব জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলান্তরম্।
ননু তে সর্ব্বকার্য্যেভ্যোবাসনা তনুতাং গতা ॥ ১৫ ॥
শরীরাতীতবৃত্তিস্ত্বং শরীরস্থোঽথবা ভব।
মা গাঃ শোকঞ্চ হর্ষং ত্বং ত্বমাত্মা বিগতাময়ঃ ॥ ১৬ ॥
ত্বয্যাত্মনি সিতে স্বচ্ছে সর্ব্বগে সর্ব্বদোদিতে।
কুতোদুঃখসুখে রাম কুতোমরণজন্মনী ॥ ১৭ ॥
অবন্ধুরপি কস্মাত্ত্বং বন্ধুদুঃখানি শোচসি।
অদ্বিতীয়ে স্থিতে হ্যস্মিন্ বান্ধবাঃ ক ইবাত্মনি ॥ ১৮ ॥
দৃশ্যতে কেবলং দেহে পরমাণুচয়ঃ পরম্।
দেশকালান্ততাপত্তের্নাত্মোদেতি ন লীয়তে ॥ ১৯ ॥
অবিনাশোপি কস্মাত্ত্বং বিনশ্যামীতি শোচসি।

যদ্যপি প্রাক্তনভূমিম্বপি কৃতসাক্ষাৎকারা জীবন্মুক্তা এব তথাপি তেষাং কদাচিৎ প্রবলপ্রারব্ধোপনীতপ্রিয়াপ্রিয়স্পর্শসত্ত্বাৎ ন মুখ্যং জীবন্মুক্তিসুখং সপ্তম্যাস্তু ভূমিকায়াং যোগপরিপাকজন্যপুণ্যাতিশয়েনাত্যুৎকটেন তিরস্কৃতং প্রারব্ধকর্ম্মজীবনব্যবহারাভাসমাত্রে ব্যবতিষ্ঠতে ন হর্ষশোকাদিজননায় প্রভবতীত্যাশয়েন তল্লক্ষণং পদ্যেনাহ নাভিনন্দতীতি ॥ ১৪ ॥

তব তু অত্যন্তশুদ্ধচিত্তত্বাৎ দ্বিতীয়ভূমিকায়ামেব স্ববিচারেণৈব প্রত্যগাত্মতত্ত্বং পরিজ্ঞাতমিত্যাশয়েনাহ ত্বয়েতি ॥ ১৫ ॥

শরীরাতীতবৃত্তিঃ সদৈব সমাধিস্থঃ। শরীরস্থোলোকসংগ্রহব্যবহারী ॥ ১৬ ॥

সিতে স্বয়ম্প্রভে। স্বচ্ছে নির্ম্মলে ॥ ১৭ ॥

আত্মবোধেন মরণজন্মাদিপ্রযুক্তশোকজয়েপি বান্ধবসঙ্গজঃ শোকঃ কথং জয্যস্তত্রাহ অবন্ধুরিতি ॥ ১৮ ॥

বন্ধূনাং দেহঃ শোকার্হ উতাত্মা। নাদ্য ইত্যাহ দৃশ্যত ইতি। কেবলে ভস্মীভূতে। পরমাণুচয়ত্বচেতনত্বাদেব ন শোকার্হ ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ দেশেতি ॥ ১৯ ॥ ॥ ২০ ॥

অমৃত্যুবশতো স্বচ্ছে বিনাশঃ ক ইবাত্মনি ॥ ২০ ॥
ঘটে কপালতাং যাতে ঘটাকাশোন নশ্যতি ।
যথা তথা শরীরেস্মিন্ নষ্টেপি ন বিনশ্যতি ॥ ২১ ॥
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যাং ক্ষীণায়ামাতপো যথা ।
ন নশ্যতি তথা দেহে নষ্টে নাত্মা বিনশ্যতি ॥ ২২ ॥
বাঞ্ছেবোদেতি তে কস্মাৎ ভ্রান্তিরন্তর্নিরর্থিকা ।
অদ্বিতীয়োদ্বিতীয়ং কিং যদ্বস্ত্বাত্মাভিবাঞ্ছতু ॥ ২৩ ॥
শ্রব্যং স্পৃশ্যং তথা দৃশ্যং রস্যং ঘ্রেয়ঞ্চ রাঘব ।
ন কিঞ্চিদস্তি জগতি ব্যতিরিক্তং যদাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বশক্তাবিমাস্তস্মিন্নাত্মন্যেবাখিলাঃ স্থিতাঃ ।
শক্তয়োবিততে ব্যক্তে আকাশ ইব শূন্যতা ॥ ২৫ ॥
চিত্তাদ্রাঘব রূঢ়েয়ং ত্রিলোকী ললনোদিতা ।
ত্রিবিধেন ক্রমেণেহ জন্মনা জনিতভ্রমা ॥ ২৬ ॥
মনঃ প্রশমনে সিদ্ধে বাসনাক্ষয়নামনি ।
কর্ম্মক্ষয়াভিধানৈব মায়েয়ং প্রবিনশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সংসারোগ্রারঘট্টেস্মিন্নারূঢ়া যন্ত্রবাহিনী ।
রজ্জুস্তাং বাসনামেতাং ছিন্ধি রাঘব যত্নতঃ ॥ ২৮ ॥

ন বিনশ্যতি আত্মেতি শেষঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নন্বাতপে মৃগতৃষ্ণাভ্রমশক্তয় ইব জগচ্ছক্তয়স্তর্হি পৃথক্ স্যুস্তত্রাহ শক্তয় ইতি ॥ ২৫ ॥

তর্হ্যাত্মাসতো জগতঃ প্ররোহে কিং বীজং ইতি চেৎ চিত্তমেবেতি প্রাগুক্তমেবেত্যাহ চিত্তাদিতি। উদিতা প্রাগুক্তা। ত্রিবিধেন সাত্বিকাদিনা ক্রমেণ ॥ ২৬ ॥

অতএব চিত্তক্ষয়াৎ তৎক্ষয় ইত্যাহ মনঃ ইতি। কর্ম্মণাং ক্রিয়াদিশক্তীনাং ক্ষয়ো নিবাসস্তদভিধানা ॥ ২৭ ॥

আরঘট্টে পেষণযন্ত্রাধঃশিলামধ্যশঙ্কাবিতি যাবৎ। আরূঢ়া তির্য্যক্কাষ্ঠ-

অপরিজ্ঞায়মানৈষা মহামোহপ্রদায়িনী।
পরিজ্ঞাতা ত্বনন্তাখ্যা সুখদা ব্রহ্মদায়িনী ॥ ২৯ ॥
আগতা ব্রহ্মণোভুক্ত্বা সংসারমিহ লীলয়া।
পুনর্ব্রহ্মৈব সংস্মৃত্য ব্রহ্মণ্যেব বিলীয়তে ॥ ৩০ ॥
শবাদ্রাঘব নীরূপাদপ্রমেয়ান্নিরাময়াৎ।
সর্ব্বভূতানি জাতানি প্রকাশা ইব তেজসঃ ॥ ৩১ ॥
রেখাবৃন্দং যথা পর্ণে বীচিজালং যথা জলে।
কটকাদি যথা হেম্নি তথোষ্ণাদি যথানলে ॥ ৩২ ॥
তদেতদ্ভাবনারূপে তথেদং ভুবনত্রয়ম্।
তস্মিন্নেব স্থিতং জাতং তস্মাদেব তদেব চ ॥ ৩৩ ॥
স এব সর্ব্বভূতানামাত্মা ব্রহ্মেতি কথ্যতে।
তস্মিন্ জ্ঞাতে জগজ্জ্ঞাতং স জ্ঞাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥
শাস্ত্রসদ্ব্যবহারার্থং তস্যাস্য বিততাকৃতেঃ।
চিদ্ব্রহ্মাত্মেতি নামানি কল্পিতানি কৃতাত্মভিঃ ॥ ৩৫ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতা।
সৈষা শুদ্ধানুভূতির্হি সোয়মাত্মা চিদব্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রান্তে আরোপিতা। অতএব যন্ত্রমূর্দ্ধপেষণপাষাণং বহতি তচ্ছীলা রজ্জুঃ। তথাহি পৃথ্বী অধোযন্ত্রশিলেব মেরুস্তচ্ছঙ্কুরিব জ্যোতিশ্চক্রমূর্দ্ধশিলাযন্ত্রমিব বাসনাবষ্টব্ধং জগৎ দৃশ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ ॥ ২৯ ॥

সংসারং ভুক্ত্বা স্বলীলাভূতয়ৈব ব্রহ্মবিদ্যয়া ব্রহ্মৈব সংস্মৃত্য ব্রহ্মণ্যেব বিলীয়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ॥ ৩১ ॥

রেখাবৃন্দং শিরাজালম্ ॥ ৩২ ॥

ভাবনারূপে বাসনাবচ্ছিন্নে ব্রহ্মণি ॥ ৩৩ ॥

তদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতমিত্যাহ তস্মিন্নিতি। স জ্ঞাতেতি। নান্যোতোস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ ॥ ৩৫ ॥

প্রিয়াপ্রিয়বিষয়াণামিন্দ্রিয়ৈঃ সহ দৈবাৎ সংযোগেপি তেষু মিথ্যাত্ব-

আকাশাতিতরাচ্ছাচ্ছ ইদং তস্মিংশ্চিদাত্মনি।
স্বাভোগ এব হি জগৎ পৃথগ্বৎ প্রতিবিম্বতি ॥ ৩৭ ॥
বুদ্ধিস্তদ্ব্যতিরেকেণ লোভমোহাদয়োহি তান্।
পাত্যসদ্ব্যতিরেকেণ তে চ তস্মিংস্তদেব তে ॥ ৩৮ ॥
অদেহস্যৈব তে রাম নির্ব্বিকল্পচিদাকৃতেঃ।
লজ্জাভয়বিষাদেভ্যঃ কুতোমোহঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
অদেহোদেহজৈরেভির্লজ্জাদিভিরসন্ময়ৈঃ।
কিং মূর্খ ইব দুর্ব্বুদ্ধির্বিকল্পৈরভিভূয়সে ॥ ৪০ ॥
অখণ্ডচিতিরূপস্য দেহে খণ্ডনমাগতে।
অসম্যগ্দর্শিনোপ্যস্তি ন নাশঃ কিমু সন্মতেঃ ॥ ৪১ ॥
আপতেদর্কমার্গেপি ন নিরুদ্ধগমাগমম্।
চিত্তং নাম স বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষোন শরীরকম্ ॥ ৪২ ॥

নিশ্চয়াৎ হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতা সৈবোক্তলক্ষণা জীবন্মুক্তানুভূতিরেব স প্রসিদ্ধ আত্মা ন তু মূঢ়ৈরনুভূয়মানঃ সংসারস্বভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

হর্ষামর্ষবিবর্জ্জিতেতি যদুক্তং তদুপপাদনায়াহ ইদং তস্মিন্নিত্যাদিনা। স্বাভোগে স্বান্তরেব জগৎ পৃথগ্বৎ অগ্যদিব প্রতিবিম্বতি তস্য চ শুদ্ধসাক্ষিণা প্রিয়াপ্রিয়ভাগেন বিবেক্তুমশক্যত্বাৎ তদ্বিবেকায় তদুভয়ব্যতিরেকেণান্তরালে বুদ্ধিরন্তঃকরণং প্রতিবিম্বতি সৈব প্রিয়াপ্রিয়বিকল্পৈর্লোভমোহাদয়ো যে ভাবাস্তান্ যাতি ন স্বাত্মেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তে চ জগত্তদ্বুদ্ধিতৎপ্রযুক্তলোভমোহাদয়ঃ অসতৈব ব্যতিরেকেণ পরস্পরভেদেন তস্মিংশ্চিদাত্মনি প্রতিবিম্বিতা ইতি পরমার্থতস্তদাত্মরূপমেব। তে ন হি দর্পণব্যতিরেকেণ তদন্তর্দৃশ্যমানাঃ পর্ব্বতবননদ্যাদয়ঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥৩৮॥

এবঞ্চ দেহাত্মবুদ্ধীনাং মূঢ়ানামেব ভয়বিষাদাদয়ো যুক্তা ন তু তবেত্যাহ অদেহস্যৈবেত্যাদিনা ॥৩৯॥ ॥৪০॥ ॥৪১॥

অসম্যগ্দর্শিনোপি ন নাশ ইতি যদুক্তং তদুপপাদয়িতুং দেহাদ্ব্যতিরিক্তচিত্তাত্মানং ব্যুৎপাদয়তি আপতেদিতি। যচ্চিত্তং সঙ্কল্পস্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বত্র আপতেৎ। অর্কস্য মার্গে নিরালম্বনেপি যন্নিরুদ্ধাগমাগমাঃ সঙ্কল্পা যস্য

শরীরে সত্যসতি বা পুমানেব জগত্রয়ে।
জ্ঞোপ্যজ্ঞোপি স্থিতোরাম নষ্টে দেহে ন পশ্যতি ॥ ৪৩॥
যানীমানি বিচিত্রাণি দুঃখানি পরিপশ্যসি।
তানি দেহস্য সর্ব্বাণি নাগ্রাহ্যস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥
মনোমার্গাদতীতত্বাদ্যোসৌ শূন্যমিব স্থিতা।
চিৎ কথং নাম দুঃখৈর্ব্বা সুখৈর্ব্বা পরিগৃহ্যতে ॥ ৪৫ ॥
স্বাস্পদাত্মানমেবাসৌ বিনষ্টাদ্দেহপঞ্জরাৎ।
অভ্যস্তাং বাসনাং যাতঃ ষট্পদঃ স্বমিবাম্বুজাৎ ॥ ৪৬ ॥
অসচ্চেদাত্মতত্ত্বং তদস্মিংস্তে দেহপঞ্জরে।
নষ্টে কিং নাম নষ্টং স্যাৎ রাম কেনানুশোচসি ॥ ৪৭ ॥
সত্যং ভাবয় তেন ত্বং মা মোহমনুভাবয়।

তথাবিধং তচ্চিত্তমেব পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ সংসার্য্যাত্মা বিজ্ঞেয়ো ন তু শরীরমিত্যর্থঃ ॥৪২॥ ॥৪৩॥

ইদানীমসংসার্য্যাত্মানং দর্শয়িতুং চিত্তমপি দেহকোটাবেব নিক্ষিপ্য দেহস্যৈব প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শ ইত্যাহ যানীতি ॥ ৪৪ ॥

পরিগৃহ্যতে ব্যাপ্যতে ॥ ৪৫ ॥

নন্নু নষ্টে দেহে জীবঃ ক্ক যাতি তত্রাহ স্বাস্পদাত্মানমিতি। অসৌ জীবোবিনষ্টাৎ দেহপঞ্জরাৎ বিনষ্টদেহাভিমানং পরিত্যজ্য প্রথমং স্বাস্পদং স্বপ্রতিষ্ঠাভূতং পরমাত্মানমেব যাতি। "মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়া, মিতি শ্রুতের্ম্মনঃপ্রাণাদ্যুপাধিবিলয়াৎ বিম্বভূতৈশ্বরৈক্যং গচ্ছতীত্যর্থঃ। তর্হি কুতোন মুচ্যতে তত্রাহ অভ্যস্তামিতি। ভেদবাসনামূলোচ্ছেদিজ্ঞানানুদয়াৎ ন মুচ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

নন্নু যদি জীবঃ প্রতিবিম্বস্তর্হি তস্যোপাধ্যতিরিক্তসত্ত্বাযোগাদসত্ত্বমুপাধিনাশেন নাশশ্চ স্যাদিতি চেদস্ত্বেবং তথাপি ন ত্বং জীব ইতি তদসত্ত্বে নাশে বা ন তব শোকো যুক্ত ইত্যাহ অসদিতি। তৎ প্রসিদ্ধমাত্মতত্ত্বং জীবরূপম্ ॥ ৪৭ ॥

বস্তুতস্তু প্রতিবিম্বোবিম্বমেব। বিম্বস্যৈবোপাধ্যনুপ্রবেশভেদাদিকল্পনয়া প্রতি-

নিরিচ্ছস্যাত্মনো নেচ্ছা কাচিদপ্যনঘাকৃতেঃ ॥ ৪৮ ॥
সাক্ষিভূতে সমে স্বচ্ছে নির্ব্বিকল্পে চিদাত্মনি।
নিরিচ্ছং প্রতিবিম্বন্তি জগন্তি মুকুরে যথা ॥ ৪৯ ॥
সাক্ষিভূতে সমে স্বচ্ছে নির্ব্বিকল্পে চিদাত্মনি।
স্বয়ং জগন্তি দৃশ্যন্তে সম্মণাবিব রশ্ময়ঃ ॥ ৫০ ॥
অনিচ্ছমপি সম্বন্ধো যথাদর্পণবিম্বয়োঃ।
তথৈবেহাত্মজগতোর্ভেদাভেদৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫১ ॥
সূর্য্যসন্নিধিমাত্রেণ যথোদেতি জগৎক্রিয়া।
চিৎসত্তামাত্রকেণেদং জগন্নিষ্পদ্যতে তথা ॥ ৫২ ॥
পিণ্ডগ্রহোনিবৃত্তোস্যা এবং রাম জগৎস্থিতেঃ।
আকাশমেষা সম্পন্না ভবতামপি চেতসি ॥ ৫৩ ॥
সত্তামাত্রেণ দীপস্য যথালোকঃ স্বভাবতঃ।
চিত্তত্ত্বস্য স্বভাবাত্তু তথেয়ং জাগতী স্থিতিঃ ॥ ৫৪॥

পূর্ব্বং মনঃ সমুদিতং পরমাত্মতত্ত্বাৎ
তেনাততং জগদিদং স্ববিকল্পজালৈঃ।

বিম্বত্বেন গ্রহণাৎ। জড়োপাধিকার্য্যত্বে চিদাভাসস্য জড়ত্বাপত্তৌ সংসার-ভানাযোগাচ্চ। তেন ত্বং জীবং তদুপাধিপরিত্যাগেন সত্যং ব্রহ্মৈবেতি ভাবয় সম্ভাবয়। মোহং ভ্রান্তিপ্রাপ্তমসন্নশ্বরদেহাদিভাবং মানুভাবয়। পূর্ণব্রহ্মভাব-তৃপ্তত্বাদেব নিরিচ্ছস্য ॥ ৪৮ ॥

তর্হীচ্ছাং বিনা তস্য কথং সর্গাদিসিদ্ধিস্তত্রাহ সাক্ষিভূতে ইতি ॥ ৪৯-৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

পিণ্ডগ্রহোমূর্ত্তাকারঃ। এবং উক্তোপদেশপ্রকারেণ। ভবতামিতি রামা-তিরিক্তান্ শ্রোতৃন্ প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

আলোকঃ প্রভা ॥ ৫৪ ॥

বিস্তরোক্তং প্রকরণার্থং সংক্ষিপ্য দর্শয়নুপসংহরতি পূর্ব্বমিত্যাদিনা। যথা শূন্যেনাম্বরেণাকাশেন শূন্যমসদপি নীলত্বং সর্ব্বজনানুভবেনোল্লসিতম-

শূন্যেন শূন্যমপি তেন যথাম্বরেণ
নীলত্বমুল্লসিতচারুতরাভিধানম্ ॥ ৫৫ ॥
সঙ্কল্পসংক্ষয়বশাদ্গলিতে তু চিত্তে
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি।
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং
চিন্মাত্রমেকমজমাদ্যমনন্তমন্তঃ ॥ ৫৬ ॥
কর্ম্মাত্মকং প্রথমমেব মনোভ্যুদেতি
সঙ্কল্পতঃ কমলজপ্রকৃতীস্তদেত্য।
নানাবিধং জগদিদং হি মুধা তনোতি
বেতালদেহকলনামিব মুগ্ধবালঃ ॥ ৫৭ ॥
অসন্ময়ং সদিব পুরোবিলক্ষ্যতে
পুনর্ভবত্যথ পরিলীয়তে পুনঃ।

বাষ্মুখীকৃতস্নিগ্ধেন্দ্রনীলমণিময়মহাকটাহমিব নীলং নভো দৃশ্যতে ইত্যুপমোৎপ্রেক্ষাদিযোগ্যতয়া চারুতরমভিধানং বাগ্ব্যবহারোযস্মিন্ তথাবিধমাততং বিস্তারিতং তথা তেন মনসাপীদং জগদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অতএব নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকাপায়ান্নির্ম্মলাত্মমাত্রপরিশেষসিদ্ধিরিত্যাহ সঙ্কল্পেতি। মিহিকাস্তুষারাঃ। শরদি সমাগতায়াং খং আকাশমিব স্বচ্ছং চিন্মাত্রমন্তঃপ্রত্যগাত্মস্বভাবম্ ॥ ৫৬ ॥

ব্যষ্টিভ্রমকল্পনায়ামিব সমষ্টিসৃষ্টিকল্পনায়ামপি মনোধীনাবেবাবির্ভাবতিরোভাবাবিতি দর্শয়তি কর্ম্মাত্মকমিতি। সকলপ্রাণিকর্ম্মসমষ্ট্যাত্মকং সমষ্টিক্রিয়াশক্তিপ্রধানঞ্চ মনঃ প্রথমমুদেতি আবির্ভবতি ততস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বাৎ কমলজমন্বাদিরূপাঃ প্রকৃতীঃ স্রষ্টৃশরীরাণ্যেত্য স্বীকৃত্য সঙ্কল্পতো নানাবিধং জগৎ মুধা ব্যর্থমেব তনোতি সৃজতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ দৃশ্যং সর্ব্বং ব্যষ্টিসমষ্টিভেদকল্পিতমনোমাত্রং মনশ্চাসদজ্ঞানকার্য্যত্বাদিত্যসত এবাধিষ্ঠানসাক্ষিসত্তাস্ফূর্ত্তিবলেন সত্তয়া স্ফুরণমুৎপত্তিরিতি রীত্যা জগজ্জন্মাদিবিবর্ত্তোপাদানত্বং ব্রহ্মণস্তটস্থলক্ষণং তেন নিষ্প্রপঞ্চসচ্চিদানন্দৈকরসং

স্বয়ং মনশ্চিতিচিতসংস্ফুরদ্বপু
মহার্ণবে জলবলয়াবলী যথা ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে শ্রীবাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে
মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে স্বরূপনিরূপণং নাম
দ্বাবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২২ ॥

উৎপত্তিপ্রকরণং সম্পূর্ণং।

পূর্ণং ব্রহ্মৈব পরমার্থভূতং লক্ষ্যত ইতি সর্ব্বস্থষ্টিশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যার্থ ইতি সিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ অসন্ময়মিতি। অসদজ্ঞানং তন্ময়ং তৎপরিণামভূতং মনঃ স্বয়মেব চিতি স্বাধিষ্ঠানচৈতন্যে চিতেন উপচয়েন সংস্ফুরৎ জগদ্বপুঃ পুরঃ সদিব সাক্ষিণা বিলোক্যতে। যথা মহার্ণবে পূর্ণে তৎসত্তামাত্রসিদ্ধাপরিচ্ছিন্নজলবলয়ানাং পংক্তিরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্দৃশ্যমাত্রস্য বাচারম্ভণস্যানৃতত্বাৎ প্রত্যগেকরসং পূর্ণং ব্রহ্মৈবাবিকৃতং সদাস্তে ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতিশ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমৎসর্ব্বজ্ঞসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্য
শ্রীমদ্রামচন্দ্রসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদ্গঙ্গাধরেন্দ্রসরস্বতীপূজ্য-
পাদশিষ্যেণ শ্রীমদানন্দবোধেন্দ্রসরস্বত্যাখ্যভিক্ষুণা বিরচিতে
শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে উৎপত্তিপ্রক-
রণে দ্বাবিংশত্যুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২২ ॥

ঃ সম্পূর্ণঃ।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

উৎপত্তিপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

ব্রহ্মই মহাবাক্যের প্রভাবে ব্রহ্মবিৎ হন, এ কথার অর্থ এই যে, যিনি এক্ষণে জীব, তিনি চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য * শ্রবণজনিত অনন্তাদ্বয়ব্রহ্মাকারা মানসী বৃত্তির (জ্ঞানের) দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া জীবত্ব প্রাপক স্বাশ্রিত অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মভাবে প্রকাশিত হন। তাদৃশ স্বাত্মপ্রকাশের নাম ব্রহ্মজ্ঞান ও স্বতত্ত্বসাক্ষাৎকার। যেমন স্বপ্নের আবির্ভাব, তেমনি, এই দেহেন্দ্রিয়াদি দৃশ্যপ্রপঞ্চের আবির্ভাব। এ আবির্ভাব প্রত্যগাত্মরূপ † পরব্রহ্মে, অন্যত্র নহে। অতএব স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ "এই চরাচর সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্ম" এইরূপ এইরূপ মহাবাক্যের দ্বারা যিনি কথিত প্রকার স্বাত্মরহস্য অবগত হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিৎ[১]। যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দ্ব্যংশ। এক অংশের নাম অধ্যারোপ, অপর অংশের নাম অপবাদ। অধ্যারোপ পদ্ধতিরই একাংশে অর্থাৎ অধ্যারোপ পদ্ধতিতে, ব্রহ্মরূপ আকাশে সৃষ্টি এবং অপবাদ পদ্ধতিতে তাহার ব্রহ্মাবশেষতা বুঝা যায়। ‡ এই সৃষ্টি ব্রহ্মাবশেষ বা ব্রহ্মাকাশে পরিশেষিত (লুপ্ত) হইলেই তখন ইহা কি, কাহার সৃষ্টি, এবং ইহা কিসে আছে, এ সকল

---

* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ৪ মহাবাক্য ৪ বেদে প্রসিদ্ধ।

† শরীরের মধ্যে যে সর্ব্বদ্রষ্টা চৈতন্য বিরাজিত, যাহা অবলম্বন করিয়া অহং বৃত্তি অর্থাৎ আমি-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই এতৎ শাস্ত্রের প্রত্যাগাত্মা।

‡ ব্রহ্ম আকাশের অনুরূপ, তাই শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মকে কখন কখন আকাশ নামে উল্লেখ করেন। অধ্যারোপ শব্দে কল্পিত সৃষ্টি এবং অপবাদ শব্দে সেই সেই কল্পনার লয়। কল্পনার লয় হইলে তখন সৃষ্টি থাকে না; কল্পনাধার ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মার কল্পনায় সৃষ্টি, ব্রহ্মার লয়ে প্রলয়। সেইজন্য এক এক সৃষ্টির নাম এক এক কল্প।

পূর্ব্বপক্ষের তিরস্কার হইয়া থাকে[২]। এই বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্তু, ক্রম ও স্বভাব অনুসারে ব্যক্ত করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৩]। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা চিদাকাশবপু অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নিরাকার এবং তাহা কেবল চৈতন্য। তদ্ব্যতীত অন্য কোন আকার নাই। তিনি জীব হইয়া জগৎ দেখিতেছেন, পরন্তু তাহা স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ। যেমন, বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার দর্শন হয়, তেমনি, জগৎ না থাকিলেও তাহার দর্শন ঘটনা হইতেছে। তুমি, আমি, ইত্যাদি ভেদ না থাকিলেও তাহা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেইজন্য স্বপ্নের সহিত সংসারের তুলনা করা হয়[৪]।

আমি তোমার নিকট মুমুক্ষু ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে জগতের উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৫]।

দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্যের বা দৃশ্য জ্ঞানের অভাব ঘটনা হইলে তখন আর বন্ধন থাকে না। যে প্রকারে দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর[৬]।

এই নশ্বর জগতে যে-জন্মে, সেই বৃদ্ধি পায়, সে-ই মরে, সে-ই মুক্ত হয় এবং স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে[৭]। (ইহাই বদ্ধ জীবের গতি)। যে হেতু তুমি নিজের স্বরূপ না জানায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু আমি তোমার নিকট তোমার আত্মবোধার্থ সংসারে তোমার উৎপত্তি হওয়ার প্রকার বর্ণন করিব[৮]। এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য—সংসারের উৎপত্তি। তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর, অনন্তর ইচ্ছানুসারে ইহার বিস্তৃতার্থ শ্রবণ করিও[৯]।

স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে বিলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎও মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১০]। তৎকালে এক-মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না। সমস্তই লুপ্ত হয়। তখন না তেজ, না অন্ধকার, না নাম, না রূপ, কিছুই থাকে না। কেবল মাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন[১১]। পণ্ডিতগণ বাগ্ব্যবহারার্থ সেই নামহীন পরমাত্মার ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য, ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন[১২]। তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টিকালে আপনিই আপনার মায়ায় বিভিন্নরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ নাম সমন্বিত জীব ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন[১৩]।

(তাঁহাকে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ বলে)। অনন্তর সেই জীবভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা আপনার বিবিধরূপ প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন, তদনন্তর মনন, ইত্যাদি কাল্পনিক ভেদ পরিকল্পন করেন। যেমন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি, নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন (হিরণ্যগর্ভের মন) প্রাদুর্ভূত হয়[১৪।১৫]। সেই মন তখন স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার কল্পনা করে এবং তাহা হইতেই এই জগদ্রূপ ইন্দ্রিয়জাল বিস্তৃত হইয়া থাকে[১৬]। যেমন কাঞ্চনবলয় কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু কাঞ্চন কাঞ্চনবলয় হইতে ভিন্ন; তেমনি, পরমাত্মা এই জগৎ হইতে ভিন্ন না হইলেও ইহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ ইহা পরমাত্মায় অবস্থিত। পরমাত্মা স্বসত্তায় অবস্থিত; জগৎ তাহার অধীন। অর্থাৎ জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। জগতে যে সত্তা (অস্তিতা) আছে, তাহা ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত[১৭।১৮]। যেমন মরু-মরীচিকায় নদীতরঙ্গের ভ্রম, তেমনি, পরমাত্মাতেই এই ইন্দ্রজালময় জগতের ভ্রম[১৯]। সেই কারণে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, সংসৃতি, বন্ধ, মোহ, তম, এই কয়েকটী নাম প্রদান করিয়া থাকেন[২০]।

বৎস চন্দ্রানন রাম! আমি প্রথমে তোমার নিকট বন্ধের স্বরূপ কীর্ত্তন করি, পরে মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন করিব[২১]। দর্শনকর্ত্তার দৃশ্য-পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার বন্ধন। দ্রষ্টাই দৃশ্যের দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবে মুক্ত[২২]। "তুমি, আমি" ইত্যাদিবিধ মিথ্যা বিজ্ঞানই জগৎ ও দৃশ্য নামে অভিহিত হয়। যাবৎ ঐরূপ জগৎ বা মিথ্যা জ্ঞান (ভ্রম) বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ মুক্তিলাভের আশা করা যায় না[২৩]। কেবল মুখে প্রলাপ বাক্যের ন্যায় "ইহা নাই তাহা নাই এ সকল মিথ্যা" ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্যবোধরূপিণী ব্যাধির শান্তি হয় না; অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধিই পায়[২৪]। বিচারকগণ বলিয়াছেন, তর্কের কৌশলে, তীর্থের সেবায় ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে দৃশ্যদর্শন ব্যাধির শান্তি হয় না[২৫]। এই দৃশ্য জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে কদাচ ইহার অন্যথা (না থাকা) হইবে না। কারণ, অসতের সত্তা ও সতের অসত্তা সর্ব্বথা অসম্ভব[২৬]। চিন্ময় আত্মা অচেত্য অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পর্কবর্জ্জিত? অসার তপস্যাদির অপরিজ্ঞেয়। ইহ শরীরে যিনি আত্মদর্শনে বঞ্চিত, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের বলে যে থানে যাইবেন, অবস্থিতি করিবেন,

সেই স্থানেই তাঁহার দৃশ্য দর্শন হইবে। এমন কি পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করিলেও এরূপ দৃশ্য দর্শন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক না[২৭]। * সেই জন্যই আমি জগৎ থাকিলেও তাহার দৃশ্যভাব পরিমার্জ্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়াছি। † যেমন "সুরা ভক্ষণে তৃপ্তি নাই" এতদ্রূপ দৃঢ়সম্বোধ ব্যতীত সুরাপান পরিত্যক্ত হয় না, তেমনি, "দৃশ্য জগৎ মিথ্যা" এতদ্রূপ দৃঢ় বোধ ব্যতীত কেবল তপস্যায়. কেবল দানে, কেবল ধ্যানে ও কেবল জপে জগৎ দর্শন মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইবে না[২৮]। হে রামচন্দ্র! যাবৎ জগতের দৃশ্যতা বোধ থাকিবে, তাবৎ, পরমাণু মধ্যে বাস করিলেও ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সঙ্কীর্ণতম বুদ্ধিপ্রদেশে ইহার (জগতের) প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে[২৯]। চিদ্দর্পণ (জীব) যেখানেই থাকুক, সেই স্থানেই তাহাতে শরীরাদি ও পর্ব্বত, পৃথিবী, নদ, নদী, জল প্রভৃতি, সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইবে[৩০] এবং তন্নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগ ও স্থির অস্থির বিভাগ, সে সকলের অভাব অর্থাৎ লয়, সমস্তই দৃষ্ট হইবে[৩১]। রাম! এমন মনে করিও না যে, জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আরম্ভ করিলে দৃশ্য মার্জ্জন হইবে। কারণ এই যে, সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না, তাহা মার্জ্জন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" এইরূপ বোধ বা বোধসংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য সমাধি ভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণই পুনঃ সংসারের অঙ্কুরবীজ এবং সেই বীজ পুনঃ পুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। যদিও নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে মানবগণ তুরীয় পদ পাইবে বলিয়া আশা করে, তথাপি, দৃশ্য জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত না হওয়ায় নির্ব্বিকল্প সমাধির সম্ভাবনা অতীব অল্প[৩২।৩৩]। যেমন সুষুপ্তির অবসানে সমুদায় পূর্ব্বতন জ্ঞানের

---

* দৃশ্য দর্শনের নাম ভ্রান্তি, তাহা থাকিতে কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই। ভ্রান্তি পরমাণুমধ্যেও বৃহৎ পর্ব্বত দেখাইতে পারে।

† এই জগৎ আছে ও দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহা সত্য, এ ভাব পরিত্যাগ করিতে হয়। নাই ও দেখা যাইতেছে না, যাহা আছে ও দেখা যাইতেছে, তাহা আত্মা অর্থাৎ আমি, এই ভাব অভ্যস্ত করিতে হয়। করিলে অল্পে অল্পে দৃশ্যমার্জ্জন হইবে, তখন আর ইহা থাকিলেও বন্ধনের কারণ হইবেক না।

উদয় হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে[৩৪]। রামচন্দ্র! পুনর্ব্বার অনর্থ ভোগে নিপতিত হইতে হয়, এরূপ ক্ষণিক সমসুখদায়ক সমাধিতে ফল কি[৩৫]। যদি এমন হয় যে, কস্মিন্ কালেও নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইবে না, তাহা অনন্তকালে অনন্ত প্রবাহে স্থিতি করিবে, তাহা হইলে অবশ্য অনাদি অনন্ত সুষুপ্তিসম অমল ব্রহ্ম পদ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব[৩৬]। কারণ এই যে, মনোনামক মূল দৃশ্য বিদ্যমান থাকিতে যত্নবান্ যোগীরাও দৃশ্য মার্জ্জনে অশক্ত হইয়া থাকেন। নিশ্চিত জানিবে, তাদৃশ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে সেই সেই বিষয়েই জগদভ্রম থাকিবেই থাকিবে[৩৭]। দ্রষ্টা যদি আপনাকে বলপূর্ব্বক পাষাণ ভাবনায় ভাবিত করিয়া পাষাণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্ব্বার তাহার দৃশ্য দর্শন হইবেই হইবে[৩৮]। অপিচ, এ পর্য্যন্ত কোনও যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা অনুভবসিদ্ধ[৩৯]।

নির্ব্বিকল্প সমাধি নিত্যপাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ (চিরস্থৈর্য্য) লাভ করে না ইহা সর্ব্ববিদিত। করিলেও তাহা (অচেতনপাষাণভাবপ্রাপক সমাধি) সচ্চিদানন্দ অজ অক্ষয় মোক্ষ নামক পরম পদের প্রাপক নহে[৪০]। হে রামচন্দ্র! তপ, জপ ও ধ্যান করিলে দৃশ্যের বিনাশ, অদর্শন বা পরিহার সাধিত হয় না। দৃশ্য কি? দৃশ্য কেবল আত্মনিষ্ঠ অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ (কল্পনা)। সুতরাং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশ ব্যতীত দৃশ্য বিনাশের সম্ভাবনা নাই[৪১]। যেমন পদ্মবীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ পদ্মের বীজ লুক্কায়িত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টাতে (চিদাত্মায়) দৃশ্যবুদ্ধি লুক্কায়িত অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে[৪২]। পদার্থ বিশেষের আশ্রয়ে রস, তিলে তৈল ও কুসুমে প্রমোদ (সুগন্ধ যেরূপ), দর্শনকর্ত্তাতে দৃশ্যবুদ্ধি সেই-রূপ জানিবে[৪৩]। কর্পূরাদি পদার্থ যে স্থানে থাকুক না কেন, সেই সেই স্থানে গন্ধ উদ্ভব করিবেই করিবে। সেইরূপ, জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যে অবস্থায় ও যেখানে থাকুন, তদীয় উদরে জগতের উদ্ভব হইবেই হইবে[৪৪]। হৃদয় প্রদেশেই অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিতত্ত্ব মধ্যেই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পাদির ন্যায় দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, স্বকীয় অনুভব তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত।

যেমন স্বচিত্তের কল্পনাপ্রভব পিশাচ বালক গণকে বিনাশ করে, তেমনি, এই দৃশ্যরূপিণী রূপিকা (পিশাচী) দ্রষ্টাকেই হনন করিয়া থাকে[৩৫,৩৬]। * যেরূপ বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর উপযুক্ত দেশ কাল প্রাপ্তে কাণ্ড প্রকাণ্ড-যুক্ত (শাখা প্রশাখান্বিত) বৃহৎ বৃক্ষ হয়; সেইরূপ, অন্তঃস্থ চিৎসংযুক্ত চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্যজ্ঞানও দেশ কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়[৩৭]। যেমন বীজাদির উদরে বৃক্ষশক্তি অথবা অপূর্ব্ব কার্য্যশক্তি (অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি) বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, চিন্মাত্রশরীর জীবের অন্তরে (জীব কি? জীব চিৎ ও অন্তঃকরণ উভয়ের একীভাব। অন্তঃকরণ মায়িক। এই মায়িক অন্তঃকরণে) মায়াময় অপ্রতর্ক্য জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে[৩৮]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

---

* এক শ্রেণীর পিশাচী আছে তাহারা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পুরুষ দিগকে মুগ্ধ করতঃ বিনাশ করে। এই শ্রেণীর পিশাচীরা রূপিকা নামে অভিহিতা হয়। বোধ হয়, ইহারাই চলিত ভাষায় "পেত্নী"। দৃশ্যদর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন তাহারই অনুরূপ বলিয়া রূপিকা বলা হইয়াছে। বালকেরা ভূতের ভয়ে বিহ্বল হয়, অনেকে ভয় পাইয়া মরিয়া যায়, পরন্তু ভূত তাহারই অমার্জ্জিত বুদ্ধির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন নিজ কল্পিত ভূত দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় কল্পিত দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হয় ও জন্মাদিযুক্ত সংসার নামক দুরবস্থাগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তোমার নিকট আকাশজ ব্রাহ্মণের শ্রুতি-সুখাবহ উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে উচ্যমান উৎপত্তিনামক প্রকরণ সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে পারিবে[১]।

পূর্ব্বে আকাশজ নামে * প্রজাহিতপরায়ণ ধ্যাননিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন[২]। মৃত্যু ইহারে চিরজীবী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি অবিনাশী। অপিচ, আমি একে একে সকল প্রাণীকেই উদরসাৎ করি[৩]। কিন্তু কি জন্য এই আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না? যেমন শাণিত খড়্গের ধার প্রস্তরে কুণ্ঠিত বা ব্যর্থ হয়, তেমনি, এই ব্রাহ্মণে আমার সেই ভক্ষণ শক্তি ব্যর্থ হইতেছে কেন? তাহা ভাল করিয়া দেখা যাউক[৪]।" মৃত্যু এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণের সংহারার্থ তদীয় পুরে গমন করিলেন। কোনও উদ্যোগশীল পুরুষ স্বকার্য্যসাধনে উদ্যম ত্যাগ করেন না; সুতরাং মৃত্যুও স্বকার্য্যসাধনের উদ্যোগ ত্যাগ করিলেন না[৫]। বৎস রাম! মৃত্যু তদীয় পুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, প্রলয়াগ্নিসন্নিভ হুতাশন তাঁহারে দগ্ধ করিতে লাগিল[৬]। তথাপি তিনি সেই অগ্নি বিদারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করিলেন[৭]। মৃত্যু অতিশয় বলবান্ ছিলেন, তথাপি সবলে শত হস্ত বিস্তার করিয়াও সেই সঙ্কল্পপুরুষসদৃশ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না[৮]। তখন তিনি সকল সংশয়ের উচ্ছেদ কর্ত্তা যমের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি কি জন্য আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না?[৯] যম কহিলেন, মৃত্যো! তুমি একাকী কাহাকেও সংহার করিতে সমর্থ নহ। মারণীয় ব্যক্তির মরণোপযোগী

---

* মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্ম আকাশসদৃশ। আকাশে নীলিমা নাই, অথচ তাহা নীল বলিয়া ভ্রম জন্মে। আকাশ যেমন নীল ভ্রমের আশ্রয়, তেমনি, ব্রহ্মও মায়াসঙ্গের আশ্রয়। তদনুসারে ব্রহ্ম আকাশ সদৃশ বলিয়া আকাশ নামের নামী। যিনি তাঁহা হইতে প্রথম উৎপন্ন হন তিনি আকাশ-সদৃশ হন। এই আকাশ সদৃশ আকাশজ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। ইনি পুরাণ বর্ণিত ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ।

কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহই মারণীয় ব্যক্তিকে সংহার করিতে সমর্থ নহে। কর্ম্মই প্রকৃত মারক, অন্যে প্রকৃত মারক নহে[১০]। তুমি এক কার্য্য কর। তুমি যত্ন সহকারে ঐ মারণীয় বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় অন্বেষণ কর, পরে উহার মারক কর্ম্মের সাহায্যে উহাকে সংহার করিও[১১]।

অনন্তর মৃত্যু আকাশজ দ্বিজের কর্ম্মান্বেষণে যত্নপরায়ণ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দিক্, দিগন্ত, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য, শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ, পুর, নগর, গ্রাম ও রাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন। উদ্ধতস্বভাব মৃত্যু প্রোক্ত প্রকারে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কোনও স্থানে আকাশজ ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার কর্ম্ম দেখিতে পাইলেন না। যেমন কোনও বিজ্ঞ বন্ধ্যাপুত্র দেখিতে পায় না, এক পুরুষ যেমন অন্য পুরুষের মনোরাজ্যস্থ পর্ব্বত দেখিতে পায় না, সেইরূপ[১২।১৫]। তখন তিনি দুঃখিত মনে ধর্ম্মকোবিদ ধর্ম্মরাজ সমীপে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। নিয়ম এই যে, প্রভুরাই অনুজীবী দিগের সংশয়চ্ছেদের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং মৃত্যু প্রভু সকাশে আসিয়া বলিলেন, প্রভো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় কোথায়? নির্দ্দেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, মৃত্যো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম নাই। এই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সে জন্য ইহার কোনও প্রকার কর্ম্ম নাই[১৬।১৮]। যে আকাশ হইতে জন্মে, সে-ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হয়। সেই জন্য ইহার কোনও রূপ কর্ম্ম বা সহকারী লক্ষিত হইতেছে না[১৯]। প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। * ইহার কোনও প্রকার আকার উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহার উৎপত্তিও বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তির অনুরূপ[২০]। ইহার জন্মের প্রতি আকাশ ব্যতীত উপাদান না থাকায় ইহাকে আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। ইনি কেবল আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন সুতরাং ইনিও কেবল আকাশ। যেমন আকাশে মহাবৃক্ষ থাকে না, তেমনি, ইহাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়[২১]। কর্ম্ম না থাকায় ইহার চিত্তও অবশীভূত নহে। কি শরীর কি মানস সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অভাব

* মুক্ত হইলে পূর্ব্বের কর্ম্ম (পুণ্য পাপ) দগ্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে তাহার আশ্লেষ হয় না। জল যেমন পদ্ম পত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি, মুক্তাত্মাতে পুণ্য পাপ লিপ্ত হয় না। ব্রহ্ম সূত্রভাষ্য।

থাকায় ইনি নির্ম্মল আকাশরূপী ও স্বকারণ আকাশে (ব্রহ্মে) অবস্থিত[২২।২৪]। আমরা ভ্রমবশতঃই ইঁহার প্রাণস্পন্দনাদি দর্শন করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ইহার কর্ম্মবুদ্ধি নাই[২৫]। কাষ্ঠপুত্তলিকাকে আপাত দৃষ্টি দ্বারা পুত্তলিকা বলিয়া বোধ হইলেও তাহা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই দ্বিজও চিদাকাশে উৎপন্ন ও অবস্থিত হওয়ায় ও থাকায় চিদাকাশ হইতে অভিন্ন। যেমন জলে তরলতা, আকাশে শূন্যতা ও বায়ুতে স্পন্দতা স্বভাবতঃই অবস্থিত, তেমনি, ইনিও স্বভাবতঃ পরম পদে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বতন ও অদ্যতন কোনও প্রকার কর্ম্ম না থাকায় ইনি সংসারের অন্তর্গত (সংসারের বশ্য) নহেন। ইনি আপনিই আপনার কারণ। যে সহকারী কারণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় না সে স্বকারণ হইতে অভিন্ন। কোন পৃথক্ কারণ বা সহকারী কারণ না থাকায় ইনি স্বয়ম্ভু নামে বিখ্যাত। (স্বয়ম্ভু=আপনিই হন)[২৯।৩০]। ইহার পূর্ব্বের ও এক্ষণকার কোন প্রকার কর্ম্ম নাই। অতএব, তুমি কি প্রকারে ইহাকে আক্রমণ করিবে তাহা বল। যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীয় কল্পনায় পৃথিব্যাদিভূতবিশিষ্ট অর্থাৎ দেহী বলিয়া জানে; সেই পার্থিব ব্যক্তিকে তুমি গ্রহণ করিতে সমর্থ[৩১।৩২]। এই ব্রাহ্মণ আপনাকে পৃথিব্যাদিময়দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে না। সে প্রকার কল্পনাও কখন করে না। সেই কারণে ইনি সাকার নহেন। সেই কারণে অর্থাৎ নিরাকারতা বিধায় তুমি ইহাকে মারিতে পার না। রজ্জু দৃঢ় হইলেও কোন্ ব্যক্তি আকাশকে বন্ধন করিতে পারে?[৩৩]

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আকাশ ও শূন্য একই কথা। শূন্য হইতে কি প্রকারে জন্ম হইল এবং কি প্রকারে তাহার অস্তিতা সিদ্ধ হয়? পৃথিব্যাদি ভূত কাহার থাকে ও কাহার না থাকে তাহাও আমাকে বলুন[৩৪]। যম বলিলেন, মৃত্যো! এই দ্বিজ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং মরণগ্রস্তও হন না। (অর্থাৎ ইনি মুক্তাত্মা, জন্ম-মরণ-রহিত নিত্যসিদ্ধ অনাদি অনন্ত চিদ্বস্তু)। ইনি কেবল মাত্র বিজ্ঞানপ্রভা। সেই কারণে ইনি নিরাকাররূপে অবস্থিত[৩৫]। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তখন এই জন্মাদিরহিত সূক্ষ্ম নিরুপাধি সনাতন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তৎপরে অর্থাৎ সৃষ্ট্যারম্ভ কালে তাঁহার পুরোভাগে অদ্রির (অদ্রি=পর্ব্বত) ন্যায় অনিবার্য্য তেজোময়

বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন। এই দ্বিজ সেই বিজ্ঞানময় বিরাট পুরুষ। সেই সময়ে যে ইহার যৎ কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি উদিত হয়, সেই স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য হওয়ায় আমরা মনে করি, ইনি আকারবান্। ফলতঃ আমাদের সে দর্শন বা সে জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ অসৎ; তাহা পরমার্থ সৎ নহে[৩৬।৩৮]। ইনি সেই ব্রাহ্মণ—যিনি সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমাকাশের উদরে নির্ব্বিশেষ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন[৩৯]। ইহার দেহ, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা প্রাক্তন কর্ম্ম, বা বাসনা, কিছুই নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ, কেবল ও জ্ঞানঘন[৪০]। যেমন তেজের প্রভা; তেমনি ইনি বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের প্রভা। অর্থাৎ প্রকাশ[৪১]। সেইজন্য ইনি আকাশ। ইনি সকলেরই অধিগম্য; অথচ কেহই ইহাকে দেখিতে পায় না। যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাৎ চৈতন্য, তাঁহাকে আবার কে কি দিয়া দেখিবে? যেমন চিদাকাশ, তেমনি ইনি; এবং ইহাকে যে আমরা জানি, আমাদের সে জানাও তদ্রূপ[৪২]। অতএব, কিরূপে ইহাতে পৃথিব্যাদির অবস্থান হইবে এবং কিরূপেই বা ইহার সম্ভব (উৎপত্তি) হইবে? অতএব হে মৃত্যো! ইহার আক্রমণ বিষয়ে তুমি যত্ন পরিত্যাগ কর[৪৩]। কোন্ ব্যক্তি আকাশকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? অনন্তর মৃত্যু ঐ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও নিজ ভবনে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমার বোধ হয়, আপনি সেই স্বয়ম্ভূ, অজ, একাত্মা, বিজ্ঞানস্বরূপ প্রপিতামহ ব্রহ্মারই কথা বলিলেন[৪৪।৪৫]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! হাঁ আমি তোমাকে সেই সনাতন ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছি। পূর্ব্বে মৃত্যু ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে যমের সহিত তাঁহার ঐরূপ কথোপকথন হইয়াছিল[৪৬]। মন্বন্তরকালে মৃত্যু যখন সর্ব্বভক্ষ হইয়া সমুদায় প্রজা বিনষ্ট করিতেছিলেন, সেই সময়ে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন[৪৭]। যে যাহা নিত্য করে, সে অভ্যাস বশতঃ অনুদিন তাহাই করিতে উদ্যত হয়। মৃত্যুও অভ্যাস বশতঃ অমৃত্যু ব্রহ্মার আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই ধর্ম্মরাজ মৃত্যুকে শাসন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে[৪৮] এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইহাকে তুমি কিরূপে আক্রমণ করিবে? ইনি সঙ্কল্পপুরুষের ন্যায় অবস্থিত ও পৃথিব্যাদিরহিত সুতরাং আকারবর্জ্জিত[৪৯]। যিনি কেবল মাত্র চিদাকাশ ও অনুভবরূপী, তিনি চিদাকাশ (ব্রহ্ম)

ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার কারণ (জনক) নাই এবং তিনি কাহার কার্য্যও (উৎপদ্য) নহেন[৫০]। যেমন এই ভৌতিক আকাশে পার্থিব আকার (যেন ইন্দ্রনীল নির্ম্মিত কটাহ উপুড় করা আছে বলিয়া) প্রকাশ পায়, যেমন মনোমধ্যে সঙ্কল্পরচিত মহাপুরুষ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তেমনি, ইনিও আপনিই আপন চিদাকাশে পৃথিব্যাদিবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য আকারে প্রকাশমান হন। সেই কারণে ইঁহাকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়[৫১]। এই স্বয়ম্ভূ নির্ম্মল আকাশে মুক্তাশ্রেণীর অনুরূপে অথবা স্বাপ্ন ও মনোরাজ্যস্থ পুরুষের অনুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন[৫২]। ইনি পরমাত্মাই, সেই কারণে ইঁহাতে দৃশ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, এবং অন্য কিছু নাই; অথচ ইনি ভাসমান বা প্রকাশমান থাকেন। ইনি কেবলমাত্র সঙ্কল্পশরীর; সেইজন্য ইঁহাকে মনোব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই পুরুষ সেই সঙ্কল্পাকাশরূপী; সেই কারণে ইঁহাতে পরভবিক (যাহারা পরে হয় তাহারা পরভবিক) পৃথ্ব্যাদি নাই[৫৩।৫৪]।

যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে দেহহীন পুত্তলিকা উদিত হইতে থাকে, তেমনি, এই ব্রহ্মাও নির্ম্মল চিদাকাশে উদিত বা রাজমান হন[৫৫]। আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে প্রকাশমান এই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বকীয় চিত্তের (বিষয়প্রকাশক সামর্থ্যের) দ্বারা সঙ্কল্পশরীরী হইয়া আকাশীয় পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন সত্য; পরন্তু ইঁহার শরীর বন্ধ্যাসুতের ন্যায় মিথ্যা[৫৬]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি মন'কে, (এ মন মহত্তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে।) শুদ্ধ অর্থাৎ পৃথ্ব্যাদি বর্জ্জিত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষে! যেমন তোমার, আমার এবং অন্যান্য ভূতগণের প্রাক্তনী স্মৃতি (পূর্ব্বকল্পসংস্কার) শরীরাদি উৎপত্তির কারণ হয়, তেমনি, ব্রহ্মার উৎপত্তিতে প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ না হয় কেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বিত আদিশরীর (লিঙ্গদেহ) বিদ্যমান থাকে, তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী স্মৃতি সংসারস্থিতির কারণ হয়[৩]। যখন ব্রহ্মার পূর্ব্বসঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাই, (সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে), তখন তাঁহার প্রাক্তনী স্মৃতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব, ইনি আপনিই আপনার কারণ, ইহাতে অন্য কোন কারণের অবসর নাই[৪।৫]। হে রামচন্দ্র! স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার আতিবাহিক নামে একই শরীর লক্ষ্য হয়, আধিভৌতিক শরীর ইহার নাই[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সকল প্রাণীরই আতিবাহিক এবং আধিভৌতিক এই দুইটী শরীর আছে; কিন্তু ব্রহ্মার এক শরীর। ইহার কারণ কি তাহা বিশেষ করিয়া বলুন[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমুদায় সকারণ (পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্নদেহাদিবিশিষ্ট) প্রাণীর আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দুই শরীর আছে; পরন্তু কারণাভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মার আধিভৌতিক শরীর নাই। তাঁহার একই শরীর[৮]। ইনি সকল ভূতের কারণ; অথচ ইহার কোন কারণ নাই। তাই ইনি একদেহী, দ্বিদেহী নহেন[৯]। ইহার ভৌতিক দেহ নাই, ভৌতিক দেহ না থাকায় ইনি কেবল মাত্র আতিবাহিক শরীরে আকাশের সমানে ভাসমান আছেন[১০]। পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রশরীর (চিত্ত=সঙ্কল্প) প্রজাপতি যে সকল প্রজা সৃজন করিয়াছেন,[১১] সেই সমস্ত প্রজাও চিদাকাশ স্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন অন্যকারণসম্ভূত নহে। কারণ এই যে, যে যে বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তুরই অনুরূপ

হয়[১২]। চিৎশরীর ও বোধস্বরূপ নির্ব্বাণ পুরুষ সমুদায় সংসারী জীবের আদি প্রস্পন্দ; এবং তাহা হইতেই প্রথম অহংভাবের উদয় হইয়া থাকে[১৩।১৪]। যেমন সূক্ষ্ম অনিল হইতে স্থূলতর প্রতিস্পন্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি, সেই প্রাচীন বা প্রথম প্রতিস্পন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে এই সমস্ত প্রজা বিস্তৃত হইয়াছে[১৫]। পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট ব্রহ্মা হইতে জন্ম লাভ করায় প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট সত্য; পরন্তু ইহা সত্য বলিয়া জীবের গোচরে অবস্থিত আছে। অথবা চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে জন্ম লাভ করায় চিদ্রূপী হইলেও ইহা জড়াকারে প্রকাশ পাইতেছে[১৬]। অসদ্বস্তু যে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নান্তর্গত স্বপ্নমৈথুন। যেমন স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাতেও ধাতুক্ষয় ঘটনা হয়, তেমনি, ব্যবহার ও প্রয়োজন নিষ্পত্তি দৃষ্টে অসত্য পদার্থেও সত্যতুল্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। অতএব, স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে যেমন সত্যবৎ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, প্রতিভাসমাত্র আকৃতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন প্রতিভাসরূপী এই সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে[১৭]। সমুদায় ভূতের ঈশ্বর ব্যোমশরীর স্বয়ম্ভূ দেহবিহীন হইয়াও সৃষ্টিবিস্তার দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন[১৮]। ইনি সঙ্কল্পরূপতা ও স্বীয় স্বরূপের স্বায়ত্ততা প্রযুক্ত কখন অনুদিত ও কখন সমুদিত হন[১৯]। ঈদৃশ স্বভাব পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রাকৃতি সঙ্কল্পপুরুষ ব্রহ্মাই ত্রিজগৎ স্থিতির কারণ[২০]। প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার সঙ্কল্প যখন যে আকারে বিকসিত হয় তখন তিনি সেই আকারেই প্রতিভাত হন। যেমন তোমার সঙ্কল্পে (মন যখন পর্ব্বত ভাবে তখন সে পর্ব্বতরূপে প্রতিভাত হয়) তুমি প্রতিভাত হও, তেমনি,[২১] সংসারস্থ জনগণ দৃঢ় অন্তর্ব্বিস্মৃতির দ্বারা স্বীয় আতিবাহিক দেহ (আপনার নিরাকারতা) ভুলিয়া গিয়া পিশাচাবিশিষ্টের ন্যায় বৃথা আধিভৌতিক দেহের বোধে বিমোহিত হইতেছে[২২]। বিরিঞ্চির উক্তপ্রকার রূপ সেই বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যাত্মক পরব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ মায়ার সম্বলনে (সাহায্যে) প্রথম উদ্ভূত এবং তাহা সমুদায় স্থূলপ্রপঞ্চের মূল কারণ। অপিচ, এই বিরিঞ্চি মূর্ত্তি-ই পরব্রহ্মের সত্য সঙ্কল্পপ্রধান আবির্ভাব, সেই কারণে ইনি অস্মদাদির ন্যায় আতি-বাহিক বিস্মৃত নহেন[২৩]। প্রথমে আধিভৌতিক সমূহ উৎপন্ন হয় না।

সেই কারণে আধিভৌতিক সমূহের দ্বারা তাঁহাতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা জড়তার আবেশ অসম্ভব[২৩]। যেহেতু প্রজাবীজ ব্রহ্মা মনোমাত্র ও পৃথ্ব্যাদিময় নহেন, সেই হেতু তদুৎপন্ন এই বিশ্বও বস্তুতঃ মনোময় ভিন্ন অন্য কিছু নহে[২৫]। যেহেতু সেই বাস্তব জন্ম রহিতের কোনও কিছু সহকারী কারণ নাই, সেইহেতু তাঁহা হইতে যাহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগেরও সহকারী থাকার সম্ভাবনা নাই[২৬]। যেহেতু কার্য্য-কারণের বাস্তব ভেদ নাই; যাহা কার্য্য তাহাই কারণ; সেই হেতু এই জগৎ কার্য্য বাস্তবপক্ষে কারণাতিরিক্ত নহে (কারণ=ব্রহ্ম)। অহে রামচন্দ্র! এই জগতে যখন কার্য্য ও কারণ পদার্থের সত্য পার্থক্য নাই, তখন অবশ্যই ইহা সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত। যেমন জলের আন্দোলনে তরঙ্গ, তেমনি, ব্রহ্মার সঙ্কল্পে বিশ্ব। যেমন মনে নগরের সৃষ্টি ও গন্ধর্ব্বপুর প্রভৃতি অলীক বিষয় উদিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মার মনন দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে[২৭।৩০]। প্রবুদ্ধমতি (অজ্ঞানমুক্ত) ব্রহ্মার আধিভৌতিক দেহের কথা দূরে থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাঁহার আতিবাহিক দেহও নাই। ব্রহ্মা কেন? যাঁহারা প্রবুদ্ধ—তাহাদের কাহার ও নাই। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের অভাব, সেইরূপ, তাঁহাদের চিতি-শক্তিতে দেহের (দেহাভিমানের) অভাব অবধারিত আছে[৩১।৩২]। এই জগৎ বিরিঞ্চ্যাকারধারী মনোনামক আদি জীবের মনোরাজ্য বা মনের বিজৃম্ভণ হইলেও ইহা অজ্ঞ দিগের দর্শনে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে[৩৩]। যেহেতু মনঃই বিরিঞ্চি, সেইহেতু তিনি কেবল সঙ্কল্প। সঙ্কল্পবপুঃ বিরিঞ্চি সঙ্কল্প বিস্তার করিয়াই এ সকল সৃজন করিয়াছেন[৩৪]। মনই ব্রহ্মার রূপ বা বপু; সেইজন্য তাঁহাতে পৃথ্ব্যাদি ভূতের অবস্থান নাই; পরন্তু তাঁহারই দ্বারা এই সকল পৃথিব্যাদি ভূত কল্পিত হইয়াছে[৩৫]। যেমন পদ্মমধ্যে (বীজ) পদ্মান্তর, তেমনি, মনের মধ্যে দৃশ্য। মন ও দৃশ্যদ্রষ্টা একই বস্তু; বিভিন্ন বস্তু নহে[৩৬]। যেমন তোমার মনোমধ্যে সঙ্কল্প ও চৈত্ররাজ্য অবস্থান করে, এবং তোমার হৃদয় দৃশ্যের আধার, তেমনি তাঁহারও মনোমধ্যে দৃশ্যের অবস্থিতি এবং ইহারই হৃদয় হইতে দৃশ্যের (জগতের) উৎপত্তি[৩৭]। অতএব, যেমন বালকচিত্তকল্পনাসমুত্থ পিশাচ (ভূত) বালককে বিভীষিকা দেখায়, তেমনি, দ্রষ্টারই অন্তঃকল্পিত দৃশ্য দ্রষ্টাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। যেমন বীজের অন্তরস্থ অঙ্কুর দেশ-

কালপ্রাপ্তে বৃহদাকার ধারণ করে; তেমনি, স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্যবোধই দেশ কাল প্রাপ্তে স্থূল হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়[৩৮।৩৯]।

হে রামচন্দ্র! দৃশ্য যদি সত্যসত্যই থাকে তাহা হইলে কদাচ দৃশ্য-দুঃখের শান্তি হয় না। আবার দৃশ্য দুঃখের শান্তি না হইলেও দ্রষ্টা কেবল হন না। পণ্ডিতগণ বলেন, দৃশ্য দর্শন না হইলেই বোদ্ধৃবোধ্যভাব-বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোদ্ধৃবোধ্যভাব অভাব গ্রস্ত হইলে দ্রষ্টা তখন এক হয়। দৃশ্য থাকে থাকুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, পরন্তু তাহার জ্ঞানের উপশম আদরণীয়। কেননা দৃশ্যজ্ঞানের উপশম (বা অদৃশ্যের অদর্শন) হওয়াই মোক্ষ[৪০]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ যখন এইরূপ জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট বচনপরম্পরা কহিতে ছিলেন তখন তৎশ্রবণে উপস্থিত জনগণ তুষ্ণীম্ভূত ও একতানমনা হইয়াছিলেন[১]। স্পন্দহীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের কটিতটস্থিত কিঙ্কিণীজাল শব্দরহিত হইয়াছিল। অপিচ, পিঞ্জরস্থিত হারীত (একপ্রকার পক্ষী) ও শুকপক্ষী সকল ক্রীড়াবিরত হইয়াছিল[২]। বিলাসপরায়ণ রমণীগণ বিলাস বিস্মৃত হইয়া এমন স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছিল যে যেন তাঁহারা এক একটা চিত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা। অধিক কি বলিব, রাজসদ্মসহিত যাবতীয় প্রাণী ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অবস্থিত ছিল[৩]। ক্রমে বেলা মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট রহিল দেখিয়া রবিকিরণ ও লৌকিক ব্যবহার অন্তভাব ধারণ করিল[৪]। প্রফুল্ল-কমল-সুরভিবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণার্থ সমাগত হইয়া মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল[৫]। সূর্য্যদেব যেন বশিষ্ঠবাক্যের অর্থাবধারণার্থ জগদ্‌ভ্রমণ পরিহার পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশস্থ গিরিতটে গমন করিলেন[৬]। সমভাব বা শান্তিদেবতা যেন জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশীতল হইয়া সর্ব্বত্র সমশীতল করিলেন[৭]। জনগণ মনোযোগের সহিত বশিষ্ঠবাক্য শুনিবার জন্য নিশ্চেষ্ট হওয়ায় বোধ হইল, যেন লোক সকল সত্ত্বশূন্য হইয়াছে[৮]। তৎকালে সকল বস্তুরই ছায়া দীর্ঘ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা উন্নতস্কন্ধ হইয়া বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিতেছে[৯]।

এই সময়ে রাজপুরকর্ম্মচারী প্রধান ভৃত্য সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে মহারাজ দশরথকে কহিল, দেব! স্নান পূজার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; গাত্রোত্থান করুন[১০]"। এই সময়ে ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও প্রস্তাবিত বাক্য উপসংহার করতঃ "মহারাজ! আজ্ এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলেন,[১১] অবশিষ্ট কল্য প্রাতে বলিব।" এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন রাজা দশরথও তদীয় বাক্য শ্রবণ করতঃ "তাহাই হইবে" বলিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকামনায় পাদ্য, পাদ্য, অর্ঘ ও দক্ষিণা

দান ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনাদির দ্বারা সমাদর পূর্ব্বক দেব, ঋষি, মুনি ও দ্বিজ দিগকে পূজা করিলেন[১২।১৩]। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সভাস্থ রাজন্যগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন দান করিতে লাগিলেন। সভ্য দিগের মুখমণ্ডল রাজাদিগের আভরণ রত্নের প্রভায় উদ্ভাসিত হইল। পরস্পরের অঙ্গসঙ্ঘট্টনে কেয়ূর ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারের মনোহর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সকলেরই বক্ষঃ ও স্তনান্তরাল হার ভারে ও স্বর্ণজড়িত বসনে সুষমান্বিত[১৪।১৫]। বশিষ্ঠ বাক্যের অর্থাবধারণার্থ তত্রস্থ সমুদায় লোকের ইন্দ্রিয় নিচয় যেন প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল এবং মধুপগণ তাঁহাদের শিরোপরি কুসুমদাম বিরাজিত কেশপাশপ্রসরে বিশ্রান্ত মনে উপবিষ্ট হইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মৃদু মধুর গীতধ্বনি করিতেছে[১৬]। আরও দেখা গেল, দিঙ্মণ্ডল যেন প্রদীপ্ত কনকাভরণ কিরণে সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে[১৭]। দেখিতে দেখিতে বিমানচারিগণ আহ্নিক কৃত্য করণার্থ বিমানে ও ভূতলবাসিগণ ভূপৃষ্ঠস্থ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন[১৮]। যেমন মধ্যযৌবনা নারী জনকোলাহল নিবৃত্ত হইলে ধীরে ধীরে পতিমন্দিরে গিয়া দেখা দেয়, তেমনি, সভাস্থ জনগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে শ্যামবর্ণা রজনী জগন্মন্দিরে আগমন করতঃ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিলেন[১৯]। দিবসনায়ক (সূর্য্য) এখন অন্য দেশে আলোক প্রদান করিতে গিয়াছেন। সর্ব্বত্র আলোক প্রদান করা সৎপুরুষের ব্রত[২০]।

ক্রমে তারানিকরধারিণী সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন। কিংশুক প্রভৃতি কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে বনরাজি বসন্তসদৃশশোভা ধারণ করিল। যেমন চিত্তবৃত্তি সকল নিদ্রায় নিলীনা হয়, তেমনি, পক্ষিগণ এখন চূত ও কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রান্তরালে নিলীন হইল[২১।২২]। মেঘখণ্ডে প্রভাকরপ্রভা নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, তাহা যেন কুম্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আরও বোধ হইল, শ্রীমান্ পশ্চিম পর্ব্বত (অস্তগিরি) যেন সূর্য্যকিরণরূপ পীতবস্ত্র ও তারা-হার পরিধান করতঃ আকাশে প্রবেশ করিতেছেন[২৩]। ক্রমে সমাগতা সন্ধ্যা দেবী যথাবিধি পূজাভাগ গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিগ্রহবান্ ভূতের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার আসিয়া দেখা দিলেন। নীহারকণবাহী শীতল সমীরণ মৃদুমন্দ

সঞ্চার দ্বারা পল্লব ও কুসুম সমূহ সঞ্চালন করতঃ বহমান হইতে লাগিল। তারকাবৃন্দ নীহারপাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দিগঙ্গনাগণ পতিবিয়োগবিধুরা দীর্ঘকৃষ্ণকেশী বিধবা রমণীর ন্যায় দিবাকরবিরহে কাতরা হইয়া নীহাররূপ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে (কাঁদিয়া কাঁদিয়া) অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না[২৪।২৬]। দেখিতে দেখিতে ভুবন অমৃতময়াকার চন্দ্রের কিরণরূপ দুগ্ধ প্রবাহে প্রপূরিত হইল। জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞতারূপ তিমির পটল কোথায় পলাইয়া গেল তাহার চিহ্নও থাকিল না[২৭।২৮]। ঋষিগণ, দ্বিজগণ ও ভূমিপালগণ স্ব স্ব স্থানে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[২৯]। ক্রমে যমশরীরসমা শ্যামবর্ণা তিমিরমাংসলা বিভাবরী দেশান্তরে গমন ও নীহারবিপুলা উষা আগমন করিলেন[৩০]। নভোমণ্ডলস্থ তারকাগণ তখন অন্তর্হিত হইল ও নিপতিত কুসুমরাশি তখন প্রভাত পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতে লাগিল[৩১]। যেমন মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে বিবেকবৃত্তি (বুদ্ধি) অভিনবরূপে উদিত হয়, তেমনি, সর্ব্বলোকলোচন প্রভাকর পুনর্ব্বার অভিনবরূপে লোকপুঞ্জের নয়নগোচর হইলেন[৩২]। উদয়াচল এখন পূর্ব্বোক্ত অস্তকালীন অস্তাচলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন[৩৩]। এ দিকে পুনর্ব্বার সেই সকল নভশ্চর ও মহীচরগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বানুক্রমে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত ও পূর্ব্বের ন্যায় সন্নিবেশে উপবেশন করিলেন[৩৪]। সভা পূর্ব্ববৎ নীরব ও নিষ্পন্দ হইল—বায়ুসঞ্চারশূন্য সরোবরস্থ পদ্মিনী সমূহের ন্যায় সুদৃশ্য হইল[৩৫]।

অনন্তর রামচন্দ্র কথা প্রসঙ্গ অবলম্বন করতঃ বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠদেবকে বিনয়নম্র মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্! যাহা হইতে এই অশেষ দোষাকর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[৩৬।৩৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রস্তাবিত মনের কোনও প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল তাহার নামই শুনা যায় এবং তজ্জনিত একপ্রকার বিকল্প জ্ঞানও * হইয়া থাকে। যেমন আকাশ। আকাশের কোনও প্রকার রূপ ও আকার নাই। অথচ তাহার নাম আছে। উক্ত উভয়ই শূন্যাকার ও জড়[৩৮]। প্রস্তাবিত মন

* বিকল্পজ্ঞান = বস্তু নাই অথচ নাম আছে, এরূপ শাব্দ জ্ঞান। শব্দ শ্রবণের পর যে এক প্রকার জ্ঞান হয় তাহা। যেমন রাহুর শির পৃথক্ নহে, শিরই রাহু, অথচ শব্দানুসারে বোধ

কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও সদ্রূপে বিদ্যমান নহে। অথচ তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছে[৩৯]। তাদৃশ মন হইতে মৃগতৃষ্ণিকা সলিলের ন্যায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার রূপ দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রান্ত। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানই তাহার আকার[৪০]। * পূর্ব্বে নহে, পরেও নহে; মধ্যে যে সৎ অথবা অসৎ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, ইহা অবগত হও। অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায় তাহাই মন। এতদ্ব্যতীত মনের অন্য আকার নাই[৪১।৪২]। অথবা সঙ্কল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ, মনঃ সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে[৪৩]। যাহাতে সঙ্কল্প তাহাই মন সুতরাং সঙ্কল্প ও মন ভিন্ন নহে[৪৪]। সত্য হউক অথবা অসত্য হউক, পদার্থাকারে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মনঃই লোকপিতামহ[৪৫]। আতিবাহিক দেহরূপী (আতিবাহিক=কল্পনাময়) লোকপিতামহ ব্রহ্মা শাস্ত্রে মন নামে উক্ত হইয়াছেন এবং ইনিই আধিভৌতিকী বুদ্ধি (স্থূল দেহের জ্ঞান) বিধান করেন[৪৬]। † সেইজন্য এই দৃশ্য প্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তমঃ প্রভৃতি অনেক নাম আছে[৪৭]। হে রামচন্দ্র! এতদ্দৃশ্য ব্যতিরেকে মনের অন্য কোনপ্রকার রূপ নাই। এবং দৃশ্যও বাস্তব পক্ষে উৎপন্ন হয় নাই; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার বলিতেছি,[৪৮] যেমন কমলবীজে কমলবল্লরী অবস্থিতি করে, সেইরূপ, চিৎপরমাণুর মধ্যে দৃশ্য অবস্থিতি করে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুতে আলোক, বায়ুতে চপলতা, এবং জলে তরলতা, সেইরূপ, দ্রষ্টাতে অর্থাৎ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য পরমাত্মায় দৃশ্যবুদ্ধির অবস্থান নৈসর্গিক বলিয়া জানিবে[৪৯।৫০]। সুবর্ণে বলয়, মৃগনদীতে (রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে যে জলপ্রবাহের ভ্রম হয়, তাহাই মৃগনদী) জল এবং স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার ভিত্তি যদ্রূপ অলীক, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তদ্রূপ অলীক[৫১]। অহে রামচন্দ্র! দৃশ্য সকল যে দ্রষ্টায় উক্ত প্রকার অভিন্নভাবে অবস্থিতি

হয়, যেন তাহা একটা পৃথক্ বস্তু।

* অর্থাৎ পারমার্থিক রূপ না থাকিলেও ব্যবহারের উপযুক্ত কল্পিত রূপ আছে। কল্পিত রূপ পরশ্লোকে বলা হইবে।

† আগে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ, তৎপরে স্থূলপ্রপঞ্চ। সূক্ষ্ম ভূত দীর্ঘকাল সহাবস্থান করায় ক্রমনিয়মে পঞ্চীকৃত হইয়া (পাঁচে পাঁচ মিশিয়া) এই স্থূল ভূত ও তদাকারা বুদ্ধি জন্মিয়াছে ও জন্মাইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক মনোনামক ব্রহ্মাই স্থূলপ্রপঞ্চের কর্ত্তা অর্থাৎ স্রষ্টা।

করিতেছে, তাহা তুমি অচিরাৎ বোধগম্য করিতে পারিবে। শীঘ্রই আমি তোমার চিত্তদর্পণের উক্ত মালিন্য উন্মার্জ্জন করিব। (তোমার চিত্ত যে দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ দেখিতেছে তাহাই তোমার চিত্তের মালিন্য। তাহা পরিমার্জ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্য দর্শন হইবে না এবং তখন তুমি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে)[৫২]। দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলে দ্রষ্টা যে (দ্রষ্টা=দর্শনকর্ত্তা) অদ্রষ্টা হয়, তাহাকেই তুমি কৈবল্য বলিয়া জানিবে। কৈবল্যকালে এ সমস্তই সদ্রূপ আত্মায় অবশেষিত হয়[৫৩]। যেমন বায়ুর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি নিষ্কম্প হয়, স্থির হয়, তেমনি, কেবল হইলে/অর্থাৎ একাত্মনিমগ্নতা বশতঃ চিত্তস্পন্দন অপগত হইলে তখন চিত্তস্থ রাগদ্বেষাদি ও তদ্বাসনানিচয় অন্তর্হিত হইয়া থাকে[৫৪]।

যে প্রকাশে (চৈতন্যময়জ্ঞানে) দিক্, ভূমি, আকাশ, ইত্যাদি প্রকাশ্য (জ্ঞেয়) প্রকাশ পাইতেছে, সে প্রকাশ প্রকাশ্যহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন হইলে মদুক্ত নির্ম্মল আত্মপ্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে[৫৫]। যখন তুমি, আমি, ত্রিজগৎ, সমুদায় দৃশ্য অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইবে তখনই জানিবে, দর্শক মলশূন্য ও কেবল হইয়াছেন[৫৬]। যেমন দর্পণে শৈল প্রভৃতি বহিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব না পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, তেমনি, দ্রষ্টায় তুমি, আমি, জগৎ, এ ভাব উন্মার্জ্জিত হইলে বা এ দর্শন না থাকিলে দ্রষ্টারও আত্মকৈবল্য জন্মে[৫৭,৫৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাহা সৎ অর্থাৎ আছে, তাহা নষ্ট হইবার নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহারও ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। এই অশেষদোষপ্রদায়ী দৃশ্য যে অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহা আমি বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। * সেইজন্য আমার জিজ্ঞাসা—কি প্রকারে আমার ভ্রমকারিণী ও দুঃখসন্ততিদায়িনী দৃশ্যবিসূচিকার শান্তি হইবে?[৫৯,৬০] বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দৃশ্যপিশাচ নিবারণের মন্ত্র বলি, শ্রবণ কর। শুনিলে সমুদায় দৃশ্য পিশাচ তিরোহিত হইবে[৬১]। রাঘব! যাহা আছে তাহা আত্যন্তিক বিনষ্ট হয় না

* ভাবার্থ এই যে, বিশ্ব অসৎ হইলে সৃষ্টি অসম্ভব এবং সৎ হইলে বাধ অসম্ভব। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্ব আছে, তখন কি প্রকারে ইহা উন্মার্জ্জিত হইতে পারে? কি প্রকারেই বা ইহাকে নাই বলিয়া ভাবিতে পারি?

সত্য, পরন্তু দৃশ্যের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিতা অসম্ভব। যাঁহারা বলেন, কোনও বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, পর পর অবস্থার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা আচ্ছন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র, তাঁহাদের মতে অদর্শন প্রাপ্ত দৃশ্যের বীজ (সংস্কার) বুদ্ধিতে (সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে) অবস্থিত থাকে[৬২]। সেই বীজ (সেই সংস্কারীভূত জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ব্বার লোক ও শৈল প্রভৃতি সহ পূর্ব্ববৎ দোষাকর দৃশ্য প্রকাশ করায় (দেখায়)[৬৩]। সুতরাং তন্মতে মোক্ষ অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ অনেক জীবন্মুক্ত দেবতা, ঋষি ও মুনিদিগের অবস্থান দৃষ্ট হয়[৬৪]। অতএব, জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকিত তাহা হইলে কদাচ কাহার মোক্ষ হইতে পারিত না। দৃশ্য বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; পরন্তু তাহা থাকাই নাশের কারণ। (অর্থাৎ অন্তরে দৃশ্য দর্শন হওয়াই মোক্ষের প্রতিবন্ধক)[৬৫]। অতএব হে রাঘব! আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার বিষয় সাবধানে শ্রবণ করিবে— যাহা আমি পশ্চাৎ বক্তব্য শ্লোক দ্বারা বলিব। তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, জগতের পারমার্থিক অবস্থা কি?[৬৬] পুরোভাগে এই যে ভৌতিক আকাশ প্রভৃতি ও অন্তরে অহং প্রভৃতি লক্ষ্য হইতেছে, তৎসমুদায় ব্যবহার দশায় জগৎ; কিন্তু পরমার্থদশায় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত, বাস্তবপক্ষে জগৎশব্দের বাচ্য বস্তুন্তর নাই। যে কিছু দৃশ্য দেখা যায়, সমস্তই অজর অমর অব্যয় ব্রহ্ম; অন্য কিছু নহে[৬৭।৬৮]। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয়, সুতরাং ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান্। * বস্তুতঃই দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন নাই। ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়; পরন্তু কেবল ও শান্তিময় (ব্রহ্মময়)[৬৯।৭০]।

* পূর্ণ পদার্থের প্রবেশ ও নির্গম অসম্ভব। ব্রহ্মের বা আত্মার একীভাব বুঝিতে পারিলেই পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ (প্রবেশ) হইয়াছে বলা যায়। যত দিন ব্রহ্মতত্ত্ব অবুদ্ধ থাকে ততদিন তাঁহাতে রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় জগদ্দর্শন হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পের যদ্রূপ অবস্থিতি, ব্রহ্মে জগতের তদ্রূপে অবস্থিতি, এই অবস্থিতি জগৎ। জগৎ নাই বলিয়াই শান্ত, সুতরাং শান্তে শান্তের অবস্থান বলিবার যোগ্য। প্রথম শান্ত শব্দে ব্রহ্ম, দ্বিতীয় শান্ত শব্দে জগৎ। ঘটাদি উপাধি নষ্ট হইলেই আকাশে আকাশের উদয় হইয়াছে বলা যায়। তেমনি জগৎ দর্শন লুপ্ত হইলে ব্রহ্মে ব্রহ্মের উদয় হইল বলা যায়। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান, এ কথার অর্থ—জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। রজ্জুসর্প যেমন রজ্জুর অতিরিক্ত নহে, তেমনি।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্রে শৈলপেষণ করিতেছে, শশ-শৃঙ্গ গান করিতেছে, শিলা সকল ভুজবিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, সিকতাময় পর্ব্বত হইতে ধাতু নিস্রুত হইতেছে, উপলপুত্রিকা অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রিত মেঘ গভীর গর্জ্জন করিতেছে, এ সকল কথা যেরূপ, আপনি যাহা বলিতেছেন আমার বোধে তাহাও সেইরূপ[৭১।৭২]। হে প্রভো! যদি এই জরমরণাদিদুঃখসমন্বিত শৈলাকাশাদিময় জগৎ না-ই থাকে, তবে এ সকল দেখা যায় কি! এবং আপনিইবা আমাকে কাহার জন্য কি করিতে বলিতেছেন? ব্রহ্মন্! এই বিশ্বমণ্ডল নাই কেন? কেনইবা উৎপন্ন হয় নাই? তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আমি ভবতুক্ত রহস্য অনায়াসে বুঝিতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন[৭৩।৭৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে। সত্য সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। অলীক হইলেও ইহা যে কারণে প্রতিভাত হইতেছে বা প্রকাশ পাই-তেছে, তাহাও বলি, শ্রবণ কর[৭৫]। এই বিশ্ব কোনও কালে উৎপন্ন হয় নাই। সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ বা মনের মায়িক আবির্ভাব। ইহা স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ[৭৬]। মনও বাস্তব-পক্ষে অনুৎপন্ন ও অসদ্বপু। যাহা বলিলে এ রহস্য বুঝিবে, তাহাও বলি, প্রণিহিত হও[৭৭]। নশ্বরতন মনই এই নশ্বরতম ও দোষাকর বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তর বিস্তার করে, (জন্মায়), তেমনি, স্বরূপশূন্য মনও স্বরূপশূন্য জগৎ বিস্তার করিয়াছে[৭৮]। (মন স্বপ্নের ন্যায় নিতান্ত অসৎ হইলেও জগৎকে সতের আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে)। মন স্বকীয় ইচ্ছায় আগে আপনার দেহ কল্পনা করে, পরে তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল শোভার ন্যায় জগৎ শোভা বিস্তৃত করে[৭৯]। একমাত্র চলৎশক্তিমান্ মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে, নীচ-গামী হইতেছে ও মোক্ষ লাভ করিতেছে। সমস্তই মনের ক্রীড়া। মনই বিশ্বসংসার, মন ছাড়া পৃথক্ বিশ্ব নাই। (মন মূলে মিথ্যা, সেইজন্য তদ্বিজৃম্ভণ বিশ্বও মিথ্যা)[৮০]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! ভ্রম কল্পিত মনের মূল কি? ঐ ভ্রম কিসে হয়? মন কি প্রকারে ও কোথা হইতে হইল এবং উহার মায়াময়ত্বই বা কেন ও কিম্প্রকার? তাহা আমাকে বলুন। আগে সংক্ষেপে সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলুন; পরে অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বিশেষরূপে বলিবেন[১।২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। মহাপ্রলয় হইলে সে সময়ে কোনও পদার্থ থাকে না। সকল পদার্থই লয় পায়। লয়ের পর ও ভাবী সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র শান্ত (অগাধ অচল নিত্য নির্ব্বিকার ও নিত্য প্রতিষ্ঠ) ব্রহ্মই অবশেষিত থাকেন। (শান্ত=নির্ব্বিশেষ বা বিক্ষেপশূন্য) তিনি জন্মরহিত, স্বপ্রকাশ, নির্ব্বিকার, নিত্য, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বকৃৎ, পরমাত্মা ও মহেশ্বর[৩।৪]। এই শান্ত-ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর (বাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না) পরন্তু যোগগম্য এবং ইহারই আত্মা, ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর, ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল নাম তাঁহার স্বাভাবিক নহে; কিন্তু কল্পিত[৫]।

যিনি সাঙ্খ্যের পুরুষ, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য, এবং যিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রকাশক, যিনি শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি সত্য বা সৎস্বরূপ, যিনি নিত্য হইয়াও এই অনিত্য জগতে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি দেহস্থ হইয়াও দূরে অবস্থিতি করেন, প্রভাকরের প্রভার ন্যায় যাঁহা হইতে বিষ্ণ্বাদি দেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি দীপের ন্যায় আপনাকে ও বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন; সমুদ্রে বুদবুদ উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় যাঁহা হইতে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে; প্রলয়কালে দৃশ্যবৃন্দ যাঁহাতে সমুদ্রে জলপ্রবাহ প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিয়া থাকে, যিনি আকাশে, আমাদিগের শরীরে, প্রস্তরে, জলে, লতাসমূহে, ভস্মে, পর্ব্বতে, সমীরণমধ্যে ও পাতালে অবস্থিতি করিতেছেন,[৬।১১] যিনি কর্ম্মে-

ন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেছেন; মূক ব্যক্তিরা স্বীয় অসৌভাগ্য নিবন্ধন যৎকর্তৃক মূক হইয়াছে; যিনি শিলা সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন; যিনি দীপে ও সূর্য্যে আলোক প্রদান করিয়াছেন;[১২।১৩] যিনি অমৃতপূর্ণ (অমৃত=জল) বারিদ মণ্ডল হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণের ন্যায় এই সংসারের প্রতি বিচিত্র অসার দৃষ্টি প্রবর্ষণ করিতেছেন; অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমিস্থিত মরীচিকার ন্যায় এই ত্রিভুবন যাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব; যিনি অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চরূপে নশ্বর; যিনি সূক্ষ্মভাবে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; যিনি আপন চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল, চিৎস্বরূপ মূল, এবং আত্মারূপ বায়ু কর্তৃক নর্ত্তনশীলা ইন্দ্রিয়দলশালিনী প্রকৃতিরূপা লতা সৃজন করিয়াছেন; এবং যিনি প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটক (পেটরা) মধ্যে চিৎস্বরূপ মণি স্থাপিত করিয়াছেন, যাঁহার প্রশান্তচিদ্ঘনে অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ তড়িৎ আবির্ভূত ও প্রাণরূপ জলধারা নিপতিত হইয়া থাকে; যাঁহার আলোকে সমুদায় বস্তু চমৎকারজনক হইয়াছে, যিনি অসদ্বস্তুর সৃষ্টি করেন নাই; সদ্বস্তু সকল যাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়াছে; যাঁহার প্রসাদে এই জড়শরীর প্রচলিত ও দেশকালানুযায়ী চলন স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে; যিনি শুদ্ধসম্বিন্মাত্রস্বভাব, অথচ ব্যোমচিন্তায় (আমি ব্যোম হইব, এইরূপ আলোচনা করিয়া) আকাশ ও পদার্থ চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিয়াছেন; যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও কিছুই করেন নাই এবং যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপ ও উদয়-প্রলয়-স্থিতি-গতি-রহিত, বিজ্ঞানাত্মা, অদ্বৈত ও এক; প্রলয়কালে কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না।[১৪।২৭]

সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহার কথা বলিলাম, সেই দেবদেব পরাৎপর পরমাত্মাকে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎকার করা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের অন্য উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎ-সাক্ষাৎকারাত্মিকা পরাসিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করা যায় না[১]। যেমন মরু-মরীচিকার জ্ঞান তত্রস্থ জলভ্রান্তির নিবারক, তেমনি, মৃগতৃষ্ণিকাসদৃশ-সংসারভ্রান্তি নিবারণের জন্য একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই উপযুক্ত; অন্য কোন অনুষ্ঠান উপযুক্ত নহে[২]। হে রাঘব! তিনি দূরেও নহেন, নিকটেও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। সাধন-কৌশলে আপন আপন দেহেই সেই পূর্ণানন্দ পরমাত্মাকে পাওয়া যাইতে পারে[৩]। তপস্যা, দান, ব্রত, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানের পুষ্কল (অসাধারণ) সাধন নহে। স্বরূপে বিশ্রাম লাভ ব্যতীত অন্য কিছুই তৎপ্রাপ্তির উপায় নহে[৪]। সৎসঙ্গ ও সৎ-শাস্ত্রের আলোচনা এবং যাহার যাহার দ্বারা মোহজাল ছিন্ন হয় তাহা তাহাও তৎপ্রাপ্তির উপায়[৫]। "এই সেই পরাৎপর পরমাত্মা" এতদ্রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবামাত্র জীবগণ দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে[৬]। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেব পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে তখন হইতে আর মরণাদি দুঃখ হইবে না। এই স্থলে আমি জানিতে চাহি, কিসে ও কিম্বিধ বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেবকে শীঘ্র পাওয়া যায়। কত দূরে, কত ক্লেশে, কত দিনে ও কোন্ তপস্যায় তাঁহাকে জানা যায়[৭।৮]। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাঘব! বিবেকবিকাশী স্বীয় যত্নাধিক্যরূপ পৌরুষের অর্থাৎ উৎকট বিবিদিষার (জানিবার বা পাইবার ইচ্ছার) দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্রই এই শরীররূপ উপাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে অর্থাৎ স্নান, দান ও তপঃ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না[৯]। হে রাঘব! রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য

পরিত্যাগ ব্যতীত তপস্যা ও দানাদি সমস্তই ব্যর্থ ও ক্লেশকর[10]। রাগ-দ্বেষাদির বশ্য হইয়া পরবঞ্চনাদির দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করা যায়, সে ধনের দানে দাতা ফলভাগী হয় না। পরন্তু যিনি প্রকৃত ধনস্বামী তিনিই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন[11]। অপিচ, যে সকল ব্রতাদি লোভ ও অভিমানাদি প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল ব্রতাদির অল্পমাত্রও ফল হয় না। তাহাতে কেবল মাত্র দম্ভ প্রকাশ হয়; অন্য কিছু হয় না[12]। অতএব, পৌরুষ প্রযত্ন আশ্রয় করিয়া সংশাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গ, সংসার-ব্যাধির এই দুই মহৌষধ আহরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। লিখিত আছে যে, পৌরুষপ্রযত্ন ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখশান্তির অন্য উপায় নাই[13।14]। সে পৌরুষ কীদৃক তাহাও বলি, শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যে পৌরুষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য — যাহা অবলম্বন করিলে রাগদ্বেষাদিরূপ বিসূচিকার (ব্যাধিবিশেষের) শান্তি হইবে, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[15]: লোক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী যথালব্ধ বৃত্তিতে (জীবিকায়) সন্তুষ্ট থাকা, ভোগবাসনাপরিহার ও ভোগাকাঙ্ক্ষাজনিত উদ্বেগ পরিত্যাগ করা, সম্ভবমত উদ্যোগ সহকারে সাধুসঙ্গের ও সংশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া অতীব কর্ত্তব্য। এইগুলি জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রথম সোপান[16।17]। যিনি যথালব্ধ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয় উপেক্ষা করেন, তাঁহাকেই আমরা যথার্থ সাধুসঙ্গী ও সংশাস্ত্রনিরত বলিয়া গণন করি। এই সকল লোকেরাই শীঘ্র মুক্তি লাভের অধিকারী হয়[18]। যে মহামতি বিচার দ্বারা উত্তমরূপে সারতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও শঙ্কর ইহারাও অনুকম্পান্বিত থাকেন[19]। সুজন লোকেরা যে প্রকার ব্যক্তিকে (বিশিষ্ট বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিকে) সাধু বলিয়া নির্দেশ করেন, প্রযত্ন সহকারে সেইরূপ সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য[20]। রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা এবং সংশাস্ত্রই শাস্ত্র। সেইজন্য মনোদোষের শান্তির নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও সংশাস্ত্রের আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত আছে। কেননা, ঋষিগণ বলিয়াছেন, সংশাস্ত্রের আলোচনায় ও অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে[21]। যেমন কতক সংযোগে (কতক = নির্ম্মলীফল। এই ফল ঘষিয়া জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়) জলের মালিন্য ও ঘোলা-ভাবে মনের মালিন্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, সাধুসঙ্গমজনিত বিবেক দ্বারা

সংসারবীজ অবিদ্যা * বিনষ্ট হইয়া থাকে। অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মার আবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই সংসার অতিক্রম পূর্ব্বক তৎপারগত হওয়া সম্ভব২০।

* সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ পরব্রহ্মের আশ্রিত। উক্ত তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতি দুই প্রকার। মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্ব গুণের নির্ম্মলতাকে মায়া ও মলিনতাকে অবিদ্যা কহে। মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিদ্যা [illegible]। [illegible]— [illegible] অবিচ্ছিন্ন [illegible]।

সপ্তম সর্গ

রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যাঁহার কথা বলিলেন ও যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সংসার মুক্ত হয়, সেই দেব কোথায় অবস্থিতি করেন? এবং আমিই বা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? তাহা বলুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি যাঁহার কথা বলিলাম সেই দেব দূরে অবস্থিত নহেন। তিনি চৈতন্যরূপে সতত আমাদিগের শরীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন[২]। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বই তিনি, পরন্তু সেই স্বরূপ কোনও কালে বিশ্ব নহেন। ইনি অদ্বিতীয়; সেই কারণেই বিশ্ব নামক পৃথক দৃশ্য নাই[৩]। যাঁহাকে চন্দ্রশেখর মহাদেব বলিয়া জান, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি গরুড়েশ্বর বিষ্ণু, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি ভুবনপ্রকাশক সূর্য্য, তিনিও সেই চিন্ময় দেব, এবং কমলোদ্ভব ব্রহ্মাও সেই চিন্ময় দেবতা[৪]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! জগৎ যদি চেতনমাত্র হইত, তাহা হইলে বালকেরাও তাঁহাকে জানিতে পারিত। যাহা আপনা আপনি জানা যায় তাহার আবার উপদেশ কি?[৫]

মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! যদি তুমি বিশ্বকে চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি অজ্ঞমাত্রও ভবনাশন উপায় জানিতে পার নাই। কেন? তাহা বলিতেছি[৬]। *

এই যে জীবরূপ নামক চেতন, (অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চেতনাভাস), এই চেতনই সংসার। এই জীবচেতন বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহিরাগত হইয়া) বিষয় দর্শন করে এবং বিষয়কেই সার ভাবে। সেই কারণে তিনি পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অপিচ, এই জীবভাব হইতেই জরামরণাদি ভয় আবির্ভূত হয়[৭]। এই জীব বস্তুতঃ অমূর্ত্ত; পরন্তু অজ্ঞতা নিবন্ধন সে আপনার অমূর্ত্তভা পরিজ্ঞাত নহে। জীব আপনাকে

---

* ভাবার্থ এইযে, জগতের জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষের উদয় হয় না। জগদ্‌জ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলেই মোক্ষ হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎ, এই বিশ্বাস ব্যতীত জগৎ ব্রহ্ম, এ বিশ্বাসে জগদজ্ঞান লুপ্ত হয় না।

জানে না বলিয়াই দুঃখভাজন হয়। জীব নিজ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে[৮]। অতএব, পূর্ণস্বভাব ও নিত্যচেতন আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন নিবৃত্ত হইলে, অথবা বহির্ম্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্ম্মুখী গতি (আত্মাবগাহী জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে, তখন যে তাঁহার পূর্ণাবস্থা প্রকটিত হয়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, সেই নিবৃত্তির নাম তত্ত্বসাক্ষাৎকার, এবং তাদৃশ তত্ত্বসাক্ষাৎকার (তত্ত্বজ্ঞান) হইলে তখন আর তাহাকে শোক মোহ আক্রম করে না[৯]। পরাবর পরমাত্মার দর্শন হইলে হৃদগ্রন্থি * ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকল পরিক্ষীণ হইয়া যায়[১০]। ভাবিতে পার যে, চিত্তনিরোধ দ্বারা চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব। দৃশ্য সকল মিথ্যা, ভ্রান্তির পরিণাম, এ বোধ না হইলে, অন্য উপায়ে কদাচ চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং দৃশ্য দর্শনের শান্তি হওয়াও অসম্ভব হয়। (যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলেও যোগ ভঙ্গের পর পুনর্ব্বার যথা পূর্ব্বং তথা পরে ঘটনা হয়)[১১]। দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ ইন্দ্রজালতুল্য, মিথ্যা, এ বোধ ব্যতীত দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষের সম্ভাবনা কি? যোগের দ্বারা দৃশ্য দর্শন লুপ্ত করিলে কি হইবে? তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবে না। তাহা না হইলেও মোক্ষ হইবে না[১২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাঁহাকে জীব বলিয়া জানায় সংসার যন্ত্রণার মোচন হইতেছে না অর্থাৎ ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া ভ্রমে জীব বলিয়া অবগত হওয়ায় এতদ্বিধ সংসার সংঘটন হইয়াছে, এবং যে জীব ব্যোমরূপী (আকাশের ন্যায় কল্পিত রূপাদি বিশিষ্ট), সে জীব কিরূপ ও কোন্ আধারে অবস্থিত তাহা আমাকে বলুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব। এই যে চেতন জীব, যিনি জন্মরূপ জঙ্গলে (নির্জ্জন ও নির্জ্জল অরণ্যে) পরিক্ষিপ্ত ও বিশীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও

* হৃদগ্রন্থি=বুদ্ধির গেরো বা গাঁইট্। বুদ্ধিতে যে আমিত্ব স্থাপন করা আছে, তাহার নাম হৃদগ্রন্থি। তাহা তখন ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি তখন পৃথক্ হইয়া যায়। পৃথক্ হইয়া যায় কোথায়? প্রকৃতিতে মিশিয়া যায় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়।

মূর্খ[১৪।১৫]। কেননা, জীববুদ্ধিই সংসার ও দুঃখপ্রবাহের কারণ। সুতরাং জীবকে জানায় কিছুমাত্র ফল নাই[১৬]। যদি পরমাত্মাকে জানা যায়, অর্থাৎ তাঁহার জীবভাব বিদূরিত হইয়া পরমভাব প্রস্ফুরিত করা যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, দুঃখসন্তান (প্রবাহ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন বিষবেগ নিবৃত্ত হইলে তজ্জনিত বিসূচিকা উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি, জীবত্ব বোধের অভাবে ও ব্রহ্মত্বের অববোধে সংসার দুঃখ নিবৃত্ত হয়[১৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! যাঁহাকে জানিতে পারিলে, মন সমস্ত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই পরমের রূপ কি, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুজ! যে [illegible] (জ্ঞানের) বপু অর্থাৎ শরীর [illegible] [illegible] [illegible] গমন করে, সেই সম্বিদ্‌ই পরমাত্মার রূপ[১৯]। [illegible] মহা-সমুদ্রে এই অত্যন্তাভাবগ্রস্ত অর্থাৎ ত্রিকালাভাবিত [illegible] [illegible] ভাসমান আছে, সেই বোধ সমুদ্রই পরমাত্মার [illegible] [illegible] দর্শন, দৃশ্য, এ সকল ক্রম থাকিয়াও নাই অর্থাৎ মিথ্যা [illegible], যাহা আকাশ না হইয়াও বিপুল প্রসারিত আকাশের [illegible] [illegible] তাহাই পরমাত্মার রূপ[২১]। জগৎ শূন্যস্বভাব হইয়াও [illegible] দর্শনে অশূন্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, আর এই মিথ্যা জগৎ যাহাতে অবভাসিত হইতেছে, কিম্বা সৃষ্টি [illegible] প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইতেছে, অথবা এই সকল [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২২]। যিনি মহাচিন্ময়রূপী হইয়াও বৃহৎ পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অর্থাৎ পাষাণাদি আকারে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৩]। যাহার দ্বারা বাহ্য (অধিভূত) ও আভ্যন্তর (আধিদৈব) বস্তু সকল "আছে" এই ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৪]। যেমন প্রকাশক পদার্থে আলোক এবং আকাশে শূন্যতা অবস্থিত, তেমনি, যাহাতে এই সকল অবস্থিত তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৫]।

---

* অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমারূঢ় হইয়া প্রকাশ পায় বা মনোবৃত্তি [illegible] তাহাতে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চৈতন্য [illegible] পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। বৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্ব বলিয়া ব্রহ্ম।

রাম বলিলেন, ভগবন্! পরমাত্মা "সৎ—আছেন" এতন্মাত্ররূপী, ইহা কি প্রকারে বোধগম্য করা যাইতে পারে? এবং জগৎ-নামধেয় এই সকল দৃশ্যের অসম্ভব ভাবই (মিথ্যাত্বই) বা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত সহকারে বলুন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিউন[২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! রূপহীন আকাশে যেমন নীলপীতাদি রূপ দেখা যায়, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগৎ দেখা যাইতেছে, ইত্যাকার নিশ্চয় জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়[২৭]। দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রমদৃষ্ট, এ বোধ দৃঢ় ও অসন্দিগ্ধ না হইলে অন্য কিছুর দ্বারা ব্রহ্মের উক্তপ্রকার মহান্ রূপ জানা যায় না[২৮]। তাঁহাকে জানিবার জন্য ভাবা উচিত যে, প্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, ও ছিলেন, এ সকল কিছু থাকে না, ও ছিল না। সেই সময়ে যিনি থাকেন বা ছিলেন, তিনি বোধস্বরূপ, পরে সেই বোধ হইতে এ সকল মায়িকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে[২৯]। রাঘব! এই রহস্য স্থিরচিত্তে করিয়া বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, যদি দৃশ্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম (চৈতন্য) কিসে প্রতিবিম্বিত হইবেন? আবার ইহাও দেখা যায়, আদর্শ অল্প কিছু প্রতিবিম্ব গ্রহণ না করিয়া অবস্থিতি করে না। (ভাবার্থ এই যে, দ্বৈতাক্রান্ত বুদ্ধিতে অদ্বয় সেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না এবং বুদ্ধি ও বিনা প্রতিবিম্বে থাকে না। অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়) সেইজন্য, এ পর্য্যন্ত কেহই জগৎ-নামক দৃশ্যের অসদ্ভাবধারণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই[৩০।৩১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! এই মূর্ত্তিমান্ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড চক্ষুর উপর দীপ্যমান থাকিতে কিরূপে ইহার অসদ্ভাবধারণ হইতে পারে? অপিচ, এই অত্যন্ত বিস্তৃত জগৎ-নামক স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপ চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সর্ষপোদরে কি সুমেরুর সমাবেশ হয়?[৩২]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যদি তুমি কিছু দিন অবিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর থাকিতে পার, তাহা হইলে আমি এক দিনেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্যভ্রান্তি প্রমার্জ্জিত করিতে পারিব। তখন বুঝিবে, সমুদায় দৃশ্যই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা। মরুভূমিনিপতিত

সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি হয় বটে; পরন্তু সূর্য্য কিরণের জ্ঞান হইলে তখন আর তাহাতে জল জ্ঞান থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জগদাধার ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞান হইলেও তদাধেয় দৃশ্যের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে। যখন দৃশ্যজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইবে, তখন দ্রষ্টৃত্বজ্ঞানও লুপ্ত হইবে। "দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি," এ বোধ পলায়ন করিলে তখন কেবল বোধ অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য অবশিষ্ট থাকিবে। অন্য কিছু থাকিবে না[৩৩।৩৪]। "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিলেই "দেখিতেছি" এ বোধ থাকিবে। "দেখিতেছি" বোধ থাকিলেও "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিবে। অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত। যেমন দুএর অন্তর্গত এক, তেমনি, এক দুএর অন্তর্গত না হইলেও দুএর অধীন হইতে দেখা যায়। এক, আর এক, যোগে দুই হয় বলিয়াই এক দুএর অন্তর্গত। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্যজ্ঞান অর্থাৎ দ্বৈতবোধ প্রলুপ্ত হইলে তৎসঙ্গে একত্ব বোধও প্রলুপ্ত হইয়া যায়[৩৫]। আরও দেখ, যদি এক না থাকে, তাহা হইলে দুইও থাকে না। অতএব, যেমন একত্বযোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিতা (অস্তি আছে, মাত্র এই ভাবটুকু) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ভাব অন্তর্হিত হইলে তদ্দ্বয়ের আশ্রয়ীভূত কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা স্থিরা হয়[৩৬]। বৎস! আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, শীঘ্রই আমি তোমাতে জগতের মিথ্যাত্ববোধ সঞ্চারিত করিয়া তোমার মনোমুকুর হইতে "অহং" হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় দৃশ্যমল উন্মার্জ্জিত করিতে সক্ষম হইব[৩৭]। যাহা বস্তুতঃ অসৎ অর্থাৎ যাহা কোনও কালে নাই তাহার অস্তিতাও নাই। যাহা সৎ, তাহারও অসত্তা অসম্ভাব্য। সুতরাং যাহা অবাস্তব, মিথ্যা, যাহা কোনও কালে নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে পরিশ্রম কি?[৩৮] এই যে বিস্তৃত জগৎ দেখিতেছ, এ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্যেই উপবৃংহিত অর্থাৎ কল্পিত। যখন জগৎ নামধেয় বস্তু নাই, কস্মিন্ কালে উৎপন্ন হয় নাই, তখন তাহার বিদ্যমানতাও নাই। নাই বলিয়াই তাহা দৃশ্যও হয় না। যাহা নাই ও প্রকৃত দৃশ্য নহে, তাহা পরিমার্জ্জন করিতে কি শ্রম?[৩৯।৪০] বৎস রাম! যে ভাবে বলিলে তুমি সেই অবাধিত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিতে পারিবে, আমি তোমাকে তাহা সেই ভাবে বহু যুক্তি সহযোগে বলিব। অর্থাৎ বুঝাইয়া দিব[৪১]।

বৎস! জগৎ যখন পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই, তখন ইহার বিদ্যমানতা কোথায়? কোথায় দেখিয়াছ—মরুভূমিতে জলাশয় এবং চন্দ্রে দ্বিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে?[৪২] যেমন বন্ধ্যাপুত্র নাই, মরুভূমিতে জলপ্রবাহ নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, ব্রহ্মেও সত্য জগৎ নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, জগদ্দর্শন ভ্রান্তিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৩]। রাম! তুমি যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। এই বিষয়টী আমি তোমাকে পশ্চাৎ বলিব এবং বুঝাইয়া দিব। কেবল বাক্যে নহে, যুক্তির দ্বারাও তাহা বুঝাইব[৪৪]। হে উদারমতি রাম! তত্ত্বজ্ঞানীরা যুক্তি সহকারে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল উপদেশ অবহেলা করা উচিত নহে। যে মূঢ়চেতা যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক অলৌকিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৪৫]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! তাহা কোন্ যুক্তিতে জানা যায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিদিত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। তাঁহাকে যদি যুক্তি পথে পাওয়া যায়, অনুভূতি গোচর করা যায়, তাহা হইলে আমার জ্ঞানপিপাসা শেষ হইবে, কিছুই অবশেষ থাকিবেক না।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহার একটী নাম জগৎ এবং আর একটী নাম মিথ্যাজ্ঞান, সেই অবিচাররূপিণী বিসূচিকা (এক প্রকার রোগ) বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ তাহার শান্তি হইবে না। হে সাধো! হে রামচন্দ্র! আমি তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল আখ্যায়িকা বলিব; যদি তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি মুক্তস্বভাব; বদ্ধস্বভাব নহ। আর যদি তুমি উদ্বেগ বশতঃ তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হও, তাহা হইলে, তুমি সংশাস্ত্র শ্রবণের অযোগ্য পশুদশা প্রাপ্ত হইবে; কাজেই নির্ণয় করিতে পারিবে না। যে যে বিষয়ের প্রার্থনায় যত্নাতিশয় প্রকাশ করে, সে সেই প্রযত্নের সাহায্যে তাহার ফল পায়; তাহার অন্যথা হয় না। আর যে তাহাতে যত্ন প্রকাশ করিতে পরিশ্রান্ত হয়, সে কদাচ প্রার্থিত বস্তু লাভে সমর্থ হয় না। সাধো! যদি তুমি যথার্থতঃই সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্র পরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিনে, না হয় এক মাসে, সেই পরম পদ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।

রামচন্দ্র বলিলেন গুরো! আপনি শাস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। আপনি বলুন, আত্মজ্ঞান বিকাশের নিমিত্ত কোন্ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং যাহা জানিলে শোকমুক্ত হওয়া যায় তাহা কি। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামতে! আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, সে সকলের মধ্যে এই মহারামায়ণই উত্তম। এই মহারামায়ণ কেবল অধ্যাত্ম শাস্ত্র নহে, ইহা ইতিহাসের মধ্যেও উত্তম ইতিহাস। কেননা ইহা শুনিলে তত্ত্ব-জ্ঞানের বিকাশ হয়। যেহেতু এই বাক্যসমষ্ট্যাত্মক (বাক্যময়) গ্রন্থের

শ্রবণে অক্ষয় জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেইহেতু ইহা পরম পবিত্র[১০]। যেমন স্বপ্নদর্শনের পর "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাহার সত্যতা অপগত হয়, তেমনি, এতজ্জগৎ দর্শন পথে থাকিলেও এই শাস্ত্র অবলম্বনে বিচারের পর তাহার সত্যতা অস্তমিত হইয়া থাকে[১১]। এই শাস্ত্রে যাহা আছে; তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে এবং ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। পণ্ডিতগণ জানেন, এই শাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোষস্বরূপ[১২]। যে ব্যক্তি নিত্য এই শাস্ত্র শ্রবণ করে, সেই উদারমতি পুরুষের গ্রন্থান্তরপাঠজনিত বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ উৎপন্ন হয়[১৩]। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহার এই শাস্ত্রে রুচি না হইবে, তাহার উচিত—প্রথমতঃ অন্য কোন সংশাস্ত্রের আলোচনা করা। তাহা হইলে তিনি যোগ্য কালে সুকৃতের উদয়ে এই শাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবেন[১৪]। রোগী যেরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়, সেই-রূপ, যিনি এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তিনি নিঃসন্দেহ জীবন্মুক্তি অনুভব করিতে পারেন[১৫]। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতা জানিতে পারি-বেন, আমাদিগের এই উক্তি বরের অথবা অভিশাপের ন্যায় অনিবার্য্য ফলজনক[১৬]। হে রামচন্দ্র! আত্মবিচার ও তৎকথা ব্যতীত অন্য উপায়ে সংসার দুঃখ নিবারিত হয় না। ধনদান, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কি গ্রন্থান্তরের আলোচনা, এ সকল সংসার যন্ত্রণা নিবারণের মুখ্য উপায় নহে[১৭]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাঁহাদের চিত্ত পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্ট, প্রাণ পরমাত্মলাভের জন্য ব্যাকুল, যাঁহারা সতত পরমাত্মকথাতেই পরিতুষ্ট, এবং যাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পরমাত্মতত্ত্ব বুঝাইতে আনন্দিত, সেই সকল মহাপুরুষেরাই ব্রহ্মবিচারপরায়ণ, ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ। অপিচ, যাহা জীবন্মুক্তি তাহাই বিদেহমুক্তি বলিয়া গণ্য[১,২]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বিদেহমুক্তের ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আমি তাহা শুনিয়া শাস্ত্র, যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সেইরূপ হইতে যত্নবান্ হইব[৩]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে মহামতে! যে ব্যক্তি অনাসক্ত ব্যবহারে অর্থাৎ সংসারব্যবহারে থাকিয়াও এই দৃশ্য বিশ্বকে আকাশের ন্যায় স্বরূপশূন্য বোধ করেন, অর্থাৎ যেমন মরীচিকা সত্য প্রতীয়মান হইলেও তাহা অসত্য, সেইরূপ এই প্রতীয়মান বিশ্বকে অসত্য বলিয়া জানেন, সেই মহাপুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে[৪]। যিনি সর্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেবলমাত্র ব্যবহারসম্পাদক অথচ অহংকারশূন্য এবং যিনি জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্তের ন্যায় নির্বিকার, তিনিও জীবন্মুক্ত। যাঁহার মুখশ্রী সুখে ও দুঃখে সমান থাকে, সুখকালে প্রফুল্ল ও দুঃখকালে ম্লান না হয়, এবং যিনি যথাপ্রাপ্ত কার্য্যে অবস্থিত, তিনিও জীবন্মুক্ত[৫]। যিনি নিরাকার আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়াও অবিদ্যাজনিত বাসনা বিনাশ হেতু আত্মাতে জাগ্রৎ থাকেন এবং যাঁহার লৌকিক জাগ্রৎ নাই অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকিয়া কোন কিছু করেন না ও দেখেন না, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। অপিচ, যাঁহার বোধ বাসনাপরিহীন, তিনিও জীবন্মুক্ত[৭]। নট যেমন রাগদ্বেষাদির অভিনয় করে, সেইরূপ যিনি বাহিরে রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হন এবং নিতান্ত স্বচ্ছ ব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়[৮]। যাঁহার অহং নাই ও বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা পাপপুণ্যাদিতে প্রলিপ্ত না হয়, মনীষিগণ তাঁহাকে

জীবন্মুক্ত বলিয়া জানেন[৯]। যে চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্দ্ধ নিমেষে যথাক্রমে লোকত্রয়ের প্রলয় ও উৎপত্তি হয়, সেই চিদাত্মাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত[১০]। * যে মহাপুরুষ হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যে মহাপুরুষ লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন, এবং যিনি হর্ষক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, তিনিও জীবন্মুক্ত[১১]। যাহার সংসারের প্রতি আস্থা নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থাকিলেও যিনি সে সকলের অনধীন, এবং চিত্ত থাকিলেও যিনি চিত্তরহিতের ন্যায়, তিনিও জীবন্মুক্ত[১২]। যিনি বিষয়-ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগ, দ্বেষ এবং হর্ষাদিপরিশূন্য ও সুশীতল, যিনি সমুদায় পদার্থে আপনার পূর্ণতা (আপনার সর্ব্বময়তা) অনুভব করেন, তিনিও জীবন্মুক্ত[১৩]। এবম্বিধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহপাতের পর জীবন্মুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া স্থির গম্ভীর বিদেহমুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ পবন চাঞ্চল্য পরিহারের পর স্থিরভাব অবলম্বন করেন তদ্রূপ[১৪]। বিদেহমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার উদিত হন না ও অস্তগতও হন না। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, দূরস্থও নহেন, নিকটস্থও নহেন। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। আরও লক্ষণ এই যে, তিনি অহং ও অন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, উভয়বিধ ভেদবর্জ্জিত[১৫]। তিনি তখন সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু বলা যায়, তিনিই সূর্য্য-স্বরূপে উত্তাপ প্রদান, বিষ্ণুস্বরূপে জগত্রয়ের রক্ষা, রুদ্ররূপে সকলের সংহার ও প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধান করি-তেছেন[১৬]। এমন কি, তিনিই আকাশ হইয়া বায়ুস্কন্ধ (উপরি উপরি অবস্থিত ৪৯ সংখ্যক বায়বীয় স্তর) বিধারণ করিতেছেন, ঋষিত্ব সুরত্ব ও অসুরত্ব বিধান করিতেছেন এবং কুলপর্ব্বত হিমা-লয়াদি ৮ (বর্ষপর্ব্বত) হইয়া লোকপালদিগকে ধারণ করিতেছেন[১৭]। তিনি ভূমি হইয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তৃণ, গুল্ম ও লতা হইয়া ফলাদি প্রদান দ্বারা প্রাণধারিগণের হিতসাধন করিতেছেন, জল ও অনলাকার ধারণ করিয়া দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বহন করিতেছেন, এবং

---

* অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গে চিদাত্মার উন্মেষ এবং আবরণের অর্দ্ধ অবস্থিতিতে তাহার অর্দ্ধ নিমেষ। অর্দ্ধ—অসম্পূর্ণ। ভাব এই যে, বিদেহমুক্তি কালে জ্ঞানের কিছুমাত্র আবরণ থাকে না। কারণ এই যে, সাক্ষিচৈতন্যের আবরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, জীবন্মুক্তিতে আবরণ দগ্ধ হইয়া যায় বটে; পরন্তু তাহার লেশ বা আভাস থাকে। যেমন বস্ত্র দগ্ধ হইলেও বস্ত্রের আভাস (বস্ত্রাকার ভস্ম) থাকে, সেইরূপ।

চন্দ্রমা হইয়া অমৃত (জ্যোৎস্না) বর্ষণ করিতেছেন[১৮।১৯]। হলাহল হইয়া মৃত্যু বিস্তার, দিক্ হইয়া তেজঃপ্রকাশ ও তমঃ হইয়া অন্ধকার বিস্তার করিতেছেন। ইনি শূন্যভাবে ব্যোম (ফাঁক) ও পর্ব্বতভাবে অবরোধ (নীরেট্)[২০]। ইনিই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা জঙ্গমের ও অনভিব্যক্ত চৈতন্যের দ্বারা স্থাবরের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইনিই সমুদ্র হইয়া ভূরূপা রমণীর বলয়াকৃতি ভূষণ হইয়াছেন[২১]। ইনিই পরমার্কবপুঃ অর্থাৎ অনাবৃত চিদাত্মরূপে এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করতঃ স্বয়ং শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্য মাত্রেই তিনি[২২।২৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনুষ্যের পক্ষে সমদৃষ্টি বা অদ্বয় জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ এবং তাহাদের চিত্তও নিতান্ত অস্থির। সেইজন্য আমার বোধ হয়, ঐরূপ মুক্তি মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য[২৪]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! সাধু ব্যক্তিরা যাহাকেই মুক্তি ও নির্ব্বাণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাহা যে প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়, সম্প্রতি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৫]। হে রামচন্দ্র! তুমি আমি তাহা ও ইহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট এই জগৎ প্রতীয়মান হ ও ইহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিতান্ত অলীক বোধ করিতে পারিলে বর্ণিত প্রকারের মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়[২৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরাই ত্রৈলোক্য সম্পাদন করিতেছেন। আপনার ঐ উক্তিতে আমার মনে হইতেছে, তাহারাই এবম্প্রকার সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই ত্রিভুবন যদি বাস্তবতঃ থাকে, তাহা হইলে সেই বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরা ঐভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরন্তু ত্রৈলোক্যশব্দশব্দিত বা ত্রৈলোক্য নামে কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের সংসারভাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? জগৎশব্দ কেবল কল্পনায় অবস্থিত। বস্তুতঃ এ সমুদায় সেই অদ্বিতীয় শান্ত ও প্রকাশমান্ সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য সত্যই নির্ম্মল আকাশস্বরূপ পরব্রহ্মই জগৎ। রাম! আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি, সুবর্ণময় বলয়ের "বলয়" এই শব্দটি নামমাত্র অর্থাৎ কল্পিত সংজ্ঞামাত্র, বস্তুকল্পে তাহার স্বরূপ নির্ম্মল সুবর্ণ। অর্থাৎ বলয় সুবর্ণাতিরিক্ত নহে[২৮।৩১]। যেমন জলতরঙ্গে জল ব্যতীত অন্য

কিছু দৃষ্ট হয় না; যেমন স্পন্দন বায়ু হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যেরূপ আকাশে শূন্যত্ব, মরুভূমিতে তাপ এবং আলোকে তেজঃ স্বভাবতঃই অবস্থিতি করে, সেইরূপ, এই ত্রিজগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করিতেছে[৩৩।৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! যে অত্যন্তাভাব জ্ঞানে (কোনও কালে জগৎ নাই, ইত্যাকার অবিচলিত জ্ঞানে) জগদ্‌দ্রষ্টৃত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, আমাকে যুক্তি সহকারে সেই জ্ঞানের উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! পরস্পরসাপেক্ষ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব হইলে যে প্রকারে নির্ব্বাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং জগতের অত্যন্তাসম্ভব-জ্ঞান দ্বারা যে স্বভাবাবস্থিত ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়, এবং যে যুক্তির দ্বারা তাঁহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, এবং যাহা পাইলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকিবেক না, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৫।৩৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ রাম! "জগৎ" এই মিথ্যা জ্ঞানটী বহু-কাল (অনাদি কাল) হইতে মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে বটে; পরন্তু বিচার দ্বারা তাহা নির্ম্মূল হইতে পারে। মিথ্যা জ্ঞান এক প্রকার রোগ, বিচার তাহার শান্তিমন্ত্র[৩৯]। যেমন পর্ব্বতশিখরোপরি আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করা সুসাধ্য নহে; সেইরূপ, ঐ বদ্ধমূল অজ্ঞানকে সহসা সমুৎসাদন করা নিতান্ত সুকর নহে[৪০]। অতএব অভ্যাসযোগ, যুক্তি, ন্যায় ও উপপত্তির দ্বারা অথবা ন্যায়সঙ্গত উপদেশ দ্বারা যে প্রকারে জগদ্‌ভ্রান্তির শান্তি হইতে পারে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৪১]। হে রামচন্দ্র! হে সাধো! তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত আমি যে আখ্যায়িকা বর্ণন করিব; তুমি যদি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্ত হইতে পারিবে[৪২]। আপাততঃ আমি তোমার নিকট উৎপত্তি প্রকরণ (জগৎ যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ক্রম) কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে অবশ্যই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[৪৩]। ভ্রান্তিময় জগৎ জন্মবান্ না হইয়াও ও জন্মরহিত শূন্যের ন্যায় হইয়াও যে প্রকারে প্রতিভাত হইতেছে, এই প্রকরণে আমি তোমার নিকট তাহাই বলিব। তাহা

শ্রবণ করতঃ হৃদয়ে ধারণ করিবে। করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[১১]।

সর্ব্বপ্রকার বস্তু সমন্বিত সুরাসুর কিন্নরাধিষ্ঠিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ—যাহা দৃষ্ট হইতেছে—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। সকলই বিনষ্ট হইবে। তখন না তেজঃ, না অন্ধকার, না কোন আখ্যা, কিছুই থাকিবে না। থাকিবে কি? থাকিবে—কেবলমাত্র এক অনির্দ্দেশ্য সৎ। অর্থাৎ যাহা অগণ্যসত্তা তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে[১৫।১৭]। তাহা শূন্য নহে, আকৃতিবিশিষ্ট নহে, দৃশ্য ও দর্শন নহে, পূর্ণ ও অপূর্ণ নহে, সৎ ও অসৎ নহে, ভাব ও অভাব নহে। তবে তাহা কি? তাহা কেবল, চিন্মাত্র, অজর, অমর, আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন ও চিত্তরহিতচিৎ[১৮।২০]। পরে তাদৃশ সৎ (ব্রহ্ম) পদার্থ হইতে জগতের প্রস্ফুরণ হইয়া থাকে। মুক্তা ও মুক্তাভোজী হংস যেরূপ; জগৎকারণ সৎ ও জগৎ ঠিক সেইরূপ। * সেই সৎ "ইহা বা তাহা" বলিবার অযোগ্য। সুতরাং তাহা সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক[২১]। সেই সদ্বস্তু চিরকালই কর্ণ, জিহ্বা, নাসা ও নেত্রাদি বিহীন অথচ শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও দর্শন করিয়া থাকেন[২২]। যে আলোকে আলোকনীয় আছে বা নাই বলিয়া জানা যায়, সেই চৈতন্য নামক আলোক তিনি। অপিচ, অজ্ঞান কালে যাহাতে বিচিত্র সৃষ্টি এবং অজ্ঞান নিবৃত্তিতে যিনি অনাদি নিধন চিৎপ্রকাশ, তিনিও ইনি[২৩]। যোগীরা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কৃষ্ণতারক (চক্ষুর কাল মণি) দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের মধ্যগামী করিয়া যাঁহাকে দেখেন, সেই ব্যোমাত্মা ইঁহার অনতিরিক্ত[২৪]। যে বিভুর কারণ (জনক) শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক, এবং তরঙ্গভঙ্গ যদ্রূপ সমুদ্রের কার্য্য, এই জগৎ যাহার তদ্রূপ কার্য্য, এবং যিনি চিৎস্থানে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে (চিত্তকে) নিরন্তর উজ্জ্বলিত করিতেছেন, যাঁহার চৈতন্যাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান, যাঁহার অভাবে এই সকল প্রকাশ পদার্থ অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তিমিরতুল্য হয়, এবং যাহা হইতে

* হংসেরা মুক্তাভোজী অর্থাৎ মুক্তাকর শুক্তি ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর বৃদ্ধি পায়। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, বলিতে পারা যায়, হংসশরীর মুক্তারই পরিণাম। সে ভাবে আগে মুক্তা ও পরে হংস এবং মুক্তাই হংস, এরূপ বলা যাইতে পারে। তাহা যেমন বলা যাইতে পারে, তেমনি, আগে সৎ পরে জগৎ সুতরাং সৎই জগৎ, এরূপ বলা যাইতে পারে।

এই ত্রিজগৎরূপ মৃগতৃষ্ণিকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,[৫৫।৫৭] যিনি মনোভাবাপন্ন হইলে এই জগৎ সমুদিত হয় ও যাঁহার অস্পন্দে অর্থাৎ মনোভাব ত্যাগে এ সকল বিলীন হয়, জগতের নির্ম্মাণ ও বিলয় যাঁহার বিলাস; যিনি সর্ব্বব্যাপক, স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী, যাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও অক্ষয়,[৫৮।৫৯] যাঁহার সত্তা ব্যবহার দশায় স্পন্দাস্পন্দরূপী; পরন্তু বস্তু দর্শনে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপিনী,[৬০] যিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও সর্ব্বদা সুষুপ্ত, যিনি সুপ্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন,[৬১] যাঁহার অস্পন্দে শান্ত ও শিব (পরম মঙ্গল), যাঁহার প্রস্পন্দে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যিনি এক ও পূর্ণ,[৬২] যিনি পুষ্পস্থ সুগন্ধের সহিত উপমিত হন, নশ্বর পদার্থের নাশেও যাঁহার অবিনাশস্বভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে; যিনি শুক্ল পটের শুক্লত্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্যক্ষ, যিনি মূকের তুল্য হইয়াও অমূক, যিনি নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ভক্ষণ করেন ও ক্রিয়াতীত হইয়াও সকল কার্য্যের কর্ত্তা হন,[৬৩।৬৪] যিনি অনঙ্গ হইয়াও সর্ব্বাঙ্গযুক্ত, করচরণাদি না থাকিলেও শাস্ত্রে যাঁহাকে সহস্রকর বলে, চক্ষুঃ না থাকিলেও যাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয়, কোন প্রকার সংস্থান অর্থাৎ গঠন নাই অথচ যাঁহার দ্বারা এই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত,[৬৫] যিনি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও অশেষেন্দ্রিয়ক্রিয়াকারী, যাঁহার মন নাই অথচ মানস কার্য্য (মানস কার্য্য=মায়িক সংকল্প) আছে, অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি মানস সৃষ্টির (মনোরাজ্যের) অনুরূপ,[৬৬] যাঁহার অনবলোকনে এই সংসাররূপ উরগভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহার দর্শনে সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বভয় তিরোহিত হয়,[৬৭] যেমন নট সকল দীপ থাকায় নাট্যক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তেমনি, যাঁহার বিদ্যমানতায় চিত্তের স্পন্দপূর্ব্বক চেষ্টা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে,[৬৮] যেমন বারিধি হইতে তরঙ্গরাশি, নানা আকারের কল্লোল ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী উৎপন্ন হয়, তেমনি, যাঁহা হইতে ঘটপটাদি বিবিধ বস্তু সমুৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে,[৬৯] সেই একই চিদাত্মা অজ্ঞানোত্থ ভেদবৃত্তির প্রভাবে নানা জড় প্রপঞ্চে নানা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন একই কাঞ্চন কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি, সেই একই চিদাত্মা সেই সেই ভ্রমময় শত শত ও সহস্র সহস্র পদার্থের আকারে সমুদিত হইতেছেন[৭০]। হে রামচন্দ্র! অজ্ঞান ত্যাগ হইলেই সেই বোধাত্মা তোমাতে, আমাতে ও অন্যত্র, সর্ব্বত্রই এক

বলিয়া অবধৃত হইবে। যে আত্মাকে তুমি জানিতেছ, আমি ও এই সকল লোক সেই আত্মাকেই জানিতেছি ও জানিতেছে। চিদাত্মা এক বৈ দুই নহে। আর যাহারা অজ্ঞানাত্মা (অজ্ঞানপরিছিন্ন জীব) তাহারা তুমি, আমি ও এই সকল, এবংক্রমে ভেদ দর্শন করে[১১]। সলিল হইতে তরঙ্গের ন্যায় তাঁহা হইতে এই ভঙ্গুর ও দৃশ্য জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে সত্য বটে, এ সকল আপাততঃ তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু তাহা বাস্তব নহে[১২]। তাঁহা হইতেই হেমন্ত, শিশির ও বসন্তাদি কালের উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারই দ্বারা দৃশ্য সকল দর্শনের গোচর হইতেছে, এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে[১৩]। রাঘব! তুমি যে ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চেতনাদি জানিতেছ, সে সমস্তই সেই দেব। এবং যাঁহার দ্বারা ঐ সমস্ত জানিতেছ, তিনিও সেই দেব[১৪]। হে সাধো! দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে প্রকাশরূপে অবস্থিত যে দর্শন—তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ—তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়[১৫]। সেই ব্রহ্ম অজ, অজর, অনাদি, শাশ্বত, অমল ও মঙ্গলময়, অথচ শূন্যপ্রায়। অর্থাৎ অমূর্ত্ত। তিনিই সকল কারণের কারণ, অনুভবরূপী, অথচ অবেদ্য। অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না পরন্তু তিনি এই চরাচর বিশ্ব জানিতেছেন[১৬]।

নবম সর্গ সমাপ্ত

দশম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা অবশেষ থাকে তাহা আকার ও নামাদি রহিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু তাহা যে শূন্য নহে, প্রকাশ নহে, তমঃ নহে, ভাস্ত (প্রকাশার্হ) নহে, চৈতন্যরূপী নহে এবং জীবও নহে, এ সকল কথার অর্থ কি? এবং কি প্রকারেই বা ঐ সকল কথার অর্থ সঙ্গত হইতে পারে?১।২ অপিচ, তাহা কিজন্য বুদ্ধিতত্ব ও মন নহে? ও কি নিমিত্তই বা তাঁহাতে তুমি আমি, এ সকল প্রভেদ নাই, আপনি একবার বলিলেন, তাহা কিছুই নহে, আবার বলিলেন, তাহাই সমস্ত। আপনার তদ্বিধ বাক্‌ভঙ্গী আমাকে যেন মুগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে যাহাতে আমার মোহভঙ্গ হয় তাহার উপায় বিধান করুন৩।৪।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বিষম হইলেও, যেমন অংশুমালী (সূর্য্য) সমুদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ, আমি অনায়াসে তোমার ঐ সমস্ত সংশয় ছেদন করিব৫। হে রামচন্দ্র! আমি যাহা বলি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, সেই যে সৎ অবশিষ্ট থাকেন, তিনি যে নিমিত্ত শূন্য নহেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর৬। যেরূপ অনুৎকীর্ণ স্তম্ভে (খোদাই করা হয় নাই এমন প্রস্তরের অথবা কাষ্ঠের থামে) কাষ্ঠপুত্তলিকা অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই জগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করে, সেজন্য তাহা শূন্য নহে। (শূন্য নাম-রূপ-আখ্যা-রহিত, অভাব বা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, সুতরাং তাহাতে কোন কিছুর অবস্থান অসম্ভব)। এই জগৎ নামক মহাভোগ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, যাহাতে অবস্থিতি করতঃ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাকে কি প্রকারে শূন্য বলিতে পারা যায়?৭।৮ যেমন অনুৎকীর্ণপুত্তলিক স্তম্ভ পুত্তলিকাশূন্য নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মও জগৎশূন্য নহেন। শিল্পীর শিল্পক্রিয়ায় স্তম্ভলুক্কায়িত পুত্তলিকা সকল স্তম্ভ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। তাহার ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই মায়ার কৌশলে

জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই কারণে বলিয়াছি, সে পদ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পদ শূন্য নহে[৯]। যেমন সুস্থির সলিলে তরঙ্গের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উভয়ই আছে, তেমনি, পরব্রহ্মে জগতের শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে[১০]। অন্যান্য উপকরণ থাকিলেও যেমন কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা না থাকিলে পুত্তলিকার রচনা সম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনি, সর্ব্বধ্বংস মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ সর্জ্জন হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করতঃ বিপরীতবুদ্ধি জনগণ স্তম্ভস্থিত পুত্তলিকার দৃষ্টান্তে বিমুগ্ধ হন অর্থাৎ তাহা বুঝিতে অপারক হন[১১]। তাঁহারা ভাবেন, জগৎ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হইলে কে তাহা হইতে পুনর্ব্বার তাহার আবির্ভাব করিবে? কে তাহার কর্ত্তা হইবে? কেহই-ত থাকে না? কিন্তু রাম! পরমার্থ পক্ষে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্ত একাংশে, সর্ব্বাংশে নহে। অথাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত কেবল আবির্ভাবাংশে, কর্ত্রাদি অংশে নহে[১২]।

বস্তুতঃই এই জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কোনও কালে সত্য সত্যই উদিত ও অস্তমিত হয় না। কেবল ও সৎস্বরূপ সেই পরব্রহ্মই বর্ণিত প্রকার স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন[১৩]। তাঁহাকে যে শূন্য বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা অশূন্য অপেক্ষা। নচেৎ একমাত্র অশূন্য হইতে শূন্য ও অশূন্য উভয়ের উৎপত্তি অসম্ভব হয়[১৪]। সেই ব্রহ্ম সূর্য্য, অনল, ইন্দু এবং তারাদি ভূত সকল দ্বারা প্রকাশিত হন না। বস্তুতঃ সেই অব্যয় পরমাত্মায় সূর্য্যানলাদির প্রকাশ সম্বন্ধ সর্ব্বথা অসম্ভব। রাম! এই ভাবের ভাবুক হইয়া আমি বলিয়াছি, তিনি ভাস্য নহেন অর্থাৎ প্রকাশ্য নহেন[১৫]। কোন কিছুতে ভৌতিক প্রকাশের অভাব দেখিলে তাহাকে আমরা তমঃ বলি। কিন্তু তাঁহাতে (পরব্রহ্মে) সূর্য্যাদি প্রকাশক অগ্ন্যাদি ভূতের প্রকাশ প্রসর প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত সেই ব্যোমরূপী স্বপ্রকাশ পরমাত্মার নিকট ভৌতিক প্রকাশ অভিভূত হইয়া যায়। সেই কারণে বলিয়াছি, তাহা তমঃ নহে[১৬]। তিনি যে স্বপ্রকাশ পদার্থ, পরপ্রকাশ্য নহেন, সে বিষয়ে এক মাত্র অনুভূতিই প্রমাণ। তিনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থেরও অন্তরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতিস্বরূপ; সেজন্য তাঁহারই দ্বারা অন্যান্য পদার্থ অনুভবগম্য হয়। অথচ তিনি নিজে অননুভবনীয়[১৭]।

তিনি কথিতপ্রকারের তমঃ ও প্রকাশ, উভয়েরই অতীত। সেই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্মপদ অজর অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়। তিনিই এই জগৎস্থিতি-রূপ ধনের আগার এবং তাঁহাকে তুমি আকাশের উদরের ন্যায় বাধা-রহিত, অসীম ও স্বচ্ছ বলিয়া জানিবে[১৮]। রামচন্দ্র! যেমন বিল্বফলের সহিত তাহার অভ্যন্তরের বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই, (উপরেও স্থূল, ভিতরেও স্থূল), সেইরূপ, ব্রহ্মের সহিত জগতের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই[১৯]। যেমন সলিলের অন্তর্গত বীচি (বীচি=ক্ষুদ্র লহরী), যেমন মৃত্তিকার অন্তর্গত ঘট, তেমনি, এই জগৎ যাহার অন্তর্গত বা যাহাতে অবস্থিত, কিরূপে তাহাকে শূন্য (নাই অথবা মিথ্যাপদার্থ) বলিতে পারি?[২০] যদি বল, জলান্তর্গত মৃত্তিকাকে জলীয়স্বভাব এবং ঘটান্তর্গত জলকে ঘটের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মান্তর্গত জগতেরও ব্রহ্মস্বভাবতা কিরূপে বা কি দিয়া বুঝা যাইবে? এই বিষয়ে আমার বক্তব্য—ঐ দৃষ্টান্ত বিষম। অর্থাৎ অতুল্য বা সমান নহে। মৃত্তিকা ও জল সাকার পদার্থ, পরন্তু ব্রহ্ম নিরাকার বস্তু। সাকার পদার্থের ব্যবস্থা অন্যরূপ, নিরাকার বস্তুর ব্যবস্থা অন্যবিধ। বিশদাকার ব্রহ্ম নিরাকার বিধায় তদন্তর্গত জগৎও নিরাকার[২১]। আকাশ অপেক্ষা অধিক সুনির্ম্মল চিদাকাশ, যাহা তদন্তর্গত, তাহাও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চিদাকাশকে জগৎ বলিতে পার সত্য, পরন্তু তাহা বস্তুকল্পে জগৎ নহে[২২]। যেমন মরীচির (সূর্য্য কিরণের) অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণতা ব্যতীত অনুভব কর্ত্তা অন্য কিছু অনুভব করেন না, তেমনি, চিদাকাশেও (চৈতন্যরূপ আকাশেও) চেত্য অর্থাৎ চিতিগ্রাহ্যতা (চিতি=জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু থাকা লক্ষ্য হয় না। ভাবার্থ এই যে, দর্শন বা জ্ঞান দৃশ্যের বা জ্ঞেয়ের অনতিরিক্ত[২৩]। সেই কারণে বলা যায়, চিৎ অচিৎ উভয়রূপই প্রোক্ত পরমাত্মায় অবস্থিত। অর্থাৎ তিনিই দর্শন এবং তিনিই দৃশ্য। অথচ তাঁহাতে বাস্তব দৃশ্যতা নাই। যেমন বাস্তব দৃশ্যতা নাই তেমনি বাস্তব জগৎও নাই[২৪]। রূপালোক অর্থাৎ বাহ্যিক দর্শন এবং মনস্কার অর্থাৎ অন্তঃস্থ বিজ্ঞান, সমস্তই তিনি। কিছুই তদতিরিক্ত নহে। বিশ্ব যেমন ভাবেই থাকুক, অবশেষে হয় সুষুপ্ত না হয় [২৫]। * অজ্ঞেরা ইহাকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন শান্তবুদ্ধি সুষু-

---

সুষুপ্তিতেও দৃশ্য জগৎ থাকে না, নির্ব্বাণেও থাকে না। সুষুপ্তিতেও ব্রহ্মে জগতের

প্তাত্মা যোগীরা ব্যবহারপরায়ণ হইলেও তাঁহারা ইহাকে ঠিক্ তদ্রূপ দেখেন না অর্থাৎ তাঁহারা অজ্ঞ দিগের ন্যায় ব্যবহারকারী নহেন। ব্যবহারনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞানের আধার স্বরূপ নিরাভাস পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকেন[২৬]। রামচন্দ্র! যেমন আকারবিশিষ্ট সুস্থির সলিলে আকার-বিশিষ্ট মহোর্ম্মিমালা অবস্থিতি করে, সেইরূপ, নিরাকার পরব্রহ্মে তৎসদৃশ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে[২৭]। যাহা সেই পূর্ণ ব্রহ্মে ঔপাধিক ভেদা-বভাসে প্রকাশিত, তাহাও পূর্ণ। এ রহস্য যৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞেয়। যাহা পূর্ণ তাহা নিরাকার। ব্রহ্ম পূর্ণ; সেজন্য ব্রহ্ম নিরাকার সুতরাং তৎপ্রকাশিত জগৎও পূর্ণতা বিধায় নিরাকার। ইহার যে আকার, তাহা মিথ্যা। সুতরাং নিরাকার দিক্‌টাই সত্য[২৮]। হে রাঘব! পূর্ণ হইতে বিসৃত হইয়া যাহা অবস্থিতি করে; তাহাও পূর্ণ। অতএব, এই বিশ্ব চিরকালই পৃথক্ ভাবে অনুৎপন্ন। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৯]। সেই পরম পদে যাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জগৎ নাই। যদি অনুভব কর্ত্তা না থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, মরীচিমালার তীক্ষ্নতা কোথায় থাকে?[৩০] রাম! সেই পরব্রহ্ম কথিত প্রকারেই প্রতিভাত হইতেছেন, এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রত্যয় আহরণ করিবে। এই সমস্ত জীব তাঁহারই প্রতিবিম্ব। তাঁহার প্রতিবিম্ব ভাব ব্যতীত কদাচ জীব ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রোক্তকারণে তাঁহাকে জীববান্ বলা যায়! তিনি পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র এবং আকাশ হই-তেও বৃহৎ। তিনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ[৩১।৩২]। দিক্‌কালাদির দ্বারা অন-বচ্ছিন্ন বলিয়া তাঁহার স্বরূপ অতিবিস্তৃত। সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ[৩৩]। যে স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব নাই সে স্থানে জীবতা, বুদ্ধিতা, চিত্ততা, ইন্দ্রিয়ত্ব এবং অনিলবায়ুরূপিণী বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই (বাসনা কি? বাসনা এক প্রকার বায়ুপ্রভেদ অর্থাৎ বাতিক বিশেষ)[৩৪]। হে রাঘব! এই প্রকারে সেই পূর্ণ, অজর, শান্ত ও আকাশ অপেক্ষা অধিক নির্ম্মল পরমাত্মা আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে অব-স্থিতি করিতেছেন[৩৫।৩৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সেই অনন্ত চিদাকৃতি পরমার্থের রূপ

প্রলয় এবং মোক্ষেও জগতের প্রলয়। এ স্থলে প্রলয় শব্দের অর্থ অদর্শন।

কিম্বিধ তাহা বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৭]। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সেই মূল কারণ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহার স্বরূপ যাহাতে তোমার বোধগম্য হইতে পারে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৩৮]। সমাধির দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি বিলীন হইলে মন তখন ইন্ধনশূন্য অনলসদৃশ নিঃস্বরূপ ও আধ্যারহিত হইয়া যায়। তৎকালে যে সৎ অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই অবিনাশিনী কূটস্থ সত্তা সেই মূলকারণ ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ[৩৯]। "দৃশ্য কিছুই নাই এবং দৃশ্যের অভাব হেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে" এরূপ হইলে তৎকালে যে বোধ বিদ্যমান থাকে, সেই বোধই পরমাত্মার রূপ[৪০]। চৈতন্যের জীবভাবরহিত হইয়া গেলে যে নিশ্চল প্রশান্ত চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই পূর্ণ চিন্মাত্র ভাবই পরমাত্মার রূপ[৪১]। জীবদ্দেহে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সংলগ্ন হইলে যদি চিত্তে স্পর্শজনিত বিকার (দুঃখাদি) না জন্মে, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার চিত্তের যেরূপ রূপ অনুভূতি গোচর হয়, সেইরূপ রূপ পরমাত্মার[৪২]। মন স্বপ্নবর্জ্জিত জাড্যরহিত অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ও চিরসুষুপ্ত হইলে তাহার স্বরূপ যেরূপে অনুভবনীয়, প্রলয়াবশিষ্ট ব্রহ্ম সেইরূপে অনুভবনীয়[৪৩]। আকাশের রহস্য, শিলার হৃদয় ও পবনের হৃদয় যেরূপ অচেত্য; চিৎস্বরূপ ব্যোমাত্মা পরমাত্মার রূপ সেইরূপ[৪৪]। * জীবের চেত্য (জ্ঞান গ্রাহ্য) বস্তু বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে যে পরমা শান্তি ও নির্ব্বিশেষ সত্তা বিদ্যমান থাকে, সেই শান্তিময়ী সত্তাই আদিবস্তুর রূপ[৪৫]। যাহা চিৎপ্রকাশের অন্তরে (আনন্দময় কোষ), যাহা আকাশ প্রকাশের (মায়াকাশের) অন্তরে এবং যাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরব্রহ্মের রূপ[৪৬]। যাহার দ্বারা বহিরবস্থিত দৃশ্য ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রভৃতি ও অন্তঃস্থ মনোবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, যাহা জীবের ও জ্ঞানের সাক্ষী এবং যাহা বেদান্তাদি শাস্ত্রে চিৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সেই পরমাত্মার রূপ[৪৭]। নিত্য অনুদিতরূপী হইলেও যাহা হইতে জগৎ সমুদিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভিন্ন হউক, আর অভিন্ন হউক, তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য

* আকাশের রহস্য শূন্যাকারত্ব। বায়ুর হৃদয় অর্থাৎ রহস্য অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণতা। পাষাণের হৃদয় নিবিড়ত্ব।

কিছু নহে[৪৮]। যিনি ব্যবহার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও আপনাকে পাষাণবৎ (নির্লিপ্ত ও অন্তরে বাহিরে একরূপ) বোধ করেন এবং যাহা ব্যোম না হইয়াও ব্যোম, তুমি অবগত হও যে তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৯]। যাহাতে বেদ্য (ঘটাদি), বেদন (জ্ঞান), এবং বেত্তৃত্ব (জ্ঞাতার ধর্ম্ম), এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তাহা পরমাত্মার রূপ[৫০]। মহান্ আদর্শে প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় যাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাই পরমতত্ত্বের রূপ[৫১]। মন যদি স্বপ্নাদি ও ইন্দ্রিয়োপলক্ষিত জাগ্রদবস্থা বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে মহাচৈতন্যের স্থিতি যেরূপে পর্য্যবসিত হয়, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে মহাচৈতন্য প্রায় সেইরূপে অবস্থিতি করেন[৫২]। যাহাকে তুমি স্থাবর বলিয়া জান, তাহা যদি বোধময় বা চিদ্ঘন বস্তু হয়, আর তাহাতে যদি মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থিরভাবে অবস্থিত চিদ্ঘন পদার্থের সহিত পরমাত্মার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে[৫৩]।

হে রাঘব! ব্রহ্মা, অর্ক, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র ও সদাশিবাদি ঈশ্বরবৃন্দ শান্তি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রলয়গ্রস্ত হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি পরম শিব এবং তিনিই ঐ সকল সংহার পূর্ব্বক বিশ্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসংজ্ঞায় একাদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন[৫৪]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, নর, অসুর এবং তির্য্যগাদি বিবিধ জীবপূর্ণ এই দৃশ্যমান জগৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে কোথায় যাইবে? এবং কিসেই বা অবস্থিতি করিবে? তাহা বর্ণন করুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন কোথা হইতে আইসে? কোথায় গমন করে? এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ? এই সকল অগ্রে আমাকে বল, পশ্চাৎ তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব[২]। রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন নাই। যাহা কোন পদার্থ নহে তাহার আবার দৃশ্যতা কি? নাস্তিতা কি? অস্তিতাই বা কি?[৩] বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যদ্রূপ, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ। যাহা কস্মিন্ কালেও হয় নাই, যাহা কেবল মাত্র ভ্রান্তি, তাহার আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কি?[৪।৫]

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র ও নভোবৃক্ষ কল্পনাময়। পরন্তু জগৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত ইহা কিরূপে উপমিত হইতে পারে? বরং ঐ দৃষ্টান্তের বলে এমন প্রতীতি হইতেও পারে যে, বন্ধ্যাপুত্রাদি বৈকল্পিক ও অলীক হইলেও তাহাতে উৎপত্তিবিনাশাদি জগদ্ধর্ম্ম আছে[৬]। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! যাহার প্রকৃত উপমা বা তুলনা অন্যত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায়, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে তাহারই দ্বারা তুলিত করিয়া থাকেন। সেরূপ তুলনা অলঙ্কার শাস্ত্রে অনন্বয় নামে বিখ্যাত। * তাহার ন্যায় আমরাও বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগৎ সত্তার তুলনা করিয়া থাকি। সে সকল তুলনার তাৎপর্য্য—বন্ধ্যাপুত্রাদির অস্তিত্ব যদ্রূপ, জগতের পৃথক্ সত্তাও তদ্রূপ[৭]। যেমন সৌবর্ণ কটকে (কটক=বালা নামক হস্তাভরণ) সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং যেমন আকাশে শূন্যতা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভূত হয় না, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানে পরব্রহ্মে পৃথক্ জগৎ নাই ও অনুভূতও হয় না[৮।৯]।

* আলঙ্কারিক দিগের উদাহরণটী এই—"গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" ইত্যাদি। এইরূপ তুলনায় সাগরের অনুপমত্বমাত্র ব্যক্ত করা হয়।

যেমন কজ্জলের সহিত শ্যামতার, শৈত্যের সহিত হিমের ও শিশিরের সহিত শীতলতার প্রভেদ নাই; সেইরূপ, পরব্রহ্মের সহিতও জগতের প্রভেদ নাই[১০।১১]। এই জগৎ আপাত দর্শনে প্রতীত হইলেও যেমন ভ্রান্তিদৃষ্ট নদীতে জলের ও দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রমায় চন্দ্রত্বের অভাব পশ্চাৎ সুস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, সেই অমলাত্মা ব্রহ্মেও জগতের অভাব সেইরূপে অবধারিত হইয়া থাকে[১২]। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার উৎপাদক কারণ কি? অপিচ, যাহা পূর্ব্ব হইতেই নাই, বুঝিতে হইবে তাহা এখনও নাই; যাহা পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবেক না, তাহার আবার বিনাশ কি?[১৩] জড়ই জড়পদার্থের কারণ (উৎপাদক), ইহা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম জড় নহেন, সেজন্য তৎ-কার্য্য জগৎও জড় নহে। যেমন ছায়া ও আতপ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি, চিৎ ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। (ভাবার্থ এই যে, চেতন ব্রহ্মে অচেতন জগতের প্রকৃত সত্তা যুক্তিবিরুদ্ধ)[১৪]। ব্রহ্ম ব্যতীত কারণ না থাকায় ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্যও নহে। যে কারণ নিত্যাবস্থিত, সেই কারণই এই জগদ্ভাবে বিবর্ত্তিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এ সকল দৃশ্য ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৫]। অবিদ্যা কারণের কথা বলিবে, তাহাও সত্য জগৎ সৃজন করে না। তাহা সেই সৎচিৎব্রহ্মবস্তুকে আভাসিত অর্থাৎ জগদাকারে অবভাসিত করে মাত্র; অল্প মাত্রও বিকৃত করে না। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যদ্রূপ, এই জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎও তদ্রূপ[১৬]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয় অথচ তাহা নাই, সেইরূপ, স্বাশ্রিত অজ্ঞানের কুহকে পরমাত্মায় জগৎ না থাকিলেও জগদ্দর্শন হইয়া থাকে[১৭]। এই যে-কিছু দেখিতেছ, সমস্তই আপনাতে অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিত। জগৎ কোনও কালে সত্য সত্য উদয় ও অস্ত প্রাপ্ত হয় না ও হইবেও না[১৮]। যেমন সলিল দ্রব ভাবে, বায়ু স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ আভার আকারে পরিচিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও ত্রিজগৎ আকারে পরিচিত হইতেছেন[১৯]। যেমন স্বপ্ন দ্রষ্টার অন্তঃস্থ-বিজ্ঞান নগরাদি আকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা জগদাকারে অবভাসিত হইতেছেন[২০]।

রঘুবীর রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিষময় দৃশ্য (জগৎ) যদি সত্য সত্যই স্বপ্নানুভবের ন্যায় অলীক হয় তাহা হইলে ইহাতে মনু-

ষ্যের কল্প কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী দৃঢ় প্রত্যয় (সত্য বলিয়া বিশ্বাস) নিবদ্ধ আছে কেন?[২১] * আমার অন্য সংশয় এই যে, দৃশ্য থাকা সত্ত্বে দ্রষ্টার অপলাপ এবং দ্রষ্টা থাকায় দৃশ্যের অপলাপ নিতান্ত অসম্ভব। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একতর থাকিলেই উভয়ের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়, পরন্তু একের সংক্ষয় হইলে উভয়ভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়[২২]। অতএব, যাবৎ না বুদ্ধিতে দৃশ্যজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে তাবৎ দ্রষ্টা (আত্মা) দৃশ্য (জগৎ) দর্শন করিবেই করিবে। সুতরাং মোক্ষবুদ্ধি সমুদিত হইবে না[২৩]। যদি দৃশ্য জ্ঞান উদিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও অনর্থ নিবারণ হয় না। কারণ, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ পুনর্ব্বার সংসার-ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং তাহাতেও বন্ধের অনিবৃত্তি[২৪]। আদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকুক, থাকিলেই তাহাতে বস্তুপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে। তাহার ন্যায় চিদাদর্শ (চেতনরূপ আদর্শ, আয়না) যে কোন অবস্থায় থাকিবেক, থাকিলেই তাহাতে সংসার-প্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে[২৫]। দৃশ্য যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, অথবা দৃশ্য যদি সত্য সত্যই না থাকে, তাহা হইলে দৃশ্যের অভাব-স্বভাবতা হেতু দ্রষ্টা তাহা হইতে স্বভাবতঃ মুক্ত হইতে পারেন, পরন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। হে আত্মবিদশ্রেষ্ঠ! প্রোক্ত কারণে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে আমার দৃশ্যজ্ঞানের অত্যন্তাসম্ভব বুদ্ধি জন্মে ও ঐ সকল সংশয় অপনীত হয়, আপনি তাহা আমাকে যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন[২৬।২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অসত্য হইলেও এই সাঙ্গোপাঙ্গ জগৎ যে প্রকারে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, আমি দীর্ঘ উপাখ্যান দ্বারা তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর[২৮]। যাবৎ না আমি পূর্ব্বকালের ব্যবহার প্রসিদ্ধ বহুবিধ দৃষ্টান্ত বাক্য দ্বারা তোমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করিব, তাবৎ, যেরূপ হ্রদ হইতে ধূলিকণা

* জগতের জ্ঞান সুঘন অর্থাৎ নিতান্ত দৃঢ়, কিন্তু স্বাপ্নজ্ঞান অদৃঢ় অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎকাল-স্থায়ী। সুতরাং ইহার স্বপ্নতুল্যতা মনোমধ্যে ধারণা করা যায় না। অপিচ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক। কৃত্রিম বা কল্পিত নহে। সেই কারণে সে জ্ঞান অনিবার্য্য। প্রোক্ত কারণদ্বয়ে কথিত প্রকারের মুক্তি অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ইহাই রাম প্রশ্নের নিগূঢ় অর্থ।

উড্ডীয়মান হয় না, সেইরূপ, তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান কদাচ অপনীত হইবে না[২৯]। রাম! এই জগৎ নিতান্ত অলীক ও ভ্রমময়, ইহা মনে রাখিয়া ব্যবহার রত হইবে[৩০]। তাহা হইলে সায়ক যেমন পর্ব্বত ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, প্রয়োজন বোধে গ্রহণ, অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ এবং বিবিধ স্থূল সূক্ষ্মাদি বিষয়ে সত্যতা বোধ ও সত্য বলিয়া ব্যবহার, এ সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না[৩১]। রাঘব! আত্মা দ্বিতীয়বর্জ্জিত, অসঙ্গ ও ব্যাপক। তাদৃশ আত্মায় যেরূপে জগতের উৎপত্তি হয় তাহা তোমার নিকট এই মুহূর্ত্তেই কীর্ত্তন করিব। এই চরাচর বিশ্ব সেই এক মাত্র পরমাত্মা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই পরমাত্মাই বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাবলোকন প্রকারের আস্পদ-স্বরূপ (অর্থাৎ বাহ্য জগৎ) এই জগতের মননপ্রকারাস্পদ (অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ) হইয়া উদিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৩২।৩৩]। *

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ভাবার্থ এই যে, তিনিই ব্যষ্টি, তিনিই সমষ্টি, তিনিই স্থূল, তিনিই সূক্ষ্ম, তিনি বাহ্য-প্রপঞ্চ এবং তিনিই অন্তঃপ্রপঞ্চ। তিনি নিজে নিজ মায়ায় দৃশ্যভাবে উদিত ও অদৃশ্যভাবে অস্তমিত হইতেছেন বা ভ্রান্তি বশতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দেখিতেছেন।
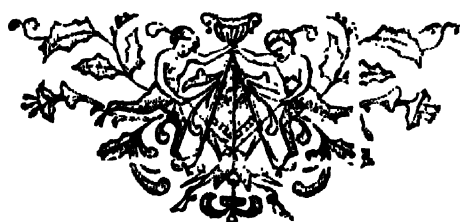
দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, সেই পরম পবিত্র শান্তপদ (তুরীয় ব্রহ্ম) হইতে যে প্রকারে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা উত্তম (নির্ম্মল) বুদ্ধি অবলম্বনে শ্রবণ করিবে[১]। যেরূপ সুষুপ্ত্যবস্থা স্বপ্নবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মও সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে যে ক্রম বা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২]।

এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব সেই অনন্তপ্রকাশ অনন্তমহিম পরমাত্মরূপ চিৎনামক রত্নের বিচিত্রসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩]। তিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; এবং নির্ম্মল। তাদৃশ নির্ম্মল আত্মায় প্রথমে আপনা আপনি (নিজ মায়াশক্তির উদয়ে) যৎকিঞ্চিৎ চেত্যতার (জ্ঞেয় ভাবের) উদয় হয়। সে চেত্যতা অর্থাৎ বিজ্ঞেয় ভাব—অহম্। এই অহংএর গর্ভে সমুদায় সৃজ্যমান পদার্থের অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসংস্কার অবস্থিত থাকে। তাহা অস্মদাদির সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তের (স্মরণবৃত্তির) উদ্বোধের অনুরূপ[৪।৫]। অনন্তর সেই চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত পরব্রহ্মসত্তা চিন্নামযোগ্যা অর্থাৎ পরমেশ্বর সংজ্ঞার উপযুক্তা হইয়া থাকে[৬]। পশ্চাৎ তিনি যখন চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ সম্বেদন বশতঃ * জ্ঞানঘন হন, তখন তিনি আত্মস্বভাব বিস্মৃত ও পরমপদ পরিত্যাগ করতঃ ভাবিপ্রাণধারণোপাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হইতে থাকেন[৭]। জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মভাবের অপচয় হয় না। কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ (এক প্রকার মায়িক ইচ্ছা) দ্বারা সংসরণোন্মুখী হয়, তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার স্বরূপ বিকৃতি হয় না[৮]। ব্রহ্মস্বভাব অপরিচ্যুত থাকিয়া

* ব্রহ্মসত্তা=ব্রহ্মতত্ত্ব। চিত্তে যেমন জ্ঞানসংস্কার থাকে, তাহার ন্যায় প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াশক্তিতে প্রলয়প্রাপ্ত জগতের সংস্কার থাকে। পরে পুনঃ সৃষ্টির প্রথমে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তখন ব্রহ্মে সৃজনশক্তির উদয় হয়, তাহাতেই তিনি ঈশ্বর হন। ঈশ্বর প্রথমে আমি বহু হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ঐরূপ সঙ্কল্পের নাম ঈক্ষণ—সম্বেদন।

জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর প্রথমে তাঁহাতে খসত্তার (খ=আকাশ) আবির্ভাব হয়। সেই খসত্তা এক্ষণে আকাশ ও শূন্য নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বত্র প্রকাশমান বলিয়া আকাশ নাম এবং অন্যান্য ভূতের স্থান দানার্থ শূন্যপ্রায় বলিয়া শূন্য নাম দেওয়া হয়। এই খসত্তা. শূন্য বা আকাশ, সৃর্গাদি সৃষ্টির পর আকাশ নামে প্রথিত হয় এবং ইহাই শব্দাদি গুণের বীজ স্বরূপ[৯]। অনন্তর তাহা হইতে কালসত্তার সহিত (কালসত্তা=কালের অস্তিত্ব। এই সময় হইতে কালের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে থাকে) অহংএর উদয় হয়। এই অহং ভাবি-সৃষ্টির ও তাহার স্থিতির মূল কারণ। (ইহা হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার বা ভূত সমষ্টি অহঙ্কার)। হে রাঘব! এইরূপে সেই পরমসত্তায় (ব্রহ্মে) অসদ্রূপ জগজ্জাল সমুৎপন্ন হইয়া সতের আশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে[১০।১১]। অপিচ, সেই অহং ও আকাশ উভয়ান্বিত সম্বিৎ (অর্থাৎ অহং তত্ত্ব ও আকাশ উভয় সম্বলিত ব্রহ্ম চৈতন্য) সঙ্কল্পরূপ কল্পবৃক্ষের (সঙ্কল্প আকাশেরই কার্য্য) বীজ। সেই যে অহঙ্কার, তাহারই এক দেশ হইতে স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে[১২]। সেইজন্য সেই অহম্ভাববিশিষ্ট আকাশরূপ পরমসত্তা শাস্ত্রীয় ভাষার শব্দতন্মাত্র। এই শব্দতন্মাত্রা হইতে স্থূল শব্দের বিবিধ উৎপত্তি হইয়াছে[১৩]। অভিহিত শব্দতন্মাত্রা শব্দৌঘশাখীর (শব্দৌঘশাখী=শব্দময় বৃক্ষ, বেদ) পরম বীজ। সেই বীজ হইতে ভবিষ্যৎ নাম ও আকার এবং পদ,. বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ, সমস্তই উদিত হইয়াছে[১৪]। সেই বেদভাবাপন্ন পরমাত্মা এই পরিণামপ্রসারী নিখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন[১৫]। পূর্ব্বে যে বায়ু প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, তদ্যুক্ত চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য জীবনামের অভিধেয় অর্থাৎ বোধ্য। (জীবে প্রাণ সংযোগ আছে বলিয়া তাহা বায়ুযুক্ত)। এই জীব নিখিল মূর্ত্ত্যাকারের বীজ[১৬]। সেই প্রাণনামক মহাবায়ু হইতে তদ্ব্যাপ্ত চতুর্দ্দশ (সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ) ভুবন ও চতুর্ব্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) ও তৎসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইবে[১৭]। সেই বায়্বভিমানপ্রাপ্ত চৈতন্যের প্রস্পন্দে যে বপুঃ (আকারবিশেষ) প্রস্ফুরিত হয়, তাহাকে স্পর্শতন্মাত্রা কহে। তাহারই বিস্তারে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। এবং তাহা হইতেই সমুদায় স্পন্দনক্রিয়া প্রসৃত হয়[১৮।১৯]। তাহাতে যে পরম চৈতন্যের প্রকাশাত্মক ভাবনা (সঙ্কল্প) বিস্তৃত আছে, তাহারই দ্বারা তেজস্তন্মাত্রার উৎপত্তি এবং সেই তেজস্তন্মাত্রা আলোক-শাখীর

(আলোকরূপ মহাবৃক্ষের) বীজ[২০]। এই বীজ হইতে বিদ্যুৎ, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রমাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই রূপ ভেদে এতৎ সংসার বিস্তৃত হইয়াছে[২১]। অনন্তর সেই তেজ (তেজঃস্কন্ধাভিমানী আত্মা) "আমি জলময় হইব" ইত্যাকার সঙ্কল্পের (ভাবনার) বলে জলশরীরী হন। তাহারই বিকাশ আস্বাদ। এই আস্বাদ রসতন্মাত্রা নামে ব্যপদিষ্ট[২২]। এই রসতন্মাত্রা সমুদায় জলের (দ্রবপদার্থের) ও অম্ল মধুরাদি বিস্পষ্ট আস্বাদের বীজ এবং এ বীজও সংসার বিস্তারের কারণ[২৩]। পূর্ব্বোক্ত জলভাবাপন্ন পরমাত্মা "আমি পৃথিবী হইব" এইরূপ ভাবনা করতঃ ভাবিরূপনামা হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পগুণদ্বারা আপনাতে গন্ধ-তন্মাত্রতা দর্শন করেন[২৪]। সেই গন্ধতন্মাত্রা ভাবিভূগোলকের (স্থূল পৃথিবীর) মূল। অপিচ, তদ্ধেতুক তাহা মনুষ্যাদি-আকৃতি-শাখীর বীজ ও সে সকলের আধার[২৫]। তাপ ও বায়ু সংযোগে জল যেমন বুদ্বুদে পরিণত হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারযুক্ত চৈতন্যের বিভাবনায় (সঙ্কল্পের প্রতাপে) তন্মাত্রা (উৎপন্ন সূক্ষ্মভূত) সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডা-কারে পরিণত হইয়াছে[২৬]। হে রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়, হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে। অর্থাৎ যাবৎ না সর্ব্ব-বিনাশাত্মক মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ এ সকল বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত (অব্যাকৃত= ঐশী শক্তি বা মায়া) আকাশে সঙ্কল্পের ন্যায় ভাবরূপে অবস্থিত ছিল, সেই ঈশ্বর সঙ্কল্পস্থিত ভাবরূপী জগৎ এক্ষণে যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে স্থূল বটবৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তেমনি, স্থূলাকারে আবির্ভূত হইয়াছে[২৭।২৮]। মায়িক সৃষ্টির দর্শন যদ্রূপ, তাহা যেমন পরমাণু মধ্যেও সম্ভবে, * জগৎসৃষ্টির দর্শন ঠিক্ তদ্রূপ। এ সৃষ্টি ক্ষণমধ্যে আবির্ভূত ও ক্ষণমধ্যে তিরোভূত হইয়া থাকে[২৯]। এই যে স্থূলতা দেখিতেছ, ইহা বাস্তব নহে। এরূপ অবাস্তব স্থূলতায় বাস্তব সূক্ষ্মতার ক্ষতি হয় না। কারণ এই যে, সৃষ্টি বৈকারিক নহে; পরন্তু বৈবর্ত্তিক। (বিকার=সত্য সত্য অন্যথা হওয়া। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। বিবর্ত্ত=মিথ্যা অন্যথা হওয়া যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প)। অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ। ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ

---

* মায়িক সৃষ্টিতে দেখা যায়, পরমাণুতুল্য একটী ক্ষুদ্র বীজে ক্ষণমধ্যে শত শত বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। মায়িক সৃষ্টি=ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি।

বলিয়াই পরমচৈতন্যরূপ আধারে ইহা কখন স্থূলরূপে প্রকাশ পাইতেছে কখন বা সম্পিণ্ডিত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং কখন বা স্বীয় আধারে (চৈতন্যে) লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে[৩০]।

হে রাঘব! দৃশ্য জগতের বীজ তন্মাত্রাপঞ্চক। সে সকলের বীজ পরমাত্মার পরা শক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি শাস্ত্রান্তরের আদ্যাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তি হইতেই জগৎশ্রী বিস্তৃত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, সেই এক পরমাত্মতত্ত্ব মায়াশক্তির প্রস্ফুরণে জগদ্বীজ এবং জগৎ তাহার (সেই বীজের) অঙ্কুরাদি শাখাপ্রশাখান্ত মহাবৃক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই কারণে আমি বলিয়াছি, জগৎ অজ, অনন্ত ও চিন্মাত্র। চিন্মাত্র তাই ইহার রহস্য বা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকি[৩১,৩২]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। নভঃ, তেজঃ, তমঃ, সমস্তই অনুৎপন্ন ঐ সকলের সত্তার কারণ (আছে বলিয়া প্রতীত হইবার হেতু) চিদাত্মা অর্থাৎ বিকারকৃতবৈষম্যশূন্য পরব্রহ্ম। চিদাত্মা মায়াকাশে প্রস্ফুরিত হইলেই তাঁহাতে প্রথমে চেত্যবিষয়িনী কল্পনা উদিত হয়। পরে তৎসংযোগে জীবভাবের আবির্ভাব, তৎপরে অহংএর কল্পনা[১।৩]। অনন্তর অহং হইতে বা অহম্ভাবের পরিণামে বুদ্ধির উদয় হয় এবং বুদ্ধি হইতে মনন-ধর্ম্মী মন জন্মে। * মনের অন্তর্গর্ভে শব্দাদিবিষয়মাত্রার (তন্মাত্রার) পূর্ব্বসংস্কার অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়া মন হন[৪]। এই মন তন্মাত্রাপঞ্চকের ভাবনায় অর্থাৎ মেলনে বা পঞ্চীকরণে আধ্যাত্মিক মহাভূতরূপে প্রবর্দ্ধিত বা উপচিত হওয়ায় এই জগৎ নামক মহাগুল্ম বিলোকিত হইতেছে। অর্থাৎ মনই কল্পনার দ্বারা আপনাকে স্থূলদেহস্থ মনে করিতেছে ও জগৎ দেখিতেছে[৫]। স্বপ্নদ্রষ্টা যদ্রূপ স্বপ্নে অকৃত বা অনুৎপন্ন গ্রাম নগরাদি দর্শন করে, চিদাত্মাও তদ্রূপ মনের আবেশে জগৎ দর্শন করিতেছেন। সেইজন্য বলা যায়, ইহা স্বপ্নের ন্যায় চিৎনামক মহাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে[৬]। চিদাত্মাই জগৎরূপ করঞ্জকুঞ্জের অনুপ্ত বীজ। (করঞ্জ=একপ্রকার বৃক্ষ)। এ বীজ ক্ষিতি, বারি ও তেজঃ, কিছুরই অপেক্ষা করে না, অথচ অঙ্কুরিত হয়[৭]। যাহা কেবল চিৎ তাহাই স্বাপ্নসৃষ্টির ন্যায় চিন্ময় পৃথ্ব্যাদি সৃজন করে। যাহা কেবল চিৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহা যে খানেই থাকুক, সর্ব্বত্রই বাস্তব জগদঙ্কুর বর্জ্জিত। অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব। স্থূল জগতের বীজ পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চতন্মাত্রার বীজ অক্ষয় অব্যয় চিৎ[৮।৯]। যাহা বীজ, তাহাই ফল; সে ভাবেও এ জগৎ ব্রহ্মময়।

হে রামচন্দ্র! সৃষ্টির আদিতে চিৎ-ই কথিতপ্রকারে চেত্যবিস্তারকরণ সামর্থ্যের দ্বারা আপনাতে তন্মাত্রাপঞ্চক (শব্দতন্মাত্রা প্রভৃতি) কল্পনা

* বুদ্ধি শব্দের অর্থ এখানে মহত্তত্ত্ব এবং মন শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পকারী অন্তঃকরণ।

করেন, সেজন্য তাহা বাস্তব নহে। সেই কল্পিত তন্মাত্রাপঞ্চক উচ্ছুন বা উপচিত (পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বা পরস্পর বিমিশ্রিত) হইয়া এই স্থূল জগৎ বিস্তার করিয়াছে[১০,১১]। সুতরাং যাহা কেবল ও কল্পনাধিষ্ঠান, তাহাতে স্বপ্ন কল্পনার ন্যায় কল্পিত ভাবে অবস্থিত থাকায় এ সমস্তই তৎস্বরূপ; তাহার অতিরিক্ত নাই[১২]। যাহা কেবলমাত্র কল্পনা, তাহার স্বরূপসত্যতা কোথায়? পঞ্চতন্মাত্র যেমন ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তেমনি, তন্মাত্রা-প্রভব স্থূলভূত সমূহও ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত। সেই জন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মই ত্রিজগৎ[১৩,১৪]। এই স্থানে বলিতে পার যে, ব্রহ্মই কারণ ও ব্রহ্মই কার্য্য, ইহা কি প্রকারে সুসম্ভব হয়? একের কারণ ও কার্য্য উভয় ভাব লোক মধ্যে যুক্তিবহির্ভূত? তাহার প্রত্যুত্তর এইযে, আদি সৃষ্টিকালে যে প্রকারে তন্মাত্রা পঞ্চকের স্ফুরণ হয় সেই প্রকারে স্থূলভূতেরও স্ফুরণ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মায়িক সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য; অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নিজেই নিজ স্বাপ্ন সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য। তেমনি, ব্রহ্মও জগদ্বিবর্ত্তের কারণ ও কার্য্য। আরও বিশদ কথা এইযে, যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার কার্য্য কুম্ভ ব্যবহার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন, তেমনি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য্য জগৎও ব্যবহার দৃষ্টি ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন)। অতএব, জগৎ নামে কোন পৃথক্ পদার্থ এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই ও জন্মিতে দেখাও যায় নাই[১৫]। যেমন স্বপ্নসৃষ্ট ও সঙ্কল্পনির্ম্মিত নগর অসৎ হইলেও অর্থাৎ না থাকিলেও সতের ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি, পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ নামক পরমাত্মায় জীবাকাশের বাস্তব অভাব থাকিলেও অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। কথিতপ্রকারে পরম নির্ম্মল পরমাত্মায় বাস্তব পৃথ্ব্যাদির অবস্থান অসম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মে ভৌতিক সৃষ্টির উদয় যদ্রূপ, জীবের উদয়ও তদ্রূপ[১৬,১৭]।

হে রাঘব! সেই পরমাকাশ ব্রহ্মকাশে উক্ত জীবাকাশ স্বপ্ন ও সঙ্কল্প পুরীর ন্যায় অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই নির্ম্মলাত্মা পৃথিব্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও তাঁহাতে যে আকাশোদরে গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় আকাশাত্মা স্বরূপে উদিত হয়, তাহাকেই আমরা জীব নামে অভিহিত করি। হে রামচন্দ্র! অভিহিত জীবাকাশ (জীব নামক আকাশ। জীবভাব আকাশের ন্যায় আকারহীন বলিয়া আকাশ) যে

প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয়া জানিয়াছে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশ কল্পিত হয়। অনন্তর সেই সুবিস্তৃত সমষ্টি জীবাকাশে (জীবঘন বা জীবসত্ত্বরূপ আকারহীন পদার্থে) বিচ্ছিন্নভাবে "আমি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অল্প" ইত্যাকার অসংখ্য ভাবনার উদয় হয়। তাদৃশ ভাবনার উদয়ে ব্যষ্টি জীবের জন্ম হয়; সুতরাং তাহা সমষ্টির অনতিরিক্ত। যেমন সঙ্কল্পিত (মনঃকল্পিত) চন্দ্র অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সতের ন্যায় বোধারূঢ় হয়, তেমনি, ঐ ভাব অসৎ হইলেও অর্থাৎ অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় ভাবিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাদৃশ ভাবনার প্রভাবে তিনি ক্রমেই দৃশ্যরূপী হন[১৮।২০]। অনন্তর সেই অণুতেজঃ কণভাব অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে তারকার ন্যায় (ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন) অনুভব করেন, তাহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল হন। সেইরূপ স্থৌল্যই ভূতমাত্রাসম্বলিত লিঙ্গভাব এবং তাহাই শাস্ত্রান্তরের লিঙ্গদেহ[২১]। সেই লিঙ্গদেহ জ্ঞান ও চিত্তকল্পনা বশতঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে। জ্ঞান ও শরীর উভয়ই চিত্তকল্পনার বশে প্রাদুর্ভূত হয়। জীব সেই সেই কল্পনানুভবের বশে সেই সেই উপাধিতে সোঽহং ভাবে ভাবিত হয়। তাঁহার যে সেই তারকাকার লিঙ্গভাব, তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ করচরণাদিমান্ স্থূল দেহের কারণ। স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে আপনার পথিকত্ব অনুভব করে, তেমনি, এই জীবও আপনাকে তারকাকার অর্থাৎ শরীরী ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে। চিত্ত যেমন যেমন চেত্যাকার অর্থাৎ বিষয়াকার ধারণ করে, জীব তেমনি তেমনি সেই সেই উপাধির পক্ষানুসারী হয়। অর্থাৎ জীব বাস্তব পক্ষে সর্ব্বগামী হইলেও উক্তপ্রকারে অন্তঃস্থের ন্যায় ও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়াছেন। পর্ব্বত যেমন বহিঃস্থ হইয়াও দর্পণাদির প্রভাবে তদন্তরে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সর্ব্বত্র ব্যবহার অর্থাৎ গমনাগমনাদি করিতে সমর্থ এই দেহ যেমন কূপপতিত হইলে কূপ মাত্রে গতিবিধি করে, সর্ব্বগামী হয় না, অপিচ দূরপ্রচরণযোগ্য উচ্চৈঃস্বর যেমন আবরকের মধ্যে উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যেই অবস্থিতি করে, বাহিরে আইসে না, তেমনি, সর্ব্বগামী আত্মাও তারকা কোঠরে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাদির অন্তরস্থ কল্পিতাকাশে অহং-অভিমান ধারণ করিয়া যেন তিনি তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন, মনে করেন[২২।২৫]। যদ্রূপ

স্বপ্নদর্শন ও সঙ্কল্প দেহমধ্যেই সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, স্ফুলিঙ্গতুল্য উপাধিতে অহঙ্কারের আরোপে জীব তত্রস্থের ন্যায় হইয়া থাকেন এবং বাসনাময় দেহাদি অনুভব করেন[২৯]। প্রথমে বাসনাময় দেহাদির ব্যবহার করেন, অনন্তর তিনি ক্রমক্রমে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সঙ্কল্প বিকল্পরূপী মন, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু, এবং চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকেন। আমি দেখিব, এই ভাবের প্রভাবে দেখিবার জন্য ছিদ্রদ্বয় প্রসারিত হইয়াছে। সেই দুই ছিদ্রের নাম নেত্র, তাহারই দ্বারা দর্শন লালসা পূর্ণ হয়। আমি স্পর্শ করিব, এই ভাবের প্রভাবে স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক্ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রবণ করিব, এই ভাবের প্রভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণ লইব, এই ভাবের প্রভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসারন্ধ্রস্থিত), এবং আস্বাদ গ্রহণ করিব, এই ভাবনায় রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা বিস্তৃত হইয়াছে[২৭,৩০]। যাহা স্পন্দন তাহা বায়ু। চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ তাহার কার্য্য। বাহ্যজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান উক্তপ্রকারে সুসম্পন্ন হইতেছে এবং উক্ত সমস্তই বর্ণিতপ্রকারে ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অর্থাৎ বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সেই মূল চৈতন্যের বিবর্ত্ত[৩১]। এইরূপে ব্রহ্মই প্রথমে আতিবাহিকদেহী, * পরে স্থূলাকৃতি, তৎপরে এই সকল স্থূল দর্শন অনুভব করেন। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে স্ফুলিঙ্গাকারাদি বাহ্য বিষয় পর্য্যন্ত কল্পনা করতঃ তন্মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। এবং কথিতপ্রকারে আপনার সূক্ষ্ম আকারকে উচ্ছুন অর্থাৎ স্থূল করিয়াছেন[৩২]। এ সকল ব্যবহারে সত্যের ন্যায় অথচ অসত্য। অতএব, ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[৩৩]। স্ববুদ্ধিকল্পিত উপাধির অন্তঃস্থ হইয়া স্ববুদ্ধিকল্পিত অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) অবলোকন করিতেছেন[৩৪]। কেহ জলগত, কেহ বা সম্রাট এবং কেহবা ভাবিব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অনুভব করিতেছেন[৩৯।৩৫] †

হে রামচন্দ্র! দেশকালাদিশব্দনির্ম্মাণকর্ত্তা আতিবাহিক দেহী জীব চিৎস্থানে অবস্থিতি করিয়া দেশকালাদিভাবনা করতঃ সেই সেই শব্দের

* আতিবাহিকদেহ—চিত্তদেহ অর্থাৎ ভাবময় দেহ। এ দেহের দৃশ্যতা নাই। কেবল ভাব আছে।

† ইহার দ্বারা একই ব্রহ্মের প্রকারবৈবিধ্য বলা হইল। প্রথমে জলান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী, তৎপরে চতুর্ম্মুখব্রহ্মশরীরাভিমানী। মহর্ষি মনু যে বলিয়াছেন, "অপএব সসর্জ্জাদৌ" এ সেই কথা।

দ্বারাও বদ্ধ হইয়া আছেন। (শব্দের অর্থাৎ নামের) বস্তুতঃ ইহা (জগৎ) স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় অসৎ। অসৎ বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অলীক। সেই কারণে বলা যায়, ইহা অনুৎপন্ন। বাস্তব অনুৎপন্ন হইলেও বিরাট-রূপী আতিবাহিকদেহী আদ্য প্রজাপতি প্রভু স্বয়ম্ভু কথিতপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়[৩৬।৩৮]।

হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডাকার বিভ্রমে এমন কিছু নাই যাহাকে সম্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু (সিদ্ধ=যাহা সত্য সত্যই থাকে তাহা) বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই এবং দৃশ্যতাও নাই। অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই মহান্ ব্রহ্মাকাশ কোণে অবস্থিত আছে বলিয়া মনে হয়[৩৯।৪০]। ইহা সৎ (আছে) বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প নগরের ন্যায় নিতান্ত অসৎ, এবং ইহা কোন দ্রব্যের দ্বারা নির্ম্মিত, রঞ্জিত ও প্রযত্ন সহকারে প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তুত বা কৃত না হইলেও ইহা সেই সৎস্বরূপে বিরাজিত আছে। যেহেতু মহাকল্প কালে ব্রহ্মাদিরও লয় হয়, সেই হেতু ইহা পূর্ব্ব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্মৃতির ফল নহে। * যিনি ইহার স্রষ্টা তিনি যেরূপ, এই জগৎও সেইরূপ[৪১।৪৩]। পৃথিব্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে যে নিত্যজ্ঞান পরমাত্মা কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এই জগৎস্বপ্ন তিরোহিত হইলে তিনি কেবল হন অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন। তখন এ সকল দৃশ্য থাকে না। স্বপ্নের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পৃথিব্যাদি, মাত্র স্মৃতির আকারে অনুভূয়মান হইতে থাকে, ব্যোমরূপী জগৎকারণ ঠিক্ তদ্রূপরূপী হন এবং জগৎও তদ্রূপরূপী হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন জলের অনতিরিক্ত, তেমনি, সৃষ্টিও পরমাত্মার অনতিরিক্ত[৪৪।৪৬]। ইহা নিরাধার, নিরাধেয়, দ্বৈতরহিত সুতরাং একত্ববর্জ্জিত। † ইহা নির্ম্মল পরমাকাশে (ব্রহ্মে) জন্মিয়াছে অথচ জন্মে নাই[৪৭।৪৮]। সুতরাং বাস্তব

* এক এক মহাকল্প শেষ হয় আর সেই সেই কল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হন। সুতরাং নূতন কল্প নূতন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়। তাহার সহিত পূর্ব্ব ব্রহ্মার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং এ জগৎ পূর্ব্ব ব্রহ্মার সংস্কার প্রভব নহে। সুতরাং স্বীকার করা উচিত যে, জগৎ নূতন ব্রহ্মারই অবিদ্যাসমদ্ভূত। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে জীব পূর্ব্ব কল্পে উপাসনা বিশেষে সিদ্ধ হয় সেই জীব পরকল্পে ব্রহ্মা হয়।

† একত্ববর্জ্জিত কথার তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিত্ব থাকিলেই একত্বজ্ঞান হয়, নচেৎ কোন বস্তু "এক" এ রূপে কল্পনা করা যায় না। তাদৃশ ভাবে একত্ববর্জ্জিত।

কল্পে সংসার নাই। ইহাতে দৃশ্য বা দ্রষ্টা কিছুই নাই। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কিছুই নাই[৪৯।৫০]। স্থাবর বল, জঙ্গম বল, জগৎ বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশ। যেমন সলিলে আবর্ত্তের আবির্ভাব, তেমনি, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মস্বভাবের আবর্ত্তে এবম্প্রকার জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসৎ (অলীক) হইলেও আধারের অনুবর্ত্তী; সেই কারণে ইহা সতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে[৫১।৫২]। যেমন স্বপ্ন তিরোহিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীয় মরণ অলীক বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎ সেইরূপ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। সুতরাং ইহার স্বরূপ সেই অনাময় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৩]।

হে রাঘব! প্রজাপতি স্বয়ম্ভূ সেই পরম আকাশে (পরমাত্মায়) উক্ত আকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তিনিও পরমাকাশস্বরূপ। এই জগৎ সেই মনোময় বা আতিবাহিক শরীরী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন সুতরাং ইহা সঙ্কল্পসদৃশ নিস্তত্ত্ব[৫৪]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।
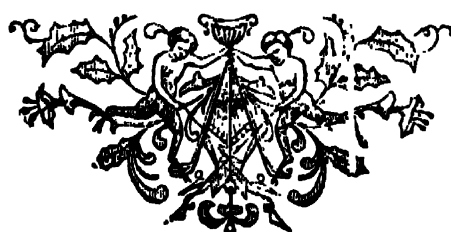
চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহং প্রভৃতি দৃশ্য কথিতপ্রকারেই কল্পিত হইয়াছে। কল্পিত হইয়াছে, জন্মে নাই। এ সকলের জন্ম নাই বলিয়া ইহার বিদ্যমানতাও নাই। তবে যে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইতেছে সে বিদ্যমানতা পরম পদের অর্থাৎ সর্ব্বময় ব্রহ্মের[১]। যেমন নিস্পন্দ সাগরগর্ভে জলস্পন্দের অর্থাৎ তরঙ্গমালার আবির্ভাব, তেমনি, সেই পরমাকাশে আকাশরূপ অপরিত্যাগে জীববৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে এক জীব; পরে তাহা হইতে অসংখ্য জীব। প্রথমাবির্ভূত জীব ব্রহ্মা। সেই বিরাটাত্মা প্রজাপতির পৃথ্ব্যাদিরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ নভোময় যে দেহ, তাহা আতিবাহিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তাহা অক্ষয় অথচ স্বপ্নশৈলের ন্যায় আভাসিত মাত্র। যদি স্বপ্ননগর চিরস্থায়ী হয়, চিত্রকর যদি মনে মনে একাগ্র চিত্তে যুদ্ধোদ্যোগী সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই চিত্তস্থ সংস্কারময় সেনাদল সেই জীবঘন ব্রহ্মার সহিত উপমিত হইতে পারে[২।৫]। যদি কোন এক মহাস্তম্ভে অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (শালভঞ্জিকা=ছবি। খোদাই করা নহে, এরূপ ছবি) বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত এই বিরাট্ পুরুষের তুলনা হইতে পারে। বিরাট্ পুরুষও ব্রহ্মস্বরূপ মহাস্তম্ভের অনুৎকীর্ণ ছবি[৬]। এই আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বকার্য্যের অভাব হেতু কারণবিহীন[৭] (অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ জীবের ন্যায় উৎপাদক কারণ নাই)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপ্রলয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহগণ মুক্ত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম নাই[৮]। আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা দর্পণপ্রতিবিম্বিত কুড্যের (দেওয়ালের) ন্যায় দৃশ্য হইলেও পৃথক সত্তা না থাকায় দর্শনের অযোগ্য। বস্তুতঃই তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, স্রষ্টা, সৃষ্ট ও সৃজন, ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, ইত্যাদির কিছুই নহেন অথচ সকলিই তিনি[৯]। ইনিই প্রত্যগাত্মা (দেহীর অন্তরাত্মা) এবং ইনিই সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সে সকলের বোধক শব্দ। যদ্রূপ দীপ হইতে দীপ সমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, আদ্য প্রজাপতি হইতে নিখিল জীবের

উৎপত্তি হইয়াছে[১০]। যেরূপ সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পের ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের উৎপত্তি, সেইরূপ, বিরাডাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষ হইতে শাখা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ, বিরাডাত্মা ব্রহ্মার প্রতিস্পন্দ হইতে জীববৃন্দ বিসৃত হইয়াছে। সহকারী কারণ না থাকায় তাহারা তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে[১১]। সহকারী কারণ না থাকিলেই কার্য্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে[১২,১৩]। যাঁহা হইতে পৃথ্বাদি অলীক বস্তু পরম্পরা সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশস্বরূপ আদি ব্রহ্মা এবং তিনিই বিরাডাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে পরিচিত[১৪]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! জীব কি পরিমিত? (পরিমিত=পরিচ্ছিন্ন বা পরিমাণবিশিষ্ট) না অপরিমিত? অসংখ্য? না নির্দ্দিষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট? অথবা অসংখ্য হইলেও অচলপিণ্ডের ন্যায় পরস্পরাশ্লেষে এক? * আপনি বলিলেন যে, আদ্য প্রজাপতি হইতে জীববৃন্দ নিঃসৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অবাস্তব। মূল যদি সত্য সত্যই অবাস্তব হয় তাহা হইলে বারি হইতে বারিধারার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর বারিধি হইতে অম্বুকণার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর তপ্তলৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় হউক, জীবপুঞ্জ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণন করুন[১৫,১৬]? হে ভগবন্! আমি জীববৃন্দের তত্ত্ববিনির্ণয় যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারি, আপনি তাহাই আমার নিকট উপদেশ করুন[১৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলপাবন রাম! যখন এক জীবও নাই, তখন জীবরাশি কোথায়? কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে? তোমার প্রশ্ন শশশৃঙ্গকে অতিক্রম করিতেছে[১৮]। রাঘব! জীবও নাই, জীবরাশিও নাই এবং পর্ব্বতের ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই[১৯]। জীব কি? জীব প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ সর্ব্বগ অমল ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সেই হেতু তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনাকৌশল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন লোক সকল বিচিত্র ফুল্লিত লতা দর্শন

* ভাব এই যে, সমষ্টি মিথ্যা হয় হউক, ব্যষ্টি জীবের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষবাধিত। সকলেই 'আমি' ইত্যাকারে আপনাকে সত্য বলিয়া বিজ্ঞাত আছে।

করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মও সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারী চিন্মাত্রের আভাসে অনুপ্রবেশ দ্বারা আপনাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সন্দর্শন করেন[২০।২২]। যিনি চিন্ময় ব্রহ্ম তিনি আপনিই আপনাকে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া বা প্রস্পন্দ মন, দ্বিত্ব ও একত্ব প্রভৃতি নানা প্রকারে অবগত হন। সেরূপ অবগতির কারণ অবিদ্যা। তিনি স্বাশ্রিত অবিদ্যার বা অবোধতার দ্বারা ঐরূপ হন। আবার সম্যক্ বোধোদয় হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা তিরোহিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়[২৩।২৪]। যখন আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হয় তখনই সেই অবুদ্ধতা দূরীকৃত হয়। অন্ধকার যেমন দীপ দ্বারা দৃষ্ট হইবা মাত্র পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞানও আত্মজ্ঞানোদয়ে পলায়ন করে। অজ্ঞান যে কি? তাহার স্বরূপ বা তত্ত্ব কিম্বিধ? তাহা নির্ণীত হয় না[২৫]। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব। তিনি বিভাগরহিত, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত, মহাচৈতন্য ও সম্পন্নরূপী[২৬]। সর্ব্বব্যাপিত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার কোন ভেদ কল্পনা নাই, যে কিছু ভেদকল্পনা সে সমস্তই তাঁহার মায়িক-বিভূতি[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! যদি একই মহাজীব এবং তাহা হইতেই যদি পৃথক্ পৃথক্ সংসারী জীব, তাহা হইলে তাহারা কেন মহাজীবতুল্য নহে? অর্থাৎ সংসারী জীবেরা কিজন্য অল্পজ্ঞানী ও ব্যর্থসঙ্কল্প হয়?[২৮] বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, যিনি মহাজীবের আত্মা তিনি ব্যষ্টি বিভাগের পূর্ব্বে "আমি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাকার ইচ্ছায় বিদ্যমান থাকেন। তখন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন হয়। বিভাগের পূর্ব্বে, ব্যষ্টি ভাব উদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়, পরে তাহা হইতে দ্বৈতপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। যেমন কুম্ভকারের দণ্ড, চক্র ও চক্রভ্রমণাদি ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয়, তেমনি, দ্বৈতবিভাগও ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল বিভাগ তাঁহার অংশ-স্বরূপ ও জীবরূপে কল্পিত (অংশ=ভাগ বা ঔপাধিক বিভাগ)[২৯।৩১]। মহর্ষিদিগের বিনা ক্রিয়াক্রমে কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সেই প্রধান পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা। "ইহার এই ইচ্ছা বা এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক" প্রধান পুরুষের এই অভিনিবেশের বলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে[৩২]। এই যে অন্ন

শক্তিমান্ জীব, ইহাও সেই মহাজীবের শক্তি। তিনি মহাশক্তি, জীবেরা তাঁহার অংশ-শক্তি। * সুতরাং মহাশক্তির নিয়মন ব্যতীত কেবল ক্ষুদ্র শক্তিতে কোন কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাশক্তির অনুগ্রহ থাকিলে ইচ্ছার ফল হয়, নচেৎ হয় না। রাম! কথিতপ্রকারে সেই অনাদ্যনন্তস্বরূপী মহাজীব ব্রহ্মই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রতিপ্রকাশিত হই-তেছে[৩৩।৩৫]। চিৎশক্তিই বিষয়ানুভব দ্বারা জীব হয় ও সংসার অনু-ভব করে। অপিচ, সেই চিৎশক্তি বিষয়ানুভব বর্জ্জিত হইলে সম-ব্রহ্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়[৩৬]। তাম্র যেমন পারদের অথবা ঔষধ বিশেষের দ্বারা পাক বিশেষে অথবা স্পর্শ বিশেষে সুবর্ণাকার ধারণ করে, তেমনি, কনিষ্ঠ জীবেরাও শ্রেষ্ঠ জীবের উপাসনায় মহাজীবত্ব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৭]। জীবভাব ও জগদ্ভাব বিচার করিয়া দেখিলে পৃথক্ বস্তু লব্ধ হয় না, কেবল মাত্র চেতনের অদ্ভুত লীলাই অবগত হওয়া যায়। রাম! শরীরাবৃত আত্মায় অর্থাৎ চৈতন্যনামক মহাকাশে এ সকল না থাকিলেও কথিতপ্রকারে সত্যবৎ উদিত হইতেছে[৩৮]।

রামচন্দ্র! চিতের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা (অদ্ভুত সৃষ্টি সামর্থ্য), তাহাই ভবিষ্যৎ নামের ও দেহাদির অবভাস। অপিচ, তাহাই অহ-ন্তাবের উৎপাদক[৩৯]। চিত্ত চিৎস্বরূপ রসের আস্বাদনে অনুরক্ত ও তন্ময়াত্মহেতু অনন্ত; অথচ তাহা চিৎ হইতে প্রস্ফুরিত। তাদৃশ চিত্তে এই ত্রিভুবন প্রতিবিম্বিত[৪০]। + সেই চিৎ যদিও অক্ষয় অব্যয় নিত্য নির্ব্বিকার ও একরূপ, তথাপি, তদীয় বিচিত্র শক্তির উদ্ভবে তিনি পরিণাম ও বিকার প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বিভিন্নের ন্যায় প্রতীতি গোচর হইতেছেন[৪১]। চিতের ও চিৎপ্রকাশ্য চেত্য নিবহের (বিষয় সমূহের) যে স্বাভাবিক অথবা স্বতঃসমুত্থ মিলিত প্রকাশ, (বিমিশ্র প্রকাশ) তাহাই এক্ষণে জগৎ[৪২]। চিতের যে শক্তি উক্তপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে সে শক্তি আকাশ অপেক্ষাও দুর্লক্ষ্য। সেই দুর্জ্জ্যেয়তত্ত্ব চিৎ-শক্তিই অহং দেখিতেছে[৪৩]। আত্মাতেই আত্মার দ্বারা বারিতে বারি-তরঙ্গের ন্যায় প্রস্ফুরিত এবং ক্রমশঃ উৎকর্ষ পরম্পরা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত

* যেমন এক বিস্তীর্ণ বহ্নিশক্তি মহাশক্তি; স্ফুলিঙ্গ তাহার অংশশক্তি, সেইরূপ।

+ জগৎ-সংস্কার-সংস্কৃত মায়ায় প্রতিফলিত আত্মচৈতন্যেই বিশ্বমণ্ডল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হই-য়াছে। এরূপ জগৎস্ফূর্ত্তি অনাদিপ্রবাহে চলিতেছে।

এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সেই অহং দর্শনের সীমা অর্থাৎ সেই অহং ভ্রমই ঈদৃশ জগদ্ভ্রমের মূল[৪৪]। চমৎকারকারিণী চিৎশক্তির যে চিচ্চমৎকারিতা তাহাই জগৎ; তদ্ভিন্ন পৃথক্ জগৎ নাই[৪৫]। রাঘব! চিতের যে প্রথম চেত্য (প্রথম দৃশ্য বা প্রথম অবগাহ্য) তাহাই অহং এবং তাহা (অহংতা) কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহার বীজ কল্পিত অবশ্য তাহার ফলও কল্পিত। এ নিয়ম অনুসারেও এই জগৎ কল্পিত। অতএব, কল্পনায় দ্বিত্ব একত্ব অবস্থানের বিচার বিফল[৪৬]। জীবভাব অবস্থানের কারণ—পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার—যাহার অন্য নাম অদৃষ্ট ও বাসনা। তাহা ত্যাগ হইলে পর তুমি আমি ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। যতই কল্পনা আছে তৎসমুদায়ের মধ্যে "তুমি আমি" এই কল্পনা অত্যন্ত দুস্ত্যজ। তুমি আমি কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সুতরাং তখন সর্ব্ব কল্পনার অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী হয় সুতরাং তখন অপরিচ্ছিন্ন কেবল আত্মসত্তা অবশিষ্ট থাকে[৪৭]। জ্ঞানের প্রভাবে দৃশ্যসত্তা তিরোহিত হইলে দৃশ্য দর্শনের আধার যে চৈতন্য, তদীয় নির্ম্মল সত্তা তদবধি সতত উদিত থাকে, কদাচ অন্যথা হয় না। মেঘের তিরোধানে নির্ম্মল ব্যোম-সত্তা যদ্রূপ, দৃশ্যসত্তার তিরোধানে দৃক্‌সত্তাও তদ্রূপ। বস্তুতঃই নির্ম্মেঘ সমেঘ আকাশের ন্যায়ে চিত্ত ও চিৎ উভয়ের সত্তা অভিন্ন[৪৮]। মন চেষ্টাত্মক তাহা শূন্যাকার, জগৎ তদাত্মক সুতরাং শূন্য (সূক্ষ্ম জগৎ বা অন্তর্জ্জগৎ শূন্য অর্থাৎ নিরাকার) এবং ইন্দ্রিয়রূপ প্রপঞ্চ দেবগণের আলয়স্বরূপ যে সাকার জগৎ (বিরাট ও বিশ্ব) তাহাও শূন্য। পরন্তু চিচ্চমৎকারিতা প্রযুক্ত ঐ সকল আকার বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ফল কথা, চিৎচমৎকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই। নিয়ম এই যে, যাহা যাহার বিলাস (লীলা), তাহা তদাত্মক। কদাচ তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ নিয়ম সাবয়ব পক্ষে দেদীপ্যমান, নিরবয়বের পক্ষে ত কথাই নাই[৪৯।৫০]। নামাদিরহিত সর্ব্বসাক্ষিণী চিতির যে রূপ, তাহাই এই জগতের তাত্ত্বিক রূপ। এ বিষয়ের বিশদ কথা এই যে, চিতির যে নামরূপাদি নিকৃষ্টভাব—তাহাই চেত্য এবং সেই চেত্য হইতে জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ হইতে এই স্ফুরণরূপী জগতের নাম রূপাদি কল্পিত ও প্রকাশিত হইয়াছে)[৫১]। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ ভূত, তদ্বাচক বাক্য ও

দিক্ প্রভৃতির রচনা সমস্তই চিতি হইতে হইয়াছে এবং চিৎই কথিত-প্রকারে জগৎস্থিতির কারণ হইয়াছে[৫২]। চিত্তের চিত্ত্বই জগৎ; অজগৎ চিত্ত্ব (চিত্তের ধর্ম্ম বা সামর্থ্য বিশেষ) নাই। চিৎ ও চিত্ত্ব উভয়ের কল্পনারূপ ভান (প্রতীতি) অনুসারেই ভেদ প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু সে ভেদ বাস্তব নহে। ভাবিয়া দেখ, চিত্তের কল্পনা ব্যতিরেকে জগৎ কোথায়?[৫৩] চিদ্ব্রহ্মের যে অর্থপ্রথন সামর্থ্য অর্থাৎ বিষয় দেখিবার শক্তি, সেই শক্তিই অর্থাৎ সেই অর্থপ্রথনসামর্থ্যই জীব ও জীবভোগ্য ভূত ও ভৌতিক আকারে অর্থাৎ জগদাকারে অবস্থান করিতেছে[৫৪]। চিৎ হইতে চিত্তের ও চিত্ত হইতে যে অহং ভাবের স্ফুরণ হয়, সেই স্ফুরণ স্পন্দনক্রিয় প্রাণের যোগে জীব শব্দের অভিধেয় হইয়াছে[৫৫]। চিৎ পদার্থ চিত্তনামক ধর্ম্মের উদ্রেক হওয়ায় তদ্বিকার অহংভাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হইয়াছে সত্য, পরন্তু তাহা হইলেও সে সকল (উপাধি) মিথ্যা বা বৃথা অবভাস বলিয়া তদ্দ্বারা চিৎস্বভাবের অন্যথা ঘটনা হয় না[৫৬]। কোনও বস্তু আপনার ক্রিয়ায় আপনি ভিন্ন হয় না। যদি তাহা না হয় তবে অহঙ্কার-প্রধান চিৎ হইতে স্পন্দপ্রধান প্রাণ ভিন্ন হইবে কেন? যে চিৎ সে-ই প্রাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় স্থির হয় যে, স্পন্দশক্তিসম্বন্দিত চিৎই পুরুষ ও আত্মা অর্থাৎ জীব[৫৭]। অপিচ চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা বাস্তব জীব ভেদ সিদ্ধ হয় না। জীবের উপাধি মন, তাহা গোলক ভেদে (গোলক = স্থান) বিভিন্নপ্রায়; কিন্তু গোলকের অভাবে এক[৫৮]। কথিতপ্রকারে জীবের ও জগতের অবাস্তবত্ব অবগত হওয়া যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, অতিতুচ্ছ কার্য্য-কারণাদি ভাবময় এই জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটা অর্থাৎ প্রান্তভাগস্থ অন্য এক প্রকার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এ প্রকাশ তদাশ্রিত মায়ার বিলাস; তাহার (মায়ার) উপশমে তাহা (চিৎ) নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা[৫৯]। ইহারই নাম পরমাত্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন। এ দর্শনের ফল অনর্থ নিবৃত্তি। অনর্থ নিবৃত্তি এইরূপে অনুভূত হইতে থাকে—

আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচলের ন্যায় এক ও এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছি[৬০]। অজ্ঞ জীব এ তত্ত্ব জানে না, না জানিয়া বিবাদ করে। তাহারা নিজে ভ্রান্ত হইয়া অন্যকেও ভ্রমে নিপাতিত করে[৬১]। ইহা দৃশ্য, ইহা মূর্ত্তি, এ সকল

তাব অজ্ঞ দিগেরই জ্ঞানে রূঢ় থাকে। অজ্ঞ দৃষ্টিতেই পৃথক্ পৃথক্ বিকার দৃষ্ট হয়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নহে। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দ্বৈত, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অদ্বৈত৬২। চিৎ একটী তরু, তাহাতে বিষয়াশক্তিরূপ জলসিঞ্চন, তদ্দ্বারা বসন্তকান্তির অনুরূপ তদীয় অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তির বিলাস, তদ্দ্বারা অতিবিশদ কাল প্রভৃতি সম্বলিত জগৎ নাম্নী মঞ্জরী বিস্তৃত হয়৬৩। চিৎ-ই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে, চিৎ-ই অণ্ডজাত্মক বায়ু অর্থাৎ (সূত্রাত্মা), চিৎ-ই বারিরূপে প্রস্ফুরিত। সে বারি তড়াগাদি খনন দ্বারা সমুৎপন্ন নহে। অর্থাৎ তাহা প্রথমোৎপন্ন চতুর্থ ভূত। সেই চিৎ-পদার্থই বিচিত্র স্বর্ণরজতাদি ধাতুরূপী; তাহা হইতেই দেব, অসুর ও মনুষ্যাদির দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে৬৪।৬৫। তিনিই বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্না রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। এই চিৎ স্বয়ম্প্রকাশ। সমুদায় বাহ্য বস্তু অস্তগত হইলেও ইনি (চিৎ) স্বপ্রভাবে সমুদিত থাকেন। ইনিই জাড্যভাব দ্বারা স্থাবরাদি জড় বস্তুতে সুষুপ্তি-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন৬৬।৬৭। * ইনি যখন অবিচারপরায়ণ হন, অজ্ঞানাবিষ্ট হন, তখন স্বকল্পিত স্পন্দস্বভাব প্রাণাদিতে আত্মভাব কল্পনা করতঃ সংসারী হন। যখন বিচারপরায়ণ হন, আপনার অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্বীয় স্বভাবে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই জগৎ চিত্তর অবস্থা অনুসারে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়রূপী। বিচারারূঢ় চিত্ত জগৎ নাই বলিয়া জানে এবং অবিচারাক্রান্ত চিত্ত জগৎ আছে বলিয়া জানে৬৮। চিৎ-ই শূন্য, চিৎ-ই মহালোক, চিৎ-ই স্পন্দনশীল সমীরণ, চিৎ-ই অন্ধকার, চিৎ-ই সূর্য্যের আলোক; এইরূপ বিবেচনা করিলে চিতের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব গ্রাহ্য করিতে হয়, অন্যথা ঐ সকলের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম দৃষ্টিতে জগৎ নাই। জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ বিবেচনায় জগতের অনস্তিত্ব। যেমন তৈল দগ্ধ হইলে কজ্জল হয়, তেমনি, এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে চিন্মাত্রে অবশেষিত হয়। পরমাণু অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য চিৎ-ই উক্তরূপে জগতের উৎপত্তি-পরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছে৬৯।৭১। চিৎ-ই অগ্নির উষ্ণতা, চিৎ-ই জগতের চিহ্ন, চিৎ-ই জগৎ, চিৎ-ই শব্দের

* প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু তাহা অব্যক্ত। আধার বিশেষে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি। মন থাকিলে তাহাতেই চৈতন্যের প্রদীপ্ত প্রকাশ প্রকাশ পায়।

ধবলতা, চিৎ-ই শৈলের জঠর, চিৎ-ই জলের দ্রবত্ব, জগদ্রূপিনী চিৎ-ই ইক্ষুরসের মাধুর্য্য, ক্ষীরের মধুরতা, জলের স্নিগ্ধতা, হিমের শীতলতা, অনলের শিখা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের বীচি, মধুর দ্রব্যের মাধুর্য্য, কনকের অঙ্গদ এবং পুষ্পের সৌগন্ধ। এই জগৎ সেই চিদ্রূপিনী লতার ফল। চিৎসত্তাই জগতের সত্তা, পৃথক্ জগৎসত্তা নাই। জগতের যে অস্তিতা, তাহা চিতেরই বপুঃ অর্থাৎ শরীর[৭২।৭৫]। তুমি, আমি, অগ, নগ, নদ, নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও সে প্রতীতি অবস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন আকাশে নীলিমার প্রতীতি হয় অথচ তাহা আকাশে অনবস্থিত, তেমনি, ভুবনত্রয় প্রতীত হয় বটে; পরন্তু তাহা নাই। (পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আধারের অস্তিত্বে, আছে বলিয়া প্রতীত হয়। আধার চিদ্ব্রহ্ম)[৭৬]।

পরমাত্মা অবিকল্প অর্থাৎ নির্ভেদ। সেইজন্য তাঁহার সত্তা ও অসত্তা উভয়ই তুল্য। যেমন অবয়ব অবয়বীর, শব্দের ও অর্থের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, চিতের ও জগতের প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ অবয়ব অবয়বী, শব্দ ও অর্থ, সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। যেহেতু অলীক সেই হেতু সাগর ও পৃথিব্যাদি সমেত এতজ্জগৎ বস্তুকল্পে নাই[৭৭।৭৮]।

রাঘব! চিৎ এক ও একরস। সেজন্য তাহাতে অবয়বাদি বিন্যা-সের প্রশক্তি বা সম্ভাবনা নাই। ইনি সর্ব্বকাল স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবে অবস্থিত। যেমন স্ফাটকশিলা নগরাদি প্রতিবিম্বের সন্নিবেশ ধারণ করে, তেমনি, নির্ম্মল চিৎ এই অসৎ জগতের প্রতিভাস মাত্র ধারণ করিতেছে। পল্লব যেমন তরু হইতে পৃথগ্ভাবে অনিরূঢ় ও অনন্যাত্মা এবং তাহা যেমন স্বীয় অভেদে শিরাদি ধারণ করে, চিৎ সেইরূপে এই জগৎকে ধারণ করিতেছে। এই চিৎ কারণ সমূহের পিতামহ[৭৯।৮২]। চেত্য (চিতের বিষয় অর্থাৎ চৈতন্যের বিজ্ঞেয় বা প্রকাশ্য) নাই বলিলাম, এ কথায় যেন মনে করিও না যে, চিৎও নাই। চিৎ নাই, এ কথাটাও অযুক্ত। কারণ, চিৎ (চৈতন্য) স্বানুভবসিদ্ধ। যাহা কিছুতে থাকে, অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহাতেই দৃশ্যতা উদয় প্রাপ্ত হয়। বীজে অঙ্কুর থাকে বলিয়াই বীজ হইতে অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়[৮৩।৮৪]। দৃশ্য নাই বলিয়াছি, যদি তাহা তুমি ধারণ করিতে না পার, (তাহাতে যদি বিশ্বাস আগমন না করে) এবং দৃশ্য থাকা পক্ষে যদি বিশেষ আগ্রহই থাকে, তাহা হইলে

স্বপ্ন অনুভব দ্বারা চিত্তনিরূঢ় ভেদজ্ঞান দূরীকৃত কর। করিয়া "এ সকল সেই পরমপদাত্মক ও চিন্ময় এবং চিৎ আছে" বলিয়াই এ সকল আছে" এইরূপে ইহার অস্তিত্ব অর্থাৎ থাকা স্বীকার কর[৮৫]।

বাল্মীকি কহিলেন, মহর্ষে! (ভরদ্বাজ!) বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান ও সাংকাল উপস্থিত হইল। তথন সায়ন্তন-কার্য্য সমাধানার্থ মুনিগণ এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ প্রস্থান করিলেন। পরে রজনী অতিক্রান্ত ও দিবাকর সমুদিত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন[৮৬]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা জগৎ নহে; কিন্তু চিদাকাশ। চিদাকাশ ও আত্মা সমান কথা। যেমন নির্ম্মল গগনমণ্ডলে মুক্তাশ্রেণীর ভ্রম হয়, (মেঘখণ্ডের ভঙ্গী বিশেষে) তেমনি, সেই নির্ম্মল আত্মায় জগৎ ভ্রম হইতেছে। যেন চিদ্রূপ স্তম্ভে ত্রিজগদ্রূপ অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (কেহ খোদাই করে নাই এরূপ আকৃতি) বিরাজ করিতেছে। অথচ ইহা উৎকীর্ণ নহে এবং ইহার উৎকর্ত্তাও কেহ নাই[২]। সমুদ্র যেমন স্বকীয় স্বভাবে প্রস্পন্দিত হয়, তরঙ্গের বেগ প্রসৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ প্রতীতি হইয়া থাকে[৩]। মূঢ়েরা এই জগৎকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে সত্য; পরন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। পর্ব্বত ও পরমাণুতে যেরূপ প্রভেদ, চৈতন্যে ও চৈতন্যে ভাসমান জগতে সেইরূপ প্রভেদ। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে গবাক্ষ ছিদ্রে নিঃসৃত প্রাতঃকালের সূর্য্য কিরণের সহায়তা ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না[৪]। যেমন গবাক্ষ ছিদ্রাগত প্রাতঃসূর্য্যকিরণে ভাসমান পরমাণু সকল তৎকিরণের অভাবে অনুভবগম্য হয় না, তেমনি, স্বচৈতন্যে ভাসমান জগৎ স্বচৈতন্যের ব্যতিরেকে অভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কথাগুলির ভাবার্থ—স্বাত্মভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মূল। বিস্পষ্ট স্বাত্মদর্শন হইলেই জগদ্দর্শন তিরোহিত হয়[৫]। এই পৃথ্বী প্রভৃতি জগৎ অনুভূত হইলেও স্বপ্নসঙ্কল্পাদির ন্যায় অলীক। (যেমন পর্ব্বত কোথায় তাহার স্থিরতা নাই অথচ মন স্বপ্ন কালে ও কল্পনাকালে পর্ব্বত দেখে)। জগৎ বস্তুতঃ বিজ্ঞানাকাশরূপী। তাহাতে যে স্থূল পিণ্ডাকার জগৎ দেখা যায় তাহা যদ্রূপ মরুভূমিতে সরিৎভ্রান্তির দর্শন তদ্রূপ। অর্থাৎ ভ্রান্তি[৬,৭]। এই যে দৃশ্যতা, ইহা ভ্রান্তিবিশেষ। জগৎ মূর্ত্তও নহে, অমূর্ত্তও নহে, কিছুই নহে। অথচ ইহা মরুভূমিতে নদীপ্রবাহের ন্যায় ও মনোরথময় নগরের ন্যায় কেবল মাত্র অন্তরেই দেখা দেয়[৮]। যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ, সারাসারবিবেচনাশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দিগের নিকট এই জগতের দৃশ্যশ্রী অসৎস্বরূপে প্রতিপন্ন

হইয়া থাকে। তাঁহারা জানিতে পারেন যে, জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত[৯]। অবিবেকী ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে জগৎ শব্দ কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু বিবেকীরা ও তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। রাম! আমি তোমাকে সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুগামী হইও না। বস্তুতঃই জগৎ, ব্রহ্ম, আমি, এ সকল শব্দের অর্থে কোন প্রকার ভিন্নতা নাই[১০]। যেমন শূন্যাত্মক আকাশ ও সূর্য্যের আলোক, যেমন স্বপ্ন মেঘ ও মনঃকল্পিত মেঘ, তেমনি, জগৎ ও তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীর জগদ্দর্শন আর ব্রহ্মদর্শন তুল্য। তত্ত্বদর্শীরা দেখেন, এ সমস্তই সেই অচেত্য চিৎ (ব্রহ্ম)[১১]। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও জাগ্রদ্দৃষ্ট নগর তুলনায় সমান, তেমনি, এই জগৎ ও সঙ্কল্পিত জগৎ তুলনায় সমান[১২]। সুতরাং জগৎ কেবল চিন্ময় ব্যোম। শূন্য, ব্যোম, জগৎ, এ সকল চিন্ময় ব্রহ্মের নাম ভেদ[১৩]। প্রোক্ত কারণে স্থির হয়, জগৎ প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্য—তত্তাবতের কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রকৃত নামাদিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না[১৪]। জগৎ কথিতপ্রকারে মায়ারূপ মহাকাশে অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং চিদাকাশ (ব্রহ্ম) তাহাতে বস্তুতঃ আবৃত হন নাই। এই কল্পিত জগৎ চিদাকাশের অণুমাত্রও আবৃত করিতে সমর্থ নহে[১৫]। ইহা আকাশসম নির্ম্মল এবং ইহার কোন বাস্তব মূর্ত্তি নাই। যেমন ব্যোমে ব্যোমময় চিত্ত ও সঙ্কল্পনগর অবস্থান করে, ইহা সেইরূপে অবস্থান করিতেছে[১৬]। এই বিষয়ে আমি মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটী আখ্যান তোমাকে বলিব। তাহা শুনিতে মধুর। বিশেষতঃ তাহা শুনিলে তোমার চিত্তে উপদিষ্ট কথা সকলের অর্থ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীত হইবে[১৭]।

মণ্ডপোপাখ্যান।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি শীঘ্র আমার নিকট সংক্ষেপে বোধ বৃদ্ধির উপায়ীভূত সমুদায় মণ্ডপোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন—যাহা শ্রবণ করিলে আমার বোধ বিবৃদ্ধ হইবে[১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। এই মহীমণ্ডলে কুলরূপ কমলের বিকাশক বিবেকশালী শ্রীমান্ ও বহুপুত্রবান্ পদ্মনামে এক নর-

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হে ভূদেবগণ! এই পৃথিবীতে মানবগণ কি উপায়ে অমরত্ব লাভ করিতে পারে?"[২৩]

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, দেবি! তপঃ ও জপাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রায় সমুদায় কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অমরত্ব লাভ হইতে পারে না[২৩]।

লীলা দ্বিজমুখে ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ ভর্ত্তৃবিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলিতা হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রজ্ঞার দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৪] "যদি দৈবাৎ শুভাদৃষ্ট বশতঃ ভর্ত্তার অগ্রে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার কোন দুঃখই ভোগ করিতে হইবে না। প্রত্যুত পরম সুখে কাল যাপন করিয়া যাইব। কিন্তু আমার স্বামী যদি সহস্র বৎসর পরেও আমার সম্মুখে লোকান্তর যাত্রা করেন তাহা হইলে আমি এরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রিয়পতির বিয়োগজনিত দুঃখ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। আমার এই ভর্ত্তার জীব যদি আমার এই গৃহ হইতে অন্যত্র না যান তাহা হইলেও আমি এই অন্তঃপুর মণ্ডপে তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব[২৩।২৮]। অতএব, আজ হইতেই আমি তদর্থে অর্থাৎ সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তপঃ, জপ, উপবাসাদি ও নিয়মাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীর অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হই[২৯]।"

অনন্তর রাজমহিষী লীলা পতির অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রানুসারী উগ্রতর তপস্যাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তি দেবীর আরাধনায় নিযুক্তা হইলেন। * নিয়মশালিনী রাজ্ঞী লীলা সর্ব্বাস্তিক্যজ্ঞান (সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা) সহকারে সদাচারপরায়ণা ও স্নান, দান, তপস্যা ও ধ্যান নিরতা থাকিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, পুনশ্চ ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, এতদ্বিধ নিয়ম অবলম্বন করতঃ তপশ্চর্য্যায় নিযুক্তা থাকিলেন। ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের সেবায় এবং যোগ্য সময়ে

* যদিও শাস্ত্র আছে, স্ত্রী পতির বিনা অনুমতিতে উপবাসাদি করিবেক না। "যা স্ত্রী ভর্ত্রাহননুজ্ঞাতা উপবাসব্রতং চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্মৃতা নরকমৃচ্ছতি।" তথাপি "প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্ত্তৃহিতং চরেৎ। ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ।" এই শাস্ত্রের দ্বারা স্থির করা যায় যে নারীরা ভর্ত্তৃহিতকর ব্রতাদি ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকেও স্বাধীন ভাবে করিতে পারে।

উচিত উদ্যোগের সহিত শাস্ত্রানুসারে ভর্ত্তার সন্তোষ সাধনে নিযুক্তা রহিলেন[৩২।৩৩]। ঐরূপে ত্রিশত নিশা অতিবাহিত হইল। ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী রাজমহিষীর উক্তবিধ পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া তদীয় দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার নিরন্তরিত তপস্যায় ও অকপট পরিচর্য্যায় প্রীতা হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর[৩৪।৩৬]।

রাজমহিষী লীলা সানন্দিত চিত্তে বলিলেন, দেবি! আপনি জন্ম ও জরারূপ দহনে দগ্ধকল্প জীবের দাহনিবারিণী চন্দ্রপ্রভা এবং হৃদয়ান্ধকারনিবারিণী রবিপ্রভা। আপনার জয় হউক[৩৭]। আপনিই এই ত্রিজগতের জননী। মাতঃ! আপনি এই দুঃখিনী কন্যাকে বরদ্বয় প্রদান করতঃ পরিত্রাণ করুন[৩৮]। আমার এক বর—আমার স্বামী দেহবিহীন হইলে, তাঁহার জীবন যেন আমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়। অপর বর—আমি ইচ্ছানুসারে আপনার দর্শন প্রার্থনা করিলে যেন তন্মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি[৩৯।৪০]।

জগন্মাতা স্বরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "তাহাই হইবে।" ভগবতী জ্ঞানদেবী স্বরস্বতী ঐরূপ বলিয়া সাগরে সাগরসমুত্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন[৪১]। অনন্তর রাজমহিষী লীলা ইষ্টদেবতার সন্তোষ সাধন করতঃ বর লাভ করিয়া হরিণী যেমন গীত শ্রবণে আনন্দিতা হয় সেইরূপ আনন্দিতা হইলেন[৪২]। পরে পক্ষ, মাস ও ঋতু যাহার বলয়, দিন যাহার অংশ, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ যাহার নাভি, স্পন্দ যাহার মধ্যভাগ, সেই কাল চক্রের ক্রমপরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বামীর আয়ুঃশেষ হইল। মৃত্যু তদীয় সকাশে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তদীয় দেহ হইতে চেতনা অন্তর্হিত হইল। এ দিকে রাজমহিষী লীলা ভর্ত্তৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন এবং শুষ্করস পত্রের ন্যায় ও সলিলবিহীন কমলিনীর ন্যায় ম্লানা হইয়া পড়িলেন[৪৩।৪৫]। তাঁহার অধরপল্লব অত্যুষ্ণ নিশ্বাস-পবনে বিবর্ণীকৃত হইল, শরীর দিন দিন কৃশ ও ধূসরবর্ণ হইতে লাগিল, তিনি পতিবিয়োগশোকে চক্রবাকবিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় ও শল্যাহতা মৃগীর ন্যায় মৃতকল্পা হইলেন। কখন রোদন, কখন বা মৌনাবলম্বন, কখন মূর্চ্ছিতা, কখন অঙ্গতাড়ন, কখন বা উন্মত্তার ন্যায় বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন[৪৬।৪৯]।

অনন্তর যদ্রূপ শুষ্ক হ্রদস্থিত শফরীর প্রতি প্রথমা বৃষ্টি অনুকম্পান্বিতা হয়, তদ্রূপ, কৃপাময়ী অশরীরিণী বাণী (দৈববাণী) সেই অতিশয়িত শোকবিহ্বলা বালা লীলার প্রতি অনুকম্পান্বিতা হইলেন॥ ৩০ ॥

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

লীলাকে সম্বোধন করতঃ আকাশরূপিণী সরস্বতী বলিলেন, বৎসে! তুমি তোমার এই ভর্ত্তার মৃত শরীর পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদন করতঃ রক্ষ কর, পুনর্ব্বার ইঁহাকে প্রাপ্ত হইবে[১]। শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, একটীও পুষ্প ম্লান হইবে না এবং তোমার এই শবীভূত ভর্ত্তৃদেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্তু শীঘ্রই ইনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার তোমার ভর্ত্তৃত্ব করিবেন[২]। অপিচ, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এতদীয় জীবাত্মা তোমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে অন্য কোথাও গমন করিবেক না[৩]।

লীলা তদ্বিধ আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কথঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইলেন। এবং পুষ্পমণ্ডপ মধ্যে স্বামীর দেহ সংস্থাপিত করতঃ অন্তঃপুর মধ্যে পরিজনবর্গের সহিত অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪।৫]। পরে অর্দ্ধ রাত্র সময়ে, যখন সকলে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছে তখন, সেই দীনা বালা ধ্যানপরায়ণা হইয়া ভগবতী জ্ঞপ্তিরূপা সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। ভগবতী সরস্বতী সমাধিযোগে আহূত হইয়া লীলার পুরোবর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন, বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তোমার শোকের কারণ কি? কেন তুমি শোক করিতেছ? সংসার ভ্রান্তির বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা বাস্তব নহে; মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা[৬।৮]। লীলা বলিলেন, দেবি! আমার ভর্ত্তা এক্ষণে কোন স্থানে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চলুন। আমি একাকিনী জীবন ধারণে সমর্থ হইতেছি না[৯]।

দেবী বলিলেন, বরাননে! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ, এই তিন প্রকার আকাশের মধ্যে চিত্তাকাশ বাসনাময়। আর এই যে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আকাশ, ইহা মহাকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই ভিন্ন যে আকাশ, তাহাই চিদাকাশ। চিদাকাশে চিত্তাকাশ ও মহাকাশ, উভয়ই লয় প্রাপ্ত হয়। (চিদাকাশ=সর্ব্বব্যাপী মহান্ চৈতন্য

অপর নাম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। সেই আকাশেই সমুদায় সৃষ্টি, এবং সমুদায়ের অবস্থিতি ও লয়। ইহলোক পরলোক সমস্তই চিদাকাশে। চিদাকাশ দেখ, অনুসন্ধান কর, ভর্ত্তা ও ভর্ত্তৃস্থান দেখিতে পাইবে)[১০]। * তোমার ভর্ত্তার অবস্থিতি স্থান সেই চিদাকাশ কোষে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং তন্মনা হইয়া চিদাকাশ ভাবিতে পারিলে শীঘ্রই সে স্থান দেখিতে পাইবে। অনন্তর ইচ্ছা করিলে সে স্থানে গমন করিয়া সাক্ষাৎকার করিতেও পারিবে[১১]। হে বরবর্ণিনি! নিমেষ পরিমিত সময়ের মধ্যে চিত্ত মহাকাশ অতিক্রম করতঃ দূর হইতেও দূর দেশে যায় এবং যত দূর যায় তত দূর চিদাকাশ তাহাকে (সেই চিত্তবৃত্তিকে) প্রকাশিত করে। সেই যে প্রকাশ, তাহার নাম সম্বিৎ ও জ্ঞান। মহাকাশ ও চিত্তাকাশ উভয়ের প্রকাশক ও উভয়ের আধার সেই সম্বিৎ নামক আকাশকেই তুমি চিদাকাশ বলিয়া অবগত হইবে[১২]। যদি তুমি চিত্তস্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পার, তাহা হইলে সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে[১৩]। তত্ত্ব লাভ দ্বারা দ্বৈত দর্শন নিবারিত করিতে না পারিলে অর্থাৎ প্রভেদবহুল কল্পিত জগৎকে আত্যন্তিকরূপে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন করিতে না পারিলে সে পদ পাওয়া যায় না। হে সুন্দরি! তাহা উৎকট শ্রমসাধ্য হইলেও আমার প্রসাদে তুমি তাহা সহজে লাভ করিতে পারিবে[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! জ্ঞপ্তিরূপিণী সরস্বতী দেবী সেই রাজমহিলা লীলাকে ঐরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লীলাও সরস্বতীর আদেশানুসারে অবলীলাক্রমে সমাধিস্থা হইলেন[১৫]। অপিচ, পক্ষিণী যেমন স্বীয় বাসস্থান (নীড়) পরিত্যাগ করতঃ উড্ডীনা হয়, তেমনি, লীলাও নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিমেষ মধ্যে অন্তঃকরণরূপ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়স্থ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশস্থ হইলেন[১৬]। তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভর্ত্তা রাজমণ্ডলমণ্ডিত রাজধানীস্থ পুরীমধ্যে সিংহাসনোপরি অবস্থান করিতেছেন[১৭]। তত্রস্থ গৃহ সকল পতাকামণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত এবং পুষ্প, কর্পূর ও ধূপাদির সুগন্ধে সতত আমোদিত রহিয়াছে।

---

* অভিপ্রায় এই যে, এই বিশ্বমণ্ডল সর্ব্বব্যাপী আত্মচৈতন্যে কল্পিত, সুতরাং সমাধিযোগে আত্মচৈতন্য দর্শন করিতে পারিলে সমস্তই তাহাতে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ দেখা যায়।

ভৃত্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে উপায়নাদি আহরণ করতঃ তাহা পরিপূর্ণ করিতেছে। শুভ্রবর্ণপর্ব্বতসদৃশ প্রাসাদের স্তম্ভ সকল স্বর্গস্পর্শী; তাহা স্বীয় প্রভায় প্রভাকর প্রভাকেও পরাজিত করিয়াছে। সামন্তগণ ও স্থপতিগণ ব্যগ্রচিত্তে গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে। এই পুরীর পূর্ব্ব দ্বারে অসংখ্য দেব ও মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। দক্ষিণ দ্বারে ভূপালগণ ও পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য ললনা অবস্থিতি করিতেছেন। উহার উত্তরদ্বারস্থিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমুদয় ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ গীত ধ্বনিতে, বাদ্যধ্বনিতে, বন্দিগণের উল্লাসসূচক কোলাহলধ্বনিতে পরিপূর্ণ এবং সে সকলে বনকুঞ্জ ও গগনান্তরাল ধ্বনিত করিতেছে। লীলা রাজসভায় রাজগণমণ্ডিত সিংহাসনে বিরাজমান স্বীয় ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, বন্দিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছে, স্তব স্তুতি করিতেছে, অন্যান্য পরিচারকগণ তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যসকল পরম সমাদরে সম্পন্ন করিতেছে।

রাজমহিলা লীলা এই সমস্ত দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই রাজসভায় এক জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়া কহিল; মহারাজ! দাক্ষিণ্যাত্যপ্রদেশে যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে[১৮।২১]। আর এক দূত আগমন করতঃ কহিল, কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্বদেশে ব্যবহারমর্য্যাদা স্থাপন করতঃ তদ্দেশীয় দিগকে বশীভূত করিয়াছেন। অপর দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিয়াছেন। অন্য সংবাদ সুরাষ্ট্রাধিপতি উত্তর দেশস্থ যাবতীয় ম্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তট হইতে এক জন দূত আসিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণের বিষয় নিবেদন করিল[২২।২৩]। অনন্তর পূর্ব্বাব্ধিতট হইতে এক জন সিদ্ধ (তপস্বী) পুরুষ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যে স্থানে ত্রিপথগা ভাগীরথী সহস্রমুখে প্রবাহিত হইতেছেন; সেই সিদ্ধগণের আবাস স্থান মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহান্ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়েই উত্তরাব্ধিতটসমীপস্থ দেশ হইতে এক জন দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! যে স্থানে কুবেরানুচর গুহ্যকেরা বাস করেন, সেই স্থানে মহান্ বিদ্রোহ হইতেছে। এবং পশ্চিমাব্ধি তট হইতে অপর এক জন দূত উপস্থিত হইয়া বলিল, নরনাথ! পশ্চিম দেশেও বিগ্রহ ঘটনা হইয়াছে। আরও দেখিলেন, চত্বরে অনেক শত যুদ্ধজিত ভূপাল, যাগ-গৃহে

বেদধ্বনি ও বাদ্যনির্ঘোষ, পার্শ্ব দেশে বন্দিগণের সোল্লাসশব্দ ও গান বাদ্যের মধুর শব্দ সমুত্থিত হইয়া গগনতল ধ্বনিত করিতেছে। অশ্বের হ্রেষা, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ঘর্ঘর শব্দ মেঘধ্বনির অনুকার করিতেছে[২৪।২৭]। পুষ্পের, কর্পূরের ও ধূপের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মণ্ডলেশ্বর নৃপগণ শাসন ভয়ে ভীত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন আনয়ন করিতেছে[২৮]। সুধাধবলিত অত্যুচ্চ সৌধশ্রেণী, (চূণকাজ করা অট্টালিকা) তৎসংলগ্ন গগনস্পর্শী স্তম্ভরাজি, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কিঙ্করকুল কার্য্যে ব্যগ্র, শিল্পীরা নগরনির্ম্মাণে তৎপর রহিয়াছে[২৯।৩০]।

ব্যোমরূপিণী লীলা এই সমস্ত দর্শন করিয়া, পরে, যেরূপ অম্বর হইতে নীহারকণা আপতিত হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় সহসা অসংখ্য দলবদ্ধ ভূপালগণের উজ্জ্বল কান্তিসুশোভিত সেই রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ জনগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। যেমন অন্যসঙ্কল্পরচিতা কামিনী ও নগরী অন্যে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সেই পুরোবর্ত্তিনী ভ্রমণশীলা ব্যোমরূপিণী লীলাকে কেহই দেখিতে পাইল না[৩১।৩৩]। লীলা দেখিলেন, সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই সকল ভৃত্য, সেই অমাত্য, সমস্তই সেই। যেন তাঁহার ভর্ত্তা নগর হইতে নগরান্তরে আসিয়াছেন। লীলা প্রত্যক্ষবৎ দেখিলেন—সেই দেশ, সেই আচার, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্পন্ন সেই সমস্ত বালক, বালিকা, মন্ত্রী, ভূপাল, পণ্ডিত, রহস্যবেত্তা ভৃত্য, স্বজনগণ ও অন্যান্য পণ্ডিত, সজ্জন, সুহৃদ ও পৌরজনগণ। সমস্তই সেই, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই[৩৪।৩৭]। সেই মধ্যাহ্নকাল, সেই দাবানল দগ্ধ দিক্‌, সেই চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ ও পবনধ্বনি। সেই মহীরুহ, নদী, শৈল, পুর, পত্তন, বিবিধ লতানিকুঞ্জ, গ্রাম ও অরণ্যসুশোভিত দেশপ্রান্ত এবং সেই রমণীয় পুরী। কেবল রাজা প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ষোড়শ বর্ষীয় হইয়া রাজত্ব সুখ অনুভব করিতেছেন। তথায় পূর্ব্বতন নগরবাসী দিগকেও দেখিলেন[৩৮।৪০]। লীলা এই বর্ণিতপ্রকার বাসনানগরে পূর্ব্বসদৃশ নগরবাসী দিগকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন। এ-কি! পূর্ব্ব নগরবাসীগণ কি সকলেই মরিয়াছে? কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার চিন্তায় সমাকুল হইলেন[৪১]।

এই অবসরে দেবী সরস্বতীর কৃপায় তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। দেখি-

লেন, তিনি ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্ব নগরে ও পূর্ব্ব বাসগৃহে আসিয়াছেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। সখিগণ ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রায় অচেতন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, এখানেও পূর্ব্ববর্ণিত সমুদায় লোক ও সমুদায় দ্রব্য যথাবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনন্তর তিনি সেই নিদ্রাক্রান্তা সখীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সখীগণ! আমার সাতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তোমরা আমাকে রাজসভায় লইয়া যাও। আমি স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া যদি সেই সভ্যদিগকে দেখিতে পাই তাহা হইলে জীবিতা থাকিব, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিব[৪২।৪৪]। অনন্তর রাজপরিবারবর্গ রাজমহিষীর নিদেশক্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যত্নসহকারে স্ব স্ব সমুচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল[৪৫]। যষ্টিধারী ভৃত্যেরা পৌরজনগণকে ও সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল, পরিচারকগণ যত্নসহকারে আস্থান ভূমি অর্থাৎ সভাস্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিল[৪৬।৪৭]। উজ্জ্বল দীপ সকল চত্বর ভূমিতে প্রজ্বালিত হওয়ায় চত্বরভূমি পীতবর্ণ সলিলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, নক্ষত্রগণ যেন এই সকল আশ্চর্য্য দর্শনার্থ গগনমণ্ডলে সমুদিত হইল[৪৮]। যেমন শুষ্ক সমুদ্র জলবর্ষণে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি, অনতিবিলম্বে সেই অজিরভূমি জনতায় আকীর্ণ হইল[৪৯]। মন্ত্রিগণ ও সামন্তবর্গ আগমন করিলেন এবং আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। দেখিলে বোধ হয়, ত্রৈলোক্য যেন প্রলয়ান্তে পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাই যেন দিক্পতিগণ আপন আপন দিক্পরিগ্রহ করিতেছেন[৫০]। কর্পূরসদৃশ শুভ্র নীহারকণা প্রচুর পরিমাণে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক শোভাময় হইয়াছে। প্রফুল্ল কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে[৫১]। যেমন সূর্য্যময়ূখ প্রতপ্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতবাসী দিগের শান্তিবিধানার্থ মেঘমালা উদিত হয়, তেমনি যেন আজ্ দ্বারপালগণ শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক সেই আস্থানের পর্য্যন্ত দেশে দণ্ডায়মান হইল[৫২]। যেমন প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ুর তাড়নায় তারকানিকর বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় আজ্ লীলাপতির সভাভূমিতে কুসুমনিকর নিপতিত হইয়া তমোরাশি তিরোহিত করিল[৫৩]। যেমন প্রফুল্ল কমলশোভিত সরোবর মরালমালায় শোভমান হয়, তেমনি, আজ্ লীলা-

নাথের আস্থান ভূমি মহীপালানুযায়ী জনগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ও শোভমান হইল[৫৪]। রতি যেমন কামহৃদয়ে অথবা শৃঙ্গার-রস-চেষ্টা যেমন কামাতুরের চিত্তে উপবেশন করে, তেমনি, লীলা ভর্ত্তৃসিংহাসনের পার্শ্বাবস্থিত হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন[৫৫]। দেখিলেন, পূর্ব্বে যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আছে ও আসিয়াছে। লীলা সেই সকল ভূপাল, সেই সকল গুরুগণ, আর্য্যগণ, সখীগণ, সুহৃদগণ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ দেখিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং স্থির করিলেন, রাজা ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছে[৫৬।৫৭]।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! লীলা বর্ণিতপ্রকারে ভর্ত্তার সভাস্থান দেখিয়া আশ্বাসিতা হইলেন এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা সমাগত সভ্য-দিগকে "আমি আশ্বাসিতা হইয়াছি" এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া সভা স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন[১]। পরে অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে ভর্ত্তার শরীর পুষ্পকরণ্ডকে সুরক্ষিত হইতেছে সেই স্থানে গিয়া ভর্ত্তার পার্শ্বদেশে উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[২]। "এ কি অদ্ভুত মায়া!" আমার এই পুরমানবগণ বাহিরে ও অন্তরে, সেখানে ও এখানে, উভয় স্থানেই সমান দেখিলাম![৩] মায়ার এ কি অদ্ভুত বিলাস! তাল, তালী, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষমালায় পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতগুলিকেও সেখানে ও এখানে সমান দেখিলাম[৪]। কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বত যেমন বাহিরে ও আদর্শ মধ্যে তুল্যানুতুল্য রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি, সৃষ্টিকেও কি চিদ্রূপ আদর্শের অন্তরে ও বাহিরে সমান সমান দেখিলাম[৫]। যাহাই হউক, উভয়ের মধ্যে কোন্ সৃষ্টি ভ্রান্তিকৃত এবং কোন্ সৃষ্টি সত্য তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। যেহেতু পারি-লাম না, সেই হেতু আমি বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করিয়া এ বিষয় তাঁহা-কেই জিজ্ঞাসা করিব, করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইব[৬]।

লীলা ঐ প্রকার স্থির করিয়া দেবী বাগ্বাণীর আরাধনা করিলেন। এবং কুমারীরূপধারিণী দেবীও তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টিপথে উপনীতা হই-লেন[৭]। দেবী লীলার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। লীলা ভূতলে অবস্থিতি করতঃ মহাশক্তিস্বরূপিণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৮]। লীলা বলিলেন, পরমেশ্বরি! আপনিই সৃষ্টির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সাতিশয় উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছি, আপনি অনুকম্পান্বিতা হইয়া যদি আমার সন্দেহ নিরাস পূর্ব্বক উদ্বেগ বিদূরিত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ আছে তাহা সফল হয়[৯।১০]। বুঝিয়াছি, যাহা জগতের আদর্শ (দর্পণ),

যাহাতে জগৎ দেখা যায়, তাহা আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং তাহার নিকট কোটি কোটি যোজন বিস্তীর্ণ দৃশ্য জগৎ অতি ক্ষুদ্র[১১]। * তাহাই বেদোক্ত মহাবাক্যোত্থ অখণ্ডার্থ বোধ বা প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ। ঘন অর্থাৎ অত্যন্ত নিবিড় (সৈন্ধব ঘনের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে সমান)। কাঠিন্য না থাকায় মৃদু, তাপ শান্তি করে বলিয়া শীতল, ভেদ বা আবরণ না থাকায় নির্ভিত্তি এবং অচেত্যচিৎ অর্থাৎ কোন কিছুর প্রকাশ্য নহে, অথচ সমুদায় বিষয়ের প্রকাশক। এই সূক্ষ্ম বস্তু সমুদায় ব্যবহারের অগ্রে অগ্রে স্ফুরিত হইয়া থাকে[১২]। দিক্, কাল ও তদন্তর্গত কার্য্য নিচয়ের উৎপত্তি, আকাশাদি পদার্থের স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশ, নিয়ম ও পরিণামক্রম, এ সমস্ত তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হই-তেছে। আমি দেখিয়াছি, ত্রিজগতের প্রতিবিম্বশ্রী সেই চিদাদর্শের বাহে ও অন্তরে উভয়ত্রই সংস্থিত রহিয়াছে। হে দেবি! উক্ত উভয় স্থানস্থ প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন্‌টা কৃত্রিম ও কোন্‌টী অকৃত্রিম তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না[১৩।১৪]।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! সৃষ্টির কৃত্রিমত্বই বা কি? অকৃত্রিমত্বই বা কি? অগ্রে আমার নিকট বর্ণন কর, পরে আমি তোমার নিকট ঐ দুই প্রশ্নের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিব[১৫]। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! এই যে আমি এবং আপনি, আমরা উভয়ে এখানে যে অবস্থিতি করিতেছি, আমার মনে হইতেছে, এই সৃষ্টিই অকৃত্রিম[১৬]। আর আমার ভর্ত্তা যে স্থানে এখন অবস্থিতি করিতেছেন, আমার বিবেচনা হয়, সেই সৃষ্টি কৃত্রিম[১৭]। কারণ, শূন্যে দেশকালাদির সংস্থান, স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতা-দির ন্যায় অলীক, বস্তুসৎ নহে। দেবী বলিলেন, লীলে! অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এই যে, কোনও কালে কারণ হইতে তদ্বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয় না[১৮]। লীলা বলি-লেন, অম্বিকে! কারণ হইতে অসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড সলিলধারণে সমর্থ না হইলেও তদুৎপন্ন ঘট সলিল-ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে উৎপন্ন ঘট ও মৃৎপিণ্ড এক ও একরূপ নহে; সুতরাং উক্ত উভয়ের বৈসাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য[১৯]।

* লীলা যাহা সমাধিযোগে দেখিয়াছেন তাহার সহিত ব্যুত্থানদৃষ্ট জগতের তুলনা করি-বার জন্য প্রথমে ভূমিকা-কথা বলিতেছেন।

সেই কার্য্যে কারণের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্ট হইয়া
বল দেখি, তোমার সেই ভর্ত্তার উৎপত্তিতে এমন কারণভেদ কি আছে—যাহা থাকাতে তিনি এখানে একরূপ ও সেখানে অন্যরূপ হইতে পারেন? এই সৃষ্টির পৃথ্ব্যাদি ভূত কি তোমার সেই ভর্তৃসৃষ্টির কারণ যে তদ্বলে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে? যদিও তোমার স্বামীর সৃষ্টি ভৌতিক হয়, তাহা হইলেও বৈষম্যের কারণ নাই। সেখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক, এখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক[২১]। যদি বল, এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায়, তাহা বলিলেও বুঝিতে হইবে, এ ভূমণ্ডল কোথায়! এখানকার মৃত্তিকা ভূতাদি সেখানে যায় কি না। যাওয়াও অসম্ভব অথচ না গেলে কি প্রকারে সেখানে তদনুরূপ সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব, তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্নতাকারক পৃথক্ সহকারী কারণ কিছুই দেখা যায় না[২২]। সেইজন্যই বলিতেছি, অত্রত্য সহকারী কারণ না থাকায় ইহাই স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে যে, যাহার যাহার উৎপত্তি হয়, পূর্ব্ব সর্গীয় কাম কর্ম্ম বাসনাদিই তাহার কারণ। সেই কারণে সৃষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এ রহস্য বোধ হয় অল্প মনোনিবেশ করিলে সকলেই বোধগম্য অর্থাৎ অনুভব করিতে পারেন[২৩]।

লীলা বলিলেন, দেবি! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ স্মৃতি। স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান সংস্কার সেখানে সেই প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে[২৪]।

দেবী বলিলেন, অবলে! স্মৃতি আকাশস্বরূপ। সেজন্য তদুৎপন্ন তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টিও আকাশরূপিণী। তাহা অনুভূত হইলেও ব্যোম-রূপী। লীলা বলিলেন, ভগবতি! এখন আমার বোধ হইতেছে, স্মৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা আকাশস্বরূপ। যেমন আমার স্বামী। এই যে দৃশ্যমানা সৃষ্টি, বোধ হয় ইহাও সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাও শূন্যরূপী। এ সৃষ্টি যে শূন্যাত্মক তাহার নিদর্শন সেই সৃষ্টি[২৫।২৬]।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ তাহাই সত্য। তোমার ভর্ত্তা যেমন আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান ভাস্বর-সৃষ্টিও সেইরূপে প্রতিভাত হইতেছে[২৭]।

লীলা বলিলেন, ভগবতি! মূর্ত্তিবর্জ্জিত এতৎ সৃষ্টি হইতে যে প্রকারে আমার ভর্ত্তার সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি হইয়াছে, জগদ্ভ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[২৮]।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! এ সৃষ্টিও পূর্ব্বসৃষ্টি অনুভব জনিত সংস্কার-সচিব (সচিব=সহায়) ভ্রান্তির বিলাস। স্বপ্নভ্রমসদৃশ এতৎ সৃষ্টি যে প্রকারে উদিত হইয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর[২৯]।

চিদাকাশের কোন এক স্থানে (অজ্ঞানাবৃত অংশে) ও কোন এক অংশে (সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তঃকরণ প্রদেশে) আকাশরূপ কাচ খণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত সংসারমণ্ডপ অবস্থিত আছে। এই মণ্ডপের স্তম্ভ সুমেরু, চতুর্দ্দশ ভুবন অন্তর্গৃহ, ভানু দীপ; স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল, এই ভুবনত্রয়ের অন্তরাল উহার গর্ত্ত, লোকপালেশগণ ঐ গৃহের প্রতিমা প্রাণী সকল ঐ গৃহের কোণ-স্থিত বল্মীক এবং পর্ব্বতসকল লোষ্ট্র। এই মণ্ডপ বহুপুরীপরিব্যাপ্ত ও বহুপুত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা এই গৃহের ব্রাহ্মণ। যে সমস্ত কীট কোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনা আপনি বদ্ধ হয়, জীবগণ এই গৃহের সেই সমস্ত কীটের অনুরূপরূপী। ব্যোমার্দ্ধতল ও মেঘরাজি ঐ গৃহের কোণস্থিত ধূমকালিমা (ঝুল), নভোমণ্ডলবাসী সিদ্ধগণ উহার ঘুম্ ঘুম্ শব্দকারী মশক, এবং বাতমার্গ * সকল উহার শব্দায়মান মহাবংশ। এই গৃহের প্রাঙ্গনে সুরাসুরাদি বালক নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। লোকান্তর ও গ্রামাদি সকল ঐ মণ্ডপান্তর্গত ভাণ্ডের উপস্কর স্বরূপ[৩০।৩৫]। উহা তরঙ্গসঙ্কুল অব্ধিরূপ সরোবর জলে পরিষিক্ত। এই সংসারমণ্ডপের এক একটী কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্টের তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপ অসংখ্য গর্ত্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে শুচিস্মিতে! এই নদী, শৈল ও বনসঙ্কুল দেশে এক সাগ্নিক, সপুত্র, রোগবিহীন, রাজভয়ানভিজ্ঞ, অক্ষুব্ধচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন[৩৬।৩৮]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আবহ প্রবহ প্রভৃতি বায়ুচক্র—যাহা জ্যোতির্গণের বহনকারী বলিয়া জ্যোতিষে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল বিশেষ বিশেষ বায়ুস্থান অর্থাৎ বাতমার্গ। পৃথিবীতল হইতে ঊর্দ্ধে প্রত্যেক চতুর্যোজনান্তে ক্রমিক ভিন্ন ভিন্ন বায়ুবীয় স্তর আছে। তাহার শেষ স্তরে স্থির বায়ু—সেই স্থির বায়ু কূটবৎ নির্ব্বিকার নিশ্চল ও মূলতত্ত্ব।

উনবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই ব্রাহ্মণ বিত্ত, বেশ, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা, সর্ব্বাংশে সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরহিত্য কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই করেন নাই[১]। তাঁহারও নাম বশিষ্ঠ এবং তাঁহারও সুধাংশুসমসৌন্দর্য্যশালিনী অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা ছিল। এ অরুন্ধতীও সর্ব্বপ্রকারে প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতীর সমান। বিশেষ এই যে, প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতী স্বর্গাকাশে অবস্থিতা, ইনি ভূম্যাকাশে অবস্থিতা[২]। প্রস্তাবিত অরুন্ধতী চিত্ত, বিভব, বেশ, বয়স, কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, কার্য্য ও চেষ্টা, সর্ব্বাংশেই প্রসিদ্ধা অরুন্ধতীর সমান, কেবল চেতনসত্ত্বে অর্থাৎ জীবভাবে অসমান। * ব্রাহ্মণপত্নী অরুন্ধতী উক্ত ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম প্রেমের আস্পদ ও সংসারের সার স্বরূপ ছিলেন[৩]।[৪]।

সেই ব্রাহ্মণ একদা তত্রত্য শৈলসানুস্থিত হরিদ্বর্ণ তৃণ ক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দেখিলেন, সেই অচলের অধোভাগে এক মহীপতি সমগ্র আত্মীয়স্বজন ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে মৃগয়াবিহারে গমন করিতেছেন। নরপতির সৈন্যগণের গভীর কোলাহল নির্ঘোষ যেন সুমেরুশৈলকেও বিদীর্ণ করিতেছে। ইহারা চামর দ্বারা লতানিকুঞ্জ, পতাকার দ্বারা চন্দ্রকিরণ, এবং রৌপ্যমণ্ডিত শ্বেত ছত্র দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করতঃ গমন করিতেছিলেন[৫]।[৭]। অশ্ব সমুদয়ের পাদত্রাণ দ্বারা মেদিনী উৎখাতিত হওয়াতে রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল[৮] এবং সৈন্যগণের মহাকোলাহলে দিক্‌সমূহ প্রপূরিত হইতেছিল। অপিচ, তন্মণ্ডলস্থ জনগণের সকলেই মণিমাণিক্যাদি খচিত কাঞ্চনাভরণে শোভা পাইতেছিল[৯]।

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই সৌভাগ্যশালী রাজাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! রাজপদ কি রমণীয়! ইহাই সর্ব্বসৌভাগ্যের

* অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা এবং প্রস্তাবিত অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা নহে।

সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[১০]। পরে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কত দিনে এই-রূপ মহাপতি হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, পতাকা ও চামর দ্বারা দশ দিক্ প্রপূরিত করিব? কত দিনে কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধি-বাহী সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চারে বাহিত হইয়া আমার অন্তঃপুরস্থ সীমন্তীনীগণের সুরত-শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে? এবং কতদিনেই বা আমি কর্পূর ও চন্দনাদি দ্বারা পুরন্ধ্রীবর্গের মুখমণ্ডল সুশোভিত ও নির্ম্মল যশোদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশিত করিব?[১১।১৩]

লীলে! ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কেবল ঐ প্রকার চিন্তায় অর্থাৎ সঙ্কল্পে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। * অনন্তর যেমন হিমরূপ অশনি সলিলস্থিত অম্ভোজ-দিগকে জর্জ্জরীভূত করে, সেইরূপ, তিনি কালক্রমে জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিলেন[১৪।১৫]। তখন তদীয় ভার্য্যা স্বামীর মৃত্যু সন্নিহিত দেখিয়া বসন্তকালীন লতা যেমন আসন্ন গ্রীষ্মের ভয়ে ম্লান ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ, দিন দিন ম্লানা হইতে লাগিলেন[১৬]।

লীলে! সেই বরাঙ্গনা অমরত্ব সুদুর্লভ জানিয়া তোমার ন্যায় আমার আরাধনা করতঃ আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "দেবি! আমার স্বামীর মৃত্যু হইলে, যেন তাঁহার জীব আমার এই মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়।" অনন্তর আমিও "তাহাই হইবে," বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলাম[১৭।১৮]। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় পূর্ব্ববাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং উৎকট পূর্ব্বসঙ্কল্পের প্রভাবে তিনি সেই আকাশেই দেবমানুষশক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবন-জয়ী রাজা হইলেন[১৯।২০]। তিনি স্বপ্রভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ, ও দয়ায় পাতালতল পালন করতঃ ত্রিলোকজয়ী হইলেন[২১]। তিনি তখন শত্রুরূপ আধিব্যাধি বৃক্ষের কল্পাগ্নি, কামিনীগণের মকর-কেতন, বিষয়রূপ বায়ুর সুমেরু, সাধুরূপ সরোজের দিবাকর, সকল শাস্ত্রের আদর্শ, অর্থিগণের কল্পপাদপ, ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও অমৃত-জ্যোতিঃ নিশাকরের পূর্ণিমাতিথিরূপে কালাতিপাত করিতে লাগি-

* অর্থাৎ তদবধি তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ঐ কামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

লেন[২২।২৩]। ব্রাহ্মণ মৃত হইয়া অর্থাৎ ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশে সেই দিনে আপনার পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে সুতরাং আকাশতুল্য শরীরে ঐরূপ রাজা হইলেন, ও ঐরূপ রাজত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, (কেবল বিবাহ বাকি রহিল)[২৪]। এ দিকে তাঁহার পত্নী পতিবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মাসশিম্বির ন্যায় দ্বিধা হইয়া গেল অর্থাৎ ফাড়িয়া গেল; সুতরাং তিনিও প্রায় ভর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় আধিভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আতিবাহিক দেহে * তাঁহার সেই আকাশরূপী ভর্ত্তার সন্নিহিতা হইলেন এবং সমুদায় শোক বিস্মৃতা হইলেন[২৫।২৬]। নদী যেমন নিম্নবাহী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ, তিনিও অনুগমনের দ্বারা ভর্ত্তার সমীপস্থা হইলেন। এবং বাসন্তীলতিকার ন্যায় হর্ষোৎফুল্লা হইলেন[২৭]। আজ্ আট দিন গত হইল, সেই ব্রাহ্মণ দম্পতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানে (সেই গিরিগ্রামে) তাঁহাদের সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ধনাদি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাঁহাদের জীবাত্মাও তাঁহাদের সেই গৃহ মণ্ডপে রহিয়াছে ও তথায় তাঁহারা ঐরূপ রাজা ও রাণী হইয়াছেন[২৮]।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আতিবাহিক দেহ = জীব যে দেহে পরলোকে যায় সেই দেহ বা ভাবময় দেহ।

বিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, অঙ্গনে! সেই ব্রাহ্মণ—যে ব্রাহ্মণ আজ্ আট দিন হইল, রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন—তিনিই তোমার স্বামী এবং তাঁহার যে অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা, সেই ভার্য্যা তুমি। তোমরাই ইতঃপূর্ব্বে চক্রবাকমিথুনসদৃশী বিপ্রদম্পতী ছিলে, সম্প্রতি তোমরা পৃথিবী-জাত হরপার্ব্বতীর ন্যায় এই রাজত্ব করিতেছ।

হে চারুহাসিনি লীলে! পূর্ব্বসৃষ্টি যে প্রকারে ভ্রমময়—তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। উভয় সৃষ্টিই স্বপ্ন তুল্য ও প্রাতিভাসিক। সমস্তই জীবের স্বরূপে কল্পিতাকারে অবস্থিত[৩]। সেই ভ্রম হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বভ্রম হইতে এতদভ্রম, আবার এতদভ্রম হইতে ভবিষ্যদভ্রম হইবে। সেই সকল ও এই সকল ভ্রম চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সকল আত্মদৃষ্টিতে অসত্য (মিথ্যা) হইলেও আশ্রয় দৃষ্টিতে সত্য। (আশ্রয়=চেতন আত্মা। তাহা সত্য, সুতরাং তদাশ্রিত এ সকল আমি, এই ভাবে সত্য)। যখন এ রহস্য বুঝিবে তখন আর এ সকল কিছুই দেখা যাইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, কেই বা ভ্রান্তিময় এবং কেই বা ভ্রান্তিবর্জ্জিত। অর্থাৎ সংসার, ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি ভ্রান্তি পরিত্যাগে পলায়ন করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহলোক পরলোক সমস্তই ভ্রমবিজৃম্ভিত[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লীলা সরস্বতীর ঐ প্রকার মৃদুমধুর শ্রবণ মোহন বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা হইয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি বিনয়নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,[৬] দেবি! আপনার বাক্য মিথ্যা কি সত্য তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। যদি আমরাই সেই বিপ্রদম্পতী, তাহা হইলে, কি প্রকারে আপনার বাক্য সঙ্গত হইতে পারে? (সেই ব্রাহ্মণের জীবই বা কোথায় এবং আমরাই বা কোথায়? সেই বিপ্রজীব সেই ক্ষুদ্রায়তন গৃহাকাশে) কিন্তু আমরা এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে। অতএব, তত্রস্থ বিপ্রদম্পতী যে আমরা এবং সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও নিতান্ত

বিরুদ্ধ কথা। আমি যে সমাধিযোগে ভর্তৃরাজ্য দেখিয়াছি, তাহাও যে, এতদগৃহাভ্যন্তরে, সে কথাও অসম্ভব। আমার ভর্ত্তা এক্ষণে যে লোকে আছেন দেখিলাম, কি প্রকারে এতদগৃহ মধ্যে সেই লোকান্তর, সেই পৃথিবী, সেই শৈল ও সেই দশদিক সন্নিবেশ প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? সর্ষপ মধ্যে মত্ত ঐরাবত বদ্ধ, অণুকোটরে মশকের সহিত মহাসিংহের তুমুল সংগ্রাম, ভৃঙ্গশাবক কর্ত্তৃক পদ্মচক্রমধ্যস্থিত সুমেরু শৈলের গ্রাস এবং স্বপ্নদৃষ্ট মেঘের গর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য যেরূপ অসম্ভব, গৃহাকাশমধ্যে পৃথ্বীর ও শৈলাদির অবস্থিতি তদপেক্ষাও অসম্ভব। হে সর্ব্বেশ্বরি! আপনার প্রসাদে কাহারও কোন বিষয়ে উদ্বেগ থাকে না॥ অতএব, আপনি আমাকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে যোজনা করুন, সন্দেহ দূরীভূত করতঃ আমার উদ্বেগ অপগত করুন[১।১২]।

সরস্বতী বলিলেন, সুন্দরি! যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কেন তাহা পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর। হে বরাঙ্গনে! "কেহ যেন অনৃত বাক্য না বলে" এ নিয়ম আমাদেরই সংস্থাপিত; সুতরাং আমরা তাহা কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি? বরং অন্য কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে আমরা তাহার শাসন করিয়া থাকি। যদি আমাদিগের দ্বারা নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম ভেদ প্রাপ্ত হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর কে তাহার পালন করিবে?[১৩।১৪]

*হে লীলে! গিরিগ্রামবাসী সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা আকাশ-শরীরে গৃহাকাশে অবস্থিতি করতঃ পূর্ব্বসংসার (পূর্ব্বজন্মাদি) বিস্মরণ পূর্ব্বক রাজবাসনাব্যাপ্ত অন্তঃকরণোপহিত চিদাত্মায় তাদৃশ ব্যোমাকৃতি মহারাজ্য সন্দর্শন করিতেছেন[১৫]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ স্মৃতির লোপ হইয়া যায়, তেমনি, মৃত্যু হইলে জীবের আর পূর্ব্বসংসার অনুভূত হয় না। হে বরাননে! তোমরাও জীব, সে জন্য তোমাদিগেরও প্রাক্তনী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া অন্য প্রকার স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে[১৬]। স্বপ্নে ও মনোরাজ্যে ত্রিভুবন দর্শন যেরূপ, এবং মরুভূমিতে তরঙ্গমালাসমাকুল স্রোতস্বিনী অবলোকন যেরূপ, গৃহাকাশে গৃহাকাশস্থিত ব্রাহ্মণের সশৈলবনপত্তনা পৃথিবী দেখাও সেইরূপ। ক্ষুদ্রতম আদর্শে বৃহত্তম বস্তু ও সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি বৃহৎ ত্রিজগৎ দর্শন যেমন মিথ্যা অর্থাৎ স্বচ্ছতার প্রতিফলন মাত্র, সেইরূপ, তত্রত্য পৃথিব্যাদিও সেই সত্যস্বরূপ চিদ্ব্যোমের প্রতিফলন

মাত্র। সুতরাং উহার রহস্য এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মল-ব্যোমরূপী পরমাত্মার অন্তঃক্রোড়ে সমুদায় অসত্য সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয় এবং জগৎকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয় সে সত্যতা জগতের নহে; সে সত্যতা চিদাত্মার। পঞ্চকোষান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই তদারোপিত জগতে প্রতিফলিত হয়[১৭।১৯]। হে লীলে! যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণীর তরঙ্গ সৎ নহে, তদ্রূপ অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই পৃথ্ব্যাদিও সৎ নহে[২০]। এই যে তোমার গৃহ এবং এই যে গৃহাকাশ, এতন্মধ্যে যে তুমি, আমি ও অন্যান্য বস্তু, এ খানে যাহা কিছু আছে বা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, স্ব স্ব অনুভবনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্তই সেই চিদ্ব্যোম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২১]। দৃশ্য-মিথ্যাত্বের উদাহরণ—স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্য প্রভৃতি। অর্থাৎ স্বপ্নাদিদৃষ্ট জগৎ ও জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎ তুল্যানুতুল্যরূপে মিথ্যা। দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত বস্তু বোধের প্রতি মুখ্য প্রমাণ, তেমনি, উক্ত উদাহরণ মূলক অনুমান জগন্মিথ্যাত্ব বোধের মুখ্য প্রমাণ[২২]। হে বরাঙ্গনে! ষট্‌পদ যেমন পদ্মোকদেশে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণের জীব তদীয় গৃহাকাশের কোন এক প্রদেশে (যে প্রদেশে তাহার চিত্ত সেই প্রদেশে) সমুদ্র, বন ও পৃথ্ব্যাদির সহিত অবস্থিতি করিতেছে[২৩]। সেই আকাশের এক কোণে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম চিত্তাকাশে এই সাগরাম্বরা পৃথিব্যাদি কেশোণ্ড্রকের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে[২৪]। * হে তন্বি! সেই বিপ্রসদন, সেই তুমি, সেই আমি, এ সমস্তই এক চিদাকাশের অন্তর্গত চিত্তাকাশে কেশোণ্ড্রকের ন্যায় রহিয়াছে। যখন এক ত্র্যসরেণুর মধ্যে জগতের অবস্থান সম্ভব হয়, তখন গৃহকাশ মধ্যে তাহার অবস্থান অসম্ভব হইবে কেন? †

লীলা বলিলেন, জননি! অদ্য অষ্টম দিবস হইল, সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে বহুকাল অবস্থিতি করিতেছি।

---

* নির্ম্মল আকাশে কখন কখন ভ্রম বশতঃ নীল কুঞ্চিত কেশকলাপাকার পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার নাম কেশোণ্ড্রক। এই কেশোণ্ড্রক মেঘের ছটা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্তর্নিরূঢ় বিশ্বচ্ছবি তাহারই অনুরূপ অর্থাৎ তাহার ন্যায় অলীক ও চিদ্‌ভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া।

† ত্র্যসরেণু শব্দের অর্থ এখানে মন। নৈয়ায়িকেরা মন'কে পরমাণু তুল্য বলেন। মনোমধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ জগৎ সহজেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যখন এত বড় পৃথিবী মনো মধ্যে দেখা যায় তখন ইহা অপেক্ষাও অনেক ও বড় পৃথিবী দেখা না যাইবে কেন?

সেই কারণে বলিতেছি, কি প্রকারে উহা সম্ভব হইতে পারে? দেবী কহিলেন, বৎসে! যেমন দেশের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই, তেমনি, কালেরও হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই। কেন নাই তাহা বলি, শ্রবণ কর[২৭।২৮]। যেমন জগৎ এক প্রকার প্রতিভাস মাত্র, অন্য কিছু নহে (জ্ঞানের প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে), তেমনি ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, এ সকলও বোধপ্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। (অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র ভ্রান্তির দ্বারাই দেশ ও কাল ও তাহাদের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অল্পক্ষণও বহুশত বর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, ভ্রান্তিসময়ে অল্পকালও বহুকাল বলিয়া বোধ হয়)। লীলে! ক্ষণাদি কল্পান্ত কাল, তদন্বিত ত্রিজগৎ, তন্মধ্যবর্ত্তী তুমি আমি প্রভৃতি, এ সমস্তই আত্মসমুদ্ভূত প্রতিভাস (ভ্রান্তিজ্ঞান)। যে ক্রমে ঐ সকল উৎপন্ন ও উপপন্ন হয় সে ক্রম আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর[২৯।৩০]। হে সুব্রতে। জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা মরণ মূর্চ্ছা অনুভব করতঃ প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইয়া অন্য এক প্রকার ভাব (সংসার) অনুভব করে[৩১]। তখন সেই ব্যোমাকার কল্পিতাকৃতি জীব পূর্ব্ব কর্ম্মাদি সংস্কারের উদ্বোধ অনুসারে অনুভব করিতে থাকে, "এই দেহ আমার আধার; আমি হস্তপদাদিবিশিষ্ট, এবং আমি এই দেহাধারের আধেয়, ইহাতে আমি অবস্থিতি করিতেছি, আমি এই পিতার পুত্র, *আমার এই পরিমিত বয়স; এই আমার রমণীয় বান্ধব কুল, এই আমার মনোরম আস্পদ (গৃহ), আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এখন আমি যুবা হইয়াছি, আবার বৃদ্ধ হইব," ইত্যাদি[৩২।৩৫]।

হে লীলে! চিত্তাকাশের প্রভাব হেতুক ঐ প্রকার বিভ্রম অর্থাৎ আপনাতেই ঐ ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় হয়, তেমনি পরলোকাবস্থাতেও হয়। সেই জন্যই বলিয়াছি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমস্তই চিৎ। বস্তুতঃই এ সকল নির্ম্মল ব্যোম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেই সর্ব্বগা অদ্বিতীয়া চিৎই স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে বিকসিত হন। তিনি যেমন স্বপ্নে সমুদিত হন, তেমনি পরলোকেও সমুদিত হন। পরলোকে যেরূপ সমুদিত হন, ইহলোকেও সেইরূপ সমুদিত থাকেন। যেমন জল, বীচি, তরঙ্গ, তিনের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, ইহলোক, পরলোক ও স্বাপ্নলোক, এ তিনেরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রভেদ বোধ ভ্রান্তির

মহিমা। যেহেতু জগদ্ভাব ভ্রান্তিবিশেষের ক্রীড়া, সেইহেতু তাহা নাই। নাই বলিয়াই বিশ্ব অজাত এবং অজাত হেতুক অনশ্বর। এ সমুদায় স্বরূপতঃ চিৎ। কিছুই চিতের অতিরিক্ত নহে। চিৎ সকল অবস্থাতেই ব্যোমস্বরূপ। সেই কারণে তাহার সহিত ব্যোমরূপ মনের অভেদ[৩৬।৪১]।

হে লীলে! দৃশ্য সকল দ্রষ্টায় আরোপিত রূপে অবস্থিত, বস্তুসৎ রূপে অবস্থিত নহে। শুক্তিরৌপ্য যে ভাবে অবস্থিত, সেই ভাবে অবস্থিত। সেইজন্য আরোপিত দৃশ্যের দ্বারা চিদাকাশের বিকৃতি হয় না। যদ্রূপ তরঙ্গ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রূপ, এই আরোপিত সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত[৪২]। যেমন জল হইতে পৃথক্, এরূপ তরঙ্গ নাই। এবং তরঙ্গ যেমন নিত্যমিথ্যা, তেমনি, চিদাকাশ হইতে পৃথক্ সৃষ্টি নাই এবং তাহা নিত্যমিথ্যা। একমাত্র চিদাকাশই স্বকীয় স্বভাবে (মায়িক আবরণে) জগদাকারে বিভাবিত হইতেছেন। সেইজন্যই বার বার বলিতেছি, দৃশ্য পরমার্থিকরূপে নাই। জীবের মরণমোহের পর নিমেষ মধ্যেই দেশ ও জগদ্রূপ দৃশ্যশ্রী দর্শন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারী। অর্থাৎ জীব পূর্ব্বে যেমন কাল, যেমন আরম্ভ ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল, অবিকল তদনুযায়ী ক্রমে দৃশ্য দর্শন করে। সেই চিদ্বপুঃ জীব পূর্ব্বের ন্যায় "আমি জন্মিয়াছি" "এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, আমি বালক" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে। তাহা তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বলে সমুদিত হয়[৪৩।৪৭]। যেমন হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এবং যেমন কান্তাবিরহিত ব্যক্তি এক দিবসকে এক বৎসর বোধ করে, তাহার ন্যায় নিমেষমাত্র কাল তাহার নিকট কল্প বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তাহার অভুক্ত ব্যক্তির ভোজনভ্রান্তির ন্যায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এইরূপ এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্না হয়। হে লীলে! মরীচিকার অন্তর্গত তীক্ষ্ণতার ন্যায় ও স্তম্ভের অন্তর্গত অরচিত পুত্তলিকার ন্যায় এই দৃশ্য সমূহ সেই অজে নিহিত রহিয়াছে বটে; পরন্তু তাহা পৃথক্ সত্তায় নাই। সমস্তই ব্রহ্মের স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিলাস[৪৮।৫৪]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি, জীবের মরণমূর্চ্ছার পরেই পর-জগৎ (পরলোক) দর্শন হইয়া থাকে। দিক্, কাল, আকাশ ও ধর্ম্মকর্ম্মময় সৃষ্টি এবং কল্পান্তস্থায়ী বস্তু তাহার চিদাত্মায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। (ধর্ম্মময় সৃষ্টি স্বর্গাদি, কর্ম্মময় সৃষ্টি গৃহাদি ও কল্পান্তস্থায়ী বস্তু পৃথিবী পর্ব্বতাদি)[১]। কস্মিন কালেও কেহ আত্মমরণ দেখে নাই। না দেখি-লেও স্বপ্নে যেমন আত্মমরণ দেখা যায়, সেইরূপ, জীবগণ মৃত্যুর পরে জগৎ (স্মৃতিময় বা বাসনাময়) দর্শন করে[২]। হে তন্বি! "এই জগৎ, এই সৃষ্টি" এ সকল মায়াকাশে কাল্পনিক নগরীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[৩।৪]। আছে, হইতেছে, যাইতেছে, এ সমস্তই বাসনাবিশেষের বিস্তার, অন্য কিছু নহে। দূর, নিকট, কল্প, যুগ, বৎসর, মাস, এ সমস্তই বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ ভ্রমের রূপ[৫]। অনুভূত ও অননুভূত উভয় প্রকার দর্শনই চিৎস্বরূপে অবস্থিত ও চিৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত[৬]। যাহা কখন অনুভূত হয় নাই তাহাকেও "ইহা আমার অনুভূত" এরূপ ভ্রম হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্বাপ্ন ভ্রম তাহার দৃষ্টান্ত[৭]। এই বাসনা-পুঞ্জাত্মক সংসার প্রথমে প্রজাপতির জ্ঞানে বাসনার আকারে অবস্থিত ছিল, পরে তাহাই স্থূলতায় পরিণত হইয়া বিভক্তক্রমে প্রকাশ পাই-তেছে[৮]। এই ত্রিভুবনাদি দৃশ্যজাত কাহার অনুভূত রূপে, কাহারও বা অননুভূতরূপে স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, এবং কাহার বা বিনা সংস্কারে আকস্মিক রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। * হে বালে! এই বাসনাময় সংসারের যে অত্যন্ত বিস্মৃতি তাহাই মোক্ষ। সেইজন্য ইহাতে (সংসারে) পারমার্থিক প্রার্থনীয় অপ্রার্থনীয় কিছুই নাই[৯।১১]। আমিত্ব ও জগৎ

---

* অভিপ্রায় এই যে, অনুভূত পদার্থই স্মৃত্যাকারে প্রতিভাত হইবে, অননুভূত দেখা যাইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। প্রজাপতি আপনার প্রজাপতিত্ব পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই, অথচ তাহা সৃষ্টি সমকালে অনুভব করেন।

উভয়ের অবস্থিতি অবিদ্যামূলা। সুতরাং তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার (আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের) আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতীত নিত্যসিদ্ধা মুক্তির সম্ভাবনা কি?[১২]। সর্প শব্দ ও সর্পশব্দের অর্থ যাবৎ রজ্জুরূপে অবস্থান করিবে তাবৎ সর্পভয় অনিবারিত থাকিবেক[১৩]। যোগাদির দ্বারা যে বিশ্বের শান্তি, (বিশ্বের বিস্মরণ), তাহাকে সম্পূর্ণ শান্তি বলা যায় না। যেমন মূঢ় ব্যক্তিরা এক পিশাচের পরিত্যাগে অন্য পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার সংসারান্তর হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করা নিতান্ত অসম্ভব জানিবে[১৪]। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন নিশ্চয় হয়, সংসার পরম পদের বিবর্ত্ত মাত্র; সুতরাং যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে সমস্তই পরম পদ (ব্রহ্ম)। সংসারের উপাদান অজ্ঞান, তাহার বিনাশে ঐরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে[১৫]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমি আপনার প্রসাদে পরমাশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ উৎকণ্ঠা বিনাশ করুন। আপনি বলিলেন যে, সৃষ্টি বা জগৎ দর্শনের প্রতি পূর্ব্বসংস্কারই কারণ। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কৈ! আমি-ত পূর্ব্বে আর কখন ঐরূপ সৃষ্টি দেখি নাই? অনুভবও করি নাই?[১৬]। দেবী বলিলেন, লীলে! বাসনা সৃষ্টিকারণ বটে; পরন্তু তাহা সংস্কাররূপিণী নহে। অর্থাৎ কেবল পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারই যে সৃষ্টি দর্শনের কারণ তাহা নহে। মায়া নামক বাসনা বিশেষও সৃষ্টির কারণ, তাহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, আদি পিতামহ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি সমূহের জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় সমুদায় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি তদ্বাসনা প্রভব, ইহা সুসম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহা তদীয় দেহাদি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় তাঁহার ঐ সংস্কার অভাবগ্রস্ত, সেজন্য তদীয় সংস্কারও এতৎকল্পীয় ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ নহে[১৭]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মায়ায় পূর্ব্বকল্পীয় হিরণ্যগর্ব্ভের দেহাদির বাসনা বা সংস্কার সংলগ্ন হইয়া ছিল, সেই মায়া এতৎকল্পে স্বোপহিত চৈতন্যকে অভিনব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকারে বিবর্ত্তিত করিয়াছে[১৮]। এবংক্রমে ও কাকতালীয় ন্যায়ে পূর্ব্ব প্রজাপতি হইতে

অন্য প্রজাপতি উৎপন্ন হয়। সে প্রজাপতিও প্রতিভাময় অর্থাৎ শুদ্ধচেতন। তদ্দৃষ্টিতে তাঁহার ও সৃষ্টির সত্যতা প্রতিভাত হয় না। তাঁহার এই মাত্র প্রতিভা স্ফুরিত হইতে থাকে যে, আমি প্রজাপতি হইয়াছিলাম[১৯]। লীলে! সৃষ্টি সকল ঐরূপে অর্থাৎ মিথ্যাভাবে চৈতন্যাকাশে উদিত হয়, দৃষ্ট হয়, অথচ সত্যরূপে কোন কিছু হয় না বা জন্মে না[২০]। পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারজা স্মৃতির ও অনাদি অনির্ব্বাচ্য হিরণ্যগর্ভের অবিদ্যাশক্তি নাম্নী মূল বাসনার উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট মহাচৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম[২১]। * ইহা কার্য্য, ইহা কারণ, এ ভাব বিশুদ্ধ ব্রহ্মে নহে; কিন্তু মায়ান্বিত ব্রহ্মে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মে সকল কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয়। অবিচারময়ী মায়া তিরোহিত হইলে কার্য্য, কারণ, সহকারী, সমস্তই এক হইয়া যায়। তোমার স্বরূপ মহাচৈতন্য। তোমাতে যে স্মরণকারী অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে, সেই অন্তঃকরণ সৃষ্টি দর্শনের মুখ্য কারণ। পরন্তু তাহা নাম মাত্রে আছে, বস্তুগতিতে নাই[২২]। সেইজন্যই বলিয়াছি ও বলিতেছি, এই জগদাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। আপনাতে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যরূপ মহাকাশে চৈতন্যাকাশই অবস্থিত আছে, অন্য কিছু নাই[২৩।২৪]। লীলা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি কৌতুক! হে দেবি! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিলেন। কিন্তু হে দেবি! যাবৎ আমার এই জ্ঞান দৃঢ় না হয় তাবৎ আপনি আমাকে নিঃশঙ্কা করুন। আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা সফল করুন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে স্বীয় পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া চলুন; আমি তাঁহাদিগের সেই সর্গ ও সেই গৃহ প্রাতঃকালে চক্ষুঃ যেমন আলোকের সাহায্যে জগদ্দর্শন করে, তেমনি আমিও দর্শন করিব। আমি আপনার সাহায্যে সেই গিরিগ্রাম দেখিব, দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইব[২৫।২৭]।

---

* দেবী লীলার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যাহা দিলেন, তাহার সার সঙ্কলন এই যে, পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারের প্রভাবে পূর্ব্ব সদৃশ দর্শন হয় এবং মূল মায়ার প্রভাবেও অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখা যায়। তুমি যে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার মূলক নহে। তাহা তোমার আত্মাশ্রিত মূল অজ্ঞানের প্রভাব। মূলে আত্মভ্রান্তি থাকিলে যে কত শত অনির্ব্বাচ্য অননুভূত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেবী বলিলেন, লীলে! যদি সমাধির দ্বারা এই ভৌতিক দেহ বিস্মৃত হইয়া সেই অচেত্যচিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অর্থাৎ প্রচুর চৈতন্য স্ফূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অমলা হইতে পার, তাহা হইলে চিদাকাশস্থিত সেই ব্যোমাত্মস্বরূপ সাত্ত্বিক সর্গ দর্শন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই[২৮।২৯]। অপিচ, তুমি তাহা পারিলে, তুমি ও আমি, আমরা উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব। পরন্তু তোমার এই দেহ সেই সর্গ দর্শনের মহান্ প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ দেহ জ্ঞান থাকিলে তাহা পরলোক দর্শন দ্বারের অর্গল[৩০]। লীলা কহিলেন, পরমেশ্বরি! এই দেহ দ্বারা কি নিমিত্ত অন্য জগৎ দর্শন করিতে পারা যায় না তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া যুক্তি সহকারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩১]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই সমুদয় জগৎ বস্তুতঃ অমূর্ত্ত। পরন্তু মোহের বশে তোমরা মূর্ত্ত বলিয়া বোধ কর। যেমন সুবর্ণ অঙ্গুরীয়-কাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ, প্রকৃত বোধের অভাবে আপনাতে এই জগৎ মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে[৩২]। সুবর্ণ অঙ্গুরীয়াকার ধারণ করিলেও যেমন তাহার অঙ্গুরীয়কত্ব নাই, তদ্রূপ, জগৎ প্রতিভাত হইলেও পরব্রহ্মে ইহার সত্তা নাই। ফলতঃ যাহা যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে; সমস্তই সেই ব্রহ্ম। তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু নাই। মায়া যেমন সমুদ্রেরও কুল দর্শন করায়, তেমনি, অমূর্ত্ত ব্রহ্মেও মূর্ত্ত জগৎ দর্শন করায়। প্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ আমি মাত্র সত্য, এ বিষয়ে বেদান্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু ও ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভব প্রমাণ[৩৩।৩৫]। ব্রহ্মই ব্রহ্ম দর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে, সে ব্রহ্ম দেখিতে পায় না। অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মত্বজ্ঞানই ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মভিন্নত্ব জ্ঞান (আমি অন্য, ব্রহ্ম অন্য, এ জ্ঞান) ব্রহ্মদর্শন নহে। ব্রহ্মের স্বভাব এই যে, তিনি স্বকল্পিত সৃষ্ট্যাদির নামে প্রথিত হন। অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-সত্তা মায়ার আবরণে আবৃত হইলেই তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি প্রকাশ পায়[৩৬]। ব্রহ্মে কোনও প্রকারে বাস্তব কার্য্যের ও কারণের উদয় (উৎপত্তি) হয় না। তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ জগতেও বস্তুতঃ কার্য্যকারণভাব নাই। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[৩৭]। হে অঙ্গনে! অভ্যাসযোগ দ্বারা যাবৎ না তোমার ভেদবুদ্ধি শমতা প্রাপ্ত হইবে, তাবৎ তুমি ব্রহ্মরূপিণী

হইতে পারিবে না। অপিচ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় পরব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হইবে না[৩৮]। আমরা যদি অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্রহ্ম দর্শনে দৃঢ় ব্যুৎপন্না হই, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারি[৩৯]। বৎসে! আমার এই শরীর সঙ্কল্প নগরের ন্যায় ও শুদ্ধচিত্তাকাশ ময়। সেইজন্য আমি এতদ্দেহের অন্তরে পরম পদ ব্রহ্ম দেখিতে পাই[৪০]। লীলে! অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি না থাকায় তোমার আকার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও তোমার অন্তঃকরণে চিদাভাস (জীবভাব) নিরূঢ় আছে। অর্থাৎ এখনও তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। সেই কারণে তুমি তাহা (ব্রহ্ম, পরলোকাবস্থিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও তাহাদের আবাস) দেখিতে সমর্থ নহ[৪১।৪২]। তুমি যখন নিজ দেহে নিজের সঙ্কল্পিত নগর দেখিতে পাও না, তখন কি প্রকারে অন্যের সঙ্কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে সমর্থা হইবে?[৪৩] হে লীলে! সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি এই দেহ (দেহের অভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হও। যদি তাহা পার, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সে সমুদায় দেখিতে পাইবে[৪৪]। অতএব, যাহাতে তুমি এতদ্দেহ (দেহে আত্মাভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হইতে পার, শীঘ্র তাহার জন্য যত্নবতী হও। সঙ্কল্পিত নগরের ব্যবহার ও উপভোগ বিষয়ে সঙ্কল্পই অর্থক্রিয়াকারী হয়, অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ মানস শরীরেই মানস নগর সন্দর্শন করা যায়, পার্থিব শরীরে নহে[৪৫]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আপনি কহিয়াছেন যে, আমরা উভয়েই সেই দ্বিজদম্পতীর সংসারে গমন করিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমি যেন এই দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই পরলোকে গমন করিব। পরন্তু হে দেবি! আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন তাহা আমাকে বলুন[৪৬।৪৮]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন তোমার অন্তঃস্থ সাঙ্কল্পিক বৃক্ষ থাকিলেও নাই, তেমনি, আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার দৃষ্টিতে নাই। যাহা কুড্যের ন্যায় মূর্ত্ত তাহাই মূর্ত্ত কুড্য ভেদ করে, অমূর্ত্ত অমূর্ত্ত প্রতিবন্ধী হয় না[৪৯]। আমার এই দেহ একমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহা সেই চিৎস্বরূপের প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত ইহার অত্যল্প প্রভেদ। (যেমন সূত্রভস্ম সূত্রাকারে দৃষ্ট

হইলেও তাহা সূত্র নহে, তেমনি, আমার এই দেহও দেহ নহে)। সেই কারণে আমার দেহ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। আমি এতদ্দেহেই অভিলষিত স্থানে যাইব। যেমন অনিল গন্ধের সহিত, সলিল সলিলের সহিত, অনল অনলের সহিত এবং বায়ু বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তেমনি, আমার এই মনোময় দেহও অন্য মনোময় দেহের সহিত মিলিত হইবে[৫০।৫২]। পার্থিবতাজ্ঞান কখন অপার্থিব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয় না। কোথায় দেখিয়াছ যে, কাল্পনিক শৈল ও প্রকৃত শৈল উভয়ে পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে?[৫৩] যদ্যপি দেহ মাত্রেই মূলে আতিবাহিক অর্থাৎ মনোময়, তথাপি, চিরকাল তাহাকে আধিভৌতিক জ্ঞানে ভাবিয়া আসিয়াছ এবং সেই ভাবনায় উহা পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিকপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব-শরীর নিষ্পন্ন হয় তাহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত—স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, * ভ্রম, মনোরাজ্য ও গন্ধর্ব্বনগর দর্শন[৫৪।৫৫]। অতএব হে বৎসে! যখন তোমার বাসনা সকল ক্ষীণ হইবে, তখন তোমার এই স্থূল দেহ পুনর্ব্বার সমাধি অভ্যাসের দ্বারা আতিবাহিকে পরিণত হইবে[৫৬]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আতিবাহিক-দেহত্ব-জ্ঞান সমাধি প্রভৃতির দ্বারা সুদৃঢ় হইলে তখন এ দেহ কি হয়? বিনষ্ট হইয়া যায়? কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়?[৫৭] দেবী বলিলেন, হে পুত্রি! যাহা সত্য সত্যই আছে, তাহাতেই নাশ হওয়া না হওয়ার ব্যবস্থা। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার নাশ কি? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা তিরোহিত হইলে, “সর্প কোথায় গেল, মরিয়া গেল কি অন্যথা হইল” এ সকল কথা যেরূপ, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞানের স্থিরতায় আধিভৌতিক দেহ কি হয় কোথায় যায়, এ কথাও (প্রশ্নও) সেইরূপ[৫৮।৫৯]। প্রকৃত প্রত্যুত্তর এই যে, যেমন সত্যবোধ সমুদিত (রজ্জুজ্ঞান) হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান থাকে না, তেমনি, আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে তখন আর ইহার আধিভৌতিকতা থাকে না[৬০]। তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে,

---

* ভাবশরীর=মনঃকল্পিত দেহ। মানুষেরাও স্বপ্নে মনের কল্পনায় আপনাকে ব্যাঘ্র-শরীরী দেখে। দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেও মন তন্ময় হইয়া যায় তাহাতে সে আপনাকে তন্ময় দেখে। তেলাপোকা কাঁচপোকার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করে ও ভয়ে মনোমধ্যে কেবল কাঁচপোকা দেখিতে থাকে। তৎক্রমে সে অল্প দিন পরে কাঁচপোকা হইয়া যায়।

এ সকল যদি কাল্পনিক হয় তবে অবশ্যই উপদেশ দ্বারা কল্পনার তিরোধান সাধিত হইবে। যাহা বাস্তবরূপে নাই (ব্রহ্মে) তাহা অতীব তুচ্ছ[৬১]। ভদ্রে! আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেহাদি সমস্তই পরব্রহ্মে পরিপূর্ণ। সেই কারণে আমরা যাহা পরম সত্য তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু তোমার তদ্রূপ জ্ঞান নাই। তদ্রূপ জ্ঞান (পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান) না থাকাতেই তুমি পরম সত্য ব্রহ্ম দেখিতে পাও না[৬২]। যদি বল, চিৎ-তত্ত্ব অদৃশ্য, কিরূপে তাহা দৃশ্যস্বভাব প্রাপ্ত হইল, তদুত্তরার্থ বলিতেছি, প্রথম সৃষ্টিতেই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি সমকালেই চিতের চিত্ত নামক ধর্ম্ম (চিতের পরিস্ফুরণের বিষয় বা আধার) প্রকটিত হইয়াছিল, তদবধি একই সত্তা দৃশ্যের অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া (যেমন একই চন্দ্র জলাশয়ের বহুত্ব অনুসারে বহুর ন্যায় হয় তেমনি কাল্পনিক বহু দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হওয়ায় একাদ্বয় ব্রহ্ম ও দৃশ্য অনুসারে দৃশ্য হন) স্বাশ্রিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া বা প্রকটিত করিয়া আসিতেছে[৬৩]।

লীলা অসহায় একাদ্বয় পদার্থের বহুভাব হওয়া অসম্ভব শঙ্কা করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বিভাগের অবিষয়ীভূত শান্তস্বরূপ সেই এক মাত্র পরম তত্ত্ব বিদ্যমান, আর সব অবিদ্যমান। এমত স্থলে কল্পনার অবসর কোথায়? (যে কিছু বিকৃত হয় ও বহু হয়, সমস্তই অন্যের সাহায্যে। একাদ্বয় পদার্থের সহায় কোথায়? সহায় থাকা স্বীকার করিলে একাদ্বয় বলা সঙ্গত হইবে না)[৬৪]।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন হেমে কটকতা, জলে তরঙ্গতা এবং স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ, পরব্রহ্মেও কল্পনা (সৃষ্টি) নাই। নাই বলিয়াই সত্যবোধ সমুদিত হইলে পরব্রহ্মে বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা তিরোহিত হয়। হে বালে! সেই কল্পনারহিত, শান্তস্বরূপ একমাত্র অজ পরমাত্মা সদা ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৬৫।৬৬]। যেমন আকাশে ধূলি নাই, তেমনি, পরব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার বা উৎপত্তি নাই। তাহা শান্ত শিব এক অজ ও অনুৎপত্তিস্বভাব[৬৭]। যে কিছু ভাসমান সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। প্রতিভাস ভাসকের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ মণির প্রতিচ্ছায়া মণি হইতে পৃথক্ বস্তু নহে[৬৮]।

লীলা কহিলেন, দেবি! আমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত দ্বৈতাদ্বৈত পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছি? কে আমাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনায়

ভ্রান্ত করিয়াছে? দেবী কহিলেন, তরলে! তুমি এতাবৎ কাল অবিচার রূপ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া ব্যাকুলা ছিলে। যে অবিচার তোমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই অবিচার সদ্বিচার দ্বারা নিমেষ মধ্যে বিনষ্ট হইতে পারে। পরন্তু সে অবিদ্যাও অনন্ত ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত নহে। অবিচার, অবিদ্যা, বন্ধন এবং নিরাবাধ মোক্ষ, এ সমুদায়ের কিছুই নাই। আছে কেবল শুদ্ধবোধ এবং তদ্দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৬৯।৭২]। বৎসে! তুমি এ পর্য্যন্ত বিচারপরায়ণা হও নাই বলিয়াই ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতা ও সমাকুলা হইতেছিল। এখন তোমার চিত্তে বাসনাক্ষয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে, এখন তুমি প্রকৃষ্ট বোধ লাভ করিয়াছ, বিবেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ ও বিমুক্তবন্ধনা হইয়াছ অর্থাৎ তোমার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে[৭৩।৭৪]। সংসার নামক দৃশ্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা যখন বুঝিয়াছ, তখন আর এতদ্দ্বারা তোমার দ্বৈতবাসনা উৎপন্ন হইবে না। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চিত্ত একমাত্র পরব্রহ্মে নিরূঢ় হইলে, দ্রষ্টৃ দৃশ্য ও দর্শন অভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন এই হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনাক্ষয়াত্মক বীজ থাকিলেও তাহা দগ্ধকল্প হয়, আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও তাহা তৎপরিপাক কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। বাসনাক্ষয় হইলেই রাগ-দ্বেষাদি তিরোহিত ও সংসারভাব নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং সংসারভাব তিরোহিত হইলেই অমল প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। হে লীলে! তুমি উপদিষ্ট প্রকারের সমাধি অভ্যস্ত করিতে পারিলে নিশ্চিত অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তির মূল অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া নির্ম্মল হইতে পারিবে[৭৫।৭৯]।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন জাগ্রৎ জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্ন দর্শন অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, সেইরূপ, বাসনা ক্ষীণ হইলে এই স্থূল দেহ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে[১]। যেমন স্বপ্ন জ্ঞানের পর স্বাপ্নদেহ থাকে না, তেমনি, বাসনা নাশের পর এই জাগ্রৎ দেহও থাকে না। (অর্থাৎ দেহাভিমান থাকে না)[২]। যেমন সঙ্কল্প ও স্বপ্ন দর্শন শেষ হইলে এতদ্দেহের দর্শন হয়, তেমনি, জাগ্রদ্ভাবনার অন্ত হইলে অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অহন্তাব নিবৃত্ত হইলে তখন সেই আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইবে[৩]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বাসনাবীজ বিলীন হইলে সুষুপ্তির উদয় হয়, তেমনি যদি, জাগ্রদবস্থায় বাসনাবীজ প্রক্ষীণ হয় তাহা হইলে বিমুক্ততার উদয় হইয়া থাকে[৪]। জীবন্মুক্ত দিগের বাসনা বাসনা নহে; তাহা কেবল পরিশুদ্ধ সত্ত্ব অথবা সত্তাসামান্য মাত্র। (যেমন দগ্ধ বস্ত্রের অস্তিত্ব, তেমনি)। বাসনা সকল নিদ্রায় সুপ্ত হইলে তাহা সুষুপ্তি; আর জাগ্রৎ অবস্থায় সুপ্ত হইলে তাহা মোহ। নিদ্রায় বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহা তুরীয় এবং জাগ্রতে জ্ঞানবলে বাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহাও তুরীয়। তুরীয় লাভের অন্য নাম ব্রহ্ম-লাভ। তুরীয় লাভই পরম অর্থাৎ যার পর নাই উৎকৃষ্ট[৫,৭]। যাহাদের বাসনা একবারেই পরিক্ষীণ হইয়াছে তাদৃশ জীবের জীবনস্থিতি জীব-ন্মুক্ত পদের অভিধেয় এবং সেই জীবন্মুক্ত পদ অমুক্ত জীবের (যাহারা সংসারে বদ্ধ তাহাদের) অজ্ঞাত[৮]। হিমানী (বরফ) তাপ সংযোগে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল হয়, চিত্তও বাসনা পরিত্যাগের পর সমাধিপটু ও শুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। (স্থূল-পরিচ্ছেদ-ভ্রান্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী হয়)[৯]। জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত যে মন, সেই মনঃই জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় পদার্থ দেখিতে পায় এবং সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে[১০]। হে লীলে! তোমার অহন্তাব অর্থাৎ দেহাভিমান যখন অভ্যাস দ্বারা উপশান্ত হইবে, তখন তোমার এ দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাভা-

বিক চিৎস্বরূপতা আপনা আপনি উদিত হইবে[১১]। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে সমুদিত হইবে অর্থাৎ স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, তখনই তুমি পবিত্র হইয়া অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সেই সকল পবিত্র লোক দর্শন করিতে সমর্থা হইবে[১২]। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি বাসনা বিনাশের নিমিত্ত যত্নবতী হও, বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে[১৩]। অতি সুশীতল বোধচন্দ্রমা যাবৎ না পূর্ণ হয়, তাবৎ তুমি স্থূল দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন কর অর্থাৎ সমাধির দ্বারা স্থূল শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্ত মাত্র অবলম্বনে ও জ্ঞান চক্ষে সেই সেই পরলোক অবলোকন কর[১৪]। তুমি এমন আশা করিও না যে, আমার দেহে মিলিতা হইয়া তুমি সে লোকে গমন করিতে পারিবে। কারণ, মাংসময় দেহ অমাংস দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংসময় দেহ চিত্তময় দেহে মিলিত হইয়া কোনও ব্যবহারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে এবং চিত্তদেহও ব্যবহারিক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইতে সমর্থ নহে[১৫]। আমি যাহা বলিলাম, ইহা অনভিজ্ঞ বালক হইতে সিদ্ধলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের অনুভবসিদ্ধ। আমরা বর ও শাপ দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি; পরন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি না। (দেবীর অভিপ্রায় এই যে, উপদেশানুরূপ কার্য্য না করিলে কোনও ক্রমে আমি তোমাকে স্থূল শরীরে পরলোক দেখাইতে পারিব না)[১৬]। নিবিড়তম (প্রগাঢ়) জ্ঞান অভ্যস্ত হইলে ও বাসনা জাল জীর্ণ হইলে এই দেহেই আতিবাহিক ভাব বা ভাবময় শরীর জন্মিয়া থাকে। * বৎসে! আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইলে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। লোকে এই মাত্র দেখে, তাহার স্থূল শরীর আবির্ভূত রহিয়াছে[১৭।১৮]। পরন্তু মুক্ত পুরুষেরা দেখেন, দেহমাত্রই অবাস্তব। সেজন্য তাঁহাদের বাস্তব মরণ অথবা জীবন নাই। কোন্ ব্যক্তি স্বপ্ন ও সঙ্কল্পভ্রান্তির দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়?[১৯] হে পুত্রি! সঙ্কল্পনির্ম্মিত পুরুষের জীবন মরণ যদ্রূপ অসত্য অথচ ভান হয়, দৃশ্য দেহের উৎপত্তি বিনাশও তদ্রূপ অসত্য

---

* জীব যখন মরে ও পরলোক গমন করে, তখন তাহারা আতিবাহিক শরীরে লোকান্তরগামী হয়। স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে। সেই আতিবাহিক শরীরকে পারলৌকিক শরীর বলে। সে শরীর অনাদি অনির্ব্বাচ্য স্বাজ্ঞানকল্পিত সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

অথচ তাহা তাহার ভান হইয়া থাকে[২০]।

লীলা বলিলেন, দেবি! যাহা শ্রবণ করিলে দৃশ্যদর্শনরূপ রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়, আপনি আমাকে তাদৃশ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—বাসনাক্ষয় বিষয়ে কিরূপ অভ্যাস উপকারী হয় এবং অভ্যাসই বা কি প্রকারে পরিপুষ্ট হয়—তাহা আমাকে বলুন। অভ্যাস পরিপুষ্ট হইলে যে যে ফলের উদয় হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[২১।২২]।

দেবী বলিলেন, বরবর্ণিনি! যে যাহা কিছু করিবে তাহা অভ্যাস ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইবে না। সেইজন্য বুধগণ বলিয়া থাকেন, অনুক্ষণ ব্রহ্মচিন্তন, পরস্পর ব্রহ্মকথন, পরস্পর ব্রহ্ম বুঝান, এবং সর্ব্বদা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হওয়ার নাম ব্রহ্মাভ্যাস এবং ঐরূপ ব্রহ্মাভ্যাস তত্ত্বাববোধের কারণ[২৩।২৪]। যাহারা বিষয়বিরক্ত ও মহাত্মা, তাঁহারাই প্রযত্ন সহকারে ভোগবাসনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। অপিচ, তাঁহারাই জন্ম মরণ জয় করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন[২৫]। যাঁহাদিগের আনন্দপ্রসবিনী মতি বৈরাগ্য রসে সুরঞ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগে লব্ধসৌন্দর্য্য—তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী[২৬]। যিনি যুক্তিসহকৃত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্তাভাব (অনস্তিত্ব) অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত[২৭]। দৃশ্য কখনও বাস্তবরূপে উৎপন্ন হয় নাই, সেজন্য দৃশ্য অর্থাৎ এ সকল নাই। সুতরাং জগৎ নাই, তুমি নহ ও আমি নহি, ইত্যাকার জ্ঞানসন্ততি জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া গণ্য হয়[২৮]। দৃশ্য নাই; সে বিধায় তাহার অস্তিত্ব অলীক ও অসম্ভব, এ বোধ যখন অবিচাল্য হয়, যখন রাগদ্বেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন মনের বল আত্মগামী হইয়া রমণ করিতে থাকে। ঐ প্রকার আত্মরতিও ব্রহ্মা-ভ্যাস নামে অভিহিত হয়। রাগদ্বেষাদির হ্রাস ও দৃশ্যাত্যন্তাভাবের বোধ (যাহা দেখা যায় তাহা সর্ব্বকাল মিথ্যা, এ বোধ) ব্যতীত যতই তপস্যা কর না কেন সমস্তই অজ্ঞানকল্প ও দুঃখভোগপ্রদ[২৯।৩০]। অপিচ, দৃশ্যের অসম্ভব বোধই বোধ ও সেইরূপ জ্ঞেয়ই জ্ঞেয় বলিয়া অব-ধারণ করিবে। অপিচ, তাহার অভ্যাসই অভ্যাস ও তাদৃশ অভ্যাসই নির্ব্বাণফলদায়ক[৩১]। হে লীলে! চিত্তে অভিহিত প্রকারের বিবেক-বোধাভ্যাসরূপ সুশীতল বারি সর্ব্বদা পরিষেক করিলে নিশ্চয়ই ভবরূপ

নিশায় প্রবৃত্ত মোহরূপ প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইবে[৩২]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা ভাগ বলিলে দিবাকর অস্তাচলগত ও সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যগণ সায়ন্তন কার্য্য সমাধানার্থ গমন করিলেন। পরে রজনী প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন[৩৩]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।
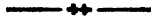
প্রভাতে পুনঃ কথারম্ভ হইল। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই দুই বরাঙ্গনা অর্থাৎ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সেই রজনীতে ঐরূপ কথোপকথন করিয়া, পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত হইলে, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষাদি সমস্তই বদ্ধ, অন্তঃপুরমণ্ডপ পুষ্প গন্ধে আমোদিত ও রাজার মৃত দেহন্যস্ত পুষ্পমাল্যাদি অম্লান রহিয়াছে দেখিয়া সমাধিস্থানে গমন পূর্ব্বক তথায় রত্নস্তম্ভাদিতে সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় (খোদাই করা মূর্ত্তি)। নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিস্থা হইলেন। * তখন তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত ও ইন্দ্রিয় সকল সঙ্কুচিত হইল। যেন সায়ংকাল আগতে দিবাপ্রস্ফুটিত দুইটী পদ্মিনী পরিমল (সুগন্ধ) উপসংহার করিতেছে। যেন বায়ুশূন্য শরৎকালে পর্ব্বতোপরি দুই খণ্ড সুশুভ্র মেঘ নিশ্চল নিষ্পন্দ ও পতিত হইয়াছে১।৬। তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দুইটী কল্পলতিকা নববসন্তসমাগমে পূর্ব্ববসন্তসঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পত্রাদি হইয়াছে। তাঁহাদের স্থূল দেহ সমাধিযোগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও ভূমিনিপতিত হইয়াছে। সে দৃশ্যের তুলনা পদ্মিনীর বিশীর্ণতা, নিষ্পন্দ শুভ্র মেঘ ও নিষ্পত্র বনলতিকা। তাঁহারা সমাধিবলে তন্মুহূর্ত্তে জানিলেন, অন্তঃস্থ অহম্ভাব হইতে বাহ্য জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায় দৃশ্য ভ্রান্তিসমুদ্ভব। তন্মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অন্তর হইতে সমুদায় দৃশ্যপিশাচ অদর্শন গত হইল। হে অনঘ রামচন্দ্র! লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব দর্শন করিয়া ছিলেন, পরন্তু আমরা সর্ব্বদাই ইহার ত্রৈকালিক অসত্তা (মিথ্যাত্ব) অনুভব করিয়া আসিতেছি৭।৯। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদিগের নিকট শশ-শৃঙ্গের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীকরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ, যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা প্রতীত হউক বা না হউক, বর্ত্তমানেও তাহা নাই বলিয়া অবধারণ করা যায়১০। রাম! সেই

---

* সরস্বতী লীলার সাহায্যার্থে অর্থাৎ লীলাকে সমাধি শিখাইবার নিমিত্ত সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। ঐ সকল কার্য্য গুরুসাপেক্ষ। গুরু না শিখাইলে শিখা যায় না।

ললনাদ্বয় তখন দৃশ্যদশাবিমুক্ত হইয়া কেবল ও শান্ত হইলেন। আকাশ যদি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিহীন হয় তবেই সে শান্ত ভাবের উপমা হইতে পারে। যে সময়ে কেবল মাত্র আকাশ হইয়াছে বায়ু উৎপন্ন হয় নাই অথবা প্রলয় কাল আগতে বায়ু পর্য্যন্ত বিনাশ হইয়াছে, কেবল আকাশ অবশিষ্ট আছে, সে অবস্থাও উহার উপমা হইতে পারে[১১]। অনন্তর জ্ঞানদেবতা সরস্বতী জ্ঞানময় দেহে এবং রাজমহিষী লীলা মানব দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান জ্ঞানের অনুরূপ দিব্য দেহ অবলম্বনে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১২]। তাঁহারা যে সত্যসত্যই দূরগামী হইলেন তাহা নহে। প্রাদেশ পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বগামী জ্ঞানে আরোহণ ও ব্যোম গমনের অনুরূপ চিদাকাশমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন[১৩]। * অনন্তর ললিতলোচনা ললনাদ্বয় পূর্ব্বসঙ্কল্প সংস্কারের উদ্বোধে † ও জ্ঞানের বিষয়পক্ষপাতিতা প্রযুক্ত অতি দূরতর আকাশে আপনাদের গমন দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সত্যসত্যই যে স্থানান্তরে গেলেন তাহা নহে। তাঁহারা চিদ্বৃত্তির দ্বারাই কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[১৪।১৫]। ‡ চিদাকাশ দেহেও চিত্তস্থ পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান অনুবৃত্ত থাকে। এই সময়ে তাহারা

---

* এ বিষয়ে মতদ্বয় আছে। এক মত এই যে, যোগীরা সমাধির দ্বারা স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সূক্ষ্ম দেহে বহিঃ সঞ্চরণ করেন। অন্য মত এই যে, তাঁহারা দেহবহির্গত হন না, কেবল মাত্র তদ্দেহের অভিমান পরিত্যাগ ও হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত নাড়ী স্থানে অবস্থান বা আরোহণ করিয়া সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানে তাঁহারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

† তাঁহারা সমাধি করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমরা পরলোক দেখিব ও সেখানে সঞ্চরণ করিব। পূর্ব্বের সেই সঙ্কল্প তাঁহাদের চিত্তে সংস্কারীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানাকারে পরিণত হইল। সাঙ্কল্পিক জ্ঞানের স্বভাব এই যে, তাহা সঙ্কল্পিতের অনুরূপ বিষয় কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাতে ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানস্বভাব প্রভাবে ঐ ঘটনা সুখনিষ্পন্ন হইবার বাধা হয় না।

‡ চিদ্বৃত্তি শব্দের অর্থ চৈতন্য সম্বলিত মনোবৃত্তি। লীলা ও সরস্বতী ইতিপূর্ব্বে মনে মনে "আমরা আকাশ পথে যাইব" এইরূপ সঙ্কল্পবৃত্তি উত্থাপন করিয়া সমাধিগতা হইয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা এক্ষণে তদনুরূপ চিত্তদেহে আকাশে উৎপতিত হওয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

সঙ্কল্পসংস্কার পূর্ণ চিত্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে তাহারা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্য দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যে কারণ বর্ণনা করিলাম, সেই কারণে সেই সমস্বভাবা ললনাদ্বয় চিদাকাশদেহশালিনী হইয়াও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান ও পরস্পর পরস্পরের আকার বিলোকন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্নেহানুরক্ত হইলেন[১৬]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐরূপে তাঁহারা উর্দ্ধস্থানগত হইয়া পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে অদ্ভুত নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূর হইতে দূরে গমন করিতে লাগিলেন[১]। তাঁহারা দেখিলেন, আকাশ প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর, নির্ম্মল, নিরাবাধ (বাধাশূন্য) স্নিগ্ধ, সুকোমল ও কোমলবায়ুসঙ্গী ও সুখভোগপ্রদ[২]। এই শূন্যসমুদ্রে অবগাহন করা বিলক্ষণ সুখাবহ ও আহ্লাদকর। তাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর ও সজ্জন মন অপেক্ষাও প্রসন্ন[৩]। ঈদৃশ আকাশ-সমুদ্র অবগাহন করিয়া তাঁহারা কখন মেরুশৃঙ্গস্থিত সৌধান্তর্গত মেঘ-মণ্ডলে, কখন দিক্ সমুদায়ে, কখন বা চন্দ্রমণ্ডলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[৪]। কখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন এবং কখন বা সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব দিগের পারিজাতমালাসুরভিবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন বর্ষাকালীন সলিল পরিপূর্ণ কোকনদসুশোভিত সরোবরসদৃশ বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত মন্থর মেঘমণ্ডলে ও কখন বায়ুবিতাড়িত বারিদমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেন দুইটী ভ্রমরী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে লীলা বিহার করিয়া বেড়াইতেছে[৫।৭]। মধুরগামিনী ললনাদ্বয় ঐরূপে পরিভ্রমণ ও স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে আকাশগর্ত্তে (শূন্য মধ্যে) অপর এক মহারম্ভ সন্দর্শন করিলেন। মহারম্ভ অর্থাৎ ভুবন ও ভুবনবাসী লোক পুঞ্জ[৮।৯]। দেখিলেন, ব্যোমোদরে অসংখ্য ভুবনাদি অবস্থিতি করিতেছে। এ সকল ভুবন জ্ঞপ্তিদেবীর পূর্ব্বদৃষ্ট, কিন্তু লীলা এ সকল আর কখন দেখেন নাই। কোটি কোটি জগৎ ইহার অন্তর্গত থাকিলেও অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ অন্তরাল বিশিষ্ট। আরও অদ্ভুত এই যে, কোটি কোটি ভুবন ব্যোমের উদর পূর্ণ করিতে পারে নাই। সেই সকল বিচিত্রাকার ভুবনের ভূতল সকল পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগমণি বিরাজিত। আরও দেখিলেন, কল্পান্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল মুক্তাময় শিখরপ্রভার দ্বারা হিমালয়সানুসদৃশ কাঞ্চনসমুদ্ভাসিত ও মহামরকত

মণির প্রভার দ্বারা নীলিমাবিশিষ্ট এবং তাহাতে মেরু প্রভৃতি ভূধর সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানে সচঞ্চল পারিজাতলতা বৈদূর্য্যময়ী শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে মনের ন্যায় বেগশালী সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা পবনসঞ্চারবেগ পরাজিত হইতেছে। কোন স্থানে দেবপত্নী সকল বিমানগৃহে অবস্থিতি করতঃ মনোহর গীতবাদ্য করিতেছে। কোন স্থানে সুরাসুরগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে গমনাগমন করিতেছেন। কোন স্থানে কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, এবং পিশাচমণ্ডল বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে মহামেঘের ন্যায় গভীর ধ্বনি করতঃ বিমানসমূহ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চার দ্বারা জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যসন্নিহিত কোন কোন স্থানে অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধকলেবর হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের সূর্য্যাতপদগ্ধ বিমান সকল অর্কদেবের অশ্বমুখনির্গত প্রবল সমীরণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন কোন স্থানে লোকপালগণ ও অপ্সরোবৃন্দ সঞ্চরণ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে দেবীগৃহ সমুত্থিত ধূমরাশি নভোমণ্ডলে বারিদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অপ্সরাগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধাবিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিভ্রষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে বারিদমণ্ডল মহাবল সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন সভয়ে হিমবান্, মেরু ও মন্দর ভূধরের অধিত্যকা আশ্রয় করায় ঐ সকল ভূধর বস্ত্র পরিধানের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। কোন কোন স্থান কাক, উলূক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিসমূহে পরিবৃত। কোন কোন স্থানে ডাকিনীগণ বারিধি-তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছে ও যোগিনীগণ অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইয়াও কুক্কুর, কাক ও উষ্ট্র মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বৃথা বহুদূরে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছে। কোন স্থানে গগনবিহারী জীব স্বর্গীয় গীতি বাদ্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আছে। কোন স্থানে যাহার নিরন্তর পরিভ্রমণ বশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষের বিভাগ নিষ্পন্ন হয়, সেই নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে ত্রিপথগা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন এবং দেববালকগণ স্থিরচিত্তে তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৌতুকী হইতেছে।

কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তিবিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেহ সঞ্চালন করিতেছেন। কোন স্থানে ভিত্তিশূন্য ভবন, কোন স্থানে বীণাযন্ত্র সহকারে দেবর্ষি নারদের সুমধুর গীত; কোন মেঘমার্গ প্রদেশে মহামেঘ, এই সকল মেঘ প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় অবিরল ধারা বর্ষণ করিতেছে ও কোন কোন মেঘ চিত্রন্যস্তের ন্যায় ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কোন স্থানে কজ্জলবর্ণ অদ্রিশ্রেষ্ঠ হইতে পরম সুন্দর অম্ভোধর উৎপতিত হইতেছে। কোন স্থানে বায়ুপ্রবাহ মধ্যে প্রৌঢ় বিমান সকল তৃণপল্লবের ন্যায় বিচলিত হইতেছে, কোন স্থানে অলিকুল প্রচলিত হইতেছে, কোন স্থানে বায়ুসহকারে সমুড্ডীন ধূলিপটল মেরুনদীর ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, কোন স্থানে সুচিত্র বিমান, নর্ত্তনশীল মাতৃমণ্ডল, যোগেশ্বরী ও ক্রোধাদি বিহীন সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ অবস্থিতি করিতেছেন। কোন স্থানে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরপত্নীদিগের মনোহর গীত, কোন স্থান নিস্তব্ধ পুরবর দ্বারা সমাকীর্ণ, এবং কোন কোন স্থানে পুরবর সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে রুদ্রপুরী, কোন স্থানে ব্রহ্মপুরী এবং কোন স্থানে মায়াকৃতপুরী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কোন স্থানে চন্দ্রচন্দ্রিকার লহরী, কোন স্থানে অমৃতপূর্ণ সরোবর, মায়া সরোবর, এবং কোন স্থানে দৈবী শক্তির দ্বারা ঘনীভূত সলিলময় সরোবর দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে চন্দ্রমা ও কোন স্থানে দিবাকর সমুদিত হইতেছেন। কোন স্থানে গাঢ় তমোময়ী রজনী, কোন স্থানে নীহারপটলা ধূষরবর্ণা সন্ধ্যা, কোন স্থানে বর্ষণকারী পয়োধর ও ঊর্দ্ধাধো গমনে সব্যগ্র সুরাসুরগণ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে দিগ্বিহারিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর, এই চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ। কোন স্থান লক্ষযোজন পরিমিত ভূধর দ্বারা, কোন স্থানে পর্ব্বতগুহা সদৃশ অবিনাশী তমোরাশির দ্বারা, কোন স্থান সূর্য্যের ও অনলের তেজোরাশির দ্বারা ও কোন স্থান মহাহিমরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে অত্যুচ্চ দেবগৃহ সকল দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পতিত হইতেছে। কোন স্থান বিমান নিপতন দ্বারা বহ্নিরেখার ন্যায় অঙ্কিত হইতেছে। কোন স্থানে শত শত কেতু (ধূমকেতু) নিপতিত হওয়ায় ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে শুভগ্রহগণের

উৎকৃষ্ট মণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে। কোন স্থান অন্ধকারময়ী রজনীর ও কোন স্থান ভাস্বর দিবাভাগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল গভীর গর্জ্জন করিতেছে এবং কোন স্থানে বা নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডল বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহা শুভ্র পুষ্পের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন কোন স্থানে ময়ূর ও স্বর্ণচূড় পক্ষীর দ্বারা এবং কোন স্থান বিদ্যাধরী ও দেবী দিগের বাহন দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থান অভ্রমণ্ডল মধ্যে কার্ত্তিকেয় দেবের ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে। কোন স্থান শুকপক্ষিগণের প্রতিচ্ছায়ায় হরিদ্বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল প্রেতরাজের মহিষ সদৃশের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণরাশি ভ্রমে মেঘমণ্ডল কবলিত করিতেছে। কোন স্থানে দেবপুর ও দৈত্যপুর। কোন স্থানে পর্ব্বতভেদকারী প্রবল বায়ু নগরপরম্পরার অন্তরালে প্রবাহিত হওয়ায় সে সকল তত্রস্থ অধিবাসী দিগের নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। কোন স্থানে কুলপর্ব্বতাকার ভাস্বর ভৈরব, কোন স্থানে পক্ষবিশিষ্ট শৈলেন্দ্রের ন্যায় গরুড়পক্ষী, কোন স্থানে পক্ষশালী পর্ব্বত, তাহারা বায়ুর ন্যায় প্রোড্ডীয়মান এবং কোন স্থানে মায়াকৃত আকাশনলিনী ও তদাধার শীতল সলিল দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে সুরভিবাহী আনন্দদায়ক শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। আবার স্থানান্তরে তপ্তানিল দ্বারা দ্রুম, পর্ব্বত ও মেঘমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে। কোন স্থানে প্রশান্ত সমীরণ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইতেছে, কোন স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় শত শত শৃঙ্গবিশিষ্ট মেঘ সমুদিত হইতেছে, কোন স্থানে বর্ষাকালের উন্মত্ত-জলধর গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থানে সুরাসুরগণ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন স্থানে ব্যোমকমলবিহারিণী হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে, কোন স্থানে মন্দাকিনীতীরস্থিত মৃদু অনিল স্বর্গীয় নলিনীর সৌরভ হরণ করিতেছে, কোন স্থানে গঙ্গা প্রভৃতি সরিৎ সন্নিধান হইতে মৎস্য, মকর, কুলীর ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তুগণ দেবশরীর দ্বারা উড্ডীন হইতেছে, কোন স্থানে সূর্য্য পাতালগামী হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ এবং কোন স্থানে বা অন্য প্রকারের সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। * অপিচ, কোন স্থানে মায়াকুসুমকানন

* সূর্য্য পাতালগামী, এই কথাটীর জ্যোতিষ অনুসারী অর্থ সুগ্রাহ্য। জ্যোতির্জ্ঞগণ

(দেবমায়া বিনির্ম্মিত পুষ্পোদ্যান) স্বর্গানিল দ্বারা কম্পিত হইতেছে।

রাঘব! যেমন মশক সকল পক্ক উডুম্বর মধ্যে পরিভ্রমণ করে, তেমনি, রাজমহিষী লীলা ও সরস্বতী উভয়ে আকাশোদরে পরিভ্রমণ করতঃ আকাশচরদিগের বৈভব সন্দর্শন করিলেন। পরন্তু তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা পুনর্ব্বার নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া মহীতলাভিমুখে আগমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[১০।৮৫]।

বলেন, সূর্য্য ভূগোল বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন, তৎসঙ্গে ভূচ্ছায়াও ঘুরিতেছে। সূর্য্য যখন ভূচ্ছায়াচ্ছাদিত হন তখন তাঁহাকে পাতালগামী বলা যায়। অপিচ, চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে পাতাল শব্দের অর্থ—চন্দ্রের ব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগ। সূর্য্য তদ্গত হইলে চন্দ্রমণ্ডলে ভূপ্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, হইলে লোকে তাহাকে চন্দ্রগ্রাস নামে অভিধান করে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! দেবী সরস্বতীর অভিপ্রায়—তিনি লীলাকে ভূমণ্ডল দেখাইবেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে নভস্তল হইতে গিরিগ্রামস্থিত মৃতবশিষ্ঠগৃহ দর্শনার্থ গমন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া প্রথমতঃ ভূমিতল দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ড যেন পুরুষ,—বিরাট্ পুরুষ। ভূমণ্ডল তাহার হৃদয় পদ্ম, অষ্টদিক তাহার দল, (পাব্ড়ি), গিরিরাজি তাহার কেশর, সরিৎ তাহার অন্তরশাখা, হিমকণা তাহার মধুবিন্দু, শর্ব্বরী তাহার ভ্রমরী ও অসংখ্য প্রাণিবৃন্দ তাহাতে মশক[১।৩]। ভোগ্য বস্তু ও তদ্‌গুণ তাহার মৃণালান্তর্গত তন্তু, জলপূর্ণ পাতালাদি ছিদ্র তাহার রন্ধ্র, তাহা দিবসালোক দ্বারা কান্তিবিশিষ্ট[৪] ও শৃঙ্গারাদি রসে আর্দ্র। সূর্য্য ইহার হংস। এই পদ্ম যামিনীযোগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পাতাল-পঙ্কে নিমগ্ন নাগনাথ বাসুকি ইহার মৃণাল[৫]। অম্বুনিধি এই কমলের আস্পদ। ভূপদ্মের আস্পদ মহাসমুদ্র কম্পিত হইলে ভূপদ্মও দিগ্দলের সহিত প্রকম্পিত হইতে থাকে। দৈত্য ও দানব গণ এই পদ্মের মৃণাল-কণ্টক[৬]। এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর, গ্রাম ও নদ নদ্যাদি কেশরিকা-নালবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপরূপ মহাকর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহা সুমেরু প্রভৃতির উৎপাদক, এবং যাহা জীবদেহের মহাবীজ, তাহাই এতৎপদ্মের নালমূলাবস্থিত অসুররমণীবৃন্দের সুখচ্ছেদ্য অসংখ্য মৃণালকলিকা (মৃণালের অঙ্কুর)। উত্তুঙ্গ কুলাচল সপ্তক এই কলিকার মহাবীজ। সেই সাতটী মহাবীজের মধ্যস্থলে মহামেরু প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহা নভঃ আক্রম-কারী[৭।৯]। হিমবিন্দু সকল অত্রস্থ সরোবর, ধূলি সকল পরাগ, শৈল সকল কেশর ও কর্ণিকা, সে সকল জীবরূপ ভ্রমরে পরিব্যাপ্ত[১০]। এই মহাদ্বীপ শতযোজন পরিসর এবং প্রতি পূর্ণিমায় সমুচ্ছলিত সমুদ্র নামক ভ্রমরে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত[১১]। আট্ দিক্‌পাল ও সমুদ্রগণ ইহার ষট্‌পদ। ইহার ভ্রাতৃস্বরূপ নবসংখ্যক রাজাধিরাজ ইহাকে নব ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে[১২]। * এই মহাদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ, রজঃকণে

---

* পূর্ণিমাতিথি জোয়ার আরম্ভের প্রথম কালকেন্দ্র। সমুদ্রকে ভ্রমর বলার অভিসন্ধি—

আকীর্ণ ও নানা জনপদে পরিপূর্ণ[১৩]। পরিসরে এই দ্বীপের দ্বিগুণিত পরিমাণ লবণসমুদ্র ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে[১৪]। ইহার পরে দ্বিগুণ পরিমিত শাকদ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। অনন্তর এতদ্দ্বিগুণ কুশদ্বীপ এবং ঘৃতসমুদ্র তাহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত দধিসমুদ্র তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ শাল্মলী দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত সুরাসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর তদ্দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ। এই প্লক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ পরিমিত ইক্ষুরস নামক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্দ্বিগুণ পুষ্কর দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণপরিমিত স্বাদুজল সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। সরোবরে যেমন সনাল পদ্মলতার পত্র পর পর সংস্থানে অসংলগ্ন ভাবে ভাসমান হয়, তেমনি, কথিতপ্রকারে সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত ভূমণ্ডল জলোপরি ভাসমান রহিয়াছে[১৫]।

অনন্তর ঐ সকল দ্বীপের দশগুণ পরিমিত নিম্নভূমি এবং তাহা গর্ত্তরূপী। (ঐ সকল নিম্নভূমি পাতাল নামে খ্যাত)। এই সমুদায়ের দশগুণ পরিমিত পাতালগামী পথে অবস্থিত সর্ব্বোচ্চ লোকালোক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের পাদ দেশে দূর গভীর গর্ত্ত সমূহ থাকাতে ইহা ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে সূর্য্য প্রকাশিত থাকাতে অপর অর্দ্ধভাগ তমসাচ্ছন্নপ্রযুক্ত বলায়াকার নীলোৎপলমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ নানাবিধ মাণিক্য ও কুমুদকহ্লার প্রভৃতি কুসুমনিকরে সুশোভিত থাকাতে, উহা বিবিধ কুসুমমালাবেষ্টিত ধর্ম্মিল্লশালিনী ত্রিজগল্লক্ষ্মীর ন্যায় শোভাবিস্তার করিতেছে[১৬।২৬]। ইহার পরে অন্য কিছু নাই, কেবল শূন্য। এই শূন্যের পরিমাণ বর্ণিত সমুদায় ভূমণ্ডলের দশগুণ। এই শূন্যে ভূতগণের সঞ্চারাদি নাই। ইহাও দশগুণ মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্ত্তৃক চুম্বিত হয়, তেমনি এই জম্বুদ্বীপও সমুদ্র কর্ত্তৃক জোয়ার উচ্ছ্বাসে চুম্বিত হইতে থাকে। এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। যেমন ভারতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ, ইত্যাদি। এই সকল বর্ষ পূর্ব্বকালের রাজাদিগের দ্বারা কৃত ও চিহ্নিত হইয়াছিল। ভরতের বর্ষ ভারতবর্ষ, ইত্যাদি। ঐ সকল রাজা এই দ্বীপের সহোদর সমান। তাঁহারা পৃথিবীর পুত্র। এই দ্বীপও পৃথিবীর পুত্র। এই ভাবের সহোদর।

তৎপরে তদ্দশগুণ পরিমিত মেরুপ্রভৃতি ভূধরের দ্রাবণকারী ও ব্রহ্মাণ্ড শোষণকারী প্রলয় মহাহুতাশন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তৎপরে তদ্দশগুণ মেরুপ্রভৃতি অচল সমূহের বহনকারী মহাবেগশালী প্রলয় মহামারুত বিস্তৃত রহিয়াছে। তৎপরে শতকোটিযোজন বিস্তৃত ঘনরূপী ব্যোম-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাঘব! সেই মানবী লীলা এবম্বিধ জলধি, মহাদ্রি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অম্বর ও ভূতলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাহ * অবলোকন করিয়া অবশেষে তন্মধ্যগত ক্ষুদ্র নিজ মন্দিরকোটর দর্শন করিলেন[২৭।৩৫]।

* ব্রহ্মাণ্ডকটাহ। কটাহ শব্দের ভাষা নাম 'কড়া।' দুইখানি লোহার কড়া মুখোমুখি রাখিলে যদ্রূপ গোল আকার সম্পন্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব ও আবরণ তদ্রূপ। সেই কারণে শাস্ত্রকারেরা সাবরণ জগত্রয়কে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ বলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! সেই বরবর্ণিনীদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া যে স্থানে সেই ব্রাহ্মণের আস্পদ (গৃহ), সেই স্থানে গমন করিলেন[১]। অনন্তর সেই দুই সিদ্ধরমণী লোকের অদৃশ্যভাবে সেই বিপ্রের সদ্ম ও অন্তঃপুরমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[২]। দেখিলেন, তত্রস্থ চিন্তাবিধুর (কাতর) দাস দাসী ও অঙ্গনাগণের মুখমণ্ডলে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হওয়ায় শীর্ণপর্ণ অম্বুজের ন্যায় বিবর্ণীকৃত হইয়াছে[৩]। এই পুরী আজ্ নষ্টোৎসব পুরীর ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদ্দগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, বাতবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায়, তুষারম্লান অম্বুজের ন্যায় ও অল্পস্নেহ দীপের ন্যায় যার পর নাই প্রভাহীন হইয়াছে। আসন্নমৃত্যুকাতর মানবগণের মুখমণ্ডল যেরূপ কান্তিবিহীন হয়, তরু সকল জীর্ণ ও তাহাদিগের পত্র সমুদয় বিশীর্ণ হইলে যেমন অরণ্যের কোন শোভাই থাকে না, এবং অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে যেমন দেশাদি ধূষরবর্ণ ও রুক্ষ হয়, তাহার ন্যায় এই গৃহ গৃহেশ্বরের বিয়োগে শোভাবিহীন হইয়াছে[৪।৬]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! কথিতপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা রাজমহিষী লীলা "এই সমস্ত বান্ধবগণ আমাকে এবং এই দেবী সরস্বতীকে সামান্য ললনার ন্যায় দর্শন করুক" মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিলে পর তত্রস্থ গৃহজন সকলেই সেই রমণীদ্বয়কে সমাগত লক্ষ্মীর ও গৌরীর ন্যায় দেখিতে পাইল। তাঁহারা দেখিলেন, যেন সেই রমণীদ্বয় চন্দ্রিকামৃত (চন্দ্রিকা=জ্যেৎস্না) দ্বারা সেই গৃহ, সেই গ্রাম, এবং গ্রামের নিকটস্থ বন, উপবন ও ওষধি সকল সমুদ্ভাসিতকরতঃ শীতলাহ্লাদ সুখদ চন্দ্রমার ন্যায় সমুদিত হইয়াছেন। কানন যদ্রূপ যুগল বসন্তলক্ষ্মীর দ্বারা সুশোভিত ও আমোদিত হয়, সেই ললনাদ্বয়ের আপাদ লম্বমান বিবিধ অম্লানমালার দ্বারা সেই মন্দির তদ্রূপ সুচিত্রিতা ও সুশোভিতা হইয়াছে[৭।১১]। তাঁহাদিগের নয়ন আন্দোলিত লম্বায়মান লতার সুষুমা তিরস্কৃত করিতেছে এবং চূর্ণকুন্তলের নিতান্ত সমীপে অবস্থিত

থাকায় ভ্রমরশোভা ও নীলোন্মিশ্র ধবলচ্ছবি কটাক্ষ নিক্ষেপে কুবলয়োন্মিশ্র মালতীকুসুম বিকীরণের সুষুমা বিস্তার করিতেছে[১২]। তাঁহাদিগের দেহের কান্তি এরূপ যে, যেন বিগলিত সুবর্ণনদীর লহরী ও তাহার প্রভারাশি যেন সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া সর্ব্বস্থান কনকান্বিত করিতেছে[১৩]। এই ললনাদ্বয়ের শরীর শোভা এরূপ যে, যেন লাবণ্য সমুদ্রের তরঙ্গ অথবা বিলাসের দোলা[১৪]। ইহাদের চঞ্চল বাহুলতিকার ও অরুণবর্ণ পাণি যুগলের বিন্যাস যেন ক্ষণে ক্ষণে সুবর্ণবর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন সৃজন করিতেছে[১৫]। এবমাকারে সেই দেবীদ্বয় পুষ্পপল্লবকোমল স্থলাব্জদলমালার শোভাবিকাশকারী অম্লান কুসুমসদৃশ চরণযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলেন। তাঁহাদিগের অবলোকনরূপ অমৃতের পরিসেকে যেন পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক বনও বালপল্লবে পল্লবিত হইল[১৬।১৭]।

হে রাঘব! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহজনের সহিত "বনদেবীদিগকে নমস্কার" এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহাদিগের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন[১৮]। তাঁহাদিগের চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইলে বোধ হইল, যেন পদ্মবল্লীস্থ পদ্মোপরি তুষারসীকর বর্ষণ হইয়াছে[১৯]। অনন্তর জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদি পুরবাসিগণ সকলেই বলিতে লাগিল, হে বনদেবীদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। বোধ হয় আপনারা আমাদিগের দুঃখবিনাশার্থ আগমন করিয়াছেন। কেননা, পরপরিত্রাণ করাই সাধুদিগের স্বভাব[২০]।

অনন্তর সেই দেবীদ্বয় জ্যেষ্ঠশর্ম্মার বাক্যাবসানে সস্নেহবাক্যে বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি যে দুঃখে দুঃখিত সে দুঃখ কি তাহা তোমরা বল[২১]।

অনন্তর সেই জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদ্বয়ের নিকট দ্বিজদম্পতীর ব্যসনজনিত (ব্যসন=মৃত্যুরূপ বিপদ) দুঃখবর্ণন করিলেন[২২]।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা বলিলেন, হে দেবীদ্বয়! এই স্থানে অতিথিবৎসল এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা দ্বিজগণের মর্য্যাদা রক্ষণের একমাত্র আধার ছিলেন এবং তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা। সম্প্রতি তাঁহারা পুত্র ও বান্ধব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমরা সকলেই এই জগৎ শূন্য দেখিতেছি[২৩।২৪]।

হে দেবীযুগল! ঐ দেখুন, পক্ষিগণ গৃহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ শূন্যে পক্ষবিক্ষেপ করতঃ করুণস্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে[২৫]। পর্ব্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতঃ সরিৎরূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে[২৬]। দুঃখসন্তপ্ত দিগঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিশ্বাস পবন দ্বারা তাহাদিগের মেঘরূপ পয়োধর (স্তন) বস্ত্ররূপ অম্বর (আকাশ) বিহীন হইয়াছে[২৭]। গ্রামবাসী জনগণ উপবাসনিরত, ধুল্যবলুণ্ঠিত ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে[২৮]। প্রতিদিন বৃক্ষদিগের পত্রগুচ্ছরূপ লোচনকোশ হইতে নীহাররূপ উষ্ণ অশ্রু অধোভাগে নিপতিত হইতেছে[২৯]। রথ্যা সকল আনন্দহীনা বিধবার ন্যায় ধূষর বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক বিরলজনসঞ্চার হইয়া যেন শূন্যহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে[৩০]। অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা লতা সকল যেন বৃষ্টিরূপ বাষ্পবিহীন হইয়া কোকিল কুজন ও অলিগুঞ্জন দ্বারা নিরন্তর বিলাপ করিতেছে এবং ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লবরূপ পাণির দ্বারা অনবরত স্বীয় শরীর আঘাতিত করিতেছে[৩১]। শোকসন্তপ্ত নির্ঝর সকল যেন আপনাকে শতধা করিবার মানসে প্রবলবেগে বৃহৎ শুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে[৩২]। ঐ দেখুন, গৃহ সকল হর্ষবার্ত্তাবিরহে মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের সমান রহিয়াছে[৩৩]। ভ্রমরগুঞ্জন দ্বারা রোদনশীল উদ্যানখণ্ড হইতে সঞ্চারিত আমোদজনক সৌগন্ধ সকল যেন শোকার্ত্ততা বশতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক পূতিগন্ধ সমানে অনুভূত হইতেছে[৩৪]। চৈত্যদ্রুমবিলাসিনী সুকোমলা লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করতঃ দিন দিন বিরস ও বিশীর্ণ হইতেছে[৩৫]। কলধ্বনিকারিণী সরিৎ সকল সমুদ্রে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত গমনে সমাকুলা হইয়া ভূতলে দোলায়মান হইতেছে[৩৬]। সচঞ্চল সরোবর সমুদয় এক্ষণে নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে[৩৭]। হে দেবীযুগল! যে নভঃ প্রদেশে (স্বর্গে) কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী এবং সুরাঙ্গনাগণ গান করেন, সম্প্রতি আমার মাতা ও পিতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছেন[৩৮]। হে দেবীযুগল! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না, সেইজন্য আশা করি, আপনারা আমাদিগের শোক অপনোদন করিবেন[৩৯]।

লীলা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ স্বকীয় শীতল

করপল্লব দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। যেমন প্রাবৃট্ কালে মেঘসমাগমে বৃক্ষগণের গ্রীষ্ম বিদূরিত হয়, তেমনি, তদীয় করস্পর্শে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার শোক ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্য সঙ্কট তিরোহিত হইল এবং তদীয় পরিজনবর্গও দেবীদ্বয়কে সন্দর্শন করতঃ দুঃখবিমুক্ত ও সর্ব্ব-সৌভাগ্যে বিভূষিত হইল[৪০।৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! লীলা কি নিমিত্ত মাতৃশরীর দ্বারা তদীয় পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে দর্শন দেন নাই তাহা আপনি বর্ণন করিয়া আমার মনোমোহ নিবারণ করুন[৪৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পিশাচাদির জ্ঞান থাকাতেই বালকেরা তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যাহারা একবার পিশাচের মিথ্যাত্ব জানিয়াছে, তাহারা আর পিশাচ দেখে না ও পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না। রাঘব! এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যে সকল অজ্ঞ লোক মিথ্যাপৃথ্ব্যাদিময় (ভৌতিক) শরীরকে ভ্রান্তিক্রমে সত্য বলিয়া অবগত আছে, সেই সকল ব্যক্তির চিদাত্মাই ভ্রান্তির প্রভাবে পিণ্ডাকার ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ যাহাদের ভ্রমনিবৃত্তি হইয়াছে, তাহারা কেবলাদ্বয় চিদাকাশ স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। * বৎস! বাস্তব পক্ষে পৃথ্ব্যাদিভূত না থাকিলেও ভাবনার বলে তাহার সত্তা দণ্ডায়-মান হইয়া থাকে[৪৪।৪৫]। জ্ঞান হইলে তখন আর অজ্ঞান নির্ম্মিত পৃথ্ব্যাদি পৃথ্ব্যাদি আকারে প্রতিভাত হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অদর্শন ঘটনা হয়, তেমনি, জাগ্রৎ কালেও পৃথ্ব্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে অপৃথ্ব্যাদি ভাব সমু-দিত হইয়া থাকে[৪৬]। পৃথ্ব্যাদি শূন্য অর্থাৎ নাই, ইত্যাকার জ্ঞান বা ভাবনা সুদৃঢ় হইলে পৃথ্ব্যাদি শূন্যরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কুড্যকে (কুড্য=গৃহভিত্তি) শূন্য দেখে অথবা ভিত্তিস্থ স্ফটিকাদির গর্ভে শূন্যতা (ফাঁক অথবা দ্বার) দর্শন করে, তেমনি, মনোভাব অনুসারে বাস্তব অশরীরকে শরীর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। স্বপ্নে নগর, সমতল ভূমি ও খাত দেখা যায় এবং অঙ্গনাদর্শনও হয়, অথচ সে সকল না থাকিলেও অর্থাৎ অলীক হইলেও মানবগণের অর্থক্রিয়া-

* লীলা প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধগম্য করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার পুত্রস্নেহ ছিল না। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানে মূলাজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায় পূর্ব্বশরীর ধারণের উপায় ছিল না।

কারী হইয়া থাকে, সেইরূপ, পরমাকাশকে পৃথ্ব্যাদি জ্ঞানে জানিলে তাহাও পৃথ্ব্যাদি হইয়া থাকে। কেহ মূর্চ্ছাকালে কেহ বা মরণকালে পরলোক প্রত্যক্ষ করে[৪৭।৪৯]। বালকেরা শূন্যে বেতাল (ভূত) এবং ভীত, উন্মত্ত, অর্দ্ধনিদ্র ও অর্দ্ধজাগরূক লোকেরা ও নৌকারোহী পুরুষেরা সর্ব্বদাই শূন্যে কেশোণ্ড্রুক, মুক্তাশ্রেণী, বেতাল, বন ও বৃক্ষাদি দেখে ও অনুভব করে[৫০।৫১]। ঐ সকলের বপু অর্থাৎ শরীর দর্শকের অভ্যাসজনিত ভাব অনুসারে প্রকাশ পায়, অথচ ঐ সকলের একটীও পরমার্থ সৎ অথবা নিয়ত সত্যরূপী নহে[৫২]। লীলার বস্তুজ্ঞান সমুদিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিয়া ছিলেন, পৃথ্ব্যাদি কিছুই নহে। একমাত্র চিদাকাশই ভ্রান্তির দ্বারা নানা আকারধারী বা নানা আকার বিশিষ্ট হয়[৫৩]। একাদ্বয় ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারী মুক্ত ও মুনি ব্যক্তির আবার পুত্র মিত্র ও কলত্রাদি কি?[৫৪] তাঁহাদের বিশ্বাস—কোনও দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই। যাহা প্রতিভাত হয় তাহা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের জ্ঞানে পরমাত্মাতিরিক্ত দৃশ্য নাই। তাঁহাদের অনুরাগ বা বিদ্বেষাদি সম্ভব হয় না[৫৫]। লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন তাহা পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত নহে। তাহা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পরমার্থজ্ঞানদায়িকা চিতির ফল। *

হে রাঘব! বিশুদ্ধ বোধ সমুদিত হইলে, এই সকল পদার্থ স্বপ্ন এবং সঙ্কল্পপুরস্থিত কল্পিত পদার্থ সমূহের ন্যায় নিতান্ত অলীক ও একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, প্রতীতি হইয়া থাকে[৫৬।৫৭]।

---

* ভাবার্থ এই যে, জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত ছিল, সেই সুকৃতের স্বভাবে তাহার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের কাল উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বাধিষ্ঠান চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যের সেই প্রকার বিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।
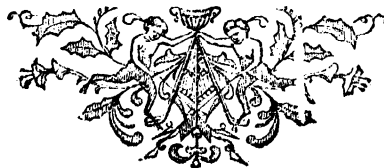
সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই দুই সিদ্ধ রমণী সেই গিরিতটস্থিত গিরিগ্রামের সেই ব্রাহ্মণের সেই গৃহে অবস্থিত থাকিলেও অন্তর্হিত হইলেন। অর্থাৎ তত্রস্থ জনগণের অদৃশ্য হইলেন[১]। গৃহজনেরা "দুই বনদেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন" মনে করিয়া সুখী হইল। শোকাদি বিদূরিত হওয়ায় তাহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল[২]। এই সময়ে আকাশলীনা ব্যোমরূপা সরস্বতী ব্যোমরূপিণী লীলাকে মৌনাবলম্বিনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন[৩]। বালে! তুমি জ্ঞেয়তত্ত্ব নিরবশেষ অবগত হইয়াছ, সংসারভ্রমও প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলে, এ সমস্তই যে ব্রহ্মসত্তা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, তাহাও তুমি জানিয়াছ, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে তাহা বল[৪]।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সন্দিহান প্রায় অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাঘব! অদৃশ্যা রমণীদ্বয়ের কথোপকথনপ্রচার অসম্ভব মনে করিও না। লোকমধ্যেও দেখিতে পাইবে, যাহাদের দেবতানুগ্রহাদির দ্বারা উষানিরুদ্ধের ন্যায় পরস্পর কথোপকথনরূপ সম্বাদী (সত্যফল) স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্প হয়, তাহাদের সেই কথোপকথন পরে কার্য্যে পরিণত ও লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। সরস্বতীর ও লীলার পরস্পর কথোপকথন সেইরূপ, ইহা স্থির জানিবে। তাঁহাদের পার্থিব শরীরাদি না থাকিলেও স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের অনুরূপে পরস্পরালাপরূপ চেতনা (জ্ঞান) উদিত হইয়াছিল[৫]। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, লীলে! আর কি বলিতে অথবা করিতে হইবে তাহা শীঘ্র বল।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমার মৃত ভর্ত্তার জীব যে স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সে স্থানে যখন গমন করিয়াছিলাম, তখন আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই; কিন্তু এখানে আমার পুত্রেরা আমাকে দেখিতে পাইল, ইহার মর্ম্ম কি তাহা বলুন[৬।৭]।

সরস্বতী বলিলেন, যখন তুমি স্বামিসমীপে গমন করিয়াছিলে তখন তোমার অভ্যাস দৃঢ় হয় নাই সেইজন্য দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়

নাই। যে অদ্বয় হইতে না পারে কি প্রকারে সে অদ্বৈত কর্ম্মে অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পাদিক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবে? যে তাপ মধ্যে অবস্থান করে সে কি ছায়ার গুণ (শীতলতা) জানিতে পারে?[৮।৯] তুমি যখন ভর্ত্তৃসকাশে গমন করিয়াছিলে তখন তুমি "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব ভুলিতে পার নাই। তাহা না পারায় সত্যকামা (যাহার কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা সফল সে সত্য কামা) হইতে পার নাই[১০]। সম্প্রতি তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ ও সত্য-কামা হইয়াছ, সেই কারণে তোমার "পুত্রেরা আমাকে দর্শন করুক" এই কামনা সিদ্ধ হইয়াছে[১১]। এখন যদি তুমি ভর্ত্তৃসমীপে গমন কর, তাহা হইলে এখন তোমার কামনানুরূপ সমুদায় ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে[১২]।

লীলা বলিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর তিনি এই স্থানেই রাজা হন[১৩]। অপিচ, এই মণ্ডপাকাশেই তাঁহার ভূমণ্ডলান্তর্গত রাজধানী ছিল এবং তৎপুরমধ্যে আমি পুরন্ধ্রী ছিলাম[১৪]। আমার সেই বসুধাধিপ স্বামী মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি ভূপতি হইয়া নানাজনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন। জননি! আমার বোধ হইতেছে, যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ষপ সমূহ অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভূমি এই মণ্ডপা-কাশেই অবস্থিত রহিয়াছে[১৫।১৭]। আমার ভর্ত্তৃসংসারমণ্ডলও অদূরে অব-স্থিত রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে আমি তাহা পার্শ্বস্থ বস্তু দর্শনের অনুরূপে দর্শন করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন[১৮]।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তা অনেক, পরন্তু সে সকলের দর্শন অসম্ভব। তবে সন্নিহিত স্বামিত্রয়ের মধ্যে যে স্বামীর মণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা আমি এই মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি। তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের মধ্যে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পদ্মনামক নরপতি হইয়াছিলেন, যাঁহার মৃত শরীর তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পুষ্পমণ্ডপে সংস্থাপিত করিয়াছিলে, সেই পদ্মনামক নরপতি এক্ষণে জন্মগ্রহণ করতঃ বিদূরথ নামে তৃতীয় বসুধাধিপ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে ভ্রান্ত ও সংসার-জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। তিনি ভোগতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের ভোগকল্লোলবিক্ষিপ্ত কচ্ছপ সমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ জাড্যজর্জ্জরচিদ্বৃত্তিশালী হইয়া রাজকার্য্যাদিতে

সমাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জড়ের ন্যায় সুপ্ত আছেন, জাগরিত হইতেছেন না।[২২।২৩] তিনি মনে করিতেছেন, আমি সকলের অধীশ্বর, আমি উৎকৃষ্টভোগশীল, আমি এই সংসারে অমিতবলশালী ও আমি মহাসুখী। তিনি ঐরূপ ভাবনায় ভাবিত ও অনর্থসংসারপাশে নিবদ্ধ রহিয়াছেন[২৪]। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার সাম্প্রতিক ভর্তৃত্রয়ের কথা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তুমি কোন্ ভর্তৃসমীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল, সমীরণের সুরভি বহনের ন্যায় আমি শীঘ্র তোমায় তথায় বহন করিব[২৫]।

বৎসে! তুমি যে ভর্ত্তৃ সংসার দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপান্তর্গত অন্য সংসার। তথায় অন্যপ্রকার ব্যবহারিক কার্য্য সকল বিস্তৃত হইয়া থাকে[২৬]। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই সকল সংসার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলেও সংসার দৃষ্টিতে সে সকল এই সংসার হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত[২৭]। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঐ সকল সংসারের শরীর অর্থাৎ আধার চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অবলোকন কর, একমাত্র ব্যোমরূপ মহাসংসারে কোটি কোটি মেরু-মন্দর অবস্থিত রহিয়াছে[২৮]। যদ্রূপ সূর্য্য কিরণে অনন্ত পরমাণু ভাসমান হয় তদ্রূপ মহাচৈতন্যে অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশমান হইতেছে[২৯]। ঐ সকল সৃষ্টি যতই মহারম্ভ ও মহাগুণশালী হউক, চিদ্দৃষ্টি তুলনায় বটবীজ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র[৩০]। চিৎ-নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না থাকিলেও চিন্তার প্রভাবে অর্থাৎ সুদৃঢ় আবিদ্যক (মিথ্যা জ্ঞানের) সংস্কারের অর্থাৎ ভ্রমবিশেষের প্রভাবে জগৎ দর্শন হয়[৩১]। ভ্রান্তির দ্বারা জগদ্দর্শন আত্মাতেই হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা আত্মার জগৎ হওয়া হয় না। ভ্রান্তি দৃষ্ট সর্প কি কখন রজ্জুকে সর্প করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই[৩২]। যেমন সরোবরে তরঙ্গমালা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ, বিচিত্রাকার কাল, কালের অঙ্গ দিবা রাত্রি পক্ষ মাস, বৎসর যুগ কল্প, ও ভুবনাদি দেশ, সমস্তই জ্ঞানরূপ মহাচৈতন্যে পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয়[৩৩]।

লীলা বলিলেন, জগন্মাতঃ! যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, এখন আমার স্মরণ হইতেছে, আমার এতজ্জন্ম (লীলা জন্ম) রাজসিক। *

---

* শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, মর্ত্ত্যজন্ম রাজস, তির্য্যক্‌জন্ম তামস ও দেবতাজন্ম সাত্ত্বিক।

ইহা তামসিক নহে ও সাত্ত্বিক নহে[৩৪]। এখন আমার স্মরণ হই- তেছে, হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়া অবধি আমার অষ্টশত জন্ম অতীত হইয়াছে এবং সে সকল জন্ম নানা যোনিতে হইয়াছিল। সে সমস্তই আপনার প্রসাদে আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। সেই সকল জন্মপরম্পরা আমি যেন আমার সম্মুখে প্রকাশিত দেখিতেছি[৩৫]। দেবি! পূর্ব্বে আমি এক জন্মে এই সংসারমণ্ডলে বিদ্যাধরলোকরূপ পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপ বিদ্যাধরনারী হইয়াছিলাম[৩৬]। পরে দুর্ব্বাসনার দ্বারা কলু- ষিত হওয়াতে মানুষী হই, তৎপরে অন্য সংসারমণ্ডলে অর্থাৎ অন্য জন্মে পন্নগরাজের পত্নী হই[৩৭]। তাহার পর দুরদৃষ্টের আতিশয্যে কদম্ব-কুন্দ-জম্বীর-বনচরী পত্রাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া জন্মিয়া- ছিলাম[৩৮]। সে জন্মে বনবাসনিবন্ধন ধর্ম্মমর্য্যাদায় অনভিজ্ঞা ও অত্যন্ত মূঢ়া ছিলাম, সেই কারণে পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া এক মুনির পবিত্র আশ্রমে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৩৯]। সে বার সেই পুণ্যাশ্রমে মুনিসংসর্গে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, সেই কারণে আমার সেই লতা দেহ দাবানলে দগ্ধ হওয়ার পর সেই আশ্রমে সেই মুনির কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলাম[৪০]। তৎপরে আমার অন্য শুভাদৃষ্ট সমুদিত হইলে পুরুষজন্মদায়ক কর্ম্ম সকলের পরিণামে সুরাষ্ট্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ রাজা হইয়া একশত বৎসর ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াছিলাম[৪১]। পরে পুনর্ব্বার আমার দুরদৃষ্ট প্রবল হইয়া উঠিলে আমি পরস্বাপহরণাদি দুষ্কৃত কার্য্য পরম্পরার দ্বারা কলুষিত হইয়া রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের তীরে কুষ্ঠবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া তথায় নয় বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৪২]। তৎপরে মোহবশতঃ অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত সুরাষ্ট্রদেশে গো জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্জ্জন অজ্ঞ গোপাল গণের তাড়না সহ্য করিয়াছিলাম[৪৩]। দেবি! আমি যেমন এতজ্জন্মে অতিকষ্টে বাসনা রজ্জু ছিন্ন করিয়াছি, তেমনি, অন্য এক জন্মে পক্ষিণী জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিপিন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধগণের মহাপাশে নিপতিত হইয়া অতিকষ্টে তাহা ছেদন করিয়াছিলাম[৪৪]। পরে ভ্রমরী হইয়া নির্জ্জনে ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকান্তর্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম ও সুকোমল কমলকেশর ভক্ষণ করিয়াছিলাম[৪৫]। অনন্তর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি হরিণী হইয়া তত্রত্য

সুরম্য বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলাম[৪৬]। পরে তরঙ্গমালাসমাকুল অব্ধি জলে ভ্রান্তির মহিমায় মৎস্যজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তরঙ্গ দ্বারা উহ্যমান হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠে নিপতিত হওয়ায় মৎস্যবেধীরা যষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল, পরন্তু কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অব্ধি জলে নিপতিত হওয়ায় তাহার সে তাড়না বিফল হইয়াছিল[৪৭]। অনন্তর পুনর্ব্বার দুর্ভাগ্যবশতঃ চর্ম্মণ্বতী নদীর তীরে চণ্ডালিনী হইয়া মধুর স্বরে গান ও সুরতান্তে নারিকেলরসাসব পান করিয়াছিলাম[৪৮]। তাহার পর সারসী হইয়া সীৎকাররূপ সুমধুর গানে সারসাধীশ্বরকে প্রীত করিয়াছিলাম[৪৯]। তৎপরে তালীতমালনিকুঞ্জমধ্যে মদিরাতরলায়িত (মদ্যপানজনিত চল) নেত্রের কটাক্ষে কান্তকে অবলোকন করিয়াছিলাম[৫০]। অনন্তর নানালঙ্কার ভূষিতা সুন্দরকান্তিসম্পন্না অপ্সরা হইয়া বদনকমলনির্গত অমৃতকল্প বাক্যরূপ মধুর দ্বারা ষট্‌পদরূপ সুরগণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলাম[৫১]। অপিচ, কখন মণি, মাণিক্য ও মুক্তা বিরাজিত ভূতলে, কখন কল্পদ্রুমবনে এবং কখন বা সুমেরূপরি সেই সমস্ত সুরযুবক গণের সহিত বিহার করিয়াছিলাম[৫২]। অনন্তর প্রবলতরঙ্গমালা-সমাকুল জলাশয়ে, কখন বা সমুদ্রতীরস্থিত বনবিরাজিত পর্ব্বতগুহামধ্যে, বহুদিবস কচ্ছপী হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৫৩]। তৎপরে এক শাল্মলী বৃক্ষের পত্র প্রান্তোপরি কএকটী মশককে দুলিতে দেখিয়া আমার দোলন কামনা উদিত হওয়ায় তজ্জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বৃক্ষপত্ররূপ দোলায় দোলায়মান হইয়াছিলাম[৫৪।৫৫]। অনন্তর আমি তরঙ্গসঙ্কুলগিরিনদীতীরে বেতস লতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তাহাতে আমি নিরন্তর সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল হইতাম। তাহার পর আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ মন্দারমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্মে তত্রস্থ কামাসক্ত বিদ্যাধরগণ আমার পদতলে নিপতিত হইয়াছিল[৫৬।৫৭]। আমার সেই বিদ্যাধরজন্মও সুখের জন্ম নহে। কারণ, সে জন্মেও আমি নানা বিপদ ও দুঃখ অনুভব করিয়াছি[৫৮]।

আমি কথিতপ্রকারে এই সংসাররূপ সুদীর্ঘ সরিতে দুর্ব্বাসনারূপ বায়ুর তাড়নায় সমুদ্ভূত উন্নতাবনত লহরীর ন্যায় কখন অপ্সরা ও বিদ্যাধরী প্রভৃতি উচ্চ যোনিতে কখন বা শত শত দুঃখাবহ ইতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ বহুবিধ উৎপাতপরম্পরা দ্বারা সমাকুল হইয়াছিলাম[৫৯]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! সেই অবলাদ্বয় কোটিযোজনবিস্তৃত বজ্রসার ও নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! কোথায় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল! কোথায় তাহার ভিত্তি! এবং তাহার বজ্রসারতাই বা কি! বস্তুতঃ সেই রমণীদ্বয় অন্তঃপুরাকাশেই অবস্থিত ছিলেন, কোথাও গমন করেন নাই ও কোন স্থান হইতে নির্গতাও হন নাই[২]। সেই বশিষ্ঠনামক ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামস্থিত গৃহাকাশেই নৃপরূপ হইয়া রাজত্ব অনুভব করিয়াছেন ও পদ্ম ভূপাল হইয়া সেই মণ্ডপাকাশের কোন এক ক্ষুদ্র কোণে সমুদ্রচতুষ্টয় পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল অনুভব করিয়াছেন[৩।৪]। তদীয় আকাশকল্প চিদাত্মায় ভূমণ্ডল; তদাধারে তাঁহার রাজ্য ও রাজপুরী, ব্রাহ্মণপত্নী, অরুন্ধতী, তাহাতে লীলা, লীলা অর্চ্চনার দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবীকে প্রসন্না করিয়াছেন, অনন্তর তৎসহচারিণী হইয়া মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছেন[৫।৬]। তাঁহারা কোথাও যান নাই। তাঁহারা প্রাদেশ পরিমিত হৃদয়াকাশে সেই গৃহাকাশ দেখিয়াছিলেন, এবং সেই আকাশেই ব্রহ্মাণ্ড, গিরিগ্রাম, তদন্তর্গত মন্দির, তথা হইতে লোকান্তর গমন, পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত অনুভব করিয়াছিলেন। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা শয্যায় থাকিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ ও দর্শন করে ও অদ্ভুত দেশ দেশান্তর অবলোকন করে, সেইরূপ[৭।৮]। সমস্তই প্রতিভা, অর্থাৎ ভ্রমের বিবর্ত্তন ও সমস্তই আকাশ। সেইজন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড নাই, সংসার নাই, তাহার ভিত্তিও নাই, তাহার দূরত্বও নাই[৯]। কেবল মাত্র বাসনার দ্বারা নিজ নিজ চিত্ত সমস্ত ব্যবহার-পরম্পরার সহিত সেই সেই মনোহর দিঙ্মণ্ডলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল[১০]। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও সংসার সমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ এবং সেই চিদাকাশই তাঁহাদের চিত্তপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল[১১।১২]। জন্মাদিবর্জ্জিত ও শান্তরূপী মহান্ চিদাকাশ চিত্তের কল্পনায়

জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, এ রহস্য যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে পারেন, সে ব্যক্তির নিকট এ সমুদায় শূন্য অপেক্ষাও শূন্য। পরন্তু যে ব্যক্তি ঐ রহস্যে অবুদ্ধ, তাহার নিকট এ সমুদায় বজ্র অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য[১৩]। যেমন গৃহস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে চিদাকাশেই এই সমস্ত মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় অবলোকন করে, যেমন মরুভূমিস্থিত মরীচি মালায় জলপ্রবাহ প্রতীতি হয়, অথবা সুবর্ণে কটকের (অলঙ্কারের) জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চও চিদাত্মায় সতের ন্যায় প্রতিভাত হয়[১৪।১৫]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপে রামপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। লীলা বর্ণিতপ্রকারে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করতঃ দেবীসকাশে বর্ণন করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে তথা হইতে নির্গতা হইলেন। গ্রামস্থ জনগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর গ্রামস্থ জনগণের অদৃশ্যভাবে সেই গৃহ হইতেও নির্গতা হইলেন।

অনন্তর সেই লোকললামভূতা ললনাদ্বয় তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুরোভাগস্থিত গিরি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ভীষণ ভূধরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল যেন গগনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আদিত্যমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে[১৬।১৭]। ঐ ভূধরের স্থানে স্থানে নানা রঙের ফুল ও নানাবিধ বৃক্ষের বন বিরাজিত রহিয়াছে। কোথাও নির্ম্মল নির্ঝর সকল ঝর্ঝর শব্দে নিপতিত হইতেছে। কোন কোন প্রদেশে বনবিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে[১৮]। কোন কোন স্থানে অভ্রভেদী উচ্চ পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষের অগ্রভাগে বিচিত্র সারস পক্ষী বিশ্রাম করিতেছে[১৯]। কোন স্থানে প্রবাহিত পার্ব্বত্য নদীর তীর ভূমি বেতস বনে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে সুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষে তরঙ্গমালা সমুত্থিত, কোন স্থানে নদীতট বনবৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত, কোন কোন স্থানে বহুল পুষ্পবিরাজিতশিখর দ্রুম সকল আকাশকোশস্থিত বারিদ মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বনবিরাজিত সরিৎ সকলের অবস্থান প্রযুক্ত সেই সেই স্থানের ছায়া সততই শান্ত ও সুশীতল বলিয়া অনুভূত হইতেছে[২০।২২]।

রাঘব! অনন্তর সেই রমণীদ্বয় সেই পর্ব্বতের অন্যতম প্রদেশে আকাশ হইতে অবতরিত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় গিরিগ্রাম দেখিতে পাইলেন[২৩]।

এই গ্রাম নানা প্রকার জলপ্রণালী ও সলিলপূর্ণ সরোবর দ্বারা শোভমান রহিয়াছে, বিহঙ্গমগণ কুচকুচ ধ্বনি করতঃ লীলার্থে সেই সকল সরোবরের তীরে গমন করিতেছে,[২৪] কোন কোন স্থানে গোসমূহ হুঙ্কারধ্বনি করিয়া ছায়াবিশিষ্ট ও গুল্মসমাচ্ছন্ন বনকুঞ্জাভিমুখে গমন করিতেছে[২৫]। এই সকল বন সূর্য্যরশ্মির অপ্রবেশ হেতু সততই নীহারধূসরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, এতন্মধ্যে কোন কোন বৃক্ষের মঞ্জরীপুঞ্জবিশিষ্ট জটাবলম্বী ঊর্দ্ধগামিনী শেখর (অগ্রভাগ) ভারাক্রান্ত হওয়াতে অবনত হইয়া রহিয়াছে[২৬]। এই গিরিগ্রামের অন্য এক স্থানে শিলাকুহর হইতে নিপতিত নির্ঝরধারা শত শত বিম্ব উৎপন্ন করিতেছে, সে সকল দেখিতে মুক্তামালার অনুকারী এবং তাহা দেখিলে দেবাসুরের ক্ষীরোদমন্থনের শ্রীসৌষ্ঠব স্মৃতি পথাগত হয়[২৭]। এই গ্রামের অনেক স্থানেই দেখা যায়, অজিরস্থিত বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পসম্ভারধারী মানবের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে[২৮]। কোন কোন স্থানে পুষ্পিত বৃক্ষাগ্র হইতে অজস্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে, কোন কোন স্থানে পক্ষিগণ শিলোপরি নির্ঝরজলপতনের কঠোর শব্দ শুনিয়া ধনুষ্টঙ্কারশব্দ ভ্রমে বৃক্ষপত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, কোন কোন স্থানে রাজহংসগণ নদীলহরীর আস্ফালনে এক দিক্ হইতে অপর দিকে নীত হইয়া নক্ষত্রপঙ্ক্তির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে[২৯।৩১]। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বালকেরা কাকের ও বিড়ালের ভয়ে ক্ষীর শর ছানা মাখম প্রভৃতি খাদ্য সকল লুকাইয়া রাখিতেছে, আবার অন্য স্থানে দেখা যায়, গ্রামবালকেরা ফুলের বসন ও ফুলের ভূষণ পরিধান করিয়া বেড়াইতেছে। কোন বালক খর্জ্জুর বনের, কোন বালক জম্বীর বনের ছায়ায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে[৩২।৩৩]। দরিদ্র, নীচ, অলস, এই সকল মনুষ্যের রমণীরা ক্ষুধাক্লেশে ক্ষীণাঙ্গিনী হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, গ্রাম্য জনগণ তাহাদিগকে কীট অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেছে, ভিল্ রমণীরা পত্রের ও অতসী তৃণের বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী স্থাপন করতঃ ভ্রমণ করিতেছে,[৩৪] অন্য এক স্থানে ঝঙ্কারকারী মারুতের হিল্লোলে সরিত্তরঙ্গ কম্পিত হইতেছে ও তাহার কল্লোলের কলকল ধ্বনিতে ত্রস্ত জনগণের পরস্পরালাপ শুনা যাইতেছে না। এই গ্রামের অপর এক স্থানে ভীরুস্বভাব অনেকগুলি অলস ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, অপর এক স্থানে উলঙ্গ বালকগণ

হস্তে, বদনে ও স্কন্ধে দধি ম্রক্ষণ করতঃ হস্তে লতা ও পুষ্প ধারণ করিয়া এবং কোন কোন বালক অঙ্গে গোময়ের ও পঙ্কের রেখাঙ্ক ধারণ করিয়া নৃত্যের ও ক্রীড়ার দ্বারা চত্বরভূমি সমাকুল করিতেছে[৩৫।৩৬]। কোন কোন স্থানে তরঙ্গসঙ্কুল নদীর স্রোতঃপ্রবাহে তীরস্থিত তৃণ সকল কম্পিত হইয়া বালুকাময় তীরে রেখাসমূহ উৎপাদন করিতেছে[৩৭]। কোন কোন স্থানে দধিক্ষীরাদির নিবিড় গন্ধে মন্থর হইয়া মক্ষিকা সকল উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভণ্ ভণ্ শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে কৃশ-দুর্ব্বল বালকগণ অভিলষিত বস্তুর নিমিত্ত নয়নবিগলিত বাষ্পবারির দ্বারা বিক্তাঙ্গ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে[৩৮]। কোন স্থানে ইতর রমণীরা গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়পঙ্কলিপ্ত হস্তে ঝকড়া বাঁধাইয়া ক্রোধে অধীরা হইয়া এলোথেলো বেশে উচ্চ গলধ্বনি করিতেছে, এবং তাহা-দিগকে দেখিয়া নগরবাসী সভ্য বালকেরা হাস্য করিতেছে[৩৯]। অপর এক স্থানে শান্ত স্বভাব মুনিরা প্রাণিগণের উদ্দেশে ভক্ষ্য বিকীরণ করিয়াছেন (ছড়াইয়া দিয়াছেন) ও কাকাদি পক্ষী অবিশঙ্কিত চিত্তে আগমন করতঃ সে সকল ভক্ষণ করিতেছে[৪০]। কোন কোন প্রদেশে গৃহপার্শ্বস্থ পুষ্পকাননে প্রাতঃসমীরণের আন্দোলনে রাশি রাশি পুষ্প নিপতিত হইতেছে। কোন স্থানে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ গিরিশিখর হইতে আপতিত যজ্ঞস্থানস্থিত বলিভোজী বায়সগণকে পুষ্পপত্রাদির দ্বারা ইতস্ততঃ উৎসারিত করিতেছেন। কোন কোন স্থানে গৃহদ্বার ও পন্থা সকল কণ্টকযুক্ত কুরণ্টক (গুল্মবিশেষ) দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে জঙ্গলবিহারী তৃণভোজী মৃগ ও বিহঙ্গমগণ বিচরণ করি-তেছে। কোন কোন স্থানে মৃগশিশু নিঃশঙ্কচিত্তে নিকুঞ্জজাত নব-তৃণোপরি নিদ্রিত রহিয়াছে[৪১।৪২]। কোন কোন স্থানে গোবৎসগণ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া কর্ণস্পন্দন দ্বারা অঙ্গস্থ মক্ষিকাগণকে উৎসারিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে মক্ষিকাপুঞ্জ গোপ দিগের ভক্ষণাবশিষ্ট দধির নিমিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে[৪৩]। কোন কোন স্থানে দেখি-লেন, মধুমক্ষিকাগণ গৃহে গৃহে মধুচক্র রচনা করিতেছে। কোন কোন স্থানে অশোকপাদপোদ্যানে লাক্ষারঞ্জিত কাষ্ঠের ক্রীড়ামন্দির সংস্থা-পিত রহিয়াছে[৪৪]। কোথাও বা জলকণবাহী মারুত কর্ত্তৃক প্রত্যহ আর্দ্র হওয়াতে কদম্বদ্রুম সকল নিত্য মুকুলিত, তৃণরাজি অঙ্কুরিত,

লতানিকর বিকসিত, শুভ্রবর্ণ কেতকী পুষ্প প্রস্ফুটিত ও সমুদয় বৃক্ষ প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রামের কোন কোন প্রদেশে পয়ঃপ্রণালী দিয়া পয়োরাশি গুর্ গুর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে[৪৫।৪৬]।

অনন্তর সেই রমণীদ্বয় ঐ গিরিগ্রাম মধ্যে অত্যুচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী ও প্রফুল্লকমলদলশোভিত পুষ্করিণীবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবিকাসী শুভ্রবর্ণ মনোহর গিরিমন্দির অবলোকন করিলেন। এই গিরিমন্দিরসমূহ সৌন্দর্য্যগুণে পুরন্দরমন্দিরকেও পরাভব করিয়াছে। নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া, নির্ম্মল শাদ্বল ভূমি, তত্রস্থ প্রতিতৃণের অগ্রভাগে তারকাকার নীহার-বিন্দু পরম শোভা বিস্তার করিতেছে[৪৭।৪৮]। অনবরত নীহারপাতে ও পুষ্পনিপতনে তত্রস্থ মন্দির সকল কুন্দকুসুমসদৃশ শুভ্রবর্ণ দেখাইতেছে। স্থানে স্থানে মঞ্জরীপুষ্পের পাদপ, পত্রপাদপ ও ফলবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। মেঘ সকল গৃহ কক্ষার অন্তরালে নিবিষ্ট থাকিয়া সেই সেই স্থানে তড়িতের দ্বারা আলোকিত হইতেছে[৪৯।৫০]। স্থানে স্থানে হারীত ও চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণ অবিরত কাকলী শব্দে গান করি-তেছে, এবং শুক, শারিকা ও দ্রোণকাক প্রভৃতি বিহঙ্গম নিচয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল মন্দির কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ দ্বারা সাতিশয় আমোদিত ও স্থানে স্থানে পথ সকল আলোলপল্লব লতাবলয় দ্বারা বেষ্টিত। কোন কোন স্থানে শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ শ্রেণীকৃত, কোন কোন স্থানে লতাবিতানের শোভা, স্থানে স্থানে লতা-বলয়িত বৃক্ষশ্রেণী এবং তদ্দ্বারা যেন পথ সকল অবরুদ্ধ রহিয়াছে[৫১।৫২]। কোন কোন স্থানে অন্তঃপ্রবাহশালিনী শব্দায়মানা নদী উত্তীর্ণ হই-বার নিমিত্ত গোকুল ও গোপ সকল ব্যাকুল হইতেছে। এই সকল মন্দির উদ্যানজাত কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধির দ্বারা সততই আমোদিত রহিয়াছে; ষট্পদগণ মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হইয়া কমলদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থানে যে সকল ফুল্ল পদ্ম বিরাজ করিতেছে, সেই সকল পদ্মের পরাগরাশি বায়ু প্রবহনে উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল অরুণিত করিতেছে[৫৩।৫৭]। উহার স্থানে স্থানে বেগবতী গিরিনদী ঝর ঝর শব্দ করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন সৌধের (সৌধ=শ্বেত প্রাসাদ) অলিন্দ দেশে ফুল্লকুসুমশোভিত লতানিকুঞ্জ সংস্থাপিত রহিয়াছে। কোন স্থানে লীলাবিলাসী চঞ্চল

বিহঙ্গমগণ অবিরত কলকল ধ্বনি করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে[৫৮]। কোন স্থানে যুবকগণ সোল্লাস চিত্তে কুসুমাস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে বিলাসিনীগণ পাদতল পর্য্যন্ত লম্বমান মাল্যে শোভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এবং সর্ব্বত্রই নবাঙ্কুরসম্পন্ন শরস্তম্ব সকল লতাবিজড়িত থাকায় অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে[৫৯]। কোন কোন স্থানে সুকোমল উৎপল-লতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপর কোন স্থানে তাহা কুসুমিত হইয়াছে। তত্রস্থ কোন কোন গৃহে পয়োদ (মেঘ) মালা সংলগ্ন রহিয়াছে। এবং কোন কোন স্থান হরিদ্বর্ণক্ষেত্রে নীহারবিন্দুসমূহ নিপতিত হইয়া হারাবলীর শোভা বিস্তার করিতেছে। আবার অন্য এক স্থানে অঙ্গনাগণ সৌধস্থ মেঘতড়িত দ্বারা সমাকুলিত হইতেছে। এবং আর এক স্থানে জনগণ নীলোৎপল সৌরভ দ্বারা উল্লাসিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে গো সমুদয় তৃণপুরিতমুখে হুঙ্কার রব করিতেছে এবং অন্য এক স্থানে অজির ভূমিতে মৃগ সকল বিশ্বস্তভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই গিরিগ্রামের অন্য এক প্রদেশে নির্ঝর-শীকর নিপতন স্থলে শিখীকুল নৃত্য করিতেছে এবং সমুদায় গিরিমন্দির সুগন্ধবাহী সমীরণ দ্বারা বীজিত হওয়ায় জনগণের ইন্দ্রিয়বৈকুল্য তিরোহিত করিতেছে। বপ্রস্থিত ওষধি সকলের দীপ্তির দ্বারা তত্রস্থ জনগণ দীপালোক বিস্মৃত হইয়াছেন। নীড়স্থিত পক্ষিকুলের কলরবে গিরিমন্দির সকল আকুলিত হইতেছে এবং গিরিনির্ঝরের কলকল ধ্বনিতে তত্রত্য মানবগণের সংলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এই গিরিমন্দিরের নিখিল দ্রুম, লতা, তৃণ, এবং পল্লব হইতে মুক্তাফলের ন্যায় পরম সুন্দর শিশিরবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে। এবং বিকসিত কুসুমশোভা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে যে, যেন লক্ষ্মী এই গিরিগ্রামে নিত্য বিরাজমানা রহিয়াছেন[৬০।৬৩]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষে ভোগ ও মোক্ষ উভয় শ্রী প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই শান্ত্যাদি সাধন সম্পন্না দেবীদ্বয় সেই অন্তঃশীতল সুরম্য গিরিগ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঐ সকল দর্শন করিলেন। লীলা এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই অভ্যাসের প্রভাবে এক্ষণে বিশুদ্ধজ্ঞানদেহিনী ও ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছেন[১।২]। সেই নিমিত্ত এখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংসারের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। তাই এখন গিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার পূর্ব্বতন জন্ম মরণ প্রভৃতি সমুদায় ভাব সহজে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল[৩]।

লীলা বলিতে লাগিলেন, দেবি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন করিয়া আমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা ও সেই সেই জন্মের কার্য্যচেষ্টাদি সমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে[৪]। পূর্ব্বে আমি শিরাব্যাপ্ত শরীরা কৃষ্ণবর্ণা ব্রাহ্মণীরূপে এই স্থানে বৃদ্ধা ও অতিশয় কৃশাঙ্গিণী হইয়াছিলাম। এই সকল শুষ্ক দর্ভাগ্র দ্বারা আমার পদতল ও করতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল[৫]। এই স্থানে আমি দোহন পাত্র ও মন্থনদণ্ড ধারিণী হইয়া ভর্ত্তার কুলকরী ভার্য্যা হইয়াছিলাম এবং পুত্রগণের ও অতিথিদিগের প্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্তা ছিলাম[৬]। দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের প্রতিও অনুরক্তা ছিলাম এবং সতত ঘৃতের ও দুগ্ধের দ্বারা সিক্তাঙ্গী থাকিতাম। এই স্থানে আমি ভর্জ্জনপাত্র ও চরুস্থালী প্রভৃতি মার্জ্জন করিতাম এবং একটীমাত্র কাচবলয় (কাচের বালা বা চুড়ি) প্রকোষ্ঠে ধারণ করতঃ জামাতা, দুহিতা, পিতা, মাতা ও ভ্রাতাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। অপিচ, কার্য্যের ত্বরানিবন্ধন নিরন্তর তাঁহাদিগকে “সত্বর স্ব স্ব কার্য্য সাধন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন?” এই বলিয়া ব্যাকুলা হইতাম। যত দিন না আমার দেহপাত হইয়াছিল, তত দিন আমি ঐ প্রকারে সংসারের দাসীত্ব করিয়াছিলাম[৭।৯]। হে দেবি! আমার ন্যায় আমার সেই শ্রোত্রিয় পতিও গৃহাসক্ত ছিলেন। আমি কে? সংসার কি?

কিংস্বরূপ? এ সকল এক দিনের জন্যও এবং স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার সেই শ্রোত্রিয় পতির ন্যায় আমিও অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি ছিলাম[১০]। আমি কেবল সমিৎ, শাক, গোময় এবং ইন্ধন সঞ্চয়ে সতত যত্নপরায়ণা থাকিতাম। একমাত্র মলিন কম্বল আমার ব্যবহারোপযোগী ছিল এবং সতত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাসক্ত থাকায় আমার শরীর কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল[১১]। আমি বৎসগণের কর্ণকীট নিষ্কাসনে তৎপরা থাকিতাম। এই স্থানে আমি পরিচারিকার ন্যায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে জলসেক ও তরঙ্গসঙ্কুল নদীতীরস্থিত তৃণ আহরণ পূর্ব্বক বালবৎস গণের তৃপ্তি সাধন ও প্রত্যহ বর্ণক দ্বারা গৃহ দ্বার রঞ্জিত করিতাম[১২।১৩]। যাহারা আমাকে জানিত না তাহারা আমাকে আক্ষেপ বাক্যে নিন্দা করিত। বলিত, "এমন লোকের বাড়ী এমন অবিনীতা পরিচারিণী কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে?" সমুদ্র যেমন বেলা অর্থাৎ তীর ভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ, আমিও তাঁহাদিগের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতাম না[১৪]। ঐরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে আমি জরা কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছিলাম। তখন আমার দেহ জীর্ণপর্ণের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হইয়াছিল ও শিরঃকম্পন দ্বারা আমার দক্ষিণ কর্ণ নিরন্তর দোলায়মান হইত। ক্রমে আমি বধির হইয়াছিলাম। কোন বলবান লোক দুর্ব্বলকায় লোকের বধার্থ যষ্টি উদ্যম করিলে সে যেরূপ ভীত হয়, আমি জরার আগমনে সেইরূপ ভীতা হইয়াছিলাম[১৫]।

বশিষ্ঠমুনি বলিলেন, রাঘব! লীলা এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন এবং গিরিগ্রাম কোটরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেন তিনি আপনাকে ও দেবীকে বিস্মাপিত করতঃ বলিতে লাগিলেন[১৬]।

দেবি! দেখুন, এই আমার গুল্মপরম্পরামণ্ডিত পুষ্পবাটিকা। এই আমার পুষ্পোদ্যানস্থিত অশোকবাটিকা[১৭]। পুষ্করিণী তীরে দ্রুমতলে ঐ যে বৎসটী অল্প রজ্জু গ্রন্থির দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে, ওটী আমারই সেই কর্ণিকা-নামক বৎস[১৮]। আহা! এই ধূলিধূসরিত শান্তপ্রকৃতি অবোধ বৎসটী আমার বিয়োগদুঃখ নিবন্ধন এক্ষণে সাতিশয় কৃশ ও বলহীন হইয়াছে এবং অদ্য আট দিন বাষ্পক্লিন্নাক্ষ হইয়া রোদন করিতেছে[১৯]।

হে দেবি! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে উপবেশন, এই স্থানে পান, এই স্থানে দান ও এই স্থানে ধান্যাদি আহরণ করি-

তাম[২০]। ঐ আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মানামক পুত্র গৃহমধ্যে রোদন করিতেছে। ঐ আমার দুগ্ধবতী ধেনু তৃণপূরিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে[২১]। ঐ আমার প্রিয়জনেরা গৃহবহির্দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক ধূলি বিধূসরাঙ্গ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে[২২]। ঐ আমার স্বহস্তারোপিত তুম্বী লতা, যথোচিত পরিপালিতা না হইলেও পরিপুষ্টা হইয়া বহু প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ আমার পাকশালা। ঐ পাকশালা আমার শরীর অপেক্ষা যত্নের ও আদরের ছিল[২৩]। ঐ আমার সংসারের সাক্ষাৎবন্ধনস্বরূপ বন্ধুগণ হস্তে রুদ্রাক্ষ বলয় অর্পণ করিয়া অনলেন্ধন (অগ্নি ও কাষ্ঠ) আহরণ করিতেছে। নিরন্তর রোদন দ্বারা উহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়াছে[২৪]। ঐ আমার প্রফুল্ললতাপরিবেষ্টিত গুলুচ্ছদলসমাচ্ছন্ন গবাক্ষবিশিষ্ট সুন্দর গৃহমণ্ডপ লক্ষিত হইতেছে[২৫]। ঐ মণ্ডপ কুল্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভমান। ঐ সমস্ত কুল্যার জলতরঙ্গ অনবরত শিলারাশিতে আঘাত করাতে তরঙ্গভঙ্গীকর সমুত্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের কিরণজাল ও তীরস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে[২৬।২৭]। ঐ দেখুন, তরঙ্গান্দোলিত লতা সমুদয়ের আস্ফালনে উৎপল সকল ফেনিল ও কম্পিত হইতেছে। উহার তটস্থিত প্রফুল্লকুসুমপূর্ণ বৃক্ষে ভ্রমর সকল নিনাদ করিতেছে. ঐ কুল্যার তরঙ্গমালা ভীষণ শব্দে আবর্ত্তিত হইতেছে। উহার তরঙ্গাস্ফালনে তটসন্নিহিত উৎপল সকল ধৌত হইতেছে, এবং ঐ মণ্ডপ ঘনপত্রসম্পন্ন তরুরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় উহার ছায়া সততই সুশীতল অনুভূত হইয়া থাকে[২৮।৩১]। হে দেবি! এই স্থানে আমার ভর্ত্তা জীবাকাশ (জীব প্রকৃতপক্ষে আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয়) হেতু নিষ্ক্রিয় হইলেও আসমুদ্র মেদিনীর অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[৩২]। আমার স্মরণ হইতেছে, ইনি শীঘ্র রাজা হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে[৩৩]। ইনি আট দিনের মধ্যেই চিরাভিলষিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যলাভ করিয়াছেন। বায়ু যেমন আকাশে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় আমার সেই ভর্ত্তৃজীব এই গৃহাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই আমার সেই ভর্ত্তৃজীব যোজনকোটিবিস্তৃত মহারাজ্য অনুভব করিতেছেন[৩৪]। পরমেশ্বরি! আমার এই সকল সংসার, আমার ঐ ভর্ত্তা ও

ভর্ত্তৃরাজ্য, সমস্তই চিদাকাশ। কিন্তু এমনি মায়ার কাণ্ড যে, আমার ভর্ত্তৃরাজ্য তদ্রূপ হইলেও যেন উহা সহস্র সহস্র শৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[৩৫।৩৭]। হে দেবি! প্রোক্ত কারণে আমি পুনর্ব্বার ভর্তৃনগরে গমন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, আপনি আগমন করুন, আমরা পুনর্ব্বার তথায় গমন করিব। ব্যবসায়ী দিগের আবার দূর নিকট কি? (ব্যবসায়ী=দৃঢ়সঙ্কল্পধারী)[৩৮]

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! লীলা ঐ প্রকার কহিলে পর দেবী সরস্বতী ও লীলা উভয়ে সেই কুসুমপ্রভ মণ্ডপাকাশে প্রবেশ পূর্ব্বক তদন্তর্গত মহাকাশে পক্ষিণীর ন্যায় উড্ডীনা হইলেন[৩৯]। এই আকাশ তরলায়িত কজ্জলতুল্য গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ অথচ মনোজ্ঞ। দেখিতে নিশ্চল ও অক্ষোভ্য একার্ণব সদৃশ। নারায়ণের অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রভাশালী ও ভৃঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় সুচিক্কণ[৪০]। তাঁহারা প্রোক্ত আকাশস্থ মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া বায়ুপূর্ণ প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক অতিক্রম করিলেন[৪১]। সূর্য্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া ধ্রুবলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে সাধ্যলোকে, তথা হইতে সিদ্ধলোকে গমন করিলেন। ঐ সকল স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তুষিত (নিত্যতৃপ্ত) দিগের বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। অনন্তর গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক ও দূরস্থিত বিদেহ ও সদেহ দিগের লোক সকল সমুত্তীর্ণ হইলেন। লীলা একবার মাত্র উক্তরূপে দূর হইতে দূরে গমন করিয়া চকিতের ন্যায় আপনার অপরিচ্ছিন্নতা বিস্মৃত হইলেন। যেমন বিস্মৃত হইলেন, তেমনি পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, অধোভাগ অন্ধকারময়। তথায় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাদি কিছুই লক্ষিত হয় না। দিক্ সকল একার্ণবোদরের ন্যায় ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে[৪২।৪৬]। তাহা দেখিয়া লীলা সরস্বতী দেবীকে বলিলেন, দেবি! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারকাদির তেজ (আলোক) কোথায় গেল? কোন্ অধস্তলে গেল? কেনই বা এখানে শিলাজঠোর ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ ঘোর অন্ধকার? এত ঘন অন্ধকার কোথা হইতে আসিল তাহা আমাকে বলুন[৪৭]।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! তুমি আকাশপথের এত দূরে আগমন করিয়াছ যে, এখান হইতে অর্কাদি তেজঃপদার্থ কিছুই দৃশ্য হয় না।

যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপের অধোভাগস্থিত খদ্যোত দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, এখান হইতে দূরোর্দ্ধগামী কর্ত্তৃক অধোভাগস্থিত সূর্য্যাদি দৃষ্ট হয় না৪৮।৪৯।

লীলা বলিলেন, মাতঃ! ইহার উত্তরে কোন্ পথ? তাহা কি প্রকার? এবং এ পথে কোথায় ও কি প্রকারে গমন করা যায়? এই সকল আমাকে বলুন৫০। দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহার উত্তরে ও অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পুটের ঊর্দ্ধ কর্পর। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ঐ ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের কণিকামাত্র৫১।৫২।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! সেই দুই ললনা ঐরূপ কথোপকথন করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড কর্পর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্য ভ্রমরীদ্বয়ের নিশ্ছিদ্র পঙ্কজ গাত্রে ও কাষ্ঠে প্রবেশ করার সহিত তুলিত হইতে পারে। গগন হইতে ব্রহ্মাণ্ড কর্পর প্রবেশ করিতে তাঁহাদের অল্পমাত্রও ক্লেশ হইল না। যাহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় থাকে তাহাই বজ্রসারও দুর্ভেদ্যে পর্য্যবসিত হয়। যাহা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত থাকে তাহা ভেদ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে৫৩।৫৪। অনন্তর সেই অনাবৃতপ্রজ্ঞা ললনাদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের পারে অবস্থিত বৃতির (বৃতি= বেষ্টন, প্রাচীর) স্বরূপ জলাদি আবরণ অবলোকন করিলেন। প্রথম আবরণ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দশ গুণ ভাস্বর জলরাশি। দ্বিতীয় আবরণ তাহার দশ গুণ হুতাশন। তৃতীয় আবরণ সেই বহ্নির দশ গুণ মারুত। চতুর্থ আবরণ তদ্দশগুণ ব্যোম। এই ব্যোম অসীম অম্বরে (অবিদ্যা-সম্বলিত চিদাকাশে) পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। হে রাঘব! এই নির্ম্মল শান্তস্বরূপ অনন্ত চিদাকাশের আদি, অন্ত বা মধ্য, কিছুই নাই। যদি উহার কোন স্থান হইতে শিলাখণ্ড তীব্রবেগে আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতে থাকে, পতগরাজ গরুড় যদি প্রবলবেগে আকল্প পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইতে থাকেন, অথবা মারুত (বায়ু) যদি উহার অন্তরালে আকল্প পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হন, তাহা হইলে, উহাদের কেহই অনাদি অনন্ত চিদাকাশের সীমা প্রাপ্ত হইবে না। এই আদি, অন্ত ও মধ্য বিরহিত শুদ্ধ বোধময় অনন্ত পরমাকাশ কেবল স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে৫৫।৬০।

ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারা নিমেষ মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডকর্পরে পর পর দশ গুণ অধিক পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অতিক্রম করতঃ অসীম পরমাকাশ অবলোকন করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, পোর্ব্বর্ণিত লক্ষণাক্রান্ত জগৎ ও অন্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে।১।২। যেমন গবাক্ষরন্ধ্রে নিপতিত সূর্য্যকিরণে লক্ষ লক্ষ ত্রসরেণু ভাসিতে দেখা যায় তাহার ন্যায় জলাদি-আবরণ-বিশিষ্ট কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে ভাসমান রহিয়াছে৩। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশরূপ মহাসমুদ্রের মহাশূন্য অবিদ্যারূপ বারির ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্৪। আরও দেখিলেন, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের কতক অধোভাগে, কতক ঊর্দ্ধভাগে এবং কতক তির্য্যগ্‌ভাবে গমনাগমন করিতেছে এবং কতক নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে৫। * বৎস রাম! ঐ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবের সম্বিদনুসারেই প্রস্ফুরিত হইতেছে। (সম্বিৎ= ধ্যানাদিজনিত সংস্কারে সমুজ্জ্বলিত জ্ঞান)। যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, ধ্যান বা উপাসনা করিয়াছিল, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট সেই-রূপেই অবস্থিত ও প্রতিভাত হইতেছে৬। যাঁহারা বস্তুদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ কিছুই নাই। তাঁহারা যাহা দৃষ্টিগোচর করেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিদাকাশ। সুতরাং ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছু বাস্তব আকার নাই। ঐ সকল শূন্যপদ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। সম্বিদের স্বভাব এই যে, সে, সঙ্কল্পের দ্বারা বালকের সঙ্কল্প জালের ন্যায় চিদাকাশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কাল্পনিক সৃষ্টি স্থিতি লয় নির্ব্বাহ করে৭।৮।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মাণ্ডাধারে অধঃ ঊর্দ্ধ তির্য্যকত্ব না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে তৎপরিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে অধঃ ঊর্দ্ধা-দির দর্শন সঙ্গত হইতে পারে?৯ বশিষ্ঠ বলিলেন বৎস! যেমন নির্ম্মল

* জ্যোতির্ব্বিদেরাও বলিয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

আকাশে দূষিতদৃষ্টি নরেরা কেশোণ্ড্রক দর্শন করে, তেমনি, আদ্যন্তাদি-রহিত নির্ম্মল চিদাকাশে স্বাশ্রিত অবিদ্যাদোষে ঐ সকল সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে[১০]। ফলতঃ সমুদায় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরকল্পিত সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিব ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই উর্দ্ধ। কল্পিত উর্দ্ধাধঃ ব্যতীত বাস্তব উর্দ্ধাধঃ নাই। সেইজন্যই শাস্ত্রাদিতে উদাহৃত হইয়াছে যে, আকাশমধ্যগত বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্রের পৃষ্ঠস্থিত পিপীলিকার পাদসংলগ্ন ভাগই অধঃ এবং তাহার বিপরীত ভাগই উর্দ্ধ[১১।১২]। বৎস! ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়প্রদেশে অর্থাৎ মধ্যভাগে ভূতল; তাহা কেবল বৃক্ষবল্মীকাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ তাহাতে মনুষ্যের বাস নাই। কিন্তু তাহার ব্যোম ভাগ সুর অসুর ও কিম্পুরুষ (কিম্পুরুষ=দেবযোনি বিশেষ) লোকে পরিব্যাপ্ত[১৩]। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীববর্গের সহিত, গ্রাম নগরাদির সহিত ও বৃক্ষপর্ব্বতাদির সহিত উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে[১৪]। যেমন বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন কোন অরণ্যবিভাগে হস্তী জন্মে, সর্ব্বত্র নহে, তেমনি, চিদাকাশের মায়া সমন্বিত প্রদেশেই ত্রসরেণু তুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, সর্ব্বাংশে নহে[১৫]। সমুদায় পদার্থ উৎপত্তিকালে উক্ত চিদাকাশেই উৎপন্ন হয়, স্থিতিকালেও তাহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে আবার তাহাতেই বিলীন হয়। সুতরাং তাহাই সর্ব্বময়[১৬]। সেই শুদ্ধবোধময় পরমালোক চিদাকাশ-বারিধি হইতে অজস্র ব্রহ্মাণ্ডনামক তরঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে[১৭]। সেই চিদাকাশরূপ মহার্ণবের মধ্যে অনেক তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) অব্যাকৃত আছে, (এখনও উৎপন্ন হয় নাই) সে সকল তরঙ্গ পরে উঠিবে, এবং কোন কোন তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) সুসুপ্ত প্রায় রহিয়াছে। সে সকল তরঙ্গ তর্কণার (অনুমানের) দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে[১৮]। আবার এমন সকল তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) আছে, যাহার কল্লান্ত প্রবৃত্ত ঘর্ঘর শব্দ অদ্যাপি কেহ জানে নাই ও শুনে নাই। * অপিচ, কোথাও বা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সৃষ্ট্যারম্ভ হইয়াছে।

* অভিপ্রায় এই যে, প্রতিক্ষণেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ হইতেছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে। অজ্ঞ জীব তাহা জানিতেছে না।

সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিতান্ত পরিশুদ্ধ। যেমন সিক্ত বীজের কোষ হইতে প্রথমে শুভ্রবর্ণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমনি, তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূভাগ হইতে শুদ্ধস্বভাব জীবই উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৯।২০]। যেমন তাপসংযোগে ঘনীভূত হিম গলিতে থাকে, তেমনি, আমাদের এই কথোপকথন সময়ে কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অদ্রি প্রভৃতি গলিতে আরম্ভ হইয়াছে[২১]। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড আধার প্রাপ্ত না হইয়া আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতেছে এবং কতকগুলি স্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলতঃ এমন মনে করিও না যে, সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের পতনাদি অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সমস্তই সুসম্ভব। যখন সমস্তই বাসনাময় সম্বিদ্, তখন, যে কোন কল্পনা, সমস্তই সুসম্ভব। যেমন বায়ুর স্পন্দন ও আকাশে কেশোণ্ড্রুক দর্শন, উক্তপ্রকার সম্বিদের উদয়ও সেইরূপ[২২।২৩]। যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বেদশাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞান কর্ম্মাদির অর্জ্জন দ্বারা কল্পারম্ভ কালে এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিধাতা হন তাঁহার এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত অন্য ব্রহ্মাণ্ডনাথের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বৈলক্ষণ্য আছে। সে বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রসিদ্ধ। * সুতরাং সৃষ্টির ক্রম অনিয়ত[২৪]। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণু, এবং কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা রুদ্র, ভৈরব, দুর্গা ও বিনায়ক প্রভৃতি। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অনন্যপ্রজানাথ কর্তৃক পরিপালিত এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডস্থ মৃগপক্ষ্যাদি জন্তুগণ নাথশূন্য। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বিচিত্র। (অর্থাৎ সে ব্রহ্মাণ্ডে দুই তিন ও ততোধিক পরস্পর মিলিত হইয়া ঈশ্বরত্ব নির্ব্বাহ করেন)। কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তির্য্যক্, কোন ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব প্রায় এবং কোন ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যবর্জ্জিত[২৫।২৬]। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড শিলাবৎ নিবিড়, কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড কৃমিদ্বারা, কতকগুলি দেবগণদ্বারা, কতকগুলি নরগণদ্বারা, এবং কতকগুলি নিত্য নিবিড় অন্ধকারে ও অন্ধকারে বস্তুদর্শী পেচকাদি জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিত্য প্রকাশে ও প্রকাশে বস্তুদর্শী জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[২৭।২৮]। † কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড উডুম্বর ফলের

* অর্থাৎ এক ব্রহ্মার সৃষ্টি একরূপ ও অন্য ব্রহ্মার সৃষ্টি অন্যরূপ।

† প্রকাশে বস্তুদর্শী অর্থাৎ যাহারা আলোকের দ্বারা পদার্থ দর্শন করে।

ন্যায় মশক পূর্ণ এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃশূন্য নিস্পন্দ জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[২৯]। তাদৃশ ও অন্যাদৃশ সৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড এত আছে সে সকল ব্রহ্মাণ্ড যোগীদিগের কল্পনা পথেও উদিত হয় না[৩০]; যতই বলি না কেন, সমস্তই একমাত্র মহাকাশ। স্বয়ং মহাকাশই সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। যদি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ আজীবন উক্ত অসীম মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও তাহার পরিমাণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ পরমাকাশস্থিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই পরস্পর স্বাভাবিক ভূতাকর্ষণ শক্তিতে বিধৃত রহিয়াছে, জানিবে[৩১],[৩২]।

হে মহামতে! আমি তোমার নিকট জগতের মাত্র এইটুকু বৈভব ও বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। পরন্তু সম্পূর্ণরূপে জগদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আমাদিগেরও শক্তি নাই। যেমন ভীমান্ধকারে গাঢ় অরণ্য মধ্যে যক্ষগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে, তেমনি, অনন্ত পরমাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর অদৃশ্যভাবে প্রস্ফুরিত হইতেছে[৩৩],[৩৪]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সরস্বতীর অভিপ্রায়—লীলা আপনার পূর্ব্বজন্ম-সংক্রান্ত জগৎ হইতে নির্গত হউক। লীলা তদনুসারে সরস্বতীর সহিত বর্ণিতপ্রকারের অসংখ্য জগদ্বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তদন্তর্গত এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলস্থিত বক্ষ্যমাণ লক্ষণসম্পন্ন অন্তঃপুরমণ্ডপ দর্শন করিলেন। ইহা সেই পদ্মভূপতির অন্তঃপুরমণ্ডপ। এখানে তাঁহারা অধিক ক্ষণ থাকিলেন না, শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন[১]। তাঁহারা দেখিলেন, অন্তঃপুরমধ্যে নরপতি পদ্মের মহাশব পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত ও সংস্থাপিত রহিয়াছে। রাজমহিষী লীলা সেই প্রকার সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ভর্তৃশবপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই সমস্ত শোকাকুল পরিজনবর্গ রাত্র অধিক হওয়ায় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন এবং সেই অন্তঃপুর-মণ্ডপ ধূপ, কর্পূর, চন্দন ও কুঙ্কুমাদির সৌরভ্যে আমোদিত রহিয়াছে[২।৩]।

অতঃপর লীলা তাঁহার অন্য ভর্ত্তার সংসার দেখিবার নিমিত্ত উৎসুকা হইলেন। তদনন্তর সেই আতিবাহিকদেহা লীলা সেই অন্তঃপুর-মণ্ডপের আকাশে উৎপতিতা হইলেন, হইয়া তাঁহার সেই অন্য ভর্ত্তার সঙ্কল্পরচিত সংসারে প্রবেশ করিলেন। এ বারও তাঁহারা সংসারের আবরণ ভেদ করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডকর্পরও ভেদ করিলেন, করিয়া বর্ণিত প্রকারের আবরণে বেষ্টিত অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ প্রাপ্ত হইলেন। সবেগে অথবা শীঘ্র এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া লীলাপতি বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগৎ দেখিতে পাইলেন। যেমন সমবয়স্কা ও সমশীলা দুইটী পিপীলিকা অক্লেশে কোমল বিল্বমধ্যে অথবা যেমন দুই সিংহী মেঘ পরিপূর্ণ শৈলকুহরমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, সেইরূপ, সেই দুই ব্যোমদেহা দেবী লীলানাথ বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগতে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শত শত লোক, লোকান্তর, অদ্রি ও অন্তরীক্ষ অতিক্রম করতঃ সুমেরুপর্ব্বতালঙ্কৃত নববর্ষবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপমধ্যস্থিত ভারত-বর্ষে গমন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বিদূরথের মণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন[৪।১০]। বিদূ-রথের মণ্ডলে গমন করিয়া দেখিলেন, ভূপতি সিন্ধুরাজ স্বীয় সৈন্যসামন্তের

সহিত ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সমুপস্থিত অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনার্থ ত্রৈলোক্যস্থ সমুদয় প্রাণী তথায় সমবেত হইয়াছেন। গগনবিহারিগণ তত্রত্য ব্যোমমণ্ডলে সমাগত হওয়াতে ব্যোমমণ্ডলও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে[১১।১২]।

অনন্তর সেই সঙ্কল্পদেহধারিণী কামিনী দ্বয় নিঃশঙ্কচিত্তে সেই দুর্ভেদ্য নভোমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, অম্বুদমালা যেমন গগনতল সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় তত্রত্য গগন নভশ্চরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে[১৩]। তন্মধ্যে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর গণ অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে স্বর্গলোকস্থিত অপ্সরোগণ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন[১৪]। কোন স্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ গণ নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন[১৫]। কোন স্থানে সমরদর্শনাভিলাষী বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ডগণ অস্ত্রপাত আশঙ্কায় স্ব স্ব রক্ষণার্থ অদ্রিতটের আশ্রয় লইতেছে[১৬]। কোন স্থানে ভূতমণ্ডল সকল অস্ত্রপাত যোগ্য আকাশ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে। কোন কোন স্থানে পৌরুষাভিমানী অক্ষুব্ধচেতা বীরবৃন্দ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন[১৭]। কোন স্থানে ভূতগণ পরস্পর উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় কথোপকথন করিতেছে। কোন স্থানে বিলাসপরায়ণা চামরধারিণী সুন্দরী সকল উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে অপ্সরোগণ লোকপাল দিগের স্তুতি করিতেছেন। কোন স্থানে মুনি ঋষি গণ স্বস্ত্যয়ন ও দেবার্চ্চনা করিতেছেন। কোন স্থানে ইন্দ্রসেনাগণ স্বর্গার্হ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া অত্যুচ্চ ঐরাবতাদি বাহন বৃন্দকে অলঙ্কৃত করিতেছেন[১৮।২০]। কোন স্থানে গন্ধর্ব্ব ও চারণ গণ যুদ্ধমৃত্যুর পর স্বর্গাগমনকারী শূরগণের মান বর্দ্ধনের উপকরণ আয়োজন করিতেছেন। কোন স্থানে অমরস্ত্রীগণ অপাঙ্গ ভঙ্গ কটাক্ষে সম্ভটদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন[২১]। কোন স্থানে বীরগণের বাহুলতালিঙ্গন প্রার্থিনী নারীগণে সমাকীর্ণ এবং কোন স্থান শূরগণের শীতল শুভ্র যশের দ্বারা দিবাকরও চন্দ্রীকৃত হইতেছেন[২২]।

এই অবসরে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কীদৃশ লোককে শূর বলা যায়, কাহারাই বা স্বর্গার্হ এবং কাহারাই বা স্বর্গ-

লোকের অনুপযুক্ত, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট বর্ণন করুন[২৩]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! যে সকল সন্তটগণ শাস্ত্রসম্মত আচার-শীল প্রভুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ বা জয়ী হয়, তাহারাই শূর ও সুরপ্রাপ্য স্বর্গ লোকের উপযুক্ত[২৪]। যাহারা শাস্ত্র-বিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষণার্থ স্বদেহ পণ করিয়া যুদ্ধ করে ও রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গের একান্ত অনুপযুক্ত ও অক্ষয় নিরয় গমনের উপযুক্ত[২৫,২৬]। যাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন তাঁহাদিগকে ভক্তশূর বলা যায়। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগত-গণের রক্ষণার্থ যত্নসহকারে যুদ্ধ করেন, করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গের ভূষণ[২৭,২৮]। যাঁহারা স্বদেশ পরিপালনে রত থাকেন, এবং প্রভুর বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন, সেই সকল বীরেরাই বীরলোকের উপযুক্ত[২৯]। যাহারা প্রজার উপদ্রবকারী প্রভুর বা রাজার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারা নরকগামী হয়[৩০]। ফলতঃ যোধ-গণ ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গে গমন করে, আর অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগী হইলে তাদৃশ যোধগণের পরলোক অতীব ভয়াবহ হইয়া থাকে[৩১,৩২]। "যোধগণ সংগ্রাম স্থলে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন," এ কথা প্রবাদমাত্র; বস্তুতঃ যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া মৃত হন, তাঁহারাই স্বর্গের ভূষণ ও শূর শব্দে অভিহিত হন। ইহাই শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম[৩৩]। বৎস! যাঁহারা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের রক্ষণার্থ খড়্গাধার সহ্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শূর ও তাঁহারাই স্বর্গবাসের উপযুক্ত পাত্র। আর সব ডিম্বাহবহত অর্থাৎ বৃথা প্রাণ পরিত্যাগী। আমরা দেখিয়াছি, সমর সময়ে ধর্ম্মযুদ্ধকারী শূর দিগকে লক্ষ্য করিয়া সুরাঙ্গনাগণ "আমি এই মহাবল শূরপ্রধানের দয়িতা হইব" এই প্রকার আশয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত বিদ্যাধরীগণ মধুর-মন্থর সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত সুরকামিনীগণ সোৎসাহে ও ব্যগ্রতা সহকারে স্ব স্ব কবরীতে সুন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন করিয়া থাকেন। অপিচ, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সুর ও সিদ্ধ গণের সুন্দর বিমানরাজি বিশ্রাণিত ও তাঁহাদিগের নিমিত্তই স্বর্গের উৎসবশোভা অধিকতর বিকসিত হইয়া থাকে[৩৪,৩৫]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জ্ঞপ্তিদেবীসমন্বিতা লীলা সেই শূরসমাগমোৎকণ্ঠিত নর্ত্তনশীল অপ্সরোগণে বিরাজিত নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ অবনী-তলস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল অবলোকন করিলেন[১]। দেখিলেন, এক-দিকে স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের পরিপালিত চতুরঙ্গ সৈন্য, অপরদিকে সমুদ্র-সদৃশ অক্ষুব্ধ বহুসৈন্য সোৎসাহে অবস্থান করিতেছে। বিদূরথের সৈন্য-পুরমণ্ডলভাগে এবং সমাগত দ্বিতীয় সৈন্য প্রান্তর বিভাগে অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর উভয় সৈন্য পরস্পর অভিমুখীন হইলে উভয় দলস্থ সংগ্রামোন্মত্ত রাজন্য ও সুসজ্জিত সৈন্যগণ সমরকার্য্যোদ্যোগরূপ মহা-ডম্বর দ্বারা সাড়ম্বর জলধরের ন্যায় ও উজ্জ্বল কবচাবৃত হওয়াতে সুসন্নিদ্ধ হিমাচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। তাঁহারা খড়্গ নির্ম্মল সলিলধারার ন্যায় দিব্য নিস্ত্রিংশ (তরবার) ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রহার সহ্য ও রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরশ্বধ, প্রাস, ভিন্দিপাল, ঋষ্টি এবং মুষল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রদীপ্ত ও ইত-স্ততঃ নির্গত হইতে লাগিল[৩]। তাঁহাদিগের করকলিত উজ্জ্বল বর্ম্ম হইতে দিনকর কিরণের ন্যায় ছটা নির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ধারাক্ত সমাচ্ছন্ন পক্ষীদিগের কম্পিত বনস্থলীর ন্যায় সেই ভীষণ সমর-ক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল[৫]। অনন্তর সেই উভয়পক্ষীয় অভিযোদ্ধা অসংখ্য সৈন্যগণ নিঃশব্দ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব প্রহরণ উদ্যত করতঃ ভিত্তিস্থিত চিত্রের ন্যায় অনিমিষলোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলো-কন করিতে প্রবৃত্ত হইল[৭]। তৎকালে তাহাদিগের ভীষণ হুঙ্কার-ধ্বনিতে অন্যান্য সংলাপ সকল আবৃত হইয়া উঠিল[৮]।

হে রাঘব! প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাত্যা যদি তৎকালের একার্ণবকে দ্বিধা বিভক্ত করে, তাহা হইলে যেরূপ ভীষণ দৃশ্য হয়, মধ্যে দ্বিধাকৃত-পরিমিত স্থান জলশূন্য (ফাঁক) থাকাতে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল সেইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্তব্ধভাবে রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিল[১০]।

তখন সেই ভীষণ সংগ্রামরূপ কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সেই দুই রাজা ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভয়ে ভীরুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল[১১]। লক্ষ লক্ষ সৈনিক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রামার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরগণ শরাসন কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ শরপরিত্যাগার্থ উন্মুখ হইয়া রহিল[১২]। অসংখ্য যোধগণ প্রহার পাত লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত নিস্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য যোধগণ ক্রোধভরে ভ্রুকুটী বিস্তার করতঃ জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন[১৩]। তাঁহাদিগের সেই ভ্রুকুটীকুটিল মুখবিনির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভীরু পুরুষেরা ম্লানমুখে পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইল। রজোরাশি উত্থিত হইয়া দিগ্বিভাগ সমাচ্ছন্ন করায় যোধগণ, মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর তন্মধ্যস্থ সৈন্যগণ স্থিরচিত্তে পরস্পর পরস্পরের প্রথম প্রহার নিরীক্ষণ (কে আগে প্রহার করে তাহা লক্ষ্য) করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাক্রান্ত পুরীর ন্যায় কলরব রহিত অর্থাৎ রণস্থল নিস্তব্ধ হইল। শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনিনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি আর শুনা গেল না। কেবল মেদিনী হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ জলধরপটলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। কোন কোন ভীরুস্বভাব সেনা আপনার অধিপতি শূর যোদ্ধাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইল।

ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল পরস্পর সংস্থ এবং মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সংগ্রামস্থল তিমি মকর সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[১৪,১৮]। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের অসংখ্য পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডলস্থিত তারকানিকর সমাচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ উদ্ধবাহু হইয়া অবস্থিতি করাতে বোধ হইল, যেন গগনান্তরাল কাননময় হইয়াছে[১৯]। পক্ষিপক্ষসুশোভিত উজ্জ্বল শরজাল হইতে প্রভাজাল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং অসংখ্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্রসমূহের "ধমদ্ধমৎ" শব্দে ও বহুতর শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদে গগনান্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল[২০]।

ঐ অবসরে একপক্ষীয় সৈন্যগণ চক্রব্যূহে ব্যূহিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় যোধ দিগকে আক্রমণ করিলে, সেই আক্রান্ত যোধগণ দুর্ব্বৃত্ত

দানবাক্রান্ত সুরগণের অনুরূপ দৃশ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা গরুড়ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, তদ্বিপক্ষগণ শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্যূহাগ্র ভেদ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময়ে অসংখ্য যোধগণের বাহ্বাস্ফোট দ্বারা ভূরি ভূরি সৈন্য সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল[২১।২২]।

ঐরূপে উভয়পক্ষীয় যোধগণ পুনঃ পুনঃ ব্যূহিত হওয়াতে রণস্থলে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সৈন্যগণের কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণবর্ণ কিরণজাল নীলমেঘের ন্যায় হইয়া দিবাকরপ্রকাশ সমাচ্ছাদিত করিল। বাতসমাহত তৃণ হইতে যেরূপ শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ, এই সমর ভূমি হইতে শর সমূহের শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল[২৩।২৪]। কল্পান্তকালের পুষ্কর ও আবর্ত্তক নামক জলধর দ্বয়ের ন্যায়, মহামেরুর সদ্যশ্ছিন্ন পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, পাতালকুহরস্থিত অক্ষুব্ধ অন্ধকারের ন্যায়, সেই সৈন্যদলদ্বয় প্রলয়কালীন বাতবিক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায়, মারুত নিদ্ধূত (কম্পিত) ক্ষুদ্র কজ্জলশৈলের ন্যায় নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ও যোদ্ধৃগণের কুন্ত, মুষল, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সমুদয়ের কিরণরূপ সলিলরাশির দ্বারা সেই সমরক্ষেত্র একার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[২৫।২৮]।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন, ভগবন্! শ্রোতৃগণের শ্রুতিসুখাবহ এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুপতে! শ্রবণ কর। অনন্তর সেই লীলা ও সরস্বতী তথায় সাঙ্কল্পিক বিচিত্র বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সেই অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন[২]। তাঁহারা দেখিলেন, উভয়-পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে লীলানাথের বিপক্ষপক্ষীয় একদল সেনা ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্য হইতে প্রলয়কালীন অর্ণবকল্লোলের ন্যায় প্রবলবেগে বিনির্গত হইয়া লীলাপতি বিদূরথের অভিমুখে আগমন করিল। পরন্তু তাহারা সম্মুখ-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে যোধগণের বক্ষঃস্থলে শিলা ও মুদ্গর বর্ষণ করিতে লাগিল[৩।৪]। তখন উভয় পক্ষীয় যোধগণ ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কল্পান্তকালীন বারিধিতরঙ্গের ন্যায় আপতিত হইল ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রবলবেগে অস্ত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের হুতাশন সদৃশ সমুজ্জ্বল অস্ত্র শস্ত্র হইতে বিদ্যুৎসদৃশ ছটা ও স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। অসংখ্য নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহের তরল ধারাগ্রভাগ দ্বারা নভোমণ্ডল যেন রেখাঙ্কিত হইল। এই সময়ে শরনিকরের কল কল ধ্বনির দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও যোধগণের ঘোর হুহুঙ্কার দ্বারা বর্ষাকালীন জলধর-মণ্ডলের ভীষণ গম্ভীর নিনাদ পরাজিত হইয়াছিল। তাহারা অসংখ্য শরবর্ষণ করতঃ দিবাকর-কিরণকেও সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল[৫।৭]। খড়্গ প্রহারে যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল, সমুজ্জ্বল খড়্গ সকল নভোমণ্ডলে বিঘূর্ণিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন শত শত ব্যোমচর পক্ষী আকাশমার্গে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে[৮]। তাহাদিগের বাহু সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভস্থলে বনরাজি সঞ্চালিত হইতেছে। ধনুর্যোদ্ধা ধনুক সকল চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে খেচরপ্রাণী পলা-

য়ন আরম্ভ করিল[৯]। সৈন্যগণের এমন ভীষণ কোলাহল উঠিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল অবিচ্ছিন্ন ঘোর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন সন্ধ্যাবিকালে কোনপ্রকার বাহ্যিক শব্দ শুনা যায় না, সেইরূপ, এই সংগ্রামে মেঘগর্জ্জনানুরূপ নিবিড় কোলাহল ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শ্রবণ গোচর হইল না[১০]। নারাচের আঘাতে শত শত শূর ছিন্নমস্তক ও ছিন্নবাহু হইয়া নিপতিত হইল। অঙ্গে অঙ্গে সঙ্ঘট্টিত হওয়াতে তাহাদিগের বর্ম্মসমূহ রণ রণ ধ্বনি সেই সংগ্রামস্থল ভীষণ করিয়া তুলিল[১১]। মধ্যে মধ্যে ঘোর টঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়া অট্টহাস্যের ধ্বনি অনুকৃত করিতে লাগিল। তরঙ্গশ্রেণীর সদৃশ অসংখ্য শস্ত্রশ্রেণী নভোমণ্ডলে জলদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত শস্ত্রের তরলধারাপ্রভায় প্রদীপ্ত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, দিক্ সকল যেন ভয়ানক দন্তুর (বিকটদন্ত) হইয়াছে[১২]। শক্রনন্দনোদ্যত যোদ্ধগণের মুষ্টিগ্রাহ হইতে অসি সংঘট্টনের "কন কন্" শব্দ বাহ্বাস্ফোটনের চটচটা ধ্বনির সহিত মিশিয়া রণস্থল ভৈরবাকার করিয়া তুলিল[১৩]। কোশ হইতে খড়্গনিষ্কাশন সময়ে শীৎকার সহকৃত কন কন ধ্বনির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং হননকারী যোদ্ধগণের শরনিকরের শব্দের সন্ সন্ ধ্বনির সহিত অস্ত্রাঘাত-হত প্রাণিগণের ছিন্নকণ্ঠ হইতে শোণিত বিনির্গমের ধকং ধকং শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনবরত নিহত যোদ্ধগণের ছিন্ন শির ও ছিন্ন বাহু ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিরন্তর অসিখণ্ড সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে গগনমণ্ডল বিদ্যুৎসমাচ্ছন্নের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তখন অস্ত্রঘর্ষণ দ্বারা সেই সমস্ত যোদ্ধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিজ্বালা বিনির্গত হইয়া তাহাদিগের শিরোরুহ স্পর্শ করিতে লাগিল। রণোৎসাহী প্রফুল্লদেহী অসিধারী শূরগণের খড়্গ সমূহ হইতে "ঝন্ ঝন্" শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, কুম্ভাহত মাতঙ্গ সমূহের শোণিত তরঙ্গ-মালা সত্বকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দন্তিগণ পরস্পর দন্ত বিনি-ষ্পেষিত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল[১৪-১৭]। যোদ্ধগণ মহামুষল প্রহারের দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট হওয়াতে সেই সকল বীরের কাতর রব শ্রুত হইতে লাগিল, শূরগণের শিরোরূপ কমলসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল[১৮]। সৈন্যগণের ব্যোমস্থ ভূজসমূহ অহীন্দ্রের ন্যায়

দেখাইতে লাগিল, উর্দ্ধে ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়ায় তাহা মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, অস্ত্র সকল ছিন্ন হওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈরনির্য্যাতনার্থ পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল[১৯]। অসংখ্য যোদ্ধা পরস্পর পরস্পরের নখর প্রহারে ছিন্নাক্ষি, ছিন্নকর্ণ, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নস্কন্ধ হইতে লাগিল, ছিন্নধনু যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতঃ ক্রীড়াসহকারে বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল[২০]। সমরহত মত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে নিপতিত হওয়াতে পৃথ্বীতল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রথবেগবিনষ্ট অসংখ্য সমরোন্মত্ত সৈন্যের শোণিত ক্ষরিত হইয়া নদীর ন্যায় প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল[২১]। সেই ক্ষুভিত সৈন্য-সমুদ্র প্রলয় জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল[২২]। এই রণব্যাপার দেখিবা মাত্র বোধ হয়, মৃত্যু যেন সেই রণস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিকট হাস্য করতঃ যোধগণকে আপন করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। তখন সুমেরুসদৃশ বৃহৎকায় গর্ব্বিত কীরন্দ্রগণের (উচ্চ হস্তীর) গর্জ্জনে জলদগর্জ্জন খর্ব্বিত, শূরগণের যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণ ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ-শস্ত্র দ্বারা পক্ষিগণ দূরে বিদ্রুত, মরণোন্মুখ যোধগণের ক্রন্দনের কাতর শব্দ সমুত্থিত ও কুঠার সমুদায়ের আঘাতে সৈন্যগণের মস্তক বিদলিত হইতে দেখা গেল[২৩।২৬]। অসঙ্খ্য খড়্গ আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল তারকাময় হইয়াছে। আরও দেখা গেল, যোধগণের নির্ম্মুক্ত শক্তিসমূহ পরস্পর আহত হইয়া ছিন্ন হওয়াতে তন্নির্গত প্রভা অবনীমণ্ডল আলোকময় করিতেছে[২৭]। শূরগণ কর্ত্তৃক গগনমণ্ডলে প্রেরিত বৃহতকায় তোমর শ্রেণী তোরণ মালার শোভা বিস্তার করিল এবং গগনমার্গে ভুষণ্ডি সকল ও খড়্গ সমূহ দ্বিত্রিখণ্ডে খণ্ডিত হইতে লাগিল। এই সকল ভগ্ন ও খণ্ডিত ভূষণ্ডি ও খড়্গা ব্যোমকুন্তলের (ব্যোমকুন্তল=ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড) ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কুন্ত-সমূহ গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া বেণুবনলগ্ন দাবাগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল[২৮।২৯]। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ পরস্পর খড়্গ ও ঋষ্টি প্রভৃতি শস্ত্রের বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইল, অপ্সরাগণ শক্তি উদ্যমনকারী স্বর্গার্হ শূরগণকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে লাগিল[৩০]। কেয়ুর প্রভায় দিঙ্মণ্ডল বিকাশকারী ভটগণের বদনকমল সকল গদাঘাত দ্বারা তুষার বিগলিত (বিশীর্ণ) কমলের ন্যায় বিগলিত হইতে লাগিল, শত

শত যোদ্ধা প্রাসাস্ত্রের বেগে সংপিষ্ট হইল, চক্র ও ক্রকচ (করাৎ) প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা অশ্ব, নর ও বারণ সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইল, মত্ত-মাতঙ্গগণ পরশুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল[৩১।৩২]। বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পর যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্র-বিনির্ম্মুক্ত পাষাণনিচয়ের বর্ষণে অসংখ্য রথ ও ধ্বজ নিষ্পেষিত হইল, করবাল প্রহারে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণের শিরঃপঙ্কজ (মস্তক রূপ পদ্ম) পাণ্ডুরবর্ণ হইল, পাশবিশারদ বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া পরিদেবনা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, অনেক যোদ্ধা ক্ষুরিকাস্ত্রের দ্বারা নির্ভিন্নকুক্ষি ও গলিতহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, ছিন্নমস্তক যোধগণ ত্রিশূল হস্তে নৃত্য করিতে করিতে শত্রু আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এই সময়ে টঙ্কারকারী ধানুষ্কগণ (ধনুর্ধারীবৃন্দ) ভিন্দিপালরূপ কেশর সমুচ্ছ্রিত ও সগর্ব্ব হুঙ্কাররূপ ভীষণ সিংহনিনাদ করতঃ নৃসিংহবেশধারী নটের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অসংখ্য যোদ্ধা মল্ল-গণের বজ্রমুষ্টি প্রহারে নিষ্পিষ্ট হইয়া সমরশায়ী হইলেন। অসংখ্য তীব্র-গামী সুতীক্ষ্ণ পট্টিশ সমূহ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নভোমার্গে উৎপতিত হইতে লাগিল। অঙ্কুশাকৃষ্ট শূরগণ পরস্পর রথ, হস্তী, অশ্ব ও ধ্বজ বিহীন হইয়া হস্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল। তাহাদের বলবেগে কুলাচল সকল কম্পিত ও আকুলিত হইতে লাগিল। উন্নত পুরুষগণ সুতীক্ষ্ণ কুদ্দালদ্বারা রণভূমি নিখাতিত করিতে লাগিল। শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রতিপক্ষীয় যোধগণনিক্ষিপ্ত শিলাসকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল এবং শাণিত ক্রকচ সমূহের উভয় পার্শ্ব দ্বারা মত্ত মাতঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সুদক্ষ যোধগণ এই সংগ্রামরূপ উলূখলে রাশি রাশি সৈন্যরূপ তণ্ডুল চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন[৩৩।৪২]। ধূর্ত্ত ব্যাধগণ যেমন জাল দ্বারা শকুন্ত ধৃত করে, সেইরূপ, প্রধান প্রধান বীরেরা বিপক্ষীয় দিগের সৈন্যরূপ বিহঙ্গম দিগকে নিস্ত্রিংশরূপ শৃঙ্খলজালে নিবদ্ধ করিয়া স্বশিবিরে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র যেমন পশু দিগকে খরতর নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ, তীব্র বেগশালী বীর-বিঘাতী শূরেরা বিপক্ষীয় দিগের সৈন্যপশু দিগকে বিদীর্ণ করিলেন[৪৩।৪৫]। যোধগণের নিক্ষিপ্ত কুম্ভাগ্নির প্রভাবে (পূর্ব্বকালের কুম্ভাগ্নি এক্ষণে বারুদ নামে প্রসিদ্ধ) মৃত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল স্খলিত হইয়া

মহাশব্দে নিপতিত হওয়াতে অন্যান্য শব্দ তিরোহিত হইল এবং তদাশ্রিত তপ্তাঙ্গার দ্বারা চাপ সকল দগ্ধ ও আয়ুধ সকল স্খলিত ও সৈন্যগণের নেত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে জলদরূপ সৈন্যগণ বিষরূপ বারি বর্ষণ করতঃ যোধগণকে বিদলিত করিতে আরম্ভ করিল এবং কবন্ধরূপ ময়ূরগণ সেই সমস্ত উন্মত্ত বীররূপ মত্ত মেঘ দর্শন করতঃ সমরাঙ্গনে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভীষণ সংগ্রাম, যেন কল্পান্তকালীন মহাবেগের ন্যায় বেগে ভ্রমণশীল মাতঙ্গরূপ শৈলগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল[৩৬।৩৭]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

মুনিরাজ বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর সেই রণস্থলে যুযুৎসু রাজগণের, বীরগণের, মন্ত্রিগণের ও নভোমণ্ডলস্থিত সমরদর্শক নভশ্চরগণের বক্ষ্যমাণ-প্রকার বচনপরম্পরা (পরস্পর বলাবলি) সমুত্থিত হইতে লাগিল[১]।

দেবগন্ধর্ব্বাদিগণ বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, চঞ্চল বিহগের ন্যায় অবিরত নিপতিত শূরমস্তকের দ্বারা গগনতল তারকাকৃত হইল। ঐ দেখ, ধরণীতল কমলসঙ্কুল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে[২]। ও দিকে দেখ, বীরগণের রুধিরকণবাহী মারুত সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়াছে। দেখ দেখ, এই মধ্যাহ্ন কালেও দিগ্বিভাগ অ.জ্ সায়ংকালীন প্রভাকরপ্রভায় অরুণবর্ণ মেঘমণ্ডলাচিত (ব্যাপ্ত) বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে[৩]।

কোন পুরুষ শূরগণের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য লোহিতবর্ণ শরনিকর দূর হইতে অবলোকন করিয়া ভ্রম বশতঃ কোন প্রধান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্! গগনমণ্ডল কি পলালরাশির দ্বারা ভরিত হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, অহে! উহা পলালরাশি নহে; উহা বীরগণের শর-নিকরাচ্ছাদিত অম্বরমণ্ডল[৪]।

নভশ্চরগণ বীরগণকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন, অহে বীরগণ! তোমাদিগের ভয় নাই। তোমরা পরস্পর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ কর। ভূতলে বীরগণের রুধিরধারার দ্বারা রণস্থলস্থিত যে পরিমাণ রেণু সিক্ত হয়, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগকারী বীরেরা সেই পরি-মিত অষ্ট সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থিতি করেন[৫]। অহে বীরগণ! ঐ যে নীলোৎপলদলসঙ্কাশ নিস্ত্রিংশ, উহা নিস্ত্রিংশ নহে। উহা কেবল বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ষ্মীর নয়নবিভ্রম[৬]। অথবা কুসুমধন্বা ঐ সমস্তের-দ্বারা বীরালিঙ্গনলোলা (যাহারা বীর দিগকে আলিঙ্গন দান করিবার জন্য চঞ্চলা, তাহারা) সুরযোষিৎগণের কটিতটস্থ মেখলা (চন্দ্রহার) শিথিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৭]। হে বীরগণ! তোমরা স্বর্গারোহণ করিবে, সেই প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া দেবতাগণ নন্দনকাননে ভুজলতা ও কর-পল্লবসম্পন্ন উন্নত নয়নরূপসুরভিশালী মঞ্জরীর কটাক্ষবিক্ষেপাদি সহকৃত দৃষ্টি-

বিলাস প্রদর্শন করতঃ তাল ও সঙ্গীত যোগে সানন্দ নৃত্য করিতেছেন[৮]।[৯]।

সৈন্যগণের মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রকার বচনপরম্পরা সমুত্থিত (বলাবলি আরব্ধ) হইতে লাগিল। ঐ দেখ, সেনাপতিরূপ বনিতাগণ কঠোর কুঠাররূপ কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা প্রতিযোধরূপ দয়িতগণের মর্ম্মভেদ করিতেছেন[১০]। একি! হায় হায়! ভীষণ ভল্লাস্ত্রের দ্বারা আমার পিতার সমুজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছিন্ন হইল। উঃ! কালের কি দুঃস্বভাব! কালই গ্রহণকালে রাহুকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী করে[১১]। হায় হায়! এই বীর যমের ন্যায় দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত হইয়া লম্বমান ও দৃঢ় শৃঙ্খলসংলগ্ন উপলখণ্ড চিত্রদণ্ডনামক চক্রযন্ত্রে বিঘূর্ণিত ও বিক্ষিপ্ত করতঃ সমস্ত সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আইস, আমরা যথাগত স্থানে পলায়ন করি[১২]।[১৩]। ঐ দেখ, রণচত্বরে অসংখ্য ছিন্নশির কবন্ধ তালে তালে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। ঐ শুন, ও দিকে দেবগণের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইতেছে। উঁহারা বলাবলি করিতেছেন "কোন্ বীর কবে কিরূপে কোন্ লোকে গমন করিবেন"[১৪]।[১৫]। ঐ দেখ, এ দিকে আবার সৈন্যগণ মৎস্য ব্যূহে ও মকরব্যূহে ব্যূহিত হইয়া মৎস্যমকরসঙ্কুল সাগর প্রস্রবণের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে। হায় হায়! সাগর যদ্রূপ নদীসমূহকে গ্রাস করে, তদ্রূপ, সমাগত এই সকল সেনা অত্রস্থ সেনা সমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সমস্ত যোদ্ধা অতি বিষম[১৬]। ইহাদিগের নারাচ বর্ষণ করিকুম্ভ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাসমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সুশোভিত করিতেছে[১৭]। ঐ দেখ, অসংখ্য যোধগণ বিপক্ষীয় কুন্তাস্ত্রে ছিন্নমস্তক হইয়া "হায়! কুন্তাস্ত্রে আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছে" এইরূপ কহিতে কহিতে আকাশপথে স্বর্গে গমন করতঃ তত্রস্থ উৎসব সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলাবলি করিতেছে "আ!! আমি মস্তক দ্বারা জীবিত হইলাম, মৃত হই নাই[১৮]।" যদ্রূপ গগনে পক্ষিশিঞ্জিত শ্রুত হয়, তদ্রূপ, যুদ্ধমৃত যোধগণের স্বর্গগমনোৎসব কথা ঐরূপে শ্রুত হইতে লাগিল।

ঐ শুন, এ দিকে সৈন্যগণ কিরূপ আক্রোশ বাক্য বলিতেছে। বলিতেছে, যাহারা আমাদের উপর যন্ত্রপাষাণ বর্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে ঘেরাও কর[১৯]।

যে সকল বীরপত্নী পূর্ব্বে মৃতা হইয়া অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন,

তাঁহারা আজ্ যুদ্ধমৃত স্বীয় ভর্ত্তাকে দেবতা জানিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছেন[২০]। ঐ দেখ, আজ্ যোধগণ কর্ত্তৃক কুন্তাস্ত্রের শ্রেণী কেমন অদ্ভুত রচনায় স্বর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, উহা যেন বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপান (সিঁড়ি)[২১]। যে সকল বীরনারী ইতিপূর্ব্বে কাঞ্চনবিভূষিত কমনীয় কান্তবক্ষে সমাশ্লিষ্টা ও রোরুদ্যমানা দৃষ্টা হইয়াছিলেন, সেই সকল বীরপত্নীরা এক্ষণে দেবপুরন্ধ্রী হইয়া ভর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছেন[২২]।

সেনাপতিগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, হায় হায়! যেমন মহাপ্রলয় কল্লোল সহকারে সুমেরু শৈল বিদীর্ণ করে, তেমনি, বিপক্ষগণ আজ্ উদ্ধত মুষ্টির দ্বারা অস্মৎপক্ষীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিতেছে[২৩]। অরে মূঢ় সৈন্যগণ! তোমরা পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর, পাদপ্রহারে অৰ্দ্ধমৃত দিগকে উৎসারিত কর, স্বপক্ষীয় দিগকে বিদীর্ণ করিও না[২৪]। ঐ দেখ, সমরমৃত বীরগণ দিব্যশরীরে কবরীরচনব্যগ্রা অপ্সরাগণের পার্শ্বপ্রাপ্ত হইতেছেন[২৫]।

স্বর্গীয় অপ্সরোগণ বলিতেছেন, ইহাকে এই প্রফুল্লহেমকমলসুশোভিত, দীর্ঘায়ত, শীতলসমীরণসম্পন্ন ও ছায়াবিশিষ্ট সুরধুনীর তটে বিশ্রাম করাও[২৬]। ঐ দেখ, নভোমণ্ডলে বীরগণের অস্থিসমূহ আয়ুধ দ্বারা বিখণ্ডিত হইয়া কণৎ কণৎ শব্দে তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে[২৭]। ঐ দেখ, আকাশে কেমন অদ্ভুত সায়কবারিসঙ্কুলা (সায়ক বাণ। তদ্রূপ বারি) জীববাহিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্তূপীভূত রণরেণু ঐ নদীর পঙ্ক এবং উহাতে বীর ও ভূভৃৎ (রাজা) গণের মস্তকনিকররূপ কমলরাজি কেমন অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছে। উহা বাতবিচলিত পদ্মরাজিবিরাজিত সরোবরের ন্যায় শোভা বিতরণ করতঃ গ্রহমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। আয়ুধাংশু অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের কিরণ বা ছটা ঐ পদ্মের মৃণাল, অসি উহার দল; শূল ও কুন্তাদি অস্ত্র উহার কণ্টক, কেতুপট্ট অর্থাৎ পতাকা সমূহ উহার পট্ট (মৃণালের আবরণত্বক্ উপরের ছাল), শিলীমুখ উহার ভ্রমর। আহা! নভোমণ্ডল কেমন আজ্ অপূর্ব্ব পদ্মসরোবর[২৮।৩০]। এ দিকে দেখ, ভীরু মানবেরা রণাঙ্গনে মৃতমাতঙ্গের অন্তরালে পর্ব্বতান্তরালে পিপীলিকার ন্যায় ও পতিবক্ষে পত্নীর ন্যায় লুক্কায়িত হইতেছে[৩১]। ঐ দেখ, বিদ্যাধরীগণের

কান্তসমাগমসূচক অলকোল্লাসী মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে[৩২]। ঐ দেখ, বীরগণের ছত্রসমূহ চন্দ্রমার ন্যায় নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ পৃথিবীর আতপত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ও ভূমণ্ডলে কিরণরূপ শুভ্র যশশ্ছায়া বিস্তার করিতেছে[৩৩]। বীরগণ মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া নিমেষমধ্যে স্বপ্নরচিত পুরীর ন্যায় স্বকর্ম্মরূপ শিল্পীর রচিত অমরবপু প্রাপ্ত হইতেছেন[৩৪]। ব্যোমরূপ সমুদ্রে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সকল সচঞ্চল মৎস্য মকর প্রভৃতির অনুকার করিতেছে[৩৫]। বাণচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণ রাজছত্র সকল হংসরাজির ন্যায় ও অসংখ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে[৩৬]। গগন মণ্ডলে সমুড্ডীন চামর-নিকর বাতাহত চঞ্চল তরঙ্গের শোভা বিতরণ করিতেছে[৩৭]। বীরগণের ছত্র, চামর এবং কেতু সকল বিদলিত হইয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া বীরগণের যশোবর্দ্ধন করিতেছে[৩৮]। ঐ দেখ, যেমন পতঙ্গপাল (পঙ্গপাল) ক্ষেত্রস্থ শস্য ভক্ষণ করে, তেমনি, আকাশমণ্ডলে উৎপতনশীল শরসমূহ শক্তি সকল ক্ষয় করিতেছে[৩৯]। ঐ শুন, প্রতাপান্বিত ভট-গণের খড়্গ সমুদায় যোধগণের কঠিন বর্ম্মে আহত হওয়াতে তাহা হইতে উগ্র ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে[৪০]। ঐ দেখ, যদ্রূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ঝঞ্ঝানিল দ্বারা নির্ঝরশালী পর্ব্বত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই জনক্ষয়কর যুদ্ধে বীরগণের শরজালে দন্তবিশিষ্ট পর্ব্বতা-কার মাতঙ্গগণ বিনষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রক্তমহাহ্রদে নিমগ্ন দুঃখা-ভিভূত মন্দগতি যোধগণ হাহাকার করতঃ চক্রী রথী ও সারথী দিগকে ও অশ্ববিশিষ্ট সজ্জিত রথ সকল অন্বেষণ করিতেছে[৪১।৪২]। ঐ দেখ, বীরগণ বীরগণের কবচে (বর্ম্মে) কালরাত্রিকল্প ভীষণ খড়্গাসজ্জট্ট (খড়্গাপ্রহার) উদ্ভাবন করতঃ বীণাবাদ্যের অনুকার করতঃ যেন নৃত্য করিতেছেন[৪৩]। ঐ দেখ, ও দিকে নর, খর, ও অশ্বগণ হইতে বিনিঃসৃত রক্তনির্ঝরের শীকর বহনকারী সমীরণ দিঙ্মণ্ডল অরুণিত করিয়াছে। ঐ দেখ, যেমন মেঘে বিদ্যুৎ, তেমনি, চিকুরসম শ্যামবর্ণ ব্যোমতলে যোধগণের শস্ত্রকিরণ ক্রীড়া করিতেছে[৪৪।৪৫]। ঐ দেখ, ভুবনমণ্ডল রক্তসংসিক্ত আয়ুধ দ্বারা অগ্নিব্যাপ্ত মানবের ন্যায় আকু-লিত হইয়াছে[৪৬]। ঐ দেখ, বীরগণ শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়াতে তাহাদিগের হস্ত হইতে ভুষণ্ডী, শক্তি, শূল, অসি, মুষল এবং প্রাস

প্রভৃতি শস্ত্র সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে[৪৭]। ঐ দেখ, অবিরত প্রহার নিবন্ধন অস্ত্র সমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, ঐ প্রহার সকল যেন ঐরূপ শব্দের দ্বারা ক্ষতজনিত ক্ষোভ প্রকাশক সঙ্গীত (রোদন) করিতেছে। হায়! হায়! যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিল[৪৮।৪৯]। ঐ দেখ, ও দিকে পরস্পরাঘাতবিচূর্ণিত ভীষণ খড়্গ সমূহ হইতে সমুত্থিত রেণু সমূহের দ্বারা ছত্ররূপ তরঙ্গে সঙ্কুল রণসাগর যেন বালুকাময় হইয়া যাইতেছে[৫০]। এই রণশৈল যেন প্রলয়কালে বাতেরিত অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলে ধাবমান হইতেছে[৫১]। এই যুদ্ধের বাদ্যনির্ঘোষে লোকালোক (পর্ব্বতবিশেষ) পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন বীর বলিতেছে, হায়! আমাদিগকে ধিক্। কোন বীর বলিতেছে, উঃ কি খেদ! খেদ এই যে, আমাদিগের প্রযুক্ত অর্থাৎ বিনিক্ষিপ্ত নারাচ সকল কার্য্য সাধন করিতেছে না, অধিকন্তু কঠিন উপলখণ্ডে আহত হওয়াতে তদ্বিনির্গত তড়িচ্ছটাসদৃশ অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়া সেই সকল উপলখণ্ড ভেদ করতঃ শব্দ সহকারে বৃথা বিনষ্ট হইতেছে। অহে ছিন্নেচ্ছ মিত্রগণ! সম্প্রতি বেলা অবসানপ্রায়। অতএব, আইস, আমরা যাবৎ এই প্রজ্বলিত অনলসদৃশ নারাচ দ্বারা ভগ্নাঙ্গ না হই তাবৎ আমরা স্থানান্তর আশ্রয় করি[৫২।৫৩]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! অনন্তর সেই রণসমুদ্র নিতান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। গগনাক্রমকারী তুরঙ্গ সকল এই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, ছত্র সকল ফেন, ও শুভ্রবর্ণ শরনিকর অসংখ্য শফরী, অশ্বারোহী সৈন্য উহার মহাকল্লোল[১।২]। চতুর্দ্দিক্ হইতে বহুবিধ আয়ুধরূপ নদীস্রোত এই সমরার্ণবে আপতিত ও তদ্গর্ভে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ সৈন্যগণ অনবরত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃহৎ কুম্ভ এই অর্ণবের পর্ব্বতকূট, ঘূর্ণমান প্রদীপ্ত চক্রসমূহ আবর্ত্ত, (ঘূর্ণিজল), এবং যোধগণের ছিন্নমস্তক সকল তদাবর্ত্তস্থ তৃণ। এবম্বিধ রণসমুদ্রে মহা আড়ম্বরে ধূলিরূপ জলধরপটল সমুড্ডীন হইয়া খড়্গপ্রভারূপ সলিলরাশি পান করিতে লাগিল[৩।৪]। শত শত মকরব্যূহ এই মহাসমুদ্রের অসংখ্য মকর। এই সকল মকরের দ্বারা সৈন্যরূপ নৌকা সকল হতাহত হইতে লাগিল। ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তের গুড় গুড় ধ্বনির দ্বারা মেঘকন্দর প্রতিধ্বনিত ও মীনব্যূহরূপ মৎস্যসমূহ হইতে শররূপ শুভ্র অণ্ড সকল অবিরত বিনিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল[৫]। খড়্গরূপ প্রবল তরঙ্গমালার দ্বারা পতাকারূপ লহরী সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এই সমরমহার্ণবের শস্ত্ররূপ চঞ্চল সলিল ও মেঘের ন্যায় অস্থায়ী আবর্ত্ত সমূহের ভীষণ সংরম্ভ দ্বারা সেনারূপ তিমি ও তিমিঙ্গিলগণ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল[৬।৭]। লৌহকবচাবৃত সৈন্যরূপ সলিল রাশির মধ্য হইতে শত শত কবন্ধরূপ আবর্ত্ত সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত ও এই অর্ণবের নির্ঘোষ হইতে ঘুম্ঘুম্ শব্দ প্রসূত হইতে লাগিল[৮।৯]। সৈন্যগণের উৎকর্ত্তিত মস্তক এই মহার্ণব হইতে শীকরনিকরাকারে উৎপতিত ও চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তের মধ্যে সৈন্যরূপ কাষ্ঠ সমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল[১০]। এই রণসাগর অনন্ত ছত্র বস্ত্র পতাকাদির দ্বারা ফেনিল। ইহার অন্তরাগত বহমান রক্তনদীর স্রোতে রথরূপ দ্রুমরাজি ভাসমান এবং গজদেহ বিনির্গত মহারুধির তাহার বুদ্‌বুদ্। এই সমুদ্রের সৈন্যরূপপ্রবাহে হস্তিরূপ অসংখ্য জলচর বিচলিত[১১।১২]। বৎস! এবম্বিধ সংগ্রামার্ণব দর্শকগণের গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় চিত্তচমৎকারক

হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যদ্রূপ কল্পান্তকালে অনবরত ভূকম্প হয়, এই রণস্থলে তদ্রূপ অবিরত ভূকম্প হইতে লাগিল[১৪]। তখন অচলরাজি কম্পিত, বিহঙ্গমরূপ (এস্থলে বিহঙ্গম বাণ) তরঙ্গমালা অজস্র প্রবাহিত, করিকুম্ভরূপ অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ নিপতিত, ভীতসৈন্যরূপ ভীরু মৃগগণ বিত্রাসিত, যোধগর্জ্জনের গুর্ গুর্ ধ্বনি সমুত্থিত, চঞ্চল শরনিকররূপ অসংখ্য শর ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও শরধারী যোধমণ্ডল বনসঙ্কুল ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৫,১৬]। ধুলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসমূহ বিগলিত, মহারথগণের অঙ্গসমূহ নিপতিত, খড়্গিমৃগ সকল প্রপতিত, সৈন্যগণের পদরূপ কুসুমনিকর উৎপতিত, পতাকা ও ছত্ররূপ বারিদমণ্ডল সমুত্থিত, রক্তনদী প্রবাহিত ও বারণগণ চীৎকার করতঃ নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমরপ্রলয় জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর সেই সমরপ্রলয়ে ধ্বজ, ছত্র ও পতাকার সহিত রথ সমূহ বিনষ্ট, নির্ম্মল খড়্গরূপ অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল নিপতিত ও যোধগণের প্রাণসন্তাপে তত্রস্থ প্রাণিগণের প্রাণ সন্তপ্ত হইতে লাগিল[১৭,২১]। কোদণ্ড সকল এই সমরপ্রলয়ের পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামধেয় মেঘ। এই মেঘ হইতে অনবরত শরধারা রূপ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডল সৈন্যগণের খড়্গসমূহের উজ্জ্বল ছটায় বিদ্যুৎ পরিবৃতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। উচ্ছলিত শোণিতসমুদ্রে মাতঙ্গরূপ কুলাচল সমূহ নিপতিত, শোণিতবিন্দুরূপ তারকানিকর নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইয়া প্রপতিত, অস্ত্ররূপ কল্পাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যোধগণ বীরগতি প্রাপ্ত, হেতি ও বর্ষারূপ (শস্ত্রবিশেষ) অশনির দ্বারা অমল ভূধরসম্পন্ন ভূমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন, মহামাতঙ্গরূপ পর্ব্বতনিকর নিপতিত এবং তদ্দ্বারা জনগণ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল[২২,২৪]। এই সময় মহাপ্রলয়ে শররূপ বারিধারাবর্ষী সৈন্যসামন্তরূপ নিবিড় জলধরপটল দ্বারা মহী ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্রমেই মহাসেনারূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বারা মহাড়ম্বর সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শরবর্ষিগণের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরনিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা জলচর সর্পগণ সবেগে উদ্দাত হইয়া সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বীরগণের নিক্ষিপ্ত শূল, অসি, চক্র,

শর, গদা ও ভুষুণ্ডী প্রভৃতি বাণসমূহ পরস্পর বিদলিত হইয়া শব্দ-সহকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করতঃ যেন প্রলয়বাতবিচলিত শিলা বৃক্ষাদি পদার্থ সমূহের বিলাসপরম্পরা প্রকাশ করিতে লাগিল[২৭।২৮]।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের শবসমূহ রাশীকৃত হইয়া অদ্রিশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমস্ত ভীরুগণ সমরস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। বিনষ্ট মাতঙ্গ সমূহ শৈলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ রুধিরার্ণবে ক্রীড়া করিতে লাগিল১।২। এই সময়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ, অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও কুলোজ্জলকারী বীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার জন্য উৎসুক ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী৩।৪। উভয়পক্ষীয় বীরগণ এরূপ ভাবে মিলিত হইলেন যে, যেন দুই দিক্ হইতে দুই অরণ্যযুক্ত মহাশৈল একত্রিত হইতেছে। যেমন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জ্জন করতঃ পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ, সেই রণক্ষেত্রে মাতঙ্গগণ মাতঙ্গসমূহের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসমূহের সহিত ও পদাতিগণ পদাতি বৃন্দের সহিত সবেগে গর্জ্জন সহকারে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল৫।৬। এবং নরসৈন্যগণ পরস্পর শরাসন ধারণ করতঃ বাতবিচলিত বেণুর ন্যায় ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যেমন সমুদ্ধান আসুর নগর দৈব নগর দ্বারা বিদলিত হয়, তেমনি, এই সঙ্গে বীরগণের রথরাজির দ্বারা রথনিকর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল৭।৮। শূরগণের শরজাল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অভিনব জলদজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং ধনুর্দ্ধরগণের পতাকাজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল৯। যাহারা ভীরুস্বভাব, তাহারা তাদৃশ নিদারুণ অস্ত্রযুদ্ধ প্রবৃত্ত দেখিয়া ইচ্ছানুসারে পলায়ন করিলে চক্রধারী চক্রধারীর সহিত, ধনুর্দ্ধর ধানুষ্কের সহিত, খড়্গবিদ্ খড়্গধারীর সহিত, ভুষুণ্ডীধারী ভুষুণ্ডীধরের সহিত, মুষলজ্ঞ মুষলযোদ্ধার সহ, কুন্তায়ুধ কুন্তধরের সহিত, ঋষ্ট্যায়ুধ ঋষ্টিধারীর সহিত, প্রাসধারী প্রাসজ্ঞের সহিত, সমুদ্গর মুদ্গরধারীর সহিত, গদাবিৎ গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শাক্তিকের সহিত, শূলবিশারদ শূলধারীর সহিত, বিখ্যাত পরশুবিশারদ পরশুধারীর সহিত, লকুটীগণ লকুটীর সহিত, (লকুট=লাঠী) উপলধর উপ-

শধরের সহিত, পাশী পাশজ্ঞের সহিত, শঙ্কুধর শঙ্কুধরের সহিত, ক্ষুরিকা-যুধ ক্ষুরিকাযুধের সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালধরের সহিত, বজ্র-মুষ্টিগণ বজ্রমুষ্টিগণের সহিত, অঙ্কুশাযুধ অঙ্কুশধরের সহিত, হলজ্ঞগণ হলযোদ্ধার সহিত, ত্রিশূলী ত্রিশূলাযুধের সহিত, কবচসম্পন্ন বীরগণ সক-বচ যোধগণের সহিত সেই সমরাণবে মিলিত হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ অর্ণ-বের ঊর্মিঘটার ন্যায় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল[১০,১১]। এই সময়ে, ভ্রাম্যমাণ চক্রব্রজ যাহার আবর্ত, গতিশীল শর সকল যাহার শীকরবাহী মারুত, ভ্রমণশীল হেতি (হাতিয়ার) সকল যাহার মকর, উৎফুল্ল আয়ুধ সকল যাহার কল্লোল, শিলাকুল যাহার জলচর জন্তু, সেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয়ের অন্তরালস্থ রণমহাসমুদ্র অমর (জীবিত) গণের নিতান্ত দুস্তর হইয়াছিল[১৮।১৯]। এই সময়ে এক দিকে যক্ষ রাক্ষস পিশাচ ও অসুর, অপর দিকে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ উভয় সৈন্যের ভাবী জয় পরাজয় দর্শনার্থে সমবস্থান করিয়াছিলেন[২০]।

রাঘব! এই সমরাঙ্গণে লীলানাথ বিদূরথের সাহায্যার্থ যে সমস্ত বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাঁহাদিগের জনপদ ও নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২১]।

পূর্ব্বদিক্ হইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিলা, উৎকল, মেকল, কর্কর, সংগ্রামশৌণ্ড মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্জ্যোতিষ, বাজিমুখ, অম্বষ্ঠ, নিষাদ[২২।২৩] বর্ণকোষ্ঠ এবং সবিশ্বোত্রদেশীয় আমমীনাশিগণ, (আমমীন= কাঁচা মাচ) ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত, সৌবীর ও একপাদক, মাল্যবান্, শিবি, আঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মাক্ষ এবং উদয়গিরিবাসী যোধগণ আগমন করিয়া-ছিলেন[২৪।২৫]।

পূর্ব্বদক্ষিণদিক্ হইতে চেদী, মৎস্য, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, জঠর, বিদভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুর, পূরক, কণ্টকস্থল, পৃথগ্দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র, চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেম-কুড্য, শ্মশ্রুধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা ও নালিকেরীবাসী বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন[২৬।২৯]।

লীলানাথের দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত নৃপগণের উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। বিন্ধ্য, কুসুমাপীড়, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয়, সূর্য্যবান্, সমৃদ্ধিশালী গণরাজ্য, অবন্তী, শাম্ববতী, ঋষিক, দশপূরক, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি,

নাগর, দণ্ডক, নুরাষ্ট্র, সাহা, শৈব, ঋষ্যমূক, কর্কট, বনবিম্বিল,[৩০।৩৩] পম্পানিবাসীগণ, কৈরকদেশীয় মহাবীরগণ, কর্কবীরগণ, স্বৈরিকগণ, নাসিকদেশীয় বীরগণ, ধর্ম্মপত্তন, পঞ্জিকগণ,[৩৪] কাশিক, তৃষ্ণথন্নুন, যাদ, তাম্রপর্ণ, গোনর্দ্দ, কানক, দীনপত্তন,[৩৫] তাম্রীক, দন্তুর, কীর্ণক, সহকার, এনক, বৈতুণ্ডক, তুম্বনাল, জীনদ্বীপ, কর্ণিক,[৩৬] কণিকার সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শিবি, কোঙ্কণ, চিত্রকূট, কর্ণাট, মন্টবটক, মহাকটকিক, অন্ধ্র, কোলগিরি, অচলাস্তক, বিবেবিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাঙ্কারোদ, ভোনন্দ, মর্দ্দন, মলয়, চিত্রকুটশিখর ও লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ[৩৭।৩৯]।

যে সকল রাজা পশ্চিমদক্ষিণ দিকে বাস করেন তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করি, শ্রবণ কর। মহারাজ্য, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, শূদ্র, সৌবীর, আভীর, দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ডাখ্য, কালিরুহ, হেমগিরি, রৈবতক, জয়কচ্ছ, ময়বরদেশীয় যবনগণ, বাহ্লীক, মার্গণ, আবস্ত, ধূম্র, তুম্বক ও এতদ্দিক্‌স্থিত পর্ব্বতবাসী ও সমুদ্রতটস্থিত অসঙ্খ্য বীর লীলাপতির সাহায্যার্থ এই মহাযুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন[৪০।৪৩]।

রামভদ্র! এক্ষণে লীলানাথের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের ও তাঁহাদিগের জনপদ সকলেব নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পশ্চিম দিকে যে সকল মহাগিরি বিদ্যমান আছে সে সকল এই—মণিমান্, অঙ্কুর, অর্পণ, শৈব্য, চক্রবান্ ও অস্তগিরি। এই সকল মহাগিরি নিবাসী যোধগণ ও অমরক, অছায়া, গুলত্ব, হৈহয়, গুহ্ক ও গয়ানিবাসী এবং পঞ্চজন নামক প্রসিদ্ধ জনগণ, ভারঙ্ক, পারক ও শান্তিকগণ,[৪৪।৪৬] জাতিক, হূণক, কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধর্ম্মমর্য্যাদাবিহীন ম্লেচ্ছজাতি ও দ্বিশত যোজন পরিমিতস্থান বিস্তৃত মহেন্দ্রশিখরিস্থিত মুক্তামণিময় ভূমি, রথাশ্ব নামক পর্ব্বত ও মহার্ণবতটস্থিত পারিপাত্র গিরি হইতে মহাবল বীরগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সেই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন[৪৭।৫০]।

পশ্চিমোত্তরদিক্‌স্থিত গিরিমতীদেশের রাজা মহারাজা, নিত্যোৎসবশালী নরপতি, বেণুপতি, ফাল্গুনক, মাণ্ডব্য, অনেত্রক, পুরুকন্দ, পার, ভানুমণ্ডলভাবননিবাসী যোধগণ, বল্মীক এবং ননিলদেশস্থ দীর্ঘকায়গণ, কেশ ও দীর্ঘবাহু বীরগণ, রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ, লুহদেশীয় জনগণ ও গোবৃষাপত্যভোজী স্ত্রীরাজ্যদেশীয় জনগণ এই সময়ে সমাগত হইয়াছিল। এক্ষণে উত্তরদিক্ সমাগত যোধগণের কথা বলি, শ্রবণ কর[৫১।৫৪]।

উত্তরদিকস্থ হিমবান্, ক্রৌঞ্চ, মণিমান্, কৈলাস, বসুমান্ এবং এই উভয় পর্ব্বতের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থিত জনগণ, মদ্রবার, মালব ও শূরসেনীয় যোধগণ, ত্রিগর্ত্ত, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মালব, এবং অন্তগিরিনিবাসিগণ, অবল, প্রস্থবল, কাশ, দশধান, ধানদ, সারক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারদেশীয় বীরগণ, তক্ষশিলা, বীলবর্গঘাতী, প্রসিদ্ধ পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহকনগর, সুরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল এবং পাণ্ডব্য নিবাসী জনগণ ও যমুনা-তীরবর্ত্তী যাতুধানকগণ, হিমবান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ ও কৈলাস এবং তদনন্তর অশীতিশতযোজনপরিমিত জনপদভূমি হইতে বীরোত্তমগণ সিন্ধু-রাজের সাহায্যর্থ সমাগত হইয়াছিল৫৫।৬২।

উত্তরপূর্ব্বদিক্স্থিত জনপদাদির নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। মালব, রন্ধ্ররাজ্য, বনরাষ্ট্র, সিংহপুত্র, সাবাক, আপলবহ, কাশ্মীর, দরদ, কালূত, ব্রহ্মপুত্র, কুনিদ, খদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবনভূমি, বিশ্বাবসুর উত্তম মন্দিরভূমি, কৈলাস ভূমি, তদনন্তর মঞ্জুবনশৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমান সদৃশ ভূমি প্রদেশ হইতে যোধগণ সমাগত হইয়া লীলানাথের প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল৬৩।৬৭।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণকর। সেই নরবারণসঙ্কুল দারুণ সংগ্রামে ঐ সকল যোধগণ "আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ পণ করতঃ শলভের পাবকপ্রবেশের স্থায় সমরে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। হে রাঘব! লীলানাথের পক্ষাবলম্বী মধ্যদেশীয় জনপদবাসী বীরগণের নামাদি পূর্ব্বে কথিত হয় নাই, সেজন্য সে সকল কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১।৩]।

তদ্দেহিকা, শূরসেন, গুড়, আশ্বাদ্যনায়ক, উত্তমজ্যোতিভদ্র, মদমধ্যমিকাদি, শালুক, কেদামাল, দৌজ্ঞেয়, পিপ্পলায়ন, মাগুব্য, পাণ্ড্যনগর, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ,[৪।৫] পারিপাত্র, সুরাষ্ট্র, যামুন, উদুম্বর, রাজানামা, উজ্জিহান, কালকোটী, মাথুব,[৬] পাঞ্চালদেশস্থ ধর্ম্মারণ্য ও তাহার উত্তর মধ্যস্থিত জনপদবাসিগণ ও পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত জানপদগণ, অবন্তী, কুন্তী ও পাঞ্চনদের মধ্যস্থিত জনপদবাসী ও লীলাপতির স্বপক্ষ জনগণ ঐ সকল প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও গিরিপ্রপাতে নিপতিত হইতে লাগিল[৭।৮]। অন্তর্বেদীজনপদবাসিগণ দ্বারা কোশ ও ব্রহ্মাবসান এই দুই জনপদবাসিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত ও মত্তবারণগণ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল[৯]। দশপুরদেশীয় শূরগণ বানক্ষিতিনিবাসী বীরগণ দ্বারা পরাজিত, ছিন্নোদর ও ছিন্নস্কন্ধ হইয়া পলায়নপর হওয়াতে তাহারা হ্রদমধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল[১০]। রাত্রিকালে পিশাচগণ সেই সমস্ত ছিন্নোদর যোধগণের উদরনিস্থত অন্ত্র সমূহ আকর্ষণ ও চর্ব্বণ করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিল[১১]। গম্ভীরনিনাদকারী রণদীক্ষিত ভদ্রগিরিনিবাসী সেনাগণ মরুগনিবাসী যোধগণকে বলপূর্ব্বক কচ্ছপাদির স্থায় পল্বলাদিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল[১২]। মহাশক্র সকল ক্ষরিত-রুধির-কলেবর, ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিত্রাসিত হইতে লাগিল। মহাবল হৈহয়গণ দণ্ডিকাবাসী যোধগণকে অনলবিভাবিত হরিণের স্থায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল[১৩]। এই যুদ্ধে দন্তিগণ পরস্পর দন্তবিদারিত দেহ হইতে লাগিল। দরদবাসী শূরগণ অরাতি দিগকে বিদলিত

করিতে লাগিল। তৎকালে সেই সমরভূমিতে ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল[১৪]। চীনদেশীয় যোধগণ নারাচ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত, জীর্ণ পর্ণের ন্যায় জর্জ্জরিত ও বিকলাঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ বা জলধিজলে দেহ সমর্পণ করিল। নলদদেশীয় যোধগণ কর্ণাট বীরগণের বিনিক্ষিপ্ত কুন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিপতিত ও তারকা-নিকরের ন্যায় প্রভগ্ন ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল[১৫।১৬]। দাশক ও শকগণ নষ্টায়ুধ হইয়া পরস্পর কেশাকর্ষণ করতঃ সমরে প্রবৃত্ত হইল[১৭]। দশার্ণ-দেশীয় যোধগণ পাশদেশীয় বীরগণ-বিনির্ম্মুক্ত ভীষণ শৃঙ্খলের ভয়ে ভীত হইয়া বেতসমূলাশ্রয়ী অস্থিহীন মৎস্যের ন্যায় রক্তপঙ্কে নিলীন হইতে লাগিল[১৮]। তঙ্গনবাসিগণ শত শত অসি ও শঙ্কু প্রভৃতি শস্ত্রের দ্বারা গুর্জ্জরাধিপতির সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল[১৯]। অম্বুদপ্রভার ন্যায় হেতিপ্রভাসম্পন্ন জলধররূপ নিগড়দেশীয় শূরগণ বারিধারার ন্যায় শস্ত্রধারা বর্ষণ করতঃ বনরূপ গুহদেশীয় যোদ্ধা দিগকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল[২০]। বিপক্ষগণের মণ্ডলোদ্যত ভুষণ্ডী দিবাকর আচ্ছাদিত করতঃ আভীরদেশীয় ভীরু যোধগণকে বিনষ্ট করিল[২১]। তাম্রাখ্য যবন গণের বাহিনী গৌড়বাসী যোদ্ধৃগণের ভটরূপ বৃকের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কেশাকেশি ও নখানখি সংগ্রাম করিতে লাগিল[২২]। সেই গৃধ্রকঙ্ক-সমাকুল রণক্ষেত্রে ভাসকনিবাসিগণ বৃক্ষশৈলচ্ছেদী চক্র সমূহ দ্বারা তঙ্গন সেনা দিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে লাগিল[২৩]। গৌড়দেশীয় ভটগণের বিঘূর্ণিত লগুড়ের ভীষণ গুড় গুড় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গান্ধারদেশীয় যোধগণ গোসমূহের ন্যায় বিদ্রুত হইতে লাগিল[২৪]। যেমন নিশার অন্ধকার শুভ্র জ্যোৎস্না গ্রাস করে, তেমনি, নীলপরিচ্ছদধারী সাগরসদৃশ শকসেনা শুভ্র পরিচ্ছদ পারসিক দিগকে আক্রম করিল[২৫]। যোধগণের আয়ুধ সকল এই সময়ে ক্ষীরসাগরমধ্যস্থিত মন্দর ভূধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[২৬]। দর্শকগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন হিমাচলশিরে বনরাজি শোভা পাইতেছে। আকাশে বীরগণের প্রেরিত শস্ত্র সমূহের গতি গগনবিহারী প্রাণীর নিকট সমুদ্রের চঞ্চলতরঙ্গমালার প্লুত গতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শতচন্দ্রসমান শুভ্রবর্ণ ছত্র, কুন্তাস্ত্র ও শক্তি সকল গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, নভোমণ্ডল শলভ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে[২৭।২৮]। সমুড্ডীন শক্তি সমূহের

দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নভোমণ্ডল যেন রন্ধ্রবিহীন ও কাননীকৃত হইয়াছে। কেকয়গণ ভীষণ রবে কঙ্কাস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের মস্তক ছেদন করিয়া আকাশমণ্ডল কঙ্কুল (কঙ্ক=একপ্রকার পতঙ্গ) সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিল[২৯]। ভীষণরবকারী অঙ্গদেশীয় বীরগণ কর্তৃক কিরাতসৈন্যরূপ কন্যাগণ অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইল (অনঙ্গ=দেহত্যাগ)[৩০]। কাশদেশীয় যোধগণ মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণ করতঃ পবনোড্ডীন পাংশুর ন্যায় স্বীয় সঞ্চালিত পক্ষ দ্বারা আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে তদ্দেহিক নিবাসী যোধগণকে বিনাশ করিতে লাগিল[৩১]। পরিহাসপটু যুদ্ধোন্মত্ত সচঞ্চল নান্দদগণ শত্রু মধ্যে হেতিসমূহ নিক্ষেপ করতঃ হাস্য, নর্ত্তন ও গান করিতে লাগিল[৩২]। যোধগণের কণ্ কণ্ ধ্বনিকারী কিঙ্কিণীজাল শাল্বগণের বাণে খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল[৩৩]। শৈব্যগণ কুন্তীদেশ নিবাসী বীরগণের ভ্রাম্যমাণ কুঠার দ্বারা বিঘট্টিত, বিখণ্ডিত, বিনষ্ট ও বিদ্যাধরের ন্যায় স্বর্গনীত হইল[৩৪]। আক্রমণকারী ধীরপ্রকৃতি অহীনদেশীয় সেনাগণ সোল্লাস গমন সহকারে পাণ্ডুনগরীয় বীরগণকে লুণ্ঠিত করিতে লাগিল[৩৫]। যেমন মাতঙ্গগণ বৃক্ষ সমূহ দলন করে, তেমনি, পঞ্চনদনিবাসী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরগণ কুন্ত, গড়দন্ত ও দ্রুমযুদ্ধে কুশল তন্দেহক নিবাসী বীর দিগকে বিদলিত করিতে লাগিল[৩৬]। নীপজনপদবাসী (নীপ একপ্রকার দেশ) বীরগণ হৈহবংসানক জনপদবাসী দিগকে চক্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত ও তৈরজনপদবাসী দিগকে ক্রকচ দ্বারা কর্ত্তিত করিতে লাগিল[৩৭]। ছত্রজনপদবাসিগণ কুঠার দ্বারা শ্বেতকাক নিবাসী জনগণের শিরশ্ছেদ ও পাংশু ভদ্রেশগণ শরানল প্রজ্বালন দ্বারা সেই সমস্ত ছত্রনিবাসীদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মতঙ্গদেশীয় যোধরূপ মাতঙ্গগণ কাষ্ঠকুশল বীররূপ মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া সমিদ্ধ হুতাশনস্থিত ইন্ধনের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৯]। সিন্ধুসৌবীরবাসী বীরগণ ত্রিগর্ত্তদেশীয় জনগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া এরূপ ভাবে তৃণের ন্যায় উর্দ্ধে ভ্রামিত হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা পলায়ন মানসে অধঃশিরা হইয়া পাতালান্তে প্রবেশ করিতেছে[৪০]। বনিতদেশীয় যোধগণ মহাবল মাগধদিগের মধ্যে আপতিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গজের ন্যায় জীর্ণ হইতে লাগিল[৪১]। যেমন পথিমধ্যে আতপবিশীর্ণ কুসুম শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই রণক্ষেত্রে তঙ্গন সৈন্য কর্ত্তৃক চিতিসৈন্যগণের জীবন বিনষ্ট হইতে লাগিল[৪২]।

অন্তকসদৃশ কোশলগণ পৌরব গণের ভীষণ নিনাদ ও শর, গদা, প্রাস, হেতি প্রভৃতি শস্ত্র সমূহের অভিবর্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিকৃতাঙ্গ হইতে লাগিল। পৌরব গণের ভীষণ পরাক্রম দর্শনে তাহারা সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত ও রুধিরাদ্রকলেবর প্রযুক্ত তরুণাদিত্যের ন্যায় মূর্ত্তি বিধারণ করতঃ পর্ব্বতস্থিত বিদ্রুম দ্রুম সদৃশ শোভা ধারণ করিল। অনন্তর পলায়নপর হইল। অতঃপর তাহারা শত্রু কর্ত্তৃক নারাচ সমূহের ও মহাস্ত্র সমূহের দ্বারা বিকম্পিত হইতে লাগিল[৪৩।৪৪]। দূর হইতে দেখা গেল, যেন শরধারাবর্ষণকারী মেঘ অথবা শরলোমাঞ্চিত মেষ কিম্বা শরপত্রাবৃত বৃক্ষ নিচয় ভ্রমণ করিতেছে ও গজগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে[৪৬]। আরও দেখা গেল, কন্দাকস্থলনিবাসী হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্তুগণ বনরাজ্যনিবাসী বীররূপ জরার দ্বারা জীর্ণ হইয়া বলসমাকৃষ্ট পেলব (সূক্ষ্ম) তন্তুর অনুরূপে ছিন্ন হইতেছে[৪৭]। গর্ত্তে নিরোধ প্রযুক্ত তাহাদের রণচক্র বিধ্বস্ত হওয়াতে, সেই সমস্ত রথের মস্তকরাজি, বনাদ্রি মধ্যে নিপতিত মেঘের ন্যায় সেই রণক্ষেত্রস্থিত প্রহারকারী শত্রুদল মধ্যে নিপতিত হইতে দেখা গেল[৪৮]। শাল ও তাল বৃক্ষের অনুরূপ প্রাংশুকায় যোধগণ মহাবনস্বরূপ সমরক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভুজ ও মস্তক ছেদন করিলে, সেই সমরক্ষেত্ররূপ মহাবন যেন উন্নত স্থাণুশ্রেণীর দ্বারা শোভমান হইতে লাগিল[৪৯]। যুদ্ধমৃত বীরগণের আশ্রিতা সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক এই যুদ্ধের বিষয় মেরুসংস্থিত উপবনে আনন্দ সহকারে জল্পিত হইতে লাগিল[৫০]। এই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের উচ্চস্বরসম্পন্ন মুখমণ্ডল যাবৎ না পরপক্ষীয় কল্পান্তকালীন হুতাশনসদৃশ অনলশিখা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাবৎ উজ্জ্বলপ্রভাসম্পন্ন ও সুষুমান্বিত ছিল[৫১]। কামরূপদেশীয় পিশাচগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশার্ণদেশীয় ভূতগণ ছিন্নাঙ্গ ও অপহৃতায়ুধ হইয়া পলায়নের নিমিত্ত পথি কর্ণপাতন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল[৫২]। হতস্বামিক সৈন্যগণ বিজেতৃযোধগণের বলপ্রভাবে শুষ্কসরোবরস্থিত কমলের ন্যায় কান্তিবিহীন হইল[৫৩]। নরকজনপদবাসী কর্ত্তৃক শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গর দ্বারা বিদ্রুত হইয়া কণ্টকস্থলনিবাসী সৈন্যগণ পলায়ন আরম্ভ করিল[৫৪]। প্রস্থবানস্থ যোধগণ এক স্থলে অবস্থিতি করতঃ শর বর্ষণ দ্বারা কৌন্তক্ষেত্রগণকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল[৫৫]। দ্বিপিযোধগণ কমলবনচ্ছেদকারী পুরুষের ন্যায় ভল্লাস্ত্রের দ্বারা বাট-

ধান গণের হস্ত পদ মস্তক হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল[৩৬]। পণ্ডিতগণ যেরূপ বাদ বিষয়ে পরাজিত বা উদ্বিগ্ন হন না, সেইরূপ, সরস্বতীতীরোদ্ভব বীরগণ দিবসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও উদ্বিগ্ন বা পরাজিত হইল না[৩৭]। ক্ষুদ্র সর্ব্বগগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও লঙ্কাস্থ যাতুধানগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্ধনপ্রাপ্ত শান্ত অনলের ন্যায় পুনর্ব্বার পরম তেজঃ প্রাপ্ত হইল[৩৮]। রাঘব! আমি এই যুদ্ধের বিষয় সামান্যমাত্র বর্ণন করিলাম। ফলতঃ সহস্রফণা বাসুকি এই রণ বর্ণন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় সহস্র জিহ্বার দ্বারাও এই রণ যথাযথ বর্ণন করিতে সমর্থ হন না[৩৯]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারে যখন সেই সকল বিজেতৃ-গণের বাহ্বাস্ফোট, পরাজিতগণের ত্রাস, ভয়সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামে বীরগণের শরনিকর অন্ধকারাচ্ছন্ন, বীরগণের বিদীর্ণ বক্ষ প্রদেশ হইতে শোণিত-ক্লেদরূপ নদী প্রবাহিত, অক্ষপংক্তিসদৃশ শুভ্রবর্ণ অশ্ব সকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উৎপ্লুত ও ঐ নদীর স্থানে স্থানে নিপতিত হইতেছিল; যখন যোধগণের নিক্ষিপ্ত শরফলাগ্র সমূহের পরস্পর সঙ্ঘট্টন দ্বারা বহ্নিকণা সমুত্থিত ও উক্ত শরনদীপ্রবাহ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছিল, যখন ব্যোমার্ণবস্থ যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ কমলরাজি সুশো-ভিত, চক্ররূপ আবর্ত্তের দ্বারা আবর্ত্তিত, আকাশ প্রসর আয়ুধরূপ নদীসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং যখন কপিকচ্ছবাসিগণের ব্যথাপ্রদ সমীরণ-সদৃশ কণ্‌কণ্‌ধ্বনিসম্পন্ন শস্ত্রসমূহ নিবিড় জলধরপটলের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছিল, তখন সিদ্ধচারণগণ প্রলয়কাল সমুপস্থিত বিবেচনা করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন দিবসের অষ্টম ভাগ শেষ হওয়াতে, দিবাকর দেবও যেন শস্ত্রাঘাত দ্বারা পীতকান্তি যোধগণের ন্যায় ক্ষীণ-প্রভা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সেই উভয় দলস্থ সেনাধিনাথদ্বয় স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত বিচার করতঃ যুদ্ধবিরামার্থ পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন[১।৮]। উভয় পক্ষীয় বীরগণই যুদ্ধ পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যন্ত্র, শস্ত্র ও পরাক্রম হতসামর্থ্য হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা সকলেই সেই প্রস্তাব স্বীকার করিলেন[৯]। যুদ্ধের উপসংহার স্থিরীকৃত হইলে উভয়পক্ষীয় উভয় মহারথের ধ্বজে রণবিরা-মের সঙ্কেত পতাকা উড্ডীন করা হইল এবং সঙ্কেত অনুসারে তৎপতাকা সৈন্যমধ্যে ভ্রামিত করিয়া যোধগণকে "তোমরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও" এইরূপ বিজ্ঞাপিত করা হইল[১০।১১]।

তদনন্তর সেই উভয়দলস্থ সৈন্যগণ পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক প্রলয় জলধর গর্জ্জনের অনুরূপ নিনাদে দুন্দুভি বাদন দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল[১২]। যেরূপ মানস সরোবর হইতে নিপ্রতিবন্ধকে সরযূ প্রভৃতি

নিম্নগা নিম্নে আগমন করে, সেইরূপ, সেই সমরাঙ্গনাকাশ হইতে অতি বিস্তৃত অস্ত্রনদী সকল নিরাবাধে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন ভূমিকম্পের অন্তে বৃক্ষলতাদির স্পন্দন ও শরৎকাল আগতে অর্ণব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, বীরগণের ভুজপরিচালন একে একে উপশান্ত হইল[১৩।১৪]। যেমন প্রলয়কালীন সমুদ্র হইতে জলোচ্ছ্বাস সবেগে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ, উভয় দিকে অবস্থিত উভয়পক্ষীয় সৈন্য সেই রণভূমি হইতে বিনির্গমনে প্রবৃত্ত হইল[১৫]। মন্দরভূধর নিষ্কাশিত হইলে ক্ষীরসমুদ্র যেরূপ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ, যোধগণ সমরে বিরত হইলে সৈন্যাবর্ত্ত ও ক্রমে প্রশান্তভাব ধারণ করিল[১৬]। এখন দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র বিকটাকার রাক্ষসীর উদরের ন্যায় ও অগস্ত্যপীত অর্ণবের ন্যায় শূন্য হইয়া উঠিল[১৭]। রক্তনদী বহমানা হইল, তাহার কল কল শব্দে সেই শবপূর্ণ সমরাঙ্গন ঝিল্লিরব পরিব্যাপ্ত বন-ভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিল[১৮]। তখন সরিৎস্রোতের ন্যায় বহমানা রক্ত-নদীর তরঙ্গসমূহের ঘোর শোঁ শোঁ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ ক্রন্দন করতঃ প্রাণ-ব্যগ্র মানবগণকে আহ্বান করিতে লাগিল[১৯]। মৃত ও অর্দ্ধমৃত যোধগণের দেহ হইতে বিনির্গত শোণিতধারা কুটিল গতিতে প্রসৃত হইতে লাগিল। সজীব দেহের স্পন্দনে তৎপৃষ্ঠস্থিত মৃত দেহ সকল স্পন্দিত হওয়াতে সেই সেই মৃত দেহকে সজীব বলিয়া ভ্রান্তি হইতে লাগিল[২০]। অম্বুদমণ্ডল পর্ব্বতশিখর ভ্রমে করীন্দ্রগণের রাশীকৃত মৃত দেহের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশীর্ণ রথসমূহ বাত-বিচ্ছিন্ন মহাবনের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২১]। ভীষণ রক্তনদীর প্রবাহে শর, শক্তি, ঋষ্টি, মুষল, গদা, প্রাস, অসি, অসিকোষ, হয় ও হস্তিগণের মৃতশরীর ভাসিতে লাগিল[২২]। এই সময়ে পর্য্যাণ, সন্নাহ ও কবচাদির দ্বারা ভূতল এবং কেতু ও চামরপট্ট প্রভৃতির দ্বারা তত্রস্থ মৃত দেহ সকল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল[২৩]।

হে রাঘব! পবনদেব এই রণে কর্ণিকণাকারে সমুচ্ছ্রিত ও সচ্ছিদ্র তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ু কূজনের অনুকার করিতে লাগিলেন এবং পিশাচগণ এই অবসরে শবরাশিরূপ পলালশয্যায় শয়ন করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল[২৪]। চূড়ামণি, হার ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ চাপসমূহ চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত থাকায় বোধ

হইতে লাগিল, যেন সমর ভূমি এখন খদ্যোৎ-পরিবৃত নিবিড় অরণ্যের শোভা বিস্তার করিতেছে। অবসর পাইয়া কুক্কুর ও শৃগালগণ শব-সমূহের উদর হইতে দীর্ঘরজ্জুবৎ আর্দ্র অন্ত্র সমূহ আকর্ষণ করিতে লাগিল[২৫]। আসন্নমৃত্যু নরগণ বিকটদশন হইয়া ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিল। সজীব নরভেকগণ রক্তকর্দ্দমে নিমগ্ন হইতে লাগিল[২৬]। তত্রত্য অতি ভীষণ শত শত শোণিতনদীর গাত্রে যোধগণের উৎপাটিত রাশি রাশি চক্ষু ভাসমান হইয়া বিন্দুচিত্রিত কবচের অনুকার করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের বাহু ও উরুরূপ বৃহৎ কাষ্ঠ সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধুগণ মৃত ও অর্দ্ধমৃত মানবগণকে বেষ্টন করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে কুলপাবন রাম! এই রণে রণক্ষেত্র শর, আয়ুধ, রথ, অশ্ব, হস্তী এবং পর্য্যাণ প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। নর্ত্তনশীল দোদ্দণ্ডপ্রতাপ কবন্ধগণের দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঘ্রাণপীড়াদায়ক মদ, মেদ ও বসা প্রভৃতির গন্ধ দ্বারা জনগণের নাসারন্ধ্র আর্দ্র হইয়াছিল। অর্দ্ধমৃত হস্তী ও অশ্ব সকল মরণোন্মুখ ও ঊর্দ্ধতালু হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। রক্তনদীর প্রবাহপ্রহারের শব্দ (তরঙ্গাঘাতের শব্দ) দুন্দুভিবাদ্যের সাদৃশ্য বিস্তার করিয়াছিল[২৭,৩০]। ম্রিয়মাণ নরসৈন্যগণের ফুৎকারে তাহাদিগের মুখপ্রদেশ হইতে শোণিতপ্রণালী প্রসৃত হইয়াছিল[৩১]। শত শত শোণিত-নদীতে মৃত হস্তী ও অশ্ব রূপ মকর বাহিত হইতে হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! দর্শকেরা দেখিল, শরপূর্ণমুখ স্বল্পজীবনাবশিষ্ট সৈন্যগণের ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ক্ষণকাল এই স্থানে থাকিলে পিণ্ডভার্য্যার অর্থাৎ বামকুক্ষিস্থ মাংস খণ্ডের (প্লীহার) বসাগন্ধসম্পৃক্ত বায়ুর সঞ্চারে শরীরস্থ শোণিত ঘনীভূত হইয়া যায়[৩২]। আরও দেখা গেল, কবন্ধগণ অর্দ্ধমৃত করীন্দ্রগণের ঊর্দ্ধনাসার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। হস্তিপকহীন হস্তী ও আরোহি-বিহীন অশ্ব সমূহের ভ্রমণ বেগে উত্তাল কবন্ধগণ নিপতিত হইতে লাগিল[৩৩]। ক্রন্দনকারী, নিপীড়িত ও মৃত জীবগণ দ্বারা রণভূমিস্থ রুধিরপ্রবাহ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মৃত ভর্ত্তার গল-দেশ আলিঙ্গন করতঃ শস্ত্রাঘাত দ্বারা স্ব স্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[৩৪]। বিদেশী নরগণ স্ব স্ব স্বামীর আদেশক্রমে শিবির হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সংস্কার করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব আত্মীয়জন-

গণের শব পরীক্ষা করিয়া আনয়নার্থ প্রবৃত্ত হইলে, শবাহরণ-ব্যাকুল সেই সকল মানবগণের প্রাণতুল্য অনুচরগণ তাঁহাদিগের সেই স্বাভিলষিত শবান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া হস্তধারণা পূর্ব্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল[৩৫]। সেই সমরক্ষেত্ররূপ উত্তুঙ্গতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রে কেশরূপ শৈবাল, বদনরূপ কমল, ও চক্ররূপ আবর্ত্তযুক্ত শত শত রক্তনদী প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছিল[৩৬]। কেহ অৰ্দ্ধমৃত মানবগণের অঙ্গ-লগ্ন আয়ুধ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কেহ বা বিদেশে স্বজন-ব্যসন হওয়ায় শোকে নিতান্ত আকুল, কেহ বা মৃত যোধগণের পার-লৌকিক হিতকামনায় তাহাদিগের অঙ্গভূষণ ও গজ বাজী প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিল[৩৭]। সৈন্যগণ প্রাণত্যাগকালে স্বীয় পুত্র, মাতা, ইষ্ট দেবতা ও পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই রণস্থলে কেবল মর্ম্মভেদী ব্যথাপ্রদ হা হা! হী হী! ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[৩৮]। ম্রিয়মাণ ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্ম স্মরণ করিতে লাগিল। দন্তিযুদ্ধে অসমর্থ মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা দন্তিগণের নিকট অবস্থিতি করতঃ তাহাদিগের দন্তনিষ্পেষণ ভয়ে স্ব স্ব ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে লাগিল। মহৎ পদাঘাতাদির দ্বারা মৃতকল্প হইয়া পলায়নকারী ভীরুগণ অসুরগণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অশঙ্কিত-চিত্তে রুধিরাবর্ত্তসঙ্কুল ভীষণ স্থানে গমনোন্মুখ হইল[৩৯,৪০]। সৈন্যগণ মর্ম্মভেদী শরনিকরের আঘাত প্রাপ্তে পূর্ব্বজন্মকৃত দুরিত অনুভব করিতে লাগিল। বেতালগণ কবন্ধগণের বদনবিনিঃসৃত শোণিত পান করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদানপূর্ব্বক সেই সমস্ত কবন্ধগণের ছিন্নশির আকর্ষণ করিতে লাগিল[৪১]। সেই সমরক্ষেত্রে উড্ডীয়মান ধ্বজ, ছত্র ও চামররূপ পঙ্কজে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অরুণরাগরূপ সান্ধ্য (সন্ধ্যা কালের) কিরণে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত, ভাসমান রক্তোষ্ণীষরূপ কোকনদে শোভিত, রথ, চক্র ও পর্ব্বতরূপ আবর্ত্তে সঙ্কুল, পতাকারূপ ফেনপুঞ্জে সমাকীর্ণ, চারুচামররূপ বুদ্‌বুদে পরিব্যাপ্ত, পঙ্কনিমগ্নপুরীসদৃশ বিপর্য্যস্ত রথনিকররূপ ভূমি (দ্বীপ) সম্পন্ন হইয়া যেন অষ্টম রক্তমহার্ণবের ন্যায় (প্রসিদ্ধ সমুদ্র ৭, এটী ৮) দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈন্যগণ উৎপাতবাতনিকৃত্ত দ্রুম বনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল[৪২,৪৩]। হে রঘুনাথ! প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় ও অতিবৃষ্টিবিনষ্ট দেশের ন্যায় এই

জনশূন্ত সমরভূমি সৈন্যগণের অঙ্গ বিভূষণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভুশুণ্ডীমণ্ডল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল[৪৫]। সর্পাকার বাণ, কুন্তাস্ত্র, ভুশুণ্ডী, তোমর ও মুদ্গর সহ সামন্ত গণের অঙ্গভ্রষ্ট ভূষণে সেই সমর ভূমি সমাচিত হইয়াছিল[৪৬]। বীরগণের দেহ, শরীরে আবিদ্ধ কুন্তাস্ত্র সমূহের দ্বারা রক্ত-নদীতীরস্থ শৈলশিখরসঞ্জাত তালদ্রুমের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল[৪৭]। করীন্দ্র-গণের অঙ্গপ্রোথিত হেতিরূপ বৃক্ষ সকল স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় কুসুমনিকর-শোভিত বৃক্ষের অনুকার করিয়াছিল এবং কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণসমাকৃষ্ট অন্ত্রের (নাড়ী বিশেষের) ও রসনাবৃন্দের দ্বারা গগনমণ্ডল জালকসদৃশ হইয়াছিল[৪৮]। কুন্ত সকল এই সমরভূমিস্থিত রুধির সরিতের তীরে উন্নত সরল দ্রুমের (সরল একপ্রকার বৃক্ষ) ন্যায় ও পতাকা সকল রক্ত সরোবরের মধ্যে রক্ত পদ্মের শোভা বিস্তার করিয়াছিল[৪৯]। মৃত হস্তীর পতন প্রহারে নিপতিত জনগণের কটিদেশ ভগ্ন হওয়াতে তাহারা কষ্টসৃষ্টে কিয়দ্দূর গমন করতঃ অবশেষে রণকর্দ্দমনিপতিত সেই সেই হস্তীর প্রতি কাতর দৃষ্টি নিপাতিত করিয়াছিল। এই সময়ে সুহৃদ্গণ মুমূর্ষু যোধগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আগমন করতঃ রণকর্দ্দমে নিপতিত হইয়া মৃতকল্প হইতে লাগিল[৫০]। হেতির দ্বারা ছিন্নমস্তক মানবগণ স্থাণু বলিয়া অর্দ্ধসন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। সেই শোণিতনদীতে হস্তিগণের গণ্ড এবং পর্য্যাণ (যাহা হস্তীর পৃষ্ঠোপরি বসিবার জন্য থাকে তাহা পর্য্যাণ) ভাসিয়া যাওয়ায় সে সকল নৌকা শ্রেণীর সাদৃশ্য ধারণ করিল এবং রক্তস্রোতে ভাসমান শুভ্রবস্ত্র সকল ফেনপুঞ্জের শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। আজ্ঞাপ্রাপ্ত ভৃত্যগণের দ্বারা ক্ষিপ্রসঞ্চারে রণক্ষেত্রস্থ হতাহত মানবগণ বিবেচিত হইতে (কে জীবিত আছে এবং কে মৃত হইয়াছে তাহা অবধারিত হইতে) লাগিল[৫১।৫২]। রণস্থলের চতুর্দ্দিকে কবন্ধ ও দানব আপতিত হইতে দেখা গেল। ঊর্দ্ধ, স্থূল ও বৃহৎ ছিদ্র চক্রের দ্বারা সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন, চূর্ণীকৃত ও পলায়িত হইতে লাগিল[৫৩]। ভীষণ রণ নিস্বনের সহিত অর্দ্ধমৃত প্রাণি-গণের ভাঙ্কার ও ফেৎকার ধ্বনি (একপ্রকার ভয় জনক কাতর শব্দ) শ্রুত হইতে লাগিল। কঙ্কাদি পক্ষিগণ পক্ষনিক্ষেপ করতঃ ঊর্দ্ধে উৎ-পতিত হইয়া শিলীমুখবিনিঃসৃত শোণিতধারা নিরবলম্বে পান করিতে লাগিল[৫৪]। উত্তাল বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। জীবিত ভটগণ ভগ্নরথের দ্বারা নিষ্পীড়িত ও অর্দ্ধাচ্ছন্ন হইতে

লাগিল[৫৫]। অন্তর্জ্জীবিত সৈন্যগণ ভীতিপ্রদ স্পন্দন (ছটফট করা) ও শোণিতাক্তমুখে কিঞ্চিজ্জীবিত জীবের কৃপা প্রাপ্তির নিমিত্ত সসম্ভ্রমে শবাক্রমণ [illegible] লাগিল[৫৬]। সেই সমরস্থল তখন কুক্কুর, বায়স ও শ্বাপদগণের মহাকোলাহলে সমাকুল ও সম্যক নিকৃত্ত অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, পুরুষ, অধীশ্বর এবং রথাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাংসাশী প্রাণীরা সেই সেই ভক্ষ্যের নিমিত্ত যুদ্ধকলহ ও কোলাহল করিতে লাগিল। উষ্ট্র-গ্রীবা হইতে রক্ত নিস্রুত হইয়া মনোহর নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই রক্তরূপ জলের অবসিঞ্চনে পল্লবিত আয়ুধরূপ লতা সকল চতুর্দ্দিকে বিততাঙ্গ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, রণভূমি যেন মৃত্যুর উপবন বা প্রমোদ কানন হইয়াছে। যেমন কল্পান্তকালে সমুদায় জগৎ বিপর্য্যস্ত হয়, তেমনি আজ জগৎ যেন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে[৫৭।৫৮]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর স্বচ্ছ নভোমণ্ডলে দিবাকর রণ-বিনষ্ট বীরগণের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইয়া স্বীয় পরিম্লান প্রতাপ, সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলেন[১]। দেখিতে দেখিতে আকাশ রক্তবর্ণতা ত্যাগ করিলেন ও সন্ধ্যালক্ষণগ্রাহী হইলেন। ক্রমে রাত্রি আগমন করিলে রণস্থল যে কি ভীষণ হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তখন প্রলয়সমুদ্রের মহা-কল্লোলের ন্যায় ভুবন, পাতাল, নভোমণ্ডল ও চতুর্দ্দিক হইতে করতালধ্বনিকারী বেতালগণ বলয়াকারে রণভূমিতে সমুপস্থিত হইতে লাগিল[২।৩]। নভোমণ্ডলে তারকা নিকর দেখা গেল। বোধ হইল, যেন দিনরূপ নাগেন্দ্রের মস্তক তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্ন হইয়াছে, তাই সন্ধ্যারাগরূপ তদীয় শোণিত দ্বারা অরুণবর্ণ গজমুক্তা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে[৪]। যোধ গণের হৃদয়পদ্ম আজ্ প্রাণরূপহংসবিহীন, মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়াছে[৫]। আসন্নমৃত্য যোধগণ নিমীলিতনেত্রে ও মরণদুঃখে উন্নতকন্ধর হইয়া কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। অথবা মৃতযোধগণের অঙ্গে অস্ত্র সকল এরূপ ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন পক্ষী সকল কুলায়ে উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে[৬]। যেমন চন্দ্রদেবের সৌন্দর্যময়ী জ্যোৎস্নায় কুমুদাদি কুসুম প্রফুল্ল হয়, তেমনি, বিশ্রান্ত বীরগণের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছে[৭]। সেই প্রদোষকালে সেই রক্তবারিময়ী রণভূমি সঙ্কুচদগাত্র অভ্যন্তরপ্রবিষ্টভ্রমর ও পদ্মবনবিশিষ্ট মহাসরোবরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। (অর্থাৎ বীরগণের শরীরাভ্যন্তরে বাণ প্রবিষ্ট আছে, এবং তাহারাও সঙ্কুচদগাত্রে রণশয্যায় শয়িত আছে, সুতরাং সে দৃশ্য উক্তপ্রকার সরোবরের অনুরূপ)[৮]। ঊর্দ্ধ-ভাগে ব্যোমরূপ সরোবর, তাহাতে তারারূপ কুমুদ, নিম্নভাগে ভূতলস্থ রুধির পরিপূর্ণ সরোবর, তাহাতে প্রস্ফুরিত বীররূপ কুমুদ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল[৯]। যেমন সেতু না থাকিলে সলিলরাশি দিক্ বিদিক্ গমন করে, সেইরূপ, আজ্ ভূতগণ অন্ধকারে ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া পরিচয় অভাবে ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হই-

য়াছে[১০]। সেই সমরাঙ্গনে বেতালগণ গান করিতে লাগিল এবং কণ্‌-কণ্‌ধ্বনিকারী নরকঙ্কাল সমূহের অঙ্কোপরি কঙ্ক ও কাকোল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী নৃত্য করিতে লাগিল[১১]। বীরগণের চিতাগ্নি হইতে জ্বলন্ত শিখা সমূহ উত্থিত হইয়া তারানিকরসঙ্কুল নভোমণ্ডল ভাস্বর করিয়া তুলিল ও সেই প্রজ্বলিত চিতানলে মেদ ও মাংসের পচপচধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল[১২]। সেই সমরক্ষেত্র, কুক্কুর, কাক ও বেতাল গণের মহাকোলাহলে ও ভূতগণের ঘনসঞ্চারে সাগরের ন্যায় ভীষণ দৃশ্য হইয়া উঠিল[১৩]। কোলাহলকারী শৃগাল, কুক্কুর, যক্ষ, বেতালগণ ও ভূত গণের গমনাগমনে সেই অন্ধকারনিলীন রণস্থল সূর্য্যালোকবিহীন উড্ডীয়মান অরণ্যের উপমা প্রাপ্ত হইল[১৪]। ডাকিনীগণ ব্যগ্র হইয়া রক্ত, মাংস, বসা ও মেদাদি হরণ করিতে লাগিল। স্বকবিগলিতরুধির পিশাচগণ রুধির, বসা ও মাংসাদি ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধ্যে মধ্যে তাহারা চিতালোক দ্বারা প্রকাশীভূত রুধির ও শবসমূহ অন্বেষণ করতঃ গ্রহণ করিতে লাগিল। বিরূপিকাগণ (পুতনাজাতিয়া পিশাচী) স্কন্ধোপরি মহাশব বিন্যস্ত করতঃ গমন করিতে লাগিল[১৫।১৬]। উগ্রমুর্ত্তি কুষ্মাণ্ড (একজাতীয় প্রেত) গণ দলে দলে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করায় রণস্থল উত্তালীকৃত হইয়া উঠিল। চিতানলশিখা চিম্‌ চিম্‌ শব্দে শব-বস্ত্র দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদ ও রক্ত সমুত্থিত বাষ্পের দ্বারা অদ্ভুতাকার মেঘ উৎপন্ন হইতে লাগিল[১৭]। খেচর ভূতপ্রেতগণের পদপ্রদেশ রক্তনদীর স্রোতে নিমগ্ন হওয়ায় তাহারা ভূচরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাকোল পক্ষিগণ আনন্দে কল কল ধ্বনি করতঃ বেতালকুলাঙ্গত কঙ্কাল আকর্ষণ করিতে লাগিল[১৮]। বেতালবালকগণ মৃতমাতঙ্গোদররূপ মঞ্জুষা মধ্যে সানন্দে শয়ন করিতে লাগিল। গতজীবন জীবে পরিব্যাপ্ত ঈদৃশ সমরক্ষেত্রে রাক্ষসগণ আনন্দে যানারোহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল[১৯]। চিতানল শিখায় সমুজ্জ্বলিত সেই রণভূমিতে উন্মত্ত বেতালগণ পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। রক্ত ও বসাদির উগ্রগন্ধের মিশ্রণে মারুত ঘনীভূত হইল[২০]। পূতনাগণের (পূতনা রাক্ষসী বিশেষ) করণ্ডের (পেটরার) রট রট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। যক্ষগণ অর্দ্ধপক্ক শব ভক্ষণে লুব্ধ হইয়া পরস্পর কলহ করিতে লাগিল[২১]। নিশাচর পক্ষিগণ তুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গ ও ভঙ্গনাবাসী মৃত যোধগণের অঙ্কে

সংলগ্ন হইয়া রহিল। রূপিকাগণের হাস্যকালে তাহাদিগের বদন হইতে তারা-পাতোপম প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের সম্মুখে অগ্নিজ্বালা অবস্থিত রহিয়াছে[২২]। শোণিতাভিলাষী বিরূপিকাগণ উল্লাস সহকারে, আপতিত বেতালগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যোগিনীনায়কগণ, পিশাচগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সমাগত হইতে লাগিল[২৩]। তাহারা বীরপুরুষ গণের অস্ত্র সকল আকর্ষণ করায়, যে, শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, সে শব্দ বীণা নিনাদের সহিত তুলিত হইতে পারে। পিশাচের ভয়ে মানবেরাও পিশাচ প্রায় হইতে লাগিল[২৪]। জীবিত সৈন্যগণ বিরূপিকা দিগের আকার প্রকার অবলোকন করিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে বেতাল ও যক্ষগণ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল[২৫]। স্বরূপিকা (রাক্ষসী) গণের স্কন্ধ হইতে নিপতিত শবরাশির শব্দে নিশাচরগণ ত্রস্ত হইতে লাগিল। ব্যোমমার্গ, ভূত প্রেত ও পিশাচগণের পেটরায় সঙ্কট হইয়া উঠিল[২৬]। যক্ষপিশাচাদি নিশাচরগণ অতিযত্নে নরামিষ আহরণ করতঃ ভক্ষণার্থ অপেক্ষাকারী স্বপক্ষগণের নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিল[২৭]। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরাক্তকলেবর নরগণ মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জম্বুকগণের মুখবিনির্গত অগ্নিশিখোপম উজ্জ্বল আলোকে (আলেয়ার আলোকে) এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, যেন অশোকপুষ্পের গুচ্ছ সকল সজ্জিত রহিয়াছে[২৮]। বেতালবালকগণ কবন্ধগণের স্কন্ধে ছিন্ন-মস্তক যোজনা করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। আকাশে ভ্রমণকারী যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচাদির উল্মুখ (অলাত) নভোমার্গ দীপ্তিমান্ করিল। এই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও ভূতগণের বেগবিকম্পিত রণক্ষেত্র আজ্ আকাশ, ভূধর, নিকুঞ্জ ও পর্ব্বতগুহামধ্যস্থিত পীঠবৎপ্রতিষ্ঠিত মেঘসমাচ্ছন্ন কল্পা-নিলবিকম্পিত করকাসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়াছে[২৯।৩০]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জনগণ যদ্রূপ দিবসে নিঃশঙ্কে বিচরণ করে, তদ্রূপ, সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে রণাঙ্গনে নিশাচর রাক্ষস, পিশাচ ও যমদূত সকল সঙ্কুল হইয়া বিচরণ আরম্ভ করিল[১]। যেন হাত দিয়া দূরীকৃত করিতে হয় এরূপ গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ সেই নিশারূপ গৃহে ভক্ষ্যসমৃদ্ধি লাভে আনন্দিত হইয়া ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ উদাতবস্ত্র (উলঙ্গ) হইয়া নাচিতে লাগিল[২]। নগরে নাগরিকগণ নিদ্রায় অচৈতন্য, দিক্ সকল নিঃশব্দ, রণাঙ্গনে কেবল নিশাচর জীবের ঘোর সঞ্চার, এতদ্রূপ ভীষণ মধ্যরাত্র সময়ে উদারাত্মা লীলাপতি রাজা বিদূরথ কিঞ্চিৎ খিন্নমনা হইলেন[৩]। অনন্তর মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত সত্বর প্রাতঃকাল কর্ত্তব্য যুদ্ধাদি কার্য্যের বিষয় বিচার করিয়া শশাঙ্কনিভ মনোহর, শিরীষসম কোমল, অর্থাৎ সুকোমল ও শিলাসদৃশ সুশীতল শয়নে (শয্যায়) মুহূর্ত্তকাল নয়নপদ্ম মুদ্রিত করতঃ নিদ্রাগত হইলেন[৪,৫]। এই সময়ে লীলা ও সরস্বতী উভয়ে ব্যোমমণ্ডল পরিত্যাগ করতঃ বাতলেখা (সূক্ষ্ম বায়ু) যেমন পদ্মমুকুল মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করে, তেমনি, দ্বারসন্ধিগত সূক্ষ্মরেখার ন্যায় সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়া লীলাপতির তাদৃশ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! বাগ্মিপ্রবর! উক্ত দেবীদ্বয়ের স্থূল দেহ কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইল? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ! যাহার "আমি ভৌতিকদেহী ও স্থূল" এইরূপ নিরূঢ় বিভ্রম বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তিই সূক্ষ্মরন্ধ্র গমনে সমর্থ হয় না[৮]। যে পূর্ব্ব হইতে বার বার বহুবার অনুভব করিয়া আসিতেছে যে, আমি মানব—বৃহৎশরীরী—কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইব? আমার শরীর সূক্ষ্ম আয়তনে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? (ধরিবে কেন?) সে ব্যক্তিই আপনার সেই প্রকার স্থূল দেহত্ব অনুভব করিয়া সূক্ষ্মায়তনে প্রবিষ্ট হইতে পারে না এবং সেই ব্যক্তিই সূক্ষ্মাদি গমনে নিরুদ্ধ

হয়[৯]। কিন্তু যে ব্যক্তির নরদেহে অহংবুদ্ধি নাই এবং আপনার সুসূক্ষ্ম আতিবাহিকদেহতা নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তি সেই নিশ্চয়ের দৃঢ় সংস্কার বলে সূক্ষ্মে গমনাগমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুবার এইরূপ অনুভব করিয়াছে যে, আমি অনবরুদ্ধস্বভাব, সেজন্য আমি সূক্ষ্মতম ছিদ্রে গমন করিতে সমর্থ; সেই ব্যক্তির চেতনাংশে অর্থাৎ জীবচৈতন্যে তাদৃক্ স্বভাব আবির্ভূত হয়। তখন সে অনায়াসে সর্ব্বত্র অব্যাহতা গতি অবলম্বন করিতে পারে[১০]। যেমন অন্তরে, তেমনি বাহিরেও। যে বস্তু কঠিনস্বভাব, সে বস্তু সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু তির্য্যক্ গমন ব্যতীত কদাচ ঊর্দ্ধ গমন ও পাবক ঊর্দ্ধগমন ব্যতীত অধোগমন করে না। যে চৈতন্যে যে শক্তির আবির্ভাব হয় সে চৈতন্য সেই প্রকারেই অবস্থিতি করে[১১]। পরমাত্মা সম্যক্ প্রকারে বিদিত হইলে কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। ছায়োপবিষ্ট ব্যক্তির কি তাপানুভব হয়? চিত্ত, সম্বিদের (চৈতন্যের বা জ্ঞানের) অনুগামী হইয়াই অবস্থিতি করে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে তাহা যেমন জ্ঞানবলে বিনষ্ট হইয়া যায় ও রজ্জুজ্ঞান প্রথিত হয়, সেইরূপ, প্রযত্ন বিশেষের বলে সম্বিৎ পদার্থে ভ্রান্তিবিদিত চিরনিরূঢ় স্থৌল্যের অন্যথা হইয়া থাকে[১২.১৪]। চিত্ত যেমন সম্বিদের অনুসারী, সেইরূপ, চেষ্টাও চিত্তের অনুসারিণী। তাহা বালক প্রভৃতি সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন[১৫]। অতএব, যাহার প্রকৃত আকার স্বপ্নের ও সঙ্কল্পপুরুষের অনুরূপ, অথবা আকাশের সদৃশ, কি প্রকারে তাহা অবরুদ্ধ হইতে পারে? তাহার অবরোধ অসম্ভব[১৬]। চিত্তমাত্রাকৃতি আতিবাহিক শরীর কোনও কিছুতে অবরুদ্ধ হয় না। হৃদ্গতজ্ঞানপ্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতিবাহিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং চিত্তবৃত্তির উদয়াস্তানুসারে এই ভৌতিক দেহেরও উদয় ও অস্ত অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে সমুৎপন্ন ভূত সকলের একীভাবই স্থূলদেহের কারণ[১৭।১৮]। ভাবনাপ্রভাবে চিত্তাকাশ, চিদাকাশ, মহাকাশ, এই আকাশত্রয় অভিন্ন অর্থাৎ এক হইয়া যায়[১৯]। হে রামচন্দ্র! চিত্তশরীরত্ব সকল বস্তুতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। চিত্তশরীর এত সূক্ষ্ম যে, তাহা ত্রসরেণু:মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুরমধ্যে বিলীন ও পল্লব মধ্যে রসরূপে অবস্থিতি করে[২০]। তাহাই জলে বীচিভাব প্রাপ্ত হইয়া উল্লাসিত হইতেছে, শিলোদরে নৃত্য

করিতেছে, অম্বুদরূপে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, শিলারূপেও অবস্থিতি করিতেছে[২১।২২]। এই চিত্তশরীর যথেচ্ছগামী। এমন কি, পর্ব্বত জঠরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ। এই শরীর অনান্তাকাশব্যাপী, আবার তাহাই পরমাণুতুল্য[২৩]। সে শরীর গগনস্পর্শী অধোমূল ধরাধর রূপে অবস্থিতি করিতেছে, বাহিরে বনতরুরুহ (বৃক্ষাদি) প্রভৃতি ও অন্তরে প্রাণশক্তি প্রভৃতি বিধারণ করিতেছে[২৪]। যদ্রূপ জলনিধির আবর্ত্তরচনা জলনিধির অভিন্ন, তদ্রূপ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরচনাও চিত্তস্বরূপের অভিন্ন। আত্মচিত্তই সমুদ্রের আবর্ত্ত ধারণের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছে[২৫]। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির পূর্ব্বে উদ্বেগরহিত অর্থাৎ নিরাকুল শুদ্ধবোধরূপে অবস্থিতি করে। পরে তাহাই আকাশাদি ক্রমে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করতঃ প্রারব্ধানুরূপ প্রবৃত্তির অধীন হয়[২৬]। যেমন অসত্যবুদ্ধির দ্বারা মরু-মরীচিকায় মিথ্যা সলিলের উদয় হয়, এবং যেমন স্বপ্নে "এই বন্ধ্যাপুত্র রহিয়াছে" বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, সেই আকাশাত্মা ও স্বনিষ্ঠ অসত্য বুদ্ধির দ্বারা মহান্ ব্রহ্মাণ্ড হইয়া বিস্তৃততা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমাদের সকলেরই চিত্ত কি ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন? অথবা কোন এক বিশেষ চিত্ত ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট? অপিচ, আপনি যে বলিলেন, চিত্তও সংপদার্থ নহে। সে বিষয়েও আমার জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে যে, কি নিমিত্ত চিত্ত সৎস্বরূপ নহে? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের প্রত্যেকের চিত্ত কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে? কি এক অভিন্ন জগদ্দর্শন করে?[২৮]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যেক চিত্তই পৃথক্ পৃথক্ জগদ্ভ্রম ধারণ করে[২৯]। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি, এ প্রবাদ যেরূপে সঙ্গত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ সমুদিত ও বিগলিত হয়, তাহাও বলিতেছি, প্রণিধান কর[৩০]।

হে রাঘব! এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া থাকেন। হে সুমতে! সেই মূর্চ্ছাই তাহাদের প্রলয়যামিনী। * সেই প্রলয়-

* তাৎপর্য্য এই যে, ব্যষ্টি সৃষ্টি পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ব্বমরণ মহাপ্রলয় এবং সমষ্টি সৃষ্টিতে সমষ্টিচিত্তশরীর হিরণ্যগর্ভের সুষুপ্তি ও মরণ মহাপ্রলয়।

রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহার যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম্ম, সেই তদনুরূপ সৃষ্টি দর্শন ও অনুভব করে। অর্থাৎ যেমন, বিকারের রোগী চিত্তব্যামোহে অচলের (পর্ব্বতের) নৃত্য দেখে, তাহার ন্যায়, অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সংসারের সৃষ্টি অনুভূত হয়[৩১।৩২]। যদ্রূপ মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে সমষ্টিমনোবপু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাহার ন্যায়, ব্যষ্টিমনোবপুঃ জীবও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্ব স্ব ব্যষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার (অনুভব) করিয়া থাকেন[৩৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যেমন ব্যষ্টিমনোবপুঃ জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্বকৃত সৃষ্টি (আত্মকল্পিত বিশ্ব) অনুভব করেন, তেমনি, সমষ্টিমনোবপুঃ হিরণ্যগর্ভও প্রলয়ান্তে পূর্ব্বস্মরণের দ্বারা অতিবিস্তৃত সৃষ্টি অনুভব করেন। সুতরাং জগৎ অকারণ অর্থাৎ ইহার ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণ নাই, নাই, দেখা যায় বটে; কিন্তু অসত্য, এ সকল কথা এক্ষণে অন্যথা হইতেছে। কেননা, সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভের সত্যসঙ্কল্পে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অসত্য হইবার কোন কারণ নাই[৩৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত হন। সেজন্য তৎকালে তাঁহাদের জগৎস্মৃতি অসম্ভব জানিবে[৩৫]। কল্পান্তকালে যখন বুদ্ধাত্মা আমরা মুক্ত হইব, তখন যে ব্রহ্মাদি দেবতারা বিমুক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য[৩৬]। যে সকল জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে, মোক্ষ না হওয়ায় তাহাদিগেরই জন্ম ও মরণ স্মৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারই তাহাদিগের জন্মমরণের কারণ[৩৭]। মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প অল্প অর্থাৎ অবিস্পষ্ট সৃষ্টির ভাব উদিত বা অঙ্কিত হয়, তাহাই পুরাণাদি শাস্ত্রের সৃষ্টির প্রকৃতি[৩৮]। সেই মূলপ্রকৃতি ব্যোমপ্রকৃতি নামেও উদাহৃত হয়। ঐ অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি জড়ও বটে, অজড়ও বটে। * সেই বিশ্ববীজ প্রকৃতিই এই বিস্পষ্ট বিশ্বের সংস্মৃতির ও অস্মৃতির, প্রলয়ের ও প্রলয়াবসানের অর্থাৎ সৃষ্টির ও সংহারের মূল কারণ[৩৯]। সেই ব্যোমাত্মিকা (আকাশের অনুরূপা) প্রকৃতি যখন প্রবুদ্ধা বা চিৎপ্রতিফলিতা হয়, অর্থাৎ যখন তাহাতে অহম্ভাবের উদয় হয়, তখন তাহাতে তন্মাত্রাপঞ্চক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভাব সকল প্রস্ফুরিত বা

* ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি নামক অব্যক্ত স্বয়ং জড়; পরন্তু তাহাতে চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ায় তাহা অজড় অর্থাৎ চেতনের ন্যায় হয়।

প্রকটিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাহাই অল্পপীবর (কিঞ্চিৎ স্থূল) হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিস্তারিত করে। সেই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক, তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর[৪০।৪১]। দীর্ঘকাল পরে সেই আতিবাহিক দেহ আমি স্থূল এইরূপ কল্পনার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভৌতিক স্থূলদেহ ও তাহাতে অহং-ভাব দৃঢ় হইয়া দাড়ায়[৪২]। তখন সেই চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকাদিবিশিষ্ট ভৌতিক দেহ, দিক্, কাল ও তদাশ্রিত পদার্থ নিচয় বায়ুতে স্পন্দক্রিয়ার ন্যায় তাহারই অধীনে তাহাতে (বুদ্ধিতে) মিথ্যাভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্তই বায়ুবিকার প্রস্পন্দের ন্যায় মনোমাত্রের বিকার। অতএব, এ সকল অনুভূত হইলেও স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গসদৃশ অসৎ। বুদ্ধিই স্বীয় কল্পনায় কথিত প্রকারে প্রকটিত হয় এবং মোহের প্রভাবে (আত্ম-জ্ঞানের অভাবে) ভুবনভ্রান্তি হইয়া থাকে[৪৩।৪৪]। জীব যে স্থানে মৃত হউক, সেই স্থানেই সে তৎক্ষণাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানে আরূঢ় হয় সুতরাং সেই স্থানেই তাহার ভুবন দর্শন সঙ্ঘটন হয়[৪৫]।

হে রামচন্দ্র! ঐ প্রকারে আকাশ সম সূক্ষ্ম জীব বাস্তব জন্মাদিবর্জ্জিত হইয়াও আগন্তুক দেহাদিভাবনার পরবশ হইয়া আমি, আমি জন্মিয়াছি, এবং আমি জগৎ দেখিতেছি, ইত্যাদিবিধ ভ্রম অনুভব করিতেছে। নভো-মণ্ডল সতঃ নির্ম্মল, অথচ অজ্ঞ লোক তাহাতে ইন্দ্রনীলকটাহাকার তল, মালিন্য কেশোণ্ড্রক ও সুরপত্তনাদি (গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি) দর্শন করে। জগদ্ভ্রম অসংখ্যবিশেষণান্বিত। যথা—মর্ত্ত ও মর্ত্তবাসী, স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদিদেবতা, তাহাদের বাসস্থান অমরাবতী, সুমেরু প্রভৃতি শৈল, তৎপ্রদক্ষিণকারী সূর্য্য, চন্দ্র ও তারানিকর, ইহা মর্ত্তলোক, অত্রস্থ মানব, তাহাদের জরা, মরণ, বৈক্লব্য, ব্যাধি ও সঙ্কট, অনুকূল বিষয়ে উদ্যোগ ও প্রতিকূল বিষয়ে অনুদ্যোগ, ঐ সকলে সম্পন্ন স্থূল, সূক্ষ্ম, চর ও অচর প্রাণিসমূহ, অব্ধি, অদ্রি, উর্ব্বী, নদী, অধিপতি, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ ও কল্প এবং এই আমি এই স্থানে, এই আমি এই পিতা কর্ত্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই আমার আধার; এই আমার সুকৃত, তাহা আমার দুষ্কৃত, আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, সম্প্রতি যুবা হইয়াছি, এক্ষণে আমার হৃদয়ে বহু ভাব বিলাস করিতেছে, ইত্যাদি[৪৬।৫০]। জীব এইরূপে জগৎ নামক বর্ণিত বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া বৃথা জগদ্ভ্রম

অনুভব করিতেছে। এতদ্রূপ জীবসংসার (জীব পূর্ণ জগৎ) বহু অর্থাৎ অসংখ্য। এবং এক এক জীবসংসার তুলনায় একএকটী অরণ্যের সমান। তারা সকল ঐ ঐ অরণ্যের ফুল ও নীলমেঘ ঐ বনের চঞ্চল পল্লব[৫১]। এ সকল অরণ্যে নররূপ মৃগগণ ও সুরাসুররূপ বিহঙ্গমগণ নিয়ত বিচরণ করিতেছে। আলোকপ্রধান দিন ইহার কুসুমরাজির রজঃ ও দুষ্প্রবেশ্যা শ্যামবর্ণা বিভাবরী ইহার নিকুঞ্জ[৫২]। সমুদ্র ইহার পুষ্করিণী, মেরুপ্রভৃতি কুলপর্ব্বত সকল ইহার লোষ্ট্র, এবং চিত্ত ইহাতে পুষ্করবীজ। ঐ বীজের অন্তরে যে অনুভূতি সমূহের সংস্কার নিলীন হইতেছে সেই সকল সংস্কার অপর সংসারারণ্যের অঙ্কুর[৫৩]। জন্তুগণ যে স্থানে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সেই স্থানেই তাহারা তৎক্ষণাৎ এই সংসাররূপ বনখণ্ড দর্শন করে। কোটি কোটি ব্রহ্মা, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, বিবস্বান্, গিরি, অব্ধিমণ্ডল ও দ্বীপ গত হইয়াছে[৫৪।৫৫]। আকারবর্জ্জিত পরব্রহ্মে যে কত অসং জগদ্বিজ্ঞান আবির্ভূতা হইয়াছে ও হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে?[৫৬] এই স্থূল বিশ্ব মনন ব্যতীত অর্থাৎ স্বকীয় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি বল, মন চঞ্চলস্বভাব; পরন্তু দেখা যাইতেছে, স্থূল বিশ্ব স্থিরস্বভাব, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, যেরূপে ইহাও চঞ্চল (এই বিশ্বও ক্ষণভঙ্গুর) তাহা বিচার করিয়া দেখ[৫৭]। যাহাকে পূর্ব্বোক্ত চিদাকাশ বলা হইয়াছে তাহাই মনন অর্থাৎ তাহা মনের অব্যতিরিক্ত আশ্রয়। অপিচ, যাহা চিদাকাশ, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহাই পরম পদ[৫৮]। যেমন, যাহা জল তাহাই আবর্ত্ত, তেমনি, যাহা দৃশ্য তাহাই দ্রষ্টা। জলের ও আবর্ত্তের অভিন্নতার দৃষ্টান্তে দৃশ্যও দ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে[৫৯]। যেমন ঐন্দ্রজালিক মণি আকাশমণ্ডলে বিবিধ ছিদ্র ও তন্মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র বস্তু প্রতীয়মান করায়, তেমনি, মিথ্যারূপী অনাদিমায়াও চিদাকাশে অথবা সূক্ষ্মভূত বিরচিত চিত্তাকাশে নাম রূপাদি সম্পন্ন বিবিধবস্তুদর্শনকারী জীবভাবের স্ফুরণ করাইয়া থাকে। চিত্তের সেই সেই স্ফুরণই এক্ষণে জগৎ। একমাত্র "আমি" এই জ্ঞান থাকিলেই জগৎশব্দ পরমার্থস্বরূপে অনুভূত হয়; কিন্তু "তুমি" এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎশব্দ আরোপিত বলিয়া বোধ হয়[৬০।৬১]। *

হে রামচন্দ্র! চিদাকাশরূপিণী পরমাত্মস্থিতা অপ্রতিহতগামিনী সেই

* ভাবার্থ এই যে, অহমাত্মাই সব; তাহাতে "তুমি" এই জ্ঞান কল্পিত।

সরস্বতী ও লীলা উক্ত কারণে ও কথিত প্রকারে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিদূরথগৃহে আবির্ভূত হইতে সমর্থা হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিবন্ধক ঘটনা হয় নাই। চিদ্‌বস্তু সর্ব্বগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। অপিচ, তাহা আতিবাহিক ও সূক্ষ্ম। অতএব, এমন কি আছে, যাহা তাদৃশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ প্রসারী আতিবাহিক দেহকে অর্থাৎ চিত্তশরীরকে অবরোধ করিতে পারে? তাহা কোনও কিছুতে অবরুদ্ধ হইবার নহে[৭২।৭৪]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর সেই দেবীদ্বয় ভূপতি সদনে প্রবেশ করিলে সদ্মমধ্য সমুদিত চন্দ্রদ্বয়ে ধবলীকৃতের ন্যায় সুসুন্দর হইয়া উঠিল[১]। তখন ঐ গৃহে মন্দার-কুসুমবাহী মৃদুসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দেবীদ্বয়ের প্রভাবে অন্যান্য নরনারীগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল, কেবল রাজা বিদূরথ ঐ সময়ে সচেতন থাকিলেন। এই সময়ে সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান, সর্ব্ব-প্রকার ভয়নিবারণ ও সবসন্ত বন ও প্রাতঃকালীন প্রফুল্ল অম্বুজ সদৃশ মনঃপ্রসন্নকর হইয়াছিল। রাজা সেই দেবীদ্বয়ের নিস্পন্দ শশাঙ্কশীতল দেহপ্রভায় আহ্লাদিত হইয়া যেন আপনাকে অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন[২।৪]।

অনন্তর রাজা দেখিলেন, সেই দিব্য সীমন্তিনীদ্বয় মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে সমু-দিত চন্দ্রবিম্বদ্বয়ের ন্যায় আসনোপরি উপবিষ্টা হইয়াছেন। অতঃপর লম্বমান দিব্যমাল্যধারী রাজা বিস্মিতমনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শেষ-শয্যা হইতে সমুত্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পর্য্যঙ্ক শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া উপধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরণ্ড হইতে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "হে দেবীযুগল! আপনারা জন্মদুঃখরূপ দাহের শশিপ্রভা এবং বাহ্য ও অন্তর্গত অন্ধকার বিদ্রাবণকারিণী রবিপ্রভা। আপনাদিগের জয় হউক।" এই বলিয়া নদীতীরস্থিত বিকসিত কুসুম দ্রুম যেমন পদ্মিনীর প্রতি কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করে, (জলে পদ্মপুষ্প ফুটিয়া আছে, তদুপরিতীরস্থ বৃক্ষের ফুল পড়িতেছে। সেই দৃশ্য যেরূপ দেবীদ্বয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ তদ্রূপ) সেই প্রকার, দেবীদ্বয়ের পদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিলেন[৫।১০]। অনন্তর ঈশ্বরী সরস্বতী লীলাকে ভূপতি পদ্মের জন্ম-বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রীকে প্রবোধিত করি-লেন[১১]। মন্ত্রী প্রবুদ্ধ হইয়া সেই দিব্যনারীদ্বয়কে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম ও তাঁহাদিগের পদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরোভাগে উপবিষ্ট হইলেন[১২]। অনন্তর দেবী সরস্বতী রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাজন্! তুমি কাহার পুত্র? কিপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এই স্থানে কতকাল অবস্থিতি করিতেছ? এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর।

মন্ত্রী দেবীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজার পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমি আপনাদিগের সম্মুখে যে আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আপনাদিগেরই প্রসন্নতার মহিমা। যাহাই হউক, আপনারা আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[১৩।১৪]।

হে দেবীদ্বয়! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজীবলোচন শ্রীমান্ কুন্দরথ নামক এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভুজচ্ছায়ার দ্বারা দরিদ্র প্রভৃতি জনগণের সন্তাপ তিরোহিত করিয়া অবনী পালন করিতেন[১৫]। সেই মহারাজ কুন্দরথের পুত্র ভদ্ররথ, ভদ্ররথের পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্বরথের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, সিন্ধুরথের পুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, কামরথের পুত্র মহারথ, মহারথের পুত্র বিষ্ণুরথ, এবং বিষ্ণুরথের পুত্র নভোরথ। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শরীর আমাদিগের এই প্রভু উক্ত মহারাজ নভোরথের পুত্র[১৭।১৮]। ইনি ক্ষীরোদসমুদ্রীয় চন্দ্রমার ন্যায় জনগণকে অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই মহারাজ মহৎপুণ্যসম্ভার সহ উৎকৃষ্ট পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে উপরিউক্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বলিয়া ইঁহার নাম বিদূরথ[১৯]। যেমন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় গৌরীমাতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি, আমাদিগের এই মহারাজা সুমিত্রা মাতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পিতা ইঁহার দশবর্ষবয়ঃক্রম কালে ইঁহার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ বনগমন করিলে তদবধি ইনি ধর্ম্মানুসারে মহীমণ্ডল পালন করিতেছেন। শত শত ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল পরম ক্লেশের সহিত তপস্যা করিয়াও যাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, অদ্য আমাদিগের সুকৃতদ্রুম ফলিত হওয়াতে আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য দেবীদ্বয়কে প্রাপ্ত হইলাম। হে দেবীযুগল! আমরা আজ্ আপনাদের প্রসন্নতায় পরমপুণ্যলাভ করিলাম, সন্দেহ নাই।

হে রামচন্দ্র! মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং রাজাও কিয়ৎক্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতবদনে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সরস্বতী স্বীয় হস্ত দ্বারা রাজার মস্তক স্পর্শ করতঃ কহিলেন,

রাজন্! তুমি বিবেক দ্বারা তোমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা স্মরণ কর[২০।২৪]।

সরস্বতীর স্পর্শে ভূপতির হৃদয়ান্ধকার (জীবের আবরণ মায়া নামক তমঃ) বিনষ্ট হইল। মায়ার বা তমের অপসারণে হৃদয়পদ্ম (বুদ্ধিরূপ পদ্ম) বিকসিত হইল ও সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল[২৫।২৬]। (জ্ঞানের প্রকাশে) বিকশিতহৃদয় নরপতি জ্ঞপ্তিদেবীর অনুগ্রহবলে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল পরিজ্ঞাত হইতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি একে একে সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার লীলানাম্নী মহিষী ছিল, লীলা ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তিদেবীর সেবিকা ছিল, পরে তাঁহার দেহের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ (মরণ) হয়, মরণের পর পদ্মনৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এ সমস্তই তাহার অন্তরে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইল। যেমন সমুদ্রবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, সেইরূপ, বিদূরথের অন্তরাকাশে সমুদায় প্রাক্তন বৃত্তান্ত যথানুপূর্ব্বী উদিত হইতে লাগিল। তিনি বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি! এ কাহার মায়া! এক্ষণে আমি এই দেবীদ্বয় কর্ত্তৃক কি পরিজ্ঞাত হইলাম? পরে বলিলেন, হে দেবিদ্বয়! এ কি আশ্চর্য্য! আমি বিস্পষ্ট দেখিতেছি, আমার এক দিন মাত্র মৃত্যু হইয়াছে, অথচ তাহারই মধ্যে আমার সপ্ততিবর্ষ বয়স অতীত হইয়াছে ও পূর্ব্বজন্মের অনেক কার্য্যকলাপ স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বাল্য, যৌবন, মিত্র, বন্ধু ও পরিবার, সমস্তই স্মরণ হইতেছে। হে দেবীদ্বয়! এ কি কাণ্ড তাহা বলুন[২৭।৩০]।

জ্ঞানদেবী বলিলেন, রাজন্! তুমিই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলে। যে মুহূর্ত্তে তোমার মরণমূর্চ্ছা হয়, সেই মুহূর্ত্তে ও সেই স্থানেই তুমি ঐ সকল লোক অনুভব করিয়াছ। তোমারই মায়াবরণবর্জ্জিত চিদাত্মায় ঐ সকল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ছিল। সেই গিরিগ্রামীয় ব্রাহ্মণের গৃহাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য ও রাজপুরী, তন্মধ্যস্থ প্রধান গৃহ ও গৃহাকাশ, সমস্তই তোমার অন্তরাকাশে অর্থাৎ চিত্তাকাশে প্রতিরঞ্জিত হইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, অর্থাৎ যাহা অনুভব করিয়াছ, সমস্তই উক্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপে অর্থাৎ অন্তঃস্থ কল্পনাময় চিত্তে, অন্য কোথাও নহে। কেবল যে সেই ব্রাহ্মণের জগৎ-ই ঐরূপ, তাহা নহে। প্রত্যেক জগৎ-ই ঐরূপ। অর্থাৎ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক্

পৃথক্ প্রতিভাত হইয়া থাকে। তোমারই জীব সেই গৃহাকাশে আমার উপাসক হইয়া অবস্থিত ও সেই প্রকারে প্রথিত হইয়াছিল। যে স্থানে তোমার জীব ছিল, সেই স্থানেই পদ্মভূপালের পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই তাঁহার রাজ্যগৃহাদি এবং সেই স্থানেই তোমার এই আরম্ভ-মন্থর (মহাসমৃদ্ধিশালী) গৃহ রহিয়াছে[৩১।৩৫]। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও সুনির্ম্মল ত্বদীয় চিদাকাশস্থ চিত্তাকাশে ঐ সকল ভ্রান্তিব্যাবহার পরম্পরার বিস্তার প্রতিভাত হইয়াছে। * আমার নাম অমুক, ইক্ষ্বাকুকুলে আমার জন্ম হইয়াছে, পূর্ব্বে আমার অমুকনামধারী পিতা ছিলেন, ও পিতামহ ছিলেন, এই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি বালক ছিলাম, দশবর্ষ বয়সের সময় পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ বনে গমন করিয়াছিলেন, অনন্তর আমি দিগ্বিজয় করিয়া এই সমস্ত মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বসুন্ধরা পালন করতঃ অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছি, এবং যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, আমার বয়স এক্ষণে সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে,[৩৬।৪০] সম্প্রতি পরবল কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হওয়ায় আমার সহিত তাহাদের দারুণ বিগ্রহ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে সমাগত হইবা মাত্র অপূর্ব্ব দৃষ্ট দেবীদ্বয় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে এক দেবী আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া জাতিস্মরত্বপ্রদ ও প্রফুল্লকমলসপ্রভ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন, এই সমস্ত ভাব তোমার মনে সম্প্রতি উদিত হইতেছে। আবার ইহা ভাবিয়াও পরিতুষ্ট হইতেছ যে, দেবতারা পূজায় পরিতুষ্ট হইলে, বাঞ্ছিত প্রদানে পরাঙ্মুখ হন না। আরও ভাবিতেছ যে, আমি এখন গতসংশয়, কৃতকৃত্য, শান্ত, বিগতসকলদুঃখ ও পরম সুখী হইলাম। মহারাজ! তোমার এবম্প্রকার বহ্বাচারসম্পন্না লোকান্তর সঞ্চারিণী ভ্রান্তিই বিস্তৃত হইয়াছে, অন্য কিছু হয় নাই। † তুমি যে মুহূর্ত্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার হৃদয়ে অভিবর্ণিত ভ্রান্তির বিলাস আরব্ধ হইয়াছিল। যেমন নদীপ্রবাহ

---

* কথাগুলির স্থূল মর্ম্ম বা নিষ্কর্ষ—বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের, পদ্মভূপতির ও বিদূরথ রাজার, এই তিন্ সংসার বিস্তারের মূল কারণ চিত্তবিকার।

† অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর ও লোক লোকান্তর প্রভৃতি সমস্তই অনাদি ভ্রান্তির মহিমা।

এক আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া অন্য আবর্ত্ত অবলম্বন করে, সেইরূপ, চিৎপ্রবাহও এক দৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য প্রতিভাসিত করে[৪৭।৪৮]। অপিচ, আবর্ত্ত যেমন আবর্ত্তান্তরের সহিত মিলিত হইয়া অন্য আবর্ত্তের উৎপত্তি করে, সেইরূপ, সৃষ্টিশ্রীও মিশ্র ও অমিশ্র রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[৪৯]।

হে ভূপতে! তুমি যে কিছু অনুভব করিয়াছ ও স্মরণ করিতেছ, সমস্তই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাকল্প ও চৈতন্যরূপ সূর্য্য হইতে সমুত্থিত। যেমন স্বপ্নে মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্বৎসরশত ভ্রম উপস্থিত হয়, যেমন সঙ্কল্প রচনায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ কল্পিত হইয়া থাকে, যেমন গন্ধর্ব্বনগর কুড্য ও বেদ্যাদির দ্বারা বিভূষিত দৃষ্ট হয়, যদ্রূপ নৌকাদির গমনে তীরস্থিত পর্ব্বতাদির গমন অনুভূত হয়, যেমন বাতপিত্তাদির সংক্ষোভে বৃক্ষ পর্ব্বতাদির অপূর্ব্ব নর্ত্তন দৃষ্ট হয়, যেমন স্বপ্নে স্বশিরশ্ছেদ দৃষ্ট হয়, এই বিস্তৃতরূপধারিণী ভ্রান্তিকে তুমি সেইরূপ জানিবে[৫০।৫৩]। বস্তুতঃ উক্ত সমস্তই মিথ্যা। তুমি জাত বা মৃত হও নাই। তুমি চিরকালই কেবল, শুদ্ধ ও শান্ত বিজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছ[৫৪]। তুমি অখিল জগৎ দর্শন করিতেছ, অথচ কিছুই দেখিতেছ না। সর্ব্বাত্মকত্বপ্রযুক্ত তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হইতেছ[৫৫]। এই যে মহামণির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ, ইহা বাস্তব ভূপীঠ নহে এবং তুমিও বাস্তব ঐরূপ নহ[৫৬।৬২]। এই গিরিগ্রাম, এই জনগণ, এই আমরা, এ সকল কিছুই নহে ও নাই। সেই যে, গিরিগ্রামীয় বিপ্রের মণ্ডপাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশেই সেই সভর্তৃক লীলার সহিত ভাস্বর জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেই যে, গৃহাকাশস্থিত ব্যোমমণ্ডল লীলারাজধানীতে সুশোভিত রহিয়াছে, আমরা যে এই জগতে অবস্থিতি করিতেছি, এ সমস্তই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত। সে মণ্ডপাকাশ কি? সে মণ্ডপাকাশ নির্ম্মলব্রহ্ম। সে মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ, পার্থিব ও ভূধর প্রভৃতি কিছুই নাই। জনগণের ভ্রমণ ও পরস্পর দর্শনাদি, সমস্তই মিথ্যা এবং সমস্তই চিন্মাত্রে পরিপূর্ণ।

বিদূরথ বলিলেন, হে দেবি! যদি এ সমস্ত কিছুই নহে, তাহা হইলে, আমার এই সমস্ত অনুচরগণ কি আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা অন্য কিছুতে অবস্থিত আছে? স্বাপ্ন

পদার্থের ন্যায় যদি এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে; যদি এই সমস্ত নরনারী স্বপ্নস্বরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে আমার এই সমস্ত অনুচর-বর্গেরাও স্বপ্নস্বরূপ। অতএব হে দেবি! ইহারা কি প্রকারে আত্মাতে সত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে? কি প্রকারেই বা এ সমস্ত অসৎ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন৬৩।৬৬।

সরস্বতী প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! বিদিতবেদ্য, শুদ্ধবোধৈকরূপী, চিদ্ব্যোমাত্মা দিগের সম্বন্ধে সমুদায়ই অসদ্রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কারণ, শুদ্ধবোধাত্মা দিগের জগদভ্রম নাই। সর্পজ্ঞান তিরোহিত হইলে যেমন রজ্জুতে আর কখন সর্পভ্রম হয় না, তেমনি, জগতের অসদ্ভাব পরিজ্ঞাত হইলে জগদ্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, কদাচ আর তাহার উদয় হয় না। মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্তি উপশান্ত হইলে তখন আর জলভ্রম উপস্থিত হইবে কেন? "ইহা স্বপ্ন" এরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বমরণ কি প্রকারে সত্য হইবে?৬৭ সর্ব্বদা অমর জীব স্বপ্নে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় আপনাকে মৃত ও জাত মনে করিতেছে। হে অঙ্গ! শরৎকালের নির্ম্মল নভোমণ্ডলের অপেক্ষাও নির্ম্মল চিত্ত ও শুদ্ধবোধ ব্যক্তিরা "এই আমি, এই জগৎ" এরূপ কুৎসিত শব্দ বাগাড়ম্বর ব্যতীত অন্য কিছু মনে করেন না৬৮।

মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন পূর্ব্বক স্নান ও সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর তমোময়ী যামিনী আগতা হইলেন। যামিনী অবসান হইলে পুনর্ব্বার দিবাকর সমুদিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় সমাগত হইয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন৬৯।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয় নাই, যে পরম পদে আরোহণ করে নাই, এই অসৎ জগৎ তাহারই নিকট বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও সদ্রূপে প্রতিভাত হয়[১]। যেমন বাল্য সংস্কারে আবদ্ধ বেতাল (ভূতের ভয়) মরণ পর্য্যন্ত দুঃখপ্রদ হয়, তেমনি, এই অসদাকার জগৎ আকারসম্পন্ন হইয়া অবোধ দিগকে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে[২।৩]। যেমন মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণ বারি না হইলেও অজ্ঞ মৃগ দিগের বারি-ভ্রম জন্মায়, সেইরূপ, এই জগৎ সত্য না হইলেও অতত্ত্বজ্ঞ দিগকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। যেমন জীব দিগের স্বপ্নদৃষ্ট স্বীয় মরণ অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ও অর্থক্রিয়াকারী (অর্থক্রিয়া= শোক রোদনাদি। সে মরে নাই অথচ মরণ স্থির করিয়া শোক ও রোদন করে) হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ অপ্রবুদ্ধ জনগণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত ও বৃথা অর্থক্রিয়াকর হইয়া থাকে[৪]। যেমন সুবর্ণ-তত্ত্বে অব্যুৎপন্ন জনগণের সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কার বুদ্ধিই হয়, সুবর্ণবুদ্ধি হয় না, তেমনি, এই জগতে ও জগদন্তর্গত পুর, গ্রাম, অগার, নগ ও নাগেন্দ্র প্রভৃতিতে অতত্ত্বজ্ঞ জনগণের দৃশ্যতা ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টি জন্মে না[৫।৬]। যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অসত্য মৌক্তিকমালা, কেশোণ্ড্রক ও বর্হ (ময়ূরের পিচ্ছ) প্রভৃতি সত্যরূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ তত্ত্বজ্ঞান বর্জ্জিত দিগের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[৭]। রাম! অহংভাবাদিবিশিষ্ট এই বিশ্বমণ্ডল একটী সুদীর্ঘ স্বপ্ন। তন্মধ্যে যে স্বাতিরিক্ত পুরুষ, তাহাও স্বপ্নকল্প। স্বপ্নকল্প হইলেও তাহা সত্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন তুমি আমি তিনি ইনি সমস্তই সত্য। যেরূপে ঐ সকল সত্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[৮]। সমুদায় দৃশ্যের আধার একমাত্র শান্ত, সত্য, পবিত্র, অচেত্য ও চিন্মাত্রবপু পরমাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে[৯]। এই চিদাকাশ স্বয়ং, সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বাত্মক। ইনি স্বীয় সর্ব্বাধারত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্বপ্রভাবে যে যে স্থানে যে যে অর্থ-ক্রিয়োপযোগী হইয়া সমুদিত হন, সেই সেই স্থলে তদনুরূপ ক্রিয়াদি

প্রথিত হইয়া থাকে[১০]। এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে যে দ্রষ্টা, অজ্ঞগণ তাহাকে যে-ই নর বলিয়া জানে, সেই অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার নিকট নরাকারে অনুভূত হয়[১১]। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য, যাহা স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নাকাশের অন্তরে (স্বপ্নাকাশ পুরিততী নাম্নী নাড়ীর ছিদ্র প্রদেশ) অবস্থিত, তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার বাসনানুসারে (বাসনা=পূর্ব্বসংস্কার) বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায় এবং সেই ঐক্যের প্রভাবে সে আপনাকে নর (মনুষ্য) বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, সত্য চৈতন্যের প্রভাবেই সমুদায় চিত্তবিকার প্রকাশের সত্যতা প্রথিত হয়[১২।১৩]। অভিপ্রায় এই যে, আত্মচৈতন্যই সত্য; চিত্তবৃত্তি সকল মিথ্যা। তুমি, আমি, তিনি, এ সকল বোধ চিত্তেরই বিকার বা বৃত্তি; সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও ঐ সকল সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জানিবে।

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মহামুনে! যদি মায়ামাত্র-শরীর স্বাপ্নপুরুষ আত্যন্তিক অসত্য হইলে অর্থাৎ সত্য সংশ্রব শূন্য হইলে দোষ কি?[১৪] * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! স্বপ্নকালেও পুর ও বাস্তব্য প্রভৃতি সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্বপ্নকালেও যে স্বাপ্ন পদার্থে সত্যের সংশ্রব থাকে, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান কর। † সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অন্য কিছু নহে[১৫]। সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি স্বপ্নের ন্যায় আভাসসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অনুভবরূপী ও হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ সংস্কারীভূত জ্ঞানসমষ্টিরূপী। সেইজন্য তাঁহার সঙ্কল্পসম্ভূত এই বিশ্ব স্বপ্নসদৃশ[১৬]। হে রাঘব! স্বপ্ন যেরূপ, এই বিশ্বও সেইরূপ। ইহাতে আমার সম্বন্ধে তুমি যেরূপ সত্য, স্বপ্নে অন্য নরগণ অন্য নরগণের সম্বন্ধে সেইরূপ সত্য[১৭]। অন্যের কথা এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও নগর-

* রামপ্রশ্নের অভিপ্রায়—জাগ্রৎ পুরুষ সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইলে ব্যবহার কার্য্যের বিরোধ ও কর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য দোষ হয়। স্বাপ্নপুরুষের সত্যতার সে দোষ হয় না। কেননা, স্বাপ্নপুরুষের কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই। সুতরাং ব্যবহারের ও শাস্ত্রের অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা নাই। যখন তাহা নাই, তখন স্বাপ্নপুরুষে সত্যচৈতন্যের সম্বলন স্বীকারের প্রয়োজন কি?

† বশিষ্ঠের অভিপ্রায়—সত্যচৈতন্যের বিনা সংশ্রবে কোনও কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং স্বাপ্ন প্রত্যক্ষেও সত্যচৈতন্যের সংশ্রব আছে। স্বাপ্নদৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মের ন্যায় সত্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মে ভাসমান হওয়ায় ব্রহ্মের সত্যতা স্বপ্নকল্পিত মিথ্যায় মিশিয়া সেই সকল মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলে।

বাসীরা যদি কোনও অংশে সত্য না হয়, তাহা হইলে, তদাকার সম্পন্ন তুমিও আমার সম্বন্ধে কোন অংশে সত্য নহ। তোমার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সত্যাত্মা, সেইরূপ, আমার সম্বন্ধে সকলই সত্যাত্মা। এই নিদর্শনই স্বপ্নবৎ অনুভূত এই সংসারের পরস্পর সিদ্ধির প্রমাণ ও ক্রম[১৮।২০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার মনে হইতেছে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা নির্নিদ্র হইলেও তদ্দৃষ্ট (স্বপ্নদৃষ্ট) গ্রামনগরাদি বিদ্যমান থাকে। কেননা, সমস্তই সৎ, সৎ ব্যতীত অসৎ কিছুই নাই। (কিন্তু কৈ? তাহা ত থাকে না? জাগ্রৎ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট কোনও কিছু প্রমাগোচর হয় না। হইতে দেখাও যায় না এবং কস্মিন্‌কালে ঐরূপ শুনাও যায় নাই)[২১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহাই ঠিক্। অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি জাগ্রৎ কালেও থাকে; পরন্তু তাহার যাহা সত্য, তাহাই তদাকারে থাকে। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল নির্লিপ্ত দর্শনাধার আত্মচৈতন্যই পরমসৎ এবং সে সকল তন্মাত্রে বিদ্যমান থাকে; মিথ্যাংশের অপলাপ হয়[২২]। হে রাঘব! তুমি যাহা জাগ্রদবস্থায় অনুভব করিতেছ, তাহাই স্বপ্নাবস্থায় অনুভব করিয়াছ ও করিবে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদ্দৃষ্টের ন্যায় স্বপ্নান্তরে দৃষ্ট না হইবার কারণ, কালের ও স্থানের প্রভেদ বা পরিবর্ত্তন। (রামের অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও যদি সৎ হয় তবে তাহা জাগ্রৎ কালে না থাকে বা না দেখা যায় কেন? বশিষ্ঠের অভিপ্রায় জাগ্রৎদৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট উভয়ই সমান। জাগ্রদ্দৃষ্ট যেমন স্বপ্নকালে থাকে না, তেমনি, স্বপ্নদৃষ্টও জাগ্রৎকালে থাকে না। সুতরাং যাহা দেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মিথ্যা; পরন্তু তন্মধ্যে যে অপরিবর্ত্তনস্বভাব আত্মচৈতন্য তাহাই ত্রিকালব্যাপী ও সত্য)[২৩]। অতএব, যে কিছু দৃশ্য প্রতিভাত হইতেছে সমস্তই সেই সতে (আত্মব্রহ্মে) অবস্থিত। যাহাতে অবস্থিত, তাহাই সত্য এবং সেই সত্যের সত্যতায় এ সকলও সত্য-বৎ। অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সত্য। যেমন স্বপ্নাবস্থার স্ত্রীসঙ্গম মিথ্যা হইলেও সত্য, সেইরূপ[২৪]। উক্তপ্রকারে সমস্তই সর্ব্বত্র সমান বিদ্যমান এবং যিনি সর্ব্ববেত্তা তিনিই স্বকীয় মায়া শক্তির সামর্থ্যে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্ফুরিত হন[২৫]। ধনাগারে ধন থাকে, যে তাহা দেখিতে পায়, সে তাহা লাভ করে। সেইরূপ, সমস্তই চিদাকাশে ভাসমান আছে, কিন্তু সেই চিদাকাশ যাহা দৃষ্ট করায়, দ্রষ্টা তাহাই দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়[২৬]।

অনন্তর জ্ঞানদেবী সরস্বতী. এতাদৃশ বোধরূপ অমৃতে পরিষেক করতঃ মহারাজ বিদূরথের বিবেকরূপ অঙ্কুর সমুৎপাদন করতঃ কহিলেন, রাজন্! আমি লীলার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তোমার নিকট এই সমস্ত কথা বলিলাম। এক্ষণে তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হউক; আমরা যথাগত স্থানে গমন করি। লীলা মণ্ডপান্তর্গত কল্পিত জগৎ দর্শন করিলেন, আর আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই[২৭।২৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ভগবতী সরস্বতী মধুর বাক্যে ঐ সকল কথা কহিলে ধীমান্ ভূপাল বিদূরথ বলিলেন,[২৯] দেবি! আপনি মহাফলপ্রদা। সেই কারণে বলিতেছি, যখন প্রার্থনাকারী ব্যক্তি দিগের প্রতি তাদৃশ মনুষ্যের দর্শন বিফল হয় না, তখন আমাদের সম্বন্ধে আপনার দর্শন কি নিমিত্ত বিফল হইবে?[৩০] হে দেবি! স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্তির ন্যায় আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কত দিনে স্বীয় প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইব? তাহা আমাকে বলুন। হে বরদে! হে মাতঃ! আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আমি যে প্রদেশে গমন করিব, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী যেন তথায় গমন করিতে পারে[৩১।৩৩]।

সরস্বতী বলিলেন, আমাদিগের দ্বারা অর্থিজনের কামনা বিফলীকৃত হয়, ইহা কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অতএব, হে মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত চিত্তে আগমন পূর্ব্বক অর্থবিলাস সম্পন্ন সেই মনোহর রাজ্য উপভোগ কর[৩৪]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সরস্বতী বলিলেন, মহারাজ! এই মহাসংগ্রামে তোমার মৃত্যু হইবে। অনন্তর তুমি মৃত্যুর পর, সর্ব্বসমক্ষে তোমার সেই প্রাক্তন রাজ্য ও শবীভূত প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইবে। এই কুমারীও এই সমস্ত মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন পুর প্রাপ্ত হইবে[১।২]। বায়ু যেমন আগমন ও গমন করে, আমরা উভয়ে সেই প্রকারে যথাগত স্থানে গমন করি, তুমি ও এই কুমারী মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন দেশে আগমন কর[৩]। অশ্বের গমন এক প্রকার, খরের ও উষ্ট্রের গতি অন্য প্রকার, মদমত্ত হস্তীর গতি অন্য প্রকার। (ভাব এই যে, আতিবাহিক দেহের গত্যাগতি মানোরথিক গত্যাগতির ন্যায় দূরে ও অদূরে ও অন্যের অদৃশ্য। অশ্বাদির গতি সেরূপ নহে। কেননা, অশ্বাদি নিতান্ত স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন বস্তু)[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবতী সরস্বতী ও বিদূরথ উভয়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন দূত তথায় সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! পট্টিশ, চক্র, অসি, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণকারী প্রলয়ার্ণবসদৃশ উদ্ধত ও দুঃসহ শত্রুবল আগমন করিতেছে[৫।৭]। তাহারা নগরমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদশিখরে কাষ্ঠ রাশি স্থাপন করতঃ পর্ব্বতাকার করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। তাহাতে সেই সমস্ত প্রাসাদশিখরলগ্ন অগ্নি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া চট্ চট্ ধ্বনি সহকারে উত্তম উত্তম পুরী সকল দগ্ধ করতঃ ভূমিসাৎ ও ভস্মসাৎ করিতেছে[৮]। যেমন কল্পান্তকালে সম্বর্ত্তনামক মেঘ উদিত হয়, তাহার ন্যায় ভীমদর্শন ধূমরাশি উত্থিত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করাতে বোধ হইতেছে যে, যেন মহাদ্রি সকল গরুড়ের ন্যায় সবেগে আকাশে উড্ডীন হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! সেই দূত সসম্ভ্রমে ঐরূপ কহিতেছে, সেই অবসরে শত্রুভীষণ শব্দ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল ও পুরবহির্ভাগে মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল[১০]। শরবর্ষিগণের বলাকৃষ্ট ধনুর টঙ্কার, মদমত্ত কুঞ্জরগণের বৃংহিত, পুরস্থিত দহনশীল অগ্নির চট চট শব্দ,

পুরবাসিগণের ও দগ্ধনারীগণের হল হলা শব্দ, স্পন্দমান অগ্নিজিহ্বা-সমূহের ও প্রজ্বলিত শিখা স্পন্দনের ধগ ধগ শব্দ বিমিশ্রিত হইয়া ভীষণ কর্ণকঠোর নিনাদে পরিণত হইয়াছে[১১।১৩]।

সেই মহারজনীতে সরস্বতী, লীলা, মন্ত্রী ও রাজা বিদূরথ বাতায়ন ছিদ্র দিয়া সেই কোলাহলপূর্ণা বিভীষিকাময়ী পুরী দর্শন করিতে লাগিলেন[১৪]। তাঁহারা দেখিলেন, পুরী প্রলয়বাতবিক্ষুব্ধ সপ্তসমুদ্রমিশ্রিত একার্ণবসদৃশ বেগসম্পন্ন উগ্রহেতিরূপ (হেতি=হাতিয়ার) মেঘকুল দ্বারা তরঙ্গায়মান শত্রুসৈন্যগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা গগনস্পর্শী অনলশিখার দ্বারা দহ্যমান হইয়া কল্পান্তানলবিগলিত মহামেরুর অনুকার করিতেছে। অপিচ, মহামেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জনকারী বিপক্ষগণের লুণ্ঠন শব্দ, দস্যুগণের জল্পনা ও ঘোর কল কল শব্দ, দিক্ বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে[১৫।১৭]। দহ্যমান পুরীর ধূমরাশি নভোমণ্ডলে অভ্রমণ্ডলের ন্যায় সমুড্ডীন হইয়া পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক জলধর যুগলের উপমা সম্পাদন করিতেছে। হেমপত্রসন্নিভ অগ্নিশিখা নিরন্তর প্রোড্ডীন হইতেছে। ভীষণ উল্মুক খণ্ড সমূহের অগ্রভাগ স্পন্দিত হওয়াতে পুরস্থ আকাশ যেন তারকামালায় বিভূষিত হইয়াছে। প্রজ্বলিত গৃহ সমুদায় হইতে সমুত্থিত অগ্নিশিখা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইতেছে। লোক সকল শত্রুগণকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। অগ্নিকণা ও নারাচ সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দগ্ধপুরস্থিত জনগণ শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত বহুল হেতি ও শিলাজাল প্রহারে ভূমিলুণ্ঠিত হইতেছে। কেহবা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে[১৮।২১]। মহাবল সৈন্যগণ সমরকরিগণের সঙ্ঘট্টনে চূর্ণীকৃত হইতেছে। দ্রুতবেগে পলায়মান তস্করগণের শিরশ্ছেদনে তাহাদিগের অপহৃত মহাধন পথে বিকীর্ণ ও সমাকীর্ণ হইতেছে[২২]। শত্রুগণনিক্ষিপ্ত অঙ্গাররাশির দ্বারা নরনারীগণ দগ্ধ হইরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড চট চটা শব্দ সহকারে চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে[২৩]। বিপুল জ্বলন্ত উল্মুখ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তত্রত্য নভস্থল যেন শতসূর্য্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। প্রজ্বলিত অঙ্গারখণ্ডসমূহ দ্বারা বসুধাতল সমাকীর্ণ হইতেছে[২৪]। দগ্ধ কাষ্ঠ সমুদায়ের কেঙ্কারধ্বনি মিশ্রিত প্রজ্বলিত বেণুসমূহের রণ রণ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে।

সৈন্ত ও অন্যান্য প্রাণিগণ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে[২৫]। সর্ব্বভোজী হুতাশন উক্তপ্রকারে যেন সমুদয় নগর গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়া অবশেষে সেই রাজশ্রী ভস্মাবশেষ করতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন[২৬]। জনগণ এই অবসরে অসংখ্য মনুষ্যের ও অশ্বাদির ভোজ-নার্হ ধান্যরাশি ও তণ্ডুল প্রভৃতি সর্ব্বভোজী হুতাশন কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে অবশিষ্ট গ্রহণের নিমিত্ত লোলুপ হইতে লাগিল[২৭]।

অনন্তর রাজা বিদূরথ স্বসন্নিধানে বেগে আগম্যমান দগ্ধভার্য্য যোধগণের এই বাক্য শুনিতে পাইলেন। "হায়! হায়! বিপদরূপ প্রচণ্ড বায়ু সমাগত হইয়া আমাদিগের শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় গৃহ-রূপ উচ্চতর আশ্রয় পাদপ সমূলে উন্মূলিত করিল। হায়! হায়! আমা-দিগের এই সমস্ত মহৎ স্নিগ্ধ ব্যক্তি গণের মনের ন্যায় প্রশান্ত স্বভাব দারা-গণের মূর্ত্তি দাবানলে দগ্ধ হরিণীর ন্যায় হইয়া দস্তিগণের দেহে লীন হই-তেছে। হা পিতঃ! হেতিরূপ হুতাশন বীরগণরূপ অনিলপ্রেরিত হইয়া এই সমস্ত স্ত্রীগণের কবরীরূপ তৃণগুচ্ছে সংলগ্ন হওয়ায় সে সকল যেন শুষ্ক পর্ণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে[২৮।৩১]। ঐ দেখ, আবর্ত্তসম্পন্না ঊর্দ্ধগামিনী দগ্ধকাষ্ঠবাহিনী ধূমরূপিনী যমুনা যেন ব্যোমগঙ্গার প্রতি প্রধাবিত হইয়া বৈমানিক গণকে গ্রাস করতঃ প্রবাহিত হইতেছে। রাশি রাশি অগ্নিকণা সকল ঐ নদীর বুদ্ বুদ্[৩২]।"

কেহ স্বীয় কন্যাকে সম্বোধন করতঃ অন্য অনাথা নারী দেখাইয়া কহি-তেছে। "পুত্রি! এই অবলার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, যামাতা এবং তনয়-গণ এই গৃহে দগ্ধ হওয়াতে এই অবলা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ না হইলেও শোকে দগ্ধ হইয়াছে[৩৩]।" কেহ কহিতেছে, হা, তোমারা শীঘ্র আগমন কর। তোমাদের এই মন্দির এই স্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে। যেমন প্রলয় কালে সুমেরুশৈল নিপতিত হয়, তদ্রূপ ইহাও শীঘ্র নিপতিত হইবে[৩৪।৩৫]। কেহ কহিতেছে, ঐ দেখ, যেমন সন্ধ্যাকালে শলভকুল মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় অজস্র শর, শিলা, শক্তি, কুন্ত, প্রাস ও হেতি প্রভৃতি অস্ত্র বাতায়ন দ্বারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে[৩৬]। কোন ব্যক্তি কহিতেছে, হায়! হায়! ঐ দেখ, যেমন বড়বানলশিখার দ্বারা উচ্ছলিত অর্ণ-বের তরঙ্গ তটাভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমনি, এই সমস্ত অস্ত্রশিখার দ্বারা উৎক্ষিপ্ত জনগণ পলায়নার্থ নভোমার্গে উৎপতিত হইতেছে[৩৭]। যেমন রাগী-

দিগের হৃদয় ক্রোধ দ্বারা শুষ্ক হয়, তেমনি, প্রাসাদশিখর সমুত্থিত অভ্র-মণ্ডলসদৃশ ধূমরাশির দ্বারা উদ্যান ও সরোবর প্রভৃতি শুষ্ক হইতেছে[৩৮]। কেহ কহিতেছে, ঐ দেখ, দন্তিগণ ক্রোধভরে চীৎকার করতঃ আলান ভঙ্গ করিয়া বৃক্ষ সমূহ কট কট শব্দে নিপাতিত করিতেছে[৩৯]। সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইলে গৃহস্থগণ যেরূপ দীনতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, পুষ্পফলপরিপূর্ণ গৃহসন্নিহিত দ্রুম সকল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে[৪০]। যে সকল মৃতকল্প বালক পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিমুক্ত হইয়া রথ্যায় নীত হইয়াছিল, হায়! তাহারা এক্ষণে ভিত্তি পতন দ্বারা মৃত হইল[৪১]। ঐ দেখ, বাতবিদ্রাবিত প্রজ্ব-লিত হস্তিশালা সকল নিপতিত হওয়াতে তত্রত্য হস্তিগণ ভীত হইয়া কুৎসিত শব্দ করিতেছে[৪২]। অপরে কহিতেছে, হায়! কি কষ্ট! একে ত বক্ষঃস্থল, তদুপরি আবার তাহা বীরপুরুষগণের অসির দ্বারা নির্ভিন্ন, তাহাতে আবার প্রজ্বলিতকাষ্ঠসংলগ্ন যন্ত্রপাষাণ বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতেছে[৪৩]। ঐ দেখ—গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, শৃগাল ও মেষ সকল গমনশীল ব্যক্তি-দিগের গমনমার্গ অবরোধ করতঃ পরস্পর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-য়াছে[৪৪]। ঐ দেখ, নারীগণ অনলভয়ে ভীতা হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গমন করাতে ভূমণ্ডল যেন স্থলপদ্মসমাচিত বোধ হইতেছে। উহাদিগের ঐ আর্দ্র বস্ত্রের পট পটা শব্দে পথ সকল সমাকুল হইতেছে[৪৫]। ঐ দেখ, অগ্নিকণা সকল অশোক কুসুমের ন্যায় শোভা বিস্তার করতঃ স্ত্রীগণের অলকপঁক্তি সংলগ্ন হইয়া যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে[৪৬]। উঃ—নরগণের স্নেহবাগুরা কি দুশ্ছেদ্য! ইহারা স্বয়ং দগ্ধ হইলেও ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া গমনে সমর্থ হইতেছে না[৪৭।৪৮]। ঐ দেখ, করিগণ বেগে প্রজ্ব-লিত আলানপাদপ (হস্তী বাঁধিবার গাছ) ভগ্ন করতঃ দগ্ধশুণ্ড হইয়া ক্রোধভরে পদ্মসরোবরে গিয়া নিমগ্ন হইতেছে[৪৯]। অনলশিখারূপ চঞ্চল বিদ্যুৎযুক্ত ধূমরূপ মেঘ নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া অঙ্গার ও নারাচ-নিকর বর্ষণ করিতেছে[৫০]। কেহ রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেব! ধূমমণ্ডল নভোমণ্ডলে বহ্নিকণারূপ আবর্ত্ত ও শিখারূপ তরঙ্গ উৎপাদন করতঃ রত্নপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে[৫১]। কেহ বলিতেছে, তোমরা এ দিকে দেখ, বহ্নিশিখার দ্বারা আকাশমণ্ডল গৌর-বর্ণে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন, মৃত্যুদেব প্রাণিবিনাশ উৎসবে দিগ্বধূ দিগকে সুবর্ণবর্ণ নভোরূপ কুঙ্কমাক্ত সম্পুটক (পেটরা)

প্রদান করিয়াছেন[৫২]। উঃ! কি বিষম অসচ্চরিত্রতা উপস্থিত! ঐ দেখ, বৈরিবীরগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া রাজনারীগণকেও গ্রহণ করিতেছে[৫৩]। ঐ দেখ, সুপ্রভান্বিত চঞ্চল কুসুমমালা, অৰ্দ্ধদগ্ধ কবরী ও সুস্তনসম্পন্না রমণীগণ রাজপথ সমাকীর্ণ করিয়াছে। উহাদিগের অঙ্গ হইতে বিগলিত মাণিক্যখচিত বলয় সমূহ অবনীমণ্ডল মণ্ডিত করিতেছে[৫৪,৫৫]। উহাদিগের ছিন্নভিন্নহারলতা, নির্ম্মল মুক্তাফল সকল রাজপথে বিকীর্ণ করিতেছে। আহা! উহাদিগের স্তনমণ্ডলের পার্শ্ব হইতে কনকপ্রভা নির্গত হইতেছে[৫৬]। উহাদিগের কুররীর ন্যায় করুণ ক্রন্দনধ্বনির দ্বারা রণধ্বনি অভিভূত হইয়াছে। উহারা অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হায়! উহাদিগের কাহার পার্শ্বদেশ এবং কাহার বা কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই কারণে উহারা বেদনানুভবে বিচেতনপ্রায়[৫৭]। উহারা পলায়নেচ্ছু; পরন্তু সৈন্যগণ উহাদিগকে রক্তকর্দ্দমলিপ্ত ও বাষ্পবারির দ্বারা ক্লিন্ন অঙ্গবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করতঃ ভুজমূলে স্ব স্ব ভুজ বিন্যস্ত করিয়া লইয়া যাইতেছে[৫৮]। যখন উহারা "কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই বোধ হইতেছে, যেন সেই সেই দিকে উৎপল বর্ষণ হইতেছে। তদ্দর্শনে সহৃদয় সৈন্যগণ দুঃখিত হইয়া রোদন আরম্ভ করিয়াছে[৫৯]। ঐ সকল মৃণালসদৃশ সুন্দর ও কোমলোরু রমণীগণের সুনির্ম্মল চরণরাজি ও স্বচ্ছ বসনান্তপ্রদেশ আকাশস্থ নলিনীর ন্যায় শোভমান। ঐ সকল আলোলমাল্যবসনা অলঙ্কারপরিশোভিনী অঙ্গরাগসম্পন্না বাষ্পাকুললোচনা চঞ্চলালকবল্লরীযুক্তা (চঞ্চল=দোদুল্যমান। অলক=চুলের গোছা ও বেণী। বল্লরী=লতা। মিলিতার্থ, লতার ন্যায় বক্রানুবক্র কেশগুচ্ছ) রমণী বিষয়সুখস্বরূপ মন্দর ভূধর দ্বারা নিরন্তর মথ্যমান হইয়া কামরূপ সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই[৬০,৬১]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐ অবসরে পূর্ণযৌবনা, আলোলমাল্য-বসানা ছিন্নহারলতাকুলা, চন্দ্রবদনা, তারকাকারদশনা শ্বাসোৎকম্পিত-পয়োধরা পরমরূপবতী রাজমহিষী লীলা (বিদূরথের মহিষী। এ লীলা সরস্বতী সহচারিণী লীলার প্রতিচ্ছায়া মাত্র) ভয়বিহ্বলচিত্তে বয়স্যা ও দাসী গণের সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজগৃহরূপ পঙ্কজকোটরে প্রবেশ করিলেন[১]।[২] তাঁহার সেই সমস্ত বয়স্যার মধ্যে অপ্সরার ন্যায় সৌন্দর্য্য-শালিনী এক বয়স্যা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, "হে দেব! ভূত-গণের মহাসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে। এই নিমিত্ত বাতপীড়িত লতা যেরূপ মহাদ্রুম আশ্রয় করে, সেইরূপ, আমাদের এই দেবী (প্রধানা রাজ-মহিষী) আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণার্থ আপনার নিকটে সমাগতা হইয়াছেন[৩]।[৪] হে মহারাজ! যেমন মহাসমুদ্রের উর্ম্মিজাল তীরস্থিত দ্রুমলতা হরণ করে, তেমনি, মহাবল উদ্যতায়ুধ ভূতগণ অন্যান্য ভূতভার্য্যাগণকে হরণ করিতেছে[৫]। অন্তঃ-পুররক্ষকগণ অশঙ্কচিত্ত উদ্ধত শত্রুগণ কর্তৃক বাতনিষ্পিষ্ট দ্রুমের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে[৭]। যেমন বর্ষাকালের রাত্রে বারিবর্ষণে কমলিনীগণ আহত হয়, তেমনি, দূর হইতে সমাগত অশঙ্কচিত্ত শত্রুগণ আমা-দিগের অন্তঃপুর আহত করিতেছে[৮]। ভীষণ নিনাদ সহকারে ধূম বর্ষণকারী ও চঞ্চল তীক্ষ্ণধার হেতিবহ্নিবর্ষণকারী যোধগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে[৯]। যেমন ব্যাধগণ কুররীগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তেমনি আজ, বলবন্ত শত্রুগণ ক্রন্দনশীলা বিলাসপরায়ণা দেবীদিগের কেশাকর্ষণ করতঃ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে[১০]। অতএব হে দেব! আমাদিগের এই যে নানাপ্রকার বিষম (ছোট বড়) বিপত্তি উপস্থিত, এ বিপত্তিতে একমাত্র আপনিই আমাদের শান্তিবিধান করিতে সক্ষম[১১]।"

অনন্তর রাজা বিদূরথ দাসীর নিকট তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া সেই দেবীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন, হে দেবীদ্বয়!

আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। আপনাদিগের পাদপদ্মের ভ্রমরীস্বরূপা আমার এই ভার্য্যা আপনাদিগের রক্ষণীয়া। সেইজন্য প্রার্থনা—আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন। আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ায় আমার যে গমনাপরাধ হইবে, তাহা আপনারা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন[১২]। রাজা বিদূরথ দেবীদ্বয়কে এইরূপ কহিয়া, অঙ্কুশাঘাত প্রাপ্ত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কোপারুণনেত্রে সবেগে শৈলগুহা হইতে কেশরীর বিনির্গমনের ন্যায় তথা হইতে বিনির্গত হইলেন[১৩]।

অনন্তর প্রবুদ্ধলীলা (সরস্বতীসহায়া লীলা), চারুদর্শনা বিদূরথ ভার্য্যা লীলাকে স্বসমীপে আগমন করিতে দেখিলেন। আরও দেখিলেন, সমীপাগতা লীলা অবিকল আত্মসদৃশী। যেমন নির্ম্মল আদর্শে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকে তিনি ঠিক্ সেইরূপ দেখিলেন। দেখিয়া দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! একি দেখিতেছি! কি প্রকারে ইনি আমার ন্যায় আকারসম্পন্না হইলেন? আমি আমার প্রথম বয়োবস্থায় যেরূপ আকারসম্পান্না ছিলাম, এই মহিষীকেও ঠিক্ তদ্রূপ দেখিতেছি। আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই আমি? এই মন্ত্রী ও এই সকল বলবাহনসম্পন্ন পৌর যোধ, এ সমস্তই যেন আমার সেই পূর্ব্বরাজ্যস্থিত জনগণ। আমার বোধ হইতেছে, যেন তাহারাই। ইহারা যদি সেই সমস্তই হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে ইহারা এখানে অবস্থিতি করিবে? হে মাতঃ! ইহারা কি দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ আমার বাহে ও অন্তরে চেতনসম্পন্নের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে? যদি প্রতিবিম্বই হইবে, তাহা হইলে সচেতন হইবে কেন? বৃত্তান্ত কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[১৪।১৭]।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! যাহার জ্ঞানসংস্কার যেরূপ থাকে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে ঠিক্ সেইরূপ অনুভূতি জন্মায়। চিৎশক্তির মহিমা অপ্রতর্ক্য। তাহা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া চিত্তেরই অনুরূপে প্রথিত হইয়া থাকে। যেমন চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্বপ্নকালে জাগ্রদনুভূত পদার্থের আকার ধারণ করে, তেমনি, চিৎশক্তিও চিত্তের আকারে প্রথিত হয়[১৮]। চিত্তে ও তৎপ্রতিফলিত চৈতন্যে যে আকারের সংস্কার থাকে, উদ্বোধ হইলে সে সংস্কার সেই আকারে সমুদিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। তাহাতে দেশের কি কালের দীর্ঘতা অথবা পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক

হয় না[১৯]। জগৎ উক্তক্রমে অন্তঃস্থ আত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত ও অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রোক্ত কারণে বাহিরে আছে বলিয়া বোধ হয়। যেমন স্বপ্ন, তেমনি জগৎ। যেমন স্বপ্ননির্ম্মিত ও সঙ্কল্পরচিত পুরী অন্তরে কল্পিত ও অবস্থিত হইলেও বহির্ব্বিদ্যমানের ন্যায় দেখা যায়, তেমনি, অন্তঃপরিকল্পিত জগৎও চৈতন্যের সর্ব্বব্যাপিতা কারণে বহির্ব্বিদ্যমানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে[২০]। অতএব, অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ চিরাভ্যাস বশতঃ অবাধে বাহিরে সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। তোমার ভর্ত্তা তোমার পুরে যে ভাবে অর্থাৎ যেরূপ বাসনাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-গ্রাসে নিপতিত হইয়া ছিলেন, সেই মৃত্যুমুহূর্ত্তেই ও সেই স্থানেই তাঁহার সেই সেই ভাব অন্তঃপ্রস্ফুরিত বা বহিঃপ্রব্যক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সেই সেই সৃষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রী প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যক্তিগণ আকারগত সাদৃশ্যে তোমার পূর্ব্বমন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় হইলেও তাহাদিগের সহিত ইহারা অভিন্ন নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন[২১।২২]। অপিচ, রাজা যাহা অনুভব করিতেছেন তাহাও রাজার চিৎসত্তার সত্যতায় সত্য। চিৎসত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাহার সত্যতা নাই। সমস্তই অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা কেন? না সে সকল স্বচৈতন্যে স্বকীয় অজ্ঞানে কল্পিত। তবে জাগ্রতের ও স্বপ্নের প্রভেদ এই যে, জাগ্রদনুভূত বস্তু বাস্তবপক্ষে অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে অতত্ত্ব হইলেও ব্যবহারে তত্ত্বের ন্যায় অবিসম্বাদী[২৩]। ব্যবহারে অবিসম্বাদী হইলেই যে সত্য হয় তাহা হয় না। ইন্দ্রজালপ্রদর্শিত পদার্থকেও সকলে একরূপ দেখে, সুতরাং অবিসম্বাদী। আরও দেখ, যেমন উত্তরকালে না থাকায় স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ অলীক অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি, জগৎও তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হওয়ায় অলীক বলিয়া অবধৃত হয়[২৪]। ভাবিয়া দেখ, জাগৎকালে স্বপ্নের যেরূপ নাস্তিতা, স্বপ্নকালেও জাগ্রতের সেইরূপ নাস্তিতা। অল্পমাত্রও নাস্তিতার ভিন্নতা বা প্রভেদ নাই। সেইজন্য বলা যায়, স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎও মিথ্যা[২৫]। যেমন জন্মকালে মৃত্যু অসদ্রূপ, তেমনি মৃত্যুকালেও জন্ম অসদ্রূপ। বস্তু সকল নাশকালে অবয়ব ধ্বংস পূর্ব্বক অভাবগ্রস্ত হয় এবং বাধকালে তদ্বিষয়ক অনুভবের বিপর্য্যয় হয়[২৬]। জগৎ যে ভাবে সত্য তাহা বলিলাম, এবং যে ভাবে অসত্য তাহাও বলিলাম। বস্তুতঃ

জগৎ অন্যথা হইয়া যায় বলিয়া সৎ নহে এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত অসৎও নহে। ব্রহ্মময়ত্বের বৈপরীত্যে যে পৃথক্ জগৎজ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তি-রই মহিমা, অন্য কিছু নহে। মহাকল্প প্রারম্ভাবধি অতীত অনাগত বহুযুগ পর্য্যন্ত জগৎভ্রান্তি ভাসমান হইয়া আসিতেছে[২৭]। এই সৃষ্টিনামিকা ভ্রান্তি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্না, সেজন্য ইহা ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[২৮]। যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রুক প্রভৃতি বাস্তব পদার্থ নহে, অথচ দৃষ্ট হয়, তেমনি, জগৎও বাস্তব নহে, অথচ অজ্ঞানীর দর্শনে দৃষ্ট হয়। যেমন জলধিতে তরঙ্গসমূহ বিস্তৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে[২৯]। যেমন ধূলিজাল প্রবল বায়ুতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তেমনি, তুমি, আমি ও জগৎ, এই সকল ভ্রান্তিময় ভাবও আভাসাত্মা (জীবচৈতন্য) হইতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে[৩০]। মৃগতৃষ্ণিকাজলের ন্যায় ও দগ্ধপটের ন্যায় সৃষ্টির প্রতি আস্থা কি? কিসের আস্থা? ইহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ব্রহ্ম ও জগৎ, ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইলে ইহা সেই পরম পদেই পর্য্যবসিত হইবে[৩১]। গাঢ় অন্ধকারে বালকগণের যে যক্ষভ্রান্তি, তাহা সেই অন্ধকার বৈ যক্ষ নহে। অতএব, এই জগৎ জন্মমৃত্যুরূপ মোহের ও ব্যামোহের অর্থাৎ অজ্ঞানের বিস্তার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩২]। মহাকল্পের সহিত দৃশ্য-সমূহের শান্তি হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম। অতএব, জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অতিরিক্ত সত্য নহে, এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত ইহা নিতান্ত অসত্যও নহে[৩৩]। অথবা এক পদার্থের সত্যতা ও অসত্যতা উভয়রূপিত্ব অসম্ভব। সেই কারণে অবধারিত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপের প্রচ্ছাদন মাত্র অর্থাৎ আবরণ মাত্র। আকাশে, পরমাণুর অন্তরে ও দ্রব্যাদির অণুমধ্যে, যে যে স্থানে জীবাণু অব-স্থিতি করে, সেই সেই স্থানেই জগৎ বা পরমাত্মার শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন অগ্নি আপন ভাবনার বলে আপনাকে উষ্ণ বলিয়া জানেন, তেমনি, বিশুদ্ধ চিদাত্মাও ভাবনার বলে এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূত অবলোকন করেন। * যেমন সূর্য্য সমুদিত হইলে গৃহমধ্যস্থ তদীয় আলোকে ত্রসরেণু সকলকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ,

* এতৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, এই সমস্তই পূর্ব্বকল্পীয় জীব। এক্ষণে ইঁহারা দেবতা। পূর্ব্বকল্পীয় উপাসনার প্রভাবে এতৎকল্পে দেবভাব প্রাপ্ত। পূর্ব্বকল্পে

সেই পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ অসংখ্য ত্রসরেণু নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অভিজ্ঞগণ দেখিয়া থাকেন। যেমন বায়ুতে স্পন্দন ও আমোদ থাকে, এবং আকাশে শূন্যতা আছে, সেইরূপ, আবির্ভাব, তিরোভাব, উৎসর্গ ও ত্যাগ, এতচ্চতুষ্টয়াত্মক স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৪।৩৮]। হে রাঘব! এই বিশ্ব সেই অবয়ববর্জ্জিত (নিরাকার) ব্রহ্মের ভাবান্তর মাত্র। সেই কারণে তুমি এই সাকার বিশ্বকেও নিরাকার বলিয়া বিবেচনা করিবে[৩৯]। ফলতঃ ইহা পরমাত্মারই নৈজ মায়িকভাব অনুসারে সমুদিত, সুতরাং পূর্ণব্রহ্মে অবস্থিতি প্রযুক্ত বিশ্বশব্দ অর্থশূন্য নহে। অর্থাৎ বিশ্বশব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম পদার্থের নামান্তর মাত্র। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবে, ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। যেমন রজ্জুসর্প। যাহা ভ্রান্তিদৃষ্ট, তাহা সত্য নহে। যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট, তাহা অসত্য নহে। এই দুই বা দ্বিবিধ যুক্তির সাহায্যে জানা যায়, জগৎ অনির্ব্বাচ্য। অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সত্য নহে এবং রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যাও নহে। পরিদৃষ্ট রজ্জুসর্পও অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে ও মিথ্যাও নহে। সত্য হইলে বাধ হইত না, এবং মিথ্যা হইলে দৃষ্ট হইত না। চৈতন্য, অনির্ব্বাচ্য মায়াপিহিত হওয়াতেই জীবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কারণে জীবত্বও অনির্ব্বাচ্য[৪০।৪২]।

হে রামচন্দ্র! চিরকাল আপনার জীবভাব অনুভব করায় ক্রমে তাহার সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, সেই কারণে জগতে আপনার সত্যতা অধ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়, জগৎ সত্য, এতদ্রূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ফলতঃ জগৎ সত্য হউক, আর অসত্য হউক, চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও নাই ও অন্য কিছুও নহে। চিদাকাশেই জগদ্দর্শন হইয়া থাকে[৪৩]। জীবের যে ভোগেচ্ছা, তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ, সে অংশে সত্য মিথ্যার উপযোগিতা নাই। বিষয় সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক, তাহার অনুরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তির ও স্থিতির মূল কারণ। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ানুভবে অনুরঞ্জিত হয়, পরে, সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল পুনরনুভব করে[৪৪]। অনুভবের মহিমা এরূপ বিচিত্র যে, তাহা কদাচিৎ পূর্ব্বানুভবের অবিকল মূর্ত্তি প্রদর্শন করায় এবং কখন

অগ্নি অনগ্নি জীব ছিলেন, এবং আপনাকে অগ্নিভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। সে কল্পের সেই দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে এ কল্পে তিনি অগ্নি হইয়াছেন। অন্য দেবতা পক্ষেও এইরূপ সিদ্ধান্ত।

ধা অসমান ও অর্দ্ধসমান অনুভবনীয় উপস্থাপিত করিয়া সে সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুভবগম্য করায়। অর্থাৎ বাসনার যেমন যেমন উদ্বোধ, তেমনি তেমনি বাহ্য-বস্তুর দর্শন হয়। পরন্তু বিচার চক্ষে দেখিবা মাত্র বুঝা যায় যে, সেই সেই অনুভব সমস্তই অসত্য অথচ একমাত্র জীবাকাশে (জীবরূপ আকাশে। জীব আকাশতুল্য নিরবয়ব, সেজন্য তাহা আকাশ) বিকসিত (দৃষ্ট)। বৎসে! তোমার পূর্ব্ববাসনা (পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানসংস্কার) সর্ব্বাংশে সমান হইয়া উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সম্প্রতি তুমি দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ, সেই কুল, সেই আচার, সেই আকার প্রকার ও সেই চেষ্টা প্রভৃতি সমন্বিত মন্ত্রী ও পুরবাসী প্রভৃতি এই স্থানে আমার দর্শন পথে রহিয়াছে। ফলতঃ এ সমস্তই তোমার আত্মায় অবস্থিত, অন্যত্র (অর্থাৎ বাহিরে) নহে[৪৫।৪৭]। সর্ব্বব্যাপী আত্মার রূপ প্রতিভা। তাহার স্থিতিও সেইরূপ অর্থাৎ যে প্রকার বলিলাম সেই প্রকার। অপিচ, যেমন রাজার আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান) উদিত হইতেছে, তেমনি, তোমারও আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান বা অনুভব) প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণে তুমি দেখিতেছ, সমাগতা নারী (বিদুরথপত্নী দ্বিতীয়া লীলা) অবিকল তোমারই অনুরূপা[৪৮।৪৯]। বৎসে! প্রতিভা সর্ব্বব্যাপী সম্বিদ্রূপ নির্ম্মল আদর্শে কথিত প্রকারেই প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতিভা অন্তরে প্রতিভাসিত অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা বাহিরের ন্যায় প্রকটিত হয়। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিম্ব, জীবরূপ আকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও সমুদিত হয় না। অর্থাৎ জীবই স্বকীয় প্রতিভায় স্বসংস্কারানুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় অর্থাৎ অনুভব করে[৫০।৫১]। বৎসে! এই মহান্ আকাশ, এতদন্তর্গত ভুবন, ভুবনান্তর্গত ভূমণ্ডল, তদন্তর্গত তুমি, আমি ও রাজা, এ সমস্তই প্রতিভাময় অর্থাৎ চিন্মাত্রস্বভাব। যেহেতু চিন্মাত্রস্বভাব, সেইহেতু সমস্তই অহং অর্থাৎ আপন আত্মার স্ফুরণ বিশেষ। এ রহস্য তত্ত্বজ্ঞানীরাই বিদিত হইতে পারেন, অন্যে নহে। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এ সমস্তই চৈতন্যাকাশরূপ বিল্বের উদরস্থ। লীলে! আশা করি, তুমিও এ সমুদায়কে চিদাকাশ বলিয়া জানিবে। জানিলে তুমিও তত্ত্বজ্ঞ দিগের ন্যায় পরিপূর্ণ নির্ব্বিক্ষেপ কেবল ও শান্ত নির্ব্বাণ রূপে অবস্থিত হইবে[৫২]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অতঃপর জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতী, সমাগতা লীলাকে বলিলেন, লীলে! তোমার এই ভর্ত্তা রাজা বিদূরথ উপস্থিত যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া তদাকার প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ এতদীয় জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা সেই মৃত পদ্মভূপতির শবীভূত দেহ পুনর্জ্জীবিত হইবেক[১]।

মহামুনি বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! সেই দ্বিতীয়া লীলা সরস্বতী দেবীর ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়নম্রা হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন[২]। বলিলেন যে, হে দেবি! আমি প্রত্যহ জ্ঞানদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন[৩]। হে অম্বিকে! আমি স্বপ্নে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আপনাকে ঠিক্ সেইরূপ ও সেই আকার সম্পন্না দেখিতেছি। এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বর প্রদান করুন[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমাগতা লীলা ঐরূপ বলিলে, জ্ঞানদেবী সরস্বতী তদ্দেশলীলার তাদৃশ ভক্তিভাব স্মরণ করিয়া প্রসন্না হইলেন ও অগ্রি-মোক্ত কথা বলিলেন[৫]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত পরিতুষ্টা হইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া কৃতার্থা হও[৬]।

সমাগতা লীলা বলিলেন, আমার এই পতি যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে যে শরীরে অবস্থান করিবেন, আমি যেন এই শরীরে তাঁহার সেই অবস্থিতি স্থানে যাইতে ও থাকিতে পারি[৭]। দেবী প্রসন্না হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। পুত্রি! তুমি আমাকে বহুকাল একচিত্তে পুষ্প ধূপ ও বিবিধ পরিচর্য্যাদির দ্বারা পূজা করিয়াছ, তাহাতে আমি পরিতুষ্টা হইয়াছি[৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর তদ্দেশীয় লীলা উক্ত বর প্রাপ্তে প্রফুল্লা হইলে পূর্ব্বলীলা কিঞ্চিৎ সন্দিহানা ও বিস্মিতা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ

পরে দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৯]। বলিলেন, দেবি! যাহারা আপনার ন্যায় সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই ব্রহ্মরূপী দিগের ইচ্ছা অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে[১০]। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, হে ঈশ্বরি! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে আমার সেই স্থূল শরীর ত্যাগ করাইয়া এতল্লোকে ও সেই গিরিগ্রামে আনীতা করিয়াছেন? এবং কোন্ কারণে এই লীলাকে স্বশরীরে ভর্ত্তৃলোক গমনের আদেশ করিলেন। জানিবার জন্য আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, ব্যক্ত করিয়া আমার চপল চিত্তকে সুস্থির করুন[১১]।

দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন। বলিলেন, বরবর্ণিনি! আমি কাহার কিছু করি না। জীবেরা নিজেই নিজের অভীপ্সিত সিদ্ধ করিয়া থাকে[১২]। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ শুভ আমি বর প্রদান দ্বারা মাত্র প্রকট করিয়া থাকি, অন্য কিছু করি না। প্রত্যেক জীবে পূর্ব্বকৃত কাম, কর্ম্ম (কর্ম্ম সংস্কার) ও জ্ঞান প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত চিদাত্মরূপিণী জীবশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিদ্যমানশক্তিই তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমি কেবল তাহাদের সেই সম্বিদের (চিচ্ছক্তির) প্রকাশকারিণী অধিষ্ঠাত্রী মাত্র[১৩]। জীবের যখন যে চিচ্ছক্তি উদয়োন্মুখা হয়, তদনুসারে আমি তাহাদিগের বরপ্রদা হই[১৪]। তুমি যখন আমার আরাধনায় তৎপরা ছিলে, তৎকালে তোমার জীবশক্তি "আমি দেহাভিমানশূন্যা হইব" এইরূপে উদ্বোধিত হইয়াছিল। যেহেতু তুমি আমাকে উক্ত প্রকারে উদ্বুদ্ধা করিয়াছিলে, সেই কারণে তুমি আমা কর্ত্তৃক অলংভাবে অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ বর্জ্জিত নির্ম্মল স্থিতিপ্রবাহে নীতা হইয়াছ[১৫।১৬]। এ লীলা আমাকে যে ভাবে বোধিত করিয়াছে, আমিও সেই ভাবে ইহাকে ফল প্রদান করিতেছি। ইহার চিৎশক্তি পূর্ব্বেই অভিহিত প্রকারে সমুদিত হইয়াছিল সুতরাং আমিও তদনুগামিনী হইয়া ইহাকে স্থূল শরীরে ভর্ত্তৃলোক গমনের বর দিয়াছি[১৭]। অধিক কি বলিব, যাহার যেরূপ চৈতন্যপ্রধান প্রযত্ন, যোগ্যকালে তাহার সেইরূপ ফলই স্বচৈতন্যে সমুপস্থিত হয়[১৮]। তপস্যা বল, আর দেবতা বল, কেহ কিছুই নহে। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আপনার প্রযত্নপ্রদীপ্ত চিৎশক্তিই সেই সেই তপস্যা ও দেবতা হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। নিজ সম্বিদের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহ ফলদাতা নাই, ইহা জানিয়া যাহা ইচ্ছা

তাহা করিতে পার। অর্থাৎ যে ফল ইচ্ছা করিবে, পূর্ব্ব হইতে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। করিলে অবশ্যই সেই ফল অনুভব করিবে[১৯।২০]। এই যে অপরিমিত-মহিমা ও দেহপরিচ্ছিন্না চিতিশক্তি, এই শক্তিকে পূর্ব্বকালে রম্য ও অরম্য (রম্য=বিহিত। অরম্য=নিষিদ্ধ) যে বিষয়ে ব্যাপারিত করিবে এবং যেরূপ ও প্রযত্নে উত্থাপিত করিবে, উত্তর কালে তাহা তাহারই অনুরূপা ও ফল স্থানিয়া হইয়া উদিত হইবে। এক্ষণে আমার অপর বক্তব্য এই যে, তুমি মদীয় উক্তি সকল বিচার কর, করিয়া যাহা পবিত্র, তাহাই বুদ্ধিস্থ করিয়া তদন্তরে অবস্থান কর[২১]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাজা বিদূরথ কুপিত হইয়া গৃহ মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং লীলাদ্বয় ও জ্ঞানদেবী ঐরূপ কথোপকথন করিলেন। কিন্তু আমার চিত্ত, বিদূরথ গৃহবহির্গত হইয়া কি কার্য্য করিলেন তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইতেছে। অতএব, বলুন, বিদূরথ কোপভরে গৃহবহির্গত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদূরথ কোপভরে আপন কক্ষা (গৃহ) হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রবৃন্দে পরিবৃত হন, সেইরূপ, অসঙ্খ্য পরিবারে পরিবৃত হইলেন[২]। অনন্তর বর্ম্মে ও অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিলেন। এবং অঙ্গে হার প্রভৃতি দিব্যাভরণ ধারণ করিলেন। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া অসুর বধার্থ যুদ্ধ যাত্রা করেন, সেইরূপ, মহারাজ বিদূরথও অমাত্য ও সামন্তগণ কর্ত্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন[৩]। পরে যোদ্ধা দিগকে যথাযথ আদেশ করিলেন। মন্ত্রিগণের নিকট ব্যূহ রচনার ও রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা শ্রবণ করিলেন এবং বীরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথারোহণ করিলেন[৪]। মহারাজ বিদূরথের যুদ্ধরথ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, মুক্তা ও মণিমাণিক্যে খচিত এবং পতাকা পঞ্চকে পরিশোভিত। দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গের বিমান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে। ইহার চক্রে ও ভিত্তিপ্রদেশে সুবর্ণকীলক প্রোথিত এবং ইহার অগ্রভাগ (সম্মুখভাগ) মুক্তামালায় বিজড়িত[৫।৬]। অত্যন্ত বেগশীল, কৃশকায়, সুগ্রীব ও সুলক্ষণ সম্পন্ন সদশ্ব সকল এই রথ বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন উড্ডয়নশীল পক্ষীন্দ্রেরা অন্তরীক্ষে কোন দেবতাকে বহন করিতেছে[৭]। বায়ু অগ্রগামী হইবে, ইহা যেন তাহাদের অসহ্য। অসহ্য বোধ করিয়াই যেন তাহারা বায়ুর অগ্রে আকাশ চুম্বন করতঃ ধাবমান হইল[৮]। তাদৃশ বেগগামী, চন্দ্রচন্দ্রিকাতুল্য শুভ্রবর্ণ আট অশ্ব উক্ত রথ উক্ত প্রকারে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল[৯]। অনন্তর, যেমন গিরিগহ্বরে মেঘগর্জ্জন হইলে তাহার প্রতিধ্বনি ভীষণ হইয়া উঠে, তদনুরূপ ধ্বনিতে

দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল[১০]। তাদৃশ দুন্দুভিধ্বনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের কলকলারবে, আয়ুধসঙ্ঘাতের সঙ্ঘট্টশব্দে, ধনুকের চটচটাশব্দে, শরের সীৎকার বা শন্ শন্ শব্দে, অঙ্গসঙ্ঘট্টজনিত অঙ্গস্থ কবচের ঝন্ ঝন্ শব্দে, অলাতাগ্নির টনৎ টনৎ শব্দে, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দে, বীরগণের পরস্পরাহ্বানজনিত বজ্রবৎ কঠোর বা কর্কশ শব্দে ও বন্দিগণের রোদন শব্দে নিবিড়িত হইয়া উঠিল[১১।১৩]। বোধ হইল, এই নিবিড় যুদ্ধগর্জ্জন যেন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডছিদ্র (আকাশ) প্রপূরিত করিয়াছে[১৪]। এই অবসরে আকাশে এরূপ ধূলি উড্ডীন হইল যে, তত্রস্থ দর্শকগণ তদ্দর্শনে মনে করিলেন, সমুদায় ভূপীঠ যেন উর্দ্ধে উৎপতিত হইয়া আদিত্য পথ রুদ্ধ করিয়াছে[১৫]। তৎকারণে এরূপ অন্ধকার উপস্থিত হইল যে, রাজপুরী যেন গর্ভবাসে নিমগ্ন হইয়াছে[১৬]। যেমন দিবসাগমে তারকা-রাজি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ, সমুদায় লোক অন্ধকারে লীন হইয়া গেল এবং রাত্রিঞ্চর ভূত প্রেতাদি জীবের বল বৃদ্ধি পাইল[১৭]। সে অন্ধকারে সকলেই অন্ধ, কেবল দেবীর প্রসাদে লব্ধদিব্যদৃষ্টি লীলাদ্বয় ও বিদূরথকন্যা দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন রহিলেন। সুতরাং তাঁহারা সেই যুদ্ধ দেখিতে অবসর পাইলেন[১৮]।

অনন্তর, যেমন প্রলয়কালে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে বাড়বানল উপশান্ত হয়, তেমনি, রাজার আগমনে নগর লুণ্ঠক দিগের, রথের, সৈন্যের ও অস্ত্রশস্ত্রের কটকটা রব প্রশমিত হইল[১৯]। যদ্রূপ সুমেরু পর্ব্বত প্রলয়মহার্ণবে প্রবিষ্ট অর্থাৎ নিমগ্ন হয়, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যসমুদ্রের তারতম্য অনুধাবন না করিয়াই শত্রুসেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[২০]। অতঃপর কেবল জ্যা-সিঞ্জিত শুনা যাইতে লাগিল এবং স্বপক্ষ বিপক্ষ হইতে অস্ত্রাংশুময় মেঘ সকল সৃষ্ট হইতে লাগিল[২১]। অসঙ্খ্য অস্ত্ররূপ বিহঙ্গম গগনমার্গে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং অস্ত্র সকল পরপ্রাণ হরণ করিয়া পাপীর ন্যায় মলিনদীপ্তি হইতে লাগিল[২২]। প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের পরস্পর সংঘর্ষে যে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল, সে সকল অগ্নি উল্মুকের বা অলাতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বীররূপ মেঘেরা শরবর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল[২৩]। বীর দিগের অঙ্গে আয়ুধ সকল প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং উভয়দলের খড়্গ প্রহারের শব্দ আকাশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল[২৪]। শস্ত্ররূপ দীপের আলোকে রণসঙ্ঘট্ট

জনিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিল। বীর দিগের অঙ্গে নারাচ প্রোথিত হওয়ায় তাহারা রোমশ পুরুষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৫]। সেই যমযাত্রায় (যমসম্বন্ধীয় উৎসবে) অনেক শত কবন্ধ (নির্ম্মস্তক যোদ্ধৃদেহ) নটের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল এবং পিশাচকন্যাগণ আসিয়া তৎসঙ্গে নটকন্যার অনুকার করিতে লাগিল[২৬]। পৃথিবীতে দন্তের কট-কটাধ্বনি এবং আকাশে যন্ত্রক্ষিপ্ত প্রস্তরের সজ্যট্টজনিত ঠন্ ঠন্ শব্দ অন-বরত শ্রুত হইতে লাগিল[২৭]। যেমন বায়ুর প্রচলনে শুষ্কপত্র সকল নিপতিত হয়, সেইরূপ, শবীভূত প্রাণিনিকর ভূতলে নিপতিত হইয়া স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধরূপ অদ্রি হইতে সর্ব্বদিকেই প্রাণিমরণরূপ অসংখ্য নদী বিনিঃসৃত হইল[২৮]। অজস্র রক্ত নিপতনে রণাঙ্গনের পাংশু কর্দ্দমিত হইল। অস্ত্রাগ্নির প্রতাপে অন্ধকার বিনষ্ট হইল। যুদ্ধে তন্মনা হওয়ায় বীরগণের সংলাপশব্দ বিনিবৃত্ত হইল এবং অনেক প্রাণী ভয়ে ব্যাকুলিতচিত্ত হইতে লাগিল[২৯]। অভিহিত প্রকারে ও নিঃশব্দে যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং বাত বিরহিত বর্ষণের ন্যায় অজস্র শরবর্ষণ হইতে লাগিল। এই বর্ষণের বিদ্যুৎ ও বজ্র খড়্গের ক্রীড়া ও শব্দ[৩০]। শরের খদ খদ ধ্বনি, ভুশুণ্ডির টকটক নিস্বন, মহাস্ত্রসমূহের ঝন্‌ঝনা শব্দ, মিলিত হওয়ায় এই যুদ্ধ নিতান্ত ভীষণ ও দুস্তর হইয়া উঠিল[৩১]।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! উপস্থিত ঘোর সংগ্রামে উক্ত উভয় লীলা পুনর্ব্বার জ্ঞাপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১]। "দেবি! আপনি আমাদের প্রতি পরিতুষ্টা হউন এবং বলুন যে, আমাদের ভর্ত্তা কিজন্য জয় লাভে সমর্থ হইতেছেন না। আমাদের চিত্ত সোৎসুক হইতেছে, এ অবস্থায় উহা ব্যক্ত করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন[২]। "সরস্বতী বলিলেন, পুত্রিযুগল! বিদূরথের শত্রু এই সিন্ধুরাজ জয় লাভের নিমিত্ত দীর্ঘকাল আমার আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু রাজা বিদূরথ সেরূপ কামনায় আমার আরাধনা করেন নাই[৩]। সেই কারণে সিন্ধুরাজের জয় ও বিদূরথের পরাজয় হইতেছে।" আমিই সর্ব্বভূতের অন্তর্গতা সম্বিৎ। আমাকে যে যে প্রকারে ও যে কার্য্যে প্রেরণ করে, আমি তাহার সেই কার্য্য সেই প্রকারে সম্পন্ন করিতে বাধ্য। আমার স্বভাব এই যে, আমাকে যে, যে কার্য্যে নিয়োগ করে, আমি তাহার সেই কার্য্যের ফলরূপিণী হই। যাহা যাহার স্বভাব, তাহা তাহার কদাচ অন্যথা হয় না। উষ্ণ-স্বভাব বহ্নি কি কখন উষ্ণতা পরিত্যাগ করে? বিদূরথ আমাকে মুক্তি কামনায় বিভাবিত করিয়াছেন, তাই আমি বিদূরথের প্রতিভায় মুক্তিদাত্রী হইয়াছি। সেই কারণে বিদূরথ শীঘ্রই মুক্ত হইবেন। বিদূরথের শত্রু সিন্ধুমহীপতি যুদ্ধজয় কামনায় আমার আরাধনা করায় আমিও তাহার জয়দাত্রী হইয়া উদিত হইয়াছি। দেখিবে, শীঘ্রই বিদূরথ দেহ পরি-ত্যাগ করিয়া তোমার ও ইহার সহিত মুক্ত হইবেন, এবং এতদীয় শত্রু সিন্ধুরাজ ইহাকে বিনাশ করিয়া জয়ী ও এতদ্রাজ্যাধিপতি হইবেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! দেবী সরস্বতী এইরূপ বলিতেছেন, এবং উভয়পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ রবি যেন যুদ্ধ দেখিবার জন্য উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। তখন তিমির সঙ্ঘাত পাতালে পলায়ন করিল। জীব সকল সচেতন হইল, অল্পে অল্পে আকাশ ও পর্ব্বতকন্দর প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, এবং জগৎ যেন কজ্জল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল, রবি যেন তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধৃত করিলেন।

রবিরশ্মি এখন যে ভাবে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে, সে ভাব দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গ হইতে কনক রাশি গলিয়া পড়িতেছে[১২।১৩]। কনকদ্রবসন্নিভ সুন্দর রবিরশ্মি শৈলোপরি ও বীরশরীরে নিপতিত হওয়ায় তাহা রক্তচ্ছটার শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। অপিচ, রণস্থল বীরগণের ভুজগসদৃশ ভুজ সমূহে পরিব্যাপ্ত দেখা গেল। আরও দেখা গেল, রণস্থল যেন বীরগণের রত্নকুণ্ডল দ্বারা রত্নৌঘসমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে[১৪।১৫]। কোন ভূভাগ খড়্গী সমূহে (খড়্গী=গণ্ডার পশু) পরিব্যাপ্ত হইলে যেরূপ দৃশ্য হয়, আয়ুধ সম্পাতে রণভূমি আজ্ সেইরূপ দৃশ্য হইয়াছে। শলভ পতনে (শলভ=পঙ্গপাল) শস্য ক্ষেত্র যেরূপ অদৃশ্য হয়, উভয়পক্ষীয় শরবর্ষণে সমরভূমি আজ্ সেইরূপ অদৃশ্য হইয়াছে। রক্তের লোহিত প্রভায় চতুর্দ্দিক্ সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণিত হইয়াছে এবং সমর নিপতিত শবের (মৃত দেহের) দ্বারা সমরভূমি যেন সমাধিসাধক সিদ্ধ পুরুষের অভিনয় করিতেছে[১৬]। নিপতিত হার সকল সর্পনির্ম্মোক, পতাকা সকল লতার বিলাস, এবং ছিন্ন উরু সকল তোরণ[১৭]। এই আকারের রণভূমি যেন আজ্ নিকৃত্ত হস্তপদাদির দ্বারা পল্লবিত, শর সমুদায় দ্বারা শরবনোপম এবং শস্ত্রাংশুর দ্বারা শ্যামলবর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রাশি রাশি আয়ুধমালার দ্বারা, উন্মত্ত ভৈরবের অস্ত্রসঙ্ঘট্টন সম্ভূত অনলশিখার দ্বারা, প্রফুল্ল অশোকবনের ও আয়ুধ সমুদায়ের বালসূর্য্যোপম কান্তির দ্বারা রণস্থল এখন সৌবর্ণ নগরের আকার ধারণ করিয়াছে[১৮।১৯]। প্রাস, অসি, শক্তি, চক্র, ঋষ্টি ও মুষল সম্পাতের মহাশব্দে রণস্থলস্থ আকাশ প্রতিধ্বনিময় হইয়াছে। মহাবেগে রক্তনদী প্রবাহিত, তাহাতে রাশি রাশি শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল[২০।২১]। ভুষণ্ডী, শক্তি, কুন্ত, অসি, শূল ও পাষাণ এবং শস্ত্র, ছত্র, কবন্ধ, এই সকলের পতনে ও উৎপতনে রণভূমি সমাকুল হইয়াছে। এই অবসরে করালরূপ বেতালকুল নর্ত্তন সহকারে হলহলা ধ্বনি করিতে লাগিল এবং এই অবসরে পদ্মভূপতির ও সিন্ধুরাজের দীপ্তিশীল দিব্য রথদ্বয় অচলের ন্যায় দর্শকগণের দৃষ্টিগোচর হইল[২২।২৩]। অর্থাৎ উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

যদ্রূপ অন্তরীক্ষে নভোমণ্ডলের কেতুস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ে পরিভ্রমণ করেন, রাজদ্বয়ের রথদ্বয় সেইরূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। চক্র, শূল, ভুষণ্ডী, ঋষ্টি, প্রাস, গদা ও আয়ুধ দ্বারা সমাকুল ও বীরগণে

পরিবৃত ঐ রথদ্বয় মহাশব্দে ও স্বেচ্ছানুসারে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২৪।২৫]। তখন ঐ উভয় রথের কূবর হইতে মণি মুক্তার ঝন ঝন শব্দ ও বাতাহত পতাকার অগ্রভাগ হইতে পট পটা শব্দ সমুত্থিত হইল[২৬।২৮]। রথদ্বয় যেন রণলীলায় মত্ত হইয়া শব্দায়মান মহাচক্রের দ্বারা মৃতামৃত অসংখ্য ব্যক্তিকে পরিপেষণ করতঃ সেই কেশশৈবলাদিসম্পন্ন, (কেশ সকল এই নদীর শেয়ালা। চক্র=রথচক্র ও অস্ত্র। চক্রবাক্=জলচরপক্ষী)। চক্ররূপ চক্রবাকসমূহে সমাকুল ও বহমান বারণসঙ্কুল শোণিত-নদী সন্তরণ করিতে লাগিল। যে সকল সৈনিকগণ ভীত হইয়াছিল, এতক্ষণ পরে তাহাদিগের অগ্রনায়ক বীরেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শরধারা বর্ষণ ও কুন্ত, শক্তি, প্রাস ও চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সমুদয় নিক্ষেপ করতঃ রথ-দ্বয়ের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রথদ্বয় মণ্ডলা-কার গতিক্রমে পরস্পর সম্মুখীন হইলে তত্রস্থ নরপতিদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন। তখন পরস্পর প্রহারকারী রাজদ্বয় নারাচধারা নিক্ষেপের ধ্বনি উত্থাপন করতঃ মেঘোদয়ে গর্জ্জনকারী মত্তমহাসমুদ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই দুই নরসিংহ প্রহারপ্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ধনুক হইতে নানাপ্রকার প্রহরণ বিনিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষ হইতে যে সকল বাণ প্রেরিত হইতে লাগিল, সে সকলের কেহ পাষা-ণের ও মুষলের ন্যায় আকারসম্পন্ন, কেহ করবাল মুখ, কেহ মুদ্গরানন, কেহ শুভ্রবর্ণ ও চক্রমুখ, কেহ পরশুর ও মহাচক্রের আকার, কেহ শক্তি-মুখ, কেহ স্থূল শিলীমুখ, কেহ ত্রিশূলবদন, কেহ বা মহাশিলার ন্যায় স্থূলদেহ। এই সকল বাণ আকাশমণ্ডলে এরূপ ভাবে উৎপতিত ও বিসৃত হইতে লাগিল যে, যেন সমরস্থলে প্রলয়বায়ুবেগে উৎপতিত প্রস্তর সকল উড্ডীন হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতেছে[২৯।৩০]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।
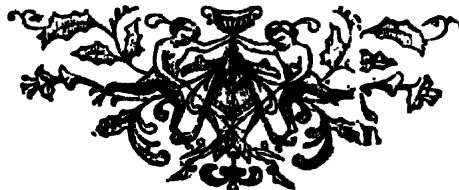
অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কুলপাবন রাম! অনন্তর রাজা বিদূরথ দীপ্তবল সিন্ধুরাজকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া কোপে মধ্যাহ্নকালীন তপন সদৃশ প্রজ্জ্বলিত হইলেন। যেমন কল্পান্তপবন সুমেরু পর্ব্বতের প্রতি আস্ফালন করে, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ ধনুরাস্ফালন ও তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিতে লাগিলেন[১,২]। যেরূপ প্রলয়মার্ত্তণ্ড রশ্মিজাল বিস্তার করেন, তদ্রূপ, তিনি তূণীর হইতে শিলীমুখপরম্পরা বিস্তার করিতে লাগিলেন[৩]। তাঁহার নিক্ষিপ্ত এক এক শর নভোমণ্ডলে শতধা ও সহস্রধা হইতে লাগিল এবং পতন কালে সে সকল লক্ষাধিক হইতে দেখা গেল[৪]। সিন্ধুরাজেরও সেই প্রকার শক্তি, শিক্ষা ও ক্ষিপ্রহস্ততা ছিল। তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণুর বরে সমান ধনুর্যুদ্ধকুশলতা লাভ করিয়াছিলেন[৫]। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষলাকার বাণ সকল অশনির ন্যায় ভীষণ ধ্বনি করতঃ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল[৬]। কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে তারকানিকর যেমন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা আলোড়িত হইয়া গভীর নিনাদ সহকারে নিপতিত ও নিহত হয়, উক্ত রাজদ্বয়ের কনকনির্ম্মিত নারাচ সকল তদ্রূপ মহাশব্দ করতঃ নভোমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল[৭]। বিদূরথ হইতে ভীষণ শর সমূহ অব্ধিস্রোতের ন্যায়, সূর্য্যকিরণের ন্যায়, প্রচণ্ডপবননির্দ্ধূত পুষ্পরাজির ন্যায়, সন্তাড়িত তপ্ত-লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায়, ধারাবর্ষী জলধর হইতে ধারাবর্ষণের ন্যায় ও নির্ঝর হইতে উৎপতিত শীকরনিকরের ন্যায় অনবরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল[৮,১০]। সেই ধনুর্যুদ্ধকুশল উক্ত রাজদ্বয়ের ধনুরাস্ফোটের চট চটা শব্দ শ্রবণ করিয়া উভয় দলস্থ সৈন্যগণ প্রশান্ত অর্ণবের ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিল[১১]। বিদূরথনির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রলয়বায়ুর ন্যায় মহাশব্দে ও গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অতিবেগে নভোমার্গে প্রধাবিত হইয়া পশ্চাৎ সিন্ধুরাজরূপ মহাসমুদ্রাভিমুখে নিপতিত হইতে লাগিল[১২]। তাঁহার কোদণ্ডরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রান্ত কনকনির্ম্মিত বিচিত্রপ্রান্ত নারাচ ও শররূপ জল নির্গত হইতে দেখা গেল[১৩]।

এই সময়ে কমলবদনা রাজমহিষী লীলা বিদূরথের শরনিকর বর্ষণ অবলোকন করতঃ ভর্ত্তার জয়লাভ আশা করিয়া নিরতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং জ্ঞপ্তিদেবীকে বলিলেন। "দেবি! তোমার জয় হউক। মাতঃ! ঐ দেখুন, আমার ভর্ত্তা জয়ী হইতেছেন। সিন্ধুরাজ কি, ইহার শর সমূহে সুমেরু পর্য্যন্তও চূর্ণীকৃত হয়"[১৪।১৬]। মানুষহৃদয়া লীলা এইরূপ বলিতেছেন এবং তত্রস্থ দেবীদ্বয় (প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী) তদবলোকনার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন ও হাস্যবিস্তার করিতেছেন, এমন সময়ে সিন্ধুরাজরূপ বাড়বাগ্নি, অগস্ত্যের সমুদ্রপানের ন্যায় ও জহ্নুর মন্দাকিনী পানের ন্যায় বিদূরথনিক্ষিপ্ত সেই শরার্ণব সহসা পান করিল এবং অজস্র শরবারি বর্ষণ দ্বারা সেই সায়কজালরূপ বিস্তৃত মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ ধূলিকণার ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আকাশার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিল[১৭।১৯]। যদ্রূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহার গতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, সেইরূপ, বিদূরথনিক্ষিপ্ত সায়ক সমূহের গতি আর দৃষ্টিগোচর হইল না[২০]। ইত্যবসরে সিন্ধুসেনাগণ বিদূরথের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক গগনতলে শররাশি নিক্ষেপ করতঃ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল। তদ্দর্শনে রাজা বিদূরথও কল্পান্তপবন যেমন সামান্য মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ, উৎকৃষ্ট শর সমূহ বর্ষণ করতঃ সেই শররাশিরূপ মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। মহীপতি বিদূরথ অনবরত বাণবর্ষণ দ্বারা সিন্ধুপক্ষীয় সমস্ত শর ব্যর্থ করিলেন[২১।২৩]।

অনন্তর সিন্ধুরাজ, বান্ধবভাবশতঃ গন্ধর্ব্ব হইতে যে মোহনাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা বিদূরথ ব্যতীত তৎপক্ষীয় আর আর সমুদায় যোদ্ধৃবর্গ মোহপ্রাপ্ত হইল[২৪]। মোহপ্রাপ্ত যোধগণ ব্যস্তশস্ত্রাস্ত্র ও বিবশবদনেক্ষণ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, মহারাজ বিদূরথ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সেই মোহ অপনীত করিলেন[২৫]। যন্মুহূর্ত্তে বিদূরথ ব্যতীত আর আর সৈন্য মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মুহূর্ত্তেই রাজা বিদূরথ প্রবোধাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং প্রবোধাস্ত্রের প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে পদ্মপ্রবোধের ন্যায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুসেনাগণ গতমোহ হইল, দেখিয়া, দিবাকর যেমন পূর্ব্বকালে রাক্ষসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, আজ্ সিন্ধুরাজ বিদূরথের প্রতি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে উগ্রাসমুদিত

অরুণদেবের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলেন[২৬।২৭]। অনন্তর, ক্রোধে লোহিতাক্ষ হইয়া সমুদায় সৈন্য লক্ষ্য করিয়া নাগাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। যদ্রূপ পর্ব্বত সর্পপরিব্যাপ্ত ও সরোবর মৃণালে প্রপূরিত হয়, সিন্ধুরাজের নাগাস্ত্র সমুদ্ভূত নাগসকল তদনুরূপে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। এই সকল নাগ পর্ব্বতাকার ও বন্ধনদুঃখপ্রদ[২৮।২৯]। এই সময়ে সমুদায় পদার্থ সেই সর্পগণের উগ্রবিষ প্রভাবে ম্লান ও সপর্ব্বতবনা (পর্ব্বতের ও বনের সহিত) মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল[৩০]।

অনন্তর মহাস্ত্রবিৎ রাজা বিদূরথ গারুড়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, পর্ব্বত প্রমাণ লক্ষ লক্ষ মহাগরুড় উৎপতিত ও সমুড্ডীন হইল। তাহাদিগের স্বরঞ্জিত পক্ষপ্রভায় দিক্ সকল কাঞ্চনীকৃত হইল। তাহাদিগের পক্ষ সঞ্চালনের বায়ু প্রলয়মারুতের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল[৩১।৩২]। গারুড়াস্ত্রসম্ভূত সেই সমস্ত গরুড়ের নিশ্বাস-বায়ুর দ্বারা নাগাস্ত্রসম্ভূত ভুজগ-গণ সমাকৃষ্ট হইয়া ভয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বলিতে কি, দেখিতে দেখিতে, মহর্ষি অগস্ত্য যেমন সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তেমনি, এই সকল গরুড় পৃথিবীব্যাপ্ত সর্পপ্রবাহ পান করিয়া ফেলিল[৩৩।৩৫]। মেদিনী এখন সর্পাবরণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। দীপ যেমন বায়ুসংযোগে অদৃশ্য হয়, মেঘ যেমন শরৎকালে পলায়ন করে, বজ্রভয়ে যেমন মৈনাক প্রভৃতি ভূধরের পক্ষ লুকায়িত হইয়াছিল, এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ ও পুরপত্তনাদি যেমন জাগ্রতে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ, সেই সকল গরুড়, সর্প ভক্ষণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল[৩৬।৩৮]। অতঃপর সিন্ধুরাজ বিদূরথ সৈন্যের প্রতি গাঢ় অন্ধকারপ্রদ তমঃ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের অন্তরালে মহাসমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইল। ভূমিস্থিত সৈন্যগণ এই তমঃসমুদ্রের মৎস্য ও নভঃস্থিত তারকাগণ তাহার রত্নস্থানীয় হইল। তাদৃশ গাঢ় অন্ধকার প্রবৃত্ত হইলে, জনগণের বোধ হইল, দিক্ সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কে প্রলিপ্ত হইয়াছে অথবা প্রলয় সমীরণ যেন অঞ্জনগিরির উপাদান রেণু চতুর্দ্দিকে পরি-ব্যাপ্ত করিয়াছে[৩৯।৪১]। প্রজাগণ যেন অন্ধকূপে নিপতিত হইয়াছে এবং ব্যবহারপরম্পরা যেন কল্পান্ত কালে প্রলীন হইয়া গিয়াছে[৪২]।

অনন্তর মন্ত্রবিদ্‌শ্রেষ্ঠ বিদূরথ মার্ত্তণ্ডাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্রপূত মার্ত্তণ্ডাস্ত্র প্রযোজিত হইলে তদ্বিনিঃসৃত কিরণজাল অগস্ত্যের ন্যায় সেই

তমোরূপ মহাসাগর পান করিয়া ফেলিল। যেমন শরদাগমনে কৃষ্ণমেঘ সকল আকাশোদরে লুক্কায়িত হয়, অন্ধকার সকল সেইরূপ অবস্থাপিত হইল। পয়োধর-যুগল-শালিনী কান্তা যেমন ভূপতির পুরোভাগে শোভা প্রাপ্তা হয়, এই সময়ে দিক্ সকল অন্ধকারমুক্ত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। লোভরূপ কজ্জল হইতে মুক্তি লাভ করিলে সাধুগণের বুদ্ধি যেরূপ সুপ্রকাশিত হয়, নিখিল বনরাজি এখন সেইরূপ প্রকাশিত হইল[৪৩।৪৬]। এতদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ অধিক কুপিত হইলেন। কোপাকুলিত হইয়া ভীষণ রাক্ষসাস্ত্র মন্ত্রপূত করতঃ বিকীর্ণ করিলেন[৪৭]। দেখিতে দেখিতে রণস্থল বৃহৎকায় রাক্ষসগণে পরিপূরিত হইল। এই সকল রাক্ষস কর্কশ ও ক্রোধন স্বভাব। পাতালস্থ দিগ্‌গজ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার ফুৎকারে মহাসমুদ্র যেমন ঘোর গর্জ্জন করিতে থাকে, এই সকল রাক্ষস তদ্রূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কপিল বর্ণ, কেহ ধূম্রবর্ণ, কেহ অগ্নিবর্ণ, কেহ বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কেহ কপিলবর্ণজটাধারী, কাহার বা বিদ্যুৎবর্ণ জটা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, কেহ গর্জ্জন করিতেছে, কেহ তর্জ্জন করিতেছে, কাহার জিহ্বা বাড়বাগ্নির ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে, কেহ আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ ঘোর চিৎকার করিতেছে ও উজ্জল উল্মূকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ দন্তুর, কেহ কর্দ্দমাক্ত, কাহার গাত্রলোম শৈবালের অনুরূপ। এই সকল ঘোর দর্শন রাক্ষস তর্জ্জন ও গর্জ্জন সহকারে জনগণকে বিত্রাসিত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল এবং কোন কোন রাক্ষস যোধগণকে অস্ত্রসহ গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল[৪৮।৫২]।

অনন্তর লীলানাথ বিদূরথ দুষ্টভূত নিবারক নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দিবাকর উদিত হইলে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, সেই অস্ত্ররাজ উদীর্য্যমাণ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিয়া ফেলিল[৫৩।৫৪]। অস্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসগণ প্রমর্দ্দিত হইলে, যেমন চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার বিনাশে দিক্ সকল নির্ম্মলাকার ধারণ করে, সেইরূপ, ত্রিভুবন ও ব্যোম (আকাশ) এখন নির্ম্মলাকার ধারণ করিল[৫৫]। অনন্তর মহারাজ সিন্ধু আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই অস্ত্রের প্রভাবে আকাশ ও দিক্ সমস্তই যেন জ্বলিয়া উঠিল। যেমন কল্পকাল উপস্থিত হইলে তন্নিবন্ধন-প্রলয়মহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, মন্ত্রপূত আগ্নেয়াস্ত্র সেইরূপ প্রজ্বলনে

অতিভীষণাকার হইয়া উঠিল। এই অস্ত্রের অগ্নি হইতে যে সকল মহাধূম জন্মিল ও নির্গত হইল, তদ্দ্বারা দিক্ সকল মেঘায়মান হইল। বোধ হইতে লাগিল, রণস্থল যেন পাতালতিমিরে সমাকুলিত হইয়াছে[৫৬।৫৭]। পর্ব্বত সকল জ্বলিতে লাগিল। প্রজ্বলিত পর্ব্বত সকল কাঞ্চনের ন্যায় ও প্রফুল্লচম্পকারণ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উৎসব সময়ে কুম্ কুম্ পরিষিক্ত কুসুমমালা যেরূপ শোভা বিস্তার করে, তৎকালে ব্যোম, অদ্রি ও দিক্ সমুদায় সেইরূপ শোভা প্রকাশ করিয়াছিল[৫৮।৫৯]। তদ্দর্শনে জনগণ মনে করিয়াছিল, সমুদ্রস্থ বাড়বানল বুঝি সহস্র সহস্র জলযানের বেগে সমুদ্ধৃত ও এক হইয়া ভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা বিদূরথ উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাকরণ ও সিন্ধুরাজের পরাজয় এই দুই অভিলাষে বারুণাস্ত্রের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিলেন। অমনি সেই মুহূর্ত্তে অধঃ ঊর্দ্ধ দিক্ বিদিক্ হইতে কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রবাহ আসিয়া রণস্থল পরিপূর্ণ করিল। বোধ হইল, যেন কজ্জলপর্ব্বত গলিয়া আসিতেছে। লক্ষ লক্ষ মেঘ যেন দৌড়িয়া আসিতেছে। মহাসমুদ্র যেন ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কুলপর্ব্বত যেন উচ্চ হইয়াছে। তমালবন যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাত্রি যেন দিবস হীন হইয়াছে[৬০।৬৪]। পাতালের গুহা যেন ব্যোম দর্শনে আসিতেছে। ইহার শব্দও ইহার আকৃতির অনুরূপ ভীষণ[৬৫]। কৃষ্ণপক্ষীয় যামিনী যেমন শীঘ্র শীঘ্র সন্ধ্যা আক্রমণ করে, তদ্রূপ, এই সলিলরাশি সিন্ধুরাজ নিক্ষিপ্ত হুতাশনকে অতিশীঘ্র গ্রাস করিল[৬৬]। নিদ্রা যেমন জীব দেহ আক্রমণ ও অভিভূত করে, তদ্রূপ, সেই সলিলরাশি আগ্নেয়াস্ত্র গ্রাস করিয়া ভূতল কবলিত করিল[৬৭]। তখন মহারাজ সিন্ধুর সৈন্য ও সৈন্যরক্ষক সেই সলিলে তৃণের ন্যায় উহ্যমান ও তাঁহার রথ বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ এই সলিলাক্রম হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে শোষণাস্ত্র যোজনা করতঃ পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ দিবাকর কর্ত্তৃক ত্রিযামা অপসারিত হয়, সেইরূপ, সেই শোষণাস্ত্রকর্ত্তৃক পৃথিবী পরিশোষিত হইলে অম্বুময়ী মায়ার শান্তি হইল। পরে মূর্খদিগের ক্রোধের ন্যায় সেই অস্ত্রতাপ প্রজাগণকে সন্তাপিত করিয়া রণস্থলীতে শুষ্কপত্রসমাকীর্ণ করতঃ বিরাজ করিতে লাগিল। তখন সেই কনকদ্রবপ্রভ অস্ত্রতাপ রাজভার্য্যার অঙ্গরাগের ন্যায় দিক্ সমুদায়কে রঞ্জিত করিয়া তৎসদৃশ

আকারে বিরাজ করিতে লাগিল। সিন্ধুরাজের বিপক্ষগণ গ্রীষ্মকালীন দাবানলোত্তপ্ত কোমল পল্লবের ন্যায় সেই ঘর্ম্মময়ী মায়ার দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল৬৮।৭৪। অনন্তর বিদূরথ স্বপক্ষীয় দিগের তৎক্লেশ নিবারণার্থ কোদণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিয়া পর্জ্জন্যাস্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ করিলেন৭৫। পর্জ্জন্যাস্ত্রের সামর্থ্যে তমাল বনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপংক্তি উদিত হইতে লাগিল। সেই সকল মেঘ হইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপতিত ও শীকর সম্পৃক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্গাত্রে বিদ্যুৎপুঞ্জ, সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় ও সুন্দরী যুবতীর কটাক্ষের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে তাদৃশ মেঘমণ্ডলের সঞ্চরণে দিক্ বিদিক্ প্রপূরিত হইল৭৬।৮০। অনন্তর মুষলধারে ও মহাশব্দে কৃতান্তদৃষ্টিসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল৮১। এই মেঘাস্ত্রের যুদ্ধে পাতাল তল হইতে অনলের ন্যায় উষ্ণ বাষ্প সমুত্থিত হইয়াছিল। আত্মবোধ সমুপস্থিত হইলে যেমন নিরতিশয় আনন্দরসের আবির্ভাব হয়, সংসার বাসনা তিরোহিত হয়, সেইরূপ, সে বাষ্প, ক্ষণকাল মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রশমিত হইয়া গেল৮২।৮৩। তৎকালে পৃথিবী পঙ্কপরিপূর্ণ হওয়াতে লোক সকলের চলাচল রহিত হইয়াছিল। এবং মহারাজ সিন্ধু যেন সিন্ধুসলিলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন৮৪। অনন্তর সিন্ধুরাজ বায়ু অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা আকাশকোটর পরিপূর্ণ হইল ও সেই বায়ুব্যূহ যেন প্রমত্ত হইয়া কল্পান্তকালীন বায়ুর ন্যায় ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল৮৫। জনগণ সেই প্রবল মারুতে আহত হইয়া যেন অশনিনিপাতে নিপীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল ও যোধগণ প্রতিযোধগণের প্রতি শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেরূপ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেই প্রলয়সমীরণসদৃশ মহাসমীরণ সেই প্রকার শব্দ করতঃ রণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল৮৬।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন নীহার ও ধূলি পরিপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে বনস্থলী কম্পিত, বৃক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ উদ্ধৃত ও আকাশে পক্ষিবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভটগণ উৎপতিত ও নিপতিত, সৌধ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও অভ্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল[১।২]। নদী যেমন সবেগে জীর্ণ পল্লব বহন করে, তাহার ন্যায় বিদূরথের রথ সেই ভীম-বায়ুবেগে বাহিত হইতে (উড়িতে) লাগিল[৩]। মহাস্ত্রবিদ্ বিদূরথ তন্মুহূর্ত্তে পর্ব্বতাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন বোধ হইল, তাঁহার এই মহাস্ত্র যেন বিদূরথের প্রেরিত জলধরের বারিবর্ষণের সহিত নভোমণ্ডল গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৪]। ক্ষণমধ্যে সেই অতি বিস্তৃত প্রচণ্ড বায়ু শৈলাস্ত্র দ্বারা সমাহত হইয়া শমতা প্রাপ্ত হইল[৫]। তখন বায়ুসমুড্ডীন অন্তরীক্ষগত বৃক্ষ সমূহ কাকসমূহের ন্যায় ভূতলস্থ শব-ব্যূহোপরি নিপতিত হইতে দেখা গেল, এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থ পুর, গ্রাম, বন, লতা মনুষ্য প্রভৃতির স্থৎকার (নিশ্বাস শব্দ) ডাংকার (লুণ্ঠন রব) ভাঙ্কার (অন্যান্য ভীষণ শব্দ) ও চিৎকার (উদ্ভট সামরিক গণের শব্দ) শব্দ সকল শমতা প্রাপ্ত হইল[৬।৭]।

অনন্তর সিন্ধুরূপ সিন্ধুরাজ স্বসৃষ্ট পর্ব্বতাস্ত্রপ্রভব মৈনাকাদি পর্ব্বত সকল পর্ণবৎ নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইতেছে (উড়িতেছে) দেখিয়া সুদীপ্ত বজ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই বজ্রাস্ত্র হইতে বজ্র সমূহ বিনির্গত হইয়া অনলের ইন্ধন ভক্ষণের ন্যায় সেই সকল গিরীন্দ্রতিমির পান করিয়া ফেলিল[৮।৯]। এই অস্ত্রের চঞ্চুসদৃশ অগ্রভাগ দ্বারা সেই সমস্ত গিরিশিখর সমূহ খণ্ডিত হইয়া বাতছিন্ন ফল সমূহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল[১০]।

অনন্তর বিদূরথ বজ্রাস্ত্র শান্তির নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত হইল[১১]। সিন্ধুরাজ বজ্রাস্ত্র প্রশমিত দেখিয়া শ্যামবর্ণ পিশাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন দিগ্-দিগন্ত হইতে অতি ভয়প্রদ পিশাচপংক্তি রণস্থলে আগমন করিতে

লাগিল। দিবাকর তদ্দ্বারা যেন নিতান্ত ভীত হইয়া সন্ধ্যাকালের ন্যায় শ্যামতা প্রাপ্ত হইলেন। অন্ধকার সদৃশ ভীষণ পিশাচগণ যেন মূর্ত্তিমান্ ভয়ের ন্যায় ভূতলে আগমন করিল[১২।১৩]। সেই সমস্ত পিশাচগণ দগ্ধস্তম্ভাকার, তালসহকারে নর্ত্তনশীল ও ভীষণাকার সম্পন্ন। ইহারা কাহারও মুষ্টিগ্রাহ্য নহে (কেহ ইহাদিগকে ধরিতে পারে না)। ইহারা দীর্ঘকেশসম্পন্ন ও কৃশাঙ্গ। এই নভশ্চর পিশাচগণের মধ্যে কেহ কেহ গ্রাম্যগণের ন্যায় শ্মশ্রুধারী, কৃষ্ণবর্ণ ও মলিনাঙ্গ। মূঢ়ব্যক্তিরা সভয় অন্তঃকরণে সেই সমস্ত অস্থি, কপাল, বজ্র ও অসিধারী সচঞ্চল পিশাচ দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই সমস্ত পিশাচ গ্রাম্যজনগণের ন্যায় ক্রূর ও দীন স্বভাব। ইহারা তরু, কর্দ্দম, রথ্যা, শূন্য পুরি ও শূন্য গৃহাভ্যন্তরে গমনানুরক্ত, সৃক্কণীলেহনশীল, প্রেতরূপী ও বিদ্যুতের ন্যায় দৃশ্য ও অদৃশ্য স্বভাব[১৪।১৭]। এই সমস্ত পিশাচ উন্মত্ত হইয়া হতাবশিষ্ট শত্রু বল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথসৈন্যগণ হতচেতন, ভিন্নাস্ত্র, আয়ুধহীন, বর্ম্মবিহীন ভীতচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতাবিষ্টচেতার ন্যায় কথন হস্ত, পদ, অঙ্গ ও মুখাদি কর্ষণ, কথন কৌপীন ও উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ, কথন বিষ্ঠা মূত্রাদি বর্জ্জন, কথন উন্মত্তের ন্যায় নর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল[১৮।২০]। অতঃপর যখন এই সকল পিশাচেরা বিদূরথকে আক্রমণ করিল, তখন বিদূরথ পরপ্রমুক্ত পিশাচসংগ্রামকারিণী মায়া অবগত হইয়া ক্রোধভরে রূপিকাস্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ করিলেন[২১।২২]। তখন ভূতল হইতে বিবিধাকারের রূপিকা সমুত্থিত হইয়া ব্যোমমণ্ডল আক্রম করিল। তাহারা ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজ, ভীমলোচন, কোঠরলোচন ও চঞ্চলশ্রোণিপয়োধর[২৩।২৪]। তাহাদের মধ্যে কতক উদ্ভিন্ন যৌবনা, কতক বৃদ্ধা, কতক পীবরাঙ্গী, কতক জরাজীর্ণদেহা, কতক সুন্দরজঘনা, কতক বিরূপজঘনা, কতক বিবৃত্ত ও বিকৃতনাভি, কতক বিস্তৃত ও কূপসদৃশ জননেন্দ্রিয় যুক্ত[২৫]। কাহার কাহার হস্তে শোণিতপূর্ণ নরকপাল ও নরশির। তাহাদের গাত্র সায়ংকালীন অভ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তাহারা অস্থি ও মাংস চর্ব্বণ করিতেছে। তাহাদিগের সৃক্কদ্বয় হইতে নিরন্তর রুধিরধারা ক্ষরিত হইতেছে[২৬]। তাহারা নানাপ্রকারে শরীর সঞ্চালন করিতেছে। তাহাদের ঊরুদেশ শীলার ন্যায় কঠিন ও ভুজগের ন্যায় বক্র, তাহাদের পার্শ্ব ও কর অত্যন্ত দৃঢ়[২৭]। তাহারা মৃত বালকগণকে মালা স্বরূপে ধারণ ও

অস্ত্ররজ্জু হস্তে করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। সেই সকল রূপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ কুক্কুরবদনা, কেহ কেহ কাকাস্যা, কেহ কেহ উলূকমুখী, কেহ কেহ নিম্নবক্ত্রা এবং কেহ কেহ নিম্নহনু ও নিম্নোদরী[২৮]। এই সকল রূপিকা দুষ্কৃতকারী দুর্ব্বল বালকের ন্যায় সেই সকল পিশাচগণকে পতিত্বে গ্রহণ করিল। তখন পিশাচ ও রূপিকা এই উভয় সৈন্য একতা প্রাপ্ত হইল এবং ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইয়া শবাহরণ পূর্ব্বক নর্ত্তন করিতে করিতে পরস্পর হস্ত ধারণ করতঃ দিক্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইতে লাগিল। অপিচ, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল[২৯।৩০]। তাহারা মহাজিহ্বা নিষ্কাশিত করিয়া নানা প্রকার মুখবিকার দেখাইতে আরম্ভ করিল। এই সকল লম্বোদর, লম্বভুজ, লম্বকর্ণ, লম্বোষ্ঠ ও লম্বনাসিকা রূপিকা ও পিশাচ গণ কখন রুধিরসলিলে নিমগ্ন ও তাহা হইতে পুনঃ উন্মজ্জিত হইতে লাগিল এবং রক্ত মাংসরূপ মহাপঙ্কে নিপতিত হইয়া পরস্পর সানন্দে আলিঙ্গন অভ্যাস করিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর ভূধর দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র সমালোড়িত হইতেছে ও তন্মুখনির্গত কল কল ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ সমাকুল করিতেছে[৩১।৩৩]। বিদূরথ সিন্ধুরাজের সম্বন্ধে এইরূপ মায়া বিস্তার করিলে সিন্ধুরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া তদ্বিনাশার্থ বেতালাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহা হইতে তখন সমস্তক অমস্তক নানা প্রকার বেতাল অর্থাৎ শব আবির্ভূত হইয়া পরবলমর্দ্দন বেশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল[৩৪।৩৫]। সেইরূপে পিশাচ, বেতাল ও রূপিকাগণ সমবেত হইলে বোধ হইল, যেন এই সকল উগ্রবল সৈন্য উর্ব্বীভক্ষণে সমর্থ ও উদ্যত হইয়াছে[৩৬]। অনন্তর বিদূরথ সিন্ধুরাজের সে মায়া সংহার পূর্ব্বক সিন্ধুরাজসৈন্যের প্রতি পর্ব্বতপ্রমাণ ত্রৈলোক্য প্রহননক্ষম রাক্ষসাস্ত্র সৃজন করিলেন। তখন বৃহৎকায় রাক্ষসগণ সর্ব্বদিক্ হইতে বিনিক্রান্ত ও আগত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইল, যেন পাতাল হইতে মূর্ত্তিমান্ নরক সমূহ আগমন করিতেছে। সুরাসুরভীতিপ্রদ, গভীরগর্জ্জন ও ভীষণ নিনাদ সম্পন্ন, কবন্ধনৃত্যসঙ্কুল, মেদমাংসোপদংশাঢ্য, (মাংসচর্ব্বণকারী) রুধিরাসবসুন্দর ও নর্ত্তনশীল কুষ্মাণ্ড, বেতাল ও যক্ষ সঙ্কুল এই রাক্ষসবল অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল[৩৭।৪২]।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন ধৈর্য্যশালী সিন্ধুরাজ ঘোর সংগ্রামবিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া স্বসৈন্য রক্ষা ও পরসৈন্য বিনাশ উদ্দেশে বৈষ্ণবাস্ত্র স্মরণ করিলেন[১]। সেই অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহা হইতে রাশি রাশি চক্রাস্ত্র ও অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল[২।৩]। সেই সকল অস্ত্রপঙ্‌ক্তি শত সূর্য্য সমুদ্ভাষিত দিক্‌তটের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইল। তাহা হইতে গদা, শিতধার বজ্র, পট্টিশ, শিতধার শরনিকর ও শ্যামবর্ণ খড়্গ সমূহ আবির্ভূত হইয়া রণাকাশ আচ্ছাদিত করিল[৪।৬]।

অনন্তর বিদূরথ সেই বৈষ্ণবাস্ত্র শান্তির নিমিত্ত তদনুরূপ বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাহা হইতেও শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র মেঘ হইতে নির্গমের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডলে সেই সকল অস্ত্রের শৈলবিদ্রাবণকারী তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল[৭।৯]। সেই যুদ্ধে আপতিত শরনিকর দ্বারা শূল, অসি, খড়্গ ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র চূর্ণ, মুষল নিপাতনে প্রাস ও শক্তি সমুদয় খণ্ডিত হইতে লাগিল[১০]। মুদ্গররূপ মন্দরভূধর দ্বারা শররূপ অম্বুনিধি মথিত ও গদাবদন হইতে দুর্ব্বার প্রতিযোদ্ধার ন্যায় অসি সকল বিনির্গত হওয়ায় তদ্দ্বারা বিপক্ষ দল আলোড়িত হইতে লাগিল[১১]। তৎপ্রসূত প্রাসাস্ত্র সকল জনবিনাশোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় সেই যুদ্ধে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যায়, যাহার আঘাতে কুলাচলও ভগ্ন হয়, সেই সর্ব্বায়ুধক্ষয়কর চক্রাস্ত্র অকুণ্ঠিত আকারে ঊর্দ্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অতঃপর শঙ্কু অস্ত্রের দ্বারা শূল ও শিলাশাণিত অসি তিরোহিত এবং ভুষণ্ডীর দ্বারা দণ্ড ও ভীষণ ভিন্দিপাল নির্জ্জিত হইতে দেখা গেল[১২।১৩]। সর্ব্বসংহারসমর্থ উৎকৃষ্ট শূলধারী রুদ্রের ন্যায় এক একটি আয়ুধশ্রেষ্ঠ শূল সমুদায়কে কুণ্ঠিত ও সমুৎসাদিত করিল এবং শত্রুবিদ্রাবণকারী কুটিল গমনে সংচ্ছিন্ন আয়ুধ সকল কুটিলগতি অবলম্বনে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হেতি ও অস্ত্র

সকল চূর্ণ হওয়াতে তাহার চট চটা শব্দে ও তাহা হইতে সমুত্থিত ধূমরাশির দ্বারা গগন মণ্ডল ধ্বনিত ও পরিপূরিত হইল[১৬।১৭]। এই রূপে উভয়পক্ষীয় অস্ত্র আকাশ পথে যুদ্ধ করতঃ পরস্পর দ্বারা পরস্পর সঙ্ঘটিত হওয়াতে মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তদুত্থ ভয়ঙ্কর শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ মনে করিতে লাগিলেন, বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্র নিবারণ মাত্র করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। ইহার পরাক্রম ফুরাইয়া গিয়াছে। যে যৎকিঞ্চিৎ আছে তাহা আমার নিকট তুচ্ছ। সিন্ধুরাজ এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধে অবহেলা করতঃ অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূরথ অশনি শব্দের ন্যায় মহানাদ উত্থাপন করতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন[১৮।২০]। তখন সেই অস্ত্রের প্রভাবে সিন্ধুরাজের রথ শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। অনন্তর হেতিপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলে সেই রাজদ্বয়ের একতর সন্নদ্ধকলেবর ও প্রাবৃট্ পয়োধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নারায়ণাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষণকাল এইরূপ ঘোর সংগ্রাম হইল[২১।২২]। উভয়েই তুল্যবলশালী, সুতরাং কাহার ন্যূনাধিক্য দেখা গেল না। এই অবসরে সিংহ যেমন বন দগ্ধ হইলে বনকন্দর হইতে নির্গত হয়, তেমনি, সেই হুতাশন সিন্ধুরাজের রথ ভস্মসাৎ করিয়া সিন্ধুরাজকেও আক্রমণ করিল। তখন সিন্ধুরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা সেই প্রবল আগ্নেয়াস্ত্রের শমতা করতঃ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং খড়্গ পরিচালন আরম্ভ করিলেন। অনন্তর নিমেষ মাত্রে করবাল দ্বারা মৃণালের ন্যায় বিপক্ষ রাজার রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বিদূরথও বিরথ ও অসিধারী হইলেন[২৩।২৬]। এখন উভয়েই সমায়ুধ। এই সমায়ুধ, সমোৎসাহ ও সমযোদ্ধা বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের খড়্গ, ক্রকচের ন্যায় কঠিন বর্ম্ম বিদারণে সমর্থ[২৭]। ইত্যবসরে বিদূরথ খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ করতঃ তাহা সিন্ধুরাজের উচ্ছেদার্থে পরিত্যাগ করিলেন[২৮]। অশনিপাতের ন্যায় ও সিন্ধুসলিলের উচ্ছ্বাসের ন্যায় মহোৎপাত সূচক সেই শক্তি অবিচ্ছিন্ন বেগে ভীষণরবে সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল[২৯]। যেমন স্বীয় কামিনী ভর্ত্তার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করে না, সেইরূপ, সেই শক্তি

সমাগতা হইয়াও সিন্ধুরাজের মৃত্যুসাধন করিল না। কিন্তু তদ্দারা তিনি সমাহত হওয়ায়, হস্তিগণ্ড হইতে যেরূপ মদক্ষরণ হয়, তাঁহার দেহ হইতে সেইরূপ শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তদ্দেশবাসিনী লীলা সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া পূর্ব্বলীলাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! দেখুন, নরসিংহসদৃশ আমাদের ভর্ত্তা সিন্ধুরাজকে নিহত করিলেন[৩০।৩২]। ঐ দেখুন, উন্নতস্কন্ধ সিন্ধুরাজ শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, সরোবরমধ্যস্থিত গজেন্দ্রের কর হইতে যেরূপ ফুৎকার শব্দে সলিল নির্গত হয়, সেইরূপ, উহাঁর বক্ষঃ হইতে চুলু চুলু শব্দে শোণিত নির্গত হইতেছে[৩৩]।

হায় হায়! পুনর্ব্বার সিন্ধুর আরোহণার্থ সুবর্ণময় রথ সমানীত হইয়াছে। এই রথ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় ও ইহার অশ্ব পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ন্যায়। হে দেবি! ঐ দেখুন, ঐ রথও মুদ্গরাঘাতে চূর্ণিত হইল[৩৪।৩৫]। যেমন পার্থশরনিপাতে নিবাতকবচগণের সুবর্ণ নগর বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, * আমার পতি সেইরূপ বিঘূর্ণিত ও হরিদ্বর্ণ দ্রুমের ন্যায় সমুচ্ছিত সমানীত রথে সিন্ধুরাজকে বঞ্চনা করিয়া আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন[৩৬]।

কি কষ্ট! সিন্ধুরাজ আবার শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিল। আর্য্যপুত্র বিদূরথ এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম এবং ছিন্নগাত্র হওয়াতে সাতিশয় সমাকুল হইলেন। হা ধিক্! হায় হায়! কি কষ্ট! সিন্ধু এবার আর্য্যপুত্রের হৃদয় ও মস্তক বজ্রসদৃশ বাণ দ্বারা আঘাতিত করিল। হায় হায়! আর্য্যপুত্রকে এবার ভূতলে নিপাতিত করিল[৩৭।৪১]। ঐ যে, তিনি চেতনা লাভ করতঃ সমানীত অন্যরথে কষ্টে আরোহণ করিতেছেন। এ কি! দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধুরাজ খড়্গ দ্বারা রথারোহণেচ্ছু মহারাজার শির-

* অর্জ্জুনের নামোল্লেখ থাকাতে রামচন্দ্রের সময়ের পূর্ব্বে পার্থের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু তাহা নহে। অর্জ্জুন দ্বাপর যুগের শেষে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরযুগ এক নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বহু শত দ্বাপর অতীত হইয়াছে। অতএব, রামচন্দ্রের সময়ে, যে অর্জ্জুনের কথা লিখিত হইয়াছে সে অর্জ্জুন অন্য দ্বাপর যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন লোক সকল সেই অর্জ্জুনের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ঋষি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিবাত কবচগণের সুবর্ণ নগর পরিচালনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

চ্ছেদন করিল। হায় হায়! কি খেদ! দেবি! আমার ভর্ত্তার স্কন্ধদেশ অবলোকন করুন। দেখুন, আমার ভর্ত্তার ছিন্নশির হইতে পদ্মরাগ সন্নিভ শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। হা ধিক্! হায়! কি কষ্ট! পাদপ যেমন ক্রকচ দ্বারা ছিন্ন হয়, আমার ভর্ত্তার মৃণাল সদৃশ কোমল জানুদ্বয় তাহার ন্যায় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক শিতধার খড়্গ দ্বারা ছিন্ন হইল। হায়! আমি হত হইলাম, মৃত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও উপহত হইলাম!৪২।৪৪

ভর্ত্তৃভাবদর্শনকাতরা সেই লীলা ঐরূপ বিলাপ করিয়া পরশুছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা মূর্চ্ছিতা ও অবসন্না হইলেন। এ দিকে বিদূরথ শত্রু কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পতনোন্মুখ হইলে সারথি তাঁহাকে গৃহে আনয়নার্থ রথ দ্বারা বহন করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সিন্ধুরাজ তাঁহার অনুগামী হইয়া তদীয় কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিল। বিদূরথ অর্দ্ধছিন্নস্কন্ধ অবস্থায় সরস্বতীর প্রভাবপূর্ণ গৃহে সারথি কর্ত্তৃক প্রবেশিত হইলেন। যেমন মশক জ্বালোদর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সিন্ধুরাজ পদ্মগৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না৪৫।৪৯। অনন্তর সারথি সেই খড়্গানিকৃত্তগলনালী হইতে নির্গত শোণিতধারার দ্বারা পরিষিক্তগাত্র-বস্ত্র-তনুত্র-সহ বিদূরথকে গৃহে প্রবেশিত করাইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখস্থিত কোমলাস্তরণসমন্বিত সুখমরণযোগ্য কোমল শয্যায় স্থাপিত করিলেন৫০।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অনন্তর যুদ্ধে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক মহারাজা বিদূরথ হত হইলেন, হত হইলেন, এই শব্দ সমুত্থিত হইলে সেই রাজ্য মহাভয়ে ব্যাকুলিত হইল[১]। নগরবাসীরা গৃহসামগ্রীসহ শকটারোহণে কলত্রাদির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়ন আরম্ভ করিল। দুর্দ্দম্য শত্রুগণ পথিমধ্যে তাহাদের কলত্রাদি কাড়িয়া লইতে লাগিল। লোক সকল পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নগর অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল[২।৩]। বিপক্ষীয় জনগণের নৃত্য, জয়লাভজনিত আনন্দ নিনাদ, আরোহিবিহীন হস্ত্যশ্বের শব্দ ও কবাটোৎপাটনের শব্দ মিলিত হইয়া ভয়প্রদ হইতে লাগিল। লুব্ধ যোধবৃন্দ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে চোরেরা চুরি আরম্ভ করিল, দুরাত্মারা নরনারী বধ করিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট লোক রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিল, পামরগণ রাজভোগ্য অন্নাদি অপহরণ করতঃ ভক্ষণে উন্মুখ হইল, হেম-হার-ধারী শিশুগণ বীরগণ কর্ত্তৃক পদদলিত ও আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল,[৪।৭] দুরাশয় যুবক কর্ত্তৃক অনেক যুবতীর কেশাকর্ষণ হইতে লাগিল, চৌরগণের হস্তচ্যুত মহামূল্য রত্নরাজি পথে নিপতিত হওয়ায় তল্লব্ধ পথিকের বদন হাস্যপ্রফুল্ল হইতে দেখা গেল এবং হয়, হস্তী ও রথাদির মহা আড়ম্বর দৃষ্ট হইল। সিন্ধুপক্ষীয় সমস্ত রাজারা ব্যগ্র হইয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অদ্য সিন্ধুরাজ এই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কেহ অভিষেক দ্রব্য আনয়নের আদেশ করিতেছে, কেহ গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কোন মন্ত্রী শিল্পীদিগকে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য আদেশ দান করিতেছেন। সিন্ধুরাজের প্রিয় পাত্রেরা অট্টালিকোপরি আরোহণ করতঃ গবাক্ষের অন্তরাল দিয়া নগরের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন[৮।১০]। সিন্ধুরাজের পুত্র অভিষিক্ত হইলে তৎপ্রতি জয়শব্দ সমুদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। ভটগণ (শান্তিরক্ষক বীরগণ) চোর দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত

হইল। সিন্ধুপক্ষীয় রাজন্যবর্গ সিন্ধুরাজ কর্তৃক স্থাপিত রাষ্ট্রমর্য্যাদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয় ব্যক্তি সকল প্রচ্ছন্নভাবে গ্রামান্তরে অবস্থিতি করিলেও বিপক্ষরাজ কর্তৃক সমাক্রান্ত হওয়ায় তথা হইতে বিদ্রুত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজের সৈন্যগণ তদ্রাজ্যস্থিত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। চৌরগণ অপহরণাভিলাষে রাজপথ অবরোধ করাতে মনুষ্যগণের গমনাগমন রহিত হইতে লাগিল। বিদূরথের বিয়োগদুঃখে আজ্ জনগণের দিবসেও সনীহার আতপ (সূর্য্যকিরণ) অনুভূত হইতে লাগিল[১১।১৩]। মৃত বন্ধুগণের রোদনধ্বনিতে, জিতশত্রু দিগের তূর্য্য রবে এবং হয় হস্তী ও রথ প্রভৃতির শব্দে ঐ নগর যেন পরিপূর্ণ হইয়াছে। জনগণ "একছত্র ভূমণ্ডলাধিপতি সিন্ধুরাজের জয়" এইরূপ ঘোষণা করতঃ নগরে নগরে ভেরী বাদন করিতে লাগিল[১৪।১৫]।

যেমন যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে অপর মনু জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত সমাগত হন, সেইরূপ, উন্নতস্কন্ধ মহারাজ সিন্ধু আজ্ অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন[১৬]। রত্নরাজি যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, সেইরূপ, আজ্ দশ দিক্ হইতে বহুবিধ রাজস্ব সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজপুরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল[১৭]। চতুর্দ্দিকে সিন্ধুনামাঙ্কিত চিহ্ন সংস্থাপিত হইল। প্রত্যেক দেশের ও পুরের নিয়ম বিভিন্ন হইয়া উঠিল। পবন প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলে যেমন তৃণ, পর্ণ ও ধুলি প্রভৃতির আবর্ত্তন প্রশান্ত হয়, সেইরূপ, রাজবিপ্লবজনিত উৎপাত পরম্পরা শীঘ্র তিরোহিত হইয়া গেল এবং যেন নিমেষ মধ্যে দেশের সমুদায় বিপ্লব ও উপপ্লব নিরাকৃত ও দিক্ সকল প্রশান্ত হইয়া গেল। সমীরণ এখন সিন্ধুরমণীগণের মুখকমলস্থিত অলকারূপ ভ্রমরপঙ্ক্তি সঞ্চালিত করতঃ বদনকমলস্থ স্বেদবিন্দুরূপ মধুপানে প্রমত্ত হইয়াই যেন সকল প্রদেশের সন্তাপ ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি ক্লেশকর পদার্থ দূরীকৃত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল[১৮।২২]।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এ দিকে জ্ঞপ্তিসমভিব্যাহারিণী লীলা সম্মুখবর্ত্তী ভর্ত্তাকে শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ও মূর্চ্ছিত অবলোকন দেখিয়া দেবী সরস্বতীকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, অম্বিকে! আমার ভর্ত্তা দেহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরস্বতী বলিলেন, পুত্রি! রাষ্ট্রবিপ্লব ও মহাড়ম্বরসম্পন্ন সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও রাষ্ট্র ও মহীতল দুএর কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। কেননা, এই স্বপ্নাত্মক জগৎ ভাসমান হইলেও ইহার স্থিতি নাই[১।৩]। অনঘে! তোমার ভর্ত্তা বিদূরথের এই পার্থিব রাজ্য ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরস্থ গৃহাকাশে ও ভূপতি পদ্মের তথাবিধ ব্রহ্মাণ্ডও সেই বশিষ্ঠব্রাহ্মণের গৃহাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই বশিষ্ঠব্রাহ্মণগৃহের মধ্যস্থিত শবগৃহে এই জগৎ ও এই জগন্মধ্যে এই বিদূরথব্রহ্মাণ্ড উভয়ই অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি, আমি, এই লীলা, এই বিদূরথ ও এই সসাগরা মেদিনী প্রভৃতি মিথ্যা জগত্রয় সেই গিরিগ্রামীয় বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থিত রহিয়াছে[৪।৮]। স্বীয় আত্মাই উক্ত আকারে কখন বৃথা প্রকাশিত, কখন বা অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। যে আত্মা ঐ প্রকার হন, সেই আত্মাই উৎপত্তি বিনাশবিবর্জ্জিত পরম পদ[৯]। সেই অনাময় শান্ত পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, তিনিই মণ্ডপগেহান্তে স্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা আপনিই আপনাতে সমুদিত আছেন[১০]। লীলে! পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপদ্বয়ের মধ্যে যে ভূতাকাশ, বস্তুতঃ তাহাতেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ তাহাতেও জগৎ নাই। যখন তাহা ভূতাকাশেও নাই, তখন চিদাকাশে থাকিবার সম্ভাবনা কি? ভাবিয়া দেখ, ভ্রমদ্রষ্টা না থাকিলে ভ্রান্তি কোথায় ও কাহার হইবে? অতএব, ভ্রমেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা আছে, তাহা সেই নিত্য পরমপদ[১১।১২]। দৃশ্য কি? দৃশ্য দ্রষ্টার ব্যাপারের আধার সুতরাং কোনও দ্রষ্টা আপনাতে আপনার ব্যাপার আহিত করিতে সমর্থ নহে। কর্ত্তা আপনিই আপনার কর্ম্ম, ইহা অসম্ভব। অতএব, দ্রষ্টৃ দৃশ্যের দৃষ্ট ক্রম অদ্বৈতবাদের ভূষণ। বৎসে! দৃশ্যভ্রান্তির অভাব হইলে

ও দৃশ্য উভয়ের অভাব হয়। দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অভাব হইলে অদ্বয় পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। বস্তুতঃ উক্ত পদ (প্রাপ্য আত্মা) পরম ও উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত। চিদাত্মপদই স্বতঃ উক্তপ্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩।১৪]। সেইজন্যই বলিতেছি, সেই মণ্ডপগৃহে জনগণ স্ব স্ব ভাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবস্থাতেই বিহার করিতেছেন। অথচ তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই নাই। নাই বলিয়াই বলা যায়, জগৎ অজ ও আকাশস্বরূপ[১৫।১৬]। অজ্ঞদৃষ্টির দ্বারাই উক্তবিধ অহম্ভাবের সাক্ষী-ভুত চিদাকাশ জগৎস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই মরু ও ভূধর প্রভৃতি দৃশ্য সেই শূন্যরূপী চিদাত্মার স্বরূপ। ঐ সকলের দৃশ্যতা স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরীর ন্যায় অলীক[১৭]। জনগণ স্বপ্নে কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত স্থানে তৎপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতাদি ভাসমান (অবস্থিত) দর্শন করে[১৮]। এক পরমাণুতে (পরমাণুতুল্য মনে) লক্ষ্য লক্ষ্য জগৎ দেখা যায়, সে সকল বিবিধ বেশে কদলীত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে অবস্থিত রহিয়াছে[১৯]। স্বপ্ন নির্ম্মিত পুর ও নগরাদির অব-স্থিতির ন্যায় চিদণুর (জীবভাবের) মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং ত্রিজগতের মধ্যে চিদণু ও চিদণুর মধ্যে আরও এক একটী জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে[২০]। লীলে! সেই সকল জগতের মধ্যে যে জগতে ভূপতি পদ্মের শব অবস্থিত আছে, তোমার সপত্নী লীলা পূর্ব্বেই তোমার অজ্ঞাতসারে তথায় গমন করিয়াছেন। তুমি দেখিলে, তোমার সম্মুখে লীলা মূর্চ্ছিতা হইলেন। যেই মূর্চ্ছা হইল সেই তিনি ভর্ত্তা পদ্মের নিকটে গিয়া স্থিতা হইয়াছেন[২১।২২]।

লীলা বলিলেন, দেবি! তিনি তথায় কি প্রকারে দেহধারিণী হইয়া আমার সপত্নী ভাব অবলম্বন করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন? এবং মহা-রাজ পদ্মের গৃহবাসী সেই সমস্ত জনগণ তাঁহার কি প্রকার রূপ দর্শন করিতেছেন? আর তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা কিইবা বলিতেছেন? এই সমস্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন[২৩।২৪]।

দেবী বলিলেন, লীলে! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সেই বিদূরথরূপ তোমার স্বামী ভূপতি পদ্ম সেই শবাশ্রয়ীভূত সদ্মে সেই নগরাদিভাবে

পরিদৃশ্যমান জগন্ময়ী ভ্রান্তি দর্শন করিতেছেন[২৫]। বৎসে! এই যুদ্ধ ভ্রান্তি-যুদ্ধ। এই সমস্ত জনও জন নহে; সমস্তই ভ্রান্তি। বস্তুতঃ জন্মাদি-বিক্রিয়ারহিত আত্মাই সংসার[২৬।২৭]। লীলা যে ভূপতি পদ্মের দয়িতা হইয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তির ক্রম ও ভ্রান্তির বিলাস। হে বরারোহে! তুমি ও এই লীলা তোমরা উভয়েই স্বপ্নসদৃশ[২৮]। তোমরা যেমন মহারাজ পদ্মের স্বপ্ন, তেমনি, মহারাজ পদ্মও তোমাদের স্বপ্ন। তোমাদের এই ভর্ত্তা ও আমি, ইহাও তোমাদের অন্যবিধ স্বপ্ন[২৯]। ঈদৃশী জগৎশোভা-কেই দৃশ্য কহে। বস্তুতঃ "ইহা দৃশ্য নহে" ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে দৃশ্যশব্দার্থ পরিত্যক্ত হইয়া যায়[৩০]। কেবল আত্মাই পরিপূর্ণ। তদাশ্রয়ে তুমি, লীলা, আমি ও এই নৃপতি প্রভৃতি জনসমাকীর্ণ সংসার তদীয় ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। এই নৃপতি প্রভৃতি, আমরা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, যে প্রকারে সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে সমুদিত হইয়াছে ও হইয়াছি, মনোহারিণী, হাস্যবিলাসশালিনী, নবযৌবনসম্পন্না চঞ্চলবদনা, সাধুশীলা, মধুরোদারভাষিণী, কোকিলস্বরসম্পন্না, মদমন্মথ-মন্থরা, অসিতোৎপলপত্রাক্ষী, পীনপয়োধরা, কাঞ্চনগৌরাঙ্গী, পক্কবিম্বফলা-ধরা রাজমহিষী লীলাও সেইরূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন[৩১।৩২]। তোমার ভর্ত্তা তোমারই মনঃকল্পিত এবং এই সপত্নী লীলাও তোমার মনঃকল্পিত ভর্ত্তার মনোবৃত্তিময়ী। যে দিন তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলামূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হইয়াছিল, সেই দিন চমৎকার স্বভাব চৈতন্যাকাশে তোমার ন্যায় আকারবিশিষ্টা এই লীলা দৃশ্যত্বে পরিণতা হইয়াছিল[৩৩]। যে দিন তোমার ভর্ত্তার মরণ হয়, সেই দিনই তোমার ভর্ত্তা এই বাসনাময়ী ও ত্বৎপ্রতিবিম্বময়ী লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন[৩৭]। চিত্ত যখন আধি-ভৌতিক ভাব অনুভব করে, তখন, আধিভৌতিক ভাবকে সৎস্বরূপ ও আতিবাহিক ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে। আর যখন চিত্ত আধি-ভৌতিক ভাবকে অসৎ বিবেচনা করে, তখন, আতিবাহিক সঙ্কল্পই সংরূপে অনুভূত হয়। এই লীলা বাসনাময়ী হইলেও তোমার ভর্ত্তা ইহাকে উক্ত কারণে বাসনাময়ী বলিয়া জানিতেন না, সত্য বলিয়াই জানিতেন[৩৮।৩৯]। হেতু এই যে, তোমার ভর্ত্তা মরণমূর্চ্ছান্তে পুনর্জ্জন্মময় ভ্রমে নিপতিত হইয়া এই বাসনাময় লীলার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে লীলাও তুমি অর্থাৎ সে তোমারই প্রতিবিম্ব। চিদাত্মার সর্ব্ব-

গামিত্ব হেতু তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছে। বলিতে কি, এ সমস্তই স্বদীয় বুদ্ধিস্থ বাসনার বিলাস[৪০।৪১]। যখন যে স্থানে যে বাসনা উদ্রিক্ত হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তখনই সেই স্থানে তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দেখার ন্যায় দেখেন[৪২]। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। অত্যন্ত অভিনিবেশের প্রভাবে যখন যে শক্তির উদ্রেক হয়, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তখন তাহারই অনুরূপে অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন[৪৩]। এই দম্পতি (পদ্ম ও লীলা) পূর্ব্বে মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরক্ষণেই আপন আপন হৃদয়ে পূর্ব্ববাসনার উদয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন। যথা—এই আমাদিগের পিতা, এই আমাদের মাতা, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ধন, এই আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, আমরা বিবাহিত হইয়া অভিন্ন হৃদয় হইয়াছি, এবং এই আমাদের পরিজনবর্গ, ইত্যাদি[৪৪।৪৬]। লীলে! এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বপ্ন। যেমন নিদ্রাবৃত্তির উদ্ভবমাত্রেই জাগ্রৎ বাসনা দেশদেশান্তর দেখায়, তেমনি, মরণমূর্চ্ছার পরেও পূর্ব্ববাসনার উদয়ে জীব বাসনানুরূপ সৃষ্টি অনুভব করে। তোমার পূর্ব্ববাসনা ঐরূপই ছিল, তাই তুমি তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতেছ। ইনি আমার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমি যেন বিধবা না হই[৪৭]।" আমিও ইঁহাকে বাসনানুরূপ বর দিয়াছিলাম। সেই কারণে লীলা ভর্ত্তার অগ্রে মৃতা হইয়াছেন। এখনও তিনি বালিকা। হে বরাঙ্গনে! তোমরা চৈতন্যেরই অংশরূপিণী এবং আমিও তোমাদের চেতনারূপা কুলদেবী ও পূজ্যা। আমি স্বভাবতঃই এইরূপ করিয়া থাকি[৪৮।৪৯]। এক্ষণে শ্রবণ কর, কিরূপে তিনি সদেহা হইয়া এখানে আসিয়াছেন।

অনন্তর সেই লীলার জীব প্রাণবায়ুসহকারে তদীয় মুখ হইতে বিনির্গত হইল। অনন্তর লীলা মরণমূর্চ্ছান্তে স্বীয়সঙ্কল্পে রচিত বুদ্ধিরূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। বাসনার উৎকর্ষে তিনি পূর্ব্ব দেহ স্মরণ করিয়া রবিকরবিকসিতা পদ্মিনীর ন্যায় বাসনানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনোহর কান্তকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বস্মৃতির দ্বারা ভূপতি পদ্মের মণ্ডপে গমন করতঃ স্বীয় ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হইলেন[৫০।৫২]।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর লব্ধবরা লীলা সেই বাসনাময় দেহে মহীপতি পতির সকাশে নভোমার্গে গমনোদ্যতা হইলেন[১]। তিনি চিন্তার দ্বারা শরীরধারীণীর ন্যায় হইলেন এবং পতি পাইবেন, সেই উৎসাহে আনন্দিত হইয়া সেই লঘু দেহে নভস্তল বিহঙ্গিনীর ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন[২]। এ দিকে তাঁহার সেই কন্যা জ্ঞপ্তিদেবী কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া তাঁহার অগ্রগামিনী হইয়াছেন। যেন তিনি লীলার সংকল্প রূপ আদর্শ (আয়না) হইতে অগ্রেই নির্গতা হইয়াছেন[৩]। লীলা সমীপবর্ত্তিনী হইলে কুমারী তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি ত সুখে আগমন করিতেছেন? আমি আপনার দুহিতা। আপনার প্রতীক্ষায় আমি এই আকাশপথে অবস্থিতি করিতেছি[৪]।

লীলা কুমারীকে দেবী জ্ঞান করতঃ বলিলেন, দেবি! নীরজলোচনে! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না। আপনি আমাকে শীঘ্র আমার ভর্ত্তৃসমীপে লইয়া যাউন। মহতের দর্শন নিষ্ফল হইবার নহে[৫]। তৎশ্রবণে কুমারী অন্য কিছু না বলিয়া বলিলেন, আসুন, আমরা উভয়ে তথায় গমন করিব। এই বলিয়া লীলার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং লীলাও আকাশপথ দেখিতে দেখিতে তাহার অনুগামিনী হইলেন[৬]। ভাবি শুভাশুভ লক্ষণ সূচক বিধাতৃবিহিত হস্তরেখা যেমন প্রাণিগণের করতল প্রাপ্ত হয়, তেমনি, লীলা ও কন্যা অম্বরকোটর (ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের মধ্যস্থল অর্থাৎ আকাশ মধ্য) প্রাপ্ত হইলেন[৭]। তাঁহারা প্রথমে মেঘ সঞ্চার স্থান অতিক্রম করিয়া বায়ুরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সূর্য্যমার্গ ও নক্ষত্রমার্গ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্বরিত গমনে বায়ু, ইন্দ্র, সুর ও সিদ্ধ দিগের লোক সকল উল্লঙ্ঘন করিলেন। পরে বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের লোক প্রাপ্ত হইলেন[৮।৯]। যেমন কুম্ভ ভগ্ন না হইলেও তন্মধ্যগত হিমানীর (বরফের) শীতলতা বহিরাগত হয়, তাহার ন্যায়, সেই সিদ্ধসঙ্কল্পা লীলা ব্রহ্মাণ্ডকর্পর হইতে নির্গতা হইলেন[১০]। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সেই চিত্তদেহা লীলা সঙ্কল্পসম্ভূত ঐ সকল

বিভ্রম স্বীয় অন্তরেই অনুভব করিতে লাগিলেন[১১]। লীলা উক্ত-প্রকারে ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মাণ্ডকপাল ভেদ করিয়া জলাদি সপ্ত পদার্থের সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অসীম অপার মহাচিদাকাশ। গরুড় যদি মহাবেগে শতকোটি কল্প উড্ডয়ন করেন, তাহা হইলেও এই চিদাকাশের অন্ত প্রাপ্ত হইবার নহে[১২।১৩]। এবম্বিধ মহাচিদ্গগনের অন্তরালে দেখিতে পাইলেন, যেমন মহাবনে অসংখ্য ফল থাকে, তাহার ন্যায় মহাচিদ্গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে[১৪]। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরের দৃষ্ট নহে। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ড অন্য ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাত নহে। (কেহ কাহার খবর রাখে না ও জানে না)। পরে কীট যেমন অলক্ষ্যে বদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরোবর্ত্তী বিস্তৃত আবরণ যুক্ত এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। সে ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির ভাস্বর পুরমণ্ডল আছে, সে সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্রস্থ নভোমণ্ডলের অধোভাগে শ্রীমান্ ভূপতি পদ্মের মহীমণ্ডলস্থিত রাজধানীস্থ লীলান্তঃপুরমণ্ডপ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক পদ্মনরপতির পুষ্পগুপ্ত শবের নিকট গিয়া অবস্থিতা হইলেন[১৫।১৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন; রাম! অতঃপর সেই বরাননা লীলা সেই কুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। যেন তিনি মায়ার ন্যায় কোথায় লুকাইয়া গিয়াছেন[১৮]। পরে লীলা সেই শবরূপী ভর্ত্তার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বীয় স্বাভা-বিক প্রতিভা বশতঃ এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন যে, আমার এই ভর্ত্তা সম্প্রতি সংগ্রামে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই বীরলোকে আগ-মন পূর্ব্বক এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন[১৯।২০]। পরে মনে করি-লেন, যাহাই হউক, আমি যে দেবীর প্রসাদে সশরীরে এই স্থানে উপনীতা হইয়া এই ভর্ত্তৃশব প্রাপ্ত হইলাম; ইহা আমার সমধিক সৌভাগ্যের ফল। আমিই ধন্যা। আমার সদৃশী রমণী ইহ জগতে আর কে আছে?[২১]। তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন, অনন্তর মনোহর চামর লইয়া সেই ভর্ত্তৃশব বীজন করিতে লাগিলেন[২২]।

ঐ সময়ে প্রবুদ্ধ লীলা জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! ইহারা পদ্মভূপতির সেই সমস্ত ভৃত্য, সেই সকল দাসী এবং সেই রাজাও এই অবস্থিত রহিয়াছেন। তাই জানিতে ইচ্ছা করি, এক্ষণে ইহারা

এই সমাগতা লীলাকে কে কিরূপ বুঝিবে, কে কি প্রকার বলিবে, কে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহা আমাকে বলুন[২৩]। দেবী বলিলেন, এই সেই রাজা, এই সেই লীলা ও এই সেই সমস্ত ভৃত্য, ইহারা কেহই চিদাকাশের একতা, অর্থাৎ পরমাত্মার পরিপূর্ণতা বা সর্ব্বব্যাপিতা ও আমাদিগের উভয়ের প্রভাব, মহাচিতের প্রতিভাস ও মহানিয়তির প্রেরণা প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে না। সকলেই সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সকলকে আপন আপন সম্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে। সুতরাং রাজা এই আমার ভার্য্যা, এই আমার সখী, এই আমার মহিষী ও এই আমার ভৃত্য, এইরূপ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু হে লীলে! এই রহস্য বা তথ্য তুমি, আমি ও বিদূরথপত্নী লীলা এই তিন্ ব্যতিরেকে অপর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না[২৪।২৭]। না বুঝিবার কারণ, ঐ সকল ব্যক্তির অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ হয় নাই।

প্রবুদ্ধ লীলা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি বর দিলেও ললিতবাদিনী লীলা কি নিমিত্ত স্থূল শরীরে পতিসমীপে আগমন করিতে পারিল না তাহা আমাকে বলুন[২৮]। দেবী বলিলেন, যদ্রূপ অন্ধকার আলোকে সংগত হয় না, তদ্রূপ, অপ্রবুদ্ধধী ব্যক্তিরা (যাহারা আপনাকে অস্থূল বলিয়া না জানে তাহারা) কদাচ স্থূল দেহে পবিত্র লোকে সমাগত হইতে পারে না[২৯]। সৃষ্টির আদিতে সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক এই নিয়তি (অবশ্যম্ভাবী নিয়ম) স্থাপিত হইয়াছে যে, সত্য কদাচ অলীকের সহিত মিলিত হইবে না[৩০]। যাবৎকাল বালকগণের বেতালসঙ্কল্প থাকে, তাবৎ তাহাদিগের নির্ব্বেতাল বুদ্ধি কি প্রকারে উদিত হইবে?[৩১] যাবৎকাল আপনাতে অবিবেকরূপ জ্বরের উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাতে বিবেকরূপ শীতাংশুর শৈত্য উদিত হইবে না[৩২]। "আমি পৃথ্ব্যাদিময় স্থূলদেহী, আকাশে আমার উত্তমা গতির সম্ভাবনা নাই" এইরূপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তির কিরূপে স্থূল শরীরে আকাশে উত্তমা গতি হইবে?[৩৩] যদি কেহ জ্ঞান, বিবেক, পুণ্যবিশেষ ও বর দ্বারা তোমার এই দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ঈদৃশ পরলোকে আগমন করিতে পারে, অন্যে নহে[৩৪]। যেমন শুষ্কপর্ণ প্রজ্বলিত অঙ্গারে শীঘ্র দগ্ধ হয়, তেমনি, সুবাসনার দৃঢ়তায় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে স্থূলদেহ

তখন বিশীর্ণ হইয়া যায়[৩৫]। বরের ও অভিশাপের দ্বারা পূর্ব্বকৃত জ্ঞান কর্ম্মের উদ্বোধনমাত্র * হয়, অন্য কিছু হয় না[৩৬]। রজ্জুতে "ইহা রজ্জু" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কি আর ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্প তাহাকে বিষমূর্চ্ছা প্রদান করিতে পারে? তাহা পারে না। সেইরূপ, যাহা আত্মাতে বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ যাহা অসত্য; কিরূপে তাহা সত্য কার্য্য প্রসব করিবে?[৩৭] "এ মরিয়াছে" এ জ্ঞান মিথ্যা-অনুভব মাত্র। পরিপুষ্ট পূর্ব্ব অভ্যাস দ্বারাই ঐরূপ অনুভব হইয়া থাকে। হে সুবুদ্ধিশালিনি! সৃষ্টির ঈদৃশ নিয়তি হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, রচিত হয় নাই। অবিদিতবেদ্য অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তির অন্তরে এই সংসার অনুভূত হইলেও, বস্তুতঃ ইহা জলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বাহ্যে প্রতিভাত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে[৩৮।৪০]।

* বর বল, আর অভিশাপ বল, সমস্তই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে লাভ ও সফল হয়। বর ও অভিশাপ সেই সেই ফলোন্মুখ কর্ম্মের সূচক মাত্র। যখন কর্ম্মফল ফলিবার সময় আইসে, তখন বর পাওয়া ও অভিশাপ ঘটনা হইয়া থাকে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।
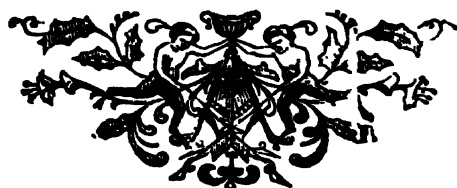
চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! উক্তকারণে পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যাঁহারা যোগাভ্যাসজনিত পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন; অন্যে আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন না[১]। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, কি প্রকারে তাহা সত্যে (আতিবাহিকে) অবস্থিতি করিবে? ছায়া কি কখন আতপে থাকিতে পারে?[২]। কেবল উৎকৃষ্ট যোগজ ধর্ম্ম প্রাপ্তা তত্ত্বজ্ঞানশালিনী লীলাই আতিবাহিক দেহ পাইয়াছেন এবং আতিবাহিক দেহে এতল্লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; অপর কেহ এরূপ হইতে পারে নাই[৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন। যাহা বলিলেন, লীলা সেই প্রকারেই আগমন করুক, তাহা আমি অযুক্ত মনে করিতেছি না। কিন্তু, ঐ দেখুন, সম্প্রতি আমার স্বামী প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ের কি উপপত্তি করিবেন, তাহা বলুন। অর্থাৎ আপনি যে নিয়তির কথা বলিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ভগবতি! আপনিই ভাবিয়া দেখুন, নিয়তিই দেহিগণের সুখ দুঃখের ভাব ও অভাব উভয় বিষয়ে সমাগত হয়। আবার অনিয়তি (অনিয়ম) তাহাদিগের মৃত্যুর ও জন্মাদির সূচক হইয়া উপস্থিত হয়। এ সকল ঘটনা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? তাহা বর্ণন করুন। জলের শীতত্ব ও অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি স্বভাব, কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কি প্রকারে সত্তা, পদার্থগামিনী হয়? (সত্তা=ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা। যাহা থাকাতে ঘটপটাদি আছে, ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে) অগ্ন্যাদিতে উষ্ণত্বাদি, পৃথ্ব্যাদিতে স্থিরতাদি, হিমাদিতে শীতত্বাদি, কালের ও আকাশের বিদ্যমানতা প্রভৃতি কিরূপে অনুভূত হয়? ভাবাভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গ, পদার্থের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা প্রভৃতির নিয়মই বা কি কারণে দৃষ্ট হয়? (ভাব সত্যরজতাদি, তাহার গ্রহণ, অভাব শুক্তিরজতাদি, তাহার উৎসর্গ অর্থাৎ বর্জ্জন। ভূম্যাদির স্থূলতা এবং ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মতা)। তৃণ গুল্ম ও লতাদির উচ্চ নীচ ধর্ম্ম কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কূপ সকল

শাল তালাদির ন্যায় উচ্চ না হয় কেন? কেন এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৭]।[৮]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যখন সমুদায় পদার্থ অস্তগত হইবে, তখন অনন্ত আকাশস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম থাকিবেন[৯]। তুমি যেমন আকাশ গমনাদি অনুভব কর, সেইরূপ, ব্রহ্ম চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত "আমি তেজঃকণ" এইরূপ অনুভব করেন। তেজঃকণ অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত ভাস্বর সূক্ষ্ম ভূত। অনন্তর সেই তেজঃকণ চৈতন্যের ব্যাপ্তিতে আপনিই আপনাতে স্থৌল্য অনুভব করেন। তাঁহার সেই স্থূলভাব ব্রহ্মাণ্ড। ইহা অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে[১০]।[১১]। ব্রহ্ম স্বকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অবস্থিতি করতঃ "আমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা" এইরূপ অভিমান ধারণ (সঙ্কল্প) করতঃ এই মনোরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার সেই সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ মনোরাজ্যই এই জগৎ[১২]। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারে যে প্রকারে ও যে নিয়মে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই প্রকার ও সেই নিয়ম নিশ্চল.ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে[১৩]। চিত্ত যে যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, চৈতন্যও সেই সেই প্রকারে প্রস্ফুরিত হন। সেইজন্য এই জগতের কোনও কার্য্য অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না[১৪]। সুবর্ণ যেমন কটক ও কুণ্ডলাদিরূপে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় সমুদয় বস্তু পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছে[১৫]। জগতের কোনও বস্তু সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্ট্যারম্ভ কালে যাহা যে স্বভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সেই স্বভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে[১৬]। তিনি কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য নিয়তির বিনাশ নাই[১৭]। এই ব্যোমরূপী পৃথিব্যাদি সৃষ্টির আদিতে যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, উক্তবিধ নিয়তির দ্বারা সে সকল সেই রূপেই অবস্থিত রহিয়াছে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রান্ত হইতেছে না। জীবননিয়তি ও মরণনিয়তি এ উভয়ও উক্তকারণে বিপর্য্যস্ত হয় না। প্রাণী সকল উক্তবিধ স্বভাব দ্বারা জীবন ও মরণ এবং স্থিতি প্রভৃতি অনুভব করে, তাহার অন্যথা হয় না[১৮]।[১৯]। কিন্তু ইহার পারমার্থিক পক্ষ দেখিতে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা স্বপ্নাঙ্গনা সঙ্গমের অনুরূপ মিথ্যা অথচ আত্মচৈতন্যের বিকাশ। বাস্তবপক্ষে অসত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত

প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে ও অনুভূত হইতেছে, ঐ অবস্থান ও অনুভব স্বকীয় স্বভাবেরই সম্পত্তি[২০।২১] ৷ প্রস্ফুরণশীল সম্বিদ্ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সেই প্রকারে অদ্যাপিও অবিপর্য্যস্ত ভাবে অবস্থিত আছে, এবং এই অবিপর্য্যস্ত ভাবঃ শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়তি[২২]। সেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে ব্যোমসম্বিদ্ গ্রহণ করায় ব্যোমত্ব প্রাপ্ত, কালসম্বিদ্ স্বীকার করায় কালত্বপ্রাপ্ত ও জলসম্বিদ্ গ্রহণ করায় জলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্নে আপনাতেই জল দর্শন করে, সেইরূপ, সেই চিৎশক্তিও আপনাতে আকাশাদিভাব দর্শন করেন। মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমৎকারিতা যে, যাহা নাই তাহাই উহ্য করিয়া লয় ও দেখায়[২৩।২৪]। আকাশত্ব, জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্নিত্ব ও বায়ুত্ব, এ সমস্তই অসৎ। অসৎ হইলেও চিৎসঙ্কল্প স্বপ্ন দেখার ন্যায় ও ধ্যানাদির ন্যায় স্বীয় অন্তরে ঐ সকলের অবস্থান অনুভব করে[২৬]। আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তোমার নিকট জীবগণের মরণানন্তর স্বকর্ম্মানুসারী ফলানুভবের বৃত্তান্ত বা প্রকার বর্ণন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[২৭]।

সৃষ্ট্যারম্ভকালে এইরূপ নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম সঞ্জাত হইয়াছিল যে, মানবগণের পরমায়ু কৃতযুগে চারি শত, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দুই শত এবং কলিযুগে এক শত বৎসর ভোগ হইবে। (ইহা মনুর অভিমত বৎসর। বৎসর অনেক প্রকার, তন্মধ্যে জ্যোতিষোক্ত বর্ষ গণনা করিলে অধিক হইয়া থাকে)। এই নিয়তির আবার অবান্তর নিয়তি (নিয়ম) আছে। অর্থাৎ উক্ত পরমায়ুর ন্যূনাতিরেক হওয়াও অন্য নিয়তি। ন্যূনাতিরেক হওয়ার কারণ বলি, শ্রবণ কর[২৮]।

কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা মনুষ্যগণের পরমায়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ[২৯]। স্ব স্ব আচরণীয় কর্ম্মের ও ধর্ম্মের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস হয়, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি হয় ও সমভাবে থাকিলে আয়ুও সমভাবে থাকে। অর্থাৎ যে যুগের যে আয়ু, সেই আয়ুঃ ভোগ হয়[৩০]। অপিচ, বাল্যমৃত্যুপ্রদ কর্ম্মকলাপের (যে কর্ম্ম করিলে বালককালেই মৃত্যু হয়, সেই কর্ম্মের) দ্বারা বালকগণ, যৌবনমৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা যুবকগণ ও বার্দ্ধক্যমৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়[৩১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শাসনের বশবর্ত্তী

হইয়া স্বকর্ম্মে অবস্থিতি করে, সেই শ্রীমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত পরমায়ু লাভ করিতে সমর্থ হয়[৩২]। আয়ুঃ পরিসমাপ্ত হইলে যখন অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে মর্ম্মচ্ছেদিনী বেদনা অনুভব করে[৩৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে চন্দ্রসমাননে! আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট মরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। মরণদুঃখ কিরূপ? তৎকালে সুখ কিছু আছে কি নাই? মরণের পর কি হয়? এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে আমার মনে বড়ই কৌতুক হইতেছে[৩৪]।

দেবী বলিলেন, পুরুষ (মনুষ্য) তিন্ প্রকার। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। * এই তিন্ প্রকার মুমূর্ষু নরের মধ্যে ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিযুক্ত, দেহ পরিত্যাগ কালে সুখানুভব ব্যতীত দুঃখানুভব করেন না। কিন্তু যাহারা ধারণাভ্যাসী নহে বা যাহারা যুক্তিযুক্ত নহে, সেই সকল বিষয়নিষ্ঠ মূর্খ ব্যক্তিরাই মৃত্যুকালে আত্মবশ্যতা হারা হইয়া দুঃখ ভোগ করে[৩৫।৩৭]। বাসনার বশীভূত অস্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিরা মরণ সময়ে ছিন্ন কুসুমের ন্যায় ম্লানি ও পরম দীনতা প্রাপ্ত হয়[৩৮]। যাহাদিগের বুদ্ধি অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কলুষিত হইয়াছে, যাহারা অসজ্জন সঙ্গে কালযাপন করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুকালে অনলদগ্ধের ন্যায় অন্তর্দ্দাহ অনুভব করে[৩৯]। যখন গলায় ঘড়ঘড়ি চাপে ও দৃষ্টি বিকৃত হইয়া যায়, তখন সেই অবিবেকী ও অযতাত্মা (মূঢ়বুদ্ধি) পুরুষেরা বিলক্ষণ দীনচেতা হয়[৪০]। তৎকালে তাহারা দিক্ সকলকে আলোকপরিহীন অন্ধকারময় দর্শন করে, দিবসেও তারকার উদয় দেখে, দিঙ্মণ্ডল মেঘাবৃত দেখে, নভোমণ্ডল শ্যামীভূত (কাল) দেখে, মর্ম্মবেদনায় কাতর হয়, এবং তাহাদের দৃষ্টি তখন উদ্ভ্রান্ত হয়। তাহাতে তাহারা পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় ও আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় দর্শন করে[৪১।৪২]। দিঙ্মণ্ডল সমুদ্রের আবর্ত্তের

---

* পুরাণে কথিত আছে, প্রাণ বহির্গমন কালে জীব সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করে। প্রাণ ও মন এই উভয়কে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই সকল স্থানে ধারণ করা যাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, তিনি ধারণাভ্যাসী। যিনি ইচ্ছামৃত্যুর ও পরশরীর প্রবেশের কৌশল জানেন এবং যিনি অভিমত লোক গমনের সোপানস্বরূপ নাড়ী পথ জ্ঞাত থাকেন, তিনি যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিমান্ নামে খ্যাত। যোগশাস্ত্রের দ্বারা ধারণা শিক্ষার কৌশল ও পরশরীর প্রবেশের নাড়ী জ্ঞাত হওয়া যায়।

ন্যায় ঘূর্ণিত, এবং আপনাকে কখন আকাশে নীয়মান, কখন অন্ধ-কূপে নিপতিত, কখন নিদ্রায় অভিভূত, এবং কখন বা প্রান্তর মধ্যে প্রবেশিত বলিয়া অনুভব করে[৪৩]। আপনার ক্লেশ ও অন্তর্দ্দাহ ব্যক্ত করিতে পারে না, বলিতে পারে না, জড়ীভূত (বর্ণোচ্চারণে অসমর্থ) হইয়া ছিন্ন হৃদয়ের ন্যায় হয়[৪৪]। কখন বাত্যাগৃহীত তৃণের ন্যায় আকাশে উৎপতিত, কখন বা আকাশ হইতে নিপতিত, কখন দ্রুতগতি রথে সমারূঢ়, কখন বা আপনাকে তুষারবৎ গলনোন্মুখ বলিয়া অনুভব করে[৪৫]। তখন তাহারা সংসারকে দুঃখসমাকুল মনে করে, কিন্তু অন্যকে বলিতে পারে না। এই সময়ে তাহারা বান্ধবগণের অস্পৃশ্য হইয়া আপনাকে কখন ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত, কখন প্রক্ষিপ্ত, কখন ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখন বাতযন্ত্রে অবস্থিতের ন্যায় অবাহৃত, কখন ভ্রমিযন্ত্রে রজ্জুর দ্বারা ভ্রামিত, কখন জলাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত, কখন শস্ত্রযন্ত্রে সমর্পিত, কখন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা উহ্যমান তৃণের ন্যায় ইতস্ততো বাহিত, কখন জলরাশি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অর্ণবে নিপতিত, কখন বা অনন্ত আকাশে, কখন শ্বভ্রে (গর্ত্তে) ও কখন চক্রাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত, কখন বা অব্ধির ও উর্ব্বীর বৈপরীত্য অনুভব করে[৪৬।৪৯]। অর্থাৎ পৃথিবীকে সমুদ্র ও সমুদ্রকে পৃথিবী দেখিয়া ভীত হয়। কখন মনে করে, যেন সে অনবরত ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নিপতিত হইতেছে এবং তৎ-পরক্ষণে জ্ঞান হয়, যেন সে অনবরত ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইতেছে। অপিচ, আপনার নিঃশ্বাসের গর্জ্জন শুনিতে পায়, পাইয়া ব্যাকুল ও ইন্দ্রিয়গণে ব্রণবেদনা (ফোড়ার মত ব্যথা) অনুভব করে[৫০]।

দিবাকর অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল যেরূপ শ্যামলবর্ণ হয়, সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টি সেইরূপ শ্যামলীকৃত হইয়া যায়। যেমন পশ্চিম সন্ধ্যান্তে অষ্টদিক্ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি, স্মৃতিবিলোপ হওয়ায় সে কিছুই অবগত হইতে পারে না। এই সময়ে সে মনের কল্পনাসামর্থ্য রহিত ও বিবেকহীন হইয়া মহামোহে অর্থাৎ উৎকটতর মূর্চ্ছায় অভিভূত হয়[৫১।৫৩]। যে পর্য্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুষ্কীভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহারা ঈষন্মূর্চ্ছাবস্থায় অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রাণবায়ুর সঞ্চালন রহিত হইলেই প্রগাঢ় মোহে অবিভূত (জ্ঞানশূন্য) হইয়া পড়ে[৫৪]। মোহ, পূর্ব্ব-সংস্কার ও অন্যথাপ্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি, অত্যন্ত পুষ্ট হওয়ায় জীবগণ

এই সময়ে অল্পকালের নিমিত্ত পাষাণের স্থায় জড় অর্থাৎ বিচেতন হইয়া পড়ে[৫৫]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, দেবি! এই দেহ অষ্টাঙ্গ (শিরঃ, পাণি, পাদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণ) শালী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্যথা, মোহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ব্যাধি ও চেতনহীনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়?[৫৬]

দেবী বলিলেন, স্পন্দসংবিৎ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃজনকালে এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্কল্প (সৃজন) করিয়াছিলেন যে, মদভিন্নজীবের অমুক সময়ে অমুক প্রকার দুঃখ হউক। অর্থাৎ মৃত্যুকালে অমুকপ্রকার, বাল্যকালে অমুকপ্রকার, যৌবনে অমুকপ্রকার, বার্দ্ধক্যে অন্যপ্রকার সুখ দুঃখাদি হইবেক। সত্যসঙ্কল্প ভগবানের ঐ সঙ্কল্প স্বভাব ও নিয়তি নামে উক্ত হয়। যেমন স্বকল্পিত তরুগুল্মাদি স্বকীয় দুঃখাদি অনুভবের হেতু হয়, তেমনি, সেই হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পজাত উপাধিতে (দেহে) অনুপ্রবিষ্ট হিরণ্যগর্ভ জীবভাবে বিরাজিত থাকাতেই উপাধি ঘটিত দুঃখাদি তদীয় দুঃখাদির স্থায় প্রথিত হইয়া থাকে। অতএব, ঐ বিষয়ে চিতের (চৈতন্যের) বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই[৫৭।৫৮]।

এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা শ্রবণ কর। যে সময়ে দুনির্ব্বার্য্য যন্ত্রণা হয় তখন মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতাপে পিত্তাদিরসপ্রপূরিত নাড়ী সকল সঙ্কোচ বিকাশ দ্বারা ভুক্তান্ন পানাদির রস অসমান রূপে গ্রহণ করে। সমান বায়ু তখন আপনার সমীকরণ কার্য্য পরিত্যাগ করেন[৫৯]। যখন বায়ু নাড়ী পথে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত না হয় এবং নির্গত হইয়া আর দেহপ্রবিষ্ট না হয়, অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত হয়, তখন নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিনাড়ী ও চক্ষুরাদি নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া যায় সুতরাং এই সময়ে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান থাকে না। কেবল পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের অস্ফুট সংস্কার মাত্র অন্তরে বিরাজিত থাকে[৬০]। যখন আর অপান বায়ু দেহে প্রবেশ করে না, প্রাণবায়ুও মুখ নাসিকার দ্বারা নির্গত হয় না, এবং নাড়ীস্পন্দন রহিত হয়, তখন তাহাকে "মরিয়াছে" বলে[৬১]। পৌর্ব্বকালিক চিৎসঙ্কল্পরূপ নিয়তিই উক্তপ্রকার মরণের কারণ। মৃত্যুনিয়তির সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, "আমি জন্মিব ও এত কালের পর মরিব" ইত্যাদি[৬২]। ও "আমি অমুক স্থানে অমুক প্রকারে অমুক হইব"

ইত্যাদি প্রকার চিৎসংকল্প। যাহা আদি সৃষ্টিকালে প্রকটিত হইয়াছিল, সেই সংকল্প মায়াশক্তির /অবিনাশী স্বভাব। তাহার নাশও হয় না, বিশ্লেষও হয় না। অর্থাৎ নিয়তির নিয়ম ভঙ্গ হইবার নহে। আদিসর্গসমুদ্ভূত সম্বিদ্‌নামক জ্ঞান স্বভাব হইতে ভিন্ন নহে এবং স্বভাবরূপ সম্বিদ্ হইতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ে ভিন্ন নহে[৬৩।৬৪]। অতএব, যাবৎ না মুক্তি হয়, তাবৎ জন্মের ও মরণের নিবৃত্তি নাই। যেমন প্রবাহশালী নদীজল কখন কলুষিত (মলিন), কখন নির্ম্মল, কখন অস্থির ও কখন সুস্থির, তেমনি, জীবচৈতন্যও (জীবচৈতন্য=জীবাত্মা) কখন সাধনাদির দ্বারা নির্ম্মল ও কখন জীবধর্ম্ম রাগদ্বেষাদির দ্বারা কলুষিত হইতেছে[৬৫]। যেমন লতাদি উদ্ভিদের মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেখা যায়, তেমনি, চেতনসত্তারও অর্থাৎ জীবচৈতন্যেরও জন্ম ও মৃত্যুরূপ গ্রন্থি (গাঁইট) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানীর নিয়তি। পরন্তু মুক্ত পুরুষ দিগের দর্শনে ঐ সকল মিথ্যা ও অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহারা জানেন যে, চিদাত্মা কোনও কালে জন্মেন না ও মরেন না। জন্ম মৃত্যু এই দুই কাল্পনিক ভাব তিনি মধ্যে মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করেন মাত্র[৬৬।৬৭]। পুরুষ কি? (পুরুষ এস্থলে আত্মা) চেতনা পদার্থ-ই পুরুষ। তাহার বিনাশ হয় না। কোনও কালে বিনাশ হয় না। চেতনা ছাড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ (আত্মা) সংজ্ঞা দিতে পার? অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ইহারা পুরুষ নহে। কারণ, উহারা জড়। জড, দৃশ্য প্রকাশে বা দৃশ্য অনুভবে অসমর্থ[৬৮]। অতএব, সাক্ষীর (যে জানে সে সাক্ষী) অভাবে চেতনের মরণ অসিদ্ধ। বল দেখি, এই অনাদি সংসারে এ পর্য্যন্ত কোন্ ব্যক্তি চৈতন্যের মৃত্যু দর্শন করিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মৃত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য অক্ষয়রূপে অবস্থিতি করিতেছে[৬৯]। মরা বাঁচা কি? মরা বাঁচা বাসনার বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং কোনও জীবের বাস্তব মৃত্যু ও বাস্তব জন্ম হয় না। তাহারা কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকল্পিত গর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হয় মাত্র[৭০।৭২]। * দৃঢ় বিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অত্যন্ত

---

* ভাবার্থ এই যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এ সকলের কোনওটী পুরুষ নহে। কেন না ঐ সকল গুলিই জড়। উহারা বস্তু প্রকাশ করে না ও স্বয়ং ভোগ বা অনুভব করে না। কাযেই মানিতে হয়, চেতনাই পুরুষ (আত্মা)। কেননা, চৈতন্যই সর্ব্ব-

অসম্ভব বোধ সমুদিত হইলে বাসনা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বাসনার বিনাশ হইলে তখন আর দৃশ্যসত্যতা দৃশ্যদর্শন থাকে না। জীব গুরূপদেশ শ্রবণাদি ও অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই মিথ্যা সমুদিত জগৎপ্রবন্ধকে অনুদিত মনে করিয়া দ্বৈতবাসনাবিহীন হন, অনন্তর ভবভয় হইতে মুক্ত হন[৭৩।৭৪]।

সাক্ষী। সুতরাং "চেতন মরে" এ সিদ্ধান্ত অসাক্ষীক। অর্থাৎ প্রমাণাভাব। চেতনা শরীরমরণেরই সাক্ষ্যদাত্রী, চেতনা মরণের সাক্ষ্যদাত্রী নহে। কবে কে কোথায় চেতনা মরিতে দেখিয়াছে? মরণ কি? বিনাশের নাম মরণ? কি দেহান্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? বিনাশ পক্ষে চেতনার স্বতঃ বিনাশ ও পরতঃ বিনাশ উভয়ই অসঙ্গত। দেহান্তর প্রাপ্তি পক্ষও চেতনার অমরত্ব ব্যতীত অসম্ভব হইবে। প্রতি দেহে চেতনা বিভিন্ন, এ পক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকায় একচৈতন্য পক্ষে শ্রৌত প্রমাণ থাকায়, চৈতন্যের মরণ পক্ষে, একের মরণে সকলের মরণ না হয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি হয়। যেহেতু একের মরণে সর্ব্ব মরণ নিষ্পন্ন হয় না সেইহেতু, পুরুষের মরণ নহে, দেহাদিরই মরণ, পুরুষের কল্পনামাত্র।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।
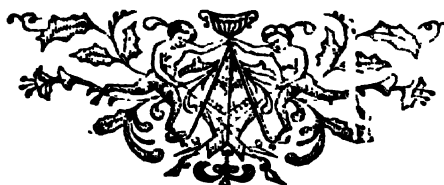
পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবেশি! জন্তু যে প্রকারে মরে ও যে প্রকারে জন্মে, এই দুইটী বিষয় আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলুন[১]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! শ্রবণ কর। নাড়ীপ্রবাহ (নাড়ীর গতি) রুদ্ধ হইলে জন্তুগণ যখন প্রাণবায়ুর প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন প্রাণবায়ু আর স্বকীয় চলনস্বভাবে থাকে না, তখন তদনুগত চেতনাও উপশান্তপ্রায় পরিদৃষ্ট হয়। চেতনার অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণাদি তখন বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই কারণে প্রতীত হয়, যেন চেতনাও বিনষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ যাহা চেতনা তাহা শুদ্ধস্বভাব ও নিত্য। তাহা উৎপন্ন ও বিনষ্ট, উদিত বা দৃশ্য হয় না। তাহা স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, শৈল ও অগ্নি প্রভৃতি সকল পদার্থে অবস্থিতি করিতেছে[২।৩]। শরীরে শারীর বায়ুর অবরোধ হইলেই শরীরের স্পন্দনাদি প্রশান্ত হয়। সেই প্রশান্তির নাম মরণ[৪]। শরীর তখন যে জড় সেই জড় হয় এবং শব নামে অভিহিত হয়। প্রাণবায়ু ঐরূপে মহাবায়ুতে বিলীন হইলে এবং দেহ শবীভূত হইয়া পৃথক্ নিপতিত হইলে, জীবচেতনা তখন পূর্ব্বোপার্জ্জিত বাসনাসংশ্লিষ্ট পরমাত্মায় অবস্থান করে[৫]। জীবচেতনা পৃথক্ পদার্থ না হইলেও জন্মবীজ বাসনা যুক্ত হওয়ায় পৃথকের ন্যায় ব্যবহার গোচর হয়। সেইজন্য তদবচ্ছিন্ন (বাসনাবিশিষ্ট) চেতনাকে জীব বলা যায়। এই জীব স্বস্থানে থাকিয়াই বাসনার দ্বারা পরলোক গমনাগমন অনুভব করে, বাস্তব গমনাগমন করে না। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন সেই শবগৃহের আকাশে তোমার সেই ভর্তৃজীব সেই বাসগৃহে অবস্থিত থাকিয়াও বাসনা অনুসারে পরলোক গমনাদি অনুভব করিতেছে।

অনন্তর সেই তৎশরীরাভিমানত্যাগী জীব ব্যবহারিগণ কর্তৃক প্রেত ও মৃত শব্দে অভিহিত হয়। যে প্রকার বায়ুতে সুগন্ধ থাকে, সেই প্রকার, চেতনে জীববাসনা বিদ্যমান থাকে[৬।৭]। * জীব যে সময়ে

---

* পুষ্পাদির সহিত বায়ুসংযুক্ত হওয়ায় পুষ্পাদির গন্ধ বায়ুতে মিলিত হয়। চেতনাও

এতদ্দৃশ্যের দর্শন (পূর্ব্বদেহাদির অভিমান) পরিত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য দর্শনে (অন্য দেহাদি অনুভবে) প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়েই সে আপনিই আপনাতে আপনার বাসনানুরূপ কল্পিত পরলোক ও সে লোকের ভোগ্যাদি দেখিতে পায়[৮]। অপিচ, সেই জীব আবার সেই লোকান্তরে তজ্জন্মের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ অন্য শরীর অনুভব করিয়া থাকে[৯]। এই অসীম আকাশ, অথবা এই আকাশ ও পৃথিবী, কিংবা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই মায়ার প্রভাবে আত্মায় সংঘটিত অর্থাৎ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে বটে; পরন্তু আকাশ ও পৃথিবী অথবা সমুদায় বিশ্ব মৃত পুরুষের আত্মায় আকাশে মেঘঘটার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য লোক তাহা দেখিতে পায় না। অন্য লোক কেবল গৃহাকাশই দেখে[১০]।

লীলে! প্রেত ছয় প্রকার। আমি সেই ষড়্বিধ প্রেতের ভেদ বর্ণন করি, শ্রবণ কর। সামান্য পাপী, মধ্যপাপী, স্থূলপাপী, সামান্যধার্ম্মিক, মধ্যধার্ম্মিক ও উত্তমধর্ম্মবান্। এই ষড়্বিধ প্রেতের মধ্যে কোন কোন প্রেত আরও দুই তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে[১১।১২]। পাপাত্মাগণের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী এক বৎসর পর্য্যন্ত মরণমূর্চ্ছায় পাষাণের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া থাকে। অনন্তর যথাকালে জাগরিত হয়, হইয়া বাসনার জঠরে অবস্থান করতঃ অসংখ্য নরকদুঃখ অনুভব ও শত শত যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নানাপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব ও সহ্য করিতে থাকে। পরে কাল কালান্তরে ভোগাবসানে কদাচিৎ কাহার সংসাররূপ স্বপ্ন বা বিভ্রম শমতা প্রাপ্ত হয়[১৩।১৫]। কোন কোন পাতকী মরণমূর্চ্ছার পরক্ষণেই হৃদয়ে জড়দুঃখসমাবিষ্ট বৃক্ষাদিভাব অনুভব করে। অনন্তর বাসনানুরূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করতঃ নরক ভোগান্তে দীর্ঘকালের পর পুনর্ব্বার ভূতলে জন্মগ্রহণ করে[১৬।১৭]।

ষড়্বিধ প্রেতের মধ্যে যাহারা মধ্যপাপী, তাহারা মরণমোহের পর কিঞ্চিৎকাল শিলাজঠরের ন্যায় জাড্য (মূর্চ্ছা) অনুভব করতঃ পরে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে। করিয়া তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ সংসার ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে[১৮।১৯]। যাহারা সামান্য পাতকী, তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় মনুষ্যদেহ অনুভব

অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে অধ্যস্তরূপে মিলিত থাকায় অন্তঃকরণস্থ বাসনাবিশিষ্টের ন্যায় হন।

করতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্ম, মরণ ও ভোগ্যাদি স্মরণ করিতে-থাকে[20]।[21]। যাহারা মহাপুণ্যশীল, তাহারা মৃতিমোহের পর স্মৃতির দ্বারা স্বর্গস্থিত-বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করিতে থাকে[22]। অনন্তর সেই সেই স্বর্গ শরীর লাভ করতঃ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করতঃ পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে সজ্জনাস্পদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে[23]। যাঁহারা মধ্যমধার্ম্মিক, তাঁহারা মরণানন্তর ওষধিপ্রধান স্থানে অর্থাৎ সুন্দর নন্দন কাননাদিতে কিন্নরাদি জন্ম লাভ করেন এবং তত্রস্থ ফলভোগ অবসানে তথা হইতে প্রচ্যুত হইয়া খাদ্যের সংশ্লেষে রেতঃশালী ব্রাহ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল অবস্থান করতঃ যথাকালে তাহাদিগের স্ত্রীগণের ক্রমোপচিত গর্ভে জন্মগ্রহণ করে[24]।[25]। মৃতব্যক্তিগণ সকলেই উক্তপ্রকারে স্ব স্ব জ্ঞানকর্ম্ম সংস্কারের অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা অবগত হও। ষড়্‌বিধ প্রেতের মধ্যে চতুর্থ প্রেতের গতিও ঐ ব্যবস্থার অনুরূপ। অর্থাৎ সকলেই মরণ মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে চেতনা লাভের পর অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রমে ও অক্রমে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগাদি স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে, পরে তদনুরূপ স্থান ও দেহাদি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়[26]। তাহারা মরণের পর, পর পর যে প্রকার অনুভব করে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর প্রথমে মনে করে, আমরা মরিয়াছি। পরে দাহ কার্য্যের পর পুত্রাদি কর্ত্তৃক পিণ্ড প্রদানাদি কার্য্য সমাপিত হইলে অনুভব করে, আমার শরীর হইয়াছে। তৎপরে যমালয় গমন অনুভব করিতে থাকে। যেন কালপাশ সমন্বিত যমদূতেরা তাহাকে যমরাজ সকাশে লইয়া যাইতেছে। ক্রমে তাহারা পাথেয় শ্রাদ্ধের (পথে সম্বল স্বরূপ মাসিক শ্রাদ্ধের) দ্বারা তর্পিত হইয়া এক বৎসরে যমালয় প্রাপ্ত হয়[27]।[28]। উত্তম পুণ্যবান্ প্রেতগণ স্বীয় উত্তম কর্ম্মের প্রভাবে পথিমধ্যে সুন্দর উদ্যান সকল ও সুশোভন বিমানরাজি অনুভব করে এবং মহাপাতকিগণ স্বীয় দুরন্ত কর্ম্মের প্রভাবে হিম, তপ্তবালুকা, কণ্টক, শস্ত্র (খড়্গাদি) ও শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্যাদি দর্শন করে এবং মধ্যমপুণ্যশালেরা "এই আমার সুশীতল নব নব তৃণসমাচ্ছাদিত পদগমন যোগ্য ও সুখপ্রদ পন্থা ও স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন বাপিকা সম্মুখে সংস্থাপিত রহিয়াছে; আমি এই যমপুরে আগমন করিয়াছি; এই আমার সম্মুখবর্ত্তী লোকপ্রসিদ্ধ যম, এই সভায় চিত্রগুপ্তাদির দ্বারা

আমার প্রাক্তন কর্ম্মের বিচার হইতেছে।” ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে[২৯।৩২]। মরণের পর যে পারলৌকিক অনুভব হয়, তাহা সকলের সমান নহে। প্রতি পুরুষে বিভিন্ন। কর্ম্মানুসারে যাহার যেরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয় সে তদনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে ও পরে জন্মাদি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সকলেই এই অশেষপদার্থাচারসম্পন্ন বিশাল সংসার খণ্ডকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহাদের যদি স্বরূপ দৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) থাকিত, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত—এক মাত্র আকাশসদৃশ অমূর্ত্ত অদ্বয় আত্মাই প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন এবং দেশ, কাল, ক্রিয়া ও হ্রস্বদীর্ঘাদি আকার বিশিষ্ট দৃশ্য সমূহ অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নহে[৩৩।৩৪]।

অনন্তর তাহারা “আমি যমরাজ কর্ত্তৃক স্বকর্ম্মফলভোগার্থ আদিষ্ট হইয়াছি” “আমি এখন এই যমসভা হইতে স্বর্গে অথবা নরকে চলিলাম।” “আমি যমরাজনির্দ্দিষ্ট সুখজনক স্বর্গ বা দুঃখজনক নরক ভোগ করিতেছি।” “আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ অথবা নরক ভোগের উপযুক্ত যোনিজন্ম প্রাপ্ত হইলাম।” “পুনর্ব্বার আমি মানবীয় সংসারে প্রাদুর্ভূত হইতেছি।” এই পর্য্যন্ত অনুভবের পর মেঘনির্ম্মুক্ত জলাদির সহিত পৃথিবীতে আইসে ও শস্যাদিমধ্যে প্রবেশ করে। তখন, “আমি ব্রীহ্যাদিগত হইয়াছি” “অঙ্কুরস্থ হইলাম।” “ক্রমে ফলমধ্যগত হইলাম।” “এখন আমি ফলে অবস্থিতি করিতেছি।” এ সকল ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, বোধ শক্তি তখন লুপ্তকল্প হইয়া যায়। তৎকালে ঐ সকল ঘটনার বিস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও উত্তরকালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণ জন্য বোধ প্রাপ্ত হইলে তখন ঐ সকল ক্রম স্মরণ করিতে পারে। যখন ব্রীহ্যাদিতে অবস্থিতি করে তখন ঐ সকল বোধ লুপ্ত থাকে। কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গণ লুপ্ত বা মূর্চ্ছিত থাকায় সে (জীব) তখন আপনার শস্যাদিভাব প্রাপ্তি বুঝিতে পারে না। তৎপরে ভুক্তান্নপানের দ্বারা পিতৃশরীরে প্রবেশ করে, ক্রমে তৎশরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। সেই রেতঃ যোনি পথে মাতৃশরীরে গিয়া গর্ভভাব ধারণ করে[৩৫।৩৮]। অনন্তর সেই গর্ভ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সুখসৌভাগ্যাদিসম্পন্ন সাধুচরিত্র অথবা তদ্বিপরীত বালকরূপে প্রসূত হয়[৩৯]। তদনন্তর তাহার চন্দ্রপ্রভার ন্যায় উপচয় অপচয় হইতে থাকে ও শীঘ্র শীঘ্রই ক্ষয়শীল ও চঞ্চল যৌবন কাল সমাগত হয়। অনন্তর পদ্মমুখে

হিম নিপাতের ন্যায় সেই দেহ আবার জরাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তৎপরে বিবিধ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আবার মরণমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ আবার বন্ধুদত্ত ঔর্দ্ধদেহিক পিণ্ডাদির দ্বারা ভোগ দেহ ধারণ করতঃ পুনর্ব্বার যমলোকে গমন করে। মরণের পর পিণ্ডদানাদির দ্বারা যে দেহ হয়, সে দেহ অস্থিচর্ম্মাদি নির্ম্মিত স্থূল দেহ নহে; তাহা বাসনাময় বা ভাবময় আতিবাহিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ।

জীব ঐ প্রকারে নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ভূয়োভূয় ঐরূপ অসংখ্য ভ্রমপরম্পরা অনুভব করিয়া থাকে। ব্যোমরূপী জীব যাবৎ মুক্ত না হয় তাবৎ চিদ্ব্যোমে সে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঐরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে থাকে[৪০।৪৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবি! সৃষ্টির আদিতে যে প্রকারে আদি (প্রথম) ভ্রম প্রবর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত কীর্ত্তন করুন[৪৪]। দেবী বলিলেন, শৈল, দ্রুম, পৃথিবী, আকাশ, এ সমস্তই পরমাত্মঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য। বিশুদ্ধ চৈতন্যেই এই সকল নাগরিক প্রতিভাস মায়ার প্রভাবে উদিত হয়। চেতনাপ্রচুর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি যখন যে স্থানে যে আকারে উদিত হন তখন সেই আকারেই প্রথিত হন। তিনি স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্পবান্ পুরুষের ন্যায় জীবসমষ্টিরূপ প্রজাপতি হইয়া সত্যসঙ্কল্পবান্ হন, হইয়া সপ্তলোকাকারে বিবর্ত্তিত হন।* তাঁহার সৃষ্টিকালের সেই সংকল্প অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বরের (মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের) প্রথম সাঙ্কল্পিক রূপ প্রজাপতি। ইনি ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাদৃশ প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু বিবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে[৪৫।৪৮]। স্থাবর জঙ্গম আর কিছুই নহে; যাহারা দেহস্থিত বায়ুতন্ত্রগত অনিল কর্ত্তৃক পরিস্পন্দিত হয়, তাহাদিগকে জঙ্গম বলা যায় এবং যাহারা নিস্পন্দ, তাহা দিগকে স্থাবর নাম দেওয়া যায়। বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরেরা চেতনাবান্ হইলেও স্পন্দরহিত বলিয়া প্রথমাবধিই স্থাবর ও অচেতন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে[৪৯।৫০]। সেই পরাৎপর পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টির আদিতে কথিত প্রকারের চেতনাচেতন বিভাগ নির্দিষ্ট

---

* বিবর্ত্তন—যাহা ভ্রান্তি জ্ঞানে দেখা যায়। রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা বিবর্ত্তন। যেমন রজ্জু সর্পাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, প্রজাপতি ও সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত হন।

হইয়াছিল। যে চিদাকাশ ঐরূপ জীব ও অজীব এই দুই বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন এবং তিনি আপনার যে অংশে জীবনামক বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিদাকাশই এতৎশাস্ত্রের সম্বিদ্। সম্বিদ্ কোনও কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না[৫১]। সেই বুদ্ধ্যনুপ্রবিষ্ট চিদাকাশ ঔপাধিক নরশরীররূপ পুর প্রাপ্তির অনন্তর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদিজনিত বৃত্তির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান প্রকাশিত করিতেছেন। সেইজন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং চেতন নহে[৫২]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববস্তু ব্যবস্থাপক চিৎসঙ্কল্পই এই বিশ্বশৃঙ্খলার কারণ। শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ, ভূম্যাকার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি, এবং জলশক্তিসম্পন্ন চিৎকল্পই জল। তিনিই জঙ্গমসঙ্কল্প দ্বারা জঙ্গম ও স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর। চিৎশক্তি এবম্প্রকারে বৃক্ষ ও শিলা প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। চিৎশক্তি যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তখন সেইরূপেই অবস্থিতি করেন[৫৩।৫৪]। অতএব, পৃথক্ জড় অথবা পৃথক্ চেতন নাই এবং আদিসৃষ্টি হইতেই জড়ের সহিত চেতনের সত্তাসামান্যের (অস্তিতার) অভেদ রহিয়াছে[৫৫।৫৭]। এই বৃক্ষ, এই শৈল, এ সকল অন্তঃসম্বিদ্ বুদ্ধ্যাদির দ্বারাই বিহিত অর্থাৎ পরিকল্পিত এবং উহাদের নাম ও রূপাদি, সমস্তই তৎকৃত অর্থাৎ তাহারই কল্পনা প্রসূত। সম্বিদন্তর্গত তথাবিধ স্থাবরাদির বৃক্ষ, শৈল, ইত্যাদি নাম, সঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৮।৫৯]। স্ব স্ব অন্তঃসম্বিদ্-ই বুদ্ধি এবং তাদৃশী বুদ্ধিই বিকার ভেদে কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি নামোল্লেখিনী হইয়া বিরাজ করিতেছে[৬০]। বস্তুতঃ ঐ সমুদয় পদার্থান্তর নহে। যেমন কেহ না জানাইয়া দিলে উত্তরসমুদ্রতীরবাসীরা দক্ষিণসমুদ্রতীরবাসী দিগের স্থিতি জানিতে পারে না, তেমনি, এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম সম্বিৎ ব্যতীত সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। সকলেই আপন আপন চৈতন্যসাক্ষিক জ্ঞান লইয়াই অবস্থিত সুতরাং অন্যবুদ্ধির কল্পনা অবগত নহে। এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় ব্যবহারই পরস্পর পরস্পরের বুদ্ধিসঙ্কেত সাপেক্ষ[৬১।৬২]। আরও বুঝিতে হইবে যে, সচ্চিদ্রূপ পরব্রহ্মে বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ঐ সকল কাল্পনিক সত্তায় অনুস্যূত এবং তাহা প্রোক্ত কারণে অসম্ভব নহে। যেমন প্রস্তরমধ্যবর্ত্তী ভেক * ও তদ্বহিস্থ ভেক পরস্পর পরস্পরের কল্পনায় অন্তঃসম্বেদনশূন্য ও

* পাথরের মধ্যে ও বৃক্ষের গুঁড়ির মধ্যে ভেক থাকিতে দেখা যায়। সে সকল ভেক

জড়, স্থিতিশীল সমুদায় পদার্থ সম্বন্ধে সেইরূপ জানিবে[৬৩]। মহাপ্রলয়ে মায়ার অন্তরে বিলীন সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত সমষ্টি চিত্ত, যাহা এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা প্রত্যক্‌চৈতন্যনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপে ও যে যে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেইরূপে ও সেই ভাবে চেতিত (অনুভূত) হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টারম্ভে যাহা স্পন্দনাত্মা বায়ুরূপে চেতিত বা বিস্তৃত হইয়াছিল, এখনও তাহা বায়ুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা সুষির ভাবে (সুষির=ফাঁক) চেতিত (বিস্তৃত) হইয়াছিল, তাহা এখনও আকাশ নামে ব্যবহৃত হইতেছে। এই আকাশে স্পন্দাত্মা মারুত অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে। যেমন সর্ব্বব্যাপী সদাগতি (চলনশীল বায়ু) সর্ব্বত্র থাকিলেও তদ্দ্বারা শুষ্ক তৃণাদি লঘু পদার্থ ব্যতীত অলঘু পদার্থ সকল স্পন্দিত হয় না, অর্থাৎ প্রস্তররাশি স্পন্দিত হয় না, তেমনি, চিত্তও সর্ব্বগামী বা সর্ব্বত্রাবস্থিত থাকিলেও শারীর বায়ুর প্রচলন ও অপ্রচলন হেতু স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছে। * বায়ুর স্পন্দন স্থাবরে নাই[৬৭।৬৬]। † এইরূপে সেই সম্বিৎ চৈতন্যে ভ্রমময় বিশ্বের যে যে পদার্থ কিরণের ন্যায় আদিসৃষ্টি কালে যে যে রূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই সেই প্রস্ফুরণ অদ্যাপি চলিতেছে[৬৭]। লীলে! দৃশ্য বিশ্ব স্বভাবের বিলাস ও মিথ্যা হইলেও যে প্রকারে সত্যের ন্যায় অনুভূত হয় তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এখন দেখ, রাজা বিদূরথ মরণোন্মুখ হইয়াছেন। ঐ দেখ, তিনি মৃত হইয়া সেই পুষ্পমালাসমাচ্ছাদিত শবীভূত তোমার সেই ভর্ত্তা পদ্মনৃপতির হৃদ্‌পদ্মে যাইবার উপক্রম করিতেছেন[৬৮।৬৯]।

কূপস্থিত ভেক দিগকে জানে না এবং কূপের ভেকেরাও প্রস্তরমধ্যবাসী ভেক দিগকে জানে না। সুতরাং তাহারা ঐ বিষয়ে সম্বেদন শূন্য অর্থাৎ জড়। এ উদাহরণের তাৎপর্য্য—বুদ্ধি যাহা কল্পনা করে তাহাই তাহার নিকট আছে এবং যাহা কল্পনা করে না, তাহা তাহার বোধে নাই বলিয়া স্থির থাকে। এ অনুসারে সমুদায় দৃশ্যই বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধির কল্পনা সুতরাং অসৎ।

* বৃক্ষাদি স্থাবর জীবে জীবত্ব আছে অর্থাৎ চৈতন্য আছে। কেবল প্রাণ নাই। অর্থাৎ স্থাবর দেহে প্রাণ ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির কার্য্য করিবার যন্ত্র নাই। সেইজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু সে চৈতন্য উপযুক্ত আধারের অভাবে অব্যক্ত।

† বায়ু শব্দের অর্থ অধ্যাত্মবায়ু অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণবায়ু। স্থাবরে প্রাণযন্ত্রের অভাব বশতঃ বায়ুর স্পন্দন সামর্থ্য অবরুদ্ধ আছে।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবেশ্বরি! আসুন, ইনি কোন্ পথ দিয়া শবগৃহে গমন করেন, তাহা আমরা উভয়ে শীঘ্র গিয়া দর্শন করি[১০]। দেবী বলিলেন, ঐ চিন্ময় জীব অন্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন, "আমি দূরস্থ অপর লোকে গমন করিতেছি।" আইস, আমরাও ঐ পথ দিয়া গমন করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইচ্ছাবিচ্ছেদ হইলে পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে[১১।১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। সরস্বতীর ঐরূপ বাক্য-পরম্পরার দ্বারা লীলার নির্ম্মল অন্তঃস্থ সকল সন্তাপ তিরোহিত ও বিরোধরূপ সূর্য্য (বিরোধ অর্থাৎ আশঙ্কা) অস্তমিত হইল। ঐ অবসরে নৃপতি বিদূরথ বিগলিতচিত্ত, মূর্চ্ছিত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন[১৩]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর রাজা বিদূরথ ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন এবং তাঁহার চক্ষুঃ স্পন্দরহিত হইল। অধর রাগহীন, শরীর শুষ্ক, জীর্ণ ও শুষ্ক পত্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট ও মুখ পাণ্ডরবর্ণ হইল। কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর কিছু নাই। প্রাণবায়ু এখনও ভৃঙ্গ-কূজনের ন্যায় ধ্বনি সহকারে প্রবাহিত হইতেছে[১,২]। (ভৃঙ্গকূজন = ভ্রমরের শব্দ) কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মরণমূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া আপনাকে অন্ধকূপে নিমগ্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, রাজার সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিবিরহিত ও অন্তর্লীন হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি অচেতন ও চিত্রন্যস্ত আকৃতির ন্যায় অথবা প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ[৩,৪]। অধিক কি বলিব, প্রাণবায়ু এখন অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে সেই রাজশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার ইচ্ছায় আকাশে উৎপতিত হয়, উড্ডয়ন করে, রাজার প্রাণবায়ুসম্বলিত জীব সেইরূপে নভোগত হইল[৫]। সেই দুই ললনা সেই নভোগত প্রাণময়ী জীবসম্বিদ্‌কে স্ব স্ব দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, যেমন বায়ুতে সূক্ষ্ম পরিমল (সুগন্ধ) অবস্থিতি করে, সেইরূপে সেই জীব সংবিৎ নিতান্ত সূক্ষ্ম ও আকাশে অবস্থিত হইয়াছে[৬]। অনন্তর সেই জীবসম্বিদ্ আকাশে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বাসনানুরূপ দূরতর আকাশপথে গমন করিতে আরম্ভ করিল[৭]। যেমন ভ্রমরীযুগল বাতসংলগ্ন গন্ধলেশের অনুসরণ করে, তাহার ন্যায় সেই রমণীদ্বয় সেই জীবসম্বিদের অনুসারিণী হইলেন[৮]। অনন্তর বায়ুবাহিত গন্ধলেখার ন্যায় বায়ুবাহিত সেই জীবসম্বিদ্ মুহূর্ত্তমধ্যে মরণমূর্চ্ছা অবসান হওয়ায় স্বপ্নের তুল্য বোধ (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। (যেমন স্বপ্ন দেখা যায়, ঠিক্ সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন)। তিনি দেখিলেন, কতকগুলি যমদূত কর্ত্তৃক তিনি নীত হইতেছেন, এবং বন্ধুদত্ত পিণ্ডাদির দ্বারা যেন তাঁহার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে[৯,১০]। অনন্তর সেই জীবসম্বিদ্ দক্ষিণ মার্গের

অতিদূরে অবস্থিত প্রাণিগণের কৃত কর্ম্মের বিচার স্থান ও বিচার্য্য জীবে পরিপূর্ণ যমপুরী প্রাপ্ত হইলেন[১১]। বৈবস্বত পুরী প্রাপ্ত হইলে যমরাজ দূত দিগকে আদেশ প্রদান করিলেন, ইহার কর্ম্ম অনুসন্ধান কর। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, এবং বলিল, ইহার কিছুমাত্র পাপ নাই। কেননা, ইনি প্রতিদিন লোভাদি দোষ রহিত হইয়া অকলুষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন এবং ভগবতী সরস্বতীর বরে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন[১২।১৩]। ইঁহার শবীভূত প্রাক্তন দেহ তদ্গৃহাকাশে কুসুমসমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। অনন্তর যমরাজ আজ্ঞা প্রদান করিলেন, আমার এই দূতেরা এই বিদূরথ জীবকে পরিত্যাগ করুক[১৪]। (এ দিকে লীলা ও সরস্বতী যমরাজের অলক্ষ্যে অথবা যমভবনের বাহিরে থাকিয়া বিদূরথ জীবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন)।

অনন্তর যেমন ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে উপলখণ্ড পরিত্যক্ত হয়, তেমনি, যমদূতগণ কর্ত্তৃক সেই জীবকলা (অর্থাৎ নিতান্ত সূক্ষ্ম জীব) নভোমার্গে পরিত্যক্ত হইল। অনন্তর সেই বিদূরথ জীব নভঃপথে গমন করিতে লাগিল, সরস্বতী ও প্রবুদ্ধ লীলা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রূপসম্পন্না দুইটী রমণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বিদূরথ জীব তাহা দেখিতে পাইল না। উক্ত রমণীদ্বয় বিদূরথ জীবের অনুসরণ করতঃ নভস্তল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লোকান্তর অতিক্রম করিয়া সে জগৎ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে অন্য এক জগৎ প্রাপ্ত হইলেন। বিদূরথজীব এই জগতে আসিয়া ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন[১৫।১৭]। তখন সেই সঙ্কল্পরূপিণী দুইটী রমণী সেই বিদূরথজীবের সহিত পদ্মরাজ পুর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ লীলার অন্তঃপুর মণ্ডপে বাতলেখার অম্বুজ প্রবেশের ন্যায়, রবিকরের অম্ভোজ প্রবেশের ন্যায়, ও সুরভির পবন প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিলেন[১৮।১৯]।

এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বিদূরথপত্নী লীলাকে তদীয় কুমারী (কন্যা) পথ দেখাইয়া আনিয়া ছিলেন, কিন্তু বিদূরথজীবের পথ পরিজ্ঞানের কথা বলেন নাই। সেইজন্য জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, বিদূরথ-জীব কি প্রকারে সেই পদ্মভূপতির শবগৃহের নিকটবর্ত্তী হইল? কি প্রকারে সে পথ চিনিয়া আসিল? এবং কি প্রকারেই বা সেই মৃতশরীর সজীব

হইল?[২০] বশিষ্টদেব বলিলেন রাঘব! সেই জীবের অন্তঃস্থ বাসনায় পদ্ম-শরীরের অভিমান বিদ্যমান ছিল এবং তাহাতেই তাঁহার বুদ্ধিতে পথ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তাই সে পরিচিত প্রদেশে গমনের ন্যায় সেই শবগৃহে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল[২১]। কে না দেখিয়াছে যে, সজীব বটবীজ সকল অঙ্কুরের কারণ (মৃত্তিকাদি) প্রাপ্ত হইলে আপনাকে অঙ্কুরিত বটবৃক্ষভাবে অবলোকন করে? অথবা অনুভব করে? যেমন বটবীজ আপনার অন্তঃস্থ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত বটবৃক্ষকে যথাকালে ও কারণসংযোগে পরিপুষ্ট দর্শন করে, তেমনি, জীবের উপাধি সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে বাসনাময় অসংখ্য ভ্রান্তিনির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত থাকে, তন্মধ্যে উদ্বোধক দ্বারা যাহা যখন পরিপুষ্ট হয় তাহাই তখন সে বিদিত হয় বা অনুভব করে[২২]। যেমন সজীব বীজ স্বীয় অন্তরে অঙ্কুর অনুভব করে, তেমনি, চিৎকণা জীবও স্বীয় হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করে[২৩]। যেমন কোন এক প্রদেশস্থিত নর আপনার দূরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও শত শত জন্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও স্বকীয় বাসনায় অবস্থিত ইষ্টানিষ্ট সকল সত্যবৎ অবলোকন করিয়া থাকে[২৪।২৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যে সমস্ত জীব পিণ্ড প্রাপ্ত না হয়, তাহারা কিরূপে শরীর প্রাপ্ত হয় তাহা বলুন[২৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বন্ধু ব্যক্তিরা (পুত্রাদি) পিণ্ড প্রদান করুক বা না করুক, প্রেতের বুদ্ধিতে যদি "আমি পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি" এইরূপ বাসনা উদিত হয়, তাহা হইলে সেই বাসনাই তাহার শরীর সম্পাদন করে। পিণ্ডপ্রদানের শাস্ত্র, "বন্ধুজনের পিণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য" এতাদৃশার্থের বোধক। * ফলকল্পে ঐ কার্য্যের দ্বারা পুত্রাদি, পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়, এবং প্রেতবাসনারও অল্প কিছু উপকার ঘটনা হয়[২৭]। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অনুভব এই যে, চিত্ত যেরূপ, জীবও তদাকৃতি অর্থাৎ তন্ময়। কি জীবিত ও কি মৃত, কোনও সময়ে ঐ নিয়মের অন্যথা হয় না[২৮]। পিণ্ডবিহীন ব্যক্তিরাও "আমি সপিণ্ড হইয়াছি" এই প্রকার সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড অর্থাৎ ভোগদেহসম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার "আমি নিষ্পিণ্ড"

---

* এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, বন্ধুগণ যথাসময়ে যথাশাস্ত্র পিণ্ডপ্রদানাদি করিলে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান বাসনা উদিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

এইরূপ সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড ব্যক্তিও নিষ্পিণ্ড হইয়া থাকে[২৯]। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, পদার্থের সত্যতা ভাবনার অনুগামী এবং ভাবনা সেই সেই কারণীভূত পদার্থের কারণ হইতে সমুদিত হয়[৩০]। যেমন ভাবনার দ্বারা বিষ অমৃত হয়, অসত্যও সত্যরূপে অনুভূত হয়, তেমনি, পদার্থও ভাবনার দ্বারা তত্তৎভাবে সমুৎপাদিত হয়[৩১]। * আবার ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোনও প্রকার ভাবনা সমুদিত হয় না[৩২]। নিত্যোদিত একাদ্বয় ব্রহ্ম (চৈতন্য) ব্যতীত আর আর কার্য্য পদার্থ সকল সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বিনা কারণে সমুদিত হইতে দেখা যায় নাই[৩৩]। পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সেই বিশুদ্ধ চিৎ পদার্থ-ই বাসনার ও স্বপ্নের ন্যায় কার্য্য ও কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তির দ্বারাই জগদাকারে প্রতিপ্রকাশিত হইতেছে[৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি বন্ধুবর্গ ভূরি ভূরি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মবিহীন প্রেতকে অর্পণ করে; তাহা হইলে তাহার সেই সকল ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে? কি সফল হইবে? যে প্রেত জানে "আমার ধর্ম্ম নাই" তদ্বাসনাসমন্বিত সেই প্রেতের উদ্দেশে তদ্বন্ধুরা যদি "আমি ধর্ম্ম সমর্পণ করিলাম" ইত্যাকার দৃঢ় সত্য বাসনান্বিত হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মপ্রদাতা প্রেতবন্ধুর সেই বাসনা ফলবতী হইবে? কি নিষ্ফল হইবে? বলবতী হইবে? কি দুর্ব্বলা হইবে?[৩৫।৩৬] বশিষ্ঠ বলিলেন, শাস্ত্রোক্ত দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা তদ্বন্ধুগণের যে বাসনা সমুদিত হয়, সে বাসনা প্রেতবাসনা অপেক্ষা প্রবল। কেননা, শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্য ও লৌকিক কার্য্য উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্যই সমধিক বলবান্ হইতে দেখা যায়। অতএব যে বিষয়ের উদ্দেশে যে বাসনা সমুদিত হয়, সেই বিষয়ে সেই বাসনার জয় হইয়া থাকে[৩৭]। ধর্ম্মদাতার ধর্ম্মদান-বাসনার দ্বারা প্রেতের যে "আমি ধার্ম্মিক" ইত্যাকার বাসনা জন্মে, তাহা শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্যে অনুমান করিবে। এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বন্ধুরবাসনার দ্বারাও প্রেতের বাসনা সমুদ্রেক হয়। বন্ধুগণ (পুত্রাদি) পিণ্ডদানাদির দ্বারা

---

* গরুড় উপাসকেরা সঙ্কল্পের দ্বারা বিষকে অমৃত করিতে পারে এবং যোগীরাও ভাবনার দ্বারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থ করিতে পারে।

প্রেতের উপকার হয় বটে; প্রেত যদি বেদবিদ্বেষ্টা নাস্তিক পাষণ্ডমতি না হয়। তাদৃশ (সেরূপ পাষণ্ড) প্রেতের (মৃত ব্যক্তির) নিকট বন্ধু-বাসনা অতীব দুর্ব্বলা[৩৮]। প্রবল দুর্ব্বলের মধ্যে প্রবলেরই জয় হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আমি বলিয়া আসিয়াছি, যত্নপূর্ব্বক শুভাভ্যাসই করিবেক, অশুভ চিন্তা করিবেক না[৩৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি দেশকালাদির উৎকর্ষেই বাসনা সমুদিত হয়, তাহা হইলে মহাকল্পান্তে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে দেশকালাদি থাকার সম্ভব কি? কি প্রকারে ও কোথা হইতে প্রথম সৃষ্টির কারণীভূত বাসনা উদ্রিক্ত হইয়াছিল? যদি এই সকল দৃশ্য বাসনাকার্য্যই হয়, এবং ইহা যদি দেশকালাদি সহকারী কারণ দ্বারা সমুদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকালে ঐ সকল সহকারী কারণ না থাকায় বাসনার অবস্থান কোথায় ও কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?[৪০।৪১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সত্য। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্ট্যারম্ভ কালের পূর্ব্বে দেশকালাদি কিছুই থাকে না এবং সহকারী কারণের অভাব নিবন্ধন দৃশ্যবিলাসেরও বিদ্যমানতা থাকে না। অর্থাৎ কোন কিছু উৎপন্নও হয় না, প্রস্ফুরিতও হয় না। যেহেতু দৃশ্য বস্তু অভাবশালী, সেই হেতু যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই অনাময় ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[৪২।৪৪]। এই বিষয়টী অগ্রে যাইয়া আমি তোমাকে শত শত যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিব। এখন তুমি প্রযত্ন সহকারে প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রণিহিত হও[৪৫]।

লীলা ও সরস্বতী উক্তপ্রকারে পদ্মনগরে গমন করতঃ পদ্মনৃপতির মনোহর মন্দির অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই শীতল ও গুণযুক্ত মন্দিরটী পুষ্পসম্ভারে আকীর্ণ হওয়ায় যেন বসন্তকালীন শোভা ধারণ করিয়াছে[৪৬]। উহা রাজকার্য্যসংরম্ভযুক্ত রাজধানী সমন্বিত এবং তন্মধ্যে মন্দারকুন্দমাল্যাদির দ্বারা সমাচ্ছাদিত পদ্মনৃপতির শব সংস্থাপিত রহিয়াছে। শবের শিরোভাগে মঙ্গল সূচক পূর্ণ কুম্ভাদি সংস্থাপিত রহিয়াছে[৪৭।৪৮]। মন্দিরের গবাক্ষ সকল ও দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে। দীপালোক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় উহার নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামলবর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে সংসুপ্ত জনগণের শ্বাস নিঃসরণ

শব্দ সমভাবে নির্গত হইতেছে। মন্দিরটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্য গুণে পুরন্দরমন্দিরকে ও বিরিঞ্চির অধিষ্ঠানভূত পদ্ম-মুকুলান্তর্গত চারু শোভাকে নির্জ্জিত করিতেছে। এই ইন্দুকান্তি সদৃশ মনোহর মন্দির নিঃশব্দ হেতুক মূকবৎ অবস্থিতি করিতেছে॥১।৫০।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গমন করতঃ দেখিলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বে সমাগতা ও ভর্ত্তৃ মরণের পূর্ব্বে মৃতা সেই বিদূরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল সেই পূর্ব্বদৃষ্ট আকারে সেই বেশে সেই দেহে সেই চরিত্রে সেই বস্ত্রে সেইরূপ রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দর্য্যে পদ্মনৃপতির শবগৃহে অবস্থান করিতেছেন এবং শবপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া চামর গ্রহণ করতঃ নৃপতি পদ্মের শব-শরীর বীজন করিতেছেন। ইহাকে দেখিলেই মনে হয়, যেন নভোভূষণ তরুণ শশধর তত্রস্থ মহীতলে উদিত হইয়াছে[১।৪]। তাঁহার বেশ, বয়স, আচার, আকার, দেহ, বস্ত্র, অঙ্গসৌন্দর্য্য, রূপ, লাবণ্য, অবয়বস্পন্দন, বস্ত্র পরিধান ও ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্ব সদৃশ। কেবল বিশেষ এই যে, তিনি প্রাক্তন ভবন (বিদূরথ গৃহ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। এই মনোহররূপ-সম্পন্না রমণী বামকরতলে বদনেন্দু নতভাবে বিন্যস্ত করতঃ মৌনা হইয়া রহিয়াছেন এবং ইহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ হইতে স্নিগ্ধ শুভ্র ও নির্ম্মল কিরণাবলি ছুরিত হইতেছে। দেখিবা মাত্র বোধ হয়, যেন এক সুন্দর বনস্থলীতে বিকসিত কুসুমা সর্ব্বলোকমনোহরা লতিকা সুষমা বিতরণ করিতেছে[৫]। এই লীলা যখন যে দিকে নেত্র পরিচালন করিতেছেন সেই দিকেই যেন মালতী অথবা উৎপল বর্ষণ হইতেছে এবং তাঁহার অঙ্গলাবণ্য যেন ক্ষণে ক্ষণে শত শত চন্দ্রের সৃষ্টি করিতেছে[৬]। এই লাবণ্যবতী লীলা যেন পুষ্পসম্ভার সমুদিত লক্ষ্মীর ন্যায় নরপাল রূপ বিষ্ণুর ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন[৭]। ইহার দৃষ্টি ভর্ত্তৃবদনে স্থাপিত, যেন কিছু নিপুণা হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইহার মুখ ম্লান, সুতরাং ম্লানচন্দ্র নিশার ন্যায় অল্পান্ধকার বিশিষ্ট[৮]।

সত্যসঙ্কল্পা প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে অপ্রবুদ্ধ লীলাকে তাদৃশী অবস্থান্বিতা দেখিলেন, কিন্তু বালিকা অপ্রবুদ্ধ লীলা সত্যসঙ্কল্পতার অভাবে উক্ত উভয়কে দেখিতে পাইলেন না[৯]।

এই অবসরে রামচন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বলীলা পদ্মভবনের অন্তঃপুর মণ্ডপে দেহ রাখিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞপ্তি দেবীর সহিত বিদূরথ ভবনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন, তিনি সরস্বতীসহ বিদূরথভবন হইতে পদ্মভবনে আগমন করিয়া অপ্রবুদ্ধ লীলাকে অগ্রে সমাগতা দেখিলেন। তাঁহার দেহ প্রাপ্তির কথা আর বলিলেন না। অতএব, তাঁহার সেই দেহ কি হইল, কোথায় গেল, তাহা এখনও আছে কি নাই, লীলা আপনার শরীর আছে কি নাই, তাহা দেখিলেন না, না দেখিয়াই সমাগতা লীলাকে দেখিতে লাগিলেন, ইহার কারণ কি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন[১০।১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! লীলার সে শরীর কোথায়? তাহা কি সত্য বস্তু? সত্যবস্তু নহে। দেহ প্রভৃতির জ্ঞান মরুভূমিতে জলবুদ্ধির ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তাহা অর্থাৎ সে ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ায় লীলা আপনার পরিত্যক্ত শরীর অন্বেষণ করেন নাই। যাহা নাই তাহার আবার অন্বেষণ কি?[১২] বৎস রাম! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা। এ রহস্য যে জানিয়াছে, তাহার আবার দেহাদি কোথায়? তুমিও যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিন্মাত্রবপুঃ ব্রহ্ম[১৩]। লীলার বোধ যেমন যেমন উত্তরোত্তর পরিপক্ক হইয়াছে তাহার দেহও তেমনি তেমনি হিমবৎ বিগলিত অর্থাৎ বাধিত (নাই বলিয়া অবধৃত) হইয়া গিয়াছে[১৪]। লীলা যে এখন আতিবাহিক দেহে আপনার পরিকল্পিত দৃশ্য দেখিতেছেন অর্থাৎ "সমস্তই মনঃকল্পিত" এই ভাবে দেখিতেছেন, তাহা কে জানিতেছে? জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ইহার ভ্রান্তিতে এই সমস্তই ভূম্যাদি নামে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ এক্ষণকার আধ্যাত্মিক ভাবই পূর্ব্বে আধিভৌতিক ভ্রান্তিতে বিদ্যমান ছিল[১৫]। বস্তুতঃ আধিভৌতিক অর্থাৎ বাহ্যিক কিছুই নাই। শব্দ বল, আর অর্থ বল, কোনও কিছু বাস্তব নাই। এ সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসত্য[১৬]। আতিবাহিকের উপর "আমি আধিভৌতিক" এইরূপ ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইলে, তাহার আর, আমি আধিভৌতিক কি আতিবাহিক সে বিচার থাকে না। স্বপ্নকালে "যে পুরুষের আমি মৃগ" এইরূপ মতি উদিত হয়, যাবৎ স্বপ্ন থাকে তাবৎ কি সে আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত

অন্য মৃগ অন্বেষণ করে? তাহা করে না[১৭]। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম তিরোহিত হইলে, "এই সর্পজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র" এইরূপ বোধ সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের ভ্রম বিদূরিত হইলে যাহা সত্য তাহাই তাহাদের জ্ঞানে স্ফুরিত হয়[১৮]। অধিক কি বলিব, এই সমুদায় আধিভৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃকল্পিত। সমুদায় অজ্ঞ জীব স্বপ্ন সন্দর্শনের অনুরূপে জগৎস্থৌল্য দর্শন করিতেছে। বালক যেমন নৌকাবিঘূর্ণনে ভ্রমণ অনুভব করে, সেইরূপ, প্রত্যেক অজ্ঞ জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করে[১৯,২০]। * আত্মজ্ঞান হইলে তখন তাহার সেই আধিভৌতিক দেহ বাধিত হইয়া যায়। সেইজন্য যোগীদিগের দেহ আতিবাহিক।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, আতিবাহিক দেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর, যদি তাহাই হয়, তবে, কেন তাহা লোকের দৃষ্টিগোচর হয়? কেনই বা তাহাদের মরণ দেখা যায়? এবং কি নিমিত্ত মৃত্যুর পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত দেহ মোক্ষকালেও বিদ্যমান থাকে?[২১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় দেহ বিনষ্ট না হইলেও "বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ, যোগীদিগেরও বিনা পূর্ব্ব দেহের বিনাশে সেই আতিবাহিক দেহেই দেহান্তর ধারণের কল্পনা উদিত হয়। † অপিচ, যেমন সূর্য্যের আলোকে হিমকণা ও শরৎকালের আকাশে শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অদৃশ্য, তেমনি, যোগিদেহ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা অদৃশ্য। ফলিতার্থ—শরদাকাশে কিঞ্চিৎ-কালের নিমিত্ত মেঘাস্তিত্ব দর্শনের ভ্রম হয়[২২,২৩]। "শরীর এখনই যাউক, অদৃশ্য হউক" এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা কোন কোন যোগীর দেহ এত শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া যায় যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যোগীরাও তাহা দেখিতে পান না। খগেরা যেমন উড্ডীন হইয়া শীঘ্র

* আমি মরিলাম, পুনর্ব্বার জন্মিলাম, এ সকল জ্ঞান পরকীয় মিথ্যা জ্ঞানের বিবর্ত্তন। জাতিস্মর দিগের ঐ সকল জ্ঞানও নিরূঢ় (অনাদি) ভ্রান্তির মহিমা।

† ভাবার্থ এই যে, যোগী দিগের মরণ দ্বিবিধ। এক প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত ঐচ্ছিক, অপর প্রারব্ধ বিনাশে দেহপরিত্যাগ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মরণে পূর্ব্ব দেহের অবাধে দেহান্তরের প্রাপ্তি কল্পনা এবং শেষোক্ত মরণে দেহের আত্যন্তিক অভাব হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন এবং দ্বিতীয় মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত শরৎকালের মেঘ।

আকাশে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ[২৪]। তাঁহারা যে জীবদ্দশায় জনগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন তাহা তাঁহাদের সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাব। অর্থাৎ "ইহারা এইরূপে দেখুক" এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়। কোন কোন ব্যক্তি যে স্বীয় সম্মুখে "এই যোগী মৃত, এই যোগী জীবিত" এইরূপে যোগিদেহ দর্শন করেন, সে কেবল সেই সেই দর্শকের বাসনানুরূপ বিভ্রম[২৫]। বস্তুতঃ যোগিদেহ কোনও কালে আধিভৌতিক নহে। যেমন সর্পজ্ঞান বিনষ্ট হইলে রজ্জুজ্ঞান সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহদর্শন ভ্রম বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে[২৬]। তখন অবধারণা হয় যে, দেহই বা কি, তাহার বিদ্যমানতাই বা কোথায়, এবং তাহার নাশই বা কি? সমস্তই অলীক, সমস্তই ভ্রান্তি। যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে; কেবল অবোধতাই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! এই আধিভৌতিক দেহই কি যোগের সামর্থ্যে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়? কি তাহা পৃথক্? বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তোমাকে ঐ বিষয়টী অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু তুমি গ্রহণ করিতেছ না। অর্থাৎ বুঝিতে পারিতেছ না। বৎস! একমাত্র আতিবাহিকই আছে, আধিভৌতিক নাই[২৮।২৯]। অধ্যাস দ্বারাই আতিবাহিকে আধিভৌতিকী মতি সমুদিত হয় এবং তাহার অর্থাৎ অধ্যাসের উপশম হইলে পুনর্ব্বার প্রাক্তন আতিবাহিকতার উদয় হয়[৩০]। যেমন, প্রবুদ্ধ হইলে তখন আর স্বপ্নদৃষ্ট নগরের কাঠিন্যাদি থাকে না, তাহার কাঠিন্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞান সমুদিত হইলেও তখন আর এতদ্দেহের গুরুত্ব ও কাঠিন্য প্রভৃতি থাকে না, শমতা প্রাপ্ত হইয়া যায়[৩১]। যেমন "স্বপ্নে ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নের বাধ হইয়া যায়, সেইরূপ, আতিবাহিক বোধ সমুদিত হইলেই আধিভৌতিকত্বের বাধ হয় এবং আধিভৌতিকের বাধ হইলে যোগী দিগের দেহ তূলবৎ লঘুতা প্রাপ্ত হয়[৩২]। জীব যেমন স্বপ্নে "আমি স্থূল নহি, ভারি নহি, আমি ইচ্ছা করিলে আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারি" এই জ্ঞান হওয়ার পর স্বপ্নে আকাশ সঞ্চরণাদি করে, তেমনি, যোগীরাও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয়ে তূলবৎ লঘু হইয়া আকাশগমনযোগ্য হন[৩৩]। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাদৃশ সঙ্কল্পময়

দেহে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের স্থূল দেহ শবীভূত হউক, আর ভস্মীভূত হউক, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করিবেন, সন্দেহ নাই[৩৪]। যোগীরা প্রবোধের আতিশয্য দ্বারা জীবিত অবস্থাতেই ঐ প্রকার সূক্ষ্ম দেহ লাভে সমর্থ হন[৩৫]। "আমি সঙ্কল্পাত্মা, স্থূল নহি" এইরূপ স্মৃতি সমুদিত হওয়ায় তাঁহাদিগের স্থূল দেহও আকাশবিহারযোগ্য হয়[৩৬]। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় স্থূল ভ্রান্তি নিরন্তর প্রতিভাত হইতেছে বটে; পরন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, রজ্জুতে সর্প ভ্রম সমুদিত হয় বটে; পরন্তু রজ্জু কি তাহাতে সত্য সত্যই সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। অধিকন্তু দেখা যায়, ভ্রম বিনষ্ট হইলে তখন আর সে সর্প থাকে না। তাহা তখন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহাতে ভ্রম সমুদিত হউক, বা না হউক, তাহা তদ্রূপেই অবস্থিত থাকে। সদ্বস্তুর বাস্তব অন্যথা হয় না[৩৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বলীলা ও সমাগতা লীলা প্রভৃতি পদ্মভবনে গমন করিলে তদ্ভবনবাসীরা আতিবাহিক দেহধারিণী লীলাকে দর্শন করিতে অশক্ত হইলেও, লীলার "এই সমস্ত জনগণ আমাকে দর্শন করুক" এতদ্রূপ সত্য সঙ্কল্প দ্বারা তাঁহারা যদি তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বোধ করিবেন?[৩৮] *

বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্রস্থ জনগণ "ইনিই সেই রাজমহিষী, দুঃখিতা হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং এই রমণী (দ্বিতীয়া লীলা) ইহার বয়স্যা, কোন এক স্থানে সখিত্ব প্রাপ্তা এবং সম্প্রতি ইহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন, এইরূপ বোধ করিবেন[৩৯]।

হে রামচন্দ্র! এ বিষয়ে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। পশুগণ যেমন দৃষ্ট অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তেমনি, অবিবেকী মানবেরাও দৃষ্টানুসারে ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে[৪০]। লোষ্ট্র বৃক্ষাদিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বৃক্ষাদির মধ্যে প্রবেশ করে না, অধিকন্তু তাহা বৃক্ষেই বিশীর্ণ (ধূলিভাবপ্রাপ্ত, গুঁড়া হইয়া যাওয়া) হইয়া যায়, সেইরূপ, বিচারণাও পশুতুল্য অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না, সেইজন্য তাহাদের শরীর ও

---

* পদ্মভবনবাসিগণ কি তাঁহারে ইনিই সেই এখানকার লীলা এই রূপ বোধ করিবেন? কি ইনি কোন অপূর্ব্বা দেবী, এইরূপ বোধ করতঃ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদির ন্যায় বিস্ময় প্রাপ্ত হইবেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। (জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রবুদ্ধ লীলার পুত্র। পূর্ব্বে ইহার কথা অনেকবার বলা হইয়াছে।)

কায় কর্ম্ম বাসনাদি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত থাকে[৪১]। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্ন শরীর কোথায় যায় তাহা জানা যায় না, তেমনি, তত্ত্ববোধ উদিত হইলে আধিভৌতিকতাবোধ কোথায় পলায়ন করে, তাহা স্থির করা যায় না[৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! জাগ্রৎ উপস্থিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত কোথায় যায় তাহা আমাকে বলুন। ঐ বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে[৪৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, স্পন্দন যেমন বায়ুতেই লীন হয়, তেমনি, স্বপ্ন দৃষ্ট ও সঙ্কল্পদৃষ্ট পর্ব্বতাদি সম্বিদে (আত্মচৈতন্যে) মিলিত হইয়া থাকে[৪৪]। যেমন অস্পন্দ বায়ুতে সস্পন্দ বায়ু (স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু) প্রবেশ করে, সেইরূপ, বাস্তব-অস্তিত্ব-শূন্য স্বাপ্ন পদার্থ ও নির্ম্মলস্বভাব সম্বিদে প্রবিষ্ট হয়[৪৫]। একমাত্র সম্বিদই সেই সেই পদার্থের আকারে অবভাসিত ও প্রস্ফুরিত হইতেছে। যে দিন তাহা না হইবে সেই দিন সম্বিদের স্বভাবসুলভ অদ্বয়তা (একত্ব) প্রতিষ্ঠিত হইবে[৪৬]। জল যেমন দ্রবত্বের ও স্পন্দন যেমন বায়ুর সহিত অভিন্ন, তেমনি, স্বপ্নার্থও সম্বিদের সহিত অভিন্ন। সম্বিৎ ও স্বপ্নদৃষ্ট নানা সম্বেদ্য, উভয়ের বাস্তব পার্থক্য কোনও কালে ও কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপলব্ধ হয় নাই এবং হইবেও না[৪৭]। যেন তাহা পৃথক, যেন তাহা ভিন্ন, (জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুই যেন এক নহে, কিন্তু ভিন্ন) এই ভাবটীই অজ্ঞান নামের নামী এবং তাদৃশ অজ্ঞানই সংসার। সম্বিদই উক্ত অজ্ঞানের আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া সংসার আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে[৪৮]। সহকারী কারণ না থাকায় স্বাপ্ন সৃষ্টি মিথ্যা, সুতরাং ঐ সকল দ্বৈত পণ্ডদ্বৈত (পণ্ড=অলীক বা তুচ্ছ)[৪৯]। স্বপ্ন যেমন অসৎ, জাগ্রৎও সেইরূপ অসৎ। এ বিষয়ে অল্পমাত্রও সন্দেহ করিও না। কেননা স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি সহকারিকারণের অভাবে অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি অসৎ, তেমনি, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভ-সম্বিদের অতিরিক্ত অন্য কোন সহকারিকারণ না থাকায় তদুদ্ভূত সৃষ্টিও অসৎ[৫০]। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কোনও ক্রমে সত্য নহে। একমাত্র সম্বিদ্ই নিত্য সত্য, তদতিরিক্ত যে কিছু, সমস্তই অসত্য[৫১]। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্নপর্ব্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নাই

হইয়া যায়, সেইরূপ, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, অথবা ক্রমে হউক, তত্ত্ব-জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা এই আধিভৌতিক জগৎ শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে[৫২]। নিকটস্থ লোকেরা যে "এই ব্যক্তি মৃত ও এই ব্যক্তি উড্ডীন" এইরূপ দর্শন করে, তাহা তাহারা স্বস্বরূপানভিজ্ঞ আধি-ভৌতিকাভিমানী বলিয়াই করে। অর্থাৎ সেইপ্রকার দর্শন করে[৫৩]। এই সকল সৃষ্টি মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে প্রকটিত ও মোহের প্রেরণায় অবস্থিত। এই ঐন্দ্রজালিকীবৎ দৃষ্টিভ্রান্তি স্বপ্নানুভূতির ন্যায় নিঃস্বরূপ। অনাদিভ্রমপ্রবাহ নিপতিত পুরুষ মরণমূর্চ্ছার পূর্ব্বক্ষণে আতিবাহিক দেহে ভ্রান্তি ক্রমে ভবিষ্যৎ ভোগের উপযুক্ত সৃষ্টিপ্রতিভাস অনুভব করে এবং যাহা যাহা অনুভব করে সে সমস্তই তাহাদের মনোমধ্যে। পরন্তু ভ্রান্তির মহিমায় সে সকলকে বহিঃস্থ বিবেচনা করে[৫৪।৫৫]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রবুদ্ধ লীলা পদ্মশবপার্শ্বস্থিতা দ্বিতীয় লীলাকে ঐ প্রকারে দেখিতেছেন, ইত্যবসরে যোগীরা যেমন ইচ্ছার দ্বারা মনের স্পন্দন নিরুদ্ধ করেন, সেইরূপ, সত্যসঙ্কল্পা জ্ঞপ্তিদেবী সঙ্কল্পের দ্বারা সেই বিদূরথ-জীবকে নিরুদ্ধ করিলেন। অর্থাৎ শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। এই সময়ে লীলা ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! এই মন্দিরে মহীপাল পদ্ম শবীভূত ও আমি সমাধি লীনা হইলে, কত কাল গত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন[১।২]। দেবী বলিলেন, লীলে! অদ্য এক মাস অতিক্রান্ত হইল, এই ক্ষুদ্র বাস গৃহে এই দুই দাসী তোমার দেহ রক্ষার্থ অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছে[৩]। হে বরবর্ণিনি! তোমার দেহ কি হইল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সমাধি লীনা হইলে তোমার দেহ পঞ্চদশ দিবসের পর ক্লিন্ন ও তাহার জলভাগ বাস্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। * যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত থাকে, তেমনি, তোমার সেই নির্জ্জীব দেহও ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ছিল। তৎকালে তোমার সেই শবীভূত দেহ কাষ্ঠ কুড্যের ন্যায় কঠিন ও হিমানীর ন্যায় শীতল হইয়াছিল[৪।৫]। অনন্তর মন্ত্রিগণ তোমার দেহের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অর্থাৎ পচিয়েছে দেখিয়া স্থির করিলেন, ইনি মৃতা হইয়াছেন। তখন তাঁহারা তোমার সেই দেহকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন[৬]। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব, তোমার সেই শবীভূত দেহকে তাঁহারা চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত ও চন্দন-কাষ্ঠাদির দ্বারা দগ্ধ করিয়াছেন। অনন্তর তোমার পরিবারগণ "হায়! আমাদের রাজ্ঞীও মৃতা হইলেন" এই বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিয়া

* এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, লীলার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাই তাঁহার স্থূল দেহ বিষয়ক জ্ঞান রজ্জুতত্ত্ব জ্ঞানের উদয়ে সর্পজ্ঞানের পলায়নের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। সেই জন্য তিনি আর পরিত্যক্ত স্থূলদেহের অনুসন্ধান করেন নাই। সরস্বতীও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন নাই। পরন্তু অন্য অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লীলাদেহের যে অবস্থা ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলা উচিত বিবেচনায় সরস্বতী তাহাই লীলার নিকট বর্ণন করিলেন।

তোমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন[৭।৮]। * বৎসে! এখন যদি তোমাকে অত্রত্য জনগণ এই স্থানে সশরীরে সমাগতা দেখে, তাহা হইলে ইহারা তোমাকে, পরলোক হইতে সমাগতা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিবে[৯]। হে সুতে! তুমি এক্ষণে আতিবাহিকদেহা সুতরাং মনুষ্যগণের অদৃশ্যা হইলেও তদীয় সত্যসঙ্কল্পের প্রভাবে জনগণ তোমার এই স্বচ্ছ আতিবাহিক দেহ দর্শন করিয়াও পরমাশ্চর্য্য হইবেক[১০]। বালে! তোমার প্রাক্তন দেহের প্রতি যাদৃশী বাসনা সমুদিতা হইয়াছিল, তুমি তাদৃশ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ[১১]। কেবল তুমি নহ, সংসারের সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব বাসনানুসারে বাহ্য দর্শন করিয়া থাকে। বালকের বেতাল দর্শন তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত। (বালকেরা যে ভূত দেখে, তাহা তাহাদের অমূলক সংস্কারের প্রভাব)[১২]। সুন্দরি! তুমি ইদানীং আতিবাহিকশরীরিণী, ব্রহ্মসম্পন্না সুতরাং সিদ্ধা হইয়াছ। তুমি প্রাক্তন অশুভবাসনাসম্পন্ন আধিভৌতিক দেহ বিস্মৃতা হইয়াছ[১৩]। আতিবাহিক জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়াতে তোমার আধিভৌতিক জ্ঞান এককালে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। আধিভৌতিক দেহ অন্য কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে তাহা শরদাকাশে শুভ্র মেঘের ন্যায় ক্ষণদৃশ্য[১৪]। আতিবাহিকভাব বদ্ধমূল হইলে সে দেহ তখন জলহীন জলদের ও গন্ধহীন কুসুমের সহিত উপমিত হয়[১৫]। অপিচ, আতিবাহিক সম্বিদ্ (জ্ঞান) অবিচলিত হইলে, সদ্বাসনাশালী গণও যৌবনে বাল্য বিস্মরণের ন্যায় আধিভৌতিকদেহ বিস্মৃত হইয়া যান[১৬]। হে বরবর্ণিনি! আজ একত্রিংশ দিবসে আমরা এই মন্দিরাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য প্রভাতে আমরা এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে এই সমস্ত ভৃত্যগণ আমার ইচ্ছায় এখন নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। লীলে! আইস, এই সময়ে আমরা সত্যসঙ্কল্পতার খেলা দেখাইয়া এই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দর্শন প্রদান করি ও মানবোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই[১৭।১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর জ্ঞপ্তিদেবী "এই অপ্রবুদ্ধ লীলা আমাদিগকে দর্শন করুক" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র জ্ঞপ্তি ও প্রবুদ্ধ

* লীলার দেহ পচিয়া গেল, আর রাজার দেহ থাকিল, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার বলেন, সত্যসঙ্কল্পা সরস্বতীর সঙ্কল্পের প্রভাবে রাজার দেহ জীবিতের ন্যায় ছিল, নষ্ট হয় নাই।

লীলা প্রদীপ্তভাবে প্রকাশমানা হইলেন[১৯]। অনন্তর বিদূরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা গৃহের অভ্যন্তর ভাগ তেজঃপুঞ্জে ভাস্বর হইল দেখিয়া চঞ্চলনয়না হইলেন এবং সত্বর গৃহমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিলেন, যেন চন্দ্রে খোদাই করা অথবা ছাঁচে গড়া দ্রবশীতল প্রভাময়ী দুইটী রমণী তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইঁহাদের অঙ্গপ্রভায় গৃহভিত্তি সুবর্ণ-দ্রবলিপ্তের ন্যায় (সোনালী গিল্ট করার মত) দেখাইতেছে[২০]।[২১]। লীলা স্বীয় সম্মুখে তদ্রূপরূপিণী জ্ঞপ্তিদেবীকে ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহাদিগের চরণে নিপতিতা হইলেন এবং কহিলেন, হে জীবনপ্রদ দেবিদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। আপনারা আমার মঙ্গলের নিমিত্তই এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি আপনাদিগের পরিচারিকা হইয়া পূর্ব্বেই এই স্থানে উপনীতা হইয়াছি[২২]।[২৩]। লীলা এইরূপ কহিলে সেই বহুমানার্হ ও মত্তযৌবন (পূর্ণ-যৌবন) রমণীদ্বয় সুমেরুশিখরস্থ লতিকাদ্বয়ের ন্যায় উচ্চ আসনোপরি উপবিষ্টা হইলেন[২৪]। পরে জ্ঞপ্তিদেবী বলিলেন, সুতে! তুমি কোন্ পথ দিয়া কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে দেখিতে ও কি প্রকারে এই দেশে আসিয়াছ?[২৫] বিদূরথ-লীলা বলিলেন, দেবি! আমি প্রথমতঃ সেই বিদূরথের গৃহে সেই সময়ে দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় সূক্ষ্মা ও প্রলয়াগ্নি মধ্যপতিতার ন্যায় হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হইলাম[২৬]। পরমেশ্বরি! সে সময়ে আমার সম বিষম, কোনও জ্ঞান ছিলনা। এবং আমার চঞ্চল পক্ষ্মান্তর্গত লোচন নিমীলিত হইয়া গিয়াছিল[২৭]। পরে আমার তাদৃশী মরণমূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে, জাগরিত হইয়া দেখিলাম, আমি গগনোদরে আপ্লুত হইতেছি[২৮]। পরে বায়ুরূপ রথে আরোহণ করিলাম। তৎপরে বায়ু যেমন সুগন্ধ বহন করে, সেইরূপ, সেই বায়ুরথ আমাকে এই স্থানে বহন করিয়া আনিল[২৯]। দেবি! আমি এই স্থানে উপনীতা হইয়া দেখিলাম, এই গৃহ মদীয় নায়কে অলঙ্কৃত, দীপ্তদীপে সুশোভিত ও মহামূল্য শয্যায় সমন্বিত রহিয়াছে[৩০]। অনন্তর আমি এই পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিলাম, ইনি পুষ্পগুপ্তাঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া আমি ভাবিলাম, ইনি ঘোরতর সংগ্রাম-সংরম্ভ দ্বারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। নিদ্রিত রহিয়াছেন মনে করিয়া, আমি ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। এবং তৎপরে

আপনারা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। হে দেবি! এক্ষণে আমি যথানুভূত সমুদয় বৃত্তান্ত মদনুগ্রহকারিণী ভবদীয়সমীপে নিবেদন করিয়া কৃতার্থা হইলাম[৩১।৩৩]।

অতঃপর জ্ঞপ্তি দেবী সহাস্য আস্যে উভয় লীলাকে নিকটে আহ্বান করতঃ কহিলেন, লোলিতলোচনে লীলাদ্বয়! আমি এই শয্যাশায়ী নৃপতিকে উত্থাপিত করিতেছি, অবলোকন কর[৩৪]। অনন্তর ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী ঐরূপ কহিয়া, পদ্মিনী যেমন সুগন্ধ পরিত্যাগ করে, সেই-রূপ, সেই নৃপতির অবরুদ্ধ জীবকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই নৃপ-জীব নৃপতির নাসার নিকট গমন করতঃ অনিলের বংশরন্ধ্র প্রবে-শের ন্যায় সত্বর তদীয় নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল[৩৫।৩৬]। অমনি মহীপতি পদ্ম, সমুদ্র যেমন স্বকীয় অন্তরে রত্ন ধারণ করেন, তাহার ন্যায় শত শত বাসনা স্বকীয় অন্তরে ধারণ করিলেন। বৃষ্টির অভাবে ম্লানি প্রাপ্ত পদ্ম যেমন বৃষ্টি প্রাপ্তে পুনঃ পরম শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, জীবের সমাগমে নৃপতি পদ্মের মুখপদ্মে পূর্ব্ববৎ কান্তি আগমন করিল[৩৭]।

যেমন লতা সকল বসন্তের সমাগমে সরল ও সৌন্দর্য্যগুণান্বিত হয়, তেমনি, জীবসমাগমে ভূপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অল্পে অল্পে সরস ও সৌন্দর্য্যগুণান্বিত হইতে লাগিল[৩৮]। এবং মুখমণ্ডলে পূর্ণিমা তিথির চন্দ্রের ন্যায় কান্তি আগমন করিল[৩৯]। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্ফুরিত ও পল্লবে বসন্ত সমাগমে কান্তি আগমনের ন্যায় সে সকলেও কান্তি আগমন করিল[৪০]। অনন্তর, যেমন ভুবনাত্মা বিরাট (ভগবানের বিশ্বমূর্ত্তি) স্বীয় চন্দ্রসূর্য্য-স্বরূপ নেত্রতারকা উন্মীলন করেন, সেইরূপ, মহীপতি এখন সৌভাগ্য-লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বমনোহর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন[৪১]। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ বিন্ধ্যাচলের ন্যায় উত্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় গভীর নিস্বনে কহিলেন "কে এ স্থানে বিদ্যমান আছ?"[৪২] এই সময় উভয় লীলা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন "কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" রাজা স্বীয় সম্মুখে আকারে, প্রকারে, রূপে, গুণে, বাক্যে ও স্বরে, কার্য্যে ও কার্য্যোদ্যোগে সর্ব্বাংশে সমান উভয় লীলাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ?"

প্রবুদ্ধ লীলা তাঁহার পুরোবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, * দেব! ভবদীয় আদেশানুসারে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন[৩৬।৪৫]। হে প্রভো! আমি আপনার সেই পূর্ব্বমহিষী লীলা। অর্থ যেমন বাক্যের সহিত মিলিয়া থাকে, সেইরূপ, আমিই আপনার সহিত চিরমিলিতা আছি। ইনিও আপনার মহিলা, ইঁহারও নাম লীলা, আপনার নিমিত্ত আমিই আমার প্রতিবিম্বরূপা ইঁহাকে অর্জ্জন (উৎপাদন) করিয়াছি। আর যিনি আপনার শিরোভাগে হৈম মহাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, ইনি সেই ত্রৈলোক্যজননী কল্যাণদায়িনী সরস্বতী দেবী। হে মহারাজ! আমরা বহুপুণ্যবলে এই দেবীর দর্শন প্রাপ্তা ও ইঁহার দ্বারা লোকান্তর হইতে এই স্থানে আনীতা হইয়াছি[৪৬।৪৯]।

অনন্তর রাজীবলোচন নরপতি লীলাপ্রমুখাৎ ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগবতীর চরণ-যুগলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, হে সর্ব্বহিতপ্রদে দেবি! হে সরস্বতি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরদে! আমাকে এইরূপ বর-প্রদান করুন যে, যেন আমি পরমার্থবুদ্ধিশালী, দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হই। নৃপতি ঐরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ভগবতী তাঁহাকে স্বীয় করে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, পুত্র! তুমি তোমার প্রার্থনানু-সারে দীর্ঘায়ু ও ধনাঢ্য হও[৫০।৫২]। তোমার সর্ব্বপ্রকার আপদ, দুষ্কৃত-দৃষ্টি ও পাপ বুদ্ধ্যাদি বিনষ্ট হউক। তুমি অনন্ত সুখে অবস্থান কর এবং তোমার এই রাষ্ট্রে জনতা সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট থাকুক ও ত্বদীয় রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক তদীয় ভবনে বিলাস করুন[৫৩]।

* প্রবুদ্ধ লীলার স্থূল শরীর ছিলনা দগ্ধ হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইনি সঙ্কল্পের দ্বারা স্থূল শরীর রচনা করিয়া থাকিলেন। দ্বিতীয় লীলা সরস্বতীর বরে স্থূল শরীরেই পদ্মভবনে আসিয়াছেন। পদ্মরাজার স্থূল শরীর মৃত ও পুষ্পে ঢাকা ছিল। তাহা এখন বিদূরথের জীব প্রবেশ করায় পুনর্জ্জীবিত হইল। বিদূরথের স্থূলদেহ সেই রাজ্যে তদীয় বন্ধুগণের দ্বারা ভস্মীকৃত হইয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টি সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সরস্বতী ঐ প্রকার বর দান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। ক্রমে প্রভাতকাল উপস্থিত হইল। তখন পঙ্কজগণের সহিত জনগণ প্রবুদ্ধ হইল[১]। নৃপতি স্বীয় মহিষী লীলাকে আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন, এবং লীলাও পুনর্জ্জীবিত পতিকে মহানন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন[২]। এদিকে রাজভবন আনন্দোন্মত্ত জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই গীত ও বাদ্য, জয় ও মঙ্গলাদি পুণ্য বাক্য, মহাকোলাহলে নির্ঘুষ্ট (ঘোষণার বিষয়) হইতে লাগিল। অচিরাৎ হৃষ্টপুষ্ট জনগণ দ্বারা রাজবাটী সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাঙ্গনভূমি অনুচরবর্গ ও পৌরজনগণ প্রভৃতি রাজলোকে পরিপূর্ণ হইল[৩।৪]। সেই রাজসদনে সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ আনন্দ সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ, মুরজ, কাহল, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতে লাগিল[৫]। হস্তিবৃন্দ আনন্দভরে শুণ্ড উর্দ্ধীকৃত করতঃ বৃংহিত অর্থাৎ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ নৃত্য করতঃ প্রাঙ্গন ভূমির অন্যান্য উল্লাস বৃদ্ধি করিতে লাগিল[৬]। জনগণের আনীত উপঢৌকন সকল পরস্পর সঙ্ঘট্টিত হইয়া ভূমি পতিত হইতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে উৎসবিক পুষ্প বহনকারী মনুষ্যের সঞ্চারে রাজসদন পরম শোভা ধারণ করিল[৭]। মন্ত্রী, সামন্ত ও নাগরিক গণ মঙ্গলসূচক পুষ্প, লাজা ও মুক্তাদি চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চত্বরাকাশ নর্ত্তকীগণের ভুজ নিকরে আচিত হইয়া সমৃণাল রক্তপদ্মশতশোভিত সরোবরের শোভা ধারণ করিল[৮]। আনন্দোন্মত্তা স্ত্রীগণের গ্রীবাদেশ বিলাসের সহিত সঞ্চালিত হওয়ায় তাহাদের কর্ণদেশস্থ রত্নকুণ্ডলের দোদুল্যমানতা যুবকগণের নয়ন মুগ্ধ করিতে লাগিল। অনবরত পাদসম্পাতে, নিপতিত কুসুমরাজি মর্দ্দিত হওয়ায় রাজপথ পুষ্পরস কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া উঠিল[৯]। শরন্মেঘসদৃশ বিস্তৃত ও পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ দ্বারা সুশোভিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ভূমিতে বরাঙ্গনাগণের বদন দৃষ্টে দর্শকগণের মনে হইতে লাগিল, যেন

চন্দ্র শতমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন[১০]। "আমাদিগের রাজ্ঞী (দ্বিতীয়া লীলা) ও মহারাজ উভয়ে পরলোক হইতে আগমন করিয়াছেন" এইরূপ বাক্য গাথার ন্যায় ক্রমক্রমে শত শত জন প্রমুখাৎ দেশদেশান্তরে গমন করিতে লাগিল[১১]। এদিকে পদ্মভূপাল সংক্ষেপে বর্ণিত স্বীয়মরণ ও পরলোক গমন সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পরে সমানীত চতুঃসাগর জলে স্নান করিলেন[১২]। অনন্তর অমরগণ যেমন অমরেন্দ্রকে অভিষেক করেন, তেমনি, আজ্ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজগণ সমবেত হইয়া সেই রাজার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন[১৩]। পরে লীলা, দ্বিতীয় লীলা ও মহারাজ পদ্ম, এই তিন ব্যক্তি সরস্বতীদেবীর কৃপায় জীবন্মুক্ত হইয়া অমৃতসদৃশ স্ব স্ব প্রাক্তন বৃত্তান্ত কথোপকথন করতঃ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন[১৪]। এই প্রকারে সেই মহীভুজ পদ্ম স্বীয় পৌরুষ বলে ও সরস্বতীর বরপ্রভাবে শুভজনক ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত ও জ্ঞপ্তিদেবীপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও লীলাদ্বয় সমন্বিত হইয়া অষ্ট অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[১৫।১৬]। তাঁহারা প্রজাদিগের নিত্য অভ্যুদয় সাধন দ্বারা সর্ব্বপ্রকারদোষরহিত, পাণ্ডিত্য সমাচার দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও সৌভাগ্যাদি পরিবর্দ্ধিত করতঃ প্রজানুরঞ্জন দ্বারা জনগণের সন্তোষপ্রদ রাজ্য বহুদিবস পালন করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া সিদ্ধসম্বিদ্ (পরিনিষ্ঠিত প্রবোধ প্রাপ্ত) ও বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন[১৭,১৮]।

মণ্ডপোপাখ্যান সমাপ্ত।

একোনষষ্টি সর্গ সমাপ্ত।
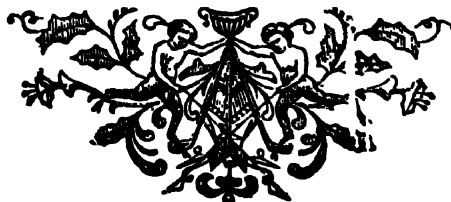
ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! পূর্ব্বে যে আমি "দৃশ্য নাই, সমস্তই মিথ্যা, এইরূপ বোধ দৃঢ় হইলে মন তখন আর দৃশ্য দর্শন করে না, দৃশ্য সকল মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইলে তখন পরমা শান্তি প্রতিষ্ঠিতা হয়।" এইরূপ বলিয়া ছিলাম, সেই কথা সমর্থনার্থ আমি তোমার নিকট পাপনাশক মণ্ডপোপাখ্যান (লীলোপাখ্যান) বলিলাম। তুমি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া এই অসৎ জগতে সত্যতা বোধ পরিত্যাগ কর[১]। এইজন্য বলি, যে, দৃশ্যসত্তার সত্যতা বুদ্ধি ত্যাগ বা অপগত করা ব্যতীত দৃশ্যমার্জ্জনের অন্য উপায় নাই। যাহা সৎ অর্থাৎ বস্তুতঃ আছে, তাহারই উন্মার্জ্জন ক্লেশকর, কিন্তু যাহা নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে ক্লেশ কি? অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব বুদ্ধ্যারোহ করিতে অল্পমাত্রও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না[২]। তত্ত্বজ্ঞগণ আকাশের ন্যায় নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানে দৃশ্য প্রপঞ্চকে মায়িক ভাসমানতা মাত্র মনে করেন এবং তদ্‌ভেদে এক অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিয়া আকাশের ন্যায় নিত্য অদ্বয় ভাবে অবস্থিতি করেন[৩]। পৃথ্ব্যাদিরহিত চিন্মাত্র বপুঃ স্বয়ম্ভু আপনাতে যে কিছু বিবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্তই সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরমাত্মার মায়িক আভাস[৪]। সেই চৈতন্যরূপী স্বয়ম্ভু যখন যে প্রকার যত্ন করেন তখন সেই প্রকারই হন। সৃষ্টিবিৎ স্বয়ম্ভুর সৃষ্টিযত্নে সৃষ্টি, স্থিতিযত্নে স্থিতি এবং লয়যত্নে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না[৫]। যদিও ব্রহ্মাত্মরূপ নির্ম্মল চিদাকাশে এই জগৎ আভাসিত এবং তদনুসারে জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তথাপি, সে বোধ পরমার্থতঃ অপরিচ্ছিন্নভাবে (ব্রহ্মবস্তুতে) স্থান প্রাপ্ত হয় না। সে বোধ বৌদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবিকার বলিয়া, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন বা বুদ্ধ্যুপাধিক জীবে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহাতে এই নিষ্কর্ষ হইতেছে যে, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন জীবের প্রযত্ন বিশেষে তাহাদিগেরই উপভোগার্থ ব্রহ্মে এতাদৃশ সৃষ্টির আরোপ হইয়াছে[৬]। সেই জন্যই বলিয়াছি, দৃশ্য নাই, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে তখন আর দৃশ্য

দর্শন হইবে না। যাহা কেবল ভ্রান্তি, তাহার আবার সত্তা কি? বাসনা কি? আস্থা কি? নিয়তি কি? এবং অবশ্যম্ভাবিতাই বা কি?[৭] মায়িক সৃষ্টির ব্যবস্থা এই যে, দৃক্‌পথে থাকিলেও অর্থাৎ দৃষ্ট হইলেও তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে নাই। যাহা মায়ার কার্য্য, তাহা কেবল মায়া, অন্য কিছু নহে[৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট যার পর নাই উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম। এই জ্ঞান তৃণের দাহদোষ (উদ্ভিজ্জ দিগের শুষ্কতা) নিবারক চন্দ্রামৃতের ন্যায় সংসারসন্তপ্ত জনগণের শান্তি-বিধায়ক[৯]। কি আশ্চর্য্য! আমি আজ্ বহু দিনের পর অক্ষত জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হইলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এখন শ্রুত দৃষ্টান্তাদি অবলম্বনে জগত্তত্ত্ব বিচার করিয়া শান্ত নির্ব্বাণ নামক পরম পদ প্রাপ্তের ন্যায় হইলাম[১০।১১]। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই কারণে পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ সংশয় বিনষ্ট করিলে আমার আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকিবেক না। আমি আমার শ্রোত্ররূপ পাত্রের দ্বারা আপনার বচনামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না[১২]। হে মহর্ষে! লীলাপতির বাশিষ্ঠ, পাদ্ম ও বিদূরথ, এই তিন সৃষ্টিতে কত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক। তাহা কি এক অহোরাত্রাত্মক? কি মাসমাত্রক, কি বহুবর্ষাত্মক?[১৩] অপর সংশয় এই যে, সেই কাল কাহার জ্ঞানে অত্যন্ত দীর্ঘ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে ক্ষণমাত্র কি না? কাহার জ্ঞানে বহু বর্ষ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে অপূর্ণ বৎসর ও পূর্ণ বৎসর কি না?[১৪] ভগবন্! অনুগ্রহ পুর্ব্বক এই বিষয় আমার নিকট পুনর্ব্বার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। কেননা, শুষ্ক মৃৎপিণ্ডে এক বিন্দু জল নিপতিত হইলে তাহা তাহার উপকারে আইসেনা[১৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ রামচন্দ্র! যে যে বিষয়কে যে প্রকারে জানে, সে বিষয় তাহার জ্ঞানে সেই প্রকারে সমুদিত হয়। অর্থাৎ তাহাই তাহার সম্বন্ধে সত্য হইয়া দাঁড়ায়[১৬]। তাহার দৃষ্টান্ত—সর্ব্বদা অমৃত ভাবনায় ভাবিত হইলে বিষও অমৃত হয় * এবং মিত্রসম্বেদনে

---

* গরুড় উপাসকেরা বিষ খাইলেও মরে না। তাহার কারণ, তাহাদের ভাবনার অর্থাৎ আন্তরিক ভাবের (চিন্তার) সামর্থ্য অত্যধিক। তাহারা বিষকে অমৃত জ্ঞানের জের করিয়া

পরিভাবিত হইলে শত্রুও মিত্রতা প্রাপ্ত হয়[১৭]। পদার্থ সকল যে-ভাবে ও যে আকারে পরিভাবিত হয়, ভাবনার অভ্যাস ও প্রভাব বশতঃ সে সকল সেই ভাবে ও সেই আকারে নিয়তির বশ্য হয়[১৮]। স্ফুরণ-স্বভাব সম্বিৎ চিত্তসঙ্কল্পের দ্বারা যে প্রকারে ও যাদৃশভাবে প্রস্ফুরিত হয়, সেই ভাব ও সেই আকার তদনুসারী অর্থক্রিয়াকারীও হয়[১৯]। তাহার দৃষ্টান্ত—যদি নিমেষ পরিমিত কালকে বহুকল্প বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, সেই নিমেষই বহুকল্পের কার্য্য করিবে। আবার সেই বহুকল্প কাহার কাহার ভাবনায় নিমেষ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। তৎপ্রতি কারণ, সেইরূপই চিৎশক্তির স্বভাব। অর্থাৎ সঙ্কল্পানুসারী হইয়া প্রকাশ পাওয়াই চিৎশক্তির স্বভাব[২০।২১]। তাহার দৃষ্টান্ত, দুঃখিতের রাত্রি কল্পতুল্য ও সুখের কল্পও ক্ষণতুল্য হইয়া অতিবাহিত হইয়া থাকে। অপিচ, স্বপ্নে ক্ষণও কল্প হয়, আবার কল্পও ক্ষণ হয়[২২]। স্বপ্নে "আমি মরিয়াছি, আবার জন্মিয়াছি, বালক ছিলাম, এখন যুবা, দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, শত যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াছি" এরূপ অনুভবও হইয়া থাকে; পরন্তু সে সকল এক ক্ষণের অতিরিক্ত নহে[২৩]। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। লবণ নামে এক রাজা এক রাত্রে শতবর্ষ পরমায়ুর ভোগ সমাপ্ত করিয়াছিলেন[২৪]। যাহা প্রজাপতি ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত, তাহা মনুর পরমায়ু। যাহা বিরিঞ্চির পরমায়ুঃ, তাহা বিষ্ণুর এক দিন[২৫]। যাহা বিষ্ণুর পরমায়ু, তাহা বৃষভধ্বজ শিবের এক দিন। যাহাদের চিত্ত ধ্যান-পরিপাকে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সমাধিলীন, তাহাদের দিবাও নাই, রাত্রিও নাই, দৃশ্য পদার্থও নাই এবং জগৎও নাই। তাহাদের কেবল সত্য আত্মাই থাকে, অন্য কিছু থাকে না। যদি তুমি কটু ভাবে চিন্তা কর, তাহা হইলে মধুর রসও কটু হইবে[২৬।২৭]। মাধুর্য্য চিন্তা করিলে কটুও মধুর হইয়া থাকে। ঐরূপে শত্রুও মিত্র ও মিত্রও শত্রু হয়[২৮]। * জপ, উপাসনা ও শাস্ত্র শ্রবণাদি বিষয়েও

অমৃতশক্তি সম্পন্ন করে, তাই তাহারা বিষ ভক্ষণে মরে না। বিষের মারকতা শক্তি অবষ্টব্ধ হইয়া যায়।

* এই যে চিন্তার কথা বলা হইতেছে, এ চিন্তা সামান্য চিন্তা নহে। দীর্ঘকাল প্রগাঢ় চিন্তা প্রবাহের ন্যায় ছুটাইতে পারিলে তবে তৎপরিপাকদশায় সেই সেই বিষয়ে সম্প্রজ্ঞাত

ঐ নিয়ম অব্যভিচরিত। অর্থাৎ জপ ও উপাসনাদি অতি অভ্যস্ত হইলে জপ্য (যাহা জপ করা যায় তাহা জপ্য) ও উপাসিতব্য চিন্তারই অনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব, যেরূপ সম্বেদন, পদার্থও সেইরূপ। ভ্রান্তিসম্বেদন দ্বারাই নৌকাযায়িগণ, ভ্রমিপীড়িত ও রোগার্ত্তগণ ভূম্যাদির প্রচলন অনুভব করে[২৯।৩০]। কিন্তু যাহাদের ভ্রমসম্বেদন নাই, তাহারা পৃথিব্যাদির প্রচলন অনুভব করে না। সম্বেদনের প্রভাবে শূন্যও আকীর্ণ, নীলও পীত এবং শুক্লবর্ণও রক্তবর্ণ স্বপ্নের ন্যায় দৃষ্ট ও অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ, আপদ্‌ও উৎসব এবং উৎসবও আপদ্ (যথাক্রমে সুখও দুঃখপ্রদ এবং দুঃখও সুখপ্রদ) হয়, ইহা বালক দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বালকেরা মোহ বশতঃ ঐ ঐ প্রকার অনুভব করে[৩১।৩২]। যক্ষ (ভূতাদি) নাই অথচ তাহা (যক্ষাদি) বিমূঢ়চিত্ত বালকগণের প্রাণবিনাশক হয় এবং স্বপ্নভাবিত মিথ্যা বনিতাও কখন কখন রতিপ্রদায়িনী হয়। আবার কখন কখন কুড্যও আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, যাহা যে আকারে চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহা সেই আকারেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়[৩৩।৩৪]। সম্বেদনও অসৎ. তথাপি তাহা আকাশসম। তাদৃশ সম্বেদনই চিদাকাশে মেঘের শতহস্ত পরিমিত ছায়ার ন্যায় ও মিথ্যা নটের নর্ত্তনের ন্যায় জগদ্ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে[৩৫]। এই জগৎ কেবল মনের স্পন্দন (কল্পনা) এবং উক্ত চিদ্গগনে বিস্ফুরিত। সুতরাং ইহা পৃথক্ বস্তু নহে। ইহা মিথ্যা জ্ঞানরূপ পিশাচের প্রস্পন্দে আকৃতিমানের ন্যায় দেখা যায়[৩৬]। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল মায়া—কেবল মায়া। যেহেতু মায়া, সেইহেতু ইহা ভিত্তিশূন্য ও অরোধক। ইহা সুপ্ত ব্যক্তির অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে মাত্র[৩৭]।

বৎস রাম! যেমন ব্যাপার রহিত স্তম্ভ, আপনাতে শালভঞ্জিকা (খোদাই করা পুত্তলিকা) ধারণ করে, তেমনি, পরমার্থরূপ মহাস্তম্ভ স্বয়ং ব্যাপার রহিত হইয়াও আপনাতে সৃষ্টি ধারণ করিতেছেন। যদ্রূপ মনুষ্য স্বপ্নে আপনাকে মহাযোদ্ধা কর্ত্তৃক বদ্ধ দর্শন করে, সেই মহাযোদ্ধা যেমন সৌষুপ্ত অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ, ব্রহ্মের সৃষ্টিও তদীয় অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন শিশি-

সমাধি হওয়ার পর চিন্তিতব্য পদার্থ সেই সেই আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আছে।

রান্তে অর্থাৎ বসন্তে মার্ত্তিক্য রসই পল্লবপুষ্পাদিস্বরূপে আবির্ভূত হয়, তেমনি, সৃষ্টির আদিতে এই সর্গও সেই পরম পদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। যেরূপ কনকের অন্তরে দ্রবত্ব অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থিত থাকে,[৩৮।৩১] পরে অগ্নিসংযোগে তাহা প্রকটিত হয়, সেইরূপ, এই সৃষ্টিও সূক্ষ্মরূপে উক্ত পরম পদে অবস্থিত ছিল, জীবের অদৃষ্টযোগে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। যদ্রূপ দেহীর অবয়ব সংস্থান দেহী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই জগৎও পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অন্য নরের সহিত স্বীয় যুদ্ধ সৎস্বরূপে দর্শন করে, আত্মস্বরূপ এই মায়িক জগৎও সেইরূপ সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব, এই জগৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি মহাকল্পান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা চিৎস্বভাবান্বিত, ইহাই বিদিত হইবে[৪২।৪৩]। ভাবিয়া দেখ, যেমন এতৎকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বকল্পীয় বাসনায় এতৎ জগৎ প্রতিভাসিত হইয়াছে, তেমনি, তৎপূর্ব্ব কল্পীয় হিরণ্যগর্ভেরও তৎ পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা সঞ্চিত ছিল। সৃষ্টিপ্রবাহ উক্ত ক্রমে অনাদি এবং সকল সৃষ্টিই চিৎসত্তায় অধিষ্ঠিত[৪৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বিদূরথের এই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ, সকলে সমান আকারে প্রতিভাসিত হইবার কারণ কি তাহা বলুন[৪৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ সামান্য বাতলেখা প্রবল বাত্যা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার সম্বিদ্‌ই এক প্রধানতম মুখ্যচিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই চিত্তের অন্য নাম নিয়তি। অর্থাৎ তাহা সংস্কারপক্ষপাতী জীবচৈতন্য। তাদৃশ জীবচৈতন্য ঐরূপ প্রজাপালক, প্রজা, পুরবাসী ও মন্ত্রী প্রভৃতিরূপে পরম্পরানুসারে সমরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, সেই কারণে উক্ত রাজকুলোদ্ভব, রাজা ও সেই সমস্ত বৈদূরথ পুরস্থিত জনগণ, সকলেই ঐ প্রকারেও ঐ বৈদূরথ পুরে প্রস্ফুরিত হইয়াছে[৪৭।৪৯]। চিন্তামণিনামক রত্ন অভীপ্সিতপ্রদস্বভাব কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ নহে। স্বভাবের কারণ অন্বেষণ অনর্থক। এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেমন চিন্তামণিরত্ন চিন্তকের মনোরথানুযায়ী স্বভাবে আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিত্তসম্পন্ন জীবচৈতন্যও চিত্তসঙ্কল্পের অনুরূপ স্বভাবে সমুদিত হয়। রাজা বিদূরথ পূর্ব্বে "আমি অমুকপ্রকার কুলাচারাদিসম্পন্ন রাজা হইব"

এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার তৎসংস্কারসম্পন্ন সম্বিদ্ সেইরূপে উদিত হইয়াছিল[৫০।৫১]। বিদূরথ কেন, যে যে জীব যে যে সৃষ্টিতে যে যে সময়ে যে যে প্রকারে সমুদিত হয়, তাহারা সকলেই চিৎ-বিধাতার সর্ব্বব্যাপিতা কারণে সর্ব্বত্র স্বচিত্ত সংস্কারের অনুরূপেই সমুদিত হয়। যদি ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ তীব্রবেগশালিনী হয় এবং যদি তাহা বিষয় দোষে অকম্পিত ও মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত একরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই সম্বিদ্ই পরম উৎকৃষ্ট স্থৈর্য্য অর্থাৎ মোক্ষ দর্শন করায়[৫২।৫৩]। ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ ও জগদাকারা সম্বিৎ এই দুএর মধ্যে যাহার বল অধিক হইবে তাহারই জয় হইবে[৫৪]। যদি বল. জগদ্জ্ঞানই চিরাভ্যস্ত, সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞান দুর্লভ, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, ইহাও দেখা যায়, অযত্নজ বেগ অপেক্ষা যত্নজ বেগ অধিক বলশালী এবং সত্য বিজ্ঞানের নিকট মিথ্যা বিজ্ঞান অতীব দুর্ব্বল। অতএব, যদি অত্যধিক যত্নের সহিত ব্রহ্মসম্বিৎ উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার বেগ অযত্নসুলভ জগৎসম্বিদের বেগকে জয় করিবেই করিবে। অপিচ, ব্রহ্মসম্বিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞান সত্য এবং জগৎসম্বিদ্ মিথ্যা। সে কারণেও ব্রহ্মসম্বিৎ জগৎসম্বিৎকে সমুদ্রের নদী গ্রাস করার ন্যায় গ্রাস করিবেক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই[৫৫]। যদি দেখ, ব্রহ্মাকারা ও জগদাকারা সম্বিৎ সমান ভাবে উদিত হইতেছে, তাহা হইলে তখন এরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে বাহ্যসম্বিদ্ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাহ্য জ্ঞান দুর্ব্বল হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া যাইবেক[৫৬]। বৎস রামচন্দ্র! যাহা বলিলাম, তাহাই নিয়তির বা চিদ্বিলাসের স্বভাব। পরিচ্ছেদ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তিমান জীব সমূহের মধ্যে সকলেই ঐরূপ সম ও বিষম সৃষ্টি আপন আপন সঙ্কল্পের প্রভাবে অনুভব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। বর্ণিতপ্রকারের সৃষ্টি শত শত ও সহস্র সহস্র অতীত হইয়াছে ও হইবে এবং বর্ত্তমানেও রহিয়াছে[৫৭]। কিন্তু বস্তুতঃ অদ্যাপি কেহ কোথাও যায় নাই, কেহ কিছু নূতন পায় নাই, এবং পাইবেও না। যাহা ছিল তাহাই আছে, বাস্তব কিছু হয় নাই। যে কিছু বলিবে, সমস্তই শান্ত চিদাকাশ[৫৮]। এ সকল স্বপ্নদর্শনের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিবে, যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। যত্ন কর, অবশ্য এক দিন ভ্রমের আশ্রয় (স্বাত্মরূপ) দেখিতে পাইবে। তখন বুঝিবে, এই

জগত্তত্ত্ব কি প্রকার সূক্ষ্ম[৫৯]। যেমন একই বৃক্ষ পত্র, পুষ্প, ফল ও শাখা প্রশাখাদিরূপে অবস্থিত, তেমনি, সেই অনন্ত ও সর্ব্বশক্তি একই বিভু এই বিচিত্র দৃশ্যাকারে বা বিশ্বাকারে অবস্থিত। (পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা শুদ্ধ পক্ষে; পরন্তু এখন যাহা বলা হইল তাহা মায়িক পক্ষে) যে মুহূর্ত্তে বোধ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এ সকল বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। তখন প্রকাশ পাইবে, এ সকল কিছুই নহে ও কাহার নহে[৬০।৬১]। মায়িক নানাত্বের দ্বারা বস্তুর বাস্তব নানাত্ব সংঘটন হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় দিক্‌কালাদিরূপের অবস্থিতি দেখিলেও ব্রহ্মবস্তু সদা শুদ্ধ অর্থাৎ সদা অবিকৃত। তাহা তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের সাক্ষী (সাক্ষী=প্রকাশক)। তাহার উদয় নাই ও অস্ত নাই। তাহা সর্ব্বকালে এক ও অনাদি। তাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই। যেমন, যাহা জল তাহা স্বচ্ছ। তাহা নিরস্তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল এবং অস্বচ্ছ ও তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল। জল ছাড়া অন্য কিছু নহে। তেমনি, যাহা আত্মা তাহা ব্রহ্ম। তাহা ব্রহ্ম অবস্থাতেও আত্মা, জগৎ অবস্থাতেও আত্মা। আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নহে[৬২]। যেমন শূন্যলক্ষণ আকাশের শূন্যতাই তল, মালিন্য, মুক্তাপঙক্তি, কেশগুচ্ছ ও কটাহাকারাদি আকারে বিজ্ঞাত হয়, তেমনি, শুদ্ধবোধলক্ষণ একাদ্বয় চিদাত্মার স্বরূপনিষ্ঠ অবিদ্যাই তুমি, আমি, ইহা, তাহা, ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্র বিশ্বাকারে বিজ্ঞাত হইতেছে[৬৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মহর্ষে! এই আমি, এবং এই জগৎ, এ ভাব বিনা কারণে সহসা যে প্রকারে উদিত হইয়াছিল (মূলে বা প্রথমে) তাহা পুনর্ব্বার বিশদ করিয়া বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যত প্রকার ভ্রান্তি হউক, সমস্তই সম্বিদের অর্থাৎ স্বরূপ চৈতন্যের অন্তর্নিবিষ্ট। অপিচ, সমস্তই অন্তরে, বাহিরে নহে। সম্বিৎ সর্ব্বত্র এক। সেইজন্য তাহা সর্ব্বাত্মক ও অজ অর্থাৎ জন্মাদি রহিত। যেহেতু তাহা এক, সেইহেতু জগদ্ভ্রান্তির পৃথক্ কারণ নাই[২]। ঘট, পট ও মঠ প্রভৃতি বিষয়বাচী শব্দ ও সে সকলের অর্থ, অর্থাৎ সেই সকল বিষয়, একই চৈতন্যে অবভাসিত হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, ইত্যাদি ব্যবহার দৃষ্টে আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে যে, জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন, পরন্তু ঘটাদি বিষয় বাদ দিয়া বুঝিতে হইলে জ্ঞানের (চৈতন্যের) একত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। একই চৈতন্যরূপ আধারে ইহা ঘট, ইহা পট, ইত্যাদি বিবিধ বা বিভিন্ন ভাব উদিত হইতেছে। বস্তুতঃ সে সকল ভেদ, চৈতন্যের নহে কিন্তু মনোবৃত্তির[৩]। আরও সূক্ষ্ম দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ সকল বৃত্তিজ্ঞান বুদ্ধির অনতিরিক্ত। যেমন কটক হেম হইতে ও তরঙ্গ জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ, এই জগৎও ঈশ্বর হইতে অপৃথক্। কটকাদি যেমন হেমাত্মক; অথচ হেমে কটকত্ব নাই, তেমনি, এই জগৎও ব্রহ্মাত্মক; অথচ ঈশ্বরে জগত্ত্ব নাই[৪।৫]। যেমন অবয়বী একই, অবয়ব অনেক, তেমনি, একই নিরাকার চৈতন্যের অনেক আকার। কিন্তু সে সকল আকার বাস্তব নহে। অর্থাৎ মায়িক। কেননা চৈতন্যই সর্ব্বাত্মক[৬]। প্রাণিগণের অন্তঃস্থ অজ্ঞানই এই জগৎ ও এই আমি ইত্যাদি আকারে উক্ত পরব্রহ্মরূপ আধারে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন স্ফটিকশিলায় প্রতিবিম্বিত বনশৈলাদি স্ফটিক শিলা হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, অন্তঃস্থ চৈতন্যে আরোপিত "এই জগৎ" "এই আমি" ইত্যাদি প্রতিভাস সেই ঘনচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে[৭।৮]। যেমন সলিলরাশি ও তরঙ্গমালা জলাভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, তেমনি, অন্তরস্থ-

ভূয়মান মিথ্যা সৃষ্টি অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ উক্ত পরব্রহ্মে অপৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে*। প্রভেদ এই যে, সাবয়ব মহাসলিলে ঐ সাবয়ব তরঙ্গমালা সকল তাহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, পরন্তু নিরবয়ব পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি তাঁহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিতেছে না। বিস্পষ্ট সাবয়ব জগৎ কি প্রকারে নিরবয়ব ব্রহ্মের অবয়ব হইবে? অতএব, অবয়বরূপে অবস্থিত নহে, কিন্তু মায়িক প্রতিভাস রূপে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সৃষ্টি পরব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্মে সৃষ্টি, দুয়ের কিছুই নহে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে একই সত্তা বিদ্যমান, সৃষ্টি সেই সত্তা হইতে অভিন্ন[১০]। বায়ু যেমন আপনিই আপনার স্পন্দনের কারণ হয়, মুখাবস্থিত চক্ষুঃ (দৃষ্টি) যেমন দর্পণপ্রতিহত ও পরাবৃত্ত হইয়া মুখ অবলোকন করে, সেইরূপ, পরমার্থচিদ্রূপ পরব্রহ্মও আপন পারমার্থিক রূপ আপন অজ্ঞানে আবৃত করিয়া আপনার সম্বিত্তির দ্বারা আপনাকে প্রপঞ্চরূপী কল্পনা করেন[১১]। সেই প্রথম কল্পনাকালে, সেই মায়াসম্বলিত পরব্রহ্ম, প্রথম আপনাকে ছিদ্রের ন্যায় (ছিদ্র=ফাঁক)। চেতিত করেন, তাহাতে যে ভাব ব্যক্ত হয়, সেই ভাবকে শাস্ত্রকারেরা শব্দতন্মাত্রের অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন[১২]। অনন্তর স্থির পবন যেমন এক এক সময়ে স্পন্দতা অনুভব করে, সেইরূপ, সেই আকাশাভিমানী ব্রহ্মও তৎপরে স্পর্শতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা আপনাকে অনিল বলিয়া অনুভব করেন। সেই ক্রমেই ব্রহ্ম অনিল স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অনন্তর রূপতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজঃস্বরূপে প্রকাশিত হন, শাস্ত্রকারেরা সেই প্রকাশ'কে তেজের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১৩।১৪]। তদনন্তর রসতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজোঽভিমানী পরব্রহ্ম আপনাকে সলিল ভাবে অনুভব করেন। সেই ক্রমে দ্রবত্ববৎ জলের সৃষ্টি হইয়াছে[১৫]। তদনন্তর সেই সলিলাভিমানী চিদ্‌ব্রহ্ম গন্ধতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা আপনাতে ঘনঘন পার্থিব ভাব অনুভব করেন এবং তদনুসারে ব্রহ্মসত্তাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে[১৬]। এস্থলে এমন মনে করিতে পারিবে না যে, যেই চক্ষুর উন্মেষ সেই

---

* এ সকল সংস্কার পূর্ব্বকল্পীয় অনুভবপ্রভব। পূর্ব্বকল্পেও চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম আপনাতে ক্রমান্বয়ে আপন মায়ার দ্বারা ঐ ঐ বিকার বা ভাব দেখিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন, তাই সে সকলের সংস্কার তদীয় মায়ায় অবশেষিত হইয়া ছিল।

জগদ্দর্শন, সুতরাং ঐ প্রকারের ক্রমিক আরোপ কিরূপে সঙ্গত হইবে? এ সম্বন্ধে বোধ হয়, এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এক নিমেষের লক্ষভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত তন্মাত্রাদিরূপ প্রকট হইয়াছিল পরন্তু তাহা মায়িক আরোপের প্রভাবে কোটি কোটি কল্প বলিয়া সর্গপরম্পরায় প্রথিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম কালে কল্প কল্পান্ত ভ্রম হওয়া অবিরুদ্ধ। কেননা স্বপ্নেও ক্ষণকে কল্প বলিয়া অনুভূত হইতে দেখা যায়[১৭]। বিশুদ্ধ ও সৎস্বরূপ অদ্বয় পরব্রহ্মই নিত্য স্বপ্রকাশ, অনাময় ও নিরাধার। তাহাই স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্য ও এ সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সেই সৎই বোধকালে অর্থাৎ ভ্রান্তির অপগমে মুক্ত এবং অবোধ দশায় সৃষ্টি ও প্রলয়[১৮।১৯]। যেহেতু ইনি সর্ব্বশক্তিমতী মায়ার আশ্রয়, সেইহেতু, যে যে মায়িক জীব ইহাকে যে যে ভাবে দেখে, তদ্বলে সেই সেই ভাবই ইহাতে মায়ার দ্বারা বিবর্ত্তিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[২০]। সেই কারণে বলিতেছি, এই জগৎ সেই ব্রহ্মের বিলাসানুভব ব্যতীত অন্য আর কিছু নহে। মনঃপ্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা যাহা যাহা দেখে ও শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবল কল্পনা, সুতরাং অসত্য[২১]। যেমন বায়ুতে গতি, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ। বায়ু যেমন সঞ্চরণ কালে সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিলে সত্য বলিয়া অর্থাৎ আছে বলিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ, এই জগৎও অজ্ঞানতার দ্বারা সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়[২২]। তেজ'কে আলোক দৃষ্টিতে না দেখিলে (আলোক ভাবিলে) তাহা অসত্য এবং তেজ ও আলোক অভিন্ন, এ ভাবে দেখিলে তাহা সত্য। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ভেদভাবে দেখিলে ভিন্ন, অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে অভিন্ন। যেমন তেজঃপদার্থের প্রকার ভেদ আলোক, তেমনি, চিদ্‌ব্রহ্মের প্রকারভেদ এই বিশ্ব। অতএব, বিশ্ব দৃষ্টিভেদে সত্য ও অসত্য উভয়রূপে প্রতীয়মান হয়[২৩]। যেমন মৃত্তিকায় ও কাষ্ঠে পুত্তলিকা ও মসীতে বর্ণ অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেও অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, এই জগৎও এক সময়ে পরব্রহ্মে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত ছিল[২৪]। ইদানীং সেই পরব্রহ্মরূপ মরুভূমিতে এই

ত্রিজগৎরূপ অসত্য মৃগতৃষ্ণিকা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[২৫]। সেই ব্রহ্ম চিন্ময়তা প্রযুক্ত কখন সৃষ্টিপ্রপঞ্চাকারে প্রকাশিত হন, কখন বা বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় ইহাকে আপনাতে প্রলীন রাখেন [২৬]। যেমন ক্ষীরে মাধুর্য্য, মরীচে তীক্ষ্ণতা, জলে দ্রবত্ব ও বায়ুতে স্পন্দন অনন্তরূপে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, পরমাত্মাতেও এ সকল অভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই সৃষ্টি চিৎস্বরূপ পরমাত্মারই বিবর্ত্তিত রূপ[২৭।২৮]। যাহা জগৎ, তাহা ব্রহ্মরত্নেরই প্রকাশ। যেহেতু ইহা ব্রহ্মের অনতিরিক্ত, সেইহেতু ইহা অকারণ অর্থাৎ উৎপত্তি-বর্জ্জিত[২৯]। বাসনাময়চিত্তের দ্বারাই ইহার উদয় হইয়াছে, সুতরাং পুরুষকার দ্বারা (সমাধি ভাবনাদির দ্বারা) উক্ত বাসনাময় মনকে বিনষ্ট (ব্রহ্মে বিলীন) করিতে পারিলে আর ইহার উদয় হইবে না[৩০]। বস্তুতঃই এই জগৎ কোনও কালে উদিত বা অস্তমিত হয় না। কেননা ইহা সেই কেবল শান্ত অজ ব্রহ্ম[৩১]। যত দিন চিত্ত থাকিবে তত দিনই চিত্ত হইতে চিৎকণাত্মক জীবের জ্ঞানে সহস্র সহস্র সৃষ্টি প্রতিভাত হইবে। বিনা মায়ায় এরূপ সৃষ্টির সম্ভাবনা কি?[৩২] যেমন উর্ম্মী বল আর বুদ্বুদ বল জলের বা সলিলের অন্তরে গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় ভাবেই অবস্থিতি করে, তেমনি, জীবের অন্তরে এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদিপরম্পরারূপিণী সৃষ্টি, প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় ভাবে স্থিতি করিতেছে[৩৩]। জীবগণের যদি বিষয়ভোগে অল্পমাত্রও অরতি জন্মে, তাহা হইলে সেই অরতি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে তাহাকে উক্ত পরম পদ প্রাপ্ত করায়[৩৪]। স্পষ্টই দেখা যায়, জীব যাহাতে যাহাতে বিরক্ত হয়, তাহা তাহা হইতেই বিমুক্ত হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দৃঢ়তা করিয়া তদ্দ্বারা দেহাদি বিস্মৃত হইলে ও অহন্ভাবের প্রতি বিরক্ত হইলে অবশ্যই জীব অহন্ভাব হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। অহন্ভাব বিমুক্ত হইলে তখন আর কে জন্মমরণ ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইবে? বা অনুভব করিবে?[৩৫] যাহা ঈশ্বরচৈতন্যাত্মিকা, জীবচৈতন্যাত্মিকা, অরূপিকা, অনামিকা ও নিকৃষ্টোপাধিশূন্যা চিৎ, তাহাকে যিনি আত্ম-অভেদে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জয়লাভে সমর্থ হন[৩৬।৩৭]। এই বিশ্ব পদ্মজ ব্রহ্মার অহংময়ীভাবনাবিশিষ্ট চিৎসঙ্কল্প হইতে বিস্তৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বিষ্ণুর এক নিমেষ বিধাতার দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যক যুগান্ত কাল। অহো! মায়া কি বিচিত্রপ্রভাব সম্পন্না[৩৮]।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্পনার এমনি প্রভাব যে, এক পরমাণুকে ও এক নিমেষকে কল্পনার দ্বারা লক্ষ ভাগ করিলে তাহার একই ভাগে ঈদৃশ সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ও সহস্র কল্প সত্যবৎ প্রতীত হইতে পারে। সেই-জন্যই বলিতেছি, এ সমস্তই ভ্রান্তি[১।২]। যেমন সলিলরাশির অন্তরে প্রবাহ ও আবর্ত্ত, তেমনি, এই বর্ত্তমান ও সেই সেই অনাগত ও অতীত সৃষ্টিপরম্পরা জীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে[৩]। যেমন মরু-তরঙ্গিণী মিথ্যা, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরাও মিথ্যা[৪]। অধিক কি বলিব, স্বাপ্ন ও ঐন্দ্রজালিক নগরী এবং ঔপন্যাসিক পুরী ও পর্ব্বতাদি এবং সঙ্কল্প-রচিত রাজ্য যেমন অসত্য হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরা অসত্য হইয়াও অনুভূতিগোচর হইতেছে[৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ! জনগণ সম্যক্ বিচার দ্বারা ভ্রমপরিশূন্য ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট নির্ব্বিকল্প বিজ্ঞান লাভ করেন অথচ তাহারা ভ্রমমূলক দেহ ধারণ করেন। তাহার কারণ কি এবং দৈবই বা তাঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৬।৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী সকলকল্পগামিনী ব্রাহ্মী চিৎশক্তিই আদি মহানিয়তি। * উক্ত মহানিয়তিই আদি সৃষ্টি-কালে মঙ্গলময় অক্ষয় পরব্রহ্মের সঙ্কল্পরূপে উদ্রিক্তা হয়। অর্থাৎ তিনি বহ্নি উষ্ণ ও ঊর্দ্ধজ্বলনস্বভাব হউক, জল দ্রবশীতলস্বভাব হউক, ইত্যাদি আকারের সংকল্প ধারণ করেন[৮।৯]। অপিচ, উক্ত মহানিয়তি মহাসত্য, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্টি, মহাক্রিয়া, মহোদ্ভব, মহাস্পন্দ ও মহাত্মা

---

* প্রাণীর অদৃষ্ট, বস্তুর শক্তি, এতদ্দ্বয় সহকৃত ঈশ্বরিক সঙ্কল্পের নাম মহানিয়তি ও মহা-দৈব। তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের অকাট্য ব্যবস্থা নির্ব্বাহ হয়। এবং জ্ঞানীর দেহধারণ করাও উক্ত মহানিয়তির অধীন। নিয়তির অন্তর্গত "প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভোগ ব্যতীত ক্ষয় পাইবে না" এই নিয়ম দ্বারা জ্ঞানীর দেহ কিছু কাল বিধৃত থাকে। স্পন্দরূপিণী কথার অর্থ—সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থিতি কারক ব্যবহারপরম্পরা। অর্থাৎ নিয়মিত সুশৃঙ্খলায় জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া।

ইত্যাদি নামে খ্যাত হইয়া থাকে[১০।১১]। অতএব, সর্ব্বগ ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম উক্তনিয়তির দ্বারা দৈত্য, দেব ও নাগাদি এবং তৃণ, বল্লী, তরু ও গুল্মাদির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন এবং সে ব্যবস্থা কল্পান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রস্ফুরিত থাকে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না[১২।১৩]। *

যদিও কোন অবস্থায় ব্রহ্মসত্তার অন্যথা হয় তথাপি নিয়তির অন্যথা হয় না। আকাশে চিত্রলিপি যদ্রূপ অসম্ভব, নিয়তির অন্যথা তদ্রূপ অসম্ভব। (তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় পরমার্থদৃষ্টি সুতরাং তৎকালে ব্রহ্মাদ্বৈত বা কেবল ব্রহ্মসত্তা। পরন্তু সংসারাবস্থায় ব্যবহার দৃষ্টি, সেজন্য তৎকালে ব্রহ্মসত্তার অন্যথা ভাব। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মসত্তার প্রচ্ছাদন হইয়া থাকে)। ব্রহ্ম অনাদি অমধ্য অসীম ও অচল হইলেও অনভিজ্ঞের মলিন জ্ঞানে সসীম, সাদি ও সমধ্য বলিয়া অবভাসিত হন। কিন্তু বিরিঞ্চি প্রভৃতি আত্মবিৎ জ্ঞানীর জ্ঞানে বর্ণিত প্রকারের সৃষ্টি ও নিয়তি সমস্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[১৪।১৫]। যেমন স্ফটিকমণির অন্তরস্থ রেখাদি (দাগ বা কলঙ্কাদি) তাহার নিজ স্বচ্ছতার দ্বারা প্রকাশ পায়, তেমনি, সৃষ্টিসংস্কারযুক্তমায়াসমন্বিত প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বমায়াস্থঃস্থ সৃষ্টিনিয়তি বিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি করেন[১৬]। যেমন অঙ্গীর অঙ্গ (সাবয়বীর অবয়ব) দেহেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, নিয়তি প্রভৃতিও মায়াসহায় ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) অন্তর্ভূত[১৭]। অপিচ, তাহারও অন্য নাম দৈব এবং তাদৃশ দৈব সর্ব্বকালব্যাপী ও সর্ব্ববস্তুগামী হইয়া শুদ্ধস্বভাব ব্রহ্ম চৈতন্যে অবস্থিতি করিতেছে[১৮]। "অমুকের দ্বারা অমুক প্রকারে অমুক সময়ে অমুক প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না" ইত্যাকার নিয়মকেও অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতাকেও দৈব বলা যায়, এবং তাদৃশ দৈব শাস্ত্রবক্তা দিগের নিকট অদৃষ্ট[১৯]। পূর্ব্বোক্ত দৈব ও অনন্তরোক্ত দৈব অর্থাৎ নিয়তি ও অদৃষ্ট পরস্পর পরস্পরের সহায়। সুতরাং বলা যায়, দৈব ও পুরুষকার বিশেষ এবং তাদৃশ দৈবই তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি; হে রামচন্দ্র! বর্ণিতপ্রকারের নিয়তি উক্ত প্রকারে ভূতগণের আদি এবং এই জগৎ ও কাল প্রভৃতি সমস্তই উক্ত প্রকারের দৈব বা

* দৈত্যেরা ক্রূরাদি স্বভাব, দেবতারা সৌম্যমূর্ত্তি প্রভৃতি, নাগেরা সেই সেই প্রকার এবং তৃণাদি জঙ্গমভাবাপন্ন, ইত্যাদি ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সমানরূপে ব্যবস্থিত থাকিবে, ইহাও নিয়তি।

নিয়তি[২০]। অপিচ, যে নিয়তির কথা বলিলাম, সেই নিয়তির দ্বারাই পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের অস্তিত্ব এবং পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের দ্বারা নিয়তির সত্তা অর্থাৎ অবস্থিতি দৃষ্ট বা অনুভূত হইতেছে। যাবৎ ত্রিভুবন তাবৎ ঐরূপ জগদ্ব্যবস্থা এবং মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ ত্রিভুবনের অভাব-কালে উক্ত দৈব দ্বয়ের (নিয়তির ও অদৃষ্টের) ব্রহ্মে একাত্মভাব (মেলন বা ঐক্য) সম্পন্ন হয়[২১]। অতএব, নিয়তি (দৈব) ও পৌরুষ (পুরুষকার) উভয়ের সত্তা (অস্তিত্ব) জীবাদৃষ্টমূলক, আবার জীবা-দৃষ্টের ও নিয়তির সদ্ভাব পুরুষকারমূলক। নিয়তি ঐরূপ নিয়মে ও ক্রমে অস্তিতা লাভ করিয়া রহিয়াছে[২২]। হে রাঘব! অধিক কি বলিব, তুমি যে শিষ্য হইয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, ইহাও নিয়তিকৃত। দৈব কি? পুরুষকার কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যাহা বলিলাম, তুমি তাহা প্রতিপালন করিবে। এ সকল নিয়তি বলিয়া মান্য ও প্রতিপালন করিলে তাহা তোমার পুরুষকার বলিয়া গণ্য হইবে[২৩]। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কেবল দৈবপরায়ণ। তাহারা যে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকারত্যাগী হয় (অজগর ব্রত অবলম্বন করে), তাহাও নিয়তিকৃত। অর্থাৎ তাহাও তাহাদের প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারজনিত নিয়তির (অদৃষ্টের) ফল[২৪]। পুরুষ বা জীব যদি পূর্ব্ব হইতেই (কল্পারম্ভ হইতেই) কেবল ও নিষ্ক্রিয় হইত, বা থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত ভূতভৌতিক বিকার অর্থাৎ আকৃতি ও সংস্থান, এ সকল কিছুই হইত না বা থাকিত না। অতএব, কল্পাদি ও কল্পান্ত মধ্যে যে কিছু ব্যবহার ও যে কিছু জগদ্-ব্যবস্থা, সমস্তই পুরুষক্রিয়ামুলক সুতরাং নিয়তির অধীন[২৫]। অধিক কি বলিব, যাঁহারা ঈশ্বর (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) তাঁহারাও নিয়তি উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। কেননা নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনীরূপিণী। নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনী হইলেও তাহার ফলাফল পুরুষকারমূলক। অর্থাৎ যে নিয়তিঃ পুরুষকারে পরিণত হয় সেই নিয়তিরই ফল তদুত্তর কালে দৃষ্ট হয়। অতএব, যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা "নিয়তি যাহা করিবে তাহাই হইবে" এরূপ ভাবিয়া পুরুষকার পরিত্যাগী হন না[২৬।২৮]। নিয়তি পুরুষকারে পরিণত না হইলে তাহা নিষ্ফল হয় এবং পুরুষকারে পরিণত হইলে তাহা সফল হয়। যদি বল, পুরুষকার রহিত অজগর

বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাতেও তৃপ্তিফল দেখা যায়, তদুত্তরে আমার বক্তব্য—তাহাতেও গ্রাস গ্রহণরূপ * পুরুষপ্রযত্ন থাকে। যে গ্রাসগ্রহণাদি প্রযত্ন পরিত্যাগ করে সে কদাচ তৃপ্তিফল পায় না। সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া কিঞ্চিৎকাল জীবিত থাকে, তাহাতেও প্রাণ পরিচালনাত্মক প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে[২৯]। যদি এমন বল যে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রাণ প্রচলনও থাকে না, সে অবস্থা সর্ব্ববিশ্রান্তিদায়িনী, তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষকারের বিরাম দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য—সেই অবস্থাই সর্ব্বপ্রকার পুরুষপ্রযত্নের শেষ ফল অর্থাৎ তাহাই মোক্ষ। যদিও তৎকালে পুরুষকারের বিরাম হয়, তথাপি, তৎপূর্ব্বে তাহাকে প্রাণনিরোধাদি পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেই অত্যুত্তম মোক্ষপদ অপৌরুষেয় নহে। তাহাও প্রাণনিরোধাদি (যোগানুষ্ঠান) রূপ পুরুষকারের ফল[৩০]। অতএব, হে রাঘব! সাধন কালে শাস্ত্রীয় পুরুষকার অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ এবং সিদ্ধি কালে তৎফলস্থানীয় অত্যন্ত নিষ্কর্ম্মাত্মক মোক্ষ পরম শ্রেয়ঃ। সাধ্য ও সাধন এই দুই অবস্থার মধ্যে যাহা জ্ঞানীদিগের অবস্থা তাহা অত্যন্ত প্রবল। অর্থাৎ মহাত্মাদিগের সেই সিদ্ধিরূপ নিয়তি নিদুঃখা (যে নিয়তিতে দুঃখের লেশ পর্য্যন্তও নাই বা থাকে না তাহা নিদুঃখা) এবং অবিদ্যাবিনাশিনী বলিয়া প্রবলা[৩১]। তাদৃশী নিদুঃখা নিয়তি কি? তাহা ব্রহ্মসত্তারই স্ফুর্ত্তিবিশেষ। যদি যত্নের দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা নির্দুঃখা নিয়তি স্থায়ী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যার পর নাই পরিশুদ্ধ পরম পদ বা পরমাগতি সুসম্পন্না হয়[৩২]। বৎস রাম! বর্ণিত প্রকারের নিয়তি বিভাগ ব্রহ্মেরই বিলাস। অর্থাৎ ব্রহ্মই সেই সেই প্রকারে স্ফুরিত হইতেছেন। যেমন তৃণ বল, লতা বল, গুল্ম বল, সমস্তই পার্থিব রসের বিস্ফুরণ, তেমনি, নিয়তি কেন, সমুদায় জগৎসত্তা সেই পরব্রহ্মের মায়িক প্রস্ফুরণ[৩৩]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

* অজাগর সর্প চুপ করিয়া থাকে। সম্মুখে কিছু আসিলে তখন তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। গ্রাস করা প্রযত্ন না মুখব্যাদানাদি চেষ্টা ব্যতীত হয় না। সুতরাং অজগর ব্রতেও কিছু না কিছু পুরুষকার বিদ্যমান থাকে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রস্তাবিত ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ এই যে, তাহাই এই নানাপ্রকার, তাহাই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি সর্ব্বাকার, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগ ও সর্ব্বস্বরূপ[১]। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। এই আত্মা সর্ব্বশক্তিত্ব প্রযুক্ত কোথাও চিৎশক্তি, কোথাও বা জড়শক্তি এবং কোন আধারে উল্লাসশক্তি স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার কোথাও বা কোনওপ্রকার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না[২]। তিনি যখন যে প্রকার ভাবনা করেন; তখন সেই প্রকার দেখেন বা সেই প্রকারে দৃষ্ট হন[৩]। বস্তুতঃ, সর্ব্বশক্তি পরব্রহ্মের যে যে শক্তি যে যে প্রকারে সমুদিত হয় তিনি সেই সেই প্রকারই হন[৪]। তাঁহার যে নানারূপিণী শক্তি আছে, তাহা স্বভাবতঃ তদভিন্না হইলেও ভেদ কল্পনা পূর্ব্বক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিতে তদীয় সেই শক্তি নানারূপিণী; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে তাহা একই[৫]। ভেদকল্পনা ব্যবহারাশ্রিত। সেজন্য তাহা পরমাত্মায় অনবস্থিত[৬]। যেমন জলে ও তরঙ্গে, জলে ও সাগরে, অলঙ্কারে ও সুবর্ণে, অবয়বে ও অবয়বীতে ভেদ অবাস্তব, একতাই বাস্তব, তেমনি, ব্রহ্মে ও ব্রহ্মশক্তিতে ভেদ অবাস্তব এবং অভেদই বাস্তব[৭]। যাহা যে প্রকারে চেতিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি যে প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম সেই প্রকারই হন বটে; পরন্তু তাহা রজ্জুর সর্প হওয়ার অনুরূপ[৮]। তিনি সর্ব্বাত্মা বলিয়া সর্ব্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী[৯]। ব্রহ্মই এই বিশ্বের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তি ও স্রষ্টা বিভিন্ন, এ সকল অজ্ঞানীর কল্পনা, পারমার্থিক নহে[১০]। অনাদি অনন্ত শক্তি মিথ্যাজ্ঞান সাধু বা অসাধু যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচনা করে, তদুপহিত চিৎ তাহাই করেন ও ভবিষ্যতে তাহার ফল দর্শন করেন। অতএব, ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশমান আছে, অন্য কিছু নাই[১১]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! পরমাত্মাই মহেশ্বর। তিনি সর্ব্বব্যাপী, আদ্যন্তবিবর্জ্জিত, স্বচ্ছ, স্বপ্রকাশ ও আনন্দস্বরূপ। সেই শুদ্ধচিন্মাত্র পরমাত্মা হইতে চিত্তশালী জীব (ব্রহ্মা) সমুৎপন্ন ও তাহার চিত্ত হইতে জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে[১।২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! কি প্রকারে স্বপ্রকাশ অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীবের পৃথক সত্তা উৎপন্ন হয়?[৩] বশিষ্ঠ বলিলেন, চিন্ময় আনন্দস্বরূপ অব্যয় একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যাবস্থিত। সেই শুদ্ধ শান্ত পরম পদ পণ্ডিতগণেরও অনির্দ্দেশ্য। তাদৃশ পরব্রহ্মের, যে রূপ সম্বিদাত্মক প্রাণধারণাত্মক ও চলনশক্তিযুক্ত, * সেই রূপ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব নামের নামী। সেই চিদ্ব্যোমস্বরূপ পরমাদর্শে এই অনুভবাত্মক অসংখ্য জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৫।৭]। হে রাঘব! যেমন বায়ুশূন্য সমুদ্রের ও দীপের যৎকিঞ্চিৎ প্রচলন, তেমনি, ব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ প্রস্ফুরণ জীব[৮]। অঙ্গ! নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রচ্ছাদিত হইলে যে অল্পসম্বেদন অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ভ্রান্তি (অহং) উদিত হয়, জীবকে তুমি তদাত্মক বলিয়া জানিবে। সেই জীবরূপ পরিচ্ছেদ ব্রহ্মের স্বাভাবিক প্রস্ফুরণ[৯]। যেমন বায়ুর চঞ্চলতা, কৃশানুর উষ্ণতা ও তুষারের শীতলতা স্বভাবসিদ্ধ, আত্মার জীবভাবও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ[১০]। সেই চিৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের স্বাভাবিক সম্বেদনভাবই জীব[১১]। অগ্নিকণা যেরূপ ইন্ধনাদির আধিক্য দ্বারা উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ, বাসনাদার্ঢ্যের দ্বারা পরব্রহ্ম পরম হইলেও অহন্তাবত্ব প্রাপ্ত হন[১২]। দর্শকের চক্ষুঃ আকাশের যে পর্য্যন্ত গমন করে, অর্থাৎ দৃষ্টি যে পর্য্যন্ত বিষয় করে, সেই পর্য্যন্ত আকাশকে সে নির্ম্মল নিরাকার দেখে। পরন্তু দর্শকের

* যে রূপ অবিদ্যাংশ সত্ত্ব গুণের উদ্রেক নিবন্ধন উদ্ভবের ন্যায় প্রকটিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির আবির্ভাবে পরব্রহ্মের পরমত্ব প্রচ্ছাদন ও পরিচ্ছিন্নপ্রায়তা ঘটনা হয়, ব্রহ্মের সেই আবির্ভূত রূপটী জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা অবিদ্যার উদ্রেক ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

দৃষ্টি আকাশের যে ভাগ বিষয় করিতে অসমর্থ হয়, সে ভাগে মালিন্য না থাকিলেও দর্শক সে ভাগকে ভ্রান্তিক্রমে মলিন দেখে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অহন্তাবশূন্য জীবও স্বাত্মদর্শনের অভাবে আপনাতে অহন্তাব ভাবনা করে[১৩]। সে অহন্তাব পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার দ্বারা উদিত হয়, কারণান্তরে নহে। অপিচ, সেই অহন্তাব বাতস্পন্দের ন্যায় দেশকালাদিরূপে প্রস্ফুরিত ও চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে[১৪।১৬]। তাদৃশ চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত ভূততন্মাত্রা কল্পনা করতঃ পঞ্চতা প্রাপ্ত এবং সেই পঞ্চতাপ্রাপ্ত চিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা বীজের অঙ্কুরত্ব প্রাপ্তির ন্যায় ক্রমশঃ তেজস্কণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (তেজঃকণ=সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য চেতন)। অনন্তর সেই তেজস্কণ জলের ঘনত্ব প্রাপ্তির ন্যায় কল্পনা দ্বারা কখন অণ্ডতা প্রাপ্ত, কখন দিব্যদেহভাবনা করতঃ শীঘ্র দেবাদিদেহত্ব, কখন সঙ্কল্পানুসারে দেবত্ব ও গন্ধর্ব্বত্ব, কখন স্থাবরত্ব, কখন জঙ্গমত্ব, কখন বা আকাশচর পক্ষিত্ব ও রাক্ষসত্ব, এবং কখন পিশাচাদিত্ব প্রাপ্ত হয়[১৭।২২]। যিনি অভিহিত প্রকারে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতির উৎপত্তি ও প্রজাপতি হইতে এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে[২৩]। প্রজাপতি যাহা সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তৎস্বরূপে পরিণত হন। সুতরাং তিনি চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত সর্ব্বকারণত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর সংসারের কারণ হইয়া কার্য্যনির্ম্মাণে অবস্থিত হন[২৪।২৫]। যেমন জল স্বকীয় স্বভাবের বশে ফেনরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি, স্বভাবের প্রভাবে চিৎ হইতেই চিত্তের প্রস্ফুরণ হয়। জলে কোন কিছু আবদ্ধ হয় না, কিন্তু জলোদ্ভব ফেনে নৌকাদির বদ্ধতা হয়, তেমনি, স্বতঃবদ্ধ স্বভাব না হইলেও তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হন[২৬]। চিৎ বদ্ধ হয় না, কিন্তু চিত্ত বদ্ধভাব ধারণ করে। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্কল্প থাকি, পরে সঙ্কল্প দ্বারা অন্তরে ঘটপটাদি রচনা করি, পশ্চাৎ তাহাই বাহিরে নির্ম্মাণ করি, তেমনি, জীবও নিষ্ক্রিয়ভাব হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা করেন, পশ্চাৎ কর্ম্মকলাপ বিস্তৃত করেন[২৭]। যেমন বীজের অন্তরে অঙ্কুর প্রথমতঃ সূক্ষ্মভাবে থাকে, পশ্চাৎ তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, পল্লব ও পুষ্পফলাদির আকারে পরিণত হয়, তেমনি, হিরণ্যগর্ভ জীবের অন্তরেও জীব সকল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, পরে তাহারা

তদীয় সঙ্কল্পে এতদ্রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত ব্যক্ত জীব আবার স্ব স্ব বাসনা দ্বারা স্ব স্ব দেহাদি আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে বুঝিতে হইল যে, হিরণ্যগর্ভ জীবই সঙ্কল্প দ্বারা ভূতগণের আশ্রয় স্বরূপ দেহ ভাব প্রাপ্ত হন, পরে আবার স্ব কর্ম্মানুসারে জন্মমৃত্যির কারণতা প্রাপ্ত হন। কর্ম্ম কি? কর্ম্ম চিৎস্পন্দন ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৮।৩০]। ফলতঃ যাহা কর্ম্ম তাহাই চিৎস্পন্দ, তাহাই দৈব ও তাহাই শুভাশুভলক্ষণ চিত্ত। হে রাম! কথিত প্রকারে, বৃক্ষ হইতে কুসুমরাজি আবির্ভাবের ন্যায় প্রজাপতি হইতে ভুবন সমূহ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে[৩১]।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই পরম কারণ হইতে প্রথমে মনের উৎপত্তি হয়। যে কিছু ভোগ্য, সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ মনোময়। যে কিছু দৃশ্য, সে সমুদায়ের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। যেমন দোলা বামে ও দক্ষিণে পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, মনও, ইহা এইরূপ তাহা এরূপ নহে, এবম্প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়[১।২]। অতএব, রাম! যে কিছু ভেদ, সমস্তই মনঃকল্পিত। যেহেতু মনঃকল্পিত, সেইহেতু মনের অপগমে এ সকলের বা ভেদের অপগম ও একের প্রতিষ্ঠা হয়। যখন মনের বিলয়ে একাদ্বয় আত্মা অবস্থিতি করেন, তখন কোনও প্রকার ভেদ থাকে না। তখন ব্রহ্ম (ব্রহ্মা), জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ, এ সকল ভেদ লোপ প্রাপ্ত হয়[৩]। আত্মা স্বয়ং সম্বিদ্রূপ সলিলসঙ্কুল চিদর্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অস্থিরতাপ্রযুক্ত অসত্য ও প্রতিভাসত্ব হেতুক সত্যবৎ এই সদসদাত্মক জগৎ ও চিত্ত উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বা অলীক[৪।৫]। সেইজন্য বলা যায়, চিত্তের জগদ্দর্শন এক প্রকারে সৎ এবং অন্য প্রকারে অসৎ। মনের দ্বারাই এই সংসাররূপ দীর্ঘকালস্থায়ী বৃথা স্বপ্ন অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন অসম্যক্‌দর্শী স্থাণুতে পুরুষ দর্শন করে, তেমনি, মনঃও পরমাত্মদর্শনের অভাবে মিথ্যা জগদ্দর্শন করিতেছে[৬।৭]। সেই আখ্যারহিত সর্ব্বশান্তিরূপ আত্মার চেত্যোন্মুখতা * প্রযুক্ত চিত্ত, পরে চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহম্ভাব, অহম্ভাব হইতে চিত্ততা, (চিত্ততা=চিত্তের বিষয় তন্মাত্রা) হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদি, দেহাদি হইতে দেহাদিগত মোহ, এবং তন্মাত্র হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় আরম্ভসংরূঢ় (নানা কার্য্য পটু) দেহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী বন্ধন, মোক্ষ, স্বর্গ ও নরকাদি বিস্তৃত হইয়াছে[৮।১১]। যেমন চিদাত্মা, ব্রহ্ম, জীব, এ তিনের বাস্তব প্রভেদ নাই, সেইরূপ, জীব ও চিত্ত, এ উভয়েরও প্রভেদ নাই। যেমন জীব ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ;

* চেত্যোন্মুখতা=সৃষ্টির উদ্রেক। প্রাকৃতিকগুণের সাম্যভঙ্গ।

দেহ ও কর্ম্ম পরস্পর অভিন্ন। বস্তুতঃ কর্ম্মই দেহ। কর্ম্ম ভিন্ন অর্থাৎ ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট দেহ নাই। সুতরাং সেই কর্ম্মই চিত্ত, সেই চিত্তই অহম্ভাববিশিষ্ট জীব এবং সেই জীবই আবার চিৎ ও মঙ্গল-স্বরূপ[১২,১৩]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যেমন একই দীপ বহুদীপ হয়, তেমনি, সেই একই পরম বস্তু নানারূপে প্রজাত হন। সুতরাং যদি বিচার চক্ষে তাঁহার অনারোপিত রূপ দেখা যায়, তাহা হইলে আর অনু-শোচনা করিতে হয় না। চিত্ত কর্ত্তৃক জীবত্বকল্পনা ও বন্ধন এবং তত্ত্ব-বোধে অর্থাৎ জীবত্বের মিথ্যাত্ব বোধে মোক্ষ হইয়া থাকে। কারণ, আত্মতত্ত্ব নামরূপ বর্জ্জিত[১।২]। জীব কি? চিত্তই জীব। যদি বিচার দ্বারা চিত্তের উপশম (অদর্শন) হয় তাহা হইলে এই চিত্তদৃশ্য জগৎ শান্ত হইয়া যায়। যাহার দুই পা চর্ম্ম পাদুকায় আবৃত, সে পৃথিবীকে চর্ম্ম-আচ্ছাদিত ভাবে[৩]। কদলীতরু কতকগুলি পত্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেইরূপ জগৎ ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে[৪]। চিত্তই ভ্রম বশতঃ আপ-নিই আপনার "জন্ম, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ, স্বর্গগমন, নরক-গমন" ইত্যাদিবিধ নৃত্য দর্শন করিতেছে[৫]। যেমন সুরার (মদ্যের) নিরা-কার আকাশে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বুদ্বুদ পরম্পরা দেখাইবার সামর্থ্য আছে, তেমনি, চিত্তেরও বিচিত্র সৃষ্টি দেখাইবার সামর্থ্য আছে[৬]। যদ্রূপ পিত্তাদিদোষদূষিত অক্ষি শঙ্খের পীতত্ব ও শশাঙ্কাদির দ্বিত্ব সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, চিত্তসমাক্রান্তা (চিত্তে উপহিত) চিৎ ঈদৃশী সংসারভ্রান্তি দর্শন করি-তেছে[৭]। যেমন মদিরোন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততার দ্বারা পাদপের ভ্রমণ অবলোকন করে, তেমনি চিৎও (চিৎ=আত্মচৈতন্য) চিত্তসমাক্রান্ত হইয়া সংসার অবলোকন করে[৮]। বালকগণ যেমন ভ্রমণক্রীড়া দ্বারা জগৎকে কুলাল-চক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দর্শন করে, তেমনি, চিত্তের দ্বারাই এই সকল দৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে[৯]। বৎস রামচন্দ্র! চিৎ যখন দ্বিত্ব অনুভব করে, তখনই একত্বে দ্বিত্বভ্রম সমুৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই চিৎ যখন দ্বিত্ব অনুভব না করে, তখন এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। দ্বৈতক্ষয় হইলেই এক অবশেষ থাকে, তাহা বলা বাহুল্য[১০]। হে রাঘব! বহ্নি যেমন ইন্ধনের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি, অভ্যাস বশতঃ চিত্তও বিষয় দর্শনের অভাবে উপশান্ত হইয়া যায়। চেত্য নাই,

অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই জ্ঞান ও তাহার দৃঢ়তা কারক যোগ (সমাধি) অভ্যস্ত হইলে তদ্দ্বারা চিত্তের বিষয় দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়[১১]। জীব যখন যখন তাদৃশ জ্ঞানী ও যোগী হয়, অর্থাৎ যখন যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি সাক্ষাৎকার করে, তখন তখনি তিনি ব্যবহার রত থাকুন বা না থাকুন, "মুক্ত পুরুষ" এই আখ্যায় অভিহিত হন[১২]। মনুষ্য যেমন অল্প মত্ততায় (অল্প নেশায়) চিত্তের বিক্ষোভ ও অত্যন্ত মত্ততায় নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপার (জড়বৎ নিপতিত, হতজ্ঞান) হয়, তেমনি, চৈতন্যের অল্প প্রকাশেই চিত্তের চেত্য দর্শন ও চৈতন্যের নিবিড়তায় চেত্য দর্শনের উপশম হইয়া থাকে। চৈতন্যের ঘনতা নির্ব্বিকল্প সমাধির সুসাধ্য[১৩]। ঘনতাপন্ন নিবিড় চৈতন্যই পরম পদ। সে পদে আরূঢ় হইলে চিত্ত তখন না থাকার ন্যায় হয় ও নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে[১৪]।

চিৎই চিত্তের দ্বারা চেত্যভাব * প্রাপ্ত হইয়া "আমি, আমি জাত, আমি জীবিত, আমি মৃত, আমি দর্শন করিতেছি, আমি স্মরণ করিতেছি" এইরূপ ভ্রমপরম্পরা সত্যবৎ অনুভব করে[১৫]। বায়ু যেমন, স্পন্দ ব্যতীত নহে, তেমনি, চিত্তও চেত্যের অতিরিক্ত নহে। যেমন উষ্ণতা অপগত হইলে বহ্নিও যায়, থাকে না, তেমনি, চেত্য দর্শন অভাবগ্রস্ত হইলে চিত্তও থাকে না[১৬]। চিৎ যাহা অনুভব করে বা দেখে তাহাই চেত্য। পরন্তু সে দর্শন রজ্জুতে সর্প দর্শনের অনুরূপ। যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন অবিদ্যাভ্রম বা আবিদ্যক অর্থাৎ এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান, তেমনি, চিত্তের চেত্য দর্শনও আবিদ্যক বা ভ্রমবিশেষ[১৭]। এই যে সংসারনামা ব্যাধি, এ ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সম্বিৎ। অর্থাৎ সংসারের মিথ্যাত্ব ও আত্মার সত্যত্ব অববোধ। ঐ বোধ অর্জ্জন করিতে চিত্তের ক্রিয়া (যোগ বা সমাধি) ব্যতীত অন্য প্রকার উপায় স্বীকার করিতে হয় না[১৮]। রাম! যদি তুমি বাহিরে দৃশ্য দর্শন পরিত্যাগ ও অন্তরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাক, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই ক্ষণেই মুক্ত হইবে[১৯]। যেমন সম্যক্ দর্শন দ্বারা রজ্জুবিষয়ক সর্পবোধ তিরোহিত হয়, তেমনি, সম্বিৎ (তত্ত্বজ্ঞান) দ্বারাও এই সংসার ভ্রান্তি

---

* চিৎ আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য। চিত্ত বুদ্ধিতত্ত্ববিশেষ। চেত্য=দৃশ্য সমুদায়। অর্থাৎ অনুভবের বিষয়।

তিরোহিত হয়[২০]। অজ্ঞ! যদি বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করা যায়। সুতরাং মোক্ষ অধিক দুষ্কর নহে[২১]। যাহাতে অভিলাষ, তাহার জন্য যখন প্রিয়তম প্রাণকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ কর না, তখন অভিলাষ মাত্র ত্যাগের জন্য কৃপণ হইবার কারণ কি?[২২] তুমি যদি অভিলষনীয় ও অভিলাষ উভয় পরিত্যাগী হইয়া নিশ্চল নিষ্কম্প নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান কর, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে কৃতার্থ হইতে পার[২৩]। সেই পরমাত্মার অজত্বাদি (জন্মাদিবিকারশূন্যতা) করতলস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায়, সম্মুখবর্ত্তী অট্টালিকার ন্যায় ও পুরোবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় প্রত্যক্ষ[২৪]। যেমন একই অপ্রমেয় সমুদ্র তরঙ্গভেদ দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি, অজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে এক পরমাত্মাই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হইলেই মোক্ষ ও সিদ্ধি লাভ করস্থ হয়, কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিলে সংসারবন্ধনজনিত যন্ত্রণা দুষ্পরিহার্য্য হয়[২৫]।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।
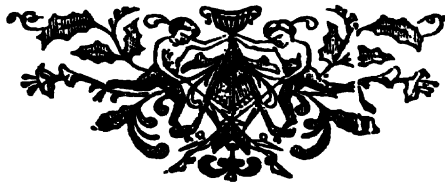
সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! মন-উপাধিক জীব পরমাত্মার কে? তাদৃশ জীবের সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ? কি প্রকারেই বা জীব পরমাত্মায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীবই বা কি? এই সকল কথা পুনর্ব্বার আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন[১]। *

বশিষ্ঠ বলিলেন, মায়াসমাশ্রিত সুতরাং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যখন যে শক্তিতে প্রস্ফুরিত হন, তখন তিনি আপনাকে সেই শক্তি সম্পন্ন দেখেন[২]। সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে যে চেতনরূপিণী শক্তি (জীবশক্তি) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন সেই চেতনশক্তি এক্ষণে জীব শব্দের অভিধেয়। সে শক্তি সঙ্কল্পরূপিণী[৩]। সেই চিত্তসংস্কারময়ী চিৎশক্তি † স্বভাব বশতঃ সঙ্কল্পের উদ্রেক হেতু সদ্বয়ত্ব প্রাপ্ত হন, পরে জননমরণাদি নানা ভাব প্রাপ্ত হন[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! যদি তাহাই হয়, তবে, দৈব, কর্ম্ম ও কারণ, এ সকল কথার অর্থ কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যেমন আকাশে স্পন্দাস্পন্দ স্বভাব বায়ু ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তেমনি, এই দৃশ্য বিশ্বে স্পন্দাস্পন্দ স্বভাবযুক্ত চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যখন স্পন্দস্বভাব প্রকটিত হয় তখন তিনি সৃষ্ট্যুন্মুখী হন, অন্যথা তিনি শান্ত বা শুদ্ধ থাকেন[৫]।[৬]। চিৎ যে আপনার স্বাভাবিক চিন্তাবকে স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান দ্বারা চিত্ত (মন) বলিয়া কল্পনা করেন,

* এবার রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য—জীব কি পরমাত্মার অংশ? কি পরমাত্মার কার্য্য (যত্নোৎপন্ন)? কি পরমাত্মাই? যদি পরমাত্মাই জীব, তবে পরমাত্মায় জীবের উৎপত্তি, এ কথা অসঙ্গত। যদি উৎপত্তি পক্ষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—পরিণাম ক্রমে? কি বিবর্ত্ত ক্রমে? জীবকে যদি পরমাত্মার অতিরিক্ত বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—জীব পরমাত্মার সজাতীয়? কি বিজাতীয়? এই কয়েকটী প্রশ্ন উপরোক্ত কথায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে।

† মন যাহা করে তাহার সংস্কার তাহাতে সংলগ্ন হয়। সেই সংস্কারে যে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই প্রতিবিম্ব চৈতন্যকে চিত্তসংস্কারময়ী চিচ্ছক্তি বলা হইল।

অর্থাৎ আপনিই আপনার দৃশ্য হন, তাহাই পণ্ডিতগণের মতে চিৎ-স্পন্দ। অন্যথা তিনি অস্পন্দ অর্থাৎ শান্ত ব্রহ্ম। আরও স্পষ্ট কথা—চিতের তাদৃশ স্পন্দনই সংসার ও অস্পন্দন শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম। অপিচ জীব, কারণ, কর্ম্ম, এ সকল চিৎস্পন্দের প্রভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭।৮]। * ফলতঃ যিনিই সাক্ষাৎ অনুভূতি, অনধীন চৈতন্য, তিনিই কথিত প্রকারের চিৎস্পন্দ। সেই চিৎস্পন্দ জীবাদি নামে কথিত ও সংসারের বীজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে[৯]। চিতের আভাস (স্বীয় অবিদ্যায় স্বপ্রতিবিম্ব) স্ফুরিত হওয়ায় যে দ্বৈত, সেই দ্বৈত অর্থাৎ তাদৃশ দ্বিভাব হইতে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে দেহাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং চিৎ-স্পন্দই স্বনিষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টির আদিতে বিবিধাকার প্রাপ্ত হন, পরে সঙ্কল্পানুসারে নানা যোনি প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। সেই সকল যোনির মধ্যে কোন কোন চিৎস্পন্দ (জীব) বহুকাল পরে মুক্ত হয়, কোন কোন চিৎস্পন্দ জন্মসহস্রে মুক্ত হয় এবং কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত হইয়া থাকে[১০।১১]। যে উপাধির সহিত সংসৃষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারে আকারিত হওয়াই চিতের স্বভাব। সেই কারণে চিৎ স্বোৎ-পন্ন দেহকারণের (দেহকারণ=ভূতসূক্ষ্ম) সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীর হইতে শুক্রাদি রূপে নির্গত হয়, পরে স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও বন্ধের কারণ স্বরূপ দেহবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১২]। অতএব, ইনি পিতা, ইনি পুত্র, এ প্রভেদ উপাধিকৃত। চিতের উপাধি শরীর ও তাহা বিভিন্ন বলিয়া ভিন্নের ন্যায় হইয়া প্রতীত হয়। নচেৎ চৈতন্য একই অর্থাৎ অভিন্ন। যেমন সুবর্ণাংশে ভেদ না থাকিলেও আকারগত প্রভেদ দ্বারা ইহা বলয়, ইহা কেয়ূর, ইত্যাদি প্রভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ, চৈতন্যাংশে অভেদ থাকিলেও চৈতন্যাশ্রিত দেহের প্রভেদে চৈতন্যপ্রভেদের ভ্রম হইয়া থাকে। দেহের উপাদান মহাভূত, তাহার নানা বিকার, তদনুসারে প্রভেদও অসংখ্য[১৩]। চিৎ বস্তুতঃ অজাত হইলেও উক্ত কারণে "আমি জাত, আমি অবস্থিত, আমি মৃত" ইত্যাদি প্রকার ভ্রান্তি অনুভব করে। যেমন ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তি আপনার মিথ্যা পতন অনুভব করে, সেইরূপ, অহং-মম-ভ্রান্তি-যুক্ত চিত্তও বিবিধ আশাপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সেই সেই

* অভিপ্রায় এই যে, প্রাণস্পন্দনঘটিত নাম জীব, স্বান্তর্গত কার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে নাম কারণ, শরীর পরিচালনাদি বিবক্ষায় কর্ম্ম, এবং তাহারই সূক্ষ্মাবস্থার নাম দৈব।

মিথ্যা দর্শন বা ভাব অনুভব করে[১৪।১৫]। যেমন মথুরাধিপতির শ্বপচভ্রম (শ্বপচ=চণ্ডাল) হইয়াছিল, * তাহার ন্যায় চিত্তও ভ্রমবশতঃ জগৎস্থিতি অনুভব করিতেছে[১৬]। হে রামচন্দ্র! এ সমস্তই মনোময় সুতরাং ভ্রান্তির উল্লাস। মনই জলতরঙ্গের ন্যায় জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে[১৭]। যেমন সৌম্য অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ (স্থির) জলধি হইতে প্রথমে অল্প স্পন্দ অর্থাৎ স্বল্প তরঙ্গ প্রকটিত হয়, তেমনি, সেই মঙ্গলময় পূর্ব্বকারণ পরমাত্মা হইতে চেতনোন্মুখী (সৃষ্ট্যুন্মুখী) চিৎ সমুদিত হইয়া থাকে[১৮]। সেই চিৎস্বরূপ বারি ব্রহ্মরূপ জলধিতে জীবরূপ আবর্ত্ত, চিত্তরূপ ঊর্ম্মি ও স্বর্গাদিরূপ বুদ্‌বুদের উৎপত্তি করে[১৯]। হে সৌম্য রামচন্দ্র! সেই মায়া-বন্ধন বিনাশক অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মের যে স্বতনিষ্ঠ মায়িক বিজৃম্ভণ, যাহা জীবরূপে অবস্থিত, তাহাই প্রকারান্তরে বিষয়রূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে প্রকটিত ও ব্যবহৃত হইতেছে[২০]। সুতরাং সেই চিৎই সম্বিদ দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মায়া, ইত্যাদি অভিধাযুক্ত ও জীবসঙ্কল্পাত্মক মন নামে খ্যাত[২১]। মনই তন্মাত্রাদিকল্পনাপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসত্য অথচ সত্যসঙ্কাশ জগৎ বিস্তার করিয়াছে[২২]। সর্ব্বশূন্য আকাশে মিথ্যা মুক্তা-বলী দর্শন ও স্বপ্নে ভ্রান্তি দর্শন যদ্রূপ, চিত্তের সংসার দর্শন তদ্রূপ[২৩]। নির্দ্দোষ নির্ব্বিকার নিত্য তৃপ্ত আত্মা শান্ত, সমস্থিত ও সত্য। তিনি কিছু দেখেন না, দেখিবারও কিছু নাই সত্য, তথাপি, তিনি স্বমায়া-রচিত এই চিত্তনামক স্বপ্ন বা বিভ্রম অনুভব করিতেছেন[২৪]। রাঘব! সেইজন্য বলিতেছি, তুমি এই সংসারদর্শনকে জাগ্রৎ, অহঙ্কারকে স্বপ্ন, চিত্তকে সুষুপ্তি ও চিন্মাত্রকে তূর্য্য অর্থাৎ অবস্থাত্রিতয়ের অতীত বলিয়া জানিবে[২৫]। যাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, তন্মাত্র ও নিরাময়, তাহাই অবস্থাত্রয়াতীত পরম পদ। সেই পদে অবস্থিত হইলে শোকের মূলোচ্ছেদ হয়, আর কখন শোক করিতে হয় না[২৬]। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই তূর্য্য পদে নির্ম্মল নভো-মণ্ডলে অসৎ মুক্তাবলীর ন্যায় সমুদিত হয় আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। যেমন মুক্তাবলী নিজেও নাই, আকাশেও নাই, তেমনি,

* মথুরার রাজপুত্র শৈশবে চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া চণ্ডাল সকাশে বিক্রীত ও চণ্ডাল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই কারণে উক্ত রাজপুত্র যৌবনেও "আমি চণ্ডাল" এইরূপে আপনাকে বিদিত হইত। পরে অন্বেষণ দ্বারা তদীয় অমাত্যগণ সে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া উক্ত রাজপুত্রকে গৃহানীত করিয়া, তুমি চণ্ডাল নহ, রাজপুত্র, এইরূপে প্রতিবোধিত করিয়াছিল।

ইহাও নিজে নাই এবং তাঁহাতেও ইহা নাই[২৭]। আকাশ, বৃক্ষের বৃদ্ধি করে না, বৃক্ষকে বাড়ায় না, মাত্র, বৃদ্ধির অনিবারক হয়। তাই লোকে ও শাস্ত্রে আকাশকে বৃক্ষোন্নতির কারণ বলে। তেমনি, চিদ্রূপী পরমাত্মা কোন কিছু না করিলেও অনিবারকত্ব প্রযুক্ত এই মায়াকৃত সর্গের (সৃষ্টির) কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন[২৮]। যেমন সন্নিধান মাত্র কারণে আদর্শকে প্রতিবিম্বের কারণ বলা হয়, তেমনি, সন্নিধান মাত্র কারণে আত্মচৈতন্যকে এই সকল অর্থবেদনের (জ্ঞানের) কারণ বলা যায়[২৯]। বীজ যেমন অঙ্কুর ও পত্রাদিক্রমে ফলের উৎপাদক হয়, সেইরূপ, চিৎও চিত্ত ও জীবাদি ক্রমে মনের উৎপাদক হয়[৩০]। যেমন জীবসংযুক্ত বৃষ্টিজলবিন্দু বৃক্ষ-শস্যাদিতে প্রবেশ করে * ও পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, জীববাসনাবাসিত (জীব ধর্ম্মের সংস্কারে প্রলিপ্ত) চিৎও প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার চিত্ত চেত্যাদি সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না[৩১]। যদিও বীজের বৃক্ষজনন শক্তি ও ব্রহ্মের জগৎজনন শক্তি একাংশে সম-দৃষ্টান্ত, তথাপি, উক্ত উভয়ের মধ্যে শক্তিভেদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। মনে কর, বীজই বৃক্ষ, এই জ্ঞানে অদ্বয় সত্য ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন না। কিন্তু ব্রহ্মই বিশ্ব, এই জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হইলে দীপে রূপাভিব্যক্তি হওয়ার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়[৩২।৩৩]। ভূমির যে স্থানে খুঁড়িবে সেই স্থানেই আকাশ দৃষ্ট হইবে। সেইরূপ যে যে দৃশ্য বিচারারূঢ় করিবে সেই সেই দৃশ্যই একে একে চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে[৩৪]। স্ফটিকের উদরে (মধ্যে) বনের প্রতিবিম্ব, যে তাহা না জানে, সে বনই দেখে। সেইরূপ অজ্ঞ দর্শকেরা শুদ্ধ ব্রহ্মের উদরে মিথ্যা জগৎ দেখিতেছে[৩৫]। যেমন স্ফটিক পিণ্ড (স্ফটিক = স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রস্তর বিশেষ। পিণ্ড = খণ্ড) বনভূমি না হই-লেও ফল, পত্র, লতা, গুল্ম ও সে সকলের আধার মৃত্তিকাদির আকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও দৃশ্য জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেন[৩৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, অহো! কি অদ্ভুত! জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য-বৎ প্রতীত হইতেছে। গুরো! জগৎ যে প্রকারে বৃহৎ, যে প্রকারে

* শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীব যখন সুকৃতভোগান্তে পৃথিবীতে আইসে, তখন আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, এই সকল অবলম্বন করিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হয়। বৃষ্টিজলের সঙ্গে মৃত্তি-কায় আগত, তথা হইতে শস্য মধ্যে প্রবেশ, পরে তদ্ভক্ষণকারী জীবের শুক্র শোণিতত্ব হয়। তাহাই জীবের বীজ ভাব প্রাপ্তি।

স্বচ্ছ, যে প্রকারে প্রস্ফুট ও যে প্রকারে সূক্ষ্ম তাহা শুনিলাম। যে প্রকারে পরব্রহ্মে এই প্রতিভাসাত্মা নীহারকণসদৃশ তন্মাত্রগুণসম্পন্ন * গোল অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুরিত হইতেছে তাহা বিদিত হইলাম। এক্ষণে যে প্রকারে বৈপুল্য অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহ জন্মে ও যে প্রকারে আত্মভূ অর্থাৎ সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী বৈশ্বানর ও বিশ্ব (বিরাট্ ও এক একটী দেহী) উৎপন্ন হন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৩৭।৩৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন বেতাল নিরাকার হইলেও বালকের হৃদয়ে আকার বিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পায়, তেমনি, জীবের রূপ অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও তাহা সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মে প্রকাশতা প্রাপ্ত হয়[৪০]। পূর্ব্ব-কল্পীয় জীববাসনার সংস্কার বা সম্পর্ক উক্ত জীবভাব প্রকাশের কারণ সুতরাং জীব বাসনোদ্ভব, অথচ শুদ্ধ, সত্য অথচ অসত্য, ভিন্ন অথচ অভিন্ন ও পরব্রহ্মের প্রস্ফুরণ বিশেষ[৪১।৪২]। ব্রহ্ম যেমন জীবকল্পনার দ্বারা আশু জীবভাব প্রাপ্ত হন, তেমনি, জীবও মনন বেদনাদির দ্বারা † আশু মনোরূপে সমুদিত হন[৪৩]। অনন্তর সেই মন তন্মাত্র বিষয়ক মনন করিয়া আপনাকে তন্মাত্রারূপে আবির্ভূত দেখেন। পরে সেই অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তন্মাত্রাত্মক মন চিদাকাশে স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন আকাশে অসংখ্য নীহারকণা সূর্য্যের আলোকে ভাসমান হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত চিত্তে (সমষ্টিমনোরূপ হিরণ্যগর্ভে) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সূক্ষ্ম দেহাদি অস্তিত্বের ন্যায় প্রকাশ পায়[৪৪।৪৫]। তাই তিনি তখন তাদৃশ সাকারতায় আপনার বিশেষ পরিচয় পান না। না পাওয়ায়, "অহং কিং? আমি কি?" ইত্যাকার সম্বিদ অর্থাৎ সম্মুগ্ধ জ্ঞান অনুভব করেন। পরে পুরুষার্থ-বিচার সহিত প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধে তাহাতে জগত্তত্ত্বশব্দার্থ ও তত্তদ্বিষয়ক অস্ফুট জ্ঞানের উদয় হয়[৪৬।৪৭]। পরে তাদৃশ অস্ফুট অহম্ভাব দেহোপরি প্রস্ফুট হওয়ায় বাহিরে রসের ও মুখবিলাদি প্রদেশে রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের (জিহ্বার) উৎপত্তি হওয়া অনুভব করেন। ঐ রূপে বাহিরে রূপ ও শরীরে রূপগ্রাহক চক্ষুঃ হওয়া দর্শন করেন ও সেই সেই প্রকারে

* তন্মাত্রগুণসম্পন্ন—রূপরসাদির উদ্ভব যুক্ত। জীব, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার, এই পাঁচ সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্ব্বোধ তথ্যের পদার্থে পরিব্যাপ্ত।

† মননবেদন অর্থাৎ সংকল্প বিকল্প। সংস্কারের উদ্রেক ও তাহার অনুগুণ অনুভব।

গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় হওয়া অনুভব করেন। জীব যাবৎ কাল ঐরূপে শ্রোত্রাদিভাবে অবস্থিত থাকেন, তাবৎ কাল শব্দাদি দৃশ্য পদার্থ সকল ঐরূপে উপভোগ করিতে বাধ্য হন[৪৮।৪৯]। উক্তবিধ জীবাত্মা ঐ প্রকারে কাকতালীয় ন্যায়ে অল্পে অল্পে বাসনানুরূপ সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনার দেহিত্ব অনুভব করেন[৫০]। অতঃপর সেই জীবমূল অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় সম্পন্ন হয় এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিঘটিত সন্নিবেশের শব্দভাবৈকদেশকে শ্রবণার্থ স্বরূপে, স্পর্শভাবৈকদেশকে ত্বক্-শব্দার্থরূপে, রসভাবৈকদেশকে রসনার্থরূপে, রূপভাবৈকদেশকে নেত্রার্থরূপে এবং গন্ধভাবৈকদেশকে নাসিকার্থরূপে গ্রহণ (আমার বলিয়া জ্ঞান বা কল্পনা) করেন এবং ঐ প্রকার ভাবময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাবময় দেহকে বাহ্যার্থসত্তাপ্রকাশকরণযোগ্য ইন্দ্রিয়নামক রন্ধ্র সম্পন্ন অবলোকন করেন[৫১।৫৪]। রাম! কথিত প্রকারে আদিজীবের অর্থাৎ জীবঘন ব্রহ্মার ও অদ্যতন জীবের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের প্রতিভাসময় (ভাবময়) আতিবাহিক দেহ সমুৎপন্ন হয়[৫৫]। আখ্যারহিত পরা সত্তাই (ব্রহ্মবস্তুই) কথিত প্রকারে অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিকতা প্রাপ্তের ন্যায় হন এবং জ্ঞান হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না[৫৬।৫৭]। সত্য সত্যই সেই পরা সত্তা "ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পৃথক্ জ্ঞান দ্বারা পৃথগভাবে অর্থাৎ জীবাদিভাবে ব্যবস্থিত হন[৫৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অজ্ঞানাবস্থানের সম্ভাবনা কি? তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মাদ্বয়তা অসিদ্ধ নাই, প্রত্যুত সিদ্ধই আছে। যদি তাহাই থাকে, তবে মোক্ষ, মোক্ষপ্রাপক বিচার ও তদুপযোগী জীবাদিকল্পনা, এ সমস্তই ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে[৫৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তোমার প্রশ্ন সিদ্ধান্ত কালেরই উপযুক্ত, অন্য সময়ের নহে। যেমন অকালজাত কুসুমের মালা শোভাপূর্ণ হইলেও অমঙ্গলজনক বলিয়া শোভমান হয় না, তেমনি, অসাময়িক প্রশ্নও ফলপ্রদ হয় না। বস্তু সকল যোগ্য কালেই শোভা প্রাপ্ত হয়, অযোগ্য কালে নহে। অকাল পুষ্পের মালা তাৎকালিক উপভোগ-সাধন-সমর্থ হইলেও ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কায় হর্ষোৎপাদিকা না হওয়ায় নিরর্থক হইয়াই থাকে[৬০]। সুতরাং কালেই সকল পদার্থের

শোভমানতা মনুষ্যগণের স্বীকার্য্য হইয়া থাকে[৬১,৬২]। জীব উপযুক্ত কালে আপনাতে পিতামহত্ব অনুভব করতঃ উপাসনার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়[৬৩]। সেই হিরণ্যগর্ভ প্রণব উচ্চারণ ও প্রণবার্থ সম্বেদন পূর্ব্বক (প্রণবের অর্থ=জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি) এই মনোরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। সেই শূন্যরূপী সমষ্টিমনোরাজ্য, পরমাত্মায় যে প্রকার অসৎ, ব্যষ্টিমনোরাজ্যরূপ শূন্যাত্মক মেরু প্রভৃতি উচ্চাকৃতি পর্ব্বতবিশিষ্ট এই জগৎও চিদাকাশে তদ্রূপ অসৎ[৬৪,৬৫]। এই জগতে বাস্তবতঃ কিছুই জাত বা বিনষ্ট হয় না। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন[৬৬]। পদ্মজের সত্তা যদ্রূপ সদসন্ময়ী, দেবগণ, ও সামান্য ক্ষুদ্র জন্তুগণের সত্তাও তদ্রূপ সদসন্ময়ী[৬৭]। এ সকল উৎপন্ন হইলেও রজ্জু-সর্পের ন্যায় সম্বিদ্বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা বলিয়াই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত দৃশ্যের বিলোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে[৬৮]। উৎপত্তি, ব্রহ্মার ও কীটের সমান; তবে প্রভেদ এই যে, কীট ভৌতিক মালিন্যের প্রচ্ছাদনে তুচ্ছকর্ম্মকারী, পরন্তু ব্রহ্মা নির্ম্মল সত্ত্বের প্রাবল্যে তদ্বিপরীত[৬৯]। যেমন উপাধি, তেমনি জীব। এবং তাহার পৌরুষও সেইরূপ। আবার যেমন পৌরুষ, তেমনি কর্ম্ম, এবং তাহাদের ফলানুভবও সেইরূপ[৭০]। সুকৃতের ফলে ব্রহ্মার ও দুষ্কৃতের ফলে কীটের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুকৃতের পরম উৎকর্ষ ব্রহ্মত্ব ও দুষ্কৃতের চরম ফল কীটত্ব। যতই বিভিন্ন ফলাফল দৃষ্ট হউক, সমস্তই চিন্মাত্রতা পরিজ্ঞানের অভাবের প্রভাব। অর্থাৎ স্বাত্মভ্রান্তিমূলক। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানে ঐ ভ্রান্তির ক্ষয় হয়[৭১]। বিশুদ্ধ চিদ্রূপ পরব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞানত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব অবতরণ করে না। সুতরাং দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই শশবিষাণের ও আকাশপদ্মের সহিত সমান। অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত জ্ঞাতা (জীব) ভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় দর্শন করে, তাবৎ দ্বৈত বিদ্যমান থাকে[৭২]। যেমন কোশকার কৃমি আপনারই লালাদার্ঢ্যে আপন বন্ধন অনুভব করে, তেমনি, আনন্দ ব্রহ্মই ভুবনাদি ভাবের নিবিড়তায় ভ্রান্ত হইয়া দ্বৈত অনুভব করিতেছেন[৭৩,৭৪]। সমষ্টিমনোরূপ আদি প্রজাপতি ব্যষ্টি ভোক্তার (জীবের) অদৃষ্টানুসারে যে বস্তুকে যে প্রকারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, সে বস্তু সেই প্রকারেই হয়,

তাহার অন্যথা হয় না। ইহাই নিয়তির ব্যবস্থা[৭৫]। * সুতরাং যাহা যাহা উৎপন্ন তাহা তাহাই অবস্তু অর্থাৎ অলীক। উৎপত্তিও অলীক, বৃদ্ধিও অলীক, বিলয়ও অলীক, ভোগও অলীক[৭৬]। অতএব, পরমার্থ দর্শনে ইহাই স্থির হয় যে, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মই স্বাত্মাববোধের বিপর্য্যয়ে অশুদ্ধ, অসৎ, অনেক ও অসর্ব্বগরূপে বিবেচিত হইতেছেন[৭৭]। "জল ও তরঙ্গ ভিন্ন" এই ভেদ যেমন অজ্ঞমতির কুকল্পনা-কল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, অসম্যগ্‌দর্শীরাই রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় এই সকল ভেদ পরিকল্পিত করিতেছে। সুতরাং ঐ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। যেমন একই ব্যক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ শত্রুতা ও মিত্রতা অসম্ভব হয় না, সম্বন্ধ ভেদে সম্ভবই হয়, তেমনি, ব্রহ্মেও ঐরূপ ভেদাভেদ শক্তির অবস্থান সম্ভব হয়[৭৮]। যেহেতু অসম্ভব নহে, সেই হেতু ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ ভেদাভেদাত্মক শক্তির দ্বারা অদ্বয় ও সদ্বয় ভাবে অবিস্তৃত ও বিস্তৃত হন। যেমন সলিলে তরঙ্গকল্পনা করিবা মাত্র সলিল ও তরঙ্গ পৃথক্ রূপে প্রস্ফুরিত হয়, যেমন সুবর্ণে বলয় ভাবনা করিবা মাত্র সুবর্ণ ও বলয় ভিন্নভাবে প্রথিত হয়, সেইরূপ, তিনিও আত্মা অনাত্মা বা অপৃথক্ ও পৃথক্ রূপে স্ফুরিত হন। প্রথমে আত্মাই মন, পরে মন হইতেই অহং। প্রথম মন নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুরূপ। পরে তাহাই অহম্ভাব কল্পনার প্রভাবে অহং[৭৯।৮০]। সেই অহংসম্বলিত মন স্মৃতি (পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্ফুরণ) অনুভব করে। তদনন্তর মন ও অহঙ্কার পূর্ব্বানুভূত স্মরণের দ্বারা তন্মাত্রা সৃজন করেন। ঐরূপে তন্মাত্র কল্পনার পর চিত্তাত্মা জীব কাকতালীয় ন্যায়ে ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করিতে থাকেন। বস্তুতঃ চিত্ত দীর্ঘকাল যাহা সৎ বলিয়া পরিভাবিত করে, তাহা সৎ হউক, বা অসৎ হউক, ভাবনার দৃঢ়তায় সংস্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে[৮১।৮২]।

* বটবীজে বটবৃক্ষই হয়, কুটজবৃক্ষ হয় না। বুদ্বুদ এক নিমেষ মাত্র থাকে, অধিক কাল থাকে না। ব্রহ্মাও কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হন, তাহার অন্যথা হয় না। এ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত নিয়তির নিয়ম বা ব্যবস্থা। তুমি আমি ইচ্ছা করিয়া কোন কিছু কল্পনা করিলে নিয়তি তাহার বাধক হয়।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কর্কটী রাক্ষসীর ইতিহাস।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তোমার নিকট রাক্ষসীর কথিত জটিল প্রশ্ন সমন্বিত এক পুরাতন ইতিহাস আদ্যোপান্ত বর্ণন করি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[১]।

হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক অতিভয়ঙ্করী রাক্ষসী বাস করিত। এই রাক্ষসীর এক নাম কর্কটী ও অপর নাম বিসূচিকা। কেহ কেহ ইহাকে অন্যায়বাধিকা নামেও উল্লেখ করিত। (অন্যায়বাধিকা= আচারবিহীন মনুষ্যের পীড়া দায়িনী) ইহার বর্ণ ও মূর্ত্তি যেন কজ্জল-কর্দ্দমের দ্বারা চিত্রিত ও নির্ম্মিত এবং কার্য্যও তদনুরূপ ভীষণ। রাক্ষসী কৃশকায় হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছিল, যেন অতিবিস্তীর্ণ বিন্ধ্যারণ্য কোন অনির্ব্বাচ্য কারণে শুষ্ক হইয়া অতিভয়ঙ্কর আকারে রহিয়াছে[২।৩]। ইহার বল অসামান্য, চক্ষুঃ প্রদীপ্তহুতাশনের ন্যায়, বর্ণ কৃষ্ণ এবং বস্ত্রও কৃষ্ণবর্ণ। দেখিবা মাত্র বোধ হইত, যেন মূর্ত্তিমতী ঘোর অন্ধকার রাত্রি। ইহার দেহ এত বিস্তীর্ণ যে দেখিলে বোধ হইত, যেন আকাশের এক অর্দ্ধ তদীয় দেহে প্রপূরিত হইয়া রহিয়াছে[৪]। ইহার উত্তরীয় বস্ত্র দেখিলে সজল জলদ বলিয়া ভ্রম জন্মিত। এই রাক্ষসী লম্বমান মেঘবিম্বের ন্যায় সর্ব্বদা উল্লসিতা থাকিত। ইহার ঊর্দ্ধ শিরোরুহ তিমিরবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল, জানুদ্বয় তমাল তরুর ন্যায় বিশাল, নখ বৈদূর্য্য প্রস্তর সদৃশ প্রদীপ্ত ও শূর্পাগ্র অপেক্ষাও বিস্তির্ণ। হাস্য কালে তাহার বিকট বদন হইতে যেন ভস্ম, নীহার অথবা ধূমরাশি নির্গত হইত[৫।৬]। রাক্ষসী সর্ব্বদাই নরকঙ্কাল মালায় বিভূষিতা থাকিত। এই রাক্ষসী যখন বেতালগণের সহিত নৃত্য করিত তখন তাহার ভীষণ কঙ্কালকুণ্ডল এরূপ আন্দোলিত হইত, যেন প্রলয় মারুতে মন্দরাচল দোলায়িত হইতেছে। ইহার ঊর্দ্ধীকৃত ভুজদ্বয় দেখিলে মনে হইত, রাক্ষসী যেন সূর্য্যগ্রহ গ্রাস করিবার জন্যই হস্তোদ্যম করিতেছে[৭।৮]। এই বিপুল-দেহা ভীষণা রাক্ষসীর দুরোদর ভরণের উপযোগী আহার দুর্ল্লভ হও-

য়াতে তদীয় জঠরানল সর্ব্বদা অর্ণবলেখার ন্যায় (বাড়বানলের ন্যায়) অতৃপ্ত থাকিত[৯]। বাড়বানল যেমন ভক্ষণে তৃপ্ত হয় না, তেমনি, এই মহোদরা রাক্ষসী এক দিনের জন্যও আহারে পরিতৃপ্ত হইত না।

রাক্ষসী একদা ক্ষুধার্ত্তা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, সমুদ্র যেমন অসংখ্য নদ নদী গ্রাস করে, তদ্রূপ, যদি আমি অনবরত এই জম্বু-দ্বীপস্থিত সমস্ত জীব জন্তু এক নিশ্বাসে ও এক কবলে গ্রাস করি, তাহা হইলে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধাযন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যুগপৎ সর্ব্ব মনুষ্য ভক্ষণ করার উদ্যম যুক্তিসিদ্ধ কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এ বিষয়ে এমন কোন যুক্তি উদ্ভাবন আবশ্যক, যাহা অবলম্বন করিলে বিপদ কালেও জীবন রক্ষা পাইতে পারে[১০।১২]। কিন্তু এক দিনে সর্ব্বমনুষ্যভক্ষণ যুক্তি বাধিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, এই সমস্ত জনগণের অনেকেই মন্ত্র, ঔষধ, নীতি, দান ও বেদপূজাদির দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। সুতরাং ইহাদিগকে যুগপৎ ভক্ষণ করা দুষ্কর ব্যতীত সুকর নহে[১৩]। যাহাই হউক, যাহাতে আমি এই সমস্ত জনগণকে যুগপৎ গ্রাস করিতে পারি, এরূপ উপায় লাভের নিমিত্ত অখিন্নচিত্তে উগ্রতম তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। শুনিয়াছি, মহোগ্র তপস্যার দ্বারা অত্যন্ত দুর্ল্লভও সুলভ হইয়া থাকে[১৪]।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বজন্তু জিঘাংসায় দুর্গম হিমাচলে তপস্যার্থ গমন করিল। তড়িন্নয়না, কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, বিশাল হস্তপদাদিসম্পন্না, দীর্ঘদেহশালিনী, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশপ্রদীপ্তলোচনা রাক্ষসী হিমপর্ব্বতে গমন করতঃ তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিল। পরে স্নান সঙ্কল্পাদি করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্তা হইল। রাক্ষসী এক পদে দণ্ডায়মানা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং তাহার চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ দুই চক্ষু তখন নিশ্চল নিস্পন্দ হইল। পর্ব্বত যেমন শীত বাত আতপ সহ্য করে, রাক্ষসী সেইরূপ সে সকল সহ্য করিতে লাগিল। ক্রমে দিবস, পক্ষ ও মাস প্রভৃতি একে একে গত হইতে লাগিল[১৫।১৮]। ঊর্দ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-সমন্বিতা রাক্ষসীও নিশ্চল মেঘের ন্যায় স্তিমিতাকৃতি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার সেই ঊর্দ্ধীকৃত বিশাল দেহ দেখিলে বোধ হইত, রাক্ষসী যেন আকাশ গ্রাসে উদ্যতা হইতেছে[১৯]।

অনন্তর হংসবাহন ব্রহ্মা দেখিলেন যে, শীত ও রুক্ষ বায়ুর দ্বারা

রাক্ষসীর কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহার কৃশাঙ্গে ত্বক্ লম্বমান হইয়া বল্কলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই সময় সেই আকাশের অর্দ্ধভাগপ্রপূরণী রাক্ষসীর কজ্জলসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পবনকম্পিত ঊর্দ্ধগ শিরোরুহ সকল তারানিকরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মুক্তামালায় বিভূষিত। বিরাটাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা রাক্ষসীর তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়াপরতন্ত্র হইলেন এবং বরদানের নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন[২০]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর সেই কঠোর তপস্যায় সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্তাকে বর প্রদান করিতে তথায় আগমন করিলেন। ব্রহ্মা দুর্ব্বৃত্তার তপস্যায় প্রসন্ন হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেন-না, যখন তপোবলে বিষাগ্নিও শীতল হয়, তখন আর রাক্ষসীর ব্রহ্মপ্রসাদ লাভের অসম্ভাবনা কি? শাস্ত্রকারেরাও বলিয়া থাকেন, তপস্যার অসাধ্য কার্য্য নাই[১]।

অনন্তর রাক্ষসী ভূতভব্যেশ ব্রহ্মাকে অবলোকন করতঃ মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল। এবং মৌনা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, কিরূপ বর গ্রহণ করিলে আমার দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্থির করিল, এক্ষণে আমি বিভুর নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করি যে, যেন আমি আয়সী ও অনায়সী সূচী হই। (অনায়সী=ব্যাধিরূপিণী জীবসূচী। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিসূচিকা কীট। আর আয়সী লৌহময়ী সূচী। যাহাকে সূচ বলে, যাহার দ্বারা সীবন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা)[২।৩]। ঐরূপ বর প্রাপ্ত হইলে আমি জনগণের অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে ঘ্রাণাকৃষ্ট সুগন্ধ যেমন জনগণের হৃদয়প্রবেশ করে সেইরূপে আমি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছানুসারে ক্রমে সকল জগৎ গ্রাস করিতে পারিব। এবং তৎক্রমে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইতে পারিবে। ক্ষুধা নিবারণ হওয়াই পরম সুখ[৪।৫]।

রাক্ষসী মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতেছে, অন্তর্যামী কমলাসন ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিলেন। শম, দম ও দয়া প্রভৃতিই তপস্বীদিগের ধর্ম্ম, পরন্তু রাক্ষসী তাহার বিরুদ্ধে লোকহিংসায় অভিলাষিণী হইয়াছে। জানিয়াও তিনি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গলধ্বনিকারিণী রাক্ষসীকে প্রশংসা করতঃ বলিতে লাগিলেন, হে পুত্রি! হে রাক্ষসকুলরূপপর্ব্বতের মেঘমালা! হে কর্কটিকে! তুমি গাত্র উত্থাপিত কর। তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর গ্রহণ কর[৬।৭]।

কর্কটী কহিল, হে ভগবন্! হে বিধে! হে ভূতভব্যেশ! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আয়সী ও অনায়সী দ্বিবিধ সূচিকা হই৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা সেই রাক্ষসীকে 'তাহাই হউক' বলিয়া বর প্রদান করতঃ বলিলেন, তুমি নানা উপসর্গ সমন্বিতা বিসূচিকা (ব্যাধি) হইবে। তুমি দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অপরিমিতভোজী, দুর্দ্দেশবাসী, অশুদ্ধদ্রব্যাদি ভক্ষণকারী, মূর্খ, দুষ্ক্রিয়ারত ও অশাস্ত্রীয়ব্যবহারপরায়ণ জনগণকে হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয়পরমাণুতুল্য হইয়া জীবের প্রাণবায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) অবলম্বনে জনগণের অপান দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার (আক্রমণ) করতঃ তাহাদিগের হৃৎপদ্মসন্নিহিত প্লীহা, যকৃৎ ও বস্তিশিরাদির পীড়া উৎপাদন করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করিবে। তুমি বাতলেখাত্মিকা বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া কি সগুণ কি নির্গুণ সকল ব্যক্তিকেই অলক্ষ্যভাবে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু সগুণ জনগণের (সদাচারী ব্যক্তি দিগের) চিকিৎসার্থ এই মহামন্ত্র কহিতেছি, তাহারা তদ্দ্বারা তোমার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ।
ওঁ নমোভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং।
ওঁ হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ
উৎসাদয় উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা।
হিমবন্তং গচ্ছ জীব সঃ সঃ সঃ।
চন্দ্রমণ্ডলগতোঽসি স্বাহা।"

মন্ত্রের অর্থ এইরূপ।—ওঁকারাদিবীজস্বরূপা বিষ্ণুশক্তিকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবতি! বিষ্ণুশক্তে! তোমার অংশস্বরূপা এই রোগাত্মিকা বিষ্ণু শক্তিকে তুমি হরণ কর, হরণ কর, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, পচন কর, পচন কর, মন্থন কর, মন্থন কর, উৎসাদন কর, উৎসাদন কর, দূর কর। হে স্বাহারূপিণি রোগশক্তে! তুমি তোমার স্বস্থান হিমালয়ে গমন কর। *

* ইহা উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। বিস্তৃতার্থ এইরূপ—বৈষ্ণবী শক্তি দ্বিবিধা। প্রথম মায়া-

মন্ত্রবান্ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করতঃ "তুমি মদীয় ভাবনার প্রভাবে চন্দ্রমণ্ডল-প্রাপ্ত হইলে।" এইরূপ চিন্তা করিবেন। পরে আপনার বামকরতলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়া সংযতচিত্তে সেই হস্তের দ্বারা রোগীর গাত্র পরিমার্জ্জন করিবেন এবং দৃঢ় চিত্ত হইয়া ভাবিবেন, কর্কটী নাম্নী বিসূচিকারূপিণী রাক্ষসী উক্ত মন্ত্রমুদ্গরে মর্দ্দিত হইয়া রোদন করিতে করিতে হিমশৈলাভিমুখে পলায়ন করিল ও রোগী চন্দ্রমণ্ডলস্থ অমৃতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জরা মরণ বর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার আধি-ব্যাধিবিমুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রবান্ সাধক আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া উপরি উক্ত মন্ত্রের দ্বারা রোগরূপিণী বিসূচিকা রাক্ষসীকে ক্ষয় করিতে পারিবেন। ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া গগনে গমন করতঃ গগন-বিহারী সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইলেন এবং তথায় কার্য্যান্তর-সিদ্ধ্যর্থ সমাগত পুরন্দরকে উক্ত বিসূচিকা মন্ত্র প্রদান করিয়া তৎকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন[১]।১৮।

শক্তি। অন্যান্য শক্তি যে মায়া শক্তির অধীন সেই শক্তি। দ্বিতীয়া মায়াশক্তির অধীন বস্তুশক্তি। বস্তুশক্তি প্রত্যেক বস্তুতে অনুগতরূপে বিরাজমান এবং তাহা সাত্বিকী রাজসী তামসী ভেদে নানা প্রকার। তন্মধ্যে যে শক্তি প্রাণিগণের দুষ্কর্ম্মের ফল উৎপাদন করে, সে শক্তির অন্যতম কার্য্য রোগ। তাহা তামসী সংহার শক্তির অংশ। তাহারই উপশমার্থ আদ্যা মায়া শক্তিকে ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং এই পাঁচ রহস্য বীজ দ্বারা সংবোধিত করতঃ নমস্কার করা হইয়াছে। পরে ওঁ নমঃ অর্থাৎ পরব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে। ভগশব্দের অর্থ মাহাত্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তি। অর্থ—হে আদ্যবিষ্ণুশক্তে। তুমি এনাং বিষ্ণুশক্তিং—তোমারই অংশস্বরূপা এই রোগরূপা দ্বিতীয়া বিষ্ণুশক্তিকে ওঁ অর্থাৎ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরে উপসংহার কর—উপসংহার কর। নয় নয় অর্থাৎ যথাগত স্থানে লইয়া যাও। পচ পচ অর্থাৎ পরিপাকের দ্বারা ইহার উগ্রতা বিনাশ কর। মথ মথ অর্থাৎ বিলোড়ন কর। উৎসাদয় উৎসাদয় অর্থাৎ এ স্থান হইতে স্থানান্তরে নিক্ষেপ কর। অথবা অন্য কোন প্রকারে ইহাকে দূর কর। অতঃপর আদ্যাশক্তির অধীন রোগশক্তিকে বলা হইতেছে। তুমি স্বস্থান হিমালয়ে গমন কর। পরে রোগীকে বলা হইতেছে। দুষ্কর্ম্মে অভিভূত তুমি রোগাভিভূত তুমি ও মৃত্যুকরাক্রান্ত তুমি মন্ত্রের সামর্থ্যে ও আমার ভাবনার প্রভাবে মৃত-সঞ্জীবনসমর্থ অমৃতে পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিলে। এইরূপ ভাবিয়া ও ঐরূপ বলিয়া মন্ত্রী অনন্যচিত্তে ভাবিবেন যে, হোতা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ, মন্ত্রপূত রোগীকে চন্দ্রমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্য শুচি হইয়া আচমনাদি বৈধ কার্য্য করিয়া এক মন এক চিত্তে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণা পর্ব্বতাকারকায়াধারিণী রাক্ষসী কজ্জলের ন্যায় ও অম্বুদলেখার ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল[১]। (কজ্জল=সুর্ম্মা। অনুক্ষণ একটু একটু গ্রহণ করিলে এক কৌটা সুর্ম্মা যেমন শীঘ্র কমিয়া যায়, সে সেইরূপ কমিয়া গেল)। প্রথমতঃ মেঘখণ্ডের ন্যায়, তদনন্তর বৃক্ষশাখার ন্যায়, তদনন্তর পুরুষ-প্রমাণ, তদনন্তর হস্তপ্রমাণ, তদনন্তর প্রাদেশপরিমাণ, তদনন্তর অঙ্গুলি-প্রমাণ, তদনন্তর মাষশিম্বীসদৃশ হইল। তৎপরে স্থূল সূচীর, তৎপরে কৌষেয়-সীবন-যোগ্য সূক্ষ্মতম সূচীর আকার ধারণ করিল। পদ্মের সূক্ষ্ম কিঞ্জল্করেণু যদ্রূপ, রাক্ষসী তখন দেখিতে তদ্রূপ হইল। যেমন মনঃ-কল্পিত পর্ব্বত শীঘ্র দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই পর্ব্বতাকার রাক্ষসীও শীঘ্র পরমাণুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য হইয়া গেল[২।৩]। রাক্ষসী ঐরূপে কৃষ্ণকায়া লৌহসূচী ও রোগরূপা জীবসূচী, দ্বিবিধ সূচীর আকারে বিরাজিতা, আকাশচরী ও আকাশবাসিনী হইল এবং পুর্য্যষ্টক * সহ গতিবিধি করিতে লাগিল[৫]।

রামচন্দ্র! রাক্ষসীর সূচীত্ব প্রাপ্তি দৃশ্যভ্রান্তি ব্যতীত বাস্তব নহে। লৌহসূচীর ন্যায় দৃশ্যমানা হইলেও তাহাতে লৌহের সংস্পর্শও ছিল না। † ইহা সহস্র সহস্র সম্বিৎভ্রমের অন্যতম ভ্রম, সুতরাং বাস্তব নহে[৬]। রাক্ষসী এখন রশ্মিরেখার ন্যায় ও রত্নসূচীর ন্যায় মসৃণা, বৈদূর্য্যসম নিৰ্ম্মলা, পরমসুন্দরী ও সর্ব্বমনোহারিণী অদ্ভুততম রূপে প্রতীয়মানা হইতে লাগিল[৭]। অপিচ, বায়ু যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘপিণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বহন করে, উড়ায়, রাক্ষসী এক্ষণে তাহার ন্যায় আকারবতী হইল। দিব্য দৃষ্টি

* পুর্য্যষ্টক—মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, কাম ও কর্ম্ম, দেহ এতৎ-সমূহাত্মক। তাহার সহিত। মর্ম্ম=তত সূক্ষ্ম হইলেও তাহার ঐ সকল ছিল। অথবা মনুষ্যের ঐ সকল আক্রম করিত।

† ভাবার্থ এই যে,প্রকৃত লৌহ সূচ নহে, রক্তক্ষয় সূচীবেধ ও কণ্টকবেধ প্রভৃতি ক্লেশ।

থাকিলে দেখা যায়, তাহার মস্তকাংশে তদনুরূপ সূক্ষ্মছিদ্রের অভ্যন্তরে তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নেত্র তারকা বিরাজ করিতেছে[৮]। ইহার মুখ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। তৎকালে আরও দেখা গেল, পুচ্ছাগ্রভাগ পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সূচী তাদৃশসূক্ষ্মপুচ্ছাগ্রাদিবিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর গ্রহণার্থ স্বীয় দেহবৈপুল্যের বিপর্য্যয়ে প্রসন্নমনে তপস্যাচরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার সমুজ্জ্বল নয়নদ্বয় দূর হইতে দুইটী প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় দৃষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে সূচীভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা শূন্যসম অদৃশ্য হইয়া গেল। রাক্ষসী যখন লব্ধবরা হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতেছিল, তখন তাহার দেহের অন্তর্গত আকাশ, দেহের সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ক্রমেই যেন বাহিরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তৎকালে এরূপ বোধ হইতে লাগিল, রাক্ষসী যেন বর প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নবদনে আকাশ উদ্গীরণ করিতেছে[৯।১০]। এক্ষণে সে দূরপ্রসৃত দীপ শিখার ন্যায় (বিরলাবয়ব রশ্মিরেখার ন্যায়) সূক্ষ্মা ও সদ্যোজাত বালকের কেশের ন্যায় কোমলা হইল[১১]। মৃণাল ভাঙ্গিলে তন্মধ্য হইতে যেমন সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়, এবং সুষুম্না নাম্নী সূক্ষ্মা নাড়ী যেমন মূলকন্দ (মূলাধার) হইতে উদ্গত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে গমন করে, রাক্ষসী এখন ঠিক্ তদনুরূপ রূপধারিণী হইল[১২]। তাহার তাদৃশ সূক্ষ্ম শরীর হইলেও তাহারই মধ্যে যথাযথ স্থানে যথাযোগ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল এবং জীবনও যথাযথ বিদ্যমান রহিল। রাক্ষসী ঐরূপে সজীব অনায়সী সূচীভাব প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধগণের ও তার্কিকদিগের বিজ্ঞানের ন্যায় জনগণের অলক্ষিত হইয়া গেল[১৩]। * অধিক কি বলিব, এই অনায়সী সূচী শূন্যবাদী বৌদ্ধের শূন্য পদার্থের অনুরূপা। আয়সী সূচী এই অনায়সী জীবসূচীর আশ্রিতা। ইহার রূপ আকাশের নীলিমার ন্যায়। ইহার অধীন যে জীবসূচী, তাহাও মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত চিদাভাসের অনুরূপ। যেমন বিনশ্যদবস্থাপন্ন সূক্ষ্ম দীপের কিরণ দৃষ্টিগোচর হয় না

---

* বৌদ্ধেরা আলয় বিজ্ঞানকে (একটী মূলীভূত অবিচ্ছিন্ন অহং অহং—আমি আমি, এতদ্রূপ জ্ঞানধারাকে) আত্মা বলে। তাদৃশ আত্মা কেবল তাহারাই বুঝে, অন্য কোন পণ্ডিত বুঝেন না। তার্কিকেরাও অর্থাৎ অপর এক বৌদ্ধেরাও তাদৃশ জ্ঞানধারার অস্তিত্ব সাধক দ্রষ্টা বা সাক্ষী থাকা স্বীকার করেন না। সেজন্য তাহাও অন্যের অবোধ্য। ফলিতার্থ—বৌদ্ধের ও তার্কিকের মতের আত্মা যদ্রূপ দুর্লক্ষ্য, এই সূচীও তদ্রূপ দুর্লক্ষ্য।

অথচ তাহার অন্তরে তীক্ষ্ণ দাহিকা শক্তি অস্পষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে, তেমনি, এই সূচীভাবাপন্না রাক্ষসী নিতান্ত অদৃশ্যা হইলেও তাহার অন্তরে যথাযথ বাসনাদি বিদ্যমান ছিল[১৪।১৫]। দুঃখের বিষয় এই যে, রাক্ষসী ভক্ষণতৃপ্তি লাভার্থ সূচী হইল বটে, পরন্তু উদর না থাকায় তাহাতে তাহার সুবিধাবোধ হইল না। এখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি এই উদরবিহীন সূচীত্ব পরিগ্রহ করিয়া কি মূর্খতার কার্য্যই করিয়াছি![১৬] এইরূপ ও অন্যান্যবিধ চিন্তা করিয়া সে তুচ্ছ গ্রাস চিন্তাকে ও স্বীয় গ্রাসচেষ্টিত চিত্তকে নিরর্থক মনে করিতে লাগিল[১৭]। অনর্থবুদ্ধি জীবের চিত্তে পূর্ব্বাপর বিচারণার স্ফূর্ত্তি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মূঢ়মতি রাক্ষসী অবিচারপরায়ণা হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বৃথা সূচী ভাব গ্রহণ করিল[১৮]। কোন এক বিষয়ে অতি নির্ব্বন্ধ ভাল নহে। তাহাতে অভিমত পদার্থের অন্যথা হইয়া যায়, সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দর্পণকে অতিরাগে পুনঃ পুনঃ সম্মুখবর্ত্তী করিতে গেলে নিঃশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়, প্রতিবিম্বদর্শন দূর-পরাহত হইয়া যায়[১৯]। রাক্ষসী পীবরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও তাহা সুখবৎ সহ্য করিতে বাধ্য হইল[২০]। কি আশ্চর্য্য! যাহারা এক বস্তুর প্রতি অতি অনুরাগী, তাহাদের দুর্গতি ব্যতীত সুগতি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত—রাক্ষসী আহারের প্রতি অতি অনুরাগিনী হইয়া আপনার বৃহৎ শরীর তৃণবৎ পরিত্যাগ করিল[২১]। জীব এক বস্তুর অত্যাস্বাদে অন্যান্য সম্বিদ্ (জ্ঞান) হারা হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত—রাক্ষসী অতি ভোজনের আস্বাদে আপনার দেহ বিনাশ ভাবনা করিল না[২২]। এক বস্তুর অনুরাগী অজ্ঞ লোকেরা বিনাশকেও সুখ জ্ঞান করে। তাহার নিদর্শন—রাক্ষসী আহারের অনুরাগে সূচী হইল, বিদেহ হইল, তথাপি সে তাহাতেও অসুখী হইল না, প্রত্যুত সুখী মনে করিতে লাগিল[২৩]। রামচন্দ্র! কর্কটী রাক্ষসী যে জীববিসূচিকারূপিণী অর্থাৎ ব্যাধিবিশেষরূপিণী হইল, তাহার বিবরণ এইরূপ—ব্যোমাত্মিকা সুতরাং নিরাকারা। তাহার লিঙ্গদেহও আকাশের তুল্য। যেমন সূক্ষ্ম তেজঃপ্রবাহ সেইরূপ। কুণ্ডলিনীশক্তির যে আকার, জীববিসূচিকারও সেই আকার। এই জীববিসূচিকা সূক্ষ্ম সূর্য্যকিরণের কিংবা চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুন্দরবর্ণা[২৪।২৫]। ইহার মনোবৃত্তি পাপময়ী ও ক্রূরা

এবং অয়ঃসূচী অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা। যেমন ফুলের গন্ধ নিশ্বাসযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তেমনি, এই পাপীয়সী পরমাণু অপেক্ষাও সুসূক্ষ্মা হইয়া বায়ুভরে প্রাণিদেহে প্রবেশ করতঃ লীনা হইত ও অতিচতুরতার সহিত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত। পাপীয়সী পরের প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস মাত্র অবলম্বন করিয়া পরকীয় দেহে প্রবিষ্টা হইত ও নিজ মনোরথ সিদ্ধি করিত[২৬।২৭]। হে রঘুনাথ! রাক্ষসী অভিহিত প্রকারে কার্পাসাংশুসদৃশসূক্ষ্মা সূচীদ্বয়ময়ী ও নীহারকণসদৃশী তরলা, হইয়া সূক্ষ্ম দেহদ্বয় গ্রহণ করতঃ নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করতঃ দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[২৮।২৯]।

হে রাঘব! বস্তু সকল স্বীয় সঙ্কল্পের প্রভাবেই গুরু অথবা লঘু হইয়া থাকে। তাহারই দৃষ্টান্ত—কর্কটী স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা বিশালদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম সূচীত্ব প্রাপ্ত হইল[৩০]। অতি তুচ্ছ বস্তুও দুর্ব্বুদ্ধি জীবের প্রার্থনীয় হয়। তাহার উদাহরণ—রাক্ষসী তপস্যা করিয়া সূচারূপে পৈশাচী বৃত্তি উপার্জ্জন করিল[৩১]। পুণ্য অর্জ্জনে প্রবৃত্তা হইয়াও যাহার যাহার জাতীয় কুস্বভাব শমতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—তপস্যার দ্বারা পূতশরীরা হইয়াও রাক্ষসীর জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ হইল না। রাক্ষসী কেবল পরপীড়নার্থই তপস্যার দ্বারা সূচীদেহ উপার্জ্জন করিল[৩২]।

অনন্তর কর্কটীর সেই বৃহৎ শরীর প্রচণ্ডবাতবিশীর্ণ শরদভ্রের ন্যায় বিগলিত হইলে সে সূক্ষ্ম সূচীদেহ প্রাপ্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত পরিভ্রমণে প্রবৃত্তা হইল। সেই জীবসূচী তখন বায়ুকণার ন্যায় স্বীয় অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ বিসূচিকাব্যাধিরূপে ও কৃশকায় স্বস্থ ও সুধী দিগের অন্তরে গমন করতঃ দুর্লক্ষ্য দুর্ব্বুদ্ধিরূপা অন্তর্ব্বিসূচিকারূপে প্রবেশ করতঃ স্বমনোরথ সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্তা হইল। সেই সূচিকা উক্ত প্রকারে জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ কখন পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল এবং কখন বা পুণ্য, মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যাদির দ্বারা নিবারিত হইতেও লাগিল[৩৩।৩৬]।

অনন্তর সেই সূচী বর্ণিতপ্রকারের দেহ গ্রহণ করতঃ কখন আকাশে কখন বা ভূমিতলে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিল[৩৭]। ভূতলে ধূলি-

কণার দ্বারা, আকাশে প্রভার দ্বারা, হস্তে অঙ্গুলির দ্বারা, বস্ত্রে সূত্রের দ্বারা তিরোহিত থাকিত। এবং জনগণের স্নায়ুতে, ব্যভিচারাদি দোষদুষ্ট উপস্থেন্দ্রিয়ে, হস্তপদাদির রূক্ষ রেখায়, সূক্ষ্ম রোমকূপে, নষ্ট সৌন্দর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, সদ্ভাবশূন্য ও সৌভাগ্যবিহীন নষ্টকান্তি জনগণের অন্তরে, রুগ্ন ব্যক্তির নিশ্বাসে, মক্ষিকাদি কীট দুষ্ট ও রূক্ষ দুর্গন্ধ বায়ুযুক্ত তৃণাদ্যাবৃত প্রদেশে, শ্রীবৃক্ষ বর্জ্জিত প্রদেশে, * দুর্গন্ধবায়ুযুক্ত হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রে,[৩৮।৪০] পশুনরাদির অস্থিবলিত (পরিব্যাপ্ত) প্রদেশে, সর্ব্বদা প্রবলরূপে বহমান বায়ুযুক্ত স্থানে, সাধু সজ্জন বর্জ্জিত প্রদেশে, অপবিত্রবসন ব্যক্তিগণের আবসথে অর্থাৎ নীচবৃত্তি ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদির সঞ্চার স্থানে,[৪১] কীটক্ষতবৃক্ষকোঠরবাসী বায়সাদি পক্ষীতে, শীতাধিক্য দ্বারা রূক্ষ ও শব্দায়মান বায়ু যুক্ত স্থানে, ঘনীভূতনীহারপটলসঞ্চার-স্থানে, ব্রণরোগীর ক্ষুদ্র (অল্পায়তন) বাস স্থানে, পুরুষপদচিহ্নিত প্রদেশে, বল্মীক মধ্যে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও অজগরাদি সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে, জীর্ণপর্ণসমাকীর্ণ শুষ্কবিরূপ দুর্গন্ধ পল্বল মধ্যে, শীতল সমীরণ বিশিষ্ট দুর্গন্ধজল গর্ত্তে, কুল্যাদিপরিবৃত প্রদেশে ও বহুল নিশ্বাস যুক্ত পান্থশালায়, ছারপোকা ও মশা প্রভৃতি নররক্তপায়ী কীট পরিব্যাপ্ত স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিল[৪২।৪৩]। হয়হস্ত্যাদি পরিপূর্ণ নগরে ও পথিক গণের বিশ্রাম স্থানে গতায়াত করিতে লাগিল। অহে কুলপাবন রাম! সেই সূচিকা ঐরূপে বহুকাল পর্য্যটন করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্তা হইল[৪৭]। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে রথ্যানিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রাদি অবলম্বন করতঃ, বলীবর্দ্দ যেমন অরণ্যমধ্যে শৃঙ্গ দ্বারা বল্মীক প্রভৃতি মৃত্তিকাস্তূপ বিদীর্ণ করে, তেমনি, সে জনগণের জরাতপ্ত কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল[৪৮]। কোন কোন লোক তাহাকে সীবন কার্য্যের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে সে যখন সীবন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইত, তখন সে বিশ্রামের নিমিত্ত সীবনকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও অদৃশ্য হইত[৪৯]। সূচী, বেধন-স্বভাব হইলেও কৌতুক কারণে সীবন কারীর হস্তাদি বিদ্ধ করিত না।

---

* শ্রীবৃক্ষ—বিল্ববৃক্ষ ও তুলসীবৃক্ষ। অথবা শ্রীবৃদ্ধিকারী বাস্তবৃক্ষ। যে স্থলে তুলসী বা বিল্ববৃক্ষাদি না থাকে সে স্থল রোগরূপিণী বিসূচিকা পরিভ্রমণ করিতে ভালবাসিত। এ কথার অর্থ—ঐ সকল বিসূচিকা কীটের নাশক।

এবং কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেও স্বীয় ক্রূর স্বভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত না[৫০]। সে মুখ দ্বারা পরপ্রযুক্ত সূত্রপ্রান্ত গ্রাস করিত; সুতরাং পরপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরাধীন উদর পূরোণোদ্যম দ্বারা তাহাকে সুস্থচিত্ত থাকিতে হইত। রামচন্দ্র! অভিহিত লক্ষণাক্রান্তা অয়ঃসূচী ঐরূপে জীবসূচীর সহিত দিক্‌বিদিক্ সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[৫১]। যেমন বায়ুর দ্বারা তুষকণা ভ্রামিত হয়, সেইরূপ, সূচীও দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিত। দুর্ম্মতি কর্কটী পূর্ব্বে সূচীত্ব পরিগ্রহের নিমিত্ত প্রফুল্ল-চিত্তে উৎকট তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াও পরহিংসার দ্বারা উদর পূরণের অভিলাষ করিয়াছিল, এক্ষণে সে সূচীত্ব পরিগ্রহ পূর্ব্বক মাত্র পরপ্রযুক্ত সূত্রপ্রান্ত বদনে ধারণ করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষসী ক্ষীণ দিগকেও নির্দ্দয়ভাবে বেধন করিত। তাহার দৃষ্টান্ত—বস্ত্রসকল অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও তাহাদিগকে সীবন করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। এই দুঃশীলা রাক্ষসী অনল্প তপস্যার দ্বারা সূচীদেহ উপার্জ্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরপ্রযুক্ত সূত্রাগ্রদ্বারা উদরপূরণ করা অযোগ্য অর্থাৎ অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিল এবং সেই ক্ষীণোদরকারী তপঃকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়াছিল। মনোমধ্যে অনুতাপ ধারণ করিলেও সে স্বীয় রাক্ষসীস্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য সে সর্ব্বদা বেধন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত[৫২।৫৮]। যেমন জীবের মরণ-কালে বিষয়বাসনারূপ সুদীর্ঘ তন্তু (সুতা) উদ্ভূত বা আবির্ভূত হইয়া জীবচেতনাকে তদনুরূপ শরীরে সঞ্চারিত করে, তেমনি, সেই বেধন-চতুরা সূচী বস্ত্রে সূত্র সঞ্চারিত করিত[৫৯]। সে সীবনকার (ওস্তাগর) কর্তৃক সীবন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সে স্বীয় মুখ যেন বস্ত্রদ্বারা গোপন করিয়াই তন্তুবেধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। যাহারা দুর্জ্জন—তাহারা অপ্রকাশ্য মুখেই (আড়ালে থাকিয়াই) জনগণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া থাকে[৬০]। এই নির্দ্দয়া রাক্ষসী কখন নারীগণের কণ্ঠলগ্ন উত্তরীয় বসনে নিবদ্ধ হইয়া (ওড়্‌নায় ফুটিয়া থাকিয়া) স্বীয় ছিদ্ররূপ নেত্রদ্বারা তাহাদিগের বদন নিরীক্ষণ করতঃ "হায়! আমি ইহা-দিগকে "কি প্রকারে বিদ্ধ করিব" এইরূপ চিন্তা করিত। যাহারা ক্রূর ও দুর্জ্জন—তাহারা ঐরূপেই পরহিংসা করিয়া থাকে[৬১]। কি মৃদুকোমল কৌশেয় বস্ত্র, কি রূক্ষ দৃঢ় ও কঠিন বল্কলাদি, সকল

স্থানেই তাহার স্বভাব সমভাবে কার্য্য করিত। যাহারা মুর্খ—তাহারা দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করে না[৩২]। সীবনকারের অঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা দীর্ঘসূত্রধারিণী সেই সূচীকা যখন সীবনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত—তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন সে স্বীয় উদর হইতে অন্ত্র সকল উদ্গীরণ (পেট দিয়া নাড়ী বাহির) করিছে[৩৩]। তীক্ষ্ণা হইলেও হৃদয় না থাকায় তাহার সরস নীরস জ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে রসাস্বাদ-বিহীনা হওয়ায় সূত্রনিরুদ্ধ হইয়া সকল পদার্থেই প্রবেশ করিত[৩৪]। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! সূচী নিষ্ঠুরভাষিণী নহে, অথচ ইহার বদন সূত্রদ্বারা আবদ্ধ। কাহাকেও সন্তাপিত করে না, অথচ সে সন্তপ্তা হয়। শরীরে ছিদ্র আছে, অথচ উদর নাই। যেমন কোন কোন রাজপুত্রী বুদ্ধিদোষে দুর্ভগা হয়, সেইরূপ, সূচীও বুদ্ধিদোষে দুর্ভাগ্য-শালিনী হইয়াছে[৩৫]। সূচী সচ্ছিদ্রা। সূচী পূর্ব্বে নিরপরাধী জনগণের সংহার বাসনা করিয়াছিল, এক্ষণে সে তাহারই প্রতিফলস্বরূপ সূত্র-নিবদ্ধ হইয়া কর্ম্মপাশে প্রলম্বিতা হইতে লাগিল[৩৬]। হে রামচন্দ্র! সূচী সীবক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া কখন কখন অদূরে নিপতিত হইত, কখন বা উৎসঙ্গাদিতে (উৎসঙ্গ=ক্রোড়) নিপতিত হইয়া তত্রত্য কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত রোমরাজিকে মিত্রজ্ঞান করতঃ তৎসমীপে শয়ন করিত। আরও দেখাগিয়াছে, সেই রাক্ষসী সমভাব মূঢ়চিত্ত দিগেরই সহিত অবস্থান করিত। কে আপনার তুল্য সঙ্গতি পরি-ত্যাগ করে[৩৭।৩৮]? সে কখন কখন লৌহকার দিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তন্নিবন্ধন সে কখন বা অগ্নিতে সন্তাপিত হইত ও ভস্ত্রাবাত-দ্বারা বিচলিত হইয়া গগনে উদ্গমন করিত। কখন প্রাণ ও অপান বায়ুর প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের হৃৎপদ্মে গিয়া বিচরণ করিত। এইরূপে সেই দুঃখপ্রদায়িনী ঘোরা দুঃখশক্তিস্বরূপা সূচিকা জীবশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া কখন সমান, উদান ও ব্যান বায়ুর প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের ব্যাধি উৎপাদন ও সর্ব্বাঙ্গে দোষ সঞ্চারণ করিত। কখন বা শূলরোগাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করতঃ জনগণের হৃৎকণ্ঠে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করিত ও কখন বা উন্মত্ত করিত। কখন লৌহসূচী হইয়া কম্বলাদি সীবন-কালে মেষপালকের হস্তে অবস্থান করতঃ ঊর্ণাকোটরে নিদ্রা যাইত।

কখন বালকগণের হস্তাঙ্গুলিরূপ শয্যা বিদ্ধ করতঃ ক্রীড়া করিত। কখন জনগণের পাদপ্রবিষ্টা হইয়া রুধির পান করিত। কখন পুষ্পমালা গ্রথনে নিযুক্ত হইয়া যৎসামান্য পুষ্পগুচ্ছ ভোজনেই পরিতৃপ্তা হইত। কখন চিরকালের নিমিত্ত কর্দ্দমকোষে অধোমুখে শয়ন করিয়া থাকিত; এবং যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যক্তিগণ দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহাদিগের আলয়ে গমন করিত৭৯।৭৫।

হে লম্বিতভুজ! পরহিংসাদ্বারা রাক্ষসীর কোন প্রকার স্বার্থসাধন না হইলেও সে নিরর্থক পরপ্রাণ বিনাশ করতঃ স্বীয় আত্মাকে ক্রূরতা দোষে দূষিত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। যাহারা নীচাশয়, কলহ তাহাদিগের উৎসব অপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ হয়। রাক্ষসী কণামাত্র রক্ত লাভের নিমিত্ত সন্তুষ্টচিত্তে পরপ্রাণ হিংসা করিত। যাহারা কৃপণ, তাহারা অর্দ্ধ-কপর্দ্দককেও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহার রাক্ষসকুলোচিত পর-হিংসাভিমান দুরুচ্ছেদ্য ছিল। সর্ব্বদাই দেখা যায়, জনগণের অভিমান নিতান্ত দুরুচ্ছেদ্য৭৬।৭৭। মূঢ়মতি রাক্ষসী সূচীত্ব লাভ করিয়া মোহের বশবর্ত্তিনী ও সর্ব্বজন বিনাশের নিমিত্ত বৃথা অভিলাষিণী হইয়াছিল। অহো! যাহারা মূঢ়চেতা, তাহারা স্বার্থসাধক জ্ঞানে অস্বার্থ বিষয়ে অর্থাৎ নিজের অনিষ্টকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। "আমি বস্ত্রতন্তু বেধন দ্বারা শীঘ্র পরহিংসাবৃত্তি অভ্যাস করিতে পারিব" এইরূপ মনে করিয়া সে সন্তুষ্ট থাকিত৭৮।৭৯। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! যেমন কোন প্রসিদ্ধ সূচী স্থাপিত (কার্য্য বিরত) থাকিলে ঘর্ষণের অভাবে মলিন হইয়া যায়, তেমনি, এ সূচীও অন্যের অনপরাধে দুঃখ প্রাপ্তা হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্মা অদৃশ্যা বেধনকরী তীক্ষ্ণা ক্রূরা ও উৎপাতরূপা সূচী ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃতা হইত এবং অন্য সময়ে জনগণের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। যাহারা দুর্জ্জন হয়, তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, পরহিংসা করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়৮০।৮২।

হে মহাবাহো রামচন্দ্র! সেই রাক্ষসী অভিহিত প্রকারের দেহদ্বয় গ্রহণ করিয়া কখন পল্বলাদির পঙ্কে নিমগ্ন থাকিত, কখন আকাশে গমন করিত, কখন আকাশীয় বায়ুর সহিত দিক্‌তটে বিহার করিত, কখন পাংশুরাশি মধ্যে, কখন ভূমিতলে, কখন অরণ্যে, কখন পর্য্যঙ্কে, কখন গৃহে, কখন অন্তঃপুরে, কখন হস্তে এবং কখন বা জনগণের

কর্ণস্থ পদ্মপুষ্পে শয়ন করিত। কখন মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত কুড্যাদির সূক্ষ্ম ছিদ্রে অবস্থান করিত। কখন বা মনুষ্যাদির হৃদয়ে বসতি করিত। সূচিকা পূর্ব্বোক্ত সেই সেই আকারে ও সেই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধ ও. দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন মায়াবী জনের ও যোগিগণের ন্যায় সকল স্থানেই গমনাগমন করিত[৮৩]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে বুদ্ধিমন্! বশিষ্ঠদেব এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন; এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন সভাস্থজনগণ পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতকালে সেইসমস্ত জনগণ পুনর্ব্বার সেই সভায় আগমন করতঃ স্ব স্ব স্থানে ও আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন[৮৪]।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন. সূচীরূপা কর্কটী ঐরূপে বহুকাল নরমাংসাদির আস্বাদ গ্রহণ করিল অথচ পরিতৃপ্তা হইল না। তাহার সুদুর্জ্জয়া ক্ষুধা অল্প রুধিরে উপশমিত হইবার নহে[১]।[২] । অনন্তর রাক্ষসী তাদৃশী দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়া একদা চিন্তা করিতে লাগিল—হায়! আমি কি অকার্য্যই করিয়াছি! ওঃ আমার কি কষ্ট! উঃ কি দুঃখ! কেন আমি ইচ্ছা করিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত ও হতশক্তি হইলাম! আমার ভক্ষণ শক্তি এত অল্প হইয়াছে যে, আমার উদরে এক গ্রাসেরও স্থান নাই[৩]। আমার সেই পূর্ব্বতন বিশাল অঙ্গ এক্ষণে কোথায় গেল? আমার সেই মেঘকান্তি বিশাল দেহ এক্ষণে নাই, তাহা জীর্ণ পর্ণের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়াছে[৪]। আমি কি দুর্ব্বুদ্ধি! কি হতভাগিনী! সম্প্রতি বসাসুবাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি সুস্বাদু ভক্ষ্য সকল অতিমাত্র অল্প হইলেও আমার নিকট অপরিমিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে[৫]। আমি এখন জনগণের পদদ্বারা আহত, পঙ্কান্তরে নিমগ্ন, ভূতলে নিপতিত ও শুক্রধাতুতে নিমগ্না হইতেছি[৬]। * হায়! হায়! আমি এখন হতা ও অনাথা! এমন বন্ধু নাই যে, আমাকে আশ্বাস দেয় ও আশ্রয় দান করে। আমি সূচী হইয়া এক সঙ্কট হইতে অন্য এক ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি[৭]। হায়! হায়! আমি এখন এমন দুঃখিনী যে, আমার সখী, দাসী, মাতা, পিতা, বন্ধু, ভৃত্য, ভ্রাতা, সন্তান, দেহ, স্থান, অধিক কি, এখন আমার কোন প্রকার উপজীব্য, কিছুই নাই। আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানও নাই। এখন আমি সর্ব্বদা অরণ্যে নিপতিত ও শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি[৮]।[৯]। আমি আপদ্ সমূহের সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, নিদারুণ বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছি, সর্ব্বদা মরণাভিলাষ করিতেছি, তথাপি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতেছে না[১০]। আমি কি

---

* বিসূচিকা কীট প্রায়ই শুক্রধাতু দূষিত ও আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়।

মূঢ়মতি! মূঢ় ব্যক্তিরাই কাচ বলিয়া হস্তগত চিন্তামণি পরিত্যাগ করে। তাহাদের স্থায় আমিও মূঢ়চেতনা হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি[১১]। এখন বুঝিলাম, আমার মনই এই মহৎ দুঃখের হেতু। মোহগ্রস্ত মনই দুর্ব্বুদ্ধিরূপ আপদ্ বিস্তার করতঃ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করে[১২]। কি দুঃখ! কি বিষাদ! আমি যে এখন, কখন ধূমে অবস্থিত, কখন পথি মধ্যে খরোষ্ট্রাদি জন্তুগণ দ্বারা মর্দ্দিত এবং কখন বা তৃণাদিতে প্রক্ষিপ্ত হইতেছি, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দুঃখের অবস্থা হইতে পারে? আমি এখন নিত্য পরপ্রচালিত ও পরসঞ্চারিত হইতেছি। হায়! আমি এখন যার পর নাই দৈন্যতা প্রাপ্তা ও পরের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি[১৩।১৪]। আমার সেই রক্তমাংসাদির আস্বাদ লালসা এখন কেবল মাত্র পরপীড়াদায়িনী হইয়াছে! (উদর ও জিহ্বা না থাকায় স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছি, সুতরাং কেবল পরপীড়া প্রদানই আমার সার হইয়াছে) আমি নিতান্তই হতভাগিনী। কেননা, সূচী হওয়ায় আমার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা রহিল না[১৫]। আমি তপস্যার দ্বারা যাহার শান্তি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। কেন আমি আমার আত্মবিনাশ আনয়ন করিলাম! আমার এ ঘটনা, ভূত ছাড়াইতে ভূতে পাওয়ার অনুরূপ[১৬]। কেন আমি আমার তাদৃশ বিশাল দেহ পরিত্যাগ করিলাম। কেনই বা আমার দেহবিনাশকারিণী অশুভা মতি সমুদিত হইয়াছিল? এখন বুঝিলাম, বিনাশের পূর্ব্বে জীবের দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে[১৭]। এক্ষণে আমি কীটাণু হইতেও সূক্ষ্মা। এখন পাংশুচ্ছন্ন প্রদেশে নিপতিত আমাকে কে উদ্ধার করিবে? মানবগণ উদ্ধার করিতে পারেন বটে; কিন্তু দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারাও আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না[১৮]। সূক্ষ্মদর্শী যোগীরাই আমার উদ্ধারে সমর্থ, কিন্তু মাদৃশ হতাশয়গণ কি প্রকারে সেই গিরিবাসী বিবিক্তমনা উদাসীন যোগিগণের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইবে[১৯]? আমি অজ্ঞতারূপ মহাসমুদ্রে অবস্থান করিতেছি, আর আমার অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা নাই। যাহারা অন্ধ, তাহারা কি কখন নখদর্পণদর্শী জনগণের স্থায় দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হয়[২০]? হায়! হায়! আমি যে আর কত কাল এরূপ আপদ্ সমূহে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া এই আপদ্‌পরিপূর্ণ গর্ত্তে

লুণ্ঠিত হইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না[২১]। আর কি আমি সেই অঞ্জনমহাশৈলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশাল দেহ ধারণ করতঃ গগনতলস্পর্শী স্তম্ভের ন্যায় অবস্থান করতঃ প্রাণিসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব ? আর কি আমি সেই জলধরপটল সন্দর্শনে নর্ত্তনশীলা শিখণ্ডিনীর ন্যায় নিশ্বাসপবন দ্বারা নর্ত্তিত ও লোলায়িত স্তনদ্বয় বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ লম্বোদর দেহ প্রাপ্ত হইব ? আর কি আমি আকাশের-মানদণ্ড (মাপের বাঁশ) স্বরূপ অত্যুচ্চকেশকলাপসম্পন্ন, মেঘবিম্বসদৃশ দীর্ঘভুজ-দ্বয়শালিনী ও বিদ্যুৎসদৃশ নয়ন সম্পন্না হইতে পারিব[২২।২৪] ? আর কি আমি হাস্যবিনির্গত তেজঃশিখারদ্বারাদগ্ধ অরণ্যের ভস্মরাশির দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ কৃতান্তের ন্যায় সকল প্রাণী গ্রাসে উদ্‌যোগিনী হইতে পারিব ? আর কি আমি সেই ভীষণ আকার লাভ করিতে পারিব ? আর কি আমি জলন্ত উলূখল সদৃশ নয়ন সম্পন্ন ও সর্পমালারূপ স্রগ্‌দাম (হার) ভূষিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারিব[২৫।২৬]। আর কি আমি গিরিগুহোপম ভাস্বর মহোদর বিশিষ্টা শরন্মেঘোপম স্নিগ্ধনখরাবলী সম্পন্না রক্ষঃকুল বিদ্রাবণ কারিণী হইয়া হাস্য সহকারে মহারণ্যে আনন্দে স্ফিগ্‌বাদ্য করতঃ (স্ফিক্= নিতম্বপার্শ্ব, পাছা।) নৃত্য করিয়া বেড়াইতে পারিব ? আর কি আমি মদিরাকুম্ভ ও মৃতমাংসাস্থিসমূহের দ্বারা আমার সেই দুরোদর পূর্ণ করিতে সমর্থা হইব ? আর কি আমি তাদৃশ পীতবর্ণাভ আরক্ত প্রান্ত নয়ন প্রাপ্ত হইব ? আর কি আমি সেইরূপ হৃষ্টা পুষ্টা প্রদীপ্তা থাকিয়া সুখনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থা হইব[২৭।৩০] ?

হায়! কি নিমিত্ত আমি অশুভফলপ্রদ তপস্যারূপ প্রজ্জলিত হুতাশনে সেই উগ্র মহাবপু ভস্মীভূত করিলাম ? কি নিমিত্ত আমি সেই সুবর্ণরূপ মহাশরীর পরিত্যাগ করিয়া লৌহরূপ অয়ঃসূচীত্ব গ্রহণ করিলাম[৩১]। অহো ভাগ্য ! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি ! আমার সেই দিক্‌-পরিব্যাপ্ত অঞ্জনশৈলসঙ্কাশ (অঞ্জনশৈল=কজ্জলেরপর্ব্বত) বিশাল মহাদেহ এখন কোথায় গেল ? আমার সেই তাদৃশ মহাদেহই বা কোথায় ? আর এই ডাঁশ পোকার পাদাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সূচীদেহই বা কোথায়[৩২] ? ভ্রান্তির বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমি এই সূচীত্ব লাভের নিমিত্ত তাদৃশ ভাস্বর মহাবপুরূপ কনকাঙ্গদকে মৃত্তিকা জ্ঞান করিয়া

পরিত্যাগ করিয়াছি[৩৩]! হায়! আমার সেই বিশাল দেহ এখন কোথায় রহিল? হে মদীয় বিন্ধ্যাচলগুহোপম মহোদর! কি নিমিত্ত তুমি করিবিঘাতী সিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া অদ্য তদীয় বিয়োগ-দুঃখরূপ হস্তীকে সংহার করিতেছ না[৩৪]? হে মদীয় নির্ভিন্নগিরি-শিখরোপম বিশাল ভুজদ্বয়! তোমরা কি কারণে আজ চন্দ্রসদৃশ নখরগণ্ডক্তির দ্বারা উদিত চন্দ্রকে দেবভোগ্য পুরোডাশ জ্ঞানে বাধা প্রদান করিতেছ না[৩৫] (বিদীর্ণ করিতেছ না?) হে বৈদূর্য্যপংক্তি-পরিশোভিতগিরীন্দ্রতটসদৃশসুন্দর বিশাল বক্ষঃ? কি নিমিত্ত তুমি যূক-রূপ সিংহাদিপরিবৃত রোমবন (যূক=মৎকুণ ছারপোকা বা উকুন। রোমবন=লোমসমূহ) ধারণ করিতেছ না[৩৬]? হে মদীয় কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকাররূপ ও শুষ্কেন্ধনপ্রোদ্দীপনকারী অনলসদৃশ নেত্রদ্বয়! তোমরাই বা কেন আজ্ দৃগ্‌জ্বালা (জ্বলিত দৃষ্টি) বিস্তার করিয়া চতুদ্দিক বিভূষিত করিতেছ না[৩৭]?

অহে স্কন্ধ! তুমিও কি এই হতভাগিনী কর্ত্তৃক মহীতলে পরিত্যক্ত হইয়া কালকর্ত্তৃক বিনিষ্পিষ্ট, শিলাতলে নিঘৃষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছ[৩৮]? অহে মদীয় মুখচন্দ্র! তুমিও কি মদীয় কু-তপস্যারূপ হুতাশনে দগ্ধ হইয়া কল্পান্তাগ্নিবিদগ্ধ শশাঙ্কবিম্বের ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইলে[৩৯]? অহে সুদীর্ঘ লম্বমান ভুজদ্বয়! তোমরা এখন কোথায় গেলে? হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি তাদৃশ বিশাল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এখন কি না মক্ষিকার খুরাগ্রসদৃশ সূক্ষ্ম সূচীদেহ গ্রহণ করিলাম! হায়! আমার সেই পূর্ব্বতন বিন্ধ্যপর্ব্বতের গভির গহ্বরের ন্যায় পায়ুগর্ত্তযুক্ত (পায়ুগর্ত্ত=মলদ্বার) ও স্থূলবৃক্ষমূলযুক্ত হ্রদের ন্যায় যোনিছিদ্রযুক্ত নিতম্বদেশ এখন কোথায় গেল? আমার সেই গগনস্পর্শী বিপুল দেহই বা কোথায়, আর এই তুচ্ছ সূচী দেহই বা কোথায়? রোদোরন্ধ্র (স্বর্গের ও মর্ত্তের মধ্য ভাগ) সদৃশ বদন কুহরই বা কোথায়, আর এই সূক্ষ্ম সূচীমুখই বা: কোথায়? প্রভূত মাংসসম্ভার-বহুল ভোজনই বা কোথায়, আর এই সূক্ষ্মসূচীমুখ দ্বারা কণামাত্র রক্তভোজনই বা কোথায়? হায়! হায়! আমি কেবল আত্মক্ষয়ের নিমিত্তই তপস্যা করিয়াছিলাম এবং এইরূপ সূক্ষ্ম সূচীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম[৪০।৪২]।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মূঢ়মতি সূচী প্রাক্তন দেহের নিমিত্ত ঐরূপ ঐরূপ বিলাপ ও অনুতাপ করতঃ অবশেষে মৌনা হইয়া একাগ্র চিত্তে নিশ্চলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল[১]। অনন্তর স্থির করিল যে, আমি পূর্ব্বতন দেহ লাভের নিমিত্ত অবিলম্বে পুনর্ব্বার তপস্যার্থ গমন করিব। সূচী ঐরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া জনবিনাশবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিল এবং তপস্যায় প্রবৃত্তা হইল[২]। সে প্রথমে আপনার মনঃকল্পিত সূচীত্ব অনুভব করিল, পরে প্রাণবায়ুময়ী জীবসূচীকে কল্পনার দ্বারা কল্পিত লৌহসূচীতে প্রবিষ্ট করিল। অর্থাৎ জীবসূচী ভাবান্বিত আপনাতে সেই লৌহসূচী ভাব সমারোপিত করিল। রাঘব! সেই প্রকারে সেই কর্কটী প্রাণবায়ুর সহিত অভিন্নশরীরা হইয়া ক্রিয়াশক্তি লাভ করতঃ হিমাচলশৃঙ্গে গমন করিয়াছিল। *

---

* অভিপ্রায় এই যে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, সে জন্য তাঁহার গমন অসম্ভব, সূচীও নিরিন্দ্রিয় সে জন্য তাহাতেও ক্রিয়া শক্তি নাই। সুতরাং সূচীর হিমালয় যাত্রা সর্ব্বথা অসম্ভব। তাই বশিষ্ঠ বলিলেন, লৌহসূচী ও জীবসূচী উভয় সূচীই কর্কটীর মানস ভ্রান্তি। এক্ষণে উক্ত ভ্রমময় সূচীদ্বয় অন্য বিভ্রম দ্বারা পরস্পর একীভাব ভাবনায় ভাবিত হইয়া যাওয়ায় প্রাণবায়ুরূপিণী জীবসূচীর ক্রিয়াশক্তি তাহাকে গতিশক্তি সম্পন্না করাইল। অর্থাৎ সে ভাবিল, আমি হিমালয়ে গেলাম। অথবা শরীরস্থ ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রাণবায়ুই শরীরকে এখানে সেখানে লইয়া যায়, তাই আরোপ ক্রমে লোকে বলে, অমুক অমুক স্থানে গিয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার গমনাগমন না থাকিলেও শরীরের গমনে তাঁহারও গমন লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ের ক্রম বা প্রণালী এই যে, কর্কটী, আমি সূচী হইয়া কষ্ট পাইতেছি এইরূপ মনে করিয়াছিল। তাই এক্ষণে সে কল্পনার দ্বারা জীবসূচী, লৌহসূচী, প্রাণবায়ু ও মন, এ সকল প্রভেদ বর্জ্জিত হইয়া, মনের দ্বারা সুতরাং প্রাণবায়ুযুক্ত জীব শরীর দ্বারা, হিমালয় গামী হইলাম, এইরূপ ভাবনায় ভাবিত হইতে লাগিল। প্রাণবায়ু ও মন জীবশরীরের পরিচালক। বশিষ্ঠদেব এই কথা অগ্রে যাইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। অগ্রে যাইয়া আরও বলিয়াছেন যে, সূচী এক গৃধ্রশরীরে প্রবেশ করিয়া হিমাচলে গিয়াছিল।

অনন্তর সেই ইন্দ্রনীলশিলাভা দৃঢ়ব্রতপরায়ণা সূচী হিমগিরিশৃঙ্গে গমন করতঃ মরুভূমিতে অকস্মাৎ সঞ্জাত তৃণাঙ্কুরের ন্যায় তত্রস্থ সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিত, দাবানল দগ্ধ, আতপতাপরূক্ষ, পাংশুবিধূসর, নিস্তৃণ বিপুল স্থলভাগে গিয়া আবির্ভূ'তা হইল[৬]। সেই সূক্ষ্মা একপদী সূচীর সম্বিদই (জ্ঞানই) কল্পনার দ্বারা পদদ্বয়ে বিভক্তা কৃত হইল, অনন্তর সে সেই কল্পিত ভাগদ্বয়ের অগ্রার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা ভূতল আশ্রয় করতঃ একপদী হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্তা হইল[৭]। * সূচী আপনার সুসূক্ষ্ম পাদাগ্রভাগ বসুধারেণুতে বিদ্ধ করতঃ পার্শ্ব, পশ্চাৎ, ও সম্মুখ না দেখিয়া উর্দ্ধমুখে ও এক দৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল[৮]। †

সে তখন কৃষ্ণবর্ণ বদন দ্বারা পবন গ্রাসের নিমিত্তই যেন উর্দ্ধমুখী হইয়াছিল এবং ধূলিকণা ও উপলখণ্ডাদি সমাকীর্ণ সঙ্কট স্থানে যেন তাহার সেই একমাত্র পদ যত্ন সহকারে সুস্থির রাখিয়াছিল[৯]। যেমন জলৌকাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরস্থিত আহার দর্শনের নিমিত্ত মুখোত্তোলন করতঃ দেহের নিম্নভাগদ্বারা তৃণপর্ণাদির অগ্রভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ, সূচীও বায়ু ভক্ষণের নিমিত্ত উর্দ্ধমুখে ও একপদে সুস্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল[১০]। তাহার মুখরন্ধ্রবিনির্গত সূচীর ন্যায় আকার সম্পন্ন ভাস্করদীধিতি তাহার সখীত্ব গ্রহণ করতঃ তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিল[১১]। ‡ অহো! নীচ ব্যক্তি স্বজনকল্প হইলে, তাহার প্রতিও মহতের স্নেহ ভাব জন্মে। অধিক কি বলিব, সূচীর ছায়াও সেই অরণ্যমধ্যে

---

* ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যতপস্বীরাই একপায়ে দাঁড়াইয়া কঠোর তপস্যা করে; পরন্তু সূচী মনুষ্যের ন্যায় দ্বিপদ নহে। তবে কি প্রকারে সে এক পায়ে দাঁড়াইবে? তাই বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সূচী আপন সম্বিদের (কল্পনার) দ্বারা আপনাকে দ্বিপদ ভাবনায় ভাবিত করিয়াছিল, অথবা আপনার অগ্রভাগের লেশমাত্র ভূমিস্পৃষ্ঠ করিয়া খাড়া হইয়াছিল, এবং তাহারই রূপক বা উৎপ্রেক্ষা এক পদে তপস্যা।

† ভাবার্থ এই যে, সূচী বিষয় দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থা হইল।

‡ ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, সূচীর সূক্ষ্মছিদ্র প্রদেশে যে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল, সেই প্রতিফলনকে বলা হইল, ঠিক্ যেন আর একটী সূচী এবং সে সূচী যেন এ সূচীর সখী। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকায় সখী।

তাহার সখী ও দ্বিতীয়া তাপসী হইয়াছিল। সূচিরূপিণী মলিনা ছায়া স্বীয় সখীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করতঃ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিল[১২।১৩]। অনন্তর সূচীরন্ধ্র নির্গতা সূর্য্যদীধিতিরূপা সূচী সখী ছায়াসূচীতে নিপতিত হইয়া তাহার চক্ষুঃস্বরূপ হইল এবং সেই ছায়াও দীধিতিসখীকে ধারণ করতঃ তাহার মূল স্বরূপ হইল। এইরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য দ্বারা স্ব স্ব বল সংরক্ষণ ও দৃঢ় করিতে লাগিল। রাঘব! সূচীর এতাদৃশ তপস্যার প্রভাবে সম্মুখস্থ দ্রুমলতাদিরাও সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছিল। সেই সমস্ত লতাদ্রুমাদি স্বস্বকুসুমসুবাসিত অনিলদ্বারা মহাতপস্বিনী সূচীর বায়ুভোজন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল[১৪।১৬]। অপিচ, তপোবিষয়ে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত স্বস্বপ্রসূত সুগন্ধি কুসুমনিকর ও পুষ্প-রজো-রাজি দেবতাদিগকে ও অন্য কাহাকে প্রদান না করিয়া সমস্তই তাহাকে সমর্পণ করিতে লাগিল[১৭]। সূচীর তপোবিঘ্ন সাধনের নিমিত্ত বাসব কর্ত্তৃক যে সকল আমিষাদি ও অপবিত্র রজোরাজি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার ছিদ্ররূপ বদনকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তপঃপরায়ণা সূচী অপবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিত না। কারণ, অন্তরে সারভাগ সমুদিত হইলে অত্যন্ত লঘুচেতারাও স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য রক্ষা করিতে তৎপর হয়[১৮।১৯]। সেই রাক্ষসী সেই সমস্ত অপবিত্র রজো-রাজি ভক্ষণ করিল না দেখিয়া মহেন্দ্রপ্রেরিত পবন, লোকে সুমেরু উন্মূলিত দেখিলে যদ্রূপ বিস্মিত হয়, তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হই লেন[২০]। তপস্যায় লীনচেতসী তপস্বিনী সূচী পঙ্কে আপাদ মস্তক নিমগ্না, মহা অশনির দ্বারা প্রপীড়িতা, প্রচণ্ডানিল দ্বারা বিকম্পিতা, বনবহ্নির দ্বারা দগ্ধা, অশনিপতন দ্বারা বিশীর্ণা, তড়িৎ ও ভূকম্পাদির দ্বারা বিভ্রামিতা, জলদপটল দ্বারা উদ্বেজিতা ও ভীষণ মেঘগর্জ্জন দ্বারা বিক্ষোভিতা হইলেও সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাসুপ্ত জনগণের ন্যায় নিস্পন্দ থাকিল, পাদাগ্রভাগও বিচলিত করিল নাই[২১।২৩]।

ঐরূপে সেই স্পন্দরহিত সূচিকা তপস্বিনীর সেই স্থানে ক্রমে বহু-কাল গত হইল। বহুকাল তপস্যার পর তাহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুদিত হইল। তখন সেই কর্কটী পরাবরদর্শিনী ও নির্ম্মলা হইল। (পরাবরদর্শিনী=সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবতী। নির্ম্মলা=অজ্ঞান

মালিন্য বর্জ্জিতা।) সেই দুর্ব্বুদ্ধি কর্কটী এখন তপস্যার দ্বারা বিদিত-বেদ্যা হইয়া স্বীয় দুঃখদ সূচীদেহকে অধুনা সুখপ্রদ বলিয়াই বিবেচনা করিল[২৪।২৬]।

সূচী এক্ষণে উক্তপ্রকারে ঊর্দ্ধমুখে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভুবনসন্তাপ-কারিণী দারুণ তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার সেই ভীষণ তপস্যারূপ অগ্নিতে সেই মহাগিরিও জগৎ প্রজ্বলিত প্রায় হইয়া উঠিল[২৭]। এই অবস্থায় বাসব দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! কোন্ ব্যক্তির উগ্রতর তপস্যায় এই জগৎ সূর্য্যবৎ জ্বলিত হইতেছে[২৮।২৯]?

নারদ বলিলেন, হে মহাবিজ্ঞানসম্পন্ন বাসব! ইহা সূচীর তপস্যার প্রভাব। সূচী সপ্তসহস্রবর্ষব্যাপিণী সুদীর্ঘ তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছে। তাহার সেই ক্ষয়মায়াসদৃশী (ক্ষয়মায়া=জগৎসংহারিণী রুদ্রশক্তি) ভয়ঙ্করী তপস্যার দ্বারাই এই জগৎ প্রজ্বলিত, নাগনিচয় নিশ্বসিত, নগগণ বিচলিত, বৈমানিক সমূহ অধঃপতিত, জলধি ও জলধর শুষ্কপ্রায় হইয়াছে এবং দিক্‌সকল দিক্‌প্রকাশক সূর্য্যের সহিত মলিনীকৃত হইয়াছে[৩০।৩১]।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! দেবরাজ ইন্দ্র নারদ সকাশে সূচীর সেই ভয়াবহ তপোবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ তাহার ভোগ প্রকারাদি (উদ্দেশ্য বিবরণ) শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কুতূকাক্রান্ত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবর্ষে! জড়বুদ্ধি কর্কটীর ন্যায় তুচ্ছবিষয়ভোগচপলা আর নাই। যাহাই হউক, কর্কটী তপস্যার দ্বারা সূচীত্ব উপার্জ্জন করিয়া কি কি প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিল তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]।

নারদ বলিলেন, সুররাজ! কর্কটী তপস্যার দ্বারা অদৃশ্যস্বভাব পিশাচীর ন্যায় অলক্ষ্যস্বভাব সূক্ষ্ম জীবসূচীত্ব উপার্জ্জন করিলে, কৃষ্ণবর্ণা আয়সী সূচী (আয়সী=লৌহময়ী) তাহার সমবল ও আশ্রয় হইয়াছিল। পরে সে সেই আশ্রয়স্বরূপা আয়সী সূচীকে পরিত্যাগ করতঃ পক্ষিণীর ন্যায় নভোমার্গে সমুড্ডীন হইত ও আকাশীয়বায়ুরূপ রথে আরোহণ করতঃ জীবগণের প্রাণবায়ুর (নিশ্বাস প্রশ্বাসের) দ্বারা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিত[৩।৪]। জীবসূচী সেই প্রকারে পাপাত্মগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ আন্ত্রতন্ত্রীসমূহের রন্ধ্রভাগ দ্বারা (নাড়ীছিদ্র দিয়া) গমন করতঃ দেহান্তর্নিলীন স্নায়ু, মেদ, বসা ও শোণিতাদিতে ও যাহাতে রোগের আশ্রয়স্বরূপ দুষ্টবায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক অত্যুগ্র অগ্নিপিণ্ড বিদাহের ন্যায় দাহ ও শূল (বেদনা) উৎপাদন করিত এবং তথায় অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের ভোজনোচিত পদার্থসমুদয় ও প্রভূত নরমাংসাদি ভোজন করিত[৫।৭]।

হে শক্র! এই জীবসূচী কান্ত-বক্ষ-ন্যস্ত-কপোলা, মুগ্ধা ও কান্তাশ্লেষামোদিতা, স্রগ্‌দামবিভূষিতা কামিনীগণের শরীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের ভোগ্যজাত ভোগ করিত[৮]। বিহঙ্গমগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কল্পদ্রুমরাজির সুগন্ধ মকরন্দ হইতেও দ্বিগুণতর সুরভিসম্পন্ন শোকাপনোদনকারী কমলবন-বীথিতে বিহার করিত[৯]।

ভ্রমরী শরীরে অবস্থান করতঃ মন্দারবনে সুগন্ধ মকরন্দকণাসব পান ও ভ্রমরগণের সহিত এলাবনে ক্রীড়া করিত[১০]। বৃদ্ধা গৃধ্রীগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত রক্তীকৃত শবদেহ চর্ব্বণ করিত এবং খড়্গাধারে অবস্থান করতঃ সংগ্রামে বীরদেহ সকল ছিন্নভিন্ন করিত[১১]। শক্র! বায়ুলেখা যেমন অবাধে দিক্‌বিদিক্ পরিভ্রমণ করে, সূচী তাহার ন্যায় দেহীর দেহান্তরাকাশে, নাড়ীতে ও নীলবর্ণ ব্যোম-বীথিতে পরিভ্রমণ করিত[১২]। যেমন বিরাটাত্মা পিতামহের (ব্রহ্মার) হৃদয়ে সমষ্টি প্রাণবায়ুস্পন্দ সচ্ছন্দে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জীবসূচী প্রতিদেহেই প্রস্ফুরিত হইত। যেমন সমুদায় প্রাণিদেহে চিৎশক্তি প্রতি-ভাত হয়, তাহার ন্যায় এই সূচীও প্রতিদেহে প্রতিভাত হইত[১৩।১৪]। সূচী বারিতে দ্রবশক্তির ন্যায় জীবরুধিরে লীন ও অব্ধিতে আবর্ত্তের ন্যায় জঠরমধ্যে বল্‌গিত হইত, এবং ও অনন্তাঙ্গে (অনন্ত=শেষনাগ) বিষ্ণুর ন্যায় মেদোমধ্যে অবস্থিতি করিত[১৫।১৬]। অপিচ, এই রোগা-ত্মিকা সূচী বায়ুরূপিণী হইয়া দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহা-দিগের শরীরস্থ অশুক্ল রস (রক্ত) ভক্ষণ করিত[১৭]। ইতঃপূর্ব্বে সে ঐ সব করিত কিন্তু এখন সে তপস্যায় স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করতঃ পবিত্রা সর্ব্বপাপরহিতা পরমতাপসী হইয়াছে[১৮]।

হে মহেন্দ্র! এই জীবসূচীই পূর্ব্বে অদৃশ্যভাবে মারুতরূপ তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া অয়ঃসূচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রধাবিতা হইত। এই জীবসূচীই ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য প্রাণিদেহে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের সহিত অদৃশ্যভাবে পান, ভোজন, বিলাস, দান, ক্রীড়া, আহরণ, নর্ত্তন, গান, শাসন ও হিংসা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করি-য়াছে[১৯।২০]। এই আকাশরূপিণী অদৃশ্যশরীরা সূচী স্বীয় মন ও পবনদেহ দ্বারা যাহা না করিয়াছে, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই। এই জীবময়ী সূচী সর্ব্বপ্রাণিবিনাশে সমর্থা হইলেও আলান-নিবদ্ধ করিণীর অল্পস্থান পরিভ্রমণের ন্যায় মাংস রক্তাদি অন্বেষণার্থ কতিপয় প্রাণিদেহেই বিচরণ করিয়াছিল[২১।২২]। এই ভোগপ্রমত্তা সূচী প্রাণিগণের দেহরূপ প্রত্যক্ষ নদীতে বেগদ্বারা বৈকল্য উৎপাদন করতঃ বহুল কল্লোল সমুৎপন্ন করিয়াছিল[২৩]। এই সূচী প্রভূত মেদোমাংসাদি নিগীরণ (উদরে অর্পণ) করিতে অসমর্থ হইয়া, বহুল

অনেক ভোজনে অসমর্থ, বহুল ধনসম্পন্ন, ভোজনলোলুপ বৃদ্ধ ও আতুর গণের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল[২৪]। যেমন অঙ্গন্যস্ত বলয় ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার রঙ্গভূমিস্থিতা নর্ত্তনশীলা নর্ত্তকীগণের অঙ্গে নৃত্য করে, তাহার ন্যায় এই রোগাত্মিকাসূচী অজ, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের দেহে অবস্থান করতঃ নৃত্য করিয়াছিল[২৫]। এই রোগশক্তিরূপা সূচী, গন্ধলেখার ন্যায় (লেখা=লেশ) বাহ্য ও আন্তর বায়ুর সহিত মিশ্রিতা ও বায়ুগতির বশীভূতা হইয়া প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান করিত[২৬]। সূচী এবম্বিধা রোগরূপিণী হইয়া প্রাণিদেহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, রোগাক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্র, ঔষধ, তপস্যা, দান ও দেবপূজাদির দ্বারা তাহাকে বিতাড়িত করিত[২৭]। তাহাতে সে তথা হইতে তাড়িতা হইয়া গিরিনদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন স্বীয় আশ্রয়ে (নদীবক্ষে) লীন হয়, তাহার ন্যায় সে তাহাদের দেহ হইতে বহির্ভাগে পলায়ন করিয়া স্বীয়অন্তর্দ্ধান শক্তির দ্বারা অদৃশ্যভাবে স্বীয় আশ্রয় অয়ঃসূচীতে গিয়া প্রবিষ্ট হইত এবং তথায় লীনভাবে অবস্থান করতঃ আতুরীর ন্যায় বিশ্রাম- সুখ অনুভব করিত। হে দেবেন্দ্র! * সকল ব্যক্তিই স্বীয় বাসনানুরূপ আস্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষসীও আপন বাসনানুসারে তাহার সেই সূচীভাবের আস্পদ বা আশ্রয় সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন দুর্ব্বুদ্ধি লোক দিক্ সকল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আপদে আপন আস্পদ (বাসস্থান) গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, এই জীবসূচীও সকল স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লৌহসূচীতে আস্পদ (স্থান) গ্রহণ করিয়াছিল[২৮।৩০]।

হে শক্র! ভোগচেষ্টাপরায়ণা জীবসূচী অভিহিত প্রকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করিয়া ভোগবিষয়ে কথঞ্চিৎ মানসিকী তৃপ্তি লাভ করিলেও কিছুমাত্র শারীরিকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই[৩১]। কেননা, দেহধারী জীবেরাই দৈহিকী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অসতী নারীরা কি কখন সতী রমণীর ধর্ম্ম ও সুখ অনুভব করিতে সমর্থা হয়[৩২]?

---

* যেখানে যেখানে ইন্দ্রের সম্বোধন দেখিবে, সেই সেই স্থানে বুঝিতে হইবে, নারদ ইন্দ্রকে বলিতেছেন।

অনন্তর, একদা সেই দৈহিকসুখভোগবিহীনা সূচীর প্রাক্তন বৃহৎ দেহের কথা স্মরণ হইল। তখন সে পূর্ব্বের ভোজনপরিতৃপ্ত রাক্ষস-দেহের নিমিত্ত অতীব দুঃখিতা হইল। মনে মনে অবধারণ করিল, আমি সেই পূর্ব্বের বিশাল দেহের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উগ্রতম তপস্যা করিব। অনন্তর সে তপস্যার নিমিত্ত স্থান নির্ণয় করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রাণমারুত-মার্গ অবলম্বন (নিশ্বাস বায়ু অবলম্বন) করিয়া পক্ষিণীর নীড় প্রবেশের ন্যায় এক আকাশবিহারী তরুণ গৃধ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রোগসূচী হইয়া তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল। গৃধ্র তখন বাধ্য হইয়া স্বশরীরপ্রবিষ্টা রোগরূপিণী সূচীর অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে একটি লৌহসূচী গ্রহণ করিয়া অন্তরস্থা রোগসূচীর অভিলষিত পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিল[৩৩।৩৭]। পরে সেই রোগরূপা পিশাচীর প্রেরণীয় সেই তরুণ গৃধ্র তাহাকে (গৃহীত লৌহসূচীকে) তৎপর্ব্বতস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে নিক্ষেপ করিল[৩৮]। যেমন যোগিগণ পরম পদে চেতনা সমর্পণ করেন, তেমনি, সূচীও সেই অদ্রিশিখরস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে লৌহসূচীকে সমর্পণ করিল ও অবিলম্বে তাহাকে তথায় প্রতিমার ন্যায় স্থাপন করিল[৩৯]। তখন সেই লৌহসূচী অন্তঃসূচীরূপ পিশাচীর বশীভূতা ও গৃধ্রকর্ত্তৃক হিমাচলশিখরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় সূক্ষ্মতম পদৈকপ্রান্তভাগ দ্বারা রজঃকণার উপরি ভাগে শিখীর ন্যায় (শিখী=ময়ুর) ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই খগহৃদয়প্রবিষ্টা রোগরূপা জীবসূচী লৌহসূচীকে অভিলষিত অদ্রিশিখরে গৃধ্রকর্ত্তৃক তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত অবলোকন করতঃ খগদেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখী হইল[৪০।৪১]। অনন্তর অনিল হইতে গন্ধলেখার ন্যায় খগদেহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক লৌহসূচীকে আশ্রয় করিল। জীবসূচীর অনুপ্রবেশে লৌহসূচী তখন চেতনোন্মুখী হইল, এবং গৃধ্রও নির্ব্যাধি জনের ন্যায় স্বস্থ হইয়া ভার পরিত্যক্ত ভারিকের ন্যায় সূচীভার পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থানে প্রতিগমন করিল[৪২।৪৩]।

হে মহেন্দ্র! সদৃশ ব্যক্তির সহিত সদৃশ ব্যক্তির সংমিলন শোভনতা প্রাপ্ত হয়। জীবসূচী আজ সেই কারণে লৌহসূচীকে আধার স্বরূপে কল্পনা করিয়াছিল। ঈশ্বরও আধার ব্যতিরেকে কার্য্য সাধন করিতে

সমর্থ হন না; তাই জীবসূচী আজ লৌহসূচীকে আধার স্বরূপে গ্রহণ করতঃ একনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিল[৪৪।৪৫]।

অনন্তর সে শিংশপাবৃক্ষে পিশাচীর ন্যায় এবং বায়ুতে গন্ধলেখার ন্যায় লৌহসূচীতে পরিলীন হইয়া সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্তা হইল[৪৬]। সেই অবধি অদ্য যাবৎ সে তপস্যায় বহু বর্ষ অতিক্রান্ত করিয়াছে এবং সে এখনও সেই নির্জ্জন মহারণ্যে উক্তপ্রকারে অবস্থান করতঃ তপস্যা করিতেছে। হে কর্ত্তব্য-কোবিদ বাসব! এখন আপনি তাহাকে বরদানার্থ যত্নবান্ হউন্। (অর্থাৎ তাহাকে কোন এক তুচ্ছ বর দিয়া নিবৃত্তা করিবার চেষ্টা করুন) নচেৎ তাহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল লোক গ্রাস করিবে[৪৭।৪৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বাসব নারদের এবম্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ সূচীর অন্বেষণার্থ মারুতকে দশ দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন[৪৯]। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মারুত (বায়ু) দেবরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সূচীদর্শনের নিমিত্ত দশ দিকে গমন করিল। মারুত নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে অবরোহণ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিভ্রমণ করতঃ সূচীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভ্রমণপরায়ণা সর্ব্বত্রগামিনী ত্বরাবতী মারুতসম্বিদ্ (বায়ুদেবতা) প্রথমতঃ দেখিতে পাইল, সপ্তসমুদ্রান্তে লোকালোকপর্ব্বতযুক্ত বিপুল কাঞ্চনী ভূমি রহিয়াছে[৫০।৫১]। ঐ ভূমি মণিময় বলয়ের আকার সম্পন্ন স্বাদূদক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে বলয়াকার পুষ্করদ্বীপ দেখিল। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তৎপরে দেখিল, ইক্ষুরসসমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার গোমেদক দ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, বলয়াকার ক্ষীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত উপদ্রবশূন্য ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। তৎপরে দেখিল, ঘৃতোদক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত শ্বেতদ্বীপ। তৎপরে দেখিল, বলয়াকার কুশদ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, দধি সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার শাক দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে। তৎপরে জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্র বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে[৫২।৫৫]।

সেই বায়ুসম্বিদ্ এই কুলপর্ব্বতসঙ্কুল মহামেরুবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ দর্শন করতঃ বাতমণ্ডল হইতে তথায় বায়ুরূপে অবতীর্ণ হইল। বেগে গমন পূর্ব্বক যে স্থানে সেই তপস্বিনী সূচী তপস্যা করিতেছিল, সেই

হিমাচলশিখর-স্থিত মহারণ্য প্রাপ্ত হইল[৫৯।৬০]। এই গিরিস্থল দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও সূর্য্যসন্নিহিত প্রযুক্ত প্রাণিসঞ্চার বর্জ্জিত, অসঞ্জাততৃণ ও রজোময়। রজোগুণবিকারীভূত এই গিরিস্থল, সংসার রচনার ন্যায় বিস্তৃত ও রজঃপরিপূর্ণ। শত শত অর্থাৎ অসংখ্য ইন্দ্রধনুশঙ্কাশ মৃগতৃষ্ণিকা নদী প্রবাহিত হওয়াতে এইস্থল যেন মৃগ-তৃষ্ণিকানদী সমূহের স্বার্থপরিপূরক সমুদ্র হইয়া রহিয়াছে। এই গিরি-শৃঙ্গস্থ মহাভূমি, পবনকর্ত্তৃক কুণ্ডলাকারে প্রবাহিত, ধূলিপটলরূপ কুণ্ডলে বিভূষিত, সূর্য্যকিরণরূপ কুঙ্কুমে পরিলিপ্ত, চন্দ্রাংশুরূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও বায়ুরূপ কান্তের মুখ চুম্বনে শব্দায়মান হওয়ায় ব্যোমবিলা-সিনী রমণীর অনুকরণ করিতেছে[৬১।৬৩]।

দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণকারী পবন ক্লান্ত হইয়া সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র পরি-লাঞ্ছিত সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে এই গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ গিরিস্থল প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল[৬৭]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বায়ু সেই অদ্রিশৃঙ্গস্থিত মহারণ্যে সূচীকে মধ্যমা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রোথিত দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সূচী এক-পদে দণ্ডায়মানা হইয়া তপস্যা করিতেছেন[১]। উষ্ণকিরণে তাঁহার শিরোদেশ শুষ্ক হইয়াছে, ও উদরত্বক্ পিণ্ডীভূত হইয়াছে। যেন তিনি একবার একবার মাত্র আস্য বিস্তার করিয়া আতপানিল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রচণ্ডসূর্য্যকিরণযুক্ত বনবায়ুদ্বারা তাঁহার দেহ জর্জ্জরী ভূত হইয়াছে। তিনি স্বস্থান হইতে অবিচলিত ও চন্দ্রকিরণে স্নাপিত (ধৌত) হইতেছেন[২।৪]। তাঁহার মস্তক রজোরাশির (ধূলিরাশির) দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যেন তিনি রজোগুণকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন[৫]।

অনন্তর পবন সেই সূচীকে তাদৃশী ও তদ্‌ভাবাপন্না দেখিয়া বিস্ময়াকুললোচনে ও ভীতচিত্তে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু সূচীর তেজঃপ্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া কি নিমিত্ত তিনি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না[৬।৮]। পবন "অহো! ভগবতী সূচী কি মহা তপস্যা করিতে-ছেন" মনে মনে কেবল এই মাত্র চিন্তা করিয়াই আকাশে গমন করিলেন এবং সত্বর অভ্রমার্গ উল্লঙ্ঘন, সিদ্ধলোকে উত্তরণ ও বায়ু মণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। অনন্তর নক্ষত্র-মণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ শক্রপুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই সূচীদর্শনপবিত্রাত্মা বায়ু পুরন্দর কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও জিজ্ঞাসিত হই-লেন। বায়ু তখন যথাদৃষ্ট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন, এবং দেবগণ সহ দেবরাজ তাহা শুনিতে লাগিলেন[৯।১২]।

মহাত্মা বায়ু বলিতেছেন, দেবরাজ! জম্বুদ্বীপে হিমবান্ নামে এক অত্যুন্নত শৈলেন্দ্র আছে। তাহার হিমালয় নাম। সর্ব্ববিদিত ভগবান্ শশিশেখর মহেশ্বর তাঁহার যামাতা[১৩]। এই হিমাচলের উত্তর মহাশৃঙ্গের

পৃষ্ঠভাগে মহাতেজস্বিনী তপস্বিনী সূচী অবস্থিতি করতঃ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন[১৪]। অধিক আর কি বলিব, বায়ু ভক্ষণও না করিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে সূচী স্বীয় উদরকোটর পিণ্ডাকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৫]। তাঁহার আস্যদেশ স্বভাবতঃ বিকসিত হইলেও শীতবাতাশন নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি রজোরাশির দ্বারা তাহা সঙ্কুচিত করিয়াছেন[১৬]। হে দেব! তুহিনাকর মহাশৈল হিমবান্ তাহার তীব্রতপঃপ্রভাবে তুহিনাকরত্ব পরিহার পূর্ব্বক অনলসদৃশ বা তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিতান্ত অপরিসেব্য হইয়াছেন[১৭]। অতএব, এখন যদি কোন উপায় না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই সুমহত্তপস্যা অনর্থসংঘটনেব হেতু হইবে। সেই জন্য বলিতেছি, আসুন, আমরা তাঁহাকে বর প্রদানার্থ পিতামহের নিকট গিয়া অনুরোধ করি[১৮]। অনন্তর দেবরাজ বায়ুকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ বিভু পিতামহের নিকট "সূচীকে বর প্রদান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা "অদ্যই আমি সূচীকে বর দিতে হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিব" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবরাজ উদ্বেগ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন[১৯।২০]।

এ দিকে সূচী তপোরূপ তাপ দ্বারা অমরমন্দির সন্তাপিত করতঃ সপ্তসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া পরম পবিত্রা হইল[২১]। বিজৃম্ভিতবদনা সূচীর মুখরন্ধ্রে রবিকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে দৃশ্য তখন এইরূপে উপমিত হইতে লাগিল যে, যেন সেই সূচী নয়নশালিনী হইয়া স্বীয় তপস্যার সঙ্কল্পিত বস্তু অবলোকন করিতেছেন[২২]। অপিচ, মেরু ভূধর তাঁহার স্থৈর্য্যগুণে নির্জ্জিত ও লজ্জিত হইয়া অম্বুনিধিতে নিমগ্ন হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্তই যেন সেই সূচীর ছায়া প্রাতে ও সায়াহ্নে দীর্ঘাকার হইত এবং অন্যান্য সময়ে যেন তাঁহার গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্তই সেই ছায়া সূচী তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিত। সঙ্কটে নিপতিত হইলে জনগণের গৌরবরক্ষারূপ সৎক্রিয়া বিস্মৃত হইতে হয়, সেই ভাব প্রদর্শনার্থই যেন মধ্যাহ্ন কালে সেই সুতীক্ষ্ণা ছায়া সন্তাপ ভয়ে ভীতা হইয়া সূচীর প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্টা হইত[২৩।২৪]। অসী, বরুণা ও গঙ্গা, এতত্ত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত পবিত্রা বারাণসীর

ন্যায় সেই ছায়া, সূচী ও লৌহসূচী, এতত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত ত্রিকোণ-সম্পন্ন স্থান তপস্যার দ্বারা অতীব পবিত্র হইয়াছিল। এমন কি তত্রত্য বায়ু ও পাংশু প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! জীবসূচী কেবল একাদ্বয় প্রত্যগাত্মচেতনসম্বিদের বিচার দ্বারাই পরমকারণ পরব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল[২৫]।[২৮]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।
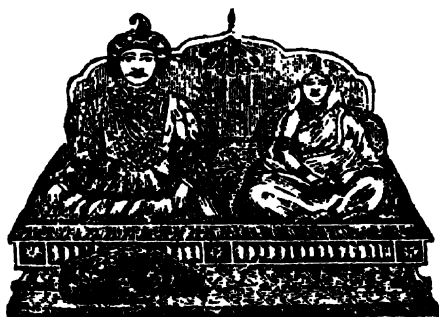
পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সেই তপস্বিনীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, পুত্রি ! বর গ্রহণ কর[১]। কিন্তু সেই জীবাংশরূপিণী জীবসূচী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাব (কর্ম্মেন্দ্রিয়=বাগিন্দ্রিয়) নিবন্ধন কোন কিছু বলিতে পারিল না। সে সমষ্টিমনোবপু্ ব্রহ্মাকে বাক্যের দ্বারা কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মন থাকায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল[২]।

আমি আর বর গ্রহণ করিয়া কি করিব ! আমি পূর্ণা ও বিগত-সর্ব্ব সন্দেহা হইয়া পরমা শান্তি (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। সকল সন্দেহ উপশান্ত হওয়ায় আমার জ্ঞাতব্য জানা শেষ হইয়াছে। আমার বিবেক সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়াছে। এখন আর আমার বরে প্রয়োজন কি[৩।৪] ? আমি যে প্রকারে অবস্থান করিতেছি, চিরকাল এই প্রকারে অবস্থিত থাকিব। সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বর গ্রহণে আর আমার প্রয়োজন নাই[৫]। যেমন বালিকাগণ স্বীয় সঙ্কল্প সমুদিত বেতাল কর্ত্তৃক আক্রান্তা হয়, তেমনি, মদীয় সঙ্কল্প সমুদিত অবিবেকই এতাবৎ কাল আমাকে বিভীষিকা দেখাইয়া ছিল। অধুনা আত্মবিচারদ্বারা সে স্বয়ং শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর আমার ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই এবং কোন কিছুতে আর আমার ইষ্টানিষ্ট সংঘটন হইবে না[৬।৭]।

সূচী এবম্প্রকার চিন্তা করতঃ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, নিয়তি-সহকৃত ব্রহ্মা সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়বিহীনা চিন্তাপরায়ণা বীতরাগা প্রসন্নবুদ্ধি জীবসূচীর তাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্রি ! বর গ্রহণ কর। তুমি এই অবনীমণ্ডলে কিছুকাল ভোগ্য ভোগ কর, পশ্চাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা বলিতেছি, তাহাই সর্ব্ব ভূতের অনিবার্য্য নিয়তির নিয়ম[৮।১১]। হে উত্তমে ! এই তপস্যার

দ্বারা তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। পুত্রি! তুমি যে পূর্ব্বে জলদ-সদৃশ ভীষণ রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তুমি পুনর্ব্বার সেই দেহ গ্রহণ কর। হে পুত্রি! বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমি, যে বিশাল দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, পুনর্ব্বার তুমি সেই দেহে সংযুক্ত হও। তুমি রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইলেও বিদিতবেদ্যতা প্রযুক্ত (তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায়) কাহাকেও বাধা প্রদান করিবে না। কেবল অন্তঃশুদ্ধা হইয়া শারদীয় অভ্রমণ্ডলীর ন্যায় মাত্র স্পন্দনশীলা হইবে[১২।১৪]। তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানরূপিণী হইয়া অবিশ্রান্ত ধ্যানপরায়ণা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যানধারণার আধার স্বরূপিণী হইয়া বায়ুস্বভাবের ন্যায় মাত্র দেহপরিস্পন্দন দ্বারা বিলাস করিবে। হে পুত্রি! তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানে নিরত হইবে এবং যদি কদাচিৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হও—তাহা হইলে ত্বদীয় রাক্ষসোচিত অশাস্ত্রীয় হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে। তুমি স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অনমুরোধে ন্যায়বৃত্তির অনুসারিণী হইয়া অন্যায়পথবর্ত্তী জনগণের হিংসাসাধন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া স্বদেহে প্রাপ্ত বস্তু বিবেককে প্রতিপালন করিবে[১৫।১৮]।

পিতামহ ব্রহ্মা সূচীকে এবম্প্রকার বর প্রদান করিয়া গগনমণ্ডলে গমন করিলেন। সূচী মনে মনে চিন্তা করিলেন, অব্জজ ব্রহ্মার বাক্যে আমার ক্ষতি কি? তাঁহার বচনার্থ নিবারণেই বা আমার প্রয়োজন কি? অনন্তর চিন্তাপরায়ণা সূচী দেখিতে দেখিতে পরি-বর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল[১৯]। সেই অত্যন্ত সূক্ষ্মা সূচী প্রথমে প্রাদেশ, পরে হস্ত, অনন্তর ব্যাম ও তদনন্তর বিটপ প্রমাণ দেহ প্রাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে স্বীয় অভ্রমালা-সদৃশ বিস্তৃত সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন বৃহৎ রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল। এই-রূপে সেই সূচী স্বীয় সঙ্কল্পক্রম কণিকা হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে দেহলতাত্ব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্পদ্রুমবন-পুষ্পের ন্যায় পূর্ব্বতিরোহিত শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অবিকল রূপে প্রাপ্ত হইল[২০।২১]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম মেঘ বর্ষাকাল আগতে স্থূল অর্থাৎ বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই সূক্ষ্মা সূচী স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব পরিত্যক্ত রাক্ষসদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল[১]। রাক্ষস দেহ পাইল বটে; পরন্তু রাক্ষসোচিত ভাব (মনোবৃত্তি) পাইল্ না। সে স্বাত্মভূত ব্রহ্মাকাশ লাভে প্রমুদিতা হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে রাক্ষসভাব কঞ্চুকবৎ (কঞ্চুক=খোলস) পরিত্যাগ করিল[২]। বদ্ধপদ্মাসনা ও ধ্যানপরায়ণা হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে শৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল[৩]। প্রাবৃট্-কাল আগতে জলদমণ্ডলের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে শিখণ্ডিনী যেমন কাম কর্ত্তৃক উত্থাপিতা হয়, সেইরূপ, সমাধিযোগে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তপস্বিনী সূচী প্রবুদ্ধা হইল, ও সাতিশয় ক্ষুধাকাতরা সুতরাং বাহ্যবৃত্তিসম্পন্না হইল। দেহ ও দেহাভিমান যত কাল থাকে, তত কাল ক্ষুধাদিস্বভাবের নিবৃত্তি হয় না[৪।৫]।

রাক্ষসী ক্ষুৎপরায়ণা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমি এখন কি গ্রাস করি! অন্যায়ে পরজীব ভক্ষণ করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে[৬]। যাহা আর্য্যজনগর্হিত ও অন্যায়ে উপার্জ্জিত, তাহা ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়স্কর[৭]। অনাহারে প্রাণ ত্যাগ হয় সেও ভাল তথাপি অন্যায় ভক্ষণ স্বীকার করিব না। কেননা, অন্যায় ভোজন গরলস্বরূপ। যাহা লোকপরম্পরায় অপ্রচলিত, সে ভোজনে আমার প্রয়োজন কি? আমার জীবনে ও মরণে কিছুই ইষ্টানিষ্ট দেখি না[৮।৯]। আমি কে? দেখিতেছি, আমি ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এই যে, মনোদেহাদি, ইহা ভ্রমের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে দেহাদির সারত্ব কোথায় থাকিবে"[১০]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐ প্রকারে দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি

করিতে লাগিল। সেই সময়ে সে গগনমণ্ডল হইতে বায়ুর বক্ষ্যমাণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিল[১১]।

"হে কর্কটিকে। তুমি যাও—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় দিগকে গিয়া প্রবোধিত কর। কেননা, মূঢ় উদ্ধার করাই তত্ত্ববিদ্‌গণের স্বভাব[১২]। যে সমস্ত মূঢ় তোমাকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও প্রবুদ্ধ না হইবে, নিশ্চই তাহারা আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারাই তোমার ন্যায়ানুসারী ভক্ষ্য হইবে"[১৩]।

কর্কটী ঐরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "আমি আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম"। অনন্তর সে সেই রাত্রে হিমাচল-শিখর হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সেই অঞ্জনশৈলাভা নিশাচরী সেই অচলের অধিত্যকা অতিক্রম করতঃ উপত্যকাতটে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সেই অচলের নিম্নভাগস্থ অন্ন, পশু, লোক, শস্য, ওষধি, আমিষ, মূল, পান, মৃগ, কীট ও খগ প্রভৃতি বহুবিধপ্রাণীতে, বহুবিধ দ্রব্যে ও বহুল উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ কিরাত-জনপদে প্রবেশ করিল[১৪।১৭]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর প্রবেশে তথায় তখন অতি ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নিশা উপস্থিত হইল। ঐ রাত্রের সে অন্ধকার যেন হস্তগ্রাহ্য হইল[১]। (এত গাঢ়, যেন হাতে ধরা যায়)। সুধাকর যেন অমৃত-লুণ্ঠন ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তাই যেন আজ্ গগন ইন্দুবিহীন হইয়াছে। (চন্দ্রের সর্ব্বস্ব অমৃত, রাক্ষসী যেন তাহা কাড়িয়া লইবে, সেই ভয়ে যেন চন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন, তাই আজ্ গগনে চন্দ্র নাই।) সেই পরিপুষ্টকলেবরা গাঢ়ান্ধকারযুক্তা রজনী অতি নিবিড় তমাল বনের সহিত উপমিত হইতে পারে। যেন সর্ব্বদিকে কৃষ্ণা বিভাবরীর নেত্রকজ্জল প্রলিপ্ত হইয়াছে। ঐ রজনীতে অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গিরিগ্রামকোটরে অতি মন্থরভাবে গমন করিতেছে। গৃহে গৃহে ও চত্বরে চত্বরে দীপালোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল,। সে দৃশ্য নবযৌবনা কৃষ্ণা যুবতীর বিলাস সঞ্চরণের অনুকারী। গবাক্ষাদি হইতে বিনির্গত দীপালোক সে শোভার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অতি-ভীষণা তামসী নিশা যেন কর্কটীর বয়স্যা—কর্কটীর সঙ্গীভূতা। এই নিস্তব্ধা রজনী যেন ভূত প্রেত পিশাচ গণের নৃত্যাদি ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে মৌনা হইয়া রহিয়াছে[২।৫]। সুসুপ্ত মৃগাদি প্রাণীর দেহের ও সুনিবিড় নীহারের দ্বারা যেন এই রজনী অনন্তকায়া হইয়াছে[৬]। ভেক সকল সরোবরে ও কাকাদি পক্ষী সকল বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে। অন্তঃপুর সকল নায়ক নায়িকার মধুরালাপে রণিত হইতেছে। জঙ্গল সমুদায় যেন প্রলয়ানলে প্রজ্বলিত হইতেছে। * নভোমণ্ডলে শত শত নয়নসদৃশ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ সমুদিত হইয়াছে। সঞ্চরমাণ পবন অরণ্যস্থিত দ্রুম হইতে পুষ্প ও ফল নিপাতিত করিতে লাগিল[৭।৯]। বৃক্ষকোটরস্থ বায়সগণ যেন কৌশিকের (এক প্রকারনিশাচর পক্ষীর)

---

* অন্ধকার নিশায় বনৌষধি হইতে আলোক প্রকটিত হয়। দূরস্থ দর্শকেরা মনে করে, বনে আগুন লাগিয়াছে। অথবা কেহ অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে।

রব শ্রবণ করিয়া ভয়ে নিঃশব্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কোন কোন গ্রামবাসী, তস্কর কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় কর্কশ ক্রন্দন ধ্বনি করিতে লাগিল[১০]। বন সকল ঈষৎ মৌন, * নগর নিস্তব্ধ, সমীরণ সঞ্চারিত ও পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে নিদ্রিত, এবং সিংহগণ পর্ব্বত গুহায় ও শ্বাপদগণ বনকুঞ্জে শয়িত। দেখিবামাত্র মনে হয়, কজ্জলজলদসঙ্কাশা তিমিরমাংসলা পঙ্কপিণ্ডসদৃশী নিবিড়া † ও তদ্‌বিধা রজনী যেন আকাশে ও বিপিন মধ্যে মৌনভাবে বিচরণ করিতেছে। এই ভয়ঙ্করী অসিতা বিভাবরী একার্ণবের ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় স্নিগ্ধকলেবরা ও অঙ্গারকোটরের ন্যায় ও মহাপঙ্কের ন্যায় নিবিড়া ও ভৃঙ্গগণের পৃষ্ঠ-পক্ষসদৃশ শ্যামলা হইয়া বিরাজ করিতেছে[১১।১৫]।

ঈদৃশ রজনীতে কিরাত রাজ্যের কোন এক মহাতেজস্বী রাজা মন্ত্রিসমবেত হইয়া তস্করাদিবধচর্য্যার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নগর হইতে নির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী বিক্রম নামক ভীষণ অটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন[১৬।১৭]। নিশাচরী কর্কটী সেই রাত্রে বেতালদর্শনোন্মুখী ‡ ধৈর্য্যশালী ধৃতাস্ত্র সমন্ত্রী কিরাতরাজকে অটবী-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ভাগ্যক্রমে আমি আজ্ ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইলাম। এই দুই ব্যক্তি নিশ্চই আত্মজ্ঞানবিহীন সুতরাং মূঢ়। ইহাদের দেহ অবশ্যই ইহাদের দুর্ব্বহ-ভারস্থানীয়। মূঢ়লোকেরা ইহলোকে আত্মবিনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। সুতরাং তাহারাই আমার ভক্ষ্য ও বিনাশ্য। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়দিগের জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেয়স্কর। কেননা, মৃত্যু হইলে তাহাদের পাপ উপার্জ্জনের বিরাম হয়। কিন্তু জীবিত থাকিলে তাহাদের পাপপঙ্ক দিন দিন বাড়িতেই

* বনসকল ঈষৎ মৌন অর্থাৎ অল্পশব্দ যুক্ত। অর্থাৎ দুই একটী রাত্রিচর জীবের শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছে।

† কজ্জলজলদ=কাজলের মেঘ। তিমিরমাংসল=অন্ধকারের স্থূলতা। পঙ্কপিণ্ড=পাঁক। তাহার ন্যায় নিবিড় অর্থাৎ ঘন।

‡ গ্রামের বহির্ভাগে যে সকল গ্রাম্য দেবতার ও অমানব জীবের গমনাগমন স্থান্ থাকে, রাজা ও তদীয় মন্ত্রী সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে ইচ্ছুক।

থাকে[১৮।২১]। সেইজন্য আদিসৃষ্টিকালে পদ্মজ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়চেতাগণ হিংস্র জীবগণের ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[২২]। অতএব, বোধ হয় অদ্য এই দুই ব্যক্তি মদীয় ভক্ষ্যভূত হইয়া আগমন করিয়াছে। বোধ হয় কেন? সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, আমি আজ্ এই দুই ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব। এ বিষয়ে উপেক্ষা বা আলস্য করা পণ্ডিতোচিত কার্য্য নহে। যাহারা ভাগ্যমান নহে তাহারাই নির্দ্দোষ অর্থ * উপেক্ষা করিয়া থাকে[২৩]।” রাক্ষসী এই রূপ আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিল, না—পরীক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করা উচিত নহে। কেননা, ইহারা গুণযুক্ত মহাশয় ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। যদি ইহারা গুণসম্পন্ন মহাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমার অভক্ষ্য। তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশে আমার অভিরুচি নাই[২৪]। আগে ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখি; যদি ইহারা তাদৃশ গুণান্বিত হন, তাহা হইলে ভক্ষণ করিব না। পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, গুণিগণকে কখনই হিংসা করিবেক না[২৫]। অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি, আয়ু ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও গুণিগণের পূজা করিবেক। অতএব, বরং দেহ পরিত্যাগ করিব, তথাপি গুণবান্ ব্যক্তি ভক্ষণ করিব না। আপনার জীবন অপেক্ষা সাধুদিগের চিত্ত অধিক সুখপ্রদ[২৬।২৭]। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও গুণিগণকে পূজা করিবেক। কেননা, গুণিগণের সংসর্গরূপ বশীকরণ ঔষধ দ্বারা মৃত্যুও মিত্রত্ব প্রাপ্ত হয়[২৮]। আমি যখন রাক্ষসী হইয়াও গুণশালিগণের রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, তখন আর কোন্ মূঢ় গুণিগণকে অলঙ্কাররূপে হৃদয়ে ধারণ না করিবে[২৯]? গুণযুক্তদেহিগণ স্বীয় সঙ্গতির দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে চন্দ্রমার ন্যায় সুশীতলকরিয়া থাকেন[৩০]। গুণিগণের তিরস্কারই (তিরস্কার=বধ অথবা নির্যাতন) দেহিগণের মৃত্যু এবং গুণিগণের সংশ্রয়ই দেহী দিগের জীবন। গুণিগণের সংসর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গ হইতেও সমধিক শুভপ্রদ[৩১]। অতএব, এই কমলনয়ন ব্যক্তিদ্বয় কিরূপ জ্ঞানবান্, কতগুলি প্রশ্নলীলার দ্বারা তাহা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, পরে যথা কর্ত্তব্য করিব। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়

* নির্দ্দোষ অর্থ=অনায়াসলভ্য ও ন্যায়ানুসারে লভ্য প্রয়োজনীয় বস্তু

অনুশাসন এই যে, জনগণ অগ্রে ব্যক্তিগণের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেক, পশ্চাৎ যদি তাহারা গুণহীন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোপপত্তির (উপপত্তি=যুক্তি) বশীভূত হইয়া সেই নির্গুণ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিবেক। কিন্তু যদি তাহারা স্বগুণ হইতে অধিকতর গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই গুণযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড করা সর্ব্বথা অবিধেয়৩২।৩৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর রাক্ষসকুল কাননের মঞ্জরী স্বরূপ সেই রাক্ষসী ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ করিয়া উঠিল[১]। যেমন গর্জ্জনের পর বজ্রপতন ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, রাক্ষসীও হুঙ্কার-ধ্বনির অন্তে বক্ষ্যমাণ পরুষ বাক্য সকল বলিতে লাগিল[২]। যথা—ভো! এতদরণ্যরূপ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপ ও মহামায়ান্ধকাররূপ শিলাকোটরের ক্ষুদ্র কীট-স্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কে! তোমরা কি মহাবুদ্ধিসম্পন্ন? অথবা অতিদুর্ব্বুদ্ধি? তোমরা কি এই মুহূর্ত্তে মদীয় গ্রাসে নিপতিত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইবে?[৩।৪]

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, ওহে অদৃশ্য কুৎসিতপ্রাণিন্! তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্র দেহ কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমাদিগের দর্শন পথে আগমন কর। ভৃঙ্গধ্বনি (ভৃঙ্গ=ভ্রমর) সদৃশী তোমার উচ্চারিত ধ্বনিতে কে ভয় প্রাপ্ত হয়[৫]? অর্থিগণ অর্থোপরি সিংহবৎ মহাবেগে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব হে অর্থিনি! তুমি বাহ্য সংরম্ভ (ক্রোধের উদ্যোগ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সামর্থ্য প্রদর্শন কর। হে সুব্রত অর্থাৎ হে জ্ঞানী জীব! তোমার অভিলাষ কি, তাহা ব্যক্ত কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত প্রদান করিব। তুমি কি সংরম্ভ ও শব্দ করিয়া সত্য সত্যই আমাদিগকে ভয় দেখা-ইতেছ? অথবা নিজে ভীত হইয়াছ? ভয় কি! শীঘ্র তুমি তোমার শরীর ও শব্দের সহিত আমাদিগের সম্মুখীন হও। দীর্ঘসূত্রী (যাহারা এখন হবে তখন হবে করিয়া কাল কাটায় তাহারা দীর্ঘসূত্রী) হওয়া ভাল নহে। দীর্ঘসূত্রিগণের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছু সুসিদ্ধ হয় না[৬।৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! রাক্ষসী কিরাতাধিপতির তদ্বিধ বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তুষ্টা হইল। "এ ব্যক্তি মনোরম বাক্যই বলি-

য়াছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া, যেন আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত অধৈর্য্যা হইল। পরে ভীষণ নিনাদ ও বিকট হাস্য করিতে লাগিল। নৃপতি ও মন্ত্রিবর সেই বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তে দেখিলেন, সম্মুখে এক বিকটাকৃতি রাক্ষসী ভীষণ শব্দ দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে। প্রলয়জলদ-নির্ম্মুক্ত অশনির দ্বারা নিষ্পিষ্ট অদ্রিতটের ন্যায় তাহার বৃহৎ শরীর তদীয় অট্টহাসসমলঙ্কৃত দশনপ্রভার দ্বারা প্রকাশীকৃত হইতেছে। তদীয়-নেত্ররূপ বিদ্যুদ্দ্বয়ের ও শংখবলয়রূপ বলাকার দ্বারা তত্রস্থ নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে[৯।১১]। নিশাচরী যেন সেই ভীষণ অন্ধকাররূপ অপার মহার্ণব মধ্যে বাড়বানল জ্বালায় পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আরও দেখিলেন, চৌর, ব্যাঘ্র ও জম্বুক প্রভৃতি রাত্রিঞ্চর সেই স্নিগ্ধ-ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জনশীলা বলদর্পগর্জ্জিতা পীবর-কলেবরা অসিতকন্দর-সম্পন্না রাক্ষসীর কটকটায়মান দশনসংরম্ভ দ্বারা নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। সেই ঊর্দ্ধকেশী শিরাপরিবৃতাঙ্গী (সর্ব্বাঙ্গে শিরা উঠিয়াছে) কপিলনয়না তমোময়ী ও যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচগণের ভয়প্রদা-য়িনী রাক্ষসী স্বর্গমর্ত্ত্যপরিব্যাপ্ত কজ্জলবর্ণ স্তম্ভ স্বরূপে অবস্থান করি-তেছে এবং তদীয় দেহরন্ধ্র (ছিদ্র) মধ্যে প্রবিষ্ট নিশ্বাসপবনের ভীষণ ভাঙ্কার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। বজ্রবিদীর্ণ বৈদূর্য্যশিখর স্থলীর ন্যায় বিস্তৃতদেহিনী অট্টহাসিনী তমোময়ী রাক্ষসী মুসল, উলূখল, দগ্ধকাষ্ঠ, হল ও ছিন্নসূর্প সমূহ মস্তকে আভরণ রূপে ধারণ করতঃ অট্টহাসিনী দানবঘাতিনী কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে[১২।১৫]। মহাজলদজালসদৃশদেহিনী, গাঢ় তমস্বিনীরূপিণী রাক্ষসী সেই অটবীরূপ ভীষণ আকাশে শরদভ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার ইন্দ্রনীল-সদৃশ মহাকৃষ্ণবর্ণ বক্ষে লম্বমান অভ্রযুগলোপম কৃষ্ণবর্ণ স্তনদ্বয় উলূ-খলাদিগ্রথিত হারজালে ভূষিত রহিয়াছে এবং তদীয় মহাতনু অঙ্গারকাষ্ঠ দ্বারা খচিত রহিয়াছে[১৬।২০]।

রাম! বিবেকবিকসিতচিত্ত উক্ত বীরদ্বয় শিরাপরিবৃতদীর্ঘভুজদ্বয়সম্পন্না রাক্ষসীর তথাবিধ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াও পূর্ব্ববৎ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃই অবনীমণ্ডলে এমন ভয়ঙ্কর কিছুই নাই, যাহা বিবেকিগণের চিত্তে মোহ বা ভয় উৎপাদনে সমর্থ হয়[২১]।

অনন্তর মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাক্ষসি! তুমি কি মহাত্মা? যদি তুমি মহাত্মা হও, তাহা হইলে এরূপ সংরম্ভ (কোপ), শোভার বিষয় নহে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অত্যল্প কার্য্যের নিমিত্ত এরূপ মহা আড়ম্বর করেন না। (অভিপ্রায় এই যে, যদি তোমার আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বাক্যব্যয় করিলেই অর্থাৎ একটা কথা বলিলেই পাইতে পার। তাহারজন্য এত সংরম্ভ কেন?) যদি তুমি ক্ষুদ্র হও, তবে সে পক্ষেও সংরম্ভের প্রয়োজন দেখি না। কোন্ মহাত্মা ক্ষুদ্র সত্ত্বের (জীবের) কোপে ভীত হয়? অতএব হে রাক্ষসি! তুমি এই তুচ্ছ ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তোমার পক্ষে এতাদৃশ নিস্ফল সংরম্ভ উপযুক্ত নহে। স্বার্থসাধক ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন[২২।২৩]। হে অবলে! তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক আমাদিগের ধীরতারূপ প্রচণ্ড মারুত দ্বারা শুষ্কতৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে[২৪]। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং ধীরতা অবলম্বন কর। প্রাজ্ঞগণ, সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া ব্যবহারোচিত যুক্তির দ্বারা স্বার্থ সংসাধন করিয়া থাকেন। যোগ্য ব্যবহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হউক বা না হউক, ভ্রমাত্মক সংরম্ভের বশ্য হওয়া উচিত নহে[২৫।২৬]। কেননা, কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি মহানিয়তিরই অধীন। হে অর্থিনি! তুমি সংরম্ভ পরিত্যাগ করতঃ এই মুহূর্ত্তেই অভিমত প্রার্থনা কর। ইহা নিশ্চয় জানিবে, স্বপ্নেও আমাদিগের পুরোগত অর্থী অলব্ধস্বার্থ হইয়া গমন করে নাই[২৭]।

অনন্তর রাক্ষসী মন্ত্রিবরের এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "এই পুরুষসিংহদ্বয়ের আচার ও স্বত্ত্ব (ধৈর্য্য বা মনের বল) অতি অদ্ভুত! ভাবে বোধ হইতেছে, ইহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইহাদিগের বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন, এই তিন যেন একমত হইয়া ইহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। যেরূপ সরিৎ সমূহের জলরাশি সঙ্গমদ্বারা একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ, মহাত্মা দিগেরও বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন দ্বারা তাঁহাদের আশয় (অন্তরস্থ ভাব) একীভূত হইয়া থাকে। (একাদ্বয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইহারা আমার মনোগত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং আমিও ইঁহাদের

অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। ইহারা অবিনাশিস্বভাব আত্মা; সুতরাং আমার বিনাশ্য নহেন। অনুমান হয়, ইহারা আত্মজ্ঞ হইবেন। কেননা, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সদসদ্ভাবরূপ জীবনমরণপ্রত্যয় (আমি মরিব, আমি বাঁচিব, ইত্যাদিবিধ মিথ্যা জ্ঞান) অস্তমিত হয় না। এক্ষণে আমি ইহাদিগের নিকট আমার সমুদিত সন্দেহের বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। কারণ, যাহারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহাদির বিষয় জিজ্ঞাসা না করে, তাহারা অধম জীব"[২৮।৩৩]।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত জিজ্ঞাসার নিমিত্ত হাস্য সংযমন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে অনঘদ্বয়! ধীরমানবসদৃশ তোমরা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বল। মন্ত্রী বলিলেন, নিশাচরি! ইনি কিরাতগণের অধিপতি, আমি ইহার মন্ত্রী। আমরা তোমার স্থায় হিংস্র জনগণের নিগ্রহার্থ রাত্রিবিচরণে উদ্যত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্ট প্রাণিগণকে বিনিগ্রহ করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা রাজধর্ম্মপরিত্যাগী হয় তাহার প্রজ্বলিত অনলে দেহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর[৩৪।৩৭]।

রাক্ষসী বলিল, হে রাজন! তুমি দুর্ম্মন্ত্রী (যাহার মন্ত্রী দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট সে দুর্ম্মন্ত্রী)। যে দুর্ম্মন্ত্রী, সে রাজা নহে, সে দস্যু। রাজার সন্মন্ত্রী সহায় হওয়াই উচিত। কেননা, রাজা বিবেচনা সহকারে সৎ মন্ত্রী নিয়োগ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তদীয় প্রজাগণও রাজার স্থায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে[৩৯]। হে রাজন্! গুণসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট, এবং যে রাজা অধ্যাত্মজ্ঞানবিৎ সেই রাজাই যথার্থ রাজা। অপিচ, যে মন্ত্রী বিচাররহস্যবিৎ (সৎ অসৎ অবধারণে সক্ষম) সেই মন্ত্রীই যথার্থ মন্ত্রী। যে রাজা ও যে মন্ত্রী আত্মবিদ্যার দ্বারা প্রভুত্ব ও সমদৃষ্টিত্ব অবগত নহে, সে রাজা রাজা নহে, এবং সে মন্ত্রীও মন্ত্রী নহে। যদি তোমরা ঐ রহস্য পরিজ্ঞাত থাক, তাহা হইলে শ্রেয়োলাভ করিবে; নচেৎ তোমরা আমার ভক্ষ্য হইবে[৪০।৪২]। অতএব, হে অজ্ঞদ্বয়! তোমাদিগের পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় আছে যে, যদি তোমরা আমার প্রশ্নরূপ পিঞ্জর (খাঁচা) স্ব স্ব বুদ্ধির দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া মদীয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতে পার, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে[৪৩]। হে কিরাতপতে! বক্ষ্যমাণ প্রশ্নজাল বিচার করতঃ

শীঘ্রপ্রত্যুত্তর প্রদান কর। অথবা হে মন্ত্রিন্! তুমিই আমার বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সমূহের অর্থ নির্দ্দেশ কর। আমি ঐ বিষয়েই তোমাদিগের নিকট নিতান্ত অর্থিনী। তোমরা আমার ঐ অর্থ (প্রার্থনীয়) পরিপূরণ কর। রাজন্! অবনীমণ্ডলে এমন কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান নাই যে, অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিলে ক্ষয়কর দোষে সমাশ্লিষ্ট না হয়॥ ।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐরূপ কহিলে, কিরাতাধিপতি তাহাকে প্রশ্ন করণার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। রাক্ষসী রাজার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রশ্নাবলী কহিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব! অবধান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মহাপ্রশ্ন শ্রবণ কর[১]।

রাক্ষসী কহিল, হে রাজন্! এক অথচ অনেক, এরূপ কোন্ পরমাণুর (যার পর নাই সূক্ষ্ম পদার্থের) উদরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হইতেছে? (১) আকাশ অথচ আকাশ নহে, এরূপ কি বা কোন্ বস্তু? (২) কি কিঞ্চিৎ ও অকিঞ্চিৎ? (৩) আমি কে তুমিই বা কে[২]? (৪) কে গমনশীল অথচ গমন করে না? (৫) কে অবস্থান না করিয়াও অবস্থিত? (৬) কে চেতনস্বরূপ হইয়াও পাষাণবৎ অচেতন? (৭) আকাশে কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র চিত্র উৎপাদন করে[৩।৪]? (৮) বহ্নি কে? কোন্ বহ্নি অদাহক? কোন্ অবহ্নি হইতে নিরন্তর বহ্নি সমুৎপন্ন হইতেছে[৫]? (৯) অহে প্রাজ্ঞ! কে চন্দ্র, অর্ক, অগ্নি ও তারকাদি না হইয়াও চন্দ্র অর্ক ও অগ্ন্যাদির অবিনাশী প্রকাশক? (১০) ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন কোন্ নিরিন্দ্রিয় বস্তু হইতে প্রকাশ প্রবর্ত্তিত (উৎপন্ন) হইয়াছে[৬]? (১১) জন্মান্ধ লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি ও অন্যান্য বস্তু সমুদয়ের উত্তম আলোক কি[৭]? (১২) কে আকাশাদির জনক? (১৩) সত্তার স্বভাবপ্রদ কে? (১৪) জগৎরত্নের কোষ কি? জগৎ কোন্ মণির কোষ[৮]? (১৫)। পরম সূক্ষ্ম কি? কে প্রকাশ ও তমঃ? কেইবা অস্তি ও নাস্তি হয়? (১৬) কোন্ অণু দূরে অদূরে অবস্থান করিতেছে? (১৭) কে সূক্ষ্মতম অণু হইয়াও মহাপর্ব্বতস্বরূপ[৯]? (১৮) কে নিমেষস্বরূপ হইয়াও মহাকল্প? (১৯) কে কল্পস্বরূপ হইয়াও নিমেষ? (২০) কোন্ প্রত্যক্ষ অসদ্রূপ? (২১) কোন্ চেতন চেতন নহে[১০]? (২২) কে বায়ু হইয়াও অবায়ু? (২৩) শব্দ কে ও অশব্দই বা কে? (২৪) কে সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে? (২৫) কে অহং হইয়াও অনহং[১১]? (২৬) হে রাজন্! কোন্ বস্তু বহুজন্মে লব্ধ

থাকিয়াও অলব্ধপ্রায় থাকায় প্রযত্নশতলভ্য এবং কোন্ বস্তু পূর্ণ অথচ পাওয়া দুর্লভ[১২]? (২৭) কে স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহারা হইয়াছে? (২৮) কোন্ অণু সুমেরুপর্ব্বতকে, এমন কি ত্রিভুবনকে, তৃণবৎ ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে[১৩]? (২৯) কোন্ অণুর দ্বারা শত যোজন পরিপূর্ণ হয়? (৩০) অণু অথচ যোজনশতমধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না, এমন বস্তু কি আছে[১৪]? (৩১) কাহার কটাক্ষে জগৎরূপ বালক নৃত্য করিতেছে? (৩২) কোন্ অণুর উদরে সমগ্র ভূধরসহ ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে[১৫]? (৩৩) কোন্ অণু সুমেরু অপেক্ষাও অধিক স্থূলতা ধারণ করিয়াও অণুত্ব পরিত্যাগ করে নাই? (৩৪) কোন্ অণু কেশাগ্রশত ভাগের ভাগৈকস্বরূপ হইয়াও বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ[১৬]? (৩৫) কোন্ অণু প্রকাশের ও অন্ধকারের প্রকাশক? (৩৬) অসংখ্য জ্ঞানকণা (বৃত্তিজ্ঞান) কোন্ অণুর উদরে অবস্থিত[১৭]? (৩৭) কোন্ অণু নিঃস্বাদ হইয়াও মধুরাদি রস আস্বাদন করে? (৩৮) সমগ্র জগৎ কোন্ সর্ব্বত্যাগী অণুর আশ্রিত[১৮]? (৩৯) কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে অশক্ত অথচ সকল জগৎ আচ্ছাদন করে? (৪০) প্রলয়কালে এই জগৎ কোন্ অণুর অন্তরে সজীবভাবে অবস্থান করে[১৯]? (৪১) কোন্ অণু জাতশরীর না হইয়াও সহস্রকরলোচন? (৪২) কোন্ নিমেষ মহাকল্প ও কল্পকোটীশত স্বরূপ[২০]? (৪৩) বীজ মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতির ন্যায় এই জগৎ প্রলয়কালে কোন্ অণুর মধ্যে অবস্থিতি করে? (৪৪) বস্তুতঃ অনুদিত স্বভাব হইলেও এই ত্রিজগৎ সৃষ্টিকালে কোন্ অণুতে পরিস্ফুটভাবে উদিত বা প্রকাশিত হয়[২১]? (৪৫) কোন্ অণুর নিমেষের মধ্যে মহাকল্প বীজমধ্যে অঙ্কুরের অবস্থিতির ন্যায় অবস্থিতি করে? (৪৬) কে কারক সমূহ ব্যাপারিত করেনা, অথচ কর্ত্তা[২২]? (৪৭) কোন্ নেত্রহীন দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন নিমিত্ত আপনাকেই দৃশ্যরূপে দর্শন করে[২৩]? (৪৮) কেইবা আপনার জ্ঞানে আপনাকে অখণ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হয়[২৪]? (৪৯) কে আপনাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়রূপে প্রকাশিত করে? (৫০) কোন্ ব্যক্তি সুবর্ণে বলয়াদি আরোপের ন্যায় আপনাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন, এই তিন্ প্রকারে আরোপিত করিতেছে[২৫]? (৫১) যেমন তরঙ্গমালা সলিলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, কোন্ পদার্থ হইতে এ সমুদায় অপৃথক্?

(৫২) কাহার ইচ্ছায় সলিলরাশি হইতে ঊর্ম্মির (ঊর্ম্মি=তরঙ্গ) ন্যায় এ সকল পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয়[২৬]? (৫৩) কোন্ এক অদ্বয় বস্তু দিক্কালাদিতে অনবচ্ছিন্ন ও অসতের (মিথ্যার) সৎ অর্থাৎ প্রকাশক? (৫৪) দ্বৈতই বা কাহা হইতে সলিলরাশি হইতে তরঙ্গের ন্যায় অপৃথক্[২৭]? (৫৫) কোন্ ত্রিকালগামী দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, প্রকাশাবস্থা ও তিরোহিতাবস্থার সহিত জগৎকে স্বকীয় অন্তরে ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে[২৮]? (৫৬) যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষ থাকে, তেমনি, কাহার অন্তরে ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান জগদ্বৃন্দরূপ বৃহদ্‌ভ্রম অবস্থিতি করিতেছে? (৫৭) কে অনুদিত স্বভাব হইয়াও ক্রম হইতে বীজের ও বীজ হইতে ক্রমের ন্যায় উদিত হয় অথচ আপনার একরূপতা ত্যাগ করে না[২৯।৩০]? (৫৮) অহে রাজন্! মেরুভূধর কাহার নিকট মৃণাল তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথবা কাহার ইচ্ছায় মৃণাল তন্তু সুমেরু অপেক্ষাও সুদৃঢ় এবং এমন কি আছে যে, যাহার উদরে তদ্রূপ বহুসংখ্য মেরু-মন্দরাদি অচলবৃন্দ অবস্থিত রহিয়াছে[৩১]? (৫৯) কাহার দ্বারাই বা এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে? (৬০) অপিচ, তুমি কোন্ সারে সারবান্ হইয়া ব্যবহার কার্য্য সম্পাদন ও প্রজাপুঞ্জ শাসন এবং পালন করিতেছ? (৬১) কাহার দর্শনে তুমি শান্তিদায়িনী নির্ম্মলা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ[৩২]? (৬২) এই সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর তুমি স্বমরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বল। চন্দ্রের কলাকলঙ্করূপ আবরণের ন্যায় মদীয় চিত্তের সংশয়রূপ আবরণ শীঘ্রই বিগলিত হউক। যাহার দ্বারা আমার এই সংশয় উন্মূলিত না হইবে সে পণ্ডিত শব্দের বাচ্য নহে[৩৩]। অহে সুবুদ্ধি পুরুষদ্বয়! যদি তোমরা আমার ক্রমোক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া মদীয় চিত্তগত সংশয় শীঘ্র উচ্ছেদ করিতে না পার, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমরা রাক্ষসজঠরহুতাশনের ইন্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার এই জনপদও আমার উদরসাৎ হইবে। আমার বিবেচনা হয়, তোমরা, মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অযোগ্য হইলে তোমার রাজ্যাদি থাকিবেক না। কেননা, মূর্খদিগের রাজ্য নিশ্চিত আত্ম-ক্ষয়ের কারণ হয়[৩৪।৩৫]।

অনন্তর সেই বিকটাকৃতি রাক্ষসী উল্লসিতচিত্তে মেঘগম্ভীর-নিস্বনে ঐসকল কথা কহিয়া শরৎকালীন সুনির্ম্মল মেঘমণ্ডলের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল[৩৬]।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মহারণ্যমধ্যে সেই মহানিশায় সেই মহারাক্ষসী ঐ সকল মহাপ্রশ্ন উত্থাপিত করিলে মন্ত্রী সে সকলের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]। মন্ত্রী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, অয়ে তোয়দসঙ্কাশে! কেশরী যেমন মত্ত গজরাজকে বিদীর্ণ করে, তেমনি, আমিও তোমার ক্রমোক্ত প্রশ্নজাল ভেদ (মর্ম্মব্যাখ্যা) করিব, শ্রবণ কর[২]। হে পিঙ্গল-নয়নে! তোমার বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা বুঝা গেল, তুমি পরমাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ[৩]। নামবর্জ্জিত, মনের, বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া চিন্মাত্র পরমাত্মাই যথার্থ অণু এবং আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম[৪]। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ, পরমসূক্ষ্ম চিন্ময় পরমাত্মায় এই জগৎ সৎস্বরূপে ও অসৎস্বরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। (প্রলয়কালে অসৎ (অবিদ্যমান) স্বরূপে এবং সৃষ্টিকালে সৎ (বিদ্যমান) স্বরূপে[৫]। সেই যে অণু সর্ব্বাত্মক পরমাত্মা, তাহাই স্বভাবতঃ সৎস্বরূপ। এবং তদীয় সত্তার অধীনে এতজ্জগৎ সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, জগতের সত্তা (অস্তিত্ব) সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক চিৎসত্তার অধীন। চিৎ-সত্তাই সত্তা। জগতে যে সত্তার (অস্তি, আছে, এতদ্রূপ ভাবের) উপলব্ধি হয়, সে উপলব্ধি আত্মচৈতন্যমূলক[৬]) (উঃ ১) সেই অণু বাহ্য-শূন্যত্বপ্রযুক্ত আকাশ এবং চিৎস্বরূপতাপ্রযুক্ত অনাকাশ (উঃ ২)। সেই অণু ইন্দ্রিয়ের অতীত সুতরাং সে ভাবে তাহা কিছুই নহে। অথচ সেই অণু অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ[৭]। সর্ব্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত সেই চিদণু কর্ত্তৃক সকল বস্তু ভুক্ত হয় এবং সে সকল নিগীর্ণ হইলে সেই চিৎ-নামক যৎকিঞ্চিৎ অবশেষিত থাকে। সুবর্ণে অসত্য বলয়াদির ন্যায় সেই একাদ্বয় চিদণুর প্রতিভাস অনেক উপাধিতে অনেকস্বরূপে উদিত হইয়া থাকে[৮]। এই অণুই সূক্ষ্মতানিবন্ধন অলক্ষিত ও এই অণুই পরমাকাশ। এই অণু সর্ব্বাত্মক হইয়াও মনের ও ইন্দ্রিয়ের অতীত[৯]। যেহেতু সর্ব্বাত্মক সেই হেতু তাহা শূন্য নহে। সুতরাং নাস্তিত্ব কথা আত্মাণুতে বাধিত অর্থাৎ বাস্তব নহে বা মিথ্যা। সেই আত্মাণুই বক্তা ও মন্তা[১০]।

যেমন কর্পূর লুক্কায়িত থাকে না, তেমনি, সত্তের সত্তাও অপ্রকট থাকে না[১১]।

সেই চিন্মাত্রাণুই মনোরূপে অবস্থিত। সে কারণ তাহা সর্ব্বস্বরূপ। চিদণু সর্ব্বস্বরূপ হইলেও ইন্দ্রিয়াতীত। সে ভাবে তাহা অতি নির্ম্মল[১২]। সেই অণুই এক ও সর্ব্বভূতের আত্মবেদন (অহংজ্ঞানের জ্ঞেয়) বলিয়া অনেক। তিনি এই ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, সে নিমিত্ত তিনি জগৎ-রত্নের কোষ[১৩]। অহে নিশাচরি! কিন্তু ত্রিজগৎ চিত্তরূপ মহাসমুদ্রের বীচী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং এই জগত্রয় চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। যেমন দ্রবত্ব হেতু সমুদ্রে আবর্ত্তের উদয় হয়, তেমনি, চিদ্বিশিষ্টতা হেতু চিত্ত হইতেই প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞানুরূপ (প্রজ্ঞা=বাসনা) জগৎ উদ্ভূত হয়। সেই কারণে প্রজ্ঞার দ্বারা এই জগৎ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে[১৪]। সেই অণু ব্যোমরূপী হইয়াও স্বীয় সম্বেদন (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা লভ্য সুতরাং অশূন্য[১৫]। (উঃ ৩) তিনিই দ্বৈত সম্বেদন দ্বারা তুমি ও আমি ইত্যাদি রূপে সমুদিত হন। কিন্তু তাঁহার বোধরূপ বৃহদ্বপু উদিত হইলে তিনি আর তখন তুমি-আমি-রূপে প্রকাশিত হন না[১৬,১৭]। (উঃ ৪) এই অণু সম্বিদদ্বারা যোজন শত গমন করেন, স্বতন্ত্র ভাবে গমন করেন না। অথচ, সেই অণুর অন্তরে শত শত যোজন অবস্থিত[১৮]। দেশকালাদি সেই অণুর সত্তাস্বরূপ। সুতরাং সেই অণু দেশকালাদিরূপ স্বীয় সত্তা-কাশকোণে অবস্থান করিয়াও অনবস্থিত এবং কোথাও গমন না করিয়াও সর্ব্বত্র গত বা প্রাপ্ত[১৯]। গমনদ্বারা প্রাপ্তব্য দেশান্তর যাহার শরীরস্থ, বা এক দেশস্থ, তিনি আর কোথায় গমন করিবেন? মাতার কুচকোটরগত পুত্র, মাতা ব্যতীত আর কি দর্শন করে[২০]? যে সর্ব্বকর্ত্তা, সমস্তই যাহার অন্তঃস্থ, সে আবার কোথায় যাইবে[২১]? কুম্ভকে স্থানান্তরিত করিলে যেমন আকাশের গমন উপচরিত হয়, তেমনি, আত্মাণুর গমনাগমন উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে[২২]। তিনি জগতের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেই জড়, নচেৎ চেতন। সুতরাং উভই তিনি[২৩]। (উঃ ৫-৬) অহে রাক্ষসি! যখন সেই চিদ্বপু পাষাণ সত্তা অবলম্বন করেন, তখন তিনি পাষাণভাব প্রাপ্ত হন[২৪]। (উঃ ৭) আদ্যন্ত বিবর্জ্জিত পরমাকাশে সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ চিত্রিত হইয়াছে। এই জগৎ-চিত্র মিথ্যাজ্ঞানের বিস্তৃতি সুতরাং

অক্ষত[২৫]। (উঃ ৮) সংবিৎরূপ পরমাত্মাই প্রসিদ্ধ বহ্নির অস্তিত্ব সাধক (জনক)। পরমাত্মরূপ বহ্নি সর্ব্বব্যাপী অথচ অদাহক। বহ্নি যেমন প্রকাশক হয়, তেমনি, আত্মসম্বিত্তিও (চৈতন্য) সর্ব্বপ্রকাশক। সেই জন্য তাহা অদাহক বহ্নি[২৬]। (উঃ ৯) অতিনির্ম্মল ও অতিজ্বলন্ত চেতনাত্মা হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয় এবং সেই একমাত্র সম্বেদনই (চেতন পরমাত্মাই) সূর্য্য চন্দ্রাদির অবিনাশী প্রকাশক। পরমাত্মার প্রভা (মহিমা,) এই জগৎ) মহাপ্রলয়পয়োদমণ্ডলীর দ্বারাও অনাবরণীয়[২৭।২৮]। (উঃ ১০) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, হৃদয়রূপ গৃহের প্রদীপ, সমুদায় পদার্থের সত্তাপ্রদ, অনন্ত ও যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্টপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি আত্মা। এই ইন্দ্রিয়াতিগ আত্মাণু হইতে আলোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে[২৯।৩০]। (উঃ ১১) যিনি লতা, গুল্ম, অঙ্কুর ও অন্যান্য নিরিন্দ্রিয় বস্তুর পুষ্টি সাধন করেন, সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মা লতা গুল্মাদিরও উত্তম আলোক[৩১]। (উঃ ১২) কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, জগৎ, সমস্তই আত্মবেদনে (চৈতন্যে) অবস্থিত ও বিজ্ঞাত। সুতরাং আত্মবেদনই স্বামী, কর্ত্তা, পিতা (জনক) ও ভোক্তা[৩২]। (উঃ ১৩) যেহেতু সমস্তই আত্মা, সেই হেতু ঐ আকাশাদির অর্থাৎ সত্তার সমুদায় জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের হেতু। (উঃ ১৪) সেই পরমাত্মারূপ অণু স্বীয় অণুত্ব (সূক্ষ্মতা বা দুর্লক্ষ্যতা) পরিত্যাগ না করিয়াই জগৎ রত্নের সমুদ্গক (পেটরা) বৎ হইয়াছেন[৩৩]। যেহেতু তিনি জগৎরূপ সম্পুটকে অবস্থিতি করেন, প্রতীত হন, সেইহেতু এই জগৎ সেই পরমাত্ম-মণির এবং পরমাত্মমণি এই জগতের কোষ[৩৪]। (আবরক বা আধার) (উঃ ১৫) তিনি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য সুতরাং তিনিই পরম সূক্ষ্ম। পরমাত্মা দুর্ব্বোধ বলিয়া তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া প্রকাশ। যেহেতু সম্বিৎরূপী, সেই হেতু তিনি আছেন। এবং যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সেই হেতু তিনি নাই[৩৫]। (উঃ ১৬) তিনিই দূরে ও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সুতরাং দূরে অবস্থিত। তিনি চিদ্রূপ, সুতরাং সমীপে—অতিসমীপে (হৃদয়ে) অবস্থিত[৩৬]। (উঃ ১৭) তিনি অণু হইয়াও সর্ব্বসম্বেদনতা বিধায় মহাশৈলস্বরূপ। সকলেই তাঁহাকে অহং— আমি ইত্যাকার জ্ঞানে পুরোবর্ত্তিরূপে মহাশৈলের ন্যায় জ্ঞাত হয়। এই প্রকাশমান জগৎ তাঁহারই সম্বিত্তি সুতরাং তাহারই মধ্যে (সম্বি-

ত্তির অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে) সুমেরু প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। যেহেতু পরম সূক্ষ্ম (নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য) আত্মচৈতন্যের একাংশে মেরু মন্দরাদির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, সেই হেতু পরমসূক্ষ্ম পরমাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু (মহা স্থূল) বলিয়া গণ্য[৩৭]। (উঃ ১৮) তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ। যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি কল্প[৩৮]। যেমন মনোমধ্যে কোটীযোজন বিস্তৃত নগপুর দেখা যায়, তেমনি, মনোমধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও নিমেষরূপে অনুভূত হয়। যেমন অল্পায়তন মুকুর মধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, তেমনি, নিমেষজঠরেও কল্প সমুদিত বা প্রতিভাসিত হয়[৩৯।৪০]। নিমেষ, কল্প, পর্ব্বত, নগর, সমস্তই যখন দুর্ব্বিজ্ঞের স্বভাব চৈতন্যের অন্তঃস্থ, তখন আর দ্বৈতই বা কি? একতাই বা কি? অর্থাৎ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ[৪১]। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। সুতরাং নিমেষও কল্প হয় এবং কল্পও নিমেষরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন[৪২]। বস্তুতঃ কাল দুঃখে সুদীর্ঘ ও সুখে অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশবর্ষ অনুভূত হইয়াছিল[৪৩]। সুতরাং বুঝা উচিত যে নিমেষ, কল্প, অদূর ও দূর, এ সকল বাস্তবতঃ নাই। সমস্তই চিদণুর প্রতিভাস। সুবর্ণে হার কেয়ূরাদির ন্যায় ঐ সকল সেই সত্যাত্মায় বিরাজিত[৪৪।৪৫]। যে ভাবে চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেই ভাবে আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর এবং ক্ষণ ও কল্প অভেদ[৪৬]। (উঃ ১৯-২০) তিনি ইন্দ্রিয়গণের সার, সুতরাং তিনিই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তিনিই দৃষ্টির অবিষয়ীভূত সুতরাং তিনি সে ভাবে অপ্রত্যক্ষ বা অসদ্রূপ। অথবা তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ[৪৭]। যেমন, যাবৎ কটক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎ হেম জ্ঞান থাকে না, তেমনি, যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান থাকে, তাবৎ দর্শন (আত্মচৈতন্য) জ্ঞান থাকে না[৪৮]। যেমন কটক জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সুবর্ণ জ্ঞান স্থায়ী হয়, তেমনি, কল্পিত দৃশ্যজালের জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সেই একাদ্বয় পরম নির্ম্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন[৪৯]। তিনি সর্ব্বত্বহেতুক সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্যত্ব প্রযুক্ত অসদ্রূপ। (উঃ ২১) সেই আত্মা আত্মত্বরূপে চেতন এবং জগদ্রূপতা প্রযুক্ত চেতন নহেন অর্থাৎ অচেতন[৫০]। (উঃ ২২) এই বায়ুসমান চঞ্চল জগৎ চৈতন্য ব্যতীত অন্য

কিছু নহে[৫১]। যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণ মৃগতৃষ্ণা, তেমনি, চৈতন্যের প্রাচুর্য্য অদ্বৈত এবং চৈতন্যের প্রচ্ছাদন জগৎ[৫২]। সূর্য্য-কিরণ যে কাঞ্চনকণা নির্ম্মাণ করে, তাহাতে যেমন অস্তি নাস্তি দ্বিভাব বিরাজিত, তেমনি, ব্রহ্মে সৃষ্টিও অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাবে পরিচিত[৫৩]। অনেক সময়ে আকাশে কিরণ কণিকা সকলকে সুবর্ণ কণিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। সে ভ্রান্তির মূল অজ্ঞান। তদনুরূপে চিন্ময় আত্মাতে অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রান্তির মহিমারূপ সৃষ্টিদর্শন হইতেছে[৫৪]।

অহে রাক্ষসি! এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট, গন্ধর্ব্বনগর ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় অসৎ। ইহা এক প্রকার দীর্ঘ ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৫]। যে সকল মহাত্মা জগৎ মিথ্যাত্ব উপপাদক যুক্তিবিষয়ে পটু, পরিভাবিত ও অভ্যস্ত, সেই সকল মহাপুরুষ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন[৫৬]। অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের চিদাকাশে আর মিথ্যা সৃষ্টি উদিত হয় না। যুক্তিপরিস্কৃতচিত্ত তত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই এবং তাহার স্থিতিও নাই।

দৃশ্যই দর্শনের (জ্ঞানের) ভেদক। যখন দৃশ্য জ্ঞান লুপ্ত থাকে, তখন কুড্য ও আকাশ অভিন্ন হইয়া যায়। ইহা ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবের অনুভূতিগম্য[৫৭।৫৮]। যেমন বীজের অন্তর্গত বৃক্ষ অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন ব্যোমসদৃশ, তদ্রূপ, ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎও চিদেকরূপতা বিধায়ে ব্রহ্মসদৃশ সূক্ষ্ম, ইহা উক্ত সেই সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে[৫৯,৬১]।

অহে নিশাচরি! সেই শান্ত সর্ব্বময় অজ অনাদি ও অনন্ত দ্বন্দ্ব রহিত একমাত্র আত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই[৬২]। *

* মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায়, রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। কেননা, রাজমর্য্যাদা রক্ষা করা মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ

রাক্ষসী বলিল, মন্ত্রিন্! তোমার কথিত আশ্চর্য্য পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে রাজীবলোচন রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করুন[১]।

রাজা বলিলেন, নিশাচরি! পণ্ডিতেরা যাহাকে জগৎপ্রত্যয়নিবৃত্তিরূপী উৎকৃষ্টপ্রত্যয় (তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) বলেন * এবং যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পপরিত্যাগরূপী বা সর্ব্বসংকল্পের বিরাম স্থল, এবং যাহা তন্মাত্রনিষ্ঠতারূপ চিত্ত পরিগ্রহের (চিত্তসংযমের) ফলস্বরূপ[২], যাঁহার মায়িক সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্পাদিত হইতেছে, যিনি বাক্যের অগোচর, অথচ বেদান্ত বাক্যের নিষ্ঠা (তাৎপর্য্য), যিনি অস্তি নাস্তি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অথচ উক্ত উভয় যাহার স্বরূপে সন্নিবিষ্ট, এই চরাচর জগৎ যাঁহার চিত্তময়ী লীলা এবং বিশ্বাত্মা হইলেও যাঁহার অপরিছিন্নতা অলুপ্ত, আমি মনে করিতেছি, তুমি সেই শাশ্বত ব্রহ্মের কথাই বলিতেছ[৩।৫]। হে ভদ্রে! উক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম বলিয়া অণু। এবং উক্ত ব্রহ্মাণু আপনাকে বায়ুভাবে দর্শন করিয়া মায়ার বিবর্ত্তনে বায়ু হইয়াছেন। সেইজন্য তাহা অন্যথাগ্রহরূপ (গ্রহ=জ্ঞান) ভ্রান্তির মহিমা। সুতরাং পরমার্থ দর্শনে তিনি অবায়ু ও ভ্রান্তিদর্শনে তিনি বায়ু। যাহা বায়ু, বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ চেতন ব্যতীত বস্ত্বন্তর নহে[৬]। (উঃ ২৩) সেইরূপ, তিনিই শব্দসংবেদন দ্বারা শব্দ এবং তাহা ভ্রান্তিদর্শনমূলক বলিয়া শব্দ নহে। অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে তিনি অশব্দ। অশব্দ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অবোধ্য। (উঃ ২৪) অপিচ, সেই

* জগৎপ্রত্যয়=জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রিতয় বিষয়ক বোধ। অর্থাৎ দ্বৈত বিজ্ঞান। তাহার নিবৃত্তি=তত্ত্ববোধ বা তত্ত্বজ্ঞান। অথবা অদ্বয় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এই অদ্বয়াত্মসাক্ষাৎকার শাস্ত্রে পরপ্রত্যয় ও উৎকৃষ্টপ্রত্যয় প্রভৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। অপিচ, তাহাই এতন্মতের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহাই সর্ব্বসঙ্কল্পের তিরোধানের পর অর্থাৎ সমুদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অণু সর্ব্বস্বরূপ অথচ তাহা কিছুই নহে। কিছুই নহে কথার অর্থ—ভেদ-বর্জ্জিত, অথবা অদ্বৈত। (উঃ ২৫) ঐরূপ, অহম্ভাবতা নিবন্ধন তিনি অহং এবং অহম্ভাববিহীনতাপ্রযুক্ত তিনি নাহং। (উঃ ২৬) অপিচ তিনিই বাস্তব ও অবাস্তব বৈচিত্র্যের কারণ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহারই আবিদ্যক ভ্রান্তিপ্রতিভা অবাস্তবের ও স্বাভাবিকপ্রতিভা বাস্তবের কারণ[৭,৮]। সেই আত্মা বত্নশতদ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনি অহংরূপে লব্ধ থাকিয়াও প্রকৃত পক্ষে অলব্ধ। তাঁহাকে লাভ করিলেও উক্তরূপে লাভ করা লাভ না করা বলিয়া গণ্য হয়[৯] *। (উঃ ২৭) যাবৎ না মূলাজ্ঞাননাশক বোধ উদিত হয় তাবৎ জন্ম বসন্ত ও সংসার লতা বিকশিত হইবেই হইবে। যে অণু-ব্রহ্মের আকার চিৎসত্তা বলিলাম, সে অণু সাকারভাব প্রাপ্তির পর দৃশ্যতুল্য হইয়াছে। সেই জন্য বলা যায়, তিনি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও আত্মহারা[১০,১১]। (উঃ ২৮) এই সম্বিদাণুই (সূক্ষ্ম চিদ্ব্রহ্মই) ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য ও সুমেরুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। (উঃ ২৯) সেই বিমল সংবিদ্ বাহ্যে ও অন্তরে আপনাকে মায়াময়রূপে অবলোকন করেন[১২]। বস্তুতঃই চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য বিদ্যমান, বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিদ্যমান। ইহার দৃষ্টান্ত—অনুরাগীদিগের সাঙ্কল্পিক অঙ্গনা-লিঙ্গন[১৩]। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নিত্য চিৎ যেরূপে সমুদিত হন, উদয়ের পরেও তিনি তদ্রূপেই পরিদৃষ্ট অথবা পরিলক্ষিত হন। তাঁহার সেই প্রাথমিক সংকল্প নিয়তি নামে খ্যাত[১৪]। চিৎ যখন যে ভাবে আবির্ভূত হন তিনি তখনই সেই বিষয়ই দেখেন, তাহার অন্যথা হয় না। শিশুদিগের মনঃ উক্ত বিষয়ের অন্যতম উদাহরণ[১৫]। সূক্ষ্মতম চিদণুর দ্বারা শতযোজনের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত বিশ্ব পরিপূরিত হইয়া আছে[১৬]। (উঃ ৩০) উক্ত অণু সর্ব্বগামী, অনাদি ও রূপাদি বিহীন, অথচ তাহা লক্ষ লক্ষ যোজনেও মিত হয় না। অর্থাৎ ধরে না[১৭]। (উঃ ৩১) যেমন ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষেরা অপাঙ্গবিক্ষেপণাদির দ্বারা যুবতী দিগকে বশীভূত করে, তেমনি, শুদ্ধ চিদালোক (চিদাত্মা) উপাধিচেষ্টানুসারে (উপাধি=মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তদ্দ্বারা) এই পর্ব্বতাদি

---

* কেননা, উক্ত প্রকারের লাভ মোক্ষ কারণ নহে। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ কারণ অদ্বৈত লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। আত্মাদ্বৈত সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম আছেন, এই মাত্র জানা না জানার সহিত সমান।

ও তৃণাদি শালী জগৎকে নর্ত্তিত করিতেছে[১৮।১৯]। (উঃ ৩২) সেই অনন্ত অণু ব্রহ্ম (সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরমাত্মা) স্বীয় সম্বিদ্ দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় মেরু প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[২০]। (উঃ ৩৩) * এই অণু দিক্কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সুমেরু মহা শৈল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী বা জীবরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম। (উঃ ৩৪) তিনি উক্তপ্রকারে বৃহৎ বলিয়া স্থূলতরাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিয়া কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য[২১]।

হে রাক্ষসি! যেমন মেরুর সহিত সর্ষপের তুলনা হয় না, তেমনি, সেই শুদ্ধ সংবেদন স্বরূপ আকাশাত্মা পরমাত্মার সহিত পরমাণু তুলিত হইতে পারে না। তবে যে, তাঁহাতে অণু ও পরমাণু শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা গৌণ প্রয়োগ, মুখ্য নহে। পরমাণু নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, পরমাত্মাও নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। সেই ভাবে অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় পরিচ্ছিন্নতম পরমাণু ও অণু শব্দ প্রয়োজিত হয়[২২]। মায়াই পরমাত্মায় অণুত্ব সৃজন করিয়াছে। মায়ার তাদৃশী সৃষ্টি অবিরুদ্ধ। যেমন সুবর্ণে বলয়ের সৃষ্টি, তেমনি, পরমাত্মায় নানাত্বের সৃষ্টি[২৩]। (উঃ ৩৫) অভিহিত পরমাত্মদীপ আলোক অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক। কেননা, আত্মা ব্যতীত অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশসামর্থ্য নাই। অপিচ, কোনও কালে আত্মপ্রকাশের অভাব নাই। আছে বলিতে গেলে "আমি নাই" বলিতে হয়। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, সমস্তই জড়, সুতরাং আত্মার অভাবে সমুদায় পদার্থের নাস্তিত্ব ও আত্মার অস্তিত্বে সমুদায়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। পরন্তু আত্মার অভাব প্রমাণ ও অনুভব উভয় বিরুদ্ধ। যাহা শুদ্ধ ও কেবল সৎ, তাহাই আত্মা। তাহাতে যে চিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা তাহারই দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে আলোক ও অন্ধকারের কল্পনা করেন[২৪।২৬]। সূর্য্যের, চন্দ্রের ও বহ্নির তেজ তেজস্ত্বে ভিন্ন নহে। ভিন্নতা বর্ণে। অর্থাৎ রঙ্গের প্রভেদ[২৭]। অপিচ, উহারা সকলেই জড় সুতরাং উহারা কোন কিছুর প্রকাশক নহে। কজ্জল বর্ণ নিবিড় নীহার (বাষ্প)ই মেঘ। অতএব, মেঘের ও নীহারের যদ্রূপ প্রভেদ,

* বস্ত্র ঘট্টিত করিয়া তদগ্রে পর্ব্বত চিত্রিত করে। সেই চিত্রিত পর্ব্বতকে বস্ত্র বেষ্টিত বলা যাইতে পারে। বস্ত্র গুটাইলে তন্মধ্যে চিত্রিত পর্ব্বত অবস্থিতি করে। চিত্রিত পর্ব্বত যেমন মিথ্যা, আত্মচৈতন্যে চিত্রিত জগৎব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ মিথ্যা।

আলোকের ও অন্ধকারের বস্তুতঃ সেই রূপই প্রভেদ। অধিক কি বলিব, সমুদায় জড়ের উপলব্ধির অর্থাৎ প্রকাশের নিমিত্ত একমাত্র চিদ্রূপ মহান্ সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই ঐ সকলের অস্তিত্বাদি প্রমাণিত করিতেছেন। তিনি না থাকিলে ঐ সকল থাকিত না[২৮।২৯]। সেই চিৎস্বরূপ আদিত্য আলস্য পরিহীন হইয়া দিবারাত্র সমান সর্ব্বত্র এমন কি প্রস্তর মধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন[৩০]। তাঁহারই কর্ত্তৃক ত্রিলোক প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এখনও তাহা দুর্লভ নহে। এমন কি, শিলোচ্চয়ের অভ্যন্তরেও তদীয় প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেহ যৎপরোনাস্তি তমঃ। অথচ চৈতন্যালোক ইহাকে বিনাশ করেনা, অধিকন্তু গ্রহণ অর্থাৎ প্রকাশ করে। প্রথমে ইহাকে (দেহকে), পরে জগৎকে প্রকাশ করে। যদ্রূপ প্রতাপশালী সূর্য্য কর্ত্তৃক পদ্ম ও উৎপল প্রকাশিত (বিকশিত) হয়, তদ্রূপ, চিত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই প্রকাশিত হয় (আছে বলিয়া অবধারিত হয়)। সূর্য্য অহোরাত্র সৃজন করিয়া স্বীয় আকৃতি প্রদর্শন করেন, সেইরূপ চিৎসূর্য্যও সৎ ও অসৎ অবভাসিত করিয়া স্বকীয় স্বরূপ (আকৃতি) প্রদর্শন করেন[৩১।৩৪]। (উঃ ৩৬) যেমন বসন্তশ্রীর (বাসন্তী শোভার) মধ্যে পত্রফলপুষ্পাদির শোভা নিবিষ্ট থাকে, তেমনি, প্রোক্ত চিদণুর অন্তরেই সমস্ত অনুভব (জ্ঞানকণা বা বৃত্তিজ্ঞান) বিদ্যমান রহিয়াছে। (উঃ ৩৭) যেমন বসন্ত ঋতুর উদয়ে সৌন্দর্য্যপরম্পরা সমুদিত হয়, সেইরূপ, সমস্ত অনুভবই চিদণু হইতে সমুদিত হয়[৩৫।৩৬]। সেই পরমাত্মাণু রসাদি বিহীন, সুতরাং নিঃস্বাদ্, অথচ তাহা হইতে সমগ্র স্বাদুসত্তার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তিনি স্বয়ং নিঃস্বাদু হইয়াও স্বাদ গ্রহণ করেন বা স্বাদ বিজ্ঞাত হন[৩৭]। যে কোন রস, সমস্তই জলে অবস্থিত। সুতরাং জলই রসস্বরূপ। তাদৃশ জল আবার আত্মমূলক; সুতরাং মূল রস আত্মা (উঃ ৩৮) সেই চিৎপরমাণু সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল পদার্থে অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায়, সমগ্র জগৎ তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অভাব এবং স্ফুরণে জগতের ভাব পরিত্যাগ হয়। সুতরাং তাঁহারই স্ফুরণ সকল পদার্থের আশ্রয়[৩৮।৩৯]। (উঃ ৩৯) তিনি আপনাকে গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তরূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া

রাখিয়াছেন। যদ্রূপ হস্তী দূর্ব্বাক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, আকাশাত্মা পরব্রহ্মও কোনও স্থলে আত্মগোপন করিতে সমর্থ নহেন[৪০।৪১]। (উঃ ৪০) যদ্রূপ বাসন্তী রসের উদ্বোধে বনাবলী বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, এই জগৎ প্রলয়পরিলীন হইলেও সেই চিৎপরমাণু অবলম্বনে সজীব (পুনরুত্থানযোগ্য) থাকে। বস্তুতঃই বসন্ত-রসোদ্বোধে বনখণ্ডের উল্লাসের ন্যায় একমাত্র চিত্তসত্তা দ্বারা জগৎ সর্ব্বদা সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন পল্লব ও গুল্ম বসন্তকালীন রস হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ, এই জগৎকে তুমি সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে[৪২।৪৫]। (উঃ ৪১) চিদ্বপুঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের (প্রাণীর) সার (আত্মা) বলিয়া সহস্রকরলোচন, এবং যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম বলিয়া অন-বয়ব[৪৬]। (উঃ ৪২) সেই চিদণু নিমেষও বটে এবং কল্পও বটে। স্বপ্নদৃষ্ট বার্দ্ধক্য ও বাল্য যদ্রূপ, নিমেষ, মহাকল্প, ও কোটীকল্প তদ্রূপ[৪৭]। * অভুক্ত ব্যক্তির "আমি ভোজন করিয়াছি" এতদ্রূপ ব্যর্থ জ্ঞানের ন্যায় এবং ভোজন না করিয়াও "আমি ভোজন করিলাম" এতদ্রূপ জ্ঞান-শালীর জ্ঞানের ন্যায় এবং স্বপ্নানুভূত মরণ জ্ঞানের ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া অবধারণ হইয়া থাকে[৪৮।৫০]। (উঃ ৪৩) প্রলয়কালে এই জগজ্জাল চিদাত্মরূপ পরমাণুতে অবস্থিত থাকে। বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় সমুদায় জগৎ সেই চিৎ পরমাণুতে অবস্থান করে। যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহা আবির্ভূত হয়। বিকার (বিকৃতি) সাবয়ব পদার্থেই দৃষ্ট হয়, নিরাকার বা নিরবয়ব পদার্থে নহে[৫১]। (উঃ৪৪) এই সমুদায় ভূত (যাহা হয় তাহা ভূত) বৃক্ষ যেমন বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ, চিৎ পরমাণু মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় বিশিষ্ট জগৎ অবস্থিতি করে[৫২।৫৩]। তণ্ডুল যেমন তুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনি, নিমেষ ও কল্প, উভয়ই অণু আত্মার এক-দেশ আশ্রয় করতঃ তদ্বেষ্টিত রূপে অবস্থিত রহিয়াছে[৫৪]। (উঃ ৪৫-৪৬) আত্মাণু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন কিছুতেই সংস্পৃষ্ট হন না, অথচ স্বমায়ায় ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জ্জন করতঃ সর্ব্বজগতের কর্ত্তা হন[৫৫]। আত্মরূপ পরমাণু হইতেই জগৎ সমুদিত হয় পরন্তু যাহা বিশুদ্ধ চিৎ

* লীলোপাখ্যানে এই বিষয় উত্তম রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে

তাহা ভোগসম্বন্ধরহিত হইয়াই অবস্থিতি করে। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা নহেন। অপিচ, ইহার কিছু মাত্র বিলীন হয় না। ইহা সেই চিতের ব্যবহার দৃষ্টি মাত্র। (উঃ ৪৭) হে নিশাচরি! জগত্ব হেতুক তিনি "ঘনচিৎ" এই উপশব্দে (নামে) ব্যবহৃত হন। সেই চিদণু দৃশ্যভোগসিদ্ধির নিমিত্ত স্বসংস্থিত আন্তরিক চিচ্চমৎকৃতিকে বাহ্যরূপে ধারণ পূর্ব্বক নেত্র বিহীন হইয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন[৫৮।৫৯]। (উঃ ৪৮) *

হে রাক্ষসি! ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু না থাকিলেও সাধক দিগের শিক্ষার নিমিত্ত "অন্তঃস্থ" "বহিষ্ঠ" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা পরিকল্পিত হয়[৬০]। বস্তুতঃ পূর্ণস্বভাব পরমাত্মায় পদার্থান্তরের অবস্থান অসম্ভব। সুতরাং বুঝা উচিত যে, তিনিই দ্রষ্টা এবং তিনিই দৃশ্য। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে দর্শন করিতেছেন অথচ নিজে অখণ্ডিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। (উঃ ৪৯) হে নিশাচরি, পরমাত্মাতে কিছুই বিস্তৃত হয় না। সুতরাং তিনি বাস্তব দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন না[৬১।৬২]। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত লোচন, চক্ষুঃ তাহার দ্বার মাত্র। সেই চেতনরূপ দৃষ্টি বাসনা-ভাবরহিত স্বীয় বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করতঃ দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হন[৬৩]। যেমন পুত্র ব্যতিরেকে পিতৃতা ও দ্বিত্ব ব্যতিরেকে একত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতা কদাচ সম্ভাবিত হয় না। যেমন পিতা ব্যতিরকে পুত্র ও ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য সম্ভাবিত নহে, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতাও সম্ভাবিত নহে[৬৪।৬৫]। (উঃ ৫০) সুবর্ণ শক্তির দ্বারা বিনির্ম্মিত কটকাদির ন্যায় চিৎ শক্তির দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য পরিনির্ম্মিত হয়। সুবর্ণই কটক নির্ম্মাণ করে, কটক সুবর্ণ নির্ম্মাণ করে না[৬৬]। দৃশ্য সকল জড়ত্ব হেতু দ্রষ্টৃ নির্ম্মাণে সমর্থ নহে। যেমন সুবর্ণে কটকভ্রম হয়, তেমনি, চিৎই জগদ্ভাব প্রকাশন-সমর্থতা প্রযুক্ত মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎস্বরূপে আরোপিত অর্থাৎ কল্পনা করিয়া থাকে। কটকতা অবভাসিত হইলে যেমন হেমের হেমত্ব থাকে না, তদ্রূপ, দৃশ্যতা অবভাসিত হইলে দ্রষ্টৃবপুঃ প্রকাশিত হয়

* চিৎচমৎকৃতি—অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত মায়া শক্তি। সেই মায়া শক্তি বাহ্যিকরূপে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে। ফলিতার্থ—দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্বপ্ন ভ্রান্তির ন্যায় মায়িক ভ্রান্তির মহিমা মাত্র।

না। কিন্তু কটকসংবিত্তিকালেও কাঞ্চন কাঞ্চনভাবেই অবস্থিতি করে, এবং দ্রষ্টার দৃশ্যভাবে অবস্থান কালেও তাঁহার দ্রষ্টৃভাব বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই সত্তার অন্যতর সত্তা অবভাসিত হইলে তৎকালে কদাচ উভয়সত্তা প্রতিভাসিত হয় না। যেমন পুরুষজ্ঞান নিশ্চয় হইলে তৎকালে তাহাতে আর পশুজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না[৩৭।৭১], সেইরূপ, যৎকালে বলয়জ্ঞান না থাকে, তৎকালে হেমের অকটকতা অর্থাৎ কেবল হেমত্ব প্রতিভাসিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত অগ্রসর করিয়া বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যবোধ বিগলিত হইলে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসমান থাকে[৭২।৭৩]। সেই চিদ্বপুঃ আত্মা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য দর্শন করেন। দৃষ্টৃত্ব কালে দৃশ্যতা দর্শন অবশ্যম্ভাবী। অপিচ, দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতেই অবভাসিত হয়। যদি দৃশ্যজ্ঞান বিগলিত হয় তবে অহং দ্রষ্টা—আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় এবং অহং দ্রষ্টা, এ জ্ঞান লুপ্ত হইলেও ইহা আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বাধিত হয়। অর্থাৎ লুপ্ত হয়। যে কালে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃজ্ঞান তিরোহিত হয়, সে কালে (সমাধিকালে) বাক্য পথাতীত স্বস্বতত্ত্ব অবশেষিত হয়। অর্থাৎ মাত্র তাহাই থাকে। দীপ যেমন স্ব-পরপ্রকাশক, অর্থাৎ আপনাকে ও দৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি, সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও আপনাকে, স্বনিষ্ঠদৃষ্টৃত্বজ্ঞানকে ও দৃশ্যকে অবভাসিত করিতেছেন। অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় আত্মাণু কর্ত্তৃক এ সমস্তই সুসম্পন্ন হইতেছে[৭৪।৭৫]। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব, এই তিনই অসৎ ও আগন্তুক। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞান ঐ তিন জ্ঞানকে (প্রভেদবিজ্ঞানকে) গ্রাস করে[৭৭]। যেমন কোনও ভৌতিক পদার্থ জলভূম্যাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, সেই স্বতঃসিদ্ধ অণু (আত্মা) হইতে কোনও পদার্থ ব্যতিরিক্ত নহে[৭৮]। যে হেতু তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বানুভবরূপী, সেই হেতু একত্বানুভবরূপ যুক্তিতে আত্মাদ্বৈত নিরূঢ় হইয়া থাকে[৭৯]। (উঃ ৫১) তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছানুরূপ প্রভেদ সম্পন্ন হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, এ সমস্তই তদীয় ইচ্ছা হইতে অপৃথক্। (উঃ ৫২) এবং তাঁহারই ইচ্ছায় অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এ সকল সলিল রাশি হইতে তরঙ্গ মালার পার্থক্যের ন্যায় পৃথক বলিয়া প্রতীত হয়[৮০]। (উঃ ৫৩) কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। এবং তিনি সকলের আত্মা ও

স্বতঃসিদ্ধ ও সাক্ষাৎ অনুভূতি[৮১]। তিনি সর্ব্বভূতের চেতন ও দর্শনের (চক্ষুরাদির) অগোচর এই নিমিত্ত তিনি সৎ ও অসৎ। চেতন ভাবে সৎ এবং ইন্দ্রিয়াগোচরভাবে অসৎ। চিদ্রূপী বলিয়া তিনিই অসতের প্রকাশক। (উঃ ৫৪) অপিচ, উক্ত মহান্ আত্মায় দ্বিত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত প্রকারে বিদ্যমান। পরন্তু বিবেচ্য এই যে, যদি দ্বিতীয় থাকে, তবে একত্ব সিদ্ধ হয়। কেননা, দ্বিত্ব ও একত্ব আতপ ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সাধক[৮২।৮৩]। উক্ত নিয়মের ফল এই যে, যখন দ্বিত্ব নাই তখন একত্বও নাই। অপিচ, একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের অসিদ্ধতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। যাহা তত্ত্ব তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। যাহা উক্ত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও উক্ত উভয় ধর্ম্মীর ন্যায় অবস্থিত আছে, তাহা তদবভাসিত দ্বৈতাদ্বৈত হইতে অপৃথক্। যেমন দ্রবত্ব জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ[৮৪।৮৫]। (উঃ ৫৫) যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রহ্মের অন্তরে (একাংশে) ত্রিজগতের অবস্থিতি[৮৬]। বলয় যেভাবে স্বর্ণ হইতে পৃথক্, দ্বৈতও সেই ভাবে অদ্বৈত হইতে পৃথক্। তত্ত্ববোধ উদিত হইলে দ্বৈতভাব সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না[৮৭]। বস্তুতঃ, যেমন দ্রবতা সলিল হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে ও শূন্য ব্যোম হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি, দ্বৈতও অদ্বয় ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে[৮৮]। ইহা দ্বৈত ইহা অদ্বৈত এতদ্রূপ জ্ঞান দুঃখের প্রকৃত কারণ। যাহা উভয়ভাববর্জ্জিত সুতরাং কেবল সত্তা, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই পরম বলেন[৮৯]। উক্ত পরম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-মান এই তিন কালের কোনও কালে অনবস্থিত নহেন। তাদৃশ সর্ব্ব-সাক্ষিচিদাত্মারূপ পরমাণুতে দ্রষ্টা, দর্শন, ও দৃশ্য, সমস্তই কল্পিত জানিবে। যেমন, পবনাঙ্গে স্পন্দন, তেমনি, এই জগৎরূপ অণু (ক্ষুদ্র পদার্থ) পরমাত্মাণুর অঙ্গে (একাংশে) বিস্তৃত এবং উপসংহৃত হইতেছে[৯০।৯১]। (উঃ ৫৬) অহো! মায়া কি ভীষণা! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পর-মাণুর (সূক্ষ্ম চৈতন্যের) অন্তরে ত্রিজগৎ, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৯২]। অহো! আশ্চর্য্য! বাস্তব সত্তা না থাকিলেও চিৎপরমাণুতে জগতের অবস্থান। অথবা অসম্ভব নহে। মায়ার দ্বারা সমস্তই সুসম্ভব হয়। ত্রিজগৎ কি? ত্রিজগৎ এক প্রকার বৃহৎ ভ্রম। এমন কিছুই নাই, যাহা ভ্রমের অপ্রদর্শনীয়। (উঃ ৫৭) যেমন ভাণ্ডস্থ বীজে বৃহৎ বৃক্ষের

অবস্থান, তেমনি, চিদণুর অন্তরে জগতের অবস্থান[৯৩,৯৪]। বৃক্ষ যেমন বীজকোটরে শাখা, পল্লব, ফল ও পুষ্প সহ বৃক্ষে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ, চিদণুর উদরে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে[৯৫]। সেই জন্য তাহা কেবল যোগিদিগেরই দৃষ্টি গোচর হয়। বৃক্ষ আপনার পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত বপুঃ পরিত্যাগ না করিয়া বীজমধ্যে অবস্থিতি করে, জগৎও আপনার দ্বৈতাদ্বৈতরূপ অপরিত্যাগে চিৎপরমাণুর অন্তরে অবস্থিতি করে[৯৬]। (উঃ ৫৮) চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতরূপ জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন[৯৭]। বস্তুতঃ দ্বৈত বা অদ্বৈত দুএর কিছুই তত্ত্ব নহে। ইহা জাতও নহে, অজাতও নহে[৯৮]। ইহার বিদ্যমানতাও নাই, অবিদ্যমানতাও নাই। ইহা প্রশান্তও নহে, ক্ষুব্ধও নহে। আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি জগৎ চিদণুর অন্তরে বিদ্যমান নাই[৯৯]। একমাত্র শুভ চিৎই বিদ্যমান আছে, আর সব তুচ্ছ অর্থাৎ নাই। সর্ব্বাত্মিকা চিৎ যখন যেখানে যেরূপ সৃষ্টিপ্রভার দ্বারা সমুদিতা হন, তখন সেস্থানে তিনি সেই রূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন[১০০]। এই পরমাত্মারূপ পরমাণু অনুদিতস্বভাব হইয়াও প্রতিভাসক্রমে (মায়িক প্রচ্ছাদনে বা প্রতিবিম্বনে) সৃষ্টিস্বরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইনি প্রপঞ্চরহিত ও একাত্মা হইয়াও সর্ব্বাত্মকস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরম তত্ত্বই এই জগৎ রূপে সমুদিত হইয়া জন্মমরণাদির বশীভূত হইতেছেন। হে নিশাচরপুত্রি! সেই পরম তত্ত্ব এই জগৎভঙ্গীতে প্রকটিত। সে তত্ত্ব ত্যাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গস্বভাব বলিয়া সর্ব্বত্যাগী এবং সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্ব অত্যাগী। সে তত্ত্ব স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার[১০১,১০৩]। পরমাণুর নিকট মৃণালতন্তু মহামেরু। কেননা, মৃণাল তন্তু দেখা যায়, পরমাণু দেখা যায় না। সুতরাং সেভাবে তাহা মহামেরু। আবার আত্মার নিকট পরমাণু মহামেরু। কেননা, পরমাণু দৃষ্টির অগোচর থাকিলেও বুদ্ধিগম্য; কিন্তু পরমাত্মা সেরূপ নহেন। পরমাণু অপেক্ষা সুদুর্লক্ষ্য পরমাত্মারূপ পরমাণু মধ্যে শত শত মেরু মন্দরাদি ভূধর অবস্থিত রহিয়াছে[১০৪,১০৫]।

হে রাক্ষসি! একমাত্র সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণুই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তৎকর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত, বিরচিত, কৃত ও তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধর্ব্ব-

নগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ইহা বিবিধ বিচিত্র হইলেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সচ্চিদানন্দ সুন্দর দ্বৈতহীন ক্ষুদ্র জগৎ উক্ত প্রকারে পরমার্থপিণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[১০৩।১০৭]।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।
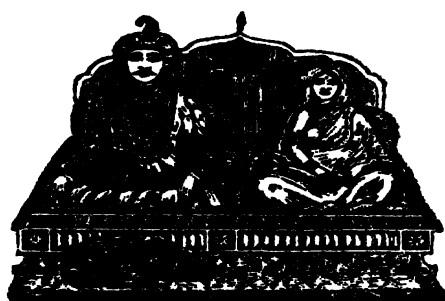
দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, নিশাচরী কর্কটী কিরাতরাজ সকাশে আপন প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া ব্রহ্মপদপ্রচ্যুতিকারক সংসার চাপল্য পরিত্যাগ করিল[১]। এবং সন্তাপশূন্যা হইয়া যেমন বর্ষাগমে ময়ূর ও কৌমুদীসমাগমে কুমুদ্বতী অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অন্তঃশীতলতা ও পরম বিশ্রান্তি পদ লাভ করিল[২]। যেমন মেঘরব শ্রবণে বকীর আনন্দোদয় হয়, রাজার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণে নিশাচরীর সেইরূপ আনন্দোদয় হইল[৩]। তখন সে কহিল, হে ধীরদ্বয়! এখন বুঝিলাম, আপনাদিগের বুদ্ধি অতি পবিত্র ও সারসম্পন্ন জ্ঞানার্কে উদ্ভাসিত[৪]। যেমন নির্ম্মল শশিমণ্ডল হইতে শুভ্র সুশীতল জ্যোৎস্না প্রসৃত হয়, সেইরূপ, ভবদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে বিবেকামৃত প্রসৃত হইয়া আমাকে সুশীতল করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ভবাদৃশ বিবেকিগণ পরম পূজ্য ও সেবনীয়। যেহেতু, কুমুদ্বতী যেমন চন্দ্রসংসর্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আমি আজ্ সেইরূপ আপনাদের সংসর্গে পরম প্রফুল্লতা লাভ করিলাম[৫।৬]। যেমন কুসুম সংসর্গে সৌরভ লাভ হয়, সেইরূপ, সাধুসংসর্গে শুভ লাভ হইয়া থাকে। যেমন অর্কসংসর্গে পদ্মিনীর ম্লানতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, মহতের সংসর্গে দুঃখসংযোগের বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে অভিভূত হয়[৭।৮]? আমি আজ্ জঙ্গলমধ্যে তুভাস্করসদৃশ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা আমার সৎকারার্হ। সেজন্য আমার ইচ্ছা—আমি বর প্রদান দ্বারা আপনাদিগের সৎকার করি। অতএব হে নরবরদ্বয়! আপনাদিগের বাঞ্ছিত কি তাহা শীঘ্র বলুন[৯]।

রাজা বলিলেন, হে রাক্ষসকুলকাননমঞ্জরি! এই জনপদে জনগণ বিষূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তাপ ভোগ করে। সেই হৃদয়শূলন রোগ ঔষধে শমতা প্রাপ্ত হয় না দেখিয়া আজি রাত্রিচর্য্যায় বহির্গত হইয়াছি। আমাদিগের অভিপ্রায়—ভবদ্বিধ ব্যক্তির নিকট মন্ত্র (মন্ত্রণা) লাভ করি। যাহারা তোমার ন্যায় অজ্ঞলোকবিনাশী, তাহাদিগকে দমন করিব। ইহাও আমাদের অন্যতম বাসনা। হে শুভে!

এক্ষণে তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি যেন আর প্রাণিহিংসা না কর। সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনা পূরণে অঙ্গীকার করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই[১০।১৪]।

রাক্ষসী হৃষ্টা হইয়া বলিল, রাজন্! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য-প্রভৃতি আর প্রাণিহিংসা করিব না[১৫]।

রাজা বলিলেন, হে ফুল্লপদ্মাক্ষি! পর দেহ ভক্ষণ করাই তোমার একমাত্র জীবিকা। সেজন্য আমার আশঙ্কা—যদি তুমি পরশরীর ভক্ষণ না কর, তাহা হইলে মৎসমীহিত অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিলে কিরূপে তোমার দেহ রক্ষা হইবে[১৬]? রাক্ষসী কহিল রাজন্! আমি এই পর্ব্বতে ছয় মাস সমাধিস্থা ছিলাম। সম্প্রতি সমাধি হইতে উত্থিতা হওয়ায় আমার ভোজনবাসনা হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার পর্ব্বতশিখরে গমন পূর্ব্বক সমাধি গ্রহণ করিয়া যত কাল ইচ্ছা, শালভঞ্জিকার ন্যায় নিশ্চল-ভাবে সুখে অবস্থিতি করিব[১৭।১৮]। আমি স্থির করিতেছি যে, আমি ধ্যানাবলম্বন করতঃ যত দিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ করিব, পরে যথা কালে দেহ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ! যত দিন শরীর ধারণ করিব, তত দিন আর আমি পরপ্রাণ বিনাশ করিব না। এক্ষণে আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৯]।

উত্তর দিকে হিমবান্ নামে এক উন্নত মহাশৈল অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ শৈল জ্যোৎস্নাসদৃশ সুশুভ্র ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি সেই মহাশৈলের হেমশৃঙ্গ নামক শৃঙ্গে তত্রস্থ দরীরূপ গৃহে (দরী=পর্ব্বতের গুহা) আয়সী (লৌহসূচী) হইয়া মেঘলেখার ন্যায় বাস করিতাম। আমি রাক্ষসকুলসম্ভূতা এবং আমার নাম কর্কটী[২০।২২]। একদা আমি জনবিনাশ বাসনায় ব্রহ্মার আরাধনা করিলে, তিনি আমার তপস্যায় বশীভূত হইয়া আমার প্রার্থনানুসারে আমাকে প্রাণঘাতিনী সূচী ও বিসূচী হওয়ার বর প্রদান করিলেন[২৩]। আমি বর প্রাপ্তা হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বিসূচিকারূপে অসংখ্য প্রাণি ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্তু আমি তাঁহারই নিয়মানুসারে তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিনী হওয়ায় গুণবান্ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হই না[২৪।২৫]। হে রাজন্! আপনি সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদয়শূলন উপ-শান্ত হইবে। পূর্ব্বে আমি জনগণের হৃদয় আক্রমণ করতঃ শোণিত

শোষণ করিলে তাহাদের নাড়ী সকল বিকল (রক্তশূন্য) হইয়া যাইত। আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া যে সমস্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিতাম, সেই সুদুর্ব্বলনাড়ী ব্যক্তি হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারাও তদনুরূপ বিকলনাড়ী (রক্তশূন্য) হইত। পরিষ্কার কথা এই যে, মদীয় আক্রমণ সাংঘাতিক; পরন্তু যদি দৈবাৎ মদীয় আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইত তাহা হইলে তাহাদের সন্তান পরম্পরা রুগ্ন ভুগ্ন বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত[২৬।২৮]।

হে রাজন্! সত্বশালী জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আপনি সেই বিসূচিকা মন্ত্র অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। হে নরপতে! নাড়ীকোশস্থিত শূলের পরিশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা যে মন্ত্র কহিয়াছিলেন, আপনি শীঘ্র তাহা গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আসুন, আমরা নদীতীরে গমন করি; কৃতাচমন ও সংযত হই, পরে আপনি আমার নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন[২৯।৩১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই রাত্রে সেই রাক্ষসী সেই মন্ত্রী ও ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর সুহৃদ্ভাবে নদীতীরে গমন করিল[৩২]। রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর সৌহৃদ্য অবগত হইয়া তাহার শিষ্য হইলেন[৩৩]। পরে রাক্ষসী ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত সেই বিসূচিকামন্ত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। অনন্তর নিশাচরী সুহৃদ্ভাবাপন্ন রাজাকে ও রাজমন্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে, রাজা তাহাকে কহিলেন, হে মহাদেহশালিনি! আপনি আমাদিগের গুরু ও বয়স্যা। অতএব, হে সুন্দরি! আমরা প্রযত্নসহকারে আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি কদাচ আমাদিগের প্রণয় মিথ্যা করিবেন না। আমরা জানি, সুজনের সৌহার্দ্দ, দর্শন মাত্রেই পরিবর্দ্ধিত হয়। তাই আমাদের প্রার্থনা—আপনি স্বীয় শরীরকে অল্পমাত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া আমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থিতি করুন[৩৪।৩৮]।

রাক্ষসী বলিল, রাজন্! আমি মানবী রূপ ধারণ করিলে আপনি আমাকে মনুষ্যোচিত ভোজন পানাদি দানে সমর্থ হইবেন। যদি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে থাকি, তাহা হইলে কি দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করিবেন? রাক্ষসদিগের ভক্ষ্য বস্তু আমার তৃপ্তিজনক হইতে পারিবে, পরন্তু সামান্য জনগণের খাদ্যে আমার তৃপ্তিসাধন হইবে না। কেননা, যাবৎ দেহ,

তাবৎ পূর্ব্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না[৩৯]।[৪০]।

রাজা বলিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি কিছুদিন মানবস্ত্রীরূপ ধারণ করতঃ মাল্যধারিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে আমার গৃহে বাস কর। পরে শত শত পাপাচারপরায়ণ চোর ও অন্যান্য বধার্হ ব্যক্তি রাজ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে সুভোজন প্রদান করিব। তুমি তখন মানবীরূপ পরিত্যাগ ও রাক্ষসীরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত গ্রহণ করতঃ হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়া যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। যাহারা মহাভোজী, নির্জ্জনে ভোজন করা তাহাদের সুখের হেতু। ঐরূপে, তৃপ্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিবে। পরে পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইবে। সমাধি হইতে বিরতা হইয়া পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য বধ্য জনগণ লইয়া যাইবে। এরূপ হিংসা তোমার অধর্ম্মজনক হইবে না। ধর্ম্মবিৎগণের নির্ণয়—ধর্ম্মানুসারে হিংসা করুণার সদৃশ। ভদ্রে! ভরসা করি, তুমি সমাধি বিরতা হইলে অবশ্যই আমার নিকট আগমন করিবে। আমরা জানি—অসৎদিগেরও বদ্ধমূল সৌহৃদ্য নিবৃত্ত হয় না[৪১]।[৪৭]।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আপনি উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন। অবশ্যই আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। কোন্ ব্যক্তি সুহৃদ্-বাক্য অবহেলন করে[৪৮]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর সেই রজনীতে রাক্ষসী হার, কেয়ূর, কটক ও স্রগ্দাম ধারিণী বিলাসপরায়ণা রমণী হইয়া "মহারাজ! আগমন করুন" এই বাক্য কহিয়া সেই গমনশীল ভূপতির ও মন্ত্রীর অনুগামিনী হইল[৪৯]।[৫০]। পরে রাজসদন প্রাপ্ত হইয়া এক রমণীয় গৃহে গমন করতঃ তাহারা পরস্পর কথোপকথন দ্বারা সেই রজনী অতিবাহিত করিল। পরে রাক্ষসী প্রভাতকালাবধি স্ত্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং রাজা ও মন্ত্রী ইঁহারা জনপালন ও বধ্য বধ প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন[৫১]।[৫২]।

অনন্তর ছয় দিবসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিন সহস্র বধ্য সংগ্রহ করিয়া রাক্ষসীকে প্রদান করিলেন। তখন সে নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা ভীষণা রাক্ষসী হইয়া রাজার অনুমতিক্রমে দরিদ্রলব্ধ হেমের ন্যায় সেই তিন সহস্র লোককে ভুজমণ্ডলে গ্রহণ পূর্ব্বক হিমা-

চলশৃঙ্গে গমন করিল[৫৩।৫৬]। পরে সেই সমস্ত লোক ভক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করতঃ দিনত্রয় সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইল। রাক্ষসী সেই প্রকারে চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সেই রাজসভায় গমন পূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ দ্বারা কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার বধ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ ভক্ষণ করিত[৫৭।৫৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অদ্যাপি সেই রাক্ষসী জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানপরায়ণা হইয়া অবস্থিতি করে এবং সমাধি হইতে উত্থিতা হইয়া সৌহৃদ্য বশতঃ সেই কিরাতরাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক বধ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে[৬০]।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তদবধি সেই কিরাতরাজ্যে যে সমস্ত ভূপাল জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সহিত সেই রাক্ষসীর মিত্রতা জন্মিয়া থাকে[১]। রাক্ষসী তদবধি সেই কিরাতরাজ্যের পিশাচভয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মহোৎপাত ও সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণ করে[২]। রাক্ষসী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ধ্যাননিরতা থাকে, ধ্যান ভঙ্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক রাজ-সঞ্চিত বধ্যদিগকে গ্রহণ করে[৩]। অদ্যাপি তত্রত্য মহীপালগণ সুহৃদের সম্মান রক্ষার্থ বধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন[৪]। সেই রাক্ষসী কিরাত-জনপদে "কন্দরা" ও "মঙ্গলা" এই দুই নামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদোদরে অবস্থিত রহিয়াছেন। তদবধি তথায় যিনি ভূপালপদে অধিরূঢ় হন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে তিনি অন্যপ্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন[৫।৭]। যে নৃপাধম ভগবতী কন্দরা দেবীর প্রতিষ্ঠা না করে, কন্দরা তাহার সমস্ত প্রজা বিনষ্ট করেন[৮]। তাঁহার পূজা করিলে জনগণের বাসনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার পূজা না করিলে কাহার কোন প্রকার বাসনা পূর্ণ হয় না। অধিক কি বলিব, সেই ব্যক্তি বহুবিধ অনর্থপরম্পরার ভাজন হয়[৯]। সেই দেবী বধ্যলোকোপহারদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার ফলদায়িনী চিত্রস্থা প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রকারে বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন এবং পরমবোধবতী সেই রাক্ষসী কিরাতমণ্ডলের দেবতা হইয়া জয়যুক্তা হইতেছেন[১০।১১]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি হিমপর্ব্বত স্থিতা কর্কটী রাক্ষসীর মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম[১]। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! হিমালয়গহ্বর-স্থিতা রাক্ষসী কিরূপে কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল? এবং তাহার কর্কটী নাম হইবারই বা কারণ কি? আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন[২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসদিগের কুল (বংশ) অসংখ্য। তাহারা স্বভাবতঃ কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হরিত এবং কেহবা উজ্জ্বল বর্ণ[৩]। এই রাক্ষসীর কৃষ্ণবর্ণতা কুলানুরূপ এবং কর্কটপ্রাণিসদৃশ কর্কট নামক রাক্ষস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কর্কটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল[৪]। ইহারও আকৃতি কর্কটের সদৃশ (কাঁকড়ার ন্যায় দীর্ঘ হস্তপদাদি) ছিল। রাঘব! আমি বিশ্বরূপ (ব্রহ্ম) নিরূপণোদ্দেশে ও অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণ করতঃ সেই পরমার্থনিরূপিকা আখ্যায়িকা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম[৫]।

এই আদ্যন্তরহিত অসম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরম কারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে[৬]। যদ্রূপ বারিমধ্যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাও সেই পরম পদে অবস্থিত রহিয়াছে[৭]। যেমন কাষ্ঠমধ্যগত বহ্নি অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেও মর্কটাদির শীত নিবারণ করে, তেমনি, ব্রহ্ম, নানা কর্ত্তার ন্যায় হইয়া নানাপ্রকার জগৎ সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যতা পরিত্যাগ হয় না[৮।৯]। যেমন কাষ্ঠে বৃথা শালভঞ্জিকা (প্রতিমা) বুদ্ধি উদিত হয়, তেমনি, এই জগৎ, সৃষ্ট না হইলেও সৃষ্টরূপে অনুভূত হয়[১০]। অঙ্কুর ও বীজ অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, অথচ তদ্দ্বয় মনোমধ্যে ভিন্ন প্রকারে সমুদিত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও চেত্য (চিত্তের জগৎ দর্শন শক্তি) অভিন্ন বা এক, অথচ তদ্দ্বয় ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়[১১।১২]। ভেদ অবিচার মূলক। সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। ভেদের অবাস্তবতা এইজন্য বলা যায় যে, সদ্বিচার উদিত হইলে তখন

আর ভেদ থাকে না[১৩]। হে রঘুনাথ! এ ভ্রান্তি যেস্থান হইতে আসিয়াছে, সেই স্থানেই গমন করুক। অথবা তুমি প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্ম অবগত হইয়া এই ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর[১৪]। মদীয় বাক্যরূপ অস্ত্রদ্বারা তোমার ভ্রান্তিগ্রন্থি ছিন্ন হইলে, তুমি অভেদ বুদ্ধির দ্বারা সেই পরম বস্তু অবগত হইতে পারিবে। অবশ্যই তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া এই চিৎসমুৎপন্ন অনর্থশ্রী ও ইহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। তুমি আমার বাক্যাবলম্বনে প্রবুদ্ধ হইলে "জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম" এই সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই[১৫।১৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ কি প্রকারে সেই পরম পদ হইতে অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অভিন্নতাই বাস্তব; ভিন্নতা কাল্পনিক। কেবল উপদেশের নিমিত্তই অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই ভেদ বোধক শব্দরাশি সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্যবহারিক মাত্র। বাস্তবিক নহে। যেমন বালকের উপদেশ উদ্দেশে উপদেশকগণ বেতালাদির কল্পনা করেন, সেইরূপ[১৮।২০]। ফলতঃ যাহাতে দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই নাই, তাহাতে সঙ্কল্প বিকল্পের সম্ভাবনা কি? অজ্ঞানীরাই ভেদ জ্ঞান বহন করতঃ বহুবিধ বিবাদ করে। কারণ-কার্য্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, হেতু-হেতুমান্, অবয়ব-অবয়বী, ব্যতিরেক-অব্যতিরেক, পরিণাম-অপরিণাম, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি যে কিছু ভেদ ব্যবহার সমস্তই অজ্ঞদিগের মিথ্যাময়ী কল্পনা ও অনভিজ্ঞবোধার্থ অনুবাদ। যাহা বস্তু তাহাতে কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাহা এক অখণ্ড অদ্বৈত। তত্ত্ব জ্ঞান হইলে অদ্বৈতই অবশেষিত হয়[২১।২৫]। রাম! যখন তোমার তত্ত্ব বোধ উদিত হইবে তখন তুমি বুঝিবে যে, আদ্যন্তবর্জ্জিত, বিভাগরহিত এবং এক অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময় এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই[২৬]। হে রঘুনাথ! যাহারা বুদ্ধ নহে, তাহারাই আপন আপন বিকল্প জ্ঞানের (শব্দশ্রবণজনিত মিথ্যা ভেদজ্ঞানের) প্রশ্রয়ে ঐরূপ ঐরূপ বিবাদ করে পরন্তু যাহারা বুদ্ধ, বোধপ্রাপ্ত, তাহাদের দ্বিধাভাব থাকে না, অস্তমিত হইয়া যায়। দ্বৈত মিথ্যা হইলেও তাহা ব্যবহার দশায় অর্থাৎ তত্ত্ব বোধের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জুসর্প দর্শনে সত্য ভয়কম্পাদি

ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি, মিথ্যা দ্বৈতের অনুবাদ করিয়া উপদেষ্টৃগণ সত্য ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহারসিদ্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না। যাহার শব্দশক্তির গ্রহ (জ্ঞান) নাই অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক বস্তুর বাচক, অমুক বস্তু অমুক শব্দের বাচ্য, ইত্যাদি-বিধ বোধ নাই, সে ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝান যায় না। সেইজন্য ব্যবহার সিদ্ধ দ্বৈত গ্রহণীয় হয়। নচেৎ বিচার দৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ[২৭।২৮]। অতএব, হে রাঘব! তুমি শব্দজনিত ভেদ অনাদর করিয়া, মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিকে মহাবাক্যার্থে নিমগ্ন করতঃ অর্থাৎ চিত্তকে এক অখণ্ডাদ্বৈতাকার করিয়া, আমার বাক্য সকল শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগৎ এক অখণ্ড মৌন অর্থাৎ অদ্বৈত অবশেষিত হইয়াছে[২৯]। এই জগৎ গন্ধর্ব্ব পুর পত্তনের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। হে অনঘ! যে প্রকারে এই জগদ্রূপিণী মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি দৃষ্টান্ত সহ তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণের দ্বারা ইহার ভ্রান্তিময়তা অব-ধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার বাসনারাশি বিনষ্ট হইবে[৩০।৩২]। এই ত্রিজগৎ মনের মনন (কল্পনা) দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে তুমি শান্তাত্মা হইবে ও আপনি আপনাতেই থাকিবে[৩৩]। রাম! মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসার্থ মদীয় বাক্যে মনঃসংযোগ করিবে ও বিবেকরূপ ঔষধের প্রতি যত্নবান্ হইবে[৩৪]। তুমি বক্ষ্যমাণ আখ্যা-য়িকা শ্রবণ করতঃ তদনুসারে অবস্থিত হইতে পারিলে; জানিতে পারিবে, সংসারে একমাত্র চিত্তই প্রকাশমান আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এমন কি, শরীরাদিও নাই। বস্তুতঃ রাগদ্বেষদূষিত চিত্তই সংসার; তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে সংসারমুক্ত হওয়া যায়[৩৫।৩৬]। চিত্তই সাধ্য, পালনীয়, বিচারণীয়, আহরণীয়, ব্যবহরণীয়, সঞ্চারণীয় ও ধারণীয়। * আকাশসদৃশ (অশরীরী) চিত্ত স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ (দৃশ্য-

---

* যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহা সাধনপ্রয়োগে সাধ্য হয়। যাহা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা পালনীয় অর্থাৎ রক্ষণীয় হয়। অসিদ্ধ সাধনের নানা পথ বা নানা উপায় থাকিলে কোন্ উপায় সুগম? তাহা বিবেচনা করার নাম বিচার। যাহা তদযোগ্য তাহা বিচারণীয়। দেশান্তরে বা সময়ান্তরে সিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহা নিকটে বা বর্ত্তমানে অসিদ্ধ আছে, সেরূপ হইলে উপায় প্রয়োগে নিকটস্থ ও বর্ত্তমান করা

জাল) ধারণ করিতেছে। চিত্তই অহম্ভাবরূপে দেহাদিতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৩৭।৩৮]। যাহা চিত্তের চিদ্‌ভাগ (চৈতন্যভাগ) তাহাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার বা কল্পনাশক্তির বীজ। যাহা জড়ভাগ তাহাই ভ্রমাত্মক জগৎ[৩৯]। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্ত যখন অবিদ্যমান বা অস্পষ্ট ছিল তখন ব্রহ্মা এ সকল স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়াও দেখিতেন না। পরে তিনি কালে সংবিদ্‌-দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়; জড়সংবিদ্‌দ্বারা (জড়ভাবের বুদ্ধি) শৈলাদি ও সূক্ষ্মসংবিদ্‌দ্বারা লিঙ্গসমষ্টিরূপাত্মক সূক্ষ্ম হিরণ্য গর্ভ, এই ত্রিবিধ দেহ অনুভব করেন[৪০।৪১]। অথচ উক্ত দেহত্রয় শূন্যস্বরূপ; সুতরাং বাস্তব নহে। সেই মনোময় আত্মবপু সর্ব্বগামী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। চিত্তরূপ বালক অবোধতা প্রযুক্তই জগৎকে যক্ষস্বরূপে (অপূর্ব্ব বস্তু) অবলোকন করিতেছে। আবার প্রবুদ্ধ হইলে ইহাকে নিরাময় আত্মা-রূপে দর্শন করিবে। আত্মা যে প্রকারে দ্বিত্ব ও ভ্রমদায়ক রূপে দৃষ্ট হন, আমি বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলির দ্বারা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করি, তুমি প্রণিহিত হও[৪২।৪৪]। আমি যুক্তি সমবেত মধুর পদপদার্থ যুক্ত, ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। সে উপাখ্যান শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হয়। হে অনঘ! এক মাত্র স্বাত্মভ্রান্তিই আপনাকে জগৎ স্বরূপে বিস্তৃত করিয়াছে। যেরূপে জগন্মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৪৫।৪৭]।

হইলে তাহা আহরণ নাম প্রাপ্ত হয়। আয়ত্তাধীন বস্তুকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করার নাম ব্যবহার। তদ্‌যোগ্য করার নাম ব্যবহরণীয়। ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে অশ্বাদি সঞ্চা-রণীয় এবং ভূষণাদি স্থাবর বস্তু ধারণীয়। এই কয়েকটী সংজ্ঞায় জগতের সর্ব্বপ্রকার পদার্থ নিবিষ্ট আছে।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ঐন্দবোপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে এই জগৎ সম্বন্ধীয় কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে "ভগবন্! এই সমুদায় দৃশ্য কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নিকট এক বৃহৎ ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন১।৩।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! যেমন জলাশয়ের জল বিচিত্র আবর্ত্তাকারে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, একমাত্র জগৎশক্তিসম্পন্ন মনই দৃশ্য জগদ্রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে৪। পূর্ব্বকালে আমি কোন এক কল্পের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জগৎ সৃষ্টির অভিলাষ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর৫।

একদা আমি দিবাবসানে নিখিল সৃষ্টি পরম্পরা সংহার করিয়া স্বস্থ ও একাগ্র চিত্ত হইয়া যামিনী যাপন করিলাম৬। * অনন্তর নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে নয়নদ্বয় সংযোজিত করিলাম৭। দেখিলাম, কেবল মাত্র অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে আলোক ও অন্ধকার দুএর কিছুই নাই। অনন্তর আমি মনে করিলাম, এই গগনে আমি সৃষ্টি অনুসন্ধান করিব। পরে ঐরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আমি একাগ্র চিত্তে স্রষ্টব্য বস্তু সকল পর্য্যালোচনা বা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি মনের দ্বারা সেই বিস্তৃত অব্যক্তাকাশে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলাম। সে সকল ব্যাঘাত

---

* ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি এবং রাত্রিতে মহাপ্রলয়। তাঁহার এক দিনে আমাদের এক কল্প। কল্পের আদি ও সৃষ্ট্যারম্ভ সমান কথা। এস্থলে আকাশ ও নভোমণ্ডল প্রভৃতি শব্দের অর্থ মায়াশক্তি।

রহিত অর্থাৎ বিশেষ সুশৃঙ্খল, ও মহারম্ভযুক্ত[৮।১০]। আরও দেখিলাম, সেই ব্রহ্মাণ্ডে দশ ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। তাহারা সকলেই অবিকল আমার ন্যায় এবং সকলেই আমার ন্যায় পদ্মকোষনিবাসী ও রাজহংস সমারূঢ়[১১]। সে সকল সৃষ্টি (ব্রহ্মাণ্ড) বিষ্ণু প্রভৃতির দ্বারা পালনাদি ব্যবস্থায় নিরর্গল অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী, ও বর্ষণকারী মেঘ রহিয়াছে এবং সে সমস্তই অনাবৃষ্ট্যাদিদোষরহিত। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও নদী প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উষ্ণস্পর্শ মরীচিমালা বিস্তার করিতেছে, নভোমণ্ডলে সমীরণ প্রস্ফুরিত হইতেছে[১২।১৩]। স্বর্গে দেবগণ ও ভূতলে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে, পাতালে দানব ও ভোগীগণ (সর্পগণ) বিচরণ করিতেছে[১৪], কালচক্র স্থাপিত রহিয়াছে; শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু শীতাতপ প্রদান করিতেছে, কালানুসারে ফল পুষ্পাদি উদ্ভূত হইয়া মহীমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে[১৫]। সর্ব্বত্রই বিহিত ও নিষিদ্ধ আচার প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র তদ্বোধক স্মৃত্যাদি গ্রন্থ, এবং সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে। তত্রস্থ প্রাণিগণ ভোগমোক্ষফলার্থী হইয়া তাহা লাভের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে কালে কালে প্রযত্ন করিতেছে ও তাহারা স্বর্গ নরকাদিফলভোগও করিতেছে[১৬।১৭]। সর্ব্বত্রই প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী সপ্ত লোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও অষ্ট কুলাচল প্রস্ফুরিত হইতেছে[১৮]। তমঃপুঞ্জ কোন স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কোন স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং কুঞ্জাদিতে (লতার ঝোপ্‌কে কুঞ্জ বলে) যেন সস্নেহে তেজের সহিত সংমিলিত হইতেছে[১৯]। তারকানিকররূপ-কেশরসম্পন্ন-নীলবর্ণনভোরূপনীলোৎপলে অভ্রখণ্ডরূপ ভ্রমররাজি পরিভ্রমণ করিতেছে[২০]। যেমন সুশুভ্র শাল্মলীর তুলা তদীয় অষ্ঠীলায় (ফলকর্পরে কর্পর=আবরণ ছাল।) অবস্থিত থাকে, তেমনি, হিমালয়ের গুহাদি প্রদেশে ঘনীভূত সুশুভ্র নীহার রাশি অবস্থিত রহিয়াছে[২১]। লোকালোক পর্ব্বত যাহার মেখলা, অর্ণবের ঘোর গর্জ্জন যাহার অলঙ্কার ধ্বনি, তমঃখণ্ড যাহার ইন্দ্রনীলমণিপ্রভা, যিনি অন্তর্গত রত্নরাজি-দ্বারা রত্নসম্পন্ন, ধান্যাদি শস্য সকল যাহার অধরসুধা, প্রাণিগণের বাক্যালাপ যাহার বাক্‌বিলাস, তাদৃশী পৃথিবী দেবী সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তঃপুরাঙ্গনার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন[২২।২৩]। সমুদায়

ব্রহ্মাণ্ডেই সম্বৎসরলক্ষ্মী (শ্রী) শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উৎপলমালাধারিণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন[২৪]। অহো! অন্তরালে অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল সন্নিবিষ্ট থাকায় ব্রহ্মাণ্ডগণ তদালোকে আলোকিত দাড়িম ফলের ন্যায় আরক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৫]। ত্রিপ্রবাহা ও ত্রিপথগা গঙ্গানদী জগতের ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্য এই ত্রিস্থানে বিরাজিত থাকিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন[২৬]। দিকরূপ লতানিকরে তড়িতরূপ পুষ্পসমন্বিত মেঘরূপ পল্লব সকল বায়ুকর্ত্তৃক বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে[২৭]। মদ্দৃষ্ট এবম্বিধ জগৎ, যাহাতে সমুদ্র, ভূমি ও আকাশ, এই তিনের সমাবেশ, তাহা গন্ধর্ব্ব-নগরীয় উদ্যানে অবস্থিত লতার অনুরূপ অনুভূত হইল। * ভুবনান্তরালে দেব, অসুর, নর ও উরগগণ উড়ম্বরমধ্য স্থিত মশকের ন্যায় ঘুমঘুম রব করতঃ অবস্থিত রহিয়াছে। অতর্কিত সর্ব্বনাশ প্রতীক্ষাকারী কাল যুগ, কল্প, ক্ষণ, কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে নিরন্তর বহমান হইতেছে[২৮।৩০]।

বৎস! আমি স্বীয় বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, ইহা কি! কি দেখিলাম! আমি মাংসময় চক্ষুর্দ্বারা যাহা কখন দেখি নাই সেই মায়িক সৃষ্টি আজ্ আমি চিত্তাকাশে দর্শন করিলাম! কি আশ্চর্য্য! [৩১।৩২]।

পরে আমি আকাশস্থিত সেই সকল জগৎ হইতে এক সূর্য্যকে সমাহ্বান করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেবদেব! হে ভাস্কর! হে মহাদ্যুতে! আসুন, আপনার মঙ্গল হউক। আমি জানিতে চাহি, তুমি কে? তোমার সম্বন্ধীয় এই জগৎ এবং অন্যান্য জগৎ কাহার দ্বারা সৃষ্ট? হে অনঘ! যদি তুমি অবগত থাক, তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৩৩।৩৫]।

তাঁহাকে ঐরূপ কহিলে তিনি আমাকে অবলোকন পূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নমস্কার পূর্ব্বক আমাকে উদার বাক্যে পশ্চাদুক্ত কথা বলিলেন। বলিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি সমুদায় দৃশ্য প্রপঞ্চের

* গন্ধর্ব্বনগর—ভ্রমক্রমে আকাশে পরিদৃষ্ট পুর। মেঘবিশেষের সংস্থান অনুসারে আকাশে কখন কখন ক্ষণিক দৃষ্টিবিভ্রম হইয়া থাকে। হটাৎ বোধ হয়, যেন একটা নগর। তাদৃশ নগর গন্ধর্ব্বনগর। তত্রস্থ উদ্যান, ও তন্মধ্যবর্ত্তী লতা। সমস্তই মিথ্যার বা ভ্রান্তির বিলাস। তাহার ন্যায় বর্ণিত জগৎও ভ্রান্তির বিলাস।

কারণ, অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি জানিয়াও মদুক্তি শ্রবণে আপনার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আমার অচিন্তিত উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন[৩৭।৩৮]। হে মহাত্মন্! হে ঈশ্বরাত্মন্! আপনি ইহাই জানুন যে, যাহা নিরন্তরিত জগদ্রচনাশক্তিশালিনী, যাহা কখন কোথাও সৎ ও কখন কোথাও অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং যাহাকে সৎ কি অসৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জানা সুকঠিন, অতএব, ব্যামোহ (ভ্রান্তি) দায়িনী, এবং যাহাতে কাল দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎসত্তা প্রদর্শনের কৌশল নিহিত আছে, তাহার দ্বারা এই দৃশ্য (অনির্ব্বাচ্য) বিস্তৃত হইয়াছে সত্য; পরন্ত এ সমস্তই মন বা মনের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৯]।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ।

অতঃপর সূর্য্য বলিলেন, হে মহাদেব! আপনার কল্পনামক পূর্ব্ব-দিবসে (এতৎকল্পের পূর্ব্বকল্পে) জম্বুদ্বীপের এক কোণে কৈলাস নামক যে শৈল আছে তাহার সমতল প্রদেশে স্বুবর্ণজটনামে প্রসিদ্ধ এক স্থান আছে। সেই স্থানে আপনার মরীচি প্রভৃতি পুণ্যবান্ তনয়গণ প্রজা (নিজ সন্তান পরম্পরার) নিবাসার্থ উৎকৃষ্ট ও স্বুখপ্রদ মণ্ডল (বাসযোগ্য ভূমি বা স্থান) কল্পনা করিয়া ছিলেন১।২। সেই মণ্ডলে (বাসভূমে) কশ্যপকুলোদ্ভব ধর্ম্মপরায়ণ বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ শান্তস্বভাব ইন্দু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন৩। মহাত্মা ইন্দু সেই সর্ব্বস্বুখপ্রদ মণ্ডলে (রাজ্যে) বাস করিতেন এবং তাঁহার অপরিজ্ঞাতনামা প্রাণসমা ভার্য্যাও তৎসঙ্গে বাস করিতেন৪। যেমন মরুভূমিতে তৃণের উৎপত্তি হয় না, তেমনি, সেই ভার্য্যাতে তাঁহার সন্তানোৎপন্ন হইল না। শর-লতা (তৃণগুচ্ছ) যেমন পত্র পুষ্প ফল বিহীন বলিয়া শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, তদীয় ভার্য্যা ঋজু, গৌরী ও বিশুদ্ধচরিত্রা হইলেও অপুত্রতানিবন্ধন শোভা প্রাপ্ত হইল না।

তদনন্তর, অপুত্রতা নিবন্ধন খিন্নমনা সেই বিপ্রদম্পতী তপস্যার্থ কৈলাস ভূধরের কোন এক প্রদেশে অধিরূঢ় হইলেন এবং তথায় জনশূন্য অনাবৃত প্রদেশে গিয়া মহীরুহের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সলিলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দিবাবসানে কেবলমাত্র এক গণ্ডুষ জল পান করিতেন, অবশিষ্ট কাল বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক (বৃক্ষবৃত্তি=বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া থাকা) তপস্যা করিতেন। যাবৎ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবসান না হইয়াছিল, তাবৎ তাঁহারা তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। অনন্তর ইন্দু যেমন কুমুদের প্রতি প্রসন্ন হন, সেইরূপ, শশিকলাধর মহেশ, সেই আতপ-তাপিত বিপ্রদম্পতীর প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। এবং যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, তন্নিকটস্থ লতাপাদপসমাচ্ছন্নপ্রদেশে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। তখন বিপ্রদম্পতী সেই তুষারধবল

বৃষভারূঢ় সোমার্দ্ধশেখর সোমদেবকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন[৫]।[১৩]। কুমুদ যেমন কৌমুদী দর্শনে পুলকিত হয়, বিপ্রদম্পতি ইষ্টদেব দর্শনে সেইরূপ পুলকিত হইলেন। যেমন পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সুপ্রসন্ন হয়, বিপ্রদম্পতি সেইরূপ প্রসন্নমনা হইলেন।

অনন্তর মহাদেব লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে মৃদুমধুর হাস্য প্রকট করতঃ সুমধুর বাক্যে কহিলেন, বিপ্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বসন্তানুগৃহীত বৃক্ষের ন্যায় প্রমুদিত হও। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্! যাহাদের দ্বারা আমি পুনঃ শোকাক্রান্ত না হই, এরূপ কল্যাণগুণাচারশালী মহাধীসম্পন্ন দশ পুত্র আমার হউক।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর মহাবপু মহেশ্বর "তাহাই হউক" বলিয়া আকাশে অন্তহিত হইলেন। তখন সেই উমামহেশ্বরসদৃশ বিপ্রদম্পতী মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল গৃহে থাকিলে ব্রাহ্মণী গর্ভিণী হইলেন[১৪]।[১৯]। দেখিতে দেখিতে তিনি পূর্ণগর্ভা হইলেন এবং বারির দ্বারা মেঘলেখার ন্যায় শ্যামকলেবর ধারণ করিলেন। তদনন্তর সেই বিপ্রভার্য্যা যথাকালে পরম সুন্দর প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় সুশোভন দশ পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অল্পকাল মধ্যেই তনয়গণের ব্রাহ্মণোচিত জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সকল সমাপিত করিলেন। বিপ্রতনয়গণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহারা সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই তাঁহারা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইলেন এবং স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলস্থিত নির্ম্মল গ্রহের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সেই তনয় গণের ব্রহ্মকোবিদ পিতা মাতা দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই দশজন ব্রাহ্মণ পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসাচলে গমন করিলেন। তথায় সেই বান্ধববিহীন ব্রাহ্মণগণ উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া "এখন আমাদিগের শ্রেয়ঃ কি" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, হে ভ্রাতৃগণ! এখানে আমাদিগের সমুচিত কর্ত্তব্য কি? কিই বা পরিণামে অদুঃখ-

দায়ক? আমিই বা কি? তুমিই বা কি? এই সমস্ত জনগণের ঐশ্বর্য্যই বা কি? ইহাদের অপেক্ষা সামন্তগণ অধিক ঐশ্বর্য্যশালী কি না? সামন্তগণ অপেক্ষা রাজগণ, রাজগণ অপেক্ষা সম্রাট ও সম্রাট অপেক্ষা ইন্দ্র সমধিক ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আবার ইহাও দেখা যায়, ইন্দ্রত্ব পদ প্রজাপতির এক মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। অতএব ইঁহাদের (জনগণের) ঐশ্বর্য্য কি? যাহা কল্পান্তেও বিনষ্ট হয় না, ইহ জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে তাহা বিচারের দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া উচিত[২০।২৯]?

ভ্রাতৃগণ পরস্পর ঐরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মহামতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যই শ্রেষ্ঠ। কেননা, ব্রহ্মা ব্যতিরেকে কল্পান্তে আর কিছুই অবিনাশী থাকে না। জ্যেষ্ঠ ঐরূপ কহিলে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান ও পরম সৎকার করতঃ কহিলেন, হে তাত! আমরা কি প্রকারে সর্ব্বদুঃখবিনাশন জগৎপূজ্য পদ্মাসন বিরিঞ্চির পদ প্রাপ্ত হইব[৩০।৩৩]? তখন জ্যেষ্ঠ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমিই সেই পদ্মাসন সমারূঢ় পরমতেঃজসম্পন্ন ব্রহ্মা। আমিই চিত্তদ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি। তোমাদের অন্তরে এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হউক[৩৪।৩৫]।

তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করতঃ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমিই সকল জগতের স্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যজ্ঞমূর্ত্তি যাজকগণ, মহর্ষিগণ, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ও পুরাণাদি, সরস্বতী ও গায়ত্রীযুক্ত বেদ, নরগণ, এ সমস্তই আমার অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকপাল ও সঞ্চরমান সিদ্ধমণ্ডল পরিপূর্ণ এই শোভমান স্বর্গ, পর্ব্বত, দ্বীপ, কানন ও জলধিসমলঙ্কৃত ত্রিলোকীর কুণ্ডলস্বরূপ এই ভূমণ্ডল, দৈত্য দানব প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ পাতালকুহর, অমরস্ত্রীগণ পূর্ণ গৃহসম্পন্ন গগনরাজ্য (অমরাবতী), যিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ও যিনি একাকী এই লোকত্রয় পালন করিতেছেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভোক্তা মহাবাহু ইন্দ্র, যিনি স্বীয় কান্তিরূপ পাশদ্বারা দিক্ সকলকে বন্ধন করিয়াই যেন সন্তাপিত করিতেছেন সেই প্রভূতকিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য, গোপালগণের গোযূথ রক্ষার ন্যায় যাঁহারা বিশুদ্ধ মর্য্যাদা দ্বারা

লোক সকলকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সমস্ত লোকপালগণ আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৬।৪৫]। এই সমস্ত প্রজাগণ সলিলতরঙ্গের ন্যায় আমাতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত, আমার দ্বারা বিরাজিত ও আমাতে নিপতিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি বিস্তার ও সংহার করিয়া থাকি। আমি আপনাতে অবস্থিত ও আপনাতে বিলীন হইতেছি। যে আত্মা সম্বৎসররূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা সৃষ্টি ও সংহারের কাল এবং যাহা ব্রহ্মার কল্প (দিন) এবং রাত্রি স্বরূপ, আমি সেই পূর্ণাত্মা পরমেশ্বর"[৪৬,৪৯]।

ইন্দুতনয়গণ একাগ্রচিত্তে দৃঢ়বদ্ধাসনে উপবিষ্ট ও চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে ইতর বৃত্তি সকল বিগলিত হইল। তখন তাঁহারা কমলাসনবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব কুশাসনকে পঙ্কজাসন কল্পনা করতঃ বিরাজমান হইতে লাগিলেন[৫০।৫১]।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় থাকিয়া সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত আছেন, সেইরূপ, সেই দশ ইন্দু-পুত্র উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার পদে অবস্থান করতঃ ভাবময় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অর্থাৎ মনে মনে জগৎ রচনা কার্য্যে ব্যাসক্ত-চিত্ত থাকিলেন। যাবৎ তাঁহাদের দেহ বিগলিত না হইয়াছিল তাবৎ তাঁহারা ঐ কার্য্যে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের দেহ যথা-কালে শীর্ণ পর্ণবৎ বিগলিত হইলে বনবাসী ক্রব্যাদগণ তাঁহাদিগের সেই দেহ ভক্ষণ করিল। তাঁহাদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান আত্যন্তিক রূপে নিবৃত্ত হইল। এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া কল্প শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন। অনন্তর কল্প শেষ হইলে দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত, পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ঘর্ঘর রবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ, কল্পান্তবায়ু প্রবাহিত ও জগৎ একার্ণবীকৃত এবং সমুদায় ভূত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইন্দুসন্তানগণ সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১।৬]। হে ভবগন্! আপনি যখন আপনার রাত্র্যাগমে সর্ব্ব সংসার সংহার করতঃ যোগনিদ্রায় অবস্থিত করিতে ছিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবে (মানসিক সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত) অবস্থিত ছিলেন[৭]। আজ্ আপনি নিদ্রোত্থিত হইয়া পুনঃ সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থায় অবস্থিত আছেন[৮]। হে ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! সেই দশ জন ব্রাহ্মণরূপ ব্রহ্মার দশ সংসার (জগৎ) তাঁহাদের চিত্তাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। হে বিভো! আমি সেই দশ সংসারের একতমের ছিদ্রভূত আকাশে তৎসংসারের ভানু হইয়া কালবিভাগকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছি[৯।১০]। হে পদ্মজ! আমি আকাশস্থিত দশ সর্গের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন। এই মহাড়ম্বর সম্পন্ন জগৎ ঐ দশ জন ব্রহ্মার চিত্তের কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১১।১২]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

—*—

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! ভানুদেব ব্রহ্মাকে সম্বোধন সহকারে "সেই দশ ব্রাহ্মণই দশ ব্রহ্মা" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন[১]। অনন্তর ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভানো! এক্ষণে আমি আর কি সৃষ্টি করিব তাহা শীঘ্র বল[২।৩]। হে ভাস্কর! যেখানে দশ জন ব্রহ্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেখানে আর আমার স্রষ্টব্য কি? ব্রহ্মা ঐরূপ বলিলে ভানুদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন[৪], প্রভো! আপনি নিরীহ ও নিরিচ্ছ। সুতরাং আপনার সৃষ্টি কার্য্যে কোন প্রয়োজন নাই। হে জগৎপতে! সৃষ্টি কেবল আপনার বিনোদমাত্র (লীলা)[৫]। হে মহামতে! যেমন সূর্য্য হইতে জলে প্রতিবিম্বাত্মক সূর্য্যের উদ্ভব হয়, তেমনি, কামনাবিহীন আপনা হইতে সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়[৬]। আপনি যখন শরীর-বিষয়েও নিষ্কাম, অর্থাৎ তাহার ত্যাগ ও অহং-অভিমান স্থাপন দ্বারা তাহার গ্রহণ, এই দুই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়েও আপনি উদাসীন, তখন আর আপনার সৃষ্টিবিষয়ক নিষ্কামতার কথা কি বলিব? হে দেব! হে ভূতপতে! তবে যে আপনি সৃজন করেন, তাহা বিনোদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন দিনপতি, বিনা স্বপ্রয়োজনে দিন সৃজন করেন, তেমনি, আপনিও বিনা স্বপ্রয়োজনে এই সকল সংহার করেন, করিয়া পুনর্ব্বার সৃজন করেন। আপনি উদ্যম ও ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কিছু করেন না। দিবাকরের দিবাসৃষ্টির ন্যায় কেবল বিনোদের নিমিত্তই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে মহেশ! আপনি যদি সৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়। কর্ত্তব্য পরিত্যাগেই বা আপনি অন্য কি ফল পাইবেন[৭।১০]? শাস্ত্রের শাসন এই যে, সদা আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবেক। সে ভাবে কর্ম্ম করিলে যে ফলসংসর্গ হয় তাহা নির্ম্মল মুকুরে প্রতিবিম্ব পাতের সমান। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব যেমন স্বীয় আধারকে লিপ্ত করে না সেইরূপ কর্ম্মফলও তদ্রূপ কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না[১১]।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্মকরণে যদ্রূপ অনাসক্ত, কর্ম্ম পরিত্যাগেও তদ্রূপ অনাসক্ত অর্থাৎ কামনা বিহীন[১২]। আপনি সুষুপ্তিতুল্য নিষ্কাম বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ কার্য্য করণের স্থায় যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন[১৩]। হে সুরেশ্বর! যদি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন হয়, তাহা হইলে, তাঁহারাও সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন করিবেন[১৪]। আপনি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি চিত্তনেত্রের দ্বারাই দর্শন করিতেছেন, নয়নদ্বারা নহে। যিনি যাহা সৃজন করেন, তিনিই তাহা চক্ষে দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্তের মানসী সৃষ্টিতে অন্তের পরোক্ষ-জ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু নিজ মনের সৃষ্টিতে নিজের অপরোক্ষানুভব হইয়া থাকে। ভাবার্থ—ইন্দুপুত্রগণের সৃষ্টিতে আপনার যে পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে তাহাও বিনোদ বিশেষ। কারণ এই যে, মনের দ্বারা যিনি যাহা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই তাহা মাংসময় চক্ষুতেও দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যে তাহা নেত্রদ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ নহে[১৫।১৬]। ঐ দশ ব্রহ্মার দশ সর্গ কেহ বিনাশ করিতেও সমর্থ নহে। যাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহাই বিনাশনীয়। যাহা চিত্তদ্বারা কৃত হয়, তাহা কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ নহে[১৭]। হে ব্রহ্মন্! যাহার মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, তাহা, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। যাহা বহুকালের অভ্যস্ত ও দৃঢ়মূল, মহাত্মাদিগের অভিশাপেও তাহা বিনষ্ট হয় না। শরীর বিনষ্ট হইবে তথাপি তাহার মানস রচনা বিনষ্ট হইবেক না। মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, পুরুষ বা আত্মা সেইরূপই হইয়া থাকে। সেই বদ্ধমূল বোধের বৈপরীত্য করিবার নিমিত্ত ইতর উপায় অবলম্বন বা চেষ্টা করিলে তাহা অঙ্কুরোৎপাদনার্থ উপলখণ্ডে সলিল সেকের ন্যায় বৃথা হয়[১৮।২১]।

ইন্দুপুত্রগণের উপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনবতিতম সর্গ

ইন্দ্র ও অহল্যার ইতিবৃত্ত।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনই জগতের কর্ত্তা এবং মনই পরম পুরুষ। যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই মনের দ্বারা, শরীর দ্বারা নহে[১]। দেখুন, ইন্দুতনয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ভাবনার দ্বারা (মানসিক উপাসনায়) ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[২]। মনের দ্বারা দেহ ভাব ভাবনা করিলে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে দেহধর্ম্ম (জন্ম-মরণাদি) হইতে মুক্ত হওয়া যায়[৩]। যাহারা বাহ্যদর্শী তাহারা নিয়ত সুখদুঃখ অনুভব করে। যাহারা বাহ্যদৃষ্টিবিহীন অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-যোগী, তাহারা দেহে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই অনুভব করে না[৪]। হে ব্রহ্মন্! মনই এই ভ্রমময় জগতের মূল কারণ। ইন্দ্র ও অহল্যার সংবাদ তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত[৫]।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভানো! যাহাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মন পবিত্র হয় সেই অহল্যা ও ইন্দ্র কে? ভানু বলিলেন, হে দেব! শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে মগধরাজ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নসদৃশ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক মহীপতি বাস করিতেন[৬।৭]। শশাঙ্কের রোহিণীর ন্যায় সেই মহী-পতির ইন্দুবিম্বপ্রতিমা কমললোচনা অহল্যা নাম্নী ভার্য্যা ছিল[৮]। সেই রাজপুরে কামশাস্ত্রবিশারদ কামুকপ্রধান ইন্দ্র নামে অপর এক ব্রাহ্মণ-কুমার বাস করিতেন[৯]। একদা রাজমহিষী অহল্যা কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে গৌতমপত্নী অহল্যা যে দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রণয়িনী হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করতঃ তদবধি সেই পুরবরস্থিত ইন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগিণী হইলেন। এবং সেই ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রও তাঁহার প্রতি অত্যা-সক্ত হন; ইন্দ্র অন্য কোন স্থানে গমন না করেন, সে নিমিত্ত অহল্যা একান্ত সমুৎসুকা হইলেন[১০।১১]। অহল্যা ইন্দ্রের জন্য এত সন্তপ্তা হইল যে, মৃণালশয্যা ও কদলীপল্লবাস্তরণ তাহার দাহ পীড়ার হ্রাস করিতে অসমর্থ হইল[১২]। ভূপতির তত ঐশ্বর্য্য, তথাপি সে, নিদাঘ-তপ্তসলিলস্থিত মৎসীর ন্যায় খেদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল[১৩]। অহল্যা

সর্ব্বদাই "এই ইন্দ্র, এই ইন্দ্র" এইরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করতঃ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধীরা হইয়া উঠিল[১৪]। অনন্তর তাহার কোন বয়স্যা তাহাকে তদ্রূপ কাতরা দেখিয়া কহিল, সখি! আমি শীঘ্রই ইন্দ্রকে তোমার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন করিব, তুমি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। সে ঐ কথা শুনিয়া এক নলিনী যেমন অন্য নলিনীর মূলদেশে নিপতিত হয়, তেমনিই অহল্যা প্রিয়বয়স্যার পদতলে নিপতিত হইল[১৫।১৬]।

অনন্তর দিবা অবসান ও রাত্রি সমাগত হইলে সেই বয়স্যা সেই ইন্দ্রনামক দ্বিজকুমার সমীপে গমন পূর্ব্বক সমুচিত প্রবোধ প্রদান করতঃ তাঁহাকে সেই রজনীতে অহল্যার নিকট আনয়ন করিল[১৭।১৮]। যুবতী অহল্যা মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিদ্বারা বিভূষিতা, চন্দনাদি বিলেপিতা ও মন্মথের একান্ত বশীভূতা হইয়া কোন গোপনীয় গৃহে সেই কামুক ইন্দ্রের সহিত রতিক্রীড়া সমাপন করিল। অহল্যা ক্রমেই ইন্দ্রের প্রতি অধিক অনুরাগিণী হইতে লাগিল এবং জগৎকে তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং তখন সে সেই বহুগুণসম্পন্ন ভর্ত্তাকে (রাজাকে) আর গুণশালী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিল না[১৯।২১]।

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে রাজা তাহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইলেন। অহল্যা যতক্ষণ মনে মনে ইন্দ্রকে ভাবিতেন, ততক্ষণ তাহার মুখ প্রফুল্ল কৈরবের ন্যায় বিরাজ করিত[২২।২৩]। ইন্দ্রও অহল্যার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালও অহল্যাদর্শন বর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত না[২৪]। তাহাদিগের তাদৃশ দৃঢ়ানুরাগ ও অপ্রচ্ছন্নচেষ্টাজনিত দুর্নীতি রাজার বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল[২৫]। ভূপতি তখন বহুবিধ দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহারা ক্লেশ বোধ করিল না। হিমকালে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতেন কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণচিত্ত হইত না প্রত্যুত হৃষ্ট হইয়া রাজাকে উপহাস করিত[২৬।২৭]। রাজা সেই সলিলনিক্ষিপ্ত দুর্ম্মতিদ্বয়ের দুঃখ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা জল হইতে সমুদ্ধৃত হইয়া বলিতে লাগিল। "আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখকান্তি স্মরণ করতঃ ভাবে নিমগ্ন থাকি, শরীর কি হইয়াছে না হইয়াছে তাহা জানি না[২৮।২৯]। আমাদিগের পরস্পরের মন নিতান্ত নিঃশঙ্ক। সেইজন্য আমরা আপনার শাসনে শঙ্কিত না হইয়া বরং

হৃষ্ট হই। হে মহীপাল! আমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও ক্লেশ বোধ করি না[৩০]।"

তাহারা উত্তপ্ত ভর্জ্জনপাত্রে নিক্ষিপ্ত, গজপাদে মর্দ্দিত ও কশার (কশা=চর্ম্মরজ্জু, চাবুক) দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র খেদ প্রাপ্ত হইত না। রাজা তাহাদিগকে অদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। রাজা অন্য প্রকার শাসন করিলেও তাহারা উদ্ধার লাভ করতঃ রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষের পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। অবশেষে ইন্দ্র মহীপালকে কহিল, হে ভূপাল! আমি সমুদায় জগৎকে আমার দয়িতাময় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। অধিক কি বলিব, আমি বিনাশ দুঃখেও কাতর নহি। রাজন্! আমার এই দয়িতাও এই জগৎকে মন্ময় অবলোকন করিতেছেন। সেই হেতু শাসন দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র দুঃখ হয় না। মহারাজ! আমি কি? আমি মনোমাত্র। মনই পুরুষ অর্থাৎ জীব[৩১।৩৬]। এই দেহ মনেরই কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বহু দণ্ড প্রয়োগ করিলেও বীররূপ মনকে আপনি অল্পমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। কে মনকে বাহ্যিক দণ্ডের দ্বারা ভেদ করিতে সমর্থ হয়? দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ হউক, আর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক, পরন্তু মন সমভাবে অবস্থিতি করিবে। দৃঢ়নিশ্চয়বান্ মনকে ভেদ করিবার জন্য কাহার কি শক্তি আছে? হে নৃপ! মন যদি কোন প্রকার বাঞ্ছিত বিষয়ে একান্ত সমাবিষ্ট ও তদ্গত ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে তখন শরীরস্থ ভাব ও অভাব সমুদায়ই বাধিত হইয়া যায়। হে মহীপতে! তীব্রবেগে মনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্থিরভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক চেষ্টার ফল সেরূপ নহে। হে রাজন্! বর ও শাপ প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়া বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ়াভিনিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। মৃগ যেমন মহাশৈলকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মনুষ্যগণও বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ় নিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। হে ভূপতে! এই অসিতাপাঙ্গী রমণী দেবগৃহে প্রতিষ্ঠিতা দেবীর ন্যায় আমার মনঃকোষে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে[৩৭।৪৪]। মেঘমালা বেষ্টিত গিরি যেমন গ্রীষ্মদাহ অনুভব করে না, তেমনি, আমিও জীবিতেশ্বরী প্রিয়ার সহিত মিলিত থাকিয়া কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করি

না। হে নরপতে! আমি যেখানে যেখানে অবস্থিতি করি, সেই সেই স্থানে বাঞ্ছিতার্থ লাভ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করি না। (বাঞ্ছিতার্থলাভ=প্রিয়াপ্রীতি অনুভব) আমি আমার দয়িতা অহল্যার মনঃস্বরূপ[৪৬।৪৭]। ইহাতে আমি এরূপ আসক্ত হইয়াছি যে, যত্নশতদ্বারাও বিচলিত হইতে সমর্থ নহি। হে ভূপতে! ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, সুমেরু যেমন শত বজ্রপাতেও বিচলিত হয় না, সেইরূপ, ধীর ব্যক্তির একাগ্রতাপন্ন চিত্তকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। হে মহারাজ! বর ও অভিশাপ শরীরের অন্যথা করিতে পারে, মনের কিছুই করিতে পারে না। মন বিজিগীষুর ন্যায় সতেজে অবস্থান করে[৪৮।৪৯]। হে রাজন্! এই যে জীবশরীর দৃষ্ট হইতেছে, এ সকল মনেরই কল্পনা বিশেষ। শরীর মনের উৎপাদক নহে; কিন্তু মনঃ শরীরের উৎপাদক। অর্থাৎ এই সকল শরীর মনোভ্রান্তির দ্বারা নির্ম্মিত। জল যেমন বৃক্ষলতাদিরসের কারণ, সেইরূপ, চিত্তকে আপনি এই সমস্ত শরীরের কারণ বলিয়া জানিবেন[৫০]। হে মহাত্মন্! মনঃই আত্মার প্রথম শরীর অর্থাৎ প্রথম ভোগায়তন। প্রথমে "অহং" এই অভিমান দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তাহা মানস সংকল্পের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫১]। মন জগতের প্রথম অঙ্কুর। সেই মনোরূপ অঙ্কুর হইতে ফলপল্লবাদিশালী দেহতরু বিস্তৃত হইয়া থাকে। অঙ্কুর বিনষ্ট হইলে পল্লবশ্রী সমুদিত হয় না; কিন্তু পল্লব বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পল্লব হয়; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলে চিত্ত অভিনব দেহ বিস্তৃত করিতে পারে, কিন্তু চিত্ত বিনষ্ট হইলে তখন সর্ব্বাভাব ঘটনা হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বতোভাবে চিত্তরত্ন পরিপালন করুন।

হে মহারাজ! আমি তন্মনস্ক হইয়া সর্ব্বদিকে এই হরিণনয়না যুবতীকে দর্শন করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য আপনার ভৃত্য প্রভৃতি পুরবাসীরা আমাকে শস্ত্রাদিদ্বারা ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। করিলেও আমার ক্লেশানুভব হয় না। কারণ, আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত ভৃত্যাদির কথা দূরে থাকুক, প্রেয়সী ব্যতীত অন্য কোন কিছু দেখিতে পাই না[৫২।৫৪]।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত

নবতিতম সর্গ।

ভানুদেব বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐরূপ উক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভরত নামক মুনিকে বলিলেন, ভগবন্! আমার দারাপহারী এই দুরাত্মা ইন্দ্র বহুবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। হে মহামুনে! অবধ্য ব্যক্তির বধ ও বধ্য ব্যক্তি পরিত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, তদনুরূপ পাপপরায়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশাপ প্রদান করুন১।৩।

মহামুনি ভরত রাজশার্দ্দূল কর্ত্তৃক ঐরূপে অভিহিত হইয়া দুরাত্মার পাপ বিচার করতঃ "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী দুর্ভাগিণী অহল্যার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হ" এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন৪।৫। তৎশ্রবণে ইন্দ্র ও অহল্যা রাজাকে ও ভরতকে বলিলেন, তোমরা নিতান্ত দুর্ম্মতি। যাহারা দুশ্চর তপস্যা বৃথা ক্ষয় করে, তাহাদের শাপে আমাদের কিছুই হইবে না। কারণ, আমাদের দেহ নাই, পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা উভয়ে এখন কেবল মন। সুতরাং আমরা সূক্ষ্ম, চিন্ময় ও দুর্লক্ষ্য। কে ঈদৃশ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়৬।৮?

ভানু বলিলেন, অনন্তর প্রগাঢ়স্নেহসম্বদ্ধ ও পরস্পরতন্মনস্কচিত্ত অহল্যা ও ইন্দ্র মহামুনি ভরতের শাপে বৃক্ষবিচ্যুত পল্লবের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল৯। পরে তাহারা সুদৃঢ় বিষয়ানুরাগ বশতঃ মৃগযোনি, তদনন্তর বিহঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইল। সে যোনিতেও তাহারা পরস্পরানুরক্ত দম্পতীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল১০। তদনন্তর তাহারা বহু জন্মের পর আমাদিগের এই সৃষ্টিতে তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণদম্পতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন১১। সে সময়ে ভরতের শাপ তাহাদের শরীর মাত্র আক্রমণে সমর্থ হইয়াছিল, মন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই১২। তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সেই যোনিতেই তাহারা দম্পতীভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল১৩। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অকৃত্রিমপ্রেম-রসসম্বদ্ধ স্নেহ দর্শনে বৃক্ষেরাও প্রেমরসানুবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিত হইয়াছিল১৪।

ইতিহাস সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন, হে ভগবন্! আমি ইন্দ্র অহল্যার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, মন বড়ই দুরাসদ। মন শাপাদির দ্বারা নিগ্রাহ্য বা ভিন্ন হইবার নহে[১]। হে ব্রহ্মন্! আপনি উক্ত কারণে ইন্দুসন্তান-গণের সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ সেরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা মহাত্মাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসমুচিত। হে নাথ! এই জগতে অথবা অন্যান্য জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহা আপনার খেদের কারণ হইতে পারে[২।৩]? হে ব্রহ্মন্! মনঃই জগতের কর্ত্তা এবং মনঃই পুরুষ। মন যাহা নিশ্চয় করে, সৃজন করে, তাহা দ্রব্য, ওষধি ও দণ্ডদ্বারা বিনিবৃত্ত হয় না। যেমন কেহ মণিস্থ প্রাতিবিম্বিক দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মানস সৃষ্টিও কেহ নাশ করিতে পারক হয় না। সেই কারণে বলিতেছি, ইন্দুতনয়গণ ভাস্বর সৃষ্টি-ভ্রান্তিতে অবস্থিতি করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবেক না[৪।৫]। হে জগৎপতে! আপনিও প্রজা সৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, কোথায় করিব? তদুত্তরে বলিতেছি, চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং পরমাকাশ অনন্ত। আপনি স্বীয় চিত্তাকাশে এক, দুই বা বহু সৃষ্টি রচনা করতঃ স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিতি করুন। ইন্দুতনয়গণ আপনার কোন কিছু গ্রহণ করে নাই[৬।৭]।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামুনে! ভানু ঐরূপ কহিলে আমি কিয়ৎ-কাল চিন্তা করিলাম। পরে বলিলাম, ভানো! তুমি যোগ্য কথাই বলিয়াছ। এই আকাশ, মন ও চিদাকাশ, বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাতেই অভিমত সৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিত্যকর্ম্ম সাধন করিব[৮।১০]। হে ভাস্কর! আমি শীঘ্রই বহুপ্রকার ভূতজাল কল্পনা করিব। কিন্তু হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি মৎকৃত সৃষ্টির প্রথম (স্বায়ম্ভুব) মনু হউন এবং আমার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

অনন্তর মহাতেজা ভাস্কর মদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিয়া আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ এক ভাগের দ্বারা ঐন্দবসর্গে সূর্য্যত্ব পদে অধিরূঢ়

হইলেন ও আকাশমার্গে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দিবসাবলি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় দ্বিতীয় ভাগে মনু হইয়া মনুর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ও মদীয় অভিপ্রেত সৃষ্টি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন[১১।১৫]।

হে বশিষ্ঠ! হে মুনে! এই আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ, কার্য্য ও শক্তি কীর্ত্তন করিলাম[১৬]। যে যে রূপে চিত্তের প্রতিভাস সমুদিত হয়, চিত্ত সেই সেই রূপেই প্রকাশিত ও দর্শিত হয়[১৭]। তাহার উদাহরণ দেখ, ইন্দুতনয়গণ সামান্য ব্রাহ্মণ হইয়া চিত্ত প্রতিভাস বলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল[১৮]। যেমন ঐন্দবজীবগণ চৈতন্য ভাব হইতে চিত্তভাব ও চিত্তভাব হইতে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইয়াছিল, তেমনি, আমরাও প্রোক্ত প্রণালীতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি[১৯]। প্রতিভাসস্বভাব চিত্তের যে প্রতিভাস, তাহাই দেহাদিরূপে প্রতিভাত হয়। চিত্ত ব্যতীত আর কেহ দেহদ্রষ্টা নাই[২০]। চিত্তই কামকর্ম্মাদিবাসনার অনুসারী হইয়া আত্মাতে চমৎকারিত্ব বিস্তার করে[২১]। চিত্তময় আতিবাহিকনামক সূক্ষ্ম দেহও সুনিবিড় ভ্রান্তির ফল। আবার তাহাই অত্যন্ত স্থূল ভ্রান্তির যোগে জীব এবং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্ম[২২।২৩]। হে বশিষ্ঠ! চিত্ত ব্যতিরেকে আমি বা দেহশালী অন্য কিছু নাই। এই যে দেহাদি দেখিতেছ, এ সকল ঐন্দবসম্বিদের ন্যায় অসৎ[২৪]। ইন্দুসন্তানগণের ব্রহ্মত্বও মদীয় চিত্তের একাংশ। অর্থাৎ তাহাও মদীয় চিত্তের কল্পনা[২৫]। আমি যে এখানে ব্রহ্মা হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, ইহাও চিত্তের অন্য এক প্রকার বিলাস। পরমাত্মাই, সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্য শূন্যরূপী অন্তাকাশ হইতে যেন পৃথক্ হইয়া দেহাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন[২৬]। যাহা বিশুদ্ধ চিৎ তাহাই পরম এবং তাহাই স্বমোহের প্রচ্ছাদনে জীব। সেই জীব মন হইয়া বৃথা দেহাদিভাব অনুভব করে। চিদ্বপু পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মা এবং তিনিই ঐন্দব সৃষ্টির ন্যায় মদীয় সৃষ্টির আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। অপিচ, তিনি আপন মায়া শক্তিতে এতদ্রূপ (ব্রহ্মাণ্ডরূপ) দীর্ঘ স্বপ্ন অনুভব করিতেছেন। যেমন ইন্দুপুত্রগণের বিশ্ব দ্বিচন্দ্রাদিদর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিবিশেষ, সেইরূপ, মদীয় বিশ্বও ভ্রান্তি বিশেষ অর্থাৎ চিত্তময় ও চিত্তপরিকল্পিত[২৭,২৯]। ইহা সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত। কেননা উপলব্ধি কালে সৎ ও অনুপলব্ধি কালে অসৎ বলিয়া অবধারিত হয়[৩০]। সেই সংকল্পাত্মা বৃহদ্বপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে। যেহেতু দৃশ্য, সেই

হেতু জড়, এবং যে হেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু অজড়[৩১]। মন দৃশ্যানুভব কালে দৃশ্যের ন্যায় এবং ব্রহ্মানুভব কালে ব্রহ্মের সমান হয়। যেমন সুবর্ণে সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব অবিরুদ্ধ, তেমনি, মনে জড়াজড়ত্ব অবিরুদ্ধ[৩২]। ব্রহ্ম সর্ব্বময়; সে ভাবে সমস্তই জড় ও সমস্তই চেতন। বলিতে কি, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ বস্তুতঃ জড়াজড়ধর্ম্মবর্জ্জিত। যুক্তি চক্ষে দেখিতে গেলে একের উক্ত উভয়বিধতা অসম্ভব-বলিয়া বোধ হয় সত্য; পরন্ত পরমার্থ দর্শনে তাহা নির্ধর্ম্মক। অর্থাৎ পরমতত্ত্বে জড়ত্ব ও চেতনত্ব কোনও ধর্ম্মের অবস্থান সিদ্ধ হয় না[৩৩]। যদি বৃক্ষাদি পদার্থ চিন্ময় না হইত, তাহা হইলে ইহ জগতে উপলব্ধি কথা প্রসিদ্ধ থাকিত না। (চৈতন্যোপাদানক) উপলব্ধি ব্যবস্থার নিয়ম এই যে, চৈতন্যে চৈতন্যে সমান হইলে তবে তাহা (উপলব্ধি) প্রসিদ্ধ হয়[৩৪]। * যাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, বস্তুতঃ তাহাও জড় নহে; কিন্তু অজড়। সুতরাং বুঝিতে হই-বেক, সমস্তই অজড় এবং চিত্তের রূপ[৩৫]। † অতএব, ইহা জড়. ইহা অজড়, এ সকল কথার কোন বাস্তব অর্থ নাই, কেবল মাত্র কথা ব্যব-হার আছে। সে পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অনির্দ্দিশ্য; তাহাতে মরুভূমে লতাদির অসম্ভবের ন্যায় ইত্থম্প্রকারে নির্দ্দেশ অসম্ভব[৩৬]। চিত্তের চেত্যাকার হওয়াই মনস্ত্ব এবং তাহাতেই জড়াজড় .বিভাগের ব্যবস্থা। তাহার স্ফূর্ত্তিভাগ (চেতনাংশ) অজড় এবং অস্ফূর্ত্তিভাগ চেত্য বা জড়[৩৭]। যাহাকে অববোধ শব্দে বলা যায় তাহা চিদ্ভাগ এবং যাহাকে চেত্য (চিত্তে ভাসমান) বলা যায় তাহা জড়ভাগ। জীব উক্ত প্রণালীক্রমে জগদ্ভ্রান্তি অনুভব করতঃ তাহাতে লোল (অপৃথক ভাব প্রাপ্ত) হইতেছে[৩৮]। অতএব, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই উক্ত ক্রমে চিত্ত ও জগৎ এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং সমুদায় জগৎ চিদ্বুদ্ধিতে দেখিলে চিন্ময় (চিৎ পদার্থ ছাড়া নহে), এবং দ্বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময় (চিৎ ছাড়া অন্য

* দর্শন শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অভেদ অর্থাৎ অপৃথক্ হইলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। যে বস্তু দূরে থাকে, ইন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকে, অনুমানাদির দ্বারা সে বস্তুর জ্ঞান হইলেও তাহা পরোক্ষ, থাকে। প্রত্যক্ষ হয় না। এ স্থানে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

† অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বিদ্যমান, তদাশ্রয়ে চিত্তের যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হয়, সেই সকল পরিণাম বিষয় বা ব্যবহার্য্য বস্তু নামে প্রসিদ্ধ।

কিছু নহে)[৩৯]। ফলিতার্থ—চিৎই ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিই আপনাকে অন্যাকারে দেখিতেছে[৪০]। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পরমার্থ পদে ভ্রান্তি নাই সুতরাং ভ্রান্ত আত্মাও নাই। যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে জল ব্যতীত পদার্থান্তর নাই, তেমনি, পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তুতেও পদার্থান্তর নাই[৪১]। চিত্তের রূপ সমুদায় জড় নামে প্রখ্যাত হইলেও চিতের অতিরিক্ত নহে। কেননা, সেই জড়ভাবেও চিতের ভাব অনুভূত হয়। চিদ্ভাব না থাকিলে স্ফূর্ত্তি পায় না এবং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলেও "ইহা জড়" এরূপ অবধারণ হয় না। অতএব, যেমন জড়ে বোধের সত্তা, তেমনি, বোধেও জড়ের প্রতিভাস। যাহা বোধ (চৈতন্য) তাহা চিদ্ভাগ এবং তাহাতে যে অহংএর উদয় হয় তাহা জড়ভাগ[৪২]। বস্তুতঃ পরমার্থদর্শনে (জ্ঞানদৃষ্টিতে) পরতত্ত্ব ব্রহ্মে অল্পমাত্রও অহংমমভাবের স্থিতি নাই। যাহা পরতত্ত্ব তাহা সংবিৎসার অর্থাৎ কেবল সংবিৎ (মুখ্যজ্ঞান)। তাহাতে অন্য কোন কিছু নাই[৪৩]। তাহাতে যে চেত্যের উদয় দেখা যায়, যাহা অহং বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ[৪৪]। যাহাকে অহং বৃত্তির আস্পদ বলিয়া মনে হয়, তাহাকে তুমি নিরাময় পদ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ অহংএর আস্পদ বা আশ্রয় নহে। লোকে যেমন ঘনীভূত শৈত্যকে হিম বলিয়া জানে, তেমনি, ঘনীভূত বাসনাবিশিষ্ট চিৎকে অহং বলিয়া জানিতেছে[৪৫]। চিৎ আপনিই আপনাতে স্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের অনুরূপে জাড্য দর্শন করে। চিৎ যে আপনার বিচিত্রা শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে, তাহা জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত উপশান্ত হইবে না[৪৬]। নানাশক্ত্যাত্মক চিত্তরূপ দেহই আতিবাহিক দেহ। তাহা আকাশের ন্যায় বিশদ (স্বচ্ছ)। এবং মনঃপ্রভৃতি পদার্থ তাহারই বিজৃম্ভণ[৪৭]। অতএব, স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ বিস্মৃত হইয়া চিত্তের দ্বারাই চিত্তের বিচার (স্বরূপ, শক্তি ও স্বভাবাদি পরীক্ষা) করা কর্ত্তব্য[৪৮]। যদি চিত্তরূপ তাম্র (তামা) শোধিত হইয়া (রসায়ন দ্বারা) পরমার্থরূপ সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম পরমানন্দ লব্ধ হয়। তখন আর দেহরূপ প্রস্তর খণ্ডে প্রয়োজন থাকে না[৪৯]। আরও দেখ, যাহা থাকে বা আছে, তাহারই শোধন কর্ত্তব্য। যাহা নাই তাহার আবার শোধন কি? যেমন আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, আত্মায় দেহাদিও নাই। "ইহা দেহ" এ প্রতীতি কেবল

মিথ্যাজ্ঞানের প্রকারভেদ। যদি তাহা সৎ হইত তাহা হইলে তৎপ্রতি আগ্রহ করিতে (আমার বলিয়া অভিমান করিতে) আপত্তি উত্থাপিত হইত না[৫০]। যাহারা অসৎ দেহাদিতে বৃথা অহং মম (আমি ও আমার ইত্যাকার) অভিমান ধারণ করিতেছে তাহারাই আত্মাদি শব্দ সমূহকে দেহবাচী বলিয়া উপদেশ করে[৫১]। মূর্ত্তিরহিত চিত্ত দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে মূর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র, অহল্যা এবং ইন্দুপুত্রগণ। তাহারা দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে সেই সেই প্রকার হইয়াছিল[৫২]। চিত্ত যখন যে ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় তখন তাহাই হয়। সুতরাং বুঝা উচিত যে, বাস্তব পক্ষে দেহও নাই, অহংও নাই। কেবল এক অখণ্ড বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তুমি ইচ্ছাবিহীন হইয়া সুখে অবস্থান কর[৫৩]। বালক যেমন ভূতের কল্পনা করিয়া ভীত হয়, আবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে নির্ভয় হয়, তেমনি, "এই আমার দেহ" ইত্যাকার কল্পনা করিলে সংসারভয় ও ঐ কল্পনা পরিহার করিলে নির্ভয় হইতে পারা যায়[৫৪]।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ঐরূপ কহিলে পুনর্ব্বার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, হে ভগবন্! আপনি বলিলেন, শাপ মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অমোঘ, অথচ সে সকলও ব্যর্থ হয়। কেন ব্যর্থ হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, শাপ ও মন্ত্রের প্রভাবে জন্তুগণের মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল বিমূঢ় হইতে দেখা যায়। যেমন পবন ও স্পন্দন এবং তিল ও তৈল পরস্পর অভিন্ন; দেহ ও মন কি তদ্রূপ অভিন্ন? অথবা দেহ নাই? আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার যে প্রকার জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, দেহ বিনষ্ট হইলে মনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার মনে হইতেছে, চিত্তই স্বপ্নের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বৃথা দেহভাব অনুভব করিতেছে। ঐ সকল বিচার করিয়া আমার এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, দেহ এবং মন, উভয়ের মধ্যে একের নাশ হইলে উভয় বিনষ্ট হয় কি না। অতএব, হে প্রভো! মন কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়? আবার কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় না? যাহা এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।৭]। ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামতে! এই জগৎকোশে এমন কিছুই নাই, যাহা শুভকর্ম্মানুপাতী পুরষকারের দ্বারা না পাওয়া যায়[৮]। এই জগতে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় দেহধারী দ্বিশরীরী। এক শরীর মনোময়, অপর শরীর মাংসময়। মনোময় শরীর অতিচঞ্চল এবং অতিক্ষিপ্রকারী। মাংসময় শরীর স্থূল এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর[৯।১০]। সেইজন্য এই মাংসময় শরীর শাপ, অভিচার, বিদ্যা, শস্ত্র ও বিষাদির দ্বারা অভিভূত হয়[১১]। এ শরীর মূক, অশক্ত, দীন, ক্ষণভঙ্গুর ও পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় চপল এবং দৈব, বাক্য ও প্রভু প্রভৃতির বশ্য হয়[১২]। শরীরীদিগের মনঃশরীর ভূতগণের আয়ত্তও বটে, অনায়ত্তও বটে[১৩]। পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও ঐ অনিন্দিত শরীরকে অনেক সময়ে আক্রমণ করা যায় না[১৪]। নিয়তির নিয়ম এই যে, দেহীদিগের মনোরূপ দেহ যে

প্রকার যত্নপরায়ণ হয় সেই প্রকারই হয়। কারণ, এই শরীরই আপন নিশ্চয়ের ফলভাগী[১৫]। মাংসদেহের চেষ্টা সফল হয় না, কিন্তু মনোময় দেহের সমুদায় চেষ্টা সফল হইয়া থাকে[১৬]। যে চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, অভিশাপাদি সে চিত্তে শিলানিক্ষিপ্ত সায়কের ন্যায় বিফল হয়[১৭]। মাংসশরীর জলমগ্ন, বহ্নিপ্রবিষ্ট বা কর্দ্দমপতিত হইলেও তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মনের অনুসন্ধান অনুসারেই হইয়া থাকে[১৮]। হে মহামুনে! পুরুষকারান্বিত মন সর্ব্ববস্তু উপমর্দ্দন করিয়া ফলপ্রদ হয়[১৯]। স্মরণ কর, ইন্দ্র পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে প্রিয়াময় করিয়া ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া অনুভব করে নাই[২০]। মাণ্ডব্য মুনিও পৌরুষ প্রযত্নে মনকে রাগবিহীন ও বিগত-সন্তাপ করিয়া শূলপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়াও দুস্তরতর ক্লেশকে পরাজিত করিয়াছিলেন[২১]। দীর্ঘতপা নামে এক মহর্ষি কূপে নিপতিত হইয়া তথায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ (দেবত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২২]। ইন্দুতনয়গণ নর হইয়াও ধ্যানরূপ পুরুষকারের দৃঢ়তায় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল[২৩]। অন্যান্য অনেক ধীর মহর্ষিগণ ও দেবগণ চিত্ত হইতে স্বীয় অনুসন্ধান (ব্রহ্মাত্ম-উপাসনা) পরিত্যাগ করেন নাই[২৪]। যেমন শিলা, পদ্মের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয় না, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার আধি, ব্যাধি, শাপ, রাক্ষস ও পিশাচাদি, চিত্তকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা শাপাদির দ্বারা বিচলিত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের মনোবিবেকের অক্ষমতাই তাহার কারণ[২৫।২৬]। যাহারা সাবধান চিত্ত, তাহারা এই সংসারে কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, কোনও অবস্থায় দোষজালে জড়িত হয় না[২৭]। রামচন্দ্র! সেইজন্য ঋষিদিগের উপদেশ—পুরুষ পুরুষকার সহকৃত মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পদে নিয়োজিত করিবেন[২৮]। মনে কোনও বিষয় অল্পমাত্র প্রতিভাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিরূঢ় ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপ-ভোগক্ষম হয়[২৯]। যেমন কুম্ভকারের ব্যাপারের পর মৃৎপিণ্ড পিণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব ধারণ করে, সেইরূপ, পুরুষের দৃঢ় ভাবনার দ্বারাও তদীয় প্রাক্তনভাব বিনষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী ভাব নিরূঢ় হয়[৩০]। হে মুনে! সলিল যেমন স্পন্দন মাত্রে তরঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও ক্ষণমধ্যে ভাবনার দ্বারা অভিনব ভাব্যের প্রতিভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রাক্তন ভাব পরিত্যাগ করে[৩১]। মন কেবল মাত্র ভাবনার দ্বারা

সূর্য্যবিম্বে যামিনী ও চন্দ্রবিম্বে দ্বিত্ব দর্শন করে। (দিবসে অন্ধকার দেখে এবং রাত্রেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন করে)[৩২]। চিত্ত ভাবনার দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে শত শত অগ্নিশিখা সম্পন্ন দর্শন করে ও তৎকর্ত্তৃক দাহ অনুভব করে (বিরহী ব্যক্তি তাহার নিদর্শন। বিরহীরা জ্যোৎস্নার আলোকেও গাত্রদাহ অনুভব করে)[৩৩।৩৪]। চিত্ত প্রতিভার অনুগামী হইয়া লবণ রসকে মধুর জ্ঞানে পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে[৩৫]। চিত্ত কখন কখন নভোমণ্ডলে মহাবন অবলোকন করে ও তাহা ছেদন করিয়া তাহাতে উৎপল রোপণ করে। মন এবম্প্রকারে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া সে সকল দর্শন করিয়া কখন হৃষ্ট, কখন তুষ্ট, কখন পুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন সুখী, কখন দুঃখী হয়। হে তাত! তুমি এই জগৎকে সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত বিবেচনা করতঃ ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে[৩৬।৩৭]।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলাম[১]। অব্যক্তনামরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ নামোল্লেখের অযোগ্য (নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া নামোল্লেখের অযোগ্য) স্পন্দাত্মক ও নির্ব্বিকল্পজ্ঞান সদৃশ সর্ব্বপ্রপঞ্চবীজ উৎপন্ন হয়। কাল্পিক (কাল্পিক=কল্পারম্ভ সম্বন্ধীয়) পরিণামে তাহা স্বয়ং (আপনা আপনি) ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া (নিবিড় হইয়া) সংকল্পবিকল্পশক্তিমৎ মনোরূপে উৎপন্ন হয়[২]। অনন্তর সেই মন আপনাতে সূক্ষ্ম ভূতের কল্পনা করে এবং তৎপরে তদ্দ্বারা আপনার স্বাপ্নশরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে। সেই তেজঃপ্রধান সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধানে উৎপন্ন তৈজস পুরুষ (আত্মা) আপনার "পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা" এই নাম নির্দ্দেশ বা কল্পনা করেন[৩]। সুতরাং হে রামচন্দ্র! যিনি ব্রহ্মা তিনিই মন[৪]। এই মনস্তত্ত্বাকার ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বহেতু যাহা সংকল্প করেন তাহাই দেখিতে পান[৫]। এই মন কর্ত্তৃক অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপিণী অবিদ্যা পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাদৃশী অবিদ্যার দ্বারা যথানুক্রমে এই গিরি, তৃণ ও জলধি সমন্বিত জগৎ রচনা করিয়াছেন[৬]। উক্ত প্রকারে, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে এই জগৎ সমাগত হইলেও বুদ্ধিমোহ বশতঃ তার্কিকগণ ইহাকে কেহ প্রধান কেহ বা পরমাণু প্রভৃতি হইতে সমাগত বিবেচনা করেন[৭]। কিন্তু রাঘব! অর্ণবে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মেই সমুৎপন্ন হইয়াছে[৮]। পরমার্থতঃ অনুৎপন্ন এই জগতে ব্রহ্মার যে মনোরূপা চিৎ (চৈতন্য), তাহা সমষ্ট্যহংকাররূপ উপাধিতে আবিষ্ট হইয়া পরমেষ্ঠিতা (ব্রহ্মতা) প্রাপ্ত হয়[৯]। যাহা ব্যষ্ট্যহঙ্কারোপহিত অবান্তর চিৎশক্তি অর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপা চিচ্ছক্তি এবং যাহা পিতামহরূপ মনোদ্বারা সমুল্লসিত হয়, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাস উপাধির অসংখ্যতায় অসংখ্য ও সংসরণশীল জীব[১০,১১]। তাহারা চিদাকাশ হইতে সমুৎপন্ন ও মায়াকাশে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়া আকাশস্থ বাতস্কন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে, যে ভূতজাতিতে যেরূপ

বাসনায় ও যেরূপ কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই ভূত জাতির সাহায্যে প্রাণশক্তিদ্বারা হয় স্থাবর না হয় জঙ্গম শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্রশোণিতাদিরূপ বীজতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে[১৩]। অনন্তর তাহারা বাসনানুরূপ কর্ম্মকারী ও তৎফলভাগী হয়[১৪]। পরে তাহারা বাসনানুযায়ী কর্ম্মরজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কখন ভ্রান্ত, কখন উর্দ্ধগামী ও কখন অধোগামী হইতে থাকে[১৫]। কর্ম্ম ও কর্ম্ম-বাসনার বীজ ইচ্ছা অর্থাৎ কাম বা রাগ[১৬।১৭]। ঐ সকল জীবের মধ্যে কেহ কেহ, যাবৎ না পরম তত্ত্ববোধ হয় তাবৎ, সহস্র সহস্র জন্মকর্ম্মরূপ বায়ুর দ্বারা পরিভ্রান্ত হইয়া বনপর্ণবৎ বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। কেহ বা অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া এই সংসারে বহুশত কল্প উত্তমাধমভাবে অবস্থিতি করতঃ অসংখ্য জন্মপরম্পরা ভোগ করে। কোন কোন জীব কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম করতঃ শুভকর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই জগতে উত্তম জন্ম লাভ করতঃ বিহার করে[১৮।১৯]। বাতোদ্ধূত জলপরমাণু যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, কেহ কেহ পরমাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হয়[২০]। সেই অনাদি ব্রহ্মপদ হইতে এইরূপে জীব সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এ উৎপত্তি রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির ন্যায় অসত্য। এই সারশূন্যা অসত্যা সৃষ্টি বাসনাবিষধারিণী, জরকারিণী, অনন্তসঙ্কটজননী, এবং অনর্থকার্য্যের সৎকারকারিণী। ইহা নানা দিক, নানা দেশ ও নানা কাল যুক্তা ও নানাপ্রকার শৈলকন্দরাদিধারিণী, আবির্ভাব ও তিরোভাবময়ী এবং অতীব বিচিত্রা[২১।২৩]।

হে রামভদ্র! এই মনোময় জগৎরূপা জীর্ণবল্লী তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্না হইলে পুনর্ব্বার আর সমুৎপন্ন হয় না[২৪]।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এক্ষণে তোমার নিকট আমি উত্তম, মধ্যম, ও অধম প্রাণি-নিবহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিব, প্রণিহিত হও[১]। যে জীব পূর্ব্বকল্পীয় শেষ জন্মে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়াও গুরুর অভাবে কিম্বা অন্য প্রতিবন্ধক বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া মৃত হয়, সেই জীব এতৎ কল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়া উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর জীবের তাদৃশ জন্ম প্রথম নামে বিখ্যাত। এ প্রথমতা পূর্ব্বকল্পীয় শুভাভ্যাসের ফল। প্রথম অর্থাৎ উত্তম। এরূপ উত্তম জন্ম পাইলে সে, সেই জন্মেই সংসারমুক্ত হয়। সে যদি বৈরাগ্যের অল্পতা বশতঃ শুভলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপাসনাদি করিয়া থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার বিচিত্র সংসার বাসনা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে, পর পর কতিপয় শুভ জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসনা ক্ষয় করে এবং বাসনা ক্ষয়ের পর সংসারমুক্ত হয়। তাদৃশ জন্ম মধ্যম ও গুণপীবর নামে অভিহিত হয়। আর যে জন্ম তাদৃশ তাদৃশ অর্থাৎ সেই সেই সুখ-দুঃখফলপ্রদানসমর্থ দুর্ব্বাসনা ও দুষ্কর্ম্ম বহুল, সে জন্ম অধমসত্ত্ব নামে-খ্যাত। যে জন্ম বিচিত্র সংসারবাসনাযুক্ত ও সহস্র সহস্র জন্মের পর জ্ঞানপ্রদ হয়, সে জন্ম ধর্ম্মানুমানদ নামের যোগ্য। সেইজন্য তাহা অধমসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। যে জন্ম অত্যন্তশাস্ত্রাদিবহির্ম্মুখতা উৎপাদন করে, আর যদি অসংখ্য জন্ম ভোগের পরেও মোক্ষ লাভ সন্দিগ্ধ হয়, সে জন্ম অত্যন্ত তামস। পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা অনুসারে এতৎ কল্পে যে জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে তাহার সর্গ নরক প্রাপক চরিত্রাদি দৃষ্ট হয়, তবে তাদৃশ মনুষ্যরূপ জন্মকে রাজসজন্ম বলিয়া জানিবে[২]।[৯]। রাজসজন্মোচিত দুঃখানুভবের পর বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলে মুমুক্ষুগণ সেরূপ জন্মকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত বলেন। পরন্তু আমি সেই উৎপত্তিকে রাজস-সাত্ত্বিক বলিয়া অনুমান করি। আর যদি যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি কতিপয় জন্মের পর মানব জন্ম লাভ ও তজ্জন্মে জ্ঞান-

প্রাপ্তিক্রমে মোক্ষলাভ হয়, তবে, সে জন্ম আমার মতে রাজস-রাজস (রাজস=রজোগুণপ্রধান)। যেরূপ জন্মই হউক, শত শত জন্মের পরে চিরাভিলষিত মোক্ষ পদ উপস্থিত হইলে সাধুগণ সেরূপ জন্মকে রাজস-তামস বলেন। সহস্র সহস্র জন্মের পরেও যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় (সন্দেহ যুক্ত। মোক্ষ হয় কি না হয়, এরূপ মনে হয়) তাহা হইলে সে উৎপত্তি রাজসাত্যন্ততামস বলিয়া খ্যাত। যে উৎপত্তিতে সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ হয় অথচ মোক্ষ পথে মতি হয় না, সে উৎপত্তিকে মহর্ষি-গণ তামস জন্ম বলেন। তামস জন্মের প্রথমেই যদি মোক্ষ পথ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাদৃশ জন্মকে তত্ত্বজ্ঞগণ তামস-সত্ত্ব নাম প্রদান করেন। যদি কতিপয় জন্মের পরেই মোক্ষাধিকারী হইয়া উৎপন্ন হওয়া যায় তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণবহুলা উৎপত্তি তমোরাজস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব সহস্র জন্ম ও আগামী শত জন্ম ভোগের পরে যদি মোক্ষের উপযুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সে উৎপত্তিকে তামস-তামস (তামস=তমোগুণবহুল) বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বলক্ষজন্ম ও আগামী লক্ষজন্ম অতিক্রম করিলেও যদি মোক্ষ সন্দিগ্ধ (মোক্ষ কখনও হইবে কি না এরূপ সন্দেহ) হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জন্ম অত্যন্ত তামস বলিয়া জানিবে। যত প্রকার জন্মের কথা বলিলাম, সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে পয়োরাশি হইতে ঊর্ম্মিমালার ন্যায় সমাগত হয় বলিয়া জানিবে[১০।২০]। সমুদায় জীব তেজোময় ও স্পন্দনস্বভাব দীপ হইতে রশ্মিমালা নির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছে। দৃশ্যমান ভূতপংক্তি প্রজ্বলিত অনল হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। দৃশ্যদৃষ্টি মাত্রেই চন্দ্রবিম্ব হইতে অংশু সমূহের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে[২১।২৩]। কনক হইতে কটক ও অঙ্গদ কেয়ূরাদির উৎপত্তির ন্যায় এই সকল জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। নির্ম্মল নির্ঝর সলিল হইতে বিন্দু (জলকণা) উদ্ভবনের ন্যায় এই নিখিল ভূত সেই অনাময় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেরূপ সলিল হইতে শীকর, আবর্ত্ত, লহরী ও বিন্দুসমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দৃশ্যদৃষ্টি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী মরু নিপতিত ভাস্করতেজ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন শীতরশ্মির আলোক চান্দ্র তেজ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই ভূতজাতি যাহা হইতে সমাগত

তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ সমস্তই তাঁহাতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

হে রামচন্দ্র! পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি উৎপত্তির ন্যায় এই ব্যবহারশালিনী শ্রী, (সংসার রূপ দৃশ্য সম্পত্তি) ভগবান্ ব্রহ্মার ইচ্ছায় বিবিধ জগতে সমাগত, নিপতিত, উৎপতিত ও জাত হইতেছে[২৯।৩২]।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।
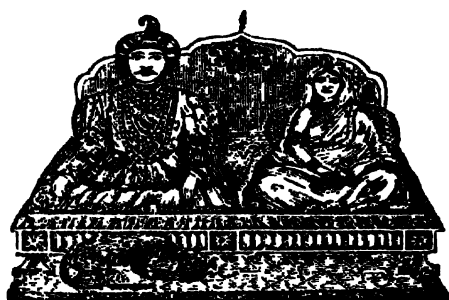
পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদ্রূপ তরু হইতে যুগপৎ (অভিন্ন সময়ে) পুষ্প ও গন্ধ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া অভিন্ন, তেমনি, সেই পরম পদ হইতে যুগপৎ প্রকাশিত কর্ত্তা ও কর্ম্ম অভিন্ন[১]। যদ্রূপ অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে নীলিমা প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ, নির্ম্মল ব্রহ্মে জীব-ভাবের প্রস্ফুরণ হইতেছে[২]। হে রঘুনাথ! অল্প বিবেক-দৃষ্টি পরিচালন করিলেই দেখা যায়, যে অবস্থায় অজ্ঞসম্মত ব্যবহারের প্রচলন, সেই অবস্থার কথা—জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু ঐ কথা তত্ত্বজ্ঞগণের ব্যবহারে অশোভন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। যুক্তিপক্ষ বা জ্ঞানিপক্ষ এই যে, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা বাস্তব উৎপন্ন নহে। উৎপন্ন না হইলেও, যাবৎ না দ্বৈতকল্পনা অপনীত হয়, তাবৎ উপদেশ্য, উপদেশক ও উপদেশ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অতএব, ভেদদর্শী দিগের প্রতি "জীব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম" এরূপ উপদেশ অনুপযুক্ত নহে, প্রত্যুত উপযুক্ত[৩,৪]। জ্ঞানচক্ষুঃ বিকশিত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু হইতে জলে তরঙ্গোৎপত্তির অনুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং ইহা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। পরন্তু ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইতেছে[৭]। এ পর্য্যন্ত অনেক পর্ব্বতাকার জীবদেহ উক্ত পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাতে বিলীন হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে[৮]। যদ্রূপ নিকুঞ্জস্থ পাদপে পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপ, ব্রহ্মেই অনন্ত জীব রাশির উৎপত্তি ও অবস্থিতি[৯]। যেমন বসন্তকাল আগতে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয় ও গ্রীষ্ম সমাগমে সে সকল লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিকালে জীব সংখ্যার উৎপত্তি ও প্রলয় কালে সে সংখ্যার বিলয় হইয়া থাকে[১০]। এ সকল, সে সকল ও অন্যান্য জীব সকল (যাহারা ভবিষ্যতে প্রকট প্রাপ্ত হইবে তাহারা) সমস্তই সেই পরম তত্ত্বে উৎপন্ন, স্থিত ও প্রলীন হয়[১১]। হে রামচন্দ্র! যেমন পুষ্প ও তদ্‌গন্ধ পৃথক্ নহে, তেমনি, পুরুষ ও কর্ম্ম পৃথক্ নহে। কেননা, উক্ত উভয়ই সেই পরমেশে হইতে সমাগত ও পরমেশে বিলীন

হয়[১২]। দৈত্য, উরগ, নর ও অমরগণ বস্তুতঃ উৎপন্ন না হইলেও ভাবতঃ অর্থাৎ বাসনা প্রবাহের দ্বারা উৎপন্নপ্রায় ও স্থিত হইতেছে[১৩]। হে সাধো! ঐরূপ উৎপত্ত্যাদির প্রতি আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত কারণান্তর দৃষ্ট হয় না[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম বিষয়ে (ব্রহ্ম বিষয়েও বটে) শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। একমাত্র শ্রুতিই উক্ত উভয়ের অস্তিত্বাদি সাধক প্রমাণ। যাঁহাদের জ্ঞান তৎপ্রসূত, তাঁহারা প্রামাণিক এবং তাঁহাদের দৃষ্টি প্রামাণিকদৃষ্টি নামে প্রসিদ্ধ। রাগদ্বেষাদিবিহীন প্রামাণিকদৃষ্টি মন্বাদি ঋষিগণ ধর্ম্মব্রহ্ম বিষয়ে অবিসম্বাদিনী। তাঁহারা শ্রুতিমূলা যুক্তির দ্বারা যাহা নির্ণয় ও নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে শাস্ত্রসংজ্ঞায় অবস্থিত। আর যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোপেত রাগদ্বেষাদিবিহীন ও নিরতিশয়ানন্দব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী তাঁহারা সাধু সংজ্ঞায় পরিগণিত। সাধুদিগের আচার ও শাস্ত্র এই দুইটী ধর্ম্মব্রহ্ম দেখিবার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুঃ। যাহারা অবোধ, কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত তাহাদের ঐ দুই চক্ষুর (সদাচারের ও শাস্ত্রের) অনুগামী হওয়া উচিত[১৫।১৭]। যে ব্যক্তি স্বর্গের ও মোক্ষের উপায়ীভূত তাদৃশ শাস্ত্রের ও সদাচারের অনুবর্ত্তী না হয়, সে, ইহলোকে শিষ্টগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত ও পরলোকে মহাদুঃখে নিপতিত হয়, ইহা সাধুগণের ও সৎশাস্ত্রের ঘোষণা। তাদৃশ শাস্ত্রে ও সাধু দিগের সমবায়ে (সমাজে) এ কথাও নিরূঢ় আছে যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পর পর্য্যায়ক্রমে সংগত অর্থাৎ হেতু-ফল-ভাবে অবস্থিত। ফলিতার্থ এই যে, কখন কর্ম্মের ফল কর্ত্তা এবং কখন বা কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের ফল কর্ম্ম। কেননা, কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা উৎপন্ন হন এবং কর্ত্তা কর্ত্তৃক কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। আরও বিশদ কথা—জন্তুগণ বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম হইতে এবং অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় জন্তুগণ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৮।২১]। জন্তুগণ যেরূপ বাসনা লইয়া ভবপিঞ্জরে জন্ম গ্রহণ করে, জন্মের পর তাহারই অনুরূপ ফল অনুভব করে[২২]। হে ব্রহ্মন্! যদি এই সিদ্ধান্তই খাঁটি হয় তাহা হইলে আপনি যে জন্মবীজ কর্ম্মের কথা না বলিয়া ব্রহ্মপদ হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হওয়ার কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে[২৩]? রিক্ত অর্থাৎ কারণপরিশূন্য মায়াশবল ব্রহ্মে আকাশাদি স্থূল দেহান্ত সৃষ্টিরূপ ফল বিদ্যমান আছে এবং স্থূল সূক্ষ্ম

দেহাদিতে ভোগ ও ভোগসামগ্রী (কারণ পুঞ্জ) সৃষ্টিরূপ ফল প্রসক্ত (সংলগ্ন) আছে, অপিচ, জন্মের সহিত কর্ম্মের, হেতু-ফল-ভাব নির্দ্ধারিত আছে, আপনার উক্তবিধ কথায় সে নির্দ্ধারণ প্রমার্জ্জিত হইয়া যাই-তেছে। আরও দেখুন, আপনি ঐ দুই সিদ্ধান্তকেও নিরাকৃত করিতেছেন[২৪,২৫]। অপিচ. এই এক বিশেষ দোষ প্রসক্ত হইতেছে যে, যদি কর্ম্মফল না থাকে, তাহা হইলে নরকাদি ভয়ের অভাবে লোক সকল পরস্পর পরস্পরকে হিংসন ভক্ষণাদি করিয়া ও সঙ্কর অতিসঙ্কর করিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাওয়াই সুসম্ভব হয়[২৬]। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! নিষ্পাদিত কর্ম্ম, ফলে পরিণত হয় কি না, এই বিষয়ে যে আমার সংশয় হইয়াছে, সে বিষয়ের তত্ত্ব কি? রহস্য কি? আপনি তত্তাবৎ বর্ণন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদ করুন[২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। যাহাতে তুমি ঐ বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৮]।

যাহা কর্ত্তব্যানুসন্ধানরূপ মানসী ক্রিয়া, মনের বিকাশ, তাহাই কর্ম্ম-বীজ। * কেননা, তাহারই অনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপ ফল হইতে দেখা যায়[২৯]। সৃষ্টির আদিতে যে সময়ে পরম পদ হইতে মনোরূপ তত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) সমুৎপন্ন হইয়াছিল সেই সময় হইতেই জন্তুগণের কর্ম্ম সমুত্থিত হইয়াছে ও তখন হইতেই জীব প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে[৩০]। যেমন পুষ্প ও তদন্তর্গত সৌগন্ধ অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, তেমনি, কর্ম্ম ও মন পরস্পর অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। বুধগণ স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করেন। (মনে যে কর্ম্মসং-স্কারাত্মিকা ক্রিয়া লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত থাকে তাহারই নাম অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট যথাকালে দেহাদি ও স্বর্গনরকাদি ফলে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।) এই যে কর্ম্মের আশ্রয় দেহ, ইহাও পূর্ব্বে মনোরূপে অবস্থিত ছিল। কারণ, মনঃ অগ্রে ভবিষ্যদ্দেহাকারে পরিভাবিত হয়, পরে তাহার তদনুরূপ শরীর নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যাহা চিত্ত নামের নামী তাহাও

---

* মনে যখন যেরূপ কর্ত্তব্য বিষয়ক ক্রিয়ার উদয় হয়. অর্থাৎ মন যাহা চিন্তা করে, বাক্য তদনুরূপে বহির্গত হয়। এবং বাহিরে হস্তাদির পরিচালনাদিও সেই রূপে নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং মনের তাদৃশ তাদৃশ উন্মেষ কর্ম্মের (ক্রিয়ার) বীজ বা মূল কারণ।

মন[৩১।৩২]। শৈল, ব্যোম, সমুদ্র, স্বর্গ বা নরক, সমস্তই আত্মকৃত কর্ম্মের ফল, তদতিরিক্ত নহে[৩৩]। ঐহিক কর্ম্মই হউক, আর প্রাক্তন কর্ম্মই হউক, সমস্তই পৌরুষপ্রযত্ন বিশেষ। সুতরাং তাহা নিষ্ফল হইবার নহে[৩৪]। যেমন কৃষ্ণতা ক্ষীণ হইলে কজ্জলত্বও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্পন্দধর্ম্ম প্রাণের স্পন্দন বা কর্ম্ম বিরত হইলে মনও ক্ষীণ হইয়া যায়[৩৫]। কর্ম্মনাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনোলয় মূলক অকর্ম্মতা মুক্ত পুরুষে প্রসিদ্ধ। অন্যত্র নহে[৩৬]। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ্য সদা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অপৃথক্, তেমনি, চিত্ত ও কর্ম্ম নিরন্তর সংশ্লিষ্ট সুতরাং একতরের অভাবে অন্যতরের বিলয় অবশ্যম্ভাবী[৩৭]। চিত্ত সর্ব্বদাই স্পন্দনরূপ বিলাসে সমবেত হইয়া কর্ম্মসিদ্ধ আকারে (বিহিতনিষিদ্ধ নিষ্পাদন দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে বা অদৃষ্টের আকারে) পরিণত হয়, এবং কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাসের সহিত মিলিত হইয়া চিত্তরূপে পরিণত হয়। এইরূপে চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া লোক মধ্যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে[৩৮]।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।
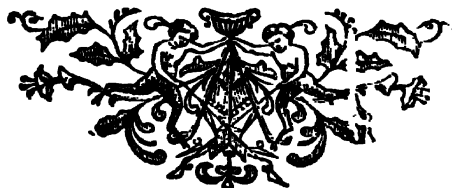
ষণ্ণবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মন কি? মন অন্য কিছু নহে, মন ভাবময়। যাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বিকল্পনা বা বিভাবনা, মন তা'তিরিক্ত নহে। সেই বিভাবনা (ভাব বিশেষ) স্পন্দনধর্ম্মের উদয়ে বিহিতনিষিদ্ধ ক্রিয়ায় পরিণতা হয় এবং সেই ক্রিয়া আবার অদৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া ফলের উৎপত্তি করে। সুতরাং জন্তুগণ তদনুগামী হইয়া তদনুরূপ ফল অনুভব করে[১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! মন জড় অথচ অজড়ের ন্যায়। তাদৃশ মনের সঙ্কল্পসমারূঢ় রূপ অর্থাৎ আকার সবিস্তরে বর্ণন করুন[২]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মন, সর্ব্বশক্তি অনন্ত আত্মতত্ত্বের সংকল্প শক্তির রচনা বিশেষ। আছে? কি নাই? এতদ্রূপ পক্ষদ্বয় উপস্থাপিত করিয়া মন যে তদ্দ্বয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করে, দোদুল্যমান হয়, অর্থাৎ উভয় পক্ষে অবস্থান করতঃ একত্র অনবস্থিত হয়, তাহাই মনের সংকল্পারূঢ় অবস্থার রূপ[৩।৪]। আত্মা সদা চিদ্রূপ। তথাপি, সর্ব্বদা ভাসমানতা সত্বেও যে "আমি জানি না" এতদ্রূপ প্রত্যয় যাহার দ্বারা উপস্থিত হয়, এবং কর্ত্তা না হইলেও যে অহং কর্ত্তা ইত্যাকার প্রতীতি যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তুমি মন বলিয়া জানিবে[৫]। যেমন গুণী গুণহীন হয় না, তেমনি, মনও কল্পনাত্মিকা কর্ম্মশক্তি বিরহিত হয় না[৬]। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ অভিন্ন, তেমনি, কর্ম্ম ও মন এবং মন ও জীব অভিন্ন[৭]। সেই চিত্তরূপী মন ফলজনক কর্ম্মদ্বারা আপনার সঙ্কল্প শরীরকে নানারূপে বিস্তৃত করিয়া মায়াময় বিশ্বকে অনেকাকারে বিস্তৃত করিতেছে[৮।৯]। যে স্থানে যাহার যে বাসনা উন্মেষিত হয় সেই স্থানেই তাহার সেই বাসনা ফলপ্রসূ হয়[১০]। বাসনা যেন বৃক্ষ, কর্ম্ম তাহার বীজ, মনঃস্পন্দ শরীর, (গুঁড়ি), ক্রিয়া তাহার শাখা, সে সকল (শাখা সকল) বিচিত্রফলবিশিষ্ট[১১]। মন যাহা অনুসন্ধান করে, সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহা সুসম্পন্ন করে। সে ভাবেও কর্ম্ম মন বলিয়া গণ্য হয়[১২]। বলিতে কি—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, কর্ম্ম, কল্পনা, সংস্মৃতি, বাসনা, বিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া, ক্রিয়া, এ সকল শব্দবৈচিত্র্য ব্যতীত, বস্তুতঃ

অন্য কিছু নহে। ফলতঃ একই মন ঐ সকল ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। অপিচ, একাধার ব্রহ্মাত্মায় ঐ সমস্তের আরোপ হওয়ায় সুতরাং ঐ সকল, সংসার ভ্রমের কারণ বলিয়া গণ্য হইতেছে[১৩।১৪]। কাকতালীয় যোগে অর্থাৎ আকস্মিক রূপে স্বরূপ বিস্মৃতির পরক্ষণে অপরিচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে যে বাহ্য বস্তু কল্পনার উন্মেষ বা উদয় হয়, তাহা হইতে ঐ সকল পর্য্যায় (নামসঙ্কেত) কৃত অর্থাৎ সুসম্পন্ন হয়[১৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরা সম্বিদের (বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুর)কল্পিত ঐ সকল বিচিত্র পর্য্যায় (নাম) কি প্রকারে রূঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে? অর্থাৎ লোকে ও শাস্ত্রে উভত্রই প্রসিদ্ধ হইয়াছে? তাহা বলুন[১৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, পরাসম্বিদ যখন স্বাশ্রিত অবিদ্যার দ্বারা কলঙ্কিতপ্রায় হইয়া উন্মেষরূপিণী (বিকারোদ্রেক বিশিষ্ট) হন, হইয়া "ইহা এই, তাহা সেই" ইত্যাদি প্রকার কল্পনা করেন, জানিবে—তখন তিনি মনঃ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৭]। যখন তিনি বিবিধ কল্পনার মধ্য হইতে কোন এক কল্পনাকে নিশ্চয় করিয়া সুস্থির ভাবে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বুদ্ধি নামে প্রথিত হন। এই বুদ্ধিই ইয়ত্তা অবধারণ করে অর্থাৎ বস্তু-নিশ্চয় করে[১৮]। উক্ত সম্বিৎ যখন মিথ্যাভিমান অবলম্বনে আপনার সত্তা কল্পনা করেন, তখন তিনি অহঙ্কার সংজ্ঞায় প্রথিত হন। এই অহঙ্কার সর্ব্ব প্রকার অনর্থের বীজ, ও বন্ধনের কারণ[১৯]। যখন তিনি পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান ত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় এক বিষয় পরিত্যাগ ও অন্য বিষয়ের স্মরণ করেন, তখন তিনি চিত্ত নামে প্রথিত হন[২০]। সেই সম্বিৎ যখন আবার কর্ত্তাকে স্পন্দগুণে (স্পন্দ= ক্রিয়া) গুণী করেন ও স্পন্দফল প্রাপনার্থ অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির দেশান্তর সংযোগ (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া) সম্পাদনার্থ প্রধাবিতের ন্যায় হন, তখন তিনি কর্ম্ম নামে উদাহৃত হন[২১]। যখন তিনি কাকতালীয় ন্যায়ে অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট আকস্মিক কারণে নিজ পূর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত বিষয়ের কল্পনা করেন, তখন তিনি কল্পনা নামে অভিহিত হন[২২]। "ইহা আমার পূর্ব্বদৃষ্ট অথবা ইহা আমি দেখি নাই" এইরূপ আন্তরিক নিশ্চয়চেষ্টায় উদ্ভবে তিনি স্মৃতি নামে কথিত হন[২৩]। সেই সম্বিৎ যখন সূক্ষ্ম পদার্থশক্তি রূপে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি বাসনা নামে উক্ত হন[২৪]। যখন দেখিবে, তিনি,

কেবল এক বিমল আত্মতত্ত্বই আছে, দ্বৈত দৃষ্টি তদীয় অবিদ্যাকলঙ্কের ফল বা প্রভাব, সুতরাং মিথ্যা, ইত্যাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন, তখন তিনি বিদ্যানামে উক্ত হন[২৫]। সেই সম্বিদ যখন মিথ্যাবিকল্প কল্পনার দ্বারা আপনার পরমত্ব, অপরিচ্ছিন্নত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদি বিস্মৃত হন, তখন তিনি মনোনামে (মনঃ শব্দে) কথিত হন[২৬]। * এই মনোভূতা সম্বিদ্ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ঘ্রাণ ও ভোজনাদির দ্বারা জীবভাবাপন্ন ইন্দ্রকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে আনন্দিত করেন বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে কথিত হন[২৭]। তিনিই স্বয়ং কর্ত্তা এবং উপাদান হইয়া এই দৃশ্য বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন বলিয়া প্রকৃতি নামে উক্ত হন[২৮]। তিনি যখন সৎ অসৎ সদসৎ অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য হন, তখন তিনি মায়া নামে কথিত হন[২৯]। তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ প্রভৃতির দ্বারা কার্য্যকারণভাব (সংসারবীজত্ব) প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া নামে অভিহিত হন[৩০]। একমাত্র পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তু অবিদ্যা কলঙ্কের যোগে উক্ত প্রকারে অনুপাতিনী অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ সুতরাং রূপধর্ম্মী হওয়ায় ঐ সকল পর্য্যায় বৃত্তিতে (পর্য্যায়=নাম। বৃত্তি=তন্নামক অর্থ) রূঢ় হইয়াছে[৩১।৩২]। বিশুদ্ধরূপা চিৎ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) "অহং অজ্ঞঃ" ইত্যাকার অজ্ঞান মালিন্যের সন্নিধান প্রভাবে অথবা দ্বৈতবাসনা কলঙ্কের সন্নিধান বশতঃ পূর্ণতা বিহীনের ন্যায় হওয়াতেই ঐ সকল চিদ্ভাগ ঐ ঐ রূপে (মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির আকারে) প্রস্ফুরিত হয়[৩৩]। সুতরাং সম্বিদ্ই জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি নামে কথিত হইতেছেন। অতএব, উক্ত বিষয়টী এইরূপে বুঝা উচিত যে, পরমাত্মপদ হইতে বিচ্যুত অজ্ঞানকলঙ্কযুক্ত একাদ্বয় সম্বিদেরই ঐরূপ ঐরূপ নানা সঙ্কল্প কল্পনাকে বুধগণ ঐ সকল নাম প্রদান করিয়া থাকেন[৩৪।৩৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন জড়? কি চেতন? তাহা আমি ভাল রূপ বুঝিতে পারিতেছি না[৩৬]। মন ও জীব অভিন্ন বলায় চেতন বলিয়া মনে হয়, আবার শাস্ত্র প্রসিদ্ধি দেখিলে জড় বলিয়া সংশয়

* প্রথমে যে মনের কথা বলা হইয়াছে তাহা সাঙ্খ্যের মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি প্রসূত বুদ্ধিতত্ত্ব। পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এবং এখানে যে মনের উল্লেখ হইল, এ মন ইন্দ্রিয়াত্মক। অর্থাৎ শরীরস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অন্তঃকরণ।

হয়। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মন জড় নহে, চেতনও নহে, চেতন-ভাব প্রাপ্তও নহে। চিদ্বস্তু যখন সংসার দশায় আরূঢ় হওয়ায় উপাধি-মালিন্য বহন করেন তখন তিনি মন আখ্যায় অভিহিত হন[৩৭]। মন যেমন চিৎ অচিৎ উভয়বৈলক্ষণ্য যুক্ত, তেমনি, সদসদ্বৈলক্ষণ্য যুক্ত। প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত জগৎ কারকের যে আবিল (আবিল=অবিদ্যাগ্রস্ত) রূপ, তাহা চিত্ত নামে কথিত হইয়া থাকে[৩৮]। চিৎ যে অবস্থায় আপনার শাশ্বত ও নিশ্চিত একরূপতা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করে, তাহার সেই অবস্থা অস্মন্মতে চিত্ত এবং তাহা হইতেই এই জগৎ জাত হইয়াছে[৩৯]। জড় ও অজড় উভয় ভাবের মধ্যগামী বা উভয় ভাবে দোলায়মান চিদ্বস্তু তত্তৎ শাস্ত্রে মনঃ নামে অভিহিত হয়[৪০]। হে রামভদ্র! সেইজন্য বলিয়াছি, মনঃ জড়ও নহে এবং চিন্ময়ও নহে। তাদৃশ মনের বক্ষ্যমাণ নানা নাম সংকল্পিত হয়। যথা—অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীব প্রভৃতি। মন নটের ন্যায় কর্ম্মভেদে নাম ভেদ ধারণ করেন[৪১।৪৩]। নরগণ যেমন কর্ম্মবশতঃ পাচক পাঠক প্রভৃতি নাম ধারণ করে, তেমনি, মনঃও কর্ম্মভেদে নানা উপাধি ধারণ করে[৪৪]। হে রাঘব! আমি চিত্তের যে সকল নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাদিগণ কল্পনা দ্বারা তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন[৪৫]। তাহারা তর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক মনের উপর দ্রব্যত্বাদি বুদ্ধি সমারোপিত করিয়া স্বেচ্ছা-নুসারে মদুক্ত মনের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করে[৪৬]। মনঃ কোন কোন বাদীর মতে জড়, কোন কোন বাদীর মতে অজড়, কেহ উহাকে অহঙ্কৃতি এবং কেহ বা উহাকে বুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে[৪৭]। হে রঘুনন্দন! আমি সঙ্কল্পবিকল্পাদি বৃত্তি অনুসারে একই অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নাম প্রদান করিয়াছি, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ, সাংখ্যা-ধ্যায়িগণ, চার্ব্বাকমতানুসারী নাস্তিকগণ, জৈমিনীয়গণ, বৌদ্ধমতাবলম্বী তার্কিকগণ, আর্হতগণ (আর্হত=জৈন), ও অন্যান্য বাদিগণ (অর্থাৎ বৈষ্ণব পাশুপত প্রভৃতি) স্ব স্ব বুদ্ধি সমুত্থিত তর্কের ব্যামোহে তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন[৪৮।৫০]। করিলেও তাহাদের সকলেরই গন্তব্য—পরম পদ। যেমন পান্থগণ আপন আপন ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়া অবশেষে সকলেই এক লক্ষ্যভূত নির্দ্দিষ্ট পুরে গমন করে, বাদিগণের পক্ষেও সেইরূপ জানিবে[৫১]। তাহারা পরমার্থ পদের অনববোধে বিপ-

রীত বুদ্ধি যুক্ত হইয়া পরস্পর ইদমিথং নেদমিথং বলিয়া কলহ করে * । যেমন পথিকগণ আপন আপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে স্ব স্ব গমনীয় পথের প্রশংসা করে, তেমনি, তাহারাও স্ব স্ব কল্পিত পক্ষের প্রশংসা করে। হে রামচন্দ্র! তাহাদের সেই সেই পক্ষ ফলেচ্ছার প্রাবল্যে পরিকল্পিত অথবা স্বকপোল রচিত। অর্থাৎ প্রমাণশিরোমণি উপনিষৎ প্রমাণের সম্মত নহে। সেই কারণে সে সকল পক্ষ মুমুক্ষুগণের হেয়[৫২।৫৪]। যেমন একই পুরুষ স্নান, দান ও আদানাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া স্নায়ী, দাতা ও গৃহীতা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, মনঃও বিচিত্র কার্য্যকারী হয় বলিয়া কার্য্য অনুসারে জীব, বাসনা ও কর্ম্ম, ইত্যাদি নানা নামে উক্ত হয়[৫৫।৫৬]। চিত্তই নিখিল বিশ্ব, এ রহস্য ব্যক্তিমাত্রের অনুভবনীয়। ভাবিয়া দেখ, যাহারা চিত্তবিহীন তাহারা বিশ্ব দর্শনে অসমর্থ। সমনস্ক জীবেরাই শুভাশুভ বিষয় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভোজন ও ঘ্রাণাদি দ্বারা হর্ষ ও বিশাদ অনুভব করে[৫৭।৫৮]। যেমন রূপপ্রতীতির কারণ আলোক, তেমনি, অর্থপ্রতীতির কারণ মনঃ। মনঃ আপনাকে বদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিলে বদ্ধ এবং মুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিলে মুক্ত, মুক্ত বদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ব্যবস্থা[৫৯]। যাহারা মনকে জড় বলিয়া জানে, মনঃ তাহাদের নিকট জড়। যাহারা চেতন বলিয়া জানে, তাহাদের নিকট চেতন। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, মনঃ অভিহিত প্রকারে সমুত্থিত। মনঃ বস্তুতঃ জড় নহে, চেতনও নহে। অথচ তাহা হইতে এই সুখ-দুঃখ-চেষ্টা-সমন্বিত বিচিত্র জগৎ সমুত্থিত হইয়াছে[৬০।৬১]। তাদৃশ মনঃ যখন একরূপ হইয়া যায়, অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মে পর্য্যবসন্ন হয়, তখন এ সংসার থাকে না, রজ্জুসর্পের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। বিলীন হইবার কারণ—মলিনসত্ত্বোপহিত চিৎ ভ্রান্তির

* তাহাদের বুদ্ধির বৈচিত্র্য অর্থাৎ প্রভেদ উক্তবিধ কলহের মূল। রুচি ভেদের মূল দেশকালপাত্রাদির প্রভেদ। কেহ রাজস অর্থাৎ রজোগুণ প্রধান, কেহ তামস—তমঃপ্রধান, কেহ মলিনসত্ত্বপ্রধান, কেহ বা অর্দ্ধমলিনসত্ত্ব প্রধান, ইত্যাদি। এ বিষয়ে পরিষ্কার কথা এই যে, যে যেমন বুঝে সে তেমনি বলে ও করে। তন্মধ্যে তত্ত্বসাক্ষাৎকারী নির্ম্মলসত্ত্ব প্রধান প্রধান ঋষিদিগের বৈদিক জ্ঞানে যাহা বিজ্ঞেয় হইয়াছে তাহাই অভ্রান্ত এবং যাহা কেবল স্ববুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত তাহা প্রায়ই ভ্রান্ত, পরন্তু কাকতালীয় ন্যায়ে কদাচিৎ অভ্রান্ত।

বশবর্ত্তী হওয়ায় এই জগৎ সমুদিত হইয়াছে, ভ্রান্তির অবসানে সুতরাং এ জগৎ মিথ্যায় পর্য্যবসন্ন হয়[৬২]।

হে রামচন্দ্র! অজড় মনঃ সংসারের কারণ নহে এবং প্রস্তরের মত জড় মনঃও বিশ্বের কারণ নহে। * রাম! সেইজন্য বলা যায়, জগতে জড় বা চেতন দুএর কোনটাই ঠিক্ নহে। কারণ, ইহা জড় তাহা অজড়, এ প্রতীতি কেবলমাত্র মনোমূলক[৬৩।৬৪]। যখন চিত্ত ব্যতিরেকে কোন কিছুর বিদ্যমানতা প্রমাণিত হয় না, এবং অচিত্তের অথবা লীন চিত্তের নিকট জগতের অস্তিতা অপ্রমাণিত, তখন ইহা অবশ্যই অবধারণীয় যে, চিত্তই জগৎ। জগৎ অন্য কিছু নহে[৬৫]। যেমন কাল, ঋতু বিশেষের আবির্ভাবে বিচিত্রাকার ধারণ করে, তেমনি, মনঃও বিচিত্র কর্ম্মের উদ্রেকে বিচিত্রাকার ধারণ করতঃ বিবিধ নামে প্রথিত হয়[৬৬]। ইন্দ্রিয়াদি যদি বিনা চিত্তের আভোগে শরীরকে ক্ষুভিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম—জীবাদি পদার্থ চিত্তের অতিরিক্ত[৬৭]। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বাদিগণ তর্কের দ্বারা ঐ সকলের ভিন্নতা প্রচলন করিয়াছেন সত্য; পরন্তু সে সকল কুতর্কপরিকল্পিত; সুতরাং মিথ্যা[৬৮]। তাহাদের মনঃই তাহাদের কুতর্ক উদয়ের কারণ। অজ্ঞানাক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িকশিক্ষাশূন্য মানবদিগের কুতর্কোদ্ভাবন সামর্থ্য স্বতঃসিদ্ধ[৬৯]। যে দিন বিশুদ্ধ সম্বিদ্‌তত্বে অজ্ঞান জাড্যের মিথ্যা উদ্রেকে জড় শক্তির উদ্রেক হইয়াছে, সেই দিনই এই জগদ্বৈচিত্র্য সমাগত হইয়াছে[৭০]। যেমন চেতন উর্ণনাভ (মাকড়শা) হইতে জড় বা অচেতন তন্তু (সুতা) উৎপন্ন হয়, তেমনি, চেতন ব্রহ্মপুরুষ হইতে অচেতনা প্রকৃতি আবির্ভূতা হইয়াছে। বাদিগণ শ্রুতিপরিশুদ্ধমতি নহেন, তাই তাহারা তাদৃশ অজ্ঞানের বশ্য হইয়া স্ব স্ব মনোভাবকে ঠিক বা অকাট্য বিবেচনা করেন। সুতরাং প্রোক্ত কারণে তাহারা ভ্রান্তি ক্রমে চিত্তের নামাদি ভেদ কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হন[৭১।৭২]। অতএব, হে রামচন্দ্র! সেই নির্ম্মলা চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই জগতে চেতন, চিত্ত ও জীব ইত্যাদি নামে কথিত হইতেছেন। যাহা বস্তু, তাহাতে কোন বিবাদ নাই। কেবল মাত্র নামে ও রূপ কল্পনায় বিবাদ[৭৩]।

* অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবস্তুই স্বাশ্রিত অজ্ঞান জাড্যের আবরণে বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি এখন ভবদুক্ত বাক্যের অর্থাবগতি দ্বারা বুঝিলাম, ব্রহ্মাণ্ড মনঃ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে সুতরাং ইহা মনেরই কার্য্য[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! যেমন তেজের অপ্রতীতি বশতঃ মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা-জল দৃষ্ট হয়, * তেমনি, পরমার্থ পদের অস্ফুরণ বশতঃ মূঢ়ভাবোপগত মনের দ্বারা পরমার্থ পদে এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে[২]। মনঃই ব্রহ্মভূত জগতের স্থাপয়িতা। মনঃই সুররূপে, নররূপে, দৈত্যরূপে, যক্ষরূপে, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নররূপে উল্লসিত (তত্তদ্ভাবে অবস্থিত) হয়[৩।৪]। আমরা মানস প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই, মনঃই পুরপত্তনাদি বিচিত্র সংস্থানে বিরাজ করিতেছে এবং তৃণ, কাষ্ঠ ও লতা প্রভৃতি শরীরীর আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এ সকল বিচার্য্য নহে; কেবল একমাত্র মনঃই বিচার্য্য[৫।৬]। আমার মত এই যে, মনঃই জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে, সুতরাং মনের অভাবে অদ্বয় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন[৭]। আত্মা সর্ব্বাতীত, অথচ সর্ব্বগ ও সর্ব্বাশ্রয়। তাহারই প্রভাবে মন বিশ্বাকারে ধাবিত বা প্রস্পন্দিত হইতেছে[৮]। মনঃই কর্ম্ম ও শরীর সমুদায়ের কারণ এবং মনঃই জাত ও মৃত হয়। (জাত অর্থাৎ অভিব্যক্ত বা উত্থিত। মৃত অর্থাৎ তিরোভাব প্রাপ্ত বা লয় প্রাপ্ত)। আত্মার ঐ সকল গুণ বা ধর্ম্ম নাই[৯]। আমি জানি, বিচার দ্বারা মন লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনের বিলয়ে পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ করা যায়[১০]। কর্ম্মানুরক্ত মনঃ জ্ঞানের দ্বারা বিশীর্ণ হইলেই মুক্তি লাভ করে, পুনর্ব্বার আর প্রজাত হয় না[১১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন, জীবজন্ম ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। অপিচ, সদসদাত্মক মনঃ তাহার মুখ্য কারণ[১২]। কিন্তু হে ভগবন্! বুদ্ধিবিবর্জ্জিত (প্রকৃতিমুক্ত) শুদ্ধচিৎ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে জগচ্চিত্রকর মনঃ কি প্রকারে উত্থিত হইল তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি[১৩]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিস্তৃতোদর চিত্তাকাশ,

---

* প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণরূপ তেজঃই জলাকারে দৃষ্ট হয়।

চিদাকাশ ও ভূতাকাশ, এই তিন সর্ব্বকার্য্যসাধারণ, অর্থাৎ জন্য মাত্রের কারণ, সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের সত্তায় (অস্তিতায়) লব্ধসত্ত্ব। অর্থাৎ ঐ তিনই চিদাত্মার প্রতিভাস[১৪।১৫]। যাহা বাহ্যে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, যাহা সত্তা ও অসত্তার অববোধক, যাহা সর্ব্ব ভূতে পরিব্যাপ্ত, তাহা চিদাকাশ নামে উক্ত হয়[১৬]। যাহা সমুদায় প্রাণীর সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নির্ব্বাহের মূল, সর্ব্ববিধ কারণ-কার্য্য-ভাবের নিয়ন্তা, এবং যাহার কল্পনায় এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই চিত্তাকাশ নামের নামী[১৭]। যে আকাশ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত, যাহা পবন ও মেঘাদির আশ্রয়, যাহা ভূমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, সেই এই আকাশ ভূতাকাশ নামে প্রথিত[১৮]। এই ঈদৃশ ভূতাকাশ ও তাদৃশ সেই সর্ব্বমূল চিত্তাকাশ চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দিন যেমন সমুদায় কার্য্যের কারণ, তেমনি, চিদাকাশও কার্য্যমাত্রের মূল কারণ[১৯]। চিত্তের যে "আমি জড় অথচ অজড়" এতদ্রূপ অবধারণ বা স্বাত্মপ্রকাশ, তাহা ব্রহ্ম নামক চিতের মালিন্য এবং তাদৃশমালিন্যযুক্ত বা তাদৃশ কালুষ্যযুক্ত চিৎ মনঃসংজ্ঞাক্রান্ত। এই মনঃ তাঁহাতেই আকাশাদির কল্পনা করিয়াছে[২০]। শাস্ত্রে অপ্রবুদ্ধদিগের বোধার্থ ও উপদেশার্থ অভিহিত প্রকারের আকাশত্রয় পরিকল্পিত হইয়াছে, পরন্তু প্রবুদ্ধদিগের জ্ঞানে ঐ সকল বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অলীক বা মিথ্যা[২১]। প্রবুদ্ধদিগের অধিকারে সর্ব্বপ্রকারকল্পনাবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপ্ত এক পরব্রহ্মই বিরাজমান। এবম্বিধ দ্বৈতাদ্বৈতাদিভেদঘটিত বাক্য সন্দর্ভ দ্বারা প্রবুদ্ধগণ উপদিষ্ট হন না, অজ্ঞগণই উপদিষ্ট হন। হে রাম! যাবৎ তুমি অপ্রবুদ্ধ থাকিবে, তাবৎ তোমার বোধার্থ আকাশত্রয় কল্পনা করিয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব[২২।২৪]। যদ্রূপ মরুস্থলীনিপতিত দাবানলসদৃশ সূর্য্যকিরণ হইতে ভ্রান্ত দিগের নিকট মিথ্যা জলপ্রবাহ আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ, এই আকাশাদি অবিদ্যাকলঙ্কিত চিদাকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে[২৫]। চিৎ-ই অবিদ্যামালিন্যে চিত্ততা প্রাপ্ত হয়, পরে তাহা হইতে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়[২৬]। যেমন ব্যবহারিক লোক (অর্থাৎ যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই তাহারা এবং যাহারা শাস্ত্রদর্শী নহে তাহারা) অজ্ঞানের উদ্রেকে শুক্তি খণ্ডে রজত দর্শন করে, তেমনি, অতত্ত্বজ্ঞ লোক, স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের দ্বারা মলিন চিদাত্মতত্ত্বে চিত্তত্ব অনুভব করে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের

নিকট ঐ ব্যবহার, কেবল ঐ ব্যবহার নহে, সর্ব্বপ্রকার ভেদ ব্যবহার লুপ্ত থাকে। অতএব, নিজ মূর্খতাই বন্ধন, এবং নিজ বোধই (নিজ বোধ অর্থাৎ যাহা আপনার যথার্থতত্ত্ব, তাহা সাক্ষাৎকার করা অর্থাৎ অসন্দিগ্ধ রূপে বুঝা) মোক্ষ[২৭]।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

চিত্তোপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! চিত্ত যাহা হইতে বা যে কোন প্রকারে উৎপন্ন হউক, সে অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। ঐ বিষয়ে এইমাত্র প্রয়োজন যে, মোক্ষ কামনায় তাহাকে যত্নপূর্ব্বক পরমাত্মায় যোজিত করিবেক[১]। চিত্ত পরম ব্রহ্মে সংযোজিত হইলে বাসনাহীন, কল্পনাশূন্য ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ব্রহ্মসাৎ হইয়া যায়[২]। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ চিত্তের অধীন, সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ দু-ই চিত্তের অধীন[৩]। অভিহিত রহস্য বুদ্ধ্যারোহের নিমিত্ত আমি তোমাকে ব্রহ্মার কথিত বিচিত্র চিত্তাখ্যান বলি, শ্রবণ কর[৪]।

কোন এক দেশে মৃগপক্ষ্যাদিশূন্য সতত অস্থির ও অতিবিস্তৃত এক ভীষণ মহাটবী আছে। শতযোজনবিস্তৃত ভূমি এই অটবীর এক কণিকা[৫]। এই অটবীতে সহস্রকর ও সহস্রলোচন সম্পন্ন পর্য্যাকুলমতি বিস্তৃতশরীর এক পুরুষ অবস্থিতি করেন[৬]। একদা আমি দেখিলাম, উক্ত পুরুষ সহস্রবাহুর দ্বারা বহুসহস্র পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আত্মপৃষ্ঠ আহত করিতেছে আর পলায়ন করিতেছে[৭]। সে আপনি আপনারই প্রহারে ভীত হইয়া শতযোজন দূরে বিদ্রবিত হইতেছে[৮]। এই পলায়নপর পুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে বহু দূরে গমন করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শীর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইয়া অবশেষে এক অন্ধকূপে গিয়া নিপতিত হইল। এই কূপ অতি ভীষণ, অন্ধকারে পরিপূর্ণ ও অতি গভীর[৯।১০]। অনন্তর সে বহুকালের পর অন্ধকূপ হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল ও পুনর্ব্বার বিদ্রবিত হইয়া দূরতর প্রদেশে গমন করতঃ শলভ যেমন অনলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ, এক কণ্টকলতাসমাচ্ছন্ন করঞ্জবন মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল[১১।১২]। সে ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই করঞ্জগহন হইতে বিনির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে করিতে অতিবেগে অন্য এক দূরতর প্রদেশে গমন করিল এবং অবিলম্বে হাস্য করিতে করিতে এক শশাঙ্ককিরণ-

সুশীতল কমনীয় কদলী কাননে গিয়া প্রবিষ্ট হইল[১৩।১৪]। ক্ষণকাল পরে কদলী বন হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পুনরপি আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল ও পুনর্ব্বার বিদ্রবিত হইয়া অন্য এক সুদূর প্রদেশে গমন করতঃ পুনর্ব্বার সেই অন্ধকূপে গিয়া নিপতিত হইল। ক্ষণমধ্যে সে শীর্ণ কলেবর হইয়া অন্ধকূপ হইতে পুনঃ সমুত্থিত ও পুনঃ কদলীকাননস্থিত গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। আবার তথা হইতে করঞ্জবনে, করঞ্জবন হইতে অন্ধকূপে, এবং অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আপনি আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল[১৫।১৮]। উক্ত পুরুষকে আমি বহুকাল ঐরূপ কার্য্য করিতে দেখিলাম, পরে যোগবলে তাহাকে পথে অবরুদ্ধ (কিঞ্চিৎ কালের জন্য সুস্থির) করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, হে পুরুষপ্রবর! তুমি কে? কি নিমিত্ত তুমি ঐরূপ কার্য্য করিতেছ? কোন্ অভিপ্রায়ে তুমি উক্ত প্রকার কার্য্য করিতেছ?[১৯।২০] হে রঘুনন্দন! অনন্তর তিনি আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, মুনে! আমি কেহই নহি ও কিছুই করিতেছি না[২১]। আমি তোমা কর্ত্তৃকই আভগ্ন ও মগ্ন হইতেছি, সুতরাং তুমিই আমার পরম শত্রু। * আমি তোমা কর্ত্তৃকই সুখ দুঃখে দৃষ্ট, নিপতিত ও নষ্ট হইতেছি[২২]।

অনন্তর পুরুষ আমাকে ঐ কথা বলিয়া আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করতঃ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল ও মেঘ যেমন গর্জ্জন ও বর্ষণ করে, তেমনি, সে ধ্বনি সহকারে রোদন ও অশ্রু বর্ষণ আরম্ভ করিল[২৩]। ক্ষণকাল পরে সে রোদনে ক্ষান্ত হইয়া স্বীয় কলেবর দর্শন করতঃ হাস্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিল[২৪]। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, সে আমার সম্মুখে আপনার অঙ্গ সকল ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল[২৫]। প্রথমে তাঁহার ভীষণতম মস্তক নিপতিত হইল, তদনন্তর তাঁহার বাহু, তদনন্তর বক্ষঃ, তদনন্তর উদর নিপতিত হইল[২৬]। সে ঐরূপে অঙ্গ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিয়তিশক্তির বশীভূত হইয়া কোন এক অনির্দ্দেশ্য স্থানে গমন করিল[২৭]। আমি অন্য এক নির্জ্জন স্থানে অন্য আর এক নর'কে ঐ প্রকার দেখিয়াছি। সেই নরও স্বীয় পীবর বাহুনিকর

* তীরস্থবৃক্ষ ঘুরে না। তাহারা যে স্থির সেই স্থিরই থাকে। পরন্তু নৌকাযাত্রী ভ্রান্ত মনুষ্যেরা ভ্রান্তি ক্রমে তাহাদের ভ্রমণ দেখে, (যেন বৃক্ষরাই ঘুরিতেছে, মনে করে), তেমনি, তুমিও আমাকে তদ্রূপাকার অর্থাৎ অভিহিত প্রকার দেখিতেছ।

দ্বারা আপনাকে পীড়ন করতঃ পলায়ন করিতেছে ও কূপে নিপতিত ও তাহা হইতে সমুত্থিত হইয়া ধাবমান হইতেছে। পুনর্ব্বার সে অন্ধ-কূপমধ্যে নিপতিত ও তথা হইতে উত্থিত হইয়া অতিকাতর ভাবে পলা-য়ন করিতেছে[২৮।২৯]। সেও কথন করঞ্জকাননস্থ গর্ত্তে নিপতিত ও তথা হইতে সমুত্থিত হইয়া কদলীবনমধ্যে ধাবমান হইতেছে ও কথন কষ্ট স্বীকার ও কথন সন্তোষ লাভ করিতেছে এবং কথন বা আপনিই আপনাকে প্রহার করিতেছে। তাহাকেও আমি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া বিস্মৃত হইলাম, পরে তাহাকেও যোগবলে স্তম্ভিত করিয়া ঐ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রথমে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শন, পরে রোদন, পরে হাস্য করতঃ অবশেষে নিয়তিশক্তি বিচার করিয়া কোথায় গেলেন, আর দেখা গেল না[৩০।৩২]।

আমি অপর এক জনশূন্য প্রদেশে সেইরূপ আরও এক নর দেখি-য়াছি। এ নরও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় আপনি আপনাকে হতা-হত করতঃ পলায়ন করিতেছিল ও অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি যাবৎ কূপ হইতে উত্থিত না হইল, তাবৎ আমি তাঁহার প্রতী-ক্ষায় দীর্ঘকাল সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম। পরে সে উত্থিত হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকেও আমি যোগবলে স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম। কিন্তু সেই পুরুষ আমাকে কর্কশ স্বরে "আঃ পাপ! দুর্ব্বিজ্ঞ! তুমি কিছুই জান না" এইমাত্র বলিয়া স্ব-ব্যাপারে নিযুক্ত হইল।

রামচন্দ্র! আমি সেই মহারণ্যে তাদৃশ বহু পুরুষ দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার নিকট আগ-মন করিয়াছিল, কেহ বা আমার বাক্যে অনাদর করিয়াছিল। কেহ কেহ অন্ধকূপে নিপতিত ও তাহা হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া কদলী-বনমধ্যে প্রবেশ করতঃ তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিল, কেহ কেহ বিস্তৃত করঞ্জকুঞ্জ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আবার কোন কোন ধর্ম্ম পরায়ণ পুরুষ তাহাতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় নাই। রঘুনাথ! সেই বিস্তৃত মহাটবী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; পুরুষগণও তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে। রাম! তুমিও সে মহাটবী দেখি-য়াছ ও তন্মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছ। অনববুদ্ধ বা অপূর্ণজ্ঞান বাল্যাবস্থায়

দেখিয়াছ ও ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। সেই কণ্টকসঙ্কটাঙ্গী মহাটবী যাহার পর নাই মহা ভীষণা। তাহা নিতান্ত দুর্গম হইলেও জীবগণ তাহাতে গমনাগমন করে ও নির্ব্বোধতা বশতঃ পুষ্পবাটিকার (উদ্যানের) ন্যায় তাহার সেবা করে৩৩।৪৪।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবনবতিতম সর্গ।

শ্রীরাম বলিলেন, ভগবন্! আমি কোথায় এবং কবে কোন্ মহাটবী দেখিয়াছি? যে সকল পুরুষের কথা বলিলেন, তাহারা কে? তাহাদের কৃত সেই সমস্ত উদ্যমই বা কি? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন; হে মহাবাহো রাম! আমি তোমার নিকট সমস্তই বলি, শ্রবণ কর। সে মহাটবী ও সেই সমস্ত নরগণ দূরে অবস্থিত নহে[২]। এই যে সংসার, এই সংসারই উক্ত মহাটবী। ইহা অপার ও অতিগভীর। পরমার্থ দর্শনে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে ইহা তুচ্ছ অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র-সদৃশ মিথ্যা। এই নানাবিকারপরিপূর্ণ মিথ্যা সংসারকেই তুমি মহাটবী বলিয়া জানিবে[৩]। যখন অন্য সম্বন্ধ (বিকারসম্পর্ক) থাকে না, কেবল একাদ্বয় ব্রহ্ম বস্তু নির্ব্বিকার ও পূর্ণ থাকেন, তখন ইহা শূন্য অর্থাৎ নাই হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মোক্ষদশায় ইহা থাকে না) ইহার সে অবস্থা বিবেকরূপ আলোকের দ্বারা দেখা যায়[৪]। ইহাতে যে পুরুষগণ পরিভ্রমণ করে বলিয়াছি, সে সকলকে তুমি দুঃখনিমগ্ন মন বলিয়া জানিবে[৫]। মনই দুঃখে নিপতিত হইয়া এই সংসারাটবীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। হে মহামতি রামচন্দ্র! আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি, এ কথার অর্থ—বিবেকযুক্ত অহং তাহাদিগকে দেখিয়াছে। অর্থাৎ আমি বিবেককে অহং (আমি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। অন্য অর্থাৎ অবিবেক তাহাদিগকে (ঐ সকলকে) দেখিতে পায় না[৬]। যদ্রূপ ভানুদেব স্বীয় প্রকাশে কমল বন প্রবোধিত করেন, তদ্রূপ, বিবেক-রূপ আমিও জ্ঞানালোক দ্বারা তাহাদিগকে প্রবোধিত করিয়াছি[৭]। হে মহামতে! সেই সমস্ত মনের মধ্যে কতকগুলি আমার অর্থাৎ বিবেকের প্রসাদে প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত ও উপশম লাভ করিয়া পরম হইয়াছে (মনোভাব নাশ হেতু মুক্ত হইয়াছে)[৮]। এবং অপর কতক গুলি মোহাধিক্য বশতঃ আমাকে অর্থাৎ বিবেককে বা বিচারকে উপেক্ষা করতঃ কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছে (অর্থাৎ অধঃপতিত হইয়াছে)[৯]। হে রঘূদ্বহ! পূর্ব্বোক্ত অন্ধকূপ নরক, এবং কদলীকানন স্বর্গ। পূর্ব্বে যে

কদলীকানন প্রবেশের কথা বলিয়াছি, তদর্থে ইহাই বুঝিবে যে, তাহারা স্বর্গরসাস্বাদকারী মনঃ। যাহারা অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিনির্গত হইতে পারে নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি মহাপাতকী বলিয়া জানিবে। আর যাহারা কদলীকানন প্রবেশ করিয়া বিনির্গত হয় নাই বলিয়াছি, তাহাদিগকে তুমি পুণ্যসম্ভারযুক্ত চিত্ত বলিয়া জানিবে। যাহারা করঞ্জ-বনপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াছি, সেই সমস্ত চিত্তকে তুমি মানুষ্যে পরি-ণত বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে কেহ কেহ লব্ধজ্ঞান হইয়া বন্ধনমুক্ত হইয়াছে[১০।১৪]। এবং কোন কোন বহুরূপ মনঃ (দ্বৈতে অভিনিবিষ্ট চিত্ত) এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ অনুভব করিতেছে। তাহারা ঐ রূপে কখন নিপতিত ও কখন উৎপতিত (অধোগামী ও ঊর্দ্ধগামী) হইতেছে[১৫]। সেই যে করঞ্জগহন, তাহা কলত্র রস। তাহা দুঃখরূপ কণ্টকে সমাকীর্ণ ও বিবিধ এষণায় (ইচ্ছায়) পরিপূর্ণ[১৬]। যে সকল মনঃ করঞ্জবনপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা মনুষ্যরূপে প্রজাত ও মনুষ্যোচিত চেষ্টায় লোল[১৭]। সেই কদলীকাননের যে শশাঙ্ককিরণ-সম শীতলতা, তাহা আহ্লাদজনক স্বর্গ[১৮]। কোন কোন চিত্ত শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্ম, দান, তপস্যা, যোগধারণা ও উপাসনা দ্বারা অভ্যুদয়শালী হইয়া দীর্ঘকাল সপ্তর্ষি প্রভৃতি রূপে জগৎ অবলোকন করিতেছে[১৯]। যে সমস্ত চিত্ত দ্বারা আমি (বিবেক) তিরস্কৃত হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সে কথার অর্থ—সেই সকল অনাত্মজ্ঞ মনঃ আপন আপন বিবেককে তিরস্কৃত করিয়াছে[২০]। যে পুরুষ বলিয়াছিল, "আমি তোমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলাম, সুতরাং তুমি আমার পরম শত্রু।" সেই নির্ব্বোধ চিত্ত তত্ত্ববোধ হইতে বিশীর্ণ হইয়া ঐরূপে বিলাপ করিয়াছিল[২১]। যে পুরুষ ক্রন্দন করিতে লাগিল বলিয়াছি, বুঝিতে হইবে, তাহা ভোগ পরিত্যাগী অথচ অপ্রাপ্তবিবেক, এরূপ মনের রোদন[২২]। সে অর্দ্ধবিবেকী হইয়াছে, অথচ অমল পদ প্রাপ্ত হয় নাই। তাই ভোগ সমূহ পরিত্যাগে তাহার মহান্ পরিতাপ উপস্থিত হইয়াছে[২৩]। ঐ পুরুষ করুণাপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় অঙ্গ সকল দেখিয়াছিল, আর বলিয়াছিল, হায়! এ সকল ত্যাগ করিয়া আমি না জানি কি কষ্টই পাইব! (করুণা=স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহ। অঙ্গ=লোভ প্রভৃতি। অল্পবিবেকা-বস্থায় স্নেহাদি পরিত্যাগ করিতে গেলে ঐরূপ ঐরূপ পরিতাপ বা

মনের আলোচনা জন্মে)[২৪]। অমল পদ দর্শন (ব্রহ্মদর্শন) হয় নাই, অথচ অর্দ্ধবিবেকী হইয়াছে, সে অবস্থায় অঙ্গ (স্নেহ লোভাদি) পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর। তাহাতে চিত্তের পরিতাপ বৃদ্ধি হয় মাত্র[২৫]। পূর্ব্বে যে হাস্য করিতে লাগিল বলিয়াছি, তাহার অর্থ—সে চিত্ত আমার (বিবেকের) অববোধে প্রাপ্তবিবেক হওয়ায় পরিতুষ্ট হইয়া ছিল, তাই সে হাসিয়াছিল[২৬]। সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তবিবেক ও সংসারস্থিতি পরিত্যাগী হইলে আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[২৭]। যে পুরুষ আপনাকে ও আপন অঙ্গ সমূহ দেখিয়া উপহাস ব্যঞ্জক হাস্য করিয়াছিল, সে বুঝিতে পারিয়াছিল, এই গুলিই আমাকে এ পর্য্যন্ত বঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে[২৮]। এ সমস্তই মিথ্যা বিকল্পের (ভ্রান্তির) রচনা[২৯]। বিবেকপ্রাপ্ত মনঃ ব্রহ্ম পদে বিশ্রান্তি লাভ করে, সুতরাং সে তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্লেশের আধার বিষয় সকলকে দূর হইতে অবলোকন করে এবং হাস্য করে[৩০]। আমি যে অবরুদ্ধ করিয়া যত্নসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিয়াছি, তাহার অর্থ—বিবেক সহজে চিত্তকে গ্রহণ (স্ববশবর্ত্তী) করিতে পারে না। তাহাতে তাহার বিশেষ বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়[৩১]। বিশীর্ণকায় হইয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইল, এই কথায় আমি দেখাইয়াছি, বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলেই চিত্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়[৩২]। সহস্রহস্ত ও সহস্রনেত্র ইত্যাদি কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি, বা বলিয়াছি, চিত্তের আকৃতি (অবস্থা) অনন্ত[৩৩]। বহু পরিঘ দ্বারা আপনি আপনাকে প্রহার করিতেছে এ কথার অর্থ—মনঃ আপনি আপনার কুকল্পনা সমূহের দ্বারা আপনাকে ব্যথিত করিতেছে[৩৪]। আপনি আপনাকে প্রহার করিয়া পলায়ন করিতেছে, এ কথার অর্থ—চিত্ত স্বকীয় বাসনা দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া (ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া) অন্যত্র গমনে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ তাপ নাশের উপায় অন্বেষণ করে[৩৫]। আপনি আপনার ইচ্ছায় আপনাকে প্রহার করে আবার আপনার ইচ্ছায় পলায়ন করে, এ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞানের কার্য্য ঐরূপই[৩৬]। মনঃ স্বকীয় বাসনাগ্নির দ্বারা উপতপ্ত হইলে তখন সে ব্রহ্মপদ গমনে সমুদ্যত ও সংসার হইতে পলায়নপর হয়[৩৭]। মনঃ নিজেই দুঃখ সমূহ বিস্তার করে, আবার তাহাতে খেদান্বিত হয়, হইয়া পলায়ন চেষ্টা করে[৩৮]। কোশকার কীট যেমন আপনারই লালা-

নির্ম্মিত কোশে স্বেচ্ছার দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও স্ব-ইচ্ছায় স্বোপার্জ্জিত সঙ্কল্পবাসনাজাল দ্বারা জড়িত ও বন্ধন প্রাপ্ত হয়[৩৯]। চঞ্চল-স্বভাব মনঃ, ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা না করিয়া বালকের স্থায় অনর্থ ক্রীড়ায় সমাসক্ত হয়। যেমন কীলোৎপাটী বানর কাষ্ঠ ছিদ্রস্থ বৃষণের (বৃষণ=অণ্ডকোশ) কাষ্ঠাক্রমণ বুঝিতে না পারায় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, * সেইরূপ, মনঃও স্বকৃত কার্য্যের ভাবী ফল বুঝিতে না পারিয়া দুঃখে নিমগ্ন হয়[৪০।৪১]। দীর্ঘকাল অসঙ্গাত্মার ধ্যান (যোগ বা সমাধি) ও দীর্ঘকাল তাহার রক্ষা, বা পরিপালন, অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তখন আর শোক থাকে না[৪২]। প্রমাদ বশতঃই দুঃখপরম্পরা পর্ব্বতের স্থায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মনের বশ্যতায় দুঃখপরম্পরা সূর্য্যপ্রকাশে হিম বিনাশের স্থায় বিনষ্ট হইয়া যায়[৪৩]। মনঃ আগে শাস্ত্রসম্মত অনিন্দিত অনুষ্ঠান জনিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া রাগ পরিশূন্য হয়, পশ্চাৎ বোধোদয় দ্বারা পরম পবিত্র জন্মাদিবিক্রিয়াশূন্য পূর্ণ শান্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তে জীবন্মুক্ত হয়। তৎকালে মহা বিপদ্ উপস্থিত হইলেও কম্পিত ও তজ্জনিত শোক অনুভব করিতে হয় না[৪৪]।

* ক্রকচ অস্ত্রে বড় বড় কাষ্ঠ চেরাই করা হয়। চেরাই কালে ক্রকচ সহজে গমনাগমন করিবে, বলিয়া ছুতারেরা বিদারিত কাষ্ঠের মধ্যে কীল (খিল) প্রোথিত করে। কোন এক সময়ে ছুতারেরা একটা বৃহৎ কাষ্ঠ অর্দ্ধ বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে কীল পুতিয়া রাখিয়া ভোজনার্থ গৃহে গমন করিলে পর এক চঞ্চল মতি বানর ঐ কাষ্ঠের উপরে বসিয়া সেই খিল নাড়িতে ছিল, তাহার অণ্ডকোষ বিদীর্ণ কাষ্ঠ ভাগের মধ্য ফাঁকে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কীল পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া খুলিয়া গেল। তখন দু-পাশের দুই খণ্ড কাষ্ঠ সবেগে সংযুক্ত হইয়া গেল এবং তাহার চাপনে বানরের মুষ্ক চ্যাপটা হইয়া গেল। বানর পঞ্চত্ব পাইল। বানর পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই যে, আমি কীল খুলিলে মরিব।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্ত পরম পদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন সাগর সমুৎপন্ন তরঙ্গ একরূপে জলময় ও অন্যরূপে জলময় নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মসমুৎপন্ন চিত্তও ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় ও চিত্তদৃষ্টিতে চিত্ত[১]। হে রামচন্দ্র! যাহারা জলের স্বভাব বিজ্ঞাত আছে, তাহারা যেমন তরঙ্গকে জলের অতিরিক্ত মনে করে না, তেমনি, প্রবুদ্ধব্যক্তিগণও চিত্তকে ব্রহ্মাতিরিক্ত মনে করেন না[২]। অপ্রবুদ্ধ জনের চিত্তই সংসার-ভ্রমণের কারণ, জ্ঞানিচিত্ত সংসারভ্রমণের কারণ নহে[৩]। যাহারা জলের স্বরূপ ও স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত আছে, তাহারা কি কখনও তরঙ্গকে জল হইতে পৃথক্ মনে করে? তাহা করে না[৪]। তত্ত্ব এক হইলেও অপ্রবুদ্ধগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ বাচ্য, বাচক, সম্বন্ধ, এ সকল কৃত অর্থাৎ কল্পিত হইয়া থাকে। (অভিপ্রায়—শিষ্য দিগকে ইহা বাচক, (বোধক শব্দ) তাহা বাচ্য, এইরূপ কল্পিত ভেদ অবলম্বনে বুঝান হয়)[৫]। এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্বশক্তি, নিত্য, পূর্ণ ও অব্যয় পরব্রহ্মে নাই। সেই জন্য তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা সুসঙ্গত হয়[৬]। যিনি সর্ব্বশক্তি তিনিই ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। সেইজন্য তিনি যখন যাহা যেরূপে ইচ্ছা করেন তখন তাহা তদ্রূপে প্রকাশিত হয়[৭]। হে রামচন্দ্র [illegible] তাঁহারই চিৎশক্তি ভূতশরীরে, স্পন্দশক্তি বায়ুতে, জড়শ[illegible] সলিলে, তেজঃশক্তি অনলে, শূন্যশক্তি আকাশে এবং [illegible] স্থিতিতে দৃষ্ট হইতেছে[৮]। তাঁহার সর্ব্বশক্তি সর্ব্বদিক্‌গা[illegible]। তাঁর নাশশক্তি নাশে, শোকশক্তি শোকিগণমধ্যে, আনন্দশক্তি হর্ষে, বীর্য্য যোদ্ধৃবর্গে, সৃষ্টিশক্তি সৃজ্যবস্তুতে দৃষ্ট হয়[৯।১০]। যদ্রূপ বীজমধ্যে [illegible] পুষ্প, লতা, শাখা ও মূলাদিযুক্ত বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, [illegible] বিচিত্র বিশ্বের অবস্থিতি[১১]। ব্রহ্মের অভ্যন্তরে আকস্মিক প্রতি[illegible] (আবরণ শক্তির আবির্ভাব) বশতঃ যে চিজ্জড়মধ্যগত চিত্ত স[illegible] হইয়াছে তাহাই এক্ষণে জীব আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে[১২]। যেহেতু

বিচিত্র বিশ্ব অজ্ঞাত চিৎতত্ত্বের বিবর্ত্তন, সেই হেতু ইহা (বিশ্ব) সেই নির্ব্বিশেষ চিদ্বস্তুর অতিরিক্ত নহে। (যেমন রজ্জু জ্ঞানের অস্ফুরণ বশতঃ রজ্জুতে সর্প দর্শন হয়, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্বের অস্ফুরণে ব্রহ্মেই এই বিচিত্র বিশ্ব দৃষ্ট হয়)[১৩]। হে রামচন্দ্র! জগৎ ও অহংতত্ত্ব অর্থাৎ জীবতত্ত্ব, সমস্তই সেই সর্ব্বগ নিত্যোদিত মহাবপু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৪]। ব্রহ্মই সেই সেই শক্তির উদয়ে সেই সেই নামে খ্যাপিত হইতেছেন। তিনিই মনন শক্তির উদ্রেকে মন নাম প্রাপ্ত হন। ইহা মন, তাহা চিত্ত, তাহা জীব, এ সকল বুদ্ধিপ্রভেদ মাত্র, বস্তুপ্রভেদ নহে। সুতরাং ঐ সকলের প্রতীতি আকাশে পিচ্ছ ভ্রান্তির (পিচ্ছ=ময়ূরের পালক) এবং সলিলে আবর্ত্তবুদ্ধির অনুরূপ। সুতরাং মন বা জীব আত্মার আংশিক প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই যে মননধর্ম্মী মন, ইহাও সেই অনির্ব্বাচ্য ব্রাহ্মী শক্তি। যেহেতু শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, সেই হেতু এ সমস্তই একাভিন্ন বলিয়া বিজ্ঞাত হয়। এই জগৎ, তিনি ব্রহ্ম, এই আমি, এ সকল বিভাগ প্রতিভাস প্রভব অর্থাৎ আত্মভ্রান্তির কার্য্য[১৫।১৭]। লোকে ও শাস্ত্রে কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতিকে মন, জীব, ব্রহ্ম, জগৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি ভেদ দর্শনের পরম কারণ বলিতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মের রূপতা। অর্থাৎ মনের আবির্ভাব তিরোভাব বশতঃ যে কিছু সৎ অসৎ (আছে ও নাই) ব্যবহার সম্পন্ন হয় সে সমস্তই মননশক্তিনাম্নী ব্রাহ্মী শক্তি[১৮।১৯]। সমুদায় ঋতুতে সমানরূপে সর্ব্বপুষ্পাদি প্রসবশক্তি থাকিলেও যেমন প্রদেশ, মৃত্তিকা, বীজ, সংস্কার (চাস) প্রভৃতি অনুসারে সুব্যবস্থায় পুষ্পাদি সমুদ্ভব হয়, সেইরূপ, জীবচৈতন্যও পরব্রহ্মে জীবের বাসনানুগৃহীত চিত্তের দ্বারা সুব্যবস্থার নির্ব্বাহিত হন, অব্যবস্থা প্রাপ্ত (এলো মেলো বা বিশৃ-ঙ্খল) হয় না[২০।২১]। উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত প্রকারে জগ-তের নিয়ম অসঙ্কর হইতে পারে বটে; পরন্তু যে সমস্তই মানস প্রতিভাস অর্থাৎ মনের বিকল্পনা। যাহা প্রতিভাস তাহা বস্তু নহে; তাহা সত্যাসত্য জন্মে না এবং সত্যরূপে দৃষ্ট হয় না। যে কিছু সমস্তই মনঃকল্পিত বিধায় শব্দের (নামের) অনতিরিক্ত। সেই বলিতেছি, তুমি মনঃপ্রসূত জগৎকে ব্রহ্মের অনতিরিক্ত বলিয়া ধারণ করিবে[২২।২৩]। মনের তন্ময়তা যদ্রূপ, বস্তুদর্শনও তদ্রূপ।

দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বোক্ত ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি[২৪]। অক্ষুব্ধ বিমল সলিলে লহরীর উত্থান যদ্রূপ, পরমাত্মায় সংসার কারণ জীবের উৎপত্তি তদ্রূপ। জগতের কথা দূরে থাকুক, জগৎকল্পক জীবও ব্রহ্ম[২৫]।

হে রামচন্দ্র! পূর্ণচৈতন্য পরব্রহ্মই বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত। তাহাতে একই সত্তা বিদ্যমান, দ্বিতীয় সত্তা নাই। নাম, রূপ, ক্রিয়া, এ সকল সত্তা তাহাতে জলে তরঙ্গের ন্যায় দৃষ্টি প্রভেদ মাত্র[২৬।২৭]। জন্মিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে, যাইতেছে, স্থিতি করিতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে[২৮]। যেমন তীব্র আতপ, বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকা রূপে প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, নামরূপাদিরহিত পরমাত্মা বিচিত্র বিশ্বাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন[২৯]। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, জনন, মরণ ও স্থিতি, এ সমস্তই ব্রহ্ম। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা, আহার, আসক্তি, এ সকল কিছুই নহে অর্থাৎ মিথ্যা। * আত্মাতে আত্মার আবার লোভাদি কি[৩০।৩১]? হেম যেমন বলয়াদিরূপে উৎপন্ন হয়, তেমনি, আত্মাও মন ও জগৎ উভয় আকারে উদিত হইয়াছে[৩২]। শাস্ত্রে অবুদ্ধ (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাই চিত্ত ও জীব নামে উক্ত হইয়াছে। যেমন জানিতে না পারিলে বন্ধুও অবন্ধু হয়, তেমনি, জানিতে না পারাতেই (আপনাকে) আত্মা জীব হইয়া আছেন[৩৩]। চিন্ময় আত্মা স্বতঃই স্ব-অজ্ঞানের আবরণে আপনাকে জীব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন[৩৪]। যেমন দৃষ্টির দোষে একই চন্দ্র দুই হয়, তেমনি, অজ্ঞানের দোষে আত্মা অনাত্মা রূপে প্রকটিত হন[৩৫]। বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই ব্যামোহমূলক। সুতরাং আত্মা বদ্ধ ও আত্মা মুক্ত, এ সকল কথা কথা মাত্র, বাস্তব নহে[৩৬]। আত্মায় "আমি বদ্ধ" এইরূপ কল্পনা কুকল্পনামাত্র। অপিচ, বন্ধন যখন কাল্পনিক, তখন মোক্ষও কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা[৩৭]।

শ্রীরাম বলিলেন, প্রভো! মন যাহা নিশ্চয় করে তাহাই যদি ভূত হয়, বাহিরে দৃষ্ট হয়, তবে মনের অন্তর কল্পনা বন্ধন

---

* ঐ সকল শরীরের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। আত্মায় কোনরূপ ধর্ম্ম না নির্দ্দেশক। আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার কূটস্থ চৈতন্য, সুতরাং তাঁহাতে কোন ক্রিয়া নাই। অপিচ, ঐ সকল শারীর-ধর্ম্ম শরীরের সহিত কল্পিত। কল্পিত হয় নাই, উহা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত আছে, এবং প্রবাহের কার্য্য ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

কি নিমিত্ত নাই[৩৮]? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মুর্খদিগেরই বন্ধন কল্পনা সমুপস্থিত হয়। অতএব, পৃথক মোক্ষকল্পনা নিতান্ত অলীক[৩৯]। হে মহামতে! অজ্ঞতা বশতঃই ঐরূপ বন্ধমোক্ষ জ্ঞান সমুপস্থিত হয়[৪০]। যাহা কল্পনা তাহা কোন বস্তু নহে, ইহা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রজ্জুতত্ত্বানভিজ্ঞের নিকটেই রজ্জু সর্পরূপে প্রস্ফুরিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞের নিকট নহে। রাম! সেইজন্য, পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, প্রাজ্ঞ জনের বন্ধমোক্ষ ব্যামোহ নাই। ঐ সকল ব্যামোহ কেবল অজ্ঞ জীবেই বিরাজ করে[৪১।৪২]। অগ্রে মনঃ, পরে বন্ধমোক্ষজ্ঞান, পশ্চাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের রচনা অর্থাৎ ক্রমিক কারণ কার্য্যভাবে পর পর নিরূঢ়-কল্পনায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। মিথ্যা উপকথা যেমন বালকের সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, অজ্ঞের নিকট এই মিথ্যা প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে[৪৩]।

শততম সর্গ সমাপ্ত।
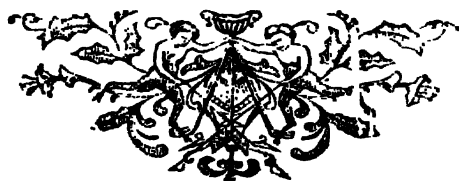
একাধিকশততম সর্গ।

বালকোপাখ্যান।

রাম বলিলেন, মুনে! মিথ্যা আখ্যায়িকা বালকের নিকট কিরূপ প্রতীবিষয় হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এক সম্মুগ্ধমতি বালক স্বীয় ধাত্রীকে কহিল, ধাত্রি! তুমি আমার নিকট একটী হর্ষপ্রদ উপন্যাস বল[১।২]। বালক ধাত্রীকে ঐরূপ কহিলে, ধাত্রী বালকের চিত্তবিনোদনার্থ শ্রুতিমধুর আখ্যায়িকা বলিতে লাগিল[৩]।

ধাত্রী কহিল বৎস। পূর্ব্বকালে ধার্ম্মিক, সুন্দরদর্শন, শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন তিন রাজপুত্র ছিল। তাহারা অতিবিস্তীর্ণ শূন্যনগর রাজ্যের মধ্যে আকাশময় তারকার ন্যায় রাজধানীতে বাস করিত। ঐ তিন রাজপুত্রের দুই জন অজাত; আর এক জন মাতৃগর্ভেও ছিল না[৪।৫]। অনন্তর কোন এক সময়ে তাহারা মরক কারণে মৃতবান্ধব ও দুর্ভিক্ষ কারণে শুষ্কবদন ও শোকসন্তপ্ত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করতঃ সেই শূন্যনগর রাজ্য হইতে কোন এক উত্তমনগর রাজ্যের উদ্দেশে আকাশ হইতে বুধ, শুক্র ও শনি গ্রহের ন্যায় বিনির্গত হইল[৬।৭]। সেই শিরীষকুসুমের ন্যায় সুকুমার বালকত্রয় গ্রীষ্মতাপার্ত্ত পল্লবের ন্যায় পথিমধ্যে দিবাকরকিরণে সাতিশয় ম্লান ও বিবর্ণ হইল[৮]। তাহাদিগের সুকোমল চরণতল সিকতাময় মার্গের উত্তপ্ত বালুকারাশির দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল তখন তাহারা যূথভ্রষ্ট মৃগকুলের ন্যায় কাতর হইয়া হা তাত তাত! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল[৯]। দর্ভাগ্রভাগ দ্বারা তাহা চরণ বিদ্ধ ও প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডকিরণোত্তাপে শরীর পরিম্লান হইতে অতি কষ্টে তাহারা ধূলিধূষরিত মূর্ত্তিতে অতি দূর পথ অতি পথপ্রান্তে মঞ্জরীজালজটিল, প্রফুল্লপল্লব এবং মৃগপক্ষিকুলের তিনটী বৃক্ষ দেখিতে পাইল। সেই তিনটী বৃক্ষের মধ্যে দুইটী অপর একটী আজও বীজ হইতে বহির্গত হয় নাই[১০।১২]

সেই রাজপুত্রত্রয় পথপর্য্যটনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া স্বর্গস্থিত পারিজাত তলে বিশ্রান্ত ইন্দ্র, যম ও পবনের ন্যায় সেই বৃক্ষত্রিতয়ের অন্যতম বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশ্রামের পর সেই বৃক্ষের অমৃতকল্প ফলসমূহ ভক্ষণ, ও তাহার সুস্বাদু রসরাশি পান করিল এবং তাহার পুষ্পগুচ্ছসমূহে মালা গ্রথন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল[১৩।১৪]।

পরে তথা হইতে বহুদূর গমন করিতে করিতে ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত হইল। এই সময়ে তাহারা পথিমধ্যে তিনটী বিস্তীর্ণা নদী দেখিতে পাইল। ঐ সকল নদী ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে অত্যুত্তাল তরঙ্গ সকল বিস্তার করিতেছিল[১৫]। ঐ তিন নদীর একটী বহু কাল হইতে পরিশুষ্ক, অপর দুইটীতে অন্ধলোচনে দৃষ্টির ন্যায় কিছুমাত্রও জল ছিল না[১৬]। উক্ত নদীত্রয়ের মধ্যে যেটী চিরশুষ্ক, রাজপুত্রত্রয় ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া সেইটীতেই আদর সহকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের গঙ্গাস্নানের ন্যায় স্নান করিলেন[১৭]। তথায় অবগাহন পূর্ব্বক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জলক্রীড়া ও সেই নদীর ক্ষীরোপম সলিলরাশি পান করিয়া প্রহৃষ্ট মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল[১৮]।

অনন্তর দিবসের শেষভাগে দিবাকর লম্বমান (অস্তগামী) হইলে, সেই রাজকুমারত্রয় এক নবনির্ম্মিত, পর্ব্বতসম উচ্চ, পতাকালাঞ্ছিত, পদ্মিনীসমূহে পরিব্যাপ্ত, উল্লাসশালিনী, গীতাসক্ত নগরবাসী জনগণে সঙ্কুল ও অতি মনোহর ভবিষ্যৎ নগর প্রাপ্ত হইল[১৯,২০]। তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, নগরটীর মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভমান এবং মণিকাঞ্চননির্ম্মিত গৃহসমূহে আকীর্ণ তিনটী সৎ (বিদ্যমান) ভবন রহিয়াছে[২১]। সেই তিনটী ভবনের দুইটী কখনও নির্ম্মিত হয় নাই, [অপ]র একটীর ভিত্তিও নাই। অনন্তর সেই বরানন নরত্রয় ভিত্তিশূন্য [সেই] হর গৃহে প্রবেশ করতঃ তথায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করিতে [লাগিলে]ন, এবং তথায় দেখিতে পাইলেন, যে, তিনটী কাঞ্চনকল্পিত [স্থালী] বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী ভাঙ্গিয়া কর্পরসদৃশ হইয়া [আছে] ও অপর একটী চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রশস্তবুদ্ধি ও বহুভোজী [বাল]কত্রয় অন্নপচনের নিমিত্ত সেই চূর্ণস্থালীটী গ্রহণ করিলেন। [পরে] নবনবতিদ্রোণপরিমিত তণ্ডুল আহরণ করিয়া তন্মধ্য হইতে

শত দ্রোণ তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত স্থালীতে পাক করিলেন। অনন্তর ভোজনার্থ তিন জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই তিনটী ব্রাহ্মণের দুইটী ব্রাহ্মণ দেহহীন, অপর এক ব্রাহ্মণের মুখ নাই[২২।২৬]। যিনি নির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ তিনি সেই নবনবতি দ্রোণ পরিমিত * তণ্ডুলোৎপন্ন অন্নের দ্রোণশত পরিমিত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারত্রয় তদীয় ভুক্তাবশিষ্টঅন্ন ভোজন করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইল।

বৎস! পরে সেই তিন্ রাজপুত্র সেই ভবিষ্যন্নগরে মৃগয়াক্রীড়ায় ব্যাসক্ত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল[২৭।২৮]। হে অনঘ শিশো! আমি তোমার নিকট রমণীয় উপন্যাস কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ইহা স্মরণে রাখিবে। ইহা না ভুলিলে তুমি পূর্ণ বয়সে পণ্ডিত হইতে পারিবে[২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ধাত্রী বালকের নিকট এই মিথ্যা আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলে, বালক তদুক্ত ঐ আখ্যান শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আনন্দিত হইল এবং সত্য বিবেচনায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল[৩০]। হে কমললোচন রাম! আমি চিত্তাখ্যানকথাপ্রসঙ্গে তোমার নিকট বালকাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম[৩১]। রাঘব! এই সংসার উগ্রসঙ্কল্প ও দৃঢ়-কল্পনার দ্বারাই রচিত; সুতরাং বালকাখ্যায়িকার ন্যায় রূঢ়িতা প্রাপ্ত। (রূঢ়িতা=আছে বলিয়া মনে হওয়া)। এই কল্পনাজালভাসিত প্রতি-ভাসাত্মিকা সংসাররচনা বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি কল্পনাশত দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা সঙ্কল্প বশতঃ প্রতিভাত হয়, প্রকাশ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎ ও কিঞ্চিৎ। অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা। কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ভ্রান্তির আধার ব্রহ্মচৈতন্য। অপিচ, এই পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি সকলই সেই সঙ্কল্পময়চিত্তের বৈচিত্র্য সুতরাং স্বপ্নসদৃশ। আখ্যায়িকান্তর্গত ভবিষ্যন্নগর, রাজপুত্র ও নদীত্রয় যদ্রূপ, স্বপ্নের ও সংকল্পের যদ্রূপ, এবং এই জগৎ স্থিতিও তদ্রূপ। সলিলাত্মক চঞ্চল অব্ধি আপনিই আপনাতে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জগৎও সঙ্কল্পে প্রস্ফুরিত হইতেছে। এই জগৎ সেই পরমাত্মার প্রথম সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল, পরে ইহা দিবাকরের দিবস নির্ব্বাহের ন্যায়

---

* দ্রোণ অর্থাৎ আড়ক। ৩২ সেরে ১ দ্রোণ। নবনবতি ৯৯।

দির ব্যাপারে স্ফারতা (বিস্পষ্টভাব) প্রাপ্ত হইয়াছে[৩২।৩৮]। বস্তুতঃই একমাত্র সঙ্কল্পকল্পনা দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ, সেই একমাত্র সঙ্কল্পকল্পনা আবার চিতের অন্যতম চিৎবিলাস *। অতএব, হে রাম! তুমি এই সঙ্কল্পজাল (অর্থাৎ কল্পিত জগৎভাব) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিদ্রূপ আশ্রয় করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হও[৩৯]। (জগদ্ভাব বিস্মৃত না হইলে, বিকল্পকল্পনা পরিত্যাগ না করিলে, নিজের বিকার বর্জ্জিত স্বরূপ লাভে সমর্থ হইবে না।)

* চিতের অর্থাৎ চিদাত্মা পরব্রহ্মের। অন্যতম অর্থাৎ বহু প্রকারের মধ্যে এক প্রকার। চিৎ বিলাস অর্থাৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যের বিবর্ত্তন রূপ কার্য্য।

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মূঢ়েরাই আপন আপন সংকল্পের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতেরা নহে। শিশুরাই অক্ষয় পদার্থের অক্ষয়তা না জানিয়া ক্ষয়ের আশঙ্কায় বিমুগ্ধ হইয়া থাকে[১]। রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে সঙ্কল্পের কথা বলিলেন, সেই বিনশ্বর সঙ্কল্প কি? কেই বা সঙ্কল্প করে? এবং অসৎ সঙ্কল্প কাহাকেইবা কিরূপে মোহিত করে? অর্থাৎ কোন্ মিথ্যার দ্বারা কে সংসারভ্রম প্রাপ্ত হয়[২]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন অজ্ঞ শিশু কর্ত্তৃক মিথ্যা বেতাল (ভূত) কল্পিত হয়, তেমনি, অবিদ্যোপহিত পরমাত্মা পূর্ব্বকল্পীয় জীবভাবাপন্ন অহঙ্কারের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া এতৎ কল্পে মিথ্যা অহং অভিমানী ও তন্নামধারী হন। অহং আমি, এ ভাব তাঁহারই নিজ অজ্ঞান কর্ত্তৃক কল্পিত, সুতরাং শিশুর বেতাল কল্পনার ন্যায় মিথ্যা[৩]। যখন একই পূর্ণস্বভাব পরম বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তখন আর কে কোথা হইতে উদিত হইবে? অর্থাৎ পৃথক্ অহঙ্কার কোথা হইতে আসিবে[৪]? যেমন অসম্যগ্‌দর্শন হেতু পান্থগণের মরীচিকায় অর্থাৎ বালুকাভূমিস্থ সৌরাতপে (সূর্য্যকিরণে) জলভ্রম হয়, তেমনি, স্ব-অজ্ঞান বশতঃই একাদ্বয় পরমাত্মায় মিথ্যা অহঙ্কার সমুদিত হয়। সুতরাং বাস্তব পক্ষে অহঙ্কার নাই[৫]। এবং মনেরই সঙ্কল্প বিশেষ সংসার। অর্থাৎ মনঃই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া জগৎরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। যেমন জলই আবর্ত্ত, তেমনি, মনঃই সংসার[৬]। রাঘব! তুমি অসম্যগ্‌দর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যস্বরূপ আনন্দজনক ও মোক্ষকারণ সম্যগ্দর্শন আশ্রয় কর[৭]। মোহের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া বিচারধর্ম্মিণী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারপরায়ণ হও। অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই বুদ্ধিস্থ কর এবং যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ কর[৮]। তুমি বস্তুতঃ অবদ্ধ; অথচ বদ্ধ আছি ভাবিয়া বৃথা শোক করিতেছ। যখন একই আত্মতত্ত্ব অদ্বিতীয় ও অপরিসীম, তখন আর কে কাহার দ্বারা বদ্ধ হইবে[৯]? নানাত্ব অনানাত্ব উভয়ই ব্রহ্মবস্তুতে কল্পিত। কল্পনার পরিহার হইলে যখন বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব

বিদ্যমান থাকে, তখন আর কেই বা বদ্ধ থাকিবে? এবং কেই বা মুক্ত হইবে[১০]? আত্মাতে ভেদাভেদ বিকার নাই। সুতরাং দেহ নষ্ট, ক্ষত ও ক্ষীণ হইলে তাহাতে আত্মার ক্ষতি হয় না। ভস্ত্রা (জাঁতা) দগ্ধ হইলে কি কখন ভস্ত্রাপুর (বায়ু) দগ্ধ হয়[১১।১২]? যেমন পুষ্প বিনষ্ট হইলে গন্ধ বিনষ্ট হয় না, তেমনি, এই দেহ পতিত বা উদিত হউক, তাহাতে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না[১৩]। এই দেহ পতিত, উৎপতিত, নিপতিত, যাহা হয় হউক, আমি যাহা তাহাই থাকিব এবং সুখ দুঃখাদিও নিজ আধারে (অজ্ঞান বিকার অন্তঃকরণে) থাকিবেক। মেঘের সহিত বায়ুর ও পদ্মের সহিত ভ্রমরের যেরূপ সম্বন্ধ, শরীরের সহিত তোমার সেইরূপ সম্বন্ধ[১৪।১৬]। রাঘব! মনঃই জগতের শরীর অর্থাৎ মনঃই জগতের আকারে দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং মনঃই দৃশ্য জগতের মূল বীজ; এবং আদ্যাশক্তিস্বরূপ। অপিচ, যাহা অধ্যাত্মচিৎ অর্থাৎ শরীরোপহিত চৈতন্য, তাহা কোনও কালে বিনষ্ট হয় না[১৭]। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আত্মা কদাচ বিনাশ প্রাপ্ত বা কোথাও গতাগত হন না। তুমি বৃথা পরিতাপ করিতেছ[১৮]। যেমন মেঘ বিশীর্ণ হইলে বায়ু, ও পদ্ম শুষ্ক হইলে ষট্‌পদ আকাশে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এই উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবাত্মাও অনন্তাত্মায় মিলিত হয়[১৯]। আত্মনাশের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে সংসারবিহারী মনঃও বিনষ্ট হয় না[২০]। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে তদন্তর্গত আকাশ আকাশে একতাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ক্ষয় হইলেও তদভিমানী জীবাত্মা সেই পরমাত্মায় বিলীন হয়। কুণ্ড ও বদর (কুণ্ড=আধার পাত্র। বদর=কুল ফল।) উভয়ের অবস্থিতি যদ্রূপ, ঘট ও আকাশ উভয়ের স্থিতি যদ্রূপ, দেহে আত্মার অবস্থিতিও তদ্রূপ। দেহ বিনাশী এবং আত্মা অবিনাশী। বদর কুণ্ডভঙ্গে হস্তগত বা অন্যাধার গত হয়, আত্মাও দেহ ভঙ্গের পর পরমাত্মগত হয়[২১।২৩]। মনঃই মরণরূপ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্য দেশ কালাদি হইতে তিরোহিত হয় মাত্র। সুতরাং তাহার জন্য আক্রোশ কেন? কেনই বা তাহার জন্য লোকে ভীত ও ত্রস্ত হয়? পক্ষিশাবক যেমন উড্ডয়নোৎসুক হইয়া ভঙ্গপ্রবণ অণ্ড পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তুমিও পরমাকাশ গমনের জন্য অহম্ভাব সম্পন্না বাসনা পরিত্যাগ কর[২৪।২৬]। মনের

তাদৃশী শক্তিই (অহম্ভাবই) ইষ্টানিষ্টের কারণ এবং তাহারই সামর্থ্যে ভ্রমপ্রাপ্ত হইয়া জীবগণ বৃথা স্বপ্নতুল্য সংসার দর্শন করিতেছে[২৭]। উহাই অবিদ্যা, উহাই দুরুচ্ছেদ্যা, এবং উহাই দুঃখ প্রদানার্থ বৃথা পরিবর্দ্ধিত হয়। যে উহাকে না জানে, উহা তাহারই নিকট এই অসন্ময় বিশ্ব বিস্তার করে[২৮]। যেমন কোয়াশা হইলে ভ্রান্ত লোক আকাশকে মলিন অর্থাৎ অনির্ম্মল মনে করে, সেইরূপ, তুচ্ছ মনঃশক্তির প্রচ্ছাদনে ভ্রান্ত জীবেরা আপনাকে অস্বস্থ ও মলিন মনে করে[২৯]। ঐ শক্তির দ্বারাই এই আরম্ভমন্থর (মহা আড়ম্বরযুক্ত) বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় অসৎ হইয়াও কল্পিত সৎস্বরূপে সমুদিত হইয়াছে[৩০]। মাত্র ভাবনাই ইহার কর্ত্তা এবং তাহার (ভাবনার) জগৎ রচনাও তদ্রূপ। অর্থাৎ ইহার কর্ত্তৃত্বও ভাবনা এবং কার্য্যও ভাবনা। তদতিরিক্ত বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি নাই। যেমন দোষদুষ্ট চক্ষুঃ আকাশে কেশগুচ্ছাদি (এক প্রকার ভ্রান্তি দর্শন। যেন চুলের গুছি) দেখে, তেমনি, অজ্ঞানমলিন আত্মাও আপনাতে জগদ্দর্শন করে[৩১]। হে রামচন্দ্র! যেমন দিবসাধিপ দিবাকর স্বীয় আতপ দ্বারা হিমশিলা (বরফ) বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা ঐ শক্তিকে বিনষ্ট কর[৩২]। যাহারা হিম বিনাশ কামনা করে, তাহারা যেমন সূর্য্যের উদয় প্রার্থনা করে, সেইরূপ, যাহারা মনোবিনাশ প্রার্থী, তাহারা বিচারের উদয় কামনা করুক[৩৩]। অবিদ্যারূপ মেঘ যতদিন না উত্তমরূপে বিজ্ঞাত হইবে তত দিনই সে শম্বরাসুরের ন্যায় বিশ্ব প্রদর্শন রূপ ইন্দ্রজালময় সুবর্ণ বর্ষণ করিবে[৩৪]। (শম্বর=ময় দানবের ন্যায় এক অসুর। এই ব্যক্তি ইন্দ্রজাল বিদ্যার অন্যতম স্রষ্টা) মনঃ স্বরচিত আত্মবধ নাটক দেখিয়া নৃত্য করিতেছে বটে; অর্থাৎ জগতের বিলাস দেখিয়া আমোদ করিতেছে বটে; পরন্তু তাহাই উহার আত্মবিনাশের কারণ। কেননা, যে মুহূর্ত্তে আত্মা উহাকে (বিশ্বকে) দেখিবে অথবা বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা সংসার দশা প্রাপ্ত হইবে। (বিশ্ব আত্মাকে দেখিবে, এ কথার অর্থ—বিশ্ব মনের সাহায্যে আত্মায় প্রতিফলিত হইবে) দুর্ব্বুদ্ধি মনঃ জানিতেছে না যে তাহার বিনাশ নিকট —অতি নিকট[৩৫।৩৬]। যাহারা মনোনাশের উপায় অনুসন্ধান করে, তাহারা কেবলমাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং তন্নিমিত্ত তপস্যাদি ক্লেশ করিতে হয় না। রাম! তুমিও বিবেক দ্বারা

সঙ্কল্প উত্থাপন করতঃ বিশ্ববিকল্পক মনঃকে জয় কর এবং অধ্যাত্মজ্ঞান উদিত কর[৩৭।৩৮]। হে রাঘব! মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয় এবং মনের উদয়ই মহান্ অনর্থের মূল। অতএব, তুমি মনোনাশার্থ যত্নবান্ হও[৩৯]। হে সুভগ! যে মনের বর্ণনা করিলাম, সেই মনঃই এই সুখদুঃখরূপবৃক্ষসমাকীর্ণ কৃতান্তরূপ মহোরগযুক্ত (উরগ=সর্প) সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যের প্রভু এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের মহাবিপদের হেতু[৪০]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান হইল। দিবাকর যেন সায়ন্তন কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অস্তাচল গমন করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সায়ংকালের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাতা ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার সভায় সমাগত হইলেন[৪১]।

দ্বাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন অর্ণব সমুখিত কল্লোল, তেমনি, পরব্রহ্ম সমুখিত মনঃ। চিত্ত বা মনঃ স্ব-স্বভাবে তরঙ্গমালার ন্যায় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়[১]। এই মনঃ হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করে। কখন বা আপনাকে পর ও পরকে আপনার করে[২]। ✱ মনঃ প্রাদেশপ্রমাণ বস্তুকে ভাবনার দ্বারা অদ্রির ন্যায় দর্শন করায়[৩]। উল্লাসযুক্ত মনঃ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া নিমেষ মধ্যে সংসারপরম্পরা বিস্তার করে এবং কখন বা সংসার বিস্তৃতি বিষয়ে বিরত থাকে[৪]। এই বহুবস্তুপূর্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই মনঃ হইতেই সমাগত হইয়াছে[৫]। চঞ্চলস্বভাব মনঃ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যশক্তির দ্বারা পর্য্যাকুলীকৃত হইয়া নটের ন্যায় এক ভাব (আকার) হইতে অন্য ভাবে গমন করে[৬]। অপিচ, মনঃই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ করিতেছে ও তদনুরূপে সুখ দুঃখ প্রদান করিতেছে। যাহা যাহা করিতেছে সে সমস্তই ভাবের দ্বারা করিতেছে[৭]। এই চঞ্চল মনঃ যখনই স্বকর্ম্মোপস্থাপিত ভোগ্যকে যে ভাবে ভাবিত করে অর্থাৎ যে প্রকার কল্পনার অধীন করে, (ফলিতার্থ—ইচ্ছা করে), তখন তাহার কল্পিত হস্তপদাদিমান্ এই দেহ তদনুরূপেই স্পন্দিত অথবা অস্পন্দিত হয়[৮]। এবং সেই সেই সময়েই ক্রিয়ার দ্বারা সে তখন বারিপরিষিক্ত লতার অঙ্কুর গ্রহণের ন্যায় চিত্তসঙ্কল্পিত সুখদুঃখপরম্পরা গ্রহণ করিতে থাকে[৯]। হে রামচন্দ্র! যেমন শিশুগণ আর্দ্র মৃৎপিণ্ড লইয়া বহুবিধ খেলানা নির্ম্মাণ করে, তেমনি, মনঃও স্বান্তঃস্থ ভাব মাত্র লইয়া এই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ করে[১০]। মনঃ স্বকল্পিত পদার্থরূপ পঙ্ক দ্বারা যে সকল নরদেহাদিরূপ ক্রীড়নক (খেলনা) প্রস্তুত করিয়াছে, সে সকল কিছুই নহে অর্থাৎ সমস্তই মৃগতৃষ্ণাজলের ন্যায় অলীক বা মিথ্যা[১১]। ঋতুকর কাল যেমন বৃক্ষ দিগের ভিন্নরূপত্ব সম্পাদন করে, তেমনি, মনঃও এই সমস্ত পদার্থের ভিন্নরূপতা সম্পাদন করিতেছে[১২]। মনোরাজ্য, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প, এই সকল চিত্তকার্য্য অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, চিত্তেরই লীলার

বহুযোজনও গোষ্পদের ন্যায় এবং অত্যল্পও বহুযোজনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই বিশ্ব অবিবেকীর দৃষ্টিতে বহুযোজন এবং বিবেকীর দৃষ্টিতে গোষ্পদ[১৩]। অধিক কি, উক্ত মনঃ কল্পকে ক্ষণ এবং ক্ষণকে কল্প করিতে পারে। দেশ, কাল, ক্রিয়াক্রম, সমস্তই মনের আয়ত্ত বা অধীন। পরন্ত তাহার সংযোগাদির অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে শীঘ্রতা ও বিলম্বতা ঘটনা হয়। যদ্রূপ বৃক্ষ হইতে পল্লবাদির বিনির্গম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মোহ, সংভ্রম, অর্থ, অনর্থ, দেশ, কাল ও গতি অগতি, সমস্তই মনের প্রভাব বা মনঃ হইতে সমাগত[১৪।১৬]। সমুদ্র যেমন জল ব্যতিরেকে ও অনল যেমন উষ্ণতা ব্যতিরেকে পদার্থান্তর নহে, সেইরূপ, এই বিবিধ আরম্ভসম্পন্ন সংসার চিত্ত ব্যতিরেকে বস্বন্তর নহে[১৭]। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য প্রভৃতি সঙ্কুল এইযে জগৎ, ইহা চিত্তেরই রূপভেদ, বস্বন্তর নহে[১৮]। যেমন কাঞ্চনবুদ্ধিশালী মানবের দৃষ্টিতে কেয়ূরাঙ্গদাদি কল্পিত; এবং তত্রস্থ কল্পনাভাগ পরিত্যাগে হেম মাত্রই লক্ষিত হয়, তেমনি, তত্ত্বদর্শী জনগণের দৃষ্টিতে চিত্তের কল্পিত স্বরূপভেদ হইতে সমুত্থিত এই বন পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি সঙ্কুল জগৎও চিত্ত বলিয়া সংলক্ষিত হইয়া থাকে[১৯]।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম সর্গ।

লবণরাজার উপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল যে প্রকারে চিত্তের অধীন, অর্থাৎ চিত্তকল্পনার অনতিরিক্ত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এক উত্তম উপাখ্যান বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১]।

এই অবনীমণ্ডলে অরণ্যসঙ্কুল "উত্তরাপাণ্ডব" নামে এক অতি বৃহৎ জনপদ আছে[২]। তাপসগণ তাহার নিবিড় অরণ্যপ্রদেশে বিশ্রান্তচিত্তে অবস্থান করেন এবং বিদ্যাধরীগণ আনন্দ চিত্তে তাহার উপবন বিভাগে দোলায়মান লতাসমূহ আন্দোলিত করতঃ দোলক্রীড়া করিয়া থাকেন[৩]। এই স্থানের ভূধর সকল বায়ুসমাহৃত নিকটস্থ সরোবরজাত সরোজরাশির রজোদ্বারা অর্থাৎ পদ্মপরাগ দ্বারা সর্ব্বদা পীত বা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া অরণ্যশ্রেণীর শিরোভূষণরূপে অবস্থিতি করিতেছে[৪]। গ্রামসন্নিহিত ক্ষুদ্র অরণ্যসমূহও করঞ্জমঞ্জরী, কুঞ্জ ও গুচ্ছ প্রভৃতির দ্বারা পরম শোভা প্রাপ্ত এবং সে সকল স্থান খর্জ্জূর-তরুশ্রেণী পরিবৃত ও মধুমক্ষিকাগণের ঘুণ ঘুণ ধ্বনিতে সমাকুল দৃষ্ট হয়[৫]। অপিচ, তদন্তর্গত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমূহের পিঙ্গলবর্ণ সুপক্ক ওষধি সকল পিঙ্গলবর্ণ মণির ন্যায় শোভমান হইতেছে এবং নীলকণ্ঠবিহঙ্গমগণের ও সারসপক্ষিসমূহের মনোহর কলরব দ্বারা তৎপার্শ্বস্থবর্ত্তী কনকবর্ণ সুদৃশ্য কানন সকল ধ্বনিত হইতেছে। তদ্‌জনপদস্থ গিরিগ্রাম সকল তমাল ও পাটলাবৃক্ষে পরিবৃত থাকায় অপূর্ব্ব নীল শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে[৬।৭]। ঐ সকল বৃক্ষের উপরিভাগে বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমকুল অব্যক্ত কাকলীধ্বনি করিতেছে। নদীতীরে কুসুমিত পারিভদ্র প্রভৃতি তরুনিকর মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে[৮]। ফলপুষ্পনিপাতনকারী পবন অমন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া কুসুমরাজি বিধূত (কম্পিত) করিতেছে এবং গন্ধর্ব্বগণ মধুর স্বরে আনন্দ গান করিতেছে। সে সকল প্রদেশ মৃদুমন্দসঞ্চারী সমীরণের সন্ সন্ ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত এবং বন

ও উপবন দ্বারা সর্ব্বত্র সুষুমান্বিত। এই স্বর্গসম মনোহর জনপদ দর্শন মাত্র বোধ হয়, যেন সুমেরুকন্দর নিক্রান্ত সিদ্ধচারণগণে ও বন্দিগণে পরিবৃত অমর নিবাস স্বর্গ বিধাতা কর্ত্তৃক ভূতলে সমানীত হইয়াছে[৯]।[১১]।

তাদৃশ মনোহর উত্তরাপাণ্ডব নামক জনপদে হরিশ্চন্দ্রবংশসম্ভূত পরম ধার্ম্মিক লবণ নামে এক সুবিখ্যাত মহীপাল বাস করিতেন[১২]। তাঁহার যশঃ কুসুমের পরাগরাজির দ্বারা সমীপবর্ত্তী শৈল সকল যেন পাণ্ডরবর্ণ হইয়া বিভূতিভূষিত বৃষভ বাহনের শোভার অনুকার করিতেছে[১৩]। এই রাজার স্বীয় কৃপাণে (তরবারিতে) অরাতিকুল ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেষিত হইয়াছিল। এমন কি, অরাতিগণ তাঁহার আকৃতি মনে করিয়াই অরাক্রান্ত হইত[১৪]। সজ্জনগণও এই রাজার বিষ্ণুচরিতোপম আর্য্যমনোরঞ্জন উদার চরিত অদ্যাপি স্মৃতিপথে সংস্থাপন করিয়া থাকেন[১৫]। অপ্সরোগণ ইহার সদ্গুণ পুলকোল্লাস সহকারে অদ্রীন্দ্র (হিমালয়) শিখরস্থিত অমরসভা সমূহে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন[১৬]। তত্রস্থ লোকপালগণ অপ্সরাগণের মুখে এই রাজার গুণগান শ্রবণ করেন এবং বিরিঞ্চিবাহন হংসেরা তাহা অভ্যস্ত করিয়া আত্মচরিতার্থ বোধ করে[১৭]। হে রামচন্দ্র! তাঁহার ন্যায় উদারচরিত অন্য কোন ভূপাল তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন না। এমন কি, তাঁহার কোনও রূপ দৈন্যদোষযুক্ত কার্য্য কেহ কখন স্বপ্নেও শ্রুতিগোচর করে নাই[১৮]। কুটিলতা কি তাহা তিনি জানিতেন না। ধৃষ্টতা কি তিনি তাহা বুঝিতেন না। গৃধ্নুতা কি তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। উদারতা কি, তিনি কেবল তাহাই জানিতেন ও বুঝিতেন; যদ্রূপ ব্রহ্মার করে অক্ষমালা নিয়ত অবস্থিত, তদ্রূপ, উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়তকাল অবস্থিত থাকিত[১৯]।

একদা দিবসাধিপ সূর্য্য নভোমণ্ডলের যে স্থানে উদিত হইলে ৪ দণ্ড বেলা হয়, সেই স্থানে উদিত হইয়াছেন, এমন সময়ে এই নরপতি রাজকীয় সভায় আগমন করতঃ সিংহাসনারূঢ় হইলেন[২০]। যেমন আকাশে চন্দ্র উদিত হন তাহার ন্যায় এই নরপাল উচ্চ সিংহাসনোপরি সুখোপবিষ্ট হইলেন। সামন্তগণ ও সৈন্যপতিগণ তৎসকাশে সসম্ভ্রমে সমাগত হইলেন। গায়কীগণের গান আরম্ভ হইল, বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনিতে রাজন্যবর্গের চিত্ত বিকসিত হইল, চামরধারিণী